নাস্তিকপিডিয়া

৩য় খন্ড

চিংকু মফিজ
সম্পাদিত

বাঁচাও!
আমি সাঁতরাইবার পারিনা!

এই নাও কোরান।
এইটাতে সব জ্ঞান আছে।

মহা ব্যাঙানিক গ্রন্থ কোরআন

নাস্তিকপিডিয়া - ৩য় খন্ড- মহা ব্যাঙানিক গ্রন্থ কোরআন

ভূমিকা (১ম সংস্করণ)

অবশেষে নাস্তিকপিডিয়া প্রকাশ হচ্ছে। সবাইকে শুভেচ্ছা।

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই নাস্তিকতার প্রসার হয়েছে। আর বিজ্ঞান জানার অভাব থাকায় মানুষ মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তার দ্বারস্থ হয়েছে। আর এই কল্পিত ঈশ্বর , সৃষ্টিকর্তাকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে তৈরী হয়েছে মহাপ্রতারক ধর্মীয় গোষ্ঠীর । আর এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতেই প্রগতিশীল মানুষেরা সবসময় নির্যাতিত হয়ে আসছে । এক সময় ব্রুনো এদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গ্যালিলিওকে মাফ চাইতে হয়েছে । বিজ্ঞানকে এরা বহুবার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। আমরা কি ভুলে যেতে পারি এই ধর্মীয় অন্ধগোষ্ঠীর হাতে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী পোড়ানো হয়েছিলো ? তৎকালীন *সময়* এই আলেকজেন্দ্রিয়া লাইব্রেরী ছিলো পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল । আর ধর্মীয় অন্ধগোষ্ঠীর হাতে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীই শুধু পোড়ানোই হয়নি বরং পোড়ানো হয়েছে হাজার বছরের সঞ্চিত জ্ঞান। এক কল্পিত ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মানবসভ্যতার অর্জিত জ্ঞা ন। আর এর পর থেকে পৃথিবীতে শুরু হয়েছে অন্ধকারের যুগ।

আবার সেই পুরানো জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের অর্জন করতে হয়েছে । আর মানুষ কখনোই অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত রাখেনি । মানবসভ্যতার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানুষ এই অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে । আর তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা বর্তমানে পেতে যাচ্ছি আবার আলোকিত মানবসভ্যতা ।

এই কথা বলার অবকাশ রাখে না, ধর্ম নামক অন্ধকার-শক্তি প্রতিনিয়ত মানুষকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে । কল্পিত ঈশ্বর এবং তার চ্যালা-চামুন্ডারা সব সময় চেষ্টা করছে মানবসভ্যতার ধ্বংস সাধনের জন্য। এই ধর্মের জন্য মানুষে মানুষে এত হানাহানি , এত বিভেদ , এত খুনাখুনি। ধর্ম সকল অজ্ঞানতার জননী।

আর তাই এখন সময় এসেছে ধর্মগুলোকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়ার। মানবসভ্যতার উন্নয়নের জন্য হানাহানি , বিভেদ, কলহ , খুনাখুনি বন্ধ করা দরকার। আর এর জন্য আমাদের সকল ধর্মকে জাদুঘরে পাঠাতে হবে।

এই নাস্তিক্যবাদ প্রসারের একটি বড় সমস্যা হলো আমরা প্রকাশ্যে আসতে পারছি না । তবুও বিভিন্ন ব্লগে এবং ফেসবুকে নাস্তিকতার প্রসার ঘটানো এবং ধর্মকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য বহু সহযোদ্ধা কাজ করে যাচ্ছে । দেশের সরকার এবং উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর । তবুও আমরা বিশ্বাস করি, কিবোর্ডের শক্তি তলোয়ারের থেকেও বেশি শক্তিশালী।

বিভিন্ন ব্লগে এবং ফেসবুকে বিতর্ক করতে হয় আস্তিকদের সাথে । সমস্যা হলো এই আস্তিকরা নিজেরাই ধর্মগুলো কতটা নিষ্ঠুর, তা জানে না। এছাড়া নতুন নাস্তিক, সংশয়বাদী তারা অনেক সময় নাস্তিকতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় লেখাগুলো এক স্হানে খুঁজে পায় না। এছাড়া বহু নাস্তিকের আস্তিকদের সাথে বির্তক করতে হয়, তখন সবসময় হাতের কাছে রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া যায় না । বহুদিন ধরে এইজন্য আমরা নাস্তিকরা অভাববোধ করেছি নাস্তিকতা বিষয়ক লেখাগুলোকে একটি বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য । আর এ জন্য তৈরী করা হলো নাস্তিকপিডিয়া। এই নাস্তিকপিডিয়ায় বিভিন্ন ব্লগের সব নাস্তিকের লেখাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চ্যাপ্টারে ভাগ করে যেন কখনোই কোন নাস্তিকদের রেফারেন্স খুজতে সমস্যা না হয় । ধর্মীয় অনেক কুপ্রথা এবং সত্যি ঘটনা জানা যাবে এই পিডিয়া থেকে । এখানে শুধুমাত্র প্রবন্ধই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বরং বিভিন্ন নাস্তিক-আস্তিক বির্তকও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠকদের বলবো প্রতি প্রবন্ধের শেষে কমেন্ট সেকশনটাও মনোযোগের সাথে পড়ার জন্য ।

এই নাস্তিকপিডিয়ায় শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধেই লেখা হয়নি বরং সেই সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এমনকি জৈন ধর্ম এর বিরুদ্ধেও লেখা হয়েছে। তবে এ কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করছি না বাংলাদেশের অধিকাংশ নাস্তিক মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে ইসলামের সমালোচনা বেশি হয়েছে বইটি তৈরী করতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে । বইটি তৈরী করার পিছনে একজন আলোকিত মানুষ মুশাররফ হোসেন সৈকত সার্বক্ষণিক লেগে ছিলেন । উনি মুক্তমনার লেখাগুলো পিডিএফ আকারে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । যদিও ওয়ার্ড ফরম্যাটে লেখাগুলো নেওয়ার জন্য আমাকে আবার ওই লেখাগুলো কপি করতে হয়েছে। তবুও ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ । সার্বক্ষণিক উৎসাহ যুগিয়েছেন অনেক আলোকিত মানুষ। যাদের নাম না বললেই নয়: দিগম্বর পয়গম্বর, ধর্মপচারক (পচারক ভাই অনেক লেখা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করে দিয়েছেন) দাঁড়িপাল্লা ধমাধম, অভিজিতদা', লুক্স ভাই, স্নিগ্ধা আপু, কস কি মুমিন, ডিউক, নাবিক, ব্লাক হোল দম্পতি , অপূর্ব, রিপন, বিবি খাদিজা, বিবি আয়েশা , একজন সাইবর্গ , স্বপ্ন ধূষর, মুফাসা দা গ্রেট, জয়ন্ত, নিশাচর, দুর্দান্ত, অগ্নিবীর, বাঙালি বাবু, পাগলা বিলাই, তাইম, ছোটা ডন, মৃত্যুর সওদাগর, সুগার দম্পতি, শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল, জ্যক শাফিন, ইবলিশ, অন্তহীন অপেক্ষা, আমি আসছি, ফেরাউন প্রত্যবর্তন, রাতুল সহ আরও অনেকে । কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাইকে যাঁরা বাংলাদেশকে আলোকিত করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । আরও স্মরণ করছি হুমায়ুন আজাদ স্যার এবং রাজীব হায়দারকে।

সব লেখকের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । তবে চেষ্টা করেছি সব লেখকের লেখার সাথে তাদের নাম এবং সেই লেখার মূল লিংক সংযুক্ত করার জন্য । কপিরাইট সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য সবার কাছে আগে থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

নাস্তিকপিডিয়ায় ভুলভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয় । আশা করি, ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে পাঠকরা দেখবেন । অজ্ঞানতা দূর করতে বইয়ের প্রতিটা খণ্ড বহু জায়গায় ছড়িয়ে দিন । চেষ্টা করা

হচ্ছে পুরো বইটা ওয়েবে রাখার জন্য। এক সময় আমরা ধর্ম নামক অমানিশার কালো করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হবোই, সেই প্রত্যাশায়

চিংকু মফিজ।

সূচীপত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায় :

মহা ব্যাঙাানিক গ্রন্থ কোরআন

কোরআন কি আল্লাহর বানী

কোরআন কি আল্লাহর বানী

https://www.amarblog.com/index.php?q=desertpirate/posts/172882

কেন কোরান আল্লাহর বানী নয়, পর্ব -১

তারিখঃ সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৪:২৭

লিখেছেনঃ মরু দস্যু

কোরান আসলে নিজেই প্রমান করে যে সে আল্লাহর বানী নয়। কারন কোরানের মধ্যে নানারকম উদ্ভট আজগুবি তথ্য ছাড়াও স্ববিরোধী বহু তথ্য আছে, তাছাড়া কোরানের বাক্যগঠন রীতি , শব্দ চয়ন খুবই নিম্নমানের ও বিরক্তিকর, যা প্রমান করে তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ বা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে পারে না।

যেমন কোরান বলছে -

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও - এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।সূরা বাকারা - ২: ২৩

এটা একটা উদ্ভট ও আজগুবি চ্যালেঞ্জ তথাকথিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর। সমগ্র বিশ্ব ব্রম্ভান্ডের মালিক , সকল ক্ষমতার অধিকারী , সবজান্তা আল্লাহ কখনও তুচ্ছ ও মূর্খ মানুষকে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না। কোন প্রকৃত জ্ঞানী কখনো কোন মূর্খ লোকের ফালতু কথাকে পাত্তা দেবে না বা তাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করবে না। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীহিসাবে কখনই কাউকে ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ জানাবে না। কেন চ্যালেঞ্জ জানাবে না ? কারন হলো - তাদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান তাদেরকে এ ধরনের ফালতু চ্যালেঞ্জ জানাতে বিরত রাখবে। সুতরাং দ্বী ন দুনিয়ার মালিক সর্মময় ক্ষমতার অধিকারী কিভাবে কিছু মূর্খ ও অসভ্য আরবের বাতুল কথায় তাদেরকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করতে পারে ? যেহেতু কোরানে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে দেখা যায় , তার অর্থ এটা আল্লাহর বানী নয়। আল্লাহ মানুষের জন্য কোন বানী পাঠাতে চাইলে তা নিজে হোক বা কা রো মাধ্যমে যদি পাঠায় তাহলে সে কখনো কাউকে চ্যালেঞ্জ করে তা বিশ্বাস করতে বলতে পারে না। তার বানী সে পাঠাবে , তার বানীর কারুকার্য ও মৌলিকত্ব দেখেই মানুষ বিশ্বাস করবে বা করবে না। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করাতে ফালতু লোকের মত চ্যালেঞ্জ করতে যাবে না। চ্যালেঞ্জ হয় সমান সমান ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে। যেমন - মুষ্টি যুদ্ধ , দাবা , কুস্তি এসবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীরা পরস্পর প্রায় সমান দক্ষতা ও

ক্ষমতার অধিকারী। কোন প্রকৃত দক্ষ মুষ্টি যোদ্ধা বা কুস্তিগীর কখনও রাস্তার ফালতু লোককে চ্যালেঞ্জ করবে না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কাছে অসভ্য ও মূর্খ আরবরা নিতান্তই তুচ্ছ লোক , এতটাই তুচ্ছ যে তা গণনাতেও আনা যায় না। সুতরাং এই ফালতু চ্যালেঞ্জ প্রমান করে যে কোরান কোন আল্লাহর বানী নয়।

এর পরের আয়াত দেখা যাক-----

আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।সূরা বাকারা - ২: ২৪

চ্যালেঞ্জ জানানোর সাথে সাথেই আবার চ্যালেঞ্জ দানকারী যদি নিজেই পরমূহুর্তে তার রায় দিয়ে দেয় তাহলে বুঝতে হবে চ্যালেঞ্জ দানকারীর মাথায় সমস্যা আছে। ২৩ নং আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিয়েই পরের আয়াত ২৪ তে বলছে - কেউ সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে জয়ী হতে পারবে না। এটা একটা পাগলের প্রলাপ। উদাহরন -

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানে একটা দিগম্বর পাগল বলছে - আমি হলাম দেশের প্রেসিডেন্ট , পারলে কেউ আমাকে আটকাতে আসুক। আমাকে আটকানোর কোন ক্ষমতা কারও নেই।

বলাবাহুল্য, পাগলের এই চ্যালেঞ্জ কেউ কিন্তু গ্রহন করতে যায় না আর তাকে কেউ আটকাতেও যায় না। তাতে কি প্রমানিত হলো সেই পাগল দেশের প্রেসিডেন্ট ? উপরের দুইটি আয়াত ২৩ ও ২৪ এর বিষয় বস্তু হুবহু একই রকম নয় ?

ধরা যাক , কাজি নজরুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ করল - কেউ পারলে আমার মত একটা কবিতা লিখে আনুক তো । বহু লোকই তার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে কবিতা লিখে নিয়ে নজরুলের কাছে দিল। নজরুল সেগুলো না পড়েই বলে দিল কেউই তার মত লিখতে পারে নি। সেটা কিভাবে সম্ভব ? সম্ভব কারন নজরুলের মত কবিতা একমাত্র নজরুলের পক্ষেই লেখা সম্ভব। যদি রহিম বা করিম কোন কবিতা লেখে সেটা হবে - রহিম বা করিম কবিতা , কখনই তা নজরুলের কবিতা হবে না। সর্বোপরি , রহিম বা করিম- এর কবিতা নজরুলের কবিতার মত হয়েছে কি না , সে সিদ্ধান্তটা নিচ্ছে কে ? নিচ্ছে তো স্বয়ং নজরুল। তো নজরুল তো কখনই স্বীকার করবে না যে তাদের কবিতা তার নিজের মত হয়েছে। সুতরাং নজরুলের চ্যালেঞ্জ কিন্তু টিকে গেল। এখন এরপর নজরুল যদি দাবী করে - সে যে কবিতা লেখে সেগুলো আল্লাহর কাছ থেকে বানী পেয়ে লেখে, সেটা কি সত্য বলে মানতে হবে ? যদিও তার

চ্যালেঞ্জ কিন্তু টিকে গেল। তার পরেও কি বিশ্বাস করতে হবে তার কবিতাগুলো সব আল্লাহর কাছ থেকে বানী পেয়ে লেখা ?

অর্থাৎ কুরাইশদের কেউ যদি কোরানের বানীর মত বা তার চাইতে ভাল বানীও লিখে নিয়ে মুহাম্মদের কাছে হাজির হতো , তাহলেও সেটা বিচারের মালিক তো ছিল স্বয়ং মুহাম্মদ। তো মুহাম্মদ কি কখনও স্বীকার করবেন যে কুরাইশদের লেখা কথা কোরানের বানীর মত হয়েছে ? কখনই সেটা স্বীকার করবেন না। তখন এটা কি তাহলে তার কথিত কোরানের বানী আল্লাহর বানী হিসাবে প্রমানের যুক্তি হলো ? তার পরেও আমরা কোরানের কিছু বাক্য দেখি - উদাহরন হিসাবে সূরা কাফিরুন নেয়া যাক

সূরা কাফিরুন - ১০৯ :১-৬

হে কাফের কুল ,
আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।
এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।
তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।
তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে।

এই ধরনের কথা কি দুনিয়া শুদ্ধ কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন উচ্চারন করে কি না বা হাজার হাজার বছর আগ থেকে উচ্চারন করত কি না ? যে কোন সাধারন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কি এ ধরনে র কথা লিখতে বা বলতে পারে না ? তার পরেও দেখা যাচ্ছে এখানে একই বক্তব্য বার বার করে বলা হচ্ছে যা কিন্তু মূল বক্তব্যকে বিরক্তিকর বা এক ঘেয়ে করে তুলেছে। উক্ত ৬ টা আয়াতকে কিন্তু নিচের ভাবে সহজেই লেখা যেত -

হে কাফেরকুল, তোমরা যার এবাদত কর , আমি তার এবাদত করি না
এবং আমি যার এবাদত করি, তোমরা তার এবাদত কর না।
তোমার ধর্ম তোমার কাছে আর আমার ধর্ম আমার কাছে

তখন আয়াত হতো মাত্র তিনটা। কিন্তু একই কথা বার বার বলে উক্ত দুইটা আয়াতকে ৬টা আয়াত বানিয়েছে এবং বক্তব্যটাকে বিরক্তিকর বা এক ঘেয়ে করে ফেলেছে। অথচ আমরা যখন আরবী কোরান পড়ি তখন সেটা কিন্তু বুঝতে পারি না , মনে হয় আল্লাহর সুললিত বানী। একটু সুর করে পড়লে বড়ই মুধর লাগে তখন , বিরক্তিকর মনে হয় না কারন আমরা আরবী ভাষা জানি না। আরবী ভাষার অশ্লীল

গালিগালাজও সুর করে যদি কোন মৌলভি পড়ে , তাহলেও সেটা আমাদের কাছে কোরানের বানী মনে হবে।

সুতরাং দেখা গেল, আল্লাহর বানীর মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত সৌন্দর্য বা মাহাত্ম নাই যা সত্যি বিশেষ উল্লেখ করার মত বরং কোরানের বানী বার বার একই বক্তব্য তুলে ধরার জন্য বেশ বিরক্তিকর এবং সাহিত্যিক মানের দিক থেকে তা খুবই নিম্নমানের ও বিরক্তিকর। এ ধরনের বানী লেখা সম্ভ ব একমাত্র তাদের পক্ষেই যাদের লেখা পড়া কম বা আদিম পর্যায়ের।

এখন এধরনের নিম্ন মানের ও বিরক্তিকর বক্তব্য কিভাবে আল্লাহর বানী হতে পারে তা একেবারেই বোধগম্য নয়।

মন্তব্যসমূহ

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৪৪ তারিখে বেক্কল বলেছেন

আসলেইতো !! আমরা তো এত গভীর ভাবে ভেবে দেখি নাই ! আপনি এত সোজা ভাবে প্রমাণ করে দিলেন কুর'আন আল্লাহর কাছ থেকে নয়। দুপুর বেলা ঠিক ১২টা বাজে। সূর্য কোথায়? আপনার মাথার উপরে। বলেনতো এখন দিন না রাত? আপনে বলবেন এখন রাত। হা হা হা হা হা -------। আপনে আমাকে জানেন? চিনেন? আমি কে? ফাটায়া ফালামু। আম্রিকার ঘরে ঘরে গিয়া সবাইরে গুলি কইরা কইরা মাইরা ফালামু। টুইন টাওয়ার আবার বানামু আবার পুড়ামু। যত প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী মিনিষ্টার আছে সকলরে মাইরা আমি আম্রিকা দখল করুম। কি, ভুল কইলাম নাকি? আমি পারবো না?

তো ঠিক আছে। দখল কর আম্রিকা।

তেমনি যারা বুদ্ধিমান তারা কুর'আন যে আল্লাহর তা বুঝবে। আর তর্ক করে কারা ? নিশ্চয়ই আমার মত বেক্কলেরা। আর আল্লাহর চ্যালেঞ্জ, স্বাভাবিক বেক্কলদেরকেই করবে।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৫৪ তারিখে আরেফেন বলেছেন

বাহ: বা , এত ভয়

আমার পোস্ট টিকে এতই ভয় পেলেন যে একই শীরনামে সাথে সাথে আরেক পোস্ট এসে হাজির। কেন এক পোস্ট পড়েই কি সবাই মুসলমান হয়ে যাবে ??

পারলে আমার পোস্টে গিয়ে আলোচিত বিষয় ডিফেন্ড করুন,।

পবিত্র কোরআন কেন মানব রচিত গ্রন্থ নয়।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৫:৪৩ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

আপনি একটা পয়েন্ট কম দিছিলেন , আমি সেইটা যোগ করে দিয়েছি।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৪:৫৬ তারিখে বকলম বলেছেন

আমার কমেন্ট কই? এত ভয়?

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৬:৩৯ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

কোরান আল্লাহর বাণী না মোহাম্মদের বাণী না আকাশবাণী এইটা প্রমানের এত প্রয়োজন হইল কেন? আপনার যেভাবে ভাল ভাগে আপনি সেভাবে কোরানকে চিন্তা করুন। চিন্তার দূয়ার উন্মুক্ত করা আছে কোরানেই।
চ্যালেঞ্জ আজগুবি, ফালতু, উদ্ভট এসবকথা না বলে বুদ্ধিমান সে যে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে এবং করে দেখায় নয়ত পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।
আপনিই লিখে ফেলেনা একটা সুরা দেখি আল্লাহর চ্যালেঞ্জ ভাঙতে পারেন কি না ? তাহলেই ত হয়। এর জন্য এত লম্বা পোস্ট দেয়া লাগে না।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৭:০৫ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

ফালতু কথা না বলে পোষ্টে যে যুক্তি দেয়া আছে তা খন্ডন করুন।

আর হ্যা , পোষ্টে যে সুরা কাফিরুন আছে , আমার লেখাটা আর অরিজিনালটা টাইপ করে কোন শিক্ষিত মানুষকে দেখান, কিন্তু বলবেন না যে সেটা সুরা কাফিরুন , বলবেন দুইজন মানুষ লিখেছে, তারপর মতামত নিন কারটা ভাল হয়েছে। দেখুন তো সে কি অভিমত দেয়। সাহস থাকলে পরীক্ষাটা করে আসুন।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৫৫ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

মহা মুশকিল।
গুরুত্ব বোঝাতে বা ছন্দের প্রয়োজনে একই কথা বা একই লিরিক বারবার আছে। যেমনটা গানে, কবিতায় দেখা যায়। কোরান ঠিক সে রকমভাবে লেখা। এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ২১:৫২ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন

@মুক্তবিবেক, ভাই কোরআন কি গানের লিরিক?

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ২৩:২১ তারিখে ভূমিকম্প বলেছেন

কোরান তো ছন্দে ছন্দে লেখা পদ্যের মত করে , আপনি জানেন না ? আল্লাহ গদ্যে কথা বলতে পারে না , তাই ছন্দে ছন্দে কথা বলে ।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১০:২৫ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

চুদির ভাইরা আরবি সাহিত্যের ইতিহাস কিছুটা পড়ে আই। না জেনে ফালতু পেচলা পাড়িস না।
একসময় বাংলা গদ্য বলে কিছু ছিল না , সবই ছিল কাব্য। কবিতা আকারে লেখা, যে গুলোকে পুঁথি বলা হত। কালিদাস (খৃষ্টপূর্ব ৩০০০) থেকে গত ৩০০ বছর আগ পর্যন্ত আমাদের বাংলায় গদ্য বলে কিছু ছিল না। সংস্কৃতের শ্লোকগুলো সবই কাব্য।
ঠিক তেমনই একসময় আরবে শুধু কাব্য চর্চা হত। বড় বড় কবিতা উত্তম উত্তম কাব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করত। কোরান ঠিক তেমন একটি সময়ে নাজিল হয়। আরব্য রজনি বা আরাবিয়ান নাইটস সংকলিত হয় অনেক পরে।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৬:৫৭ তারিখে যুক্তিবান বলেছেন

তুমি কি দেখোনি শুধু মাত্র বিভ্রান্ত লোকেরাই ধর্ম পালন করে।
(এই আয়াতের রচয়িতা-যুক্তিবান।)

দেখুন তো এই আয়াতটা কোরানের মত হয়েছে কিনা ?

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৮:৫৮ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

শেখ হাসিনা একটা কবিতা লিখে যদি চ্যালেঞ্জ করে "এরকম কবিতা কেউ লিখতে পারবে না "।
তা'হলে চামচারা ছাড়া সবাই হাসবে । মাগার আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলে তা অভাবনীয় ও অভুতপূর্ব ও মিরাকল । কি যে করি সব আউলা ঝাউলা লাগে ।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৩১ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

কোরান এমনই এক কিতাব সেখানে মুহাম্মদ যদি বলে আকাশে সূর্য বা চাঁদ চলাচল করে - সেটাও অলৌকিক ঘটনা। কারন মুহাম্মদের আগে কেউ দেখে নাই আকাশে সূর্য বা চাঁদ চলাচল করে। মুহাম্মদ যদি বলে পানি থেকে সব কিছু সৃষ্টি - সেটাও অলৌকিক ঘটনা কারন পানিই যে জীবন সেটা মুহাম্মদের আগে কেউ জানত না।

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৩০ তারিখে হাসিনুর বলেছেন

আপনি যেভাবে লিখেছেন সেটা হালকা হালকা লাগছে এবং মাধুর্য্য নেই। কোরআনে যেটা আছে সেটা শুনতেই ভালো লাগছে।

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কবি

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৩৪ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

এর কারন আপনি আগেই জানেন যে উক্ত বিরক্তিকর ও এক ঘেয়ে বানীগুলো কোরানের বানী।

এক কাজ করুন , একটা কাগজে দুইটাই লিখে ফেলুন। তারপর এমন লোক যে কোরান হাদিস তেমন পড়ে নাই কিন্তু শিক্ষিত তার কাছে গিয়ে বলুন দুইজন জন লোক একটা বিষয়ে এভাবে লিখেছে। বলবেন না যে এটা কোরানের আয়াত। সাহস থাকলে পরীক্ষাটা করুন গিয়ে , তারপর সৎ হলে সাহস করে ব্লগে ফলাফলটা জানান।

দেখি কেমন সাহস আপনার !

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৩৯ তারিখে হাসিনুর বলেছেন

আমার আগে জানার ব্যপার না। আপনার কথাগুলো সংক্ষিপ্ত। সঙ্কষিপ্ত হলেই কথাগুলো ভালো লাগবে শুনতে এমনটা না । অনেক সময় একটু বিস্তারিত বললে বা পুনরাবৃত্তি করলেও ভালো লাগে শুনতে। আপনার কথাগুলো হালকা লাগছে।

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কবি

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ১৯:৪২ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

বললাম তো , একটা পরীক্ষা নিতে। সাহস থাকলে একটা পরীক্ষা করে আসুন। আপনার মতামত তো আমি আগেই জানি। সুতরাং এসব কথা বলে এখানে লাভ আছে ?

সোমবার, ২৬/০৮/২০১৩ - ২৩:৫৪ তারিখে বকলম বলেছেন

মুর্খরা সব শোন,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

-- নজরুলের সময়ে হেফাজত থাকলে আমরা হয়ত জাতীয় কবি পেতাম না।

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/index.php?q=desertpirate/posts/172922

কেন কোরান আল্লাহর বানী নয়, পর্ব-২

তারিখঃ মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ১৫:০১

লিখেছেনঃ মরু দস্যু

১ম পর্বে দেখানো হয়েছিল সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকা সত্ত্বেও ফালতু মানুষের মত চ্যালেঞ্জ করছে। এ পর্বে দেখানো হবে আল্লাহর আরও কিছু অর্থহীন ও উদ্ভট বাগাড়ম্বর। আর দেখান হবে জগাখিচুড়িভাবে কোরানকে সংকলন করা হয়েছিল।

প্রথমেই আমরা নিচের আয়াত দেখতে পারি---------

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।সূরা হিজর -১৫:০৯

উক্ত আয়াত অনুযায়ী , অনেকেই খুব বাগাড়ম্বর করে বলে যে সারা দুনিয়ায় যেখানেই যে কোরান পাওয়া যাক না কেন , তার প্রতিটি দাড়ি কমা সহ সব কিছু নিখুত। আর সেটাই হলো উক্ত আয়াতের অর্থ আর এভাবেই নাকি আল্লাহ কোরানকে রক্ষা করে কোরানের অলৌকিকত্ব দেখিয়েছে। দুনিয়ায় আরও বহু পুস্তক পাওয়া যায় বড় বড় লেখক বা কবির। যেমন সেক্সপীয়ারের নাটক , সেই নাটকগুলো তো সেই প্রায় চারশ বছর ধরে হুবহু একই আছে। আসলে একটা স্টান্ডার্ড ধরে যখন সেই সব নাটক প্রকাশ হতে শুরু করে তখন থেকেই সেটা অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে। ১৪০০ বছর আগে কুরান এই দুনিয়ায় লেখার পর ,পরবর্তীতে ইসলামি খলিফা বা বাদশার ফরমান অনুযায়ী একটা স্ট্যান্ডার্ড জারী করে সেই মত কোরান প্রকাশ হয়ে আসছে। সুতরাং তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন না থাকার মানে এটা নয় যে তা অপরিবর্তিত আছে বা সম্পূর্ন বিশুদ্ধ। আমাদের দেখতে হবে , মুহাম্মদ যে ভাবে কুরান নাজিল করেছিলেন বর্তমানকার তথাকথিত বিশুদ্ধ কোরান হুবহু সেরকম আছে কি না। যদি থাকে তাহলেই প্রমানিত হবে যে কোরান সত্যি সত্যি বিশুদ্ধ এবং তাই তা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত।

এখন আমরা দেখি বস্তুত আল্লাহ সেই কাজ আসলেই করতে সক্ষম হয়েছে কি না। যদি সক্ষম না হয় তাহলে প্রমানিত হবে যে কোরান আল্লাহর কিতাব নয়। এ প্রসংগে প্রথমেই ইবনে কাসিরের তাফসির দেখা যেতে পারে -

www.QuranerAlo.com

সূরা ঃ আহযাব, মাদানী — سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ৭৩, রুকূ' ঃ ৯) — (اٰيَاتُهَا : ٧٣، رُكُوْعَاتُهَا : ٩)

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হযরত যির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "সূরায়ে আহযাবের কতটি আয়াত গণনা করা হয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ " তেহাত্তরটি।" তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "না, না। আমি তো দেখেছি যে, এ সূরাটি প্রায় সূরায়ে বাকারার সমান ছিল। এই সূরার মধ্যেই নিম্নের আয়াতটিও আমরা পাঠ করতামঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "বুড়ো ও বুড়ী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলো, এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" এর দ্বারা জানা যায় যে, এই সূরার কতকগুলো আয়াত আল্লাহর নির্দেশক্রমে রহিত হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। হে নবী (সঃ)! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

١- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

২। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী হয় তার অনুসরণ কর; তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٢- وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

৩। আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহর উপর, এবং কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

٣- وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

সূত্র : তাফসির ইবনে কাথির, পৃষ্ঠা নং- ৭৩৩, ১৫শ খন্ড, অনুবাদ: ড: মুজিবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়েবসাইট: http://www.quraneralo.com/tafsir

উক্ত তাফসিরে দেখা যাচ্ছে উবাই ইবনে কাব বলছেন - সূরা আহযাবের আয়াত সংখ্যা হলো সূরা বাকারার আয়াত সংখ্যার সমান। কিন্তু সূরা বাকারার আয়াত সংখ্যা হলো ২৮৬ টি। অথচ সূরা আহযাবে বর্তমানে আয়াত সংখ্যা হলো মাত্র ৭৩ টি। তাহলে বাকী ২৮৬--৭৩= ২১৩ বা প্রায় ২০০ টি আয়াত সূরা আহযাব থেকে কোথায় গেল ? আল্লাহ কি সেসব সংরক্ষন করতে ব্যর্থ হয়েছে ? উক্ত তাফসিরে একটা নির্দিষ্ট আয়াতের কথাও বলা হচ্ছে যা বর্তমানে কোরানে নেই অথচ মুহাম্মদের সময়ে সেটা পড়া হতো ও সেই মোতাবেক বিচার ও শাস্তিও দেয়া হতো। সেটা হলো ব্যভিচারের জন্য পাথর

ছুড়ে মারার শাস্তি। যাকে রজম বলা হয়। এই রজম সম্পর্কিত একটা আয়াত মুহাম্মদের জীবদ্দশায় ছিল কিন্তু এখন কোরানে নাই। কিন্তু মজার বিষয় এই বিধান অনুযায়ী এখনও বিভিন্ন দেশ যেমন আফগানিস্তান , সুদান , পাকিস্তান ইত্যাদিতে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। এখন দেখা যাক উক্ত উবাই ইবনে কাব কে -

আব্দুল্লা আমর বর্ণিত : আল্লাহর নবী কখনই অপমানজনক সুরে বা খারাপ ভাবে কথা বলতেন না। তিনি বলতেন - সেই আমার সবচেয়ে প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরও বললেন- চারজন মানুষের কাছ থেকে তোমরা কোরান শিক্ষা কর - আব্দুল্লা বিন মাসুদ, হুদায়ফিয়ার মুক্ত দাস সালিম, উবাই বিন কাব এবং মুয়াদ বিন জাবাল। সহি বুখারি , ভলিউম- ৫, বই -৫৭, হাদিস- ১০৪

তাফসিরের উক্ত ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় নিচের হাদিসে --

ইবনে আব্বাস বর্ণিত : উমর বললেন , আমার ভয় হয় বহুদিন অতিক্রান্ত হলে লোকজন বলাবলি করতে পারে - কেন আমরা কোরানে রজমের আয়াত দেখছি না ? আর তখন তারা আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। দেখ, আমি নিশ্চিত করছি যে যারা ব্যভিচার করে অবৈধ যৌন সংসর্গ করবে তাদের শাস্তি হলো রজম অর্থাৎ পাথর ছুড়ে হত্যা , যদি তারা বিবাহিত হয় এবং তাদের অপরাধ সাক্ষ্য বা গর্ভধারন বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়। সুফিয়ান আরও যোগ করলেন , আমি স্মরন করতে পারি যে উমর বলেছিলেন -নবীর আমলে নবী নিজেই এই রজমের শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং আমরাও সেটা বাস্তবায়ন করতাম। সহি বুখারি , ভলিউম- ৮, বই নং- ৮২, হাদিস - ৮১৬

সুতরাং প্রমানিত হলো পাথর ছুড়ে হত্যা করার বিধান মুহাম্মদ নাজিল করেছিলেন। আর সেই অনুযায়ী তারা সেই শাস্তির বিধান কার্যকরও করতেন। অথচ বর্তমান কোরানে সেই রজমের বিধান সম্বলিত আয়াত নেই।

এছাড়া কোন নারীর দুধ পান করে কোন পুরুষ সেই নারীর সাথে মা ছেলে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত, যার ফলে উক্ত পুরুষটি অত:পর উক্ত নারীর সামনে যে কোন প্রয়োজনে হাজির হয়ে কথা বার্তা বলতে পারত। পর্দার কড়াকড়ি তখন থাকত না কারন তাদের মধ্যে আর বৈবাহিক সম্পর্ক হতো না। এ সম্পর্কিত আয়াতও মুহাম্মদ নাজিল করেছিলেন যা বর্তমান কোরানে নাই। যেমন -

আয়শা বর্ণিত যে পরিস্কার ভাবে দশবার দুধ পান দ্বারা বিবাহ অবৈধ করার বিধান সম্বলিত আয়াত নাজিল হয়েছিল। অত:পর পরবর্তীতে পাঁচ বার দুধ পান করার আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তি আয়াত বাতিল হয়ে যাওয়ার আয়াত নাজিল হয়। নবীর জীবিত অবস্থায় সেই সব আয়াত ছিল যা মুসলমানেরা পাঠও করত। সহি মুসলিম, বই - ৮, হাদিস - ৩৪২১

আর কি আশ্চর্য উক্ত কোন আয়াতই বর্তমান কোরানে নেই। তার মানে আল্লাহ এখানেও কোরানের আয়াত সংরক্ষন করতে ব্যর্থ।

এছাড়াও খোদ মুহাম্মদের আমলেই যে মুসলমানরা এলোমেলোভাবে কুরান পাঠ শুরু করেছিল এবং মজার ব্যপার নবি নিজেই সেই এলোমেলো কুরানকেই সঠিক বলে রায় দিচ্ছেন , সেটা দেখা যাবে নিচের হাদিসে -

উমর বিন খাত্তাব বর্ণিত : আমি হিসাম বিন হাকিম বিন হিজাম কে সুরা ফুরকান কে এমন উচ্চারনে তেলাওয়াত করতে শুনলাম যা আমার থেকে ভিন্ন ছিল। আল্লাহর নবী আমাকে ভিন্ন ভাবে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং আমি প্রায় তাকে মারতে উদ্যত হই। তার নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি এবং অতপর তার ঘাড় ধরে আমি তাকে টানতে টানতে নবির কাছে নিয়ে যাই এবং তার কাছে ঘটনা বর্ণনা করি। তখন নবি হিসামকে ছেড়ে দিতে বলেন ও তাকে সুরা ফুরকান তেলাওয়াত করতে বলেন। তার তেলাওয়াত শোনার পর তিনি বললেন- এটা এভাবেই নাজিল হয়েছিল। তখন তিনি আমাকে তেলাওয়াত করতে বলেন । যখন আমি তেলাওয়াত করলাম এবং তিনি বললেন - কোরান এভাবেও নাজিল হয়েছিল। বস্তুত কোরান সাতটা উচ্চারনে নাজিল হয়েছিল এবং তাই তোমাদের কাছে যেটা সোজা মনে হয় সেভাবেই তেলাওয়াত করতে পার। সহি বুখারি , ভলিউম- ৩ , বই - ৪১, হাদিস - ৬০১

দেখা যায় হাদিসে বলছে কোরান সাতটা উচ্চারনে নাজিল হয়েছিল। অর্থাৎ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় কোরান নাজিল হয়েছিল। এর চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হতে পারে ? কোরান হলো একটা দলিল , যা নাকি রক্ষিত আছে লাওহে মাহফুজে। সেখানেও কি কোরান সাতটি আঞ্চলিক আরবী ভাষায় সংরক্ষিত ? তা ছাড়া একটা সার্বজনীন দলিল কিভাবে সাতটি আঞ্চলিক উচ্চারনে নাজিল হয়? দলিল লেখার ভাষা হয় সর্বদাই একটা আদর্শ লেখ্য ভাষায়। সেই যুগে আরবের লোকেরা সেই লেখ্য ভাষা ব্যবহারও করত। সেই আদর্শ ভাষা যে কোন অঞ্চলের আরবের লোক পড়লেও সেটা বোঝার কথা। যেমন বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি বা সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই বলে যখন তারা কোন দলিল লেখে সেটা কি তারা তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় লেখে ? আর যদি আদর্শ লেখ্য ভাষায় তারা সেটা লেখে তাহলে কি বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলাভাষীরা কি সেটা বুঝতে অক্ষম হয় ? কিন্তু বিষয়টা মোটেও সত্য নয় তা বোঝা যায় নিচের হাদিসে -

ওসমান তখন জায়িদ বিন তাবিত , আব্দুল্লাহ বিন আজ জুবায়ের, সাইদ বিন আল আস এবং আব্দুর রহমান বিন হারিথ বিন হিসামকে একটা পান্ডুলিরি আদর্শ কপি করে পূনরায় লিখতে বললেন । ওসমান বললেন - যদি তোমরা জায়িদ বিন তাবিতের সাথে একমত না হও তাহলে সেটা কুরাইশ উচ্চারনে লিখবে কারন কোরান কুরাইশ উচ্চারনেই নাজিল হয়েছিল। সহি বুখারি , ভলিউম- ৬, বই -

৬১, হাদিস - ৫১০

তার অর্থ দেখা যাচ্ছে কোরান আসলে কোন উচ্চারনে নাজিল হয়েছিল সেটাই নিশ্চিত নয়। তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে সেটা কুরাইশ ভাষাতেই মুহাম্মদ নাজিল করেছিলেন। কারন সেটাই ছিল তার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা। এছাড়া আমরা দেখি কোরানের ১১৪ টা সূরার মধ্যেকার ৮৬ টা সূরাই নাজিল হয়েছিল মক্কাতে , আর অবশ্যই সেগুলো শুধুমাত্র কুরাইশ উচ্চারনেই নাজিল হয়েছিল কারন তখনও মুহাম্মদ শুধুমাত্র কুরাইশদের কাছেই তার ইসলাম প্রচার করতেন। যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম , এর পর মুহাম্মদের মদিনা যাওয়ার পর তার কাছে মদিনার আঞ্চলিক ভাষায় কোরান নাজিল হতে পারে, কারন মদিনার মানুষদের কথ্য আরবী ছিল ভিন্ন রকম।

কিন্ত এত কিছুর পরেও আসল মজা অন্য খানে। সেটা হলো - আগের সেই ভিন্ন উচ্চারনে হিসাম ও ওমরের কোরান তেলাওয়াত সম্পর্কিত। হিসাম ও ওমর দুজনেই কিন্তু মক্কার লোক ও তাদের মাতৃভাষা কুরাইশ আরবী। আর সূরা কাফিরুন নাজিলও হয়েছিল মক্কাতে, এটা সময়ক্রম অনুযায়ী ১৮ নং মাক্কি সূরা । তাহলে নিশ্চিতভাবেই কাফিরুন নাজিল হয়েছিল কুরাইশ আঞ্চলিক উচ্চারনে। তাহলে সেই কুরাইশ গোত্রের লোকদের কাছেই সেই সূরা কাফিরুন ভিন্ন রকম হয় কি করে ? কিন্তু কথা হলো - মুহাম্মদ যখন তাদেরকে উভয় উচ্চারনের সূরা নাজিল হয়েছিল বললেন তখন সেটা তারা মেনে নিলেন কেন ? খেয়াল করতে হবে উক্ত হাদিসে ঘটনা ঘটছে মদিনাতে। কারন সেই মদিনাতেই তারা সবাই মুক্তভাবে মসজিদে বসে নামাজ পড়তে পারত এবং নামাজ পড়ার বিধানও কিন্তু মদিনাতেই চালু হয়। তাই উক্ত ঘটনা কোনভাবেই মক্কাতে ঘটে নি। আর মদিনাতে ততদিনে মুহাম্মদ শক্তিশালী নেতার ভুমিকায়। তার কথাকে অমান্য করার সাহস আর কারও নেই। এমন কি উমরেরও নাই। উমর তার প্রায় সব কিছু মক্কাতে ত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছে। তার পক্ষেও তাই আর মুহাম্মদকে সন্দেহ করা বা তার বিরুদ্ধাচরন করা সম্ভব নয়।

সময় ক্রম অনুযায়ী নাজিলকৃত সূরার তালিকা এখানে : http://www.qran.org/q-chrono.htm

সুতরাং এই ঘটনা নিশ্চিত ভাবে প্রমান করে খোদ মুহাম্মদের আমলেই মানুষ যার যার মত করে কোরানের সূরা পাঠ করত। অর্থাৎ এটা এও প্রমান করে যে - ভিন্ন উচ্চারনের কোরান নিয়ে মুহাম্মদের তেমন কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তার আসল চিন্তা ছিল মদিনাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজ নিয়ে । আর ঠিক একারনেই মুহাম্মদ নিজের জীবনে কোন আদর্শ কোরান রচনা করে যান নি। করবেনই বা কি করে , যে যেমন খুশী তার মত করে কোরানের বানী পাঠ করে , এমতাবস্থায় একটা আদর্শ কোরান রচনা করা তো সম্ভব নয় এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করা নিয়ে মুহাম্মদ এত ব্যাস্ত ছিলেন যে সেটা একটা আদর্শ কায়দায় সংকলন করারও তার সময় ছিল না। কোরান যে আসলেই বিভিন্ন যায়গাতে বিভিন্ন ভাবে তেলাওয়াত করত তার পূর্ণ বিবরন আছে নিচের পুরো হাদিসটাতে -----

Narrated Anas bin Malik:
Hudhaifa bin Al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Arminya and Adharbijan. Hudhaifa was afraid of their (the people of Sham and Iraq) differences in the recitation of the Qur'an, so he said to 'Uthman, “O chief of the Believers! Save this nation before they differ about the Book (Quran) as Jews and the Christians did before.” So 'Uthman sent a message to Hafsa saying, “Send us the manuscripts of the Qur'an so that we may compile the Qur'anic materials in perfect copies and return the manuscripts to you.” Hafsa sent it to 'Uthman. 'Uthman then ordered Zaid bin Thabit, 'Abdullah bin AzZubair, Said bin Al-As and 'AbdurRahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscripts in perfect copies. 'Uthman said to the three Quraishi men, “In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Qur'an, then write it in the dialect of Quraish, the Qur'an was revealed in their tongue.” They did so, and when they had written many copies, 'Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. 'Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied, and ordered that all the other Qur'anic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. Said bin Thabit added, "A Verse from Surat Ahzab was missed by me when we copied the Qur'an and I used to hear Allah's Apostle reciting it. So we searched for it and found it with Khuzaima bin Thabit Al-Ansari. (That Verse was): 'Among the Believers are men who have been true in their covenant with Allah.' (33.23)” (Sahih al-Bukhari, Volume 6, Book 61, Number 510)

অত:পর ওসমানের আমলে এই ভিন্ন ভিন্ন কায়দার কোরানের বানী সর্বত্র একটা মহা সমস্যা সৃষ্টি করে , যার ফলে ওসমান একটা আদর্শ কোরান সংকলনের তাগিদ অনুভব করেই সেটা সংকলন করেন আর তা করতে গিয়ে সে যেমন ইচ্ছা খুশী বহু আয়াত এমন কি হয়ত সূরাও বাদ দিয়েছে। তা বোঝা যাচ্ছে , হাদিস ও তাফসির গ্রন্থ থেকেই এবং এসবগুলোরই উৎস বিখ্যাত সব মুসলমান পন্ডিত। কোন কাফির বা মুশরিক নয়।

এখন কি মনে হয় , কোরান কি যথাযথভাবে সংরক্ষিত ? যেহেতু কোরান মোটেও যথাযথভাবে সংরক্ষিত নয় , তার শত শত আয়াত নিখোজ, তারপরেও জগাখিচুড়িভাবে সংকলিত। তাই আল্লাহ কোরান সংরক্ষনে চুড়ান্তভাবে ব্যর্থ। কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহ কোন কাজেই ব্যর্থ হতে পারে না। তার অর্থ কোরান অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি।

হাদিস সূত্র : http://www.quranexplorer.com/Hadith/English/index.html

চলবে --------------------

মন্তব্যসমূহ

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ১৮:০৭ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন
তাইলে আল্লাহর বানী কোনটা?

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ১৯:১২ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

আল্লাহর কি খাইয়া দাইয়া কোন কাম কাজ নাই যে আমাদের জন্য বানী পাঠাবে ? তাইলে আল্লাহ আমাদের মাথায় ঘিলু দিছে কেন ? ঘিলু এই জন্যই দিছে যাতে আমরা নিজেরাই নিজেদের মত চলতে পারি, সমাজ গঠন করতে পারি ও নৈতিক মানদন্ড নির্নয় করতে পারি। কোরান তো বলে বন্দিনী নারীকে ধর্ষন করা যাবে(৪:২৪) আপনি কি মনে করেন এই ধরনের অনৈতিক বানী করুনাময় আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে ?

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২০:০৬ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

দস্যু ভ্রাতঃ

আমার মতে " ইসলামী রিসার্চ" ক্যাটাগরিতে নোবেল প্রাইজ প্রদান করা উচিত এবং এবারের প্রাইজটা আপ্নেরে দেওয়া উচিত...

পুরাই লা জাওয়াব পোস্ট...

অবশ্য "ধর্মান্ধরা" ধর্ম নামক " আফিমে" বুঁদ থাকায় এসব " অকাট্য" পোস্টগুলোও তাদের এন্টেনার অনেক উপ্রে দিয়া যাবে...

ক্যারি অন ব্রো...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২০:৩৭ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

আল্লাহর বান্দারা কি সব ভয় পাইল নাকি ? একজনও তো দেখি এ ব্যপারে কথা বলতে আসে না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে তাদের বলার মত কিছু নাই্। কারন সব বক্তব্যই যথাযথ দলিল সহকারে উপস্থাপিত। বলার মত এখানে ফাক তেমন নাই। কিন্তু এটাও একটা সমস্যা। আমি চাই লোকজন এসে আমার বক্তব্য খন্ডন করুক। তাই মাঝে মাঝে লেখায় হালকা ফাক আমি ইচ্ছা করেই রাখি যাতে আল্লাহর বান্দারা ফাল দিয়ে এসে কিছু বক্তব্য রাখতে পারে। আবার মাঝে মাঝে কোন ফাক রাখি না , পরীক্ষামূলক হিসাবে। তখন দেখি কেউ আর আসে না।

কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না , আমার লেখা মানুষের কতটা কাজে লাগছে।
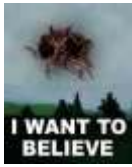
মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২১:২৭ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

ভাই রে, সোজা আঙ্গুলে বাঙ্গালীর পাতের ঘিই হজম হয়না; আর এসব তিতা কথা তো...
বাকিটা বুইঝা লন...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২২:১৩ তারিখে তাহমিদ সানজিদ বলেছেন

ভাই আপানার পোস্ট টা পড়ে একটা কথা মনে পড়ল ।। ওই যে কথায় বলে না আদার বেপারি জাহাজের খবর নেয়।
কি আজগুবি সব তথ্য দিয়েছেন। আপনার মত অনেক পাবলিক ই গত ১৪০০ বছরে এই ধরনের আজগুবি কথা বলেছে।
যেমন দেখেন , আপনি বলেছেন যে তাফসিরে বর্ণিত আয়াতর মাধ্যমে বাভিচারের দণ্ড দেয়া হয়, যেটা রহিত হয়েছে। আসলে কি ব্যাপারটা তাই ???
আপনি দয়া করে সুরা নুর এর ২ নং আয়াত টি দেখবেন, বাভিচারের দণ্ড ওই আয়াতের বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে।
এরকম আরও কত কিছু বের হবে ভাল করে ঘাটলে ,
So ভাই শুধু এই সব বিভ্রান্তি করেন না। study করে ভাল করে বুঝে নিবেন , তাহলে আশা করি বুঝবেন কুরআন কি ধরনের গ্রন্থ ... ।
Tahmid sanjid

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২২:৩৭ তারিখে অকুল পাথার বলেছেন

আপনি পাগল নাকি ছাগল ? কোনটা ? পোষ্ট টা মনে হয় না পড়েই ইমানি জোশে একটা মন্তব্য করে ফেলেছেন।

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২২:৪৪ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

পোষ্টের উদ্দেশ্য ব্যভিচারের শাস্তি কি সেটা বার করা না। তাফসির ও হাদিস বলছে - ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে হত্যা করার একটা আয়াত নাজিল হইছিল , সেটা রহিতও হয় নি। তো সেই আয়াতটা কোরানে কোথায় ? যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ কোরানকে সংরক্ষন করল কিভাবে ? সর্ব শক্তিমান আল্লাহর পক্ষে এটা তো ছিল সোজা কাজ , তাই না ? কোরান তাই যেহেতু সংরক্ষন করা হয় নি ঠিক মত, তার মানে এটা আল্লাহর কিতাব নয়।

এটাই পোষ্টের আসল বক্তব্য।

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২২:৪৫ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

তাহমিদ ভাইডি,

নিজের চরকা শুকনা রাইখা আরেকজনের চরকা ভিজাইতে আয়া পড়লেন?! পোস্ট দিয়াই খালাস নাকি? আমাগো মতো গবেটরা তো আপ্নেগো মতো গিয়ানীগো অনেক লেখাই বোঝেনা...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

মঙ্গলবার, ২৭/০৮/২০১৩ - ২৩:৫৪ তারিখে আবদুল্লাহ্ আল মেহেদী বলেছেন

মূর্খরা বেশীই বুঝে এটা সত্য।নব্য নাস্তিকরা আসলেই সরকারের অবৈধ সন্তান আবারো প্রমাণ করল।শয়তানদের আগমন হয় শাহবাগ হতে।কুমারীত্বহীনরাও আজ জোর গলায় কথা বলে ও লিখে।পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা খুবই কম।তবে বাংলাদেশে বিপথগামী যুবক -যুবতীর সংখ্যা একটু বেশীই বটে।তারা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রমাণ চায়,কোরান নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে।কত হারামী!পিতা -

মাতার অবৈধ ফসল।কোন হিন্দু,বৌদধ,খিষ্টান,শিক,ধর্মহীনরাও এত বড় কথা বলেনি।আজ বলছে নামধারী শয়তানের পায়খানা ভক্ষনকারী নব্য নাস্তিক ব্লগাররা।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ০০:১৩ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন
ভাই , পোষ্টে যে কোরান , হাদিস ও তাফসির থেকে উদাহরন দেয়া আছে, সেগুলো কি ভুল ? খাটি ইমানে কইবেন কইলাম।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ০০:৫৯ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন
@আবদুল্লাহ্ আল মেহেদী

ছাগু তুই করিস,
প্যান্টে হাগু।

শয়তানের আগমন হয় শাহবাগ থেকে

হালারপুত নাস্তিকদের গালি দে। এর ভেতর শাহবাগরে পেচাছ কে ?
একটু সুযোগ পাইলেই ম্যা ম্যা...।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ০১:৪৬ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন
মরু দস্যু ভাই,

যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে। (১৫ : ১৪)

প্রশ্ন: আকাশের কি দরজা আছে? থাকলে সেই দরজা দিয়ে কই আরোহন করে ??

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ০৮:৪৩ তারিখে আরেফেন বলেছেন
সুরা আহযাবে কিছু আয়াত নেই , এই অভিযোগ কি আদৌ সত্যি?
আসিম বিন বাদালা ও উমর রা: থেকে বর্নিত হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইহুদী ও নাসারা উক্ত অভিযোগ করে থাকে।
আজকে এ ব্যাপরে একটু আলোচনা করব --

আসিম বিন বাদালা, যির রা থেকে বর্ননা করেন- উবাই বিন কাব রা আমাকে বললেন সুরা আহযাবের কতটি আয়াত গননা করা হয়? উত্তরে তিনি বললেন ৭৩ টি। তখন উবাই বিন কাব রা বলেন: না না ।আমি তো দেখছি এ সুরাটি প্রায় সুরা বাকারার সমান ছিল। এ সুরার মধ্যে আমরা পাঠ করতাম - বুড়ো,বুড়ি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদেরকে অবশ্যই প্রস্তর আঘাতে হত্যা করে ফেল ,এটা আল্লাহর পখখ হতে শ্বাস্তি, আল্লাহ পরাক্রমশালী , বিঙ্গান ময়। (মুসনাদে আহমাদ : ২১২৪৫)

সুরা আহযাব থেকে কিছু আয়াত হারিয়ে গেছে তার পখেখ যুক্তি হিসেবে আসিম বিন বাদালা ও যির রা এর বর্নিত উক্ত হাদিস তুলে ধরা হয়।

এখানে লখখনিয়--

যির রা: ও তার রেফারেন্সে আসিম বিন বাদালা, উবাই বিন কাব রা এর একটি কথাকে এখানে প্রকাশ করছেন। অথচ ইসলামের ইতিহাসে আসিম বিন বাদালা ও যির রা: কে দুর্বল রাবী বা দুর্বল বর্ননাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।(দেখুন classification of Musnad Ahmad by Shaykh Shu'aib Arna'ut accompained by Aadil Murshid and Sa'id al-Ham, Al-Resalah publishers Beirut, 1999 vol. 35 p.134)

আসিম বিন বাদালা রা: সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদে বর্নিত আছে -
"The chain is Da'if (i.e. weak) - Aasim bin Bahdala - even if acceptable used to have **inadvertences due to bad memory,** so he alone cannot be relied upon in reports like this."

নীচের চার্ট টি দেখলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে--
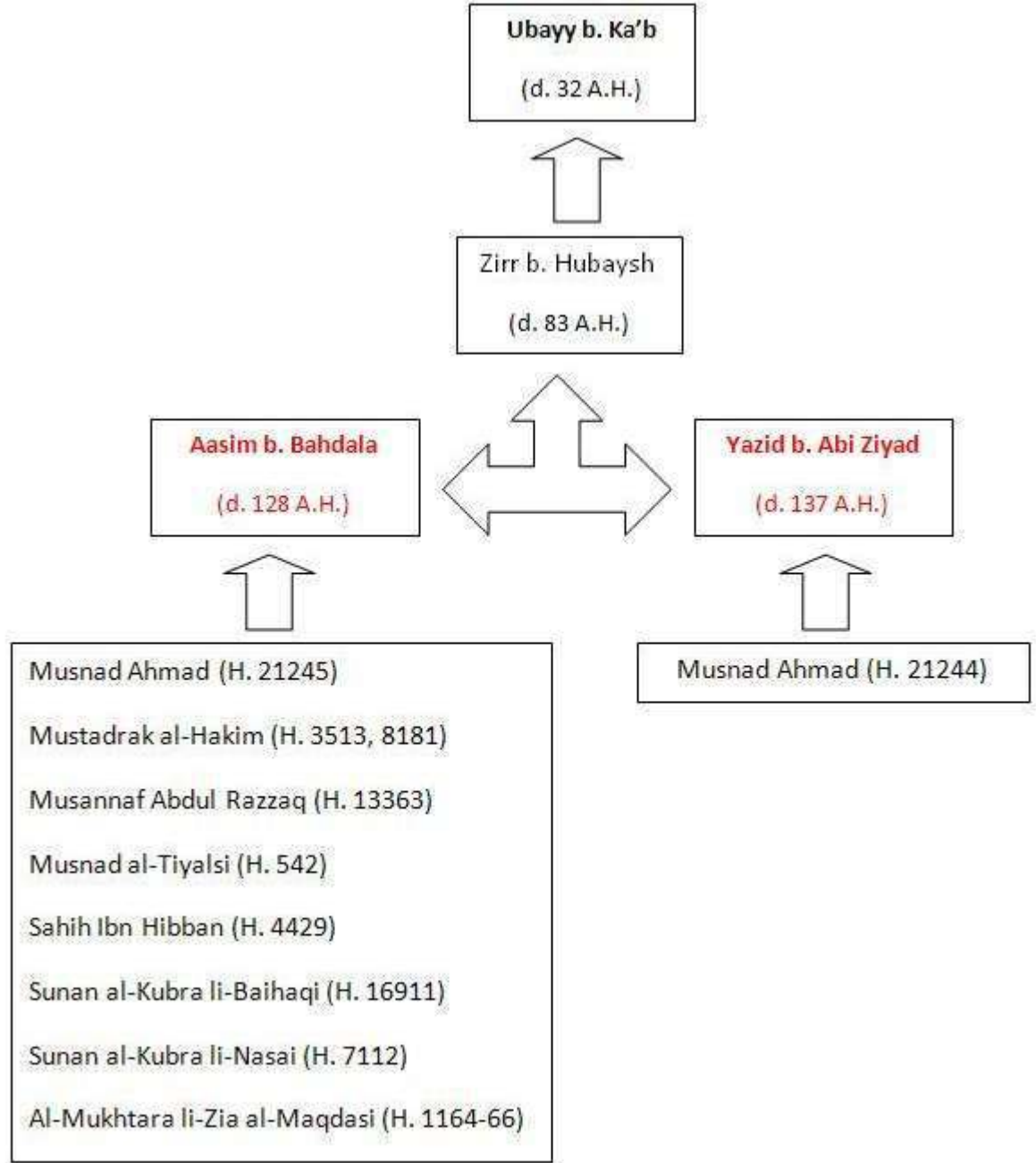
এছাড়াও বলে হয়েছে- "The narration through this chain is **Da'if (i.e. weak)** for it includes Aasim and he is [otherwise] acceptable but used to have inadvertences." (p. 439)

হাফিয নুরুদ্দিন হাতেমি বলেন--
"In its chain is Aasim bin Abi al-Najud and he is **Da'if (i.e. weak)**" (Mawarid az-Zamaan, Hadith 1756)

একই ভাবে Imam Shahabuddin Ahmad al-Boseri (d. 840 A.H.) বলেন-
"Their chains depend upon Aasim bin Abi al-Najud and he is Da'if (i.e. weak)"

অর্থাৎ এ কথা পরিষ্কার যে আসিম বিন বাদালা একজন দুর্বল বর্ননাকারী এবং তার বর্নিত কোন হাদিসকে রেফারেন্স হিসেবে নেয়া যায় না

আবার নীচের এই হাদীসটও দেয়া হয়--

ইবনে আব্বাস বর্ণিত : উমর বললেন , আমার ভয় হয় বহুদিন অতিক্রান্ত হলে লোকজন বলাবলি করতে পারে - কেন আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত দেখছি না ? আর তখন তারা আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।দেখ, আমি নিশ্চিত করছি যে যারা ব্যভিচার করে অবৈধ যৌন সংসর্গ করবে তাদের শাস্তি হলো রজম অর্থাৎ পাথর ছুড়ে হত্যা , যদি তারা বিবাহিত হয় এবং তাদের অপরাধ সাক্ষ্য বা গর্ভধারন বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়।সুফিয়ান আরও যোগ করলেন , আমি স্মরন করতে পারি যে উমর বলেছিলেন -নবীর আমলে নবী নিজেই এই রজমের শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং আমরাও সেটা বাস্তবায়ন করতাম।

প্রকিতপখে এখানে পাথর ছুড়ে হত্যা বা রজমের যে কথা বলা হয়েছে তা কোরআনের কোন আ্য়াত নয় বরং তা ছিল তৎকালীন সমাজে বাইবেলের প্রচলিত একটি আইন (সুত্র: Deuteronomy 22.)

আর এ কারনেই হুযুর সা: স্বয়ং পাথর ছুড়ে হত্যা বা রজমের কোন আয়াত কোরআনে লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন-

-It is reported in a narration from Kathir bin Salt that: Zaid (b. Thabit) said: 'I heard the Messenger of Allah say, 'When a married man or woman commit adultery stone them both (to death)', (hearing this) Amr said,
'When this was revealed I came to Prophet and asked if I could write it, he (the Prophet) disliked it.' (Mustadrik Al-Hakim, Hadith 8184. Hakim called it Sahih. al-Dhahbi agreed with him)

এখানে স্পষ্টতই নবী সা রজমের ব্যপারে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।
আর এসময় কিন্তু ওমর রা কিন্তু সেখানেই উপস্থিত ছিলেন , দেখুন তিনি কি বলছেন-
Zaid bin Thabit and Marwan bin Hakam were discussing as to why it is not written in the Quranic manuscript and Umar bin Khattab was present with them and listening to their discussion he said he knew it better then them and told them that he came to Messenger of Allah and said:

"'O Messenger of Allah, let the verse about stoning be written for me.' He (the Prophet) said, 'I can't do this.'" (Sunan Al-Kubra Baihiqi 8/211 & Sunan Al-Kubra Nasai

Hadith 7148. Albani (in Sahiha 6/412) said Baihiqi pointed to its authenticity)
)
-It is reported in a narration from Kathir bin Salt that: Zaid (b. Thabit) said: 'I heard the Messenger of Allah say, 'When a married man or woman commit adultery stone them both (to death)', (hearing this) Amr said,
'When this was revealed I came to Prophet and asked if I could write it, he (the Prophet) disliked it.' (Mustadrik Al-Hakim, Hadith 8184. Hakim called it Sahih. al-Dhahbi agreed with him)

এখানে স্পষ্টতই নবী সা রজমের ব্যপারে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন।
আর এসময় কিন্তু ওমর রা কিন্তু সেখানেই উপস্থিত ছিলেন , দেখুন তিনি কি বলছেন-
Zaid bin Thabit and Marwan bin Hakam were discussing as to why it is not written in the Quranic manuscript and Umar bin Khattab was present with them and listening to their discussion he said he knew it better then them and told them that he came to Messenger of Allah and said:

"'O Messenger of Allah, let the verse about stoning be written for me.' He (the Prophet) said, 'I can't do this.'" (Sunan Al-Kubra Baihiqi 8/211 & Sunan Al-Kubra Nasai Hadith 7148. Albani (in Sahiha 6/412) said Baihiqi pointed to its authenticity)
)

তাছাড়া কোন সাহাবী কখনই নবী সা: কে রজমের কোন আয়াত তেলওয়াত করতে শুনেন নি।

কাজেই উপরের আলোচনা থেকে স্পস্ট যে রজম কোরআনের আয়াতের কোন অংশ নয়, বরং পুর্ববর্তী তাওরাত, বাইবেলের প্রচলিত একটি আইন। তাই কোরআনে কোন আয়াত হারিয়ে গেছে (Missing) ইহুদীদের এরকম অভিযোগ সম্পুর্ন ভিত্তিহীন।

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/index.php?q=desertpirate/posts/172951

কেন কোরান আল্লাহর বানী নয়, পর্ব – ৩

তারিখঃ বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৫:০২

লিখেছেনঃ মরু দস্যু

বলা হয় কোরান একটা সম্পূর্ন কিতাব । আরও দাবী করা হয় কোরানে সকলকিছুর জ্ঞান বিদ্যামান। এই হিসাবে কোরানের বাইরে কোন জ্ঞান অর্জনের দরকার নেই। এখন প্রশ্ন হলো কোরান কি আসলেই একটা সর্ব জ্ঞানসম্পন্ন সম্পূর্ন কিতাব ?

প্রথমেই আমরা নিচের আয়াতটা দেখি ----------

আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু ' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।সূরা -আল আন আম-৬: ৩৮

উক্ত আয়াতে বলছে - আল্লাহ কোন কিছু লিখতে ছাড়ে নি অর্থাৎ দুনিয়ার সব জ্ঞানই কোরানে লেখা। বর্তমানে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জনের শাখা প্রশাখার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এর সব জ্ঞানই কি কোরানে আছে? খেয়াল করুন আয়াতটাকে দৃশ্যমান ঘটনার কথাই কিন্তু বলা হচ্ছে , যেমন- প্রানীরা পৃথিবীতে বিচরনশীল, পাখী দুই পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, আর এসব প্রানীরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনীর। এই কথাগুলো কি মুহাম্মদের কোরান প্রবর্তনের আগে মানুষ জানত না ? কোরান আসার পরই কি এসব মানুষ জানল ? এই বানীগুলোতে কি এমন বলা হয়েছে যা আগে মানুষ জানত না ? এমন কি সেই সময়ে অসভ্য আরবরাও কি এসমস্ত জানত না ? সেই হাজার হাজার বছর আগে যখন মানুষ সভ্য হয় তখন থেকেই এই বিষয়গুলো মানুষ জানত তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা। নিত্য দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অথচ কিছু আল্লাহর বান্দা আছে যারা কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে পুরো জীববিজ্ঞান খুজে পায়।

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব , অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।সূরা আল আন আম - ৬: ১১৪

বোঝা গেল কোরান এমন একটা কিতাব যার মধ্যে সব কিছুই বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ।

সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যেতা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। সূরা - নাহল-১৬: ৮৯

কোরান আবারও দাবী করছে যে সে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ননা দিয়েছে।কোন কিছুই অস্পষ্ট নেই। কিন্তু আসলেই কি তাই ? যুক্তির খাতিরে ধরে নিতে পারি যে কোরান কোন সমাজ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয় আর তাই তার মধ্যে এসব বিষয়ে তেমন কিছু থাকবে না। সুতরাং আমরা শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

অনেক আল্লাহর বান্দা দাবী করে কোরান ব্যখ্যার জন্য কোরানই যথেষ্ট এবং অন্য কোন কিতাবের দরকার নেই। তাই প্রথমেই আমরা কতকগুলো ইসলামের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি। কোরানে বার বার নামাজের কথা , যাকাত আদায়ের কথা, হজ্জের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে পশু কোরবানীর কথা।

কোরানে কোথায় সু স্পষ্টভাবে পাঁচবার নামাজের কথা বলা হয়েছে ? নামাজ কিভাবে পড়বে অর্থাৎ অঙ্গ সঞ্চালন কিভাবে হবে সেটা বলা হয়েছে ? কয় রাকাত নামাজ কোন ওয়াক্তে পড়তে হবে এটা কোথায় কোরানে বলা হয়েছে? কিভাবে ওজু করবে তা কোথায় বলা আছে ? যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সেটার অনুপাতের কথা কোথায় বলা হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যে আড়াই শতাংশ হারে যাকাত দেয় সেটা কোথায় কোরানে বলা আছে ? তারপর কিভাবে হজ্জ করবে , হজ্জের রীতি নীতি কায়দা কানুনের কথা কোরানে কোথায় বলা আছে ? পশু যে কোরবানী দেবে সেই পশু কিরকম হবে , কি কি গুনাবলী তার থাকবে সেই বিষয়গুলো কোথায় কোরানে বলা আছে ? একটা বড় পশু যেমন গরু বা উট যে সাতজনে ভাগ করে কোরবানী দিতে পারবে সেটা কোথায় কোরানে বলা আছে ? বর্তমানে যে শরিয়া বিধানের কথা বলা হয় যা চালু করলে নাকি এক একটা মুসলমান দেশ বেহেস্তে পরিনত হবে , সেই শরিয়া আইনের কয়টা কোরানে আছে ? তার অধিকাংশই তো হাদিস থেকে নেয়া। তাহলে কোরান কিভাবে একটা সম্পূর্ন কিতাব ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোরান পড়ে একটা মানুষের পক্ষে ইসলামের কোন বিধানই ঠিকমতো পালন করা সম্ভব নয়। তাহলে কোরান কিভাবে একটা সম্পূর্ন কিতাব ? অথচ সেই কোরান খুব বড়াই করে দাবী করছে তার মধ্যে সকল কিছুই সবিস্তারে ও পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । এ্ই দাবীর ভিত্তিটা কি ?

অনেকে আদিখ্যেতা করে বলে কোরান সম্পূর্ন পড়লেই তবে বোঝা যাবে তার ভিতর সব কিছুই সবিস্তারে বর্ণিত। কোরান তো গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত বহুবার পড়লাম আমার উপরের প্রশ্নের উত্তর তো কোথাও নাই।

এছাড়া দেখা যাচ্ছে কোরানের বানীর বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন আলেমরা বিভিন্ন ভাবে করছে। দুনিয়ায় দুইটা আলেম কখনই কোরানের বানীর অর্থ করতে গিয়ে একমত হয় না। কোরানের বানী যদি বিস্তারিত ও পরিস্কার হতো , তাহলে এরকমটা হবে কেন ? কেন আলেমরা বিভিন্ন অর্থ করে ? এমন তো নয় যে , তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভিন্ন অর্থ করে। আসলে কোরান পড়তে গিয়ে যেমনটা তারা বোঝে তেমনই অর্থ করে। অথচ আয়াতের অর্থ পরিস্কার ও বিস্তারিত বর্ণিত থাকলে তো সেটা সম্ভব হতো না। এমতাবস্থায় কোরানের সঠিক অর্থ জানার কি উপায়? আর সঠিক অর্থ জেনে প্রকৃত মুসলমান হওয়ারই বা কি উপায় ? আলেমরা বিভিন্ন অর্থ করে বলেই দুনিয়াতে ইসলামের মধ্যে বিভাগ ও উপবিভাগের কোন সীমা পরিসীমা নেই। আর তারা এই মতদ্বৈততার কারনে পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও লিপ্ত হয় বা হয়েছে সেই মুহাম্মদের আমল থেকেই। বর্তমানে তো সেটা মহামারীর রূপ নিয়েছে । শিয়ারা সুন্নিদেরকে হত্যা করে , সুন্নিরা শিয়াদেরকে হত্যা করে। আবার জে এম বি , তালেবান, আল কায়েদা , হরকাতুল জিহাদ তারা সাধারন মুসলমানদেরকে হত্যা করে। কোরান যদি অর্থ ও বর্ণনায় সম্পূর্ন হতো , তাহলে মানুষের মধ্যে এত বিভেদ তৈরী হতো না।

মজার বিষয় হলো - কোরান নিজেই কিন্তু আবার বলছে তার অর্থ বিভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করা যায়। যেমন -

এমনি ভাবে আমি আয়াতসমূ বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করি যাতে তারা না বলে যে , আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দেই। সূরা আল আন আম - ৬ : ১০৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে এবার স্বয়ং আল্লাহই নিজের সাথে স্ববিরোধে লিপ্ত হচ্ছে। একবার বলছে আয়াতগুলোর অর্থ পরিস্কার, সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত , পরে এসে বলছে আয়াতগুলো সে বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেছে। বিভিন্নভাবে ব্যখ্যার অর্থ বিভিন্ন অর্থ হওয়া। তাহলে স্বয়ং আল্লাহই তো দেখা যায় , মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য একটা কঠি ন ফাঁদ পেতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই এমন কায়দা করে রেখে গেছে যাতে করে মুসলমানরা অত:পর কোরানের আয়াতসমূহের বিভিন্ন রকম ব্যখ্যা করে নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও মারামারি করে সমাজটাকে মারাত্মক বিশৃংখল ও অস্থির করে তোলে। বাস্তবেও আমরা তাই দেখি। দুনিয়ার সকল মুসলমান দেশে ই কিন্তু এভাবেই মুসলমানরা দলাদলি করে নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা খুন লুটপাট রাহাজানি করছে।

তাহলে প্রশ্ন হলো - এ কোন ধরনের আল্লাহ যে চায় তার বান্দারা নিজেরা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত

হয়ে মারামারি কাটাকাটি করুক এবং একটা ভয়াবহ বিশৃংখল ও অস্থির সমাজ উপহার দিক ?

সংজ্ঞা অনুযায়ী, কোন পরম করুনাময়, দয়ালূ ও ন্যয়পরায়ন সৃষ্টিকর্তা এ ধরনের ষড়যন্ত্র করে মানুষকে মারামারি কাটাকাটি করে খুনাখুনি করার ব্যবস্থা করতে পারে না । আর তাই কোরান কোনমতেই আল্লাহর বানী হতে পারে না।

মন্তব্যসমূহ

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৬:০৩ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

একজন ত দেখলাম (চাকলাদার ছাহেব) সুরা নাহল (১৬ নং সুরা ,৩২ বার আল্লাহর নামে এসেছে, মৌমাছির ক্রমোজোম ৩২ জোড়া, কি সাংঘাতিক মিল!!! বলেন সুবানাল্লা) পড়ে পুরা ক্রমোজোম বুঝে ফেলাইছে। যুগ যুগ ধরে জেনেটিক সায়েনটিষ্টগন দিন রাত রিসার্স করে কি বাল ফালাইলাইল ? মাগার এক নাহল পড়েই তাবৎ জেনেটিকে ঠিকুজি কুলজি জানা সম্ভব।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ২২:০৫ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

মুক্তি বিবেক

আপনি আ: হাকিম চাকলাদেরর সেই ক্রোমজোস সম্পর্কিত মন্তব্যটা বুঝতে পারেন নাই। সেটা ছিল একটা সূক্ষ্ম মজা। উনি মজা করে সেটা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আগে জানলে তার প্রকাশিত ক্রোমজোম সম্পর্কিত একটা পোষ্টে সূরা নাহলের তত্ত্বটা ঢুকিয়ে দিতে পারতেন। এটা ছিল একটা ব্যাঙ্গ।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

বৃহঃ, ২৯/০৮/২০১৩ - ০৮:৩৩ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

আচ্ছা তায়। সরি, খুব দ্রুত মন্তব্যটি পড়ে মনে হয়েছিল সে বেজায় খুশি। পিলাচ মাইনাস তাহলে ঠিক আছে।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৬:২৬ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

মুক্তবিবেক ভ্রাতঃ
মাইন্ড খাইয়েন না কইলাম! আপ্নে ঠিক কোন গ্রহ থিকা আমার ব্লগে নাজেল হইলেন- কিউরিয়াস মাইন্ড জানবার চায়...
অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কইরা মন্তবাইন তো?! খুপ খিয়াল কইরা...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৮:৫৮ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

কেন আমার ব্লগ কি আপনার দাদার সম্পত্তি যে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, আমি কোন গ্রহ থেকে আসলাম গেলাম? আমার যা খুশি আমি মন্তব্য করব। ভাল লাগলে পড়বেন না নাগলে ফুটেন। এত কথা কেন?
আপনারে তাহলে জিগাই আপনে কি আমার ব্লগে দারোয়ানের চাকরি নিছেন?

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৯:১১ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

বাহ! বাহ! আপ্নের মধুমাখা বয়ান শুইনা দিলডা জুরাইয়া গেলো ...
তয় জানেন তো অন্যের সমালোচনা করতে হৈলে নিজেরে সহনশীল হৈতে হয়...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৯:৩১ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

আপনারে কি কখনও কোন যায়গায় পায়ে পাড়া দিয়া কিছু জিগাইছি। আপনেইত মিয়া আতকা আইসা আমি কোন গ্রহ থেকে নাজিল হলাম এই খবর জিগাইলেন। অভদ্র আপনে না আমি?

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৯:৩৯ তারিখে হাসিনুর বলেছেন

মুক্তিবিবেক,
আপনি ভুল বুঝছেন। পিলাচ মাইনাচ ভাই সবার সাথে বেশ ফ্রেন্ডলি এমনকি মতের অমিল থাকলেও তিনি অন্যকে বেশ সুন্দরভাবে সম্বোধন করেন। আপনি যেভাবে নিচ্ছে ন আমার মনে হয় ভুল হচ্ছে। পিলাচ মাইনাচ আইয়ের ব্যবহার যথেষ্ঠ সুন্দর। এখন পর্যন্ত অভদ্রতা পাইনি উনার কাছ থেকে। আমার ধারণা তিনি সব ব্লগারকেই বন্ধু ভাবেন। আর বন্ধুদের সাথে "ইয়েস স্যার, নো স্যার, প্লিজ স্যার" এভাবে নিশ্চয়ই কেউ কথা বলে না। একটু আধটূ দুষ্টুমি হয়ই । এটাকে নেগেটিভলি না নিলেই মনে হয় ভালো হবে।

____
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কবি

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ২০:১৩ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

মুক্তিবিবেক ভ্রাতঃ
মজার কথা কইলেন! আপনি পা ছড়াইয়া রাখলে সেখানে বিপত্তি বাধাটা কি অস্বাভাবিক? আপনি খামোখা অতিরিক্ত রিয়েক্ট করেছেন।
আপনার মাথায় যথেষ্ট পরিমাণ ঘিলু থাকলে আপনি আমার প্রথম কমেন্টের জবাবে এভাবে ছ্যাৎ করে উঠতেন না! আপনি আগে ভাবতেন যে জানা নাই শোনা নাই একটা লোকের এ মন্তব্যটা করার কারণ

কি...
আপনার কমেন্টে আপনি চাকলাদার ভাইডির ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন সেটা পুরাই "ফাউল।"
আমি দুঃখিৎ আমি জানতাম না যে আপনার ব্যাপারে মন্তব্য করতে হলে "রেজিস্ট্রেশন" করে নিতে হবে... !!

হাসিনুর ভাইডি,
আরেহ! বাদ দেন... আমি ডোন্ট মাইন্ড ফ্যামিলির পোলা...
তার পরেও আমার মধ্যে এতটা না থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে যেসব "বড় বড় বিশষণে বিশেষায়িত" করেছেন সেজন্যে আপ্নেরে কৃতজ্ঞতা ...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

বৃহঃ, ২৯/০৮/২০১৩ - ০৮:৪৮ তারিখে মুক্তবিবেক বলেছেন

ইটস ওকে।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৬:৪০ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন

কেন কোরান আল্লাহর বানী নয় পার্ট-৩ বাই-রইয়া গেছে!!!

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৬:৪৭ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

কোরআনে ডাইনোসারের কথা বলা নাই। ভাইরাস, ব্যাটেরিয়ার কথা বলা নাই। আচ্ছা একটা কথা, শুনেছি এই পৃথিবীতে আল্লা সব সৃষ্টি করেছেন কার্যকরনের জন্য। মশা সৃষ্টি করছেন কি জন্য? এটা পৃথিবীতে কি কাজে লাগে?

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৭:০৩ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

মশা সৃষ্টি না করলে এই যে মানুষ মশারী, কয়েল, স্প্রে বেইচ্যা জীবিকা নির্বাহ করে সেইটার কি হইতো! তাছাড়া বিভিন্ন মশাবাহিত রোগের চিকিৎসা কইরা যে ডাক্তার পেটে-ভাতে বাইচা আছে তার কি হইতো!

আসলে উচিত ছিলো মশার মতো আরো গোটা কুড়ি প্রাণি সৃষ্টি করা! যেমন - টশা, গশা, জশা, লশা ইত্যাদি...

এইসব ইজি জিনিস বুঝেন না; আবার আইছেন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভুল ধরতে ...

আপ্নেরে কইষ্যা মাইনাচ উয়িথ দেক্কার...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৭:৫৫ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন

আসলেই তো মশা সৃষ্টির পিছে কারন আছে।

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৮:০৫ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

কোরানে বাঙ্গালীদের কথা্ও নাই। নাকি তখনও বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব ঘটে নাই ?

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ১৮:৩১ তারিখে পিলাচ মাইনাচ তূর্য্য বলেছেন

সৌদিরা কোটি ডলারের তেলের মালিক হৈয়াই বাঙ্গালীগো "মিসকিন" কয় আর আল্লাহ জাল্লাশানুহু তো তাবত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক- সেমতে আল্লাহ জাল্লাশানুহু বাঙ্গালীরে গোনাতেই ধরা নাই...
জানেন তো ০.০০০০০০০০০০০০০০০০১ কে শূন্যই ধরা হয়...

কই থিকা যে এইসব মাথা মোড়া বলগার আহে...

, ,
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

জয় বাঙলা, জয় বঙ্গবন্ধু

, ,

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ২২:২৫ তারিখে আলমগীর কবির বলেছেন

ভাই আপনার ব্লগ পড়ে বুঝলাম -আপনি অনেক অনেক পড়েন, অনেক অনেক বোঝেন। তাহলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ী করছেন কেন? ওদের কে ওদের মত থাকতে দিলে সমস্যা কোথায়? সমস্য করলে অবশ্যই লিখুন।
Alamgir Kabir

বুধবার, ২৮/০৮/২০১৩ - ২২:৩৯ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

দেখলেন কেমন টাইপিক্যাল মুসলমানের মত কথা বললেন ? ধর্ম নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করলাম কোথায় ? আমি কোন ধর্মকে গালি দিয়েছি , কোন নবী সম্পর্কে কটূক্তি করেছি ? কিছুই তো করি নি।

করছে তো যারা ধর্মবেত্তা বা মহাধার্মিক তারা । কিন্তু গোটা দুনিয়াতে মুসলমানরা কি করছে ?
ক্রমাগত আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে , প্রতিদিনই দুনিয়ার কোথাও না কোথাও এসব হামলা চলছে

যাতে মারা যাচ্ছে শত শত মানুষ। এই বাংলাদেশে মানুষ বর্তমানে ধর্ম নিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। তারা দেশে ইসলামী আইন চালু করে দেশকে আফগানিস্তান বানাতে চায়। অথচ তার জানে না এই ইসলামী আইন কি জিনিস। আসলে তারা ইসলাম কি জিনিস সেটাই জানে না। আর যারা জানে তারা কৌশলে এইসব সাধারন মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির বারটা বাজাচ্ছে। খেয়াল করবেন , ইসলামে কোন দেশ বা জাতির স্থান নেই। এখানে একটা স্থান সেটা হলো ইসলামী উম্মা ও তার খিলাফত। যারা ইসলাম ভালমতো জানে , তারা দেশ ও জাতিকে পরোয়া করে না , কিন্তু সাধারন মানুষ সেটা বুঝতে পারছে না। তারা ভাবছে এসব লোক সত্যিকার ইসলাম রক্ষার আন্দোলন করছে।

আপনি কি চান দেশে ইসলামী আইন চালু হয়ে দেশ আফগানিস্তানে পরিনত হোক ?

কোরান হাদিস তাফসির পড়ে যা বুঝি সেটাই এখানে তুলে ধরি মানুষের সামনে যাতে তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারে।

বৃহঃ, ২৯/০৮/২০১৩ - ০০:৪৭ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/desertpirate/posts/173040

কেন কোরান আল্লাহর বানী নয় , পর্ব -৪

তারিখঃ শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৪:৪২

লিখেছেনঃ মরু দস্যু

কোরানের বানীতে বহুরকম অনৈতিক বিধিমালা ও আদেশ নির্দেশের তথ্য পাওয়া যায়। অথচ সংজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহ হবে পরম করুনাময় , ন্যায়পরায়ন, বিচারক, পরম জ্ঞানী, পরম প্রেমময় অর্থাৎ যাবতীয় গুণাবলীর পরম আধার। কিন্তু কোরানের আল্লাহর এ ধরনের কোন গুণ নাই।

প্রথমেই আমরা কোরানের মধ্যে চরম নিষ্ঠুর এক আল্লাহর পরিচয় পাই। কোরানে একটি বারের জন্য আল্লাহ বলে নাই যে সে তার বান্দাদেরকে ভালবাসে। অথচ আমরা তার বান্দারা আল্লাহর সন্তানের মত। আমরা খারাপ কাজ করলে অবশ্যই আমাদেরকে শাসন করবে , তাতে অন্যায় কিছু দেখা যায় না । কিন্তু আমরা ভাল কাজ করি বা না করি , নির্বিশেষে আল্লাহর বান্দা তথা সন্তান হিসাবে সে আমাদেরকে ভালবাসবে সেটাই কাম্য। তারপর আমাদের কর্মের কারনে পরকালে আমাদেরকে হয় শাস্তি দেবে না হয় পুরস্কৃত করবে। দুনিয়াতে পিতা মাতা তার সকল সন্তানকেই ভালবাসে , তা সেই সন্তানরা ভাল হোক বা খারাপ হোক। এমন কি কোন সন্তান যদি তার পিতা মাতাকে ছেড়ে চলে যায় ,পিতা মাতার কোন খোজ খবর নাও নেয় তাহলেও তারা সেই সন্তানকে ভালবাসে এবং তার মঙ্গল কামনা করে। অর্থাৎ তাদের এই ভালবাসা নি:স্বার্থ। কিন্তু আল্লাহর ভালবাসা নি:স্বার্থ নয়। মানুষ যেখানে তার সন্তানদেরকে নি:স্বার্থ ভালবাসতে পারে , কোরানের আল্লাহ সেই মানবীয় গুনেরও অধিকারী নয়। গোটা কোরানে সামান্য কয়েক যায়গায় দেখা যায় আল্লাহ মানুষকে ভালবাসার কথা বলছে , সেটাও আবার স্বার্থযুক্ত। যেমন -

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর , যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। সূরা আল ইমরান - ৩: ৩১

অর্থাৎ আল্লাহকে ভালবাসলে ও মোহাম্মদকে অনুসরন করলেই একমাত্র আল্লাহ মানুষকে ভালবাসবে , না হলে ভালবাসবে না। কি অদ্ভুত ব্যাপার ! অথচ পরম করুনাময় ও পরম প্রেমময় আল্লাহ তার সৃষ্টিকে নির্বিশেষে প্রথমে ভালবাসবে এটাই হবে যথার্থ । কিন্তু কোরানের কোথাও বলে নি যে আল্লাহ নির্বিশেষে তার সৃষ্টিকে প্রথমে নি:স্বার্থ ভালবাসে। অথচ এই আল্লাহই আবার দাবী করছে যে নাকি

পরম প্রেমময় ! আল্লাহর যে ৯৯ টা নাম আছে তার একটা হলো **আল ওয়াদুদ** যার অর্থ হলো পরম প্রেমময়। কিন্তু একজন পরম প্রেমময় কিভাবে স্বার্থপর প্রেমিক হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এখন দেখা যাক , আল্লাহ কাকে ভালবাসে -

আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।সূরা বাকারা - ২: ১৯৫

আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও , এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে ভালবাসেন। সূরা বাকারা - ২: ২২২

মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের ভালবাসেন।সূরা আত তাওবা - ৯: ৭

আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।সূরা আছ ছফ- ৬১: ৪

তাহলে দেখা যাচ্ছে -আল্লাহ শুধুমাত্র তাদেরকেই ভালবাসে যারা অন্য মানুষকে অনুগ্রহ করে , যারা পাক পবিত্র থাকে , যারা সাবধান থাকে , আর যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে তথা জিহাদ করে। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবে কিন্তু যদি সে শুধুমাত্র তাদেরকেই ভালবাসে ও বাকীদের ঘৃণা করে সেটা হবে স্বার্থপর ভালবাসা। বিষয়টা এরকম না হয়ে যদি আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলত -

বল ,মুহাম্মদ , আমি আমার সকল বান্দাদেরকে ভালবাসি , কিন্তু তারা আমার ভালবাসার মর্যাদা দেয় না

কিন্তু কোরানের আল্লাহ কোথাও এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সকল বান্দাকে ভালবাসার ঘোষণা দিতে না পেরে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে এবং কোরানে আল্লাহর পরম প্রেমময় (আল ওয়াদুদ) নামটাকে ব্যর্থ প্রমান করে দিয়ে প্রকারান্তরে কোরান যে আল্লাহর কিতাব নয় সেটাই প্রমান করেছে।

এছাড়া দেখা যায় আল্লাহ নানারকম অনৈতিক কাজ যথা, লুট তরাজ , ডাকাতি , নারী ধর্ষন, খুন খারাবি

করার জন্য নির্দেশ দেয় যা মোটেও আল্লাহকে কোনভাবেই নীতিবান , ন্যায়পরায়ন, পরম করুনাময় বলে প্রমান করে না। যেমন -

সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা , মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পা প। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে , দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। সূরা বাকারা - ২: ২১৭

উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মুহাম্মদের নির্দেশে একটা ডাকাতিকে কেন্দ্র করে। মদিনাতে তার দলবলসহ হিজরত করার পর যখন সেখানে জীবন ধারন কঠিন হয়ে পড়েছিল তখন মুহাম্মদ মরিয়া হয়ে আটজন মুসলমানের একটি দলকে তাদের অজান্তেই মক্কার উপকণ্ঠে নকলা নামক স্থানে বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদের মালামাল লুটপাট করার জন্য হুকুম দেন। যাকে সোজা ভাষায় ডাকাতি করা বলা হয়। মুহাম্মদের দল সেখানে একটা বানিজ্য কাফেলার ওপর আতর্কিতে আক্রমন করে তাদের একজনকে হত্যা করে অত:পর তাদের মালামাল লুট করে নিয়ে আসে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটা সেই আরব দেশের প্রচলিত প্রথা মতে নিষিদ্ধ মাসে ঘটে যায় যা নিয়ে অত:পর আরববাসীরা মোহাম্মদকে একজন নীতি ও আদর্শহীন দস্যু তস্কর হিসাবে বদনাম করতে থাকে। আর তখনই নাজিল হয় উক্ত আয়াত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে ইবনে কাসিরের তাফসির সমেত নিচের পোষ্টে -

অপার শান্তির ধর্ম ইসলাম ,পর্ব -৩(লুটপাট ও ডাকাতি প্রসঙ্গ)

এবার আসা যাক নারী ধর্ষন প্রসঙ্গে , যেমন -

তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়, তারা ছাড়া নারীদের সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।সূরা নিসা -৪: ২৪

উক্ত আয়াতে প্রথমত: যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীদের সাথে যৌনকাজ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিচ্ছে। আর বলা বাহুল্য কোন যুদ্ধ বন্দিনী নারী স্বেচ্ছায় বিজয়ী মুসলমানের সাথে যৌনকাজ করবে না , তাই তাকে ধর্ষন করতে হবে যা আল্লার বিধান। দ্বিতীয়ত: সাময়িক বিয়ের অনুমতি দিচ্ছে যার মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে কোন নারীকে কয় দিনের জন্য সাময়িক বিয়ে করে তাকে উপভোগ করে , অত:পর তার পাওনা পরিশোধ করে দিয়ে তাকে তালাক দেয়া যাবে। সুতরাং আল্লাহ বন্দিনী নারীকে ধর্ষন ও পতিতা বৃত্তির মত ঘৃণ্য ও অমানবিক কাজকে বৈধ ঘোষনা করছে যা কোরানের আল্লাহকে কোনমতেই একজন পরম করুনাময়, দয়ালূ ও ন্যয়পরায়ন হিসাবে প্রমান করে না এবং সেটা না করে অবশেষে কোরান যে প্রকৃতই আল্লাহর কিতাব নয় সেটাই প্রমান করে। উক্ত আয়াত যে আসলেই নারী ধর্ষন ও পতিতাবৃত্তির ব্যাপারে আল্লাহর বিধান তা হাদিস ও ইবনে কাসিরের তাফসির সহযোগে বিস্তারিত জানা যাবে নিচের পোষ্টে -

ইসলামে বন্দিনী নারী, দাসিদের সাথে যৌনকাজ ও পতিতাবৃত্তি কি বৈধ?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে , কোরানের আল্লাহ তার বান্দাদেরকে নি:স্বার্থ ভালবাসে না , তাই সে সংকীর্নমনা ও স্বার্থপর , কোরানের আল্লাহ নিরীহ বানিজ্য কাফেলা লুটপাট বা ডাকাতি করতে বলে , তাই সে চুড়ান্ত রকমভাব অপরাধ প্রবণ ও সকল নৈতিকার বিরোধী ,কোরানের আল্লাহ বন্দিনী নারীদেরকে ধর্ষন করতে বলে , তাই সে চুড়ান্ত অনৈতিক ও নিষ্ঠুর । কিন্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী , আল্লাহ হবে পরম করুনাময় , প্রেমময় , ন্যায়পরায়ন, নীতিবান , নি:স্বার্থ --, কিন্ত কোরানের আল্লাহর এ ধরনের কোন গুণই নেই, আর তাই কোরান সেই **আল্লাহর কিতাব হওয়া একান্তভাবেই অসম্ভব।**

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৫:০৪ তারিখে আমি বলছি বলেছেন

মরু দস্যু আল্ল্হর কোন সন্তান নেই কারন তিনি কাওকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্ম হননি।

আমি কিছু বলতে চাই

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৫:০৯ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

তাহলে তিনি বিশ্ব জগতও জন্ম দেন নি । তাহলেই তো সব ল্যাঠা শেষ।

এখানে মানুষরা তার সৃষ্টি , আর সেকারনে মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি সন্তান যা রূপক হিসাবে বলা হচ্ছে।

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৫:২৩ তারিখে আমি বলছি বলেছেন

জন্ম দেওয়া আর সৃষ্টি করা কি এক ??????

এটা কখনোও এক নয়।

আমি কিছু বলতে চাই

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৫:৩২ তারিখে মরু দস্যু বলেছেন

জন্ম দেয়া আর সৃষ্টি করা অনেকটাই সমর্থক। তারপরেও আপনার যুক্তি ধরে নিলাম ঠিক।

তাহলে এটা তো ঠিক যে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ? এখন সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টিকে ভালবাসবে, তাই তো ? কোরানের কোথায় বলা আছে সে তার সৃষ্ট মানুষদেরকে নি:স্বার্থ ভালবাসে ? থাকলে সেটা বার করুন।

কিন্তু মূল পোষ্টের বিষয়বস্তু তো এই জন্ম বা সৃষ্টি না। বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ যে করুনাময়ী , দয়াময় , বা নীতিবান না সেটা নানা উদাহরন সহ বলা হয়েছে। সে ব্যপারে আপনার কি অভিমত ?

আসল বাদ দিয়ে নকল নিয়ে টানাটানি করেন কেন ?

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৬:০৫ তারিখে যুক্তিবান বলেছেন

অসাধারন হয়েছে

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ১৯:২৮ তারিখে ফারুক বলেছেন

ছালাম,
যদি কোরান থেকে দেখানো যায় , আল্লাহর রহমত/ভালবাসা সকলের জন্য , তাহলে কি বিশ্বাস করবেন কোরান আল্লাহর বাণী?

৫৪:১৭ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ২২:৪২ তারিখে যোদ্ধা বলেছেন

ফারুক ভাই ,

আপনার যা পয়েন্ট আছে তা উল্লেখ করুন তাতে যদি মরু দস্যুর যুক্তি উড়ে যায় , আমরা তার বক্তব্যকে পাত্তা দেব না। তার শুধু মাত্র একটা পয়েন্টকে খ ন্ডন করলে হবে না , এ পর্যন্ত তিনি বহু পয়েন্ট একের পর এক উল্লেখ করে গেছেন (৫টা পর্বে) , আপনাকে তখন খুজে প্াওয়া যায় নি। আপনি লাপাত্তা ছিলেন। সম্ভবত: আপনার কোন যুক্তি নেই দেখে লাপাত্তা ছিলেন। মরু দস্যুর লেখা দেখলেই বোঝায় প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়েই সে লে খে। যাইহোক , আপনার যুক্তি দেখি আগে ।

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ২২:৪৯ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

যোদ্ধা ভাই, এই মরু দস্যু ভাইদের যুক্তির ট্যু দ্যা পয়েন্ট কেউ খন্ডন করে না ।

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ২৩:০৩ তারিখে যোদ্ধা বলেছেন

খন্ডন করে না , নাকি খন্ডন করতে পারে না ?

শনিবার, ৩১/০৮/২০১৩ - ২২:৫৮ তারিখে মাসুদ আলম বলেছেন

মরু দস্যুকে চেনা চেনা মনে হয়।
ধ্রুবতারা -> বিদ্যাসাগর -> মরু দস্যু............।

রবিবার, ০১/০৯/২০১৩ - ০০:০১ তারিখে মরহুম সাফি ৬৯ বলেছেন

এসব কাফেরি প্রচারনা ব্লগে বন্ধ করুন নইলে আল্লাহর গজব নামবে, দেশ ধবংশ হবে , আল্লাহ্ আপনাদের হেদায়েত দান করুন ।
আমীন ।

==
আমার ব্লগকে আমি অনেক অনেক বেশি ভালবাসি , তাই এই ব্লগের সাথে আছি ।

রবিবার, ০১/০৯/২০১৩ - ০০:৩৪ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

গজব কি আল্লাহ নিজেই দিব নাকি আপনাদের মাধ্যমে দিব ? তাহলে কবে দিব , দিন খন টা কন দিকিনি ।

রবিবার, ০১/০৯/২০১৩ - ০০:৪৩ তারিখে যোদ্ধা বলেছেন

এই সব পাগল ছাগলদের কথায় কোন উত্তর দিতে নাই। তাইলে তারা জাতে উইঠা যায়।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=5265

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? - ১

তারিখ: ৭ ফাল্গুন ১৪১৬ (ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০)
লিখেছেন: সৈকত চৌধুরী

মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান। তারা বিশ্বাস করেন এটি স্বয়ং আল্লাহ নবী মুহাম্মদের কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নাযিল করেছেন। প্রায় সকল মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে কোরান অবতরণের পর থেকে তাতে আজ পর্যন্ত কোনো বিকৃতি ঘটে নাই এবং তা লওহে মাহফুজে যেমন রয়েছে ঠিক সেই অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে - এসব বিশ্বাসের সমর্থনে কোরানে অজস্র আয়াত রয়েছে। এটা হল কোরানের অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদের কথা। এবার কোরানের অলৌকিকতার দাবি কতটা যৌক্তিক সে আলোচনায় আসা যাক।

কোরানের অলৌকিকতাঃ প্রমাণের দায়িত্ব কার

ধরুন, আকমল সাহেবের কাছে একশ'টি বই আছে। এবার তিনি এর মধ্য থেকে একটি বই বের করে বললেন, 'এই বইটি আল্লাহ দ্বারা রচিত আর বাদবাকি নিরানব্বইটি মানুষের দ্বারা রচিত '। এখন একটু ভাবুন- এর প্রত্যুত্তরে আকমল সাহেবকে কি বলা যেতে পারে। একজন যুক্তিবাদী প্রথমেই তার কাছ থেকে জানতে চাইবেন তিনি কিভাবে ওটা আল্লাহ প্রদত্ত বলে নিশ্চিত হলেন। এটা জানতে চাইলে আকমল সাহেব বলতে পারেন 'আপনিই বরং প্রমাণ করুন ওটা আল্লাহ রচিত নয়'। আমরা প্রায়ই ধর্মবিশ্বাসীদের কাছ থেকে এধরণের হাস্যকর উদ্ভট কথাবার্তা শুনে থাকি। তাদের কথা হলো আমরা নাস্তিকরা যেহেতু আল্লাহতে বিশ্বাস করি না , ধর্মে বিশ্বাস করি না তাই আমাদেরকেই এগুলো অপ্রমাণ করতে হবে। কিন্তু যা প্রমাণ করা যায় নি তা তো এমনিতেই অগ্রহণযোগ্য, একে কি আলাদাভাবে অপ্রমাণ করার প্রয়োজন আছে?

এবার কোরানের ক্ষেত্রে আসি। বই মানুষ লিখবে এটাই স্বাভাবিক। এখন কেউ যদি কোনো বই কো্নো অলৌকিক সত্তার দ্বারা রচিত বলে দাবি করেন তবে স্বাভাবিকভাবেই তা প্রমাণ করার দায়িত্ব ঐ দাবিকারকের। একজন আকমল সাহেব বা অন্য কেউ কোনো একটা গ্রন্থকে আল্লাহ প্রদত্ত বলে দাবি করলে তা অপ্রমাণের দায়িত্ব অন্য কারো উপর পড়ে না এবং তিনি যদি তার দাবি প্রমাণে ব্যর্থ হোন বা তার দেয়া প্রমাণ ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবেই তার দাবি অগ্রহণযোগ্য - এ সহজ কথাটি বুঝার জন্য যদিও গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই তারপরেও ধর্মবাদীরা বরাবরই তা না বুঝার ভান করেন এবং নিজের প্রমাণের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চেপে দিয়ে নিরাপদ থাকতে চান। আপনিই বরং প্রমাণ করুন ওটা আল্লাহ প্রদত্ত নয়- এ ধরণের অজুহাত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এতে করে যে কেউ নিজের রচিত বই বা অন্য কারো লেখা বইকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা অন্য কোনো কারণে ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে দাবি করতে পারেন এবং তা প্রমাণ করতে না পেরে এ ধরণের ছুঁতো ধরতে পারেন

এবং সবচেয়ে বড় কথা - কোনো ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ প্রদত্ত নয় তা প্রমাণ করা যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব নয় ; যুক্তিবাদীদের দায়িত্ব হলো এ পর্যন্ত ঐ গ্রন্থকে আল্লাহ প্রেরিত বলে প্রমাণের জন্য প্রদত্ত যুক্তিগুলো খণ্ডন। তবে কোরানের যেহেতু বস্তুগত অস্তিত্ব আছে তাই যুক্তিবাদীদের কাছে কোরানকে আল্লাহ প্রদত্ত নয় বলে প্রমাণের পন্থা উন্মুক্ত রয়েছে।

মোট কথা, কেউ যদি কোরানকে আল্লাহর দ্বারা রচিত বলে দাবি করেন তবে-

১। এ দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তারই। তাকে কোরানের সব বাক্য ও শব্দ আল্লাহ রচিত এবং কোরানের সাথে অন্য কিছুর সামান্যতম মিশ্রণও ঘটে নি বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে।

২। যেহেতু তিনি কোরানকে আল্লাহর রচিত বলে দাবি করছেন তাই সর্বাগ্রে তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে, বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত আল্লার আস্তিত্বের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তার সবগুলোই খণ্ডিত হয়েছে। এ নিয়ে অন্য কোথাও আলোচনা করা যাবে।

৩। আল্লাহ ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায়, কখন, কিভাবে কোরান মানুষের কাছে পাঠালেন এবং কেন পাঠালেন , তা যে উদ্দেশ্যে পাঠালেন তা কতটা সফল হয়েছে এগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে।

৪। মানুষ নবী ও রাসূল হতে পারে আর মুহাম্মদ নবী ও রাসূল ছিলেন -এ বিষয়টিও তাকে প্রমাণ করতে হবে। আরো প্রমাণ করতে হবে- মুহাম্মদ দীর্ঘ ২৩ বছর পুরো মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন এবং কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে বা বাধ্য হয়ে বা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ও নিজের বা অন্য কারো রচনাকে ওহী বা প্রত্যাদেশ বলে ঘোষণা দেন নি।

৫। যেহেতু কোরান অবতীর্ণ হওয়া একটি অলৌকিক ঘটনা তাই অলৌকিক ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে তা তাকে প্রমাণ করতে হবে।

এছাড়া মুসলমানরা বিশ্বাস করেন জিবরাইল ফেরেশতা আল্লার কাছ থেকে মুহাম্মদের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। তাই জিবরাইলের অস্তিত্বও তাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে।
উপরোক্ত বিষয়গুলোসহ কোরানের অলৌকিকতা সম্পর্কিত সবগুলো বিষয় যতক্ষণ কোরানের অলৌকিকতার দাবিদাররা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে না পারছেন ততক্ষণ একজন যুক্তিবাদীর কোরআনকে অলৌকিক বলে মেনে নেয়ার কোন সংগত কারণ নেই।

ওহী অবতরণ পদ্ধতি ও কিছু কথা

কোরান আল্লার বাণী? ভালো কথা, ওটা তবে মুহাম্মদের কাছে এলো কিভাবে ? এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর কিভাবে কোরানের অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা দিতে চেয়েছেন তা আলোচনা প্রয়োজন।
কোরান নাকি পুরো ২৩ বছরে মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ(?) হয়েছে। কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে তার বিচিত্র বিবরণ রয়েছে ইসলামে। এগুলো এতই উদ্ভট যে একজন যুক্তিবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছে তা ‘ফেয়ারি টেল’ ব্যতীত আর কিছু মনে হওয়ার অবকাশ নেই। আমরা এখন কোরান নাযিলের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানব। এখানে এ, বি, এম, আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালামের লেখা

"উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র" - এ বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার ওহী অবতরণ পদ্ধতি ও তার ব্যাখ্যা নিচে হুবহু তুলে দেয়া হলো -

"১।**সত্য স্বপ্ন**

নবী রাসূলগণের স্বপ্নও ওহী। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর অনেক প্রত্যাদেশ বা ওহী লাভ করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে। এই স্বপ্নকে বলা হয় সত্য বা বাস্তব স্বপ্ন। এ এমনই স্বপ্ন যা অবাস্তব হয় না বা বিফলে যায় না। হযরত আয়েশা (রা) ইরশাদ করেন, রাসুলুল্লাহ (স) এর উপর ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তাঁর জাগতিক পর্যায়ের স্বপ্ন দ্বারা তিনি অবহিত হতে পারেন যে যথাশীঘ্র তার উপর আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী কুরআন অবতীর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ (স) মাদানী জীবনে যে স্বপ্ন দেখেন তা কুরআনে এসেছে এভাবেঃ

আল্লাহ তার রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন যে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে......(সূরা আল ফাতহ)

হযরত ইব্রাহিম (আ) তার পুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানী করার আদেশও লাভ করেছিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে। আরো অনেক নবী স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী লাভ করেছেন বলে জানা যায়।

২। **ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতি**

ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতিতে মহানবী (স)- এর উপর ওহী নাযিল হত। ওহী নাযিল হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত হতে তাঁর কানে এ ঘন্টা ধ্বনি বাজতে থাকত। তাঁর কাছে উপস্থিত কোন কোন সাহাবীও এ ঘন্টা ধ্বনি শুনেছেন বলে জানা যায়। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিছ ইবনে হিশাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন-

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট কিভাবে ওহী আসে ? এর উত্তরে তিনি বলেন-

কখনও কখনও আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টা ধ্বনির মত। এ প্রকার ওহী আমার খুবই কষ্টকর মনে হয়। তবুও সে (জিবরাঈল আ) যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিক আয়ত্ত করি।

এই ঘন্টা ধ্বনি কিসের ধ্বনি সে বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এটি আল্লাহর কথা বলার ধ্বনি। কেউ বলেছেন, এটি জিবরাঈল (আ)- এর পা বা ডানার ধ্বনি ইত্যাদি। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ) বলেছেন, মানুষের বাহ্য ইন্দ্রীয় পার্থিব জীবন হতে পৃথক করা হলে নৈসর্গিকভাবেই উক্তরূপ ঘন্টা ধ্বনি শোনা যেতে পারে।

৩। **অন্তর্লোকে ঢেলে দেওয়া পদ্ধতি**

রাসুলুল্লাহ (সা)- এর 'ইলক্বায়ি ফিল ক্বালব' বা অন্তরে ওহী সঞ্চারণ পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বিষয়ে ইরশাদ করেন ,

রুহুল কুদুস জিবরাঈল (আ) আমার অন্তর্লোকে ঢেলে দিয়েছেন বা সঞ্চারিত করেছেন বা ফুঁকে দিয়েছেন।

এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা) - এর অন্তরে তার ওহী সরাসরি সঞ্চার করেন নিজ ক্ষমতা বলে। যেভাবেই হোক রাসূল (সা) খুবই কম কসরতে এ প্রকার ওহী তার অন্তর্লোকে আপনা আপনি প্রস্তুতভাবে লাভ করে থাকেন।

৪।ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন

ফেরেশতাগণের নিজ নিজ আকৃতি রয়েছে। হযরত জিবরাঈল নিজ আকৃতিতে প্রকাশিত হন আবার কখনও কখনও মানব আকৃতিতেও প্রকাশিত হন রাসূল (সা)এর নিকট। সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষরূপে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট এসে আল্লাহর ওহী পৌঁছে দিতেন। সিংহভাগ ক্ষেত্রে সাহাবিগণ উক্ত মানুষটি দেখতে পেতেন কিন্তু বুঝতে পারতেন যে উক্ত মানুষটি আসলে মানুষ নয় ফেরেশতা। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) এর আকৃতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফেরেশতে ওহী নিয়ে আসতেন। অন্য সাহাবী বা অপরিচত লোকের আকৃতিতেও ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসতেন।

৫। নিজ আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল (আ) -কে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছে সে আকৃতিতেও তিনি রাসূল (সা) -এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন বলে জানা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা) কুরআনের প্রথম ওহী যখন গারে হেরায় লাভ করেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ) নিজ আকৃতিতে আগমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুবার বা তিন বার তাঁকে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন বলে জানা যায় (১) একবার গারে হেরায় (২) একবার মিরাজকালে সিদরাতুল মুনতাহায় (৩) আরেক বার ওহী বন্ধের পরে পুনঃ ওহী চালুর সময়।

৬। পর্দার অন্তরাল হতে

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স) -এর প্রতি তার জাগ্রতকালে পর্দার আড়াল হতে সরাসরি ওহী করেছেন। পর্দার অন্তরালে আল্লাহ কথা বলেছেন পর্দার বাইরে মুহাম্মদ (স) -এর সংগে। মিরাজ রজনীতে আল্লাহ এরূপ রাসূল (স) -এর সংগে কথা বলেছেন বলে জানা যায় এবং এ পদ্ধতিতেই তার প্রতি প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত এবং পরবর্তী পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান অবতীর্ণ ও ফরজ হয় এই মিরাজ রজনীতে।

৭। তন্দ্রাকালে ওহী লাভ

রাসুলুল্লাহ (স) যেমন জাগ্রত অবস্থায় ওহী পেয়েছেন তেমন পেয়েছেন নিদ্রিত অবস্থায়। একটি রিওয়ায়াত হতে জানা যায় যে রাসূল (স) এ পদ্ধতিতে সাতবার ওহী পেয়েছেন।

৮। হযরত ইসরাফীল (আ) -এর মাধ্যমে ওহী লাভ

আল্লাহ তাআলা কখনও কখনও হযরত ইসরাফীল (আ) -এর মাধ্যমে রাসূল (স)-এর নিকটে ওহী পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। খুব কমই তিনি ওহী নিয়ে এসেছেন।

ওহী অবতরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন ,

কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে আল্লাহ তার সংগে বাক্যালাপ করবেন সরাসরী ওহী ব্যতীত কিংবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত কিংবা দূত প্রেরণ ব্যতীত অতঃপর উক্ত দূত (মানুষের নিকট) তাঁর ইঁচ্ছা মাফিক তার প্রত্যাদেশ পৌছে দিবে তার অনুমতিক্রমে। হযরত হারিছ ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নিকট ওহী আসার পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (স) বলেনঃ

কখনও আমার নিকট ওহী আসত ঘন্টা ধ্বনির মত। এটি আমার উপর অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়। এতে আমার ঘাম বেরিয়ে যায়। তবুও ফেরেশতা যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করে লই। কখনও কখনও ফেরেশতা আগমন করে পুরুষের আকৃতিতে। অতঃপর সে আমার সংগে বাক্যালাপ করে। সে যা বলে আমি তা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করে লই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি দেখেছি যে তাঁর (রাসূল (স)-এর) উপর ওহী আসে কঠিন শীতের দিনে, এতে তাঁর কষ্ট ও উষ্ণতাপ অনুভূত হয় আর তখন তাঁর ললাট হতে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ”
(পৃষ্টা ২৬-২৮; চতুর্থ সংস্করণঃ জুন,২০০৫; প্রকাশকঃ হাসান বুক হাউসের পক্ষে ডঃ মোহাম্মদ আবুল হাসান, ৬৫, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০)
বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ ‘আর রাহীকুল মাখতুম’ এর ওহী অবতরণ সম্পর্কিত অংশ -

ওহী অবতরণের উক্ত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়। উপরের বর্ণনায় দেখলাম মুহাম্মদ স্বপ্নকেও ওহী বা প্রত্যাদেশ বলে মনে করেছেন বা চালিয়ে দিয়েছেন। এটি অবশ্য খুব নিরাপদ একটা পদ্ধতি - কেউ কোন প্রশ্ন করার অবকাশ নেই। কেউ যদি নিজে কিছু রচনা করে তা স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী হিসেবে পেয়েছেন বলে দাবী করেন তবে তা প্রমাণিত হবে কিভাবে? (আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা কবিরাজ যারা স্বপ্নে পাওয়া গাছ-গাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসা করেন তাদের কাছে গেলে হয়ত বিষয়টি বোধগম্য হয়ে উঠত!)

ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। যারা মানসিকভাবে অসুস্থ , মৃগী রোগী বা হিস্টিরিয়াগ্রস্থ তাদের এরকম হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তখনকার সময়ে মৃগী রোগকে পবিত্র বলে মনে করা হত। তাই মুহাম্মদ যদি মৃগী রোগ বা এ ধরণের কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে তা তাকে নবী হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোরানকে অলৌকিক বলে প্রচার করতে সহায়ক হয়েছিল। আরো কিছু বিষয় মুহাম্মদের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে , যেমন- সিনা সাকের ঘটনা- ফেরেশতারা তার বুকের রক্ত যা শয়তানি প্রণোদনার উৎস তা নাকি বুক চিরে কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিলেন(বলাবাহুল্য ধারণাটি হাস্যকর , সিনাসাক করে পাপচিন্তা দূর করা অসম্ভব , এর জন্য প্রয়োজন ব্রেন সাক!!), কথিত ওহী নাযিলের সময়ে অস্বাভাবিক আচরণ- অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া তারপর সবাই তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিত ইত্যাদি। এছাড়া ওহী নাযিল পদ্ধতিটি যদি আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তাতে মুহাম্মদের কষ্ট বা বিভিন্ন ধরণের বিপত্তি হওয়ার কারণ কি ? দেখেন ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতিটি তার কাছে নাকি খুব কষ্টকর ছিল। কোরান যেহেতু বরকতময় এবং প্রশান্তিদায়ক তাহলে ওটা নাযিল হলে মুহাম্মদের আরাম অনুভব হওয়াই যৌক্তিক ছিল। শোনা যায় , কোরান যদি পাহাড়ে নাযিল হত তবে তা নাকি ধ্বংস হয়ে যেত আর কোরান নাযিল হওয়ার সময় মুহাম্মদ উটের উপরে থাকলে তা নাকি ভারের আধিক্যে অস্থির হয়ে উঠত। কোন গ্রন্থকে মহিমান্বিত করতে এত বিচিত্র প্রচার আসলেই অনন্য। উপরের বর্ণনায় ঘণ্টা ধ্বনিটি কিসের তার যে বিবরণ বিভিন্ন বুজুর্গ

দিয়েছেন তা বড়ই মনোরম। কোরান অবতরণের ঘণ্টা ধ্বনি পদ্ধতিটি শুরু থেকেই অমুসলিমদের হাসির খোরাক যোগিয়ে আসছে।

অন্তর্লোকে ঢেলে দেয়া পদ্ধতিটি আরো চমৎকার। কারো যদি হঠাৎ কিছু মনে আসে আর তারপর তিনি মনে করেন তা আল্লাহর ওহী এবং তা পরবর্তীতে কাব্যে রূপ দিয়ে উপস্থাপন করে একে ওহী বলে দাবী করেন তবে তা নিয়ে কিছু বলার নেই। এ পদ্ধতিটিও পরম সুবিধাজনক। কারণ সত্যি সত্যি ওহী নাযিল হয়েছে কি না তা প্রমাণ করার কোনো ঝামেলা আর রইল না।

আরেকটি উদ্ভট পদ্ধতি হল 'ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন'। ফেরেশতারা মানবাকৃতি ধারণ করে নাকি মুহাম্মদকে বিভিন্ন মেসেজ দিতেন। আমাদেরকে দেখতে হবে এ মানুষগুলো কারা ছিল। একজন সম্পর্কে জানলাম যার নাম ছিল দাহিয়াতুল কালবী। লোকটির সাথে মুহাম্মদের কি বিশেষ সম্পর্ক ছিল? ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আসার প্রয়োজনটাই বা কি ছিল আর মাঝে মাঝে দাহিয়ান কালবী এর রূপ ধারণের কারণ কি ছিল তা কিছুটা ভাবলেই আঁচ করা সম্ভব।

এবার নিজ আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন। ফেরেশতাদের নাকি নিজস্ব আকৃতি রয়েছে যদিও তারা যেকোন কিছুর আকৃতি ধারণ করতে পারেন। ফেরেশতাদের নিজস্ব আ কৃতির রকমারি বর্ণনা শুনতে পাওয়া যায়। কারো কারো আকার নাকি এত বড় যে পৃথিবীর সব জল ঢেলে দিলেও একফোটা জল দেহ থেকে বেয়ে পড়বে না, কারো কারো রয়েছে হাজার হাজার ডানা, কারো আবার প্রতিটি পশমেই মাথা, হাত, পা সংযুক্ত ইত্যাদি। ফেরেশতারা ডানা দিয়ে কি করে তা বুঝা বেশ মুশকিল, কারণ বায়ুমণ্ডলের পরেই তো আর বাতাস নেই। বলাবাহুল্য ইসলামে এত অতি উদ্ভট 'ফেরেশতা' ধারণাটি কিভাবে আসল তা জানতে খুব একটা গবেষণা প্রয়োজন নেই ; জ্বিন, ভুত, ফেরেশতা - এগুলোর ধারণা আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে আরবে বহুল প্রচলিত ছিল।

জিবরাইলকে রেখে ইসরাফিল ওহী নিয়ে কেন আসত তা বুঝা দুষ্কর। ইসরাফিল তার শিঙ্গার ডিউটি রেখে ওহী নিয়ে আসলেন -বিষয়টি কি অস্বাভাবিক নয়?

পর্দার অন্তরাল হতে কেনো ওহী নাযিল করতে হয় ওটাও বোধগম্য নয়। মুহাম্মদের সম্মুখে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করলে সমস্যা কি ছিল? অনেকে হয়ত বলবেন মুহাম্মদ তা সহ্য করতে পারবেন না। কিন্তু কথা হলো -আল্লাহ তো ইচ্ছে করলেই সে ক্ষমতা মুহাম্মদকে দিতে পারতেন। আরেকটি ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার হলো না- এ পর্দাটি কিসের পর্দা? আর পর্দার অন্তরাল হতে আল্লাহ যদি ওহী পাঠাতে পারেন তবে জিবরাইলকে দিয়ে পাঠালেন কেন? আল্লাহ যদি সব জায়গায় আছেন তবে মুহাম্মদকে কেন মেরাজে রজনীতে উর্ধ্বলোকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ পর্দার অন্তরাল হতে তার সাথে আলাপ করলেন তা বুঝা একদম অসাধ্য ব্যাপার!(মেরাজ কিন্তু রাতের বেলায়ই হয় , দিনের বেলায় যদি হয় আর মানুষ দেখে ফেলে তবে তার আর মাহাত্ম্য থাকল কোথায়?)

তন্দ্রাকালে ওহী লাভ? মাঝে মাঝে জটিল চিন্তায় আচ্ছন্ন হলে যদি তন্দ্রা ভাব আসে আর তখন যদি কিছু নতুন আইডিয়া মাথায় আসে তাহলে এগুলোকে কি ওহী বলতে হবে ?

আরো বেশ কিছু প্রশ্ন মাথায় এসে ভর করে। যেমন - আল্লাহ সরাসরি বা জিবরাইলের মাধ্যমে নবী-রাসূলদের সাথে যেমন যোগাযোগ করতেন সেরকমভাবে সাধারণ মানু ষের সাথে যোগাযোগ করলে সমস্যা কোথায়? অনেকে বলবেন, তাতে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা ব্যাহত হবে। আমরা বলব, তাতে বরং মানুষের পরীক্ষা নেয়া বাস্তবসম্মত হত কেননা এতে করে মানুষ আল্লার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান পেত ও আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার একটা উপায় খুঁজে পেত এবং এতে করে ধর্ম না মানার জন্য পরকালের অবর্ণনীয় শাস্তির কিছুটা হলেও যৌক্তিকতা থাকত।

(ওহী অবতরণ সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদিস পাবেন প্রধান হাদিসগ্রন্থ বোখারিতে ; লিংক-

http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/bukhari/
বোখারি এর ওহী অবতরণ সম্পর্কিত হাদিসগুলোঃ
Volume 1, Book 1, Number 2; Volume 1, Book 1, Number 3; Volume 1, Book 1, Number 4; Volume 4, Book 52, Number 95; Volume 4, Book 54, Number 438; Volume 4, Book 54, Number 458; Volume 4, Book 54, Number 461; Volume 5, Book 59, Number 618; Volume 5, Book 59, Number 659; Volume 6, Book 60, Number 447; Volume 6, Book 60, Number 448; Volume 6, Book 60, Number 478; Volume 6, Book 60, Number 481; Volume 6, Book 61, Number 508;
এগুলো ভিন্ন ওহী অবতরণ সম্পর্কিত আরো অনেক হাদীস বোখারি সহ সিহাহ সিত্তাহ এর অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যাবে।

অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ পাবেন- http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/
বোখারি এর বাংলা অনুবাদ - http://www.banglakitab.com/BukhariShareef.htm
)

মন্তব্যসমূহ

1. রাহাত খান

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ৮:১১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনায়, অনেকেই কিভাবে নাস্তিক বা সংশয়বাদী হয়েছেন তা নিয়ে লেখেন। আমার কাছে মনে হয়, অন্য কারও কাছে কিছু না শুনে , কারও ব্যাখ্যা না পড়ে শুধুমাত্র কোরান, বাইবেল বা বেদ নিজের ভাষায় পড়ে মাথায় ঢুকানোর চেষ্টা করলেই সংশয় জন্ম নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগার কথা না।

সৈকত ভাই, খুব তাড়াতাড়ি লেখাটায় চোখ বুলালাম, বেশ মজা করে লিখেছেন। তবে এই তাড়াহুড়োর মধ্যেও বেশ কিছু বানান ভুল চোখে পড়লো , ঠিক করে দিলে ভালো হত। আমার নিজের বানানের অবস্থাও খুব ভালো না, তারপরও চোখে লাগলো দেখে বলছি, আশা করি কিছু মনে করবেন না…

পাটালেন -> পাঠালেন (কয়েক জায়গায় একই ভুল আছে)
একটা উপায় খোঁজে পেত -> একটা উপায় খুঁজে পেত
হটাৎ -> হঠাৎ
রাসূল -> রাসুল, বা রসুল
গ্রহণ্যোগ্য ->গ্রহণযোগ্য
লেখবে -> লিখবে

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ১:৪০ পূর্বাহ্ণ
@রাহাত খান,
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিছু দিন আগে টের পেয়েছি আমার বানান জ্ঞানের ভয়াবহতা সম্পর্কে। এভাবে সহায়তা করলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। আমার ভুল বানান চোখে পড়া মাত্রই জানিয়ে দিলে খুশি হব।

2. 2

আতিক রাঢ়ী
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

প্রতিটা পদ্ধতিই সুন্দর, নির্মল, শিশুতোষ আনন্দে ভরপুর।

3. 3

শাফায়েত

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ১:০০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলাম নিয়ে অনেক লেখা পড়ার পর আজকাল লেখাগুলোর প্রতি আগ্রহ কমে গিয়েছে কারণ প্রায় সব লেখা একই ধরনের।
তবে এ লেখাটি ব্যতিক্রম, পড়ে ভাল লাগল, যুক্তি গুলোও খুব সুন্দর, ভাষাও সাবলীল। সৈকত ভাইকে ধন্যবাদ

4. 4

বকলম

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ৫:৩৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বেচারা মোহাম্মদ, আমি সব সময় তার দোষ দেইনা। সে বুঝতেই পারেনাই যে সে মানষিক রোগী। আলি সিনার বইয়ের একটা লাইন এরকম–

"When he claimed he heard voices, saw angels and other ghostly entities, he was not lying. He could not distinguish reality from fantasy"

সাইফুল ইসলাম এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১১:০৬ অপরাহ্ণ

@বকলম, আপনার কাছে কি Understanding Muhammad বইটার সফট কপি আছে? আমার কাছে ছিল কিন্তু আগের বার পিসি নষ্ট হওয়ার সময় সব ডেটা মুছে গেছে। থাকলে কি আমাকে দেয়া যাবে ? আমার ইয়াহু আইডি

saiful_humanist@yahoo.com

ধন্যবাদ

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৩:৫১ পূর্বাহ্ণ

@সাইফুল ইসলাম,

আপনাকে সহ অন্যান্য মুক্তমনা বন্ধুদের বইটি পাঠালাম।(সাথে আরো দুটো প্রাসংগিক বই)

সংশয় এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ১২:২৫ অপরাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী, আমাকে কেন বঞ্চিত করলেন ভাইজান?

আমার আই ডি songshoyna@gmail.com

বকলম এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৪:০৭ পূর্বাহ্ণ

@সাইফুল ইসলাম,

আপনাকে মেইল করে দিয়েছি।

5. 5

আদিল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ৬:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আসলে ধর্মকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে গেলেই গোল বাধতে বাধ্য। তাতে উত্তরের চেয়ে প্রশ্নের পরিমান বাড়তেই থাকবে। অহী নাজিলের এত রকমের উপায় বা কোরান কেন একমাত্র অথেনটিক গ্রন্থ তা নানান রকমের কিচ্ছা কাহিনী বা গানিতিক মিরাকল এসবের সাহায্যে ব্যাখ্যা না করে বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে।

তবে আজ এ প্রবন্ধ পড়ে আর কাল অভিজিতের দেওয়া কার্ডিওলজি জার্নালে হাদীস কোরানের মহাত্ম্য দেখে আমার মাথায়ও জার্নাল লেখার একটা আইডিয়া এসেছে।

সৈকতের প্রবন্ধ থেকে অহী প্রাপ্তির কিছু উপায় থেকে যা বুঝলাম তা আমার মতে আধুনিক যুগে র টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছুই নয়। ভেচে দেখুন সেই আমলে কোনরকম মাধ্যম ছাড়া (সে যুগে মাধ্যম ছিল শুধু মানুষ বা বড়জোড় পায়রা) বার্তা প্রেরনের উপায় অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যাবে? এটা নিঃসন্দেহে বেতার টেলি-যোগাযোগের ইঙ্গিত। কাজেই এখন আই ট্রীপল ই বা অমন কোন জার্নালে হাদীস কোরানে টেলি-কম ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর একটা আর্টিকেল লিখব বলে চিন্তা করছি। কেউ কো-অথর হতে চাইলে সত্ত্বর যোগাযোহ করুন।

মিঠুন এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ৯:৪৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

আবার জিগস। তবে দু:খিত, এই মুহুর্তে আমার হাতে একদমই সময় নেই। তবে একজনের কথা আমি আপনাকে বলতে পারি যে সানন্দে রাজী হবে। বুঝতেই তো পারছেন কার কথা বলছি ... 😄

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১০:০১ অপরাহ্ণ
@মিঠুন,

আপনার সময় নেই জেনে দূঃখিত হলাম। তবে যার কথা বলছেন বলে মনে হচ্ছে উনি কেন আমার কো-অথর হতে যাবেন??? উনি হবে পিয়ের রিভিউ কমিটির সভাপতি।

মিঠুন এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১০:২০ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

"উনি হবে পিয়ের রিভিউ কমিটির সভাপতি"

হে হে....দারুন হবে। তাহলে শুরু করে দিন কাজ..

*তানভী*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১০:০২ অপরাহ্ণ

@মিঠুন, 😁

*আকাশ মালিক*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৮:৫১ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

আসলে ধর্মকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে গেলেই গোল বাধতে বাধ্য।

এখানে ধর্ম নয় বরং প্রশ্ন হচ্ছে **কোরান অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ কি না?**

অহী নাজিলের এত রকমের উপায় বা কোরান কেন একমাত্র অথেনটিক গ্রন্থ তা নানান রকমের কিচ্ছা কাহিনী বা গানিতিক মিরাকল এসবের সাহায্যে ব্যাখ্যা না করে **বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে।**

ল্যাঠা চুকেনা বলেই সাহাবীগন হাদীসের মাধ্যমে, মুফাসসিরীন বা তাফসীরকারকগণ কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে, কোরান সমর্থকগণ গানিতিক মিরাকল দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কোরান আল্লাহর বাণী অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ। বাদ দিলাম এদের কথা, স্বয়ং কোরান যখন দাবী করে এটা কোন মানুষের লিখা বই নয়, তখন তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে যৌক্তিক ব্যখ্যার প্রয়োজন হয়। কারণ কোরান বস্তু জগত নিয়ে, আমাদের সমাজ নিয়ে, পরিবার নিয়ে, রাস্ট্র নিয়ে কথা বলেছে। সুতরাং মানুষের জীবনে এর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। কোরান যেহেতু একটি বস্তু , চোখে দেখা যায়, হাতে ছুঁয়া যায়, তাই চোখ বুঁজে এটিকে অলৌ্কিক মনে করা বা এতে লিখিত সকল আইন কানুন আল্লাহর নির্দেশ বলে বিশ্বাস করা যায়না, এর একটা যৌক্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকতে হবে। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মেই স্বীকার করে নিতে হবে, কোরান আল্লাহর বাণী অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ নয়, ইহা একটি মানব রচিত বই। তারপর অন্যান্য বইয়ের মতো বিবেচনা করা যেতে পারে, এই বই মানুষের কল্যাণে ব্যবহার উপযোগী কি না। বইটিকে তখনই কালোপযোগী করে তোলতে এর সংস্কারের পথে আর কোন বাধা থাকবেনা।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ১১:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

“এখানে ধর্ম নয় বরং প্রশ্ন হচ্ছে কোরান অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ কি না?”

এখানেই তো বিশ্বাসের ব্যাপার চলে আসে। আপনাকে প্রথাগত যুক্তির জগত থেকে বাইরে তাকাতে হবে। আপনি যদি আদৌ কোন ধর্মেই বিশ্বাস না করেন তাহলে কোরান বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ আলৌকিক কি কোন মানুষের বানানো এ নিয়ে তো মনে কোন প্রশ্নই আসা উচিত নয়। অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের এ নিয়ে তর্ক করার অবকাশ আছে যেহেতু তারা অ ন্তত কোন ধর্মে বিশ্বাস করে, তাই কোরান নাকি বাইবেল নাক বেদ বেশী অথেন্টিক তা নিয়ে তাদের তর্ক করার অবকাশ আছে। তবে যিনি কোন ধর্মেই আদৌ বিশ্বাসী না তার কাছে ধর্মগ্রন্থ অলৌকিক এই শব্দগুলিরই তো কোন মানে নেই।

“ল্যাঠা চুকেনা বলেই সাহাবীগন হাদীসের মাধ্যমে, মুফাসসিরীন বা তাফসীরকারকগণ কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে, কোরান সমর্থকগণ গানিতিক মিরাকল দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কোরান আল্লাহর বাণী অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ।

”

আমার মতে এই প্রচেষ্টাই ধর্মে মৌলিক দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। ধর্মের মূলই হল অন্ধবিশ্বাস , এখানে যুক্তি প্রমানের কোন অবকাশ নেই। কিছু লোকে অতি ভক্তি বা নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ প্রমানে এহেন কাজকারবার করে থাকেন। মানসিকভাবেও ধার্মিকেরা নিজেদের অন্ধবিশ্বাসী স্বীকার করাতে হীনমন্যতা বোধ করেন।

”

কারণ কোরান বস্তু জগত নিয়ে, আমাদের সমাজ নিয়ে, পরিবার নিয়ে, রাস্ট্র নিয়ে কথা বলেছে। সুতরাং মানুষের জীবনে এর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। “

কোরান অলৌকিক কোন গ্রন্থ প্রমান করা গেলেই কি সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবন অক্ষরে অক্ষরে কোরান মেনে চালাতে হবে? আমার তা মনে হয় না। আমার কাছে কোরান অলৌকিক গ্রন্থ নাকি তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল কোরানিক আইন কানু ন বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটা।

কোরানে যিনি বিশ্বাসী তার কাছে কোরান অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয় এটা আপনি কোনদিন প্রমান করতে পারবেন না। আল্লাহর অস্তিত্ব, পরকাল এসবের কি কোন যৌক্তিক প্রমান কোনদিন করা যাবে? তবে কোরানে বিশ্বাসীদের কাছে আপনি হয়ত প্রমান করতে পারবেন যে কোরান ভিত্তিক সব আইন কানুন সব যুগে চলে না, কোরানকে শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র পূর্নাংগ জীবন বিধান এধরনের দাবীর যৌক্তিক ভিত আসলে নাই।

*বকলম*এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ২:৩৫ অপরাহ্ণ
@আদিল ভাই,

যারা কোরান বা আল্লার অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে মনে হয়না অবিশ্বাসিদের কোন কিছু বলার আছে। যতক্ষণ সেই বিশ্বাস তারা তাদের নিজের কাছে রেখে দেয়। কিন্তু সমস্যা হয় যখন সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা অন্যের জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রকেও প্রভাবিত করতে চায়। যেমন ধরুন ক্লাসে ক্রিয়েশনিজম পড়ানো। আরো খারাপভাবে বলতে গেলে কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করা বা মাথার দাম ঘোষণা করা। হুমায়ুন আজাদ, তাসলিমা নাসরিনদের উদাহরণ তো চোখের সামনেই আছে।

তারা যেহেতু সেই বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে না রেখে আমার আপনার জীবনকেও প্রভাবিত করতে চায় তখন অবিশ্বাসিদের নিজের স্বার্থেই সে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা বা সেগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। কোরানের অলৌকিকতার সাথে তাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার সম্পর্ক আছে। যদি প্রামানিত হয় যে কোরান ঐশী কিতাব তাহলে কাল থেকে আমিইতো তা মানার চেষ্টা করব এবং অন্যদের মানানোর চেষ্টা করব। কারণ তখন আল্লার অস্তিত্বও প্রমানিত হয়। বা উল্টো দিকে আল্লার অস্তিত্ব প্রমানিত হলেই তো কোরানের ঐশীতা (?) প্রমানিত হয়।

বলতে পারেন তাতে কি লাভ? বিশ্বাসীরা তো বিশ্বাস করেই যাবে, যতই যুক্তি দিন। কিন্তু এরকম চেষ্টাতেই তো বিশ্বাসীদের ভীত একটু একটু করে ন রম হবে। কেউতো জন্ম অবিশ্বাসি নয়। অনেকে এসব পড়ার পরেই ধীরে ধীরে অন্ধবিশ্বাস থেকে বের হয়ে আসছে। প্রক্রিয়াটা যদিও ধীর।
কাজেই যত বেশি এ ধরনের লেখা বা মতামত মানুষের কাছে পৌছানো যাবে তত বেশি কম অন্ধবিশ্বাসী, যুক্তিমনষ্ক মানুষ তৈরি করা যাবে। আগেতো এ সুযোগও ছিলনা। এখন ইন্টারনেট এর কল্যাণে কিছুটা সম্ভব হচ্ছে।
কাজেই বিশ্বাস এর উপর ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাচ্ছেনা বরং সেই অন্ধ বিশ্বাসকে বার বার প্রশ্ন করে তাকে দূর্বল করাই যুক্তিবাদিদের ঈমানী দায়িত্ব 😄
শুধু আশা করব যে যুক্তিবাদীরা কোনো মোল্লার মাথার দাম ঘোষণা করবেনা ধর্ম বিশ্বাসের জন্য।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ১০:১৫ অপরাহ্ণ
@বকলম,

আমি আপনার সাথে একমত। তাই নিজেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ধর্ম যেহেতু বিশ্বাসের ব্যাপার তাই এ উপর ভিত্তী করে জগত সংসার চালানো ঠিক নয়। জগত সংসার চলে বিশ্বাসে নয়, যুক্তিতে।

ধর্মবাদীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ আমিও কোনভাবেই সমর্থন করি না। এগুলির বিরুদ্ধে সরব হবার যথেষ্ট কান আছে, আমি মনে করি সেটা সবাই দায়িত্ব। আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভিত্তীতে আল্লাহ রসূলের নামে যা তা রীতিনীতি বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। মালিক ভাইকে এ বিষয়ে কিছু বলেছি।

“যদি প্রামানিত হয় যে কোরান ঐশী কিতাব তাহলে কাল থেকে আমিইতো তা মানার চেষ্টা করব এবং অন্যদের মানানোর চেষ্টা করব। কারণ তখন আল্লার অস্তিত্বও প্রমানিত হয়। বা উল্টো দিকে আল্লার অস্তিত্ব প্রমানিত হলেই তো কোরানের ঐশীতা (?) প্রমানিত হয়।”

-এখানে আমার দৃষ্টিভংগী কিছুটা ভিন্ন। ধরা যাক কোরান ঐশী গ্রন্থ বলে গানিতিক বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমান করা গেল। তার মানেই কি এই দাড়ায় যে আমি কোরান আজকের দুনিয়ার সব প্রান্তে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব? তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সেরকম কথা কোরানেও আছে বলে আমার জানা নেই। কোরানে বেশ কিছু আয়াত আছে ব্যাক্তি নবী মোহাম্মদকে উদ্দেশ্য করে লেখা , বেশ কিছু আয়াত আছে রূপক, বেশ কিছু নির্দেশনামূলক আয়াত আছে যেগুলি আসলে সে যুগের আরব দেশে জন্যই প্রযোজ্য; আজকের দুনিয়ায় মানা সম্ভব নয়। তবে বেশ কিছু কথাবার্তা আছে যেগুলি সব যুগের জন্যই প্রযোজ্য। সামগ্রিকভাবে কোরান ঐশী গ্রন্থ হলেই এর সব কথাবার্তা সব যুগের সব দেশের সব মানূষের জন্য এ ধারনা হজম করা বেশ কঠিন

মুশকিল হল বেশীরভাগ মুসলমান এই সত্য গ্রহন করতে পারেন না। এমন সব দাবী আবেগ বা অন্ধবিশ্বাস বশত করে যান যেগুলি সম্পর্কে নিজেই জানেন না। যেমনঃ, কোরানিক বা আদর্শ ইসলামী সমাজ গঠন করতে হবে এ জাতীয় বড় বড় লেখা প্রায়ই চোখে পড়ে। তাতে থাকে অনেক আয়াতের কোটেশন, নানান হাদীস। মুশকিল হল আদর্শ ইসলামী সমাজের উদাহরন কি হতে পারে সে প্রশ্নে কেউই পরিষ্কার নন। তালেবানী সমাজ আদর্শ কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে আবার ক্ষেপে উঠেন। সৌদী বা মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশগুলিকেও আদর্শ বলতে এনারা নারাজ।

কোরানের অলৌকিকত্ব সম্পর্কেও একই কথাই খাটে। কোরানে আল্লাহ একটি চ্যালেনজ় দিয়েছেন এর মত একটু সূরাও কোন মানুষে বানাতে পারবে না। প্রায়ই শুনি এ চ্যালেঞ্জের কথা, অনেকেই গর্বভরে বলেন গত ১৫শ বছর ধরে অনেকে নাকি চেষ্টা করেছে, কেউই এ পর্যন্ত পারেনি। সপ্তাহ দুয়েক আগে এই নিয়ের আরেক যায়গায় বেশ কজনের সাথে আলাপ হয়েছে। তাদেরকে সেই সুরা লাইক সাইট দিয়েছিলাম। তাদের থেকে যা উদ্ধার করতে পেরেছি তাতে শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসের কাছেই ফিরে যেতে হয়। কারো মতে কঠিন আরবী না জানলে এই চ্যালেঞ্জ বোঝা সম্ভব নয়, আবার কারো মতেই এই চ্যালেঞ্জ মোহাম্মদের আমলের কবি যারা কোরানকে ব্যাংগ বিদ্রুপ করত তাদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। মোদ্দা কথা হল সেই বিশ্বাস, এখানে যুক্তির কোন ঠাই নেই।

আকাশ মালিক এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৭:২২ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

কোরানে যিনি বিশ্বাসী তার কাছে কোরান অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয় এটা আপনি কোনদিন প্রমান করতে পারবেন না।

একদিন আমি এবং আমার মতো আরো অনেকেই ঐ বিশ্বাসীদের মতোই বিশ্বাস করতাম যে, কোরান একখানি অলৌকিক গ্রন্থ। যে ভাবে, প্রক্রীয়ায়, পদ্ধতিতে আমাদের এবং আরো অগণিত মানুষের কাছে প্রমাণীত হয়েছে যে, কোরান কোন অলৌকিক গ্রন্থ নয়, সে ভাবেই অন্যরাও জানতে পারবে, যদি আমরা জানাতে চাই। আর যদি বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে যুগে যুগে এই বই বিন লাদেন, শেখ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাইয়ের জন্ম দেবে। যদি বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে যুগ যুগান্তর ধরে বিশ্বাসীরা কুয়োর , জলাশয়ের বিষাক্ত জলকে অলৌকিক মনে করে পান করে নিজে মরবে অন্যকেও মারবে।

@আবুল কাশেম

আমি জানি, কিন্তু ওদিকে যেতে চাইনি লম্বা তর্ক এড়ানোর জন্যে। কোরানের পাতায় পাতায় মুহাম্মদ প্রমাণ রেখে গেছেন যে এই বইয়ের লেখক তিনি নিজে। মক্কী জীবনের বাক্যগুলোতে কিছু কিছু যায়গায় ‘কুল’ শব্দ ব্যবহার করে যদিও ইন্ডাইরেক্ট বা পরোক্ষ ভাষায় বাক্য লিখেছিলেন, মদীনায় এসে তারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। সুরা ফাতিহা ছাড়াও প্রচুর বাক্য , নিজে ফার্স্ট পার্সন হয়ে ডাইরেক্ট বা প্রত্যক্ষ ভয়েসে লিখে প্রমাণ করেছেন যে, বাক্যের বক্তা তিনি নিজে, এসব তার নিজস্ব উক্তি। ঐ যে আপনি উল্লেখ করলেন-

১৯:৯৬ যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন।

এখানে বক্তা কে? এবার এই সুরার ৯৪/৯৫ আয়াত দুটো দেখুন-

(৯৪) **তিনি** অবশ্যই তাদের হিসাব রেখেছেন–-

এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ বললে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়ে যায়।

(৯৫) আর কিয়ামতের দিনে তাদের সকলকেই আসতে হবে **তার** কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

বাক্যটিতে বক্তা যদি আল্লাহ হতেন, তাহলে এভাবে হতো- আর কিয়ামতের দিনে তাদের সকলকেই আসতে হবে **আমার** কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

@বকলম

কাজেই বিশ্বাস এর উপর ছেড়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাচ্ছেনা বরং সেই অন্ধ বিশ্বাসকে বার বার প্রশ্ন করে তাকে দূর্বল করাই যুক্তিবাদিদের ঈমানী দায়িত্ব

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৯:৫১ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

"একদিন আমি এবং আমার মতো আরো অনেকেই ঐ বিশ্বাসীদের মতোই বিশ্বাস করতাম যে, কোরান একখানি অলৌকিক গ্রন্থ।"

- বলতেই হবে যে আপনারা আসলে ব্যাতিক্রম। ধর্মীয় জগতে আপনাদের মত মানুষের অস্তিত্ব বিরল। অন্ধবিশ্বাসীর সংখ্যাই অনেক বেশী। আমি এ জাতীয় লেখার জন্য দোষারপ করি না, বরং উতসাহই দেই। কারন ধর্মীয় নানান কুসংষ্কার , ধর্মের নামে বাটপাড়ী সমাজকে পেছানোর প্রচেষ্টা এসবের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে এসবের খুবই প্রয়োযন আছে। এ ধরনের গালগপ্পের বিরুদ্ধে যে শুধু নাস্তিকরাই লিখেছেন তা কিন্তু নয়, ধার্মিকদের মধ্যে যারা সত, নিজের বিচার বিবেচনাবোধকে তালা চাবি মেরে রাখেন না তারাও কিন্তু লিখছেন।

তবে লাদেন, বাংলা ভাই এ জাতীয় প্রানীদের আবির্ভাব ধর্ম সম্বল করে হলেও এর পেছনের রাজনীতির খেলা কিন্তু অগ্রাহ্য করা যায় না। মাত্র কয়েক দশক আগেও তো এ ধরনের আলামত এত প্রবল মাত্রায় দেখা যায়নি। তবে এ কথা খুবই মানি যে প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যবোধের নামে যা শেখানো হয় তাতে এ ধরনের স্যাম্পল জন্ম নেওয়া খুবই সম্ভব।

বকলম সাহেব যা বলেছেন সেটা আমারো কথা;

"যারা কোরান বা আল্লার অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে মনে হয়না অবিশ্বাসিদের কোন কিছু বলার আছে। যতক্ষণ সেই বিশ্বাস তারা তাদের নিজের কাছে রেখে দেয় "

- ধর্ম জগতের লোকজনে এটা মেনে চললে আর কোন গোল বাধার সম্ভাবনা থাকে না। কারো কাছে মা কালী রাত বিরেতে চাক্ষুস ধরা দেন বা স্বপ্নে প্রিয় নবীর দেখা পান সে বিশ্বাসে কারো কোন ক্ষতি হতে পারে না যতক্ষন না তিনি সেই বিশ্বাসের ভিত্তীতে অন্য লোকের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা শুরু না করেন। জানি, এই আশাবাদ খুবই অবাস্তব।

আবুল কাশেম এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ২:১৬ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

ল্যাঠা চুকেনা বলেই সাহাবীগন হাদীসের মাধ্যমে, মুফাসসিরীন বা তাফসীরকারকগণ কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে, কোরান সমর্থকগণ গানিতিক মিরাকল দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কোরান আল্লাহর বাণী অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ।

আল্লাহ্পাক কোরানে লিখেছেনঃ
১৫:৯ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।
কিন্তু আল্লাহ্পাক কি কথা বলছেন নিচের আয়াতগুলিতে? এই সব আয়াত কার লেখা অথবা কার উচ্চারন করা?

১৯:৯৬ যারা বিস্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন।

১৬:১০১ এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে: আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

২:১১০ তোমরা নামায প্রতিষ্টা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর , নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন।

৪:১১৩ যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরই এবং আপনার কোন

অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্র করুণা অসীম।

৫:১১ হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লা হ্রই উপর ভরসা করা উচিত।

৮:৫৩ তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

৮:৭৪ আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে , ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী।

৯:১২৩ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ , আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

১৯:৬৮ সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব।

কোরানশরিফ খুলে দেখলে এই ধরনের অগুনতি আয়াত পাবেন। তা হ ’লে আল্লাহপাক কি মিথ্যাবাদী?

কোরান অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ৯:৫৬ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

কোরানের লেখক আল্লাহ হলে তিনি নিজেই নিজেকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু আয়াত রচনা করেছেন। কোরানের শুরুর সুরা ফাতিহাই এর উদাহরন। আমি এ বিষয়ে দুয়েকটি লেখা দেখেছি যাতে বক্তাদের মতে একঘেয়েমী থেকে কোরান মুক্ত রাখার জন্যই আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবেই বাচ্য পরিবর্তন করেছেন।

এ ব্যাখাও আসলে নিঃসন্দেহে যুক্তিবাদীদের কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হবে বলে মনে হয় না। আবারো সেই বিশ্বাসের কাছেই দ্বারস্থ হতে হয়।

আবুল কাশেম এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১০ at ১:৪৯ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

কোরানের লেখক আল্লাহ হলে তিনি নিজেই নিজেকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু আয়াত রচনা করেছেন।

আপনি ঠিক লিখেছেন।

আরো দেখুনঃ
১৮:১-৩ আল্লাহ নিজেই নিজের নাম ধরে প্রশংসা করছেন।
২৫:১, ৩৪:১, ৩৫:১, ৩৭:১৮২, ৪৫:৩৬ আল্লাহ নিজেই নিজেকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন।
৪৮:২৭ আল্লাহ নিজেই আল্লাহ্র নামে ইনশা আল্লাহ্ বলছেন।
এ ছাড়া অনেক আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই নিজের নামে কসম খাচ্ছেন।

সময়ের অভাবে দীর্ঘ কিছু লিখতে পারলাম না।

সত্যি সত্যি আল্লাহ, ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই এই ধরনের পাগলামি করার।

আল্লাহ্র প্রেরীত রসুল মুহম্মদের কি সত্যি কোন মৃগী রোগ ছিল ? আমি এ ব্যাপারে সম্পুর্ণ নিশ্চিত নয়। কারন, নবীজি যা করেছেন সব পরিপূর্ণ সজ্ঞানে করছেন। মানুষ খুন করার সময় , লুটতরাজ করার সময়, নারীদের নিয়ে যৌন উন্মত্ততায় নিমজ্জিত হওয়ার সময়, গনহত্যা কয়ার সময়, নিজের পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করার সময় , শিশু বালিকাকে ধর্ষন করার সময়...ইত্যাদি নানা ইসলামী ক্রিয়া কলাপে যখন নবীজি মেতে থাকতেন তখন কিন্তু উনার কোন রকঅম মতিভ্রম অথবা মৃগী রোগের লক্ষন দেখা যায়নি। নবীজি যা-ই করেছেন সম্পূর্ণ সজ্ঞানে করেছেন।

তা'হলে, শুধুমাত্র আল্লাহ্র ওহী পাবার সময় নবীজির মৃগী রোগ ধরবে কেন ?

আসলে নবীজি ছিলেন অতি পাকা ভনিতার খেলোয়াড়। উনি ছিলেন এক মস্ত অভিনেতা।

কিন্তু কোরআন রচনার সময় নবীজি তাঁর চাতুরী গোপন রাখতে পারেন নাই। তাই কোরআনে উপরিল্লিখিত আয়াত গুলিতে নবীজির সব খেলা ধরা পড়ে গেছে।

হ্যাঁ, ইসলামিস্টরা যখন উদ্ভট যুক্তি দিয়ে ঐ সব পাগলের প্রলাপসদৃশ আয়াতগুলিকে বাঁচাবার চেষ্টা করে তখন আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনা। ঐ সব আজগুবী যুক্তিতে একটি ব্যাপার পরিষ্কার - আল্লাহ্পাকের কিতাবে অজস্র একঘেঁয়েমি আয়াত আছে।

*ফরহাদ*এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১০ at ১:০৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, কোরানের বক্তা আল্লাহ নিজে না মোহাম্মদ নিজে তা কোরান পড়ে বুঝার উপায় নেই।এক আয়াত পড়ে মনে হয় আল্লাহ, আবার আরেক আয়াত পড়ে মনে হয় মোহাম্মদ। কিন্তু বিভ্রান্তি আরো বাড়ে যখন পড়ি "৪১:১২: পরে "তিনি" আকাশ দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করেন এবং প্রতিটি আকাশের কাছে তার কর্তব্য ব্যক্ত করেন, আর "আমি" নিম্নের আকাশ প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি"
এখানে "তিনি" কে আর "আমি" কে??

*আকাশ মালিক*এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১০ at ৫:২৬ অপরাহ্ণ
@ফরহাদ,

তিনি" আকাশ দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করেন এবং প্রতিটি আকাশের কাছে তার কর্তব্য ব্যক্ত করেন, আর "আমি" নিম্নের আকাশ প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি "
এখানে "তিনি" কে আর "আমি" কে?

উপরে আবুল কাশেম ভাইয়ের মন্তব্য দেখুন।

সত্যি সত্যি আল্লাহ, ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই এই ধরনের পাগলামি করার।

6. 6

তানভী

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ৯:৪৩ অপরাহ্ন লিঙ্ক

এই লেখা পড়তে গিয়ে আরেকটা কথা মনে আসলো। সেদিন আমার মামাতো বোনরে নিয়া গেলাম বইয়ের দোকানে, সে কোরান কিনবে(দোকানদার আমার পরিচিত, সেই উসিলায় যদি কিছু কমে পায়!!)। দোকানের কর্মচারীরে বললাম যে ভাই কোরান দেখান। সে তখন বিনা অজু তে , বিনা টেনশনে(!!) ধুম কইরা কোরান ধইরা নামায়া নিয়া আসল!!! (শ্যাষে আবার কয় ,"কোরান নিয়া দামাদামি নাই"!!!)

তখন আমার এই কথা মনে পড়ল যে, যারা বই গুলা বাধাই করে তারাতো বই গুলার বাধাই শক্ত হবার জন্য এবং আঠা ভালোমত জোড়া লাগার জন্য বইগুলা কে পা দিয়ে দলাই মলাই করে (কোরানের বেলাতেও একই বলেই শুনেছি)। তাহলে তাদের কি পাপ হয় না!!! (ব্যপারটা অনেকটা সৌদি খেজুরের মত!! সস্তা খেজুর প্রক্রিয়াজাত করার সময় কফি বিনের মত ওগুলোকেও পা দিয়ে দলাই মলাই করা হয়! আর আমজনতা সেগুলো মহান নেয়ামত হিসাবে পরম তৃপ্তি সহকারে দোয়া পড়ে পড়ে খায়!!!!)

আর বইয়ের দোকানেও তো হরদম অজু ছাড়া , পাক নাপাকের ধার না ধরে কোরান ধরা হচ্ছে!!! তাইলে তাদের যদি পাপের ভয় না থাকে তবে আমজনতা এত ডরায় ক্যা?

মিঠুন এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ৯:৫৮ অপরাহ্ন
@তানভী,

ভাইরে, তুমার অন্তরেই তো যা মনে হইতাছে , শয়তান হেড কোয়ার্টার বসাইছে। বলি, না হলে এইসব বেয়াদব প্রশ্ন করার সাহস পাইতাছ কোত্থেকে? নাহ্ তুমারে নিয়া আর পারা গেলনা

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১০:০২ অপরাহ্ন

@তানভী,

তাও ভাল, কম দামের আশায় লটকন মার্কেটের পুরান বই এর দোকানে যাও নাই।

7. 7

আগন্তুক

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ১০:০৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

সৈকত ভাই,

খুবই চমৎকার লেগেছে। কিছু ব্যাপার নিয়ে আমার বিশ্বনবী লেখাটায় আলোচনা করেছিলাম। আপনি বিষয়টাকে রীতিমত উপাদেয় করে তুলেছেন।

তাই মুহাম্মদ যদি মৃগী রোগ বা এ ধরণের কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে তা তাকে নবী হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোরানকে অলৌকিক বলে প্রচার করতে সহায়ক হয়েছিল

একটু ভুল করেছেন। মৃগীরোগ মানসিক রোগ নয় , স্নায়বিক রোগ। মুহাম্মদকে নির্দোষ ও ভালো বলা যায় যদিয আমরা স্বীকার করে নিই তাঁর Schizophrenia নামের মানসিক রোগ ছিল। তবে তার সম্ভাবনা কম। লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ভণ্ড বলেই মনে হয়!

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ at ১:৫৪ পূর্বাহ্ন

@আগন্তুক,

মুহাম্মদকে নির্দোষ ও ভালো বলা যায় যদিয আমরা স্বীকার করে নিই তাঁর Schizophrenia নামের মানসিক রোগ ছিল। তবে তার সম্ভাবনা কম। লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ভণ্ড বলেই মনে হয়!

8. 8

রায়হান আবীর

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ সময়: ১০:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সুপাঠ্য লেখা [বাকি মন্তব্য মুছে দেয়া হল - *এডমিন*]

অভিজিৎ এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১০:৩৩ অপরাহ্ণ

@রায়হান আবীর,

আমার মনে হয় এগুলো মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। বিশেষণ ব্যবহার না করে বরং যৌক্তিক আলোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি। সিদ্ধান্তের ভার পাঠকদের থাকুক ।

আর @ সৈকত,

এতদিন কেবল ফাঁকিবাজি লেখা দিয়া পার পাইছ। এবারে পূর্ণাঙ্গ লেখায় হাত দিলা দেখে ভাল লাগলো।

রায়হান আবীর এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১১:২০ অপরাহ্ণ

@অভিজিৎ দা,

উপদেশ মাথা পেতে নিলাম। মন্তব্য চাইলে মুছে দিতে পারেন 🙂

মিঠুন এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০ at ১১:৩০ অপরাহ্ণ

@অভিজিৎ,

সহমত।

9. 9

সৈকত চৌধুরী

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ সময়: ২:০৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@শাফায়েত,

আর কমিক বইটি দেখেছ -

http://islamcomicbook.com/comics/english/pdfs/MBOE.pdf (সাইজ 6.83 MB)

High resolution : http://islamcomicbook.com/comics/english/pdfs/MBOE-HIRES.pdf (সাইজ 94 MB)

10. 10

Dr. Atiq

ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১০ সময়: ২:৩৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

vaai thanks for u r topic.......

vaai plz send me a copy of Understanding Muhammad..

I will send u some nice E-book

this is my mail id,

nilatiq@yahoo.com

11. 11

পৃথিবী

ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১০ সময়: ৩:৪৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

4prithvi20@gmail.com-> একটা বই ডেলিভারি করে দেন। ইবনে ওয়ারাকের "Why I Am Not A Muslim" থাকলে ওইটাও দিয়েন, নইলে আলী সিনার কাছে কান্নাকাটি করে মেইল পাঠাতে হবে। আপনার কাছে ড্যান ডেনেটের Breaking the Spell- Religion as a Natural Phenomenon আর হুমায়ুন আজাদের পাক সার জমিন সাদবাদ না থাকলে এই দু'টো মেইল করে দিতে পারি, তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে।

12. 12
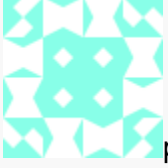
papia aktar

অক্টোবর ২০, ২০১০ সময়: ৮:৫৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

৯ বছরের বালি্কা??? deatails জানালে বাধিত হবো

http://www.somewhereinblog.net/blog/papiaaktar

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=11578

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? -২

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪১৭ (নভেম্বর ১৪, ২০১০)

লিখেছেন: সৈকত চৌধুরী

১ম পর্ব-

"That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence." -- Christopher Hitchens

কোরানের অলৌকিকতা প্রমাণে প্রদত্ত যুক্তিগুলো খণ্ডনঃ

কোরানকে বিশ্বাসীরা নানাভাবে অলৌকিক বলে প্রমাণ করতে চান। তাদের দেয়া যুক্তিগুলো এখানে উপস্থাপন করে খণ্ডন করা হলো।

১। কোরান সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং এটা আল্লাহর রচিত।

এ যুক্তিটি কোরান থেকে আহরিত। নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি মনোযোগ সহকারে পড়ি -

"তারা যদি (তাদের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে কোরানের মত কোনো গ্রন্থ তারা রচনা করুক"(সূরা তূরঃ ৩৪)

"আপনি বলে দিন, "কোরানের অনুরূপ কোন কিছু রচনা করা র জন্য যদি সকল মানুষ ও জিন একত্রিত হয় ও তারা পরস্পর সহযোগিতা করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কোন কিছু রচনা করতে পারবে না"(সূরা বনি ইসরাঈলঃ৮৮)

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। **যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে"**(সূরা বাকারাঃ ২৩, ২৪)
এবার মূল আলোচনায় আসি। কোরানের শ্রেষ্টত্বের এই দাবি কতটা হাস্যকর তা যেকোনো যুক্তিবাদিই উপলব্ধি করতে পারবেন। আসলে আমার গ্রন্থই শ্রেষ্ট, এর মত গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয় এ ধরণের দাবির কোনো অর্থই হয় না। যখন কোরানেই এধরণের দাবি থাকে তখন তা একে কতটা নিম্নমানের দিকে নিয়ে যায় তা ভাববার বিষয়। কোরান শ্রেষ্ট গ্রন্থ- এর মত কোনো গ্রন্থ রচনা অসম্ভব এরকম দাবী কেউ করলে যে প্রশ্ন সর্বাগ্রে চলে আসে তাহলো কোন দিক থেকে কোরান শ্রেষ্ট? কিসের দিক থেকে কোরান অনন্য? আর কে কিভাবে কোরানের এই শ্রেষ্টত্ব নিরুপণ করেছেন ?

বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোরান আন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর মতই খেলো। কিছু বিষয় আমরা বিবেচনা করি-

>ছন্দ- কোরানকে খু-উ-ব ছন্দময় গ্রন্থ বলতে শুনি অনেককে। এই ছন্দময়তার বিষয়টি কোরানের বেলায় একেবারেই খাটে না। সূরা নাসে আমরা দেখতে পাই প্রতিটি আয়াতের শেষে "স" রয়েছে, এটি উন্নতমানের কোনো ছন্দ বলা যায় না কারণ এই ধরণের ছন্দ একঘেয়েমির সৃষ্টি করে এবং তা একে নিছক নিম্নমানের পদ্য বা ছন্দবন্ধ ছড়ার মত করে তোলে। এছাড়া কোরানের বেশির ভাগ আয়াতে এই ছন্দ-বদ্ধতাটাও নেই। আর ছন্দ থাকা অলৌকিকতার প্রমাণ নয়- মানুষ অজস্র ছন্দময় কবিতা-ছড়া-গান রচনা করেছে। আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দের জাদুকর হিসাবে বিখ্যাত, তিনি কখনো তার এই ছন্দ বা ছন্দ প্রতিভা অলৌকিক ভাবে পেয়েছেন বলে দাবি করেন নাই।

> সুরেলা- কোরান নাকি খুব সুরেলা গ্রন্থ। কোরান যেহেতু একটা গ্রন্থ এবং "সুর" বিষয়টি কৃত্রিম বা মানুষ আরোপিত তাই এটি কোরানের মৌলিক ধর্ম নয়। কোরান যখন সুর করে পড়া হয় তখন তা বিশ্বাসীদের আবেগে সুড়সুড়ি দেয় তাই তারা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। কোরানের সুরে ইচ্ছে করলে আরবি গালিও পাঠ করা সম্ভব এবং বলাবাহুল্য আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি যিনি কোরানের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী অথচ জানেন না ইহা কোরানের অংশ নয় তিনি এতে কোরান পাঠ শোনার সময়ের মতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আর কোনো কিছু সুরেলা হওয়াটা পাঠক বা গায়কের অবদান। এটা তো ঐশ্বরিক না বা আল্লা কোরানকে অডিও আকারে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন এমনও তো না। এছাড়া কেউ যদি হেড়ে গলায় কোরান পাঠ করে তবে তা যতই শুদ্ধ হোক না কেন বিরক্তির উদ্রেক করে। তাই "কোরান তেলওয়াত শুনলেই মনে হয় তা অলৌকিক গ্রন্থ" এরকম দাবিরও কোনো অর্থই হয় না। এছাড়া কোরান শুনলেই বা পড়লেই যদি কারো একে অলৌকিক বলে মনে হয় তবে তাও একে অলৌকিক বলে প্রমাণ করে না। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কাছে ঠিক কোন কারণে একে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে তা-ই গবেষণার বিষয়।

কেউ যদি আপনাকে ওমর খৈয়ামের কবিতার মত কবিতা লেখতে বলে আপনি তাকে কি বলবেন? কেউ যদি চর্যাপদকে অলৌকিক বলে দাবি করে তবে এর জবাবে কি কেউ এ ধরণের কোনো গ্রন্থ রচনা করবে বা করতে যাবে? আল্লার যুক্তিবোধের এই নমুনা দেখে যে কেউ ভড়কে যেতে পারে। উপরের এক আয়াতে আল্লা বলছেন মানুষ ও জ্বীন সবাই মিলেও কোরানের মত কিছু রচনা করতে পারবে না। এ ধরনের কথার অর্থ উদ্ধারও একজন বোধ সম্পন্ন মানুষের জন্য দূরহ বঠে। আচ্ছা , মানুষ আর জ্বীন জাতি কিভাবে একত্রিত হবে আর কে তাদের একত্রিত করবে? কোরান রচনার জন্য সকল মানুষই বা এক হবে কেন? সকল মানুষের তো একসাথে মতিভ্রম হতে পারে না। আর কোরানে এমন কি আহামরি আছে যে ওটা নিয়ে এরকম উদ্ধত ও একগুঁয়ে দম্ভোক্তি করতে হবে? আর কোরানে সন্দেহকারীদের কি বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে দেখেন, "যদি তোমরা(সূরা রচনা করে তা) আনয়ন না কর এবং কখনই পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে"(উপরে আয়াতটি উল্লেখিত হয়েছে)। এই হলো পরম করুণাময়ের করুণাময়তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্দেহ করার প্রতি মানুষকে এভাবে হুমকি কোনো সভ্য সত্ত্বার কাছ থেকে আসতে আরে না। সন্দেহ করা মানুষের অনেক বড় গুণ , মানুষ যদি সন্দেহ করতে না পারত বা

না করত তবে সভ্যতা কখনো এ পর্যায়ে আসতে পারত না, মানুষ সন্দেহ করতে পারে বলেই সে সত্যের কাছাকাছি পৌছতে পারে।

কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনায় অক্ষম হলে তা কোরানকে অলৌকিক প্রমাণ করে না। যদি কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনা করতে না পারে তবে হয়ত বলা যাবে কোরান "অনন্য" , এর লেখকরা সর্ব শ্রেষ্ট লেখক ইত্যাদি- কিন্তু এটা অলৌকিকতার প্রমাণ তো হতে পারে না।

কোরানের মত গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয় বলে যারা দাবি করেন তাদেরকে উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে এই ভিডিওতে

স্ক্রিপ্ট

Produce a Sura like it

২। কোরান সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। আর তা আল্লার বাণী বা অলৌকিক গ্রন্থ বলেই সম্ভব।

এ ধরণের দাবি শুধু হাস্যকর নয় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে। কোরান যদি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস তবে মানুষ কেন যুগ-যুগ ধরে জ্ঞান অর্জনের নেশায় এত শ্রম দিচ্ছে এমনকি জীবন পর্যন্তও দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে তো সব কিছু বাদ দিয়ে একখান কোরান খুলে বসলেই যে কেউ সর্ব -জ্ঞানী হয়ে উঠত। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমান জাতিই সবার চেয়ে পিছিয়ে।
বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কারের পর পরই আমাদের ধর্মগ্রন্থে ওটা আগে থেকেই ছিল এ ধরণের দাবি অনেক ধর্মাবলম্বীরাই করে থাকেন তবে মুসলমানরা এ বিষয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে। খ্রিস্টানরা যতই বাইবেলের সায়েন্স অথবা হিন্দুরা বেদিক সায়েন্স নিয়ে লাফালাফি করুক না কেন মুসলমানদের কাছে সবাই এ বিষয়ে হার না মেনে উপায় নেই। বিজ্ঞান কোনো কিছু আবিষ্কারের পর পরই তা তারা কোরান থেকে অভিনব উপায়ে আবিষ্কার করেন কিন্তু তাদেরকে যদি আপনি শত অনুরোধ করেন যে বিজ্ঞান আজ যেসব বিষয় আবিষ্কার করতে পারছে না বা দূর ভবিষ্যতে যেসব বিষয় আবিষ্কার হবে তা কোরান থেকে আগেই খুঁজে বের করে দিতে তবে তা তারা পারবেন না।

যারা মনে করেন কোরান জ্ঞানের উৎস তাদের অনেককে আমি অনুরোধ করেছি কিছু উদাহরণ দেয়ার জন্য যে জ্ঞান তারা কোরান থেকে পেয়েছেন এবং যা অন্য কোনো উৎস থেকে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু কেউ একটিও দেখাতে পারেন নি।

এছাড়া ধর্মগ্রন্থগুলোতে আদৌ কোনো জ্ঞান রয়েছে কি না তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ কেননা যেকোনো জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও দলিল যা ধর্মগ্রন্থগুলো সরবরাহে অক্ষম।
আরেকটি কথা, এমনকি কোনো শাস্ত্র যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হয়ে যায় তবে তাও একে অলৌকিক বলে প্রমাণ করে না। বরং তা একে "জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস" বলেই প্রমাণ করে 🙂 ।

সমস্যার বিষয় হল অধিকাংশ মুসলিমই ইসলাম পূর্ব মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কে খুব কম জানে বা একেবারেই জানে না আর কোরান পরবর্তী সকল আগ্রগতিতে কোনো না কোনো ভাবে কোরানের

অবদান রয়েছে বলে মনে করে। তারা আয়নীয় দার্শনিকদের কথা জানে না, তারা সক্রেটিস-এরিস্টটল-প্লেটোর অবদানের খবর রাখে না, ফিরাউনীয় সভ্যতার নামও শুনে নি, হিব্রু সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি তাদের কাছে অজানা কিছু।

৩। কোরান যদি অলৌকিক গ্রন্থ না হত তবে তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা বা অসঙ্গতি থাকত। কোরান যদি অলৌকিক গ্রন্থ না হত তবে তা বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হত না। যেহেতু কোরানে বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুই পাওয়া যায় নি তাই এটি অলৌকিক গ্রন্থ।
এ কথাটিও কোরান থেকে উৎসরিত। কোরানে আছে,

"তারা কি কোরান অনুধাবন করে না? তা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষ থেকে নাজিল হত তবে তারা এতে বহু অসঙ্গতি পেত"। (সূরা-নিসাঃ৮২)

আবারো আল্লার যুক্তিবোধ দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। কোনো গ্রন্থ যদি আল্লা না লেখে তবে তাতে অসঙ্গতি পেতে হবে কেন? আল্লা ছাড়া যারাই বই লেখেছে তাদের বইতে কি নানা রকম অসঙ্গতি রয়েছে? আর কোনো গ্রন্থে অসঙ্গতি পেতে হলে ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে নির্মোহ থাকতে হয়। যে গ্রন্থকে আপনি আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ বলে গভীর ভাবে বিশ্বাস করেন এতে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু আছে বলে আপনি কি মনে করবেন বা মেনে নিবেন? একটা গল্প বলি- "এক লোক একবার বলেছিল সে কোনো একদিন সারা দিন ঘুমিয়েছিল। পরে দেখা গেল সে ঐ দিনে মোটেও ঘুমায় নি, রাত্রে ঘুমিয়েছিল। পরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আরে দিন তো সূর্যের আলো যুক্ত রাত। আমি দিনে ঘুমাই নি তো কি হয়েছে রাতে ঘুমিয়েছি। আর দুটোই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আমার কথার সত্যতা বুঝতে হলে তা বুঝার মত জ্ঞান থাকতে হবে"। এ ধরণের কথা শুনলে কি বলবেন? বস্তুত কোরানে অনেক পরস্পর বিরোধি কথা রয়েছে কিন্তু এগুলোকে ঐ গল্পের মত করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাথে একদল খোদার খাসী কোরানের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে বিজ্ঞানময় করার মহান কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। এরা এতই নির্লজ্জ যে বিজ্ঞানের কোনো কিছু কোরানের সাথে সংঘাত তৈরী করলে সাথে সাথে শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা পরিবর্তন করবেন, নতুন অভিধান তৈরী করবেন, আধুনিক তফসির বানাবেন আর অবশেষে দাবি করবেন তাদের কোরানে সবই ছিল ঐ বিষয়টি বিজ্ঞান খোঁজে পাবার আগেই।

কোরানে প্রচুর অসংগতিপূর্ণ আয়াত আছে। কিন্তু এগুলো ধরলে ঈমানদাররা বলবেন, 'উহা রুপক', নতুবা বলবেন, 'এই হুকুম রহিত করা হয়েছে'। রহিত বা মনসুখ আয়াত সম্পর্কে আপত্তি তোলা যায় এই বলে যে - এ হুকুম পরবর্তীতে রহিত হয়ে যাবে জেনেও আল্লা কেন এই আয়াত নাজিল করলেন, যেহেতু কোরান কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সর্ব কালের জন্য অনুসরণ যোগ্য গ্রন্থ। আর কোরানে রুপকের এত প্রাদুর্ভাব কেন, কেন আল্লার সাহিত্যরস কোরান রচনার সময় এভাবে উছলে পড়ে বিরুপ হয়ে দাড়াল যে একে রুপক না বললে ইমান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে? আর দিনদিন কোরানের আয়াতগুলোকে যে হারে রুপক বানানোর হিড়িক পড়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ং আল্লার অস্তিত্বই রুপক হয়ে যায় কিনা কে জানে।

কোনো শাস্ত্রের অলৌকিকতায় অতিমাত্রায় বিশ্বাসে কারো যদি বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় তাহলে আসলেই সমস্যা বটে। কেউ যদি কোনো পুঁথি শাস্ত্রে বিজ্ঞান রয়েছে বলে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস করে ন তবে তা থেকেও বিজ্ঞান উদ্ধার করতে পারবেন।

এই আয়াতটি দেখেন-

আর আমি পাঠাইলাম নূহকে তাহার কওমের প্রতি , অতঃপর **তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থান করিলেন পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর,** অনন্তর প্লাবন আসিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, বস্তুত তাহারা বড়ই অনাচারী লোক ছিল। (সূরা আনকাবুত, ২৯: আয়াত ১৪)
আয়াতটির "আলফা সানাতিন ইল্লা খামছিনা আ'মা" মানে হল -"পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বৎসর"। অর্থাৎ নূহ নূন্যতম ৯৫০ বৎসর বেচেছিলেন। (এই সানাতুন শব্দ থেকে বাংলা "সন" শব্দটি এসেছে)

আজ আমরা জানি মানুষ কখনো এত বৎসর বেচে থাকতে পারে না এবং ব্যাপারটা রীতিমত উদ্ভট। ইমানের জোরে কেউ যদি এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে চান যে নূহের উম্মতেরা ১২ মাসে বছর হওয়াটা জানত না, তারা অপেক্ষাকৃত কম দিনকে বছর বলে মনে করত তবুও এই ব্যাখ্যাটা ধোপে টিকে না। কারণ এখানে আল্লা বক্তা, তিনি তো ১২ মাসে বছর হওয়ার ব্যাপারটা জানতেন। আর তিনি এটাও জানতেন যে, তিনি যদি বলেন নূহ নূন্যতম ৯৫০ বছর বেচে থাকেন তবে আরবের মানুষেরা এর মানে কি বুঝবে, আরবের মানুষেরা ঠিকই ১২ মাসেই বছর পরিমাপ করত। ধরেন আমি কোনো এক দ্বীপে ৩ বছর কাঠিয়ে এলাম যা ওই দ্বীপের পশ্চাদ পদ বাসিন্দাদের হিসাবে ৫ বছর। এখন আমি কি ফিরে এসে সকলকে বলে বেড়াব যে, আমি ঐ দ্বীপে ৫ বছর ছিলাম? এছাড়া নূহের উম্মতেরা কম দিনে বছর পরিমাপ করত এ কথার একেবারেই কোনো প্রমাণ নেই এবং কোরানে কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই।

আরেকটি আয়াত দেখেন-

আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে , তখন তার আরশ(সিংহাসন) ছিল পানির উপরে(সূরা হূদ,১১: আয়াত ৭)
আয়াতটি একেবারেই সরল। এই আয়াতে "সিত্তাতি আইয়্যাম" বলতে সরলভাবেই ছয় দিন বুঝাচ্ছে আর "মাউন" মানে পানি। এবার প্রশ্ন, সৃষ্টির পূর্বে দিন এলো কোথা থেকে , পানিই বা এলো কোথা থেকে? আর সিংহাসন ছিল পানির উপরে শুনেই তো হাসতে হাসতে হাসপাতালে যাবার যোগাড়। আবার ধর্মবাদিরা তাদের ইমান ঠিকিয়ে রাখতে এই আয়াতের যেসব ব্যাখ্যা দেন তা এই আয়াতটি থেকে কম উপভোগ্য নয়।

আরো কিছু আয়াত বলি-

"আর তিনিই প্রতিরোধ করিয়া রাখিতেছেন আসমান সমূহকে পড়িয়া যাওয়া হইতে " (সূরা আল-হাজ্জ, ২২: আয়াত ৬৫)

>>এত বড় নীল আকাশ কিভাবে উপরে কিভাবে ঠিকে থাকে তা তখনকার মানুষের জন্য একটা বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ছিল। আল্লাহ চমৎকার ভাবে তাদের এ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। আবার কোরানে অন্যত্র বলেছেন -

"লোকদের উপর প্রতিষ্টিত আকাশমণ্ডলের প্রতি কি ওরা কখনও তাকিয়ে দেখে নি, কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি এবং সেটিকে চাকচিক্যময় বানিয়েছি এবং তাতে কোন ফাটল নেই(সূরা ক্বাফ , ৫০: আয়াত ৬)

>>হুম, কোনোই ফাটল নাই! এ জন্যই তো তিনি সর্বজ্ঞ আর মহান!

"তোমরা কি জাননা আল্লাহ কেমন ভাবে সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন ?" (সূরা নূহ, ৭১: আয়াত ১৫)

>> আল্লা যে স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন তা আমরা জানব না কেন ? আমরা না আল্ল্যা সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার গর্বিত ব্যান্দা।

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই উপযোগী যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা যিনি ফেরেশতাকে সংবাদবাহী বানান যাহাদের দুই দুইটি, তিন তিনটি ও চার চারটি পালক বিশিষ্ট ডানা আছে। (চারিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে) বরং তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করিয়া থাকেন(হাদিসে বর্ণীত আছে , জিবরাইলের ছয় শত ডানা রয়েছে), (সূরা ফাতির,৩৫: আয়াত১)

>>অতি উত্তম! তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করিয়া থাকেন!! ফেরেশতা সেমেটিক উর্বর মস্তিষ্কের বাজে চিন্তার ফসল। রাজাধিরাজ আল্লার মানুষের সাথে যোগাযোগের জন্য তো দূত প্রয়োজন!! তাই এই ফেরেশতার ব্যবস্থা। আর আল্লা কেন পাইক পেয়াদা ছাড়া সরাসরি মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন না সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই , আর আল্লার যদি এক পাল ফেরেশতা রয়েছে তবে তাদের মাধ্যমেই অন্তত মানুষের সাথে যোগাযোগ করে মানুষের আধুনিক যত সমস্যা তা নিরসনের কোনো উদ্যোগ কেন নেন না সর্ব-শক্তিমান ও অসীম করুণাময় তাও এক প্রশ্ন বঠে। যাই হোক, **পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরেই যে সব শূন্য , সেখানে ডানার সাহায্যে উড়া সম্ভব নয় তা যদি সর্বজ্ঞ আল্লার জানা থাকত তাহলে নিশ্চয় তিনি ফেরেশতার ডানার কথা বলতেন না। আর তা জানতেন না বলেই তো, "সমস্ত প্রশংসা তার জন্যই" !!**
বেশি না বলে কোরানের অসংগতি একটা তালিকা দেই Quranic contradictions
আর আগেই বলেছি, এটা কোনো যুক্তি নয়। কোনো গ্রন্থে যদি কোনো অসংগতি না থাকে তবেই তা আল্লা কতৃক রচিত গ্রন্থ হয়ে যায় না যদিও আল্লার মত কোনো মহা মহা জ্ঞানী এমন দাবী করে থাকেন(উপরোল্লিখিত সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)।

৪। বিশ্বের কোটি কোটি লোক কোরানকে আল্লাহ রচিত বলে রায় দিয়েছে।

এটা কোনো প্রমাণ নয়। সত্যতা ভোট দ্বারা নির্বাচিত হয় না। বিশ্বের কোটি কোটি লোক কোরানকে অলৌকিক মনে করে বলেই যদি তা অলৌকিক হয়ে যায় তবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যেগুলোও কোটি কোটি লোক অলৌকিক বলে মনে করে সেগুলো অলৌকিক হবে না কেন? আবার, কোরানকে যত লোক অলৌকিক বলে মনে করে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ একে অলৌকিক বলে মনে করে না , তাহলে এই যুক্তিতে কোরানকে অলৌকিক নয় বলে কেউ যদি মনে করে তবে সমস্যা কোথায় ? এক সময় বিশ্বের প্রায় সকল লোকই বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে , তাই বলে কি তা সত্য হয়ে গিয়েছিল? অনেক লোক কোনো কিছু বললেই বা বিশ্বাস করলেই তা সত্য হয়ে যায় এ ধরণের আর্গুমেন্টকে বলে Argumentum ad populum যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

৫। যেহেতু আল্লা আছেন তাই তিনি অবশ্যই মানুষের জন্য একটা গাইডলাইন দিবেন আর এটাই আসমানী কিতাব আল-কোরান।

ঈশ্বর যে মানুষের কল্পনার সৃষ্টি তা এই ধরণের দাবি থেকে উপলব্ধি করা সহজ। আল্লা যে মানুষের জন্য গাইড লাইন দিবেন বা এর প্রয়োজন অনুভব করবেন তা নিশ্চিত হলেন কিভাবে ? মানুষ ঈশ্বরকে নিজের মত কল্পনা করে- ফলে মনে করে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য যেমন খু শি হওয়া, রাগ করা, সৃষ্টি হিসাবে মানুষের খোঁজখবর নেয়া ইত্যাদি মনুষ্যসুলভ বৈশিষ্ট্য তার রয়েছে এবং সে ইবাদত করলেই তিনি খুশি হয়ে যাবেন।

আরো সমস্যা হল, আল্লা বলি আর ঈশ্বর বলি সে যে খুব একটা শুভকর কিছু সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হলাম কিভাবে? আমরা যদি আমাদের আনন্দে থাকাটাকে ঈশ্বরের অবদান বলে মনেও করি তাহলেও তাকে শুভকর কিছু বলে মেনে নিতে আমার আপত্তি আছে , কেননা অশুভ কিছু কি মানুষকে আনন্দ দিতে পারে না? এখানে যুগের পর যুগ মানুষের অফুরন্ত দুর্দশার কথা নাইবা বললাম যা ঈশ্বরের দ্বারা এক মূহুর্তে সমাধান যোগ্য। এছাড়া ঈশ্বর অধি কাংশ মানুষকে অনন্ত কাল নরক বাসের জন্যই সৃষ্টি করেছেন (কারণ কে কি করবে তা জেনেও তাকে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকে পাপ প্রবণ করে তৈরী না করলে তো সে পাপ করত না। অনেকে বলবেন তাহলে আল্লা তাদের পরীক্ষা করবে কিভাবে? আমি বলব, আল্লার পরীক্ষা করার দরকারটা কি? তার কিসের অভাব? মানুষকে সে যদি ইবাদত/স্তুতি পাবার জন্য সৃষ্টি করে তবে তো বলব সে সফল না , কারণ বেশির ভাগ মানুষ তার ইবাদত করা তো দূরে থাক বিশ্বাসও করে নি। এছাড়া আল্লার ইবাদত পাবার অভিলাষটা তাকে নিদারুণ খাটো করে তোলে।) ঈশ্বর যদি মানুষের জন্য অনন্ত কাল নরক বাসের শাস্তি দিতে চান তবে আমি নির্দ্বিধায় বলব সে অসীম অশুভকর ও চরম নিন্দনীয় সত্ত্বা এবং সেই সাথে তাকে না মানাটাও নিদারুন গর্বের বিষয় বলে মনে করব। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের ঈশ্বর ও ঈশ্বরের গুণাবলি ঐ ধর্মের প্রচারকের বুজরুকি হয় তবে আমি বলব ওই ধর্মপ্রচারকটা তার কল্পিত ঈশ্বরের মতই নিন্দনীয়। এই ধরনের একটা ঈশ্বর যে নাকি মানুষকে অনন্তকাল(এর কম হলে সমস্যা কি ছিল ?) আগুনে পোড়াতে চায় সে আবার মানুষের ভালোর জন্য নবী -রচুল পাঠায়, কোরান পাঠায়। তিনি যদি মানুষের এত ভাল চান তবে চরম বিপদ গ্রস্ত মানুষকে একটু সাহায্য করলে সমস্যা কি ছিল ? যদিও সাহায্য করলে তার কোনো ক্ষতি নেই এবং তিনি যদি চাইতেন তবে নাকি মানুষ এই ধরণের বিপদেও পড়ত না। দেখি মানুষ হজে গিয়ে একেবারে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেও আল্লার কোনো খুঁজ নাই!! লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে আছে, মারা যাচ্ছে অহরহ কিন্তু আল্লা কারো ডাক শুনেনি, অথচ মানুষের জন্য তার কি

দরদ, নবি-রচুল-কোরান পাঠাচ্ছেন হেদায়াতের জন্য। কেন, মানুষ কোরানের আইন না মেনে কি খুব খারাপ অবস্থায় আছে- উন্নত বিশ্বের কোনো দেশে কি কোরানের আইন চলে?

আরো সমস্যা আছে। মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে মানেই ধর্মবাদীরা মনে করেন তিনি কোনো একটি ধর্মের বর্ণিত ঈশ্বর হবেন আর ঐ ধর্ম তাদের-ই ধর্ম। অন্য ধর্মে জোর করে হলেও বা যত মত তত পথ জাতীয় বুলি আউড়িয়ে হলেও মানুষকে কিছুটা শান্ত রাখা সম্ভব কিন্তু মুসলমানরা এ ব্যাপারে একেবারেই নাছোড়বান্দা। তাদের ধর্মের বাইরে যে ঈশ্বর থাকতে পারে তা তাদের চিন্তারও বাইরে। তাদের কথা হল- ঈশ্বর আছে, তিনি ধর্মের জগতের বাইরের কেউ নন এবং তিনিই আল্লা , আল্লা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই। অনেককে দেখেছি আল্লার পরিবর্তে ঈশ্বর শব্দটার ব্যবহার নিয়েও আপত্তি তুলতে আবার আল্লা শব্দটি ব্যবহার করে এ নামে মন্দ কিছু বললে মাথা নিয়ে ঠিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ে।

৬। কোরান রচনায় মুহাম্মদের স্বার্থ কি ছিল ? তিনি যদি কোরানকে নিজের রচিত বলে প্রচার করতেন তবে যুগ শ্রেষ্ট কবি হতে পারতেন।

মুহাম্মদ "মুহাম্মদ" হতে পেরেছিলেন কোরানকে আল্লার বাণী বলে প্রচারের মাধ্যমে। আজ থেকে ১৪০০ বছরের অধিক সময় আগে এরকম প্রচার ও তাতে বিশ্বাস করার মত লোকের অভাব ছিল না যেখানে আজকের যুগেও এমন উদ্ভট বিষয়ে বিশ্বাসের মত মানুষের সংখ্যা কম নয়। এখনো অনেক ভণ্ড পীরের হাজার হাজার মুরিদের খোঁজ পাবেন একটু খবর নিলেই। মুহাম্মদ একজন নারীর(খাদিজা) ব্যবসা দেখাশুনাকারী থেকে একটা জাতির নেতা হতে পেরেছিলেন কোরানকে অলৌকিক বলে প্রচারের মাধ্যমে। মুহাম্মদের যা কিছু অর্জন সব এর মাধ্যমেই। নিচের কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করি -

"হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। **এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে"।** (৩৩:৪৫-৪৬)
"হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। **কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে ,নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়।** আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,দয়ালু"।(৩৩:৫০)
"আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর"।(৩৩:৫৬)

স্বীয় পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে তা জায়েজ করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করানো হল -

"অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে

বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়ে ই থাকে"। (সূরা আহযাব,৩৩:৩৭)
(এই আয়াতটি নিয়ে পরে বলছি)
অবশ্যই বিদ্যমান আছে রসুলুল্লার মধ্যে **সর্বোত্তম আদর্শ** (সূরা আহযাব, ৩৩:২১)
কী অবস্থা ভেবে দেখেন। এভাবে নিজেকে মহিমান্বিত করতে, সুবিধা আদায় করতে এমনকি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যায় পড়লেও তা সমাধানের জন্য মুহাম্মদ নিজের ইচ্ছেমত আয়াত নাজিল করে নিয়েছেন।

কোরান যে খুব একটা ভাল কাব্যগুণ রয়েছে তা কোনো নিরপেক্ষ বিচারে নির্ধারিত করা যায় নি । বরং কোরানের কাব্যগুণকে ফেলনা বলে প্রত্যাখ্যাত হতে দেখি প্রায়ই। কোরানের উপর অলৌকিকতা আরোপ ছাড়া কোরানের প্রতি মানুষের এত সমীহ আ না সম্ভব ছিল না কোনোকালেই।

৭। মুহাম্মদ উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। তার মত একজন মানুষের পক্ষে কোরানের মত অসাধারণ একটা গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং উহা অলৌকিক গ্রন্থ।
এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। এর সমস্যা অনেক -

- ১) মুহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন তার স্বপক্ষে নিশ্চিত হবার মত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকেই মনে করেন তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে সফলভাবে খাদিজার ব্যবসা পরিচালনা করেছেন যা তার দক্ষতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ।

- ২) কোরান রচনার জন্য অক্ষর জ্ঞান থাকতে হবে কেন? কোরান লেখার জন্য সব সময় কাতিবে ওহী বা ওহী লেখকরা প্রস্তুত ছিলেন।

- ৩) আমাদের দেশের বাউলদের কথা ধরেন। এদের প্রায় সবাই নিরক্ষর বা একেবারেই শিক্ষা-দীক্ষা নেই। কিন্তু লালন শাহ, আব্দুল করিম এঁরা এমন অনেক কিছু রচনা করে গেছেন যেগুলো কোরানের যেকোনো আয়াতের চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও মানবিক।

- ৪) কোরান অতি এলোমেলো ভাবে সংকলিত হয়েছে। যা প্রথমে রচিত হয়েছে তা গেছে শেষে আবার যা শেষে তার অনেক কিছু প্রথম দিকে , এভাবে এলোমেলো ভাবে জোড়াতালি দেয়া এক অদ্ভুত গ্রন্থ এই কোরান। একে অসাধারণ বলার কোনো কারণ নেই।

- ৫) ধারণা করা যায় যে মুহাম্মদ তার মাথায় কোনো ভাবনা আসলে তিনি সর্ব দা নিযুক্ত থাকা ওহী লেখকদের তা বলতেন আর ওরাই তা কাব্যে রুপ দিত। হয়ত ওহী লেখকদের বলতেন যে তিনি ওই ধারণা বা মত বা আদেশ আল্লার কাছ থেকে পেয়েছেন। পরবর্তীতে মানুষ মনে করতে লাগল যে কোরান যেভাবে তারা দেখতে পাচ্ছে অবিকল সেভাবেই আল্লা মুহাম্মদের কাছে তা নাজিল করেছে ন।

৮। মুহাম্মদ এতই সৎ ছিলেন যে কাফিরেরা পর্যন্ত থাকে আল -আমিন বা বিশ্বাসী বলত। তার মত একজন মানুষ কোরান নিজে রচনা করে আল্লার নামে চালিয়ে দেয়ার মত প্রতারণা করতে পারেন না।

আসলে তথাকথিত এই সব নবি-রচুলদের নিয়ে সমস্যা বঠে। ওরা কে ছিলেন, কি রকম ছিলেন তা নির্ধারণ করা বেশ জটিল। মুহাম্মদকে নিয়ে আরো সমস্যার বিষয় হল তিনি মক্কা বিজয়ের পর সেখানে রাজার মতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। প্রকাশ্যে তার নিন্দা করার মত সাহস কারো ছিল না। এছাড়া যারাই মুহাম্মদের জীবন ইতিহাস লিখেছে ও সংরক্ষণ করেছে তারা সবাই মুসলমান ছিল অর্থাৎ মুহাম্মদকে আল্লা প্রেরিত রসুল বলে বিশ্বাস করত। (পরবর্তীতে মুসলিম -অমুসলিম সকলেই এই সব উৎসকে ব্যবহার করেই মুহাম্মদকে জেনেছে।) একজন মানুষ যিনি কাউকে নবী -রসুল বলে বিশ্বাস করেন তিনি কি পারবেন ওর জীবন ইতিহাস লিখতে? স্বাভাবিক ভাবেই তিনি যা লিখবেন তা হবে নবি-প্রশস্তি। আমরা দেখেছি মুহাম্মদের জন্মের সময়কালকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বলে প্রচার করে মুহাম্মদের আগমনকে আবশ্যক ছিল বলে প্রচার করতে। আরো দেখেছি মুহাম্মদের নামে অনেক আজেবাজে কাহিনী প্রচার করতে যেমন মেরাজের ঘটনা, কেউ দেখেনি অথচ সকালে উঠে মুহাম্মদ বললেন বলেই তা বিশ্বাস যোগ্য হয়ে গেল? আমরা জেনেছি অনেকেই তা মেনে নেয় নি, অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করেছে, অবিশ্বাস করেছে। আজো মানুষ প্রশ্ন তুলছে মুহাম্মদ যদি মেরাজে যাবেন তো সবার সামনে গেলে সমস্যা কি ছিল? কেন শুধু রাতের বেলাতেই আর গোপনে চুপিচুপি তিনি আল্লার সাথে কারবার করেন?
যাই হোক, যা বলতে চাচ্ছি- মুহাম্মদ যে একজন সৎ মানুষ ছিলেন আর কাফিররা পর্যন্ত তাকে আল -আমিন বা বিশ্বাসী বলত তা আমরা জানতে পারছি তার অনুসারীদের কাছ থেকে যারা নাকি তাকে নবি-রসুল বলে বিশ্বাস করে।

এছাড়া মুহাম্মদের সততা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোরান বা ইসলামের অভ্রান্ততা একটা অনিবার্য বি ষয়- এটি সার্কুলার লজিকের মত একটা অবস্থার সৃষ্টি করে -“যেহেতু মুহাম্মদ সৎ ছিলেন সুতরাং কোরান আল্লার বাণী “ আবার, “যেহেতু কোরান আল্লার বাণী সুতরাং মুহাম্মদ সৎ ছিলেন ”। তাই এর কোনো গুরুত্ব নেই। এছাড়া ২৫ বছর বয়সে খাদিজাকে বিয়ে করার পর মুহাম্মদের অর্থের অভাব ছিল না। নিন্দুকরা বলে, তিনি নবুয়তি দাবীর আগ পর্যন্ত খাদিজার অঢেল সম্পদ বসে বসে ভোগ করেছেন আর নবুয়তির স্বপ্নে দিন গুজরান করেছেন(খাদিজাকে বিয়ে করার পর থেকে তার আর কোনো পেশা ছিল বলে জানা যায় নি)।

মুহাম্মদ সৎ ছিলেন কিনা তা নিয়ে অনেক কিছুই বলা সম্ভব। এখানে শুধু কো রানের একটা আয়াত দেই-

“ইহারা আপনাকে গণিমতের মাল(যুদ্ধলব্ধ মালের) বিধান জিজ্ঞাসা করিতেছে , আপনি বলিয়া দিন এই গণিমতসমূহ আল্লাহর ও রসূলের। অতএব , আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংস্কার কর, আর আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ মানিয়া চল যদি তোমরা মুমিন হও ”।(সূরা আনফাল,৮:আয়াত ১)

এখানে আল্লাহ তো মাল নিতে আসবেন না, তাহলে সব মাল কার হল?

নিজ (পালক)পুত্রবধূ জয়নবকে যে কৌশল অবলম্বন করে তিনি বিয়ে করেছেন তাকে সততা বলা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ বিষয়টাকে এমন করে তুললেন যেন তার পালক পুত্র যায়েদ নিজেই তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক দিচ্ছে তার সাথে বিয়ে হওয়ার জন্য যদিও মুহাম্মদের ঘরে একাধিক স্ত্রী ছিল তখন। অথচ মুহাম্মদ যায়েদের স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সৎ থাকার জন্য আদেশ করতে পারতেন । কিন্তু তা না করে আয়াত নাজিল করিয়ে নিলেন যেখানে সরাসরি মুহাম্মদকে (যায়েদের স্ত্রী) জয়নবের সাথে বিয়ের বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করার ব্যাপারে মুসলমানদের যাতে কোনো সংকীর্ণতা না থাকে সে জন্যই নাকি জয়নবের স্ত্রীর সাথে মুহাম্মদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে(ভণ্ডামির সীমা নেই?)। আয়াতটি দেখি,

“অতঃপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম **যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে”।** (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৭)
এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম, মুমিন-মুসলমানরা তদের পালক পুত্রের স্ত্রী বিয়ে করতে পারছে না তা আল্লার নিকট অনেক বড় সমস্যা!!

মোটকথা, মুহাম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে খুব সৎ ছিলেন বলেই কোরান আল্লার বাণী এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় , কারণ

- ১) মুহাম্মদ সৎ ছিলেন তা নিরপেক্ষ উৎস থে কে যাচাই করা সম্ভব নয়।

- ২) মুহাম্মদের সততা আর কোরান আল্লার বাণী হওয়া ভিন্ন দুটি ব্যাপার। কেউ সৎ ছিলেন তার মানেই তিনি সব কাজেই সৎ ছিলেন তা না। আর মুহাম্মদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি হল ইসলাম প্রচার যার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন ২৩ বছর। এখন ইসলাম প্রচারের বিষয়টাকে বাদ দিয়ে তাকে সৎ বা অসৎ বলে প্রমাণ করে কি লাভ?

- ৩) তার জীবনে তিনি এমন অনেক কাজ করেছেন যেগুলোকে সততা বলা অসম্ভব।

- ৪) অনেকে মনে করেন মুহাম্মদের মানসিক বা মনোদৈহিক রোগ ছিল , তিনি প্রায়ই কল্পনা আর বাস্তবতার পার্থক্য বুঝতে অক্ষম হয়ে পরতেন। এখন মু হাম্মদ যদি অসচেতন ভাবে কোরানকে আল্লা কর্তৃক প্রেরিত বলে মনে করেন ও তা প্রচার করেন তবে অবশ্য ভিন্ন বিষয়।

- ৫) মুহাম্মদ নবুয়তির এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ রেখে যান নি যার জন্য আমরা আজো তাকে নবী বলে মেনে নেব অথচ তার নবুয়তীর প্রমাণের দায়িত্ব তার উপরই ছিল। কারো নবী হয়ে যাওয়ার দাবী

নিঃসন্দেহে অতি হাস্যকর আর এরকম উদ্ভট একটা দাবীকে কেন আমরা মেনে নেব সততার দোহাই দিয়ে?

- ৬) ভিন্ন ধর্মের অনেকেই বিভিন্ন অশুভ সত্তা যেমন শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এখন তাদের কেউ যদি কোরানকে শয়তানের বাণী বা ধোঁকা বলে দাবী করেন তবে এর প্রত্যুত্তরে কি বলা যেতে পারে যেখানে স্বয়ং কোরানও এরকম অশুভ সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়। অনেকেই বলে , কোরান শয়তানের বাণী এবং মুহাম্মদের সাথে শয়তান লেগেছিল এবং তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছিল , এরকম দাবী মুহাম্মদের সময়ও অনেকে করত।

- ৭) মুহাম্মদ যদি এতটা সৎ ছিলেন যে তার কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া যায় তবে তার সময় কালেই লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে নি কেন? কেন অনেকে তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত? মুহাম্মদের সময়কালেই যেখানে লোকেরা তার নবুয়তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সেখানে আমরা মুহাম্মদের মৃত্যুর এতকাল পরে এসে কিভাবে তা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করব?

৯। কোরান দুর্বোধ্য। আল্লার বাণী তো দুর্বোধ্য হবেই। এছাড়া কোরান অনুবাদ পড়ে বুঝা সম্ভব হয় না। আর এর ফলে মানুষ তা আল্লার কিতাব বলে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়।

আল্লা যদি মানুষের সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলেন তবে নিশ্চয়ই তা মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার দায়িত্ব তারই। কেননা মানুষ কি বুঝবে, আর কি বুঝবে না, কোন বিষয়টা কতটুকু বুঝবে তা আল্লা জানেন(কারণ তিনি সর্বজ্ঞ)। সুতরাং তিনি যদি মানুষকে এমন ভাষায় উপদেশ বা আদেশ দেন যা মানুষ বুঝতেই পারল না বা ভুল বুঝল তবে সে দোষ নিঃসন্দেহে আল্লারই এবং এ ধরণের কাজ আল্লার মহানত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। কোরানেও অনেক আয়াতে কোরানকে সহজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোরান দুর্বোধ্য এ দাবিটা তখনই শুনি যখন কেউ কোরান নিয়ে কোনো বিরুপ প্রশ্ন করে ফেলেন। আর ধর্ম-ব্যবসায়ী মোল্লারা চায় না মানুষ কোরান ভাল করে বুঝুক , তারা মানুষকে কোরান পাঠ শিক্ষা দিলেও আরবি ভাষাটা কাউকে শিখাতে চায় না কারণ এতে করে তাদের ব্যবসা লাটে উঠবে।

আচ্ছা, কোরান দুর্বোধ্য, মানলাম কিন্তু তা কি সবার কাছেই দুর্বোধ্য? যিনি তা বুঝতে পারেন তিনি ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেও সবাই কি তা বুঝবে না ? আর যেটা বললাম, কোরানের দুর্বোধ্যতার জন্য কেউ যদি কোরান পড়ে এটা অনুধাবন করতে অক্ষম হয় যে কোরান আল্লার গ্রন্থ তবে তার দায় তো আল্লারই, তাই না?

অনেকে আবার দাবি তোলেন তাদের কোরান নাকি অনুবাদ পড়ে বুঝা সম্ভব না। পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান মানুষ বিনিময় করেছে, অর্জন করেছে অনুবাদের সাহায্যে কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে বলে শোনা গেল না, শুধু কোরানের বেলায়ই যত বিপত্তি। আর মহা-সর্বজ্ঞ আল্লা এমনভাবে কেন কোরান নাজিল করবেন যে তা আর কোনো ভাষায় সঠিক অনুবাদ সম্ভব নয়! এখন শুধু কোরান বুঝার জন্যই নতুন একটা ভাষা শিখতে হবে! একটি ভাষা শিখা নিঃসন্দেহে একটা জটিল কাজ। এভাবে একেকটি ধর্ম যাচাই করার জন্য যদি শুধু একেকটা ভাষা শিখতে হয় তাহলে ভাষা শিখতে শিখতেই জীবন পার হয়ে

যাবে। কোরান বুঝার জন্য যেমন আরবি শিখছি তেমনি বেদ বুঝার জন্য এবার সংস্কৃত শিখি , ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ বুঝার জন্য হিব্রু শিখি এভাবে চলুক।

আর কোরান যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার হয় তাহলে তো যাদের মাতৃভাষা আরবি বা যারা আরবি জানে তারা আরবিতে কোরান পড়ে জ্ঞানের সেই ভাণ্ডার আত্মস্থ করে টাইটুম্বুর হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা কি তা দেখতে পাচ্ছি? আর কোরানের অনুবাদ পড়ে কোরান ঠিকমত বুঝা হয় নি যারা দাবী করেন তারা কি অন্য ধর্মগুলোকে যাচাই করেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন? আর যাচাই করতে গিয়ে ঐসব ধর্মগ্রন্থ মূল ভাষায় পড়েছেন নাকি অনুবাদ পড়েছেন ? অবশ্য আদৌ কিছু যাচাই-বাছাই না করে পারিবারিক সূত্রে পাওয়া ইমান নিয়ে লম্ফ-ঝম্প করলে ভিন্ন কথা।

আমরা দেখেছি আরবি ভাষাভাষি বা আরবি ভাষা জানে এমন অনেক অমুসলিম আছে। মুহাম্মদের সময় তার প্রতিবেশিরা নিশ্চয় আরবি জানত বা অন্তত কোরান বুঝত । তাবে তাদের কাছে কোরানকে আল্লার বাণী বলে মনে হয় নি কেন? তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি কোরানে এমন কোনো গুণ নেই যে কোরান বুঝলেই মনে হবে তা আল্লার প্রেরিত গ্রন্থ।

কোরানে অনেকগুলো আয়াতে কোরানকে সহজ-সরল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

নিশ্চয় আমি এ কোরানকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৪৪, সূরা দুখান:আয়াত ৫৮)

আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। (১৪, সূরা ইব্রাহিম:আয়াত ৪)

নিশ্চয় আমি কোরানকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পার। (১২, সূরা ইউসুফ:আয়াত ২)

আমি কোরানকে আপনার ভাষায় এই জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি যেন আপনি উহার সাহায্যে খোদাভীরুগণকে সুসংবাদ দিতে পারেন। (১৯, সূরা মারইয়ামঃ ৯৭)

আর আমি সহজ করিয়া দিয়াছি কোরানকে উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, কেহ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি। (৫৪, সূরা ক্বামারঃ আয়াত ১৭)

এরপর আর কোরানকে দুর্বোধ্য, অনুবাদ পড়ে বুঝা সম্ভব নয় ইত্যাদি বলা কি চলে ?

১০। কোরানের সাংখ্যিক মাহাত্ম রয়েছে। সুতরাং কোরান অলৌকিক গ্রন্থ।
এই অভিনব দাবীর জবাব এখানে দেয়া হয়েছে- কোরানের 'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ! । তাই নতুন করে আর কিছু না বলে এই লেখাটা একটু পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আরেকটি প্রাসঙ্গিক লেখা পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ - আল্লাহ, মুহম্মদ সা এবং আল-কোরআন বিষয়ক কিছু আলোচনার জবাবে..

মন্তব্যসমূহ

1. Bangladeshi Agnostic

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৯:২১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

2. 2

আকাশ মালিক

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৯:৪১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং **কখনই পারবে না,** তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে”(সূরা বাকারাঃ ২৩, ২৪)

আপাদমস্তক বোকা না হলে কেউ এরকম কথা বলতে পারেনা। **কখনই পারবে না** এর মা’নেটা কী? তাহলে একটা কেন দশটা সুরা লিখলেও তো কোন লাভ নাই। আল্লাহ তো মানবেন না, কারণ আগেই বলে দিয়েছেন **তোমরা কখনই পারবে না।**

আচ্ছা কোন মুসলমান কি আমাকে বলবেন নীচের আয়াতগুলো কোরানের কোন সুরার -

بسم الله الرحمن الرحيم

فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
وَكَانَتِ الأَرْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً، وَعَلَى
وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ، وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى
وَجْهِ الْمِيَاهِ.
وَقَالَ اللهُ: لِيَكُنْ نُورٌ، فَكَانَ نُورٌ

وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ اللهُ
بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ.
وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا
لَيْلاً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحٌ يَوْمًا
وَاحِدًا.
বাংলা অনুবাদ-
পরম করুণাময় আল্লাহর নামে
আদিতে আল্লাহ যখন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন , তখন পৃথিবী নিরাকার ও শুন্যময় ছিল, অতল গহবরের ভিতর অন্ধকার বিরাজ করতো এবং আল্লাহর রুহ জলরাশির উপর ভেসে বেড়াতো। তখন আল্লাহ বললেন, আলো হউক আর আলো হল। আল্লাহ দেখলেন, আলো সুন্দর, তিনি অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে দিলেন। আল্লাহ আলোর নাম রাখলেন দিন আর অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত্রি। রাত হল, প্রভাত হল, এ হল সৃষ্টির প্রথম দিন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ২:৪৫ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

হাঃ হা। আল্লা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে নিজেই তা খেয়ে ফেলছেন । আর থ্রেটটা দেখছেন-
” যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই পারবে না, **তবে ভয় কর সেই আগুনকে, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে”**(সূরা বাকারাঃ ২৩, ২৪)
>নিশ্চয়ই আল্যার যুক্তিবোধ অনন্ত , অসীম!!

ভবঘুরে এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ২:৫১ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

এটা আছে নাকি কোন সূরায়? পড়িনি তো কোথাও। তবে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জেনেসিসে ১ম অধ্যায়ের ১-৫ পর্যন্ত একথাই বলা হয়েছে। মনে হয় আপনার ধাধার মধ্যে কোন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৭:৩৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এই সূরার রচয়িতা আকাশ মালিক 🙂 ।

আকাশ মালিক এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৭:৫৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জেনেসিসে ১ম অধ্যায়ের ১-৫ পর্যন্ত একথাই বলা হয়েছে।

শুস-শুস, আর বলবেন না। এখান থেকে একটি লেখা শুরু করেছি, সময়ের অভাবে এগুতে পারছিনা।

আরবি বাক্য ও শব্দগুলো লক্ষ্য করেছেন? পাঁচটি আয়াতেই ‘আল্লাহ’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে, ঠিক যেভাবে মুহাম্মদ কোরানে করছেন।

وَرَأَى اللهُ النُّورَ أَنَّهُ
حَسَنٌ. وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ.
আকাশের বড় দুই বাতি (চন্দ্র ও সূর্য) বাইবেলেও বাতি কোরানেও বাতি।
কথা হলো উপরের বাক্যগুলো কোরানের মত হলো কি হলোনা? কোন মানদন্ডে এগুলো কোরানের আয়াত হতে পারেনা? বাইবেলের আয়াতকে মুহাম্মদ চেইঞ্জ করতে পারতেন না , যদি না তাকে সালমান ফার্সীর মত বাইবেল বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য কবি সাহিত্যিকরা সাহায্য করতেন।

ক্রান্তিলগ্ন এর জবাব:
নভেম্বর ২২, ২০১০ at ১:১০ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক/ আমি আরবী সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই জিজ্ঞাসি, আরবীতে বাক্যগুলো ছন্দময় তো?

3. 3

আলিম আল রাজি

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১০:০৬ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

অনেক সময় নিয়ে পড়লাম।
আরেকটি অসাধারণ লেখা সৈকত ভাই।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ২:৪৬ অপরাহ্ন
@আলিম আল রাজি,

অনেক ধন্যবাদ রাজি। তোমাকে এখানে নিয়মিত চাই।

4. 4

রুশদি

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১০:১৪ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

হাসতে হাসতে শ্যাষ সজীব আকীব ভাই।
এখানে যেহেতু লেজওয়ালারা মন্তব্য করেন না বা খুবই কম করেন ,আমি তাদের হয়ে কিছু "আধুনিক" কোরাণীয় ব্যাখ্যা দিলাম।

এবার প্রশ্ন, সৃষ্টির পূর্বে দিন এলো কোথা থেকে, পানিই বা এলো কোথা থেকে?

আল্লাহর নুরই এই দিনের উৎস। এখন আপনি বলতে পারেন ,তাহলে দিন থাকলে রাত ছিল কি?
নিশ্চয়ই ছিল,আল্যা যখন চাদর গায়ে ঘুমাতেন ,তখন নুর ঢাকা পড়ে রাত নেমে আসত।
আর পানির ব্যাপারটা বলে লজ্জা দিবেন না,আল্যার কিডনী ছিল বলেই মনে হয়.......

লোকদের উপর প্রতিষ্টিত আকাশমণ্ডলের প্রতি কি ওরা কখনও তাকিয়ে দেখে নি, কিভাবে আমরা সেটি নির্মাণ করেছি এবং সেটিকে চাকচিক্যময় বানিয়েছি এবং তাতে কোন ফাটল নেই(সূরা ক্বাফ , ৫০: আয়াত ৬)

দেখেন,আল্যার বাণী কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিক। আকাশে আসলেই ফাটল ছিল না,কিন্তু ইহুদী নাসারা মালাউন গোষ্ঠী আল্যার সাথে নাফরমানি করে সেই আকাশ ফুটো করে দিয়েছে ,আবার একে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট বলে চালাচ্ছে।

আল্লা যে স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন তা আমরা জানব না কেন ?

হে,হে,হে,একেই বলে অবিশ্বাসীর শাস্তি! দ্যাখেন,সেই মানতেই হলো যে আসমান স্তর বিশিষ্ট,সাত না হলেও কাছাকাছি তো বটেই।বেম কটি স্ফিয়ার নাসারা ইহুদীরা নির্ণয় করেছেন,আর বাকীগুলি মুমিন কোরান বিজ্ঞানীর জন্য সরক্ষিত আছে। তবে সব থেকে উপরের স্তরটি আমিই আবিস্কার করিয়াছি,এবং এর নাম দিয়াছি **"আল্যাস্ফিয়ার"।**

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পরেই যে সব শূন্য, সেখানে ডানার সাহায্যে উড়া সম্ভব নয়

না,এই অবিশ্বাসী মুরতাদদের নিয়ে আর পারা গেল না। ওরে ভাই ,বোরাকের ক্ষমতাটা জানেন তো? তো প্রতি ফেরেস্তাকে ওই বোরাকের একটা ভার্সান দেওয়া হত,অ্যাভাটারে যেমন প্রাইভেট পাখী ছিল।এবার নাছারা কম্পিউটারে হিসাব করে কনওড়া সম্ভব কিনা।

এখানে আল্লাহ তো মাল নিতে আসবেন না, তাহলে সব মাল কার হল?

নাউযুবিল্লাহ,আল্লা কি তার দোস্তের জন্য এটুকু করতে পারেন না ? ময়ুরাক্ষী,তুমি দিলে নামক বইটা পড়বেন,দেখবেন সেখানে দোস্তের জন্য একজন নারী কি দিয়েছে।

না,আর না। এখনই একবার অযুপূর্বক ৫০ রাকাত নমাজ পড়ে নিই। এই মুরতাদী ব্লগের ওপর আল্যার লানত পড়ুক,আল্যার আরশ কেপে উঠুক ,আর এর সার্ভারে কঠিন একটা রুটকিট ঢুকায়ে দাও আল্য,আমিন।

পাপিয়া চৌধুরী এর জবাব:

নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ

@রুশদি,
দারুন বিদ্রুপাত্মক হাস্যরস। মহান আল্লাহতালার যদি কিডনির পাশাপাশি ব্রেন আর হার্ট বলে কিছু থাকে তো আপনার উপর তাঁর লানত অবশ্যই পড়বে।
দিন থাকলে রাত ছিল কি?
নিশ্চয়ই ছিল,আল্যা যখন চাদর গায়ে ঘুমাতেন ,তখন নুর ঢাকা পড়ে রাত নেমে আসত।

ভাল লাগল আপনার মন্তব্য। :clap2:

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৩:০০ অপরাহ্ণ
@রুশদি,
আরে সজীব আকীব না, সৈকত। ওইখানে দেয়ালে কিন্তু আমার নামটা লেখা রয়েছে ।
আপনাকে দেখে খুশি হলাম। মুক্ত-মনায় আপনার লেখা কামনা করছি। Why I am not a muslim বইটির অনুবাদ কি পর্যন্ত এগিয়েছে? শেষ হয়ে গেলে বলবেন, মুক্ত-মনায় ওটাকে ই-বুক আকারে রেখে দেয়া যেতে পারে।

আর কোরান নিয়ে লেখার সময় গুরুগম্ভীর উপায়ে লেখার উপায় নেই, কিছুক্ষণ পরেই হাসি উপছে পড়বেই। ধর্মকারীর জিজ্ঞাসা - কোরানের বাণী, কেন এত ফানি?

রুশদি এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৭:২৪ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী, আমি জানি তো,আপনি সৈকত। মজা করে লিখলাম।
মাঝে কিছু সময় নেটে দিতে পারি নি।আপনি বললেন বলে উৎসাহ পেলাম। দেখেন না ,আজকেই একটা পার্ট নামিয়ে দিলাম।এখানে ক্লিক করে Why I am not a Muslim এর অনুবাদটি পড়তে পারবেন। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পার্ট লিখতে চেষ্টা করব।
কোরানের বাণী যে খুবই ফানি ,তা তো আমি জানি,কিন্তু কিছু মুসলিম গুণী জ্ঞাণী ,দাবী করেন ধরে তালগাছখানি,কোরানে নাকি বিজ্ঞানের খনি।

*আকাশ মালিক*এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১০:৪৩ অপরাহ্ন
@রুশদি,

Why I am not a Muslim এর অনুবাদটি মুক্তমনায় না দেয়ার জন্যে আমি আপনার উপর যে বেজার হইলাম, তা জানাইয়া গেলাম। শুধু তা'ই নয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ এর বিচার করবো কইলাম।

'যে সত্য বলা হয় নি' বইয়ের বেশ কিছু যায়গা জুড়ে ইবনে-ওয়ারাক আছেন। বহুদিন পূর্বে আমার প্রীয়ভাজন অনন্ত বিজয় দাস বইটির অনুবাদ করার অনুরুধ করেছিল। সময়ের অভাব , শারিরিক দূর্বলতায় আমি তাতে সায় দেইনি, আর করলেও আপনার মত অবশ্যই পারতামনা। অনুরুধ করবো সবগুলো পর্ব একত্রিত করে ই-বুক বানিয়ে নিন।

*রুশদি*এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৯:০৮ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক, আসলে এই অনুবাদটি মুক্তমনায় না দেওয়ার ২ টি কারণ আছে,প্রথমত; আমি দুই-তিন পৃষ্ঠার বেশি অনুবাদ একসাথে করতে পারছি না ।তাই সিরিজটি শতাধিক পর্বে হওয়াই স্বাভাবিক। এক বই নিয়েই একশ পোষ্ট দেওয়া মুক্তমনার পক্ষে মনে হয় খুব উপকারী হবে না।
দ্বীতীয়ত; আমি একটা Why I am not a Muslim অনুবাদ করতে গিয়ে নাকানিচুবানি খাচ্ছি,আর এর সাথে যদি Why I am not a (Christian,Hindu,Buddist,Jew,Shikh,Zorathrostian) এই গুলো অনুবাদ করা লাগে,তা হলে আমি আর আমার মাঝে থাকবো না। কেন বললাম এই কথা? নিচে দেখেন,একজন হেভিওয়েট ইলেক্টোম্যাগনেটিক্যাল ব্যালেন্স নিয়ে হাজির হয়েছেন,আরও কিছু হেভিওয়েট ওনার মনোভাবসম্পন্ন,তাদের মোকাবিলা করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। ইসলাম 'ব্যাশিং' লেখা নাই বা দিলাম,মনে করছি একটা ছোটগল্প দিয়ে শুরু করব হালখাতা।
'যে সত্য বলা হয়নি' তে যে আপনি ওয়াকফের বই এর সাহায্য নিয়েছেন,তা আমি দেখেছি। তবে আপনি তো খুবই অল্প পরিমানে নিয়েছেন,আমি পুরোটাই দিচ্ছি। আপনার বইটি কি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হবে? না হলে ইন্ডিয়া থেকে করার চেষ্টা করতে পারেন,বইটি আসলেই দরকার।সাধারন ধমর্ভীরু মানুষের জন্য দরকার।
কিয়ামতের দিন আল্লায় আমার বিচার করব না,আমি তো শেষ জীবনে হজ্জ করমু,আর শিশুর লাহান হইয়া হুর লইয়া পুতুল খেলমু।

*লীনা রহমান*এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৮:৩৮ অপরাহ্ণ
@রুশদি,

কিয়ামতের দিন আল্লায় আমার বিচার করব না,আমি তো শেষ জীবনে হজ্জ করমু,আর শিশুর লাহান হইয়া হুর লইয়া পুতুল খেলমু।

আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য ধর্মপালন সহজ করে দিয়েছেন একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বলেই মুক্তমনায় আসার সাহস পাই। বুড়া হইয়া আমারো আপনার মত একই মতলব।আমরা সবাই একত্রে যামু। ঠিকাছে?

*রুশদি*এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ১১:৩৮ অপরাহ্ণ
@লীনা রহমান, একটা কথা চুপিচুপি বলি,যে যতই ফালাফালি করুক না কেন,আমি নিশ্চিত ইনিংস ডিক্লেয়ারের আগে সবাই পানি পান করবে অর্থাৎ মরার আগে হজ্জপূর্বক তওবা করে হুরী সুরীর নিশ্চয়তা নিয়ে তাই আউট হবে।মুক্তমনায় যত মুসলিম নাস্তিক আছে ,আমি মোটামুটি শিওর সবাই আল্লাপ্যাঁক প্রদত্ত এই ক্রাকটি জানে বলেই সুযোগটি নিচ্ছে।শেষ জমানায় সবাই টুপি আর দাড়ি হবে। এখন আপনি আমার সাথে বেহেশতের ট্যুরে সঙ্গী হলে ভ্রমনটা ভাল হলেও পরিণামে একটু সমস্যা আছে-আমি হুরী পেলেও আপনার জন্য এ ধরনের কিছু নেই বলেই জানি। তবে আপত্তি না থাকলে আমার হুরীবাহিনীর সর্দারনী হতে পারেন,চলবে??

*লীনা রহমান*এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:২৬ পূর্বাহ্ণ
@রুশদি,

এখন আপনি আমার সাথে বেহেশতের ট্যুরে সঙ্গী হলে ভ্রমনটা ভাল হলেও পরিণামে একটু সমস্যা আছে-আমি হুরী পেলেও আপনার জন্য এ ধরনের কিছু নেই বলেই জানি। তবে আপত্তি না থাকলে আমার হুরীবাহিনীর সর্দারনী হতে পারেন,চলবে??

এইটাই তো দুঃখ। আপনাদের তো মজাই, দুনিয়েতেও মজা মারলেন পরেও মজা মারবেন...আমরা তো আজীবনের বঞ্চিত রইলাম

রুশদি এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:৩৩ পূর্বাহ্ণ

@লীনা রহমান, নাফরমানী করিবেন না,আল্যাপ্যাক নিশ্চয়ই সব জানেন,সব বোঝেন। তিনি কি আর আপনাদের কোনো কষ্ট রাখবেন? ঈমান জোরদার করেন,কষ্টের কথা ভুলে যাবেন। আর আল্লার কষ্টটা বুঝেন,তিনি তো উভলিঙ্গ,তার দুঃখের কথা চিন্তা করলে আপনার আর দুঃক থাকবে না।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:৪৭ পূর্বাহ্ণ

@রুশদি,

আর আল্লার কষ্টটা বুঝেন ,তিনি তো উভলিঙ্গ,তার দুঃখের কথা চিন্তা করলে আপনার আর দুঃক থাকবে না।

আল্লাহ উভলিঙ্গ হলেতো তিনি ঘরেরটাও খাচ্ছেন, বনেরটাও কুড়াচ্ছেন। তার আবার দুঃখ কিসের?

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৪:০১ পূর্বাহ্ণ

@রুশদি,

আর আল্লার কষ্টটা বুঝেন ,**তিনি তো উভলিঙ্গ**,তার দুঃখের কথা চিন্তা করলে আপনার আর দুঃক থাকবে না।

আপনাকে মাইনাচ। আপনি এটাও জানেন না যে আল্ল্যা পুরুষ(হুজুরেরা এতবার আমাদের মূর্খ বলে কেন বুঝে নেন)। অতি সত্ত্বর এখানে ঢুকুন - কোরানের বাণী / কেন এতো ফানি - ১২

সম্পূর্ণ সিরিজ এখান থেকে উপভোগ করে নিন।

5. 5

পাপিয়া চৌধুরী

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১১:৩৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

খুব ভাল লাগছে লেখাটা। পুরোটা এখনো খুঁটিয়ে পড়তে পারিনি। কতগুলো কথা খুব হাসিয়েছে।যেমন-

কোরান যখন সুর করে পড়া হয় তখন তা বিশ্বাসীদের আবেগে সুড়সুড়ি দেয় তাই তারা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। কোরানের সুরে ইচ্ছে করলে আরবি গালিও পাঠ করা সম্ভব

যে লোকের উপর এক্সপেরিমেন্টটা চালালেন ,পরে কি তাকে বলেছিলেন তার উজবুকির কথা ?

আল্লা যদি মানুষের সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলেন তবে নিশ্চয়ই তা মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার দায়িত্ব তারই। কেননা মানুষ কি বুঝবে , আর কি বুঝবে না, কোন বিষয়টা কতটুকু বুঝবে তা আল্লা জানেন(কারণ তিনি সর্বজ্ঞ)।

মোক্ষম কথা। তারপরও বুঝিনা কেন সব ধর্মের সর্বজ্ঞ ঈশ্বরেরা ভাষার এতো বহ্বারম্ভ করেন?? :-/

ধন্যবাদ লেখাটার জন্য।

6. 6

মোজাফফর হোসেন

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১১:৪০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বিষয়টি বেশ কঠিন, আরো লজিক্যাল ও তথ্যবহুল লেখা চাই। পরবর্তী অংশের অপেক্ষায় রইলাম। ধন্যবাদ।

7. 7

মিথুন

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১:০৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আর দিনদিন কোরানের আয়াতগুলোকে যে হারে রুপক বানানোর হিড়িক পড়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ং আল্লার অস্তিত্বই রুপক হয়ে যায় কিনা কে জানে।

রুশদী 'সজীব আকিব' বললেন কেন? সজীব ও সৈকত কি একই লোক?

রুশদি এর জবাব:

নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ১১:২৪ অপরাহ্ণ

@মিথুন, একমোদ্বিতীয়ম।

8. 8
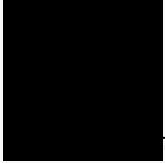
লীনা রহমান

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ১:১৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

প্রথম পর্বটা পড়লাম গতকাল। ২য় পর্বটা বেশি ভাল হয়েছে। আপনার এই সিরিজটা তো মাস্টারপিস এক্কেবারে। :yes||

এই একই বিষয়গুলো বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় পড়েছিলাম। একসাথে দেখে ভাল লাগছে।

কোরান যখন সুর করে পড়া হয় তখন তা বিশ্বাসীদের আবেগে সুড়সুড়ি দেয় তাই তারা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। কোরানের সুরে ইচ্ছে করলে আরবি গালিও পাঠ করা সম্ভব

এ প্রসঙ্গে আমার মায়ের কাছে শোনা একটি মজার কাহিনি বলি। আমার নানীর বাড়ি থেকে একটু দূরের পাড়ায় একবার একজন মারা গিয়েছিল আর আম্মুরা তাকে দেখতে গিয়েছিল। কেউ মারা যাবার পর অবধারিতভাবে অনেকবার কুরান খতম(!) দেয়া হয়। সে বাড়িতে মানুষজন বেশির ভাগই কুরান

ভাল পড়তে পারতনা(গ্রামের অনেক মানুষই এটা জানেনা কিন্তু কুরানের কথা শুনলে বা কারো তেলাওয়াত শুনলে কেঁদে বুক ভাসায়)। যাহোক দেখা গেল ছোট একটি মেয়ে (যার নাম উকুনী (!)) কাঁদতে কাঁদতে খুব সুর করে নিচুস্বরে কুরান তেলাওয়াত করছিল আর আশেপাশের বুড়ি ও মহিলারা সব কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। তখম আম্মু তার পাশে বসে সে কি পড়ছে তা জেনে হতভম্ভ হয়ে গেল । সে পড়ছিল "উমমম (সুরের টান) নানীগর বাড়িত যায়াম , আম দিয়া দুধ দিয়া খায়াম..."

ভবঘুরে এর জবাব:

নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ২:৪৯ অপরাহ্ণ

@লীনা রহমান,

কাঁদতে কাঁদতে খুব সুর করে নিচুস্বরে কুরান তেলাওয়াত করছিল আর আশেপাশের বুড়ি ও মহিলারা সব কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল। তখম আম্মু তার পাশে বসে সে কি পড়ছে তা জেনে হতভম্ভ হয়ে গেল। সে পড়ছিল "উমমম (সুরের টান) নানীগর বাড়িত যায়াম , আম দিয়া দুধ দিয়া খায়াম..."

আপনার এ মন্তব্যটি সবচাইতে জম্পেস হয়েছে।

আফরোজা আলম এর জবাব:

নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৩:০২ অপরাহ্ণ

@লীনা রহমান,

আপনার লেখা পড়ে হাসব নাকি কাদবো বুঝতে পারছিনা।

এই প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা বলি,আমার খুব কাছের এক আত্মীয় মারা গিয়েছেন। অবধারিত ভাবেই কুরান পড়া ফরজ এবং তা নাকি মৃত দেহের পাশে আপনজনেরা পড়লে আরো ভালো হয়। আমাকে নিয়ে অনেক টানা টানি হল। না পেরে আমার কন্যাকে টেনে নিয়ে গেলো। বেচারি মাত্র আমসিপারা পড়ে তখন

ভয়ে কি যে পড়ল কে জানে।উফফ কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। এমনিতেই লাশ দেখে বাচ্চা মানুষ ভ য় পেয়েছে,তার মাঝে এই জুলুম। কি করা এই বিচিত্র দুনিয়াতেই বাস করি যে আমরা।

রৌরব এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৫:৫৩ অপরাহ্ণ
@লীনা রহমান, 😄

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৮:০৭ অপরাহ্ণ
@লীনা রহমান,

বাংগালীর হাসির গল্পে এমন একটা গল্প আছে। "গুরু ঠাকুরের গীতা পাঠ"।

মূল কথা এক দুই নম্বর গুরু ঠাকুর নমঃ শুদ্রদের গ্রামে গীতা পাঠ করে দুটো পয়সা হাতাতে গেছে। সে আসলে সংস্কৃতও কিছুই জানে না। সে এক পুরনো চটি পত্রিকা খুলে গুরুগম্ভীর সুরে সুর করে পড়ে , "কিয় ক্ষিয় ঘিয়।।" সাথে চোখের পানি মোছে। সাথে সাথে উপস্থিত নমঃ শুদ্ররাও চীতকার করে চোখের পানি ছেড়ে ভক্তিতে কাঁদে 🙂 ।

মোল্লা মুনশীদের প্রায়ই শুনতাম ওয়াজের ফাঁকে আহবান জানাতে , দুই ফোঁটা চোখের পানি ফেলেন সবাই। তাতে কাজও হত। কষ্ট করে হলেও সোয়াবের আশায় চোখের পানি ফেলতেন অনেকেই। অনেককে মসজিদে মিলাদেও দেখতাম অনেক কষ্ট করে চোখের পানি ফেলছেন পরিষ্কার বোঝা যেত। একজনকে দেখতাম নিয়মিত উঁ উঁ করে কান্নার শব্দ নকল করতে। কত বিচিত্র মানুষ আমরা।

লীনা রহমান এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:৪২ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, আমার কেন জানি কখনোই নামাজে বা মোনাজাতে কান্না আসতনা। এজন্য এক সময় নিজেকে অপরাধী মনে হত, মনে হত আমার ঈমান এত দুর্বল আল্লাহ তো আমাকে মাফ করবেনা। এমন মনে করার আরেকটা কারণ হল আমার মনে অনেক ছোটবেলা থেকেই সংশয়বাদী চিন্তা ঘুরত। কিন্তু ওগুলো ভাবতেও তখন ভয় পেতাম আর আল্লাহকে বলতাম আ মাকে সঠিক পথ দেখাতে। আল্লা সঠিক পথই দেখিয়েছেন অবশেষে 🙄

ভবঘুরে এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ১২:১৮ পূর্বাহ্ণ
@লীনা রহমান,

আল্লা সঠিক পথই দেখিয়েছেন অবশেষে

জাহান্নামে আপনার জন্য টিকেট কনফার্ম হয়ে গেছে।

9. 9

ভবঘুরে

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ২:৫৭ অপরাহ্ণলিঙ্ক

লেখাটা আসলেই ভাল হয়েছে। যুক্তিগুলো হয়েছে ক্ষুরধার। তবে একটা বিষয় উল্লেখ করতে বোধ হয় ভুলে গেছেন। তা হলো- আপনি যখননই কোন মোল্লাকে কোরান বা হাদিসের স্ববিরোধিতার বিষয়ে প্রশ্ন করবেন- তারা প্রথমেই বলবে- এ ধরনের প্রশ্নে ইমান নষ্ট হয়ে যায়। পরিনামে জাহান্নাম। তার মানে - প্রশ্ন করারই সুযোগ নেই। এই হলো ইসলাম। তাই ইসলাম অর্থ হলো - submission. কোন রকম সন্দেহ ছাড়াই নিজেকে আত্মসমর্পন করতে হবে, তাহলেই আপনি হবেন মুমিন বান্দা। পুরস্কার হলো - কেয়ামতের পর ৭২ টা হুরের সাথে বেহেস্তে পরমানন্দে অনন্তকাল সহবাস।

10. 10

তানভীর চৌধুরী পিয়েল

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৩:১৮ অপরাহ্ণলিঙ্ক

দারুণ লিখেছেন সৈকত ভাই!

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ১:৪৪ পূর্বাহ্ণ

@তানভীর চৌধুরী পিয়েল,

অনেক শুভেচ্ছা। তোমাকে দেখে ভাল লাগল।

11. 11

মাহবুব সাঈদ মামুন

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৩:৩৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাথে একদল খোদার খাসী কোরানের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে বিজ্ঞানময় করার মহান কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। এরা এতই নির্লজ্জ যে বিজ্ঞানের কোনো কিছু কোরানের সাথে সংঘাত তৈরী করলে সাথে সাথে শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা পরিবর্তন করবেন, নতুন অভিধান তৈরী করবেন, আধুনিক তফসির বানাবেন আর অবশেষে দাবি করবেন তাদের কোরানে সবই ছিল ঐ বিষয়টি বিজ্ঞান খোঁজে পাবার আগেই।

তোমার লেখাটি অন্ধকার মনোভাবাপন্ন মানুষের জন্য চিন্তাজাগানিয়া লেখা।
ভালো থেকো।

12. 12

Theist

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৫:২২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ওহ! কি খাসা একখানা লেখা। এই লেখা পড়ার পর মানুষ আর মুসলিম থাকবে কি করে ? সবাই ইসলাম থেকে বেড়িয়ে আসুক। আসতেই হবে।এই রকম লেখাই তো দরকার।বেশি বেশি ক রে লিখুন, এবং আরো সত্য সবাই কে বলুন।মানুষকে সরাসরি বলতে হবে ,সরাসরি পথে নেমে বলুন তাহলেই সবার বোধ আসবে। এরকম লেখা তো শুধু ইনার সার্কেল নাস্তিকদের মাঝে রাখা পাপ।পথে ঘাটেও শুনতে চাই এরকম কথা।বলবেন?

তুহিন তালুকদার এর জবাব:

নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৯:৪৩ অপরাহ্ণ

@Theist,

বলতে পারলে নিশ্চয়ই মন্দ হত না। তবে, তাতে মুমিন মুসলমানেরা ঈমানী জোশ সামলাতে না পেরে , মাঝ রাস্তায় বক্তাকে ধরে আল্লাহর নামে কতোল করে দিলে? ধার্মিকেরা তো যুক্তিযুক্ত সমালোচনা, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ ইত্যাদিকে বরদাশতই করতে পারে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা কাফেরকে হত্যা করলে বেহেস্ত তো confirm-ই, উপরন্তু খুশীর আধিক্যে আল্লাহ তাঁর পেয়ারের খুনী বান্দার জন্য বরাদ্দকৃত হুরের সংখ্যাও বাড়িয়ে দিতে পারেন।

এমন সুবর্ণ সুযোগ কোন ধর্মপ্রাণ ঈমানদার মুসল্লী হাত ছাড়া করতে চাইবে না।

ভবঘুরে এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:৩২ অপরাহ্ণ
@Theist,

কি ব্যপার ভাই, আপনি মনে হয় একেবারে থ খেয়ে গেছেন। আপনার কোন যুক্তি নেই একেবারে ? আপনার মন দিল একটু খোলা রেখে কোরান পড়ে আপনিও ঠিক একই রকম লেখা লিখতে পারবেন। আর দেখবেন ছোট বেলা থেকে কোরান সম্পর্কে যা বিশ্বাস করে এসেছেন, তা সর্বৈব মিথ্যা।

13. 13

বিপ্লব পাল
নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৬:৫৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমার মনে হয় মুসলিমদের কোরানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসকে আলাদা ভাবে না ভেবে , এই অন্ধ বিশ্বাসের ভাইরাল ব্যাধি যে সব ধর্মেই আছে, সেই ব্যাপার গুলোকেও প্রকাশ করা হোক। ইসলামে খোদার খাসিদের পার্সেন্টেজ বেশী-কিন্ত খোদার খাসিরা সব ধর্মেই বিরাজমান।

এই ব্যাপারগুলো ঠিক যুক্তি তর্ক দিয়ে যাবে না। যেকোন সুস্থ লোক কোরান পড়ার পর , সেটিকে যদি আল্লা প্রেরিত বলে দাবি করে সে হয় বুদ্ধিহীন বা ধর্মভূরুতার কারনে তার লজিক্যাল ব্রেইন কাজ করছে না। অর্থাৎ ছোটবেলাতে পারিবারিক শিক্ষার কারনে তাদের পার্মানেন্ট ব্রেইন ড্যামেজ হয়েছে। এই ধরনের ধার্মিকতাকে মানসিক রোগ হিসাবেই দেখা উচিত। ধর্মভীরুতা ব্যাপারটাই একটা মানসিক রোগ।

তার মানে আমি বলছি না জীবন জিজ্ঞাসা বা আধ্যাত্মিক চিন্তার অবকাশ কোরানে নেই। কোরানেও বেশ ভাল কিছু চিন্তার আধার আছে যা তৎ কালীন কিছু বিজ্ঞ ঋষিরাই লিখে গেছেন। সেগুলো নিয়ে মুসলিমরা চর্চা করলে এবং খুশী থাকলে, নিশ্চয় ভাল ব্যাপার।

লীনা রহমান এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:৩৯ অপরাহ্ণ
@বিপ্লব পাল,

তার মানে আমি বলছি না জীবন জিজ্ঞাসা বা আধ্যাত্মিক চিন্তার অবকাশ কোরানে নেই। কোরানেও বেশ ভাল কিছু চিন্তার আধার আছে যা তৎ কালীন কিছু বিজ্ঞ ঋষিরাই লিখে গেছেন।

কুরানে এত আপত্তিকর আয়াত আছে যে সেই গ্রন্থে চিন্তার খো রাক বিশেষভাবে খোঁজার কোন অবকাশ আমি রাখিনা। এটা আমার ব্যক্তিগত মত।

তুহিন তালুকদার এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১২:০৫ অপরাহ্ণ
@লীনা রহমান,

কুরানে এত আপত্তিকর আয়াত আছে যে সেই গ্রন্থে চিন্তার খোরাক বিশেষভাবে খোঁজার কোন অবকাশ আমি রাখিনা। এটা আমার ব্যক্তিগত মত।

এই ব্যাপারে এই পোস্টটি পড়ে দেখতে পারেন।
পড়ে ভালো লাগলে পুরো সিরিজটিই পড়ে দেখতে পারেন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ২:৩৪ অপরাহ্ণ
@তুহিন তালুকদার,

ধন্যবাদ। ধর্মকারীর এই সিরিজটি অ-সা-ধা-র-ণ।

লীনা রহমান এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:১২ অপরাহ্ণ

@তুহিন তালুকদার, আমি ধর্মকারীর নিয়মিত একজন পাঠক। আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে যেই দুইটা জিনিসের জন্য কাইন্দা মরি সেগুলা হইল মুক্তমনা আর ধর্মকারী। ধর্মকারী তো সেইরকম জায়গা।আমার অতিইইইইইইইইই প্রিয়। 😄

এখন বুঝছেন বুড়া বয়সে হজ্ব আমার জন্য কেন ফরজ ??? 😆

14. 14

আদিল মাহমুদ

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৭:৫৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানে বিজ্ঞান আবিষ্কার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমি আজকাল ক্লান্ত বোধ করি। তাই এখন চিন্তা করছি একই কায়দায় লালন গীতি রবীন্দ্র সংগীতেও বিজ্ঞান আবিষ্কারের প্রজেক্ট নিয়ে মাঠে নামব।

কোরানের অনেক আয়াতই রূপক যার মানে আল্লাহ ছারা কেই জানেন না কথাটা প্রায়ই শুনি, একটি আয়াতও আছে এ নিয়ে। সেটা হতে পারে। তবে কোন আয়াত রূপক কোন আয়াত রূপক না তা বোঝার কি উপায়? কোরানে তো তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। এর জবাব কি হতে পারে? আল্লাহ ইচ্ছে করে এত বড় একটা কনফিউশন কেন রেখে দিলেন? আমি আদম হাওয়া, নূহ নবীর বয়স, মেরাজের কাহিনী রূপক দাবী করতে পারি না?

কোরানের অমুক আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে , আপনাআপনিই বাতিল হয়ে গেছে এমন আজকাল প্রায়ই শুনি। যদিও এমন যুক্তি মনে হয় কোরানের মূল স্পিরিটের সাথে পরিপন্থি। কোরানের সব আয়াত নাকি সব যুগের সব মানুষের জন্য অবশ্যই পালনীয়। তার সাথে এই বাতিল হওয়া কিভাবে মেলানো যায়? মেলানো যায় কেবল মাত্র একভাবে যদি কোরানেই আল্লাহ বলে দিতেন যে এই এই আয়াত বাতিল করে দেওয়া হল কোন বিশেষ কারনে। আল্লাহ হয়ত ট্রায়াল এরোর করে দেখছিলেন তা হতে পারে, হয়ত নিজেই বুঝতে পারেননি যে আগের নির্দেশনায় সমস্যা ছিল। কিছু আয়াত আছে যেগুলি কেবল নবীজির জন্য নাজিল হয়েছে সেগুলি বাদে আর কোন আয়াত বাতিল তা মানুষের সাহায্য না নিয়ে কেবল কোরান থেকে কিভাবে জানা সম্ভব? এই ইচ্ছেমত বাতিল করাকে খোদার উপর খোদগারি করা বলা যেতে পারে না?

জাকির নায়েক দেখলাম দাসীর সাথে সেক্স করা বিষয়ক আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবেও এই আয়াত আজকের দিনে আর কার্যকরি নেই বলে মত দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, এটা কি কোরান পড়ে উনি জেনেছেন, নাকি কাফের নাসারারা দাস প্রথা খারাপ সেই ধারনা প্রথম আনার কারনেই জানতে পেরেছেন? এত বড় অমানবিক ব্যাপার কোরানে কেন সরাসরি বাতিল না করে তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এর জবাব কি? আল্লাহ মানুষের ভরসায় ছিলেন যে তারা আরো ১০০০ বছর পর এই আয়াত বাতিল তা সিদ্ধান্ত নেবে? কোরানের মহাত্ম তাহলে আমি কিভাবে বুঝি ?

মুশকিল হল এতদিন বলপূর্বক চেপে রেখে, জোড়াতালি দিয়ে কেবল নিজের দাবীর পক্ষেই যায় এসব এক তরফা প্রচার করা যাচ্ছিল। ইন্টারনেট আসার পর এতে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এসেছে। পাল্লা দিতে বাড়াতে হবে উদ্ভট যুক্তি, কোরানে বিজ্ঞান আবিষ্কার। এখন তাই জ্বীনেরও পার্টিক্যাল ফিজিক্স ব্যাখ্যা হাজির হচ্ছে।

তুহিন তালুকদার এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ৯:৫০ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

জাকির নায়েক দেখলাম দাসীর সাথে সেক্স করা বিষয়ক আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবেও এই আয়াত আজকের দিনে আর কার্যকরি নেই বলে মত দিয়েছেন।

কোরানের আয়াতের কার্যকারিতা নির্ধারনের দায়িত্ব বা অধিকার তাঁকে কে দিলেন? কোরানের আয়াত দিয়েই তো এই ব্যাক্তির ভবলীলা সাঙ্গ করিয়ে দেওয়া সম্ভব।

আছেন কোন মুমিন মুসল্লী ভাই, যে এই গুরু দায়িত্ব হাতে নেবেন?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:২২ অপরাহ্ণ
@তুহিন তালুকদার,

সেটাই তো আমার কথা।

খোদার উপর খোদগারি করার এই রাইট তাদের দিল কে? এনাদের কল্লা চেয়ে কেন ফতোয়া দেওয়া হয় না ?

আকাশ মালিক এর জবাব:

নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৩:৩৮ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

জাকির নায়েক দেখলাম দাসীর সাথে সেক্স করা বিষয়ক আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবেও এই আয়াত আজকের দিনে আর কার্যকরি নেই বলে মত দিয়েছেন।

একজন মানুষ আপনাকে এত করে ব্যাখ্যা করলো যে , ইসলামের দাসপ্রথাই বিবর্তনের পথ ধরে দাসত্ব থেকে চাকুরি হয়েছে। জ্বীনের অস্থিত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখালেও আপনি মানেন না , ব্যাপারটা কী সাহেব?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৫:০০ পূর্বাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

ঈমান কম বলে কথা।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৩:২৫ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

কোরানে বিজ্ঞান আবিষ্কার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমি আজকাল ক্লান্ত বোধ করি। তাই এখন চিন্তা করছি একই কায়দায় লালন গীতি রবীন্দ্র সংগীতেও বিজ্ঞান আবিষ্কারের প্রজেক্ট নিয়ে মাঠে নামব।

আমি ইতিমধ্যে তা শুরু করে দিয়েছি। লালনের এক বিখ্যাত গানের মধ্যে ব্যাপক বিজ্ঞান আবিষ্কার করে বিকট বিস্ময়ে নিজেকে বিপন্ন করে তুললাম । “চাঁদের সাথে চাঁদ লেগেছে” গানটি নিশ্চয় শুনেছেন, কিন্তু এর মধ্যকার বিজ্ঞান ধরার হিম্মত কয়জন মানুষের হয় ?

লালন মারা গেছেন ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর। দেখেন কত আগে, এমনকি কোরানেও পাবার আগে এখানে তিনি অতি স্পষ্টভাবে, দ্ব্যার্থহীন ভাষায় সময়ের আপেক্ষিকতার কথা , টাইম মেশিন যেগুলো নিয়ে আমরা আজকের যুগে ভাবতে পারছি তার কথা বলেছেন। চাঁদের সাথে চাঁদ লাগার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বুঝতে হলে সম্ভবত আমাদের ভবিষ্যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে তাকাতে হবে, হতে পারে এটি রুপক :-/ । গানটি হল -

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
আমরা ভেবে করব কি।
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম;
তারে তোমরা বলবে কে।
৬ মাসের এক কন্যা ছিল
৯ মাসে তার গর্ভ হল;
১১ মাসে তিনটি সন্তান
কোনটা করবে ফকিরি?
ফকির লালন ভেবে বলে:
ছেলে মরে মাকে ছুঁলে,
আবার এই কয় কথার অর্থ নৈলে
তার হবে না ফকিরি ..
গানটি শুনি --

গানটি লালনের রচিত নাকি অন্য কেউ এটি তাঁর উপর নাজিল করেছে তা নিয়ে রয়েছে অনেক বিতর্ক(সত্যিই বিতর্ক রয়েছে)।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৪:০১ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

সম্পূর্ন একমত।

খর বায়ু বয় বেগে- এই সামান্য কটি কথার মাঝে কবিগুরু সেই যুগেই বিজ্ঞানের কত গুঢ় তত্ত্ব , ভবিষ্যতবানী করে গেছিলেন তা ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

এখানে আসলে উইন্ড পাওয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উতপাদনের কথা উনি বলে গেছেন। আজ আমরা আধুনিক কালের গবেষনায় জানতে পেরেছি যে বায়ু কেবল মাত্র বেগে বইলেই তা থেকে বিদ্যুৎ উতপাদন সম্ভব, নইলে নয়। সে আমলে উনি উইন্ড মিলের সাহায্যে বিদ্যুৎ কিভাবে চিন্তা করলেন?

এছাড়া খর শব্দটির সংস্কৃত আদিমূলে (রেফারেন্সঃ আচার্য নাস্তিকারত্ম গবেষক গবচন্দ্র মহারাজের অনুবাদ) দেখতে পাবেন যে খর এর অর্থ হল এসিড। কবিগুরুর আমলে বাতাসে এসিড রেইনের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারেনি। অথচ আজ শিল্পান্নয়নের ফলে বিশ্ব এই এসিড রেইন থেকে কি মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মূখীন।

কবিগুরু কি ভাবে ১০০ বছর আগে এসব জানলেন? অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া আমি তো আর কোন ব্যাখ্যা পাই না।

এরপর ধরেন **জল পড়ে পাতা নড়ে** - আপাত চোখে নি নিরীক অর্থহীন শিশুতোষ ছড়া। কিন্তু সামান্য ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে এর মাঝে আধুনিক এপ্লাইড সা য়েন্সের কি গুঢ় ইংগিত উনি দিয়ে গেছেন। আমার তো পরিষ্কার মনে হয় যে এখানে উনি জলের শক্তির ইঙ্গিত করেছেন। জল পড়ে পাতা কেন নড়বে? জলের শক্তি আছে বলেই তো, নাকি? অর্থাৎ, এই ছড়ায় উনি হাইড্রো পাওয়ারের কথা বলে গেছেন।
দুঃখের বিষয় হল আমরা অলস বাংগালৈ জাতি এসব বুঝে বুঝে পড়লাম না, গবেষনা করলাম না, অথচ আজ ভারতীয়রা তার এসব ছড়া থেকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে কত এগিয়ে গেছে। এমনকি আমাদেরই ফারাক্কা টিপাইমুখ এসব বানিয়ে হুমকির দিচ্ছে 😟 ।

আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে।

রৌরব এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৫:০৭ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

এই ছড়ায় **উনি** হাইড্রো পাওয়ারের কথা বলে গেছেন।

উনি? উনি কে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত এই বৈজ্ঞানিক মহামন্ত্রের যাবতীয় কৃতিত্ব চুরি করবার অপচেষ্টা রবীন্দ্রীয়ানী ঠাকুর-ফেকদেরই শোভা পায়। এখনও সময় আছে, তওবা পড়ে ঠাকুর-ফেকি ছেড়ে দিয়ে "ঈশ্বর"-এর চরণে আত্ম-সমর্পণ করুন।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:৩১ পূর্বাহ্ণ
@রৌরব,

এই হল আপনাদের দোষ। আগেই জানতাম যে পাক পবিত্র ছড়ায় বিজ্ঞান আবিষ্কার আপনারা নাস্তিক মুশরিকেরা সহজভাবে নিতে পারবেন না , নানান ছলছুতা বের করে ঈমান্দারদের বেপথে নেবার চেষ্টা করবেন।

আপনাদের জন্য ভয়াবহ পরিনতি অপেক্ষা করছে। এত প্রমান দেখানোর পরেও যদি অস্বীকার করেন তো আর কি বলব?

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, সৈকত চৌধুরী,

আপনাদের দুজনের রাবীন্দ্রিক ও লালনীক রুপক সৃস্টির ইতিহাসের এই প্রজেক্টটির সাফল্য কামনা করছি। আশা করছি এই প্রজেক্ট ভবিষ্যতে আমাদের জন্য ব্যাপক বিনোদনের উৎস হবে। ওফ, কোরানিক রুপকের বিনোদন নিতে নিতে ইতিমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি।

লীনা রহমান এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:৩১ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, @রৌরব

দূঃখের বিষয় হল আমরা অলস বাংগালৈ জাতি এসব বুঝে বুঝে পড়লাম না , গবেষনা করলাম না, অথচ আজ ভারতীয়রা তার এসব ছড়া থেকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে কত এগিয়ে গেছে। এমনকি আমাদেরই ফারাক্কা টিপাইমুখ এসব বানিয়ে হুমকির দিচ্ছে

উনি? উনি কে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত এই বৈজ্ঞানিক মহামন্ত্রের যাবতীয় কৃতিত্ব চুরি করবার অপচেষ্টা রবীন্দ্রীয়ানী ঠাকুর-ফেকদেরই শোভা পায়। এখনও সময় আছে, তওবা পড়ে ঠাকুর-ফেকি ছেড়ে দিয়ে "ঈশ্বর"-এর চরণে আত্ম-সমর্পণ করুন।

এই হল আপনাদের দোষ। আগেই জানতাম যে পাক পবিত্র ছড়ায় বিজ্ঞান আবিষ্কার আপনারা নাস্তিক মুশরিকেরা সহজভাবে নিতে পারবেন না , নানান ছলছুতা বের করে ঈমান্দারদের বেপথে নেবার চেষ্টা করবেন।

আপনাদের জন্য ভয়াবহ পরিনতি অপেক্ষা করছে। এত প্রমান দেখানোর পরেও যদি অস্বীকার করেন তো আর কি বলব?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:৪৬ পূর্বাহ্ণ

@লীনা রহমান,

দেখেন সাম্রাজ্যবাদের পেইড এজেন্ট রৌরব আমার মূল যুক্তিতে কিন্তু বিন্দুমাত্রও ফাঁক বের করতে পারেননি। সেটা না পেরে উনি কি সব ঈশ্বর ফিশ্বর টেনে ত্যাঁনা প্যাঁচাতে চাইছেন। আরে এত জ্ঞানী হলে ভূয়া নাম ছেড়ে আসল নামে আমার যুক্তির কাউন্টার দিন না দেখি ?

এসব বেনামী ফেক নামধারীদের দৌড় জানা আছে। এদের পার্শ্ববর্তি একটি রাষ্ট্র নিয়োগ দিয়েছে একটি বিশেষ সাহিত্যের ধারাকে প্রমোট করার জন্য। পেছনে আছে আরো বড় শক্তি। এদের সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

রৌরব এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:২৮ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

সাবধান। আমরা "ঈশ্বর"-বিশ্বাসীরা শান্তিতে বিশ্বাস করি, কিন্তু "ঈশ্বর"-এর অপমান হলে কিন্তু ঘাড়ে মাথা রাখব না। আপনার জন্য পরকালে কি অপেক্ষা করছে আশা করি জানেন। কবরে আপনার

দুঘাড়ের ওপর বসে টাকমাথা পৈতে পরা দুই পুরোহিত অনবরত জিজ্ঞেস করবে "বল্ বেটা জল পড়ে পাতা নড়ে কার লেখা", আপনি কিছুতেই সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না , আর না পারলেই আপনার মুখে তাজা তাজা গোবর ঠেসে দেয়া হবে।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৭, ২০১০ at ৩:৪১ পূর্বাহ্ণ
@রৌরব,

পরবর্তি অধ্যায়ে "পাখী পাকা পেপে খায়" এ বাক্যের অভ্যন্তরের জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হবে।

আপনার পরকাল বিষয়ক জ্ঞান একেবারেই শূন্য বুঝলাম। ইশ্বর চন্দ্র ভক্তদের ফিক সাইট পড়া বিদ্যা আর কতদুর হবে? পৈতে পরা পুরোহিত ঠিকই আছে, তবে তারা জিজ্ঞাসা প্রথম সওয়াল জবাব শুরু করবে এই "পাখী পাকা পেপে খায়" থেকেই।

ক্রান্তিলগ্ন এর জবাব:
নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৬:০৬ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, "আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা......।।" এটা ১০০% বৈজ্ঞানিক একটা লাইন। ফুল তুলে মানুষ কি করে? প্রথমেই ব্যাবচ্ছেদ করে, অমরাবিন্যাস খেয়াল করে, দল কয়টা, বৃতি কয়টা গোনে, মাল্ভেসি না সোলানেসি পরীক্ষা করে।

Another research of mine -
http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=10150307742805154#!/note.php?note_id=10150307742805154
মানুষ facebook এ যে স্ট্যাটাস দেয়, সেটাও বৈজ্ঞানিক।

ক্রান্তিলগ্ন এর জবাব:
নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৫:৩৯ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

15. 15

আলী রেজা

নভেম্বর ১৪, ২০১০ সময়: ৯:১১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

"কোরান যখন সুর করে পড়া হয় তখন তা বিশ্বাসীদের আবেগে সুড়সুড়ি দেয় তাই তারা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। কোরানের সুরে ইচ্ছে করলে আরবি গালিও পাঠ করা সম্ভব "
এই উদ্ধৃতিটা শতভাগ খাঁটি। একটা ঘটনার উল্লেখ করি, আমাকে একবার ছোট্ট একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়ে মুনাজাত পরিচালনা করতে হয়, তো আমি মুনাজাতের দোয়া সুরা এগুলো অচর্চার কারণে অধিকাংশ ভুলে গিয়েছিলাম, বোধের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসেছে: বিশ্বাসের চাইতে যুক্তি বড় , তো এই অবস্থায় একটা আরবী গালী মনে পড়ে গেল যেটা আমাকে আমার এক সৌদী প্রবাসী আত্মীয় শিখিয়েছিলেন তা এরকমঃ আনা উদখুলুল হাফসী ফি উম্মিক, আনা নিক উম্মি আনতি; কুসুমমুক। মুনাজাতের শেষাংশে এটা জোর দিয়ে পড়লাম , এর মধ্যে কয়েকজন আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ; এই তরুন বয়সেও ধর্ম-কর্ম বজায় রেখেছে ইত্যাদি..। সে যাই হোক অই আরবীর প্রথম অংশটার মানে ছিল: তোর ...জননীরে.... চু......, পরের গুলো আরো খারাপ। 😀
এরকম আরো যুক্তিপুর্ণ লেখা চাই।

ভবঘুরে এর জবাব:
নভেম্বর ১৪, ২০১০ at ১১:২৯ অপরাহ্ণ
@আলী রেজা,
জব্বর মন্তব্য করেছেন ভাই। আপনার মন্তব্য পড়ে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গেছে।

আকাশ মালিক এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৩:১৮ পূর্বাহ্ণ
@আলী রেজা,

আনা উদখুলুল হাফসী ফি উম্মিক

নায়ুজুবিল্লাহি মিন জা-লিক

আনা নিক উম্মি আনতি; কুসুমমুক

সুম্মুউন বুকমুন উময়ুন (আপনাকে নয়)
ফাহুম লা-ইয়ারজিয়ুন
(They are deaf, dumb and blind. They will not return to truth)

হোরাস এর জবাব:
নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ১০:১৯ পূর্বাহ্ণ
@আলী রেজা, নিক শব্দটার অর্থ কি? এটাই নাকি নায়েক শব্দের রুট? তাইলে জাকির নায়েকের নামের অর্থটা কি দাড়ায়?

লীনা রহমান এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@আলী রেজা,

আনা উদখুলুল হাফসী ফি উম্মিক, আনা নিক উম্মি আনতি; কুসুমমুক। মুনাজাতের শেষাংশে এটা জোর দিয়ে পড়লাম, এর মধ্যে কয়েকজন আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ; এই তরুন বয়সেও ধর্ম-কর্ম বজায় রেখেছে ইত্যাদি..। সে যাই হোক অই আরবীর প্রথম অংশটার মানে ছিল: তোর ...জননীরে.... চু......, পরের গুলো আরো খারাপ।

মুখস্থ করে রাখলাম, কাজে লাগতে পারে

16. 16

সিদ্ধার্থ
নভেম্বর ১৫, ২০১০ সময়: ১:২০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

খুব ভাল লাগল সৈকত ভাই।
আমার কাছে সবচেয়ে মজাদার যুক্তি মনে হয় এ যুক্তিটাকেঃ
মোহাম্মদ বলেছেন কোরান সঠিক, কোরান বলেছে আল্লাহ সঠিক, আল্লাহ বলেছেন মুহাম্মদ সঠিক।

17. 17

নির্ধর্মী

নভেম্বর ১৫, ২০১০ সময়: ২:৩৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

পুরো লেখাটাই চমৎকার, যুক্তিযুক্ত।
কিন্তু হায়! ধার্মিকে না শোনে যুক্তির কাহিনী।
যুক্তি মানলে আল্লাহর দুনিয়ায় ধর্মবিশ্বাসী বলে কোনও প্রাণী থাকতো না।

> লালন শাহ, আব্দুল করিম এঁরা এমন অনেক কিছু রচনা করে গেছেন যেগুলো কোরানের যেকোনো আয়াতের চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও মানবিক।

সেটাই।

অন্ধ আরবিভক্তি প্রসঙ্গে একটা আইডিয়া মাথায় এলো: আরবীয় রসময় গুপ্তের যে কোনও একটি বইয়ের রগরগে বর্ণনাসমৃদ্ধ ছবিহীন একটি পাতা ছিঁড়ে লোকসমক্ষে ফেলে রেখে তাদের আচরণ হিডেন ক্যামেরায় তোলা যেতে পারে 😛

লীনা রহমান এর জবাব:

নভেম্বর ১৫, ২০১০ at ৯:৫১ অপরাহ্ণ

@নির্ধর্মী,

> অন্ধ আরবিভক্তি প্রসঙ্গে একটা আইডিয়া মাথায় এলো: আরবীয় রসময় গুপ্তের যে কোনও একটি বইয়ের রগরগে বর্ণনাসমৃদ্ধ ছবিহীন একটি পাতা ছিঁড়ে লোকসমক্ষে ফেলে রেখে তাদের আচরণ হিডেন ক্যামেরায় তোলা যেতে পারে

Theist এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:২৯ পূর্বাহ্ণ

@লীনা রহমান,

অন্ধ আরবিভক্তি প্রসঙ্গে একটা আইডিয়া মাথায় এলো: আরবীয় রসময় গুপ্তের যে কোনও একটি বইয়ের রগরগে বর্ণনাসমৃদ্ধ ছবিহীন একটি পাতা ছিঁড়ে লোকসমক্ষে ফেলে রেখে তাদের আচরণ হিডেন ক্যামেরায় তোলা যেতে পারে

18. 18

হোরাস

নভেম্বর ১৫, ২০১০ সময়: ১০:১৫ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

১। কোরান সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ। আজ পর্যন্ত কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয় নাই। সুতরাং এটা আল্লাহর রচিত।

কোরাণ হইল একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ। সে গ্রন্থে অসংখ্য ভুলের সাথে সাথে একই কথা অপ্রয়োজনীয় ভাবে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। একটা উদাহরণ দেই। চাঁদ, তারা এবং সূর্যকে মানুষের অনুগত এবং সেবা করার জন্য বানানো হয়েছে এই সিম্পল কথাটি কোরানে কমপক্ষে ৮ টি ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে। এতো গেলো একই শব্দ ব্যবহারের কথা। আর সমার্থক ভাবে আরও অন্য অনেক যায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই হইল অলৌকিক লেখকের আলৌকিক বইয়ের নমুনা।

শাকির:

7:54 .... and (He created) the sun and the moon and the stars, made subservient by His command;
13:02 .... and He made the sun and the moon subservient (to you);
14:33 .... And He has made subservient to you the sun and the moon pursuing their courses, and He has made subservient to you the night and the day.
16:12 ...... And He has made subservient for you the night and the day and the sun and the moon, and the stars are made subservient by His commandment;
29:61 .....And if you ask them, Who created the heavens and the earth and made the sun and the moon subservient, they will certainly say, Allah. Whence are they then

turned away?
31:29 …… and He has made the sun and the moon subservient (to you);
35:13 …… and He causes the day to enter in upon the night, and He has made subservient (to you) the sun and the moon;
39:05 …. He makes the night cover the day and makes the day overtake the night, and He has made the sun and the moon subservient
মুক্তমনায় পোস্ট প্রইয়তে নেয়ার অপশন নাই ? থাকলে ভালো হতো।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৭, ২০১০ at ১:০৪ পূর্বাহ্ণ
@হোরাস,

চাঁদ, তারা এবং সূর্যকে মানুষের অনুগত এবং সেবা করার জন্য বানানো হয়েছে এই সিম্পল কথাটি কোরানে কমপক্ষে ৮ টি ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে।

আগে এক লেখায় মন্তব্যে বলেছিলাম, কোরানে নাকি ৮২ বার নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতবার বলার প্রয়োজনটা কি ছিল? আল্লায় তো একবার বললেই হত, তাই না?

ডিজিটাল আসলাম এর জবাব:
নভেম্বর ২৩, ২০১০ at ৩:৫২ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

আগে এক লেখায় মন্তব্যে বলেছিলাম, কোরানে নাকি ৮২ বার নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতবার বলার প্রয়োজনটা কি ছিল? আল্লায় তো একবার বললেই হত, তাই না?

ভাইরে, কোন জিনিস একবার করলে তো আল্লার সাধ মেটে না। মানব বাগান করতে গিয়েই একটার পিছন দিয়ে আর একটা বের করেছে! এখনও করছে। (অন্নান্য প্রাণীর কথা বাদই দিলাম)।
এক আদমে পুসায় নাই, সব আদম এক সাথেও বানায়নাই।
ভাবতে খারাপ বোঝা গেলেও কথা কিন্তু ভুল না। :-/

19. 19

গোলাপ

নভেম্বর ১৫, ২০১০ সময়: ১২:২৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@সৈকত চৌধুরী,
অসাধারন!

20. 20

অভিজিৎ

নভেম্বর ১৫, ২০১০ সময়: ৭:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সৈকত, ভাল একটা লেখা। তোমার লেখাগুলো সংকলিত করে রাখার সময় হয়েছে। এরকম আরো কয়েকটা পিস নামায় ফেললেই সংকলন করার মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে যাবে!

একটা পয়েন্ট আরো কিছুটা ইলাবোরেট করতে পার।

৮। মুহাম্মদ এতই সৎ ছিলেন যে কাফিরেরা পর্যন্ত থাকে আল -আমিন বা বিশ্বাসী বলত।

যদিও আল-আমিন বলতে সধারণভাবে বিশ্বাসী বলে বহুলভাবে প্রচারিত, এবং সেই মোতাবেক ধরে নেয়া হয় যে সেই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ইত্যাদি (কাজেই তিনি কেন কোরাণ বা এ ধরণের কিছু নিয়ে অযথা মিথ্যাচার করবেন) , কিন্তু সত্যই কি উপাধিটা তাই ছিলো?

আমিন মানে সম্ভবত ব্যবসায়ী ধরণের কিছু , যারা অর্থ লগ্নি বিশ্বস্ততার সাথে সমাপন করতো। অনেকটা 'ট্রাস্টি' ধরণের কিছু। স্কুল ট্রস্টি , নগর ট্রাস্টি এই ধরণের শব্দের সাথে আমরা পরিচিত। আরবীতে ওটা সম্ভবতঃ সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

আমীন -এল- মক্তবা - মানে মক্তবের ট্রাস্টি
আমীন -এল- সর্তা - মানে পুলিশের ট্রাস্টি ইত্যাদি।
জয়নবের স্বামী আব্দুল আ'স এর উপাধিও ছিলো *আমীন*। কিন্তু সেটা আব্দুল আ'স কত সৎ বা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন সেজন্য নয়, উপাধি আমীন ছিল, কারণ তিনি মানুষের কাছ থেকে দ্রব্য নিয়ে

অন্যের কাছে বিক্রয় করতেন তাদের হয়ে। এটা একটা পেশা। সততার সাথে কোন সম্পর্ক সম্ভবত নেই (মুক্তমনার আরবী জানা সদস্যরা ভাল বলতে পারবেন অবশ্য)।
মুহম্মদ আব্দুল আ'সকে দিয়ে জোর করে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে কি ভাবে বিয়ে করেছিলেনন তা ইতিহাসে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কীভাবে মুহম্মদ হাফসাকে মিথ্যে কথা বলে ওমরের বাড়ি পাঠিয়ে ক্রীত দাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন (এখানে দেখুন)। এগুলো সত্যবাদিতার সাথে কোন সম্পর্ক তুলে ধরে কি ?

*গোলাপ*এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১০:২২ পূর্বাহ্ণ

মুহাম্মদ এতই সৎ ছিলেন যে কাফিরেরা পর্যন্ত থাকে আল -আমিন বা বিশ্বাসী বলত।

মুহাম্মাদ সৎ এবং বিশ্বাসী হলে তার পরিবারের লোকেরাই সবার আগে তার কথাকে বিশ্বাস করে ইসলাম গ্রহন করতো। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তার পরিবারের একমাত্র চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তার পোষ্য ৯ বছর বয়েসী আলী ইবনে আবু তালিব , এবং স্ত্রী খাদিজা ছাড়া তার আর কোন পরিবার সদস্যই তার কথা বিশ্বাস তো করেনই নাই, বরং সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। রাতের অন্ধকারে বানিজ্য ফেরৎ কুরাইশ কাফেলার উপর হামলা করে তাদের মালামাল লুন্ঠন, আরোহীদের খুন করা এবং ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবী (সোজা ভাষায় ডকাতি/সন্ত্রাস) কোন সৎ লোকের কার্য্য হতে পারে না।মুহাম্মাদের এমনি অত্যচারে অতিষ্ঠ কুরাইশরা বানিজ্য ফেরৎ আবু সুফিয়ানের মালামাল রক্ষার্তে (মুহাম্মাদ তাকে পথিমধ্যে এ্যটাক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবৎ তার ৩ মাস আগে (ডিসেম্বর, ৬২৩) তার সাঙ্গরা “নাখালায়” অনুরুপ হামলায় এক কুরাইশকে খুন (সর্ব প্রথম খুনের দৃষ্টান্ত স্থাপন , এর আগে কুরাইশরা কোন মুসল্যানকে কখনো খুন করেছে বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমান ইতিহাসে নাই) কুরাইশ ও মুস্লমানদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ (বদর যুদ্ধ - মার্চ, ৬২৪) হয় সেখানে মুহাম্মদের নিজস্ব পরিবারের যে সকল সদস্য তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন করেন তারা হলেনঃ

১) আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব - নিজের চাচা
২) তালিব ইবনে আবু তালিব (আলীর ভাই , মুহাম্মাদের চাচাত ভাই)
৩) আকিল ইবনে আবু তালিব (আলীর আরেক ভাই)
৪) নওফল ইবনে আল-হারিথ বিন আব্দুল মুত্তালেব(আরেক চাচাত ভাই)
৫) আবু আল-আস ইবনে আল রাব্বি (জামাই, মেয়ে জয়নাবের স্বামী)
৬) আবু লাহাব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (আরেক চাচা) - নিজে অংশ গ্রহন করতে পারেন নাই, তার নিজস্ব লোক পাঠায়েছিলেন।

আল-আব্বাস, আকিল, নওফল এবং আবু আল-আস বন্দী হন। মুক্তিপনের মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। (সুত্র -তাবারি, পৃঃ ১২৮৪-১৩৫১)।

ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মাদ বহু বহু নৃশংস ঘটনা , মালামাল লুন্ঠন, ভুমি-দখল, সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যার (assassination) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশীদার। ওহুদ এবং খন্দক যুদ্ধ ছাড়া (সেটাও ছিল তার পূর্ববর্তী আক্রমনে অতিষ্ঠ কুরাইশদের পাল্টা আক্রমণ) সবখানে মুহাম্মাদের বাহিনীই ১ম হামলা করেছে (offensive), আক্রান্ত জনগোষ্ঠি করেছে তাদের জান মাল রক্ষার চেষ্টা (defensive). ইহুদীদের জান-মালের উপর নৃশংস হামলার ঘটনা (বনি কুরাইজা , বনি নাদির, বনি কুইনাকা, বনি মুত্তালিক, খাইবার ইত্যদি) অনেকই জানেন। যা অনেকেই জানেন না তেমনি একটি নৃশংস ঘটনার বর্ননা নিম্নরুপঃ

Wadi Al Qura
(Ramadan, A.H 6 (627- 628)
Umm Qirfah , her name was Fatimah binte Rabiah bin Badr. **Each of her legs was tied with a rope and then tied the ropes her between two camels until they split her in two**.
The story is as follows:
“According to Ibne Humayed < Salamah < Ibne Ishaq < Abdulla bin Abi Bakr, who said:
Messenger of God sent Zayd bin Harithah to Wadi Al Qura, where he encountered the banu Fazarah. Some of his companions were killed there and Zayd was carried away wounded from along the slain. One of those killed was Ward bin Amr, one of the banu Saad bin Hudhayam: he was killed by one of the banu Badr (b Fujaarah).When Zayd returned, he vowed than no washing (to cleanse him) from impurity should touch his head raided the Fazarah. After he recovered from his wounds, the messenger of God sent him with an army against banu Fazarah. He met them in Wadi Al Qura and inflicted casualties with them. Qays bin Al Musahhar al-Ya’muri killed Mas’adah bin Hakamah bin Malik bin Badr and took Umm Qirfah prisoner. (Her name was Fatimah binte Rabiah bin Badr. She was married to Malik bin Hudhayfah bin Badr. She was very old woman). He also took one of Umm Qirfah’s daughters and Abdallah bin Masadah prisoner. Zayd bin Harithah Qays to kill Umm Qirfah, and he killed her cruelly. He tied each of her legs with a rope and then tied the ropes to two camels, and they split her in two. Then they brought Umm Qirfah’s daughter and Abdallah bin Masadah to the Messenger of God. Umm Qirfah’s daughter belonged to Salamah bin Amr bin Al Akwa, who had taken her - she was a member of a distinguished family among her people: the Arabs used to say, “Had you been more powerful than Umm Qirfah, you could have done no more”.

The Messenger of God asked Salamah for her, and Salamah gave her to him. He then gave her to his maternal uncle, Hazen bin Abi Wahb, and she bore him ‘Abd Al Rahman bin Hazn”.

(Zayd bin Harithah - Mohammad’s adapted son).

Ref:
1. Al Tabari (839-923 CE) - “Tarikh Rasul Wal Muluq” - page 1556-1558
2. Al Waqidi (747-823 CE) in his book “ Kitab Al- Maghazi”, ed Marsden, London, 1966 - vol II, page number 564-65.
3. By Ibne Hisham (d 833 CE) ‘Sirat Rasul Allah -by Ibne Ishaq (704-768)
ed M al Saqqa et al, Cairo, 1936. vol IV, page 617-18,
- Translated by A. Guillaume page 664-65

মুহাম্মদকে নিয়ে আরো সমস্যার বিষয় হল তিনি মক্কা বিজয়ের পর সেখানে রাজার মতই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। প্রকাশ্যে তার নিন্দা করার মত সাহস কারো ছিল না।

শুধু নিন্দা নয়, তার কোন কাজের সমালোচনার কি পরিনতি তা হিজরতের বছর দুয়েকের তার আশে পাশের জনগুষ্টিরা হাড়ে হাড়ে জানতে পেরেছিলেন। ইহুদী কবি আবু আফাকের গুপ্ত হত্যার বর্ননা নিম্নরুপ (তার অপরাধ বদর যুদ্ধে মুহাম্মদের নৃশংসতার প্রতিবাদ)ঃ

Volume 5, Book 59, Number 369:
Narrated Jabir bin ‘Abdullah:
Allah’s Apostle said, “Who is willing to kill Ka’b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and His Apostle?” Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, “O Allah’s Apostle! Would you like that I kill him?” The Prophet said, “Yes,” Muhammad bin Maslama said, “Then allow me to say a (false) thing (i.e. to deceive Kab). “The Prophet said, “You may say it.” Then Muhammad bin Maslama went to Kab and said, “That man (i.e. Muhammad demands Sadaqa (i.e. Zakat) from us, and he has troubled us, and I have come to borrow something from you.” On that, Kab said, “By Allah, you will get tired of him!” Muhammad bin Maslama said, “Now as we have followed him, we do not want to leave him unless and until we see how his end is going to be. Now we want you to lend us a camel load or two of food.” (Some difference between narrators about a camel load or two.) Kab said, “Yes, (I will lend you), but you should mortgage something to me.” Muhammad bin Mas-lama and his companion said, “What do you want?” Ka’b replied, “Mortgage your women to me.” They said, “How can we mortgage our women to you

and you are the most handsome of the 'Arabs?" Ka'b said, "Then mortgage your sons to me." They said, "How can we mortgage our sons to you? Later they would be abused by the people's saying that so-and-so has been mortgaged for a camel load of food. That would cause us great disgrace, but we will mortgage our arms to you." Muhammad bin Maslama and his companion promised Kab that Muhammad would return to him. He came to Kab at night along with Kab's foster brother, Abu Na'ila. Kab invited them to come into his fort, and then he went down to them. His wife asked him, "Where are you going at this time?" Kab replied, "None but Muhammad bin Maslama and my (foster) brother Abu Na'ila have come." His wife said, "I hear a voice as if dropping blood is from him, Ka'b said. "They are none but my brother Muhammad bin Maslama and my foster brother Abu Naila. A generous man should respond to a call at night even if invited to be killed." Muhammad bin Maslama went with two men. (Some narrators mention the men as 'Abu bin Jabr. Al Harith bin Aus and Abbad bin Bishr). So Muhammad bin Maslama went in together with two men, and sail to them, "When Ka'b comes, I will touch his hair and smell it, and when you see that I have got hold of his head, strip him. I will let you smell his head." Kab bin Al-Ashraf came down to them wrapped in his clothes, and diffusing perfume. Muhammad bin Maslama said. " have never smelt a better scent than this. Ka'b replied. "I have got the best 'Arab women who know how to use the high class of perfume." Muhammad bin Maslama requested Ka'b "Will you allow me to smell your head?" Ka'b said, "Yes." Muhammad smelt it and made his companions smell it as well. Then he requested Ka'b again, "Will you let me (smell your head)?" Ka'b said, "Yes." When Muhammad got a strong hold of him, he said (to his companions), "Get at him!" So they killed him and went to the Prophet and informed him. (Abu Rafi) was killed after Ka'b bin Al-Ashraf."

References:

1. "Tarikh Rasul Wal Muluq" by Al Tabari (839-923 CE), page 1368-71

2. " Kitab Al- Maghazi" by Al Waqidi (747-823 CE), page 184-93

3. 'Sirat Rasul Allah by Ibne Ishaq (704-768 CE), compiled Ibne Hisham (d 833 CE) - Translated by A. Guillaume, page 548-55

4. Al Bukahri- as above

আবু আফাকের গুপ্তহত্যার বিষদ বর্ননা (বুখারি - Volume 5, Book 59, Number 371), আসমা বিনতে মারওয়ান (৫ সন্তানের মা) গুপ্তহত্যার
বিষদ বর্ননা (সুত্রঃ Ibne Hisham in his compilation of 'Sirat Rasul Allah by Ibne Ishaq"-

Translated by A. Guillaume, page 675-676) - কোনভাবেই প্রমান করে না যে সে একজন বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ন সাধুপুরুষের প্রতিক।
কুরানের "লেখক" আল্লাহ মুহাম্মদকে "সৃষ্টির শ্রেষ্ট মানব" খেতাবে ভুষিত করলে, লেখক সাহেবের সম্ভন্ধে সন্দেহ জাগতেই পারে।

*গোলাপ*এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১০:৩১ পূর্বাহ্ণ

সংশোধনঃ

ইহুদী কবি 'ক্বাব বিন আল-আশরাফের' গুপ্ত হত্যার বর্ননা

*রুশদি*এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১২:২৪ অপরাহ্ণ

@গোলাপ, ইসলামের অ্যাপোষ্টাটরা নির্লজ্জ এবং শিয়ালের ন্যায় ধূর্ত। তারা উপরোক্ত ঘটনার এন ব্যাখ্যা দিবে যে আপনার তখন মনে হবে,ঠিকই তো,তারা তো আল্লাহর দোস্তকে অমান্য করেছে,তাদের এই আল্লার দুনিয়ায় থাকার কোনও অধিকার নেই। দুঃখের বিষয় হলো আল্লার দুনিয়ায় আল্লার যাতায়াত শুধুমাত্র কিছু মসজিদে ও নিম্নবুদ্ধির মানুষদের মস্তিস্কে।

*লীনা রহমান*এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:১৬ অপরাহ্ণ

@রুশদি,

দুঃখের বিষয় হলো আল্লার দুনিয়ায় আল্লার যাতায়াত শুধুমাত্র কিছু মসজিদে ও নিম্নবুদ্ধির মানুষদের মস্তিস্কে।

গোলাপ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৯:০০ অপরাহ্ণ
@রুশদি,

তারা উপরোক্ত ঘটনার এন ব্যাখ্যা দিবে যে **আপনার তখন মনে হবে**,ঠিকই তো,তারা তো আল্লাহর দোস্তকে অমান্য করেছে,তাদের এই আল্লার দুনিয়ায় থাকার কোনও অধিকার নেই।

যখন এমন দু-একটি ঘটনার বিবরন জানতাম, অস্বীকার করবো না এক সময় আমি নিজেও ওমনটি মনে করে পরম ভক্তিভরে ধর্ম পালন করতাম এবং অপরকেও 'তাবলীগি' দাওয়াত দিতাম। বাধ সাধলো তখন যখন নিজের ধর্মটাকে গভীরভাবে Root থেকে জানার ও বুঝার চেষ্টায় ব্রতি হলাম। জানলাম এটা দু-একটি বিছন্ন ঘটনা নয়, বহু বহু ঘটনা - যার আসল উদ্দেশ্য হলো পার্থিব 'প্রাপ্তি'ঃ ক্ষমতা, জান (দাসী ও দাস) এবং মাল (সম্পদ) -under the banner of Religious deity.

ক্রান্তিলগ্ন এর জবাব:
নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@রুশদি, //দুঃখের বিষয় হলো আল্লার দুনিয়ায় আল্লার যাতায়াত শুধুমাত্র কিছু মসজিদে ও নিম্নবুদ্ধির মানুষদের মস্তিস্কে।//

//ঈশ্বর থাকেন ভদ্রপল্লীতে..................।// - *পদ্মা নদীর মাঝি।*

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৭:৩১ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

এসব নিয়ে কথা বলে আসলে তেমন লাভ নেই। যুক্তিতর্ক রেফারেন্স সবই বৃথা।

তাবারি ইবনে ইশাক এদের রেফারেন্স নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হবে। সহি হাদীসেও নাকি সব হাদীস ঠিক নয়। অন্য কথায় যা সরাসরি বলতে পারেন না তা হল যা কিছু নিজেদের পক্ষে যায় সেগুলি সঠিক আর বিপক্ষে যায় সেগুলি ভুল বা ষড়যন্ত্র।

*রুশদি*এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৭:৪৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, সেক্ষেত্রে এদের নিম্ণবুদ্ধির বলা আমার ঠিক হয়নি মনে হয়। ব্যাটারা শিয়ালের থেকেও চালাক।

*আদিল মাহমুদ*এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৮:১১ অপরাহ্ণ
@রুশদি,

তা জানি না; তবে পৃথিবী গোল বলে পূর্ব ও পশ্চীম যেদিকেই রওনা দেওয়া হোক না কেন এক যায়গায় যেমনি মেলে তেমনি বেশী চালাকি আর বেশী বোকামীও এক রকমই হয়।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনার আধুনিক ব্যাখ্যা ইসলামিষ্টদের থেকে যা শুনি তাতে আগে যা বলেছি তাতে কোন সংশয় থাকে না। আপত্তিকর হাদীস সে সহি হাদীস থেকে কোট করা হলেও তা গ্রহনযোগ্য নয়। তবে নিজেদের দাবির পক্ষে যেখানে যেইই লিখে থাকুক না কেন তা হয় প্রামান্য দলিল।

*গোলাপ*এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১১:০৬ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

আপত্তিকর হাদীস সে সহি হাদীস থেকে কোট করা হলেও তা গ্রহনযোগ্য নয়। তবে নিজেদের দাবির পক্ষে যেখানে যেইই লিখে থাকুক না কেন তা হয় প্রামান্য দলিল।

সহমত।
কিছু লোককে আপনি কখনোই convince করতে পারবেন না।তারা তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও ধারনাকেই আঁকড়ে থাকবে।
এসব নিয়ে কথা বলে আসলে তেমন লাভ নেই। যুক্তিতর্ক রেফারেন্স সবই বৃথা।

সহমত নই!
যুক্তিতর্ক ও রেফারেন্স সহ এসব নিয়ে বেশী বেশী কথা বলার ও লিখার অবশ্যই দ রকার আছে, এতে ওনেক লাভ। আমাদের যাবতিয় জ্ঞান ও শিক্ষা কোন না কোন উৎস থেকে সংগ্রিহিত। অন্ধ বিশ্বাস বিরোধী এরুপ তথ্যের আদান-প্রদান বন্ধ হলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো "মৌলবাদী" শিক্ষা, আর যার ব্যপ্তি আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশাল পরিষরে মানুষকে আবদ্ধ রা খার ব্রতে ব্রতী। অত্যন্ত শক্তিশালী একটি Institution যা ৬ হাজারের ও অধিক সময় ধরে চলে আসছে। আমি মুক্তমনার অনেক পুরনো পাঠক, এখান থেকে অনেক অনেক কিছু শিখেছি , এখনো শিক্ষছি।
অভিজিৎ, অপার্থিব, আকাশ মালিক, আবুল কাছেম, ভবঘুরে, সৈকত- এমনি বহু লেখকের লিখা থেকে অনেক কিছু পাঠকেরা জানতে পারছে। , বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের অনেকেই এ ব্যপারে সোচ্চার হচ্ছেন। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলা ইন্টার-নেট প্রযুক্তিতে অনেক সহজ হয়েছে , বেনামে হলেও নিজস্ব ভাবনা অপরকে জানাতে পারছি (মুন্ডপাত হওয়ার সম্ভবনা অনেকটাই কমে গিয়েছে, যদিও সম্ভবনা এখনো প্রবল)। এ সুযোগটা হেলায় হারানো উচিৎ নয়। পরিবর্তন আসছে , আমি আশাবাদী।
তবে সময় লাগবে। হাজার হাজার বছর ব্যাপি প্রতিষ্ঠিত ব্যাবস্হার 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার' ভাঙ্গা সহজ নয়।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৮, ২০১০ at ১২:৩৯ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনার কথা ঠিক। যুক্তিতর্কে অবশ্যই ধীরে ধীরে হলেও অনেকেরই ভুল ভাংগবে। তবে সবার এক সাথে এই পরিবর্তন হবে তা আশা করা যায় না।

এক শ্রেনীর লোকের জন্য এই হার খুবই ধীর বা শূন্য , আমি তাদের কথাই বলেছিলাম। তাদের যেকোন ভাবে বোঝালেও কোন লাভ হবে না। বাংগলা বিভিন্ন ব্লগে গেলেও বোঝা যায় যে আজকাল মানুষ ধর্ম বিষয়ে অনেক যুক্তিপূর্ন চিন্তা ভাবনা করে। আগের মত মোল্লা আলেমে কি বলল আর কোন বড়পীর বাবারা কি বই লিখে গেল সেসব চোখ বুঁজে বিশ্বাস করে ফেলার দিন প্রায় শেষ। এ ধরনের এত লোক যে আছে তা নিশ্চিত ভাবেই রিয়েল লাইফে বোঝা যায় না। কারন রিয়েল লাইফে এসব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার বা তর্ক করার পরিবেশ নেই।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৮, ২০১০ at ১২:২৬ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রয়োজনীয় ও সুন্দর মন্তব্যের জন্য।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৭, ২০১০ at ১১:১৪ পূর্বাহ্ণ
@অভিজিৎ,

কিন্তু সত্যই কি উপাধিটা তাই ছিলো?

এ অংশটা লেখায় বাদ পড়ে গেছে।

সততা মানুষের সহজাত গুণ। সততার জন্য কাউকে “বিশ্বাসী” উপাধি দিতে হবে কেন? এরকম নজির আর কি কোথাও আছে? সততার জন্য যদি বিশ্বাসী উপাধি দিতে হয় তবে বর্তমানে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা এগুলোর কর্মকর্তাদের দিতে হবে। এছাড়া আমি আমার আশে-পাশে যাদেরই দেখছি সবাই সৎ, আমি যদি তাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা আমানত রাখি তবে আমি নিশ্চিত যে তারা তা খিয়ানত করবেন না। আমানতদারিকে মুহাম্মদের বড় গুণ বলা হয়। একজনকে মন্তব্য করতে দেখলাম-

Apart from this original linguistic meaning of “amin”, it has been often used in Arabic language and culture to mean **a public position**, as public positions are supposed to be occupied by honest, trusted or faithful people. In many Arab countries, a cashier is called AMIN AL-SANDOQ, a civil status registrar is called AMIN ASSIJLL AL-MADANI, a warehouse keeper is called AMIN AL-MOSTAWDA’A…ect…etc.
In today’s Libya, even a minister is called AMIN. So, Minister of Foreign affair in Libya is called AMIN AL-KHARIJYAH.

21. 21

bisam

নভেম্বর ১৬, ২০১০ সময়: ২:৫৩ অপরাহ্ণলিঙ্ক

আমরা অনেক সময় সঠিক বিষয়টা না জেনে এমন সব মন্তব্য করি যা হাস্যকর ঠেকে। আমরা যে জানিনা তাও আমদের জানা নাই । এধরনের মূর্খদের আরবীতে বলে جاهل مركب (স্তরবিশিষ্ট মূর্খ)এধরনের মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছেন লেখক । কোরআন অলৌকিক হওয়ার মানদন্ড কী তাই তার জানা নাই তা সত্তেও এসেছেন কোরআন অলৌকিক না হওয়ার দাবি নিয়ে । মূর্খতা আর কাকে বলে। কোরানের অলৌকিকত্ত বিভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করা যায় এর মধ্যে অন্যতম হল কোরআন সাহিত্যপূর্ণ হওয়া। কারণ কোরআন এসেছে এমন সময় যখন তার প্রথম শ্রোতাদের মাঝে চলছে সাহিত্যের প্রবল জোয়ার । যার দম্ভে তারা অনারবদেরকে عجمى(আজমি) বা বাকহীন বলে অভিহিত করত ।(এর বাবহার এখনো প্রচলিত)অর্থাৎ আরবদের তুলনায় অনারবদের কথা বার্তা ও সাহিত্য এতটাই নিম্নমানের ছিল যে সাধারণ কথা বার্তা তো দূরে থাক মানুষের কথা বার্তার মধ্যে গণ্য করতনা ।এতটাই ছিল তাদের সাহিত্যের দম্ভ । এবং এর বাস্তবতা ও ছিল। এমন সব বিশ্বসেরা সাহিত্যিকদের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিল কোরআন । তাই কোরআন ও তাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছে সাহিত্যের চ্যলেঞ্জ যেন চ্যলেঞ্জের মোকাবেলা করা তাদের সাধ্য ও সামর্থের মধ্যে থাকে। গোটা আরব বিশ্বে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত ছিল কাহতান আর অদনান গোত্র । তারা কোরানের চ্যলেঞ্জ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে ।
কোরনের অলৌকিকত্ত বুঝতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান । মূর্খতা নিয়ে كتاب حكم (কিতাবুন হাকিম)সুক্ষজ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাব বোঝা সম্ভব নয় । পৃথিবীশ্রেষ্ঠ এমন তাবড় তাবড় সাহিত্যিকদের যে কোরআন অক্ষম করে দিল তাদের সাহিত্য তো পরের কথা তাদের ভাষা যখন আপনার জানা নাই তখন কোরআন অলৌকিক নয় এমন মূর্খতাপূর্ণ আর পাগলের প্রলাপ বকা আপনাকে ই সাজে ।
اعجاز القران(কোরানের অলৌকিকত্ত)বুঝার প্রথম শর্ত হল আরবী সাহিত্যে পূর্ণ পারদর্শী হওয়া । অদনান, কাহতান ও তাদের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সাহিত্যিক যেমন লাকিত ইবনে য়ামার ,উমর ইবনে মালিক ইবনে সবিত,আদি ইবনে রবীয়া,ইমরাউল কায়েস থেকে নিয়ে হালের নাগিব মাহফুজ ,তালাল হামজা,ফাহদুল মুসায়েদ,ফয়সল য়ামি,সালেম মনায়ি প্রমুখ (আরবী নাম দেইখা তাগো মুমিন - মুসলমান মনে কইরেন না তাদের অনেকেই আপনাগো দলের লোক)এদের সাহিত্য সম্পর্কে শুধু অবগতি ই নয় বরং রীতিমত বিশ্লেষণ ও গঠনমূলক সমালোচনার যোগ্যতা আপনার থাকতে হবে তারপর বুঝতে পারবেন কোরআন তাদেরকে কিভাবে অক্ষম করে নিজের অলৌকিকতা প্রকাশ করেছে। কোরানের রচনাশৈলী,বাক্যবিন্যাস ও শব্দগাথুনি এবং তাদের রচনাশৈলী ,বাক্যবিন্যাস ও

শব্দগাথুনিকে পাশাপাশি রেখে যখন বিশ্লেষণ করবেন সমালোচনা করতে সক্ষম হবেন তখনই আপনার সামনে জলজল করে উঠবে কোরানের অলৌকিকত্ত । অলৌকিকত্ত কোন দৃশ্য মান বস্তু নয় যে হাতে ধরে দেখে নিবেন । আপনি আরবীর নহু, সরফ,বালাগত,বয়ান,করজে শের,কাফিয়া, সাজা,ওজনে শের,ইজাজ,ইতনাব(এগুলো আরবি সাহিত্যের কয়েকটা পরিভাষা) কিছুই জানবেন না আর দাবি করবেন কোরআন অলৌকিক নয় তখন আপনার মূর্খতা কে আমরা কোন শব্দে প্রকাশ করব? আমরা বলতে বাধ্য হলাম কোরানের মত আপনার মূর্খতা ও আমদেরকে معجز(মুজেজ) তথা অক্ষম করে দিয়েছে ।
আপনি সূরা নাসের সাহিত্য বিচার করেছেন বাংলা সাহিত্য দিয়ে । আপনার মূর্খতা দেখে হাসতে হল । কোন পাগল ছাড়া এক ভাষার শব্দগাথুনি ও বাক্যবিন্যাস কে অন্য ভাষা দ্বারা বিচার করতে পারে ।মূর্খতার ও একটা সীমা থাকে ।ভাই পাগলামি আর মূর্খতা নিয়ে কতকাল আর নাস্তিক্যবাদের প্রচার করবেন । আপনারই বলেন জ্ঞান হল নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি এখন দেখছি এর বিপরীত টা মূর্খতা ই হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি ।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৫:৫৩ অপরাহ্ণ
@bisam,

কোরআন অলৌকিক হওয়ার মানদন্ড কী তাই তার জানা নাই তা সত্তেও এসেছেন কোরআন অলৌকিক না হওয়ার দাবি নিয়ে । মূর্খতা আর কাকে বলে।

আপনি তো মাত্র একটা মানদণ্ডের কথা বলেছেন যা লেখাটায় সুন্দর ভাবে খণ্ডিত হয়েছে।

কোরানের অলৌকিকত্ত বিভিন্ন মানদণ্ডে বিচার করা যায় এর মধ্যে অন্যতম হল কোরআন সাহিত্যপূর্ণ হওয়া।

সাহিত্যপূর্ণ হওয়ার সাথে অলৌকিকতার সম্পর্কটা কি একটু বুঝিয়ে বলেন। লেখাটি কষ্ট করে কি আবার পড়ে দেখবেন? আর ১ম পর্বটার লিংক-কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? -১
এমনকি যদি কেউ কোরানের মত কোনো গ্রন্থ রচনা করতে নাও পারে তবে হয়ত বলা যাবে কোরান “অনন্য” , এর লেখকরা সর্ব শ্রেষ্ট লেখক ইত্যাদি- কিন্তু এটা অলৌকিকতার প্রমাণ তো হতে পারে না।

পৃথিবীশ্রেষ্ঠ এমন তাবড় তাবড় সাহিত্যিকদের যে কোরআন অক্ষম করে দিল তাদের সাহিত্য তো পরের কথা তাদের ভাষা যখন আপনার জানা নাই তখন কোরআন অলৌকিক নয় এমন মূর্খতাপূর্ণ আর পাগলের প্রলাপ বকা আপনাকে ই সাজে ।

সেই সব পৃথিবীশ্রেষ্ঠ এমন তাবড় তাবড় সাহিত্যিক কা রা যাদের কোরান অক্ষম করে দিয়েছে? আর অক্ষম করে দিলেই কি এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে কোরান আল্যা নামক কারো দ্বারা রচিত?

আর ৯ নম্বর আর্গুমেন্টের জবাব বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

আপনি সূরা নাসের সাহিত্য বিচার করেছেন বাংলা সাহিত্য দিয়ে ।

বাংলা সাহিত্য দিয়ে বিচার করলাম কিভাবে? “স” না বলে “সিন” বলব?

আর যা না বলে পারছি না, **আপনার এচলামি শিষ্টাচারে আমি মুগ্ধ**।

রৌরব এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৬:১৯ অপরাহ্ণ

@bisam,

কোন পাগল ছাড়া এক ভাষার শব্দগাথুনি ও বাক্যবিন্যাস কে অন্য ভাষা দ্বারা বিচার করতে পারে ।

অথচ

অর্থাৎ আরবদের তুলনায় অনারবদের কথা বার্তা ও সাহিত্য এতটাই নিম্নমানের ছিল যে সাধারণ কথা বার্তা তো দূরে থাক মানুষের কথা বার্তার মধ্যে গণ্য করতনা

এই মন্তব্য তৎসত্ত্বেও আমাদের মানতে হবে শুধু তাই নয়, উদ্বাহু নৃত্য করতে হবে আনন্দে।

বিপ্লব পাল এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ
@bisam,

অর্থাৎ আরবদের তুলনায় অনারবদের কথা বার্তা ও সাহিত্য এতটাই নিম্নমানের ছিল যে সাধারণ কথা বার্তা তো দূরে থাক মানুষের কথা বার্তার মধ্যে গণ্য করতনা

আমি আগেও লিখেছি ধর্মান্ধরা হয় তিন প্রকৃতির। অজ্ঞ , পাগল বা ধান্দাবাজ।

আপনার প্রকৃতিটা হচ্ছে অজ্ঞ। কোরান লেখার বহুদিন আগেই , ইলিয়াড, অডিসি, মহাভারত লেখা হয়েছে। জন্মেছেন হোমার, কালিদাসের মতন কবি।

আরবদের সাহিত্যজ্ঞান ভাল ছিল-এটা ঘটনা। কিন্ত তার আগের গ্রীক, রোমান এবং ভারতীয়রা প্রভূত সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে। হিন্দুদের মধ্যেও একটা শ্রেনী গীতাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে চালানোর চেষ্টা করে। এসবই অজ্ঞতার ফসল। বাস্তবে মহাভারত, মেঘদূতম বা ইলিয়াডের সাহিত্যমূল্য ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে হাজার গুনে বেশী। কোরান লেখার অনেকদিন আগে ক্লাসিক্যাল গ্রীক সাহিত্যের জন্ম-জন্ম উপনিষদের ও। যেগুলি সাহিত্যজ্ঞানে কোরানের থেকে অনেক উচ্চমানের বলেই আমি মনে করি।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৭, ২০১০ at ৯:১১ পূর্বাহ্ণ
@বিপ্লব পাল,

আপনি তো মনে হয় এসব ভাল জানেন।

কোরানের কি কম্পারেটিভ লিটারেচর হিসেবে কোন রেপুটেড কোন ষ্টাডি আছে ? সাহিত্যের বিচারে কোরানের স্থান আসলেই কেমন কেউ জানেন?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৭:১৮ অপরাহ্ণ
@bisam,

কোরান কেন অলৌকিক তার স্বপক্ষে ইসলামী জ্ঞানীদের প্রচলিত যুক্তিগুলিই এ ই লেখায় আলচিত হয়েছে। লেখক কিন্তু এই লেখায় দেখাতে চেয়েছেন যে যে সব যুক্তিতে কোরান অলৌকিক বলে ইসলামী পন্ডিতগন দাবী করেন সেসব যুক্তির দূর্বলতা। এসব পয়েন্ট ওনার নিজের বানানো নয়। এসব পয়েন্ট মুসলমানদেরই প্রচলিত ধারনা। উনি শুধু সেসব প্রচলিত ধারনার দূর্বলতা ধরেছেন । আপনি মূর্খ পাগল এসব বললে যারা এসব পয়েন্ট নিয়ে কোরান অলৌকিক বলে দাবী করেন আগে তাদেরই তো বলা উচিত।

তারাও নিঃসন্দেহে না জেনেই কোরান অলৌকিক এই সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেছে। যারা কোরান অলৌকিক বলে দাবী করে তারা কি সবাই আপনার মত নহু, সরফ,বালাগত,বয়ান,করজে শের,কাফিয়া, সাজা,ওজনে শের,ইজাজ,ইতনাব এসব জেনে বুঝে তারপরই দাবী করে ? তাহলে তাদেরও কি অন্ধবিশ্বাস বশত এহেন দাবী করার দায়ে মূর্খ পাগল এসব বলা যায় না ? আমার তো সন্দেহ আছে বেশীরভাগ লোকে আদৌ নাম শুনেছে কিনা। আপনার যুক্তিতে যা মনে হচ্ছে খাঁটি আরবী ভাষীই শুধু নয়, আরবী ব্যাকরন একেবারে গুলে না খেলে কোরানের অলৌকিকত্ব বোঝা যাবে না। তার মানে দাঁড়ায় আমরা নন-আরবদের এই সত্যতা সম্পর্কে জেনে বুঝে নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। কোরান পৃথিবীর সব ভাষার লোকের জন্যই নাজিল হলে এই তত্ব কেমন যেন খাপ খায় না।

আমি নিজে আরবী জানি না, কোরানের সাহিত্য গুন জানি না। তবে জিজ্ঞাসা করছি, কোন গ্রন্থ যদি শুধু সাহিত্য মানে খুব উন্নত তাহলেই সে গ্রন্থকে অলৌকিক বলা যেতে পারে কি ?

আপনার বলা প্রাচীন আরব গোত্রের রেফারেন্স কি জানি না, কিসের ভিত্তিতে তখন কোরানের ভাষা অলৌকিক প্রমানিত হয়েছিল তাও মনে হয় না এ আমলে আর নিশ্চিতভাবে জানা যাবে বলে। তবে Comparative literature নামের একটি সাহিত্যের একটি আধুনিক শাখা আছে যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য কর্মের তুলনামূলক ষ্টাডি করে জানেন তো ? এই যুগের তেমন কোন ষ্টাডি কি কোরান বিষয়ে আছে যা আপনার দাবীকে সমর্থন করে? তাহলে অন্তত কোরানের সাহিত্য গুন নিয়ে সংশয় থাকত না। কোরানের সাহিত্য গুন নিয়ে আরবী ভাষীদের মাঝেই স্পষ্ট দ্বি-মত দেখা যায়।

রুশদি এর জবাব:
নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ৮:১০ অপরাহ্ণ
@bisam, অনেক ধন্যবাদ এই থ্রেডে অংশ নেওয়ার জন্য। এই ধরনের লেখা মুক্তমনায় দেওয়ার একটা বড় অসুবিধা হল বিপক্ষ মতের অনুপস্থিতি। একটা ট্যাগের কারনে মুক্তমনায় মুমিন বান্দারা আসতে চান না,অনেকে আসলেও চুপি চুপ স্ক্রিনশট নিয়ে নিজেদের আলাপের সাইটে গিয়ে মসগুল

হন। আর আমরা ঈমানহীন বলে ঠিকমত যুক্তিও মাথায় আসে না ,দেখেন না,আমি প্রথমেই আপনাদের পক্ষ থেকে লেখকের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম ,কেউ গুরুত্ব দিল না। আসলে ঈমান না থাকার জন্যই এই অবস্থা।

আপনি অংশ নিতে থাকুন,ভবিষ্যতেও আপনার পান্ডিত্যপূর্ন অংশগ্রহন আশা করছি।

এবার একটু মূল বক্তব্যে যাই।

কারণ কোরআন এসেছে এমন সময় যখন তার প্রথম শ্রোতাদের মাঝে চলছে সাহিত্যের প্রবল জোয়ার।

কথাটার সপক্ষে কিছু প্রমান দিলে ভাল হত না ? আমরা কিন্ত জেনে আসছি ইসলাম পূর্ব আরব ছিল অনাচারপূর্ন। এমন পরিবেশে সাহিত্যের জোয়ার কিভাবে আসা সম্ভব ,মাথায় আসছে না।

অর্থাৎ আরবদের তুলনায় অনারবদের কথা বার্তা ও সাহিত্য এতটাই নিম্নমানের ছিল যে সাধারণ কথা বার্তা তো দূরে থাক মানুষের কথা বার্তার মধ্যে গণ্য করতনা ।এতটাই ছিল তাদের সাহিত্যের দম্ভ । এবং এর বাস্তবতা ও ছিল।

ভাই,আপনি কি মেঘদুতম,অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছেন? ইলিয়ড,ওডেসী পড়েছেন? এর সাথে কোরানের সাহিত্যগুন বিচার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।কোরান একটি থার্ডক্লাস ম্যাদামারা গ্রন্থ,এটি বুঝে পড়লে একপাতার বেশি পড়তে কারও ইচ্ছা হবে না ,যদি বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পড়া থাকে।এতে সাহিত্যের আছে? কিছু গল্প আছে,যা ইহুদীদের থেকে ধার করা। আর যা আছে,তাকে সাহিত্য বললে রসময় গুপ্তকেও মহান সাহিত্যিক বলতে হবে। নবীর কোন বউ রাগ করেছে তার মান ভাঙ্গানোর সুরা, বউকে নবীর হাতে তুলে দিতে চাইছে না তার প্রতিকারমূলক সুরা ,র অসংখ্য হুমকী ধামকী।ফুল বাকোয়াস একটা গ্রন্থ।

আকাশ মালিক এর জবাব:

নভেম্বর ১৬, ২০১০ at ১০:২৬ অপরাহ্ণ

@bisam,

লেখক আপনাকে কিছু প্রশ্ন করেছেন , প্রশ্নগুলোর উত্তর আশা করি দিবেন।

কোরানের রচনাশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও শব্দগাথুনিকে পাশাপাশি রেখে যখন বিশ্লেষণ করবেন সমালোচনা করতে সক্ষম হবেন তখনই আপনার সামনে জলজল করে উঠবে কোরানের অলৌকিকত্ত।

এখন এ কাজটি করার দায়ীত্ব আপনার। আপনি কোরানের রচনাশৈলী, বাক্যবিন্যাস ও শব্দগাথুনি পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দিন যে, কোরান একখানি অলৌকিক গ্রন্থ, কোরান আল্লাহর মুখের বাণী।

আকাশ মালিক এর জবাব:
নভেম্বর ১৭, ২০১০ at ৩:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@bisam,

এধরনের **মূর্খদের** আরবীতে বলে جاهل مركب (**স্তরবিশিষ্ট মূর্খ**) এধরনের **মূর্খতার** প্রমাণ দিয়েছেন লেখক । কোরআন অলৌকিক হওয়ার মানদন্ড কী তাই তার জানা নাই তা সত্তেও এসেছেন কোরআন অলৌকিক না হওয়ার দাবি নিয়ে । **মূর্খতা** আর কাকে বলে। কোরনের অলৌকিকত্ত বুঝতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান । **মূর্খতা** নিয়ে كتاب حكم (কিতাবুন হাকিম) সুক্ষজ্ঞান সমৃদ্ধ কি তাব বোঝা সম্ভব নয় । তাদের ভাষা যখন আপনার জানা নাই তখন কোরআন অলৌকিক নয় এমন **মূর্খতাপূর্ণ** আর পাগলের প্রলাপ বকা আপনাকে ই সাজে । কিছুই জানবেন না আর দাবি করবেন কোরআন অলৌকিক নয় তখন আপনার **মূর্খতা কে** আমরা কোন শব্দে প্রকাশ করব? আমরা বলতে বাধ্য হলাম কোরানের মত **আপনার মূর্খতা** ও আমদেরকে معجز (মুজেজ) তথা অক্ষম করে দিয়েছে । আপনি সূরা নাসের সাহিত্য বিচার করেছেন বাংলা সাহিত্য দিয়ে । আপনার**মূর্খতা** দেখে হাসতে হল । **মূর্খতার** ও একটা সীমা থাকে । ভাই পাগলামি আর **মূর্খতা** নিয়ে কতকাল আর নাস্তিক্যবাদের প্রচার করবেন । আপনারই বলেন জ্ঞান হল নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি এখন দেখছি এর বিপরীত টা **মূর্খতাই** হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি। ভাই কই গেলেন? আপনি তো আরবীর নহু, সরফ, বালাগত, বয়ান, করজে শের, কাফিয়া, সাজা, ওজনে শের, ইজাজ, ইতনাব, এসকল আরবি সাহিত্যের পরিভাষা জানেন। মূর্খদেরকে জ্ঞানের আলো না দেখিয়ে, কোরান অলৌকিক গ্রন্থ প্রমাণ না করে যাবেন না প্লীজ, আপনার জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছি।

আর হ্যাঁ, মেহেরবানি করে আমার এই লেখাটায় কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে একটু দেখিয়ে দিবেন।

bisam এর জবাব:
নভেম্বর ১৯, ২০১০ at ৮:১২ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক, অলৌকিক শব্দের আরবী হল معجزة (মুজেজা) যার শাব্দিক অর্থ অক্ষমকারী। যেহেতু কোরআন মানুষদেরকে তার মত সাহিত্যপূর্ণ আয়াত বা সূরা সৃষ্টি করতে অক্ষম করে দিয়েছে

তাই কোরআন কে معجزة বা অলৌকিক বলা হয়।এখন আপনি বলতে পারেন তাহলে তো যে কোন লেখকের লেখাকেই অলৌকিক বলতে হয় কারণ তার মত লেখা আরেক জন লিখতে পারেনা। তার মত হয়ত লিখতে পারেনা ঠিক কিন্তু তার চেয়ে মানের দিক থেকে উন্নত এবং ভাল লেখা অবশ্যই লিখতে পারে । কিন্তু কোরানের বেলায় উন্নত তো পরের কথা সমমানের লেখা কেউ লিখতে পারে নাই। উল্লেখ্য অলৌকিকত্ত দৃশ্যমান কিছু নয় তাই হাতে ধরে দেখানো সম্ভব না।

ভবঘুরে এর জবাব:
নভেম্বর ১৯, ২০১০ at ৯:০৯ অপরাহ্ণ
@bisam,

কিন্তু কোরানের বেলায় উন্নত তো পরের কথা সমমানের লেখা কেউ লিখতে পারে নাই।

শুধুমাত্র আপনাদের মত অন্ধ বিশ্বাসীদের কাছেই কোরানের সমমানের বই আর সারা জাহানে নেই। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না , চার পঞ্চমাংশ দুনিয়ার মানুষ কোরানকে সেরা তো বহু দুরের কথা একটা তৃতীয় শ্রেনীর বইয়ের মর্যাদা দেয় না। আপনি কোরান , বাইবেল, গীতা , ত্রিপিটক ইত্যাদি গ্রন্থ গুলো পাশা পাশি রেখে পড়লে দেখবেন ,বাইবেল গীতা ত্রিপিটকের রচনার মান যদি বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের হয়, কোরান হলো একটা প্রাইমারী লেভেলের বই। সেটা হলো - বাক্য রচনা, ব্যকরন গত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। অসুবিধা হলো আপনি সারা জীবনে ঐ কোরান ছাড়া আর কিছুই পড়েন নি। তাহলে কোরানের চাইতে ভাল রচনা দুনিয়াতে আর আছে কি না তা জানবেন কিভাবে? আমি যদি চ্যলেঞ্জ দেই যে - **আমার মত লেখা আর কেউ লিখতে পারবে না , তাহলে তা কি অলৌকিক বলে প্রমানিত হবে ?**বাস্তবেও তো আমার মত কেউ লিখতে পারবে না , তাই না ? হয় আমার চাইতে ভাল লিখবে , নয়ত খারাপ লিখবে , কিন্তু নিখুতভাবে আমার মত স্টাইল ও ভাবধারায় দুনিয়ার আর একটা মানুষও লিখতে পারবে না , যেমন পারবে না আপনার মত লিখতে।কোরানে এ ধরনের চ্যলেঞ্জ ছিল অর্ধ সভ্য আরবদের সামনে একটা তৃতীয় শ্রেনীর চ্যলেঞ্জ , যে দু একজন কবি সেসময় চ্যলেঞ্জ দিতে পারত তাদেরকে মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদ লোক পাঠিয়ে আগেই হত্যা করে ফেলেছিল। মনে হয় এ তথ্য আপনার অজ্ঞাত। পরিশেষে, কোন মানে বা কোন আদর্শের ভিত্তিতে কোরান দুনিয়ার অন্য সমস্ত কিতাব থেকে শ্রেষ্ট সেটা নিয়ে দুচার কথা লেখেন। খামোখা , পাখোয়াজী কথাবার্তা বলে মানুষের কাছে হাস্যাষ্পদ না হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি যে ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করছেন(আদৌ সেটা যুক্তি নয়, নিজের বিশ্বাস মাত্র) সেটা বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জে অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষজনদের কাছে গ্রহন যোগ্য হবে , মুক্তমনার পাঠক/পাঠিকাদের কাছে নয়। এটা আপনাকে বু ঝতে হবে।

আকাশ মালিক এর জবাব:

নভেম্বর ১৮, ২০১০ at ৬:৩৯ পূর্বাহ্ণ

@bisam,

এধরনের **মূর্খদের** আরবীতে বলে جاهل مركب (স্তরবিশিষ্ট **মূর্খ**) এধরনের **মূর্খতার** প্রমাণ দিয়েছেন লেখক । । **মূর্খতা** আর কাকে বলে। **মূর্খতা** নিয়ে كتاب حكم (কিতাবুন হাকিম) সুক্ষজ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাব বোঝা সম্ভব নয় । কোরআন অলৌকিক নয় এমন **মূর্খতা**পূর্ণ আর পাগলের প্রলাপ বকা আপনাকে ই সাজে । কিছুই জানবেন না আর দাবি করবেন কোরআন অলৌকিক নয় তখন আপনার **মূর্খতা** কে আমরা কোন শব্দে প্রকাশ করব? আমরা বলতে বাধ্য হলাম কোরানের মত আপনার **মূর্খতা** ও আমদেরকে معجز (মুজেজ) তথা অক্ষম করে দিয়েছে । আপনার **মূর্খতা** দেখে হাসতে হল । **মূর্খতার** ও একটা সীমা থাকে । ভাই পাগলামি আর **মূর্খতা** নিয়ে কতকাল আর নাস্তিক্যবাদের প্রচার করবেন । এখন দেখছি এর বিপরীত টা **মূর্খতাই** হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি।

যে ছিফারা ফারলায়রে ভাই। মিয়াছাব বেটা অনে কই গেলায় তে? আইলায় যুদি তে আনা মাইততা গেলায় গি দু?

ভবঘুরে এর জবাব:

নভেম্বর ১৮, ২০১০ at ১১:২৬ পূর্বাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

অন্নের রণ হুংকার হুনি ইবা ভাগি যারগৈ মনে লয় বদ্দা। এডি বুঝিত ন ফারের এ্যডে অন্নের লাহান বেডা বই আছের ঘাপডি মারি। তয় আঁর মনে লয় এডি এক্কেরে নতুন , অন্নে কি কন ?

ক্রান্তিলগ্ন এর জবাব:

নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৬:২৪ অপরাহ্ণ

@bisam, ঈশ্বরের বাণী সবার জন্য, সব ভাষার মানুষের জন্য।

যদি আরবী না জানলে কোরানের, হিব্রু না জানলে বাইবেলের এবং সংস্কৃত না জানলে বেদ ও গীতার মাহাত্ম্য বোঝা না যায়, মানবজাতির এই ৩ টার কোনটিরই প্রয়োজন নেই।

22. 22

ভবঘুরে

নভেম্বর ১৬, ২০১০ সময়: ৩:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বিষয় কি ? লোকজন কি সব আস্তে আস্তে কাফের মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে নাকি ? তার মানে কিয়ামত সন্নিকটে। হাদিসে আছে যেদিন দুনিয়ায় কেউ আর মুমিন বান্দা থাকবে না , কেউ নামাজ রোজা পড়বে না , মসজিদে যাবে না তখন ইস্রাফিল ফিরিস্তা তার সিঙ্গা ফুকে দেবে। বেচারা সেই কবে থেকে হাতে সিঙ্গা নিয়ে ঠায় দাড়িয়ে আছে, একবারও ফুকার সুযোগ পাইল না। এবার বোধ হয় সে সুযোগটা পাবে। তাই ভাই-বোন সকল, আপনাদের মনে যে ইচ্ছা আছে তা পুরন করে ফেলেন , কারও কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে খেতে পারেন। পরে আর সুযোগ পাওয়া নাও যেতে পারে। আমার ইচ্ছা পদ্মার ইলিশ খাওয়া , কিন্তু তা এত দুষ্প্রাপ্য আর দামী যে , মনে হয় তা না খেয়েই আমাকে পরপারে যেতে হবে। তাই সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন , আমিন।

23. 23

পথভোলা

নভেম্বর ২১, ২০১০ সময়: ২:০৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

প্রীয় ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের লেখা গুলো পরে বিশ্বাস করতে হলো যে আপনারা অনেক পরিশ্রম করতেছেন ইসলাম কে মিথ্যা প্রমান করার জন্য। আপনাদের আসলে কোন দোস নেই। আমাদের দেশ ইসলামিক দেশ হিসাবে পরিচিত হলেও আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান আহরন করতে পারি না। আমাদের দেশের মুল সমস্যা হল রাজনীতির অশ্লী ল চর্চা। আপনাদের মনে যে সকল প্রশ্ন জেগেছে তার সদুত্তর আমি এখন না দিতে পারলেও সময় করে একদিন বসব।

ধন্নবাদ

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৩:৫০ পূর্বাহ্ণ
@পথভোলা,

আপনারা অনেক পরিশ্রম করতেছেন ইসলাম কে মিথ্যা প্রমান করার জন্য।

ইসলাম সত্য হলো কবে? ইসলামকে যদি সত্য ধর্ম বলেন তবে আপনাকেই আগে প্রমাণ করতে হবে যে তা সঠিক। কেউ যদি বলেন তার ধর্ম “ক” আর ওটাই সঠিক ধর্ম তবে তার কথা প্রমাণ করার দায়িত্ব তারই।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞ্যন আহরন করতে পারি না।

সুন্দর বলেছেন 🙂 ।

আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

আকাশ মালিক এর জবাব:
নভেম্বর ২১, ২০১০ at ৭:৪০ অপরাহ্ণ
@পথভোলা,

আপনাদের মনে যে সকল প্রশ্ন জেগেছে তার সদুত্তর আমি এখন না দিতে পারলেও সময় করে একদিন বসব।

কেউ কোনদিন কথা দিয়ে কথা রাখেন না, সময় নিয়ে উত্তর খোঁজে খোঁজে তারাই নিখোঁজ হয়ে যান। আশা করি আপনিও তাদের একজন হবেন না।

*গোলাপ*এর জবাব:
নভেম্বর ২২, ২০১০ at ৮:৫৯ পূর্বাহ্ণ
@পথভোলা,

আপনাদের মনে যে সকল প্রশ্ন জেগেছে তার সদুত্তর আমি এখন না দিতে পারলেও সময় করে একদিন বসব।

শুনে খুবই খুশী হলাম। আপনার সদুত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। সদুত্তর খুঁজতে গেলেই থলের বিড়াল বেড়িয়ে আসে। Devils are in detail. ইসলামিক ideology পুরো মানব জাতির জন্যই হুমকি স্বরুপ। কারন তা
মানব জাতিকে মুসলমান ও কাফির রুপে শুধু বিভক্তই করে না , তা মানুষকে প্রত্যক্ষরুপে ঘৃনা (কাফিরদের) ও পদানত করার শিক্ষা দেয় -- ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য স্পষ্ঠঃ

24. 24

ক্রান্তিলগ্ন
নভেম্বর ২২, ২০১০ সময়: ১:০৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

একটা বই নিয়ে এত মাথাব্যাথার দরকার কি? ব্যাক্তিগত জীবনে 'এটা কুরআন শরীফে আছে তাই এটা মানতে হবে', 'এটা তো অমুক সূরায় অনেক আগেই আছে' জাতীয় কথা কম শুনতে হয় নি। আমি কেবল তাদের এটাই বলেছি, "আমি পবিত্র কুরআন শরীফ মানতে বাধ্যও না , আগ্রহীও না, রাজিও না।" ব্যস! শান্তি!

যার যার ধর্ম তার তার কাছেই থাকুক। সে যদি তার ধর্ম পালন করে আনন্দ পায় তবে ক্ষতি কি ?

মানুষের একমাত্র ধর্ম মানবতা। মানবতা ব্যাতীত কোন প্রাণী *Homo sapiens* হতে পারে, কিন্তু কখনই মানুষ হতে পারে না।
আসুন আমরা এত ঝামেলা না করে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করি। ধর্ম নিয়ে বিরোধিতা যারা পেশা হিসেবে নিয়েছে, তাদেরকেই কাজটা করতে দেই। কারণ ধর্ম নিয়ে গবেষণা করাটা তাদের 'পেশা'। আমরাও আমাদের পেশায় মনোযোগী হই।

মানবতার জয় হোক।

:cigarette:

25. 25

ক্রান্তিলগ্ন

নভেম্বর ২২, ২০১০ সময়: ১:২০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আরো একটি ব্যাপার, এক নম্বর দৃষ্টিকোণ (point) নিয়ে। ছন্দ বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে আপেক্ষিক। একেক সংস্কৃতিতে একেক ছন্দের সমাদর। হয়তো আরবীতে ওইটাই অনেক সুন্দর একটা ছন্দ। আর আমরা যেহেতু ছোটবেলা থেকে শুনে অভ্যস্ত নই , তাই আরবী নিয়ে অনেক পরাশুনা সত্ত্বেও তা আমাদের ভালো লাগছে না।

ছোটবেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাল।

26. 26

হিমু ব্রাউন

ডিসেম্বর ১, ২০১০ সময়: ৩:১৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এক কথায় অসাধারন!!!!

27. 27
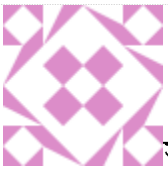
সম্রাট

অক্টোবর ৬, ২০১২ সময়: ১০:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো দরকার ...

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/11/blog-post_9667.html

সোমবার, ১৯ নভেম্বর, ২০১২

কুরানে বিগ্যান (সপ্তদশ পর্ব): এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই! - এক

লিখেছেন গোলাপ

সংকলিত কুরানের প্রথম চ্যাপ্টার হল সুরা ফাতেহা। যা মূলত : প্রার্থনা বা দোয়া। বিছমিল্লাহ হির-রাহমা-নের-রাহিম এবং সুরা ফাতেহা কুরানেরই অংশ কি না, এ ব্যাপারে সাহাবীরাও একমত ছিলেন না (বুখারী-৬:৬০:২২৬-২২৭)। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ সুরা ফাতিহাকে কোরানের সুরা হিসেবে কোনোদিনই স্বীকার করেননি। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) যা বলেছেন তা হলো,

১৫:৮৭ -
আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি।

সুরা-ফাতিহার এই প্রার্থনাটির পর কুরানের সর্বপ্রথম যে বাণী তা হলো "হিং-টিং-ছট" জাতীয় শব্দ। "আলিফ-লাম-মীম" (২:১)। এই উদ্ভট হিং-টিংছট জাতীয় - কুরানের শব্দটির পরেই সর্বপ্রথম বোধগম্য যে বাণী' তা হলো, "**এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই**"(২:২)। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার প্রকাশ্য যাত্রা শুরু হয়েছে প্রবর্তকের "অভিশাপ" (দ্বাদশ পর্ব) আর এর ধর্মগ্রন্থটির শুরুতেই রয়েছে 'সন্দেহ'-এর আলামত! প্রবক্তা মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, এ গ্রন্থে কোনোই সন্দেহ নেই। শুরুতেই "সন্দেহ" শব্দ থাকার কারণে পাঠকরা যা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন , তা হলো প্রবক্তা মুহাম্মদ এবং তাঁর বাণীকে তাঁর পরিপার্শ্বের মানুষেরা সন্দেহাতীত মনে করতেন না। 'নকল হইতে সাবধান' বাক্যটি যেমন নকল-বিহীন পরিবেশ ও সমাজে বেমানান, 'এই কিতাবে কোনই সন্দেহ নেই' বাক্যটিও তেমনি। মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তাতে মানুষ "সন্দেহ পোষণ" করতেন। তাঁদের সেই সন্দেহের বিপরীতে আত্মরক্ষার খাতিরেই মুহাম্মদকে(আল্লাহ) বলতে হয়েছে এই বাক্যটি। কিন্তু সাক্ষ্যের আগে সাক্ষীর

শপথ বাক্য "**যাহা বলিব সত্য বলিব এবং সত্য বই মিথ্যা বলিব না**" যেমন সাক্ষীর সত্যবাদিতার প্রমাণ নয়, পণ্যের প্যাকেটে "নকল হইতে সাবধান" সিলটি যেমন পণ্যটির নকলের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। তেমনি প্রবক্তা মুহাম্মদের "এই সেই কেতাব যাহাতে কোন সন্দেহ নাই" বাক্যটিও মুহাম্মদের (আল্লাহ) উক্তির সত্যতার প্রমাণ নয়। সত্য-মিথ্যা নির্ধারনের জন্য প্রয়োজন প্রমাণ, যুক্তি ও তথ্য বিচার। একই ভাবে পণ্য আসল না নকল, তা নির্ধারণ হয় গুণগত মানের বিচারে। মুহাম্মদের পরিপার্শ্বের মানুষ (অবিশ্বাসীরা) মুহাম্মদের দাবীকে যেভাবে মূল্যায়ন করতেন, তা ছিল মূলতঃ নিম্নরূপ:

১) পূর্ববর্তীদের উপকথা
২) মুহাম্মদ নিজে কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্যে করেছে
৩) মুহাম্মদ প্রেরিত ব্যক্তি নন, সে মিথ্যাবাদী, উন্মাদ/যাদুগ্রস্থ

পাঠক, আসুন আমরা নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর আলোকে অবিশ্বাসীদের এ সকল দাবীর কারণ এবং তার যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণের চেষ্টা করি। সত্যকে জানার চেষ্টা করি।

প্রথম অভিযোগ: পূর্ববর্তীদের উপকথা

প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছেন যে, অবিশ্বাসীরা তাঁর দাবীকে নাকচ করতেন এই অভিযোগে যে, তিনি যা প্রচার করছেন, তা "সেকালের উপকথা মাত্র"। তাঁদের কাছে তা নতুন কোনো খবর নয়। তাঁরা এ সকল কিচ্ছা - কাহিনী শুনে এসেছেন বংশ পরস্পরায়!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

৬:২৫ -
তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি।যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা য

খন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে: এটি পুর্ববর্তীদেরকি চ্ছাকাহিনী বই তো নয়।

২৭:৬৮ - 'এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়।

৪৬:১৭ - তখন সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়।

৬৮:১৫ - তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে; সেকালের উপকথা।

৮৩:১৩ -
তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, পুরাকালের উপকথা

>>> প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদের (আল্লাহ) কথাগুলোকে বলতেন "এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা/পুরাকালের উপকথা"? অবিশ্বাসীদের এ অভি যোগের ভিত্তি কী? শত্রুতা? নাকি অন্য কোনো কারণ? একটা গল্প শোনা যাক:

--

পিপীলিকা, জনৈক দৈত্য ও হুদ-হুদ পাখীর গল্প:

বাদশাহ বলেছিলেন,
'হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' বাদশাহর সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।

যখন তারা পিপীলিকা অধ্যূষিত উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিপীলিকা বলল, "হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় বাদশাহ ও তার বাহিনীঅজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।"

তার কথা শুনে বাদশাহ মুচকি হাসলেন এবং বললেন,
"হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়াম তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যাতুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরঅন্তর্ভুক্ত কর।"

বাদশাহ পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, "কি হল, হুদহুদ পাখীকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যাকরব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।"

কিছুক্ষণ পড়েই হুদহুদ এসে বলল, "আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি (রাণী বিলকিস)। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কেদেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে।অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যাপ্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।"

বাদশাহ বললেন,
"এখন আমি দেখব হুদহুদ তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পন কর। অতঃপর তাদের কাছথেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।"

হুদহুদ পত্র নিয়ে রাণী বিলকিসের কাছে পৌঁছে দিল। রাণী বিলকিস বলল,
"হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে।
সেই পত্র বাদশাহর পক্ষ থেকে এবংতা এই: সসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কা

ছে উপস্থিত হও"।(রাণী) আরও বলল,
"হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না"। পরিষদবর্গ বলল,
"আমরা শক্তিশালী এবংকঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অত এব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন"। রাণী বিলকিস বলল,
"রাজা বাদশারা যখন কোনজনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কা ছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি প্রেরিত লোকেরা কী জওয়াব আনে।"

অতঃপর যখন দূত বাদশাহর কাছে আগমন করল, তখন বাদশাহ বললেন,
"তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে ছেন, তাতোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনীনিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তা দেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত"। তিনি আরও বললেন,
"হে পরিষদবর্গ, তারা আত্নসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?"

জনৈক দৈত্য-
জিন বলল, "আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।" আরও
বললো, "আপনার দিকে আপনার চোখেরপলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এ নে দেব।"

অতঃপর বাদশাহ--
যখন বিলকিসের সিংহাসন তার সামনে রক্ষিত দেখলেন তখন বললেন, "এটা আমা র পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমিকৃতজ্ঞতা প্রকা শ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুকযে, আমার

পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। বাদশাহ বললেন,
“বিলকিসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-
আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সেতাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই ?” অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল,
“তোমার সিংহাসন কি এরূপই?” (বিলকিস) বলল,
“মনে হয় এটাসেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হ য়ে গেছি”।আল্লাহর পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সেকাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (বিলকিসকে) বলা হল, “এই প্রাসাদে প্রবেশ কর”। যখন
রাণী তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সেতার পায়ের গোছা খুলে ফেলল।

বাদশাহ বলল, “এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ”।
রাণী বলল,
“হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি বাদশাহর সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পন করলাম”।

--

>>> এ ধরনের গল্পকে "পুরাকাল উপকথা" ছাড়া আর কীভাবে আখ্যায়িত করা যায়? আরব্য উপন্যাসে এ ধরনের অনেক অনেক গল্প আছে। এহেন গল্পকে কোনো ব্যক্তি যদি "সৃষ্টিকর্তার বাণী" বলে জনগণের কাছে প্রচার করে নিজেকে সৃষ্টি-কর্তার বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন বলে ঘোষণা দেন , তারপর জনগণকে তাদের "বাপ-দাদার ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান' বিসর্জন দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান জানান, আর তা না করলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি-ধমকি-শাসানী দেয়া শুরু করেন, তাহলে জনগণ সে ব্যক্তির মানসিকতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন?

হ্যাঁ, উক্ত গল্পটি কুরানের। সূরা নমল (২৭), আয়াত ১৬ থেকে ৪৪। বাদশাহ সোলায়মানের গল্প। কুরানে এরূপ অবাস্তব অশরীরী অনেক গল্প আছে, যেগুলো অনেক রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ গল্পটিকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে প্রচার করে তাকে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ বলে স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর মক্কাবাসীরা এ গল্পগুলোকে পূর্ববর্তীদের উপকথা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

পৌরানিক নবী সম্বন্ধীয় মক্কায় আয়াত সংখ্যা নুন্যতম ১২৪০। মক্কায় মুহাম্মদের প্রতি চারটি বাক্যের একটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের উপকথা। কুরানে পৌরাণিক নবীদের গল্প বারংবার বলা হয়েছে। যেমন (ন্যূনতম সংখ্যা):

১) মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের গল্প ২১ বার,

২) নূহের গল্প ১২ বার,

৩) ইবরাহিম (আঃ) এর গল্প ১২ বার,

৪) লূত (আঃ) এর গল্প ৯ বার,

৫) আ'দের গল্প ৮ বার,

৬) সালেহ ও সামুদের গল্প ৭ বার,

৭) আদম হাওয়া ও ইবলিস এর গল্প ৫ বার,

৮) দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এর গল্প ৫ বার,

৯) মাদায়েনের শোয়েব (আঃ) এর গল্প ৩ বার

গবেষণায় (Research) আগ্রহী পাঠকদের জন্য বিস্তারিত:

১) মুসা (আ:) ও ফেরাউনের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৪৯৭

৭:১০৩-১৬৮, ১০:৭৫-৯২, ১৪:৫-৮, ১৭:১০১-১০৪, ১৮:৬০-৮২, ১৯:৫১-৫৩, ২০:৯-৯৭, ২১:৪৮, ২৩:৪৫-৪৯, ২৫:৩৫-৩৬, ২৬:১০-৬৮, ২৭:৭-১৪, ২৮:৩- ৪৬, ৩৭:১১৪-১২২, ৪০:২৩-৪০, ৪৩:৪৬-৫৬, ৪৪:১৭-৩৩, ৫১:৩৮-৪০, ৫৪:৪১-৪৩, ৬৯:৯-১০, ৭৯:১৫-২৬।

২) ইবরাহিম (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১৪৭

১১: ৬৯, ১৪:৩৫, ১৫:৫১-৬০, ১৬: ১২০, ১৯:৪১-৫০, ২১:৫১-৭৩ (টুকরা টুকরা করে মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছিল - ২১:৫৭), ২৬:৬৯-১০৪, ২৯:১৬-২৭, ৩৭:৮৩-১১৩,৩৮:৪৫-৪৮, ৪৩:২৬-৩০, ৫১:২৪- ৩৬।

৩) নূহের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৯৯

৭:৫৯-৬৪, ১০:৭১-৭৩, ১১: ২৫-৪৮ (নূহের নৌকা), ১৪: ৯, ২১:৭৬-৭৭, ২৩:২৩-৩০, ২৫:৩৭, ২৬:১০৫-১২২, ২৯:১৪-১৫ (নূহ বেঁচেছিলেন ৯৫০ বছর) ৩৭:৭৫-৮২,৫৪:৯-১৫ (নূহের নৌকা), ৭১: ১-২৮।

৪) আদম হাওয়া ও ইবলিস এর গল্প, মোট আয়াত(কমপক্ষে) = ৮২

৭:১১-৭:২৫, ১৫:২৬-৫০, ১৮:৫০, ২০:১১৫, ৩৮:৭১-৮৫।

৫) হুদ এবং আ'দের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৭০

৭:৬৫-৭২, ১১:৫০ -৬০, ২৫:৩৮, ২৬:১২৩-১৪০, ২৯:৩৮, ৪৬:২১-২৬, ৫৪:১-২১, ৬৯:৪- ৮।

৬) লূত (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৬৪

৭:৮০-৮৪, ১১: ৭৭-৮৩, ১৫:৬১-৭৫, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-১৭৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৪, ৩৭:১৩৩-১৩৮, ৫৪:৩৩।

৭) দাউদ ও সোলায়মান (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৬১

২১:৭৮-৮২, ২৭:১৫-৪৪, ৩৪:১০-১৪, ৩৮:১৭-২৬, ৩৮:৩০-৪০।

৮) সালেহ ও সামুদের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ৬০

৭:৭৩-৭৯, ১১:৬১-৬৮, ২৬:১৪২-১৫৯, ২৭:৪৫-৫৩, ৫১:৪১-৪৫, ৫৪:২৩-৩১, ৯১::১১-১৪।

৯) মাদায়েনের শোয়েব (আ:), মোট আয়া(কমপক্ষে)ত = ৩৮

৭:৮৫-৯৪, ১১:৮৪- ৯৫, ২৬:১৭৬-১৯১।

১০) ঈসা মাতা মরিয়ম, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ২০

১৯:১৬-৩৪, ২১:৯১।

১১) জুল-কারনাইনের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১৮

১৮:৮৩-৯৮, ২১:৮৭- ৮৮।

১২) জাকারিয়া (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১৫ :

১৯:২-১৫. ২১:৮৯।

১৩) নূহের পরে আরেক সম্প্রদায়ের গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে)= ১১

২৩:৩১-৪১।

১৪) ইউনুস (আ:) এর গল্প, মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১০

৩৭:১৩৯-১৪৮।

১৫) ইলিয়াস (আ:), মোট আয়াত (কমপক্ষে) = ১০

৩৭:১২৩-১৩২।

১৬) অন্যান্য গল্প:

আয়ুব (আ:), ইসমাইল (আ:), ইদ্রিস (আ:), ঈসা (আ:), লোকমান (আ:), ইউসুফ (আ:), সাবাহর বাসিন্দাদের গল্প, ইয়াযুদ-মাযুদ:, কারুন - ইত্যাদি।

>>> বংশ পরম্পরায় শুনে আসা পুরাকালের এহেন মুহাম্মদের গল্পগুলোকে তার "নবুয়তের প্রমাণ" এবং তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে না নেয়াকে অপরাধ আখ্যা দেয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কিন্তু প্রবক্তা মুহাম্মদ কুরাইশদেরকে শুধু অপরাধী সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত হননি। করেছিলেন উপর্যুপরি তাচ্ছিল্য, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, শাসানী, ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ। পাঠক, আপনারা এহেন গল্পগুলোকে পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কীভাবে মূল্যায়ন করতেন? আপনারা কি এহেন গল্পকারকে নবী হিসাবে স্বীকার করে নিতেন?

দ্বিতীয় অভিযোগ: মুহাম্মদ নিজে কুরান রচনা করেছেন এবং অন্যেরাও তাকে সাহায্যে করেছে

মুহাম্মদের দাবীর অসারতার স্বপক্ষে অবিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে অভিযোগটি করতেন তা হলো, "'মুহাম্মদ যা প্রচার করছেন, তা তার নিজেরই কথা'। মুহাম্মদ নিজে তা রচনা করেছে এবং অন্য লোকেরাও তাকে সাহায্য করেছে"। মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়:

২৫:৪ -
কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

৪৪:১৪ - অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে।

১১:৩৫ -
তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর তোমরা যেসব অপরাধকর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

৪৬:৭-৮ -
যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগম

ন করার পর কাফেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। তারা কি বলে যে, রসূলএকে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। ---

৫২:৩৩ - এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী।

এহেন অভিযোগের জবাবে প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে দিচ্ছেন কৈফিয়ত:

৬৯:৪০-৪৩ -
নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয় বাদীরকথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

২১:৫ -
এছাড়া তারা আরও বলেঃ অলীক স্বপ্ন; না সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব
সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগন।

>>> যে কোনো চিন্তাশীল মানুষই জানেন
যে, আলোচ্য কৈফিয়তগুলো স্বগতোক্তি। সদুত্তর নয়। কুরাইশরা মুহাম্মদের (আল্লাহ) এহেন জবাবে স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজে পাননি।
তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন
যে, মুহাম্মদ নিজে বানিয়ে বানিয়ে আল্লাহর নামে তার নিজেরই 'বাণী' প্রচার করে চলেছেন। তাঁরা মুহাম্মদেরকাছে তার নবুয়তের প্রমাণ দাবী করলেন। নিঃসন্দেহে যুক্তিসংগত দাবী। প্রত্যুত্তরে মুহাম্মদ তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। মুহাম্মদ যে শুধু পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ 'নিদর্শন'

আনয়নে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাইই নয়, জবাবে হুমকি-শাসানি ও ভীতি প্রদর্শনও বাদ রাখেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো 'মোজেজা তত্ত্বে'।

মুহাম্মদ আরও দাবী করেছেন যে, সম্পূর্ণ কুরান তার আল্লাহর কাছে লিখিত আছে "সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে" (৮০:১৩-
১৫)। তার এই দাবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপকুরাইশরা মুহাম্মদকে আহ্বান করেছিলেন 'সম্পূর্ণ কিতাবটি' একবারে নাজিল করতে। যদি বাণীগুলো আগে থেকেই লেখা থাকে, তবে মুহাম্মদ সম্পূর্ণ কুরান একসঙ্গে অবতীর্ণকরতে পারবেন। আর যদি সে "বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে" একটু একটু করে তা অবতীর্ণ করেন তবে তা মুহাম্মদের নিজের বা অন্যের সাহায্য বানানো। প্রবক্তা মুহাম্মদের(আল্লাহ) ভাষায়,

২৫:৩২-
" সত্য প্রত্যাখানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন?"

জবাবে মুহাম্মদের (আল্লাহ) কৈফিয়ত,

"আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে" (২৫:৩২)।

>>> এহেন কৈফিয়ত কী আদৌ বিশ্বাস যোগ্য?এক দিকে মুহাম্মদ দাবী করছেন, তিনি সৃষ্টিকর্তার বিশেষ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ
নবী। কিন্তু সেই বিশেষ সৃষ্টির ৪০ পরবর্তী বয়সেও তাঁরবর্ণিত সৃষ্টিকর্তাটি তাঁকে "মজবুত" অন্তঃকরণের অধিকারী করতে ব্যর্থ! ব্যর্থ সেই সৃষ্টিকর্তাটি "অ-মজবুত অন্তঃকরণের অধিকারী মুহাম্মদের উপর সম্পূর্ণ কুরান এক সঙ্গেঅবতীর্ণ না করে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু নাজিল করছেন! কারণ? যাতে তাঁর নবীর অন্তঃকরণ মজবুত হয়"! এ উদ্ভট দাবী কী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? এখানেই শেষ
নয়! যে সৃষ্টিকর্তা নবীর মনকেই মজবুত করতে ব্যর্থ, সেই আবার পরক্ষণেই তার সেই বানী যদি "সাধারণ জনগণ" বিশ্বাস না করেন তবে তাদেরকে করছে অভিশাপ!

করছে কানে-চোখে-অন্তঃকরনে সিল মেরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত, হুমকি দিচ্ছে কঠোর শাস্তির (২:৭)! এসব উদ্ভট যুক্তি বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাকে (যদি থাকে) নিয়ে স্রেফতামাসা বই আর কিছু কি হতে পারে?

প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে আরও কৈফিয়ত দিয়েছেন,

১৬: ১০৩ -

আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং একোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।

>>> মক্কায় বসবাসকারী এক বিদেশী খ্রিষ্টানের কামারের (Blacksmith)
দোকান ছিল। যেখানে তিনি ঘোড়ার ক্ষুর তৈরি করতেন। মুহাম্মদ সেই দোকানে প্রায়শঃই আনাগোনা করতেন। কুরাইশদের দাবী , ঐ অনারাবীর কাছে মুহাম্মদ ধর্মীয় অনেক কাহিনী শিখে পরবর্তীতে তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করতেন। কুরাইশদের এহেন অভিযোগেরপরিপ্রেক্ষিতে সেই বিদেশী লোকটিকে উদ্দেশ্য করেই উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়। যেহেতু লোকটি সেখানে কামারের ব্যবসা করতেন, যৌক্তিকভাবেই ধারণা হয় যে, লোকটি আরবি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। যদি ধরেও নিই যে, ঐ ব্যক্তিটি আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ,
তথাপি ঐ মানুষটির কাছ থেকে দোভাষীর মাধ্যমে তথ্য জেনে তা আরবিভাষায় বয়ান করা যাবে না, এমন যুক্তি খুবই হাস্যকর।

মুহাম্মদ ছাড়াও কুরানের অন্যান্য সম্ভাব্য রচনাকারীদের সম্মন্ধে জানতে আগ্রহী পাঠকদের লেখক আবুল কাশেমের তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণাধর্মী "Who Authored theQuran"প্রবন্ধটি পড়ার অনুরোধ করছি।

কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মুহাম্মদের (আল্লাহ) প্রচারিত এহেন গল্প ও কৈফিয়তকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে বিশ্বাস করবেন না। কুরাইশরাও বিশ্বাস করেননি। তাঁরা মুহাম্মদের কাছে পৌরাণিক নবীদের অনুরূপ অলৌকিক কিছু তার নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে বলেছিলেন। এ ক্ষেত্রে কুরাইশদের

আচরণ ছিল খুবই যুক্তিসম্মত। যে কোনো মুক্তবুদ্ধির মানুষই এহেন দাবিদার ও গল্পকারের কাছে অনুরূপ প্রমাণ স্বাভাবিকভাবেই চাইতে পারেন। প্রত্যুত্তরে প্রবক্তা মুহাম্মদ তাদেরকে কী জবাব ও হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন, তার বিশদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে।

মুহাম্মদ এবং তাঁর বিশ্বাসে বিশ্বাসী মুসলমানেরা কুরাইশ /অবিশ্বাসীদের "জাহিলিয়া (অন্ধকার-যুগ/জীব)" আখ্যা দেয়। যে কোনো ইসলামী প্রচারণায় তাঁদেরকে করা হয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! সত্যিই কি তাঁরা অসাধু-অমানুষ-অসহনশীল-মানবতাহীন নির্বোধ ছিলেন? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো 'আইয়ামে জাহেলিয়াত তত্ত্ব' পর্বে।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনু বাদ এখানে।

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/11/blog-post_4221.html

কুরানে বিগ্যান (অষ্টাদশ পর্ব): এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই! - ২

শুক্রবার, ৩০ নভেম্বর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে বাণীগুলো প্রচার করেছিলেন, তাতে অবিশ্বাসীরা কেন "সন্দেহ পোষণ" করতেন, তা কুরানে অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের তিনটি অভিযোগের প্রথম দুইটির আলোচনা আগের পর্বে (সপ্তদশ) করা হয়েছে। মুক্তচিন্তার পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে, অবিশ্বাসীদের অভিযোগ গুলো ছিল যথার্থ। তাদের সে অভিযোগের কোনো সদুত্তরই মুহাম্মদ (আল্লাহদিতে পারেননি। তাদের তৃতীয় (!অভিযোগটি ছিল সবচেয়ে গুরুতর

তৃতীয় অভিযোগ: মুহাম্মদ প্রেরিত ব্যক্তি নন, সে মিথ্যাবাদী, উন্মাদ/ যাদুগ্রস্ত

প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়:

মিথ্যাবাদী

২২:৪২ -

তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নূহ , আদ, সামুদ,

২৯:১৮ -

তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্প ষ্টভাবে পয়গাম পৌছে দেয়াই তো রসূলের দায়িত্ব।

৩৪:৪৩ -

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা ব লে, তোমাদের বাপ-
দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকেতোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তা

রা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৩৫:৪ -

তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।

৩৮:৪ -

তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর।

উম্মাদ

১৫:৬-

তারা বললঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উম্মাদ।

২৩:৭০-

না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।

৩৪:৭-৮ - কাফেররা বলে, ---

সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে **উম্মাদ** এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

৩৭:৩৬ -

বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।

৬৮:৫১-

কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল।

যাদুগ্রস্ত (Bewitched)

১৭:৪৭ -

যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে,

তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জালেমরাবলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।
২৫:৮- জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।

>>> পাঠক, অবিশ্বাসীদের কথা আপাতত স্থগিত রেখে বিশ্বাসী মুমিনদের উদ্ধৃতি জানা যাক। বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিক ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার মুহাম্মদ ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮) লিখেছেন:
মুহাম্মদের দুধ মাতা হালিমা জানিয়েছেন ,
'তার (হালিমার ছেলে) পিতা আমাকে বললেন, "আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে, ছেলেটি (মুহাম্মদ) মস্তিষ্ক রোগগ্রস্ত (stroke), পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পূর্বেই তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিয়ে এসো।" তাই আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিতে গেলাম। তার মা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমরা তাকে ফেরত নিয়ে এসেছি যদিও তার কল্যাণ কামনায় আমি উদ্বিগ্ন এবং তাকে আমি আমার কাছে রাখতে ইচ্ছুক। আমি তাকে(মুহাম্মদের মা আমিনা) বললাম, "এতদিন ঈশ্বর আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছে এবং আমি আমার কর্তব্য করেছি। আমি শঙ্কিত এই ভেবে যে বিপদ তাকে স্পর্শ করবে। তাই আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমি তাকে (মুহাম্মদ) আপনার কাছে ফেরত নিয়ে এসেছি।" তিনি জানতে চাইলেন আসলে কী ঘটেছে এবং সেই কারণটি তাঁকে জানাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাকে স্বস্তি দেননি। তিনি জানতে চাইলেন, আমি তাঁকে (মুহাম্মদ) পিশাচগ্রস্ত (Possessed demon) জেনে ভীত কি না। আমি জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, কোনো পিশাচের সাধ্য নাই যে আমার ছেলেকে স্পর্শ করে... (তারপর উদ্ভট/অলৌকিক কিচ্ছা)।

- (অনুবাদ: লেখক)

(His father said to me, "I am afraid that this child has had a stroke, so take him back to his family before the result appears." So we picked him up and took him to his mother who asked why we had brought him when I had been anxious for his welfare and desirous of keeping him with me. I said to her, "God has let my son live so far and I have done my duty. I am afraid that ill will befall him, so I have brought him back o you as you wished." She asked me what happened and gave me no peace until I told her. When she asked if I feared a demon possessed him, I replied that I

did. She answered that no demon had any power over her son who had a great future over him, and then she told how when she was pregnant with him a light went out from her which illuminated the castles of Busra in Syria and she had borne him with the least difficulty imaginable. When she bore him he put his hands on the ground lifting his head towards the heavens. "Leave him then and go in peace," she said.']

Reference: Ibne Hisham (d 833 CE) 'Sirat Rasul Allah -byIbne Ishaq (704-768)

ed M al Saqqa et al, Cairo, 1936. Translated by A. Guillaume, Oxford university press, First Published 1955. Page - 72)

সহি বুখারী, ভলিউম: ৪, বই ৫৩, নম্বর ৪০০

আয়েশা হতে বর্ণিত,

একদা নবী এমন যাদু-গ্রস্ত হয়েছিলেন যে, ভ্রমের বশে এমন সব কাজের কথা তিনি করেছেন বলে বলতেন, যা তিনি আদৌ করেননি।

(অনুবাদ: লেখক)

সহি বুখারী, ভলিউম: ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪৯০

আয়েশা হতে বর্ণিত,

নবীর ওপর যাদুর আছর হলে ভ্রমের বশে এমন সব কাজের কথা তিনি করেছেন বলে বলতেন, যা তিনি আদৌ করেননি। একদা তিনি অনেকক্ষণ প্রার্থনার পর ঘোষণা করলেন, "আল্লাহর ইচ্ছায় আমি আমার রোগের উপশম জানি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে (স্বপ্নে) এসে বসলো, একজন আমার শিয়রে আর আরেকজন আমার পায়ের কাছে।

একজন অপরজনকে বললো,"এই লোকটির কী অসুখ?"

অপরজন বললো, "সে যাদুগ্রস্ত।"

প্রথম জন বললো,"কে তাকে যাদু করেছে?"

অপরজন বললো,"লুবায়েদ বিন আল-আসাম।"

প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, "কী দিয়ে?"

জবাবে অন্যজন বললো, "একটা চিরুনি, তার সাথে জড়ানো চুল এবং খেজুর গাছের ছাল।"
প্রথম জন বললো, "কোথায় সেটা?"
অপরজন উত্তর দিল, "সেটা ধাওয়ানের কুয়ায়।"
নবী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর ফিরে এসে আমাকে বললেন, "খেজুর গাছগুলো (কুয়ার পাশের) ছিল শয়তানের মাথার মত।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ঐ যাদুর সামগ্রীগুলোকে তুলেছেন?"
তিনি বললেন, "না, কারণ আল্লাহ আমার নিরাময় করেছেন এবং আমি শঙ্কিত যে, এই কাজটি মানুষের ক্ষতির কারণ হবে।"
পরে এই কুয়াটিকে মাটি চাপা দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।'

(অনুবাদ: লেখক)

>>> সুতরাং যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, শুধু অবিশ্বাসীরাই নয়, মুহাম্মদের দুধ-মাতা হালিমা এবং তার সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মীনি আয়েশা (রাঃ) ও আমাদের জানাচ্ছেন যে, সেই ছোটকাল থেকেই মাঝে মাঝে মুহাম্মদ অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। বাস্তবে যে কাজ তিনি করেননি, তাইই করেছেন বলে দাবী করতেন।

জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ জোগানোর নিমিত্ত সমগ্র কুরানে একটিও স্প ষ্ট বাণী নেই (আশ্চর্য নয় কেন মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্বনিম্ন)! কিন্তু অবৈজ্ঞানিক অশরীরী জিনদের নামে একটি পূর্ণ সুরা কুরানে বিদ্যমান (৭২ নম্বর)। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) ঘোষণা দিয়েছেন:

৭২: ১-১৫ - "--

জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন

করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহানমর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদেরআত্নম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। তারা ধারণা করত , যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থেবসতা ম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদেরপালনকর্তা তা দের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। আমরাবুঝতে পেরেছি যে, আম রা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করত পরব না। আমরা যখন সুপথের নির্দেশশুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও জোর-
জবরের আশংকা করে না। আমাদেরকিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায় কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।"

>>> জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে (Meteorites) মুহাম্মদ জিন/শয়তান তাড়ানোর হাতিয়ার বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (বিস্তারিত দ্বিতীয় পর্বে)।

জিনদের নিয়ে কুরানে আরও যে আয়াতগুলো আছে , সেগুলো হচ্ছে:

১৫:২৭-২৮ - --এবং জিনকে এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি।
৩৪:১২ -
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এ

বং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার একঝর ণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আ দেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদনকরাব।

৩৭:১৫৮ -
তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তারা গ্রেফতার হয়ে আসবে।

৫১:৫৬- আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

এ ছাড়াও,

৬:১০০, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ২৭:৩৮-৩৯, ৪৬:২৯-৩০, ৫৫:৩১-৩৫ - ইত্যাদি।

>>> সুরা জিনের শানে নজুলে ইমাম বুখারী (**সহি বুখারী, ৬:৬০:৪৪৩**) আমাদের জানাচ্ছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উকাজ বাজারে যাওয়ার পথে নাখলা নামক স্থানে ফজর নামাজরত অবস্থায় জিনদের একটি দল (তাঁর সাথে সাক্ষাতে) কুরানের মহান বাণী শুনে বিমোহিত হোন। তারা কুরানের ঠিক কোন আয়াতটি এবং কতটুকু শুনেছিলেন , তার উল্লেখ এ হাদিসে নেই। ফজর নামায মাত্র চার রাকাত। এই অল্প সময়ে এই অশরীরীরা যে খুব বেশি কিছু শুনতে পারেননি, তা সহজেই অনুমেয়।

বরাবরের মতই মুহাম্মদের আশেপাশে অবস্থিত অন্যান্য সাহাবীদের কেউই এই জীবটিকে দেখেননি। কিংবা তাদের কথোপকথনও শোনেননি। মুহাম্মদ একাই তা শুনেছেন ও দেখেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই মানসিক উপসর্গটিকে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির বিভ্রম (Visual and auditory Hallucination) নামে আখ্যায়িত করা হয়। জিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত না হলেও এক বিশেষ ধরনের মানসিক রুগীরা যে এই মতিভ্রম উপসর্গের শিকার, তা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ প্রমাণিত।

সুতরাং অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে কেন "পাগল" বলে আখ্যায়িত করতেন তার ব্যাখ্যা কুরান-হাদিসেই বিদ্যমান।

মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে হাজার-
হাজার মিথ্যাচার ও অতিকথা (Myth) সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। প্রশ্ন হলো, কেন এ মিথ্যাচার? কেন এ অতিকথা? এর কারণ বুঝতে হলেআমাদেরকে আবারও ফিরে যেতে হবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষায়। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী মুহাম্মদের (আল্লাহ) বশ্যতা স্বীকার বাধ্যতামূলক এবং তাঁর প্রশংসাকরতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। বাকস্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে রহিত।

প্রবক্তা মুহাম্মদ তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে কুরানে বহুবার নিজেই নিজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'মহান চরিত্রের অধিকারী (৬৮:৪); বিশ্বাসভাজন (৮১:২১); বিশ্ববাসীর রহমত (২১:১০৭); সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদাতা (৩৩:৪৫); উজ্জ্বল প্রদীপ (৩৩:৪৬)' - ইত্যাদি, ইত্যাদি স্বঘোষিত বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন নিজেকে। কিন্তু নির্জলা সত্য হলো, কুরানের অসংখ্য বাণী ও সিরাত-হাদিসের নৃশংস-অমানবিক ঘটনার বর্ণনা মুহাম্মদের এ সকল দাবীর অসাড়তার উজ্জ্বল সাক্ষী! অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে জানতেন একজন মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত (Forger) রূপে। অসংখ্য বাক্যে মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের করছেন অভিশাপ (একাদশ পর্ব) । নেতৃত্ব দিয়েছেন নিরীহ বাণিজ্য ফেরত কাফেলায় ডাকাতি, সম্পত্তি লুট, ভূমিদখল, সন্ত্রাস ও খুনের মত বীভৎস কর্মকাণ্ডে (দ্বাদশ পর্ব)! যে কোন সাধারণ বিবেকবান মানুষই জানেন যে, কোনো ব্যক্তির 'স্বঘোষিত আত্ম-প্রশংসা' কোনোক্রমেই সেই ব্যক্তির সত্যবাদিতার প্রমাণ হতে পারে না। অন্যদিকে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই। এমত পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের বাণীকে অভ্রান্ত ও তাঁকে বিশ্বাসী, সত্যবাদী, চরিত্রবান ও রহমতের আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কী?

উপায় মাত্র দুটি:

১) হুমকি-ভীতি ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমালোচনাকারীদের কঠোর হস্তে দমন। যাতে বিরুদ্ধবাদীরা কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্যের সাহসই না পায়!
২) নেতিবাচক তথ্যগুলোকে গোপন অথবা বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত এমত পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্যের মোড়কে প্রতিষ্ঠিত করা যে সম্ভব, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ইসলাম। গত ১৪০০ বছর যাবত মুহাম্মদ ও তাঁর প্রবর্তিত ইসলামের সমালোচনাকারীকে অমানুষিক পৈশাচিকতায় দমন করা হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পীড়নযন্ত্রের মাধ্যমে সে সব মুক্তমনাদের জর্জরিত করা হয়েছে শারীরিক ও মানসিক আঘাতে। আজকের পরিস্থিতিও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা পৃথিবীবাসী প্রতি নিয়তই প্রত্যক্ষ করছেন !

মুহাম্মদের যাবতীয় উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনী, স্বঘোষিত নির্জলা মিথ্যা আত্ম-প্রশংসা, অমুসলিমদের প্রতি তার যাবতীয় ঘৃণা-হিংসা-ত্রাস-অমানবিক বিধান - ইত্যাদি, ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেবার প্রয়োজনেই মুহাম্মদ অনুসারী/পণ্ডিতরা গত ১৪০০ বছর যাবত এ দু'টি উপায় অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুশীলন করে আসছেন। সত্যকে মিথ্যার বেড়াজালে বন্দী করার প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে হাজারও মিথ্যাচার ও অতিকথা (Myth)! ফলস্বরূপ, ইসলামের ইতিহাসে হাজারোমিথ্যাচারের বেসাতী! মুহাম্মদ ও তার বাণীকে "অভ্রান্ত" প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনেই ইসলাম বিশ্বাসীদের তা করতে হয়েছে অতীতে! করতে হচ্ছে বর্তমানে! করতে হবে ভবিষ্যতে!

মুহাম্মদ ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত পিতৃ-মাতৃ স্নেহবঞ্চিত ৭ম শতাব্দীর এক আরব বেদুইন। পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের মতই ছিল তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, ভুল-ভ্রান্তি, ভাল-মন্দ, মানবিক /অমানবিক ইত্যাদি যাবতীয় দোষ-গুণ ও দুঃখ-শোকের জীবন! পৃথিবীর সকল মানুষের মত তিনিও ছিলেন চিন্তা-চেতনা-কর্মেতাঁর স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতায়। এই চরম সত্যটিকে যাঁরাই অস্বীকার করে মুহাম্মদের যাবতীয় বাণী ও কর্মের বৈধতা দেবার জন্য "ঐশী" শক্তির দ্বারস্থ হবেন, তাঁদেরকেইঘুরপাক খেতে হবে 'মুহাম্মদ <> আল্লাহ<> মুহাম্মদ<>আল্লাহ>' চক্রের গোলকধাঁধায়।

মিথ্যাবাদী/জালিয়াত বনাম মহা-বিশ্বাসভাজন (আল-আমিন)

পৃথিবীর সকল ইসলাম বিশ্বাসী
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন! যে কোনো ইসলামী আলোচনা ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে তাঁরা উচ্চস্বরে প্রচার করেন , "অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের সততায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আল-আমিন নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।"

কিন্তু কুরানে আমরা কী দেখছি?

দেখছি, মুহাম্মদের নিজেরই জবানবন্দী তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী! শুধু একটি বা দু'টি বাক্য নয়, কুরানের বহু বাক্যে যে-
সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো মুহাম্মদেরপরিপার্শ্বিক প্রায় সমস্ত মানুষই মুহাম্মদকে জানতেন মিথ্যাবাদী/জালিয়াত হিসাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মক্কায় মুহাম্মদের ১২-১৩ বছরের অক্লান্ত প্রচারণার ফসল সর্বোচ্চ১৩০ জন অনুসারী। এই অত্যন্ত স্বল্প সং খ্যক অনুসারী ছাড়া তার পরিপার্শ্বের অন্যান্য সবাই ছিলেন অবিশ্বাসী, যাঁরা মুহাম্মদ কে মিথ্যাবাদী রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসী দু'টি সম্পূর্ণ বিপরী তধর্মী চরিত্র। মিথ্যাবাদী তাকেই বলা হয়, যাকে বিশ্বাস করা যায় না।

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হলো কুরান। সেই কুরানেরই আ লোকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, "মুহাম্মদের আল-
আমীন উপাধিটি ইসলামের হাজারওমিথ্যাচারের একটি!"

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতিরদায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনু বাদ এখানে।

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/12/blog-post_7058.html

কুরানে বিগ্যান (পর্ব-১৯): এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই! - তিন

সোমবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০১২

লিখেছেন **গোলাপ**

স্বঘোষিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত বাণীতে অবিশ্বাসীরা কেন "সন্দেহ পোষণ" করতেন তার বিশদ আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে। মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর (কুরান) আলোকে যে সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট, তা হলো, স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের তিনটি মূল অভিযোগের কোনোটিরই সদুত্তর দিতে পারেননি। মুক্তচিন্তার পাঠকরা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে অবিশ্বাসীদের অভিযোগগুলো ছিল যথার্থ ! তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগেরই যে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে তা স্বয়ং মুহাম্মদেরই চারণকৃত আত্মজীবনীগ্রন্থের (কুরানে) পর্যালোচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুহাম্মদ যে মাঝে মধ্যেই অস্বাভাবিক আচরণ করতেন সে সত্যটিও কুরান -সিরাত-হাদিসের আলোকে আজ প্রমাণিত। শারীরিক এবং/অথবা মানসিক অসুস্থতার কারণে মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই মুহাম্মদ যে সুস্থ - সবল দেহ মনের অধিকারী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায় (বিস্তারিত দ্বাদশ পর্বে)।

অবিশ্বাসীদের এহেন সন্দেহ ও অভিযোগের জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) যে সকল কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল মূলত: চার প্রকার:

১) দিয়েছেন **কৈফিয়ত।** তারপর
২) করেছেন **নিজেরই ভূয়সী প্রশংসা।** অতঃপর
৩) **হুমকি ও প্রলোভন।** এবং
৪) **প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান**

১) আত্মপক্ষ সমর্থনে মুহাম্মদের (আল্লাহ) কৈফিয়ত!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

মুহাম্মদ অতীন্দ্রিয়বাদী নন
৫২:২৯-৩০- অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উম্মাদও নন। তারা কি বলতে চায়: সে একজন কবিআমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি।

মুহাম্মদ উম্মাদ নন
৬৮:২- আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন।

মুহাম্মদের বাণী শয়তানের উক্তি নয়
৮১:২২-২৫ - -
তোমাদের সাথী পাগল নন। তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। এটা বিতাড়িত শয়তানেরউক্তি নয়।

২) তারপর, নিজেরই ভূয়সী প্রশংসা!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,
মুহাম্মদ মহান চরিত্রবান
৬৮:৩-৪ - আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

মুহাম্মদ বিশ্ববাসীর রহমত
২১:১০৭ - আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।

মুহাম্মদ উজ্জ্বল প্রদীপসম

৩৩:৪৫-৪৬ - আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

মুহাম্মদ সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদাতা
৩৪:২৮ - আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

মুহাম্মদ আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী -সবার মান্যবর-বিশ্বাসভাজন
৮১:১৯-২১ -নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আ নীত বাণী, যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।

সৃষ্টিকর্তা নিজে মুহাম্মদের প্রতি করেন রহমত প্রেরণ
৩৩:৫৬ - আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন।
>>> আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির এই যুগে আধুনিক চিকিৎসকরা পরিপার্শ্বের জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে মুহাম্মদের মত "এহেন Special" দাবীদারদের জরুরী ভিত্তিতে (Psychiatric emergency) মানসিক হাসপাতালের তালাবন্ধ কক্ষে ভর্তি করেন।

৩) অত:পর, যথারীতি হুমকি ও প্রলোভন!

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,
৮৪:২০-২৫ -
অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না। বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা জানেন। অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

৪) এবং, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান (Challenge)

মুহাম্মদের (আল্লাহ) ভাষায়,

২: ২৩ -
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসবসাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহ্‌কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

১০:৩৮ -
মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছে? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডোকে নাও, যাদরেকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরাসত্যবাদী হয়ে থাক।

১১:১৩-
তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদিতোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।

১৭:৮৮ -
বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এরঅনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

৫২: ৩৩-৩৪ -
না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।

>>> মুহাম্মদের বর্ণিত স্রষ্টা (আল্লাহ) তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের বাসনায় তার অস্তিত্বে অস্বীকারকারীদের সাথে "সূরা প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ" জানিয়েছেন। কম পক্ষে ৫ বার।

এ কোন স্রষ্টা যে তার অস্তিত্বে অস্বীকারকারীদের সাথে সুরা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছেন?

প্রবক্তা কি জানতেন যে আমাদের এই দৃশ্যমান জগতটিই ৯৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ পরিবৃত একটি স্থান? (এক আলোক বর্ষ = ছয়শ হাজার কোটি (Six Trillion) মাইল)
প্রবক্তা কি জানতেন যে আমাদের এই জগতটি হতে পারে অনন্ত-মহাবিশ্বের (Multiverse) কোটি কোটি অনুরূপ মহাবিশ্বের একটি?
প্রবক্তা কি জানতেন যে এ ছাড়াও আছে অদৃশ্যমান জগত: অণু, পরমাণু, কোয়ার্ক, কোষ-DNA/RNA, ডার্ক ম্যাটার - ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি?
প্রবক্তা কি জানতেন যে মানুষের এই আবাসস্থলটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি স্থান?
প্রবক্তা কি জানতেন যে মানুষ নামের এই প্রজাতিটি বর্তমানে জীবিত দৃশ্যমান ১৭ লক্ষ প্রজাতির একটি? এ ছাড়াও আছে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার অদৃশ্য জগৎ? তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে যে-মানুষের সাথে সে "প্রতিযোগিতার" আহ্বান জানাচ্ছেন তার উদ্ভব হয়েছে মাত্র দুই লক্ষ বছর আগে? বিশ্বসৃষ্টির ১৩৫০ কোটি বছর পরে? আর তারা কবিতা লেখা শুরু করেছে সামান্য কয়েক হাজার বছর আগে?

এ তথ্যগুলোর যে কোনো একটির সঠিক জবাব জানা থাকলে মানুষের সাথে "প্রতিযোগিতা" আহ্বানের আগে তিনি নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতেন!

এই সুবিশাল চমকপ্রদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদৌ কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে , এমন কোনো প্রমাণ নাই। আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিত করছে যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই (Fundamental laws of Nature) তথাকথিত কোনো স্রষ্টার হস্তক্ষেপ ছাড়াই একদম "শূন্য (নেই) থেকে" এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হতে পারে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে অপরের জীবনযাত্রা প্রণালীর ওপর কোনোরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কটাক্ষ-তাচ্ছিল্য-অসম্মান-অসুবিধা-হুমকি বা হস্তক্ষেপ না করে একান্ত ব্যক্তিগত স্বস্তি ও সুখ পেতে চান , তবে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি তিনি দাবী করেন যে এই অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা (যদি থাকে) তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উগ্র বাসনায় অবিশ্বাসীদের সাথে "জাতীয় বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট" সাদৃশ্য প্রতিযোগিতায় (যেমন, বাংলাদেশে ক্লোজ-আপ ওয়ান বা চ্যানেল আইয়ের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অথবা World cup football/cricket/heavy weight champion) অংশ নিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারকারীদের সমুচিত জবাব দিতে চান ।। অথবা তিনি যদি ঘোষণা দেন যে বিশ্বস্রষ্টা আকাশ থেকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের কুচক্রী শাসক /রাজনীতিবিদদের মত পাঠান লাঠি-সোঠা-চাকু-ছুরি-পিস্তল-মেশিন গান সজ্জিত খুনী ক্যাডার বাহিনী, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো, এরূপ ব্যক্তি হয় এই মহাবিশ্বের বিশালতা বিশয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এবং/অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন! না, মুহাম্মদ (আল্লাহ) কোন "সংগীত প্রতিযোগিতার" আহ্বান জানাননি; জানিয়েছেন "সুরা প্রতিযোগিতার" আহ্বান! তিনি কোনো "পিস্তল-মেশিন গান" সজ্জিত ক্যাডার বাহিনী পাঠান নাই; পাঠিয়েছেন "ঢাল-তলোয়ার" সজ্জিত ফেরেশতাকুল। [**সুরা আনফাল**: ৮:৯, ৮:১২-১৭]

প্রায় সমকক্ষ না হলে কেউ কারো কাছেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায় না। একজন শক্তিমান মানুষ কখনোই তার শক্তিমত্তায় অস্বীকারকারী পিপীলিকাকে (কিংবা অত্যন্ত দুর্বল কোনো মানুষকে) তার সাথে শক্তিমত্তা প্রতিযোগিতার আহবান জানাবেন না! জগৎশ্রেষ্ঠ কোনো বিজ্ঞানী তাকে অস্বীকারকারী অশিক্ষিত কৃষকের কাছে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার আহ্বান জানবেন না ! কিংবা বিখ্যাত কোনো কবি কখনোই তার অস্বীকারকারী অর্বাচীন শিশুর কাছে কবিতা প্রতিযোগিতার আহ্বান জানবেন না! সমকক্ষ জ্ঞান না করলে এমন আচরণ কি কেউ করতে পারেন? যদি করেন, তবে তা যে তার মস্তিষ্ক বিকৃতিরই উপসর্গ এ ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে?

প্রবক্তা মুহাম্মদ যদি মস্তিষ্ক বিকৃত না হোন তবে আমাদের মানতেই হবে যে তাঁর বর্ণিত স্রষ্টা মানুষেরই সমকক্ষ। কে সেই "আল্লাহ"? সে "আল্লাহ তিনি নিজেই! মুহাম্মদ বিন আবদ-আল্লাহ! কারণ, মুহাম্মদই সেই পুরুষ যে বার বার তাকে অস্বীকারকারীর সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সুরা প্রতিযোগিতার আহবান

জানিয়েছেন? কারণ, মুহাম্মদই সেই পুরুষ যে তার পরিপার্শ্বের মানুষের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টায় ছিলেন মরিয়া! এতটায় মরিয়া যে যে-কোনো মূল্যে তাঁর তা চাইই চাই! হুমকি-ধমকি-প্রলোভন-শাস্তি ইত্যাদি এমন কোনো পন্থা নেই যা তিনি তার পরিপার্শ্বের মানুষের ওপর প্রয়োগ করেননি!

মুমিনদের সন্দেহ

এখন দেখা যাক সমসাময়িক বিশ্বাসী মুসলমানেরা প্রবক্তা মুহাম্মদের বাণীগুলোকে নিঃসন্দেহে পালন করতেন কি না। কুরান-সিরাত-
হাদিস সাক্ষ্য দেয় যে বিশ্বাসীদেরওঅনেকে মুহাম্মদের আদেশ নিষেধকে পালন কর তেন না। যাদের অনেককে মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রবক্তা মুহাম্মদ (আল্লাহ) তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্যযথারীতি প্রলোভন, হুমকি-
শাসানী কিছুই বাদ রাখেননি। অল্প কিছু উদাহরণ:

মক্কায়:

৬১:৭ -

যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

৭৪:৩১ -

আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি-
যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কিবোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন এটা তোমানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।

মদিনায়:

৪: ৬৬ -

আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যেঅল্প কয়েকজন৷ যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে৷

৮:৫ -

যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎ কাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না৷

৯:৩৮-৩৯ -

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবংঅপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৩৩:১০-১৩ -

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহসম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরেরোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গানয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।

৪৭:২০-২৩ -

যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহী

ন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদেরঅন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্যজানা আছে। অতএব, জেহাদের সিন্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি পদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাতকরেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।

৪৯:১৫ -

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাইসত্যনিষ্ঠ।

প্রবক্তা মুহাম্মদেরও সন্দেহ

আর প্রবক্তা মুহাম্মদ? তাঁর কী খবর? হ্যাঁ, মুহাম্মদ নিজেও ছিলেন "সন্দেহভাজনদের একজন"! ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মাঝে মাঝে তিনি নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতেন। হারিয়ে ফেলতেন মনোবল। পরক্ষণেই আবার নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিতেন তাঁর সৃষ্ট আল্লাহর নামে। করতেন স্বগতোক্তি !
নিচের আয়াতটি তার সাক্ষ্য হয়ে আছে!

১০:৯৪ -

সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকেকিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়োনা।

>>> পাঠক, আসুন আমরা **১০:৯৪** আয়াতটিকে একটু মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি। বলা হচ্ছে, "তুমি যদি সন্দেহ ভাজন হও তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো"। কাকে জিজ্ঞেস করতে হবে? যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে! অর্থাৎ আহলে কিতাবদের। অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের। যারা সর্বদাই মুহাম্মদের দাবীকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে এসেছেন।

অর্থাৎ "আল্লাহ" মুহাম্মদকে পরামর্শ দিচ্ছে, "হে মুহাম্মদ তুমি যদি সন্দেহের সম্মুখীন হও তবে যারা তোমাকে নবী হিসাবে বিশ্বাসই করে না সেই অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞেস করে তুমি যে সত্য নবী এ বিশয়ে সন্দেহ মুক্ত হও!" পাঠক, কিছু কি বুঝতে পারলেন? বুঝতে না পারলে হতাশ হওয়ার কোনোই কারণ নেই! Let me try again!

কল্পনা করুন আপনি একজন ধর্মপ্রচারক। আপনার প্রচারণাকে যারা বিশ্বাস করে না। আপনাকে যারা মিথ্যাবাদী-জালিয়াত-পাগল বলে জানে। আপনার মনেও যদি কখনো তাদেরই মত সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবে সে অবস্থায় আপনি যে সত্যিই একজন "সত্যবাদী" তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদেরকেই জিজ্ঞেস করুন যারা আপনাকে "মিথ্যাবাদী" বলে জানে!

কী বললেন? এ তো পাগল প্রলাপ? পাঠক, আপনারা জ্ঞানী। তাই সমস্যাটা অতি সহজেই ধরতে পেরেছেন। সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত তাফসীর-কার তানভীর আল-মিক-বাস(মৃত্যু ৬৮৭ খৃষ্টাব্দ) সম্ভবতঃ আপনাদের মতই **১০:৯৪**-এর সমস্যাটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই তিনি হয়তো এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে উক্ত আয়াতে "**মুহাম্মদের সন্দেহ**"-এর কোনো আভাস দেয়া হয় নাই! তাঁর মতে, 'উক্ত বাণীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পাক 'আহলে কিতাবদের সন্দেহের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন! তাঁর মতে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাব অর্থে "ইহুদী-খ্রিষ্টান" কে নয়, 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম' নামক এক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন:

"The Prophet (pbuh) did not ask nor was he ever in doubt about the Qur'an. Rather, Allah was addressing with these words the people of the Prophet."

>>> আল্লাহ পাকের এই সহজ সরল (তুমি যদি --) বাণীটি যে কী উপায়ে 'আহলে কিতাবের সন্দেহ' রূপে রূপান্তরিত হলো তা মোটেও বোধগম্য নয়।
অন্যদিকে তাফসীরে আল জালা-লীন (মৃত্যু, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ) কিংবা তাফসীরে ইবনে কাথির (১৩০১-১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ) উক্ত আয়াতে 'মুহাম্মদের সন্দেহের' ব্যাপারে

কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেন নাই। তাফসীর ইবনে আব্বাসের মত তারা কোনো "কসরতের" আশ্রয় নেননি।

সত্য হলো, সেই শুরু থেকেই মুহাম্মদ ও তার বাণীকে সর্বদাই তাঁর পরিপার্শ্বের প্রায় সকল মানুষ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। তারা মুহাম্মদের প্রচারণায় শুধু যে নতুনত্বের কোনোই সন্ধান পাননি, তাইই নয়, তাঁরা তাঁকে জানতেন এক মিথ্যাবাদী, জালিয়াত(forged Quran), যাদুগ্রস্থ (Bewitched) ও উন্মাদ রূপে। মুহাম্মদ তাদের সেই অভিযোগের কোনো সদুত্তরই দিতে পারেননি। দেখাতে পারেননি তারই প্রচারিত অন্যান্য নবীদের উপাখ্যান সদৃশ কোনো অলৌকিকত্ব (বিস্তারিত আলোচনা করবো মুহাম্মদের মোজেজা তত্ত্বে)। উপর্যুপরি মুহাম্মদ সর্বদায় তার প্রচারণায় কুরাইশ ও তাদের দেবদেবী এবং পূর্বপুরুষদের করতেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। দিতেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি-শাসানি। করতেন ভীতি প্রদর্শন, শাপ-অভিশাপ। ফলাফল, মুহাম্মদের ১৩ বছরের মক্কা প্রচারণায় ফসল অনূর্ধ্ব মাত্র ১৩০ জন অনুসারী।

শুধু কি তাই? মুহাম্মদেরই জবানবন্দীর (কুরান) পর্যালোচনায় আমরা আরও জেনেছি যে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে যাদেরকে তিনি অনুসারী করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদেরও অনেকেই পুরোপুরি সন্দেহাতীত ছিলেন না। ওপরে বর্ণিত 'মুমিনদের সন্দেহ' তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

মুহাম্মদ ও তার নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা মদিনায় হিজরত পরবর্তী সময়ের শুরু থেকেই কুরাইশ/অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অনৈতিক সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ত্রাসী কায়দায় অমানুষিক নৃশংসতায় বিরুদ্ধবাদীদের করেছেন খুন। উন্মত্ত শক্তি প্রয়োগে বংশ পরম্পরায় বসবাসরত শতশত বছরের জন্মভূমি/আবাসস্থল থেকে তাদেরকে করেছেন উচ্ছেদ। লুট করেছেন তাদের স্থাবর -অস্থাবর সম্পত্তি। তাদেরকে করেছেন বন্দী। ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাদের বউ-বাচ্চা-পরিজনদের। যৌনদাসী বানিয়েছেন তাদের স্ত্রী-কন্যাদের। ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা উপায়ে মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা অবিশ্বাসীদে র "বিশ্বাসী" হতে বাধ্য করেছেন।

সত্য হলো মুহাম্মদের প্রচারণার শুরু থেকে কোন কালেই মুহাম্মদ সন্দেহাতীত ছিলেন না। এখনও নেই। আজ ১৪০০ বছর পরে মুহাম্মদের প্রচারিত মতবাদের (Ideology) ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় তা আরও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। ইসলাম অনুসারীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা-মর্যাদায় পৃথিবীর সর্বনিম্ন (দুটি ভিডিও, সাকুল্যে ১১ মিনিট: এক, দুই) । তাদের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলোর অন্যতমটি হচ্ছে "ইসলামের মূল শিক্ষা", যাকে সর্বদাই পেশীশক্তি, হুমকি ও মিথ্যার আড়ালে গোপন রাখা হয়েছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির যুগে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা-সমালোচনা, পারিপার্শ্বিকতা ও লব্ধ জ্ঞানের আলোকে সাধারণ মুসলমানেরা সে সত্যকে সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন। প্রয়োজন শুধুই সদিচ্ছা।

সুতরাং, আমরা কুরানেরই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য -বিশ্লেষণ ও যুক্তির আলোকে স্পষ্টই জানতে পারছি যে সংকলিত কুরানের বোধগম্য সর্বপ্রথম বাণী "এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই" দাবীটির আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতিরদায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনু বাদ এখানে।

(চলবে)

<u>সমাপ্ত</u>

http://www.nabojug.com/posts/alamgir/346

নাস্তিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জের জবাবঃ কোন অজ্ঞ-নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারাই কোরআন রচিত হওয়া সম্ভব

রবি, 05/19/2013 - 11:49 তারিখে লিখেছেন : আলমগীর হুসেন

সম্প্রতি 'মুসলিম' নামধারী জনৈক মোমিন "*নিরক্ষর জাতির নিরক্ষর নবী দ্বারা কি এ কোরআন রচিত হওয়া সম্ভব?নাস্তিকদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ*" শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশ করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করছি এবং স্বল্প-পরিসরে প্রমাণ করব যে, *একজন মূর্খ-নিরক্ষর ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষেই কেবল কোরান-এর মত একটি ভুলভ্রান্তি-পূর্ণ গ্রন্থ লেখা সম্ভব*।

আল্লাহর চ্যালেঞ্জঃ অনুরূপ একটি সুরা বানিয়ে দেখাও

লেখক শুরু করেছেন, কোরানে মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে আল্লাহর অনুরূপ একটি চ্যালেঞ্জের এভাবে উদ্ধৃতি দিয়েঃ

ওপেন চ্যালেঞ্জ:

"আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ন করেছি, তাহাতে তোমাদের বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ থাকলে, তোমরা ইহার অনুরুপ কোন সূরা আনয়ন কর। এবং তোমরা যদি সত্যবাদি হও তাহলে আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে নিয়ে আস। যদি আনয়ন না কর তবে সেই আগুনকে ভয় কর কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়েছে।" (সূরা বাকারা ২৩-২৪)

মক্কার যারা নবীর আসমানী বাণীকে আল্লাহর বাণী নয়, বরং তাঁরই বানানো বলে দাবী করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য আল্লাহ এ চ্যালেঞ্জ-সমেত আয়াত রচনা করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোরানের রচয়িতা নিজেই কিন্তু বলেছেন, কোরান রাসুল (Messenger)-এর বাণী। দেখুনঃ

81:19

Pickthall
That this is in truth the word of an honoured messenger,

Yusuf Ali
Verily this is the word of a most honourable Messenger,

Shakir
Most surely it is the Word of an honored messenger,

Dr. Ghali
Surely it is indeed the Saying of an honorable Messenger (The Angel Jibril "Gabriel")

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩
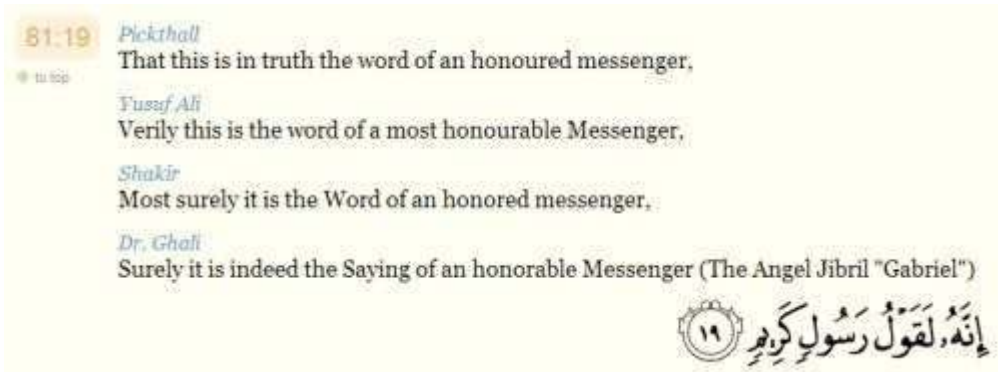
অর্থাৎ, নিশ্চয় ইহা (কোরান) এক সম্মানিত রাসুলের বাণী।

69:40

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤٠

Pickthall
That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

Yusuf Ali
That this is verily the word of an honoured messenger;

Shakir
Most surely, it is the Word brought by an honored Messenger,

Dr. Ghali
Surely it is indeed the saying of an honorable Messenger.
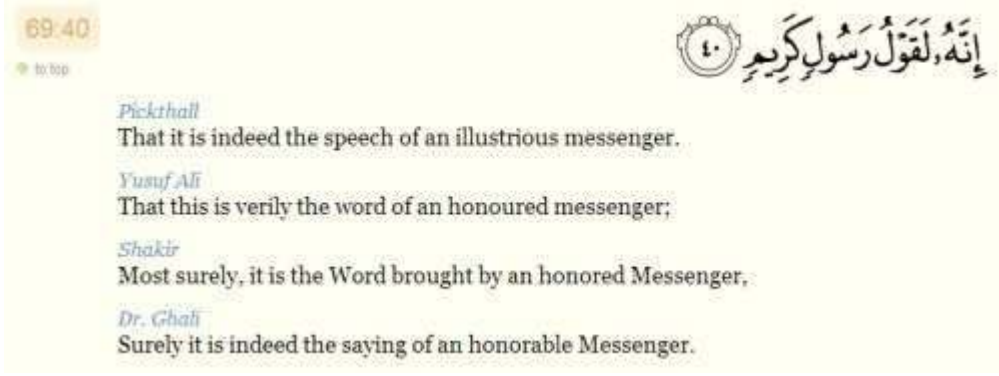
অর্থাৎ, নিশ্চয় ইহা এক সম্মানিত রাসুলের বাণী।

লক্ষ্য করুন, ডঃ গালী তার ৮১.১৯ আয়াতের অনুবাদে Messenger বা রাসুল হিসেবে জিব্রাইলকে দেখানোর চেষ্টা করছেন। তথাপি, তা কোরানকে আল্লাহর বাণী প্রতীয়মান করতে পারে নি।

যাহোক, এবার আল্লাহর উপরোক্ত চ্যালেঞ্জে ফিরে যাওয়া যাক। প্রশ্ন হচ্ছেঃ আল্লাহ, যিনি কিনা সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর বাকোয়াস-বাজ মানুষের মত এভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারা সাজে কি? এমনকি কোন সুস্থ মনের বাবাও যে-কোন কারণেই হোক, তার সন্তানদের প্রতি এমন বাকোয়াসী চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারবেন না। বড় মাপের কোন লেখকের বইকে যদি কেউ "বাজে বই" বলে মন্তব্য করে, সে লেখক মন্তব্যকারীর প্রতি "অনুরূপ একটি বই লেখে দেখাও' এমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারবেন কি? অথবা বড় কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কেউ বাকোয়াস বলে দাবী করলে, সে বিজ্ঞানী "অনুরূপ একটি তত্ত্ব উদ্ভাবণ করে দেখাও" এমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারবেন কি? উল্লেখ্য, আইনস্টাইনের "সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব"টি প্রকাশের পর বহু বিজ্ঞানী তা গ্রহণ করে নি। বলা হয়ে থাকে, প্রথম তিন বছর পর্যন্ত মাত্র ৩ জন বিজ্ঞানী তত্ত্বটি বুঝতেন। আইনস্টাইন যদি তাঁর তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যানকারীদের দিকে "অনুরূপ একটি তত্ত্ব উদ্ভাবন করে দেখাও" বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারতেন তাহলে কেমন হত? তাকে একজন উন্মাদ প্রকৃতির মানুষ হিসেবে দে খা হতো অবশ্যই, নয় কি?

খেলাধুলা, রেসলিং ইত্যাদি বিনোদনের ক্ষেত্রে এমন "চ্যালেঞ্জ" তাকে আরও বিনোদনদায়ক করে তোলে। তবে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকে ঘিরে এমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারা মহা -মূর্খতার প্রতীক। কাজেই আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জই যথেষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, কোরানের রচয়িতা একজন বাকোয়াস-বাজ মূর্খ-নিরক্ষর ছাড়াই কেউ নন।

এখন আমরা দেখি মুসলমানদেরই গর্বের প্রতীক, মুসলিম জাহানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক আল রাজি প্রায় ১১০০ বছর আগে আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায় কি বলেছিলেন।[1] কোরানে আল্লাহর সে চ্যালেঞ্জটিকে লক্ষ্য করে আল রাজী লিখেন:

"আপনি দাবি করেন যে, কোরানই স্রষ্টার কুদরতের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টান্ত। আপনিই বলেন যে, 'যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তবে সে অনুরূপ একটি কিতাব রচনা করে দেখাক।' প্রকৃতপক্ষে আমরা বাকবিদ, সাবলিল বক্তা ও সাহসী কবিদের কাজ থেকে এরূপ হাজারো কিতাব রচনা করতে পারি, যা আরও সঠিকভাবে লেখা এবং যাতে বিষয়গুলো আরো স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেগুলো আরও বেশী অর্থপূর্ণ ও তাদের কাব্যিক মাত্রা আরও ভাল। ...স্রষ্টার কছম! আপনি যা বলেন, তা আমাদেরকে হতচকিত করে। আপনি প্রাচীন কল্পকাহিনীর গালগল্প করেন, যা আত্মবিতর্কে পরিপূর্ণ এবং যাতে কোন উপকারী তথ্য ও ব্যাখ্যা নেই। তবুও আপনি বলেন, 'অনুরূপ একটা কিতাব সৃষ্টি করে দেখাও'।"

অন্যত্র নবীদেরকে মিথ্যুক রামছাগল আখ্যা দিয়ে আল রাজী লিখেন:

"এ রামছাগলগুলো (নবীগণ) এমন ভাব করে যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছে। আজীবন তারা লিপ্ত থাকে মিথ্যা প্রচারে এবং জনগণের উপর প্রভুর বাণীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য চাপিয়ে দিতে। "

আমার কথা মুসলিমরা বিশ্বাস না করলেও, তাদেরই অহঙ্কার আল রাজীর কথাতেও প্রমাণিত হয় যে, কোরান-এর মত একটা বই কেবলই কোন অজ্ঞ-মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছান্ন, বাকোয়াস-বাজ ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে লেখা সম্ভব।

কোরানে বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি

পাঠক অবশ্যই বিষয়টির সাথে পরিচিত যে, প্রায় চৌদ্দ শত বছর পর বিগত ৩-৪ দশকে হঠাৎ কোরানে যাবতীয় বিজ্ঞানের ছড়াছড়ির খোঁজ পাচ্ছে মুসলিমরা। কোরানে বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার হিড়িক পরে যায় সৌদি রাজা ফয়সাল ও মিশরীর প্রেসিডেন্ট-এর পারিবারিক চিকিৎক মরিস বুকেল কর্তৃক ১৯৭৬ সালে "*The Bible, The Qur'an and Science*" শীর্ষক একটি বই লিখার পর থেকে।[2]

লেখক মুসলিমও কোরানে বিজ্ঞানের ছড়াছড়ির অনেক দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন তার চ্যালেঞ্জ সমেত উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে। প্রকৃতপক্ষে, কোরানে বৈজ্ঞানিক ভুলভ্রান্তিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, কোরান কেবলই কোন গণ্ড-মূর্খের লেখা কিতাব। রচনাটি ছোট রাখার জন্য মুষ্ঠিমেয় এরূপ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভুলভ্রান্তি আলোচনা করা হচ্ছেঃ

আল্লাহর বিজ্ঞানঃ পঙ্কিল জলাশয়ে সুর্যাস্ত

- অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন ; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (কোরান ১৮.৮৬)
- অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (কোরান ১৮.৯০)

সুতরাং আল্লাহ বলছেন, যুলকারনাইন নামক কোন ব্যক্তি যেখানে সূর্য অস্ত যায় , সেখানে পৌঁছালেন এবং সূর্যকে পঙ্কিল এক ডোবায় ডুবে যেতে দেখলেন। আরেক বার সেই যুলকারনাইন সূর্য উদয়ের জায়গায় পৌঁছালেন এবং সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন।

যাদের আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও আছে , তারাও জানে যে সূর্যের অস্ত ও উদয় বলে কিছুই নেই, না আছে সূর্য অস্ত যাওয়া বা উদিত হওয়ার কোন জায়গা–পঙ্কিল পানিতে ডুবে যাওয়া তো দূরের কথা। কোরানের রচয়িতা যে কত বড় গণ্ডমূর্খ ছিলেন , তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার মুসলিম সাহেবের উল্লেখিত কোরানের বিজ্ঞানের উপর আলোচনা করা যাক। তিনি লিখেছেনঃ

আকাশের খুটি:

সেই সময়ে নাযিল হওয়া কোরআনে লেখা হল- আকাশের কোন দৃশ্যমান খুটি নেই। "তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলিকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন কোন দৃশ্যমান স্তম্ভ ছাড়া, যা তোমরা বুঝতে পারবে।" (সূরা রাদ:২)

আমাদের বিজ্ঞান আজ জানিয়েছে আকাশমন্ডলির কোন দৃশ্যমান স্তম্ভ নেই। এর আছে একটি অদৃশ্য স্তম্ভ-মধ্যাকর্ষন শক্তি! আর কোরআনও বলে দিচ্ছে একই কথা।

আল্লাহ এখানে বলছেন, তিনি আকাশকে উঁচুতে স্থাপন করছেন অদৃশ্য খুঁটি দ্বারা। এখানে দু 'টি প্রশ্নঃ

- আকাশকে কতটা উঁচুতে স্থাপন করেছেন আল্লাহ? সেখানে গেলে আমরা আকাশকে ছুতে পারব কি ?
- লেখক বলছেন, অদৃশ্যমান খুটি দ্বারা আল্লাহ মহাকর্ষ শক্তিকে বুঝিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছেঃ কোন মহামূর্খ বলবে যে, মহাকর্ষ শক্তি খুঁটির মত একটা জিনিস?

সঠিক বৈজ্ঞানিক সত্যতা হচ্ছে, আকাশ বলে সুনির্দিষ্ট কোন বস্তু নেই। আমাদের চোখে যা আকাশ বলে মনে হয়, তা আসলে মহাশূণ্যতা। তার কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেই, উঁচুতে কিংবা নীচুতে। যার কোন অস্তিত্ব ও অবস্থান নেই, তাকে খুটি দিয়ে ধরে রাখারও প্রয়োজন নেই। সুতরাং লেখক মুসলিমের উল্লেখিত এ কোরানী বৈজ্ঞানিক তথ্যই প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি এক গণ্ড-মূর্খের লেখা মাত্র।

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

৩) মহাবিশ্বের প্রসারনশীলতা :

"আমি আকাশ নির্মান করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা-সম্প্রসারণকারী" (সূরা জারিয়াত ৪৭)

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল এটা এই কিছুদিন আগে প্রমাতি হয়েছে।

আসুন আমরা প্রথমে দেখি আয়াতটির অন্যান্য অনুবাদগুলোঃ

Sahih International: "And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander."

Pickthall: "We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof)."

Yusuf Ali: "With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace."

Muhsin Khan: "With power did We construct the heaven. Verily, We are Able to extend the vastness of space thereof."

Shakir: "And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample."

Bangla: "আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।"

উপরে এইতো বলা হলো যে, আকাশ বলে সুনির্দিষ্ট কোন বস্তু নেই। কাজেই আল্লাহ নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছেন, এমন মন্তব্য পাগলের প্রলাপ মাত্র। এবং অনুবাদগুলো মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ্যে, আয়াতটি কোনক্রমেই মহাবিশ্বের অনবরত সম্প্রসারণের কথা বলছে না এখানে, বলছে কি? বরং বলছে, আল্লাহর আকাশের মত বিশাল বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়।

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

৭) ব্লাক হোলস:

"আমি শপথ করছি সেই জায়গার যেখানে তারকারাজি পতিত হয়। নিশ্চই এটা একটা মহাসত্য, যদি তোমরা তা জানতে।" (সূরা ওয়াক্বিয়া ৭৫-৭৬)

৭৫ নং আয়াতটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে, মহাবিশ্বে এমন জায়গা আছে, যেখানে তারকা পতিত হয়। ঠিক পরের আয়াতেই এটাকে, মহাসত্য বলে দাবি করা হয়েছে। মহাকাশে এরকম স্থান আছে, এটা মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার করা হয়েছে। এই জায়গাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ব্লাক হোলস। এগুলোতে শুধু নক্ষত্র নয়, যে কোন কিছুই এর কাছাকাছি এলে , এখানে পতিত হতে বাধ্য।

মুসলিম সাহেবের মত লেখকগণ কোরানের বাণীকে কীভাবে বিকৃত করেন , তা বুঝতে আয়াত দু'টির অনুবাদগুলো লক্ষ্য করুনঃ

Sahih International: "Then I swear by the setting of the stars, And indeed, it is an oath - if you could know - [most] great. Indeed, it is a noble Qur'an"
Muhsin Khan: "So I swear by Mawaqi (setting or the mansions, etc.) of the stars (they traverse). And verily, that is indeed a great oath, if you but know That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Quran)."
Pickthall: "Nay, I swear by the places of the stars - And lo! that verily is a tremendous oath, if ye but knew - That (this) is indeed a noble Qur'an"
Yusuf Ali: "Furthermore I call to witness the setting of the Stars,- And that is indeed a mighty adjuration if ye but knew,- That this is indeed a qur'an Most Honourable,"
Shakir: "But nay! I swear by the falling of stars; And most surely it is a very great oath if you only knew; Most surely it is an honored Quran,"
Bangla: "অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি, নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ - যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন,"

এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নক্ষত্র-রাজির অস্ত যাওয়ার কথা বলছেন এখানে, এবং কোরান যে আল্লাহরই সত্য বাণী তার প্রমাণ করতে নক্ষত্রের অস্তাচলের নামে কসম কাঁটছেন আল্লাহ।

প্রথমত, আমাদের কাছে নক্ষত্রের (যেমন সূর্যের) অস্ত যাওয়া বলে কিছু অনুভূত হলেও নক্ষত্রের অস্ত যাওয়া বলে কিছু নেই, এবং আল্লাহর মত বিশ্বব্যাপ্ত কোন সত্তার কাছে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়া বলে কিছুই থাকতে পারে না। আল্লাহর মুখে নক্ষত্রের অস্তাচল উচ্চারিত হওয়া চরম অজ্ঞতা , মূর্খতার প্রতীক।

দ্বিতীয়ত, নক্ষত্রের মত এক জলন্ত গ্যাসপিণ্ড তথা ঝড় বস্তুর অস্ত যাওয়ার নামে যে আল্লাহ্ কসম কাঁটে, সে কেমন আল্লাহ্, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের দিনে কোন চরম গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিও কোন জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের নামে কসম কাটবে না। আর এরূপ আয়াতের মাঝে যে-সব ব্যক্তি আজকের যুগে "ব্ল্যাক হোল"-এর খোঁজ পায়, তারা কেমন মূর্খ তাও পাঠককে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নে ই!

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

৬) কে স্থির আর কে গতিশীল:

টলেমী বিশ্বাস করতেন থিওরী অফ জিওছেনট্রিজম এ। আর মতবাদটি হল - পৃথিবী একদম স্থির, আর সূর্য সহ সব গ্রহ নক্ষত্রগুলো ঘুরছে পৃথিবীর চারিদেকে। এ মতবাদটি ষোরস শতাব্দি পর্যন্ত বিজ্ঞান

হিসেবে টিকে ছিলো। এরপর কোপার্নিকাস এসে প্রমাণ করলেন, পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের চারিদেকে প্রদক্ষিণ করছে। মাত্র ২৫ বছর আগেও বিজ্ঞান মানুষকে জানাচ্ছিল সূর্য স্থির থাকে, এটি তার নিজ অক্ষের চারপাসে প্রদক্ষিন করে না। কিন্তু আজ এটা প্রমানীত যে পৃথিবী ও সূর্য দুটোই গতিশীল। আর এদের দুজনের রয়েছে আলাদা কক্ষপথ। চলুন দেখি দেড় হাজার বছর আগের কোরআন এই ব্যাপারে কি বলে!

"তিনিই একজন যিনি দিদ ও রাত সৃষ্টি করেছেন, সুর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমন করছে।" (সূরা আম্বিয়া ৩৩)
"এবং সূর্য তার নিজস্ব পথে চলছ যা সর্বশক্তিমানেরই আয়ত্বে। তিনিই সব জানেন।" (সূরা ইয়াসিন ৩৮)

এই কিছুদিন আগে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যও স্থির নয় বরং গতিশীল...

ছোটকালে বোধশক্তি হওয়ার সূচনাতেই আমরা বুঝি ও দেখি যে, চন্দ্র ও সূ্য আকাশের এক কোণে উঠে এবং একটা পথে ধরে ধাবিত হয়ে অবশেষে উলটো কোণে অস্ত যায়। এ আয়াত দু'টো কেবল সে কথাটিই বলছে, যা ২-৩ বছরের শিশু থেকে যে-কোন গণ্ডমূর্খ পর্যন্ত জানে ও বোঝে। সে কথা একটা গ্রন্থে লিখে প্রচার করা পাগলের প্রলাপের শামিল নয় কি?

কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে, যদিও চন্দ্র ও সূর্য এক আকাশের এক কোণে উদিত হয়ে একটা পথ ধরে ক্রমাগত চলার পর অন্য প্রান্তে গিয়ে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা শিশুকাল থেকেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর উপর বাস করছি, সে পৃথিবীও যে ঘুরছে বা গতিশীল -- সেটা আমাদের বোধগম্য হয় না। বড় হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের বই পড়ার পরই কেবল আমরা সেটা শিখি। আল্লাহর জ্ঞান এবং বোধশক্তিও যে একজন শিশুর মত, তা উপরোক্ত আয়াতগুলোতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নইলে আল্লাহর চন্দ্র ও সূর্যের গতিশীলতার কথা বলছেন, অথচ পৃথিবীর গতিশীলতার কথা একদম বলছেন না। উল্লেখ্য, সূর্য ও চন্দ্রের গতিশীলতার সাথে পৃথিবীর গতিশীলতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; তাদের গতিশীলতার কথা উঠলে সাথে সাথে পৃথিবীর গতিশীলতার কথাও না-উঠে পারে না। কাজেই আবারও প্রমাণ হয়, কোরান শিশুর বোধগম্যতা সম্পন্ন কোন গণ্ডমূর্খের লেখা একটা গ্রন্থ মাত্র।

মুসলিম সাহেব বলেছেনঃ

নিরাপত্তার ছাদ:
"আমরা আকাশে একটি সংরক্ষিত ও নিরাপত্তার ছাদ বানিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া ৩২) আয়াতটি বলছে আকাশে এমন কিছু আছে যা পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয়।

. আমাদের পৃথিবীল বায়ুমন্ডলের উপরিভাগ কোটি উল্কাপাত থেকে হামেশা রক্ষা করছে। এটা এমন কিছু যা পৃথিবীকে নিরাপত্তা দেয়।

. ...
দেড় হাজার বছর আগে মহানবী (স.) কি করে জানলেন, পৃথিবীর উপরের এই সংরক্ষিত আর নিরাপত্তার ছাদের কথা? তার এই তথ্যের উৎস কোথায়?

যখন আকাশ বলে কিছু নেই, তার আবার ছাদ থাকে? যাহোক, ছাদটি কতটুকু পুরু মুসলিম সাহেব আমাদেরকে সেটা বলবেন কি? আর যেসব উল্কা পৃথিবীতে এসে আঘাত করছে, তাদের ব্যাপারে

কি বলবেন মুসলিম সাহেব? আল্লাহর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থ হচ্ছে, নয় কি? আকাশেরও ছাদ–এমন কথা কেবল কোন গণ্ডমূর্খের মুখেই শোভা পায়।

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

১২) চাদের আলো কার আলো?:

"আল্লাহ তায়ালাই এই সূর্যকে করিয়াছেন তেজস্কর আর চন্দ্রকে করিয়াছেন পি তিবিম্বিত আলো"। (সূলা ফুরকান ৬১)

*"কত কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাসিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ এবং চাদ- **যাহার রহিয়াছে ধার করা আলো**"। (সূরা ইউনুস ৫)*

চাদের আলো যে প্রতিবিম্বিত আলো অন্য কথায় ধার করা আলো একথাটা দেড় হাজার বছর আগের একটা বইয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক, যদি সে বইটা হয় এমন এক মহাসত্তার কাছ থেকে যিনি সাময়িক জাগতীক ধ্যান-ধারণার অনেক উর্ধে। সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান সুস্পষ্ট কোরআনের সাথে এখন একমত।

আলোচনায় যাওয়ার আগে এ প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান দখলকারী এক বন্ধুর সাথে এক বাসায় থাকতাম কিছুদিন। একদিন কোরানের বিজ্ঞান নিয়ে কথা উঠলে মোরিস বুকেইল-এর বইটি পাঠ-করা বন্ধুটি আমাকে বললঃ *তুমি কি জান যে, আল্লাহ কোরানে বলেছেন, সূর্যের রয়েছে তেজ-ওয়ালা আলো, কিন্তু চাঁদের সেটা নেই?*বুয়েটের এক কৃতি ছাত্রের মুখ থেকে একথা শুনে তো আমি হতভম্ব। দুই -তিন বছরের অবুঝ শিশুও যা অনুধাবন করতে পারে, তা বুয়েটের একজন কৃতি ছাত্রকে শিখতে হয় কোরানের আয়াত পড়ে?

মুসলিম সাহেবের উল্লেখিত এ আয়াত দু'টো সে কথাটিই বলছে মাত্র। তবে তিনি সূরা ইউনুস ৫ নং আয়াতটিকে কিছুটা বিকৃত করেছেন, এটা প্রতীয়মান করতে যে, **চন্দ্রের আলো ধার করা।** আসুন দেখি আয়াতটির অনুবাদগুলোঃ

Sahih International: "It is He who made the sun a shining light and the moon a derived light..."

Muhsin Khan: "It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a light..."

Pickthall: "He it is Who appointed the sun a splendour and the moon a light..."

Yusuf Ali: "It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a light (of beauty)..."

Shakir: "He it is Who made the sun a shining brightness and the moon a light..."

Bangla: "তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে"

লক্ষ্য করুন যে, কেবল সহি ইন্টারন্যাশনাল অনুবাদ বিনা বাকী অনুবাদগুলো চন্দ্রের আলো ধার করা এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে না। বড়জোর বলছেঃ চন্দ্র মৃদু আলোর উৎস, যা কিনা কোন গণ্ডমূর্খ থেকে অবুঝ শিশুও উপলব্ধি করতে পারে তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। আর সেকথা একটা গ্রন্থে উল্লেখ করা মহা-মূর্খামীর পরিচায়ক মাত্র, নয় কি?

লেখক মুসলিম লিখেছেনঃ

২২) বাচ্চার লিংগ :

"তিনিই জোরা সৃষ্টি করেছেন, ছেলে অথবা মেয়ে, যা একফোটা বীর্য এর দ্বারাই নির্ধারিত"।

আধুনিক জীববিজ্ঞানের আবিস্কারের পূর্বে মানুষের ধারনা ছিল যে , ছেলে বা মেয়ে বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্য মহিলাই দায়ি। কিন্তু কোরআনে দেড় হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাচ্চার লিংগ নির্ধারন হয় স্পার্ম দ্বারা। অর্থাৎ বাচ্চার লিংগ কি হবে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে স্বামি বা পুরুষের উপর। আর আজকে জেনেটিক আর বায়োলোজিকাল গবেষকগণ বহু পরিক্ষারিরিক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে যে, স্পার্ম সেলের মাধ্যমে লিংগ নিধার্রন হয়, যা আসে পুরুষ হতে।

আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আগে একথাটা কে জানতে পারে?

আয়াতটির দিকে আরেকটু নজর দেওয়া যাক (Sahih International):

“And that He creates the two mates - the male and female - From a sperm-drop when it is emitted”

“এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়।”

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, পুরুষের বীর্যই লিংগ নির্বাচন করে–আয়াতটি অবশ্যই সেটা বলছে না। বরং বলছে, আল্লাহর প্রাণীদের জন্ম দেন পুরুষ ও নারী জোড়ায় বেধে, এবং তা কেবলই আসে পুরুষের ছুড়ে মারা (Ejaculated) বীর্য থেকে। অন্যকথায়, আয়াতটি বলছে, বীর্যই কেবলমাত্র সন্তান সৃষ্টির উৎস, তাতে নারীর কোনই অবদান নেই। আর সে কারণেই হয়ত ইসলামে সন্তান ১০০% পিতার সম্পত্তি, মায়ের নয়। বিজ্ঞান মতে, এটা ডাহা মিথ্যে। সন্তানের সৃষ্টিতে - হোক ছেলে কিংবা মেয়ে - মায়ের জেনেটিক অবদান পিতার চেয়েও বেশী। যেমন জীবন চালনাকারী শক্তি উৎপাদনের কারখানা মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনগুলো পুরোটাই আসে মায়ের ডিম্ব থেকে , পিতার শুক্রানু থেকে নয়।

যাহোক, ধরেই নিলাম, মুসলিম সাহেব সঠিক–যে আয়াতটি বলছেঃ প্রাণীজগতে কেবল পুরুষের বীর্যই সন্তানের লিংগ নির্বাচনে একচ্ছত্র ভূমিকা রাখে। এখানেও আল্লাহ মূর্খতা-অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই মা’য়ের জিন নির্বাচন করে সন্তানের লিঙ্গ, যেমন পাখীদের ক্ষেত্রে। কাজেই আবারও প্রমাণ হয়, কোরানের রচয়িতা সর্বজ্ঞ বিশ্ব-স্রষ্টা নন, বরং অজ্ঞ-মূর্খ কেউ।

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

২৫) জমাট রক্ত বা আলাক:

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি মানুষকে তৈরী করেছেন জমাট রক্তপিন্ড (আলাক) থেকে"। (সূরা আলাক ১-২)

আলাক শব্দটির অর্থ আরবিতে জমাট রক্তপিন্ড, পরিস্কারকারি যন্ত্র, জোক। যে কোন একটি বা একাধিক অর্থ নিতে পারেন আপনার পর্যবেক্ষনের জন্য, যাই নেন না কেন, তা ভ্রুনের বৈশিষ্টের সাথে মিলে যাবে! শব্দটির ব্যাবহার এতটাই যৌক্তিক!

এটি কি খুবি আশ্চর্য নয় যে, মাতৃগর্ভাষয়ে একেবারে প্রথমদিকে জন্ম নেওয়া জাইগট বা জিগট দেখতে ঠিক জোকের মত, গর্ভের দেয়ালে ঝুলেও থকে ঠিক জোকের মত , এটা মায়ের দেহ থেকে খাবার নেয় অন্য কথায় মায়ের দেহ পরিস্কারের কাজ করে আর এটা জৈবিক গঠন ঠিক রক্তপিন্ডের মত?

শত শত বছর আগে নিশ্চয়ই মানুষ জানতো না জাইগোটের এই বৈশিষ্টগুলো!

জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সন্তানের জন্ম হয় কোরানের এ ধারণা সম্পর্কিত আরও দু'টির আয়াত (সহি ইন্টারন্যাশনাল থেকে উদ্ধৃত):

- এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি... (কোরান ২৩.১৪)
- অতঃপর সে ছিল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। (৭৫.৩৮)

জমাট রক্ত হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাওয়া রক্ত বা রক্তের মৃত অবস্থা। তার থেকে কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না, প্রাণের উৎপত্তি তো দূরের কথা।

আসলে প্রাণের সৃষ্টির সাথে রক্তের সম্পর্ক খুবই কম। শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলন (ফার্টিলাইজেশন) হচ্ছে প্রাণের উৎপত্তির সূচনা। মিলনটি ঘটে ইউটেরাইন ক্যাভিটিতে , যেখানে রক্তের কোনই অনুপস্থিত নেই। এবং মিলন ঘটার পর ভ্রূণটি ইউটেরাইন ক্যাভিটির তরল পদার্থে ভাসতে থাকে ৭-৮ দিন, যে সময়ের মধ্যে ভ্রূণটি এক কোষ থেকে শতাধিক কোষে পরিণত হয়। তারপর সে ইউটেরাইন দেয়ালে লেগে যায়। হৃৎপিণ্ড গঠন শুরু হয় তিন সপ্তাহ পর। এবং হৎপিণ্ড গঠনের পরই (২৭-২৮ তম দিনে) কেবল ভ্রূণটির সাথে রক্তের সরাসরি সম্পর্ক শুরু হয়। এর আগে রক্তের সাথে সরাসরি সংশ্রব থাকে না ভ্রুণের। কাজেই জমাট রক্তপিণ্ড থেকে প্রাণীর উৎপত্তি হয়, এমন ধারনা চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আরও মজার ঘটনা হচ্ছে, গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল নবী মুহাম্মদের প্রায় ১০০০ বছর আগে ভ্রান্ত ভ্রূণ তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, পুরুষের বীর্য নারীর রক্তের সাথে মিশে প্রাণের উৎপত্তির সূচনা করে। কোরানের আয়াতগুলো সে ভ্রান্ত পুরা-কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, নয় কি?

কাজেই কোরানের ভ্রূণ তত্ত্বও প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটির রচয়িতা হতে পারেন কেবলই কোন অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তি বা সত্তা, সর্বজ্ঞ বিশ্বস্রষ্টা নন।

মুসলিম সাহেব লিখেছেনঃ

৩৪) মধুর ওষুধীগুন:

"মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাহাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য" (সূরা নাহল ৬৮-৬৯)

আমারা আগে জানতাম মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে বিভিন্ন ফুল থেকে অত:পর তা মৌচাকে মজুদ করে রাকে সরাসরি। আসলে তা নয়, বিজ্ঞান কিছুদিন আগে প্রমাণ করেছে মৌমাছির শরীর থেকে মধু বের হয়। কোরআন দ্বারা যা প্রমাণিত।

কোরআন আরো বলেছে মধুর ওষুধীগুনের কথা। আজ আমরা জেনেছি মধুর মদ্ধে রয়েছে প্রচুর খাদ্যগুন। আছে প্রচুর ভিটামিন কে আর ফ্রুক্টোজ। আরো আছে মাঝারি এন্টিসেপ্টিক গুন। কেটে যাওয়া যায়গায় মধু লাগিয়ে রাখলে কোনরকম ইফেকশান হয়না।

মধুর ঔষধী ব্যবহার অনেক অনেক প্রাচীন। নবী মুহাম্মদের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকে মধু ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে মানবজাতি। ইউকিপিডিয়া জানাচ্ছে[3], মধুর জীবন সঞ্জীবনী ও ঔষধী গুণাবলী প্রাচীন বেদিক, গ্রিক, রোমান, খ্রিষ্টীয়, ইসলামী ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন চিকিৎসাবিদ এ্যারিস্টটল (মৃত্যু ৩২২ খৃ. পূ.), এ্যারিস্টোক্সেনাস (মৃত্যু ৩২২ খৃ. পূ.), হিপোক্রেটিস (মৃত্যু ৩৭০ খৃ. পূ.), পরফাইরি (মৃত্যু ৩০৫ খৃ.), সেলসাস (মৃত্যু ~৫০ খৃ.), ডিওস্কোরিদিস (মৃত্যু ~৯০ খৃ.) মধুর ঔষধী গুণাবলী সম্পর্কে লিখেছেন।

হাজার বছর ধরে ঔষধী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করে আসা পুরানো দাদীমার ঔষধের কাহিনী মানবজাতির জন্য রচিত জীবনবিধানে কেবল কোন মহা-মূর্খই উল্লেখ করতে পারে।

কোরানের অলৌকিকত্ব সম্পর্কিত মুসলিমদের প্রধান দাবীগুলো উপরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে , এবং তার প্রত্যেকটিই কোরানের অলৌকিত্বের পরিবর্তে অজ্ঞতা-মূর্খতার পরিচায়ক। মুসলিম সাহেব কোরান ধারণকৃত আরও নানান অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটিরই সঠিক যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কোরানের রচয়িতাকে অনুরূপভাবে গণ্ডমূর্খ হিসেবে প্রতীয়মান করবে। কাজেই রচনাটিকে সংক্ষিপ্ত রাখার খাতিরে সেগুলোর বিশ্লেষণে যাব না। তবে বলা আবশ্যক যে, কোরানের মত এতটা বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভুলভ্রান্তি এবং আত্ম-বিতর্কে দুষ্ট গ্রন্থ রচনা মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। কোরানে বৈজ্ঞানিক ভুলভ্রান্তির তালিকা বিশাল, যা এখানে পাওয়া যাবেঃ Scientific Errors in the Quran
কোরানের আত্ম-বিতর্কের তালিকাও বিশাল। সে সম্পর্কে ধারণে পেতে পড়ুনঃ A Guide To Quranic Contradictions
আরও পড়ুনঃ Quranic Erroneous Science and Contradictions!

---

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bucaille

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_honey

মন্তব্যসমূহ

আপনি যে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: রবি, 05/19/2013 - 15:14).

আপনি যে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে বিশাল এক নিবন্ধ ফাদলেন , আমি তো আপনার যুক্তিগুলো মানলাম না। তাহলে ? আপনি কোরানের যে সব বাক্যকে পাগলের প্রলাপ বলছেন, তার আসল মাহাত্ম আপনি বুঝতে পারেন নি কারন আপনার ইমান নাই। আপনার ইমান থাকলে বুঝতেন , ওসব পাগলের প্রলাপ নয় , বরং আল্লাহর রহস্য পূর্ণ বানী। কোরানে তাই আল্লাহ বলেছেন - এ পবিত্র কোরান হলো

মুত্তাকিদের জন্য। আপনি তো মুত্তাকি না। আপনি কোরানের মহিমা কি বুঝবেন ? তাই আল্লাহর চ্যলেঞ্জ কেউ কোন দিন মোকাবেলা করতে পারবে না। যুক্তিটা হলো - যেহেতু এটা শুধুই মাত্র মুত্তাকিদের জন্য , মুত্তাকিরা কোনদিন চ্যলেঞ্জ করবে না , আর যারা চ্যলেঞ্জ করার মত দু:সাহস দেখাবে তারা কোরান পড়ে কিছুই বোঝে না , খালি মনগড়া কথা বলে যাবে , যা মুত্তাকিরা গ্রহন করবে না। শুধু কি তাই , যারা এ ধরনের হিম্মত করবে , তাদের জন্য আছে জাহান্নাম যেখানে তারা অনন্তকাল পুড়বে। তাই বলছি কি - এখনও সময় আছে , তওবা করে ফেলুন। মুত্তাকি হয়ে যান। তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই লাভ। আহা হা , ৭২ টা সুন্দরী হুর , মদের নহর !! ভাবতেই মনটা হু হু করে ওঠে !!!

<u>ভবঘুরে সাব, বহুত আচ্ছা কইছেন।</u>

মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: রবি, 05/19/2013 - 19:17).

ভবঘুরে সাব, বহুত আচ্ছা কইছেন। মাগার আমার কি দোষ? মুসলিম সাহেব যখন আল্লাহর কথা না-শুইনা বে-মুত্তাকিদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুইড়া দেয় , তখন আমরা আর কি করতে পারি? আমাদের ছোট্ট মাথার ছোট্ট ঘিলুতে যা খাটে, তাই বলি সততার সাথে।

তবে বড় ভুলটা করে মুত্তাকিরাই আমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে।

<u>**إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ**</u>

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: রবি, 05/19/2013 - 17:14).

৮১:১৯ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির, ৮১:১৯

৬৯:৪০ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের বানী। সূরা হাক্কা, ৬৯:৪০

৫১:৫০

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।**আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।**

উপরের ২টি আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোরান নবীর বানী।

৩ য় আয়াতে" **আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।**"

এর বক্তা নবী নিজেই। এটা তো আর আল্লাহর বক্তব্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এর পরেও কী কোরান আল্লাহর বানী? যেখানে কোরান নিজেই আল্লাহর বানী হওয়াকে খন্ডন করে দিচ্ছে।

চাকলাদার সাব, আপনি তো কামাল

মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: রবি, 05/19/2013 - 19:11).

চাকলাদার সাব, আপনি তো কামাল কইরা দিছেন। কোরানের উপর আপনার গবেষণা দেখছি অনেক অনেক গভীর। আপনি থাকতে আমার এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া সর্মিন্দা ব্যাপার।

যাহোক, আপনার উদ্ধৃত দু'টো আয়াত আমার রচনায় যুক্ত করে দিলাম। কৃপা!

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের

মন্তব্য করেছেন সেরু পাগলা গুরুজী (তারিখ: রবি, 05/19/2013 - 23:35).

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির, ৮১:১৯

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের বানী। সূরা হাক্কা, ৬৯:৪০

এই আয়াতে কোরআন হবে না।হবে কথা।

এই আয়াত দুটির অর্থ হবে-নিশ্চয় এই কথা সম্মানিত রাসুলের।

এই তথ্য আমি বহু পূর্বে মুক্ত মনায় বলেছি।সেখান থেকেই হাকিম চাকলাদার সংগ্রহ করেছেন।

বিশ্বাস না হলে এখান থেকে ঘুরে আসুন।

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=26797

এই পো্েষ্টর মাঝামাঝি স্থানে গেলেই তথ্যটি পেয়ে যাবেন।ওখানে আমি হাজি সাহেব নামে মন্তব্য করেছি।।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

বহুত আচ্ছা কইছেন গুরুজী। এই

মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: সোম, 05/20/2013 - 00:24).

বহুত আচ্ছা কইছেন গুরুজী। এই দেখেনঃ

Quran 69:40-43:

"That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

It is not poet's speech - little is it that ye believe!

Nor diviner's speech - little is it that ye remember!

It is a revelation from the Lord of the Worlds."

এখানে প্রথম আয়াতটিতে (৬৯.৪০) কোন জিনিসকে আল্লাহ সম্মানিত রাসুলের মুখের কথা (speech) বলছেন, যা কিনা শেষ আয়াতটিতে (৬৯.৪৩) ঈশ্বরের ঐশীবাণী হয়ে গেল?

"সত্য সহায় গুরুজী" দেখছি মিথ্যার পূজারী!

গুরুজি বুঝতে পেরেছে বর্তমানে

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: সোম, 05/20/2013 - 01:15).

গুরুজি বুঝতে পেরেছে বর্তমানে যে কোরান হাদিস পাওয়া যায় তা দিয়ে সম্ভবত ইসলামের ভবিষ্যত খুব ভাল হবে না। তাই তিনি কোরানকে নুতনভাবে অনুবাদ ও ব্যখ্যা করার একটা মহা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। আমু ব্লগে সিরিজ আকারে তা প্রকাশ করছেন। কিন্তু দু:খের বিষয় কিছু নাস্তিক টাইপের

লোকজন ছাড়া কেউ সেটা গ্রহন করছে না। নাস্তিকরা সেটা গ্রহন করছে এ কারনে যে তাতে আস্তিকদের মধ্যে একটা ঝামেলা পাকানোর সুযোগ পাওয়া যায় যেখানে গুরুজীও একজন সহযোগী হবে। হা হা হা

সূরাত হাক্কত এর ৪৩ নম্বর তে

মন্তব্য করেছেন সেরু পাগলা গুরুজী (তারিখ: সোম, 05/20/2013 - 14:45).

সূরাত হাক্কত এর ৪৩ নম্বর আয়াতে বলেছে-

তানযিলুম মির রাব্বিল আলামিইন। যার অর্থ-

মহা-বিশ্বের প্রতিপালক হতে অবতারিত।

একথা এই প্রলিত কোরআনকে বলে নাই।বলেছে মূল কোরআনকে।এই মূল কোরআন ও প্রচলিত কোরআন চিনুন।তাহলে আপনার ভুল ভেঙ্গে যাবে।

আপনি কি এই কিতাব ও ঐ কিতাব কি তা জানেন?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আপনার বাংলা ক্রমশই দুর্বোধ্য

মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: সোম, 05/20/2013 - 15:31).

আপনার বাংলা ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে গুরুজী। 'গুরুজী' বলে কথা নাকি 'পাগলা গুরুজী' বলে?

তবু, নিঃসন্দেহে আয়াত ৪০-৪৩ প্রত্যেকটিতে একই জিনিসের কথা বলা হচ্ছে, এবং ৪০ নং আয়াতে তা রাসুলের মুখের বাণী এবং ৪৩ নং আয়াতে বিশ্বকর্তার প্রত্যাদেশ হয়ে উঠেছে।

এর বাইরে লেবুকে যতই কচলানো হোক , ততই তিতা রস বের হবে। কাজেই ইতি।

এই মূল কোরআন ও প্রচলিত কোরআন

মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: বৃহস্পতি, 09/19/2013 - 23:04).

এই মূল কোরআন ও প্রচলিত কোরআন চিনুন।

কিছুই বুঝলাম না আপনার কথা!!! নতুন করে কোরান লেখার উদ্যোগ নিয়ে ছেন নাকি ভাই?সেটা সত্য হলে শুভেচ্ছা নেবেন। কোরান সংশোধনের আর সংস্কারের খুবই দরকার আছে!!

@গুরুজী সাহেব ,

মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: বৃহস্পতি, 09/19/2013 - 22:57).

@গুরুজী সাহেব ,

ওখানে আমি হাজি সাহেব নামে মন্তব্য করেছি।।

দেখলাম আপনার লিঙ্ক ফলো করে। ওখানে ভবঘুরে আর চাকলাদার সাহেব ছাড়াও দেখছি বেশ কয়জনের সাথে আপনার আলোচনা হয়েছে।পুরাটা পড়িনি , কারন খানিক্টা পড়েই বিরক্তি লেগেছে।

আচ্ছা একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না। আপনি কি আসলেই মুসলিম নাকি অন্য ধর্মাবলম্বি? ওখানে দেখলাম আপনি একাধিক স্রষ্টার দাবী করেছেন। তা একাধিক স্রষ্টা আছে এটা দাবী করার পরেও আপনি মুসলমান থাকেন কিভাবে সেটাই আমার কাছে পরিষ্কার না। এটা তো হিন্দুরাও দাবি করবে না। আব্রাহামিক ধর্মের কোন শাখার দাবী করার প্রশ্নই আসে না !

এটা তো বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলোতে গজিয়ে ওঠা নিও প্যাগানিজম নামের নতুন কাল্টের কথা বার্তা (এদের ভিতরের হার্ড লাইন প্যাগান রা একাধিক দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী)! কি সব জানি কোরানের আয়াতও মেরেছেন দেখছি।আসলেই আমি মুক্ত মনাতে আপনার বলা কথাবার্তার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু কি পরিষ্কার করবেন দয়া করে ???

আপনি আসলে হিন্দু, ইহুদী

মন্তব্য করেছেন dilruba (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 05/22/2013 - 04:35).

আপনি আসলে হিন্দু, ইহুদী-নাসারার দালাল। মুসলমানের নাম রাখছেন ক্যান ? কোন মুসলমানের বাচ্চা পাক কোরান নিয়া এসব কথা বলতে পারে না।সূরা ৫ আয়াত ১০১ :("ওহে যারা ঈমান এনেছ! সে সব বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না যা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করলে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে") তার মানে চক্ষু বুইজ্জা খিচ্চা থাকতে হবে, কোন প্রশ্ন তুলা যাবে না।আপনি কেন পাক কোরানের মহাবিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ? আপনি আসলে অন্ধ-বধির, শয়তানের পাল্লায়

পরেছেন। আল্লায় আপনার চক্ষু, কর্ণের উপর মহর মাইরা দিসে। আল কোরান বুঝতে হইলে আপনার মাঝে দোজগের আগুনের ভয় থাকতে হবে। বেহেস্তের হুরপরী, উট-দুম্বার গোসত, কুয়ার পানি(ব্যাঙ থাকলে আপত্যি নেই), আর খুরমা-খেজুরের আসল মজা বুঝতে হবে।

দারুণ ও শ্রমসাধ্য লেখা ।

মন্তব্য করেছেন শোভন (তারিখ: মঙ্গল, 05/28/2013 - 20:52).

দারুণ ও শ্রমসাধ্য লেখা ।
তবে বোকাচোদা মুসলিমের পিছে আপনি এত সময় নষ্ট করছেন দেখে কষ্ট লাগল ।

লেখা লেখি না করলে ওরা জানবে

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: শুক্র, 05/31/2013 - 13:52).

লেখা লেখি না করলে ওরা জানবে কেমনে। এভাবে বিগত ১০/১২ বছর ধরে লেখা লেখি হয় বলেই তো কিছুটা হলেও পাবলিক আসল সত্য বুঝতে পেরেছে। ব্লগের পাঠক কম হলেও এটা আস্তে আস্তে সবার মাঝে ছড়িয়ে যাবে ক্রমশ: । তাই হতাশ হওয়ার কারন নেই।

শোভন,

মন্তব্য করেছেন অর্ফিউস (তারিখ: বৃহস্পতি, 09/19/2013 - 23:00).

শোভন,

তবে বোকাচোদা মুসলিমের পিছে

লেখকের লেখাটা আমারো ভাল লেগেছে।কিন্তু আপনার এই ভাষাটা কি ভদ্র সমাজে গ্রহণযোগ্য?একটু ভালকরে ভেবে দেখুন তো!!

সাব্বাস! গোমর ফাঁক করে দেয়া

মন্তব্য করেছেন আতিকুল (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বৃহস্পতি, 05/30/2013 - 23:43).

সাব্বাস! গোমর ফাঁক করে দেয়া লেখাটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/lengtapagol/posts/168545

কুরান কার বানী , আল্লাহর নাকি মুহাম্মদের , নাকি উভয়ের বানী ??

তারিখঃ বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৩:২৯

লিখেছেনঃ লেংটা পাগল

কুরান যদি বাংলাতে পড়া হয় তাহলে মাঝে মাঝে মনে হয় কোন কোন বাক্য মুহাম্মদের নিজের। কিন্তু আরবীতে পড়লে তা মনে হয় না কারন আমরা অনেকে আরবী পড়তে পারলেও তার অর্থ জানি না। অথচ আমাদেরকে বলা হয় কুরান হলো আল্লাহর বানী। কুরান পড়লে ছোয়াব হয়। তবে তা আরবীতে , কিন্তু কারনটা কি এজন্য যে নিজ মাতৃভাষায় পড়লে আমরা বুঝে যাব যে কুরান আসলে আল্লাহর বানী নয় ?

যেমন উদাহরন হিসাবে নিচের আয়াতটা ধরা যেতে পারে :

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব , অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। সূরা আল আন আম - ৬:১১৪

খেয়াল করুন পুরো আয়াতটি। এখানে বানী যেহেতু আল্লাহর সেহেতু বক্তা তথা কর্তা হবে আল্লাহ। তাহলে উক্ত আয়াতের প্রতিটি সর্বনাম পদকে আমরা ভাগ করি এবং দেখি তারা কাকে নির্দেশ করে।

তবে কি **আমি** (১)আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব , অথচ **তিনিই**(২) **তোমাদের**(৩) প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? **আমি**(৪) **যাদেরকে** (৫)গ্রন্থ প্রদান করেছি, **তারা**(৬) নিশ্চিত জানে যে, এটি **আপনার** (৭)প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে।
অতএব, **আপনি** (৮)সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

উক্ত (১) এর আমি টা কে ?
(২) এর তিনি টা কে ?
(৩) এর তোমাদের টা কে ?
(৪) এর আমি টা কে ?
(৫) এর যাদেরটা কে ?
(৬) এর তারা টা কে ?

(৭) এর আপনার টা কে ?
(৮) এর আপনি টা কে ?

দেখাই যাচ্ছে **আমি**(১) আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব না। বলাই বাহুল্য এখানে **আমি** হলো মুহাম্মদ নিজে। আর (২) তিনি হল আল্লাহ। , (৩) এর তোমাদের হবে উম্মত বা বান্দারা (আরবরা) , তাহলে (৪) এর আমি টা কে হবে ? মুহাম্মদ নাকি আল্লাহ ? যদি এটা আল্লাহ হয় তাহলে পূর্বের বাক্য -

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন বিচারক অনসন্ধান করব ? এটা অবশ্যই মুহাম্মদের বাক্য হবে। তাই নয় কি ?

আমি তো কিছু বুঝলাম না। কেউ কি একটু বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

মন্তব্যসমূহ

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৪:০২ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

বাক্যটাতো বলে দিচ্ছে এর বক্তা আল্লাহ পাক এবং নবিজী (দঃ) উভয়েই।

তবে আপনার দরবারে বহুৎ ইছলামিক পন্ডিতের আনাগোনা আছে, ভাগ্য আপনার,তারা দয়া করে যদি কোন কলা কৌশলে কিছুটা সংযোজন বা বিয়োজন করে আমাদের কে রক্ষা করেন। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

এই আসায় বসে থাকলাম। দেখা যাক।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৪:৩৫ তারিখে উন্মাদ ভবঘুরে বলেছেন

প্রথম কথা, কোরআন শরীফ কোন মানবসৃষ্ট ব্যাকরন মানে না। দ্বিতীয়ত , আপনাকে কেউ কোরআন শরীফের বাংলা বুঝে পড়তে বলেনি। আপনি যদি একটু কষ্ট করে আরবি পড়া ও বুঝতে পারাটা শিখে নেন তাহলে এই সমস্ত উদ্ভট টাইপ চিন্তা আপনার মাথায় আসবে না; গ্যারান্টিড।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৪:৪৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

আচ্ছা বলেছেন উন্মাদ ভবঘুরে। তার মানে কী গন্ডমূর্খ রেখে কুরান নামক ট্যাবলেট টি সবাইকে গেলাতে চান?
কিন্তু আজকালতো মানুষেরা চতুর্দিকে বোমার আঘাত খেতে খেতে পিঠ একেবারে দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। আর তো পারছেনা একটু চোখ কান খুলে খবর না লয়ে।
সমস্যাটা তো এখানেই বেধে গিয়েছে।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৫:৩১ তারিখে উন্মাদ ভবঘুরে বলেছেন

যদিও আমি আপনার লেখার মর্মার্থ বুঝতে অক্ষম। তারপরও বলি , আপনি কেন শুধু নিজের মাতৃভাষায় বিষয়টা চিন্তা করছেন ? সৌদি আরবের মাতৃভাষা - আমার জানা মতে আরবি। তো তারা যখন কুরআন শরীফ পাঠ করেন , তারাও কি আপনার মতন এমন কনফিউশনে থাকেন ? নাকি তারাও গন্ডমূর্খ ও বোমার আঘাতে তাদেরও পিঠ দেয়ালে লেপ্টে আছে ? আর এই বিষয়ে আপনি কোন ইসলাম স্কলারের কাছে না জানতে চেয়ে এই ব্লগে কেন লিখছেন ?
খুব জানতে ইচ্ছা করছে। সত্য জেনে আমাকেও জানাবেন প্লিজ।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৭:৪১ তারিখে এস দেওয়ান বলেছেন

আরবিদের মাথায় পায়খানা আছে বলে বাঙালিদের মাথায়ও তা থাকবে এমন কোনো যুক্তি নেই । শুধু কোরান নয়, কোনো ধর্ম গ্রন্থই ঈশ্বরের বাণী নয় ।

"কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো"
আমার সোনার বাংলা ।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৭:৪৭ তারিখে এস দেওয়ান বলেছেন

না, কোরান ঈশ্বরের বাণী নয় । কোরান ১০০% মোহাম্মদের বাণী । মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এটি পাবলিককে গেলানো হচ্ছে । তবে কোরানের মূল উ দ্দেশ্য হলো সমাজে শান্তি স্থাপন করা । ধর্ম মেনে চললে অবশ্যই সমাজ শান্তিময় হবে ।

"কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো"
আমার সোনার বাংলা ।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৭:৪৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন
@উন্মাদ ভবঘুরে,

মূক্তমনা ব্লগে ভবঘুরে নামক একজন ব্লগারের নিকট থেকে আমি নিম্নোক্ত আয়াৎ ও তার অবতীর্ণের প্রেক্ষিতের হাদিছটি পেয়েছিলাম। অবশ্য ভবঘুরে কে আর দেখা যায়না।

ঐ হাদিছটির সন্তুষ্ট জনক ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই।তাই আমি মাঝে মধ্যে একটু অনুসন্ধিৎসু হয়ে কোরান হাদিছ দেখে থাকি।

এরপর আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় আমাদের মুসলমানদের নিকট শুধু অমুছলিমই নয় আমাদেরই ভাই মুসলমানদের ও সামান্যতম নি রাপত্তা নাই। আমরা আমাদের ভাইদেরকে প্রায় প্রতিদিনই হত্যা করতেছি।আমাদের ভাইএরা আমাদেরকে হত্যা করতেছে।দেখলে মনে হয় ধর্মের জন্য জীবন। জীবনের জন্য ধর্ম নয়।

এমনকী মসজিদেও আমাদের নিরাপত্তা নাই। আরো আশ্চর্য ব্যাপার এই হত্যা গুলো কোন হিন্দু খৃষ্টান বা ঈহুদীরা করতেছেনা। অথচ বাল্য কাল হতে শিক্ষা পেয়ে আসছি ওরাই আমাদের শত্রু।

আর আমি আরবদের দিকে দেখতে যাব কেন?কোন আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন?আমি ইংরেজী আরবী বুঝি। আমি কোরান হাদিছ বুঝতে পারি।

একারনে মাঝে মাঝে একটু কোরান হাদিছ বুঝার চেষ্টা করি।

আর ব্লগে কেন আসি?
কারণ দেখতে পাই এখানে বড় বড় ইছলামিক পন্ডিৎ এসে তর্কে লিপ্ত হয়ে থাকেন। তাদের তর্ক দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।অনেক মজা পাই।

ভবঘুরের নিকট থেকে পাওয়া সেই হাদিছ ও আয়াৎ টা নীচে দেখুন।আপনি এ সমস্ত রেফারেন্স বোধ

হয় জানেন ও না। আর জানবেনই বা কী করে।

BOKHARI

Volume 6, Book 61, Number 512:
Narrated Al-Bara:
There was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) and those who strive and fight in the Cause of Allah.' (4.95)
The Prophet said, "Call Zaid for me and let him bring the board, the inkpot and the scapula bone (or the scapula bone and the ink pot)."' Then he said, "Write: 'Not equal are those Believers who sit..", and at that time 'Amr bin Um Maktum, the blind man was sitting behind the Prophet . He said, "O Allah's Apostle! What is your order For me (as regards the above Verse) as I am a blind man?' So, instead of the above Verse, the following Verse was revealed:
'Not equal are those believers who sit (at home) except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc.) and those who strive and fight in the cause of Allah.' (4.95)

নীচে সেই আয়াৎটি-

4;95
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 95

গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৭:৫৩ তারিখে এস আর শুভ বলেছেন

কুরআন আল্লাহ প্রেরিত মহানবী (সঃ) এর বানী .....

"যতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার
বিবেকটাকে মানুষে রূপান্তর করতে না পারবেন
ততদিনে আপনি একজন পূর্নাঙ্গ মানুষ
হতে পারবেন না "

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ০৭:৫৪ তারিখে এস আর শুভ বলেছেন

কুরআন আল্লাহ প্রেরিত মহানবী (সঃ) এর বানী .....
"যতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার
বিবেকটাকে মানুষে রূপান্তর করতে না পারবেন
ততদিনে আপনি একজন পূর্নাঙ্গ মানুষ
হতে পারবেন না "

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১২:২৯ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন

আপনি দাবি করলেন , কুরান হলো আল্লাহর বানী। দাবি আপনার তাই আপনাকেই প্রমান করতে হবে কুরান আল্লাহর বানী। এখন আপনি প্রমান করুন।

আমরা মনে করি কুরান হলো মুহাম্মদের বানী। তাই কুরানের মধ্যে যে কথা বলা আছে - আমি ইহা নাজিল করেছি- এটা কিন্তু কোরানকে আল্লাহর কিতাব বানায় না। যেহেতু মানুষের সামনে মুহাম্ম দই কিছু বানী দিয়ে তা আল্লাহর বানী বলে চালিয়েছে তাই উক্ত আমি ইহা নাজিল করেছি এটাও সেই মুহাম্মদের কথা অর্থাৎ মুহাম্মদই ইহা নাজিল করেছেন । সুতরাং কুরানের কথা দিয়ে কুরানকে প্রমান করতে আসবেন না। কারন কুরানের কথা হলো মুহাম্মদের কথা। বিষয়টা এমন - আমি একটা বই লিখে তাতে বললাম - আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদি আল আমীন। তাহলেই যে আমি আল আমীন বা সত্যবাদি হয়ে যাব সেটা ঠিক নয়। কুরানের বিষয়টাও তেমনি। তাতে যতই বলা হোক যে এটা আল্লাহর বানী সেটা আল্লাহর বানী হিসাবে প্রমানিত হবে না। এক্ষেত্রে অনেকেই পাল্টা মূর্খের মত প্রশ্ন করে - নবি তো ছিল নিরক্ষর সে কিভাবে কিতাব লেখে? আসলে সে লেখে নি , লিখেছে তার কিছু সাহাবি। লেখার সময় তারা নিজেদের অনেক কথা তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অনেক কথা বাদও দিয়েছে পছন্দ না হওয়াতে।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১০:৪৬ তারিখে আরেফেন বলেছেন

কুরআন ১৪০০ পুর্বের মধ্যযুগের একটি কিতাব

আর ১৪০০ বছর পরেও আধুনিক মানুষ Confused , কুরআন আসলে কার বানী।

এটাই কি কুরআনার সত্যতা প্রমান করেনা ?

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১২:৩১ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন

না এটা কুরআনের সত্যতা প্রমান করে না।

এটা প্রমান করে , যারা এটাকে আল্লাহর বানী মনে করে এই এক বিংশ শতাব্দিতে , তারা কি পরিমান মূর্খ ও অন্ধ। আর এটাই আশ্চর্যের ব্যপার।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১৩:১১ তারিখে আরেফেন বলেছেন

অজ্ঞ, মুর্খ মুহাম্মদের উপর **প্রায় দেড় হাজার বছর** আগে কি এক কুরআন নাযীল হল ,

সেটাকে আধুনিক এক ব্লগারের মিথ্যা প্রমানের কি প্রানান্ত চেস্টা

কুরাআনকে ভুল প্রমানের জন্য এত চেস্টা করা লাগে কেন ??

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১৩:৫৭ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত যত ধর্ম গ্রন্থ ঈশ্বরের বানী হিসাবে প্রচারিত হয়েছে তার সবগুলোতেই একই অবস্থা কোনটা কম আবার কোনটাতে বেশী । সবই ঈশ্বরের নামে ভ্যাজাল গ্রন্থ ।

বৃহঃ, ৩০/০৫/২০১৩ - ১৪:৩২ তারিখে লেংটা পাগল বলেছেন

ভাবতাছি নিজেই একখান কিতাব চালু করব ঈশ্বরের নামে। আমার বিশ্বাস কিছু পাগল ছাগল পাওয়া যাবেই যারা বিশ্বাস করবে সেটা ঈশ্বরের কিতাব। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখতে চাই - কি ঘটনা ঘটে।

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A7%80/posts/169996

কোরান কি আল্লাহর বানী নাকি মুহাম্মদের নিজের বানী?

(তারিখঃ শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৪:৩৪)

লিখেছেনঃ দেশ প্রেমিক

কোরান যারা নিজ মাতৃভাষায় পড়ে নি , খালি আরবীতে পড়েছে অথবা যারা খুব ভাল কন্ঠের অধিকারী কারও কোরান তেলাওয়াত শুনেছে তাদের কাছে এটা বেহেস্ত থেকে আসা আল্লাহর বানী মনে হতে পারে। আরবী ভাষা এমনিতেও বেশ সুললিত একটা ভাষা আর তাই সুন্দর কন্ঠের কোরান তেলাওয়াত মধুর সঙ্গীতের মতই লাগে অনেকটা। কিন্তু মুস্কিল হলো কেউ যদি আরবী গালাগালিকে কো রানের তেলাওয়াতের মত করে বলে তাও তো আল্লাহর বানী মনে হবে।

এই মধুর সঙ্গীত শুনেও অনেকে ইসলাম গ্রহন করেছে। যেমন ওমর ইবনুল খাত্তাব , ইসলামের তৃতীয় খলিফা। আমি নিজেও যখন কোরান তেলাওয়াত শুনি আমার কাছেও এটা মধুর সঙ্গীতের মত লাগে। অবশ্য কোরানের বানীর পরিবর্তে যদি সেখানে আরবীতে মা বাপ তুলে গালাগালিও করত তাহলেও নিশ্চিত আমাদের কাছে তা শুনতে কোরান তেলাওয়াতের মতই মধুর মনে হত। আর আরবী ভাষার এ গালাগালি শুনে কেউ ইসলাম গ্রহন করলে তার জীবনটাই যে বৃথা হয়ে যেত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে সে যাই হোক , কোরান তেলাওয়াতের মাধুর্য যদি কোরানের বিরাট সৌন্দর্য হয় , তাহলে দুনিয়াতে যে বহু সঙ্গীতজ্ঞ বহু মন মাতানো মায়াবী সঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছে তা নিশ্চিতভাবে কোরানের চাইতেও বেশী সৌন্দর্যময় হবে এবং একই সাথে সেটাও আল্লাহর বানী হবে । তবে সেটা এভাবে আল্লাহর বানী হবে যে আল্লাহ দয়া করে তাদের কন্ঠে উক্ত বানী বসিয়ে দিয়েছে। এবং কি আশ্চর্য আল্লাহ ঠিক এভাবে তার বানী মুহাম্মদের মুখে বসিয়ে না দেয়া সত্ত্বেও আমরা সবাই তার বানীকে আল্লাহর বানী মনে করি। অর্থাৎ মুহাম্মদের নিজের বানীকে আমরা আল্লাহর বানী হিসাবে বিশ্বাস করি। অথচ যাদের সরাসরি বানী ও সুর এত মধুর তাদে র বানীকে তাদের নিজেদের বানী মনে করি। এরকম হবে কেন ? এত যে কথা বলা হলো , এখন তো সবাই বলবে কোরান যে মুহাম্মদের নিজের বানী তার প্রমান কি ?

প্রমান তো এটাই যে কেউ কোনদিন জিব্রাইল বলে কোন ফেরেস্তাকে মুহাম্মদের কাছে ভিড়তে দেখেনি আর তাই তারা কেউ শুনেনি কোনদিন যে জিব্রাইল এসে আল্লাহর বানী মুহাম্মদের কাছে দিয়ে যাচ্ছে। মুহাম্মদ যেটা আল্লাহর বানী রূপে বলেছে , সেটাই সে তার উম্মতদেরকে বিশ্বাস করতে বলেছে। অর্থাৎ কোরান যে সত্যিই আল্লাহর বানী তার কোনই প্রমান নেই। এটা শুধুই বিশ্বাস। অথচ বর্তমানে কিছু লোক আছে যারা এমন ভাবে কথা বলে যেন মনে হয় তাদের সামনেই জিব্রাইল এসে মোহাম্মদের কাছে বানী দেয়ার ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে। সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যপার হলো খোদ কোরানই অর্থাৎ মুহাম্মদই মনের ভুলে বলে ফেলেছে আল্লাহর বানীর নামে যা সে প্রচার করেছে তা আসলেই তার নিজের বানী। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তাহলে দেখতে হবে ---------

Sahih International: [That] indeed, the Qur'an is the word of a noble Messenger.

Muhsin Khan: That this is verily the word of an honoured Messenger I

Pickthall: That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

Yusuf Ali: That this is verily the word of an honoured messenger;

Shakir: Most surely, it is the Word brought by an honored Messenger,

Dr. Ghali: Surely it is indeed the saying of an honorable Messenger.

প্রকৃতপক্ষে কোরান হলো এক সম্মানিত নবির বানী। সূরা হাক্কা - ৬৯: ৪০

ইহা প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত নবির বানী । সূরা তাকবির -৮১:১৯

সূত্র : http://quran.com/69

কেন মনের ভুলে মুহাম্মদ এ কান্ডটি করল ? তার বহুবিধ কারন থাকতে পারে। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কারন যেটা হতে পারে তা হলো =============

মুহাম্মদের স্বজাতি প্রেম ছিল মারাত্মক। কিন্তু তারা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সব সম য় মারামারি কাটা কাটিতে ব্যস্ত থাকাতে তার মন খারাপ হতো। সে চেয়েছিল পাশের রোমান বা পারস্য সাম্রাজ্যের মত একটা আরব সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে। সেকারনেই সে নয়া রাজনৈতিক দর্শন চালু করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়। সে সে দর্শনটাকে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত বলে প্রচার কর লেও , বস্তুত তা তো ছিল না, তাই এক পর্যায়ে বিবেকের তাড়নায় আসল কথাটা কোরানে বলে গেছে যাতে করে ভবিষ্যতে

কোন একদিন মানুষ আবিস্কার করবে যে মুহাম্মদের কোন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল না বরং একটা জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্য গঠনই উদ্দেশ্য ছিল , সে কারনে তারা যেন পরবর্তীতে এই সব ফালতু ধর্ম নিয়ে তেমন বাড়া বাড়ি না করে। অর্থাৎ তার বানী যে আসলে আল্লাহর বানী ছিল না, কায়দা করে তার কোরানে সে সেটা বলেও গেছে, যা তার আশা ছিল ভবিষ্যতের মানুষ আবিস্কার করবে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য , আমরা তার সে বানীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি এখনও। খোদ মুহাম্মদ বর্তমানে যদি আবার জন্মগ্রহণ করত , তাহলে সে নিশ্চিত তার উম্মতদের পাগলামি ও উন্মাদনা দেখে দারুনভাবে মর্মাহত হতো।

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৪:৪৮ তারিখে আরেফেন বলেছেন

কোরআন যে কোন মানুষের নিজস্ব বাণী হতে পারে না - তার স্বপক্ষে বেশ কিছু যৌক্তিক কেস দাঁড় করানো হয়েছে। যে কেউ নিরপেক্ষ মন-মানসিকতা নিয়ে কোরআন স্টাডি করলে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হবেন যে, কোরআনের মতন একটি গ্রন্থ লিখা মানুষের পক্ষে সত্যি সত্যি অসম্ভব।

কোরআনকে মোহাম্মদের বানী বলার আগে নীচের কেস স্টাডি গুলো একে একে খন্ডন করুন

কেস-১: কোরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নিজেই বক্তা এবং সেই সাথে বেশ কিছু আয়াতে কোরআনকে অত্যন্ত জোর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করা হয়েছে। পৃথিবীতে কোন ধর্ম গ্রন্থ কিন্তু এরকম নয়। কিছু নমুনা: ১৪:১, ১৬:১০২, ২০:৪, ২৬:১৯২-১৯৪, ২৭:৬, ৩২:২, ৪৫:২, ৭৬:২৩, ৯৭:১, ইত্যাদি।

কেস-২: কোরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে কোরআনের দাবিকে ভুল প্রমাণ করার জন্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু ফলসিফিকেশন টেস্ট ও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। ফলসিফিকেশন টেস্ট (৪:৮২) অনুযায়ী কোরআনে সুস্পষ্ট ভুল-ভ্রান্তি বা অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, নিজে গ্রন্থ লিখে এভাবে চ্যালেঞ্জ দেয়াটা আদৌ সম্ভব বা স্বাভাবিক না। মানব জাতির ইতিহাসে এমন চ্যালেঞ্জ কেউ কখনো দিয়েছেন বলেও মনে হয় না। মানুষ কখনো এই ধরণের চ্যালেঞ্জ দেয় না বা দেয়ার সাহস পায় না। তাও আবার বেশ কয়েকটি ধাপে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে! কিছু নমুনা: ৪:৮২, ১৭:৮৮, ১১:১৩, ২:২৩-২৪, ৫২:৩৩-৩৪, ১০:৩৭, ইত্যাদি।

কেস-৩: কোরআনে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এ পর্যন্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল প্রমাণিত হয়নি। ইতোমধ্যে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অতএব সম্ভাবনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও সঠিক হওয়ার কথা।

কেস-৪: কোরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সেই ধর্মগ্রন্থের নাম (কোরআন), ধর্মের নাম (ইসলাম), ও অনুসারীদের নাম (মুসলিম) উল্লেখ করা হয়েছে (২:১৮৫, ৫:৩, ২:১২৮, ২:১৩১)। এই পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে সেই ধর্মগ্রন্থের নাম , ধর্মের নাম, ও অনুসারীদের নাম পাওয়া যায় না। সবগুলো ধর্মগ্রন্থের বহিরাবরণ খুলে ফেলে ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ কাউকে যদি সনাক্ত করতে বলা হয়

সেক্ষেত্রে একমাত্র কোরআনকেই সনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

কেস-৫: কোরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে তার আগের রেভিলেশনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে (৫:৪৮, ৩:৩, ৩৭:৩৭, ৩৫:৩১, ১৫:৯, ১০:৩৭)- প্রচলিত কিছু বিশ্বাসকে সংশোধন করা হয়েছে (৪:১৭১, ৫:৭৩, ২১:২২, ২:১১৬, ৪:১৫৭)- এবং সেই সাথে নিজেকে ফুরকান (Criterion) হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে (২৫:১, ২:১৮৫)। নিজে একটি গ্রন্থ লিখে এভাবে ঘোষণা দেয়াটা কি সম্ভব।

কেস-৬: কোরআনের দাবি অনুযায়ী কোরআনের পান্ডুলিপি এখন পর্যন্তও সংরক্ষিত আছে (১৫:৯)। এমনকি কোরআনের একটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে একদম শুরু থেকে হাজার হাজার মানুষ সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্তও রেখে আসছে (৫৪:১৭)। আজ-ই যদি কোন দৈব দুর্বিপাকে পৃথিবীর বুক থেকে সবগুলো ধর্মগ্রন্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেটার প্রায় অবিকল অনুলিপি তৈরী করা সম্ভব। অবহেলা করার কোন উপায় নেই! সত্যিই একটি মিরাকল।

কেস-৭: কোরআনে প্রসঙ্গক্রমে “This is the Truth- wherein there is no doubt” কথাটি কয়েক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। এমনি এমনি কি কেউ এতটা জোর দিয়ে এমন কথা বলতে পারে।

কেস-৮: কোরআনে সালভেশনের ফিলোসফি একদম স্পষ্ট ও সার্বজনিন (২:৬২, ৫:৬৯, ২২:১৭, ১০৩:১-৩)। অমানবিক বলার যেমন কারো সাধ্য নেই তেমনি আবার অবৈজ্ঞানিক বা অস্পষ্ট বলারও কোন পথ খোলা নেই। কারণ কোরআনে যেমন “অরিজিনাল সিন” বলে কিছু নেই তেমনি আবার কর্মফলের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী জীবনে র পাপের ফলস্বরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম -মৃত্যুও নেই। প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিশুরা পাপ বা অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মায় না। এর যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তিও নেই। বরঞ্চ নবজাতক শিশুকে পাপী বা অভিশপ্ত ধরে নেয়াটা চরম অমানবিক। একটি শিশু ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার আগেই যদি মারা যায় সেক্ষেত্রেও তাকে নিষ্পাপ ধরা হয়। এমনকি মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ পূর্ণবয়স্ক মানুষদেরও নিষ্পাপ ধরা হয় (২৪:৬১)। কোরআন অনুযায়ী এই পার্থিব জগৎ একটি পরীক্ষাক্ষেত্র (১৮:৭, ৬৭:২, ২:২১৪, ২:১৫৫)। প্রত্যেক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার স্ব-স্ব বিশ্বাস ও কর্মের জন্য দায়ি থাকবে। এক জনকে অন্য জনের পাপের বোঝা বহন করতে হবে না (১৭:১৫, ৬:১৬৪)। বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং সেই সাথে নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নেয়ার জন্য মানুষকে ফ্রী -চয়েস দেয়া হয়েছে (১৭:১৫, ১৮:২৯, ৭৬:৩, ১৩:১১)। এই জগতের ভাল-মন্দ কাজ ও ফ্রী-চয়েসের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জগতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ভাগ্য তথা পরিণামও বলে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সালভেশন হচ্ছে স্রষ্টার মহান একটি উপহার। তবে একদম ফ্রী-লাঞ্চ নয়! লাঞ্চের টোকেনস্বরূপ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের পাশাপাশি ভাল কাজও করতে হবে (৪:১২২, ৮৫:১১, ১৮:১০৭, ১৯:৬১, ৩২:১৯, ২৯:৯, ২:১১২, ২:১৭৭)। অন্যথায় ন্যায়-অন্যায় বা ভাল-মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না!

কেস-৯: ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় মুহাম্মদ (সাঃ) -এর জন্মের আগেই পিতা মারা গেছেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে মাতা মারা গেছেন। সবগুলো পুত্র সন্তান ছোট বেলায় মারা গেছেন। এমনকি

একজন ছাড়া বাদবাকি কন্যা সন্তানরাও তাঁর আগে মারা গেছেন। প্রায় সারাটা জীবন সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়েছে। অথচ এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলোর কিছুই কোরআনে নেই! শুধু তা-ই নয়, তাঁর জীবনের সাথে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তিত্ব যেমন হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, ও হযরত আলী (রাঃ) সহ আরো অনেকের জীবন বৃত্তান্ত তো দূরে থাক তাঁদের নাম পর্যন্ত কোরআনে নেই! অথচ এক পালক পুত্রের নাম সহ নাম না-জানা অনেকের নাম কোরআনে এসেছে! অতীতের অনেক ঘটনাও কোরআনে এসেছে। এমনকি যীশুখ্রিস্টের মাতা মেরির নামে কোরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ চ্যাপ্টার আছে এবং মাতা মেরিকে নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানও দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রফেট মুহাম্মদের মাতা -পিতা, স্ত্রী, ও ছেলে-মেয়েদের নাম পর্যন্ত কোরআনে স্থান পায়নি! বাস্তবে আদৌ কি সম্ভব! কোরআন প্রফেট মুহাম্মদের নিজস্ব বাণী হলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতি , হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ও কিছু নিকটতম ব্যক্তিত্ব কোরআনে স্থান পাওয়ার কথা। অধিকন্তু , কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সেই ধর্মগ্রন্থের মেসেঞ্জারের বিরুদ্ধে সমালোচকদের বিভিন্ন সমালোচনা ও অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। প্রফেট মুহাম্মদকে বিভিন্নভাবে উপহাস -বিদ্রূপ করে কোরআনে কিছু আয়াতও আছে। এমনকি প্রফেট মুহাম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের দু -একটি তিক্ত ঘটনাও কোরআনে স্থান পেয়েছে (৬৬:১, ৮০:১-৪, ৮:৬৭, ৯:৮৪, ১৬:১২৬)। কোরআনের উপর প্রফেট মুহাম্মদের হাত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের উপহাস-বিদ্রূপ, অভিযোগ, ও তিক্ত ঘটনাগুলো কিন্তু সহজেই এড়িয়ে যেতে পারতেন। ফলে যে কোন যুক্তিবাদী মানুষের এখানে থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করার কথা।

কেস-১০: হাদিসকে বলা হয় প্রফেট মুহাম্মদের নিজস্ব বাণী। কোরআনও প্রফেট মুহাম্মদের বাণী হলে হাদিস ও কোরআনের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য থাকার কথা না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাদিস ও কোরআনের বাণীর মধ্যে রাত-দিন তফাৎ (Hadith books are a living witness, which proves that the Quran is not the word of Prophet Muhammad or any other human.) অধিকন্তু, কোরআন যদি প্রফেট মুহাম্মদের নিজস্ব বাণী হতো বা প্রফেট মুহাম্মদের নামে কেউ যদি লিখতেন সেক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবেই কোরআনের "কেন্দ্রীয় চরিত্র" হতেন প্রফেট মুহাম্মদ। অথচ কোরানের "কেন্দ্রীয় চরিত্র" হচ্ছেন আল্লাহ। কোরআনে আসলে প্রফেট মুহাম্মদকে বিভিন্নভাবে আদেশ-উপদেশ দেয়া হয়েছে। তার ডজন ডজন প্রমাণ আছে। কে আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন? আল্লাহ। কোরআনের মতন একটি গ্রন্থ লিখে কেউ কি কখনো কাল্পনিক কারো বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছেন? ইতিহাসে এমন কোন নজির নেই! কোরআন যেভাবে লিখা হয়েছে সেভাবে আসলে সম্ভবও নয়।

কেস-১১: কোরআন যে প্রফেট মুহাম্মদ বা কোন মানুষের নিজস্ব বাণী হতে পারে না তার জ্বলন্ত একটি প্রমাণ হচ্ছে, কোরআনে যেখানে ইব্রাহীম (আঃ), ঈসা (আঃ), ও মূসা (আঃ) প্রমূখদের নাম ডজন ডজন বার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে প্রফেট মুহাম্মদের নাম এসেছে মাত্র চার বার! প্রফেট মুহাম্মদ নিজে কোরআন লিখলে ডজনেরও বেশী নাম না-জানা ব্যক্তিত্বদের নাম ও তাঁদের বর্ণনা কোরআনে আসাটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেখানে তাঁর নিজের সম্বন্ধেই তেমন কিছু নেই এবং তাঁর জীবনের সাথে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের নাম পর্যন্তও কোরআনে স্থান পায়নি! অপরদিকে অন্য কোন মানুষ যদি মুহাম্মদকে আল্লাহর মেসেঞ্জার বানিয়ে কোরআন লিখতেন (যদিও অসম্ভব - কারণ প্রফেট

মুহাম্মদ সেই সময় জীবিত ছিলেন এবং এই অভিযোগকে কবর দেয়ার জন্য কোরআনই যথেষ্ট) সেক্ষেত্রেও খুব স্বাভাবিকভাবেই কো রআনের “কেন্দ্রীয় চরিত্র” হতেন প্রফেট মুহাম্মদ। যেমন নিউ টেস্টামেন্ট ও গীতার “কেন্দ্রীয় চরিত্র” হচ্ছেন যথাক্রমে যীশুখ্রিস্ট ও শ্রীকৃষ্ণ।

জায়গার স্বল্পতার কারণে বিস্তারিত লিখা সম্ভব হলো না। তথাপি নিরপেক্ষ ও মুক্তমনে উপরের সবগুলো কেস সার্বিকভাবে বিবেচনা করে দেখুন তো কোরআনকে কোন মানুষের বাণী হিসেবে আরোপ করা যায় কি-না। কোরআনে বিশ্বাসের স্বপক্ষে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে কেস দাঁড় করিয়েছেন। আগে তো কেস দাঁড় করাতে হবে- তারপরই না কেবল সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্ন আসবে। ইহাই যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম। ইচ্ছে করলে যে কেউ, যে কোন সময়, উপরোল্লেখিত কেসগুলো যাচাইও করতে পারেন

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৪:৫২ তারিখে দেশ প্রেমিক বলেছেন

পোষ্টে যে কেইসটা আছে আগে সেটার সুরাহা করেন।

পরে আপনার পাখোয়াজী কেসের ব্যবস্থা করা হবে। পারলে আগে পোষ্টেরটা সুরাহা করেন।
==
সব ছার খার করে দেয়ার মারাত্মক প্রতিজ্ঞায় এক ভয়ংকর জিহাদী

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:১৯ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

দেশ প্রেমিক সাহেব-

আমার প্রশ্নের কিন্তু জবাব দেন নাই। আমার প্রশ্ন ছিল- আগে এই প্রশ্নের জবাব দেন তার পরে অন্য কথা।

১। বাবা ব্যতীত যিশুর জন্ম হওয়াতে, যিশুকে আপনি জারজ সন্তান মনে করেন কি না?

২। স্বাম ছাড়া সন্তান জন্ম, দেওয়াই মেরিকে একজন ব্যভিচারিনী অসতী মনে করেন কি না?

৩। যিশুর দলের লোক যিশুকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেওয়াকে, যিশুর দূরদর্শিতা অভাব ছিলো বলে মনে

করেন কি না?

৪। যিশুকে প্রকাশ্য দিবালোকে বিচারের মাধ্যমে হাজার হাজার জনতার সামনে ক্রুশ বিদ্ধ করে মৃত্যু নিশ্চিৎ করাই, তাকে অনেক বড় অপরাধী মনে করেন কি না?

৫। খৃষ্টানদের ধর্মীয় কিতাব ইঞ্জিলে যিশুকে আল্লাহর পুত্র বলেছে , আপনি তা বিশ্বাস করেন কি না?

করলে, কেন করেন এবং না করলে করেন না কনে? জানাবেন।

আর মহাম্মদ সাঃ খুনিও নয় ডাকাতও নয়। তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিতিমালা প্রণয়নকারী। জানতে কোরআনের তালিম নিন। বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:২৩ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন

কুরান শরীফ নিয়া আবার যূদধ শুরু করলেন কেন ?গ্রামে চাষের জমি থাকলে গ্রামে যান,চাষবাস শুরু করেন,নিজের পাশাপাশি দেশ ও দশের কামে দিবো।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৫:৫৩ তারিখে লাল ছাতা বলেছেন

অনর্থক মানুষকে confused করেন ক্যান?? স্বল্প আর ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে মহাগ্রন্থ কুরআনের সমালোচনা করা বা ভুল ধরতে আসাটা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ ঠান্ডা মাথায় ভাবলে হয়ত বুঝবেন। না বুঝলেও কুরআনের বা খাটি মুসলমানদের কিছু আসে যায় না। মহাগ্রন্থ আল কুরআন সংরক্ষনের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।
আপনি যে আয়াত টি বলেছেন এর তাফসীর যদি পড়েন তাহলে উত্তর পেয়ে যাবেন। তাফসীর ইবন কাসীর এ বলা আছে.........

(Verily, this is the Word of a most honorable messenger.) meaning, indeed this Qur'an is being conveyed by a noble messenger, which is referring to an honorable angel, who has good character and a radiant appearance, and he is Jbril. Ibn `Abbas, Ash-Sha`bi,

Maymun bin Mihran, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi` bin Anas, Ad-Dahhak and others have said this

লিঙ্কঃ http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1225&Itemid=137

আপনি যে আয়াতটির রেফারেন্স দিয়েছেন এর ঠিক দুই আয়াত পরেই রয়েছে

69:43[It is] a revelation from the Lord of the worlds.
এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।
http://quran.com/69

শুধু শুধু কুরআনের আংশিক অংশ লিখে এর অপপ্রচার , অপব্যাখ্যা বন্ধ করুন। হয় নিজে তওবা করে সঠিক পথে আসুন, অথবা অনর্থক কুৎসা করা বন্ধ করুন।
আস্তিক হন আর নাস্তিক হন মিথ্যা কথা সবার জন্যই সমান খারাপ। তাই নয় কি???

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:১০ তারিখে সন্তোষ বিক্রম বলেছেন

কোরান যে আল্লাহ নামক কোন সর্বশক্তিমানের বানী নয় তার প্রমাণ---
১। কোরআনের আয়াতে আছে-- আল্লাহ বলে হও আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়!!! কিন্তু যখন বলেন, ধ্বংস হউক আবু জাহেলের হাত তখন তা সাথে সাথে ধ্বংস হলো না কেন ???
২। সূরা বনি ইসরাইলে মক্কাবাসীরা যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল তার একটিও আল্লাহ ও তার রসূল করে দেখাতে পারলেন না যাতে তারা বিনা যুদ্ধে ইসলাম কবুল করতে পারত। দেখুন আয়াত গুলো---
(১৭:৮৯) আমি এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার করার ওপরই অবিচল থাকে৷
(১৭:৯০) তারা বলে, “আমরা তোমার কথা মানবো না যতক্ষণ না তুমি ভূমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করে দেবে৷
(১৭:৯১) অথবা তোমার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা৷
(১৭:৯২) অথবা তুমি আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে তোমার হুমকি অনুযায়ী আমাদের ওপর ফেলে দেবে৷ অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে৷
(১৭:৯৩) অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরি হবে৷ অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো৷” হে মুহাম্মাদ ! এদেরকে বলো , পাক-পবিত্র আমার

পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ?

এই চ্যালেঞ্জের ঠ্যালায় আল্লাহ ও তার নবী কি বলল শেষ আয়াতে দেখুন--- এদেরকে বলো, পাক-পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ?!!!!!

কোরানের মত এত বড় ধাপ্পাবাজি গ্রন্থ এর কি আছে!!!!!!

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:২৭ তারিখে লাল ছাতা বলেছেন

"সন্তোষ বিক্রম" আর "দেশ প্রেমিক" দুইজনই একই মানুষ বলে মালুম হচ্ছে। আপনাদের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি খুবই সন্দেহজনক।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৪ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

লাল ছাতা সাহেব-

মূলত এরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক। তাই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের আগে ইসলাম ধর্মকে খারাপ প্রমানে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এদের থেকে সাবধান।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৭:৩১ তারিখে শামীম আরেফীন বলেছেন

ইজ্জত আলি ভাই লেখকরে ২ টা থাবড়া দেন(অবশ্যই যুক্তি দিয়া)লগে সন্তোষ বিক্রমরে ও।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:২৫ তারিখে আত্মার অন্তরালে বলেছেন

দয়া করে এই জ্ঞান নিয়ে পবিত্র কোরআন শরিফের সমালোচনা করবেন না।আপনার নাস্তিকতা আপনার ব্যাপার।আর আপনার ব্যাপার আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।
নাস্তিক ও যুদ্ধপরাধিমুক্ত বাংলাদেশ চাই।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:২৮ তারিখে সন্তোষ বিক্রম বলেছেন

তাহলে যারা কোরানকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রমাণে মরিয়া হয়ে গেছে তাদের আগে থামান ভাই!!!!!!

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:৩৩ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

আত্মার অন্তরালে সাহেব-

মূলত এরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক। তাই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের আগে ইসলাম ধর্মকে খারাপ প্রমানে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এদের থেকে সাবধান।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:৩০ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

জিব্রাইল বা অন্য কোন ফেরেস্তা বা কোন মাধ্যমে বা আল্লাহ সয়ং ছাড়া কে উত্তর দিবে ? কোরয়ানের রচয়িতা যে সেই একমাত্র উত্তর দিতে পারবে । অন্য কেউ পারবে বলে মনে হয় না ।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৬:৪৩ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@ আরেফেন সাহেব,

৫১:৫০

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। "আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

"আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী" ।

এই বাক্যাংশের বক্তা কে?

৬:১১৪

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব ,"

অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।
অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ন হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"

উপরের বাক্যাংশ **" তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব ,"**
এর বক্তা কে?

তাহলে কী বলতে চান,এগুলীও আল্লাহর বানী?

একটু ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন ?

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

শনিবার, ২২/০৬/২০১৩ - ১৮:৩৩ তারিখে আরেফেন বলেছেন

আঃ হাকিম চাকলাদার

কুরানের ভাষাশৈলী সম্মন্ধে আপনার খুব বেশী ধারনা নেই।তাই এরকম প্রশ্ন করলেন।

কুরানে **"আপনি বলুন"** এ কথাটি অনেক আয়াতেই উহ্য রাখা হয়েছে।

- মন্তব্য প্রদানের জন্য লগইন অথবা রেজিস্টার করুন

রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ০৫:৪৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@আরেফেন,

"**আপনি বলুন**" উহ্য রাখা হয়েছে।"

তাহলে কী আল্লাহ পাক কোরানকে একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন যেখানে মানুষকে কিছু কিছু শব্দ যোগ করে দিয়ে এর পূর্নতা আনতে হচ্ছে ?

অথচ আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতেই ঘোষনা করতেছেন "তিনি তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন"

আমাদের এখানে যোগ করা লাগতেছে قل (কুল) শব্দটি। আল্লাহ কী এতই দুর্বল ,অক্ষম যে সামান্য قل (কুল) শব্দটি বসাইতে ভুলে গেলেন। আর আমাদেরকে অর্থ সঠিক রাখার জন্য একটি পূর্ণ শব্দ যোগ করতে হচ্ছে।

মানুষ তো ভূল ও করতে পারে।

আল্লাহর একেবারে খাস নিজস্ব বানীতে অর্থ ঠিক রাখার জন্য মানুষ শব্দ সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে,কোরান হাদিছের কোথায় পেয়েছেন সূত্র সহ উল্লেখ করুন।

অন্যথায় আপনি আল্লাহর মূল নিজস্ব ভাষায় পরিবর্তন করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন।

আপনি প্রয়োজনে একটা শব্দ বসাতে পারলে অন্য আর একজনের তো অধিকার থাকবে তার প্রয়োজনে আর একটা শব্দ বসানোর?

আল্লাহর ভাষায় হস্তক্ষেপ করার অপরাধ কি আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন মনে করেন? কখনোইনা।

তাহলে কোন অধিকারে কোরানের মূল ভাষায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেলেন উপযুক্ত সূত্রসহ আমাদের কাছে ব্যাখ্যা সহ পরিস্কার করুন।

http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=16854

কোরান নয় আল্লার বাণী : প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা।

তারিখ: ৩ আষাঢ় ১৪১৮ (জুন ১৭, ২০১১)

লিখেছেন : হৃদয়াকাশ

কোরান যে আল্লার মুখের কথা নয় , এটা যে হযরত মুহম্মদের চিন্তা চেতনার ফসল -এরকম কথা বলা হলেই ইসলামিস্টরা কল্লা কাটার জন্য তেড়ে আসে। এতে অবশ্য তাদের কোনো দোষ নেই; কারণ, হযরত মুহম্মদ তো নিজেই তাদের এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। নবী জীবিত থাকতেই কোরানের বাণী চ্যালেঞ্জকারী ও সন্দেহবাদীদের যাকে যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই হত্যা করিয়েছেন। এ বিষয়ে পরে আলাদা একটা পোস্ট লেখার ইচ্ছা আছে।

আসল কথায় আসি, কোরান যে আল্লার বাণী নয় একথা কোরানের ব্যাকরণগত ভুল দিয়েই প্রমাণ করা যায়। যেমন- কোরানের প্রথম বাণী, যা মুসলমানরা - আল্লা যে জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলমানদের কত তাগিদ দিয়েছেন তা বোঝানোর জন্য - বহুলভাবে প্রচার করে থাকে, "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" এই বাণীটির দিকে একটু ভালো করে তাকালেই বোঝা যায় এই কথাটা নবীর। অথচ কোরান আল্লার বাণী, সেখানে নবীর কথা থাকতে পারে না। আল্লা যদি নিজে এই কথাটা বলতো তাহলে বাক্যটা হয়তো এমন হতে পারতো ," পড় তোমরা আমার নামে, কারণ আমি তোমদের সৃষ্টি করেছি।" অথবা, "পড় তোমার সৃষ্টি কর্তার নামে"- এমন হলেও চলতো। অথচ বলা হয়েছে, "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" এই বাক্যের যিনি শব্দটিই সকল সংশয়ের মূল। যিনি মানেই এখানে তৃতীয় একজনের উপস্থিতি এবং এই ব্যক্তি মুহম্মদ।

কোরান যে আল্লার বাণী নয় এটা অবুঝ মুসলিমদের মাথায় ঢোকানোর জন্য আজকে কিছু বাস্তব ঘটনার কথা লিখবো। এরপরেও যদি তাদের মাথায় এটা না ঢোকে তাহলে জ্ঞানাজর্নের জন্য সুদূর চীন দেশে গিয়েও লাভ নেই। কারণ জ্ঞানাজর্ন করতে হলে মাথায় মগজ থাকতে হয়। মগজ ছাড়া মসজিদ, মন্দির, গির্জায় যাওয়া চলে; কিন্তু জ্ঞানাজর্নের জন্য কোথাও যাওয়া বৃথা।

প্রথম ঘটনা। আল- বারা হতে বর্ণির্ত, একবার নবী; ওহী পেয়ে উপস্থিত সাহাবীদের জানালেন, "যেসব মুসলমান বাড়িতে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে , তাদের মযার্দা সমান নয়।" তারপর বললেন, জায়েদ(নবীর পালক পুত্র)কে ডাকো , কালির দোয়াত এবং হাড়ের টুকরো লাগবে লেখার জন্য। কবিতার ভাষায় লেখা শুরু হলো, 'মযার্দা সমান নয় যেসব মুসলিম বসে থাকে ...।' বিস্তারিত ওহী শুনে সেখানে উপস্থিত এক অন্ধ মুসলমান আমর বিন উম্মে মাকতুম বললো , হুজুর আমি তো অন্ধ, আমার জন্য কী নির্দেশ ? নবী দেখলো বিপদ, তাই তো - যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তারা কী করবে ? যে ওহী দেওয়া হলো তা তো সব মুসলমানদের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে নবী ধ্যান মগ্ন হলে ন এবং নাজিল হওয়া ওহীটাকে একটু পরিবতর্ন করে বললেন , "মুসলিমদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে

বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে , তাদের মযার্দা সমান নয়।" (সুরা ৪, নিসা, আয়াত ৯৫)। দেখা যাচ্ছে প্যাঁচে পড়লে আল্লাও ওহী পরিবর্তন করে। অথচ কোরানের ১০ নং সূরা ইউনূস এর ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবতর্ন নেই।" একই রকম বলা হয়েছে ১৮ নং সূরা কাহাফ এর ২৭ নম্বর আয়াতে, " তাঁর বাণী পরিবতর্ন করার কেউ নেই।" এই একই কথা আবার ৬ নং সূরা আনআমের দুই জায়গায় বলা হয়েছে। আয়াত ৩৪ এ বলা হয়েছে ," আল্লাহর বাণী কেহ পরিবতর্ন করতে পারবে না" এবং ১১৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ ও তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই।" এই সব দেখে আমার মনে হচ্ছে আল্লার স্মরণশক্তি খুব দুর্বল। কখন কী বলছেন তা তার মনে থাকছে না। তাই একই কথা বারবার চলে আসছে । এই যদি হয় অবস্থা তাহলে এই মহাবিশ্বকে সুশৃঙ্খলভাবে চালানো তার পক্ষে সম্ভব কিভাবে ? এখানে আমরা খেয়াল করতে পারি আল্লার এই বাণীটা কিন্তু পরিবর্তন করে ফেলেছে একজন মুসলমান, যে কিনা অন্ধ।

উপরোক্ত ঘটনা জেনে যারা অবাক হয়েছেন তাদের জন্য আরও বিস্ময় অপক্ষো করছে নিচের ঘটনায়। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বৈমাত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ এক সময় মুহম্মদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং কোরান লেখায় দীর্ঘদিন মুহম্মদের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছেন। এই লিখতে লিখতেই এক সময় সাদের সন্দেহ হয় আল্লার ওহী বলে মুহম্মদ যা বলে তা ঠিক আল্লার বাণী নয়, এগুলো মুহম্মদের বানানো কথাবার্তা। 'আছরারুত তানজিল ওয়া আছরারুত তা'য়ীল' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী এই ঘটনাটি বর্ননা করেছেন এভাবে, একদিন মুহম্মদ ওহী প্রাপ্ত হয়ে ২৩ নং সূরার ১২ থেকে ১৪ আয়াতের "এবং সত্যসত্যই আমি মানব মন্ডলীকে কদর্মের সার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি...............তৎপর তাহাকে আমি অন্যসৃষ্টিরূপে সৃষ্টি কারিয়াছি " এই অংশটি বলার পর লিখতে লিখতে সাদ বলে উঠেন, 'আল্লাহ গৌরবান্বিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তা '। শুনে নবী বললেন, 'লাগিয়ে দাও এই বাক্যটিও', লাগানো হলো; চমকে উঠলেন সাদ। সন্দেহটি গাঢ় হলো। পরে আরেকবার যখন এক আয়াতের শেষে মুহম্মদ বললেন , "এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"- এই বাক্যটি সংশোধন করে সাদ লিখতে বললেন, 'এবং আল্লাহ সব জানেন ও বিজ্ঞ'। মুহম্মদ অমত করলেন না, লিখতে বললেন। এই ঘটনার পর সাদের আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে কোরান আল্লার বাণী নয়, এটা মুহম্মদেরই বানানো । তারপর সাদ প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কোরায়েশদেরে পক্ষ অবলম্বন করে প্রচার করতে থাকে তার আয়াত সংশোধনের কাহিনি।

এই সাদকে উদ্দেশ্য করেই নাকি ৬ নং সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং এই গ্রন্থ, ইহাকে আমি কল্যাণজনকরূপে ও ইহার পূর্বে যাহা ছিল তাহার সপ্রমানকারীরূপে অবতারণ করিয়াছি , এবং ইহা দ্বারা তুমি মক্কাবাসী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে। " এই সময় মুহম্মদের তেমন ক্ষমতা ছিলো না বলে কোরানের আয়াত দিয়ে তিনি শুধু ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন পরবর্তীতে মক্কা দখল করে ফেলেন তখন আর তার ভয় দেখাবার প্রয়োজন ছিলো না। পুরোনো শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি একটি হিট লিস্ট তৈরী করেন। যার অধিকাংশই ছিলো সেই সময়ের খ্যাতিমান কবি এবং ইসলামের বিরোধিতাকারীরা। এই হিট লিস্টে ছিলেন সাদও। এটা জানার পর হযরত উসমান তার ভাইকে লুকিয়ে রাখেন এবং একদিন সাদ সহ নবীর কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা আদায় করেন। মুহম্মদের দুই মেয়ের স্বামী-এছাড়া নিজেরও ডানহাত উসমানের

অনুরোধ মুহম্মদ ফেলতে পারলেন না। ক্ষমা করে দিলেন। সাদসহ উসমান চলে যা ওয়ার পর মুহম্মদ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়োজিত ঘাতককে বললেন, “উসমান যখন প্রাণভিক্ষা চাইছিল তাঁর ভাইয়ের, তখন আমি নীরব রইলাম, তুমি কেন তৎক্ষণাৎ আব্দুল্লাহ বিন সাদের গর্দান কেটে ফেললে না?” ঘাতক জবাব দিল, ‘হে আল্লাহর রসুল, বুঝতে পারিনি, আপনি আমাকে সামান্য একটা ইশারা দিলেই আমি সাদের ধড় থেকে মস্তক নামিয়ে ফেলতাম।’ মুহম্মদ পুনরায় বললেন, “নবী ইশারা দিয়ে কাউকে হত্যা করে না।” এর মানে হচ্ছে যখন তিনি কাউকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন তখন সরাসরিই নির্দেশ দেন। বাস্তবে তিনি তা দিয়েছেনও। এই আলোচনা হবে পরবর্তী কোনো পোস্টে।

পরে সাদ যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে , মুহম্মদের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান না হয়ে বেঁচেবর্তে থাকা কষ্টকর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অসম্ভব তখন তিনি ক্ষমতার বলয়ে থাকার জন্য ভাই খলিফা উসমানের শাসনামলে ইসলাম গ্রহন করেন এবং মিশরের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হন , যদিও শাসক হিসেবে তিনি খুব দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি ; স্বজনপ্রীতি করলে যা হয় আর কি।

উপরোক্ত কাহিনিতে এখনও যাদের সন্দেহ আছে, তারা একবার ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পারেন মুহম্মদ কেনো তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বৈমাত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ কে হ ত্যা করতে চেয়েছিলেন ? এই ইতিহাস কোরান তেলোয়াতকারী কোনো মুসলিম ইতিহাসবিদের লেখা বইয়ে পাওয়া যাবে না। কারণ এই সব ঘটনা নবীর বিরুদ্ধে যায় বলে আসল সত্য জানতে পারলেও তারা পরকালে হুর গেলমান হারানোর ভয়ে লিখবেন না। এই সব ঘটনা জানতে হলে পড়তে হবে The History of Al-Tabari, vol 8, translated by Michael Fishbein, Page 179| The Spirit of Islam, page 295|২৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ীর তাফসির ‘আছরারুত তানজিল ও আছরারুত তা’য়ীল’ । Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, page 98| ইবনে সাদের ÔKitab Al-Tabaqat Al-KabirÕ (Vol 2, page 174)|

এখন কথা হচ্ছে, কোরান যদি আল্লার বাণীই হয়ে থাকে তাহলে হযরত মুহম্মদের মুখ দিয়ে তা একবার বের হবার পর আবার তা পরিবতর্ন হচ্ছে কিভাবে ? আল্লা নাকি এই কোরানকে আবার অনেক আগেই লাওহে মাহফুজ নামক কোনো এক স্থানে লিখে রেখেছিলেন। পরে তা দোস্ত হযরত মুহম্মদের মাধ্যমে ডাউনলোড করিয়েছেন। অনেক আগে থেকেই লিখা থাকলে তা আবার ভুলভাবে অবতীর্ণ হয় কিভাবে ?

যা হোক এ ব্যাপারে এখনও যাদের সন্দেহ আছে তাদের জন্য আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এই ঘটনা ইসলামের আরেক খলিফা হযরত ওমরের। তিনি বলেছেন, ‘আমার নেতা-প্রভু আমার সঙ্গে তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রথমত আমি বললাম, ‘হে আল্লার নবী, আব্রাহামের স্থানকেই (কাবা) আমাদের প্রার্থনার ঘর রূপে নিতে চাই।’ পরে সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে নাজিল হয়, “এবং তোমরা এব্রাহিমের স্থানকে উপাসনা ভূমি কর।” উল্লেখ্য এই ঘটনার পূর্বে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামাজ পড়তো। দ্বিতীয় ঘটনায় আলী বলেন , আমি বললাম, “হে আল্লাহর নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে আদেশ দিন, তারা যেন সাধারণ মানুষ থেকে পর্দা মেনে চলে, কারণ

যেকোনো সময় তাঁদেরকে খারাপ-ভালো কোনো কিছু কেউ বলে ফেলতে পারে। ” পরবর্তীতে সূরা নূর এর ২৪ নং আয়াতের মাধ্যমে নবীপত্নীদের প্রতি পর্দা মেনে চলার আয়াত নাজিল হয়। ঘটনাটি এরকম : একরাতে হয়রত ওমর নবীর বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। বাড়ি না বলে একে হেরেম বলাই ভালো। কারণ যে বাড়িতে ১০/১২ জন স্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন ভোগ্য হালাল দাসী থাকে তাকে হেরেম ছাড়া আর কী ই বা বলা যায়। যা হোক, রাতের অন্ধকারে এক জায়গায় ঘুপটি মেরে বসে আছেন হযরত ওমর। এমন সময় নবীর দ্বিতীয় পত্নী বৃদ্ধা সওদা প্রকৃতির ডাকে সারা দেও য়ার জন্য যেই না স্বল্প বসনে বাইরে গিয়ে এক জায়গায় কাপড় তুলে বসেছেন , অমনি ওমর বলে উঠে, বসার আর জায়গা পেলি না। এই ঘটনার পরেই নাকি ওমর নবী পত্নীদিগের রাত বিরাতে বাড়ির বাহির হওয়ার ব্যাপারে নবীকে সাবধান করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই উপযুর্ক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

তৃতীয় ঘটনাটি বেশ উপভোগ্য। প্রায় ডজন খানেক স্ত্রীকে সম অধিকার দিতে গিয়ে নবীকে পালা করে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে এক রাত করে কাটাতে হয়। যে দিনের ঘটনা সেদিনের পালা ছিলো ওমরের মেয়ে হাফসার । এর কিছুদিন আগেই মিশরের অমুসলিম শাসক নবীকে খুশি করার জন্য দুজন সু ন্দরী ক্রীতদাসীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন নবীর কাছে। নবী যাতে মিশর আক্রমন না করেন সেজন্য। গনিমতে মাল এবং ক্রীতদাসীদের ভোগ করার সার্টিফিকেট (ওহী) তিনি আগেই আল্লার কাছে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে সমস্যা ছিলো না। সমস্যা ছিলো ঘর নিয়ে। কারণ নবীর হেরেমে অতগুলো ঘর ছিলো না। দুজন সুন্দরী দাসীর একজনকে অন্য এক সাহাবীকে দিয়ে তিনি নিজের জন্য রেখেছিলেন মারিয়া কিবতিয়া নামক মিশরিয়ান সুন্দরীকে। নিজের বাড়িতে জায়গা না থাকায় সেই সুন্দরীকে আবার রেখেছেন অন্য এক সাহাবীর বাড়ি। মন কি আর মানে ? দিন যায় রাত যায়, কিন্তু কিবতিয়াকে আর ভোগ করতে পারেন না। শেষে নবী এক ফন্দি আঁটলেন, মা দেখা করতে বলেছে বলে হাফসাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। হাফসা চলে গেলে সেই ঘরে এনে তুললেন মারিয়াকে। এই ঘটনা হাতে নাতে ধরে ফেলেন আয়েশা। অন্যদিকে হাফসা বাপের বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারে নবী তাকে মিথ্যে বলেছে। পরদিন তিনি ফিরে এলে আয়েশা সব ঘটনা বলে দেন হাফসাকে। পুরো কাহিনি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় হাফসাতো মহা ক্ষ্যাপা , সেই সাথে আয়েশা সহ অন্যরাও। শেষে নবী ভুল টুল স্বীকার করেও পত্নীদের মান ভাঙাতে পারেন না। অবশেষে নবী প্রায় একমাস সেক্স স্ট্রাইক করলেন। কোনো স্ত্রীর ঘরেই যান না। পরিশেষে এই ঘটনা সামাল দিতে এগিয়ে আসেন হযরত ওমর। তিনি নবী পত্নীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে আল্লাহতালা নবীকে তোমাদের থেকে অনেক ভালো স্ত্রী দেবেন।’ আলী বলেন পরবর্তীতে ঠিক এই রকম বক্তব্য নিয়েই ৬৬ নং সূরা তাহরিম এর ৫ নং আয়াত নাজিল হয়।

ক্ষমতা এবং ধর্মান্ধতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়! নবীর এই স্ত্রীদের মধ্যে নিজেরও যে একটি যুবতী মেয়ে আছে, যাকে নিয়েই এই মূল ঘটনা, ওমর নবীর পক্ষ হয়ে নবীর স্ত্রীদের হুমকি দেওয়ার সময় সে কথা মাথায় আনলেন না। তিনি আরও তাদেরকে তালাক দেওয়ার জন্য নবীকে উৎসাহিত করলেন! এই ঘটনা জানার জন্য পড়তে হবে সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৮, নম্বর ৩৯৫।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি, কোরানের আয়াতগুলো অবস্থার প্যাঁচে পড়ে বা অন্যের ইচ্ছার মূল্য দিতে গিয়ে যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে , তেমনি ঘটনার সাপেক্ষেও নাজিল হচ্ছে। এটা কী প্রমাণ করে, এগুলো আল্লার বাণী না স্বঘোষিত শেষ নবী হযরত মুহম্মদ এর ?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মুক্তমনা ব্লগার (১) আবুল কাশেম এবং (২) আকাশ মালিক।

মন্তব্যসমূহ

1. সৈকত চৌধুরী

জুন ১৭, ২০১১ সময়: ১২:০৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

একজন যুক্তিবাদি কোনো গ্রন্থকেই অলৌকিক বলে মেনে নিতে পারেন না। আমি কোরানের অলৌকিকতার উপর ২ পর্ব লেখেছিলাম। আমার কথা ছিল একদম সরল- কোরানকে যারা অলৌকিক বলে দাবি করে তাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে কোরান অলৌকিক, তারা তা করতে ব্যর্থ হলে তাদের এ দাবির আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকল না।

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? - ১
কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? -২
এ বিষয়ে নাস্তিকতার ধর্মকথার অসাধারণ একটা লেখা -
আল্লাহ, মুহম্মদ সা এবং আল-কোরআন বিষয়ক কিছু আলোচনার জবাবে.. -
বাংলা কোরান পাবেন এই লিংকে।
বোখারি হাদিস
আল-কোরান

2. 2

ছদ্মবেশী

জুন ১৭, ২০১১ সময়: ৫:১৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@সৈকত চৌধুরী,
অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর কিছু লিংক দেবার জন্য ।

3. 3

টেকি সাফি

জুন ১৭, ২০১১ সময়: ৫:৪০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এই ধরণের লেখাতে একটাই সমস্যা, ঐতিহাসিকভাবে কোন ঘটনার কারন সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছানো যায় না। কারন রেফারেন্স হিসেবে যাদের লেখা ব্যবহার করা হয় তারাতো আবার মুসলিম না।

তাই আমার কাছে সবচেয়ে ভাল রেফারেন্স হবে সেগুলো যাতে শুধু কোন ব্যক্তি (যেমন মুহাম্মদ) কেন্দ্রিক ইতিহাস নয় বরং আগে পিছের সব ইতিহাস পাওয়া যায় এমন বর্ননা। যানিনা এমন বই/কিতাব পাওয়া যায় কিনা।

গোলাপ এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১১ at ৮:৫৩ পূর্বাহ্ণ

@টেকি সাফি,

এই ধরণের লেখাতে একটাই সমস্যা, ঐতিহাসিকভাবে কোন ঘটনার কারন সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছানো যায় না। কারন রেফারেন্স হিসেবে যাদের লেখা ব্যবহার করা হয় তারাতো আবার মুসলিম না।

আলা-তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ, ইবনে ইশাক এরা প্রত্যকেই বিশিষ্ট মুসলীম ঐতিহাসিক। তারা ইসলামের গবেষনা ও কল্যানে তাদের সমস্ত মেধা ও শ্রম দিয়ে গিয়েছেন। তাদের কেহই অমুসলীম ছিলেন না।তারা সবাই ছিলেন প্রথম শ্রেনীর practicing মুসলীম।

টেকি সাফি এর জবাব:

জুন ২১, ২০১১ at ২:০৯ অপরাহ্ণ

@গোলাপ,

দুঃখিত মনে হচ্ছে আমার বক্তব্য ঠিক ভাবে বুঝাতে পারিনি। মুসলমান না বলতে আমি বুঝাচ্ছি , আপনি বলছেন সাদ কী কারনে ইসলাম ত্যাগ করে তার কথা, আরেকজন আস্তিক যদি এসে উলটে দিয়ে বলে আপনার কথা মানিনা। আপনি আবার ওদের কায়দা করে লেখা (ধরুন সেখানে দেখানো হয়েছে সাদ কোন একটা কারনে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল বা বললো না ত্যাগই করেনি) আরেক হুযুরের লেখা মানবেন না।

যাকগে এ নিয়ে আমার জ্ঞান খুব কম। তাই আমার বক্তব্যও পরিস্কার করতে পারলাম না মনে হয়।

4. 4

শাফায়েত

জুন ১৭, ২০১১ সময়: ১০:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

যাক গে, এই সব সূক্ষ সূক্ষ ব্যাপার মাথা মোটা মুসলিমদের মাথায় ঢুকবে না। এই সব বোঝার জন্য মাথায় কিছু থাকতে হয়।

আপত্তিকর এবং অর্থহীন একটি লাইন যা লেখার মানকে অনেক কমিয়ে দিতে পারে। আশা করি লেখক ব্যাপারটি বুঝবেন।

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১১ at ১০:৫৯ অপরাহ্ণ
লাইনটি মুছে দেওয়া হলো। মুক্তমনায় ঢালাওভাবে জাতিবিদ্বেষকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আশা করি লেখক বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১১ at ২:৩০ অপরাহ্ণ
@মুক্তমনা এডমিন,

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে

ভাই আমার অবস্থা এখন নজরুলের মতো। তাই নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতি দিলাম।

কত আর সহ্য করা যায় বলেন? এই একটা জাতির ধর্মান্ধতা, অজ্ঞানতা আর মূর্খামিতে পৃথিবী আজ টালমাটাল। তাই হয়তো, দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি।
যারা আমাকে উপর্যুক্ত লাইনটার জন্য সতর্ক করেছেন তাদের ধন্যবাদ।

Nafees Sobhan এর জবাব:

জুলাই ২৫, ২০১১ at ৩:৫৬ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

when a particular religious people are at darkness we have to literate them through our writings & continuous effort. its not against a community its for the betterment of human being.

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুলাই ২৬, ২০১১ at ৫:৪৭ অপরাহ্ণ

@Nafees Sobhan,

It doesn`t understand many people.

এর পর থেকে সবার বোঝার সুবিধার্থে বাংলায় মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদ।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১১ at ১১:০৩ অপরাহ্ণ

@শাফায়েত,

পুরো লেখার মানই এই এক লাইনই ভীষন ভাবে মেরে দিয়েছে।

বিশ্বাসগত ব্যাপারে মানুষ সব সময়ই যুক্তির ওপরে, শুধু তার জন্যই মানুষকে মোটা মাথা বলতে গেলে জগতের বেশীরভাগ মানুষই তাই, কারন বেশীরভাগ মানূষই কোন না কোন প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করে যেগুলি জাষ্টিফাই করতে গেলে অন্ধবিশ্বাস ছাড়া উপায় নেই।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১১ at ৩:৩৬ অপরাহ্ণ

@শাফায়েত,
বুঝেছি।
ধন্যবাদ

5. 5

পাপী মনা

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ৩:৫০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@হৃদয়াকাশ
এটা আসলে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে কোরান অলৌকিক নয়।কিন্তু য্ারা চোখ থাকতেও দেখেনা তাদের কি দেখানো যায় ?উল্টো তারা বড় গলা করে বলে আমরাই কিছু দেখতে পাই না।।আমরা হলাম কাফির মুরতাদ ।এসব শোনালে বলে এগুলো খ্রিস্টান নাসারাদের ষড়যন্ত্র ...এই ইতিহাস তারাই লিখছে...সেজন্য এগুলোর কোন মূল্য নাই তাদের কাছে ...কারন তারা অন্ধবিশ্বাসী।তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।ধন্যবাদ আপনাকে লেখার জন্যে ।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১১ at ৩:৩৪ অপরাহ্ণ
@পাপী মনা,
ধন্যবাদ আপনাকেও। কিন্তু আপনি পাপী মনা কেনো ?

6. 6

গোলাপ

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ৯:২৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এই ইতিহাস কোরান তেলোয়াতকারী কোনো মুসলিম ইতিহাসবিদের লেখা বইয়ে পাওয়া যাবে না।

আপনি যাদের রেফারেন্স দিয়েছেন তারা প্রতেকেই ছিলেন ১ম সারির বিশিষ্ট মুসলীম আরবীভাষী স্কলার এবং ইসলামের গভীর অনুসারী। মনে হয় আপনি অন্য কিছু বুঝাতে চেয়েছেন।

'আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন আবি সারাহ' ঘটনা প্রাচীন সব ইতিহাসবিদরাই উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদের প্রথম জীবনী-গ্রন্থের লেখক 'মুহাম্মাদ ইবনে ইশাক' ও তা বর্ননা করেছেন (পৃষ্ঠা ৫৫০) ['Sirat Rasul Allah by Ibne Ishaq (704-768 CE), compiled Ibne Hisham (d 833 CE) - Translated by A. Guillaume, page 548-55]

লিখাটি খুব ভাল লাগলো, তথ্যবহুল এবং যুক্তিভিত্তিক। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১১ at ২:১২ অপরাহ্ণ

@গোলাপ,

টেকি সাফির মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই ইতিহাস কোরান তেলোয়াতকারী কোনো মুসলিম ইতিহাসবিদের লেখা বইয়ে পাওয়া যাবে না।

এটা বলতে আসলে আমি বুঝাতে চেয়েছি যারা না বুঝে কোরান আবৃত্তি করে, ধর্মীয় ভাষায় যাকে বলে তেলোয়াত। আপনিই বলেন - দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া - কোনো মানুষ যদি তার মাতৃভাষায় কোরান না পড়ে তাহলে তার কতটুকু বুঝবে ? আবার শুধু কোরান পড়লেই হয় না , এর তাফসির জানতে হয়, আবার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসও জানতে হয়, না হলে একটা আয়াত পড়ে এর বেশিরভাগেরই কিছুই বোঝা যায় না। আর আমাদের বাঙ্গালি মুসলমানরা কী করছে ?এদেশে ইসলাম আগমনের ৮০০ বছর পরেও তারা না বুঝে কোরান তেলোয়াত করে যাচ্ছে। এখনো অধিকাংশ মুসলমান নামাজে দাঁড়িয়ে কী বলে তা তারা জানে না।

রেফারেন্সে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তাঁরা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। এরা কোরান পড়েছে বা অধ্যয়ন করেছে, তেলোয়াত করে নি।

ধন্যবাদ।

7. 7

আবুল কাশেম

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ১:০৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অনেকদিন মুক্তমনা ভালমত দেখা হয়নি। আজ আপনার এই লেখাটি পড়ে ভাল লাগল।

আপনার সূত্র সঠিক হয়েছে -সব সূত্রই ইসলামী বিশারদদের -ওনারা সবাই পাক্কা মুসলমান ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তাবারি, ইবনে ইশহাক, ইবনে সা'দ একেবারে অবিচ্ছেদ্য। এঁদের ছাড়া ইসলামী ইতিহাস-তথা নবীজির জীবনি জানা যায় না। এর পরের যারা নবীর জীবনি রচনা করেছেন-তাঁদের সবারই প্রাথমিক সূত্র ওনারাই ছিলেন।

আচ্ছা একটা ব্যাপারঃ

এরপরেও যদি তাদের মাথায় এটা না ঢোকে তাহলে জ্ঞানাজর্নের জন্য সুদূর চীন দেশে গিয়েও লাভ নেই।

এই হাদিস দেখিয়ে অনেক ইসলামী লেখক পাঠকদের ধোঁকা দিবার চেষ্টা করেন। হাদিস নাকি এই- নবী বলেছেন জ্ঞাণার্জনের প্রয়োজনে সূদুর চীন দেশে যাও।

আসল কথা হল এই ধরণের কোন হাদিসই নাই। আমি দশ বছর যাবৎ হাদিস পড়ছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে– এই হাদিস আমি কোথাও পড়িনি। এমনকি অনেক ইসলামী পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন এই হদিসের কোন সত্যতা নাই।

আমি অনুরোধ করব, কোন পাঠক যদি কোথাও এই হাদিস দেখে থাকেন, তবে হাদিস বই এবং নম্বর আমাকে জানান। আমি ভুল করে থাকলে তা স্বীকার করে নিব, মার্জনা চেয়ে নিব এবং আমার মন্তব্য উঠিয়ে নিব।

8. 8
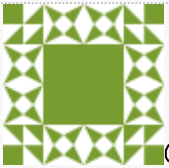
নেট পথিক

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ১:৪৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কুরাণ নাকি একটি কবিতা!! আর এটা বুঝতে হলে নাকি ঈমান লাগে!!

ঈমান নামক অস্ত্র পাচারটি যে- মানুষের বিচার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া থেকে যুক্তির অপসারণ করে প্রশ্নহীন অন্ধ আনুগত্যের প্রতিস্থাপনের একটা কালো প্রক্রিয়া মাত্র তা ধর্ম বিশ্বাসীরা মানতে চান না! - আর তাই তো তিলকে তাল করেন; আর ধর্ম গ্রন্থকে মনে করেন ঐশী।

9. 9
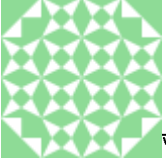
অথর্ব

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ৫:০৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইন্টারেস্টিং।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১১ at ৯:০৩ অপরাহ্ণ
@অথর্ব,
কোন কোন বিষয় ? না পুরোটাই ? একটু কষ্ট করে জানান না।

10. 10

বাদল চৌধুরী

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ৬:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বেশিরভাগ সাধারণ মুসলমানেরা ইসলামকে জানার ব্যাপারে তেমন কোন প্রয়োজনই অনুভব করেন না। তাতে করে তাদের বিশ্বাসটা আরো দৃঢ় হয়। পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিকোন ব্যতিরেকে কোরানসহ ইসলামী সংক্রান্ত পড়াশোনা করলে তাঁদের কোরানের উপর আস্তাটা কমে আসত বলে মনে হয়। এমন মুসলমানের সংখ্যা নেহাত কম নয় , যারা জীবনে কোনদিন কোরান ও হাদীসের নিজ ভাষার অনুবাদ পড়েনি। অথচ কোরানকে আল্লাহর গ্রন্থ অস্বীকার করে তাদের সামনে থেকে সুস্বাস্থ্য নিয়ে ফেরত আসতে পারা প্রায় অসম্ভব। আপনার যুক্তি নির্ভর লেখাটি ভাল লেগেছে। ধন্যবাদ আপনাকে।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১১ at ৯:০২ অপরাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,
কষ্ট করে পড়েছেন, এজন্য ধন্যবাদ আপনাকেও।

11. 11

আকাশ মালিক

জুন ১৮, ২০১১ সময়: ৭:৩৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আল্লাহর দুনিয়ায় এতো নাম থাকতে এই নিকটাই কি পছন্দ হলো ভাই? আমি তো লেখা পড়ে হাসতে হাসতে শেষ। কী জন্যে তা বলবোনা। তবে এডমিন যে কারণে একটি লাইন মুছে দিয়েছেন সেই দিকটা খেয়াল রাখবেন। ক্ষোভ ও আবেগের বসে আমরা অনেকেই তা করি (আমিও করেছি) যা আমাদের লেখার মান ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলে।

আরো একটা কথা, হাফসা ও আয়েশার ঘটনা, কোরানে ওমর ও আলীর অবদান, এ সমস্ত বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে হলে শুধু আকাশ মালিক বা কাশেম ভাইয়ের লেখার রেফারেন্স দিলে চলবেনা। আপনাকে একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন ঐতিহাসিক, অনুবাদক, মুফাসসিরিনদের বই পড়তে হবে, তাদের বক্তব্য নিয়ে আসতে হবে।

এটাই যদি মুক্তমনায় আপনার প্রথম লেখা হয়, লেখার ভুবনে আপনাকে স্বাগতম-

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১১ at ৮:৫৮ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

ভাই,

আমি তো লেখা পড়ে হাসতে হাসতে শেষ।

কারণটা যদি পোস্টে জানানো সম্ভব না হয় তাহলে দয়া করে আমাকে পার্সোনালি জানান। আমার অশেষ উপকার হবে। নিচে ঠিকানা দিলাম

dthought.das@gmail.com

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১১ at ৭:৫২ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক,
ভাই, আপনার *যে সত্য হয় নি বলা* বইয়ের রেফারেন্স দেওয়ায় আ হা মহিউদ্দীন আমাকে তো ডুবিয়ে ছাড়লো, দেখুন মন্তব্য নং ১৭।
দয়া করে আপনি এর একটা জবাব দ্যান।

12. 12
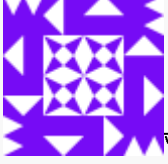
অগ্নি

জুন ১৯, ২০১১ সময়: ১:৩৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আল্লা নাকি এই কোরানকে আবার অনেক আগেই লাওহে মাহফুজ নামক কোনো এক স্থানে লিখে রেখেছিলেন। পরে তা দোস্ত হযরত মুহম্মদের মাধ্যমে ডাউনলোড করিয়েছেন। অনেক আগে থেকেই লিখা থাকলে তা আবার ভুলভাবে অবতীর্ণ হয় কিভাবে ?

আমার মনে হয় net (ঐশী) লাইনে মাঝে মাঝে disconnection হইসে আর নয়তো tiger mate রা হ্যাক করছিল , পড়ে তাদের ইচ্ছা মতো এড কইরা নিসে !!

13. 13
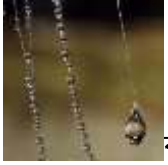
রাহনুমা রাখী

জুন ১৯, ২০১১ সময়: ২:০৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভালো লাগল।
আবেগের বশে অনেক কথাই এসে পড়ে যা সবসময় গ্রহনযোগ্যতা পায় না।যুক্তিকে সাথে নিয়ে ধৈর্য ধরে এগুতো হয়।
এইসব অলৌকিকত্বে কোন সুখ ও কোন মুক্তি তা আমি বুঝি না!!!
সত্যি বুঝি না।ধার্মিকদের প্রতি করুনা ও আপনার জন্য শুভকামনা।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১১ at ৮:৫৯ অপরাহ্ণ

@রাহনুমা রাখী,
জন্য শুভকামনা আপনার জন্যও।

14. 14

সীমান্ত ঈগল

জুন ১৯, ২০১১ সময়: ৬:৫১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এখন কথা হচ্ছে, কোরান যদি আল্লার বাণীই হয়ে থাকে তাহলে হযরত মুহম্মদের মুখ দিয়ে তা একবার বের হবার পর আবার তা পরিবতর্ন হচ্ছে কিভাবে ? আল্লা নাকি এই কোরানকে আবার অনেক আগেই লাওহে মাহফুজ নামক কোনো এক স্থানে লিখে রেখেছিলেন। পরে তা দোস্ত হযরত মুহম্মদের মাধ্যমে ডাউনলোড করিয়েছেন । অনেক আগে থেকেই লিখা থাকলে তা আবার ভুলভাবে অবতীর্ণ হয় কিভাবে ?

  লেখা খুব ভাল হয়েছে। তবে কিছু বাক্য আপত্তি জনক।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১১ at ৯:০০ অপরাহ্ণ

@সীমান্ত ঈগল,

ভাই,

এত হাসছেন কেনো ? বলবেন কী ?

সীমান্ত ঈগল এর জবাব:

জুন ২২, ২০১১ at ১১:০৬ পূর্বাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

লেখাটা পড়ে খুব মজাপেয়েছি তাই এই হাসি কারন খুব সহজ সরল যুক্তিসংগত কথা, সত্যই যদি কোরান লাওহে মাহফুজে লেখা থাকত তবে এত পরিবর্তন এবং আরবের সংস্কৃতি এর মধ্যে থাকত না।

15. 15

মাহমুদুল হাসান

জুন ২০, ২০১১ সময়: ৬:৪৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

““পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” এই বাণীটির দিকে একটু ভালো করে তাকালেই বোঝা যায় এই কথাটা নবীর। অথচ কোরান আল্লার বাণী, সেখানে নবীর কথা থাকতে পারে না। আল্লা যদি নিজে এই কথাটা বলতো তাহলে বাক্যটা হয়তো এমন হতে পারতো ,“ পড় তোমরা আমার নামে, কারণ আমি তোমদের সৃষ্টি করেছি। ” অথবা, “পড় তোমার সৃষ্টি কর্তার নামে”- এমন হলেও চলতো।” এখানে যদি আমার শব্দটা বসত তাহলে তাহলে শিক্ষক ছাত্রদের পড়ানোর সময় বলত পড় তোমরা আমার নামে মানে শিক্ষকের নামে তিনি সৃষ্টি করছেন এমন অর্থ দাড়ায় নয় কি?আর এটা মনে রাখবেন এটা বাংলা অনুবাদ মূল আরবী নয়।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২২, ২০১১ at ১:২০ অপরাহ্ণ
@মাহমুদুল হাসান,
মূল আরবিতে কথাটা কেমন ? একটু ব্যাখ্যা করেন না।

16. 16

আ হা মহিউদ্দীন

জুন ২০, ২০১১ সময়: ৯:১৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থের বানীর উপর মানুষের বংশপরাম্পরায় বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের কারণ নৃ -বিজ্ঞানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । বিশ্বাস যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয় । তাই কোরাণে বর্ণিত বক্তব্য আল্লাহর বানী কিনা এ ধরণের মন্তব্য করা বোকামি । যেমন বাংলা পুথী , যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ , তে বর্ণিত বক্তব্যকে অবাস্তব বলে সমালোচনা করি না । পুথীর নিম্ন উল্লেখিত পংক্তিগুলো দেখুনঃ -
“ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল/কিছু দূর গিয়া মর্দ রওয়ানা হইল । ” বা “লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার/শুমার করিয়া দেখি চল্লিশ হাজার ।”

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২২, ২০১১ at ১:২৭ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

তাই কোরাণে বর্ণিত বক্তব্য আল্লাহর বানী কিনা এ ধরণের মন্তব্য করা বোকামি।

আর এইটা নিয়া ইসলামিস্টরা যখন ফাল পাড়ে, বলে কোরানে কোনো ভুল নাই, তখন সেইটা কী ? কোনো ধর্মকে নিয়ে এত সমালোচনা হয় না। ইসলামকে নিয়ে এত সমালোচনার কারণ কী ? কারণ একটাই, ইসলামিস্টদের বেশি লাফালাফি। ইসলামিস্টরা আগে বাড়াবাড়ি বন্ধ করুক, তখন আমরাও কিছু বলবো না।

17. 17

আসেফ
জুন ২০, ২০১১ সময়: ১১:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কুর'আন যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তা পূর্ণ করেন ...।। কুর'আন-এ বলেছে পারলে কুর'আন-এর মত একটা সুরা বানান...।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২১, ২০১১ at ২:৪৫ অপরাহ্ণ
@আসেফ,
খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি পোস্ট লেখার ইচ্ছে আমার আছে। কুরানের এই চ্যালেঞ্জ সেই সময় অনেকেই নিয়েছিলো। তাদের কী অবস্থা আপনার নবী করেছিলো সবই থাকবে সেই লেখায়, পড়ে নিয়েন।
*আ হা মহিউদ্দীন*এর জবাব:
জুন ২২, ২০১১ at ৬:০৫ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

দেখা যাচ্ছে আপনার রাগ ইসলামিষ্টদের উপর । আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার মন্তব্য, যা ১৯নম্বর মিন্তব্যে স্থান পেয়েছে, পাবেন ।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১১ at ২:০৮ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময় কট্টরপন্থী ওহাবী মুসলমান দ্বারা সৃষ্ট আল -কায়দাকে কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া এবং কমিউনিষ্ট শাসন বিলুপ্তি শেষে অর্থ ও অস্ত্র সরবারহ বন্ধের ফলে ইসলামি সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়, যা বুঝার জন্য রাজনৈতিক যে জ্ঞানের প্রয়োজন , তা এই তরুনদের থাকে না বিধায় সকল দোষ ইসলাম ও মুসলমানদের উপর অর্পিত করতঃ উক্ত ধর্ম ও তার বিশ্বাসীদেরকে সে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে ।

জেনে শুনে তাদের ফাঁদে পা না দিলেই হয়। ওরা না হয় অর্থ আর অস্ত্র দেয়, কিন্তু জিহাদিরা আমৃত্যু জিহাদ করার অনুপ্রেরণা পায় কোথা থেকে ? সেটা নিশ্চয় ইসলাম থেকেই পায়। এই ইসলামকে যারা কঠোরভাবে মেনে চলে আমি মূলত তাদের উদ্দেশ্যে করেই ইসলামিস্ট শব্দটা ব্যবহার করি। মুসলমান বললে সব মুসলমানকে বোঝায়। কিন্তু সব মুসলমান এক রকম নয় ।

*আ হা মহিউদ্দীন*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১১ at ৬:২৬ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
আমার যে মন্তব্যটি আপনি কোটেশনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, তাতে রাজনীতি না বুঝার কথা ছিল । রাজনীতি আবার সমাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে জড়িত । ধর্ম বা ইসলাম এই সমাজনীতির সাথে সম্পর্কীত । তাই ধর্ম বা ইসলামের উপর সরাসরি আঘাত করলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয় । মৌলবাদীরা এই সুযোগটি গ্রহন করে । ফলে হিতে বিপরীত হয় । আপনার মতো শিক্ষিত তরুণ যখন বিষয়টি বুঝে না , সেখানে একজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে বলে আশা করেন । তাই নাবুঝে তারা ফাঁ দে পা দেয় ।
ছুরি দিয়ে মানুষ খুন করা যায়, আবার তরকারি কাটার কাজে ব্যবহার করা যায় । তাই ছুরির কর্ম নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর । অতএব ইসলাম কাউকে জিহাদি হতে অনুপ্রেরণা দেয় না । ইসলাম ব্যবহারকারীর অনুপ্রেরণা আসে অর্থ ও অস্ত্রের মাধ্যমে ।
আপনি কি অর্থে ইসলামিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাতে কিছু আসে যায় না । সাধারণ মানুষ শব্দটির কি অর্থ করলো সেটাই আসল কথা । তারা শব্দটি ভাল ভাবে গ্রহন করেনি ।

যাযাবর এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ১২:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

ইসলাম ব্যবহারকারীর অনুপ্রেরণা আসে অর্থ ও অস্ত্রের মাধ্যমে

যুক্তির ঢিলেমী প্রকটভাবে দৃশ্যমান। অর্থ ও অস্ত্র কি অণুপ্রেরণার উৎস , নাকি অণুপ্রেরণা কে বাস্তবায়িত করার সাধনী? অণুপ্রেরণা আসে কোথা থেকে সেটা তো মহিউদ্দী ন সাহেবের উপরের বাক্যেই আছে। "ইসলাম ব্যবহারকারীর অনুপ্রেরণা" থেকে কি বোঝা যায়? ইসলাম ব্যবহার করলেই (মানে ইসলাম থেকেই) অণুপ্রেরণা আসে , আর সেটা বাস্তবায়িত করতে অস্ত্র আর অর্থে পেলে তো আরো ভাল। তো অর্থ আর অস্ত্র বৌদ্ধ/হিন্দু/খ্রীষ্টান দের জিহাদী সন্ত্রাসে অণু প্রাণিত করছে না কেন বা তাদেরকে অর্থ আর অস্ত্র কেন দেয়া হচ্ছে না?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ৩:৩৭ অপরাহ্ণ
@যাযাবর,
Thanks.

আ হা মহিউদ্দীন এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ৫:৫৩ অপরাহ্ণ
@যাযাবর,
দর্শনশাস্ত্র মতে কোন কিছুর অংশ পূর্ণকে প্রতিনিধিত্ব করে না । অনুরূপ ভাবে আপনার কোটেশনে উদ্ধৃত বাক্যটি আমার একটি প্যারাগ্রাফের অংশ । তাই বাক্যটির দ্বারা পূর্ণ প্যারাগ্রাফের অর্থ প্রকাশ পায় না । ব্যবহারকারী ছাড়া ছুরি যেমন মানুষ খুন বা তরকারি কাটতে পাড়ে না, তেমনি ব্যবহারকারী ছাড়া ইসলাম সন্ত্রাসী হতে পাড়ে না । তাই ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে ইসলামের সন্ত্রাসী হওয়া বা না হওয়া ।
বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টানকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে কেন সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে না বুঝতে হলে রাজনীতির উপর জ্ঞান থাকতে হবে । আগা-মাথা না বুঝে বিছিন্ন ভাবে যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়ে গালাগাল করে, তারা যুক্তির অ-ক-খ বুঝে কিনা সন্দেহ হয় । যুক্তি বা দর্শনের পূর্ব শর্ত হলো বিশ্ব - ব্রহ্মান্ডের কোন কিছুই বিছিন্ন কোন ঘটনা নয় , সকল ঘটনাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশী ল বলে

জানা। তাই গুটি কয়েক মুসলমান কেন সন্ত্রাসী কার্য্যক্রম গ্রহন করলো বুঝতে হলে সংশ্লিষ্ট সমাজ , অর্থনীতি ও রাজনীতি বুঝতে হবে।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ৩:৪৩ অপরাহ্ন
@আ হা মহিউদ্দীন,

ইসলাম কাউকে জিহাদি হতে অনুপ্রেরণা দেয় না।

ইসলামের ইতিহাস আরও ভালো করে পড়েন, তারপর সিদ্ধান্তে আসেন। এত তাড়াতাড়ি

অতএব ইসলাম কাউকে জিহাদি হতে অনুপ্রেরণা দেয় না।

বলেন না। অন্তত মুক্তমনায় রাখা আকাশ মালিকের ই বুক **যে সত্য হয় নি বলা** *পড়েন, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েন।*

*আ হা মহিউদ্দীন*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১১ at ৫:১৫ অপরাহ্ন
@হৃদয়াকাশ,

ইসলামের ইতিহাস ভাল করে পড়ার উপদেশ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে যিনি আকাশ মালিকের লেখা ইতিহাসের রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেণ, আমার চেয়ে তার ইতিহাস পড়ার প্রয়োজন বেশি। আকাশ মালিক কোন ইতিহাসবিদ নন। তিনি একজন ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী মানুষ। কিন্তু ইতিহাস হয় নিরাপেক্ষ। আপনি এরকম ইতিহাস জ্ঞান নিয়ে কি ভাবে বিতর্কে আসেন , তা দেখে অবাক হই। তবে Sir John Glubb এর The Life and Time of Muhammad বা The Doubleday Pictorial Library of World History, Civilization From Its Beginnings বই দু'টি পড়তে পারেন। বই দু'টি পড়ে তারপর আলোচনায় আসুন।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১১ at ৮:৩৩ অপরাহ্ন

@আ হা মহিউদ্দীন,
বাল্মিকী রচিত রামায়ণ অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে পড়লে রামকে আপনার ভগবানই মনে হবে। কিন্তু রাম যে ভগবান নয়, সেটা বুঝার জন্য উদার বা সন্দেহবাদী দৃষ্টি নিয়ে রামায়ণ পড়তে হয়। তাহলেই একজন বুঝতে পারে বা পারবে রামের স্থান রাবনের অনেক নিচে।
একইভাবে পরকালে বিশ্বাসী কোনো মানুষের লেখা কোনো ইতিহা স বা বইয়ে; আল্লা, নবী বা ধর্ম; এ বিষয়ে কোনো সমালোচনা কি আপনি প্রত্যাশা করতে পারেন? বেহেশতের হুর গেলমান প্রত্যাশী অনেক বাঙ্গালি মুসলমানও কিন্তু কম বেশি ইসলামের ইতিহাস লিখেছে। সে সব বইয়ে দেখেছি কিভাবে তারা ইসলামের নেগেটিভ বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যায়। যেমন- জিহাদ বা যুদ্ধ । কয়েকদিন আগে ঢাকার সুলেখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

আল-কোরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী ও রাসূল-এর জীবনী

নামক *মাওলানা মোঃ আশরাফ উজ্জামান*এর লেখা একটি বই পড়লাম। সেই বইয়ের ২৩৯ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

মুসলমানগণ কখনই যুদ্ধে আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। প্র ত্যেকটি যুদ্ধেই তাঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হইয়াছে রক্ষণাত্মক ভূমিকায়।

এখন আপনিই বলেন এই কথার সত্যতা কতটুকু ? মুহম্মদের জীবনের ৯৮টি যুদ্ধের মধ্যে ৯৫টিই ছিলো আক্রমনাত্মক। এইটা জানার পর কীভাবে এই মাওলানার কথা বিশ্বাস করি ?

আমার ধারণা, আপনি উপরে যাদের বইয়ের কথা লিখেছেন তাদের ইতিহাসও ঐ মাওলানার ইতিহাসের মতোই হবে। আমার ধারণা যদি ভুল হয় সেই ভুল, তথ্য প্রমাণ দিয়ে ভাঙানোর দায়িত্ব আপনার। আমি মনের দরজায় তালা লাগিয়ে রাখিনি, যে কোনো যুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য তা সর্বদায় উম্মুক্ত আছে।

আর একটা কথা, এভাবে অযথা প্যাচাল না পেরে আকাশ মালিক যা লিখেছেন তার বিপরীতে কিছু লিখলেও তো পারেন। মুক্তমনা প্রকাশ না করলে অন্য কোথাও প্রকাশ করেন। আমাদের লিঙ্ক দ্যান , আমরা পড়ি, দেখি কোনটা সত্য ? না হলে মন্তব্যে যুক্তি প্রমাণসহ লিখেন। শুধু শুধু বেহুদা কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

*আ হা মহিউদ্দীন*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১১ at ৯:১৬ পূর্বাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,
“আমার উল্লেখিত বই দু’টিতে বর্ণিত ইতিহাসও মাওলানা মোঃ আশরাফ উজ্জামানের ইতিহাসের মতো হবে”। বই দু’টি না পড়ে এই ধরাণের মন্তব্য করা থেকে প্রমান হয়, ইতিহাস কাহাকে বলে ও কত প্রকার তাহা আপনি জানেন না ।
মুহাম্মদ যে সকল যুদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটির আর্থ-সামাজিক কারন উল্লেখ হয়েছে স্যার জন গ্লুবের বইটিতে । আরবের আর্থ-সামাজিক কারনের জন্য কোরাইশ বংশের ভাগ্য বঞ্চিত এবং উক্ত বংশ কর্তৃক নিগৃহীত লোকদের কারণে ইসলামের আগমন ঘটে । যেমন তদকা লীন পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত লোকদের কারনে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয় ।
আপনার ভুল ধারণা ভাঙ্গার দায়ীত্ব আমার না । এই দায়ীত্বটি আপনার । আমি বইএর নাম উল্লেখ করতে পারি । কিন্তু বইগুলো পড়ার দায়ীত্ব আপনার ।
আকাশ মালিক একজন উগ্র নাস্তিক । তিনি ইতিহাসের ও নাস্তিকতার সংজ্ঞা জানেন না । তার আবস্থাও আপনার মতো । আপনার সাথে একমত যে বেহুদা কথা বলে লাভ নাই । তাই তর্কের ইতি টানলাম ।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ৩০, ২০১১ at ৩:০৫ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

মুহাম্মদ যে সকল যুদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটির আ র্থ-সামাজিক কারন উল্লেখ হয়েছে স্যার জন গ্লুবের বইটিতে ।

আমার অনুরোধ আপনি সেই আর্থ সামাজিক কারণগুলো উল্লেখ করে একটা পোস্ট ছাড়েন , আমরাও সেগুলো দেখি; তারপর যুক্তি দিয়ে বিচার করি কোনটা সত্য , কোনটা মিথ্যা ? ইসলাম মানে শান্তি; এটা শুধু মুখে বলবেন কিন্তু কাজে অশান্তি করবেন, সেটা তো হবে না। আপনি সারা পৃথিবী থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করবেন যে ইসলাম মানে সত্যিই শান্তি। শুধু শুধু মুখে বললে তো হবে না। আপনি যা বলবেন সেটা আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে। আমরা যা বলি তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রমাণ হাজির করি। আপনি সেটা না করে পিছলান কেনো ? ব্লগ যা খুশি লেখার জায়গা। কারো অমত থাকলে সে প্রতিবাদও করতে পারে। কেউ তো কাউকে বাধা দিচ্ছে না।

আরবের আর্থ-সামাজিক কারনের জন্য কোরাইশ বংশের ভাগ্য বঞ্চিত এবং উক্ত বংশ কর্তৃক নিগৃহীত লোকদের কারণে ইসলামের আগমন ঘটে ।

এইটা দ্বারা কী বুঝাইলেন, একটু পরিষ্কার করবেন ? আরবের আর্থ-সামাজিক কারণের জন্য কোরাইশ বংশের ভাগ্য বঞ্চিত এবং আবার তারাই কী অন্য লোকজনদের উপর অত্যাচার করছে ? আর সেই কারণেই কী ইসলামের আগমন ? ব্যাপারটা কেমন জানি প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে। জটটা একটু ছাড়ান। যা বলতে চান তা ক্লিয়ার করে বলেন।

আকাশ মালিক একজন উগ্র নাস্তিক । তিনি ইতিহাসের ও নাস্তিকতার সংজ্ঞা জানেন না । তার আবস্থাও আপনার মতো । আপনার সাথে একমত যে বেহুদা কথা বলে লাভ নাই । তাই তর্কের ইতি টানলাম ।

আকাশ মালিক একজন উগ্র নাস্তিক। কিন্তু আপনার উগ্র ধার্মিক হতে দোষ কী ? তিনি ইতিহাসের ও নাস্তিকতার সংজ্ঞা জানেন না । সংজ্ঞাটা আপনি ক্লিয়ার করে বলেন। আমরাও একটু শিখি। তার আবস্থাও আপনার মতো।আপনি বোধ হয় লিখতে চেয়েছিলেন, আপনার অবস্থাও তার মতো । কিন্তু উল্টো করে ফেলেছেন। যা হোক, বক্তব্য পরিষ্কার করে বলতে না জানলে এরকম হয়। যেমন আপনি আরব- কোরাইশ- ভাগ্য বঞ্চিত- নিগৃহীত- ইসলামের আগমন- দ্বারা কী বোঝইতে চাইলেন। বুঝতে ... ।

শেষে বলি, আমি যদি আকাশ মালিকের মতো হই সেটা আমার গর্ব। কারণ. তিনি ইসলামিস্টদের মতো সভ্যতার জন্য হুমকী না।

আর যারা যুক্তি দেখাতে পারে না তাদের তর্কে ইতি টানা ছাড়া উপায় কী ? কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তর্ক চালিয়ে যেতে চাই।

আসেফ এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১১ at ১২:২৩ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
দেখা যাবে

সফটডক এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১১ at ৩:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আসেফ,

কুর’আন যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তা পূর্ণ করেন ...।। কুর’আন-এ বলেছে পারলে কুর’আন-এর মত একটা সুরা বানান...।

এখানে দেখুন, সাম্প্রতিক সুরা ।
কেমন লাগলো, জানান।

18. 18

Russell

জুন ২১, ২০১১ সময়: ১২:৫৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লাগল।

কিছুদুর যাবার পর যেই মন্তব্য মূলক লেখা শুরু হল তা কি আপনার নিজস্ব মতবাদ ,

প্রায় ডজন খানেক স্ত্রীকে সম অধিকার দিতে গিয়ে নবীকে পালা করে প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে এক রাত করে কাটাতে হয়। যে দিনের ঘটনা সেদিনের পালা ছিলো ওমরের মেয়ে হাফসার । এর কিছুদিন আগেই মিশরের অমুসলিম শাসক নবীকে খুশি করার জন্য দুজন সুন্দরী ক্রীতদাসীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন নবীর কাছে। নবী যাতে মিশর আক্রমন না করেন সেজন্য। গনিমতে মাল এবং ক্রীতদাসীদের ভোগ করার সার্টিফিকেট (ওহী) তিনি আগেই আল্লার কাছে থেকে নিয়ে রেখেছিলেন। সেখানে সমস্যা ছিলো না। সমস্যা ছিলো ঘর নিয়ে। কারণ নবীর হেরেমে অতগুলো ঘর ছিলো না। দুজন সুন্দরী দাসীর একজনকে অন্য এক সাহাবীকে দিয়ে তিনি নিজের জন্য রেখেছিলেন মারিয়া কিবতিয়া নামক মিশরিয়ান সুন্দরীকে। নিজের বাড়িতে জায়গা না থাকায় সেই সুন্দরীকে আবার রেখেছেন অন্য এক সাহাবীর বাড়ি। মন কি আর মানে ? দিন যায় রাত যায়, কিন্তু কিবতিয়াকে আর ভোগ করতে পারেন না। শেষে নবী এক ফন্দি আঁটলেন, মা দেখা করতে বলেছে বলে হাফসাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। হাফসা চলে গেলে সেই ঘরে এনে তুললেন মারিয়াকে। এই ঘটনা হাতে নাতে ধরে ফেলেন আয়েশা। অন্যদিকে হাফসা বাপের বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারে নবী তাকে মিথ্যে বলেছে। পরদিন তিনি ফিরে এলে আয়েশা সব ঘটনা বলে দেন হাফসাকে। পুরো কাহিনি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় হাফসাতো মহা ক্ষ্যাপা, সেই সাথে আয়েশা সহ অন্যরাও। শেষে নবী ভুল টুল স্বীকার করেও পত্নীদের মান ভাঙাতে পারেন না

প্রায় সমগ্র জায়গায় এইরকম ভাষা। অর্থাৎ একজনকে খোটা মেরে, বা কুৎসা রটানোর মত করে বর্ননা করা। প্রশ্ন হল যাদের নাম আপনে বলছেন ইতিহাস থেকে নেয়া- আল তাবারি, ইবনে ইশাক –- ইনারা কি এইভাবেই বর্ননা করেছেন নাকই তারা যেভাবে করেছেন পরবর্তিতে আপনার নিজের বিদ্যা

কাজে লাগিয়ে রম্য ময় গল্প করে দিয়েছেন? মনে হয় আপনারই সেই কারসাজি। দেখুন এইযে কথা গুলো আপনে বলছেন- নবী ভোগ করতে পারছেনা, তিনি ফন্দি আটলেন-বিভিন্ন জায়গায় এইধরনের কথা নিশ্চয়ই উনাদের ইতিহাসে এইভাবে বর্ননা করা নেই। নাকি আছে?

জানি যেখানে যেইরকম সেইরকম লিখতে হয়। এখানে সবাইর একটি ধর্ম- নবী মোহাম্মদ, ইসলাম নামের গালাগালিতে অনেক ভাল বাহ বাহ পাওয়া যায়।

প্রথম দুইটি ঘটনা ভাল লেগেছে। পরের গুলোতে আপনার আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে বেশি, আপনেও আবেগি হয়ে পড়েছিলেন, তাই সত্য হারিয়ে রম্যতা বেশি পেয়েছে বলে মনে হয়েছে। যদিও এতে হাতের তালি পেয়েছেন অনেকের।

ধন্যবাদ

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২১, ২০১১ at ২:৫৪ অপরাহ্ণ

@Russell,

আমি বিচ্ছিন্নভাবে কোরান হাদিসে যে ঘটনাগুলো পেয়েছি সেগুলোই গল্পের আকারে তা বর্ণনা করেছি। লেখাটাকে আকর্ষণীয় করার জন্য একটু রস তো আমি দিতেই পারি , নাকি ? না হলে পাঠক তা পড়বে কেনো ? তবে একটা সিচুয়েশনে একজনের মনের অবস্থা যা হয় আমি নিশ্চয় তার বাইরে যাই নি। সেজন্যই আপনি বলেছেন,

> ভাল লাগল।

না, এখানে আমার নিজের কোনো মতবাদ নেই। যে রেফারেন্সগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনি ঘেঁটে দেখতে পারেন।

ধন্যবাদ।

Russell এর জবাব:

জুন ২২, ২০১১ at ১২:৩১ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

যাইহোক তবে এইখানে যে যাই বলুক , সত্য হল মোহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝতে , জানতে হাযার লক্ষ জনম পার হয়ে যাবে হয়ত তাও জানা যাবে কিনা সন্দেহ। মনে হয়না।

আমাদের জানার পরিধি অনেক কম, আর মোহাম্মদ (সাঃ) কে জানতে শুধু বস্তু জ্ঞান না , বরং আধ্যাত্ন জ্ঞানের মহারাজা হতে হয়।

যাইহোক এত কিছুর দরকার ছিলনা ,

কোরান বলছেঃ
"ইন্নাহু লাকাউলু রাসুলীন করিম"- ইহা অবশ্যই রসুল করিমের বানী (৮১-১৯)
যাইহোক এইসব নিইয়ে আলোচনা করতে গেলে শেষ হবেনা। নিজে সত্য হলে সত্য পাওয়া যাবে, নচেৎ সব কিছুই ঘাপলা লাগবে।

লালন বলেছিলেনঃ সহজ মানুষ ভোজে দেখনারে মন দিব্য জ্ঞানে। পাবিরে অমুল্য নীধি বর্তমানে।

অমুল্য সম্পদের ভিতরে দেখবেন সেই মোহাম্মদ লুকিয়ে আছে।

ভাল থাকবেন

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১১ at ৬:০৪ অপরাহ্ণ
@Russell,

যাইহোক তবে এইখানে যে যাই বলুক , সত্য হল মোহাম্মদ (সাঃ) কে বুঝতে, জানতে হাযার লক্ষ জনম পার হয়ে যাবে হয়ত তাও জানা যাবে কিনা সন্দেহ। মনে হয়না।

ইসলামিস্টদের মতো আপনি যথার্থই বলেছেন। ইসলামি জ্ঞানের ক্ষমতার পরিধি ঐ পর্যন্তই। তবে আমাদের না। আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে ভালো কে ভালো খারাপকে খারাপ বলতে পারি। বিশ্বাসের কাছে আমরা অসহায় নই।

আর মোহাম্মদ (সাঃ) কে জানতে শুধু বস্তু জ্ঞান না , বরং আধ্যাত্ন জ্ঞানের মহারাজা হতে হয়।

আধ্যাত্ম জ্ঞান নামে বিজ্ঞান স্বীকৃত কোনো জ্ঞানের শাখা আছে নাকি ?

Russell এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ১:০১ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

আধ্যাত্ম জ্ঞান নামে বিজ্ঞান স্বীকৃত কোনো জ্ঞানের শাখা আছে নাকি ?

হা…।হা…হা…ভাই না হেসে পারলামই না। আর তাই বুঝি আপনে উপরের মন্তব্য করেছেনঃ

ইসলামিস্টদের মতো আপনি যথার্থই বলেছেন। ইসলামি জ্ঞানের ক্ষমতার পরিধি ঐ পর্যন্তই। তবে আমাদের না। আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে ভালো কে ভালো খারাপকে খারাপ বলতে পারি। বিশ্বাসের কাছে আমরা অসহায় নই।

যাইহোক এখনও এই সকল বিষয়ে আপনার বিবেক এর উম্মেচন হয়নি। তাই বলে আমি আপনাদের খোটা বা ছোট করে দেখছি না। আপনার কথার সাথে আমিও একমত যে না দেখে বিশ্বাস স্থাপন হয়।

বিশ্বাস নিয়ে একটি লেখা আছে-পড়তে চাইলে পড়তে পারেন।
http://www.somewhereinblog.net/blog/joyguru007/29393405
তাইত লালন বলেছিলেন - কথায় ত আর চিড়ে ভিজেনা, জলে কিংবা দুধ না দিলে।

আর আমিত বলেছি আপনাদের লেখা পড়তে আমার খারাপ লাগেনি। আপনারা সত্য জানেন না, তাই আপনারা যত জানেন, মোল্লা, আলেমদের কাছ থেকে যা শুনেছেন সেই গন্ডির ভিতরে যা বুঝেছেন তাই লিখেছেন। তাদের হিসাবে আপনার লেখা ঠিকি আছে। কিন্তু ইহা সত্য নয়। অনেক কিছু আছে যা প্রকাশ করা যায়না। সেই জগতে প্রবেশের আনন্দ, গভিরতাই আলাদা। খালি চোখে, আপনার ভাষা মতে শুধু ঐ বস্তু বিজ্ঞানের চোখে দেখলে অনেক কিছুই একটু অন্য রকম লাগা স্বাভাবিক , আর সেই মোহাম্মদ পর্যন্ত ধরা আগেই বলেছি হাযার জনমের পরেও জানা যাবে কিনা সন্দেহ।

সবাই অনেক কিছু প্রমান করতে চাচ্ছেন নীচে দেখলাম। আমি কিছুতেই বিচলিত নই। আরও ভাল লাগছে যে আপনারা সবাই অন্ধে বিশ্বাসী নন। ইহা সত্য। হ্যা, আল্লাহ ও তার রসুলকে মানতে হবে ইহা কোথাও লেখা নেই, তবে মানবতা যেন এক চিলতে এদিক থেকে ওদিকে না যায় সেই বিষয় সর্বত্র পাই।

ভাল থাকবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১১ at ৭:০৪ অপরাহ্ণ

@Russell,

আপনি এখনও বিশ্বাস নিয়েই আছেন ? বিশ্বাস তো শিশুর ধর্ম। বুঝতে পারলাম আপনার শৈশবত্ব এখনও কাটে নি। আগে শৈশবত্ব কাটান, তারপর জ্ঞান দিয়েন।

আর আধ্যাত্ম কোনো বিজ্ঞান নয়। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। পারলে প্রমাণ করে জবাব দিয়েন। রেফারেন্স এবং প্রমাণ ছাড়া মুক্তমনায় কোনো বক্তব্য গ্রহণ করা হয় না এটা খেয়াল রাখবেন।

Russell এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১১ at ৯:৪২ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

আচ্ছা ভাইজান আপনে যা বললেন তাই। আপনে কি লেখাটা পড়ে তারপর কথাটা বলেছেন নাকই না পড়েই বলে দিলেন?

যাইহোক ব্যপার না। ভাল থাকবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১১ at ৩:১৫ অপরাহ্ণ

@Russell,

আপনি যদি এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণী সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন তাহলে আপনার হাতে এমন কিছু বই বা তথ্য আসবে যাতে আপনার বিশ্বাস হতে বাধ্য যে আদিম পৃথিবীতে এলিয়েন এসেছিলো। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী আপনি যদি জানতে পারেন ভিন গ্রহে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সেটা পৃথিবী থেকে কমপক্ষে ১ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের বাইরে এবং সেখান থেকে তারা যদি আলোর গতিতেও পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে থাকে তাহলেও তাদের পৃথিবীতে আসতে সময় লাগবে ১ কোটি বছর। এই দীর্ঘ সময় তাদের আবার সেই নভোযানের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। কোনো প্রাণীর পক্ষে এটা কি সম্ভব ? না সম্ভব আলোর গতিতে ছুটে আসা ?

এখন ভাবেন, কোনো কোনো অপবিজ্ঞান লেখক, পৃথিবীতে এলিয়েন এসেছিলো বলে যে সব কুযুক্তির কথা বলে সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য কিনা ?

আপনার বিশ্বাস আর আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ব্যাপারটাও আমার কাছে সেরকম। এগুলো নিয়ে এত পড়েছি যে এখন আর এসবের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। তবে মানুষের জীবনে উন্নতির জন্য বা কোনো কিছু অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসের একটা ভূমিকা আছে , এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই বিশ্বাস আর ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পূর্ণ আলাদা।

Russell এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১১ at ৯:৩১ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

একটু বেশিই কি বলে ফেললেন না ? আপনাকেত বলেছি আপনে যা বলেছেন তাই। এরপরেও ত্যানা পেচায় যাচ্ছেন। যদিও আপনার লেখা ব্লগ, আপনে বলতেই পারেন।

আপনার বিশ্বাস আর আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ব্যাপারটাও আমার কাছে সেরকম। এগুলো নিয়ে এত পড়েছি যে এখন আর এসবের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না।
হতে পারে আমার লেখা ও জ্ঞান বুদ্ধি নিম্ন মানের , কিন্তু আপনারা বিজ্ঞানী বিজ্ঞান মনষ্ক, বিজ্ঞানের দাসি বান্দিরা যা বললেন তাতে আপনাদের চরিত্র সমেৎ আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধি সব কিছুই প্রকাশ পেয়ে গেল।।

পাঠ্য পুস্তকের বিজ্ঞানী, আর পাঠ্য কাগজে কালি দিয়ে ছাপানো কোরানের হাফেজ আলেম একই জাতের।

আপনার এই কথায় আমার মত এক নগন্য পাঠক ও খুবই নগন্য মানের লেখক আপনার মন্তব্যকে থু মেরে গেল। অনেক কিছুই অক্ষরে কাগজে বইতে শিখেছেন , কিন্তু বিবেক উন্মচিত হয়নি। আগে সেইটা ক্লিয়ার করুন অতঃপর নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর কথা চিন্তা করুন।যাইহোক এইসব বলা হল নিজেরই ভাঙ্গা মান সম্মানে আরও ছেদ করা। আপনে সব আগের থেকেই যেনে গেছেন। যেমন মোল্লারাও সব জেনে গেছে।

তাও ভাল ও সুস্থ হবার আহবান রইল এই নগন্য লেখকের তরফ থেকে।
ভাল থাকবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১১ at ৩:৫২ অপরাহ্ণ

@Russell,

অনেক কিছুই অক্ষরে কাগজে বইতে শিখেছেন , কিন্তু বিবেক উন্মচিত হয়নি।

বিবেক কিভাবে উম্মোচিত হবে ? আপনার নবী যেভাবে পালক ছেলের বউকে বিয়ে করে তার সঙ্গে সেক্স করেছে; সেটা জানলে, আর করলে ? যেভাবে তিনি দাসীদের ভোগ করতেন, সেরকম করলে ? না যেভাবে যখন খুশি সেক্স করতে ইচ্ছুক যেকোনো মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে ? বলেন আমার বিবেক কিভাবে উম্মোচিত হবে?

বিজ্ঞানের দাসি বান্দিরা

বলে যাদের গালি দিলেন, বেঁচে থাকার জন্য আপনি যা কিছু ভোগ করছেন সবই তাদের অবদান। আপনার নবী , আল্লা আর কোরানের এর পেছনে এক তিলও অবদান নেই। অবশ্য আপনার বিশ্বাস অন্য রকম হবে এটাই স্বাভাবিক। আপনি আর ১০টা স্টুপিড এর মতো হয়তো বিশ্বাস করেন বিজ্ঞানীরা সবই আবিষ্কার করেছে কোরান গবেষণা করে।

আপনার এই কথায় আমার মত এক নগন্য পাঠক ও খুবই নগন্য মানের লেখক আপনার মন্তব্যকে থু মেরে গেল।

এটা খুবই সত্যি কথা। জ্ঞান বুদ্ধির স্তর অতি নিম্নমানের না হলে আপনার মতো বিশ্বাস করাই তো সম্ভব না।

শেষে একটা কথা, ব্লগার হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে সকল মন্তব্যের জবাব দেওয়া। আপনি যদি না চান তাহলে আর জবাব দিয়েন না। আপনি জবাব দিলে আমাকে জবাব দিতেই হবে।

সক্টডক এর জবাব:

জুলাই ২৯, ২০১১ at ১২:২১ পূর্বাহ্ণ

@Russell,

বহু আগে আমি আপনার মন্তব্য পড়ে জানতে চেয়েছিলাম,

“জনাব রাসেল এ পাক, আপনার পবিত্র খানকা-শরীফটা কোথায়?” এখন তো দেখছি সত্যি সত্যি এমন একটা কিছু আছে, আমি খুবই অবাক হলাম।

কাদেরিয়া দরবার শরীফ!

'মুক্তমনা' এসব দরবার শরীফের মতবাদ প্রচার প্রসারের উপযুক্ত স্থান বলে তো মনে হয় না। ওপরের লিঙ্কটা তো আপনারই দেয়া, তাই না?

আসেফ এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১১ at ১২:২৬ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
আপনাদের বিচার করার ক্ষমতা আছে নাকি?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১১ at ২:৪০ অপরাহ্ণ
@আসেফ,
বিচার করার ক্ষমতা না থাকলে ধর্মীয় ভূতকে মাথা থেকে নামানো যায় না। মানুষ জন্ম থেকেই ধর্ম বিশ্বাসী। তারপর জ্ঞান বুদ্ধি বাড়া শুরু হলে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেই আস্তে আস্তে নাস্তিক হয়ে উঠতে হয়। মায়ের পেট থেকে কেউ নাস্তিক হয়ে বের হয় না। আমিও এক সময় আস্তিক ছিলাম এবং ধর্ম নিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রচুর তর্ক করেছি। কিন্তু যখন ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর পরিমানে পড়াশুনা করতে লাগলাম তখন দেখলাম বিজ্ঞানের হাতুড়ির কাছে ধর্মের কোনো যুক্তিই টিকছে না। এভাবে এক সময় আমি নাস্তিক হয়ে যাই। আমার আস্তিকতা যে থাকলো না, এ ব্যর্থতা কিন্তু ধর্মের। এটা কি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে হয়েছে, না অন্য কোনো ভাবে ?
আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারি না। আপনারা ধার্মিকরা জ্ঞান হওয়ার পর ৫ বছর বয়সে যা বিশ্বাস করেন, সেই একই বিশ্বাস করেন ১০, ১৫, ২০, ২৫ বা ৩০ বছর বয়স থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এটা কিভাবে সম্ভব ? ৫ এর পর থেকে মোটামুটি ২৫ বছর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়লেন তা রাখলেন কোথায় ? নাকি সেগুলো শুধু পাস করার জন্য পড়লেন ? ৫ বছর বয়সে বিশ্বাস করতেন পৃথিবী নয়, সূর্য ঘুরে। কারণ, সৌরজগত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এটাই বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। সব শিশু তাই বিশ্বাস করে। ২৫ / ৩০ বছর বয়সেও যদি সেই একই বিশ্বাস আপনার থাকে তাহলে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে লাভটা হলো কী ?

এইসব একটু ভাবেন। তারপর সিদ্ধান্তে আসেন , বিচার বুদ্ধি কার নেই; আমার না আপনার ? অবশ্য এই সব আপনারা ভাবতে ইচ্ছুক নন। কারণ, আপনারা তো সবসময় ভাবেন ৭২ জন হুর গেলমান নিয়ে। অন্য কিছু ভাববার সময় কোথায় আপনাদের ? ভাবলেই ভয় বেহেশত হারানোর, সেই সঙ্গে হুর গেলমান। দরকার কী ? তারচেয়ে যে বিশ্বাস নিয়ে আছি সেটা নিয়েই থাকি। মরার পর বেহেশতে যাবো, ৭২ জন হুর আর কিছু গেলমান নিয়ে পালা করে মজা করবো। ব্যস।

এই চিন্তা যাদের মাথায় তারা লম্পট না অন্য কিছু ? কোনো নাস্তিক কিন্তু এই ধরণের লম্পট চিন্তা করে না। ভাবেন এই সব একটু ভাবেন। তারপর নিজেদের সঙ্গে আমাদের মানে নাস্তিকদের তুলনা করেন।

softdoc এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১১ at ৪:২১ পূর্বাহ্ণ
@Russell,
অাল্লাহ্ ও তার পেয়ারা রসুলকে জানতে এখানে দেখুন।

Russell এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১১ at ১:০৪ অপরাহ্ণ
@softdoc,

ধন্যবাদ এইরকম একটা বই দেয়ার জন্য। এই ধরনের আরও কিছু বই থাকলে দিবেন। আমার ই-মেইল হল

joy.guru@hotmail.com
The history of the connection of the Quran- **john barton** এই বইটা খুব খুজতেছি। যদি পান তাহলে দিবেন।
আবারও ধন্যবাদ

softdoc এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১১ at ১১:২০ অপরাহ্ণ
@Russell,
এ ঘটনাটা বুঝতে আপনার যদি কষ্ট হয়ে থাকে তা 'হলে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন <a href="http://prophetmuhammadillustrated.com/muhammad-and-hafsa.html"এখানে।

19. 19

আ হা মহিউদ্দীন

জুন ২১, ২০১১ সময়: ৯:০৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

জ্ঞান অন্বেষা ও যুক্তি খোঁজা তারুন্যের স্বভাব । পরিবারের সকলেই যেহেতু যুক্তিহীন ভাবে ধর্ম পালন করে, সেহেতু প্রথমে সে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যুক্তি খোঁজে এবং জ্ঞান অন্বেষণের চেষ্টা করে । কিন্তু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যুক্তি ও জ্ঞান খুঁজে পায় না বিধায় তার উপর আক্রোশ সৃষ্টি হয় । কিন্তু তরুনদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি সীমিত বিধায় জীবনের জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা বুঝতে পারে না । ফলে ধর্মের কার্য্যকারিতা সে বুঝতে পারে না । দর্শনশাস্ত্রের বস্তুবাদের পরিবর্তে প্রকৃতি -বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্মকে অবলোকন করে বিধায় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বুঝতে পারে না ।
অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময় কট্টরপন্থী ওহাবী মুসলমান দ্বারা সৃষ্ট আল -কায়দাকে কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া এবং কমিউনিষ্ট শাসন বিলুপ্তি শেষে অর্থ ও অস্ত্র সরবারহ বন্ধের ফলে ইসলামি সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়, যা বুঝার জন্য রাজনৈতিক যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তা এই তরুনদের থাকে না বিধায় সকল দোষ ইসলাম ও মুসলমানদের উপর অর্পিত করতঃ উক্ত ধর্ম ও তার বিশ্বাসীদেরকে সে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে ।

Russell এর জবাব:

জুন ২১, ২০১১ at ১০:৫১ পূর্বাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

একটা বিষয় ভাল লাগেনা, সেটা হল কোন মন্তব্য করলে ২দিন পর তা প্রকাশ হয়।
যাকগে,]
আপনার মন্তব্য দারুন লাগল মশাই।

20. 20

পলাশ

জুন ২১, ২০১১ সময়: ৪:৪৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বিকৃত ইতিহাস।কোরান যদি মোহাম্মদের কথা বা বানানো হয় তাহলে বলবো উনি অনেক উচু স্তরের জ্ঞানী।লেখক লিখলেনঃ“**লিখতে লিখতেই এক সময় সাদের সন্দেহ হয় আল্লার ওহী বলে মুহম্মদ যা বলে তা ঠিক আল্লার বাণী নয়, এগুলো মুহম্মদের বানানো কথাবার্তা। ‘আছরারুত তানজিল ওয়া আছরারুত তা’য়ীল’ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী এই ঘটনাটি বর্ননা করেছেন এভাবে, একদিন মুহম্মদ ওহী প্রাপ্ত হয়ে ২৩ নং সূরার ১২ থেকে ১৪ আয়াতের “এবং সত্যসত্যই আমি মানব মন্ডলীকে কদর্মের সার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি……………তৎপর তাহাকে আমি অন্যসৃষ্টিরূপে সৃষ্টি কারিয়াছি” এই অংশটি বলার পর লিখতে লিখতে সাদ বলে উঠেন, ‘আল্লাহ গৌরবান্বিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তা’। শুনে নবী বললেন, ‘লাগিয়ে দাও এই বাক্যটিও’, লাগানো হলো; চমকে উঠলেন সাদ।**”এই ধরনের বোকামী মোহাম্মদ অবশ্যই করবেন না যদি মোহাম্মদ কোরানের বানীর সৃষ্টিকর্তা হয়(লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী)।নিজের ক্ষোভ,হিংসা,অহংকার ও অল্প বিস্তর জ্ঞান নিয়ে এই ধরনের হাস্যকর লেখা না লেখাই উওম।ভাল থাকবেন।ধন্যবাদ।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২২, ২০১১ at ১:৩১ অপরাহ্ণ
@পলাশ,

বিকৃত ইতিহাস

আপনি প্রকৃত ইতিহাসটা জানান না। আমি আপনার পথ চেয়ে বসে আছি।

21. 21

আ হা মহিউদ্দীন
জুন ২১, ২০১১ সময়: ৬:১৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@রাসেল
আপনি যে সমস্যায় ভোগেন, সেই সমস্যাটি আমারও । বড় বড় মুক্তমনাদের কাছে আমি নিজেই একটি সমস্যা । এদের অনেকেই আমাকে অজ্ঞ, কান্ডজ্ঞানহীন, অভদ্র ও গাধা বলে মনে করেন । এছাড়াও আরো অনেক খারাব বিশেষণ ব্যবহার করেন । তারপরেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কারনে মুক্তমনায় লিখে চলছি ।

মুক্তমনা মতপ্রকাশে আস্থাবান, কিন্তু নিজ মতের সমালোচনার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারি আচরণ করে। তাই আলোচ্য লেখাটি প্রকাশ পাবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না ।

22. 22
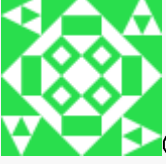
বোধ

জুন ২৪, ২০১১ সময়: ২:০২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

হাস্যকর লেখাটি আমাকে হাসালো..............

আমার মনে হয় লেখকের অল্প বিদ্যা এখানে প্রকাশিত হল। ইসলাম কে জানার জন্যে ইসলামিক বই পড়া দরকার আমার মনে হয়। ইসলাম বিরোধী বই পড়ে ইসলামের সমালচনা হাস্যকরই বটে।

লেখক বললেন লেখাটিতে রস মিশাইলেন। আপনি ইসলাম এ মিথ্যা রস কেন মিশাইবেন?

আপনি যে রেফারেন্স গুলো দেখাইলেন সেগুলোর সত্যতার গ্যারান্টি কতটুকু?

যে লোক ইসলাম ত্যাগ করে তার কথাতে ইসলামের বিরোধিতা থাকবে, তার কথাকে রেফারেন্স কেন করবেন?

আপনি বিনা স্টেইটমেন্ট এ মুহাম্মদের চরিত্রের কুতসা রটাইলেন(আপনার ভাষায় রস মিশানো)

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১১ at ৪:০৯ অপরাহ্ণ

@বোধ,

লেখকের অল্প বিদ্যা এখানে প্রকাশিত হল

আপনার বেশি বিদ্যা একটু দেখান না।

ইসলাম এ মিথ্যা রস কেন মিশাইবেন?

কোনটা মিথ্যা আপনি যদি তা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবো। আপনার জন্য এ এক দারুন সুযোগ বেহেশত নিশ্চিত করে ৭২ জন স্বর্গীয় বেশ্যা আর বেশ কিছু গেলমান মানে হিজড়া পাবার। এখনই কাজে নেমে যান। কারণ , এই অফার সীমিত সময়ের জন্য।

যে রেফারেন্স গুলো দেখাইলেন সেগুলোর সত্যতার গ্যারান্টি কতটুকু ?

গ্যারান্টি এটুকুই যে মুক্তমনায় কেউ কখনও কোনো কিছু মিথ্যা লেখে না। কোনো কিছু মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ রইলো। বেহেশতি অফার তো রয়েছেই।

যে লোক ইসলাম ত্যাগ করে তার কথাতে ইসলামের বিরোধিতা থাকবে, তার কথাকে রেফারেন্স কেন করবেন?

সে কেনো ইসলাম ত্যাগ করেছিলো সেটা আগে ভাবেন। মুহম্মদের ওহী পাওয়া যে বোগাস সেটা বুঝতে পেরেই তো সে ইসলাম ত্যাগ করেছিলো।
তো তার কথা কোট করলে সমস্যা কী। সত্য চিরদিনই সত্য।

আপনি বিনা স্টেইটমেন্ট এ মুহাম্মদের চরিত্রের কুতসা রটাইলেন

সবে তো শুরু। Wait & See. এতদিন ইসলামিস্টদের ভয়ে যুক্তিবাদীরা মুখ খুলতে পারে নি। প্রযুক্তি সেই অসহায়ত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। এখন শুধু দেখেন যুক্তিবাদীরা কিভাবে আপনার পেয়ারের রসূল ও আল্লাহকে টেনে নামায়। ধার্মিকদের এখন শুধু দাঁত কামড়ানোর পালা।

আসেফ এর জবাব:

জুন ২৮, ২০১১ at ১:০৫ পূর্বাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

আপনি কুর'আন এর চেলেঞ্জ পুরন করেন...। আজাইরা ফালাইয়া লাভ নাই।

আমাদেরও সুযোগ এসেছে ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়ার। খিলাফত আসছে।

The next super power....

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৮, ২০১১ at ৩:১৮ অপরাহ্ণ

@আসেফ,
ঐ স্বপ্ন নিয়েই থাকেন। এটা মধ্য যুগ না যে সারা রাত চাচাতো বোন উম্মে হানির সঙ্গে রাত কাটিয়ে ধরা পড়ার পর আপনার নবী জনতার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মেরাজের মতো কাল্পনিক কাহিনির বর্ণনা করবে আর এ যুগের মানুষ সেটাকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর এখন তরবারীর যুগও নাই, যে যুদ্ধ করে রাজ্য জয় করে ইসলামিস্টরা বলবে, হয় ইসলামকে মেনে নাও না হলে মৃত্যু। এখন জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। আর ইসলোমের তো প্রধান শত্রু জ্ঞান। সুতরাং আপনার স্বপ্ন দিবা না, জাগনা।

আপনি কুর'আন এর চেলেঞ্জ পুরন করেন

আপনি বলতে চাইছেন কোরানের মতো একটি আয়াতও কেউ লিখতে পারবে না এই তো। বাংলা কোরান একটু মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলেই বুঝতে পারবেন ওগুলো কী রাবিশ। রামায়ণ , মহাভারতের তুলনা দেবো না। কারণ , তাহলে আমাকে সাম্প্রদায়িক ভাববেন; মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের কথাই বলি। মেঘনাদ বধ কাব্যের ছন্দ, অলংকার, ভাব, ভাষা ও গাম্ভীর্যের তুলনায় আপনার কোরান সব দিক থেকেই শিশু। ক্লাস থ্রি ফোরের ছেলে মেয়েরাও ওর চেয়ে ভালো কবিতা লিখতে পারে। এখন আপনার মনে হতে পারে তাহলে কোরানের চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে কেউ এগিয়ে আসে না কেনো ? কারণ, আপনাদের মতো ইসলামিস্টদের ভয়ে। এরকম কেউ কিছু করলেই তো তার গর্দান আপনারা নামিয়ে ফেলবেন। আপনার নবীও তো তাই করে গেছে। আর তাই করতে বলে গেছে আপনাদেরও। নবী কিভাবে কোরানের আয়াত চ্যালেঞ্জকারীদের শায়েস্তা করে গেছে এ বিষয়ে একটা পোস্ট লেখার কাজে অলরেডি হাত দিয়েছি, কিছুদিনের মধ্যেই সেটা পড়তে পারবেন বলে আশা করছি।

এই যে কোরান সম্পর্কে এত কিছু আপনাকে বলছি , এটা কি আপনার সামনে বসে আমার পক্ষে বলা সম্ভব ছিলো ? তাহলে এতক্ষণ তো আমার মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে যেতো। আমি কোরানের সমালোচনা করছি কিন্ত হাত কামড়ানো ছাড়া আপনি কিছু করতে পারছেন না। ইসলামিস্টদের এই যে পরাজয়, সেটা কিন্তু সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আর আপনি স্বপ্ন দেখছেন নেক্সট সুপার পাওয়ারের.... হা হা হা !!!!

আসেফ এর জবাব:
জুলাই ২, ২০১১ at ৬:৪৫ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
ইসলাম এর কাছ বারবার পরাজিত হওয়াই আপনারা ইসলাম এর উপর রেগে আছেন...। তা বুঝতে পারছি। কাপুরুষ এর মত র কত থাকবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ৩, ২০১১ at ১:০০ অপরাহ্ণ
@আসেফ,
রাগটা সে কারণে না। রাগটা ইসলামকে নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে। ফোর্থ ক্লাস একটা গ্রন্থ কোরান, তাকে আপনারা বলবেন মহাগ্রন্থ। বিজ্ঞানীরা রাত দিন গবেষণা করে একটা কিছু আবিষ্কার করে , আর অমনি আপনারা বলবেন, এটা কোরানেই আছে। এই সব আর কতদিন সহ্য করা যায় ? এতদিন বলার উপায় ছিলো না বলে কেউ মুখ খুলে নি। কিন্তু এখন ইসলামকে নিয়ে এত সমালোচনা হচ্ছে কেনো ? আমার তো মনে হয় ইন্টারনেটে সেক্সের পর সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ইসলাম। কিন্তু কেনো ? ইসলামের চেয়ে অন্য ধর্মগুলো খুব যে ভালো তা কিন্তু কেউ বলছে না। তারপরও তাদের সমালোচনা কিন্তু তেমন একটা নেই। এর মূল কারণ ইসলাম নিয়ে মুসলামদের এত বাড়াবাড়ি। আপনারা বাড়বাড়ি বন্ধ করেন, দেখবেন কেউ আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে না।
আর ইসলামের কাছে পরাজিত হওয়ার বিষয়টি যদি বলেন, তাহলে বলি, আপনার নবী আরব এলাকা থেকে যেভাবে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের তাড়িয়েছে অথবা হত্যা করেছে বা জীবনের বিনিময়ে জোর করে মুসলমান বানিয়েছে সে কথা মনে রাখলে ইউরোপ আমেরিকায় মুসলমানরা ঢুকতে পারতো না , মসজিদ নির্মান করা দূরে থাক। আপনারা মুসলমানেরা কেমন উদার একটু চিন্তা করেন , ইউরোপ আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে আপনারা স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারছেন, অথচ সৌদি আরবে অন্য কোনো জাতি প্রকাশ্যে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে না; মন্দির গির্জা বানানো দূরের কথা। অথচ আপনারা যেখানে খুশি মসজিদ বানাচ্ছেন। এছাড়াও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর ধর্ম পালন, কোনো না কেনোভাবে বাধাগ্রস্ত। এর কী জবাব আছে আপনার কাছে ?

মুসলমানদের আরেকটা বায়বীয় ধারণা 'ইসলামিক রাষ্ট্র'। ধর্মের পরিচয়ে রাষ্ট্র পৃথিবীর আর কোথায় আছে ? রাষ্ট্রকে যে মুসলমান বানান, তার খৎনা করান কোথায় ? নির্বোধ না হলে এরকম কেউ ভাবতে পারে ? আবার আপনারাই ভাবেন আপনারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি , বেহেশত আপনারা ছাড়া কেউ পাবে না। শুধু শুধু হুর গেলমানের লোভে মগজে তালা দিয়া রাখেন না , এগুলো একটু ভাবেন।

23. 23
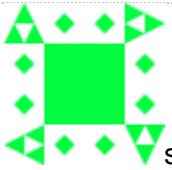
softdoc
জুন ২৪, ২০১১ সময়: ৪:১৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@বোধ,
ইসলাম ও মোহাম্মদকে জানতে হলে এখানে দেখুন।

24. 24

সাকিব

জুন ২৪, ২০১১ সময়: ১১:২৩ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

আপনার প্রবন্ধটি ভাল হয়েছে।

ধর্মকারী থেকে দারুন একখান বই প্রকাশিত হয়েছে। ডাউনলোড করে পড়লাম। বইটিতে কোরান আল্লার বাণী কি না এ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।
ধর্মকারী থেকে প্রকাশিত প্রথম কুফরী কিতাব
সবার জন্য বইটি ফ্রি, বইটির ডাউনলোড লিংক। সাইজঃ মাত্র ১০ মেগাবাইট। কোরান ও হাদিসের রেফারেন্সসহ এরকম বই দুর্লভ।

25. 25
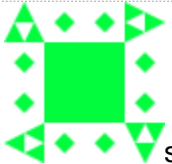
softdoc

জুন ২৪, ২০১১ সময়: ১১:৩৩ অপরাহ্ন লিঙ্ক

চমৎকারভাবে উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ।
হাফসা-মারিয়া ঘটনাটা একটু ভিন্ন। ঘটনাটা হাতে-নাতে ধরে ফেলেন হাফসাই। নবীর সাথে শেষ পর্যন্ত রফা হয় হাফসা ব্যাপারটা গোপণ রাখবেন, কিন্তু হাফসা এটা গোপণ না করে তাঁর সতীন কাম বন্ধু আয়েশাকে বলে দেন। ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করলে নবী যথারীতি আয়াত নাজিল করান।পুরো ঘটনাটা বুঝতে চাইলে এখানে দেখুন।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১১ at ৬:৫৬ অপরাহ্ন

@softdoc,
এই লিংকটি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। এটা আগে পেলে আরও ভালো হতো।

softdoc এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১১ at ৪:১৯ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।

26. 26

softdoc

জুন ২৬, ২০১১ সময়: ৩:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@Russell,
আপনাকেও ধন্যবাদ।
আপনি যে বইটির কথা বলছেন তার কথা আমার জানা নেই। তবে চমৎকার একটা সাইটের সন্ধান দিচ্ছি, এখানে।
কেমন লাগলো জানাবেন।

27. 27

নিমো

আগস্ট ২, ২০১১ সময়: ১২:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলাম এর কাছ বারবার পরাজিত হওয়াই আপনারা ইসলাম এর উপর রেগে আছেন...।

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/10/blog-post_2499.html

কুরানে বিগ্যান (চতুর্দশ পর্ব): কুরান কার বাণী?

বুধবার, ১৭ অক্টোবর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

কুরান কিতাবটি আসলে কী?

কোনো ইসলাম বিশ্বাসীকে যদি এ প্রশ্নটি করা হয়, তবে তার দ্বিধাহীন জবাব হবে, "এটি আল্লাহর কথা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের কথা। যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর জিবরাইল মারফত নাজিল হয়েছে।" তাঁরা আরও দাবী করবেন, "যেহেতু এই গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য বিশ্বস্রষ্টার , তাই এ কিতাবে কোনো ভুল থাকতে পারে না।" মুসলিমদের যে কোনো ধর্মীয় আলোচনা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে বাক্যটি সবার আগে উদ্ধৃত হয় তা হলো, "আল্লাহ পাক (বিশ্বস্রষ্টা) কুরানে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন...। কেন তারা এমনটি বলেন? তাদের এ দাবীর উৎস কী?

উৎস হলো মুহাম্মদ!

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দাবী, স্বয়ং "বিশ্বস্রষ্টা" ফেরেশতা জিবরাইল মারফত তাঁর কাছে বার্তা প্রেরণ করেছেন। জিবরাইল তাঁর শরীরে ভর করে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছেন। আর জিবরাইলের আছরে যা কিছু তিনি বলেছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয়! কথাগুলো স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার! মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে বিশ্বাস করে বলেই ঘোষণা দেন , "কুরান আল্লাহর (বিশ্বস্রষ্টার) বাণী"। মুহাম্মদের ভাষায়:

৬৯:৪৩- এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

৫৬:৭৭-৮০- নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, --। এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৮০:১৩-১৫- এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি জনসংখ্যার প্রতি ১০০ জনের ৭৬ জনই ইসলাম ধর্মাম্বলী নন। তাঁরা অমুসলিম। অমুসলিমরা কখনোই কুরানের বাণীকে 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী এবং মুহাম্মদক 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী-প্রাপ্ত মহাপুরুষ হিসাবে বিশ্বাস করেন না। তাহলে সত্য কোনটি? শতকরা ৭৬ জন লোক যা বিশ্বাস করেন না, সেটি? নাকি শতকরা ২৪ জন মানুষ যা বিশ্বাস করেন, সেটি? সত্য কোনো ভোটাভুটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এই দু'-দলের যে কোনো একদল 'সত্য' এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্য দল "মিথ্যা"। দু'-দল একই সাথে কখনোই হতে পারে না। সত্যকে জানার জন্যই প্রয়োজন "সত্য" বস্তুনিস্ঠ পর্যালোচনা (Objective analysis)। এর কোন বিকল্প নেই!

আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমাদের এই নিবাস পৃথিবীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি স্থান। এ স্থানটি সূর্যের তুলনায় ১৩ লক্ষ গুন ক্ষুদ্রতর। আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবাসটি জীবন ও আলো দানকারী সূর্য থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী। আলোর গতি ধ্রুব (Constant) - প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল (এক আলোক-সেকেন্ড); অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে সাত বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ। প্রতি দিনে (এক আলোক-দিন) ১৮০০ কোটি মাইল। প্রতি বছরে (এক আলোকবর্ষ) ৬০০ হাজার কোটি (৬ ট্রিলিয়ন) মাইল। এই গতিবেগে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আমাদের এই মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি এক লক্ষ আলোকবর্ষ পরিবৃত একটি স্থান। মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি মহাবিশ্বের প্রায় ৮,০০০ কোটি (৮০ বিলিয়ন) অনুরূপ গ্যালাক্সির একটি। আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী গ্যালাক্সিটি (এ্যান্ড্রোমেডা) ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ এ্যান্ড্রোমেডার যে অলোক-রশ্মি আজকে পৃথিবীতে পড়েছে, তা সেখান থেকে ২৫ লক্ষ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল!

তুলনায়, আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে মাত্রদুই লক্ষ বছর আগে! আমাদের এই মহা-বিশ্বটি প্রায় ৯,৩০০ কোটি (৯৩ বিলিয়ন) আলোকবর্ষ পরিবৃত একটি স্থান। যে স্থানে পৃথিবীর তুলনায় ১৩ লক্ষ গুন বিশাল সূর্যের অবস্থান পৃথিবীর একটি ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্রতর। দৃশ্যমান জগতের এ সমস্ত "সংখ্যা" যে কোনো সুস্থ-চিন্তাশীল মানুষের কল্পনা শক্তিকে অবশ করে দেয়। মানুষকে নতজানু হতে শেখায়। ভাবতে শেখায়। পুরাতন সবকিছুকে ভুলে নতুন জ্ঞানের আলোকে

যাবতীয় অন্ধবিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে সত্যিকার চিন্তাশীল মানুষ হতে স্পৃহা যোগায়!

আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে প্রায় ১৩৫০ কোটি বছর আগে। তার প্রায় ৯০০ কোটি বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই পৃথিবী। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আরও ১০০ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে "প্রাণের (Life) উদ্ভব হয়েছে।" প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে। সেই আদি থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রজাতির (Species) উদ্ভব হয়েছে তার ৯৯ শতাংশেরও বেশী নিশ্চিহ্ন/বিলুপ্ত (Extinct) হয়ে গিয়েছে। মাত্র এক শতাংশ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যার বর্তমান পরিমাণ আনুমানিক ১৭ লক্ষ। বর্তমান পৃথিবীর এই ১৭ লক্ষ প্রজাতির একটি হলাম আমরা - Homo sapiens. এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা আছে, এমন কোনো প্রমাণ নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপরোক্ত **৬৯:৪৩, ৫৬:৭৭-৮০ এবং ৮০-১৩-১৫** বাণীসমষ্টিকে একটু মনোযোগের সাথে যদি আমরা পর্যালোচনা করি , তাহলে দেখতে পাই, উক্ত বাক্যগুলো দিয়ে মুহাম্মদ দাবী করছেন:

১) কুরান বিশ্ব-স্রষ্টার (আল্লাহ) বাণী। "সেই" বিশ্বস্রষ্টা তা লিখে রেখেছেন, 'সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে' **(৮০:১৩-১৫)**। প্রায় ১৩৫০ কোটি বছর আগে তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। তারপর,

২) তিনি "৯০০ কোটি বছর অপেক্ষা" করে 'পৃথিবী' নামক অতিশয় ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র স্থানকে সৃষ্টি করেন। তারপর,

৩) তিনি "আরও ১০০ কোটি বছর অপেক্ষা" করে পৃথিবীতে প্রাণ (Life) সৃষ্টি করেন।

৪) তারপর, "আরও ৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষা" করেন। অপেক্ষার এই সময়টি তে তিনি পৃথিবীর প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রজাতিকে (species) নিশ্চিহ্ন/অবলুপ্ত করে

দেন! মাত্র এক শতাংশকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন, যার বর্তমান পরিমাণ আনুমানিক ১৭ লক্ষ।

৫) তারপর. এই ১৭ লক্ষ প্রজাতির মধ্য থেকে মানুষ প্রজাতিকে বাছাই করেন!

৬) তারপর এই মানুষ প্রজাতির কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে একজনকে 'আখেরি নবী হিসাবে' নির্বাচিত (Select) করেন। কাকে? মুহাম্মদের দাবী (স্বঘোষিত), সৃষ্টিকর্তার মনোনীত সেই ব্যক্তিটিই হচ্ছেন 'তিনি'! **মুহাম্মদ বিন আবেদ-আল্লাহ** বিন আবদুল মুত্তালেব বিন হাশিম বিন আবেদে মানাফ বিন কুসে বিন কিলাব। কিসের ভিত্তিতে এই নির্বাচন? মুহাম্মদের দাবী, "প্রণয়ের (ভালবাসা) ভিত্তিতে!" তার দাবী, তিনি হলেন 'সেই' সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র! তারপর,

৭) সেই সৃষ্টিকর্তা "আরও চল্লিশ বছর অপেক্ষা" করেন। অতঃপর, শৈশব-কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত চল্লিশ বছর বয়সী মুহাম্মদের উপর 'সেই বাণী' জিবরাইল মারফত মক্কায় হেরা পর্বতের গুহায় ৬১০ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে নাজিল করা শুরু করেন। তারপর,

৮) সেই সৃষ্টিকর্তা ১৩৫০ কোটি বছর আগে লিখিত-গচ্ছিত তার বাণীগুলো (কুরান) মুহাম্মদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটু একটু করে জিবরাইল মারফত সরবরাহ করতে লাগলেন। ঘোষণা দিলেন যে, এই বাণীগুলোই (কুরান) হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে "সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একমাত্র সহি" জীবন বিধান।

<u>কিন্তু</u>

৯) মুহাম্মদ ও তার সেই পরাক্রমশালী-সর্বজ্ঞানী-সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তার সর্বাত্মক আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘ ১২-১৩ বছরে (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) সমাজের নিম্নশ্রেণীর মাত্র ১২০-১৩০ জন এর বেশি মানুষকে তার তাদের দলে সামিল করাতে পারলেন না! আফসোস! তারপর,

১০) অবস্থা আরও বেগতিক হলে মুহাম্মদ তার অনুসারীদের আদেশ জারি করলেন "নির্বাসন" নিতে। প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদিনায়। নিজেও রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি "স্বেচ্ছা নির্বাসন (হিজরত)" নিলেন মদিনায় (সেপ্টেম্বর, ৬২২)!

ইসলামী জাহানের বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত বিশ্বাস এই যে, কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, মৃত্যুহুমকির বশবর্তী হয়ে, প্রাণরক্ষার তাগিদে মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীরা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। বনি কুরাইজাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার মতই এ দাবীটিও একটি "সহি ইসলামী-মিথ্যা অপ-প্রচারণা"! কুরাইশদের অত্যাচার বা মৃত্যু হুমকির কারণে নয়, "ইসলাম রক্ষার" প্রয়োজনেই মুহাম্মদ স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। কুরাইশরা নয়, মুহাম্মদই তার অনুসারীদের তাদের অমুসলিম পিতা-মাতা-প্রিয়জনের কাছ থেকে লোভ, হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে (জোরপূর্বক) হিজরতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ তাঁর অনুসারীদের অনেকেই তখন তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে ফিরে যাচ্ছিল। এ পরিস্থিতিকে সামাল দিতেই মুহাম্মদ হিজরতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো "হিজরত পর্বে"।

অত:পর

১১) মুহাম্মদ ও তার হিজরতকারী অনুসারীরা শুরু করলেন আনসার (মদিনার সাহায্যকারী) মুখাপেক্ষী নতুন জীবন। কতদিন আর অপরের মুখাপেক্ষী থাকা যায়? বেকার জীবন? জীবিকা জুটবে কোথা থেকে? "সেই" সৃষ্টিকর্তাটি যদি অলৌকিক উপায়ে মুহাম্মদ ও তার মক্কাবাসী হিজরতকারী অনুসারীদের (মুহাজের) খাদ্য-পরিধেয়-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে তো কোনো চিন্তাই ছিল না! তা যখন নেই, অর্থ উপার্জনের একটা পথ তো বের করতেই হবে! উপায়? হিজরতের মাস সাতেক পরেই জীবিকার প্রয়োজনে মুহাম্মদ শুরু করলেন নতুন অভিযান। রাতের অন্ধকারে বাণিজ্য ফেরত নিরীহ কুরাইশ ফাফেলার উপর হামলা (ডাকাতি), যুদ্ধ-খুনাখুনি আর জোরপূর্বক অপরের জান-মাল স্থাবর ও

অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ! সর্বপ্রথম মুহাম্মদ যে হামলাকারী দলটি পাঠান , তা ছিল তার চাচা হামজার নেতৃত্বে। সিফ-আলবদর (মার্চ, ৬২৩)।

(সূত্র:

১. 'Sirat Rasul Allah' - By Ibne Ishaq (704-768 CE), (compilation: Ibn Hisham, died 833 CE) - Page 423-27

২. 'Ketab Al Maghazi' - By Al Waqidi (747-823 CE), Page 13-19

৩. 'Tarikh Al Rasul Waal Muluk' - By Al Tabari (839-923 CE) , Vol-7, Page 1273-79)

১২) মক্কার ১৩ বছরের চরম ব্যর্থতার পর মদিনায় পরবর্তী ১০ বছর (৬২২-৬৩২) অন্যের সম্পত্তি লুট ও গণিমতের মালের ভাগে জীবিকা -বৃত্তি! রক্তের হোলী-খেলা ও নৃশংসতার বিনিময়ে অর্জিত সফলতা! দশ হাজারেরও অধিক অনুসারীদের নিয়ে 'মক্কা আক্রমণ' ও বিজয়।

১৩) তারপর ১৩৫০ কোটি বছরের গচ্ছিত সে সকল বাণী পৃথিবীতে আগমনের মাত্র ২২-২৩ বছরের মাথায় সৃষ্টিকর্তা তাঁকে মৃত্যুর পথযাত্রী করলেন (জুন, ৬৩২)!

১৪) মৃত্যুর আগে মুহাম্মাদ তার অনুসারীদের আদেশ দিলেন , তারা যেন পৌত্তলিকদের আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে। (সহি বুখারী: ভলিউম-৫, বই-৫৯, নং-৭১৬)

Narrated Ibn Abbas:

(অংশ বিশেষ) *---The Prophet said, "Leave me, for my present state is better than what you call me for." Then he ordered them to do three things. He said,* ***"Turn the pagans out of the 'Arabian Peninsula****; respect and give gifts to the foreign delegations as you have seen me dealing with them." (Said bin Jubair, the sub-narrator said that Ibn Abbas kept quiet as rewards the third order, or he said, "I forgot it.") (See Hadith No. 116 Vol. 1)*

তারপর

১৫) মুহাম্মদের নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের মাধ্যমে সেই সৃষ্টিকর্তার রচিত সর্বকালের সকল মানুষের "একমাত্র জীবনবিধান" প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা! গত ১৪০০ বছরে ২৭০ মিলিয়ন কাফের ও অজ্ঞাত পরিমাণ মুসলমান (নিজেদের মধ্যে খুনা-খুনি করে) নিধনের বিনিময়ে অর্জন পৃথিবীর মাত্র ২৪ শতাংশ লোককে ইসলামের পতাকাতলে সামিল! ১৪০০ বছরেও মুহাম্মদের "সেই" সৃষ্টিকর্তা তার ফেরেশতা ও অনুসারী মানবকুলের সক্রিয় সাহায্য নিয়েও পৃথিবীর ৭৬ শতাংশ লোককে তার দলে সামিল করতে পারেনি! **বিফলতার এ এক চূড়ান্ত রূপ!** এই সৃষ্টিকর্তাকেই মুহাম্মদ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

যে কথা মানতেই হবে তা হলো, এই সুবিশাল চমকপ্রদ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন, আর যদি সেই স্রষ্টা মানুষের জন্য কোনো বার্তা বা বাণী পাঠান, তবে সেই বার্তায় কোনোরূপ অসামঞ্জস্য বা উদ্ভট-অবৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য কখনোই থাকতে পারে না। কোনোক্রমেই কোনোরূপ অযৌক্তিকতা, ভুল বা অসামঞ্জস্যতা থাকতে পারে না। শুধু "**একটি মাত্র**" ভুল, অবাস্তবতা অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই ১০০% সুনিশ্চিতভাবেই বলা যাবে যে এটা 'বিশ্বস্রষ্টার বাণী' হতে পারে না। কারণ "স্রস্টা" কোনো ভুল করতে পারেন না। কুরান যে 'বিশ্বস্রষ্টার বাণী' এই দাবী মুহাম্মদের। তাঁর অনুসারীরা "তাঁর বিশ্বাসে" বিশ্বাসী মাত্র। মুহাম্মদ তার দাবীর সপক্ষে আরও ঘোষণা দিয়েছেন:

৪:৮২-

এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহুবৈপরিত্য দেখতে পেত

গত তেরোটি পর্বের আলোচনায় "এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য" আমরা নিশ্চিতরূপেই প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং, সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরান বিশ্বস্রষ্টার (যদি থাকেন) বাণী নয়! যে কোনো মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই জানেন যে বিশ্বস্রষ্টা (যদি থাকেন) কোনো কিছুই কুরানে ইরশাদ করেন নাই। ইরশাদ করেছেন মুহাম্মদ। তারপর দাবী করেছেন যে, যা তিনি বলেছেন, তা আসলে তিনি বলেননি। যেমন করে অনেক পীর-ফকির-কামেল- গুরু-বাবাজী জাতীয় লোকেরা দাবী করে যে, তাদের শরীরে জ্বিন, আত্মা বা অশরীরী শক্তির ভর হয়! ভরপ্রাপ্ত

অবস্থায় তারা যা বলে, তা আসলে তাদের কথা নয়! দাবী করে যে, তাদের সে কথাগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের শরীরে ভর করা অশরীরী শক্তির ! তেমনি মুহাম্মদও দাবী করেছেন যে, কুরানের বাণী তাঁর নয়।

ঐ সব পীর-ফকির-কামেল-গুরু-বাবাজীদের সাথে মুহাম্মদের বিশেষ পার্থক্য এই যে তাঁদের তুলনায় মুহাম্মদ অনেক অনেক "বেশী সফল"! ঐসব পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের অনুসারীর সংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই নগণ্য। আর মুহাম্মদের অনুসারীদের সংখ্যা পৃথিবীব্যাপী। ১৬০ কোটি! তাদের শরীরে ভর হয় জ্বিন, আত্মা, অশরীরী শক্তি বা দেবতা। আর মুহাম্মদের শরীরে ভর হয় স্বয়ং স্রষ্টার দূত জিবরাইল! সমাজের বহু লোক এ সকল কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। তাদেরকে অনুসরণ করেন, সমীহ করেন! কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান যুগে বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তার কোনো মা নুষই এ সকল তথাকথিত কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীদের আর বিশ্বাস করেন না। তাদের জারিজুরি যে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ ব্যাপারে বি জ্ঞান আজ নিশ্চিত। এসমস্ত মানুষদের ঠক-
প্রতারক ও অন্ধবিশ্বাসব্যবসায়ী রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

আজকের কামেল-পীর-ফকির-গুরু-বাবাজীরা যে কারণে অশরীরী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন, মুহাম্মদও সেই একই কারণে জিবরাইল নামক অশরীরী শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। কী সে কারণ? কারণটি হলো **"গুরুর প্রয়োজন"!** ভক্তকে প্রভাবিত করার প্রয়োজন! নিবেদিত ভক্তকুলকে গুরুর ইচ্ছামত চালিত করার প্রয়োজন। ভক্তের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের প্রয়োজন! মুহাম্মদের উদ্ধৃত এহেন দুর্বল, অবিবেচক, পক্ষপাতদুষ্ট, নৃশংস, নীতি-হীন সৃষ্টিকর্তাটি আর যে-ই হোন, মহাবিশ্বের স্রষ্টা নন! মুহাম্মদ তাঁর প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসাবেই "আল্লাহকে সৃষ্টি করেছিলেন"! এ সত্যকে ইসলাম বিশ্বাসীরা যত তাড়াতাড়ি অনুধাবন করতে পারবেন, তত দ্রুতই তাদের মুক্তি মিলবে।

ইসলাম বিশ্বাসীদের কাছে স্বভাবতই এ সত্যটি গ্রহণ করা সহজ নয়। কারণ, শিশুকালের অনুশাসন (childhood Indoctrination) এবং পরিপার্শ্বিক সমাজ ও

সংস্কারের সর্বদা ক্রিয়াশীল অবিরাম মগজ ধোলাই-এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর প্রভাব থেকে মুক্তি সহজ নয়। Freedom Is Not Free!

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

<u>সমাপ্ত</u>

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/287

মুহাম্মদের কোরানের আয়াত নাজিলের কায়দা কানুন

শুক্র, 03/29/2013 - 23:31 তারিখে

লিখেছেন : বিদ্রোহী

আল বারা বর্ণিত: এ আয়াত নাজিল হলো, "যারা অলস ভাবে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় (৪:৯৫)"। নবী বললেন, "যায়েদকে ডাক আর তাকে কালি ও হাড় আনতে বল"। অত:পর তিনি বললেন, "লেখ 'যারা অলসভাবে বসে থাকে--" এবং তখন আমর বিন মাখতুম নামের এক অন্ধ লোক নবীর পিছনে বসে ছিল , সে বলল- "হে আল্লাহর রসুল! আমার জন্য আপনার হুকুম কি রকম, আমি তো অন্ধ?" সুতরাং উক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিচের আয়াত নাজিল হলো:
'যারা অক্ষম তারা বাদে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় (৪:৯৫)' [সহি বোখারি, বই-৬১, হাদিস-৫১২]
উক্ত হাদিসটি থেকে দেখা যায়- প্রথমে মুহাম্মদ যে আয়াত পেয়েছিল তা অসম্পূর্ণ ছিল, মাখতুম নামের এক লোক সেটা দেখিয়ে দেয়ায় সাথে সাথে সম্পূর্ন আয়াত নাজিল হয়ে গেল সেকেন্ডের মধ্যেই। এর ফলে যে প্রশ্ন ওঠে তা হলো-

আল্লাহ কি করে অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করে?

আল্লাহ কি জানে না যে প্রথমে যে আয়াত সে নাজিল করেছিল সেটা অসম্পূর্ন ছিল?

এ সকল প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কি করে আমরা নিশ্চিত হব যে সত্যি সত্যি আল্লার কাছ থেকেই মুহাম্মদ আয়াত পেত?

একটা বিষয় দেখা যায়, লোকজন মুহাম্মদের কাছে কোন সমস্যা নিয়ে আসলে অনেক সময়ই সাথে সাথে সে কোন সমাধান দিত না। এর কিছুকাল পরে সে বলত এইমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে সে এ বিষয়ে আয়াত পেল।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, এতদ্রুত যদি আয়াত আল্লাহ পাঠিয়ে থাকে যা দেখা যায় উপরোক্ত আয়াত নাজিলের ক্ষেত্রে তাহলে অন্য ক্ষেত্রে বেশী সময় লাগত কেন? আল্লাহর তো যে কোন সমস্যারই সমাধান জানা থাকার কথা, কারন সে সর্বজ্ঞানী।

উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে, জিব্রাইল চলে যাওয়ার সাথে সাথে আবার ফিরে এসে নতুন আয়াত দিয়ে গেল। বিষয়টা সেরকমই কারন জিব্রাইল ছাড়া তো কেই তাকে আয়াত দিত না। এদ্বারা এটাও বোঝা গেল যে জিব্রাইল চক্ষের পলকে আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত নিয়ে হাজির হতে পারত। প্রশ্ন হলো অন্য অনেক ক্ষেত্রেই জিব্রাইলকে আল্লাহর কাছ থেকে আয়াত আনতে দিনের পর দিন লাগত কেন?

এসব পর্যালোচনা করে যদি কেউ বলে যে মুহাম্মদ মুলত: নিজের কথাকেই আল্লাহর আয়াত বলে চালিয়ে দিত। সেটা কি ভূল বলা হবে?

মাখতুমের ক্ষেত্রে সমস্যাটি খুব বেশী জটিল না হওয়াতে সে সম্পর্কিত আয়াত নাজিলে দেরী হয় নি, কিন্তু অন্য কোন জটিল সমস্যার ব্যপারে মুহাম্মদ সময় চাইত ; কারন সে চিন্তা-ভাবনা করে তারপর উত্তর দিত। যা উত্তর দিত, তাকে আল্লাহর আয়াত বলে চালিয়ে দিত। বিষয়টি কি সেরকমই মনে হচ্ছে না?

মন্তব্যসমূহ

ভাই খুব ভালো লাগলো আপনি একটা

মন্তব্য করেছেন muhammad rajib (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: শনি, 03/30/2013 - 13:36).

ভাই খুব ভালো লাগলো আপনি একটা আয়াত পড়ছেন এবং বাখহা দেওয়ার চেষ্টা করছেন ,তবে এখানে একটু বুঝার ভুল আছে আপনার ,আমি কিছু টা বলতে পারবো কিন্তু আমি বলব না ,হক্কানি আলেম ছিরা কুর্আন বাখহা আমরা মুসলিম রাই করতে পারি না ,আপনি ইসলাম এর ক্লাস ১ ও পড়েন নাই আর আপনি mba এর বই পড়ে অর্থ জানতে চাইছেন?ইসলাম এ স্টেপ ব স্টেপ যাইতে হয়,একটা বাছা ছেলেকে বাপ cycle কিনে দিছে তো বাছা আস্ক করল বাবা এটা কিভাবে চালানো সম্ভব বাপ বলো বাবা সম্ভব তবে তোমাকে আস্তে আস্তে চেষ্টা করতে হবে।আপনি কি জানেন আমাদের ফরজ নামাজ একজন বাছা কারি মহিলার প্রসব করা অবস্থায় নামাজ অবশ্যই ফরজ?এটা ছিলো রাসুল এর প্রতি আল্লাহ্ র ভালোবাসা আল্লাহ্ তার উম্মত দের জন্য কষ্ট কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন,আমার অনুরোধ রইল আপনি একজন ভালো হক্কানি আলেম এর কাছে এটা আস্ক করবেন সে আপনাকে ডকুমেন্ট সহকারে বুঝায়া দিবে।আল্লাহ্ আপনাকে ভালো রাখুক।

বহু আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি,

মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: শনি, 03/30/2013 - 20:40).

বহু আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা উত্তর দেয়া তো দুরের কথা , আলতু ফালতু কথা বলে।

মনে হচ্ছে আপনি বিশাল জ্ঞানী ব্যক্তি আপনি কি দয়া করে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন ?

uni sei Allah jini manush ke

মন্তব্য করেছেন doller (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: শনি, 03/30/2013 - 22:08).

uni sei Allah jini manush ke ek bindu rokto hote shristi koresen.apnar prosner uttor deyar jonno kono alem lagbe na, apnar ki ki prosno ase , tar ekta list koren , ami tar uttor diboar ekta kotha, dekhun to chesta kore Al Kuran er moto ekta boi likhte paren kina?

এতদিন তো জানতাম আল্লাহ মাটি

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: রবি, 03/31/2013 - 00:03).

এতদিন তো জানতাম আল্লাহ মাটি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছে। আর আপনি বলছেন এক বিন্দু রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করেছে। কি সৃষ্টি করেছে ভাই ? পরিস্কার করুন আগে।

এ নিবন্ধেই দেখা যাচ্ছে লেখক প্রশ্ন করেছেন কয়েকটা , আগে সেগুলোর উত্তর দিন।

দুনিয়াতে কুরানের চাইতে ভাল লেখা শত শত নয় হাজার হাজার বই আছে , আমি নামও বলতে পারি, কিন্তু নাম বললে আপনি কি সেটা স্বীকার করবেন ? করবেন না , কারন স্বীকার করা না করাটা হলো আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার মত অন্ধ লোক কোনদিনও স্বীকার করবেন না যে কোরানের চাইতে ভাল লেখা কোন বই দুনিয়াতে আছে। সুতরাং আপনার এই চ্যালেঞ্জ হলো একটা অর্থহীন ও ফালতু চ্যালেঞ্জ। মুহাম্মদ নিজেও সেটা জানত বলে সে কোরানে এই ধরনের একটা অর্থহীন চ্যালেঞ্জ করেছে।

@ doller

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: রবি, 03/31/2013 - 02:13).

@ doller

dekhun to chesta kore Al Kuran er moto ekta boi likhte paren kina?

ঠিকই বলেছেন। আমি আপনার সংগে সম্পূর্ণ একমত। অমন মহাগ্রন্থ সংকলন করা কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, যে গ্রন্থখানিতে থাকবে-

১) সন্তান জন্ম হয়, পুরুষের বীর্য পৃষ্ঠদেশ হতে এবং নারীদের বীর্য বক্ষদেশ হতে নির্গত হয়ে।

২) আল্লাহ পাক,মহান সৃষ্টি কর্তা, তার বান্দাদের নিকট তার বানীর নিশ্চয়তা ও গুরুত্ব প্রদানের লক্ষে একটার পর একট কছম খেতে থাকবেন, তাও আবার তারই সৃষ্ট জড় পদার্থের উপর।

৩) যে গ্রন্থখানিতে আল্লাহ নিজে ঘোষনা করতেছেন এটা রছুলের বানী।

৪) যে গ্রন্থখানিতে আল্লাহ নিজে একবার ঘোষনা করতেছেন যে তিনি আগে সৃষ্টি করেছেন আছমান আর একবার ঘোষনা করতেছেন যে তিনি আগে সৃষ্টি করেছে ন যমীন।

৫) যে গ্রন্থখানিতে আল্লাহ পাক নিজে ঘোষনা করতেছেন যে পৃথিবী সমতল ও স্থির এবং সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গিয়ে সারাটা রাত্র আরশের নীচে বিশ্রাম লয়ে আল্লাহ পাকের অনুমতি লয়ে পনরায় পরবর্তিদিন পূর্বাকাশে উদয় হয়।

এমন মহাগ্রন্থ কী কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে সংকলণ করা সম্ভব?

কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি আপনার সংগে সম্পূর্ণ একমত।

ধন্যবাদ।

@doller

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: সোম, 04/01/2013 - 03:20).

@doller

কোরানে আল্লাহ পাকের মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে কত চমৎকার বিজ্ঞান ভিত্তিক বর্ণনা, একটু দেখুন না-

৯৬:২

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

এসব পর্যালোচনা করে যদি কেউ

মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: রবি, 03/31/2013 - 00:13).

এসব পর্যালোচনা করে যদি কেউ বলে যে মুহাম্মদ মুলত: নিজের কথাকেই আল্লাহর আয়াত বলে চালিয়ে দিত। সেটা কি ভূল বলা হবে?

আপনি দেখছি ইসলামের নাড়িতে আঘাত করেছেন। আপনার কী হ'বে জানেন? আর এদিকে বাংলাদেশ সরকার আপনাদেরকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এখনই তওবা করুন--

bhai,apnar proshner jonno

মন্তব্য করেছেন doller (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: রবি, 03/31/2013 - 22:34).

bhai,apnar proshner jonno dhonnobad.manusher shristi hoy ek phota roktobindu hote - nari o purusher milon hote manusher shristi hoy.ar mati theke shristir proshnor uttor holo, Allah manush ke mati dara toiri koresen ar jinn der ke agun dara shristi koresen.amader khudro chinta dara er uttor ber kora sombhob noy. apnar issa hole bissas korun, ar bissas korben na.sesh bicharer din Allah apnar protiti proshner uttor diben, apni manen ar nai manen. odrishho jinisher upor bissas Islam dhormer arekta nam.apnar proshno number 1 er uttor ami apnar kas theke jante chassi. apni proman korun je birjo kothay theke shristi hoyAllah pak jodi joro bostur kosom khan tobe apnar ki somossa. apnar mrittur por apnio to joro podartho hoye jaben.Jehetu Allah prottek bostu shristi koresen,tar kase jib ar joro dui soman. apni bissas korun ar nai korun.3.Allah kothay bolesen je Al Quraan tar Rosul(SM) er bani, i need the reference.4.i need the reference. Allah age jomin shristi koresen tar por akash ke saad baniyesen.5.ei proshner uttor Allah diben, wait koren.Apnar mrittur pore sob proshner uttor peye jaben.6. Al Quraan er onek ayat ase jar mane bujha kono manush er pokkhe sombhob na. Apni ekta boi er nam bolen.i want to compare.7.Bhai, Islam dhormer bapare kono jor jobordosti nai. apni mon chaie manun, mon na chaile manben na.karo kisu ese jay na,Prithibi te ei je etogulo muslim(approx 150 Crore), tara sobai ki etoi obhuj?amar ekta prosner uttor chai,assa, manush kothay theke ase ar kothay jay? apni chesta kore ekta jibon shristi kore dekhan na keno.amar dharona apni nijke ekjon onek boro dhoroner kisu. ami apnar proshner uttorgulo niye abar phire ashbo, khub shighroi. opekkha korun, pls. apnar mongol kamona kori.thanksrashed

manusher shristi hoy ek phota

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: রবি, 03/31/2013 - 22:54).

manusher shristi hoy ek phota roktobindu hote

জীবনে কোন দিন শুনিনি রক্ত বিন্দু হতে মানুষ সৃষ্টি হয়। আপনি কোথায় পেলেন এ তথ্য ? একটু দেয়া যাবে ? নাকি ইসলামি পন্ডিতদের নতুন আবিস্কার এটা ?

amader khudro chinta dara er uttor ber kora sombhob noy.

তাহলে ভাই আপনি খামোখা চেষ্ট্া করছেন কেন বুঝাতে সেটাই তো বুঝলাম না।

sesh bicharer din Allah apnar protiti proshner uttor diben, apni manen ar nai manen.

এটা একটা কথার মত কথা। তবে সেদিন মনে হয় আমার চাইতে আপনার বিপদ বেশী হবে কারন , আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবে- তোরে যে এত শক্তিশালি বুদ্ধিমান একটা মাথার ঘিলু দিলাম , তুই তার ব্যবহার না করে খালি আল্লাহ আল্লাহ করছস, তোরে কি এটা করার জন্য ঘিলু দিয়েছিলাম ? আর আমি নিশ্চিত এ অপরাধের জন্য এর পর আপনাকে দোজখে ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে।

Apnar mrittur pore sob proshner uttor peye jaben

ভাই মৃত্যুর পর আমার উত্তর পেয়ে তো কোন লাভ নেই। পারলে এখনই এর উত্তর দেয়া যায় না ?

হাদিসটি তুলে দিচ্ছি Volume 6,

মন্তব্য করেছেন আলোক (তারিখ: সোম, 04/01/2013 - 02:50).

হাদিসটি তুলে দিচ্ছি

Volume 6, Book 61, Number 512:

Narrated Al-Bara:

There was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) and those who strive and fight in the Cause of Allah.' (4.95)

The Prophet said, "Call Zaid for me and let him bring the board, the inkpot and the scapula bone (or the scapula bone and the ink pot)."' Then he said, "Write: 'Not equal are those Believers who sit..", and at that time 'Amr bin Um Maktum, the blind man was sitting behind the Prophet . He said, "O Allah's Apostle! What is your order For me (as regards the above Verse) as I am a blind man?' So, instead of the above Verse, the following Verse was revealed:

'Not equal are those believers who sit (at home) except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc.) and those who strive and fight in the cause of Allah.' (4.95)

লিংকঃ http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/061-sbt.php

আপনে প্রথমে যা লিখেছেন তা

মন্তব্য করেছেন বেদূইন পথিক (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: মঙ্গল, 04/02/2013 - 14:57).

আপনে প্রথমে যা লিখেছেন তা আপনার ভাষা মতে,তা ছিল কোর'আনের আয়াত,শেষে যা বলছেন পরিপূর্ণ করা হয়েছে তা ছিল হাদীস ,কোর'আনেরআয়াতে মূল বিষয় নাজিল হত ,যারা জ্ঞানি তারা ঠিকি বুঝতো কিন্ত যারা বুঝতনা তাদের কে হাদীস দারা বোঝানো হতো।আর তুমি ডাল চালে খিছুরী বানিয়ে প্রশ্ন করলেন।আগে কোর'আম কাকে বলে হাদীস কাকে বলে সঠিক ভাবে জেনে প্রশ্ন করোন,উত্তর নিশ্চই পাবে।

আপনে প্রথমে যা লিখেছেন তা

মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: মঙ্গল, 04/02/2013 - 16:34).

আপনে প্রথমে যা লিখেছেন তা আপনার ভাষা মতে,তা ছিল কোর'আনের আয়াত,শেষে যা বলছেন পরিপূর্ণ করা হয়েছে তা ছিল হাদীস,কোর'আনেরআয়াতে মূল বিষয় নাজিল হত,যারা জ্ঞানি তারা ঠিকি বুঝতো কিন্তু যারা বুঝতনা তাদের কে হাদীস দারা বোঝানো হতো।

আপনি কি নিজের চোখের মাথা খেয়ে বসে আছেন ? উক্ত হাদিসে খুব পরিস্কার ভাবে বলছে যে প্রথমে ৪: ৯৫ নং আয়াতটি নাজিল হয় এভাবে -

যারা অলসভাবে বসে থাকে, তাদের মর্যাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয়।

এটা যে আংশিক ভাবে নাজিল হয়েছিল সেটা ঠিক নয় তা বোঝা যায় হাদিসটা পড়ে , আংশিকভাবে যেমন-

যারা অলসভাবে বসে থাকে------------

যদিও হাদিসে আংশিক আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। কেন আংশিক ভাবে নাজিল হয় নি, সেটা বোঝা যায় মাখতুমের বক্তব্য থেকে। সে বুঝতেই পারছিল , সে নিজেই অন্ধ হওয়ায় অক্ষম ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে পারবে না আর তাই তার মনে ভয় হয়েছিল তার মর্যাদা অনেক কম। কিন্তু সেটার জন্য সে নিজে দায়ী নয় কারন সে যে অন্ধ সেটা তার দোষ নয়। যে দোষ তার নয় সেই দোষে তার মর্যাদা কম হবে কেন , এ প্রশ্ন তার মাথায় জাগে। আর এ প্রশ্নটা তার জাগে আংশিক আয়াত শুনে নয় , পুরো আয়াতটি শুনেই। আর এর ফলেই সেকেন্ডের মধ্যে সংশোধিত আয়াত নাজিল হয়ে যায়। আর সেটা হলো -

যারা অক্ষম তারা বাদে যারা অলসভাবে বসে থাকে, তাদের মর্যাদা যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের সমান নয়। ৪:৯৫

এ থেকে আমাদের কাছে বহু প্রশ্ন জেগেছে। যেমন -

আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী ও সব জান্তা, সে কিভাবে প্রথমে অসম্পূর্ন বা ত্রুটিপূর্ণ আয়াত নাজিল করে ? সে কি প্রথমেই জানত না যে অক্ষম ব্যাক্তিরা যুদ্ধ করতে পা রবে না , অথচ সেই অক্ষমতার দোষ তাদের না? সেকেন্ডের মধ্যে আয়াত সংশোধন হয়ই বা কি করে ? দেখা যাচ্ছে মাখতুম ওখানে বসে না থাকলে আয়াতটি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটি পূর্ণভাবেই কোরানে রয়ে যেত , তাই নয় কি ?

যদি হাদিসে যেভাবে আংশিক আয়াত উল্লেখ রয়েছে , যেমন -

যারা অলসভাবে বসে থাকে-------------

তাহলে তো আরও বিপদ। কারন তখন প্রশ্ন হবে - আল্লাহ কিভাবে আংশিক আয়াত নাজিল করে ও তার পর অন্য একজনের কথায় সেটাকে সম্পূর্ণ করে ? আল্লাহ কি মানুষের কথায় আয়াত নাজিল

করে নাকি ? কিন্তু আমরা তো জানি কোরানের একটা সম্পূর্ণ খন্ড লাওহে মাহফুজে রক্ষি ত আছে। সে খন্ড থেকেই যদি আল্লাহ আয়াত নাজিল করে থাকে , তাহলে আল্লাহ কি প্রথমে ভাল মত সেটা না পড়েই আংশিক বা ত্রুটি পূর্ণ আয়াত নবীর কাছে পাঠিয়েছিল ? আল্লাহ কি এ ধরনের ভুল করতে পারে ? যদি করে তাহলে সে সবজান্তা ও সর্ব শক্তিমান আল্লাহ হয় কেমনে ?

আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি বিশাল ইসলামি পন্ডিত , তাহলে দয়া করে বুঝান কোরান ও হাদিস কি জিনিস আর এদের মধ্যে তফাতটা কোথায় ।

লাভ নাইরে ভাই। বিশ্বের বিশাল

মন্তব্য করেছেন হ্যাপি (তারিখ: বুধ, 04/03/2013 - 21:53).

লাভ নাইরে ভাই। বিশ্বের বিশাল বিশাল সব ইসলামি পন্ডিতগনও এসে যদি চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান যে সর্বজ্ঞানীআল্লাহ প্রথমে অসম্পূর্ন আয়াতটি নাজিল করেছিলেন তাও ওনারা বুঝবেন না কারন ওনাদের চোখে ঠুলি আর কানে তুলো গুজানো আছে। আর তা না হলে শেষমেষ উদ্ধার পাবার জন্য একটা মোক্ষম অস্ত্রতো মজুদ আছেই..."আল্লাহ পরোওয়ারদেগারের কার্য্যকলাপ বোঝার সাধ্য আছে কার? উনি সব জানেন, সব বুঝেন, উনি যা করেন সবই ভালোর জন্য করেন, আপনার দুর্ভাগ্য তাই বুঝতে অক্ষম"...সুতরাং খেল খতম , আপনি চুপ।

"আল্লাহ পরোওয়ারদেগারের

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: বুধ, 04/03/2013 - 23:19).

"আল্লাহ পরোওয়ারদেগারের কার্য্যকলাপ বোঝার সাধ্য আছে কার?

এই জন্যই দেখি ইবনে কাসিরের তাফসিরে প্রায়ই কোন বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে না পারলে সেখানে বলে - আল্লাহই সঠিক জানেন। কি মজা !

সমাপ্ত

কোরআন নাজিল ও সংকলন

কোরআন নাজিল ও সংকলন

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=22196

কোথা থেকে এলো আজকের কোরান?

তারিখ: ৬ মাঘ ১৪১৮ (জানুয়ারি ১৯, ২০১২)
লিখেছেন: কাজী রহমান

কোরান কে লিখেছে? কখন, কোথায়, কিভাবে, কেন? সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির ধর্ম মহান ইসলাম থাকতেও পৃথিবীতে এতসব অন্য ধর্ম কেন? ওরা আল্লা মানছে না কেন? বাংলাদেশের মুসলমানদের মনে কখনো কখনো এই ধরনের প্রশ্ন জাগলেও এ নিয়ে কেউ খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে না কেউ , ভাবে খামোখা কি দরকার? অসুবিধা তো হচ্ছে না তেমন। বাংলাদেশের মুসলমান তো এত গোঁড়া মুসলিম না , যার ইচ্ছা হিজাব লাগায়, যার ইচ্ছা টুপি পরে, সুটবুট পরে, কোন অসুবিধা নেই। একজন সাধারণ মুসলমান , কারো সাতে পাঁচে নেই, চাকরি কিংবা ব্যাবসা করে, খায় দায়, গান গায়, জুম্মার দিনে জামাতে নামাজ পড়ে, সেজেগুজে বৈশাখী মেলায় যায়, রোজার মাসে রোজা রাখে, ঈদ চাঁদে নতুন জামাকাপড় কেনে , কেমন আছেন কেউ জানতে চাইলে আজকাল বলে আলহামদুলিল্লাহ। ঝামেলা নেই, চিন্তা নেই, ভালো আছে, বেশী কিছু জানার দরকারও নেই। ইসলামকে প্রশ্ন করা যায়না , ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তবে ঈমান, বিশ্বাস বা আল্লা রসূলকে সত্য মেনে প্রশ্ন করা যায়। সংশয় মনের ভেতরে রেখে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন? অসম্ভব। ঈমান যাবে, ঈমান নষ্ট হওয়া মানেই তো সব শেষ। তাই **বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে ধর্মচার জরুরী কিন্তু ধর্মজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতাই আদরণীয়।**
আর বেশী কিছু পড়বার আগে নীচে অল্প কিছু চাঁছাছেলা প্রাথমিক তথ্যঃ

(ক) হযরত মোহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ খ্রিঃ) এর প্রায় ১৯ বছর পর আজকের কোরান লেখা হয়েছিলো বলে ধরা হয়।
(খ) হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর ইমাম বুখারীর হাদিস বই লেখা হয়েছিলো বলে ধরা হয়।

(গ) প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর, দায়িত্বকাল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।

(ঘ) দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর, দায়িত্বকাল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

(ঙ) তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান, দায়িত্বকাল ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

(চ) চতুর্থ খলিফা হজরত আলী, দায়িত্বকাল ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ।
ধরা যাক তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সুবিধাজনক এই সময়ে বাংলাদেশের মুসলমান ধর্মাচারের ব্যাপার পেরিয়ে ধর্ম নিয়ে আরো একটু জানতে চাইলো। কিন্তু সমস্যা , তারা তো ঈমান, বিশ্বাস বা আল্লা রসূলকে ধ্রুব সত্য মেনে প্রশ্ন করবে, উত্তরও জানতে চাইবে সেভাবেই। জানাটা সব সময়ই ওই প্রভাবে প্রভাবিত থাকবে, ব্যাপারটা কেমন হবে? এখন আল্লা রসূলকে সত্য মেনে প্রশ্ন করা , উত্তর যা'ই হোক না কেন, তাতে ইসলাম, আল্লা এবং রসূল অবধারিত ভাবে জিতবেন। কারন সেটাই পূর্বশর্ত। অনেকটা 'বিচার আচার সবই মানি কিন্তু তালগাছটা আমার' এরকম ব্যাপার। এখন এই রকম পূর্বশর্ত মেনে কোন বিতর্ক কি সম্ভব ? গোঁড়ায় গলদ মার্কা শর্ত নিয়ে কারা মুখে ফেনা তুলবেন ? তারা কি স্বাভাবিক নাকি ঘোর লাগা দাঁড়িয়ে ঘুমানো অস্বাভাবিক মনের মানুষ ? এই সব জিজ্ঞাসায় মনেমনেও তাদের পূর্বশর্ত ঠিক থাকতে হবে। সবজান্তা আল্লা সবার মনের ভিতরের খবরও জানেন। বেঈমানি চলবে না। পূর্বশর্তে, মানে ইসলাম আল্লা রসূল অপরাজেয় এইটা মানার ব্যাপারে সাচ্চা পাক্কা থাকতে হবে, না হলে মানুষটা তো মুসলমানই না।

এত কিছুর পরও ধরে নেওয়া যাক কেউ সত্যি সত্যিই গণ্ডী পেরিয়ে একটু বেশী জানতে চাইল ইসলাম নিয়ে। জানতে তার দ্বিধা লাগলেও সে ভাবল, এতে হয়ত তেমন দোষের কিছু নেই। জন্মসূত্রে মুসলমান হওয়াতে তাদের বেশীরভাগই তা জানতে পেরেছে একটু বড় হয়ে যে তারা মুসলমান। এটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনজনেরা, যেমন মা বাবা, পরিবারের বড়রা তাদেরকে বলেছে যে তারা মুসলমান। তাই তারা তাই। তাকে তো জামা জুতোর পছন্দের মত কোনটা নেবে , হিন্দু, মুসলমান নাকি খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্ম কোনটা নেবে , সে সুযোগ দেয়া হয়নি। কাজেই হয়ত একটু সাহস করা যায়।

যাই হোক, একটা ব্যাপার বলা দরকার, এই ব্লগে বহুবার ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং হতেও থাকবে। তা'হলে আবার এই লেখাটি কেন? এই লেখাটা তাদের জন্য, যাদের মাথায় ওইসব কি, কে, কখন, কেন, কিভাবে ইত্যাদি কিছু প্রশ্ন মাঝে মাঝে খেলা করে মোটাদাগে উত্তর খুঁজবার জন্য। সঙ্গোপনে খুঁজে বেড়ায় যারা সহজ সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্যসূত্র, তাদের জন্য ওই ধরনের কিছু সূত্র দেবার চেষ্টা আছে এখানে।

কোরান লিখেছে বা সঙ্কলিত করেছে কিছু মানুষ। ফেরেস্তা টাইপের কেউ কোন পাথর টাথরে অগ্নিরশ্মি ধরনের কিছু দিয়ে এটা লেখেনি। আকাশ থেকেও পুরো বইটা হঠাৎ কোন ঠাশ্ শব্দ করে পড়েনি। অতি সাধারণ ভাবে বলা হয় যে এটা ২৩ বছর ধরে হজরত মোহাম্মদের উপর কখনো এক বা একাধিক আয়াতে, **মূলতঃ জিব্রাইল ফেরেস্তার মাধ্যমে, আল্লার বানী হিসেবে নাযিল হয়েছে। কি ভাবে? হজরত**

মোহাম্মদের স্বপ্নে, ঘোরের মধ্যে, তন্দ্রাপ্লুত অবস্থায়, জিব্রাইল ফেরেস্তার ফুঁয়ে, বন্ধুবেশী ফেরেস্তার মাধ্যমে, সরাসরি ফেরেস্তার মাধ্যমে ইত্যাদি।
নীচে দেখুন একটা মোখতাসার; কোরান নিয়ে একনজরে সংক্ষিপ্ত কিছু প্রাথমিক তথ্যঃ

১। কোরান কে লিখেছে?
মানুষ। হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তার কাছের সঙ্গী সাথীরা চামড়ায় , খেজুর পাতায়, পশুর হাড়ে ইত্যাদিতে আয়াত লিখে রাখতো। হজরত মোহাম্মদ কখনো এক আয়াত, কখনো একাধিক আয়াত বলতো আর মানুষ সাথী, মানে সাহাবায়েক্কেরামরা কেউ কেউ তা লিখে রাখতো নিজেদের কাছে। অনেকে মিলে তা মুখস্থও করত, কেউ কেউ শুধু মুখস্থই রাখতো। কয়েকটি আয়াতের যোগফল হল এক একটি সূরা, আর; এখনকার কোরান সেই রকম ১১৪টা সূরার যোগফলের গ্রন্থ।

২। কোরানের সঙ্কলন কখন শুরু হয়েছে?
হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর ঠিক পরপরই সঙ্কলন নিয়ে হৈ চৈ এর শুরু। হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশাতেও একটি কোরান সঙ্কলিত হয়েছিল যা মুখ দেখিয়েছে খুব কম সময়ই। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর নব্য ইসলামী শক্তির নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর। খলিফা আবু বকরের (দায়িত্বকাল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ, বলা হয় বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়) নির্দেশে, সাহাবায়েক্কেরাম যায়েদ বিন সাবেতকে নেতা করে দায়িত্ব দেওয়া হয় কোরান সঙ্কলিত করার। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে একটি সঙ্কলন তৈরী করে এবং তা খলিফা আবু বকরকে দেয়। অন্যান্য কিছু সাহাবা, যেমন ইবনে মাসউদ, আলী বিন আবী তালেব, মুআবিয়া বিন আবী সুফিয়ান ও উবাই বিন কা'ব প্রমুখ রাও নিজ দায়িত্বে কিছু সঙ্কলন করে।

৩। কোরানের এই সঙ্কলনটিই কি আজকের কোরান শরীফ?
না, এটি সেটি নয়। নীচে দেখুন।

৪। কোরানের সঙ্কলন কেন শুরু হয়েছিলো?
কিছু হাফেজ ক্বারী সাহাবা যারা কোরানের অনেকখানি মুখস্থ রেখেছিলো , তাদের অনেকেই ইয়ামামা নামের একটি যুদ্ধে নিহত হয়। মুখস্থকারীদের সাথে সাথে কোরানও যাতে হারিয়ে না যায় সেই প্রচেষ্টার অংশই ছিলো এই প্রাথমিক সঙ্কলনের মূল কারন।

৫। যায়েদ সঙ্কলিত কোরানই কি আজকের কোরান? এরপর কি হোল?
না, এটিও নয়। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের মৃত্যুর পর আরব বিশ্বে ইসলামী শক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (দায়িত্বকাল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ, আততায়ীর হাতে নিহত হয় বলে বলা হয়)। যায়েদের করা সঙ্কলনটি এবার হজরত ওমর নিজের হেফাযতে রেখে দেয়। খলিফা ওমরের মৃত্যুর পর ওই সঙ্কলনটি অল্প কিছুদিনের জন্য তার মেয়ে হাফজা 'র হেফাজতে থাকে।

৬। কোরান তা'হলে আজকের মত হল কি করে?

এইবার এলো তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (দায়িত্বকাল ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ, দলীয় কোন্দলে নিহত বলে কথিত)। তৃতীয় এই খলিফা ক্ষমতায় বসেই কোরানের একাধিক সঙ্কলনের দ্বন্দ্বের ঝামেলার মুখোমুখি হয়ে যায়। তখন দেখা যায় যায়েদের কোরান সঙ্কলন , অন্যান্য সাহাবাদের কোরানের সঙ্কলন এবং অন্যান্য নানান সাহাবাদের দাবীকৃত মুখস্থ কোরানের আয়াত একে অন্যের সাথে মিলছে না। তিনি এসময় যায়েদের প্রথম সঙ্কলনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নতুন একটা সঙ্কলন করিয়ে নেন। কথিত আছে লোক দেখানো ভাবে তিনি কিছু কিছু নামকরা সাহাবাক্কেরাম ও ইসলামী পণ্ডিতদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করে নতুন কোরানের কপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। অন্যসব সঙ্কলন পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন এই খলিফা। তৈরী হল আজকের কোরানের কথিত মূল সঙ্কলন, আনুমানিক ৬৫১ খৃষ্টাব্দে। মতভেদে অবশ্য বলা হয় আজকের কোরান আরো পূর্নাঙ্গ হয় প্রায় ৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে। আরো কজন মুসলিম শাসকের হাত ঘুরে , শত শত বছর ধরে আরো পরিবর্তিত হয়ে, হাতকপি, কাঠের ব্লককপি, ছাপাখানা প্রযুক্তি কপি এবং তারপর অনুবাদকবৃন্দের অনুবাদ কপিতে রূপান্তরিত হয়ে হল আজকের এই কোরান।

৭। হজরত আলীর কোরান তা'হলে কোনটা?

ইসলামী সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (দায়িত্বকাল ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ, চরমপন্থীদের দ্বারা নিহত বলে কথিত)। হজরত আলীর আমলেও হজরত ওসমানের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক কোরান সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। আজকের ইরাক অঞ্চলের ওই সব মুসলমানেরা ওসমানের এই সঙ্কলনটি প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। বলতে থাকে যে সেটির সাথে উব্বে ইবন মাসুদের মত সম্মানিত সাহাবাক্কেরামও একমত নন। খলিফা হয়ে হজরত আলীও ওসমানের সঙ্কলিত কোরানে অসংগতি ও ক্রমবিপত্তির কথা দৃঢ় ভাবে বলেন। এটি বদলে নতুন একটি সঙ্কলনের চেষ্টাও করেন , কিন্তু সেটি সর্বজন স্বীকৃত হয় না। মোটামুটি ভাবে ওসমান সঙ্কলনটিই তখন থেকে টিকে যায়।

যেঁচে পড়ে এসব তথ্য এমনি এমনি দেওয়া হয়নি। একটু ভাবনার জন্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের দ্বারা কোরানে আয়াত ইচ্ছামত বাদ দিয়ে দেওয়া, ইচ্ছামত সঙ্কলন করা, স্ববিরোধী বা পরস্পর বিরোধী আয়াত, আয়াত রহিত করা, আগের মক্কি সূরা কোরানে রেখেও ওই সব এক একটি সূরার বদলে নতুন বিদ্বেষপূর্ণ হিংস্র অন্য সূরা প্রতিস্থাপন , নির্ভুল কোরানে একের পর এক ভুল, একই ব্যাপারের বিবরণ এক এক যায়গায় এক এক রকম, মেয়েদেরকে ছোট করা, পুরুষদের বড় করা এবং বেহেশতে চির কুমারী হুর উপহার দেওয়া, অথচ মেয়েদের জন্য এই পৃথিবীতে কড়া নিষেধের বেড়াজাল আর বেহেশতে গেলে আলতু ফালতু আঙ্গুর বেদানা পুরষ্কার , ছেলেদের জন্য মদ ও যৌনতৃপ্তির জন্য চির যৌবনা মেয়ে আর সমকামী পুরুষের জন্য কিশোরবালক , কিন্তু সম্পদে সাক্ষীতে তুচ্ছ মেয়েরা, ছেলেরা শক্তিমান মহান, ইত্যাদি আরো অনেক অনেক বৈষম্য। মানুষ মানে হজরত মোহাম্মদের বয়ানে আর খলিফার তাড়াহুড়ায় তৈরী কোরানের এতসব; যদি বাঙ্গালি কোন মোল্লা ছাড়াই; বাংলায় পড়ে বুঝে ফেলে, তা'হলে যে গুমোর ফাঁস হয়ে যাবে। কোরান নিজেই ইসলামের জন্য হূমকি হয়ে যাবে।

ইসলাম নিয়ে নিজ ভাষায় কিছুটা বেশী জানলে বাংলাদেশের মুসলমান ভালো রকমের সংশয়ের গ্যাঞ্জামে পড়ে যাবে, হয়ত ভাববে তাদের ঈমান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেলো। ভাববে **জানার কি-ই-ই দরকার খামোখা, তার চেয়ে অজ্ঞ থাকাই ভালো, আচার অনুষ্ঠান করে করেই পুল সিরাত পার হয়ে**

যাওয়া যাক। নাকি কেউ কেউ আবার অতি গোঁড়ামি ছেড়ে, আরো কিছু পড়ে জেনে কিছুটা বাঙালী হয়ে যাবে? নাকি হয়ে যাবে মুক্তমনের মানুষ? ব্যাপারটা কি অত সহজ হবে? কে জানে, হয়তো বা, কোন এক দিন।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

আরো লেখা লিঙ্কঃ সূরা মোখতাসার ১, সূরা মোখতাসার ৩, সূরা মোখতাসার ৪, সূরা আল মৃত্যাজিয়া, হিজাবী মেয়ে বেহেস্তি সুখ

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

রেফারেন্সের পেতে আর মুক্তমনে আরো বেশী বেশী জানতে চাইলে , মুক্তমনাদের লেখা পড়ুন, বিশেষ করে এদেরঃ

আবুল কাশেম, ভবঘুরে, সৈকত চৌধুরী, আকাশ মালিক, সাইফুল ইসলাম, নাস্তিকের ধর্মকথা, কৌস্তভ, আল্লাচালাইনা, সংশপ্তক,সাদাচোখ, টেকি সাফি, রূপম(ধ্রুব), অভীক, গীতা দাস, রাজেশ তালুকদার, তামান্না ঝুমু, বিপ্লব পাল, শিক্ষানবিস, ফরিদ আহমেদ,অভিজিৎ, বন্যা আহমেদ, কাজী রহমান এবং বাকিদের

মন্তব্যসমূহ

1. ফরিদ আহমেদ

জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ১১:৩৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

> তিনি কিছু কিছু নামকরা সাহাবাক্বেরাম ও ইসলামী পণ্ডিতদের নিয়ে , হাতের কাছে পাওয়া সবগুলো সঙ্কলন ও মুখস্থকারীদের নিয়ে নতুন একটি কোরান সঙ্কলন লিখিয়ে নিলেন। বাকি সব পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন এই খলিফা। তৈরী হল আজকের কোরানের কথিত মূল সঙ্কলন , আনুমানিক ৬৫১ খৃষ্টাব্দে।

তথ্যটা মনে হয় ঠিক না। যায়েদ কোরান লিখেছে (সংকলন) করেছে দুইবার। একবার আবুবকরের সময়ে। আরেকবার ওসমানের সময়ে। যায়েদ ছাড়া আর কাউকে দিয়ে ওসমান কোরান লিখিয়েছে বলে আমার জানা নেই। বাকি সংকলনগুলো অন্য খলিফাদের সময় তৈরি হয়েছে। (নিশ্চিত নই আমি। তথ্যটা ভুলও হতে পারে)। যায়েদকে দিয়ে নতুনভাবে কোরান লেখানোর পরেই আগের সব সংকলনগুলো (যায়েদের পুরোনোটা সহ) ধ্বংস করে দেওয়া হয়। যদিও ওর অনেকগু লোই লোকমুখে প্রচলিত থেকে যায়। ইবনে মাসুদ নামের এক লোকও কোরানের সংকলন করেছিলেন। তাঁর সংকলনে সুরাগুলোর ক্রম ভিন্ন ছিল। শুধু তাই নয় , বর্তমান কোরানের গোটা তিনেক সুরা সেখানে ছিলই না। অন্যদিকে ইবনে কাব এর সংকলনে সুরা ফাতিহার মত আরো দুটো অতিরিক্ত সুরা ছিল। যায়ে দের কোরান সংকলন গ্রহণ করায় অন্য কোরান সংকলনকারীরা তেমন কোনো আপত্তি না করলেও, ইবনে মাসুদ এটাকে মেনে নিতে পারেন নি কিছুতেই। তাঁর যুক্তি ছিল যে তিনি মুহাম্মদের সাথে যায়েদের

তুলনায় অনেক বেশি সময় কাটিয়েছেন এবং কোরান সম্পর্কে তাঁর ধারণা যায়েদের চেয়ে অনেক বেশি।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ at ১২:১৮ অপরাহ্ণ
@ফরিদ আহমেদ,

যায়েদ আবু বকরের সময় প্রথমটাতে যে ছিল সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বার ওসমানের সময় যায়েদের কপিটাই স্ট্যান্ডার্ড বলে ধরা হয়। লাইনটা ঠিক করে দিচ্ছি এখন। নতুন একটা তথ্য এসেছে ; হাফসার কাছে গচ্ছিত কপিটিও নাকি আনা হয়েছিলো এবং ওসমানের কাজ শেষ হবার পর ওটা নাকি ফিরিয়ে দেয়া হয়নি আর।

যায়েদের কোরান সংকলন গ্রহণ করায় অন্য কোরান সংকলনকারীরা তেমন কোনো আপত্তি না করলেও, ইবনে মাসুদ এটাকে মেনে নিতে পারেন নি কিছুতেই। তাঁর যুক্তি ছিল যে তিনি মুহাম্মদের সাথে যায়েদের তুলনায় অনেক বেশি সময় কাটিয়েছেন এবং কোরান সম্পর্কে তাঁর ধারণা যায়েদের চেয়ে অনেক বেশি।

ইবনে মাসুদ আর আলীই সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ করেছিলো আর ঘোঁ ট পাকিয়েছিল বলে জানা যায়। ইবনে মাসুদ বিদ্যান আর মোহাম্মদের খুব কাছের ছিলো বলে আর আবু বকর ইবনে মাসুদকে পাত্তা না দেয়াতে প্রবল অসন্তোষ ছিল তার। ওদিকে খলিফাগিরিতে আলী প্রথম না হওয়াতে গ্যাঞ্জাম তো আগে থেকেই বেধে ছিলো।

2. 2

স্বপন মাঝি

জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ১২:১৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে আপনার এ লেখাটা, আমাদের সামনে যে প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসে, তাতে একটুখানি হলেও বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরে। অন্যের কথা জানিনা , সদরুদ্দীন চিশতির ‘ইসলামে বিভ্রান্তির ইতিহাস’ পড়ে আমার চোখ অনেক খুলে গিয়েছিল। যদিও বইটা তিনি লিখেছিলেন , ইসলামকে বাঁচাতে। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল কোরান যদি আল্লাই রক্ষা করবে তো ওসমানি ‘কোরান; সংকলন করে বাকি কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বললেন ক্েন ?

ব্যস। মাদ্রাসার ছাত্ররা অবশ্য পিটাতে চেয়েছিল, পারেনি। পায়ের তলায় মাটি ছিল। গন-সেবা করে, গণ আস্থা অর্জন করেছিল আমাদের ছোট্ট সংগঠন। তাই গলায় ফাটিয়ে মুক্তকণ্ঠে নিজের মতটুকু প্রকাশ করতে পারতাম।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু সামাজিক সেবা দিয়ে যেভাবে শেকড় গেড়ে বসে তার বিপরীতে শেকড়বিহীন এই আমাদের কথা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখবে , জানি না। তবুও কেউ কেউ ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামার ঘরে’ মন্দ কী?

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ at ১২:৩৩ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল কোরান যদি আল্লাই রক্ষা করবে তো ওসমানি ‘কোরান; সংকলন করে বাকি কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলতে বললেন কে্ন?

সেটাই তো কথা, এসবেই তো সন্দেহের বীজ লুকানো। খুব সাধরন মানুষ যদি খুব সাধরন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে প্রশ্ন করে তাহলেই তো চলে। কিন্তু ওই যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে ধর্মচার জরুরী কিন্তু ধর্মজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতাই আদরণীয়।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ at ৯:১৩ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

ইবনে ওয়ারাক সম্পাদিত অরিজিনস অফ কোরান বইটাও দেখতে পারেন।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

ধন্যবাদ, লিঙ্কটা এক্কেবারে বুলস্ আই।

শামীম মিঠু এর জবাব:
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ at ৬:৩৮ অপরাহ্ন
@স্বপন মাঝি, আপনি কি সদর উদ্দিন চিশতির 'মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের' কারন বইটির কথা বলছেন? উনার রচিত 'কোরান দর্শন' পড়েছেন কি? কোরান নিজেই কোরানের ব্যাখ্যা এবং কোরান নিয়ে যে মতভেদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সববিরোধীতা তার উত্তর কিছুটা তার বইতেই খুজে পাওয়া যায়। আশা করি আপনি এ বিষয়ে কিছু অবহিত করলে খুশি হবো । আমি মুক্তমনার সম্মানিত পাঠক বৃন্দদের কে আন্তিক শুভেচ্ছা এবং সত্য অনুসন্ধানের জন্য সাধুবাদ জানাই। উনার মতবাদ ও চিন্তা-চেতনার কতটুকু গ্রহনযোগ্যতা আছে সে বিষয়ে জানালে উপকৃত হবো। এ বিষয়ে সম্মানিত মুক্তমনার লেখকদের কে কিছু বিশ্লেষণ মূলক লেখার অনুরোধ রহিল।

স্বপন মাঝি এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ১২:৩৩ অপরাহ্ন
@শামীম মিঠু,

> 'মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের'

ঠিক তাই, ধন্যবাদ । আমার স্তৃতি শক্তি খুব নিম্নমানের। তাই বইটির নাম বলে দে 'য়ার জন্য আবারো ধন্যবাদ। না, আমি 'কোরান দর্শন' পড়িনি। তবে উনার ব্যাখ্যা ভাবধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে। যেমন কোরান বুঝতে হলে রবীন্দ্র সাহিত্য পড়তে হবে। শ্রী কৃষ্ণও একজন নবী। পথ ভিন্ন ভিন্ন , গন্তব্য অভিন্ন।
সবচেয়ে ভাল লাগতো,ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক এবং আচার নির্ভর প্রয়োগের বিরোধীতা। এখনো কারো বিশ্বাস নিয়ে খুব একটা কিছু বলতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু বিশ্বাস য খন দানা বেঁধে, সংগঠিত হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে সমাজের ঘাড়ে চেপে বসে, তখন তার শেকড় ধরে টান দিতে হয়।
আর এ টান দিতে গিয়েও, আমি অবাক হয়ে শুনলাম, সদরুদ্দীন চিশতি তার ভক্তকে বলছে, 'ও নাস্তিক তো, তাকে তার মতই থাকতে দিন'
আর হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠান বিরোধী ধার্মিক ছিলেন বলে, প্রাতিষ্ঠানিক ধার্মিকরা তার বাড়ি-ঘরে হামলা চালায়, তাকে না পেয়ে বাড়িতে আগুন দে'য়া হয়। উনি পালিয়ে বেঁচে গেলেন।
এবার বুঝুন, ধর্মে বিশ্বাস করেও রক্ষা নেই, যদি না মতে মিলে। বিশ্বাসের ধরণটাই এরকম।
আপনিও এ বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন বা মতামত জানাতে পারেন।
ভাল থাকবেন।

শামীম মিঠু এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৩৭ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,
আমি অবাক হয়ে শুনলাম, সদরুদ্দীন চিশতি তার ভক্তকে বলছে, 'ও নাস্তিক তো, তাকে তার মতই থাকতে দিন'
আপনাকে অনেক সাধুবাদ, ধন্য হওয়া বা পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমার নাই। আমি অধম কেবল মুক্তমনার অতি ক্ষুদ্র সাধারন, অজ্ঞ ও নবীন পাঠক মাত্র। গ্রন্থকার জনাব 'সদর উদ্দীন আহমেদ চিশতি' কর্তৃক লিখিত গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত এবং নিষিদ্ধ এমন কি তার জন্য তাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। সে যাই হোক, "আপনার অবাক হওয়ার মতন কি এমন মনে হলো" সেটা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।
নাস্তিকতা কি সরল-সাধারন-সস্তা বিষয়?
'না' বা 'নাই' এর প্রতি আস্থাবান, যা কিছু মিথ-মিথ্যা-ভুল, কল্প-কাহিনী-কিচ্ছা, অ-বৈজ্ঞানিক-ভ্রান্ত মতাদর্শন, যা অন্যায়-অ-বিচার-পুরাতন-বার্ধক্য, পরাধীন-আবদ্ধ-মোহঘেরা-জরাজীর্ণ, মনগড়া-ধ্যান-ধারনা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
ধার্মিক মাত্রই ধর্ম বিশ্বাসী। আর ধর্ম মানে 'ধারণকৃত স্বভাব-প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য' যা সৃষ্টিতে ধরিয়া রাখে বা থাকে এবং যা প্রকাশিত হয় তার মাঝে। কাজেই ধর্মহীন বলে কোন কিছু নাই। মানুষ মাত্রে ই ধার্মিক, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং নির্বাচনী ক্ষমতা প্রয়োগের ধর্ম আছে। সেই ধর্মের ব্যবহারিক স্থান-কাল-পাত্রভেদ ও বিধি-বিধানও ধর্ম। কাজেই ধর্ম নিরেপেক্ষ, ধর্মশূন্য ও অ-ধার্মিক নাস্তিক হওয়াও কঠিন অনুশীলন সার্বক্ষণিক ধারাবাহিক ধ্যান সাধনার বিষয়।
মুক্তমনার উত্তোর-উত্তোর প্রচার-প্রসার-বৃদ্ধিন্নোয়ন, মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করি এজন্যই যে, মানুষ সত্য জানুক, সত্য উপলব্ধি করার মানসিকতা ও চেতনা জেগে উঠুক প্রাণে। মানুষ সত্য খুজেনা , সত্য বুঝেনা, মিথ্যা নিয়ে জন্ম নেয়, মিথ্যার মাঝে বড় হয়, মিথ্যায় মৃত্যুতে পতিত হয়। এটা জীব শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে আমাদের জন্য কলঙ্কময় অধ্যায়।

স্বপন মাঝি এর জবাব:
জানুয়ারি ২১, ২০১২ at ১১:১৭ পূর্বাহ্ণ
@শামীম মিঠু,
এমন এক বাস্তবতায় আমাদের বেড়ে ওঠা, অবাক না হয়ে উপায় ছিল কি? আমি প্রায়ই বন্ধুদের বলতাম, আমরাই আস্তিক আর বিশ্বাসীরা নাস্তিক।
আমি যদিও মুক্তমনার কেউ নই, তবুও এখানে নিয়মিত আসি, ভাল লাগে। আপনিও আপনার ভাবনা নিয়ে লেখা দিতে পারেন।

একটা ব্যাপার, কে কি বিশ্বাস করলো, এ নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই, কিন্তু বিশ্বাসটা যখন সংগঠিত হয়ে, একটা সংবিধান হাতে ধরিয়ে দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে , তখন শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, সংবিধানের মূল ধরে টান দিতে হয়। এ কাজটা মুক্তমনার অনেক লেখক নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন।
আপনার ভাবনাগুলো জানতে ইচ্ছে করছে।

3. 3

সৈকত চৌধুরী
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ৬:১১ অপরাহ্ণলিঙ্ক

আবুল কাশেম এর এই ই-বইটি দেখা যেতে পারে
Who Authored the Qur'an?–an Enquiry
Part – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
ধন্যবাদ।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ at ৯:৫৪ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

আবুল কাশেম এর এই ই-বইটি দেখা যেতে পারে
Who Authored the Qur'an?–an Enquiry

আপনার দেওয়া লিংটা পড়লাম। আবুল কাশেম ভাইয়ের অত্যন্ত মূলবান রচনা। মুক্তমনায় তাঁর প্রোফাইলে কিন্তু এই প্রবন্ধটি নাই। এটা ইংলিসে লেখা।
যদি এটা কেহ বাংলায় অনুবাদ করে মুক্তমনায় রেখে দিত ,তাহলে আরো বেশী পাঠক আরো বেশী স্বচ্ছন্দ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। ওটা ভাল ভাবে বুঝতে গেলে বেশ কিছু শব্দের অর্থ বুঝতে ইংলিশ ডিকশনারী ও দেখার দরকার হয়।
লিংকটা আমি SAVE করিয়া রাখিলাম।
ধন্যবাদ,লিংকটা দেওয়ার জন্য।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৩৮ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

হ্যাঁ, দারুণ। ওটা বাংলা করবার বেশ জোর দাবী দেখতে পাচ্ছি। হয়ে যাবে আশা করি। লিঙ্কটার জন্য ধন্যবাদ।

4. 4

অভিজিৎ
জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ৮:০২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কৌতুহলোদ্দীপক একটি বিষয় নিয়ে লেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আবুল কাশেমের যে লেখাটার লিঙ্ক সৈকত দিয়েছেন সেটা ভাল একটা রেফারেন্স।

এটা কি এই পর্বেই শেষ, নাকি আরো বিস্তৃত হবে সামনে?

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৪২ পূর্বাহ্ণ
@অভিজিৎ,

এই রকম খুব প্রাথমিক প্রশ্ন আর তথ্যসূত্র নিয়ে কৌতূহলে উদ্দীপনা জাগাবার একটা পরিকল্পনা কিন্তু সত্যিই আছে। 😁

5. 5

রাজেশ তালুকদার

জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ৮:৪১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনি স্বল্প বর্ণনায় অনেক গভীর কিছু কানা ঘুষা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন। বলা যায় অনুসন্ধিৎসু মনের উৎসাহীদের ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে মূল সত্যটাকে আরো একবার ভালো করে জানার বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র।

কাজী রহমান এর জবাব:

জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৪৭ পূর্বাহ্ণ

@রাজেশ তালুকদার,

আমন্ত্রণ পত্র দারুণ বলেছেন তো, আসলে তো সেটাই ছিলো মূল ভাবনা।

6. 6

তামান্না ঝুমু

জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ৮:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

নবীজি আপনি কুরান নিয়ে এসব কী বলছেন। আপনার উপরও ত ওহী নাজিল হয়। সেসব ওহী অবশ্য মুক্তমনায় সংকলিত আছে। তাই সংকলন নিয়ে চিন্তা নেই।

কাজী রহমান এর জবাব:

জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৫২ পূর্বাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু,

অনেকদিন দ্বীপবাসীনির খোঁজে কবি মোডে ছিলাম তো, তাই একটু আউলা, ঠিক হয়া যাবে, চিন্তা করবেন না। ☕

7. 7

আন্ধার

জানুয়ারি ১৯, ২০১২ সময়: ৯:৩২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে বলি। লেখকের এই লেখার উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হল না। কোথা থেকে এল আজকের কোরান? আমি ভেবেছিলাম এই শিরোনামে আমরা পাব আসলে কিভাবে কোরান বেপারটা আসে। এটা কি আসলেই অলৌকিক কিছু না মানুষে রচিত গ্রন্থ সে বেপারটা একটু থাকলে ভালো হতো। কারণ কোরানে সম্ভবত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। যে গুলো সত্য না মিথ্যে সে দিকে আমি যেতে পারব না। কারণ আমি অতো ভালো জানি না। তবে বৈজ্ঞানিক কিছু বেপার যে ভুল সেটা আমি জানি যেমন বিবর্তনবাদ এবং সৌর জগত সম্পর্কিত বিষয় গুলো। লেখক হয়তো যথেষ্ট জানেন এই বিষয় গুলো নিয়ে। তাই আমাকে একটু জানালে উপকৃত হব। যেমন কোরানে বিদ্যমান ঐতিহাসিক কিছু বেপার এগুলো সত্য কি মিথ্যা ? সত্য হলে মুহাম্মদ যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বলে জানি তার তথ্য ব্যবহারের উৎস কি ছিল? এইসব আর কি।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@আন্ধার,

লেখার উদ্দেশ্য, কৌতূহলে উদ্দীপনা সৃষ্টি। সেটি হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত আপনার কাছে প্রশ্ন তো পেলাম। ধন্যবাদ সেজন্য।

কোথা থেকে এল আজকের কোরান? আমি ভেবেছিলাম এই শিরোনামে আমরা পাব আসলে কিভাবে কোরান বেপারটা আসে। এটা কি আসলেই অলৌকিক কিছু না মানুষে রচিত গ্রন্থ সে বেপারটা একটু থাকলে ভালো হতো।

এই লেখাটাতেই কিন্তু বলা হয়েছে কোথা থেকে এলো। বিস্তারিত পড়ার জন্য আরো অনেক মুক্তমনা লেখকদের নাম লেখাটার নীচে আছে। ওখানে গিয়ে নামের ওপর ক্লিক করলে ওদের সব লেখা দেখতে পাবেন। আপনার পছন্দেরটা ক্লিক করে পড়ে নিন প্লিজ।

অলৌকিক কিছুর প্রমান কোথাও তো দেখিনি ভাই , আর তাই আহ্বান করছি সৈকত চৌধুরীর কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ? লেখাটা পড়ে নিতে। অন্যদের গুলোও পড়ে নিতে পারেন সময় পেলে। ওসবে বাংলায় লেখা গুপ্তধন রয়েছে।

তবে বৈজ্ঞানিক কিছু বেপার যে ভুল সেটা আমি জানি যেমন বিবর্তনবাদ এবং সৌর জগত সম্পর্কিত বিষয় গুলো। লেখক হয়তো যথেষ্ট জানেন এই বিষয় গুলো নিয়ে। তাই আমাকে একটু জানালে উপকৃত হব। যেমন কোরানে বিদ্যমান ঐতিহাসিক কিছু বেপার এগুলো সত্য কি মিথ্যা ? সত্য হলে মুহাম্মদ যার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না বলে জানি তার তথ্য ব্যবহারের উৎস কি ছিল ? এইসব আর কি।

বিবর্তন নিয়ে বন্যা আহমেদের লেখাগুলো খুব নাম করেছে। বিজ্ঞান নিয়ে অভিজিৎ সহ কারটা ছেড়ে কারটা বলি। ডানদিকে বিষয় ভিত্তিক লেখায়, বিজ্ঞান টেনে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন সব। ধর্ম টেনেও একই ব্যাপার ঘটাতে পারেন। কষ্ট করে নামগুলোর ওপর ক্লিক করে দেখে নিন। ইসলামের ইতিহাস, মোহাম্মদ, কোরান হাদিস, ইত্যাদির আসল রূপগুলো জানতে ভবঘুরে , আকাশ মালিক, আবুল কাশেম, সৈকত চৌধুরী প্রমুখের নাম তো তারা হয়ে জ্বলে।

কিছু নামের লিঙ্ক আবার দিয়ে দিলামঃ

আবুল কাশেম, ভবঘুরে, সৈকত চৌধুরী, আকাশ মালিক, সাইফুল ইসলাম, নাস্তিকের ধর্মকথা, কৌস্তভ, আল্লাচালাইনা, সাদাচোখ, টেকি সাফি,রূপম(ধ্রুব), অভীক, রাজেশ তালুকদার, তামান্না ঝুমু, বিপ্লব পাল, ফরিদ আহমেদ, অভিজিৎ, বন্যা আহমেদ, কাজী রহমান এবং বাকিদের

8. 8

আবুল কাশেম

জানুয়ারি ২০, ২০১২ সময়: ২:১৫ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

আপনার এই সংক্ষিপ্ত লেখাটি অতিশয় মূল্যবান। প্রত্যেক মুসলমানের পড়া উচিৎ।

হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তার কাছের সঙ্গী সাথীরা চামড়ায়, খেজুর পাতায়, পশুর হাড়ে ইত্যাদিতে আয়াত লিখে রাখতো।

কী আশ্চর্য্যের ব্যাপার! আজ পর্য্যন্ত তার একটি প্রমাণও কেউ দেখাতে পারল না! আজ পর্য্যন্ত একটা পাথরের টুকরো, উটের পাঁজরের হাড্ডি, একখণ্ড চর্ম অথবা একটা পার্চমেন্টে লেখা কোরানের একটি আয়াত কেউ দেখল না। অথচ সহস্র বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক ছবি, নকসা ইত্যাদি আজও দেখা যাচ্ছে-বিভিন্ন প্রস্তর খণ্ডে, বিভিন্ন গুহায়। অথচ মাত্র ১৫০০ বছরের আগের লেখা মাত্র একটি প্রমাণও আমরা দেখছি না।

এর চাইতে মিথ্যা, ধাপ্পাবাজি আর কী হতে পারে?

সময়ের অভাবে বেশি কিছু মন্তব্য করা যাচ্ছে না। তবুও দুই এক টি তথ্য জানা দরকার-

খলীফা আবু বকরের সময় যে কোরান সঙ্কলন করা হয় তা হয় শুধুমাত্র জায়েদ ইবনে সাবিত দ্বারা। এর জন্য কোন পরিষদ গঠন করা হয় নি। যায়েদ একাই এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেন। মনে রাখা দরকার-জায়েদ ছিলেন একজন আনসারি-বা মনীনার আদিম বাসিন্দা। আর সব খলীফারাই ছিলেন কোরায়েশ বা মক্কা থেকে আগত মোহাজের।

খলীফা ওসমানের সময় যে কোরান সঙ্কলন হয় তা করা হয় এক পরিষদ দ্বারা। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন-জায়েদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, সায়ীদ বিন আল আ'স, এবং আবদুর রহমান বিন সাবিত বিন হাশিম। জায়েদ ব্যতিত এই পরিষদের সবাই ছিলেন কোরায়েশ। যেহেতু কোরানের পাঠ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছিল, তাই ওসমান নির্দেশ দিলেন যে একমাত্র কোরাশদের ভাষাতেই কোরান লেখা হবে।

অথচ মনে রাখতে হবে-নবীজি নিজেই বলে গেছিলেন, কোরান সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাজেল হয়েছে এবং সবই জায়েজ। তাই এটা পরিস্কার যে খলীফা ওসমান-নবীর আদর্শ হতে বিচ্যুত হলেন।

নবীজির আমলেই যে সম্পূর্ণ কোরান সঙ্কলিত হয়েছিল তা আমরা হাদিস থেকে পরিস্কার জানতে পারি। নবীর জীবদ্দশায় যাঁরা কোরান সঙ্কলন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন-উবাই বিন কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল, আবু জায়েদ, এবং জায়েদ বিব সাবিত। এঁরা সকলেই ছিলেন আনসার বা মদীনার আদিম অধিবাসী।

স্বাভাবিক প্রশ্ন-নবীজি কেন একজন কোরায়েশকে কোরান সঙ্কলন কাজে নিয়োজিত করেন নি? তবে কি আমরা ধরে নিতে পারি যে কোরানের ব্যাপারে নবী কোন কোরায়েশকে বিশ্বাস করতেন না?

নবী তাঁর জীবন কালে বলে গেছিলেন যে মাত্র চারজনের কাছে কোরান শিখা যাবে-এঁরা হলেন- আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, সালিম (আবু হুজায়ফার মুক্ত করা দাস), উবাই বিন কা'ব, এবং মুয়াজ বিন জাবাল।

নবীর প্রিয়তম কোরান পাঠক ছিলেন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে , খলীফা ওসমান সমস্ত কোরান পুড়িয়ে দিলেও আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ তাঁ কোরান কোন দিনই খলীফা ওসমানের হাতে সমর্পণ করেয়ান নাই। তাই ইবনে মাসুদের হাতেই ছিল নবীজির আসল কোরান। সেই কোরানের কী হল কে জানে। খুব সম্ভতঃ সেটা বোধ করি বিবি আয়েশার হাতে আসে -কারণ হাদিস বলে বিবি আয়েশার কাছেও একটা কোরান ছিল-এবং কোরানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে আয়েশা উনার নিজস্ব কোরান দেখতেন-খলীফা ওসমানের দ্বারা লিখিত কোরানের তোড়ায় পাত্তা দিতেন।

জানা যায় যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ দেখতে , শুনতে, উঠাবসায় এবং চিন্তাধারায় একেবারে নবীজির মত ছিলেন-সেই জন্যই কী নবী ইবনে মাসুদকে এত ভালবাসতেন ?

এই রকম অনেক প্রশ্ন রয়েছে কোরানের ব্যাপারে।

দুঃখিত–সময় নাই-এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। হাতের কাছে বই পত্র নাই-সূত্র চাইলে পরে দেওয়া যাবে।

*কাজী রহমান*এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৮:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

বেশ কদিন পর আপনাকে দেখে ভালো লাগছে।

কষ্ট করে দীর্ঘ মন্তব্য করেছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। ☕

*ডেথনাইট*এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৭:৪২ অপরাহ্ণ

@আবুল কাশেম,

হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তার কাছের সঙ্গী সাথীরা চামড়ায়, খেজুর পাতায়, পশুর হাড়ে ইত্যাদিতে আয়াত লিখে রাখতো।

কী আশ্চর্য্যের ব্যাপার! আজ পর্য্যন্ত তার একটি প্রমাণও কেউ দেখাতে পারল না! আজ পর্য্যন্ত একটা পাথরের টুকরো, উটের পাঁজরের হাড্ডি, একখণ্ড চর্ম অথবা একটা পার্চমেন্টে লেখা কোরানের একটি আয়াত কেউ দেখল না। অথচ সহস্র বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক ছবি , নকসা ইত্যাদি আজও দেখা যাচ্ছে-বিভিন্ন প্রস্তর খণ্ডে, বিভিন্ন গুহায়। অথচ মাত্র ১৫০০ বছরের আগের লেখা মাত্র একটি প্রমাণও আমরা দেখছি না।

এর চাইতে মিথ্যা, ধাপ্পাবাজি আর কী হতে পারে?

এটাই আসল কথা।মুহাম্মদের সময় আরবী ছিল কথ্য ভাষা যার নাম Sabaean।অন্যদিকে জিব্রাইল উনাকে তা বয়ান করেছেন যদিও কি ভাষায় কে জানে আরবী ভাষার টাইমলাইন অনুযায়ী কুরআনই আরবীতে লেখা প্রথম বই বা সাহিত্য।কুরআন মানুষই লিখেছে কোন ঐশীবানী নয় তা বুঝতে রকেটসাইন্সটিস্ট হতে হয় না।এটি কুরাইশ আরবীতেই লিখিত তার কোন প্রমান নেই।এর উচ্চারণ ঠিক রাখার জন্য পরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এতে মাখরাজ তাজ্বিদ এসব যোগ করতে হয়েছিল।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জানুয়ারি ২১, ২০১২ at ৯:০৫ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

আমি আপনার প্রবন্ধ “Who Authored the Qur’an?—an Enquiry” টা পড়তেছি।
PART 2 হতে নীচে একটি অংশ তুলে দিলাম। ঐ অংশে হাদিছ “বোখারী”এর কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি সরাসরি হাদিছের ঐ লিংকটা পেতে চাই এবং তার থেকে ঐ হাদিছ গুলি (অনুবাদ)দেখতে ইচ্ছা করছি। লিংক গুলী পাওয়া কি সম্ভব? সম্ভব হলে এবং আমাকে দিতে পারলে বাধিত হইব।
অংশটিঃ

1

.
Volume 7, Book 67, Number 407:
Narrated 'Abdullah:
Allah's Apostle said that he met Zaid bin 'Amr b. Nufail at a place near Baldah and this had happened before Allah's Apostle received the Divine Inspiration. Allah's Apostle presented a dish of meat (that had been offered to him by the pagans) to Zaid bin 'Amr, but Zaid refused to eat of it and then said (to the pagans), "I do not eat of what you slaughter on your stone altars (Ansabs) nor do I eat except that on which Allah's Name has been mentioned on slaughtering."
Volume 5, Book 58, Number 169:
Narrated 'Abdullah bin 'Umar:
The Prophet met Zaid bin 'Amr bin Nufail in the bottom of (the valley of) Baldah before any Divine Inspiration came to the Prophet. A meal was presented to the Prophet but he refused to eat from it. (Then it was presented to Zaid) who said, "I do not eat anything which you slaughter in the name of your stone idols. I eat none but those things on which Allah's Name has been mentioned at the time of slaughtering." Zaid bin 'Amr used to criticize the way Quraish used to slaughter their animals, and used to say, "Allah has created the sheep and He has sent the water for it from the sky, and He has grown the grass for it from the earth; yet you slaughter it in other than the Name of Allah. He used to say so, for he rejected that practice and considered it as something abominable.
Narrated Ibn 'Umar: Zaid bin 'Amr bin Nufail went to Sham, inquiring about a true religion to follow. He met a Jewish religious scholar and asked him about their religion. He said, "I intend to embrace your religion, so tell me some thing about it." The Jew said, "You will not embrace our religion unless you receive your share of Allah's Anger." Zaid said, "'I do not run except from Allah's Anger, and I will never bear a bit of it if I have the power to avoid it. Can you tell me of some other religion?" He said, "I do not know any other religion except the Hanif." Zaid enquired, "What is Hanif?" He said, "Hanif is the religion of (the prophet) Abraham who was neither a Jew nor a Christian, and he used to worship None but Allah (Alone)" Then Zaid went out and met a Christian religious scholar and told him the same as before. The Christian said, "You will not embrace our religion unless you get a share of Allah's Curse." Zaid replied, "I do not run except from Allah's Curse, and I will never bear any of Allah's Curse and His Anger if I have the power to avoid them. Will you tell me of some other religion?" He replied, "I do not know any other religion except Hanif." Zaid enquired, "What is Hanif?" He replied, Hanif is the religion of (the prophet) Abraham who was neither a Jew nor a Christian and he used to worship None but Allah (Alone)" When Zaid heard

their Statement about (the religion of) Abraham, he left that place, and when he came out, he raised both his hands and said, "O Allah! I make You my Witness that I am on the religion of Abraham."
Narrated Asma bint Abi Bakr: I saw Zaid bin Amr bin Nufail standing with his back against the Ka'ba and saying, "O people of Quraish! By Allah, none amongst you is on the religion of Abraham except me." He used to preserve the lives of little girls: If somebody wanted to kill his daughter he would say to him, "Do not kill her for I will feed her on your behalf." So he would take her, and when she grew up nicely, he would say to her father, "Now if you want her, I will give her to you, and if you wish, I will feed her on your behalf."
2.
Labid
Labid was another poet whom Muhammad admired a lot. We will now briefly review the contribution of this poet towards the authorship of the Qur'an.

Labid was the son of Rabiah ibn Jafar al-Amiri. Dictionary of Islam (Hughes Dictionary of Islam, p.282) reports that Labid died at Kufah in Iraq at the age of 157. As told before, Labid was one of the 7 magnificent poets of Muallaqat. Islamic historians claim that Labid embraced Islam when he saw the first verse of Sura al-Bakara (Sura 2) posted up at Ka'ba; he withdrew his verses and embraced Islam. This claim, of course, cannot be true, as the first verse of Sura al-Bakara is simply: Alif. Lam. Mim-the cryptic message which even Muhammad claimed that only Allah knew their meaning. Labid's verse was: "Know that everything is vanity but God." Muhammad said the same to Labid—the truest poet.

Even if one accepts the assertion that Labid became a Muslim after reading Muhammad's verses then it is more palpable that it was indeed Labid who helped Muhammad to construct poetical verses that were, later, passed up as messages of Allah via Gabriel. Those verses which Labid wrote on behalf of Muhammad were mostly the verses dealing with piety, exhortation of good deeds, some narrations of Arab practices… etc.

In Ahadith we find references of Labid. Here are some samples:

Sahih Bukhari:
The most true words said by a poet was the words of Labid…5.58.181

Volume 5, Book 58, Number 181:

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "The most true words said by a poet was the words of Labid." He said, Verily, Everything except Allah is perishable and Umaiya bin As-Salt was about to be a Muslim (but he did not embrace Islam).

A true poetry testifies the indestructibility of Allah...8.76.496

Volume 8, Book 76, Number 496:

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "The truest poetic verse ever said by a poet, is: Indeed! Everything except Allah, is perishable."

This Hadis, of course, refers to the poetry of Labid.

আমি যে লিংক গুলী চাচ্ছিঃ

১। Volume 7, Book 67, Number 407:

২। Volume 5, Book 58, Number 169:

৩। Sahih Bukhari:

The most true words said by a poet was the words of Labid...5.58.181

Volume 5, Book 58, Number 181:

৪। A true poetry testifies the indestructibility of Allah...8.76.496

৫।

Volume 8, Book 76, Number 496:

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "The truest poetic verse ever said by a poet, is: Indeed! Everything except Allah, is perishable

ধন্যবাদ

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

জানুয়ারি ২১, ২০১২ at ১১:৪২ অপরাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

কোরান-হাদিস এর ইংরেজি ও বাংলা খুঁজার জন্য এই পোস্টের সাহায্য নিতে পারেন, বিস্তারিত বলা আছে। (ঐ অংশটা কপি-পেস্ট করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু অনেকগুলো লিংক থাকায় আলসেমি লাগল। দুঃখিত)
হাদিসের বাংলায় যে সমস্যা তা হল, এগুলোর সিরিয়াল খুব এলোমেলো। এছাড়া অনেক হাদিস বাংলা অনুবাদের সময় বোধ হয় বাদ দেয়া হয়েছে , খুঁজে পাই নি। অবশ্য ইংরেজি হাদিসগুলো গুগলিং করলেই পেয়ে যাওয়ার কথা।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২২, ২০১২ at ৫:১৫ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,
ধন্যবাদ আপনাকে লিংকটা দেওয়ার জন্য। এখন আমি সূত্রগুলী ধরতে পারতেছি। দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটি কত মারাত্বক ভূল পথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

আবুল কাশেম এর জবাব:
জানুয়ারি ২২, ২০১২ at ১২:২৭ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমার রচনায় সব লিংক দেওয়া হয়েছে। লেখাটি অনেক পুরানো হওয়ায় হয়ত লিংক কাজ নাও করতে পারে।
ইংরাজিতে হাদিস পড়বেন এইখানেঃ
http://www.cmje.org/religious-texts/hadith/

আজকাল বেশ কিছু নতুন বাঙলা সাইটে বাঙলা হাদিস পড়া যেতে পারে –

অসুবিধা হচ্ছে বাঙলা এবং ইংরাজি হাদিসগুলোর মিল খুঁজে বাহির করা। এই কাজ খুবই সময় সাপেক্ষ।
আপনি চেষ্টা করুন। আমি সময় পেলে বাঙলা অনুবাদ দিয়ে দিব। একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত ই-মেইল দিলে আমি তাতে বাঙলা অনুবাদ পাঠিয়ে দিব।

ইসলামের অজানা তথ্যের উপর আপনার অগাধ উৎসাহ সত্যই প্রশংসনীয়। দিন রাত পড়তে থাকুন , বুঝতে থাকুন–দেখবেন কী থেকে কেমন হয়ে যাচ্ছে!

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২২, ২০১২ at ৫:১১ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,
অনেক অনেক ধনবাদ বোখারী লিংক দেওয়ার জন্য। কোরানে যেমন সহজে বোঝা যায়,২:৩৫ অর্থ দ্বিতীয় ছুরা (বাকারা)আয়াত নং ৩৫ কিন্তু হাদিছে কোনটা volনং কোনটা Book নং কোনটা হাদিছ নং এবং কোনটার ক্রম কোথা হতে আরম্ভ কোথায় শেষ হয়েছে এগুলি আমার কাছে জগাখিচুড়ী হয়ে যেত। মোটেই ধরতে পারতামনা।
এবার আমার কাছে একেবারে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।
এখন তো দেখা যাচ্ছে ব্যাপার টি প্রথম থেকেই মারাত্বক ভূল পথে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে,এখনো যাচ্ছে,বরং যথেষ্ঠ দাপটের সংগে দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হচ্ছে। আজকেও বিবিসির খবরে শুনলাম মিসরের নির্বাচনে উদার পন্থি পরাজিত হয়ে উগ্রপন্থিরা ক্ষমতায় যাওয়ার পথে।
আমরা অদ্ভুৎ ভাবে কতবড় একটা ধোকাবাজীর জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।তা কল্পনাও করা যায়না।
একমাত্র আপনাদের মত ধর্মীয় বিজ্ঞানীদের লিখনীর শক্তিশালী অস্ত্র এটাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে।

আবুল কাশেম এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ৪:৪২ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আজকেও বিবিসির খবরে শুনলাম মিসরের নির্বাচনে উদার পন্থি পরাজিত হয়ে উগ্রপন্থিরা ক্ষমতায় যাওয়ার পথে।

আশ্চর্য্য হচ্ছি না। বাঙলাদেশেও কী তাই ঘটবে? আজকের বিশ্বে ইসলামই সবচাইতে কঠিন সমস্যা। মুসলিমরা আজ এই বিপদজনক সংক্রামক (ভাইরাস) রোগে আক্রান্ত। এই রোগ ছাড়তে সময় লাগবে।

একমাত্র আপনাদের মত ধর্মীয় বিজ্ঞানীদের লিখনীর শক্তিশালী অস্ত্র এটাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে।

আজকের এই বল্গাহীন জংলী ইসলামকে প্রতিহত করা সহজ নয়। আমাদের এই লেখনী কী কতদূর যাবে জানি না। সংখায় আমরা দূর্বল -তবুও মুক্তমনায় আজকাল কিছু লেখকের সাহস দেখে আশান্বিত হই। আজকের এই ভয়ংকর ইসলামকে লাগাম দিতে সময় লাগবে-অনেক ধৈর্য্যের দরকার, রাতারাতি কিছু হবে না। আপনার মত পাঠক এবং লেখকের প্রচুর প্রয়োজন। আর কাজী রহমান, ভবগুরে, তামান্না ঝুমু...এই ধরণের অসীম সাহসী লেখকের প্রচুর প্রয়োজন। ইতিহাসে এঁদের মত লেখকেরই নাম লেখা হবে-যারা সহসের সাথে এক দানবের সাথে লড়ে ছিল এবং সভ্যতাকে বাঁচিয়েছেন।

ধন্যবাদ আপনাকে।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ৬:৪১ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

কাশেম ভাই, ডরাইসি 😁

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ৮:০২ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

আপনি যে অসাধ্য পরিশ্রম করিয়া যে সব নির্ভর যোগ্য হাদিছ গুলী সংগ্রহ করেছেন, সেই হাদিছ গুলী অর্থাৎ নবীর নিজের মুখের বানীই কোরান ,ইছলাম,নবীত্ব এর জন্য,১০০% ই খন্ডন কারী। ধরুন নীচের হাদিছটা যে কেহই পড়িবে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে,যে বর্তমান কোরান ও ইছলামের উৎপত্তিস্থল কোথায়। অথচ এই হাদিছ নবীর বিরোধী পক্ষ হইতে আসে নাই,বরং নবীর নিজের মুখের বানী,তাও আবার সব চাইতে নির্ভর যোগ্য বোখারী হাদিছের।
হাদিছ টি নীচে দিলাম।

Volume 5, Book 58, Number 169:
Narrated 'Abdullah bin 'Umar:
The Prophet met Zaid bin 'Amr bin Nufail in the bottom of (the valley of) Baldah before any Divine Inspiration came to the Prophet. A meal was presented to the Prophet but he refused to eat from it. (Then it was presented to Zaid) who said, "I do not eat

anything which you slaughter in the name of your stone idols. I eat none but those things on which Allah's Name has been mentioned at the time of slaughtering." Zaid bin 'Amr used to criticize the way Quraish used to slaughter their animals, and used to say, "Allah has created the sheep and He has sent the water for it from the sky, and He has grown the grass for it from the earth; yet you slaughter it in other than the Name of Allah. He used to say so, for he rejected that practice and considered it as something abominable.

Narrated Ibn 'Umar: Zaid bin 'Amr bin Nufail went to Sham, inquiring about a true religion to follow. He met a Jewish religious scholar and asked him about their religion. He said, "I intend to embrace your religion, so tell me some thing about it." The Jew said, "You will not embrace our religion unless you receive your share of Allah's Anger." Zaid said, "'I do not run except from Allah's Anger, and I will never bear a bit of it if I have the power to avoid it. Can you tell me of some other religion?" He said, "I do not know any other religion except the Hanif." Zaid enquired, "What is Hanif?" He said, "Hanif is the religion of (the prophet) Abraham who was neither a Jew nor a Christian, and he used to worship None but Allah (Alone)" Then Zaid went out and met a Christian religious scholar and told him the same as before. The Christian said, "You will not embrace our religion unless you get a share of Allah's Curse." Zaid replied, "I do not run except from Allah's Curse, and I will never bear any of Allah's Curse and His Anger if I have the power to avoid them. Will you tell me of some other religion?" He replied, "I do not know any other religion except Hanif." Zaid enquired, "What is Hanif?" He replied, Hanif is the religion of (the prophet) Abraham who was neither a Jew nor a Christian and he used to worship None but Allah (Alone)" When Zaid heard their Statement about (the religion of) Abraham, he left that place, and when he came out, he raised both his hands and said, "O Allah! I make You my Witness that I am on the religion of Abraham."

Narrated Asma bint Abi Bakr: I saw Zaid bin Amr bin Nufail standing with his back against the Ka'ba and saying, "O people of Quraish! By Allah, none amongst you is on the religion of Abraham except me." He used to preserve the lives of little girls: If somebody wanted to kill his daughter he would say to him, "Do not kill her for I will feed her on your behalf." So he would take her, and when she grew up nicely, he would say to her father, "Now if you want her, I will give her to you, and if you wish, I will feed her on your behalf."

2.

Labid

Labid was another poet whom Muhammad admired a lot. We will now briefly review the contribution of this poet towards the authorship of the Qur'an.

Labid was the son of Rabiah ibn Jafar al-Amiri. Dictionary of Islam (Hughes Dictionary of Islam, p.282) reports that Labid died at Kufah in Iraq at the age of 157. As told before, Labid was one of the 7 magnificent poets of Muallaqat. Islamic historians claim that Labid embraced Islam when he saw the first verse of Sura al-Bakara (Sura 2) posted up at Ka'ba; he withdrew his verses and embraced Islam. This claim, of course, cannot be true, as the first verse of Sura al-Bakara is simply: Alif. Lam. Mim-the cryptic message which even Muhammad claimed that only Allah knew their meaning. Labid's verse was: "Know that everything is vanity but God." Muhammad said the same to Labid—the truest poet.

Even if one accepts the assertion that Labid became a Muslim after reading Muhammad's verses then it is more palpable that it was indeed Labid who helped Muhammad to construct poetical verses that were, later, passed up as messages of Allah via Gabriel. Those verses which Labid wrote on behalf of Muhammad were mostly the verses dealing with piety, exhortation of good deeds, some narrations of Arab practices… etc.

In Ahadith we find references of Labid. Here are some samples:

Sahih Bukhari:
The most true words said by a poet was the words of Labid…5.58.181
Volume 5, Book 58, Number 181:
Narrated Abu Huraira:
The Prophet said, "The most true words said by a poet was the words of Labid." He said, Verily, Everything except Allah is perishable and Umaiya bin As-Salt was about to be a Muslim (but he did not embrace Islam).
A true poetry testifies the indestructibility of Allah…8.76.496
Volume 8, Book 76, Number 496:
Narrated Abu Huraira:
The Prophet said, "The truest poetic verse ever said by a poet, is: Indeed! Everything except Allah, is perishable."
This Hadis, of course, refers to the poetry of Labid.

কোরান কেন কবিতার মত এত ছন্দময়,ছন্দ কে ঠিক রাখবার জন্য যেখানে যা খুশী তাই বলা হচ্ছে,কেন এত রাগের বাক্য,কেন এত অভিশাপের বাক্য,এগুলী কোথা হতে এসেছে,অদ্ভুৎ ব্যাপার,উপরোক্ত নবীর হাদিছটি তার পূর্ণ স্বাক্ষী হিসাবে কাজ করছে।

আপনার ইংরাজী পুরাতন প্রবন্ধ গুলী মুক্তমনায় কেহ বংগানুবাদ করিয়া মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতে থাকিলে,এটা একটা বড় কাজ হইতো।তাহলে নূতনেরা জানার সুযোগ পাইতো।

<

আজকের এই বল্গাহীন জংলী ইসলামকে প্রতিহত করা সহজ নয়। আমাদের এই লেখনী কী কতদূর যাবে জানি না। সংখায় আমরা দূর্বল -তবুও মুক্তমনায় আজকাল কিছু লেখকের সাহস দেখে আশান্বিত হই।

এটা ধরতে পেরেছে তার সংখা একেবারে কম নয়। আমার জানা মতে এরুপ অসংখ্য লোক রয়েছেন।কিন্ত তারা বিভিন্ন পারিপা্শিক কারনে কোন রকমের প্রকাশ্য কিছু প্রকাশ করতে না পেরে শুপ্ত অবস্থায় রয়েছেন। বাংলাদেশেই ১৪/১৫ বৎসর আগেই আমার অনেক সহকর্মীদেরকে বাহ্যত কিছুই বুঝা যাইতোনা,কিন্ত এ প্রসংগে কোন কথা উঠলেই অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে এবং নির্ভরের সংগে বলতো,"কোরান তো তৎকলীন কিছু ব্যক্তিবর্গের বানানো গ্রন্থ। "
তার মানে তারা তখনই এর উপর যথেষ্ট পড়া শুনা করে ফেলেছিল।

আশ্চর্য্য হচ্ছি না। বাঙলাদেশেও কী তাই ঘটবে? আজকের বিশ্বে ইসলামই সবচাইতে কঠিন সমস্যা। মুসলিমরা আজ এই বিপদজনক সংক্রামক (ভাইরাস) রোগে আক্রান্ত। এই রোগ ছাড়তে সময় লাগবে।

আজ বংলাদেশে আমার একজন পরিচিত লোকের সংগে টেলিফোনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ হচ্ছিল। তিন তাবলীগে যাতায়াত করে থাকেন। তিনি বল্লেন তাবলীগের আমীর নির্দেশ দিয়েছেন,সবাইকে জামাত কে ভোট দিতে এবং তারা তাই করবে। উনি বল্লেন অসংখ্য তাবলীগ কারী রয়েছে।
তাহলে বাংলাদেশের অবস্থাটা দেখুন।
আপনার দেওয়া হাদিছের রেফারেন্স দেখার লিংকটা আমার জন্য অত্যন্ত উপকার করেছে।
এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আমি তো কখনই হাদিছ কি ভাবে দেখা যায় তা মোটেই জনতামনা।

আবুল কাশেম এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৪:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার মন্তব্য খুব ভাল লাগল।

আজকের বিশ্বে ইসলাম হচ্ছে এক আতংকের নাম। আসলে এইটাই হচ্ছে ইসলামের আসল রূপ। যে সব মুসলিমরা বলে ইসলাম হচ্ছে শান্তি, সাম্য, ন্যায় ও সৌভ্রাত্রিত্বের ধর্ম-তাঁরা হয় মিথ্যুক না হয় ভণ্ড অথবা ইসলামের আসলরূপে কিছুই জানেন না।

ইসলাম যে আতংকের ধর্ম তাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যাঁরা কোরান ভাল করে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক সুরায় দেখেছেন আল্ল পাক নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

'আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ভীতি প্রদর্শক রূপে'। তার অর্থ কী? ইংরাজিতে এর সাফ সাফ অনুবাদ হচ্ছে 'I have sent you as a terrorist'.

এ ছাড়াও অনেক হাদিসে নবী নিজের মুখেই বলেছেন উনি এসেছেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলাম কায়েমের জন্য।

তিনি বল্লেন তাবলীগের আমীর নির্দেশ দিয়েছেন,সবাইকে জামাত কে ভোট দিতে এবং তারা তাই করবে। উনি বল্লেন অসংখ্য তাবলীগ কারী রয়েছে।

তা যে হবে তাতে আশ্চর্য্যের কী আছে? তবলীগ, জামাত, হুজি, লস্কর তায়বা, হিযবুল তাহরীর, তালিবান, আল-কায়দা...এরা সবাই যে একই সূত্রে গাঁথা তাতে কী কোন সন্দেহ আছে ? আসছে দিনগুলিতে আমরা আরও চাঞ্চল্যকর খবর এবং ঘটনা দেখব তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। বাঙালিরা দেখবে আসল ইসলাম-যে ইসলাম নবীজি প্রচার করেছেন, যে ইসলাম আল্লা পাক দিয়েছেন।

আপনি হাদিস পড়ুন-বিশেষতঃ সুনান দাউদ এবনফ ইবনে মাজাহ –হয়ত চমকে যাবেন ইসলামের আসল চেহারা দেখে।

সব শেষে, আপনি যে দীর্ঘ হাদিস দিয়েছেন-তার বাঙলা অনুবাদ দিলাম-মাওলানা আজিজুল হকের–

৫.১৬৭১ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর(রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়তপ্রাপ্তির পুর্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কার নিকটস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রান্তে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়েলের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়শ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছালাল্ললাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে দওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (তাহাতে গোশ্‌ত ছিল)। নবী (সঃ) তাহা খাইতে অস্বীকার করত যায়েদ ইবনে আমরের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়শগণ, তোমরা দেব দেবীর নামে পশু জবাই করিয়া থাক–আমি তাহা খাই না। আল্লাহর নামে জবাই কৃত হইলে খাইয়া থাকি। যায়েদ ইবনে আমর সর্বদা কোরায়েশদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার যমীন হইতে উৎপাদনের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ ; আর সেই ভেড়া বকরী তোমরা জবাই কর

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় অন্যায় বলিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে আমর সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সত্য ধর্মের খোঁজ করিতে। তথায় এক ইহুদী আলেমের সংগে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম অবলম্বন করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহন করিয়া আল্লাহর গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর গজব লইব না। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, হানীফ ধর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্ম–তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাসরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এতটুকুর খোঁজ আছে,) তিনি একত্ববাদী ছিলেন–এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা তিনি করিতেন না।

অতপর যায়েদ এক খৃস্টান আলেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; তাঁহার নিকটও ঐরূপ বলিলেন যেরূপ ইহুদী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন। খৃষ্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন , আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর অভিশাপ কখনও নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর অভিশাপের কিঞ্চিতও লইব না, আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধান দিবেন কি ? তিনিও হানীফ ধর্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মমত সম্পর্কে বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম–একত্ববাদের খোঁজ পাইলেন তখন সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বলিলে ন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আবু বকর (রাঃ) তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি যায়েদ ইবনে আমরকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, হে কোরায়শগণ! আমি ভিন্ন তোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর নহে (অর্থাৎ তোমরা হযরত ইব্রাহীমের ধর্মের মিথ্যা দাবীদার। কারণ, তোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একত্ববাদী)।

যায়েদ ইবনে আমর অন্ধকার যুগের সব অপকর্ম হইতে পবিত্র ছিলেন। মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ঐরূপ হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে চাও!) আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, ব্যয়ভার আমি বহন করিব; তাহাকে হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি ঐ হতভাগীকে নিজ আশ্রয়ে নিয়া যাইতেন এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার

পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন, ইচ্ছা করিলে এখন তোমার কন্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার , নতুবা আমিই তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া চলিব। (পৃষ্ঠা –৫৪০)

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৮:১৩ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,
আসলে আমি উক্ত দীর্ঘ হাদিছটির বংগানুবাদটা পাওয়ার আশা মনে মনে করতেছিলাম।
কিন্তু আপনার কাছে চেয়ে আপনাকে পরিশ্রম দিতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম। এ কারনে আপনার কাছে চাই নাই।
কিন্তু আপনি অজান্তেই আমার ইচ্ছা টা পূরন করে দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
আজ আমি এর তৃতীয় পর্বটি পড়লাম। ইসলামের উৎপত্তি ও কোরান সৃষ্টির রহস্য আরো পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। আমি ধীরে ধীরে সবগুলী পর্বই পড়ব। আপনার অসাধ্য পরিশ্রমের সংগ্রহ বৃথা যায় নাই।
এখন অশংখ্য লোক এটা পড়িয়া ইসলাম ও কোরানের মূল উৎসে র সন্ধান লাভ করিতেছে।
আর তা ছাড়াও ইসলামের উৎপীড়নে মানুষের পৃষ্ঠ এখন দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই তো খবরে একের পর এক শুনতেছিলাম ইরাকে সুন্নি মুসলমানেরা নিজ ভাই শিয়া মুসলিমদের তীর্থ স্থানে আত্মঘাতি আক্রমনকারী হয়ে অসংখ্য শিয়া মুছলিমদের হত্যা করে করে শহীদ হয়ে বেহেশতে চলে যাচ্ছে।
এটাই তো ইসলামের আসল রুপ।
কেন, মাত্র কিছু দিন আগেই
তো বাংলাদেশে খাটি ইসলামিস্ট রা দেশের সম্পদ "বিচারক"দের একের পর এক হত্যা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইসলামের সঠিক রুপটা দেখানো আরম্ভ করে দিয়েছিল।
এইটাই নাকি শান্তির ধর্ম ইসলাম ও পবিত্র কোরানের নির্দেশ।

আর ৯/১১ এর ঘটনা ও তো আমাদের সম্মুখেই ঘটল এবং এর জের এখনো শেষ হয় নাই,হয়তো আল কায়েদার অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এটা চলতে থাকবে।
এভাবে ইসলামের একের পর এক (SERIESE) আঘাতের চোটে মানব জাতি এখন দিশে হারা। যাবে কোথায়?
ধন্যবাদ

গোলাপ এর জবাব:

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১২:৫১ পূর্বাহ্ণ

‘আমি আপনাকে পাঠিয়েছি ভীতি প্রদর্শক রূপে’। তার অর্থ কী? ইংরাজিতে এর সাফ সাফ অনুবাদ হচ্ছে ‘I have sent you as a terrorist’.

বক্তব্যের সারাংশ অনুযায়ী কুরানের আয়াতগুলোকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেনীতে ভাগ করা যায়:
————————————————————————————

সার বক্তব্য আয়াত সংখ্যা (কম পক্ষে)

১) অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর হুমকি,শাসানী, ভীতি প্রদর্শন অসম্মান =521 521

২) অবিশ্বাসীদেরকে হামলা, খুন ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ = 151 ১৫১

৪) আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ দেন, বিপথে পরিচালনা করেন

ও অন্তরে ‘সীল’ মেরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন =66

৬৬

৫) আল্লাহ যাকে খুশী হেদায়েত দেন,যাকে খুশী শাস্তি দেন = 50

6) পূর্ববর্তী নবীদের গল্প-গাঁথার উপাখ্যান =1297

গোলাপ এর জবাব:

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১২:৫৭ পূর্বাহ্ণ

সংশোধনঃ

১) অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর হুমকি,শাসানী, ভীতি প্রদর্শন অসম্মান = ৫২১

২) অবিশ্বাসীদেরকে হামলা, খুন ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ = ১৫১

(৫২১ এবং ১৫১ কেন জানি পর পর দুবার হয়েছে)।

9. 9

জোবায়েন সন্ধি

জানুয়ারি ২০, ২০১২ সময়: ২:৩২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কৌতুহল জাগানিয়া ছোট্ট এই লেখাটি অনেক চিন্তার উদ্রেক করে। আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ বলে দাবিদার ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর মুখোস খুলতে এই লেখাটি সহায়তা করবে এ তে কোন সন্দেহ নেই।

সৈকত ভাই প্রদত্ত আবুল কাশেম ভাই-এর রেফারেন্স লেখাগুলো বাংলায় অনুবাদসহ স্থায়ী আর্কাইভস -এ স্থান পেলে বাঙালি পাঠকসমাজ উপকৃত হতো। এ বিষয়ে একটা উদ্যোগ এখনই নেয়া উচিত। বিজ্ঞরা আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করবেন প্রত্যাশা করছি।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২০, ২০১২ at ৯:০০ পূর্বাহ্ণ
@জোবায়েন সন্ধি,

মন্তব্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ধর্মান্ধদের আলো দেবার চেষ্টাই তো আপনি আর আমরা সবাই করছি। আলোচনা খোলা আছে। ডান দিকের মার্জিনে বিষয় ভিত্তিক লেখা ড্রপমেনুতে খুজলেই পাওয়া যাবে। ওটা কিন্তু বেশ সহজ ফিল্টার।

10. 10

মুসাব্বির
জানুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ১২:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভেঙ্গে যাচ্ছে একের পর এক বিশ্বাসের কালো দেয়াল , ভাল লাগছে এই ভেবে যে ,যা জানছি তা অন্তত বুঝে শুনে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জানছি । ধন্যবাদ । আপনা র কষ্ট আলোর মুখ দেখুক ।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২১, ২০১২ at ৯:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@মুসাব্বির,

কালো পর্দা উড়িয়ে দেবার জন্যই এই সব লেখা। মন্তব্য দেখে ভালো লাগলো। ধর্মান্ধদের আলোতে বের করে আনাই হোক আপনার আমার আর আমাদের মত সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ডান দিকের মার্জিনে

বিষয় ভিত্তিক লেখা দেখে পছন্দ মত পড়ুন। বিজ্ঞান, মানবতা, ধর্ম, যুক্তি ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে পড়ুন।

ভালো থাকুন, ধন্যবাদ

আফরোজা আলম এর জবাব:
জানুয়ারি ২১, ২০১২ at ৫:২০ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

কি বলে ধন্যবাদ দেব জানিনা। আপনার এতো সুন্দর এবং মূল্যবান ও কৌতুহলউদ্দিপক লেখা সত্যি ভালো লাগলো। দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে কেবল ধন্যবাদ দিয়ে গেলাম-

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ৬:৪২ পূর্বাহ্ণ
@আফরোজা আলম,

আচ্ছা। মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ ।

11. 11
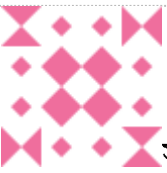
সত্যের পূজারী
জানুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আমি পোস্টটি মোবাইল থেকে পড়েছি। আমরা অনেকেই মোবাইল থেকে এই ব্লগ পড়ি কিন্তু দুঃখের বিষয় মোবাইল থেকে কমেন্ট করা দুরুহ। সেটাও ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে মোবাইল থেকে শেয়ার এর কোনো লিংক পাই না। আমি ব্লগের পরিচালকদের কাছে মোবাইল থেকে শেয়ারের লিংক দেয়ার জন্য জোড় দাবি জানাচ্ছি।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ২:৪২ অপরাহ্ণ
@সত্যের পূজারী,

আপনার মন্তব্য মডারেটরের কাছে পাঠিয়েছি। আশা করছি তাদের কেউ ব্যাপারটা দেখবেন।
অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ।

12. 12

Russell

জানুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ১১:২৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লাগল। তবে সদর উদ্দিন চিশতী রচিত বই এবং এই ধরনের আরও অনেক মহামানব গনের লেখা যদি জোগাড় করে পড়তে পারেন তাহলে ধর্ম অধর্ম ও প্রকৃত কোরান সম্পর্কে ধারনা ভালই হবে আশা রাখি।

আজকের যেই কোরান তা মূলত ওসমানের সময় কার কোরান নয় , ইহা আরও পরের। ইয়াজিদ মামা যখন শাসন দখল করেন তখন তিনি এই কোরান ৭টি স্থানে প্রেরন করেন, প্রচার প্রসারের খাতিরে আরও কি কি যেন। যাইহোক অতঃপর কুফা তে যেই কোরান রাখা হয় সেই কোরান আজ সর্ব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যেখানে ইয়াজিদ ছিল। বাকি কোরান কোথাও নেই। ওসমানের যেই করান যাদুঘরে রাখা আছে তার সাথে বর্তমান কোরানের অনেক ক্ষেত্রেই সেই ভুল চোখে পড়ে। একটি অনলাইনে সেই কোরান দেখেছিলাম , পরবর্তিতে সেই সাইট বন্ধ করে দিয়েছে।

আর কোরানের যেই বঙ্গানুবাদ অথবা তফসির নামক যেই প্রহসন আজও বিশ্ব জুড়ে ক্ষ্যত , তা আসলেই মুসলমানের অন্ধকারে থাকার মূল কারন। আজ মুসলিম ওহাবী মতে ইসলাম পালন করে। ইহা সেই মূল ইসলাম নয়।

সত্য জানাটাই মূল, তাই বলে না জেনে মোহাম্মদ নাম শুনলেই হাসির পাত্র বানিয়ে, নারীর কামুক এইসব বলে নিজেদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো ভাল দিক নয়। কেননা যা দেখি, শুনি সবই ঐ মোল্লাদের রচিত, তাদের দৃষ্টিতে তাদের অন্তরের কথা মোহাম্মদের বা ইসলামের নামে চালানো।

আপনার লেখায় ব্যক্তিগত কোন আক্রমন নেই, সত্যের সন্ধান এর ইচ্ছা খুজে পাওয়া যায়। এই সাইটে তেমন একটা এখন আসিনা, কারন ইনারা একজন ব্যক্তির আক্রোশে সারাদিন রাত বিধি ব্যস্ত। সত্য জানিতে চায়না, শুধু যেন গালাগালি করিতে পারিলেই যেন বিদ্যান হয়ে যায় বলে মনে করেন । কোরান যেমন মানুষের দ্বারা আজ বিশ্ব দরবারে , হাদিসও তেমনি। আর এই সকল মানুষ দ্বারা রচিত কোরান আর হাদিস দ্বারা ইতিহাস, মোহাম্মদ, ইসলাম যাচাই করা কি বিদ্যান দের কাজ? যদিও বিদ্যান ইনারা অনেকেই, কিন্তু জ্ঞানী বলে ধরে নিতে পারিনাই।

যাইহোক ভাল থাকবেন।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ২:৩৭ অপরাহ্ণ

@Russell,

আপনি ফিরে এসেছেন জেনে ভালো লাগলো। ওয়েলকাম ব্যাক। অন্যান্য লেখাগুলোতেও আপনার মন্তব্য আশা করবো। ভালো থাকুন।

13. 13

রূপম (ধ্রুব)
জানুয়ারি ২২, ২০১২ সময়: ৪:২৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এই লেখায় আপনার কমিউনিকেশান এফোর্ট সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আরো চলুক।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ৬:৪৫ পূর্বাহ্ণ
@রূপম (ধ্রুব),

ধন্যবাদ রূপম (ধ্রুব), বিষয়টা অনায়াসে পৌঁছে দেবার জন্য যতটা সম্ভব সহজ রাস্তার চেষ্টা করেছি বটে। ☕

14. 14

ফারুক
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ সময়: ৭:৪৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোথা থেকে এলো আজকের কোরান?

আপনি যে ইতিহাস থেকে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন , সেই ইতিহাস কতটুকু সত্য সে ব্যাপারে কি কোন খোঁজ নিয়েছেন? মুসলমানদের নিজেদের রচিত ইতিহাসের বাইরে অন্য কোন নিরপেক্ষ সুত্র বা অন্য জাতির লেখা ইতিহাস কি আপনার এই বর্ণনাকে সমর্থন করে?

ধর্মীয় ইতিহাস কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানতে নিচের বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন- আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, লেবানিজ খৃষ্টান ঐতিহাসিক কামাল সালিবির লেখা The Bible Came from Arabia এবং Who Was Jesus?: Conspiracy in Jerusalem

আমারতো ধারনা , মুহম্মদ ও কোরানের যে ইতিহাস আমরা জানি , তা পুরাটাই ভুল।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৩, ২০১২ at ২:৩৩ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ধর্মীয় ইতিহাস কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানতে নিচের বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন-
আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, লেবানিজ খৃষ্টান ঐতিহাসিক কামাল সালিবির লেখা The Bible Came from Arabia এবং Who Was Jesus?: Conspiracy in Jerusalem

আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ ফারুক ভাই।

নীচে মুক্তমনার লেখকদের লিঙ্ক আবার দিয়ে দিলাম। নানা ধরনের লেখকদের অন্তত শ 'খানেক রেফারেন্স ওখানে পাওয়া যাবে। চাইলে একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন।

মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম, ভবঘুরে, সৈকত চৌধুরী, আকাশ মালিক, সাইফুল ইসলাম, নাস্তিকের ধর্মকথা, কৌস্তভ, আল্লাচালাইনা, সাদাচোখ, টেকি সাফি,রূপম(ধ্রুব), অভীক, রাজেশ তালুকদার, তামান্না ঝুমু, বিপ্লব পাল, ফরিদ আহমেদ, অভিজিৎ, বন্যা আহমেদ, কাজী রহমান এবং বাকিদের

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৫:০৮ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,
কারো নাম দেখি বাকি রাখেন নি!! ওদের লেখার সাথে কম বেশি পরিচিত। ওরা প্রচলিত গন্ডির বাইরে নন। কোরানের খোঁজ যখন নিচ্ছেন , তখন ধার্মিকদের মতোই অন্ধভাবে অবিশ্বাস করলে চলবে?

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:১২ অপরাহ্ণ
@ফারুক,
কোরানের মোটামুটি ইতিহাস হচ্ছে; কোরানের বেশির ভাগই ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউটেস্টামেন্টের অবিকল নকল, কিছুটা পরিবর্তিত ,পরিবর্ধিত নকল আর বাকিটা সুচতুর মুহাম্মদের নিজের রচিত।

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:৩৮ অপরাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু, কোরান , ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউটেস্টামেন্ট তিনটারি উৎপত্তি একি জায়গায় - আরবে (বর্তমানের সৌদি আরবে)। মিল তো থাকবেই , অবিকল নকল হওয়াও বিচিত্র নয়। আল্লাহ/গডের বাণী তো আর ভিন্ন বা পরস্পর বিরোধী হতে পারে না।

42:13] He decreed for you the same religion decreed for Noah, and what we inspired to you, and what we decreed for Abraham, Moses, and Jesus: "You shall uphold this one religion, and do not divide it." The idol worshipers will greatly resent what you invite them to do. GOD redeems to Himself whomever He wills; He guides to Himself only those who totally submit. সুঃ আশ-শুরা , আঃ ১৩

তিনি তোমাদের জন্য সেই একই দ্বীণ (ধর্ম) নির্ধারন করেছেন, যা নূহ আঃ এর জন্য করেছিলেন এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম আঃ, মূসা আঃ ও ঈসা আঃ কে এই মর্মে যে , "তোমরা দ্বীণকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। "

41:43] What is said to you is precisely what was said to the previous messengers. Your Lord possesses forgiveness, and He also possesses painful retribution. সুঃ হা-মীম , আঃ ৪৩

আপনাকে ঠিক ঠিক তাই বলা হয় , যা বলা হতো পূর্ববর্তী রসুলগণকে।

21:25] We did not send any messenger before you except with the inspiration: "There is no god except Me; you shall worship Me alone."

সুঃ আম্বিয়া , আঃ ২৫

আপনার পূর্বে আমি যে রসুলই প্রেরন করেছি , তাকে একই অহী পাঠিয়েছি: "আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই , সুতরাং আমারই উপাসনা কর।"

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৫:৪২ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

আল্লাহ/গডের বাণী তো আর ভিন্ন বা পরস্পর বিরোধী হতে পারে না।

তাহলে ভাই কোরানের আসার দরকারটাই বা কি ছিল? তাওরাত , জবুর , ইঞ্জিল তো ঠিকঠাক মতই চলছিল। ওগুলোর বিকৃতি যদি হয়েই থাকে তবে আল্লাহ কেন আগের সঠিক ভার্সনে ওগুলো নতুন করে পাঠালেন না?আল্লাহ কি ওগুলো সংরক্ষন করতে ভুলে গেছিলেন আর তাই নতুক বানী পাঠাতে হল?

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৭:৩৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

আমারতো ধারনা , মুহম্মদ ও কোরানের যে ইতিহাস আমরা জানি , তা পুরাটাই ভুল।

আপনার কি করে ধারনা হলো আমরা যে ইতিহাসটা জানি সেটা ভুল, আর আমেরিকান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, লেবানিজ খৃষ্টান ঐতিহাসিক কামাল সালিবির লেখাটা নিরপেক্ষ।

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৮:২৩ অপরাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল্, কেউ কিছু বল্লো আর তা মেনে নিতে হবে , এমনটা নিশ্চয় কোন সাধারন জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের কাছে আশা করা উচিৎ নয়। ঐতিহাসিক কামাল সালিবির লেখাটা নিরপেক্ষ কি না , সেটা বিবেচ্য নয়। উনি কি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তার বক্তব্যের সমর্থনে , সেটাই বিবেচ্য।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৮:২৮ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

কেউ কিছু বল্লো আর তা মেনে নিতে হবে

কিন্তু আপনি তো তাই করছেন, ঐতিহাসিক কামাল সালিবির লেখাটায় যে প্রমান উপস্থাপনা করা হয়েছে তা আপনি মেনে নিচ্ছেন!

ফারুক এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:৩১ অপরাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল্, তাই কী? প্রমাণটা যদি আমার দৃষ্টিতে অকাট্য হয় , তাহলে তো আমাকে সেটা মেনে নিতেই হবে। নাকি ঐতিহাসিক কামাল সালিবি সেটা উপস্থাপন করেছেন বা বলেছেন বলেই সেটা মেনে নেয়া যাবে না!! আপনার যুক্তি বোধ কি বলে ?

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:৩৬ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

প্রমাণটা যদি আমার দৃষ্টিতে অকাট্য হয় , তাহলে তো আমাকে সেটা মেনে নিতেই হবে।

তাই ভাই, অন্যদের দৃষ্টিতেও ঐতিহাসিক কামাল সালিবি ছাড়া অন্য আরও অনেকের প্রমান অকাট্য মনে হয়, তাই তাঁরা আপনার মতোই সেটা মেনে নেন। 🙂

ফারুক এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:৫৬ অপরাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল্, সেটাই স্বাভাবিক। সেকারনেই এত মত ও পথ।

Anik Samiur Rahman এর জবাব:

জুলাই ২৩, ২০১২ at ৯:১৬ পূর্বাহ্ণ

@ফারুক,

Can you give the download link of these two books: The Bible Came from Arabia & Who Was Jesus?: Conspiracy in Jerusalem? I'm really curious.

As per the Origin of Old testament, I recommend: 'The Bible Unearthed' by Prof. Israel Frankenstein & Prof. Neil Siberman. Prof. Israel Frankenstein is a professor of Archeology in Tel Aviv University and Curator of Tel Magido Excavation, and Prof. Neil Siberman. is a Historian in University of Massachusetts. You can download the book from en.bookfi.org(I did so). This book claims the origin of Old testament based on Archeological Proofs.

But, Yes there are scopes. This book proofs many founding story of three Abrahamic religion to be nothing but fable(like the story of Abraham and Petriachs, which seemed to be a fable of Sumerian/Assyrian/Canaanite regions, or the myth of Moses and Joshua which seems to be a made up story by Jashwa, a later king of Judah). But there're many myths in Old Testament on which the book has no discussion. So their origin have to be addressed.

পরবর্তীতে ইংরেজিতে করলে আপনার মন্তব্য আর প্রকাশিত হবে না। নীতিমালা মেনে বাঙলায় মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুক্তমনা মডারেটর

15. 15

আকাশ মালিক

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ সময়: ৯:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোথা থেকে এলো আজকের কোরান?

তিন দল মানুষ দাবী করেন উসমানের রক্তের দাগ লাগানো কোরান তাদের কাছে আছে। যার কাছেই হউক আজকের কোরান সে সময়ের কোরান নয়। প্রচুর অক্ষর, শব্দ এমন কি বাক্যও রদবদল করা হয়েছে, অনেক কিছু বাদ দেয়া হয়েছে আবার অনেক কিছু যোগও করা হয়েছে।

উসমানের সময়ের কোরানের সাথে বর্তমান কোরানের তুলনা করে দেখুন তো কিছু বুঝা যায় কি না। রং ম্যাচিং করে তুলনা করুন, (যদি কেউ জের, জবর, পেশ, তাশদিদ, নোখতা ছাড়া আরবি পড়তে পারেন) পার্থক্যটা বুঝতে পারবেন আর দেখবেন একই সুরার কেমন ভিন্ন দুটি রূপ।
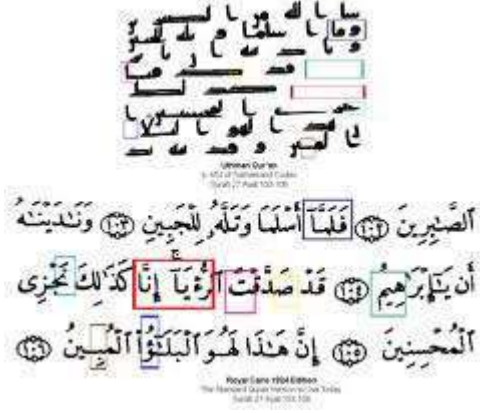
রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১২:৩৫ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

এই জাতীয় জিনিস বহু বহু দিন ধরে খুঁজছি। লিঙ্ক প্লিজ। পারলে আরো বড় ছবি দেন। ছবির ক্যাপশন পড়তে পারছি না। এটা কি সানার কোরান? সেটা নিয়েও গবেষণা জরুরি। কিন্তু এতো এতো কোরান বিশেষজ্ঞ, কেউ দেখি সেটা নিয়ে কিছু জানে না।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১০:০১ অপরাহ্ণ
@রূপম (ধ্রুব),

> ছবির ক্যাপশন পড়তে পারছি না। এটা কি সানার কোরান?

ক্যাপশন বড় দিয়েছিলাম, দেখলাম সমস্ত পেইজ কভার করে ফেলে। সময় যদি পাই শরীরে যদি কুলায় এ নিয়ে একটা পূর্ণ লেখা সাজাবার ইচ্ছে রইলো। আপাতত এটা দেখুন - (সার্কল দেয়া অক্ষরগুলো খেয়াল রাখবেন)

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ২:১৯ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

চমৎকার কাজ করলেন! সময় করে দেখবো। তবে বাহবাটা দেবো রেফারেন্স সমৃদ্ধ লেখাটা দিলে। এটা আপনাকে করতে হবে। আর যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন অনলাইনে সহজেই পাওয়া যায় এমন রেফারেন্স দিতে। প্রয়োজনে একটু কষ্ট করে স্ক্যান করে দেন। রেফারেন্স কেবলই যেনো কোরান হাদিস অনলি না হয়। এটার খুব দরকার। ফ্যাক্টটা পাকাপাকিভাবে পরিষ্কার হওয়া দরকার। একজন মুমিন মুসলমানেরও জানাটা খুব প্রয়োজন, সত্যটা কী। এখানে যুক্তিটা বোঝা দরকার। মুসলমান এরপরেও তার ইমান রেখে যাবেন। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই একটা জানা বা প্রমাণিত ভুলের উপর দাঁড়িয়ে করবেন না। ঐশী গ্রন্থ যদি মানুষের লেখা/পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তাকে সম্পূর্ণ খোদা লিখিত ভাবার পাপ নিশ্চয়ই তারা করবেন না। খ্রিস্টানরাও এই বিভ্রান্তিতে বহুদিন ছিলেন। এখন তারা আরো সত্যভিত্তিক হয়েছেন। একজন খ্রিস্টানধর্মীর এখন - বাইবেল অপরিবর্তিত খোদার বাণী - এমন অসত্য দাবীর বিপদে পা রাখেন না।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১১:০৯ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

আকাশ কাঁপানো তথ্য। আপনার লেখার অপেক্ষায় থাকলাম ভাই।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১২:৫৩ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

এছাড়া যদি জানেন দুইটা আলাদা কী অর্থ দাঁড়াইলো সেইটাও দেন কাইন্ডলি।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৫:১৯ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,
এ পর্যন্ত শুনে আসছিলাম আমরা বর্তমানে উসমানের কোরান পড়া শুনা করছি। এটা তা হলে উসমানের কোরআন ও নয় ?কোরান তাহলে তো একের পর এক পরিবর্তন হতে হতে এ পর্যন্ত এসেছে। অথচ মাওলানা সাহেবদের প্রায়ই যোর দাবী শুনা যায়, এই কোরানের একটি বাক্য বা শব্দ তো দুরের কথা এর সামান্য একটা জের,যবর,নোক্তা ও কেয়ামত পর্যন্ত কারো পরিবর্তন করার ক্ষমতা নাই। “আল্লাহ পাক নিজেই কোরান রক্ষা করিবেন”কোরানের কোথাও নাকি আছে।
আর তা ছাড়া কোরানের নাকি ৭টি ভার্শন (স্থানীয় ভাষায়)হাদিছ দ্বারা অনুমোদিত আছে। ৭ রকমের ভার্শন অনুমোদিত থাকলে কোরানের অপরিবর্তনিয়তা তো এখানেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কি করে তাহলে কোরান অপরিবর্তন থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৭:০০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

> এটা তা হলে উসমানের কোরআন ও নয় ?

মোটেই নয়।

প্রথম শাসনকর্তা আবু বকর থেকে ওমর, উসমান, আলী হয়ে মুয়াবিয়ার শাসনকাল পর্যন্ত সময়ে, ধাপে ধাপে কোরান সংকলন কমিটি করে, যথেষ্ঠ সময় ও অর্থ ব্যয় করে, সীমাহীন মতানৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্কের মাধ্যমে, যথাসম্ভব ব্যাকরণগত ভুলসমুহ সংশোধন করে, প্রচুর দাড়ি, কমা, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য বিলুপ্ত ও সংযোজন করে, কোরানকে বর্তমান রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতো কিছুর পরেও ব্যাকরণগত ভুল, বস্তুজগতের স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী, পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কিছুই কোরানে রয়ে গেছে।

এখানে একটু দেখতে পারেন-

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৭:৪৯ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

প্রথম শাসনকর্তা আবু বকর থেকে ওমর, উসমান, আলী হয়ে মুয়াবিয়ার শাসনকাল পর্যন্ত সময়ে, ধাপে ধাপে কোরান সংকলন কমিটি করে, যথেষ্ঠ সময় ও অর্থ ব্যয় করে, সীমাহীন মতানৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্কের মাধ্যমে, যথাসম্ভব ব্যাকরণগত ভুলসমুহ সংশোধন করে, প্রচুর দাড়ি, কমা, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য বিলুপ্ত ও সংযোজন করে, কোরানকে বর্তমান রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোটি কোটি বৎসর আগে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত মানব জাতির একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান "কোরান" তা আবার মানুষের দ্বারাই সংসোধিত হতে হয় ? তার পরেও বর্তমানে অজস্র ভূল ভ্রান্তি থেকে যায়।
মাওলানা সাহেবদের দুই একটি ব্যকরনিক ভূল ধরিয়ে দিলে তাঁরা বলেন,কোরানের ব্যকরন কে সঠিক এবং মান সম্মত ধরে অন্য সব বিচার বিবেচনা করতে হবে।
যদি দেখানো হয় সেটা ধরতে গেলে ভাষার মেরুদন্ড ব্যকরন নষ্ট হয়ে ভাষার মুল যে উদ্দেশ্য "মনের ভাব প্রকাশ" তা এক এক স্থানে এক এক রকম এমনকি বিপরিত মুখি ও হয়ে যায় ,তা বাস্তব ক্ষেত্রে সুধু সমস্যাই সৃষ্টি করেনা অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক ও বটে।
তখন তাঁরা বলেন যেখানে যে অর্থ হলে সঠিক বলে বিবেচিত হয় সেখানে সেই ভাবে বুঝে নিতে হয়।
কত বড় মূর্খের ন্যায় কথা বার্তা !!

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:১০ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক, অতদুরে যাওয়ার দরকার নেই। বর্তমানে প্রচলিত হাফস ও ওয়ারশ ভার্ষানের দুই ধরনের কোরান পাওয়া যায় , দুটৈ কিং ফাহাদ কোরান কমপ্লেক্স থেকে ছাপা হয়- এদের ভিতরেও অনেক পার্থক্য আছে।

there is a marked differences between the
Hafs and Warsh in this area with quite a few "Y" and "T" or other dot/vowel changes as can
be seen in the examples below:

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:১২ অপরাহ্ণ
The truth of the matter however is that there are significant differences which cannot simply be waived away or ignored…

For example:

■ 2:125 in Hafs is وَاتَّخِذُوا "WatakhIzu" (You shall take) / In Warsh it is وَاتَّخَذُوا "WatakhAzu" (They have taken/made).

In 2:125 the subject being addressed is that of "Maqam Ibrahim". One version gives a command/order, while the other states a historical fact/observation.

■ 3:146 in Hafs is قاتل "Qatal" (Fought) / In Warsh it is قُتل "Qutil" (Were Killed).

In 3:146 the difference is between a prophet and those with him being killed, while in the other the difference only means that they fought by his side.

■ Verse counts for Hafs are 6236, while Warsh records 6214 (other versions record 6616, 6217, 6204, and 62262).

আরো অনেক আছে।

সাইফুল ইসলাম এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১০:১৭ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

কই কই কইয়াও আপনারে জিজ্ঞেস করা হয় নাই। ফারুক ভাই কি নামাজ পড়েন?

ফারুক এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১০:৩১ অপরাহ্ণ

@সাইফুল ইসলাম, নাস্তিকতা থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার পর থেকে , গত সাত বছরে ২/৩ ওয়াক্ত নামাজ মিস্ হয়েছে। নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরন করি।

সাইফুল ইসলাম এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১০:৩৯ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

সাধারন মুসল্লীরা যেমনে পড়ে অমনেই পড়েন , নাকি হাদিস অনলিদের জন্য আলাদা ব্যাবস্থা আছে কোরানে?

সাইফুল ইসলাম এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১০:৩৯ অপরাহ্ণ
@সাইফুল ইসলাম,
দুঃখিত। কোরান অনলি।

ফারুক এর জবাব:
জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ১১:৩২ অপরাহ্ণ
@সাইফুল ইসলাম, আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে যেটা উত্তম মনে হয় , সেভাবেই নামাজ পড়ি।

39:18 Those who listen to the Word, and follow the best of its application (in a given situation), such are the ones whom God has guided, and they are the ones endowed with insight. যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

17:36 And you shall not follow blindly any information of which you have no knowledge. (Using your faculties of perception and conception) you must verify it for yourself. In the Court of your Lord, you will be held accountable for your hearing, sight, and the faculty of reasoning. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১১:০৫ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

নাস্তিকতা থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান............

ভাই নাস্তিক হবার আগে কি মুসলমান ছিলেন ?

গোলাপ এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১:০৮ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

“আল্লাহ পাক নিজেই কোরান রক্ষা করিবেন”কোরানের কোথাও নাকি আছে।

দেখুন এখানে,
15:9 (সূরা হিজর-মক্কায়)
“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।”
75:16-17(সূরা আন-নযিআ’ত- মক্কায়)
“তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (17) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।”

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ২:১৭ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

15:9 (সূরা হিজর-মক্কায়)
“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।”
75:16-17(সূরা আন-নযিআ’ত- মক্কায়)
“তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (17) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আয়াত দুইটির সূত্র বেশ কিছু দিন ধরে খুজেও বের করতে পারি নাই। শেষ পর্যন্ত আপনি স্বত প্রনোদিত হয়ে আমার সমস্যাটা দূর করে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি save করে রাখব।

শামীম মিঠু এর জবাব:
জানুয়ারি ২৬, ২০১২ at ১২:১৫ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

“

15:9(সূরা হিজর-মক্কায়)
“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।”
75:16-17(সূরা আন-নযিআ’ত-মক্কায়)

“তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। (17) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।”

গোলাপ এবং আঃ হাকিম চাকলাদার এর জ্ঞাতার্থে বলছিঃ

৭৫ নং সূরা “আন-নযিয়াত” নয়, ৭৫ নং সূরা হলো সূরা “কেয়ামত”

উপররোক্ত ১৫ নং সূরা হিজর এর ৯ নং বাক্যর বঙ্গানুবাদটি পুরোপুরি সঠিক নয়।

“ইন্না-নাইনু নাযযলনায় যিকরা অইন্না-লাহু লাহা-ফুজুন” এর সঠিক বঙ্গানুবাদ হলোঃ

নিশ্চয় আমরা সংযোগ নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই হেফাজতকারীরূপে রহিয়াছি। (১৫ঃ৯)

ব্যাখ্যা ঃ- “জিকির” শব্দের অর্থ স্মরণ ও সংযোগ। “স্মরণ” হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণতি “সংযোগ” পর্যন্ত সকল অবস্থাকেই জিকির বলে। নিজ ক্ষoমতায় আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ লাভ করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের ব্যক্তিগণই কেবল মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই সংযোগের হেফাজত করা তাঁহাদেরই কাজ। অর্থাৎ তাহারই আল্লাহর সংযোগ দান করিয়া থাকেন এবং দান করার পর উক্ত সংযোগের হেফাজতও তাঁহারাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ মানুষের হইতে পারে না। সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা তাঁহাদেরই ক্ষoমতাধীন।

অপরপক্ষীয় লোকেরা “জিকির” শব্দটিকে “কোরান” অর্থে এবং “নাহনু” শব্দটিকে “আমি” অর্থে গ্রহণ করিয়া নিম্নরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকেঃ “নিশ্চই আমি (আল্লাহ) কোরান নাজিল করিয়াছি এবং উহার হেফাজতকারীও আমি”। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহারা বলিতে চাহেন যে কোন রাজ শক্তির সাধ্য নাই কোরানকে ব্যতিক্রম করিয়া প্রকাশ করিবার। তাঁহাদের নিকট ইহাই যদি বাক্যটির অর্থ হইয়া থাকে তবে তাঁহারাই আবার কেমন করিয়া বলীয়া থাকেন যে, পূর্ববর্তী আহলে কেতাবগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছে? আল্লাহ্ তখন সেগুলির হেফাজতকারী কেন হইলেন না? মানুষ কেমন করিয়া উহা বদল করিতে পারিল? অতএব, ভাষাগত শব্দার্থ বদলাইয়া “জিকির” শব্দটিকে কোরান বলিবার অধিকার তাহারা কোথায় পাইলেন? [“মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারণ” -সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি page no. 94]

সবাইকে ধন্যবাদ

গোলাপ এর জবাব:

জানুয়ারি ২৬, ২০১২ at ৮:০৭ পূর্বাহ্ণ

@শামীম মিঠু,

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ভুলটি ধরিয়ে দেয়ার জন্য। ৭৫ নং সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৯ নং সূরা আন-নযিআ’ত। ভুলটা অনিচ্ছাকৃত।ভাই, কুরানের সহি মানে কোনটা এটা নিয়ে ‘বাক-বিতণ্ডা” তো নতুন কোন খবর নয়। যে ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি তা হচ্ছে উক্ত অনুবাদটি

আমার নিজের নয়।

দেখুন এখানে:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(9 আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

Verily We: It is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur'ân) and surely, We will guard it (from corruption).

এবং এখানে:

015.009

YUSUFALI: We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from corruption).

PICKTHAL: Lo! We, even We, reveal the Reminder, and lo! We verily are its Guardian.

SHAKIR: Surely We have revealed the Reminder and We will most surely be its guardian.

আবারও ধন্যবাদ। ভাল থাকুন।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ at ৯:১৪ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

আমি আরবী পড়তে জানিনা। সুরাটির বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ করে দেয়া যাবে কি ?

16. 16

ডেথনাইট

জানুয়ারি ২৪, ২০১২ সময়: ৮:২২ অপরাহ্ণলিঙ্ক

কোথা থেকে এল আবার "জরথুস্থ্রবাদের" "জেন্দ আবেস্তা" থেকে এসেছে।তবে মনে রাখবেন, ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যের ৮০%-ই জাংক, ফেইক বা এমনকি ডাহা মিথ্যা। কোনো পিকিউলিয়ার তথ্য পেলে আগে যাচাই করে দেখুন। If it's too good to be true, it probably is.ধর্মের ইতিহাসও তাই।নইলে রৌরবদা এখনি তর্কের রিগোরাস তত্ত্ব আউরাবেন।

কাজী রহমান এর জবাব:

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১০:৫৫ পূর্বাহ্ণ

@ডেথনাইট,

বাহ মোখতাসারের মোখতাসার মন্তব্য। পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

17. 17

গোলাপ

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ১:১৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ কাজী রহমান,
কিছু দিন ধরে ব্যস্ত আছি, মুক্তমনায় নিয়মিত বসতে পারি নাই।
আজকেই আপনার লিখাটি দেখলাম।

*কাজী রহমান*এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১০:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনার লিঙ্কটা দিতে গিয়ে দেখি মন্তব্য ছাড়া আর কিছু নাই। অথচ আপনার কাছে দুনিয়ার রেফারেন্স।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

18. 18

বেয়াদপ পোলা

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ২:৩৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

নিজের অস্তিত্বের খোঁজ নাই আইছে কোরআন এর অস্তিত্বের সন্ধান দিতে, XXXX ।

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১০:৩৯ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

লেখকের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মন্তব্যের একটি শব্দ, যেটি বাংলায় গালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, মুছে দেওয়া হলো। মুক্তমনার নীতিমালার এই ধারাটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করছি যে, মুক্তমনার নীতিমালা অনুসরণ করে আপনি মন্তব্য করবেন।

৩.৫। মন্তব্যের মাধ্যমে বিতর্ক করার সময় একজন ব্লগার বিপক্ষ যুক্তি খন্ডনেই মনোযোগী হবেন , বিশেষণ প্রয়োগে (যেমন, ছাগু, ছাগল, পাগল, নির্বোধ, গাধা, শুয়োর, ইডিয়ট, রামছাগল প্রভৃতি) নয়। বিষয়বহির্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হলে মন্তব্য মুছে ফেলার অধিকার মুক্তমনা সংরক্ষণ করে। মন্তব্যকারীকেও সতর্ক করা হতে পারে।

এই মন্তব্যটি যেহেতু মডারেশনের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে , সে কারণে আমরাও এর আংশিক দায়ভার গ্রহণ করছি। লেখকের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি এবং সেই সাথে মন্তব্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা হবে , সে ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

কাজী রহমান এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১০:৫১ পূর্বাহ্ণ
@মুক্তমনা এডমিন,

অনেক ধন্যবাদ। মুক্তমনায় সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকুক।

বেয়াদপ পোলা এর জবাব:
জানুয়ারি ২৫, ২০১২ at ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ
মুক্তমনা এডমিন, আমি কিন্তু অনেক পোস্ট এ প্রায় দেখি (ছাগু, ছাগল, রামছাগল প্রভৃতি) অনেককে বলতে। আমাকে ও বলা হয়েছে অনেক পোস্ট এ এবং তাতে অনেকে উৎসাহিত ও দিছে, আমি যে শব্দটা লিখেসিলাম ওটা তো খুব কমন শব্দ বাংলা তে , উনার আপত্তি ক্যান হল বুঝলাম না , আমার মনে হয় উনার ওটাতে আপত্তি থাকার কথা ছিল না উনি যদি ওটা সত্যি এ না হত।

19. 19
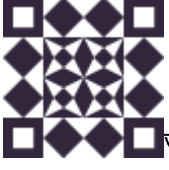
আঃ হাকিম চাকলাদার

জানুয়ারি ২৫, ২০১২ সময়: ৮:১৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনায় হাদিছ বিশেষজ্ঞের অভাব নাই। কেহ আমাকে নিম্ন বর্ণিত হাদছটির সূত্রটা দিতে পারেন ? হাদিছটিঃ

সূর্যকে ৭০ হাজার ফেরেস্তা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় সোনার নৌকায় করে। সূর্য রাত্রে আশের নিচে বসে জিকির করে, পুনরায় ভোরে পূর্বাকাশে দেখা দেয়।

হাদিছটি আমি অনেক আগে একজন মৌলবী সাহেবের মুখে শুনেছিলাম । আমি কিছু মাওলানা সাহেবদের সংগে হদিছটা লয়ে একটু আলাপ আলোচনা করতে ইচ্ছুক।কিন্ত চাক্ষুস সূত্র জানা না থাকলে তো আর আলাপ করা যায়না,এজন্য সূত্রটি আমার বিশেষ প্রয়োজন।

আবুল কাশেম এর জবাব:
জানুয়ারি ২৬, ২০১২ at ৪:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,
হুবুহু এই হাদিস আমি সহিহ সিত্তাতে দেখি নাই। সহিহ সিত্তা মানে ছয়টি সহি হাদিসের বই -যার মধ্যে বুখারী সবার উপরে।
মনে হয় আপনার উদ্ধৃত হাদিস অন্য কোন হাদিস বই থেকে নেওয়া। আপনি মাওলানা/মৌলভীদের জিজ্ঞাসা করুন।

তবে আমি নীচে বুখারী শরীফ থেকে একটা হাদিস দিলাম -যা সহি এবং যা নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এই হাদিসটা আপনার উদ্ধৃত হাদিসের মতই। এর অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।

৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন , একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন , সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে , কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি

দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে–যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের -

“(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সুর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।

এই ধরণের বেশ কিছু হাদিস আছে। আপাততঃ উপরে দেওয়া হাদিস আপনার মাওলানাকে দেখান -কী উত্তর পান তা জানার আগ্রহ রইল।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জানুয়ারি ২৬, ২০১২ at ৬:০২ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

ধন্যবাদ আপনাকে উক্ত হাদিছটির প্রায় সমান লিংকটা দেওয়ার জন্য। আজিজুল হকের বোখারীতেও ওটা দেখে নিলাম। আমি ছোট বেলায় আমাদের বাড়ীতে লজিং মাস্টার মৌলভী সাহেব (পার্শবর্তী একটি বড় মাদ্রাসার} এর মুখে ঐ হাদিছটি শুনতে পেতাম।

সম্ভবতঃ ওটা কোন তাফছীরেও থাকতে পারে। কোন কোন বাংলা পুস্তিকায় ও দেখেছি।

কখনো দৃস্টিগোচর হইলে জানাবেন।
ধন্যবাদ

20. 20

রাহাত
আগস্ট ১১, ২০১২ সময়: ৭:৪৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কুরাআন আগে যেমন ছিল, আখন ঠিক তেমনই আসে। তার প্রমান হল এর কন আয়াত আপ্নারা ভুল প্রমান করতে পারবেন্না। যাকির নায়াক আর কুরাআন নিয়া ভিডিও ডিভিডি দেক্তে পারেন। তাছারা আর বাহিরে প্রস্ন গুল কনো না কনো আলেম থিকই দিতে পারবে।

21. 21
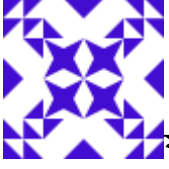
ফাহাদ আবদুল্লাহ
আগস্ট ১২, ২০১৩ সময়: ৪:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লেখায় কোন লজিক খুজে পেলাম না

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A7%80/posts/170042

কোরান নাজিল ও সংরক্ষনের ইতিবৃত্ত, পর্ব-১

তারিখঃ রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ১০:৫১

লিখেছেনঃ দেশ প্রেমিক

কোরান যে কিভাবে নাজিল হয়েছিল তা অনেকেই জানে না ঠিক মতো। অধিকাংশই এমন ভাব করে যেন মোহাম্মদের আল্লাহ একটা আস্ত কোরান সুন্দর করে বাধাই করে মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর সেকারনেই তারা দাবী করে গত ১৪০০ বছর ধরে কোরান রয়েছে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ। তাদের জ্ঞাতার্থে এ পোষ্ট আসলে কিভাবে কোরান নাজিল ও সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রথমেই কোরান নাজিল পর্ব।

প্রথমেই দেখা যাক নিচের হাদিস ---------------

আয়শা বর্ণিত- হুজুরে পাক এর নিকট প্রথমে যে ওহী আসত তা ছিল নিদ্রার মাঝে তার সত্য স্বপ্ন হিসাবে আসত, অত:পর তা দিবালোকের মত প্রকাশ পেত। এভাবে কিছুদিন চলবার পর তাঁর নিকট নির্জন যায়গা প্রিয় হয়ে উঠল, তাই তিনি হেরা গুহায় নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর সাথে কিছু খাবার নিয়ে যেতেন , তা ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজার নিকট ফিরে আসতেন আবার খাবার নিতে, এবং এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত হলো যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফিরিস্তা তার নিকট আসল, তাকে পড়তে বলল। নবী উত্তর দিলেন- আমি পড়তে পারি না। নবী আরও বললেন- ফেরেস্তা আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন তাতে আমার ভীষণ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। সে তখন আমাকে ছেড়ে দিল এবং আবার আমাকে পড়তে বলল, আমি আবার উত্তর দিলাম- আমি তো পড়তে পারি না। আবার সে আমাকে দ্বিতীয়বারের মত চেপে ধরল যা ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল, তারপর ছেড়ে দিল এবং বলল- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি মহিমাময় (তখন সূরা -৯৬: আলাক, ০১-০৩ নাজিল হলো)। হুজুরে পাক উক্ত আয়াতসমূহ হৃদয়ঙ্গম করত: বাড়ী ফিরে আসলেন ও তাঁর প্রচন্ড হৃদ কম্পন হচ্ছিল। তারপর তিনি খাদিজার নিকট গমন করলেন ও বললেন- আমাকে আবৃত কর, আবৃত কর। তাঁরা তাঁকে ততক্ষন পর্যন্ত আবৃত করে রাখলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তাঁর ভয় দুর হলো এবং এর পর তিনি সমস্ত বিষয় বিবৃত করলেন যা ঘটেছিল এবং বললেন - আমার আশংকা আমার উপর খারাপ কিছু ভর করেছে। খাদিজা উত্তর দিলেন- কখনো নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে অমর্যাদা করবেন না। আপনি বরং দুস্থ লোকজন ও গরীব আত্মীয় স্বজনদের সেবা

যত্ন করুন। অত:পর খাদিজা মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে তার পিতৃব্য পূত্র অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি অন্ধকার যুগের সময় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্রানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি ঠিকমতো দেখতে পেতেন না। খাদিজা তাকে বললেন- হে পিতৃব্যপূত্র ! তোমার ভ্রাতুষ্পূত্রের কথা শোনো। অরাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন - হে ভ্রাতুষ্পূত্র কি দেখেছ? হুজুর সমস্ত ঘটনা তার নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি সব শুনে তাঁকে বললেন , ইনি সেই রহস্যময় জিব্রাইল ফিরিস্তা যাকে আল্লাহ হযরত মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। .....কিছুদিন পর অরাকা মারা গেলেন ও ওহী আসাও কিছুদিন বন্দ রইল।
ইবনে শেহাব যহরী বলেন, আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন যে , জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ওহী বন্দ থাককালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুরে পাক এশাদ করেছেন, একদা আমি পথ চলবার কালে উর্ধ্ব দিকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে দেখলাম , হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসছিলেন , সেই ফিরিস্তা আসমান ও যমিনের মাঝখানে এক কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং বললাম আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক, আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- হে চাদরাবৃত ব্যাক্তি! ওঠ আর তুমি সতর্ক কর, আর তোমা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার কাপড় পবিত্র কর, অপবিত্রতা পরিহার কর। (৭৪:০১-০৫ আয়াত নাজিল হয়)। বুখারী, বই-১, হাদিস-৩

উক্ত হাদিস থেকে জানা গেল মুহাম্মদের নি কট প্রথমবার কিভাবে কুরানের আয়াত নাজিল হয়েছিল। কিন্তু উক্ত ঘটনা থেকে যে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হলো -

ক) ফেরেস্তা হলো বেহেস্তের জীব সে মুহাম্মদকে আলিঙ্গন করলে তার কষ্ট হবে কেন ? তার তো আনন্দ হওয়ার কথা।

খ) ফেরেস্তা একবারও বলে নি সে কে , কোথা থেকে আসছে , কি সে মুহাম্মদকে দিতে এসেছ। সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সত্য ধর্মের বানী নিয়ে আসল জিব্রাইল মুহাম্মদের কাছে যে নাকি সর্বশেষ নবি , সেই জীব্রাইল মুহাম্মদকে একটু চাপাচাপি করে ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই করল না বা বলল না ? এটা হয় কিভাবে ?

গ) আল্লাহর কাছ থেকে আসল যে জীব্রাইল , যে সব সময় বেহেস্তে থাকে , সে নিশ্চয়ই বিকট চেহারায় মুহাম্মদের নিকট আগমন করে নি , এসেছিল সুন্দর চেহারায় , বেহেসতি সে জীব দেখার পর মোহাম্মদের তো ভয় পাওয়ার কথা নয় । প্রথম দর্শনে যদি ভয় পায়ও , জিব্রাইল তো সাথে সাথে তার পরিচয় দিয়ে আশ্বস্থ করবে। তার কিছুই করল না জিব্রাইল। আর মুহাম্মদ এমন ভয় পেল যে এক পর্যায়ে তার গায়ে কম্পন শুরু হলো ও তার গায়ে জ্বর এসে গেল। এটা কিভাবে সম্ভব ?

ঘ) উক্ত হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে , মুহাম্মদ স্পষ্টত:ই ধারনা করেছে কোন অশুভ আত্মা যথা ভুত বা প্রেত তার ওপর ভর করেছে আর তাই সে আশংকা করছিল যে কোন খারাপ কিছু তার ওপর ভর করেছে যা সে তার স্ত্রী খাদিজাকে বলেছে। আল্লাহর দুত আসল মুহাম্মদের কাছে , অথচ মুহাম্মদ মনে করল সে হলো কোন অশুভ আত্মা। বেহেস্ত থেকে ফেরেস্তা এসে তার সাথে দেখা করলে এ ধরনের খারাপ ধারনা তার হবে কেন ? সেই কালে আরব দেশে অশুভ আত্মা বা ভুত প্রেত দ্বারা ভর করার বহু ঘটনা ঘটত। মুহাম্মদও ঠিক সেটাই ধারনা করেছিল। এটা কিভাবে সম্ভব ?

ঙ) প্রথম বার জিব্রাইলকে দেখে মুহাম্মদ ভয়ে কম্পমান হয়েছিল। অত:পর সে নিজে টের পায় নি যে সে নবি। এক কাফেরের কাছ থেকে তার সার্টিফিকেট নিতে হয়। অথচ সেই কাফের নওফেল বলল যে এই জিব্রাইল মুসার নিকট আসত । সে ছিল খৃষ্টান , সে বলে নি উক্ত জিব্রাইল ঈশা বা যীশুর কাছে আসত। তার অর্থ উক্ত ঈশা বা যীশুর নিজের কথাই ছিল আল্লার কথা ও যীশুর আত্মাই ছিল আল্লাহর আত্মা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে সে বিশ্বাস করত যীশুই আল্লাহ। এখন নওফেল জিব্রাইলের কথা বলা মাত্রই সেটা মুহাম্মদ লুফে নিল অথচ নওফেলের বাকী বিশ্বাস বা কথা সে বিশ্বাস না করে যীশুকে খুবই আজগুবি ও উদ্ভট ভাবে তার কোরানে একের পর এক বলে গেল , এটা কিভাবে সম্ভব ? এছাড়াও দেখা যাচ্ছে উক্ত নওফেল না বললে সে বুঝতেই পারত না যে সে নবি । দুনিয়ার শেষ নবি , সর্ব শ্রেষ্ট নবী টেরই পেল না সে নবি , বা জিব্রাইলও একবার বলল না সে নবি। এটা কি সন্দেহজনক নয় ?

চ) প্রথম বার মুহাম্মদ চিনতে পারেনি জিব্রাইলকে । আর সে কারনেই সে ভয় পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরে তো নওফেল বলেছিল সে কে। এরপর যখন দ্বিতীয়বার মু হাম্মদ আবার জিব্রাইলকে আকাশে দেখল তখনও কিভাবে মুহাম্মদ আবার ভয় পায় , তার গায় আবার জ্বর চলে আসে ও খাদিজাকে গায়ে কাপড় জড়াতে বলে।তখন তো সে জানতই উক্ত জন্তুটি কে। এটা কি খুব অদ্ভুত মনে হয় না ?

এ হলো সত্য ধর্ম ইসলামের কোরান নাজিলের সূত্রপাত।

মন্তব্যসমূহ

রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ১১:৪৬ তারিখে অনির্বাণ ব্যানার্জি বলেছেন

আপনার কলমের জোর আছে বেশ। আমি আপনার লেখা নিয়মিত পড়ি। খুব ভালো লাগে। সমৃদ্ধ হই। ব্যস্ততার কারণে সবসময় মন্তব্য লেখা হয়ে ওঠে না। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমি চাই আপনি আমার ব্লগেও লিখুন। নিয়মিত লিখুন। আমার খুব ভালো লাগবে। আমার ব্লগ ঋদ্ধ হবে। প্লিজ লিখুন। লিঙ্ক দিলাম : www.choroibeti-banglablog.blogspot.com এই লেখার সিরিজটি আমার ব্লগেও চাই ধারাবাহিকভাবেই।

রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ১২:৩২ তারিখে যুক্তিযুক্ত বলেছেন

সকলই ধান্দাবাজীরে ভাই। এজন্যইতো মুমিন মানেই ধান্দাবাজ।

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

অধ্যাপক, গবেষক, কবি, লেখক, কলিমিস্ট, ব্লগার এবং অনলাইন এ্যাকটিভিস্ট। মুক্তচিন্তার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। আন্তর্জাতিক পিয়ার রিভিউড জার্নালে অনেক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত।পিতা একজন নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধা।বড়ভাই থানার প্রথম মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং ম

রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ১৮:৫০ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

মানব জীবনে এমন কোন সমস্যা নাই যা এই স্বর্গীয় বানী কোরান সমাধান করে নাই। অতএব আমাদেরকে এই স্বর্গীয় গ্রন্থ খানিকে জোরালো ভাবে আকড়িয়ে ধরতে হবে। তাহলেই আমাদের সর্ববিধ উন্নতি সাধন হইবে।

বুধবার, ২৬/০৬/২০১৩ - ১৭:৪৪ তারিখে ভূত নগরের পেত্নী বলেছেন

দেশপ্রেমিক ভাই আপনার সাথে ফেবুতে যোগাযোগ করার উপায় বলবেন কি ?

বুধবার, ২৬/০৬/২০১৩ - ১৯:০৮ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

ভাই "ভূত নগরের পেত্নী",

শোনা যাচ্ছে "দেশ প্রেমিক" এর সমস্ত ID "আমার ব্লগ" বন্ধ করে দিয়েছে। একারণে তার পক্ষে আর আমার ব্লগে ঢুকা সম্ভব হচ্ছেনা। আর তিনি FACE BOOK ও ব্যবহার করেননা।

আপনি তার সংগে সাক্ষাৎ পেতে চাইলে আপনাকে "নবযুগে" (http://www.nabojug.com/) গিয়ে ACCOUNT ওপেন করতে হবে। তা করলেই তাকে পেয়ে যাবেন।

শুনেছি উনি ব্যক্তিগত ভাবে কারো সংগে যোগাযোগ করেননা।

ধন্যবাদ ভাই।

রবিবার, ২৩/০৬/২০১৩ - ০৪:০১ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছে

অনেক পরিশ্রম করে, অনেক ঘাটা ঘাটি করে, চমৎকার হাদিছ উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে। এটা পড়ে সত্যিই আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। আল্লাহ আপনাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাক।

বৃহঃ, ২৭/০৬/২০১৩ - ১৯:০৭ তারিখে উল্টো রাজা বলেছেন

দারুন লিখেছেন ভাই, কথাগুলো একেবারে ১০০% সত্য।
কিন্তু ভাই, এই ভূয়া হাদিস দিয়ে আপনি ইসলামকে অবমাননা করতে চাচ্ছেন !
এই হাদিস তো নবী বলেন নি। কি প্রমান আছে যে, এ ঘটনা সত্য !

'পবিত্র কুরআনে তো এমন কোন ঘটনা নেই '
উল্টো রাজা

বৃহঃ, ২৭/০৬/২০১৩ - ১৯:২২ তারিখে হাসিনুর বলেছেন

উলটো রাজা,
ভাই হাদীসটা সহিহ বুখারিতে আছে।

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত ------বিদ্রোহি কবি

সমাপ্ত

http://www.nabojug.com/posts/voboghure/397

আল্লাহর বানী কোরান নাজিল ও তা সংরক্ষনের ইতিহাস, পর্ব -১

রবি, 06/23/2013 - 16:18 তারিখে

লিখেছেন : ভবঘুরে

কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়েসে আল্লাহর বানী পাওয়া শুরু করল। কথিত আছে একদিন হেরা নামক গুহার মধ্যে সে বসেছিল এমন সময় অকস্মাৎ জিব্রাইল নামক এক ফেরেস্তা তার গুহার মধ্যে হাজির হয়ে তাকে কোন নোটিশ ছাড়াই বানী দেয়া শুরু করল যা পরে আল্লাহর বানী বা কোরান নামেই পরিচিতি পায়। ঘটনাটা দেখা যায় একটা বিরাট হাদিসে।

http://QuranerAlo.com

কিতাবুল ওহী ৫

أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَ فَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلٰى قَوْلِهٖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ وَأَبُوْ صَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ ۰

৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)........'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ "আমি বললাম, 'আমি পড়ি না।' তিনি বলেন ঃ তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম ঃ আমি তো পড়ি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়ি না।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব্ মহামহিমান্বিত।" (৯৬ ঃ ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত্ খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কখ্খনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কখ্খনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিল ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্ মূসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইন্তিকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

ইব্ন শিহাব (রা)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (৭৪ ঃ ১-৪)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ও আবূ সালেহ্ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইব্ন রাদ্দাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার فؤاده -এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

[٤] حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَ قَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اِسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ .

[৪] মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).......ইব্ন 'আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী ঃ 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না' (৭৫ ঃ ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট

সূত্র: সহি আল বুখারি, ১ম খন্ড, প্রকাশক: ইসলামিক একাডেমি বাংলাদেশ

উক্ত হাদিস থেকে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেমন -

১) যে জন্তু মুহাম্মদের কাছে আসল সে একবারও বলে নি সে কে , কেন বলে নি?

২) জিব্রাইল বেহেস্তী জীব হলে তার আলিঙ্গনে মুহাম্মদ ব্যথা পাবে কেন? তার তো বরং আনন্দ অনুভব করার কথা।

৩) আল্লাহ কি জিব্রাইলকে বলে দেয় নি যে, মুহাম্মদ লেখা পড়া জানে না? তা না হলে বার বার সে মুহাম্মদকে **পড় পড়** একথা বলবে কেন ? তার তো বলা উচিত ছিল **বল বল** এরকম।

৪) আর যদি পড়তেই বলবে, তাহলে জিব্রাইল কি কোন কিতাব মুহাম্মদের সামনে তুলে ধরেছিল ?

৫) জিব্রাইল কি কোন ভয়াবহ চেহারা নিয়ে মোহাম্মদের সামনে হাজির হয়েছিল যে মুহাম্মদ এমন ভয় পেয়েছিল যে তার গায়ে জ্বর এসে গেছিল? জিব্রাইল ফেরেস্তা হলে তো তার বিকট চেহারা থাকার কথা নয় যা দেখে মুহাম্মদ ভয় পাবে। সে ক্ষে ত্রে কি আসলেই জিব্রাইল নাকি অন্য কোন জীব যেমন ইবলিশ বা শয়তান মুহাম্মদের সামনে হাজির হয়েছিল যার চেহারা ছিল বিকট আর তাই মুহাম্মদ ভয় পেয়ে থর থর করে কাপছিল।

৬) ঘটনায় দেখা যাচ্ছে বেশ খানিক ক্ষন কথিত জিব্রাইল মুহাম্মদের সাথে কাটিয়েছিল , কিন্তু একবারও জিব্রাইল বলে নি সে কে, কোথা থেকে এসেছে আর কি জন্যেই বা এসেছে। তাহলে কিভাবে নিশ্চিত যে, উক্ত জন্তু শয়তান না হয়ে ফেরেস্তাই হবে? এরপর দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ বলছে, সে নিজ জীবনের আশংকা করছে, সেটা কেন? ফেরেস্তা কারও সাথে দেখা করলে জীবনের আশংকা করবে কেন? বরং তো আনন্দিত হওয়ার কথা। শয়তান বা ভূত-প্রেত বা অশুভ আত্মা কারও সামনে দেখা দিলেই জীবনের আশংকা করা যেতে পারে।

৭) মুহাম্মদ হলো আল্লাহর কথিত শেষ নবি , সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ নবি, তাকে কোনভাবেই জিব্রাইল বলে গেল না সে কে, এটা কেন? উক্ত জীবটি কে ছিল তা জানতে তাকে এক কাফের নওফেলের সার্টিফিকেট নিতে হয়। কিন্তু নওফেল যে বলেছিল উক্ত জীব হলো ফেরেস্তা সেটা কিভাবে আমরা নিশ্চিত হবো? সে যে উক্ত জীব যে শয়তান নয় সেটা কেন অসম্ভব নয়? এ ঘটনার পর হঠাৎ করে নওফেলের মৃত্যু তো সেটাই বরং সন্দেহজনক করে তোলে। সেই যুগে আরব দেশে ভুত প্রেতের আধিক্য ছিল, প্রায়ই মানুষকে ভুত প্রেতে ধরত। মুহাম্মদকে যে সেরকম ভাবে কোন ভুত প্রেতে ধরে নি তার নিশ্চয়তা কি?

৮) ধরা যাক, প্রথম বার মুহাম্মদ জিব্রাইলকে চিনতে পারে নি বলে ভয় পেয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বার তো সে সমস্যা ছিল না। ইতোমধ্যে সে জেনে গেছিল যে সে হলো আল্লাহর নবী ও উক্ত অদ্ভুত জন্তু হলো ফিরিস্তা। কিন্তু তার পরও দেখা যাচ্ছে তাকে দ্বিতীয়বার দেখে মুহাম্মদ আবারও ভয় পাচ্ছে ও গায়ে জ্বর চলে আসে, সেকারনে বাড়ী গিয়ে তার ওপর কাপড় চাপাতে বলে, এটা কি উদ্ভট নয়?

মন্তব্যসমূহ

কোরান তো মুহাম্মদ লেখে নি ।

মন্তব্য করেছেন THAHOSIN (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: বুধ, 07/17/2013 - 11:25).

কোরান তো মুহাম্মদ লেখে নি । তার মৃত্যর ৩দিন পর জানাযা ছাড়াই লাশ দাফন করা হয় । আলী, নবীকে কবরস্থ করে । খলিফা কে হবে,এই সংহাতে এই দুরাবস্থা । ৩য় খলিফা ওসমান যিনি মুহাম্মদের জামাই, তিনি তার একক ক্ষমতায় পছন্দ সই সূরা (২০০ থেকে ১১৬ টি) দিয়ে কোরান তৈরী করে । কোন মোল্লা মৌলভী মাওলানা এসব বিষয়ে ১টা কথাও বলে না । খলিফা ওসমান যিনি মুহাম্মদের জামাই,তিনি যে সমস্ত কোরান পুড়িয়ে ফেললেন সে বিষয়ে কোন মোল্লা মৌলভী মাওলানার আফসোস নেই ।

সমাপ্ত

http://www.chutrapata.com/blog/admin/25

কোরান সংকলন নিয়ে কিছু চুতরাপাতা

ফেব্রুয়ারি 12, 2012 - 4:48পূর্বাহ্ন – চুতরাপাতা

কোরান কে লিখেছে? কখন, কোথায়, কিভাবে, কেন? সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির ধর্ম মহান ইসলাম থাকতেও পৃথিবীতে এতসব অন্য ধর্ম কেন? ওরা আল্লা মানছে না কেন?
বাংলাদেশের মুসলমানদের মনে কখনো কখনো এই ধরনের প্রশ্ন জাগলেও এ নিয়ে কেউ খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে না কেউ, ভাবে খামোখা কি দরকার? অসুবিধা তো হচ্ছে না তেমন। বাংলাদেশের মুসলমান তো এত গোঁড়া মুসলিম না, যার ইচ্ছা হিজাব লাগায়, যার ইচ্ছা টুপি পরে, সুটবুট পরে, কোন অসুবিধা নেই। একজন সাধারণ মুসলমান , কারো সাতে পাঁচে নেই, চাকরি কিংবা ব্যাবসা করে, খায় দায়, গান গায়, জুম্মার দিনে জামাতে নামাজ পড়ে, সেজেগুজে বৈশাখী মেলায় যায়, রোজার মাসে রোজা রাখে, ঈদ চাঁদে নতুন জামাকাপড় কেনে, কেমন আছেন কেউ জানতে চাইলে আজকাল বলে আলহামদুলিল্লাহ। ঝামেলা নেই, চিন্তা নেই, ভালো আছে, বেশী কিছু জানার দরকারও নেই।
ইসলামকে প্রশ্ন করা যায়না, ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তবে ঈমান, বিশ্বাস বা আল্লা রসূলকে সত্য মেনে প্রশ্ন করা যায়। সংশয় মনের ভেতরে রেখে ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন? অসম্ভব। ঈমান যাবে, ঈমান নষ্ট হওয়া মানেই তো সব শেষ। তাই বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনে ধর্মচার জরুরী কিন্তু ধর্মজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতাই আদরণীয়।
কোথা থেকে এলো আজকের কোরান এবং হাদিস?
(ক) হযরত মোহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ খ্রিঃ) এর প্রায় ১৯ বছর পর আজকের কোরান লেখা হয়েছিলো বলে ধরা হয়।
(খ) হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর ইমাম বুখারীর হাদিস বই লেখা হয়েছিলো বলে ধরা হয়।
কোরানের সঙ্কলন কখন শুরু হয়েছে?
হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) এর ঠিক পরপরই সঙ্কলন নিয়ে হৈ চৈ এর শুরু। হজরত মোহাম্মদের জীবদ্দশাতেও একটি কোরান সঙ্কলিত হয়েছিল যা মুখ দেখিয়েছে খুব ক ম সময়ই। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর নব্য ইসলামী শক্তির নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর। খলিফা আবু বকরের (দায়িত্বকাল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ, বলা হয় বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়) নির্দেশে, সাহাবায়েক্বেরাম যায়েদ বিন সাবেতকে নেতা করে দায়িত্ব দেওয়া হয় কোরান সঙ্কলিত করার। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে একটি সঙ্কলন তৈরী করে এবং তা খলিফা আবু বকরকে দেয়। অন্যান্য কিছু সাহাবা, যেমন ইবনে মাসউদ, আলী বিন আবী তালেব, মুআবিয়া বিন আবী সুফিয়ান ও উবাই বিন কা'ব প্রমুখ রাও নিজ দায়িত্বে কিছু সঙ্কলন করে।
যায়েদ সঙ্কলিত কোরানই কি আজকের কোরান? এরপর কি হোল?
না, এটি নয়। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকরের মৃত্যুর পর আরব বিশ্বে ইসলামী শক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (দায়িত্বকাল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ, আততায়ীর হাতে

নিহত হয় বলে বলা হয়), যায়েদের করা সঙ্কলনটি এবার হজরত ওমর নিজের হেফাযতে রেখে দেয়। খলিফা ওমরের মৃত্যুর পর ওই সঙ্কলনটি অল্প কিছুদিনের জন্য তার মেয়ে হাফজা 'র হেফাজতে থাকে। আজকের মত হল কি করে?

তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (দায়িত্বকাল ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ, দলীয় কোন্দলে নিহত বলে কথিত), তৃতীয় এই খলিফা ক্ষমতায় বসেই কোরানের একাধিক সঙ্কলনের দ্বন্দ্বের ঝামেলার মুখোমুখি হয়ে যায়। তখন দেখা যায় যায়েদের কোরান সঙ্কলন , অন্যান্য সাহাবাদের কোরানের সঙ্কলন এবং অন্যান্য নানান সাহাবাদের দাবীকৃত মুখস্থ কোরানের আয়াত এ কে অন্যের সাথে মিলছে না। তিনি এসময় যায়েদের প্রথম সঙ্কলনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নতুন একটা সঙ্কলন করিয়ে নেন। কথিত আছে লোক দেখানো ভাবে তিনি কিছু কিছু নামকরা সাহাবাক্কেরাম ও ইসলামী পণ্ডিতদের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করে নতুন কোরানের কপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দে ন। অন্যসব সঙ্কলন পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন এই খলিফা (সুতরাং অমুসলমিনরা নয় বরং মুসলমান কর্তিক প্রথম কোরান পড়ানোর হয়) তৈরী হল আজকের কোরানের কথিত মূল সঙ্কলন , আনুমানিক ৬৫১ খৃষ্টাব্দে। মতভেদে অবশ্য বলা হয় আজকের কোরান আরো পূর্নাঙ্গ হয় প্রায় ৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে। আরো কজন মুসলিম শাসকের হাত ঘুরে, শত শত বছর ধরে আরো পরিবর্তিত হয়ে, হাতকপি, কাঠের ব্লককপি, ছাপাখানা প্রযুক্তি কপি এবং তারপর অনুবাদকবৃন্দের অনুবাদ কপিতে রূপান্তরিত হয়ে হল আজকের এই কোরান।

হজরত আলীর কোরান তা'হলে কোনটা?

ইসলামী সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (দায়িত্বকাল ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ, চরমপন্থীদের দ্বারা নিহত বলে কথিত), হজরত আলীর আমলেও হজরত ওসমানের সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক কোরান সর্বজন স্বীকৃত হয়নি। আজকের ইরাক অঞ্চলের ওই সব মুসলমানেরা ওসমানের এই সঙ্কলনটি প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। বলতে থাকে যে সেটির সাথে উব্বে ইবন মাসুদের মত সম্মানিত সাহাবাক্কেরামও একমত নন। খলিফা হয়ে হজরত আলীও ওসমানের সঙ্কলিত কোরানে অসংগতি ও ক্রমবিপত্তির কথা দৃঢ় ভাবে বলেন। এটি বদলে নতুন একটি সঙ্কলনের চেষ্টাও করেন , কিন্তু সেটি সর্বজন স্বীকৃত হয় না। মোটামুটি ভাবে ওসমা ন সঙ্কলনটিই তখন থেকে টিকে যায়। সুতরাং ডারউইনের বির্বতন বাদের থিওরির মতই একটি বির্বতনের ভিতর দিয়ে আজকের কোরান বর্তমান রুপ ধারন করেছে।কোরানের শুরুতে লিখা "আলিফ লাম-মিম- জালেকা কিতাবু ল্রাইবা ফি.... (ইহা এমন একটি কিতাব যাতে কোন ভুল নাই)" খুবই হাস্যকর।

ধার্মিকতা একটি মানসিক ব্যাধি। আসুন আমরা একে প্রতিরোধ করি

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/311

কুরান কি সত্যি বিশুদ্ধ ভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত ?

সোম, 04/15/2013 - 13:47 তারিখে লিখেছেন : বিদ্রোহী

আমরা সবাই জানি ও বিশ্বাস করি, অথবা বলা ভাল আমাদেরকে ছোট বেলা থেকে এটাই বলা হয়েছে ও শেখানো হয়েছে যে কুরান হলো আল্লাহর কিতাব যা গত ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে যাতে কোন ভুল নেই। পৃথিবীতে কুরানই একমাত্র কিতাব যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত। আল্লাহ ঠিক যেমন ভাবে আমাদের নবীর কাছে কোরানের বানী পাঠিয়েছিলেন , বর্তমান কুরান হুবহু সেভাবেই সংকলিত ও সংরক্ষিত। সামান্য কোন ভুল বা বিকৃতি নেই। কিন্তু আসলেই বিষয়টি কি?

কুরানের সব চাইতে বড় তাফসিরকার হলেন ইবনে কাথির। যার ব্যখ্যা হলো সর্বজন গ্রাহ্য ও যিনি আজ থেকে প্রায় সাতশত বছর আগে কুরানের তাফসির করে গেছেন। আর তাই তার তাফসিরে কোন রকম অসৎ উদ্দেশ্রপ্রনোদিত বাক্য নেই বলে ধরা হয়। বা তিনি কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুরানের কোন বানীকে বিকৃত করেন নি বলে মনে করা হয়। আধুনিক অনেক তফসিরকারের মধ্যে দেখা যায় যে তারা কুরানের কোন বানীর প্রকৃত অর্থকে আড়াল করে ভিন্ন রকম অর্থ প্রদান করার চেষ্টা করেন কারন তাদের কাছে মনে হয় প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয়ে পড়লে তাতে কুরান ও ইসলামের ভিন্ন রকম নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে আর তাই তারা এ অপচেষ্টাটি করে থাকেন। যাহোক তার তাফসির থেকেই দেখি কুরান আসলেই সঠিকভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত কি না। সূরা আহযাবের প্রারম্ভিক তাফসিরে তিনি বলেছেন-

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হযরত যির (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন- সূরায়ে আহযাবে কতটি আয়াত গণনা করা হয় ? তিনি উত্তর দিলেন- তিয়াত্তরটি।তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন- না না, আমি তো দেখেছি সূরাটি সূরা বাকারার প্রায় সমান ছিল। এই সূরার মধ্যে আমরা নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করতাম -

বুড়ো বুড়ি যদি ব্যাভিচার করে তাহলে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে ফেল , এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালি ও বিজ্ঞানময়।- এর দ্বারা জানা যায় যে - এ সূরার কতকগুলি আয়াত আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে বাতিল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। (পৃষ্ঠা নং-৭৩৩, ১৫শ খন্ড, তাফসির ইবনে কাসির, অনুবাদ : ড, মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি, আরবি ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।)

অনলাইনে এ বাংলা তাফসির পাওয়া যাবে এখানে, http://www.quraneralo.com/tafsir/

আমরা জানি সূরা বাকারাতে আছে ২৮৬ টি আয়াত। তাহলে নবির আমলে সূরা আহযাবেও ছিল প্রায় ২৮৬টি আয়াত। কিন্তু এ সূরাতে বর্তমানে আছে মাত্র ৭৩ টি আয়াত। তাহলে বাকি ২৮৬-৭৩= ২১৩টি আয়াত সূরা আহযাবে সংকলিত হয় নি। তাফসিরে বলা হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশে এই আয়াতগুলো বাতিল/রহিত হয়ে গেছে। তাহলে প্রশ্ন - সেই বাতিল কারি আয়াত কুরানে কোথায় ? কারন আল্লাহই কিন্তু কুরানে বলেছে -

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? সূরা বাকারা ২:১০৬

দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মাঝে মাঝে নানা আয়াত বাতিল করে দেয়। কিন্তু তার পরিবর্তে সাথে সাথে তার চেয়ে উত্তম আয়াত নাজিল করে। এখন প্রশ্ন হলো উক্ত যে ২১৩টি আয়াত সূরা আহযাব থেকে আল্লাহ বাতিল করে দিল, তার পরিবর্তে কোন কোন আয়াত নাজিল করেছিল? বিষয়টি ইবনে কাথিরের কাছেও রহস্যজনক মনে হয় কারন তিনি নিজেও উক্ত আয়াত সমূহের পরিবর্তে নুতন কোন আয়াত দেখতে পান নি, তাই তিনি সে বিষয়টা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে বলছেন- **এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।**

কিন্তু মুস্কিল হলো ইসলামি স্কলার বা মোল্লা মৌলভীরা তো বিষয়টা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয় না , বরং খুব উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে - আল্লাহর কাছ থেকে নবি যে বানী পেয়েছিলেন তা হুবহু বর্তমান কুরানে লিপিবদ্ধ আছে ও তা সম্পূর্ন বিশুদ্ধ অবস্থায় আছে। উক্ত তাফসিরে আরও দেখা যাচ্ছে যে কুরানে একটা আয়াত ছিল যা মোতাবেক ব্যাভিচারের শাস্তি ছিল পাথর ছুড়ে অপরাধীদেরকে হত্যা করে ফেলা। বর্তমান কুরানে কিন্তু সেই আয়াতটিও নেই। অথচ উক্ত বিধান অনুযায়ী এখনও অনেক মুসলিম দেশে যেমন - সুদান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব ইত্যদিতে ব্যাভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়।

তাহলে আমার প্রশ্ন- কোন যুক্তিতে ইসলামি পন্ডিতরা দাবী করে যে , দুনিয়াতে কোরানই একমাত্র বিশুদ্ধ গ্রন্থ যাতে কোন সংযোজন, বিযোজন বা পরিবর্তন নেই, আল্লাহ যে বানীসমূহ নবির কাছে পাঠিয়েছিলেন হুবহু সেগুলোই অবিকৃত আকারে কুরানে সংকলিত ও সংরক্ষিত আছে ?

মন্তব্যসমূহ

শোন মিয়া , দুই দিনের ফকির হয়ে

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: সোম, 04/15/2013 - 21:34).

শোন মিয়া , দুই দিনের ফকির হয়ে ভাতেরে কও অন্ন ? তুমি কোরানের কি বোঝ ? আল্লাহ বলছে - আমি কোরান নাজিলকারি , আমিই কোরান সংরক্ষন কারী, আর তাই কোরানে কোন ভুল নাই , বর্তমান কোরান সেই ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত আছে ও কেয়ামত তক অপরিবর্তিত থাকবে।

ঐ ব্যাটা ইবনে কাথির অবশ্যই ইহুদি ছিল মনে হয়। তাই লোকটা বানিয়ে বানিয়ে এমন কিছু কথাবার্তা তার তাফসিরে ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে মানুষ কোরান নিয়ে সংশয়ে পড়ে। এটা ছিল তার একটা সূক্ষ্ম চাল ও ইহুদিদের ষড়যন্ত্র। এতদিন সেটা বোঝা যায় নি , কারন এসব তাফসির গণভাবে সাধারন মানুষের নজরে আসে নি। তাই আমরা এইসব ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কোন লোকের কিতাবকে মানি না। আমরা মানি শুধুই কোরানকে । আর তুমি দুইদিন অনলাইনে ঘুরে বিশাল ইসলামি স্কলার সেজে বসে আছ ? এত দু:সাহস তোমার যে তুমি কোরানের ভুল ধর ? তোমার কি মরনের ভয় নাই ? দোজখের আগুনের ভয় নাই? এখনও সময় আছে , তওবা করে ভাল হয়ে যাও। নইলে কিন্তু খবর আছে ।

<u>অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে আসল</u>

মন্তব্য করেছেন আবুল কাশেম (তারিখ: মঙ্গল, 04/16/2013 - 03:04).

অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে যে আসল কোরানের অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। তাই আবু বকর যায়েদের দ্বারা কোরান সংকলন করে তা নবীজীর স্ত্রী ও খলীফা উমরের কন্যা হাফসার গৃহে রেখে দেন ।

পরে খলীফা উসমান হাফসার কোরান ধার নিয়ে অন্য আর একটা কোরান সংকলন করেন এবং হাফসার কোরান তাকে ফেরত দিয়ে দেন। হাফসা মারা গেলে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর হাফসার কোরান খলীফা মারওয়ানকে দিয়ে দেন। খলীফা মারওয়ান হাফসার কোরান টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে টুকরো গুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এই ভাবে আসল কোরানের শেষ চিহ্নটুকুও খলীফা মারওয়ান নিশ্চিহ্ন করে দেন ।

বিবি আয়েশাও দাবী করেন যে তাঁর একটা নিজস্ব কোরান ছিল, আলী বলতেন তাঁর কাছেও একটা কোরান ছিল। এ ছাড়াও আরও অনেকের কাছে নিজস্ব কোরান ছিল। এই সব কোরান যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছিল--তা নিয়ে প্রচুর হাদীস আছে।

তাই, আজ ইসলামী জগত যে কোরান অধ্যায়ন করছে তা যে বিশুদ্ধ, আসল, নবীজীর কোরান তা একেবারেই সত্যি নয়। আমরা এর যথার্থ প্রমাণ ইসলামের মৌলিক সূত্র থেকেই দিতে পারি ।

আপনার লেখাটি খুবই দরকারি ছিল।

<u>সমাপ্ত</u>

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/329

কোরআন সংকলন (পর্ব ১)

শুক্র, 05/03/2013 - 17:39 তারিখে

লিখেছেন : বিদ্রোহী

সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের মধ্যে যে কত বিভাগ উপ -বিভাগ আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। মোটা দাগে প্রধানত: চারটি। বিভাগ - সুন্নি, শিয়া, আহমাদিয়া ও সুফি। সুন্নিদের মধ্যে মূল ৪টি মাজহাব যেমন - হানাফি, হাম্বলি, শাফাঈ, মালিকি থাকলেও এদের মধ্যে আবার অসংখ্য উপ-বিভাগ আছে। যেমন - সালাফি, তাবলিগি, মারেফতি, মাইজভান্ডারি, পীর বাদ আর তাদের দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইসলামি দল ও সংগঠন। যেমন - মুসলিম ব্রাদারহুড, জামাত ইসলাম, আল কায়েদা, তালেবান, জে এম বি, হেফাজতে ইসলাম, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, খেলাফত মজলিস, তাহরিক ইসলাম, আহলে হাদিস ইত্যাদি হরেক রকম দল। প্রশ্ন উঠতে পারে - এত বিভাগ ও উপ-বিভাগ কেন? নানা জনে নানা উত্তর দিলেও, আসল উত্তরটা হবে - কুরান ও সুন্নাহ-কে যে যেভাবে বুঝতে পেরেছে সে সেই ভাবে একটা আদর্শ স্থাপন করেছে। একটা উদারহন দিলে বিষয়টা পরিস্কার হবে।

যেমন বাংলাদেশে তাবলিগ জামাত অনুসরন করে নবির মাক্কি ইসলাম অর্থাৎ যে ইসলাম নবি তার প্রাথমিক যুগে মক্কাতে প্রচার করেছিলেন যার বানীর মূল ভাবই ছিল দাওয়াত ও শান্তি। নবি যখন মক্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম প্রচার করতেন, তখন তিনি ছিলেন খুব দুর্বল, অনুসারী তেমন ছিল না তাই তার তখনকার বানীর মধ্যে শান্তির ও দাওয়াতের কথাই ছিল মূখ্য। পক্ষান্তরে তিনি মদিনাতে গিয়ে যখন একজন শক্তিশালি শাসকে পরিণত হলেন তখন তার শান্তির ও দাওয়াতের বানী পরিবর্তিত হয়ে জিহাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিতে রূপ নেয়, আর তখনকার প্রচারিত ইসলামকে মাদানি ইসলাম বলা যায়। তালেবান, আল কায়েদা, লস্কর ই তৈয়বা, বাংলাদেশে জেএমবি, আহলে হাদিস, কোন কোন ক্ষেত্রে জামাত ইসলাম এই মাদানি ইসলামকে অনুসরন করে।

ইসলামকে বুঝতে হলে তাই সর্বপ্রথম নবির জীবনী ভালভাবে জানতে হবে। তার যে দুই পরিস্থিতিতে দুই রকম জীবন ছিল সেটা প্রথমে বু ঝতে হবে। ইসলামের বানীর মধ্যে দুই পরিস্থিতির প্রভাব যে অত্যন্ত প্রবল সেটা জানাও ইসলাম বোঝার জন্যে জরুরী যেটা পূর্বেই বলা হয়েছে। একটা উদারহন দিলেই বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে:

আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। সূরা - আ'রফ- ০৭: ১৮৮ (মক্কায় অবতীর্ণ)
তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন।সূরা - হুদ-১১: ১২ (মক্কায় অবতীর্ণ)
আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক হয়েছে।সূরা -রাদ-১৩:০৭ (মক্কায় অবতীর্ণ)

আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। সূরা - আনকাবুত ২৯:৫০ (মক্কায় অবতীর্ণ)
বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী। সূরা -হজ্জ ২২:৪৯(মদিনায় অবতীর্ণ)
বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।সূরা-ছোয়াদ-৩৮:৬৫ (মক্কায় অবতীর্ণ)

উপরে ছয় টি আয়াত আছে যাতে খুব পরিস্কারভাবে বলা হচ্ছে নবি শুধুই একজন সতর্ককারী মাত্র। অর্থাৎ তার কাজ হলো আল্লাহর বানী প্রচার করে বিপথগামী মানুষকে সতর্ক করে দেয়া। অত:পর যে কেউ সেটা গ্রহন করতে পারে, না হলে নাও গ্রহন করতে পারে, এটা যার যার ইচ্ছা খুশির ব্যপার আর সেটাও বলা হচ্ছে নিচের আয়াতে:

তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সূরা কাফিরুন -১০৯: ০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)

এখন খেয়াল করতে হবে উক্ত মোট ৭ টি আয়াতের ১ টি বাদে বাকি সবগুলোই কিন্তু মক্কাতে নাজিল হয়েছিল অর্থাৎ এগুলি নাজিল হয়েছিল নবির ইসলাম প্রচারের একেবারে প্রাথমিক যুগে। আর এটাই কিন্তু এখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামকে বুঝতে। বোঝাই যায় - নবি মক্কাতে দুর্বল ছিলেন তার কোন লোকবল ছিল না, সঙ্গত কারনেই তার সতর্ককারীর ভূমিকা নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মক্কায় নাজিল হওয়া কোন সূরাতেই তাই জিহাদের কথাবার্তা নেই। অথচ এই মক্কাতেই কিন্তু কুরানের সিংহভাগ সূরা নাজিল হয়েছে। কুরানের মোট ১১৪ টি সূরার ৮৬ টি-ই নাজিল হয়েছে মক্কাতে। কুরানের যে কিছু দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিক দেখা যায় তার সবই এই মাক্কি সূরাগুলোতে যদিও সেগুলো মূলত বাইবেল থেকেই এসেছে।

এভাবে দীর্ঘ দশ বছর তিনি মক্কাতে শান্তিপূর্ণ ও দাওয়াতী ইসলাম প্রচার করেছেন , কিন্তু কুরাইশরা তার ইসলাম গ্রহন করে নি। দশ বছর পর হঠাৎ করে ছয় মাসের মাথায় তার চাচা আবু তালিব ও তার স্ত্রী খাদিজা মারা যান। উভয়েই তাকে মক্কাতে আশ্রয় ও সমর্থন দিতেন। তারা মারা যাওয়াতে, আশ্রয় ও সমর্থনহীন হয়ে নবির মক্কাতে জীবন ধারন কঠিন হয়ে পড়ল। আগেই কিছু সংখ্যক মুসলমান মদিনাতে হিজরত করেছিল, তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন ও তারা সবাই নবিকে মদিনায় চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। নবি সাথে সাথে রাজী হলেন না , কিন্তু অবশেষে মক্কায় ইসলামের কোন ভবিষ্যত দেখতে না পেয়ে তিনি মদিনাতে হিজরত করলেন। মদিনাতে যাওয়ার আগেই মক্কাতে সূরা বাক্কারা নাজিল শুরু হয়ে গেছিল। মদিনাতে গিয়েও সেটা নাজিল হতে থাকল ও এক পর্যায়ে সমাপ্ত হলো, যদিও কুরানে সূরা বাকারাকে মাদানি সূরা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মদিনাতে যাওয়ার সাথে সাথেই সেখানে তিনি সেখানকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসতে পারেন নি। কারন সেখানে বেশ কিছু ইহুদি ও খৃষ্টান ছিল। তারা তাকে নবি হিসাবে মেনে নেয় নি। আর তাই দেখা যায় তার মদিনা জীবনের প্রারম্ভেই নাজিল হয় নিচের শান্তির আয়াত:

দ্বীন নিয়ে জবরদস্তি নেই। সূরা বাকারা -০২: ২৫৬

অর্থাৎ উক্ত আয়াত নাজিল হয় ইহুদি ও খৃষ্টানদের সাথে একটা সহাবস্থান করার জন্যে কারন তখনও তারা মদিনাতে বেশ প্রভাবশালি ছিল যদিও তারা বাদে মদিনার পৌত্তলিকরা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এভাবে তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে মদিনায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করতে ও মদিনাবাসীকে একত্র করে শক্তিশালী করতে থাকেন ও নিজেকে একজন নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যরকম শক্তিশালি নেতা হয়ে গেলেনে এবং অত:পর তার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত

আয়াত ও নিজেকে সতর্ককারীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার আয়াত নাজিলের সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। এর পর কি আয়াত নাজিল হয় তা একটু দেখা যাক:

আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা বা ক্বারা -২:১৯০ (মদিনায় অবতীর্ণ)
আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। সূরা বাক্বারা -২:১৯১(মদিনায় অবতীর্ণ)
আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই , কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)। সূরা বাক্বারা -২:১৯৩ (মদিনায় অবতীর্ণ)

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। সূরা বাক্বারা -২:১৯৪(মদিনায় অবতীর্ণ)
সুতরাং দেখা যাচ্ছে **তোমার ধর্ম তোমার কাছে বা দ্বীন নিয়ে বাড়া বাড়ি নাই বা আমি একজন সতর্ককারী মাত্র** এরকম অবস্থা থেকে নবির বিবর্তন ঘটে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে। অনেকটা রাতারাতি শান্তি ও দাওয়াতের বানী হাওয়া হয়ে গেছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে নবির মদিনায় হিজরত করে সেখানে শক্তি সঞ্চয়ের পর। মদিনায় নাজিল হওয়া সূরা গুলোর মূল প্রতিপাদ্যই হলো - জিহাদ, যুদ্ধ, হত্যা, গণিমতের মালামাল বন্টন এইসব, এখানে তেমন কোন আয়াত পাওয়া যাবে না যা আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ভাব যুক্ত। একথা বহুল ভাবে প্রচলিত যে মক্কায় কুরাইশরা নবিকে অনেক অসম্মান ও অত্যাচার করত, কিন্তু তখন আল্লাহ কখনই এ ধরনের লড়াই করার বা হত্যা করার আয়াত নাজিল করে নি। তখন এ ধরনের আয়াত নাজিল করলে কি আল্লাহ তখন নবিকে রক্ষা করতে পারত না? আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতাশালি, নিশ্চয়ই নবিকে সামান্য কুরাইশদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু তারপরেও এ ধরনের আয়াত তখন আল্লাহ নবির কাছে নাজিল করে নি। বিষয়টা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানতে এ বিষয়টা সব সময় মাথায় রাখতে হবে।
আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই সব সময় মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে যে কুরান আমরা দেখি তাতে কিন্তু সময় ক্রম অনুযায়ী সূরা সমূহ সংকলন বা সন্নিবেশ করা হয় নি। ঠিক সেকারনে এ কুরান পড়ে ইসলামের এ বিবর্তন সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। ইসলামের বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে হলে প্রথমেই কুরানের সূরাগুলোকে নাজিলের সময়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে। তাহলে অনেক বিষয় খুব সহজেই পরিস্কার হয়ে যাবে। এখানে সূরা সমূহের সময়ক্রম অনুযায়ী তালিকা দেয়া হলো:

Quran Verses in Chronological Order

Chronological Order	Sooreh Name		Verses	Revelation	Traditional Order
1	Alaq	(Al-)	19	Mecca	96
2	Qalam	(Al-)	52	Mecca	68
3	Muzammil	(Al-)	20	Mecca	73
4	Mudathir	(Al-)	56	Mecca	74
5	Fatehah		7	Mecca	1
6	Masad	(Al-)	5	Mecca	111
7	Takwir	(Al-)	29	Mecca	81
8	A'la	(Al-)	19	Mecca	87
9	Leyl	(Al-)	21	Mecca	92
10	Fajr	(Al-)	30	Mecca	89
11	Dhuha	(Al-)	11	Mecca	93
12	Sharh	(Al-)	8	Mecca	94
13	Asr	(Al-)	3	Mecca	103
14	Aadiyat	(Al-)	11	Mecca	100
15	Kauthar	(Al-)	3	Mecca	108
16	Takathur	(Al-)	8	Mecca	102
17	Ma'un	(Al-)	7	Mecca	107
18	Kafirun	(Al-)	6	Mecca	109
19	Fil	(Al-)	5	Mecca	105
20	Falaq	(Al-)	5	Mecca	113
21	Nas	(Al-)	6	Mecca	114
22	Ikhlas	(Al-)	4	Mecca	112
23	Najm	(Al-)	62	Mecca	53
24	Abasa		42	Mecca	80
25	Qadr	(Al-)	5	Mecca	97
26	Shams	(Al-)	15	Mecca	91
27	Bhruj	(Al-)	22	Mecca	85
28	Tin	(Al-)	8	Mecca	95
29	Qureysh		4	Mecca	106
30	Qariah	(Al-)	11	Mecca	101
31	Qiyamah	(Al-)	40	Mecca	75
32	Humazah	(Al-)	9	Mecca	104
33	Mursalat	(Al-)	50	Mecca	77
34	Q'af		45	Mecca	50

35	Balad	(Al-)	20	Mecca	90
36	Tariq	(Al-)	17	Mecca	86
37	Qamr	(Al-)	55	Mecca	54
38	Sad		88	Mecca	38
39	A'Raf	(Al-)	206	Mecca	7
40	Jnn	(Al-)	28	Mecca	72
41	Ya'sin		83	Mecca	36
42	Farqan	(Al-)	77	Mecca	25
43	Fatir		45	Mecca	35
44	Maryam		98	Mecca	19
45	Ta	Ha	135	Mecca	20
46	Waqiah	(Al-)	96	Mecca	56
47	Shuara	(Al-)	226	Mecca	26
48	Naml	(Al-)	93	Mecca	27
49	Qasas	(Al-)	88	Mecca	28
50	Israa	(Al-)	111	Mecca	17
51	Yunus		109	Mecca	19
52	Hud		123	Mecca	11
53	Yousuf		111	Mecca	12
54	Hijr	(Al-)	99	Mecca	15
55	Ana'm	(Al-)	165	Mecca	6
56	Saffat	(Al-)	182	Mecca	37
57	Luqman		34	Mecca	31
58	Saba		54	Mecca	34
59	Zamar	(Al-)	75	Mecca	39
60	Ghafer		85	Mecca	40
61	Fazilat		54	Mecca	41
62	Shura	(Al-)	53	Mecca	42
63	Zukhruf	(Al-)	89	Mecca	43
64	Dukhan	(Al-)	59	Mecca	44
65	Jathiyah	(Al-)	37	Mecca	45
66	Ahqaf	(Al-)	35	Mecca	46
67	Dhariyat	(Al-)	60	Mecca	51
68	Ghashiya	(Al-)	26	Mecca	88
69	Kahf	(Al-)	110	Mecca	18
70	Nahl	(Al-)	128	Mecca	16
71	Noah		28	Mecca	71

72	Ibhrahim		52	Mecca	14
73	Anbiya	(Al-)	112	Mecca	21
74	Muminun	(Al-)	118	Mecca	23
75	Sajdah	(Al-)	30	Mecca	32
76	Tur	(Al-)	49	Mecca	52
77	Mulk	(Al-)	30	Mecca	67
78	Haqqah	(Al-)	52	Mecca	69
79	Maarij	(Al-)	44	Mecca	70
80	Naba	(Al-)	40	Mecca	78
81	Naziat	(Al-)	46	Mecca	79
82	Infitar	(Al-)	19	Mecca	82
83	Inshiqaq	(Al-)	25	Mecca	84
84	Rum	(Al-)	60	Mecca	30
85	Ankabut	(Al-)	69	Mecca	29
86	Motafefin	(Al-)	36	Mecca	83
87	Baqarah	(Al-)	286	Madina	2
88	Anfal	(Al-)	75	Madina	8
89	Imran	(Al-)	200	Madina	3
90	Ahzab	(Al-)	73	Madina	33
91	Mumtahana	(Al-)	13	Madina	60
92	Nisa	(Al-)	176	Madina	4
93	Zilzaleh	(Al-)	8	Madina	99
94	Hadid	(Al-)	29	Madina	57
95	Muhammad		38	Madina	47
96	Ra'd	(Al-)	43	Madina	13
97	Rahman	(Al-)	78	Madina	55
98	Ensan	(Al-)	31	Madina	76
99	Talaq	(Al-)	12	Madina	65
100	Beyinnah	(Al-)	8	Madina	98
101	Hashr	(Al-)	24	Madina	59
102	Nur	(Al-)	64	Madina	24
103	Hajj	(Al-)	78	Madina	22
104	Munafiqun	(Al-)	11	Madina	63
105	Mujadila	(Al-)	22	Madina	58
106	Hujurat	(Al-)	18	Madina	49
107	Tahrim	(Al-)	12	Madina	66
108	Taghabun	(Al-)	18	Madina	64

109	Saff	(Al-)	14	Madina	61
110	Jumah	(Al-)	11	Madina	62
111	Fath	(Al-)	29	Madina	48
112	Maidah	(Al-)	120	Madina	5
113	Taubah	(Al-)	129	Madina	9

114 Nasr (Al-) 3 Madina 110

সূত্র :http://www.qran.org/q-chrono.htm

ইসলামে বিভিন্ন গ্রুপ , উপ গ্রুপ সৃষ্টির কারনও মূলত ইসলামের এই বিবর্তন। বিবর্তনের পর্যায়ে যে অংশটুকু এক দলের ভাল লাগে তারা তার ওপর ভিত্তি করে একটা দর্শন তৈরী করে সেটার ভিত্তিতে একটা গ্রুপ তৈরী করে। বিভিন্ন গ্রুপের বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ভাল লাগার কারন হলো দুনিয়ার বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। এ ব্যপারে বিস্তারিত আলোচনা পরের পর্বে করা হবে।

মন্তব্যসমূহ

"সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শুক্র, 05/03/2013 - 18:05).

"সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের মধ্যে যে কত বিভাগ উপ -বিভাগ আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। মোটা দাগে প্রধানত: চারটি। বিভাগ - সুন্নি, শিয়া, আহমাদিয়া ও সুফি। সুন্নিদের মধ্যে মূল ৪টি মাজহাব যেমন - হানাফি, হাম্বলি, শাফাঈ, মালিকি থাকলেও এদের মধ্যে আবার অসংখ্য উপ-বিভাগ আছে। যেমন - সালাফি, তাবলিগি, মারেফতি, মাইজভান্ডারি, পীর বাদ আর তাদের দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইসলামি দল ও সংগঠন।"

একই বাক্যাংশ ২ বার কেন? একাংশ কেটে দেওয়া যেতে পারে।

ইসলামে বিভিন্ন গ্রুপ , উপ

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শুক্র, 05/03/2013 - 20:13).

ইসলামে বিভিন্ন গ্রুপ , উপ গ্রুপ সৃষ্টির কারনও মূলত ইসলামের এই বিবর্তন। বিবর্তনের পর্যায়ে যে অংশটুকু এক দলের ভাল লাগে তারা তার ওপর ভিত্তি করে একটা দর্শন তৈরী করে সেটার ভিত্তিতে একটা গ্রুপ তৈরী করে। বিভিন্ন গ্রুপের বিচ্ছিন্ন অংশটুকু ভাল লাগার কারন হলো দুনিয়ার বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। এ ব্যপারে বিস্তারিত আলোচনা পরের পর্বে করা হবে।

একেবারে খাটি কথা। আর শুধু তাইই নয় এই সমস্ত শাখা দলগুলীর প্রত্যেকেই নিজেদেরকে খাটি আহলে ছুন্নাত আল জামাতের দল বলে দাবী করে , এবং অপর দলকে বেদাতী ও শিরক করার অভিযোগ করে।

ধরাযাক,তাবলিগী জামাতের দল, একটি অরাজনৈতিক,নিস্বার্থ, অহিংস ইসলামিক দল। সারা বিশ্বে এরা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় নিস্বার্থ ভাবে জনগণকে ইসলামের আহবান করে যাচ্ছে এবং অনবরত এদের দলে লোকজন ভেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে আমাদের মসজিদে এই দলের ৭ জন এসে তিন দিন থেকে লোকজনদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। এদের মধ্যে ৬জন ছিলেন বাংলাদেশী এবং একজন ছিলেন মরোক্কীয়ান।

বাংগালীদের বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদেরকেও পড়া লেখার ক্ষতি করিয়ে এই দলে ভিড়িয়ে সময় অতিবাহিত করানো হচ্ছে।
আমি এদের সংগে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। আসা ছিল এদের সংগে ইসলামের খাটি দিক গুলী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার।কিছু আলোচনা করার।
কিন্তু এরা আমাকে সে সুযোগ দেয় নাই।
এদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে এরাই এই পৃথিবীতে ইছলামের একমাত্র খাটি পথের পথিক।
কিন্তু সত্যিই কী তাই?
উত্তর-মোটেই নয়।
এদের মধ্যে বেদাতি ও শেরকীতে পরিপূর্ণ।
আর এর পিছনে ইসলামের নামে ডেকে এনে অসংখ্য সম্ভাবনাময়ী স্কুল কলেজ পড়ুয়া তরুনদের পড়া লেখা,জ্ঞ্যান চর্চা বিসর্জন দিয়ে এর মধ্যে ঢুকানো হচ্ছে!!
এরা নিজেরাই জানেনা কোরান হাদিছের কোথায় কী আছে।
এদেরকে তোতা পাখীর মত যা শেখানো হয় ততটুকুই জানতে পারে।তার বাইরে আর নয়।
তাহলে কোরান হাদিছ সম্পর্কে যারা জানে, এদের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য নীচের VIDEO টায় দেখুন।

http://www.youtube.com/watch?v=aw_5sSWV2eE<o></o >

তাবলীগের বাইরের চেহারা
মন্তব্য করেছেন রুশদী (তারিখ: শুক্র, 05/03/2013 - 21:53).
তাবলীগের বাইরের চেহারা মোটামুটি অহিংস। এরকম ইসলামে অনেকেরই আপত্তি নেই , আমারো না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইসলামের সাথে অহিংস কথাটার মনে হয় শত্রুতা আছে। ইসলাম মোটে নিরামিস সহ্য করতে পারে না। তাই একসময় শান্ত ইসলামী মুমীন হয়ে যান সন্ত্রাসী।
চাকলাদার সাহেব, ইউটিউব ভিডিও দিতে গেলে Add Media তে ক্লিক করে দিয়ে দেবেন, আগে মনে হয় অ্যাডমিন বলে দিয়েছিলেন। আমি এই কমেন্টে আপনার ভিডিও দিয়ে দিলাম।

নিরক্ষর জাতির নিরক্ষর নবী
মন্তব্য করেছেন মুসলিম (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 01:23).
নিরক্ষর জাতির নিরক্ষর নবী দ্বারা কি এ কোরআন রচিত হওয়া সম্ভব ? (নাস্তিকদের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ !!!)

@মুসলিম, কোরান যেভাবে আত্ম
মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 09:33).
@মুসলিম, কোরান যেভাবে আত্ম-বিরোধ, ভুল-ভ্রান্তি ও দ্বিরুক্তি (repetation) ভরপুর, আজকের কোন গণ্ড-মূর্খও এমন বই লিখবে না। লিখলেও তা প্রকাশের জন্য কোন প্রকাশক পাবে না।

এ কথা কী কারো সাধ্যি আছে এই

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 18:13).
@মুছলিম
এ কথা কী কারো সাধ্যি আছে এই বিজ্ঞানের যুগে লেখার বা প্রকাশ করার যে ,"**মানুষ কে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট রক্তপিন্ড হতে"?**

Video of Bangla: Correcting
মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 03:56).
দেলোয়ার ছায়িদীকে সংশোধন করা হয়েছে।
ভিডিওটি দেখুন

লেখাতি সুন্দর হয়েছে। তবে
মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 07:23).
লেখাতি সুন্দর হয়েছে। তবে আপনি যে ক্রনলজিক্যাল তালিকা দিয়েছেন , সেটা মোটেই অমন নয়। ব্যাপারটা এত সোজা নয়। আপনি জোড়াতালি লাগানো একটা লিস্ট দিয়েছেন, এতাই অবশ্য সর্বত্র পাওয়া যায়। এই সব সুরার মাঝে দেখা যাবে কোন কোন আয়াত আবার অন্য সময়কালে সৃ ষ্ট বলে দেখিয়েছেন ইসলামজ্ঞরা। সেগুল খুজে বের করতে পারলে কিন্তু অনেক লেখার খোরাক পেয়ে যেতে পারেন...

সমাপ্ত

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/333

কোরআন সংকলন (পর্ব ২)

শনি, 05/04/2013 - 18:34 তারিখে লিখেছেন : বিদ্রোহী

প্রথম পর্বে আমরা জেনেছি নবির ইসলাম ছিল আসলে দুই রকম- **মাক্কি ও মাদানি ইসলাম।** মক্কায় যখন দুর্বল ছিলেন লোকবল ছিল না তখন তিনি শান্তির বানীপূর্ণ ইসলাম প্রচার করেন কিন্তু মদিনায় গিয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত হওয়ার পর জিহাদি ইসলাম প্রচার করেন। এ পর্বে আমাদের জানতে হবে যে নবীর ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে নাজিলকৃত অনেক আয়াত আল্লাহ পরবর্তীতে বাতিল করে দিয়েছিল। আরবীতে যাকে বলে - নাসেক-মানসুক। ইংরেজীতে বলে -Abrogation।নাসেক হলো - যে আয়াত দ্বারা অন্য কোন আয়াতকে বাতিল করা হয় এবং মানসুক হলো - যে আয়াত বাতিল হয়ে গেল।

এই সব বিষয় যারা জানে না, তারা আল্লাহর আয়াত বাতিলের খবর শুনেই ক্ষেপে উঠতে পারে। তারা প্রশ্ন করতে পারে - আল্লাহর আয়াত আবার বাতিল হয় কি করে? আল্লাহ কি মানুষের মত চঞ্চলমতি নাকি যে এখন এক কথা বলবে, তো পরে অন্য কথা বলবে? আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী আর তার বানী হবে শ্বাশ্বত, তার বানী হবে চিরন্তন, যার কোন পরিবর্তন হবে না।তাদেরকে বিনয়ের সাথে জানান যাচ্ছে যে, কুরানের আল্লাহ যখন তখন তার বানী পরিবর্তন করে ফেলত। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তাহলে দেখুন-

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (সূরা বাক্বারা ২:১০৬)

এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। (নাহল ১৬:১০১)

উপরের আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে যেহেতু সে সর্বশক্তিমান তাই তার যখন ইচ্ছা খুশি তার বানী পরিবর্তন করতে পারে। এটা অবশ্যই যৌক্তিক। যা খুশি করতে বা বলতে না পারলে সে কিসের সর্ব শক্তিমান? এটা যে মনগড়া উক্তি তা কিন্তু নয়। খোদ তাফসির ইবনে কাথিরের ভাষ্যও তাই, যেমন-

ب অক্ষরকে سَبَبِيَّة বা কারণবোধক ধরা হবে। অর্থাৎ তারা তার অনুগত হওয়ার কারণে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতে শুরু করে। এও ভাবার্থ হতে পারে যে, তারা তাদেরকে মাল ও সন্তান-সন্ততিতে তাকে আল্লাহর শরীক মনে করে বসে।

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলেঃ তুমি তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

١٠١- وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَّاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১০২। তুমি বলঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল-কুদুস (জিবরাঈল. আঃ) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণ কারীদের জন্যে।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ○

আল্লাহ তাআ'লা মুশরিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং বেঈমানির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? এরা তো অনন্তকাল হতেই হতভাগ্য। যখন কোন আয়াত মানসূখ বা রহিত হয় তখন তারা বলেঃ "দেখো, তাদের অপবাদ খুলেই গেল।" তারা এতটুকুও

সূরাঃ নাহল ১৬ ২৩১ পারাঃ ১৪

বুঝে না যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন এবং যা ইচ্ছা, তাই হুকুম করে থাকেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম ঐ স্থানে বসিয়ে দেন। যেমন তিনি- مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ..... الخ (২ঃ ১০৬) এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র রূহ্ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে নিয়ে আসেন, যেন ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। একবার অবতীর্ণ হলো তখন মানলো, আবার অবতীর্ণ হলো আবার মানলো। তাদের অন্তর আল্লাহ তাআ'লার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহর নতুন ও তাজাতাজা কালাম তারা শুনে থাকে। মুসলমানদের জন্যে হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়।

তাফসির ইবনে কাথির, ১৩শ খন্ড, সাইট: http://www.quraneralo.com/tafsir/

একবার একটা অনুষ্ঠানে ইসলামের নব জাগরনের অগ্রদুত ডা: জাকির নায়েককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তো দেখলাম জাকির মিয়া খুব দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিল- আমাদের নবি যেহেতু সর্বশেষ নবী , তার পূর্ববর্তী নবীদের কিছু কিছু বিধান এ যুগে যেহেতু আর চলবে না , সেসব পরিবর্তন করার জন্যেই উক্ত বাতিলকরন আয়াত নাজিল হয়েছিল। আর সে আরও বলল - একারনেই ইসলাম হলো আধুনিক ও প্রগতিশীল ধর্ম। উপস্থিত লোকজন বুঝে বা না বুঝে হাত তালি দিল। কিন্তু ডা: জাকির নায়েক যে সম্পূর্ন সত্য কথা বলে নি তার প্রমান হলো খোদ কুরানেরই বহু আয়াত অর্থাৎ শেষ নবীর ওপর নাজিলকৃত বহু আয়াত কিছু কাল পরেই আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছিল। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে - এটা কিভাবে সম্ভব যে মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ তার বানী যেমন ইচ্ছা পাল্টিয়ে ফেলে অস্থিরমতি মানুষের মত? সেটা যদি সে করে তাহলে তার বানী চিরন্তন হয় কি করে, তার বানী চিরন্তন না হলে সে নিজেই বা কিভাবে চিরন্তন বা শ্বাশ্বত?

এবার দেখা যাক কুরানের আয়াত বাতিলের কিছু উদাহরন দেয়া যাক:

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় , সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাক্বা রা ২:১৮০)

২:১৮০ আয়াত নিচের ৪:১১-১২ আয়াতদ্বারা বাতিল হয়ে যাবেঃ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু 'জন

নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু 'এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা - মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ , রহস্যবিদ। (নিসা-৪:১১)

আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের , ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে , তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (নিসা ৪:১২)

এখানে ৪:১১-১২ হলো নাসিক এবং ২:১৮০ হলো মানসুক। ২:১৮০ আয়াতে সম্পদ বন্টনের কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকাতে সম্পদের বন্টন যেমন খুশী করা যেতে পারত , কিন্তু ৪:১১-১২ দ্বারা সম্পদের বন্টন সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তাই উক্ত ২:১৮০ এর কার্যকারিতা আর থাকবে না, পরিবর্তে ৪:১১-১২ আয়াতের কার্যকারীতা বলবত হবে।

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। (বাক্বারা ২:২৪০)

উক্ত ২:২৪০ আয়াত, নিচের ২:২৩৪ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছেঃ

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। (বাক্বারা ২:২৩৪)

২:২৪০ আয়াতে প্রথমে বিধান ছিল কোন নারী তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার মৃত স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে পারবে এবং মৃত স্বামীর পরিবার এক বছর পর্যন্ত সেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ করবে। কিন্তু ২:২৩৪ দ্বারা সেই বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। স্ত্রী ইচ্ছা করলে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে বা পিতৃগৃহে চলে যেতে পারবে।

হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। (৮:৬৫)

উক্ত ৮:৬৫ নিচের ৮:৬৬ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে

এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে , তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। (৮:৬৬)

দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে ৮:৬৫ বলছে একজন মুসলমান সমান দশজন কাফের, কিন্তু ৮:৬৬ তা পাল্টিয়ে বলছে একজন মুসলমান সমান দুইজন কাফের। ৮:৬৬ আয়াতে বলছে- **তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে।** তাহলে আল্লাহ কি আগেই জানত না যে মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে ও একজন মুসলমান দশজন কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে না? নাকি নবি আল্লাহকে বলার পরই সেটা আল্লাহ জানতে পারল ? আর তাই তাকে তড়ি ঘড়ি বানী পরিবর্তন করতে হলো?

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (আহযাব ৩৩:৫০)

উক্ত ৩৩:৫০ নিচের ৩৩:৫২ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর

সজাগ নজর রাখেন।আহযাব-৩৩:৫২

৩৩:৫০ আয়াতে আল্লাহ তার নবি ও হাবিবকে যত ইচ্ছা খুশী বিয়ে করার অনুমতি দান করেছিল নবির বিশেষ অসুবিধা দুর করার জন্য , অত:পর ৩৩:৫২ আয়াত দ্বারা তা আবার নিষেধ করে দিয়েছে। তবে পরমকরুনাময় আল্লাহ বলতে ভোলেনি যে বিয়ে না করতে পারলেও দাসীর সাথে মেলা মেশা করতে কোন নিষেধ নাই।

উক্ত তালিকা নেয়া হয়েছে এ সূত্র থেকে : http://www.sunnipath.com/library/books/B0040P0021.aspx

উক্ত নাসিক মানসুকের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লা(মৃত্যু ১৭৫৯)।

যে কোন আগ্রহী পাঠক গুগল সার্চে গিয়ে Abrogation in quran or Nasik Mansuk লিখে সার্চ করলেই অজস্র তথ্য পেয়ে যাবেন যেগুলো প্রখ্যাত সব মুসলিম স্কলারদের মন্তব্য দিয়ে ভর্তি ।

বস্তুত: আয়াত বাতিল করন বুঝতে বিরাট স্কলার হওয়া লাগে না। একটু সাধারন জ্ঞান থাকলেই হয়। উক্ত নাসিক মানসুকের ঘটনা থেকে যে নিয়মটা পাওয়া গেল তা হলো -

কোন একই বিষয় বা বিধানের ওপর দুই বা ততোধিক আয়াত নাজিল হলে সর্বশেষ আয়াতটা পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর কার্যকারিতা বাতিল করে দিয়ে সর্বশেষ আয়াতটির বিধান অত:পর বহাল থাকবে।

যে কোন রাস্ট্র বা সমাজে যখন আইন প্রনয়ন করা হয়, ঠিক উক্ত নিয়মটাই অনুসরণ করা হয়। ধরা যাক, বাংলাদেশের সংসদ কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে একটা আইন ২০০১ সালে প্রনয়ন করেছিল, ২০১৩ সালে এসে যদি হুবহু একই বিষয়ে আর একটা নতুন আইন সংশোধিত আকারে প্রনয়ণ করে , তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ২০০১ সালের প্রণীত আইন বাতিল হয়ে গিয়ে অত:পর ২০১৩ সালের আইনটাই কার্যকরী হবে। একই সাথে ২০০১ ও ২০১৩ সালের আইন কার্যকরী হবে না। যদি কেউ দাবী করে যে উভয় আইনই কার্যকরী হবে - তাহলে হয় সে বদ্ধ পাগল, না হয় আইন সম্পর্কেই জানে না। আর বাস্তবে উভয় আইন একই সাথে কার্যকরী করে উক্ত বিষয়ে কোন বিচার আচার করাও সম্ভব নয়। যদি কেউ সেটা চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে গোজামিল দিয়ে ধান্ধাবাজী করার কু -মতলবে আছে।

এতক্ষন যে সব আয়াত বাতিল হয়ে নতুন সব আয়াত নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা গেল, উক্ত বিষয়গুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না বরং দেখা গেল যে সংশোধিত আয়াতসমূহ যথেষ্ট যুগোপযোগী ছিল। তবে এ প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল - আল্লাহ কিভাবে যখন খুশী তখন তার বানী চঞ্চলমতি মানুষের মত পরিবর্তন করতে পারে ? চির শ্বাশ্বত সর্বজ্ঞানী আল্লাহর যে কোন বিষয়ে বানী হবে একটাই, সে বার বার একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বানী দিলে তার শ্বাশ্বতা বা সর্বজ্ঞানতার বিষয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এবারে আসা যাক ভিন্ন একটা বিষয়ে।

আমরা আবার দেখতে পারি, মক্কায় থাকতে বা মদিনায় হিজরত করার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তির বিষয়ে কি সব আয়াত নবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন-

তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। (সূরা কাফিরুন ১০৯:৬, মক্কায় অবতীর্ণ)

দ্বীন নিয়ে জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা ২:২৫৬, মদিনায় অবতীর্ণ)

আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে - উক্ত আয়াত দ্বয় মূলত মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সহাবস্থান বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, এটাও বোঝা যাচ্ছে যে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ও তাদের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শান্তিতে বসবাস করবে। ১ম পর্বে কুরানের আয়াত নাজিলের যে সময়ক্রম অনুযায়ী সারণী দেয়া হয়েছিল তাতে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় সূরা কাফিরুন নাজিল হয়েছিল ১৮ নম্বরে মক্কাতে, আর সূরা বাকারা নাজিল হয়েছিল ৮৭ নম্বরে নবির মদিনা যাওয়ার পর পরই। কারন সুরা বাকারা নাজিল হয় কিছুটা মক্কাতে বাকীটা মদিনাতে। উক্ত সূরা বাকারা নাজিলের পর নবি মদিনাতে প্রায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদিনায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিকে নাজিল হয় সূরা আত তাওবা সারনী থেকে দেখা যায় নম্বর - ১১৩। বিভিন্ন ইসলামি পন্ডিতদের বক্তব্য সূরা আত তাওবাই নবির জীবনের সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরা। এখন এই সূরাতে মুসলমান ও অমুসলমানদের সহাবস্থান বিষয়ে যে সব আয়াত নাজিল হয়েছিল সেসব একটু দেখা যাক-

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আত তাওবা -৯:৫)

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা আততাওবা ৯:২৯)

এবারে ৯:৫ আয়াত সম্পর্কে ইবনে কাসিরের তাফসির দেখা যাক-

৫। অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

৫- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

সম্মানিত মাস দ্বারা এখানে ঐ চার মাসকে বুঝানো হয়েছে যার বর্ণনা- مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .. (৯ঃ ৩৬) এই আয়াতে রয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে শেষ সম্মানিত মাস হচ্ছে মুহাররামুল হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে কিছু চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং এখানে ঐ চার মাস উদ্দেশ্য যে মাসগুলোতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।" আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যেখানেই পাও', সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাওনা কেন, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম শরীফে যুদ্ধ চলতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ....

অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের পাশে যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করে। যদি তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ

করার অনুমতি দেয়া হলো। ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার, বন্দী করতে পার, তাদের দুর্গ অবরোধ করতে পার এবং তাদের প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থেকে সামনে পেলেই মেরে ফেলতে পার। অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেয়ে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্যে এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যেই

সূত্র : তাফসির ইবনে কাসির, ৮ম,৯ম,১০ম ও ১১শ খন্ড। সাইট:http://www.quraneralo.com/tafsir/

উক্ত তাফসিরের ৬৪৩ নং পাতায় দেখা যাচ্ছে- মুসলমানরা আগ বাড়িয়ে অমুসলমানদেরকে আক্রমন করবে, তারপর তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বলবে , যদি তারা ইসলাম গ্রহন না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে ও অত:পর পাকড়াও করে হত্যা করতে হবে।

৯:২৯ নং আয়াতের তাফসির দেখা যাক:

যা কিছু ঘটবে তা সবই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়ও তিনি অতুলনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন।"

২৮। হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী বড়ই হিকমতওয়ালা।

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

২৯। যেসব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র দ্বীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বায়তুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম

হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে আবূ বকর (রাঃ) -এর সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেনঃ "হজ্জের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হজ্জ করতে না আসে এবং কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে।" শরীয়তের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে উলঙ্গ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। মুসনাদে আহমাদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এ বছরের পরে চুক্তিকৃতগণ ছাড়া এবং তাদের গোলামরা ছাড়া আর কেউই যেন আমাদের মসজিদে প্রবেশ না করে।" কিন্তু এই মারফূ' হাদীস অপেক্ষা বেশী সহীহ সনদযুক্ত মাওকূফ রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুসলিমদের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ফরমান জারী করেছিলেনঃ "ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে মুসলমানদের মসজিদে আসতে দিবে না।" এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। আতা (রঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম শরীফই মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মুমিন অপবিত্র হয় না। বাকী থাকলো এই কথাটি যে মুশরিকদের দেহ ও সত্তাও কি অপবিত্র? এ ব্যাপারে জমহূরের উক্তি এই যে, তাদের দেহ অপবিত্র নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু হালাল করেছেন। যাহেরিয়া মাযহাবের কোন কোন লোক মুশরিকদের দেহকে অপবিত্র বলেছে। হাসান (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মুসাফাহা করবে সে যেন তার হাতটি ধুয়ে নেয়। এ হুকুম হলে লোকদের কেউ কেউ বললোঃ "তাহলে তো আমাদের বাজার মন্দা হয়ে যাবে এবং ব্যবসার জাঁকজমক নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আমাদের বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হবে।"[১] তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা এ ব্যাপারে কোনই ভয় করো না। আল্লাহ তোমাদের আরো বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্যে তিনি জিযিয়া

১. লুবাব গ্রন্থে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, মুশরিকরা বায়তুল্লাহতে খাদ্য সম্ভার নিয়ে আসতো এবং ওর মধ্যে ওরা ব্যবসা করতো। অতঃপর যখন তাদেরকে বায়তুল্লাহতে আসতে নিষেধ করে দেয়া হলো তখন মুসলমানরা বললোঃ "আমাদের জন্যে খাদ্য কোথায়?" তখন আল্লাহ তা'আলা ... وَإِنْ خِفْتُمْ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্যে কোন্টা বেশী কল্যাণকর তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্যে ততোটা

সূত্র: তাফসির ইবনে কাসির, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ খন্ড। সাইট:http://www.quraneralo.com/tafsir/

উক্ত তাফসির থেকে দেখা যাচ্ছে- হজ্জের সময় আর কোন অমুসলিমকে কাবা ঘরের নিকট আসতে নিষেধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে খৃষ্টান ও ইহুদিদেরকে। তারা আসত ব্যবসা করতে। তারা আসতে না পারলে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে যাবে এ আশংকা করলে আল্লাহ তাদেরকে বলছে খৃষ্টান ইহুদিদেরকে

আক্রমন করে বশ্যতা স্বীকার করার পর তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে তাদের অভাব মোচন হবে। অন্য কথায় অন্যদের সম্পদ কুক্ষিগত করে সম্পদ শালী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এখানে আল্লাহ।

উক্ত ৫: ৯ ও ৫:২৯ ও এর আশপাশের আয়াতসমূহ ও তাফসির পড়লে দেখা যায় এগুলো মোটেই আত্মরক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ বা জিহাদের ডাক নয় বরং এটা আগ বাড়িয়ে আক্রমনাত্মক জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য আল্লাহ বলছে। অথচ বিভিন্ন বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদেরকে নানা ভাবে বুঝ দেয়া হয়, নবি কখনই আগ বাড়িয়ে কাউকে আক্রমন করেন নি বা হত্যা করেন নি। কিন্তু কুরানে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ন ভিন্ন কথা। তাহলে এভাবে আমাদেরকে অসত্য তথ্য জানিয়ে বিভ্রান্ত করার অর্থ কি?

এমতাবস্থায় কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার।

এক : নাসিক মানসুক বিধি মোতাবেক সর্বশেষে ৯:৫ ও ৯:২৯ আয়াত নাজিলের পর কি অত:পর বহু পূর্বে নাজিলকৃত শান্তির আয়াতের বিধান - **তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে (১০৯:৬) বা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই (২:২৫৬)-** এগুলো কি আর বহাল থাকবে? যদি থাকে তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব? একই সাথে যুদ্ধ ও শান্তির কার্যকারীতা বহাল রাখা কিভাবে সম্ভব ?

দুই: ব্যবসা বানিজ্য বাদ দিয়ে জিজিয়া কর আদায়ের নামে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার বিধান , এটা কতটা যুক্তি সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত এবং সেটা কিভাবে সে ধরনের বিধান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অনুসরন করতে বলতে পারে?

তিন: অমুসলিমরা যদি জানে যে মুসলমানরা সর্বদাই সুযোগ পেলে তাদের ওপর আক্রমন করে অত:পর জোর করে জিজিয়া কর আদায় করে তাদেরকে নিম্ন শ্রেনীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে, তাহলে অমুসলিমরা কিভাবে আর মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করতে পারে ? অত:পর অমুসলিমরা যদি নিজেদের আত্মরক্ষার স্বার্থে আগ বাড়িয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমন করে ছার খার করে দেয়, সেটা কি তাদের জন্য খুব অন্যায্য হবে ?

মন্তব্যসমূহ

প্রিয় এডমিন

মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 18:43).

প্রিয় এডমিন

নেট কানেকশান হঠাৎ কেটে যাওয়ায় বোঝা যায় নি আগের বারই পোষ্ট হয়ে গেছিল। তাই অন্য পোষ্টটা মুছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

ফেঙ্গি খেয়ে টাল হয়ে কুরআন

মন্তব্য করেছেন রংধনু (তারিখ: সোম, 05/06/2013 - 15:02).

ফেঙ্গি খেয়ে টাল হয়ে কুরআন পড়লে কি হবে ? আন্দাযে ঘোৎ, ঘোৎ করা থামান।

দেখেন কিভাবে মানুষকে ধোকা দিতে চেয়েছেন---

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় , সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাক্বারা ২:১৮০)

ক্যন এখন কি ওসীয়ত করা যায় না ?

শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে কেউ মারা গেলে ---

সম্পদ থেকে প্রথমে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে

তারপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে

এরপর তার ওসীয়ত থাকলে তা আদায় করতে হবে (সর্বোচ্চ ১/৩)

বাকিটুকু ওয়ারিসের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

সমস্যা হচ্ছে কিছু আবাল থাকবে যারা ওসীয়তের সুযোগ নিয়ে ওয়ারিসদের বন্চিত করতে পারে , তাই৪:১১-১২ আয়াত নাযিল করা হয়।

এতটুকু হিসাব তো ক্লাস ৭ এর বাচ্চাও বুঝে।

ফেঙ্গি মনে হয় বেশী গিলছিলেন তাই সুরা বাক্বারা ২:২৪০ আর ২:২৩৪ আয়াত দুইটাও বুঝেন নাই।

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। (বাক্বারা ২:২৪০)

এ আয়াতটা হচ্ছে স্বামিকে উদ্দেশ্য করে যেখানে বলা হয়েছে ১ বছরের জন্য স্ত্রীর ভরন পোষনের ওসীয়ত করার জন্য।

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে , তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। (বাক্বারা ২:২৩৪)

এ আয়াতটা হচ্ছে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যেখানে বলা হয়েছে স্ত্রী যেন স্বামির ঘরে অন্ত;ত ৪ মাস অবস্হান করে ইদ্দত পুর্ন করে।

কতটা নিম্ন প্রকিতির চারপায়া জন্তর মত আই, কিউ।

ভাইজান আপনাকে পেয়ে আমরা বড়ই

মন্তব্য করেছেন বিদ্রোহী (তারিখ: সোম, 05/06/2013 - 19:50).

ভাইজান আপনাকে পেয়ে আমরা বড়ই প্রীত। আপনার মত লোকজন ছাড়া আসর আসলে জমে না। খেলাটা কেমন এক তরফা মনে হয়। তো এবার বলুন আল্লাহ তো সব জান্তা , তো সে একবারেই যদি ২:২৩৪ আয়াত নাজিল করে দিত , অসুবিধাটা কি ছিল ? নাকি আল্লাহ জানত না যে বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর পরিবার এক বছর রাখতে অপারগ বা অনিচ্ছা পোষণ করবে ? যখন কিছু কিছু মানুষ এ নিয়ে নবির কাছে অনুযোগ করে , তখনই আল্লাহ এটা সংশোধিত আকারে নাজিল করে ? আল্লাহর যে জ্ঞান গম্যি এত কম আপনার মতে (কারন আপনি উভয় আয়াতকে স্বীকার করে নিচ্ছেন) তা তো জানা ছিল না। তা ভাই , একটি মাত্র উদাহরনের ব্যখ্যা দিলেন , বাকি গুলো কি স্বীকার করে নিলেন ? তাহলে আর অসুবিধা কি , যা লেখা হয়েছে তা তো ঠিকই আছে। আর বিষয়টি তো আমার নিজের না , নাসিক মানসুকের তালিকা যে করেছে তার লিংক তো দেয়াই আছে। তাই ফেঙ্গি আমি না ,আপনাদের কাছে উক্ত মহান ইসলামী পন্ডিতই ফেঙ্গি(সেই সতের শতকে ফেঙ্গি পাওয়া যেত না) না হয় তাড়ি খেয়ে এসব তালিকা করেছিল। আমারে দোষেন কেন ?

সদালাপীদের কাছ থেকে ঘুরে এসে

মন্তব্য করেছেন রুশদী (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 22:07).

সদালাপীদের কাছ থেকে ঘুরে এসে বিদ্রোহী ভাই নিদারুন যুক্তিবানে ইসলামের পিলার ধরে নাড়া দিচ্ছেন দেখছি!! আর একটু জোরে নাড়া দিলেই কিন্তু ইসলামের 'রানা প্লাজা' ভেঙ্গে পড়তে পারে

নাসেক মনসুখ নিয়ে লেখা যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনই সুদৃঢ়। ঘৃনার বানী সমৃদ্ধ কোরান শরীফ কিভাবে লোকে না জেনে না বুঝে জীবনের থেকে বেশী মূল্য দেয় , তা কোনোভাবেই বুঝে আসে না। আপনি এই সিরিজ চালিয়ে যেতে থাকুন, নবযুগের কাছে অনুরোধ পিডিএফ করে সিরিজটি সংরক্ষনের।

দারুন, চালিয়ে যান! (y)

মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 22:17).

দারুন, চালিয়ে যান! (y)

হাতি ঘোড়া গেল তল , ছাগলে কয়

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: শনি, 05/04/2013 - 23:01).

হাতি ঘোড়া গেল তল , ছাগলে কয় কত জল। আল্লাহ যখন যেমন মন চায় তখন তার বানী পাল্টাবে , এটাতে কার কি বলার আছে ? সে চাইলে সব কিছুই তো করতে পারে , সেকারনেই তো তাকে বলা হয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

কেবল মাত্র নাস্তিকতাই নয়

মন্তব্য করেছেন মহতপ্রান (তারিখ: রবি, 05/05/2013 - 02:03).
কেবল মাত্র নাস্তিকতাই নয় বর্রং অন্য মতাদর্শের এজেন্ডা

আপনার মন্তব্যের অর্থ কি ?

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: রবি, 05/05/2013 - 17:56).
আপনার মন্তব্যের অর্থ কি ?

ইসলামের পিছনে পড়ে থাকা ছাড়া

মন্তব্য করেছেন ফরিদউদ্দিন (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: সোম, 05/06/2013 - 20:35).
ইসলামের পিছনে পড়ে থাকা ছাড়া কোনো কাজ নেই আপনাদের, না? ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম যে গ্রহন করেছে সেই বুঝছে এর ফজিলত। কোরান নিয়ে অপব্যাখা বন্ধ করেন। আরবী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকলে কোরান বোঝা সহজ নয়।

আরবী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকলে

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: মঙ্গল, 05/07/2013 - 03:17).
আরবী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকলে কোরান বোঝা সহজ নয়।
আমরাও তো তাই বলি আরবি না জানলে কোরান বোঝা যায় না। তাই ইসলাম হলো শুধুমাত্র আরবদের জন্য।

বিচমিল্লা রহমান ই রাহিম।

মন্তব্য করেছেন asman sara (যাচাইকৃত নয়) (তারিখ: রবি, 05/12/2013 - 07:45).
বিচমিল্লা রহমান ই রাহিম। দুনিয়ার সব তাগদ আল্লাতালার সিনা আর
বাজুতে।
সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তাপানি সেরে আল্লাকে এই বিশ্বচরাচরের কত
কাম আর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। সবথেকে কঠিন কাজটি হল
Expanding universe. বিশ্বকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করা। আর আমাদের
মহান আল্লাতালা সেই কঠিন কাজটি শুধু ফু দিয়ে সম্পন্ন করেনটাপালটানিদারুন পরিশ্রম তাকে করতে হয় তা বিশদ বলার প্রয়োজন পড়ে কি।
তাই কুরান লিখতে গিয়ে যদি একটু আধটু ভুলভাল , উল্টাপুল্টা করেই ফেলেন তবে তাকে এত ফুলিয়ে ফাপিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে মুমিন বান্দাদের জানান দেবার কি প্রয়োজন আছে তা আমার বোধগম্য নয়।
তাই আপনাদের কাছে বিনিত অনুরোধ উনাকে একটু শান্তিতে থাকতে
দেন, কারনে অকারনে আর তার লুঙ্গি ধরে টানাটানি কইরেন না। উনি
খুব ঝক্কি ঝামেলা আর পেড়েশানিতে আছেন।

সমাপ্ত

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/335

কোরআন সংকলন (পর্ব ৩)

শুক্র, 05/10/2013 - 01:20 তারিখে
লিখেছেন : বিদ্রোহী

আগের পর্বগুলোতে ইসলামের প্রকারভেদ ও কুরানের বানী কিভাবে আল্লাহ পরিবর্তন করে ফেলেছে যখন তখন তার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্বে থাকবে কিভাবে কুরান নাজিল ও তা সংকলিত হয়েছে। আমরা শত শত বছর ধরে শুনে আসছি কুরান এমনই এক গ্রন্থ যা গত ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত আছে ও যা ১০০% বিশুদ্ধ। কিন্তু যেটা আমরা তেমন জানিনা যে কেমন করে কুরানের আয়াত নাজিল হয়েছিল ও তা অত:পর কুরানের বর্তমান আকার ধারন করল। তবে কুরান ১০০% বিশুদ্ধ বলে প্রচার যারা করে তাদের কথা বার্তা শুনলে মনে হয় আল্লাহ সুন্দর প্রিন্ট করা একটা সম্পূর্ন কুরান জিব্রাইল ফিরিস্তার মাধ্যমে নবির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তাহলে প্রথমেই কুরানের আয়াত কিভাবে নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে একটা হাদিস দেখা যাক:
আয়শা বর্ণিত- হুজুরে পাক এর নিকট প্রথমে যে ওহী আসত তা ছিল নিদ্রার মাঝে তার সত্য স্বপ্ন হিসাবে আসত, অত:পর তা দিবালোকের মত প্রকাশ পেত। এভাবে কিছুদিন চলবার পর তাঁর নিকট নির্জন যায়গা প্রিয় হয়ে উঠল, তাই তিনি হেরা গুহায় নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর সাথে কিছু খাবার নিয়ে যেতেন, তা ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজার নিকট ফিরে আসতেন আবার খাবার নিতে, এবং এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত হলো যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফিরিস্তা তার নিকট আসল, তাকে পড়তে বলল। নবী উত্তর দিলেন- আমি পড়তে পারি না। নবী আরও বললেন- ফেরেস্তা আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন তাতে আমার ভীষণ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। সে তখন আমাকে ছেড়ে দিল এবং আবার আমাকে পড়তে বলল, আমি আবার উত্তর দিলাম- আমি তো পড়তে পারি না। আবার সে আমাকে দ্বিতীয়বারের মত চেপে ধরল যা ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল, তারপর ছেড়ে দিল এবং বলল- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি মহিমাময় (তখন সূরা-৯৬: আলাক, ০১-০৩ নাজিল হলো)। হুজুরে পাক উক্ত আয়াতসমূহ হৃদয়ঙ্গম করত: বাড়ী ফিরে আসলেন ও তাঁর প্রচন্ড হৃদ কম্পন হচ্ছিল। তারপর তিনি খাদিজার নিকট গমন করলেন ও বললেন- আমাকে আবৃত কর, আবৃত কর। তাঁরা তাঁকে ততক্ষন পর্যন্ত আবৃত করে রাখলেন যতক্ষ ন পর্যন্ত না তাঁর ভয় দুর হলো এবং এর পর তিনি সমস্ত বিষয় বিবৃত করলেন যা ঘটেছিল এবং বললেন - আমার আশংকা আমার উপর কিছু ভর করেছে।
খাদিজা উত্তর দিলেন- কখনো নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে অমর্যাদা করবেন না। আপনি বরং দুস্থ লোকজন ও গরীব আত্মীয় স্বজনদের সেবা যত্ন করুন। অত:পর খাদিজা মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে তার পিতৃব্য পুত্র অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি অন্ধকার যুগের সময় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্রানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন । তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি ঠিকমতো দেখতে পেতেন না। খাদিজা তাকে বললেন- হে পিতৃব্যপুত্র! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা

শোনো। অরাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- হে ভ্রাতুষ্পূত্র কি দেখেছ? হুজুর সমস্ত ঘটনা তার নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি সব শুনে তাঁকে বললেন, ইনি সেই রহস্যময় জিব্রাইল ফিরিস্তা যাকে আল্লাহ হযরত মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। ... কিছুদিন পর অরাকা মারা গেলেন ও ওহী আসাও কিছুদিন বন্দ রইল। ইবনে শেহাব যহরী বলেন, আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন যে , জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ওহী বন্দ থাককালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করেছেন, একদা আমি পথ চলবার কালে উর্ধ্ব দিকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে দেখলাম, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসছিলেন, সেই ফিরিস্তা আসমান ও যমিনের মাঝখানে এক কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং বললাম আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক, আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- হে চাদরাবৃত ব্যাক্তি! ওঠ আর তুমি সতর্ক কর, আর তোমা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার কাপড় পবিত্র কর, অপবিত্রতা পরিহার কর। (৭৪:০১-০৫ আয়াত নাজিল হয়)। ***(বুখারী, বই-১, হাদিস-৩)***
উপরের হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে- জিব্রাইল ফিরিস্তার সাথে নবির দেখা হওয়ার পর শুধু প্রচন্ড ভয়ই পান নি, পরন্তু তার মনে হয়েছিল যে তাকে অশুভ কিছু তার ওপর ভর করেছে। এমন কি তার গায় অত:পর জ্বর পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু উক্ত হাদিসে কোথাও জিব্রাইল কিন্তু বলে নি যে সে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে ও সে একজন বেহেস্তের ফেরেস্তা। এমনকি এটাও জিব্রাইল বলে নি যে মুহাম্মদ একজন নবি। বিষয়টা খাদিজার চাচাত ভাই নওফেলের সাথে আলোচনা করার পরই সেই নওফেলই সর্বপ্রথম ধারনা দেয় মুহাম্মদ একজন নবি।

এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো - জিব্রাইল কেন বলল না সে কে? এটাও কেন বলল না যে মুহাম্মদ নবি আর তাই সে তার কাছে এসেছে আল্লাহর বানী নিয়ে? জিব্রাইল মুহাম্মদকে বলছে -পড়, তো পড়তে বললে তো সামনে কোন লেখা তুলে ধরতে হয় , সেরকম কিছু কি জিব্রাইল তুলে ধরেছিল ? অবশ্য **- বল** - বললে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু বলা হচ্ছে **পড়।** সবচাইতে বড় বিষয় হলো দেখা যাচ্ছে জিব্রাইলকে দেখে নবি ভীষণ ভয় পেয়েছেন, স্বর্গীয় কোন জীবের সাথে দেখা হলে তো স্বর্গীয় আনন্দই হওয়ার কথা, তাহলে ভয় পাবেন কেন ? ধরা যাক প্রথম দর্শন বলে ভয় পেয়েছেন কিন্তু পরবর্তীবার যখন তিনি জিব্রাইলকে আকাশে দেখলেন তখনও তো ভয় পেলেন অথচ তার আগেই তো তিনি নওফেলের কাছ থেকে জেনেছিলেন যে সেই জীবটা কি, কেন তার কাছে এসেছিল, তাহলে তারপরেও কেন ভয় পাবেন? এছাড়া আরও একটা ব্যাপার, তৌরাত কিতাবের কোথাও নাই যে মুসা নবীর সাথে কোন ফিরিস্তা দেখা করত, বরং আল্লাহ অদৃশ্য থেকে সরাসরি তার সাথে কথা বলত ও আদেশ - নির্দেশ দিত। তুর পাহাড়ে মুসা আল্লাহর সা থে সাক্ষাতও করে। কিন্তু উক্ত হাদিসে বলছে উক্ত জিব্রাইল নাকি মুসা নবীর সাথেও দেখা করত। কোনটা সত্য ?

এবার আর একটা হাদিস (বুখারী, বই-১, হাদিস-২) দেখা যাক:

আয়শা থেকে বর্ণিত, আল হারিথ বিন হিসাম আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নবী! কিভাবে আল্লাহর ওহী আপনার নিকট আসত? তিনি উত্তর দিলেন- মাঝে মাঝে ঘণ্টা ধ্বনির মত শব্দ শুনতে পেতাম, এরপর ওহী নাজিল হতো এবং এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন কষ্টদায়ক, এরকম অবস্থা পার হলে যা আমার কাছে নাজিল হতো আমি তা আত্মস্থ করে নিতাম। মাঝে মাঝে ফিরিস্তা আমার কাছে মানুষ রূপে আসত, আমার সাথে কথা বলত, এবং আমি আত্মস্ত করে নিতাম যা আমার নিকট বলা হতো।

আয়শা বলেন, আমি নবীকে দারুণ শীতের দিনেও দেখতাম ওহী আসার পর তাঁর কপাল দিয়ে ঘাম নির্গত হতো।

বলা হচ্ছে জিব্রাইল সরাসরি নবির সাথে সাক্ষাত করত, তাহলে ঘন্টা ধ্বনি হতো কেমনে? এরপর যদি তার কাছে ওহী এসে থাকত তাহলে কঠিন কষ্টই বা হতো কেন? স্বর্গীয় জীবের সাথে দেখা হলে কি প্রচন্ড কষ্ট হয়? ঘামই বা হবে কেন? তাহলে কি ফিরিস্তা তার শরিরের ওপর অদৃশ্যভাবে ভর করত ? কিন্তু বলা হচ্চে সশরীরেই নাকি ফিরিস্তা তার কাছে আসতে। আমরা তো দেখি বরং মৃগী রোগীদের যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় অনেক সময় আবোল তাবোল বলে আর প্রচন্ড কষ্ট বোধ হয় ও শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়। কিন্তু নবির কাছে আসত এক স্বর্গীয় জীব, তার সাথে মোলাকাত করলে ঘাম কেন আসবে, কেনই বা প্রচন্ড কষ্ট হবে?

এ সম্পর্কিত আরও একটা হাদিস দেখা যেতে পারে (সহি বুখারী , বই-৬১, হাদিস-৫১২):
আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাযিল হলো, "যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় " (কোরাণ ৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি বললেন- "লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে..." এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, "হে আল্লাহর নবী! আমি তো একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম?" সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- "যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় " (৪:৯৫)।
উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে প্রথমে যে আয়াত নাজিল হয়েছিল তা অসম্পূর্ন। তাহলে জিব্রাইল কি প্রথমে অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করেছিল? তা কি করে হয়? আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, সে তো কোন অসম্পূর্ণ আয়াত নবির কাছে পাঠাতে পারে না। যাহোক অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করে জিব্রাইল কি চলে গেছিল? চলে গেলে অত:পর অত দ্রুত কিভাবে আবার ফেরত এসে সাথে সাথে সম্পূর্ন আয়াত নাজিল করল? এক্ষেত্রে জিব্রাইল কি আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নিয়ে নবির কাছে দিল নাকি নিজেই বানিয়ে সেটা নবির কাছে দিল? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। কারন ঘটনা তো মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটেছে যা দেখা যাচ্ছে হাদিসের ঘটনা পরিক্রমায়। আয়াত নাজিলের যে সমস্ত কাহিনী আমরা জানি তাতে দেখা যায়, সাহাবিরা কোন বিষয়ে ফয়সালা চাইলে নবি তাদের কাছ থেকে সময় নিতেন। তারপর দুতিন দিন পর বা আরও দেরী করে তার কাছে আয়াত নাজিল হলে তিনি সে বিষয়ে সমাধান দিতেন। কিন্তু উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমাধান হাজির। তাহলে অন্য ক্ষেত্রেও কেন দ্রুত আয়াত নাজিল হতো না? সবচাইতে বড় প্রশ্ন - যে বিষয়টা আমর বিন মাখতুম নামের অন্ধ লোকটি বুঝতে পারল , সেটা প্রথমেই আল্লাহ কিভাবে বুঝতে পারল না যে প্রথমে আয়াতটি আংশিক নাজিল হয়েছে?

হাদিস সূত্র :

- ইসলাম বোঝার সহজ তরিকা , পর্ব -২
- ইসলাম বোঝার সহজ তরিকা, পর্ব -১
- বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ও মালিক মুয়াত্তার হাদিস

- বুখারি হাদিস

মন্তব্যসমূহ

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: শুক্র, 05/10/2013 - 07:05).

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাযিল হলো, " যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় "(কোরাণ,০৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি বললেন- "লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে..." এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, " হে আল্লাহর নবী! আমি তো একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম ?" সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- "যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় "(০৪:৯৫)। সহি বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১২

কোন কিছু প্রথম বার বলার সময় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা অসম্পূর্ণ বা ভূল হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।
কেহ সংগে সংগে ত্রুটিটা ধরিয়ে দিলে আমরা পরের বার সংশোধন করে সঠিক ভাবে বলে থাকি।
এটা মানবীয় গুনাবলী। এটা একটা দুর্বলতা।কারণ মানুষ মাত্রেই ভূল আছে ,এবং মানুষ অতিশয় দুর্বল।
কিন্তু যিনি মহান ক্ষমতাধর তার ভিতর মানবীয় এই দুর্বলতা গুনাগুন কী করে থাকতে পারে?

আর তাহলে তিনি এই বিশ্বভ্রমান্ডই বা চালাবেন কী করে?

কোরানের বিভিন্ন স্ববিরোধপূর্ন

মন্তব্য করেছেন ভবঘুরে (তারিখ: শুক্র, 05/10/2013 - 12:38).

কোরানের বিভিন্ন স্ববিরোধপূর্ন আয়াত ও হাদিস নিয়ে সম্প্রতি এক ছোট খাট ইসলামি পন্ডিতের সাথে আলাপ করেছিলাম। সে বলল- শুধুমাত্র কোরান বা হাদিস বা তাফসির পড়ে ইসলাম বোঝা যায় না। আরও অনেক কিছু পড়তে হবে। সে আরও বলল - অনেক আয়াত ও হাদিস হুবহু যে ভাবে লেখা

সেগুলোর ভিন্ন অর্থ আছে, আপাত: যেভাবে দেখা যায় সেভাবে তার অর্থ করা যাবে না। জিজ্ঞেস করলাম - তাহলে তাফসির পড়ে লাভটা কি ? সে বলল- এসব পড়ার পরও কোন আলেমের কাছে যেয়ে এর অর্থ বুঝতে হবে , তারা যা বলবে সেটাই সঠিক।
তাই আপনারা এই যে কোরান বা হাদিস বা তাফসির পড়ে যে সব উল্টা পাল্টা কথা বলছেন এটা ঠিক না , আপনাকে সঠিক অর্থ জানতে হলে আলেমের কাছে যেতে হবে। আলেম যদি বলে **সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে** বলতে আসলে বুঝায় পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাহলে সেটাই সঠিক ব্যখ্যা। অর্থাৎ আপনি বেঠিক কিন্তু ইসলাম সঠিক। এখানে যে আয়াতের ব্যপারে বলা আছে- এটার ব্যখ্যা হলো - আল্লাহ মানুষকে এ বুঝ দিচ্ছে যে জিব্রাইলও মাঝে মাঝে আয়াত সঠিক ভাবে বলতে গিয়ে ভুল করে ফেলত। কথিত আলেম আমাকে এরকমই বলল। তবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- এভাবে জিব্রাইল কোন আয়াত সঠিক আর কোন আয়াত বেঠিক ভাবে দিয়েছে তা বোঝার উপায় কি ? সে বলল - যেসব আয়াতের কোন সংশোধিত রূপ আসে নি , সেগুলো সঠিক।

সমাপ্ত

http://www.nabojug.com/posts/mohammad-mostafa/337

পর্ব -৪ (কুরান সংকলনের ইতিবৃত্ত)

রবি, 05/12/2013 - 03:49 তারিখে

লিখেছেন : বিদ্রোহী

দাবী করা হয় গত ১৪০০ বছর ধরে কুরান অবিকৃত ও বিশুদ্ধ। দাবীটা ঠিক আছে। ফাকটা হলো কিভাবে কুরান সংকলিত হয়েছিল সেটা তেমন কেউ বলতে চায় না। বরং এরকমই ভাব করা হয় যেন আল্লাহ একটা কুরান প্রিন্ট করে জিব্রাইলের মাধ্যমে নবীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর তাই আল্লাহ যা নবীর কাছে আয়াত হিসাবে নাজিল করেছিল তার সবটাই অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় কুরানে আছে। দাবীটা যে কতটা হাস্যকর ও ভিত্তিহীন সেটা এ পর্বে দেখানো হবে।

এটা সবাই জানে যে নবী নিজেও কুরানকে পূর্ণ আকারে সংকলিত করে যান নি যদিও তার ইচ্ছা থাকলে সেটা খুব ভাল করেই করে যেতে পারতেন। কিন্তু কেন সেটা করেন নি ? এর উত্তর আছে কিন্তু কুরানেই। দেখুন:

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সূরা - আল হিজর ১৫:৯, মক্কায় অবতীর্ণ)

যেহেতু আল্লাহ নিজেই তার কুরান সংরক্ষণ করার ঘোষণা দিয়েছে তাই নবী নিজে আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে সেটা সংরক্ষণ করার দু:সাহস দেখান নি। তাই নবী নিজে যেটা করেন নি ,সেটা অন্যের করাটা শুধু নবীকে অমান্য করাই নয় , বরং একই সাথে আল্লাকেও অমান্য করা। মনে হয় না কেউ বিষয়টাকে সেভাবে দেখে। অনেকে যুক্তি দেয় যে , যখন আয়াত নাজিল হতো তখন নবী তার সাহাবীকে সেগুলো লিখে রাখতে বলতেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি কুরান সংকলন করতেন। কিন্তু সেটা কেন আমরা বুঝব যখন দেখলাম যে তিনি নিজেই সময় সুযোগ থাকতেও নিজে সেটা সংকলন করেন নি? আমরা তো বরং সেটাই বুঝব যে কিছু লোক মুখস্ত করার আগ পর্যন্ত তিনি সেটা লিখে রাখতে বলতেন। মুখস্ত করার পর সেটা আল্লাহ সংরক্ষন করবে এ বিষয়ে নবীর দৃঢ় আস্থা ছিল। আর তাই তিনি সম্পূর্ন কুরানকে সংকলন করেন নি। যাহোক , এত কিছুর পর যেভাবে কুরান সংরক্ষন হয় সেটা সম্পর্কে একটা হাদিস দেখা যাক:

যায়েদ বিন তাবিত (যিনি আল্লাহর বাণী লেখায় নিয়োজিত ছিলেন) বর্ণিত - ইয়ামামা যুদ্ধে (যে যুদ্ধে বহু সংখ্যক কোরানে হাফেজ মারা যায়) বহু সংখ্যক সাহাবী হতাহত হওয়ার পর পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন যেখানে ওমরও উপস্থিত ছিলেন, বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বললেন, "ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষ (যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও আছে) হতাহত হয়েছে এবং আমার আশংকা হয় অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে ও একই ঘটনা ঘটতে পারে যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও থাকবে, আর এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।আর আমারও অভিমত যে তুমি কোরান সংগ্রহ কর "। আবু বকর আরও বললেন, "কিভাবে আমি সেটা করতে পারি যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নাই?" ওমর বললেন, "আল্লাহর শপথ, এটা নিশ্চয়ই একটা ভাল কাজ"। "তাই ওমর আমাকে এ ব্যপারে চাপ দিয়ে

যেতে লাগল, আমাকে তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বুঝাতে লাগল , অবশেষে আল্লাহ আমার হৃদয় খুলে দিলেন এবং এখন আমারও ওমরের সাথে একই মত "। (যায়েদ বিন তাবিত আরও বললেন) ওমর আবু বকরের সাথে বসে ছিলেন ও আমার সাথে কথা বলছিলেন না। আবু বকর আরও বললেন , "তুমি একজন জ্ঞানী যুবক এবং আমরা তোমাকে সন্দেহ করি না: এবং তুমি আল্লাহর রাসুলের ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলে। অতএব এখন খোজাখুজি করে কোরান সংগ্রহ কর "।আমি (যায়েদ বিন তাবিত) বললাম- "আল্লাহর কসম, কোরান সংগ্রহের মত এরকম কাজ করার চেয়ে যদি আবু বকর আমাকে একটা পাহাড়ও স্থানান্তর করতে বলত সেটাও আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হতো"। আমি তাদের উভয়কে বললাম- "আপনারা কিভাবে সে কাজ করতে সাহস করেন যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নি?" আবু বকর বললেন, "আল্লাহর কসম, এটা প্রকৃতই একটা ভাল কাজ। তাই আমি ওমরের সাথে এটা নিয়ে অনেক তর্ক করেছি যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন যা তিনি আমাদের উভয়ের জন্যই খুলে দিয়েছিলেন "। অত:পর আমি কোরান সম্পর্কিত বস্তু অনুসন্ধান করতে লাগলাম, আর আমি পার্চমেন্ট, খেজুর পাতা, হাড় ইত্যাদিতে লেখা এবং এ ছাড়াও যাদের কোরান মুখস্ত ছিল তাদের কাছ থেকে আয়াত সমূহ সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমি সূরা আত -তাওবা এর শেষ আয়াতটি খুজাইমার কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম যা আমি অন্য কারও কাছ থেকে পাই নি (সে আয়াতগুলো ছিল- তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। কোরান,০৯:১২৮)

যে পান্ডুলিপিতে কোরানের আয়াত সমূহ সংগৃহীত হয়েছিল , মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা আবু বকর তা নিজের কাছেই রেখেছিলেন, অত:পর তা ওমর তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর , এবং অবশেষে তা ওমরের কন্যা হাফসার নিকট ছিল। (সহি বুখারি , বই-৬০, হাদিস-২০)

উক্ত হদিসেই দেখা যাচ্ছে- আবু বকর কুরান সংকলন করতে চান নি , নবীর পদাংক অনুসরন করে, বস্তুত তিনি সেটা করেন ওমরের চাপা চাপিতে। ওমর বলছেন- **এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।** এর অর্থ কি? যেটা আল্লাহ নিজেই সংরক্ষন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সেটা হারিয়ে যায় কেমনে? তার মানে কি ওমর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না? তারপর বলা হচ্ছে- **আল্লাহ তার হৃদয় খুলে দিলেন** এটার অর্থ কি? আল্লাহ কি তার কাছে ওহী পাঠাল নাকি কুরান সংরক্ষনের জন্য ? কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। সে রাস্তা নবী নিজেই বন্দ করে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া আল্লাহই বা সেটা করতে যাবে কেন যেখানে সে নিজেই ঘোষণা দিয়েছে কুরান নিজেই সংরক্ষন করবে ? সেটা আরও দেখা যাচ্ছে যায়েদ বিন তাবিতের দৃঢ় বক্তব্যে। সে বলছে- **"আপনারা কিভাবে সে কাজ করতে সাহস করেন যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নি?"** এর অর্থ কি এটাই যে আল্লাহ বুঝতে পারল যে সে আর কুরান সংরক্ষন করতে পারছে না তাই আবু বকরের হৃদয় খুলে দিল ? সেটাও তো অসম্ভব। কারন আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই। উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে মাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে ৯:১২৮ নং আয়াতটি কুরানে সংকলিত হয়। অথচ প্রচার করা হয় কুরানের যে সব আয়াতগুলো কোন কিছুতে লেখা ছিল না , কমপক্ষে দুইজন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে সেগুলো সংকলন করা হয়েছে। এখানে আরও একটা ব্যপার উল্লেখ্য, প্রচার করা হয় সেই সময় বহু কুরানে হাফেজ ছিল। কুরানে হাফেজ অর্থ সম্পূর্ন কুরান যার মুখস্ত। অথচ বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে সেটা সেই সময় ছিল অসম্ভব। আজকের মত একটা সম্পূর্ন কুরান তখন কারও কাছে ছিল না। তাই কারও পক্ষে নিয়মিত দৈনিক দুই চার ঘন্টা করে বসে বসে সেগুলো পড়ে মুখস্ত করাও সম্ভব

ছিল না। তার অর্থ বহু মানুষ ছিল যাদের হয়ত শুধুমাত্র দুই তিনটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত ছিল , তাদের কাছ থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করতে হতো। এভাবে জনা জনার কাছ থেকে শুনে শুনে পুরো কুরান মুখস্ত করা যে নিতান্তই অসম্ভব একটা কাজ তা যে কেউই বুঝতে পারে। কারন সেই সময়ে মানুষের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, জীবিকার তাড়নায় নানা কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। মদিনার জীবনে কিছু মানুষ বসে বসে কুরান চর্চার সুযোগ পায় ঠিকই কিন্তু ১১৪ আয়াতের ৮৬ টি আয়াতই নাজিল হয় মক্কাতে আর সেখানে দাস দাসি শ্রেনীর কিছু মা নুষ ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহন করে নি। তাদের কারও পক্ষে মালিকের কাজ ফাকি দিয়ে পুরো ৮৬ আয়াত মুখস্ত করা কি ভাবে সম্ভব তা বোঝা মুস্কিল। তাছাড়াও তাদের কাছে সম্পূর্ন এক খন্ড কুরান ছিল না বসে বসে মুখস্ত করার জন্য। সুতরাং এরকম অবস্থায় ইয়ামামার যুদ্ধে যে বহু মুসলমান মারা যায়, সে সময় শুধুমাত্র দু চারটি আয়াত যাদের মুখস্ত ছিল তারা মারা যাওয়াতে সেসব আয়াত যে চিরতরে হারিয়ে যায় নি - তার নিশ্চয়তা কি? যখন আমরা দেখছি ৯:১২৮ আয়াত শুধুই মাত্র একজনের মুখস্ত ছিল ? এছাড়াও দেখা যায় বহু আয়াতই কুরানে সংকলিত হয় নি , যেমন নিচের হাদিস:

আয়শা বর্ণিত- পাথর মারা ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে স্তন্য পান করানোর বিষয়ে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা একটা পাতায় লিখে আমার বিছানার নিচে রাখা হয়েছিল।যখন নবী মারা গেলেন আর আমরা তার দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন একটা ছাগল ঘরে ঢুকে আয়াত লেখা পাতা খেয়ে ফেলে। (ইবনে মাজা, হাদিস ১৯৩৪)

ইবনে আব্বাস বর্ণিত- ওমর বললেন, আমার ভয় হয় অনেক দিন পার হয়ে গেলে লোকজন বলাবলি করতে পারে - " আমরা কোরানে রজম(পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে কোন আয়াত পাচ্ছি না এবং অত:পর তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ভূলে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।দেখ, আমি নিশ্চিত করে বলছি, যেই ব্যভিচার করবে তার ওপর পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করা হোক এমনকি যদি সে বিবাহিত হয়, অথচ তার অপরাধ যদি সাক্ষী বা গর্ভধারণ বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়, তাহলেও"। সুফিয়ান যোগ করল, "আমি বিবৃতিটি এভাবেই শুনেছিলাম যা আমি স্মরণ করি এভাবে যে ওমর আরও বলল- আল্লার নবী নিজেও পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করেছিলেন এবং আমরাও তাঁর পর এটা কার্যকর করেছিলাম"। (সহি বুখারী, বই-৮২, হাদিস-৮১৬)

উক্ত হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে বয়স্কদের দুধ পান করানো ও ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে মারার জন্য আয়াত নাজিল হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা বর্তমান কুরানে নেই। কেন নেই ? এমনকি কুরানের আয়াত ছাগলে পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে। এভাবে আরও যে কত আয়াত ছাগল বা দুম্বায় খায় নি তার প্রমান কি? উল্লেখ্য, দুধ পান করানোর বিষয়টা হলো - কোন পর পুরুষ যদি কোন নারীর স্ত নের দুধ ৫ বার খায় তাহলে সেই লোকের সাথে উক্ত নারীর (মা-ছেলের সম্পর্ক) স্থাপিত হবে।এ ব্যপারে বিস্তারিত জানা যাবে এখানে - পরপুরুষকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ফতোয়াঃ।

এবার আমরা নিচের হাদিসটি দেখি:

মাসরুক বর্ণিত- আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর এর নিকট গমন করতাম ও কথা বার্তা বলতাম। একদা ইবনে নুমাইর তার নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসুদের নাম উল্লেখ করল। তখন তিনি(আমর)বললেন - তোমরা এমন একজন ব্যাক্তির নাম বললে যাকে আমি অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি- চারজন ব্যাক্তির কাছ থেকে কোরান শিক্ষা কর, অত:পর তিনি

ইবনে উম আবদ্ (আব্দুল্লাহ মাসুদ) এর নাম থেকে শুরু করে মুয়াদ বিন জাবাল , উবাই বিন কাব ও শেষে আবু হুদায়ফিয়ার নাম উল্লেখ করলেন। (সহি মুসলিম , বই-৩১, হাদিস-৬০২৪)

এ হাদিসটি থেকে জানা যাচ্ছে- নবী নিজের জীবদ্দশায় চারজন সাহাবীকে প্রত্যয়ন করেন এ মর্মে যে তারাই কুরান সবচাইতে ভাল জানত ও যারা ছিল তার কথায় কুরানে হাফেজ । যদি খেয়াল করা হয় আবু বকর যখন কুরান সংকলন করার উদ্যোগ নিলেন তখন উক্ত চারজন সবাই বেঁচে ছিল। কিন্তু তাদের কাউকেই তিনি কুরান সংকলনের দায়িত্ব দেন নি। সুতরাং প্রশ্ন করা যেতেই পারে কেন তিনি দেন নি? কারন নবী কর্তৃক সত্যায়িত এ চারজনের যে কেউই তো কুরান সবচাইতে ভাল সংকলন করতে পারতেন।

1. আবু বকর, মৃত্যু: ৬৩৪ সালে।
2. ওমর, মৃত্যু: ৬৪৪ সালে।
3. ওসমান মৃত্যু: ৬৫৬ সালে।
4. আব্দুল্লাহ মাসুদ, জন্মঃ মক্কা, মৃত্যু: ৬৫০ সালে।
5. উবাই ইবনে কাব, জন্ম: মদিনা, মৃত্যু:৬৪৯ সালে।
6. মুয়াদ বিন জাবাল, জন্ম: মদিনা- কখন মারা যায় সঠিক রেকর্ড নাই, তবে ওমরের আমলে বেঁচেছিল কারন ওমর তাকে বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে এক সেনাদলের প্রধান করে পাঠায়।
7. আবু হুদায়ফিয়ার, জন্ম: মক্কা- আবু বকরের আমলে বেচে ছিল। (সূত্র: wikipedia.org)

উক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় নবী কর্তৃক সত্যায়িত চারজনই আবু বকরের আমলে বেঁচে ছিল ।
আনাস বিন মালিক বর্ণিত- হুদায়ফিয়া বিন আল ইয়ামান ওসমানের কাছে আসল যখন কিছু শাম ও ইরাকি দেশীয় লোক তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। হুদায়ফিয়া শাম ও ইরাক দেশীয় লোকদের ভিন্ন উচ্চারণে কোরাণ পাঠ নিয়ে ভীত ছিলেন, তাই তিনি বললেন- হে বিশ্বাসীদের প্রধাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেমন তাদের কিতাব বিকৃত করেছিল তেমনটি থেকে কোরাণকে রক্ষা করার জন্য আপনি কিছু করুন। সুতরাং ওসমান হাফসা (নবীর স্ত্রী ও ওমরের কন্যা) এর নিকট এক বার্তা পাঠালেন- দয়া করে আপনার নিকট রক্ষিত কোরাণের কপিটা আমাদের কাছে পাঠান যাতে করে আমরা তার একটা বিশুদ্ধ কপি করতে পারি ও তারপর সেটা আপনার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। হাফসা সেটা ওসমানের নিকট পাঠালেন। ওসমান তখন যায়েদ বিন তাবিত, আব্দুল্লাহ বিন আয যোবায়ের, সাদ বিন আল আস ও আব্দুর রহমান বিন হারিথ বিন হিসাম এদেরকে কোরাণের পান্ডুলিপি পুন: লিখতে আদেশ করলেন। ওসমান তিনজন কুরাইশ ব্যাক্তিকে বললেন - যদি তোমরা কোন বিষয়ে যায়েদ বিন তাবিত এর সাথে কোরাণের কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, তাহলে তা কুরাইশ উচ্চারণে লিখবে, কারণ কোরাণ সে উচ্চারণেই নাজিল হয়েছিল। তারা সেরকমই করলেন আর যখন অনেকগুলো কপি লেখা হলো তখন ওসমান আসল কপিটা হাফসার নিকট ফেরত দিলেন। অত:পর ওসমান একটি করে কপি প্রতিটি প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং একই সাথে বাকী সব পান্ডুলিপি যা সম্পূর্ণ বা আংশিক ছিল সেসব পুড়িয়ে ফেলার হুকুম করলেন। যায়েদ বিন তাবিথ আরও বলেন - আল আহযাব সূরার একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন আমরা কোরাণ সংকলন করছিলাম ও আমি তা আল্লাহর নবীকে তেলাওয়াত করতে শুনেছি। তাই এটা আমরা খুজতে শুরু করলাম ও খুজাইমা বিন তাবিথ আল আনসারি এর নিকট তা পেলাম। আয়াতটা ছিল ৩৩:২৩। (সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১০)

উক্ত হাদিস মোতাবেক জানা যাচ্চে যে ওসমান পূনরায় আর একটি কুরান সংকলন করেন , যা অবশ্য আবু বকরের কুরানের দ্বারাও সত্যায়িত ছিল। কিন্তু যেহেতু এবারও পূর্ববর্তী যায়েদ বিন তাবিত সহ আরও দুইজন কে দায়িত্ব দেয়া হয় ও বলা হয় কুরান লিখতে হবে কুরাইশ আঞ্চলিক আরবী ভাষায় তা থেকে বোঝা যাচ্ছে আবু বকর কৃত কুরান সম্পূর্ণ ছিল না। তবে ওসমান যে কুরান সংকলন করেন তা যদি তিনি বহু কপি করে সংরক্ষন ও বিতরন করতে পারেন, তাহলে তার কুরান যে পূর্ববর্তী হাফসার কাছে রক্ষিত কুরান থেকে হু বহু কপি করা হয়েছিল সেই মূল কপি কেন তিনি সংরক্ষন করলেন না? বা পরবর্তী খলিফারা কেন সেই মূল পান্ডুলিপি সংরক্ষন করলেন না ? সেটা করা তো তাদের জন্য খুব সহজ ছিল। তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে হযরত ওসমান কৃত পরবর্তী কুরানের সংকলন হুবহু আগের সংকলনের অনুরূপ বা আগের সংকলনের সব সূরা বা আয়াত বর্তমান সংকলনে কপি করা হয়েছে? অথচ এ ধরনের এক অভিযোগ তুলে কিন্তু ইসলামী স্কলাররা বাইবেলের সংরক্ষনকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে দাবী করে যে বর্তমানে বাইবেলের যে কপি পাওয়া যায় তা মূল বাইবেলের অনুরূপ নয় বা বিকৃত। তারা বলতে চায় মূল হিব্রু বা এরামাইক ভাষার পান্ডুলিপি যেহেতু নাই তাই বর্তমান বাইবেল বিকৃত। কিন্তু সেই একই যুক্তি কেন কুরানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না ? এবার আর একটা হাদিস দেখতে পারি -

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছিলেন, জিব্রাইল আমার কাছে কোরাণকে এক রীতিতে উচ্চারণ করত। অত:পর আমি তাকে বলতাম তা অন্য রীতিতে উচ্চারণ করতে এবং সে বিভিন্ন রীতিতে তা উচ্চারণ করত এবং এভাবে সে সাতটি রীতিতে উচ্চারণ করে আমাকে শিখাত। (সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৩)

দেখা যাচ্ছে সাতটি ভিন্ন উচ্চারনে কুরান নাজিল হয়েছিল। তাই যদি হয় বর্তমানে শুধুমাত্র একটি উচ্চারনের কুরান কেন দেখি ? আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কুরান যদি সংকলিত করতেই হয় তাহলে সেই সাতটি উচ্চারনের কুরানকেই সংকলন করার দরকার ছিল তাহলেই সেটা হতো বিশুদ্ধ সংকলন। এখন সব আয়াত সম্বলিত কাঠ, খেজুরপাতা, চামড়া ওসমান পুড়িয়ে ফেলার পর আমরা বুঝব কেমনে যে সত্যি সত্যি তিনি যথাযথ কুরান সংকলন করেছেন ? বর্তমানে যে কুরানের কপি দেখি , উক্ত কুরানের সূরা ও আয়াত সম্বলিত একটা করে সেই কাঠ , খেজুরপাতা বা চামড়া লিখিত পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে রাখলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে হযরত ওসমান যথাযথভাবে কুরান সংকলন করেছেন, অন্তত: পক্ষে আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম। সহি হাদিস থেকেই যেখানে আমরা দেখছি অনেক আয়াতই কুরানে সংকলিত হয় নি সেখানে ওসমান যে সত্যি সত্যি উক্ত আদি পান্ডুলিপি থেকে সকল আয়াতই তার কুরানে সংকলিত করেছেন তার গ্যারান্টি কি ? সাতটা ভিন্ন উচ্চারনের কুরান যে সাত রকম অর্থ যুক্ত ছিল না তার প্রমান কি?

ইউসুফ বিন মাহক বর্ণিত- যখন আমি আয়শা, সমস্ত বিশ্বাসীদের জননী এর নিকট বসে ছিলাম , ইরাক থেকে এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “কোন ধরনের আচ্ছাদন সর্বোত্তম?” আয়শা বললেন- তোমার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। কিন্তু বিষয় কি? সে বলল- হে জননী, আমাকে আপনার কোরান থেকে দেখান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কেন? সে বলল-কোরাণকে সেটার অনুযায়ী অনুলিপি করতে চাই কারণ লোকজন এর সূরা সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে না। ......অত:পর আয়শা তার কোরাণটা বের করলেন আর লোকটাকে কোরাণের সূরা কিভাবে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন। (সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৫)

উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে আয়শার কাছেও একটা কুরান ছিল , কিন্তু সেটা এখন কোথায়? কুরান সংকলনের সময় এ কুরান থেকে কোন সাহায্য নেয়া হয়েছে সেটা তো দেখা যাচ্ছে না। সেই কুরান এখন কোথায়?

কুরানের দিকপাল ও সর্বমান্য স্ক লার ইবনে কাথির বিভিন্ন হাদিস, সিরাত এসব পর্যালোচনা করে নিচে যে তাফসির করেছেন তা একটু দেখা যাক:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হযরত যির (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন- সূরায়ে আহযাবে কতটি আয়াত গণনা করা হয় ? তিনি উত্তর দিলেন- তিয়াত্তরটি।তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন- না না, আমি তো দেখেছি সূরাটি সূরা বাকারার প্রায় সমান ছিল। এই সূরার মধ্যে আমরা নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করতাম -

বুড়ো বুড়ি যদি ব্যাভিচার করে তাহলে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে ফেল , এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালি ও বিজ্ঞানময়।- এর দ্বারা জানা যায় যে - এ সূরার কতকগুলি আয়াত আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে বাতিল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

(পৃষ্ঠা ৭৩৩, খন্ড ১৫, তাফসির ইবনে কাসির, অনুবাদ : ড, মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি, আরবি ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।)

অনলাইনে এ বাংলা তাফসির পাওয়া যাবে এখানে, http://www.quraneralo.com/tafsir

উক্ত বর্ণনা মতে দেখা যায় শুধুমাত্র সূরা আহযাব থেকেই প্রায় ২০০ এর মত আয়াত বাদ পড়েছে। কারন সূরা বাকারাতে মোট আয়াত সংখ্যা ২৮৬ কিন্তু আহযাবে মাত্র ৭৩ টা।

কুরান আসলে কিভাবে সংকলিত হয়েছে এ সম্পর্কিত আরও বহু দলিল দেখানো যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু আলেমকে প্রশ্ন করলে তারা বলে - শুধু হাদিস বা তাফসির থেকে কু রানের সংকলন বোঝা যাবে না বা ইসলাম বোঝা যাবে না। কুরান সংকলন বুঝতে গেলে কোথা থেকে বুঝতে হবে সেটাও তো বোধগম্য নয়। তারা তখন কুরানের উক্ত আয়াত বর্ণনা করে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ বলছে - **আমিই কুরানের সংরক্ষনকারী**,এটা তারা এমন ভাবে বলে যেন আল্লাহ একটা ছাপান কুরা ন সুন্দর বাধাই করে জিব্রাইলের মাধ্যমে তা নবীর কাছে পাঠিয়েছে, না হয় আল্লাহ নিজেই এসে কুরানকে বর্তমান আকারে সংকলন করে গেছে। তারা বুঝতেই পারে না , কুরানের নিজের বানী কুরানকে ডিফেন্ড করে না, কুরান যার কাছে নাজিল হয়েছিল বা নাজিল হওয়ার পর যারা তার সংরক্ষন করে ছিল তাদের সাক্ষীই একমাত্র কুরানের বানীকে ডিফেন্ড করতে পারে। যার কাছে নাজিল হয়েছিল বা যারা নাজিলের পর সেসব সংরক্ষন করেছিল, তাদের ঘটনার ইতিবৃত্ত আমরা কুরানে পাই না , পাই হাদিস, সিরাত ও পরিশেষে তাফসির থেকে। আর উক্ত কিতাবগুলোই বলছে কুরান কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছি ল। সেটাই এখানে বিবৃত করা হলো মাত্র। তবে এতসব প্রশ্নের একটা সহজ উত্তরও আছে তা হলো কুরানই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকে বাকী সব মিথ্যা হলে কুরানের অস্তিত্ব থাকে কেমনে?

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/index.php?q=valomanus/posts/166530

ইসলাম বোঝার সহজ তরিকা, পর্ব-২(আল্লাহর আয়াত বাতিলকরন)

তারিখঃ শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৭:০২

লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী

প্রথম পর্বে আমরা জেনেছি নবির ইসলাম ছিল আসলে দুই রকম- **মাক্কি ও মাদানি ইসলাম।** মক্কায় যখন দুর্বল ছিলেন লোকবল ছিল না তখন তিনি শান্তির বানীপূর্ণ ইসলাম প্রচার করেন কিন্তু মদিনায় গিয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত হওয়ার পর জিহাদি ইসলাম প্রচার করেন। এ পর্বে আমাদের জানতে হবে যে নবীর ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে নাজিলকৃত অনেক আয়াত আল্লাহ পরবর্তীতে বাতিল করে দিয়েছিল। আরবীতে যাকে বলে - নাসেক-মানসুক। ইংরেজীতে বলে - Abrogation। নাসেক হলো - যে আয়াত দ্বারা অন্য কোন আয়াতকে বাতিল করা হয় এবং মানসুক হলো - যে আয়াত বাতিল হয়ে গেল।

এই সব বিষয় যারা জানে না , তারা আল্লাহর আয়াত বাতিলের খবর শুনেই ক্ষেপে উঠতে পারে। তারা প্রশ্ন করতে পারে - আল্লাহর আয়াত আবার বাতিল হয় কি করে ? আল্লাহ কি মানুষের মত চঞ্চলমতি নাকি যে এখন এক কথা বলবে, তো পরে অন্য কথা বলবে ? আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী আর তার বানী হবে শ্বাশ্বত, তার বানী হবে চিরন্তন, যার কোন পরিবর্তন হবে না।তাদেরকে বিনয়ের সাথে জানান যাচ্ছে যে , কুরানের আল্লাহ যখন তখন তার বানী পরিবর্তন করে ফেলত। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তাহলে দেখুন-

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?সূরা বাক্বারা ২: ১০৬

এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।নাহল-

১৬:১০১

উপরের আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে যেহেতু সে সর্বশক্তিমান তাই তার যখন ইচ্ছা খুশি তার বানী পরিবর্তন করতে পারে। এটা অবশ্যই যৌক্তিক । যা খুশি করতে বা বলতে না পারলে সে কিসের সর্ব শক্তিমান ? এটা যে মনগড়া উক্তি তা কিন্তু নয়। খোদ তাফসির ইবনে কাথিরের ভাষ্যও তাই, যেমন-

সূরাঃ নাহল ১৬ ২৫০ পারাঃ ১৪

ب অক্ষরকে سَبَبِيَّةٌ বা কারণবোধক ধরা হবে। অর্থাৎ তারা তার অনুগত হওয়ার কারণে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করতে শুরু করে। এও ভাবার্থ হতে পারে যে, তারা তাদেরকে মাল ও সন্তান-সন্ততিতে তাকে আল্লাহর শরীক মনে করে বসে।

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলেঃ তুমি তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

١٠١- وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

১০২। তুমি বলঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল-কুদুস (জিবরাঈল. আঃ) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণ কারীদের জন্যে।

١٠٢- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ ○

আল্লাহ তাআ'লা মুশ্রিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং বেঈমানির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে? এরা তো অনন্তকাল হতেই হতভাগ্য। যখন কোন আয়াত মানসূখ্ বা রহিত হয় তখন তারা বলেঃ "দেখো, তাদের অপবাদ খুলেই গেল।" তারা এতটুকুও

সূরাঃ নাহল ১৬ ২৩১ পারাঃ ১৪

বুঝে না যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করে থাকেন এবং যা ইচ্ছা, তাই হুকুম করে থাকেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম ঐ স্থানে বসিয়ে দেন। যেমন তিনি- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا .... الخ (২ঃ ১০৬) এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র রূহ্ অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের সাথে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে নিয়ে আসেন, যেন ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। একবার অবতীর্ণ হলো তখন মানলো, আবার অবতীর্ণ হলো আবার মানলো। তাদের অন্তর আল্লাহ তাআ'লার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আল্লাহর নতুন ও তাজাতাজা কালাম তারা শুনে থাকে। মুসলমানদের জন্যে হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়।

তাফসির ইবনে কাথির , ১৩শ খন্ড, সাইট: http://www.quraneralo.com/tafsir/

একবার একটা অনুষ্ঠানে ইসলামের নব জাগরনের অগ্রদুত ডা : জাকির নায়েককে এ ব্যপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তো দেখলাম জাকির মিয়া খুব দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিল- আমাদের নবি যেহেতু সর্বশেষ নবী, তার পূর্ববর্তী নবীদের কিছু কিছু বিধান এ যুগে যেহেতু আর চলবে না , সেসব পরিবর্তন করার জন্যেই উক্ত বাতিল-করন আয়াত নাজিল হয়েছিল। আর সে আরও বলল - একারনেই ইসলাম হলো আধুনিক ও প্রগতিশীল ধর্ম। উপস্থিত লোকজন বুঝে বা না বুঝে হাত তালি দিল। কিন্তু ডা: জাকির নায়েক যে সম্পূর্ন সত্য কথা বলে নি তার প্রমান হলো খোদ কুরানেরই বহু আয়াত অর্থাৎ শেষ নবীর ওপর নাজিলকৃত বহু আয়াত কিছু কাল পরেই আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছিল। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে - এটা কিভাবে সম্ভব যে মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ তার বানী যেমন ইচ্ছা পাল্টিয়ে ফেলে অস্থিরমতি মানুষের মত ? সেটা যদি সে করে তাহলে তার বানী চিরন্তন হয় কি করে , তার বানী চিরন্তন না হলে সে নিজেই বা কিভাবে চিরন্তন বা শ্বাশ্বত?

এবার দেখা যাক কুরানের আয়াত বাতি লের কিছু উদাহরন দেয়া যাক:

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় , সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ

করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। বাক্কারা-২: ১৮০

২:১৮০ আয়াত নিচের ৪: ১১-১২ আয়াতদ্বারা বাতিল হয়ে যাবে

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু?জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু 'এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতে র কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ , রহস্যবিদ।নিসা-৪:১১

আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।নিসা-৪:১২

এখানে ৪:১১-১২ হলো নাসিক এবং ২:১৮০ হলো মানসুক। ২:১৮০ আয়াতে সম্পদ বন্টনের কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকাতে সম্পদের বন্টন যেমন খুশী করা যেতে পারত , কিন্তু ৪:১১-১২ দ্বারা সম্পদের বন্টন সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তাই উক্ত ২:১৮০ এর কার্যকারিতা আর থাকবে না , পরিবর্তে ৪:১১-১২ আয়াতের কার্যকারীতা বলবত হবে।

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। বাক্বারা- ২: ২৪০

উক্ত ২: ২৪০ আয়াত, নিচের ২: ২৩৪ আয়াত দ্বারা বতিল হয়েছে

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে , তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। বাক্বারা- ২: ২৩৪

২:২৪০ আয়াতে প্রথমে বিধান ছিল কোন নারী তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার মৃত স্বামীর গৃহে অবস্থান করতে পারবে এবং মৃত স্বামীর পরিবার এক বছর পর্যন্ত সেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ করবে। কিন্তু ২: ২৩৪ দ্বারা সেই বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। স্ত্রী ইচ্ছা করলে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করে নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে বা পিতৃগৃহে চলে যেতে পারবে।

হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে , তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন।৮:৬৫

উক্ত ৮:৬৫ নিচের ৮:৬৬ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে

এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু 'হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। ৮:৬৬

দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে ৮:৬৫ বলছে একজন মুসলমান সমান দশজন কাফের , কিন্তু ৮:৬৬ তা পাল্টিয়ে বলছে একজন মুসলমান সমান দুইজন কাফের। ৮:৬৬ আয়াতে বলছে-**তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য দূর্বলতা রয়েছে।** তাহলে আল্লাহ কি আগেই জানত না যে মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে ও একজন মুসলমান দশজন কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে না ? নাকি নবি আল্লাহকে বলার পরই সেটা আল্লাহ জানতে পারল ? আর তাই তাকে তড়ি ঘড়ি বানী পরিবর্তন করতে হলো?

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।আহযাব-৩৩:৫০

উক্ত ৩৩:৫০ নিচের ৩৩:৫২ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে

দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।আহযাব-৩৩:৫২

৩৩:৫০ আয়াতে আল্লাহ তার নবি ও হাবিবকে যত ইচ্ছা খুশী বিয়ে করার অনুমতি দান করেছিল নবির বিশেষ অ সুবিধা দুর করার জন্য ,অত:পর ৩৩:৫২ আয়াত দ্বারা তা আবার নিষেধ করে দিয়েছে। তবে পরমকরুনাময় আল্লাহ বলতে ভোলেনি যে বিয়ে না করতে পারলেও দাসীর সাথে মেলা মেশা করতে কোন নিষেধ নাই।

উক্ত তালিকা নেয়া হয়েছে এ সূত্র থেকে :http://www.sunnipath.com/library/books/B0040P0021.aspx

উক্ত নাসিক মানসুকের তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লা(মৃত্যু ১৭৫৯)।

যে কোন আগ্রহী পাঠক গুগল সার্চে গিয়ে Abrogation in quran or Nasik Mansuk লিখে সার্চ করলেই অজস্র তথ্য পেয়ে যাবেন যেগুলো প্রখ্যাত সব মুসলিম স্কলারদের মন্তব্য দিয়ে ভর্তি ।

বস্তুত: আয়াত বাতিল করন বুঝতে বিরাট স্কলার হওয়া লাগে না। একটু সাধারন জ্ঞান থাকলেই হয়। উক্ত নাসিক মানসুকের ঘটনা থেকে যে নিয়মটা পাওয়া গেল তা হলো -

কোন একই বিষয় বা বিধানের ওপর দুই বা ততোধিক আয়াত নাজিল হলে সর্বশেষ আয়াতটা পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর কার্যকারিতা বাতিল করে দিয়ে সর্বশেষ আয়াতটির বিধান অত:পর বহাল থাকবে।

যে কোন রাস্ট্র বা সমাজে যখন আইন প্রনয়ন করা হয় ,ঠিক উক্ত নিয়মটাই অনুসরণ করা হয়। ধরা যাক ,বাংলাদেশের সংসদ কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে একটা আইন ২০০১ সালে প্রনয়ন করেছিল,২০১৩ সালে এসে যদি হুবহু একই বিষয়ে আর একটা নতুন আইন সংশোধিত আকারে প্রনয়ণ করে ,তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ২০০১ সালের প্রণীত আইন বাতিল হয়ে গিয়ে অত:পর ২০১৩

সালের আইনটাই কার্যকরী হবে। একই সাথে ২০০১ ও ২০১৩ সালের আইন কার্যকরী হবে না। যদি কেউ দাবী করে যে উভয় আইনই কার্যকরী হবে - তাহলে হয় সে বদ্ধ পাগল, না হয় আইন সম্পর্কেই জানে না। আর বাস্তবে উভয় আইন একই সাথে কার্যকরী করে উক্ত বিষয়ে কোন বিচার আচার করাও সম্ভব নয়। যদি কেউ সেটা চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সে গোজামিল দিয়ে ধান্ধাবাজী করার কু-মতলবে আছে।

এতক্ষন যে সব আয়াত বাতিল হয়ে নতুন সব আয়াত নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা গেল, উক্ত বিষয়গুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না বরং দেখা গেল যে সংশোধিত আয়াতসমূহ যথেষ্ট যুগোপযোগী ছিল। তবে এ প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল - আল্লাহ কিভাবে যখন খুশী তখন তার বানী চঞ্চলমতি মানুষের মত পরিবর্তন করতে পারে ? চির শ্বাশ্বত সর্বজ্ঞানী আল্লাহর যে কোন বিষয়ে বানী হবে একটাই, সে বার বার একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বানী দিলে তার শ্বাশ্বতা বা সর্বজ্ঞানতার বিষয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এবারে আসা যাক ভিন্ন একটা বিষয়ে। আমরা আবার দেখতে পারি, মক্কায় থাকতে বা মদিনায় হিজরত করার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তির বিষয়ে কি সব আয়াত নবি প্রাপ্ত হয়েছিলেন-

তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে। সূরা কাফিরুন -১০৯: ০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)

দ্বীন নিয়ে জবরদস্তি নেই। সূরা বাকারা -০২: ২৫৬ (মদিনায় অবতীর্ণ)

আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে - উক্ত আয়াত দ্বয় মূলত মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সহাবস্থান বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, এটাও বোঝা যাচ্ছে যে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ও তাদের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শান্তিতে বসবাস করবে। ১ম পর্বে কুরানের আয়াত নাজিলের যে সময়ক্রম অনুযায়ী সারণী দেয়া হয়েছিল তাতে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় সূরা কাফিরুন নাজিল হয়েছিল ১৮ নম্বরে মক্কাতে, আর সূরা বাকারা নাজিল হয়েছিল ৮৭ নম্বরে নবির মদিনা যাওয়ার পর পরই। কারন সুরা বাকারা নাজিল হয়

কিছুটা মক্কাতে বাকীটা মদিনাতে। উক্ত সূরা বাকারা নাজিলের পর নবি মদিনাতে প্রায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদিনায় অবস্থানের একেবারে শেষ দিকে নাজিল হয় সূরা আত তাওবা সারনী থেকে দেখা যায় নম্বর - ১১৩। বিভিন্ন ইসলামি পন্ডিতদের বক্তব্য সূরা আত তা ওবাই নবির জীবনের সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরা। এখন এই সূরাতে মুসলমান ও অমুসলমানদের সহাবস্থান বিষয়ে যে সব আয়াত নাজিল হয়েছিল সেসব একটু দেখা যাক -

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আত তাওবা -৯:৫

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। সূরা আততাওবা -৯:২৯

এবারে ৯:৫ আয়াত সম্পর্কে ইবনে কাসিরের তাফসির দেখা যাক-

৫। অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

৫- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

সম্মানিত মাস দ্বারা এখানে ঐ চার মাসকে বুঝানো হয়েছে যার বর্ণনা– مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .. (৯ঃ ৩৬) এই আয়াতে রয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে শেষ সম্মানিত মাস হচ্ছে মুহাররামুল হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যহহাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে কিছু চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং এখানে ঐ চার মাস উদ্দেশ্য যে মাসগুলোতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল– এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।" আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যেখানেই পাও', সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাওনা কেন, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম শরীফে যুদ্ধ চলতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تُقٰتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ....

অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের পাশে যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করে। যদি তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ

করার অনুমতি দেয়া হলো। ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার, বন্দী করতে পার, তাদের দুর্গ অবরোধ করতে পার এবং তাদের প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থেকে সামনে পেলেই মেরে ফেলতে পার। অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেয়ে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্যে এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যেই

সূত্র : তাফসির ইবনে কাসির, ৮ম,৯ম,১০ম ও ১১শ খন্ড।
সাইট:http://www.quraneralo.com/tafsir/

উক্ত তাফসিরের ৬৪৩ নং পাতায় দেখা যাচ্ছে- মুসলমানরা আগ বাড়িয়ে অমুসলমানদেরকে আক্রমন করবে , তারপর তাদেরকে ইসলাম কবুল করতে বলবে, যদি তারা ইসলাম গ্রহন না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে ও অত:পর পাকড়াও করে হত্যা করতে হবে।

৯:২৯ নং আয়াতের তাফসির দেখা যাক:

যা কিছু ঘটবে তা সবই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়ও তিনি অতুলনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন।"

২৮। হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী বড়ই হিকমতওয়ালা।

٢٨- يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

২৯। যেসব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صٰغِرُونَ ○

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র দ্বীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বায়তুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম

হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে আবূ বকর (রাঃ) -এর সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেনঃ "হজ্বের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হজ্ব করতে না আসে এবং কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে।" শরীয়তের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে উলঙ্গ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। মুসনাদে আহমাদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এ বছরের পরে চুক্তিকৃতগণ ছাড়া এবং তাদের গোলামরা ছাড়া আর কেউই যেন আমাদের মসজিদে প্রবেশ না করে।" কিন্তু এই মারফূ' হাদীস অপেক্ষা বেশী সহীহ সনদযুক্ত মাওকুফ রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুসলিমদের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ফরমান জারী করেছিলেনঃ "ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে মুসলমানদের মসজিদে আসতে দিবে না।" এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। আতা (রঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম শরীফই মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মুমিন অপবিত্র হয় না। বাকী থাকলো এই কথাটি যে মুশরিকদের দেহ ও সত্তাও কি অপবিত্র? এ ব্যাপারে জমহূরের উক্তি এই যে, তাদের দেহ অপবিত্র নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু হালাল করেছেন। যাহেরিয়া মাযহাবের কোন কোন লোক মুশরিকদের দেহকে অপবিত্র বলেছে। হাসান (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মুসাফাহা করবে সে যেন তার হাতটি ধুয়ে নেয়। এ হুকুম হলে লোকদের কেউ কেউ বললোঃ "তাহলে তো আমাদের বাজার মন্দা হয়ে যাবে এবং ব্যবসার জাঁকজমক নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আমাদের বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হবে।"[১] তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা এ ব্যাপারে কোনই ভয় করো না। আল্লাহ তোমাদের আরো বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্যে তিনি জিযিয়া

১. লুবাব গ্রন্থে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, মুশরিকরা বায়তুল্লাহতে খাদ্য সম্ভার নিয়ে আসতো এবং ওর মধ্যে ওরা ব্যবসা করতো। অতঃপর যখন তাদেরকে বায়তুল্লাহতে আসতে নিষেধ করে দেয়া হলো তখন মুসলমানরা বললোঃ "আমাদের জন্যে খাদ্য কোথায়?" তখন আল্লাহ তা'আলা ... وَإِنْ خِفْتُمْ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্যে কোন্‌টা বেশী কল্যাণকর তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্যে ততোটা

সূত্র: তাফসির ইবনে কাসির ,৮ম,৯ম,১০ম,১১শ খন্ড।
সাইট:http://www.quraneralo.com/tafsir/

উক্ত তাফসির থেকে দেখা যাচ্ছে- হজ্জের সময় আর কোন অমুসলিমকে কাবা ঘরের নিকট আসতে নিষেধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে খৃষ্টান ও ইহুদিদেরকে। তারা

আসত ব্যবসা করতে। তারা আসতে না পারলে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে যাবে এ আশংকা করলে আল্লাহ তাদেরকে বলছে খৃষ্টান ইহুদিদেরকে আক্রমন করে বশ্যতা স্বীকার করার পর তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে তাদের অভাব মোচন হবে। অন্য কথায় অন্যদের সম্পদ কুক্ষিগত করে সম্পদ শালী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে এখানে আল্লাহ।

উক্ত ৫: ৯ ও ৫:২৯ ও এর আশপাশের আয়াতসমূহ ও তাফসির পড়লে দেখা যায় এগুলো মোটেই আত্মরক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ বা জিহাদের ডাক নয় বরং এটা আগ বাড়িয়ে আক্রমনাত্মক জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য আল্লাহ বলছে। অথচ বিভিন্ন বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদেরকে নানা ভাবে বুঝ দেয়া হয় , নবি কখনই আগ বাড়িয়ে কাউকে আক্রমন করেন নি বা হত্যা করেন নি। কিন্তু কুরানে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ন ভিন্ন কথা। তাহলে এভাবে আমাদেরকে অসত্য তথ্য জানিয়ে বিভ্রান্ত করার অর্থ কি ?

এমতাবস্থায় কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার।

এক : নাসিক মানসুক বিধি মোতাবেক সর্বশেষে ৯:৫ ও ৯:২৯ আয়াত নাজিলের পর কি অত:পর বহু পূর্বে নাজিলকৃত শান্তির আয়াতের বিধান - **তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে (১০৯:৬) বা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই (২:২৫৬)-** এগুলো কি আর বহাল থাকবে ? যদি থাকে তাহলে সেটা কিভাবে সম্ভব ? একই সাথে যুদ্ধ ও শান্তির কার্যকারীতা বহাল রাখা কিভাবে সম্ভব?

দুই: ব্যবসা বানিজ্য বাদ দিয়ে জিজিয়া কর আদায়ের নামে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার বিধান, এটা কতটা যুক্তি সঙ্গত ও ন্যয়সঙ্গত এবং সেটা কিভাবে সে ধরনের বিধান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অনুসরন করতে বলতে পারে ?

তিন: অমুসলিমরা যদি জানে যে মুসলমানরা সর্বদাই সুযোগ পেলে তাদের ওপর আক্রমন করে অত:পর জোর করে জিজিয়া কর আদায় করে তাদেরকে নিম্ন শ্রেনীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে , তাহলে অমুসলিমরা কিভাবে আর মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করতে পারে ? অত:পর অমুসলিমরা যদি

নিজেদের আত্মরক্ষার স্বার্থে আগ বাড়িয়ে মুসলমানদেরকে আক্রমন করে ছার খার করে দেয় , সেটা কি তাদের জন্য খুব অন্যায্য হবে ?

মন্তব্যসমূহ

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৭:৪৪ তারিখে ফারমার বলেছেন

ইবনে কাথির সাহেবের বাড়ী কোথায়? উনি কত সালে অবধি বেঁচেছিলেন, কি করতেন?

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৭:৫২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Kathir

এখানে একটু ঢুকে পড়ুন , জানতে পারবেন।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৮:২৭ তারিখে ফারমার বলেছেন

প্রশ্ন করলাম আপনাকে, দিলেন লিংক, কি বালচাল লিখে ব্লগ ভরাচ্ছেন?

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৮:৩৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

ইবনে কাসিরের নাম জানেন না , আপনার কি মুসলিম পরিবারে জন্ম ? মনে তো হয় না। ইবনে কাসির ১৩ শতকে সিরিয়ায় জন্মগ্রহনকারী একজন বিখ্যাত ইসলামি স্কলার। তার কুরানের তাফসির সারা দুনিয়ায় সকলের আদর্শ ও প্রামান্য। এটা বাল ছাল লেখা না। এরকম একটা পোষ্ট লিখতে বহু সময় ও মাথা ঘামাতে হয়। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৮:৪১ তারিখে ফারমার বলেছেন

আমি মুসলিম পরিবারে জন্মে শেরেবাংলা ফজলুল হক , মৌলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নাম শুনেছি; সিরিয়ার কোন বালচাল বেদুইন দিয়ে আমি কি বাল ফালাবো?

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৮:৪৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

সেই বেদুইনদের দেয়া ধর্ম দিয়ে এই দেশটা এখন কোন দিকে যাচ্ছে সেটা সেই বেদুইনদের দেয়া ধর্মের আল্লাহই ভাল জানে। সুতরাং খোজ খবর একটু রাখা উচিত। বিষয়টা যেহেতু দেশ ও জাতির। বেদুইনদের দেয়া ধর্ম নিয়েই হেফাজতিরা মাঠে নেমেছে আর সারা দেশ বাসি কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাদেরকেই সমর্থন দিচ্ছে।

সোমবার, ০৬/০৫/২০১৩ - ১৫:১১ তারিখে আরেফেন বলেছেন

ফেঙ্গি খেয়ে টাল হয়ে কুরআন পড়লে কি হবে ? আন্দাযে ঘোৎ, ঘোৎ করা থামান।

দেখেন কিভাবে মানুষকে ধোকা দিতে চেয়েছেন ---

তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থি ত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাক্কারা ২:১৮০)

ক্যন এখন কি ওসীয়ত করা যায় না ?

শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে কেউ মারা গেলে ---

সম্পদ থেকে প্রথমে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে
তারপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে
এরপর তার ওসীয়ত থাকলে তা আদায় করতে হবে (সর্বোচ্চ ১/৩)
বাকিটুকু ওয়ারিসের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

সমস্যা হচ্ছে কিছু আবাল থাকবে যারা ওসীয়তের সুযোগ নিয়ে ওয়ারিসদের বন্চিত করতে পারে , তাই৪:১১-১২ আয়াত নাযিল করা হয়।
এতটুকু হিসাব তো ক্লাস ৭ এর বাচ্চাও বুঝে।

ফেঙ্গি মনে হয় বেশী গিলছিলেন তাই সুরা বাক্কারা ২:২৪০ আর ২:২৩৪ আয়াত দুইটাও বুঝেন নাই।

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে ত খন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। (বাক্বারা ২:২৪০)

এ আয়াতটা হচ্ছে স্বামিকে উদ্দেশ্য করে যেখানে বলা হয়েছে ১ বছরের জন্য স্ত্রীর ভরন পোষনের ওসীয়ত করার জন্য।

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে , তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। (বাক্বারা ২:২৩৪)

এ আয়াতটা হচ্ছে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যেখানে বলা হয়েছে স্ত্রী যেন স্বামির ঘরে অন্ত;ত ৪ মাস অবস্হান করে ইদ্দত পুর্ন করে।

কতটা নিম্ন প্রকিতির চারপায়া জন্তুর মত আই, কিউ।

চলবে-----

সোমবার, ০৬/০৫/২০১৩ - ১৫:২৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

সমস্যা হচ্ছে কিছু আবাল থাকবে যারা ওসীয়তের সুযোগ নিয়ে ওয়ারিসদের বন্চিত করতে পারে ,
তাই৪:১১-১২ আয়াত নাযিল করা হয়।
এতটুকু হিসাব তো ক্লাস ৭ এর বাচ্চাও বুঝে।

ওছিয়তের সুযোগ নিয়ে কিছু আবাল যে আছে বা থাকবে যারা বঞ্চিত করবে , এটা কি আল্লাহ আগেই জানত না ? যদি জেনেই থাকে তাহলে একেবারেই ৪:১১-১২ নাজিল করত। যেহেতু তাকে পরে ৪:১১-১২ আয়াত নাজিল করতে হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ আগে জানত না যে কিছু আবাল আছে যারা বঞ্চিত করতে পারে। এটাও তো ক্লাস ৭ এর বাচ্চাও বুঝে।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৮:৫৪ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। বাক্বারা- ২: ২৪০

উক্ত ২: ২৪০ আয়াত, নিচের ২: ২৩৪ আয়াত দ্বারা বতিল হয়েছে

আপনার বক্তব্য অনুসারে উপরোক্ত আয়াৎ কে নিম্মনোক্ত আয়াৎ দ্বারা অকার্যকর করা হয়েছে।

আপনি,সত্যের অনুসন্ধানী, কোরানকে রক্ষার জন্য এভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন। বুঝা যাচ্ছে আপনি জামাত হেফাজত নামক দানবের একটা গোপন অনুচর।

তারা টের পেলে আপনাকে পরস্কৃত করবে। এখনো ওদের দালালী ত্যাগ করুন।
জনগনের কাছে ওদের ফাঁদ ও ভন্ডামী প্রকাশ হয়ে গেছে। অতিশীঘ্রই জনগন তাদেরকে ডাস্টবীনে নিক্ষেপ করে দিবে। মনে রাখবেন বাংলাদেশীরা আফগানীদের মত অতটা বর্বর নয়।

বিশ্বের মহান শ্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী মানুষের মত ? যে, কোন একটি বিষয়ের উপর আজ এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন তো আগামী কাল আবার আর এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন?
এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান শ্রষ্টার বানী কখনো পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।

আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের , ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।নিসা-৪:১২

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৯:১৫ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

আল্লাহ নিজেই তার আয়াত পাল্টে ফেলেন? যা আস্ত একটা বই হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে নাজিলের লক্ষ লক্ষ বছর আগে বেহেস্থের কোন দেয়ালে না কোথায় যেন! **এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান স্রষ্টার বানী কখনো পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।**- তার মানে বলছেন আয়াত রদ করার ঘটনা সত্য নয়? পরিস্কার করুন।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৯:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আল্লাহ কুরানেই ঘোষণা দিয়েছে সে যখন ইচ্ছা খুশী তার বানী পাল্টে ফেলে। কুরানের বহু আয়াতও পাল্টে ফেলেছে যা পোষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যথাযথ উদ্ধৃতিও দেয়া আছে। অত:পর এর প্রেক্ষিতে আমার কতকগুলো প্রশ্নও আছে নীচে। ভালমতো না পড়েই মন্তব্য করেছেন নাকি >? তাহলে আর খামোকা কষ্ট করে এসব পোষ্ট দিয়ে লাভ কি, এর চাইতে বালছাল পোষ্ট দিয়ে খিস্তি খেউড় করাই তো বুদ্ধিমানের মত কাজ দেখি।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৯:২৮ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

প্রশ্নটা আসলে আমি আ: হাকিম চাকলাদারকে করেছিলাম। তিনি একদম ক্ষেপে গেলেন কেন বুঝিনি। আপনি ভাবলেন আপনাকে বলেছি। নারে ভাই, এসব ঢের পড়া হয়েছে। বরং আপনি যে পরিশ্রম করে পোষ্টগুলো লিখছেন তার প্রশংসা করি।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২০:১২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আ: হাকিম চাকলাদার হলেন একজন পাক্কা সুন্নি মুসলমান। দিন রাত তার ইবাদত বন্দেগী করে সময় কাটে। শোনা কথা , উনি নাকি অনলাইনে তাবলিগী কাম করেন। ইন্টারনেট তো আজকাল ইসলাম প্রচারের এক দারুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে। নবি এখন থাকলে কাফেরদের এ প্রযুক্তি নিশ্চিতভাবে হারাম করে দিত।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২০:২৫ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

বিশ্বের মহান স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী মানুষের মত ? যে, কোন একটি বিষয়ের উপর আজ এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন তো আগামী কাল আবার আর এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন?
এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান স্রষ্টার বানী কখনো

পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।

আপনার কথা মত যদি পরিবর্তনশীল নাই হয় , তাহলে এত নবী ও এত আসমানী কেতাবই বা পাঠাতে হবে কেন ? এখন আপনিই ঠিক কোনটা সত্য ।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২০:৩২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আপনি যে কি কইলেন সেটাই বুঝি নি।

এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান স্রষ্টার বানী কখনো পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।কুরানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ বহু আয়াত পরিবর্তন করেছে। আর আপনি বলছেন স্রষ্টার বানী কখনও পরিবর্তনশীল হতে পারে না। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে কুরানের আল্লাহ সত্যিকার কোন স্রষ্টা নয় , বিষয়টা কি তাই দাড়ায় না ?

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২০:২৮ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

বিশ্বের মহান স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কী মানুষের মত ? যে, কোন একটি বিষয়ের উপর আজ এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন তো আগামী কাল আবার আর এক রকম সিদ্ধান্ত দিবেন?
এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান স্রষ্টার বানী কখনো পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।

আপনার কথা মত যদি পরিবর্তনশীল নাই হয় , তাহলে এত নবী ও এত আসমানী কেতাবই বা পাঠাতে হবে কেন ? প্রথম থেকে ১ টি ধর্ম ও ১ টি কিতাব পাঠালেই তো কোন ক্যাচাল হতো না । এখন আপনিই ঠিক করুন কোনটা সত্য ।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২২:৪৭ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

এধরনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন মানুষের গুনাবলী। আর যাই হোক মহান স্রষ্টার বানী কখনো পরিবর্তনশীল হওয়া মানানসই হতে পারেনা। একথা একটা বালকেও বুঝে।

তখনকার যুগে মানুষেরা আল্লাহ পাকের একথা যে , **মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট রক্ত পিন্ড হতে।** মানিয়ে নিয়েছে।

তাহলে এখনো কী আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ কথা মানাবে?

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ২২:৫৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

তখনকার যুগে মানুষেরা আল্লাহ পাকের একথা যে , মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট রক্ত পিন্ড হতে। মানিয়ে নিয়েছে।

তাহলে এখনো কী আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ কথা মানাবে?

ভাই এখানেই তো আপনাদের মত আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক লোকের সমস্যা হচ্ছে। কুরান বলেছে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে মানুষের সৃষ্টি , সেটাই তো ঠিক। বিজ্ঞানীরা যদি ভিন্ন কথা বলে থাকে , তাহলে সেটাকেই কেন সঠিক বলে মনে করছেন? বিজ্ঞানীরা কি আল্লাহর চাইতে বেশী জানে ? তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা তো আজকে এক কথা বলে তো কিছু দিন পর অন্য কথা বলে , তাহলে বিজ্ঞানীদের কথার গ্যারান্টি কি ? হয়ত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরাই আবিস্কার করবে যে আসলেই জমাট রক্ত বিন্দু থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়। অপেক্ষায় থাকুন। এখনও এটা প্রমানিত হয় নি বলে ভবিষ্যতে হবে না , এমন কথা তো কেউ বলতে পারে না।

শনিবার, ০৪/০৫/২০১৩ - ১৯:০৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আল্লাহ নিজেই যদি কিছু দিন পর পর তার বানী পাল্টে ফেলে আমার কি করার আছে ? আমার ধারনা ছিল সাধারন মানুষ অনেকেই এটা জানে না। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের জানা দরকার। প্রায়ই দেখি ওয়াজ মাহফিল সহ অন্যান্য ইসলামি জলসাগুলোতে বাতিল হয়ে যাওয়া আয়াত শুনিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আমি চাই না মানুষ এভাবে বিভ্রান্ত হোক। প্রকৃত ইসলাম জেনে তারা খাটি ইমানদার বান্দা হোক।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ০০:৪৫ তারিখে নিরবতা বলেছেন

লেখককে বলছি। আপনার প্রবন্ধের নাম 'ইসলাম শিখার সহজ উপায়' অথচ আপনি বুঝানোর চেষ্টা করছেন ইবনে কাসীরের তফসীর, যিনি মধ্যযুগীয় আলেম। আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী। আর এর মূল হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল কোরআন। লা রাইবা ফীহে এর মাঝে

কোনরূপ সন্দেহের অবকাশই নেই অথচ আপনি উল্টোটা বুঝাচ্ছেন! আপনি ইবনে কাসিরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইনয়ে বিনিয়ে কুরআনের বক্ত ব্যে স্ববিরোধের ঘোষণা দিচ্ছেন আর আশ্রয় নিচ্ছেন ইবনে কাসীরের অথচ কুরআনের স্পষ্ট দাবী হচ্ছে,

اَ فَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (৮২)

এতে আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করছেন, ‘তবে কি তারা এ কোরআনে গভিরভাবে মনোনিবেশ করে না? এ কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে এসে থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই এর মাঝে অনেক স্ববিরোধিতা খুঁজে পেতো।’ (সূরা নিসা আয়াত ৮২) এখন বলুন, আপনার কথা মানবো? ইবনে কাসীরের কথা মানবো? নাকি আল্লাহর কথা মানবো? আমরা সবাই আল্লাহর কথাই মানবো। এই হলো ইসলাম বুঝার সহজ উপায়।
পবিত্র কোরআন এবং কোরআনের মূল বক্তব্য বিরোধী কোন তফসীর গ্রহণযোগ্য নয়। সে তফসীর যতবড় আলেমই করে থাকুক না কেন। অতএব আসুন , ধর্ম কোরআন থেকে শিখি। আর যদি কোরআনে কোন শিক্ষা স্পষ্টভাবে খুঁজে না পাই তাহলে মহানবী (দ) এ র জীবনাদর্শে সেই শিক্ষার অনুসন্ধান করি। আর এরপর সহীহ হাদীসে সত্যিকারের ইসলাম অনুসন্ধান করি। এটাই হল ইসলাম শিখার সহজ পথ।
তফসীরের বর্ণনায় আপনি যেসব আয়াতকে স্ববিরোধী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। একটু দোয়া করে গভিরভাবে লক্ষ্য করলে এর মাঝে কোন স্ববিরোধ দেখা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে আলেম-উলামাদের কাছে যে স্ববিরোধিতা ধরা পড়েছিল তা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা বুঝার ভুল , তা না হলে এই উপমহাদেশের বিদগ্ধ পন্ডিত ও আলেম হজরত শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ) তার আল ফাওজুল কবীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী আলেমদের দৃষ্টিতে শত শত নাসিখ মনসূখ আয়াতের স্থলে সংখ্যাটিকে কেবল পাঁচটি নাসিখ ও পাঁচটি মনসূখ নামিয়ে এনেছিলেন। আমি নিশ্চিত , আরেকটু মনোযোগী হলে আর দোয়া করে কোরআনে অভিনিবেশ করলে একটিও নাসিখ বা মনসূখ আয়াত পাওয়া যাবে না।
এই বিশ্বাসের পেছনে কোরআনের অমোঘ বাণী ‘লা রাইবা ফীহি’-এর বাণীটি আমাকে এ কথা বলতে সাহস যোগাচ্ছে।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ০০:৫২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

এই বিশ্বাসের পেছনে কোরআনের অমোঘ বাণী ‘লা রাইবা ফীহি’-এর বাণীটি আমাকে এ কথা বলতে সাহস যোগাচ্ছে।

তাই যদি হয় তাহলে নিচের দুটি আয়াতের অর্থ কি ?

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান ?সূরা বাক্বারা ২: ১০৬

এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।নাহল-১৬:১০১

এখানে তো আল্লাহই বলছে যে কুরানের আয়াত সে রহিত করে দেয় ও তার পরিবর্তে নতুন আয়াত আমদানী করে। নাকি এটা কুরানের বানী নয় ?

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ০২:২২ তারিখে নিরবতা বলেছেন

আপনি যে আয়াত পেশ করছেন এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টি দিন। আপনার সকল সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে। পূর্বের আয়াতগুলোতে বনীইসরালী শরীয়তের উল্লেখ রয়েছে। কোরআনের উল্লেখেই নেই। অতএব এ আয়াত গুলোতে পূর্ববর্তী শরীয়তকে রহিত করে কুরআনের চিরস্থায়ী এবং অধিকতর উত্তম শরীয়তের শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।
ঠিক একইভাবে সূরা নাহলের উপরোক্ত আয়াতের কয়েকটি আয়াত পূর্বে লক্ষ্য করুন, ফা ইযা কারা'তাল কোরআনা ফাসতাইয বিল্লাহ-এর মাধ্যমে কাফেরদের ও মুশরেকদের সামনে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী শরীয়তের পরিবর্তে অধিকতর উত্তম শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করছেন। আমার এ কথার সমর্থন পরবর্তী আয়াতই করছে যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, কুল নাযযালাহু রুহুল কুদুস বিল হাক্বি অর্থাৎ বলে দাও এই কোরআন রুহুল কুদুস সত্য/স্থায়ী ও দৃঢ় শিক্ষাসহ (বিলহাক্ব) অবতীর্ণ করেছেন। অতএব কোরআন অনুযায়ী কোরআনকে বুঝা সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ। কোরআনের কোন একটি আয়াত রহিত হলে সমস্ত কোরআন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ০৪:৫৫ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@নিরবতা

স্পষ্ট দাবী হচ্ছে,

اَ فَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (৮২)

এতে আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করছেন, 'তবে কি তারা এ কোরআনে গভিরভাবে মনোনিবেশ করে না? এ কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে এসে থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই এর মাঝে অনেক **স্ববিরোধিতা** খুঁজে পেতো।' (সূরা নিসা আয়াত ৮২)

নীচের ১ নং ও ২ নং আয়াৎ গুলীর মধ্যে কী **স্ববিরোধিতা** পাওয়া যায়না?

এখানে প্রথমে ৫০:৩৮ এ **৬ দিনে** আসমান জমিন সৃষ্টির কথা বলা হলেও আবার ৪১:৯-১১ এ বলা হচ্ছে ২,৪,২= **৮দিন** এর কথা।

এটা যে **স্ববিরোধিতা** নয়, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।

১।
৫০:৩৮
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু **ছয়দিনে** সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

২।
৪১:৯-১২

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِي
বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন **দু'দিনে** এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন , তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং **চার দিনের** মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন- পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ , অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে **দু'দিনে** সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ১৮:৩৩ তারিখে নিরবতা বলেছেন

আঃ হাকিম চাকলাদার সাহেব,
সরল মন নিয়ে আপনি জানতে চেয়েছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ। সবার উপর আল্লাহর বাণীকে বিচারক হিসাবে রাখুন যেখানে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে কুরআনে স্ববিরোধ না থাকাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। (সূরা নিসা আয়াত ৮২)
প্রথম কথা হলো, এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে মোট ছয়দিনের উল্লেখ আছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি স্মপন্ন করতে। আর পরবর্তী আয়াত গুলোতে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টি করতে দুই দিন, আর পরবর্তীতে পাহাড় ও খাদ্যের ব্যবস্থা সহ চার দিন আর আপনি বলছেন আলাদা ভাবে আকাশের জন্য দুই দিন কিন্তু এটি ঠিক নয় কেননা পৃথিবী ও আকাশ ভিন্ন কর্মক্ষেত্র হওয়ায় উভয় ক্ষেত্র একই সাথে গড়ে উঠা অসম্ভব নয়। অতএব দুই দিন প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবী সৃষ্টির পর পরবর্তী চার দিনে পৃথিবীতেও কাজ হয়েছে আর আকাশ গঠনের কাজও পাশাপাশি চলেছে। কেননা লক্ষ করুন চারদিনের মাঝে খাদ্য প্রস্তুতের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যার সাথে সূর্য আকাশ ও নক্ষত্রের একটি স্মপর্ক রয়েছে। অতএব আল্লাহর বাণীই সঠিক কোরআনে কোন স্ববিরোধ নেই। একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তায়ালা যে চেতনা জাগ্রত করে বলেছেন , এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয়ে থাকলে এতে অনেক স্ববিরোধ দেখতে পেতে। অতএব এখন আপনিও মানুষকে কোরআনের প্রতি আপত্তিকারীকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন আল্লাহর কিতাবে কোন মতবিরোধ নেই।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ১৯:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
তাহলে আরও প্রশ্ন আসে - আল্লাহ হও বললেই যেখানে হয়ে যায় সেখানে আল্লাহ ৬ দিন বা ৮ দিন কেন সময় নিল ? এই ৬ দিনের ধারনা তো তৌরাত কিতাব থেকে যা আবার আপনারাই বলেন বিকৃত অথচ সেই বিকৃত কিতাবের বিশ্বাসটাই কুরানে ঢুকানো হয়েছে , তাহলে এ তথ্য অবিকৃত হয় কিভাবে ?

কুরান আবার বলছে- কুরানকে নাজিল করা হয়েছে সহজ , পরিস্কার ও সবিস্তারে , কিন্তু উক্ত আয়াত পড়ে তো বোঝা মুস্কিল আসলে ঠিক কয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে সাত আসমান ও জমিন যদি না বহু কষ্ট করে আপনারা এখন মনগড়া ব্যখ্যা না দিতেন। তাছাড়া এই ছয়দিন কোথাকার দিন ? দুনিয়ার নাকি অন্য গ্রহের? দুনিয়ার হলেও মেরু অঞ্চলের দিকের দিন ও রাত তো অনেক বড় , তাহলে কোন দিনকে আমরা গ্রহন করব? এখন তো আবার শুরু হয়েছে ব্যখ্যা যে এ দিন সেই দিন না - এ দিন হলো অনেক বড় একটা সময় , দিনকে এখানে উপমা হিসাবে ধরা হয়েছে। তার মানে দিন যত যাচ্ছে কুরানের বানীর অর্থ তত পাল্টাচ্ছে। অথচ আল্লাহ বলেছে কুরানে সব পরিস্কার , সবিস্তারে ও সহজ ভাবে বর্ননা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তো কোনভাবেই সেটা অত সহজে বুঝতে পারছি না। এটাও কি কোন স্ববিরোধীতা নয় ? অবশ্য আপনার কাছে এটা স্ববিরোধীতা নয় কারন -কুরানের বানী সে স্ববিরোধপূর্ণ নয় সেটা তো আাপনি আপনার কুরানের বানী দিয়েই প্রমান করার মহা প্রচেষ্টায় আছেন। আর এখানেই আপনার বোধ বুদ্ধি ও যুক্তিটা আর কাজ করছে না। একটা সাধারন যুক্তি শুনুন ভাই =

আপনি সৎ নাকি অসৎ লোক , আপনি নিজে বললে কেউ সেটা মানবে না , আপনার আশের পাশের লোক যদি বলে তবেই সেটা অন্যে মানবে।

বুঝেছেন? তাই কুরানের কোন বক্তব্য নিয়ে আলোচনা উঠলে সেটা প্রচলিত যুক্তি বিদ্যার পদ্ধতিতেই সমাধান করতে হবে (যদি চান), তখন কুরানের বানীকে প্রামান্য হিসাবে আনা যাবে না। কুরানের বানীকে প্রামান্য হিসাবেই যদি মানুষ ধরে নিত , তাহলে তারা এসব বিতর্কিত বিষয়কে সামনেই আনত না। আশা করি এই ছোট কথাটি আপনার মনে থাকবে ভবিষ্যতে তর্ক বিতর্কের সময়।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ২০:১০ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@নিরবতা

ধন্যবাদ, অত্যন্ত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাহলে দয়া করে কোরানের আর একটা আয়াৎ এর ব্যাপারে কী একটু ব্যাখ্যা দিবেন ?

৯৬:২

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে, জরায়ূর ফ্যালোপিয়ান টিউবে পুরুষের স্পার্ম নারীর ডিম্বকে নিষিক্ত করার পর হতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ভ্রুনটি কখনোই **জমাট রক্ত পিন্ড** আকারে পরিণত হয়না।

বরং যদি কোন কারণ বসতঃ ভ্রুনটি জরায়ুর গাত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন জরায়ূ গাত্রের রক্তের শিরা ছিড়িয়া যাওয়ার কারণে জরায়ূর মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়ে রক্ত জমাট বাধতে থাকে।
যেহেতু জমাট রক্ত অস্বাভাবিক বা মৃত রক্ত ও শরীরের মধ্যে থাকাটা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর,এবং ভ্রুনটির পক্ষেও জরায়ূতে অশুস্থকর পরিবেশে আর টিকে থাকা সম্ভব হয়না, তাই তখন জরায়ুর স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে জরা য়ুর সংকোচন করার পদ্ধতিতে ব্যাথা এনে উক্ত জমাট বাধা রক্ত ও ভ্রুণটিকে বের করে দেয়, যেটা বাহ্যিক চোখে দেখতে একটা **জমাট বাধা রক্তপিন্ডের** মত দেখায়।

কিন্তু এর অর্থ এটা কখনোই নয় যে উক্ত ভ্রণটি বা শিশুটি ঐ **জমাট বাধা রক্ত পিন্ডটি** দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছিল।

আপনি নিজে যদি ডাক্তার না হয়ে থাকেন, তাহলে এ ব্যাপারে কোন ডাক্তারকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখে নিশ্চিত হতে পারেন। যে কোন ডাক্তারই একই কথা বলবেন।

তাই উক্ত আয়াৎ বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংগে সরাসরি সাংঘর্ষিক হয়।
তাই যদি একটু ব্যাখ্যাটা দিতেন।

অপেক্ষায় থাকলাম।
ভাল থাকুন। খোদা হাফেজ।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ২১:৫১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

ভাই আপনার একটু ভুল হয়েছে ওনাকে বুঝতে। কুরানে যেহেতু বলা আছে এতে কোন স্ববিরোধীতা নেই , তাই আপনি যতই কুরানের মধ্যে স্ববিরোধী বিষয় দেখান না কেন , উনি মানবেন না। কারন কুরানের বানী হলো উনার সব যুক্তির যথার্থতা প্রমানের মাপকাঠি। যদি পাশা পাশি দুটি আয়াত দেখিয়ে দিয়েও দেখান যে তার মধ্যে স্ববিরোধীতা বিদ্যমান , তাহলেও তিনি তার মধ্যে স্ববিরোধীতা দেখবেন না কারন কুরান বলেছে কুরানে স্ববিরোধীতা নেই। তার মাথায় এটাই ঢুকছে না যে , কুরানে স্ববিরোধীতা নেই বলে বলা হলেও যেহেতু অনেক গুলো বানী আছে স্ববিরোধী ,তাই খোদ তার উক্ত স্ববিরোধীতা নেই সেটাই যে স্ববিরোধী তা উনি বুঝতে অক্ষম। এই ব্লগে না আসলে এই সব আজব চিড়িয়াদেরকে আসলেই জানতে পারতাম না। চিন্তা করতেও শিউরে উঠি এইসব মানুষ জনই দেশের সংখ্যাগরিষ্ট , এদের দিয়ে কিছুই আশা করা যায় না।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ২২:৩৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@সত্যের সন্ধানী,

চিন্তা করতেও শিউরে উঠি এইসব মানুষ জনই দেশের সংখ্যাগরিষ্ট

আজকের জামাত-হেফাজতের ঢাকা দখল তথা বাংলাদেশ দখল করা দেখে তো সত্যিই শিউরে উঠছি।
তাহলে কী ওরা অতিশীঘ্রই বাংলাদেশকে আফগানিস্তান পাকিস্তান করতে চায়?
ইছলামিক রাস্ট্র করার পূর্বে শুধু ওদের কথা না শুনে প্রত্যেকটা নাগরিককে নিজ উদ্যোগে নিরপেক্ষ দৃষ্টি লয়ে,কারো মতামতের প্রতি পূর্বেই আশক্তি না এনে কোরান হাদিছকে পুংখানুপুংখ রুপে বুঝার দরকার আছে।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ২২:৫৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

এই জাতিটাকে ভাল মতো একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যই বাংলাদেশে এখন শারিয়া চালু করা দরকার। যতদিন বাস্তবে সেই শিক্ষাটা না পাবে , না বুঝবে শারিয়া আসলে কি জিনিস , এটা চালু করলে দেশের কি দুরবস্থা হবে এটা যতদিন না দেখবে , ততদিন পর্যন্ত এই শরিয়ার ভুত এদের মাথা থেকে যাবে না।

রবিবার, ০৫/০৫/২০১৩ - ২৩:৩৯ তারিখে নিরবতা বলেছেন

সত্যের সন্ধানী সাহেব, কথাটি ঘুরিয়ে আপনাকেও বলা যায়। কোরআনের সত্যতা , আল্লাহর বাণী যত অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমেই আপনাকে বলা হোক না কেন। আপনি বক্রতাই খুঁজে বেড়াবেন। কেননা , আমার কথায় কোন যুক্তি না থেকে থাকলে আপনি অসারড়তা প্রমাণ করতে পারেন। যুক্তি খুঁজে না পেলেই মানুষ যুক্তি প্রমাণ ছাড়া শুধু আক্রমন ও কথার মাধ্যমে সত্যকে উপেক্ষা করতে চায়। হ্যা , আপনার অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেন। অর্থাৎ বলতে পারেন, আপনি কোরআনকে ঐশী কিতাব মনে করেন কিনা, আল্লাহকে বিশ্বাস করেন কি না। ইত্যাদি। কেননা আপনি যদি অন্য মতের অনুসারীও হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সামনে সে অনুযায়ীই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার চেষ্টা করবো। উপরের যুক্তি ও প্রমাণ কোরআন হতে দেয়া হয়েছে কারণ , আমি বিশ্বাস করেছি, আপনারা কোরআনকে আল্লাহর ঐশী কিতাব এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করেন।

সোমবার, ০৬/০৫/২০১৩ - ০০:২২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আপনার মধ্যে স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি কম। এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। কুরানের বানী দিয়ে কুরানকে ডিফেন্ড করা যায় না। আমিও একটা বই লিখে বলে দিতে পারি - এটা আল্লাহর বানী আর বইতে লিখে দিতে পারি , এ বইয়ে যা লিখা আছে তা সব আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। অত:পর কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন তুললে বলতে পারি , আমার কিতাবেই তো লেখা আছে এটা আমি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি এবং এর সব কথাই আল্লাহর , আপনি বিশ্বাস করবেন ? করবেন না । আপনি চাইবেন দেখতে যে এই বই সত্যি সত্যি আল্লাহর কিতাব কি না তা পরিক্ষা করতে ও দেখতে চাইবেন আমি যে আল্লাহর কাছ থেকে বানী পেয়েছি তার অন্য কোন প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী আছে কি না। যদি সেটা দেখানো যায় তাহলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন, অন্যথায় নয়। বোঝা গেছে? তাই আমার কিতাব আমার দাবীর প্রমান হতে পারে না, ঠিক তেমনিই কুরানের কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কুরানের বানী দিয়ে তাকে ডিফেন্ড করা হলো একটা চরম মূর্খতা। এটা অন্য দিক দিয়ে সাধারন জ্ঞানের অভাব আছে বলেও নির্দেশ করে।

সোমবার, ০৬/০৫/২০১৩ - ০১:৩৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন
@ নিরবতা,

ভাই নিরবতা আপনি আমার দেওয়া-

৯৬:২
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

আয়াৎটাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য বলে প্রমাণ করে "সত্যসন্ধানী" কে একটু দেখিয়ে দেন তো। সত্য সন্ধানীর মুখটা বন্ধ করে দিলে আমি খুশী হব।প্রয়োজনে আপনার মহল্লার মসজিদের ইমাম মাওলানা সাহেবের নিকট থেকে সাহায্য নিন।

আপনি এইটার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর অন্য প্রশ্নে আসব।

অপেক্ষায় থাকলাম
সংগে থাকুন
ভাল থাকুন

Motahar Hossen
প্রথম লাইন "প্রথম পর্বে আমরা জেনেছি নবির ইসলাম ছিল আসলে দুই রকম- মাক্কি ও মাদানি ইসলাম।" এই মুফতি(!) আপনি কোথায় পেয়েছেন যে , নবীর ইসলাম দুই রকম ছিল? এর দলীল দেন আগে। তারপর বাকী লেখা নিয়ে কথা হবে ইনশাআল্লাহ।.

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/index.php?q=valomanus/posts/167137

ইসলাম বোঝার সহজ তরিকা, পর্ব -৩(আয়াত নাজিলের কায়দা)

তারিখঃ শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ১১:৪৬

লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী

আমরা শত শত বছর ধরে শুনে আসছি কুরান এমনই এক গ্রন্থ যা গত ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত আছে ও যা ১০০% বিশুদ্ধ। কিন্তু যেটা আমরা তেমন জানিনা যে কেমন করে কুরানের আয়া ত নাজিল হয়েছিল ও তা অত:পর কুরানের বর্তমান আকার ধারন করল। তবে কুরান ১০০% বিশুদ্ধ বলে প্রচার যারা করে তাদের কথা বার্তা শুনলে মনে হয় আল্লাহ সুন্দর প্রিন্ট করা একটা সম্পূর্ন কুরান জিব্রাইল ফিরিস্তার মাধ্যমে নবির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে ইসলামের অনুভূতি নিয়ে বর্ত মানে এত হৈ চৈ, সেই অনুভূতির উৎস যে কুরান তা কিভাবে নাজিল ও সংকলিত হলো সে নিয়ে আমাদের একটু খোজ করা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে ইদানিং।

তাহলে প্রথমেই কুরানের আয়াত কিভাবে নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে একটা হাদিস দেখা যাক:

আয়শা বর্ণিত- হুজুরে পাক এর নিকট প্রথমে যে ওহী আসত তা ছিল নিদ্রার মাঝে তার সত্য স্বপ্ন হিসাবে আসত, অত:পর তা দিবালোকের মত প্রকাশ পেত। এভাবে কিছুদিন চলবার পর তাঁর নিকট নির্জন যায়গা প্রিয় হয়ে উঠল, তাই তিনি হেরা গুহায় নির্জনে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি তাঁর সাথে কিছু খাবার নিয়ে যেতেন , তা ফুরিয়ে গেলে আবার খাদিজার নিকট ফিরে আসতেন আবার খাবার নিতে, এবং এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত হলো যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফিরিস্তা তার নিকট আসল, তাকে পড়তে বলল। নবী উত্তর দিলেন- আমি পড়তে পারি না। নবী আরও বললেন- ফেরেস্তা আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন তাতে আমার ভীষণ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। সে তখন আমাকে ছেড়ে দিল এবং আবার আমাকে পড়তে বলল, আমি আবার উত্তর দিলাম- আমি তো পড়তে পারি না। আবার সে আমাকে দ্বিতীয়বারের মত চেপে ধরল যা ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল, তারপর ছেড়ে দিল এবং বলল- পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি মহিমাময় (তখন সূরা -৯৬: আলাক, ০১-০৩ নাজিল হলো)। হুজুরে পাক উক্ত আয়াতসমূহ হৃদয়ঙ্গম করত: বাড়ী ফিরে আসলেন ও তাঁর প্রচন্ড হৃদ কম্পন হচ্ছিল। তারপর তিনি খাদিজার নিকট গমন করলেন ও বললেন- আমাকে আবৃত কর, আবৃত কর। *তাঁরা তাঁকে ততক্ষন পর্যন্ত আবৃত করে রাখলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তাঁর ভয় দুর হলো এবং এর পর তিনি সমস্ত বিষয় বিবৃত করলেন যা ঘটেছিল এবং বললেন - আমার আশংকা আমার উপর কিছু ভর করেছে।* খাদিজা উত্তর দিলেন- কখনো নয়, আল্লাহর কসম, আল্লাহ কখনো আপনাকে অমর্যাদা করবেন না। আপনি বরং দুস্থ লোকজন ও গরীব আত্মীয় স্বজনদের সেবা যত্ন করুন। অত:পর খাদিজা মোহাম্মদকে সাথে নিয়ে তার পিতৃব্য পুত্র অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি অন্ধকার যুগের সময় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইব্রানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। তিনি এত বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি ঠিকমতো দেখতে পেতেন না। খাদিজা তাকে বললেন - হে পিতৃব্যপূত্র ! তোমার

ভ্রাতুষ্পূত্রের কথা শোনো। অরাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- হে ভ্রাতুষ্পূত্র কি দেখেছ? হুজুর সমস্ত ঘটনা তার নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি সব শুনে তাঁকে বললেন, ইনি সেই রহস্যময় জিব্রাইল ফিরিস্তা যাকে আল্লাহ হযরত মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। .....কিছুদিন পর অরাকা মারা গেলেন ও ওহী আসাও কিছুদিন বন্দ রইল।
ইবনে শেহাব যহরী বলেন, আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন যে , জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ওহী বন্দ থাককালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুরে পাক এরশাদ করেছেন, একদা আমি পথ চলবার কালে উর্ধ্ব দিকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি উর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে দেখলাম , হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসছিলেন , সেই ফিরিস্তা আসমান ও যমিনের মাঝখানে এক কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম এবং বললাম আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক, আমাকে চাদর দিয়ে ঢাক। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- হে চাদরাবৃত ব্যাক্তি! ওঠ আর তুমি সতর্ক কর, আর তোমা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, তোমার কাপড় পবিত্র কর, অপবিত্রতা পরিহার কর। (৭৪:০১-০৫ আয়াত নাজিল হয়)। বুখারী, বই-১, হাদিস-৩

উপরের হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে- জিব্রাইল ফিরিস্তার সাথে নবির দেখা হওয়ার পর শুধু প্রচন্ড ভয়ই পান নি , পরন্তু তার মনে হয়েছিল যে তাকে অশুভ কিছু তার ওপর ভর করেছে। এমন কি তার গায় অত:পর জ্বর পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্তু উক্ত হাদিসে কোথাও জিব্রাইল কিন্তু বলে নি যে সে আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে ও সে একজন বেহেস্তের ফেরেস্তা। এমনকি এটাও জিব্রাইল বলে নি যে মুহাম্মদ একজন নবি। বিষয়টা খাদিজার চাচাত ভাই নওফেলের সাথে আলোচনা করার পরই সেই নওফেলই সর্বপ্রথম ধারনা দেয় মুহাম্মদ একজন নবি।

এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো - জিব্রাইল কেন বলল না সে কে ? এটাও কেন বলল না যে মুহাম্মদ নবি আর তাই সে তার কাছে এসেছে আল্লাহর বানী নিয়ে ? জিব্রাইল মুহাম্মদকে বলছে -পড় , তো পড়তে বললে তো সামনে কোন লেখা তুলে ধরতে হয় ,সেরকম কিছু কি জিব্রাইল তুলে ধরেছিল ?অবশ্য - **বল** - বললে কোন সমস্যা ছিল না , কিন্তু বলা হচ্ছে**পড়।** সবচাইতে বড় বিষয় হলো দেখা যাচ্ছে জিব্রাইলকে দেখে নবি ভীষণ ভয় পেয়েছেন, স্বর্গীয় কোন জীবের সাথে দেখা হলে তো স্বর্গীয় আনন্দই হওয়ার কথা , তাহলে ভয় পাবেন কেন ? ধরা যাক প্রথম দর্শন বলে ভয় পেয়েছেন কিন্তু পরবর্তীবার যখন তিনি জিব্রাইলকে আকাশে দেখলেন তখনও তো ভয় পেলেন অথচ তার আগেই তো তিনি নওফেলের কাছ থেকে জেনেছিলেন যে সেই জীবটা কি , কেন তার কাছে এসেছিল, তাহলে তারপরেও কেন ভয় পাবেন ? এছাড়া আরও একটা ব্যাপার, তৌরাত কিতাবের কোথাও নাই যে মুসা নবীর সাথে কোন ফিরিস্তা দেখা করত , বরং আল্লাহ অদৃশ্য থেকে সরাসরি তার সাথে কথা বলত ও আদেশ - নির্দেশ দিত। তুর পাহাড়ে মুসা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতও করে। কিন্তু উক্ত হাদিসে বলছে উক্ত জিব্রাইল নাকি মুসা নবীর সাথেও দেখা করত। কোনটা সত্য ?

এবার আর একটা হাদিস দেখা যাক:

আয়শা থেকে বর্ণিত, আল হারিথ বিন হিসাম আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে নবী ! কিভাবে আল্লাহর ওহী আপনার নিকট আসত? তিনি উত্তর দিলেন- মাঝে মাঝে ঘণ্টা ধ্বনির মত শব্দ শুনতে

পেতাম, এরপর ওহী নাজিল হতো এবং এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন কষ্টদায়ক, এরকম অবস্থা পার হলে যা আমার কাছে নাজিল হতো আমি তা আত্মস্থ করে নিতাম। মাঝে মাঝে ফিরিস্তা আমার কাছে মানুষ রূপে আসত , আমার সাথে কথা বলত, এবং আমি আত্মস্ত করে নিতাম যা আমার নিকট বলা হতো। আয়শা বলেন, আমি নবীকে দারুণ শীতের দিনেও দেখতাম ওহী আসার পর তাঁর কপাল দিয়ে ঘাম নির্গত হতো। বুখারী, বই-১, হাদিস-২

বলা হচ্ছে জিব্রাইল সরাসরি নবির সাথে সাক্ষাত করত , তাহলে ঘন্টা ধ্বনি হতো কেমনে ? এরপর যদি তার কাছে ওহী এসে থাকত তাহলে কঠিন কষ্টই বা হতো কেন ? স্বর্গীয় জীবের সাথে দেখা হলে কি প্রচন্ড কষ্ট হয় ? ঘামই বা হবে কেন ? তাহলে কি ফিরিস্তা তার শরিরের ওপর অদৃশ্যভাবে ভর করত ?কিন্তু বলা হচ্চে সশরীরেই নাকি ফিরিস্তা তার কাছে আসতে। আমরা তো দেখি বরং মৃগী রোগীদের যখন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় অনেক সময় আবোল তাবোল বলে আর প্রচন্ড কষ্ট বোধ হয় ও শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়। কিন্তু নবির কাছে আসত এক স্বর্গীয় জীব , তার সাথে মোলাকাত করলে ঘাম কেন আসবে , কেনই বা প্রচন্ড কষ্ট হবে ?

এ সম্পর্কিত আরও একটা হাদিস দেখা যেতে পারে :

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাযিল হলো, “ যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(কোরাণ,০৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি বললেন- “লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে...” এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, “ হে আল্লাহর নবী! আমি তো একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম ?” সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- “যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় ”(০৪:৯৫)। সহি বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১২

উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে প্রথমে যে আয়াত নাজিল হয়েছিল তা অসম্পূর্ন । তাহলে জিব্রাইল কি প্রথমে অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করেছিল ? তা কি করে হয়? আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী , সে তো কোন অসম্পূর্ণ আয়াত নবির কাছে পাঠাতে পারে না। যাহোক অসম্পূর্ন আয়াত নাজিল করে জিব্রাইল কি চলে গেছিল ? চলে গেলে অত:পর অত দ্রুত কিভাবে আবার ফেরত এসে সাথে সাথে সম্পূর্ন আয়াত নাজিল করল? এক্ষেত্রে জিব্রাইল কি আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নিয়ে নবির কাছে দিল নাকি নিজেই বানিয়ে সেটা নবির কাছে দিল? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। কারন ঘটনা তো মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটেছে যা দেখা যাচ্ছে হাদিসের ঘটনা পরিক্রমায়। আয়াত নাজিলের যে সমস্ত কাহিনী আমরা জানি তাতে দেখা যায় , সাহাবিরা কোন বিষয়ে ফয়সালা চাইলে নবি তাদের কাছ থেকে সময় নিতেন। তারপর দুতিন দিন পর বা আরও দেরী করে তার কাছে আয়াত নাজিল হলে তিনি সে বিষয়ে সমাধান দিতেন। কিন্তু উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমাধান হাজির। তাহলে অন্য ক্ষেত্রেও কেন দ্রুত আয়াত নাজিল হতো না ? সবচাইতে বড় প্রশ্ন - যে বিষয়টা আমর বিন মাখতুম

নামের অন্ধ লোকটি বুঝতে পারল , সেটা প্রথমেই আল্লাহ কিভাবে বুঝতে পারল না যে প্রথমে আয়াতটি আংশিক নাজিল হয়েছে ?

হাদিস সূত্র : বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও মালিক মুয়াত্তার হাদিস

মন্তব্যসমূহ

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ১২:৫৫ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

যে কোরআন স্রষ্টা সৃষ্টির জন্য অবতরণ করেছেন ,তাহা তিনি লিখিতই অকতরণ করেছেন।এর বাইরে যারা অবতরণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সবই মনগড়া ও মিথ্যা। এবং সে কোরআন অবিকৃত ছিল , রয়েছে, এবং থাকবে।

প্রমান সূরাত আলাক আয়াত এক।

একরা বিসমি রাব্বুকাল্লাযি খালাকা।
অর্থ-পড়ো তোমার প্রতিপালকের নাম।যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তার মানে রাসুলের সামনে লিখিত কিছু ধরেই পড়তে বলা হয়ে ছিলো।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ১৩:০৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

তার মানে রাসুলের সামনে লিখিত কিছু ধরেই পড়তে বলা হয়ে ছিলো।

এই তো আপনি ঠিকই আমার কথাটা ধরতে পেরেছেন। আমারও তো সেটাই মনে হয়। কিন্তু কেউ এটা বুঝাতে পারে না। জিব্রাইল বলছে - **পড়** , সে বলে নি - **বল** । পড়তে বললে তো তার সামনে কিছু একটা সামনে তুলে ধরতে হবে। তাই নয় কি ? আমি জানতে চাই জিব্রাইল নবির সামনে কি তুলে ধর পড়তে বলেছিল ? যদি কোন কিছু সামনে না তুলে ধরে তাহলে ঠিক ক্রিয়াপদ হবে -**বল।** তাহলে

সেক্ষেত্রে কুরানে যেটা লেখা আছে সেটা ভুল। আর কুরান যদি সঠিক হয় তাহ লে অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে জিব্রাইল নবির কাছে কোন কিছু তুলে ধরেই পড়তে বলেছিল। এখন কোনটা সত্য ?

এখন আমার প্রশ্ন হলো - যদি কোন কিছু নবির কাছে নিয়ে জিব্রাইল পড়তে বলে থাকে , তাহলে সেই লেখা খন্ডটা জিব্রাইল আবার ফেরত নিয়ে গেল কেন ? সেটা নবির কাছে রেখে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। সবাই তখন বিশ্বাস করত যে সত্যিই নবি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পায়। সুতরাং জিব্রাইল কোন কিছু নিয়ে নবির কাছে আসত এ তত্ত্ব বিশ্বাস করলেও সমস্যা কিন্তু কমে না। বরং বাড়ে। সর্বোপরি, আপনার মত অনুযায়ী, সেই লিখিত কোরান এখন কোথায়? লা্ওহে মাহফুজে ?

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:২৭ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

ইজ্জত ভাই জবাব দিয়া আমাগো ইজ্জত বাচান।

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:৫৫ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন

ইজ্জত আলী এখন তার ইজ্জত নিয়ে বেপাত্তা।

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০৩:১৯ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

কি আর করা, আমাগো কপালডাই পোড়া। একতরফা কয়। প্রশ্ন করলেই পালায়।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ১২:৫৫ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

যে কোরআন স্রষ্টা সৃষ্টির জন্য অবতরণ করেছেন ,তাহা তিনি লিখিতই অকতরণ করেছেন।এর বাইরে যারা অবতরণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সবই মনগড়া ও মিথ্যা। এবং সে কোরআন অবিকৃত ছিল, রয়েছে, এবং থাকবে।

প্রমান সূরাত আলাক আয়াত এক।

একরা বিসমি রাব্বুকাল্লাযি খালাকা।
অর্থ-পড়ো তোমার প্রতিপালকের নাম।যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তার মানে রাসুলের সামনে লিখিত কিছু ধরেই পড়তে বলা হয়ে ছিলো।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ১৩:০৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

তার মানে রাসুলের সামনে লিখিত কিছু ধরেই পড়তে বলা হয়ে ছিলো।

এই তো আপনি ঠিকই আমার কথাটা ধরতে পেরেছেন। আমারও তো সেটাই মনে হয়। কিন্তু কেউ এটা বুঝাতে পারে না। জিব্রাইল বলছে - **পড়** , সে বলে নি - **বল।** পড়তে বললে তো তার সামনে কিছু একটা সামনে তুলে ধরতে হবে। তাই নয় কি ? আমি জানতে চাই জিব্রাইল নবির সামনে কি তুলে ধর পড়তে বলেছিল ? যদি কোন কিছু সামনে না তুলে ধরে তাহলে ঠিক ক্রিয়াপদ হবে -**বল।** তাহলে সেক্ষেত্রে কুরানে যেটা লেখা আছে সেটা ভুল। আর কুরান যদি সঠিক হয় তাহলে অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে জিব্রাইল নবির কাছে কোন কিছু তুলে ধরেই পড়তে বলেছিল। এখন কোনটা সত্য ?

এখন আমার প্রশ্ন হলো - যদি কোন কিছু নবির কাছে নিয়ে জিব্রাইল পড়তে বলে থাকে , তাহলে সেই লেখা খন্ডটা জিব্রাইল আবার ফেরত নিয়ে গেল কেন ? সেটা নবির কাছে রেখে গেলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। সবাই তখন বিশ্বাস করত যে সত্যিই নবি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী পায়। সুতরাং জিব্রাইল কোন কিছু নিয়ে নবির কাছে আসত এ তত্ত্ব বিশ্বাস করলেও সমস্যা কিন্তু কমে না। বরং বাড়ে।
সর্বোপরি, আপনার মত অনুযায়ী, সেই লিখিত কোরান এখন কোথায়? লা্‌ওহে মাহফুজে ?

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:২৭ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

ইজ্জত ভাই জবাব দিয়া আমাগো ইজ্জত বাচান।

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:৫৫ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন

ইজ্জত আলী এখন তার ইজ্জত নিয়ে বেপাত্তা।

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০৩:১৯ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

কি আর করা, আমাগো কপালডাই পোড়া। একতরফা কয়। প্রশ্ন করলেই পালায়।

বৃহঃ, ০৯/০৫/২০১৩ - ২৩:৩৯ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

২নং ছুরা বাকারা (মাদানী) আয়াত সংখ্যা ২৮৬।

কত নং আয়াত হতে কত নং আয়াত পর্যন্ত এক এক কিস্তিতে অবতীর্ণ হয়ে ছিল? নাকি জিবরাঈল এক বারেই সবটুকু অবতীর্ণ করেছিলেন ? অবতীর্ন হওয়ার সময় কোন কোন সাহাবার সম্মুখে এটা হয়েছিল?

এসব তথ্য কী ইতিহাসে বা হাদিছে পাওয়া সম্ভব?

জানাতে পারলে আমরা উপকৃত হইব।

আল বারা বর্ণিত- এ আয়াত টি নাযিল হলো, " যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় "(কোরাণ,০৪:৯৫)। নবী বললেন, যায়েদকে আমার কাছে ডাক আর তাকে একটা বোর্ড বা হাড়ের টুকরা ও কালি আনতে বল। তারপর তিনি বললেন- "লেখ, সে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে..." এবং এমন সময় আমর বিন উম মাখতুম যে ছিল একজন অন্ধ মানুষ সে সেখানে নবীর পিছনে বসেছিল , নবীকে বলল, " হে আল্লাহর নবী! আমি তো একজন অন্ধ মানুষ, আমার জন্য তোমার কি হুকুম ?" সুতরাং সাথে সাথেই আগের আয়াতের পরিবর্তে এ আয়াত নাযিল হলো- "যারা অক্ষম তারা ছাড়া যে সব বিশ্বাসী ঘরে বসে থাকে তাদের মর্যাদা যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে তাদের সমান নয় "(০৪:৯৫)। সহি বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১২

আর মহান আল্লাহ পাকের চিরন্তন বানী যদি এভাবে মুহুর্তের মধ্যেই কর্তন বা বর্ধন হয় তাহলে তো আরে বানী- চিরন্তন হতে পারেনা।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০০:১৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

ভাই , সূরা বাক্কারার আয়াতের অধিকাংশই মক্কাতে নাজিল হয়। বাকী অংশ নাজিল হয় মদিনাতে। কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যপার কুরানে সেটাকে পুরাই মাদানি সূরা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ২৮৬ আয়াত কি আর একসাথে নাজিল হয়? আপনি যদি কুরানের সংকলনের হাদিসগুলো পড়েন দেখ বেন কি তাজ্জব কাজ কারবার।বিশ্বাসই হতে চায় না সেসব কথা বার্তা। অথচ বলা হয়েছে নবির কাছে যাই

নাজিল হয়েছে তার সবই কুরানে আছে অক্ষত ও ১০০% বিশুদ্ধ ভাবে। কিভাবে এই সব মোল্লা মৌলভি আর তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা এভাবে অপপ্রচারনা করে তা আল্লাহই মালুম।

মোটামুটি কিছু ইতিহাস এখানে পেতে পারেন - কুরান সংকলন

কুরানের বানী যখন তখনই আল্লাহ পাল্টিয়ে ফেলেছে , বড়ই আজব কারবার! আল্লাহ যদি চিরন্তন হয়, তার বানীও হবে চিরন্তন। অথচ আল্লাহ বার বার তার বানী পাল্টিয়ে ফেলছে, তাহলে তার বানী চিরন্তন কিভাবে হবে ? এক মোল্লাকে এটা জিজ্ঞেস করলে জানাল- আল্লাহ যা ইচছা খুশী করতে পারে। বললাম - আল্লাহ কি হিটলার বা সাদ্দামের মত স্বেচ্ছাচারী এক নায়ক নাকি ? বলল- সেরকমই। এই হলো এদের কথা বার্তা। তারপর বলল- এত কিছু জানার কি দরকার। তার চা ইতে আমল করে যান, সেটাই আসল। ভাবলাম - এইসব অন্ধ মানুষগুলোই এখন আমাদেরকে চালাচ্ছে আর তাই আমাদের এ হাল। এই মূর্খের এতটুকু জ্ঞান নাই যে - যা আমি আমল করব সেটাকে একটু যাচাই করা দরকার যে সেগুলো ঠিক ঠাক কি না। এদের এক কথা- এত কিছু জানার দরকার নাই। এত কিছু জানতে গেলে ইমান নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্ত এরা বোঝে না যা জানতে গেলে ইমান নষ্ট হয় , তার মধ্যে ইমানের তেমন কিছু তো নাও থাকতে পারে।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০০:১৪ তারিখে সন্তোষ বিক্রম বলেছেন

কোরানে আয়াতের সংখ্যা কত তা এখনও স্থির হয়নি। খলিফা উসমানের কোরান সংকলন কমিটি যে কোরান লিপিবদ্ধ করেছে তা ঐ সময়ের অধিকাংশ আলেমরা মেনে নেয়নি। খলিফা উসমানের কোরান ছাড়া বাকী সব কোরান পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এ নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল তা ছিল নজিরবিহীন। তার পরেও কিছু অজ্ঞ মানুষ অগ্রহণযোগ্য কথাবার্তা বলে চলেছে!!!!!!

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০০:১৫ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

ঠিকই বলেছেন। আসলে এসব কথা কিন্ত অনেকেই জানে না। তারা যাতে জানতে পারে সেটাই আমার চেষ্টা। দেখেন না , এই সব তথ্য জানার পর এক একজন কাঠ মো্ল্লা কি রকম হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ে ? কিন্ত তাদের তর্জন গর্জনই সার। ওরা ভাবে , ওরা মনের মাধুরী দিয়ে যা বলবে আমরা চোখ বুজে সেটা মেনে নেব। মানুষের যে চোখ কান আস্তে আস্তে ফুটে যাচ্ছে , সে খেয়াল ওদের নেই।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০০:০৫ তারিখে সন্তোষ বিক্রম বলেছেন

মিশরীয় বংশোদ্ভূত রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত ‘উনিশ সংখ্যার মোজেযা’র অনেক একনিষ্ঠ অনুরাগী বাংলাদেশে আছেন। সেই রাশেদ খলিফার মতে সূরার সংখ্যা হলো ৬৩৪৬। ‘কোরানিক ১৯ সংখ্যার’ মিরাকলে আপ্লুত হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কোরানিক মিরাকল প্রচারের জন্য, কেউবা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কোরানকে ‘অলৌকিক’ দাবি করে। বাংলাদেশে এরকম একজন অনু রাগী হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও কোরান বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। আমরা হিসেব করে দেখেছি তাঁর অনূদিত কোরানে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনূদিত কোরানের সরল বঙ্গানুবাদেও একই সংখ্যক আয়াত রয়েছে। ইউসুফ আলীর অনূদিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৯। মুনির উদ্দীন কি জানতেন রাশেদ খলিফা কোরানের নিজস্ব অনুবাদের নবম সুরা তওবা’তে শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) কেটে বাদ দিয়েছেন? কারণ (তাঁর মতে): “উক্ত আয়াত দুটি মিথ্যা। সুরা তওবা মদিনাতে নাযিল হয়েছিল আর ঐ শেষের আয়াত দুটি অনেক আগে মক্কায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে এই আয়াত দুটি সুরা তওবার শেষে গেল কিভাবে ? আবার এই আয়াতের সা্ী হিসেবে দুজনের কথা জানা যায়, যারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নন।” ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকীরসহ স্বনামধন্য কোরানের ইংরেজি অনুবাদক সুরার তওবা ’র আয়াত সংখ্যা ১২৯ দিয়েছেন।

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০০:২০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

রাশাদ খলিফা নিজেকে তো নবী দাবী করেছিল। যে কারনে ১৯৮৯ সালে আমেরিকায় তার বাড়ীর সামনে তাকে নির্মমভাবে ছুরিকাহত করে হত্যা করে কিছু উগ্র মৌলবাদি মুসলমান। যে লোক নিজেকে নবি দাবী করাতে তাকে মেরে ফেলা হল, সেই লোকের ১৯ তত্ত্ব নিয়ে আবার মুমিন বান্দারা মহা লাফালাফি করে। কি আজিব কারবার !!

শুক্রবার, ১০/০৫/২০১৩ - ০১:৫৮ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

এত কিছু জানার কি দরকার। তার চাইতে আমল করে যান , সেটাই আসল। ভাবলাম - এইসব অন্ধ মানুষগুলোই এখন আমাদেরকে চালাচ্ছে আর তাই আমাদের এ হাল।

এই সমস্ত অন্ধ লোক গুলোকে আমাদের বুঝাতে হবে ,এটা যদি কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার হত,এটা যদি শুধু মাত্র যার যার গৃহ ও মসজিদ মাদ্রাসা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে তেমন একটা কোন প্রশ্ন থাকতোনা।
কিন্তু যেহেতু এটা রাজপথ ,সংসদ,ও গদি পর্যন্ত বিস্তারিত হতে চায়,অন্য সমস্ত মতবাদ অবলম্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শুধু এটা একাই সত্য ও টিকে থাকার দাবীদার -
সে কারণে এটাকে এখন জনগণ একটু পরীক্ষা করিয়া দেখতে চায়। কারন এর মধ্যে যদি কোন ভূল ভ্রান্তি থাকে তাহলে সেটা অনুসরন করার কারনে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামে ও তো ঢুকতে হতে পারে।
কাজেই নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই পরীক্ষা করিয়া দেখার দরকার আছে।
এজন্য অনবরত সত্যের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার দরকার আছে বৈকী ?

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/valomanus/posts/167270

ইসলাম বোঝার সহজ তরিকা, পর্ব-৪(কুরান সংকলনের ইতিকথা)

তারিখঃ শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ২৩:৩০

লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী

দাবী করা হয় গত ১৪০০ বছর ধরে কুরান অবিকৃত ও বিশুদ্ধ। দাবীটা ঠিক আছে। ফাকটা হলো কিভাবে কুরান সংকলিত হয়েছিল সেটা তেমন কেউ বলতে চায় না। বরং এরকমই ভাব করা হয় যেন আল্লাহ একটা কুরান প্রিন্ট করে জিব্রাইলের মাধ্যমে নবীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর তাই আল্লাহ যা নবীর কাছে আয়াত হিসাবে নাজিল করেছিল তার সবটাই অবিকৃত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় কুরানে আছে। দাবীটা যে কতটা হাস্যকর ও ভিত্তিহীন সেটা এ পর্বে দেখানো হবে।

এটা সবাই জানে যে নবী নিজেও কুরানকে পূর্ণ আকারে সংকলিত করে যান নি যদিও তার ইচ্ছা থাকলে সেটা খুব ভাল করেই করে যেতে পারতেন। কিন্তু কেন সেটা করেন নি ? এর উত্তর আছে কিন্তু কুরানেই । দেখুন -

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা -আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

যেহেতু আল্লাহ নিজেই তার কুরান সংরক্ষণ করার ঘোষণা দিয়েছে তাই নবী নিজে আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে সেটা সংরক্ষণ করার দু:সাহস দেখান নি। তাই নবী নিজে যেটা করেন নি ,সেটা অন্যের করাটা শুধু নবীকে অমান্য করাই নয় , বরং একই সাথে আল্লাকেও অমান্য করা। মনে হয় না কেউ বিষয়টাকে সেভাবে দেখে। অনেকে যুক্তি দেয় যে , যখন আয়াত নাজিল হতো তখন নবী তার সাহাবীকে সেগুলো লিখে রাখতে বলতেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি কুরান সংকলন করতেন। কিন্তু সেটা কেন আমরা বুঝব যখন দেখলাম যে তিনি নিজেই সময় সুযোগ থাকতেও নিজে সেটা সংকলন করেন নি ? আমরা তো বরং সেটাই বুঝব যে কিছু লোক মুখস্ত করার আগ পর্যন্ত তিনি সেটা লিখে রাখতে বলতেন। মুখস্ত করার পর সেটা আল্লাহ সংরক্ষন করবে এ বিষয়ে নবীর দৃঢ় আস্থা ছিল। আর তা্ই তিনি সম্পূর্ন কুরানকে সংকলন করেন নি। যাহোক , এত কিছুর পর যেভাবে কুরান সংরক্ষন হয় সেটা সম্পর্কে একটা হাদিস দেখা যাক-

যায়েদ বিন তাবিত (যিনি আল্লাহর বাণী লেখায় নিয়োজিত ছিলেন) বর্ণিত – ইয়ামামা যুদ্ধে (যে যুদ্ধে বহু সংখ্যক কোরানে হাফেজ মারা যায়) বহু সংখ্যক সাহাবী হতাহত হওয়ার পর পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন যেখানে ওমরও উপস্থিত ছিলেন, বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বললেন, “ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষ (যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও আছে) হতাহত হয়েছে এবং আমার আশংকা হয় অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে যাদের মধ্যে অ নেক কোরানে হাফেজও থাকবে, আর এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই

হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।আর আমারও অভিমত যে তুমি কোরান সংগ্রহ কর "। আবু বকর আরও বললেন, *" কিভাবে আমি সেটা করতে পারি যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নাই ?"* ওমর বললেন, " আল্লাহর শপথ, এটা নিশ্চয়ই একটা ভাল কাজ"। "তাই ওমর আমাকে এ ব্যপারে চাপ দিয়ে যেতে লাগল, আমাকে তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বুঝাতে লাগল , অবশেষে আল্লাহ আমার হৃদয় খুলে দিলেন এবং এখন আমারও ওমরের সাথে একই মত"। (যায়েদ বিন তাবিত আরও বললেন) ওমর আবু বকরের সাথে বসে ছিলেন ও আমার সাথে কথা বলছিলেন না। আবু বকর আরও বললেন " তুমি একজন জ্ঞানী যুবক এবং আমরা তোমাকে সন্দেহ করি না: এবং তুমি আল্লাহর রাসুলের ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলে। অতএব এখন খোজাখুজি করে কোরান সংগ্রহ কর "। আমি (যায়েদ বিন তাবিত) বললাম- " আল্লাহর কসম, কোরান সংগ্রহের মত এরকম কাজ করার চেয়ে যদি আবু বকর আমাকে একটা পাহাড়ও স্থানান্তর করতে বলত সেটাও আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হতো "। আমি তাদের উভয়কে বললাম- " আপনারা কিভাবে সে কাজ করতে সাহস করেন যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নি?" আবু বকর বললেন-" আল্লাহর কসম, এটা প্রকৃতই একটা ভাল কাজ। তাই আমি ওমরের সাথে এটা নিয়ে অনেক তর্ক করেছি যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন যা তিনি আমাদের উভয়ের জন্যই খুলে দিয়েছিলেন "। অত:পর আমি কোরান সম্পর্কিত বস্তু অনুসন্ধান করতে লাগলাম, আর আমি পার্চমেন্ট, খেজুর পাতা, হাড় ইত্যাদিতে লেখা এবং এ ছাড়াও যাদের কোরান মুখস্ত ছিল তাদের কাছ থেকে আয়াত সমূহ সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমি সূরা আত -তাওবা এর শেষ আয়াতটি খুজাইমার কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম যা আমি অন্য কারও কাছ থেকে পাই নি(সে আয়াতগুলো ছিল- তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ - কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। কোরান,০৯:১২৮)

যে পান্ডুলিপিতে কোরানের আয়াত সমূহ সংগৃহীত হয়েছিল , মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা আবু বকর তা নিজের কাছেই রেখেছিলেন, অত:পর তা ওমর তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর , এবং অবশেষে তা ওমরের কন্যা হাফসার নিকট ছিল। সহি বুখারি , বই-৬০, হাদিস-২০

উক্ত হদিসেই দেখা যাচ্ছে- আবু বকর কুরান সংকলন করতে চান নি , নবীর পদাংক অনুসরন করে, বস্তুত তিনি সেটা করেন ওমরের চাপা চাপিতে। ওমর বলছেন-**এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।** এর অর্থ কি ? যেটা আল্লাহ নিজেই সংরক্ষন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সেটা হারিয়ে যায় কেমনে ? তার মানে কি ওমর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না ? তারপর বলা হচ্ছে-**আল্লাহ তার হৃদয় খুলে দিলেন** এটার অর্থ কি ? আল্লাহ কি তার কাছে ওহী পাঠাল নাকি কুরান সংরক্ষনের জন্য ? কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। সে রাস্তা নবী নিজেই বন্দ করে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া আল্লাহই বা সেটা করতে যাবে কেন যেখানে সে নিজেই ঘোষণা দিয়েছে কুরান নিজেই সংরক্ষন করবে ? সেটা আরও দেখা যাচ্ছে যায়েদ বিন তাবিতের দৃঢ় বক্তব্যে। সে বলছে-**" আপনারা কিভাবে সে কাজ করতে সাহস করেন যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নি?"** এর অর্থ কি এটাই যে আল্লাহ বুঝতে পারল যে সে আর কুরান সংরক্ষন করতে পারছে না তাই আবু বকরের হৃদয় খুলে দিল ? সেটাও তো অসম্ভব। কারন আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই। উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে মাত্র একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে ০৯: ১২৮ নং আয়াতটি কুরানে সংকলিত হয়। অথচ প্রচার করা হয় কুরানের যে সব আয়াতগুলো কোন কিছুতে লেখা ছিল না , কমপক্ষে দুইজন

স্বাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে সেগুলো সংকলন করা হয়েছে। এখানে আরও একটা ব্যপার উল্লেখ্য, প্রচার করা হয় সেই সময় বহু কুরানে হাফেজ ছিল। কুরানে হাফেজ অর্থ সম্পূর্ন কুরান যার মুখস্ত। অথচ বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে সেটা সেই সময় ছিল অসম্ভব। আজকের মত একটা সম্পূর্ন কুরান তখন কারও কাছে ছিল না। তাই কারও পক্ষে নিয়মিত দৈনিক দুই চার ঘন্টা করে বসে বসে সেগুলো পড়ে মুখস্ত করাও সম্ভব ছিল না। তার অর্থ বহু মানুষ ছিল যাদের হয়ত শুধুমাত্র দুই তিনটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত ছিল , তাদের কাছ থেকে শুনে শুনে মুখস্ত করতে হতো। এভাবে জনা জনার কাছ থেকে শুনে শুনে পুরো কুরান মুখস্ত করা যে নিতান্তই অসম্ভব একটা কাজ তা যে কেউই বুঝতে পারে। কারন সেই সময়ে মানুষের জীবন ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, জীবিকার তাড়নায় নানা কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। মদিনার জীবনে কিছু মানুষ বসে বসে কুরান চর্চার সুযোগ পায় ঠিকই কিন্তু ১১৪ আয়াতের ৮৬ টি আয়াতই নাজিল হয় মক্কাতে আর সেখানে দাস দাসি শ্রেনীর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহন করে নি। তাদের কারও পক্ষে মালিকের কাজ ফাকি দিয়ে পুরো ৮৬ আয়াত মুখস্ত করা কি ভাবে সম্ভব তা বোঝা মুস্কিল। তাছাড়াও তাদের কাছে সম্পূর্ন এক খন্ড কুরান ছিল না বসে বসে মুখস্ত করার জন্য। সুতরাং এরকম অবস্থায় ইয়ামামার যুদ্ধে যে বহু মুসলমান মারা যায় , সে সময় শুধুমাত্র দু চারটি আয়াত যাদের মুখস্ত ছিল তারা মারা যাওয়াতে সেসব আয়াত যে চিরতরে হারিয়ে যায় নি - তার নিশ্চয়তা কি ? যখন আমরা দেখছি ৯:১২৮ আয়াত শুধুই মাত্র একজনের মুখস্ত ছিল ? এছাড়াও দেখা যায় বহু আয়াতই কুরানে সংকলিত হয় নি , যেমন নিচের হাদিস:

আয়শা বর্ণিত-পাথর মারা ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে স্তন্য পান করানোর বিষয়ে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা একটা পাতায় লিখে আমার বিছানার নিচে রাখা হয়েছিল।যখন নবী মারা গেলেন আর আমরা তার দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন একটা ছাগল ঘরে ঢুকে আয়াত লেখা পাতা খেয়ে ফেলে। ইবনে মাজা , হাদিস-১৯৩৪

ইবনে আব্বাস বর্ণিত- ওমর বললেন, আমার ভয় হয় অনেক দিন পার হয়ে গেলে লোকজন বলাবলি করতে পারে -" আমরা কোরানে রজম(পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে কোন আয়াত পাচ্ছি না এবং অত:পর তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ভূলে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।দেখ, আমি নিশ্চিত করে বলছি, যেই ব্যভিচার করবে তার ওপর পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করা হোক এমনকি যদি সে বিবাহিত হয়, অথচ তার অপরাধ যদি সাক্ষী বা গর্ভধারণ বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়, তাহলেও"। সুফিয়ান যোগ করল, "আমি বিবৃতিটি এভাবেই শুনেছিলাম যা আমি স্মরণ করি এভাবে যে ওমর আরও বলল- আল্লার নবী নিজেও পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করেছিলেন এবং আমরাও তাঁর পর এটা কার্যকর করেছিলাম"। সহি বুখারী, বই-৮২, আয়াত-৮১৬

উক্ত হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে বয়স্কদের দুধ পান করানো ও ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে মারার জন্য আয়াত নাজিল হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা বর্তমান কুরানে নেই । কেন নেই ? এমনকি কুরানের আয়াত ছাগলে পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে। এভাবে আরও যে কত আয়াত ছাগল বা দুম্বায় খায় নি তার প্রমান কি ? উল্লেখ্য , দুধ পান করানোর বিষয়টা হলো - কোন পর পুরুষ যদি কোন নারীর স্তনের দুধ ৫ বার খায় তাহলে সেই লোকের সাথে উক্ত নারীর (মা - ছেলের সম্পর্ক) স্থাপিত হবে।এ ব্যপারে বিস্তারিত জানা যাবে এখানে - পরপুরুষকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ফতোয়াঃ ।

এবার আমরা নিচের হাদিসটি দেখি :

মাসরুক বর্ণিত- আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর এর নিকট গমন করতাম ও কথা বার্তা বলতাম। একদা ইবনে নুমাইর তার নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসুদের নাম উল্লেখ করল। তখন তিনি(আমর)বললেন - তোমরা এমন একজন ব্যাক্তির নাম বললে যাকে আমি অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি- চারজন ব্যাক্তির কাছ থেকে কোরান শিক্ষা কর, অত:পর তিনি ইবনে উম আবদ্(আব্দুল্লাহ মাসুদ) এর নাম থেকে শুরু করে মুয়াদ বিন জাবাল , উবাই বিন কাব ও শেষে আবু হুদায়ফিয়ার নাম উল্লেখ করলেন। সহি মুসলিম , বই-৩১, হাদিস-৬০২৪

এ হাদিসটি থেকে জানা যাচ্ছে- নবী নিজের জীবদ্দশায় চারজন সাহাবীকে প্রত্যয়ন করেন এ মর্মে যে তারাই কুরান সবচাইতে ভাল জানত ও যারা ছিল তার কথায় কুরানে হাফেজ। যদি খেয়াল করা হয় আবু বকর যখন কুরান সংকলন করার উদ্যোগ নিলেন তখন উক্ত চারজন সবাই বেঁচে ছিল । কিন্তু তাদের কাউকেই তিনি কুরান সংকলনের দায়িত্ব দেন নি। সুতরাং প্রশ্ন করা যেতেই পারে কেন তিনি দেন নি? কারন নবী কর্তৃক সত্যায়িত এ চারজনের যে কেউই তো কুরান সবচাইতে ভাল সংকলন করতে পারতেন।

আবু বকর, মৃত্যু:৬৩৪ সালে।
ওমর, মৃত্যু: ৬৪৪ সালে।
ওসমান মৃত্যু:৬৫৬ সালে।
আব্দুল্লাহ মাসুদ, জন্ম: মক্কা, মৃত্যু:৬৫০ সালে।
উবাই ইবনে কাব,জন্ম: মদিনা মৃত্যু:৬৪৯ সালে।
মুয়াদ বিন জাবাল, জন্ম:মদিনা- কখন মারা যায় সঠিক রেকর্ড নাই, তবে ওমরের আমলে বেঁচেছিল কারন ওমর তাকে বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে এক সেনাদলের প্রধান করে পাঠায়।
আবু হুদায়ফিয়ার, জন্ম: মক্কা- আবু বকরের আমলে বেচে ছিল। (সূত্র: wikipedia.org)

উক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় নবী কর্তৃক সত্যায়িত চারজনই আবু বকরের আমলে বেঁচে ছিল।

আনাস বিন মালিক বর্ণিত- হুদায়ফিয়া বিন আল ইয়ামান ওসমানের কাছে আসল যখন কিছু শাম ও ইরাকি দেশীয় লোক তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। হুদায়ফিয়া শাম ও ইরাক দেশীয় লোকদের ভিন্ন উচ্চারণে কোরাণ পাঠ নিয়ে ভীত ছিলেন, তাই তিনি বললেন- হে বিশ্বাসীদের প্রধাণ, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেমন তাদের কিতাব বিকৃত করেছিল তেমনটি থেকে কোরাণকে রক্ষা করার জন্য আপনি কিছু করুন। সুতরাং ওসমান হাফসা (নবীর স্ত্রী ও ওমরের কন্যা) এর নিকট এক বার্তা পাঠালেন - দয়া করে আপনার নিকট রক্ষিত কোরাণের কপিটা আমাদের কাছে পাঠান যাতে করে আমরা তার একটা বিশুদ্ধ কপি করতে পারি ও তারপর সেটা আপনার নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে। হাফসা সেটা ওসমানের নিকট পাঠালেন। ওসমান তখন যায়েদ বিন তাবিত, আব্দুল্লাহ বিন আয যোবায়ের, সাদ বিন আল আস ও আব্দুর রহমান বিন হারিথ বিন হিসাম এদেরকে কোরাণের পান্ডুলিপি পূন: লিখতে আদেশ করলেন। ওসমান তিনজন কুরাইশ ব্যাক্তিকে বললেন- যদি তোমরা কোন বিষয়ে যায়েদ বিন তাবিত এর সাথে কোরাণের কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কর, তাহলে তা কুরাইশ উচ্চারণে লিখবে, কারণ কোরাণ সে উচ্চারণেই নাজিল হয়েছিল। তারা সেরকমই করলেন আর যখন অনেকগুলো কপি লেখা হলো তখন

ওসমান আসল কপিটা হাফসার নিকট ফেরত দিলেন। অত:পর ওসমান একটি করে কপি প্রতিটি প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং একই সাথে বাকী সব পান্ডুলিপি যা সম্পূর্ণ বা আংশিক ছিল সেসব পুড়িয়ে ফেলার হুকুম করলেন। যায়েদ বিন তাবিথ আরও বলেন - আল আহযাব সূরার একটি আয়াত আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন আমরা কোরাণ সংকলন করছিলাম ও আমি তা আল্লাহর নবীকে তেলাওয়াত করতে শুনেছি। তাই এটা আমরা খুজতে শুরু করলাম ও খুজাইমা বিন তাবিথ আল আনসারি এর নিকট তা পেলাম। আয়াতটা ছিল ৩৩: ২৩ । সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১০

উক্ত হাদিস মোতাবেক জানা যাচ্ছে যে ওসমান পূনরায় আর একটি কুরান সংকলন করেন , যা অবশ্য আবু বকরের কুরানের দ্বারাও সত্যায়িত ছিল। কিন্তু যেহেতু এবারও পূর্ববর্তী যায়েদ বিন তাবিত সহ আরও দুইজন কে দায়িত্ব দেয়া হয় ও বলা হয় কুরান লিখতে হবে কুরাইশ আঞ্চলিক আরবী ভাষায় তা থেকে বোঝা যাচ্ছে আবু বকর কৃত কুরান সম্পূর্ণ ছিল না। তবে ওসমান যে কুরান সংকলন করেন তা যদি তিনি বহু কপি করে সংরক্ষন ও বিতরন করতে পারেন , তাহলে তার কুরান যে পূর্ববর্তী হাফসার কাছে রক্ষিত কুরান থেকে হুবহু কপি করা হয়েছিল সেই মূল কপি কেন তিনি সংরক্ষন করলেন না ? বা পরবর্তী খলিফারা কেন সেই মূল পান্ডুলিপি সংরক্ষন করলেন না ? সেটা করা তো তাদের জন্য খুব সহজ ছিল । তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে হযরত ওসমান কৃত পরবর্তী কুরানের সংকলন হুবহু আগের সংকলনের অনুরূপ বা আগের সংকলনের সব সূরা বা আয়াত বর্তমান সংকলনে কপি করা হয়েছে ? অথচ এ ধরনের এক অভিযোগ তুলে কিন্তু ইসলামী স্কলাররা বাইবেলের সংরক্ষনকে প্রশ্ন বিদ্ধ করে দাবী করে যে বর্তমানে বাইবেলের যে কপি পাওয়া যায় তা মূল বাইবেলের অনুরূপ নয় বা বিকৃত। তারা বলতে চায় মূল হিব্রু বা এরামাইক ভাষার পান্ডুলিপি যেহেতু নাই তাই বর্তমান বাইবেল বিকৃত। কিন্তু সেই একই যুক্তি কেন কুরানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে না ? এবার আর একটা হাদিস দেখতে পারি -

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছিলেন, জিব্রাইল আমার কাছে কোরাণকে এক রীতিতে উচ্চারণ করত। অত:পর আমি তাকে বলতাম তা অন্য রীতিতে উচ্চারণ করতে এবং সে বিভিন্ন রীতিতে তা উচ্চারণ করত এবং এভাবে সে সাতটি রীতিতে উচ্চারণ করে আমাকে শিখাত। সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৩

দেখা যাচ্ছে সাতটি ভিন্ন উচ্চারনে কুরান নাজিল হয়েছিল। তাই যদি হয় বর্তমানে শুধুমাত্র একটি উচ্চারনের কুরান কেন দেখি ? আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কুরান যদি সংকলিত করতেই হয় তাহলে সেই সাতটি উচ্চারনের কুরানকেই সংকলন করার দরকার ছিল তাহলেই সেটা হতো বিশু দ্ধ সংকলন। এখন সব আয়াত সম্বলিত কাঠ, খেজুরপাতা , চামড়া ওসমান পুড়িয়ে ফেলার পর আমরা বুঝব কেমনে যে সত্যি সত্যি তিনি যথাযথ কুরান সংকলন করেছেন ? বর্তমানে যে কুরানের কপি দেখি , উক্ত কুরানের সূরা ও আয়াত সম্বলিত একটা করে সেই কাঠ , খেজুরপাতা বা চামড়া লিখিত পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে রাখলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে হযরত ওসমান যথাযথভাবে কুরান সংকলন করেছেন , অন্তত: পক্ষে আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম। সহি হাদিস থেকেই যেখানে আমরা দেখছি অনেক আয়াতই কুরানে সংকলিত হয় নি সেখানে ওসমান যে সত্যি সত্যি উক্ত আদি পান্ডুলিপি থেকে সকল আয়াতই তার কুরানে সংকলিত করেছেন তার গ্যারান্টি কি ? সাতটা ভিন্ন উচ্চারনের কুরান যে সাত রকম অর্থযুক্ত ছিল না তার প্রমান কি ?

ইউসুফ বিন মাহক বর্ণিত- যখন আমি আয়শা, সমস্ত বিশ্বাসীদের জননী এর নিকট বসে ছিলাম, ইরাক থেকে এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "কোন ধরনের আচ্ছাদন সর্বোত্তম?" আয়শা বললেন- তোমার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। কিন্তু বিষয় কি? সে বলল- হে জননী, আমাকে আপনার কোরান থেকে দেখান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কেন ? সে বলল-কোরাণকে সেটার অনুযায়ী অনুলিপি করতে চাই কারণ লোকজন এর সূরা সমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করছে না। ......অত:পর আয়শা তার কোরাণটা বের করলেন আর লোকটাকে কোরাণের সূরা কিভাবে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে তা শিখিয়ে দিলেন। সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৫

উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে আয়শার কাছেও একটা কুরান ছিল , কিন্তু সেটা এখন কোথায় ? কুরান সংকলনের সময় এ কুরান থেকে কোন সাহায্য নেয়া হ য়েছে সেটা তো দেখা যাচ্ছে না। সেই কুরান এখন কোথায় ?

কুরানের দিকপাল ও সর্বমান্য স্কলার ইবনে কাথির বিভিন্ন হাদিস , সিরাত এসব পর্যালোচনা করে নিচে যে তাফসির করেছেন তা একটু দেখা যাক:

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হযরত যির (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন- সূরায়ে আহযাবে কতটি আয়াত গণনা করা হয় ? তিনি উত্তর দিলেন- তিয়াত্তরটি।তখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব বললেন- না না, আমি তো দেখেছি সূরাটি সূরা বাকারার প্রায় সমান ছিল। এই সূরার মধ্যে আমরা নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ করতাম -
বুড়ো বুড়ি যদি ব্যাভিচার করে তাহলে তাদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে ফেল, এটা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালি ও বিজ্ঞানময়।- এর দ্বারা জানা যায় যে - এ সূরার কতকগুলি আয়াত আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে বাতিল হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

(পৃষ্ঠা নং-৭৩৩, ১৫শ খন্ড, তাফসির ইবনে কাসির, অনুবাদ : ড, মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি, আরবি ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়।)

অনলাইনে এ বাংলা তাফসির পাওয়া যাবে এখানে, http://www.quraneralo.com/tafsir

উক্ত বর্ণনা মতে দেখা যায় শুধুমাত্র সূরা আহযাব থেকেই প্রায় ২০০ এর মত আয়াত বাদ পড়েছে। কারন সূরা বাকারাতে মোট আয়াত সংখ্যা ২৮৬ কিন্তু আহযাবে মাত্র ৭৩ টা।

কুরান আসলে কিভাবে সংকলিত হয়েছে এ সম্পর্কিত আরও বহু দলিল দেখানো যেতে পারে। এ বিষয়ে কিছু আলেমকে প্রশ্ন করলে তারা বলে - শুধু হাদিস বা তাফসির থেকে কুরানের সংকলন বোঝা যাবে না বা ইসলাম বোঝা যাবে না। কুরান সংকলন বুঝতে গেলে কোথা থেকে বুঝতে হবে সেটাও তো বোধগম্য নয়। তারা তখন কুরানের উক্ত আয়াত বর্ণনা করে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ বলছে - **আমিই কুরানের সংরক্ষনকারী**, এটা তারা এমন ভাবে বলে যেন আল্লাহ একটা ছাপান কুরান সুন্দর বাধাই করে জিব্রাইলের মাধ্যমে তা নবীর কাছে পাঠিয়েছে, না হয় আল্লাহ নিজেই এসে কুরানকে বর্তমান আকারে সংকলন করে গেছে। তারা বুঝতেই পারে না , কুরানের নিজের বানী কুরানকে ডিফেন্ড

করে না , কুরান যার কাছে নাজিল হয়েছিল বা নাজিল হওয়ার পর যারা তার সংরক্ষন করেছিল তাদের সাক্ষীই একমাত্র কুরানের বানীকে ডিফেন্ড করতে পারে। যার কাছে নাজিল হয়েছিল বা যারা নাজিলের পর সেসব সংরক্ষন করেছিল , তাদের ঘটনার ইতিবৃত্ত আমরা কুরানে পাই না , পাই হাদিস , সিরাত ও পরিশেষে তাফসির থেকে। আর উক্ত কিতাবগুলোই বলছে কুরান কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। সেটাই এখানে বিবৃত করা হলো মাত্র। তবে এতসব প্রশ্নের একটা সহজ উত্তরও আছে তা হলো কুরানই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা। সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকে বাকী সব মিথ্যা হলে কুরানের অস্তিত্ব থা কে কেমনে ?

মন্তব্যসমূহ

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:২৬ তারিখে ফারমার বলেছেন
পোস্টটি সকালে ছিল প্রথম পেইজে, এখন আবার কেন? নিশ্চয়, 'নো-মডারেশন ব্লগে'র নিয়ম জানেন?

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:২৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
জানি , কিন্তু আমার মনে হয়েছে , আরও পাঠকের এটা পড়া উচিত্

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:৪০ তারিখে ফারমার বলেছেন
মানলাম 'আপনার মনে হয়েছে', কিন্তু 'নো-মডারেশন ব্লগে'র নিয়মের কি হবে?
নিয়মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা না থাকে, ব্লগে লেখার কি দরকার?

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:৪২ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
অনেক অগুরুত্বপূর্ন পোষ্টই বহুবার পোষ্ট করতে দেখেছি আমি

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:৫০ তারিখে ফারমার বলেছেন
ভালো, বানর যা দেখে তাই করে, উহাকে চিন্তা করতে হয় না।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:৫৩ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

হা হা হা , যাই হোক , আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আরও মানুষের পড়া উচিত , এসব লিখতে বহু কষ্ট করতে হয় , কি বোর্ড চাপলাম আর হয়ে গেল একটা বাল ছাল মার্কা পোষ্ট , এটা তা নয়।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০১:০২ তারিখে ফারমার বলেছেন

আমার ধারণা ছিল, আপনাকে কি-বোর্ডে হাত দিতে হয় না!

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০১:০৭ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আমি কোন কপি পেষ্ট করি না। প্রতিটি পোষ্ট লিখতে অনেক ঘন্টা লাগে। এত পরিশ্রম কেন করি ? শুধুমাত্র কিছু অন্ধকেও যদি আলো দিতে পারি এ আশায়।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০১:১৬ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

যে কোরানের জন্য আমরা জীবনটা দিতে প্রস্তুত সেই পবিত্র গ্রন্থখানির প্রতিটা আয়াতের অবতীর্নের আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গ ও পূর্ণ সংকলন পদ্ধতি আমাদের অবশ্যই জানা উচিৎ।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০১:২১ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আর এটা লিখতে যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় এটা অনেকেই বুঝতে চায় না । ভাবে চুটকি টাইপের লেখার মতই সোজা কাজ। এই বাঙ্গালীদের কিছু হবে না , এরা কিছু জানতে চায় না , অথচ ভাব করে অনেক কিছু জানে আবার সময় কালে হেফাজতকেও সমর্থন দেয়। ভাবে সব সমস্যার মূল রাজনীতি। বুঝতে চায় না , এগুলোর সব কিছুর মূলে ইসলাম। একই ইসলাম নিয়েই সবাই বিবাদে লিপ্ত। এটা যে রাজনৈতিক সমস্যা না এ্টা এদের কে বুঝাবে। ইসলামকে সব কিছুর উর্ধ্বে রেখে চিন্তা ও সমাধান করতে চায়। কিন্ত শর্ষের মধ্যে যদি ভুত থাকে সেটা দিয়ে কি ভুত তাড়ান যায় ?

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০১:৪২ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

ভাবে সব সমস্যার মূল রাজনীতি।

হ্যাঁ, এটা একেবারেই সঠিক। সব সমস্যার মূলে রাজনীতিই তো বটে। আর একটু যোগ করলে সঠিক হবে-

সব রাজনীতি ও সব রাজনীতিবিদ নিয়ন্ত্রিত হয় আবার ধর্মীয় -নীতির দ্বারা। অতএব সর্বাগ্রে সেই ধর্মকেই পাই পাই করে পরখ করে ফেলার অত্যন্ত প্রয়োজন।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০৩:৪০ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন

ধর্মকে একটু পরখ করতে গেলেই তো ধর্ম বিদ্বেষী খেতাব পেতে হয়। তাহলে উপায় ?

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০৪:১১ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

@ফকীর বাবা

ধর্মকে একটু পরখ করতে গেলেই তো ধর্ম বিদ্বেষী খেতাব পেতে হয়। তাহলে উপায় ?

ভাই ফকীর বাবা, তা সত্বেও পরখ করা ছাড়া উপায় নাই,অন্ততঃ বর্তমান যুগে। এটা যদি শুধু যার যার ব্যক্তি পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত,এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা শাসন ক্ষমতা দখলের মোহ না থাকত,অন্য মতালম্বীদের নিশ্চিহ্ন করার বিধান না থাকত তাহলে ধর্ম লয়ে মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন ছিলনা। একজন তরুন ধর্মাবলম্বীকে যদি বলা হয় তুমি যদি ঐ মহাসমাবেশে নিজের শরীরে বোম্ব বেধে গিয়ে বোম্ব ফাটিয়ে অজস্র লোক মারতে পার আর নিজেও মারা যাও,তাহলে মৃত্যুর পরপরই বেহেশত পাইবে। তাহলে সে অত্যন্ত আনন্দের সংগে করবে। যা বর্তমানে প্রতিদিন ঘটতেছে। কাজেই ধর্মটাকে একটু পরখ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ কী খোলা আছে ?

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০৪:২০ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন

এত পরখ করতে গিয়ে যদি নাস্তিক হয়ে পড়ি , তখন বেহেস্তে মাগনা ৭০ টা সুন্দরী হুরদের সাথে যৌনলীলা করমু কেমনে ? মদের নহর থেকে মদ পান করমু কেমনে ? আল্লাহ না বার বার কুরানে বলছে - **তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি আয়তলোচনা হুর , যাদেরকে পূর্বে মানুষ বা জ্বীন কেউ স্পর্শ করে নি ?** এ জীবনে তো সে রকম কোন হুর পাইলাম না , মরনের পর যা একটু আশা ছিল , সেটাও কি আপনারা নষ্ট করতে চান ? আপনারা আসলেই কাফির মুরতাদ, লোক ভাল না। সেই জন্যই তো আল্লাহ বলছে - **তারা যেমন কাফির তারা চায় তোমরাও তেমনি কাফির হইয়া যাও, তাই তাদের কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহন কইর না (৪: ৮৯)** ভাই মাফ চাই , আমারে আপনাদের দলে টাইনেন না। আমি যে কোন মূল্যে হুর চাই ই চাই।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০৫:০১ তারিখে আঃ হাকিম চাকলাদার বলেছেন

ভাই ফকীর বাবা,
এই সমস্ত হুরীদের লোভ দিয়ে দিয়ে তরুনদের মাথাটা খারাপ করে দিয়ে মানব হত্যার মত,ধংসযজ্ঞের মত চরম অপরাধ মূলক কাজ করিয়ে করিয়ে এদের গডফাদাররা পিছনে থেকে মজাটা লুটতেছে।
আর এই সব ছাগলদের মাথায় এতটা ঘিলু নাই যে গডফাদারদের ধুর্তামীটা ধরতে পারে।
এদেরকে ধর্মবিশ্বাসের নামে ধোকা দিয়ে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে।

এদের জন্য আল্লাহ পাক কখনোই বেহেশত রাখতে পারেননা।

বরং আমরা যারা এদেরকে চরম ঘৃনা করি পৃ থিবীতে সকলে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করতে আগ্রহী, তাদের জন্যই আল্লাহ পাক বেহেশত দিবেন আর ঐ অশান্তিকামীদের দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

এটা আমি এক রকম নিশ্চিত। এ ব্যাপারে আপনিও একরকম নিশ্চিত হতে পারেন।
বেহেশত আমরাই পাইব।
মনে রাখবেন মহান সৃষ্টিকর্তা কখনই অবিচারক হতে পারেননা।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ১৪:২২ তারিখে রোবট বলেছেন

আমার মন্তব্য কোথায় গেলো ?

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ১৯:০১ তারিখে ফারমার বলেছেন

অনেক তথ্য, ভালো।
কুরান সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা , বাইবেল সংরক্ষণ সম্পর্কে এটুকু বলি: যীশুর বক্তব্য মনে রেখে

উনার শিষ্যরা (সাহাবী টাইপের, মোট ১২ জন) যেটুকু লিখেছেন, সেটাই প্রাথমিক বাইবেল; শিষ্যরা কি সব মনে রাখতে পেরেছে? অবশ্যই পারেনি। তাতে অসুবিধা হচ্ছে ? মোটেই না।

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ১৯:০৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

যেটুকু লিখেছেন, সেটাই প্রাথমিক বাইবেল; শিষ্যরা কি সব মনে রাখতে পেরেছে? অবশ্যই পারেনি। তাতে অসুবিধা হচ্ছে? মোটেই না।

ভাল প্রশ্ন।
ঠিক কথা খৃষ্টানদের অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা বাধাচ্ছে খোদ মুসলিম স্কলাররা । যে যুক্তিতে তারা বাইবেলকে বিকৃত বলে , ঠিক একই যুক্তি তারা কুরানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না। নিজেদের ওপর সেই একই যুক্তি প্রয়োগ না করে দাবী করে কুরান হলো সেই কিতাব যাতে নবীর কাছে আল্লা যেসব আয়াত পাঠিয়েছিল তা ১০০% বিশুদ্ধ আকারে সংকলিত করা হয়েছে। প্রমান হিসাবে তুলে ধরে দুনিয়ার সব কুরান কিতাবই এক। তো এটা কোন প্রমান হলো ? তাদের যেটা বলা দরকার কিভাবে কুরান সংকলিত হয়েছিল। তাহলে সে বোঝা যাবে কুরান কতটা ১০০% বিশুদ্ধ। কুরান সংকলনের ইতিহাস বলার ব্যপারে তারা গোজামিল যুক্তি ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক তথ্য গোপন করার অর্থ কি ? এর অর্থ একটাই এসব তথ্য স্বীকার করলে কুরানের অলৌকিকত্ব থাকে না। কারন আল্লাহ বলছে সে নিজেই কুরান সংরক্ষন করবে , কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। তাহলে হয় আল্লাহ এটা নাজিল করে নি , না হয় কুরান ভুল ভাবে সংকলিত হয়েছে। কোনটা সত্য ?

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ২০:৪৯ তারিখে রোবট বলেছেন

'মজবাসার' এর নতুন নিক ?

(৬:৪) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না।
(৬:৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পুর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি , যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম , যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি , অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি।
(৬:৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।

(৬:১৪) **আপনি বলে দিনঃ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত-যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দানকরেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিনঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।**
------আল্লাহতালা কি আপনার আহার্য মুখে তুলে দিয়ে জান ? কুরআন কি সংরক্ষিত না ? মানুষের দ্বারা কি সম্ভব ? এইখানে দেখেন।

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ২০:৫৬ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আগেই বলা হয়েছে কুরানের বানী দিয়ে কুরান ডিফেন্ড করা হলো নিজেকে সত্যবাদি বলে জোর করে প্রচার করা। আপনার মাথায় যে ঘিলু নেই আপনার কতকগুলো আয়াত উল্লেখ সেটাই নির্দেশ করে। পোস্টের বক্তব্যে কোথাও অযৌক্তিক বা মিথ্যা তথ্য কিছু থাকলে সেটা বলুন। এসব আয়াত উল্লেখ করে কোন কিছু প্রমান হয় না , বরং যুক্তির অসারতা প্রকাশ করা হয়।

আপনার উক্ত সাইটের প্রতিটা মিরাকলই হলো ভিত্তিহীন ও মনগড়া বক্তব্য, সবগুলোকেই প্রমান করে দেয়া যায়। , তবে আপাতত: এ পোষ্টে যা বলা আছে তা ভিত্তি হীন কি না তা বলুন্

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ২৩:৪৭ তারিখে নিরবতা বলেছেন

যাক, এখন কিছুটা হলেও আপনার পোষ্টগুলো পরিষ্কার হচ্ছে।

আপনার বক্তব্যের সারাংশ হল, বর্তমানে আমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে তা আসল কিতাব নয় যা রসূল সা।-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।
আপনার সার কথাটিকে যদি যুক্তির খাতিরে ক্ষণিকের জন্য মেনে নিলাম।
আপনি নিশ্চয় এবিষয়ে একমত, হযরত উসমান (রা।) যে কোরআন অনুলিপি আকারে বিভিন্ন দেখে পাঠিয়েছিলেন সেই নুসখা আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান এবং অবিকৃত আকারে আমাদের কাছে বিদ্যমান। নিশ্চয় আপনি এতে একমত।
আল্লাহ তালা এই কিতাবেই দাবী করেছেন, আমি এটি নাযিল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষন করবো। এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, যদি আল্লাহর কিতাব হয়ে থাকে তাহলে বিকৃত হবে না সংরক্ষিত থাকবে কোন রূপ বিকৃতি ঘটবে না। আর যদি এই কিতাব মানুষের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে বিকৃত হয়ে যাবে। এতএব যেহেতু আমরা সন্দেহাতিতভাবে বলতে পারছি হযরত উসমান রা)-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কিতাব (আল-কোরআন) অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তা আল্লাহরই কিতাব কেননা মানুষের কিতাব হলে বিকৃত হয়ে যেত। আর এই দাবীটি এ কিতাবেই রয়েছে। আল্লাহ

তালার ব্যবহারিক বাস্তব স্বাক্ষি এটিকে তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অপরিবর্তনীয় অপরিবর্ধনীয় ঐশী গ্রন্থই সাব্যস্ত করছে মানুষের দ্বারা বিকৃত কোন গ্রন্থ সাব্যস্ত করছে না।

বাকি রইল, আপনি বার বারই বাহিরের কারো সাক্ষি চেয়েছেন। আপনার অবগতির জন্য এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনি উইলিয়াম মিয়ুরের নাম শুনে থাকবেন তিনি তার পুস্তক 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ লিখেছেন,

"There is otherwise every security Internal and external that we possess the text which Mohammad himself gave forth and used."

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আমাদের দায়িত্ব শুধু বাণী পৌছানো।

ধন্যবাদ

শনিবার, ১১/০৫/২০১৩ - ২৩:৩৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

উল্টা পাল্টা ফালতু যুক্তি দিলেন। এইসব যুক্তি গ্রামের ওয়াজ মাহফিলে মানায় , এখানে ব্লগে মানায় না। এখানে কেউ আপনার মত মূর্খ ও বধির না। পোষ্টে দেখানো হয়েছে কুরান মোটেই সঠিকভাবে সংকলিত হয় নি। শত শত আয়াত বাদ গেছে। কুরানে সংকলিত হয় নি। অন্য কথায় কুরান সংকলিত হয়েছে খুবই এলোমেলো ও বিশৃংখল ও স্বেচ্চাচারী ভাবে। আর তাই আল্লাহর চ্যালেঞ্জ বৃথা গেছে। এর অর্থ - যে ব্যক্তি বা যারাই কুরান রচনা করেছে তারাই এই সব চ্যালেঞ্জ কুরানের মধ্যে ঢুকিয়ে কুরানকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছে। কিন্ত বিষয়টা কুরানকে ডিফেন্ড না করে অবশেষে কুরানকে স্ববিরোধীতায় ফেলেছে তথা এটা কুরানের জন্য বুমেরাং হয়েছে। কুরান হাদিস তাফসির এতদিন মানুষ ভাল মতো পড়ে নি। তাই বিষয়টা মানুষের নজরে ঠিক মতো ধরা পড়ে নি। আপনাদের মত মূর্খদের তান্ডবে আমরা এখন এগুলো পড়তে বাধ্য হচ্ছি আর তাই ভিতরের গোমর সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ও ভবিষ্যতে যাবে।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:০৬ তারিখে নিরবতা বলেছেন

হে জ্ঞানী ব্যক্তি! আমি আপনাকে কোরআন অবিকৃত থাকার প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছি। যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছি তিনি আপনার মতই কোরআনের সমালোচক। কিন্তু তার মাঝে

এতটুকু গভিরতা ছিল যে কারণে তিনি নিরপেক্ষভাবে সে কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যা তিনি বাস্তবে দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আপনি বাস্তবতাকে অস্বিকার করার হাজার চেষ্টা করুন এতে কোরআনের কিছু যায় আসে না। কোরআন যেভাবে অবিকৃত ছিল সেভাবে অবিকৃত রয়ে গেছেÑ - একথাই প্রমাণ করছে, এটি সেই আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন যা অবিকৃত থাকবে বলে তিনি স্বয়ং ওয়াদা করেছেন। আবুকর বা উসমানের (রা) বানানো কোরআন হয়ে থাকে তাহলে এর মাঝে বিকৃতি সে কবেই দেখা দিত। আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ তালা যেন আমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণের জ্ঞান যুক্তি ও সাক্ষ্য সহজলভ্য করে দেন।

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ০০:১৪ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

আমি আপনাকে কোরআন অবিকৃত থাকার প্রমাণ উপস্থাপন করেছি।

আর আমি প্রমান করেছি কুরান সংকলিত হয়েছিল বিকৃত ও বিশৃংখল ভাবে। আর সেটা প্রমান করেছি ইসলামী বিখ্যাত সব পন্ডিত ইবনে কাথির , ইমাম বুখারি , ইমাম মুসলিম এদের সাক্ষ্য থেকে। যা বিকৃত ও বিশৃংখল ভাবে সংকলিত হয়েছিল তা ১৪০০ বছর একই রকম থাকাতে তার কি এমন মাহাত্ম বৃদ্ধি পায় ? কুরানে যে কতটা বিশৃংখল ও বিকৃত ভাবে সংকলিত হয়েছিল তার একটা বড় প্রমান হচ্ছে - সময়ে ধারাবাহিকভাবে যে সব আয়াত নাজিল হয়েছিল , কুরান সংকলকারীরা এতটাই বিশৃংখলভাবে কুরান সংকলন করেছে যে তার কোন ধারাবাহিকতাই রাখে নি। যেমন সূরা আলাক নাজিল হয়েছিল ১ম , কিন্তু তার ক্রমিক হলো বর্তমান কুরানে ৯৬, আত তাওবা নাজিল হয়েছিল সর্বশেষে অর্থাৎ ১১৪ নম্বরে , অথচ তার ক্রমিক হলো বর্তমান কুরানে ৯। যে কোন সাধারন জ্ঞান সম্পন্ন লোকই এ থেকে বুঝতে পারে কুরানের সংকলনের কাহিনী ও মাজেজা।

ইসলাম ও কুরানের জ্ঞান নিতে কি মূইরের কাছে যেতে হবে ? কাফির মুইর কি ইবনে কাথির , বুখারি , মুসলিম বা ইবনে মাজার চেয়ে বেশী ইসলাম জানে ? বহু কাফির পন্ডিতই তো বলেছে কুরান হলো কতিপয় বেদুইন রচিত এক জগাখিচুড়ী কিতাব যার বিষয়বস্তু মূলত ধার করা হয়েছে বাইবেল থেকে। তো ? কি প্রমান হয় তাতে ? মুইরের কথা সত্য হলে এদের কথা কি মিথ্যা ?

এই সব মূর্খদের সাথে ও তর্ক করতে হয় ব্লগে!

রবিবার, ১২/০৫/২০১৩ - ১৫:০৯ তারিখে রোবট বলেছেন

কুরানে যে কতটা বিশৃংখল ও বিকৃত ভাবে সংকলিত হয়েছিল তার একটা বড় প্রমান হচ্ছে - সময়ে ধারাবাহিকভাবে যে সব আয়াত নাজিল হয়েছিল , কুরান সংকলকারীরা এতটাই বিশৃংখলভাবে কুরান সংকলন করেছে যে তার কোন ধারাবাহিকতাই রাখে নি। যেমন সূরা আলাক নাজিল হয়েছিল ১ম , কিন্তু তার ক্রমিক হলো বর্তমান কুরানে ৯৬, আত তাওবা নাজিল হয়েছিল সর্বশেষে অর্থাৎ ১১৪ নম্বরে , অথচ তার ক্রমিক হলো বর্তমান কুরানে ৯। যে কোন সাধারন জ্ঞান সম্পন্ন লোকই এ থেকে বুঝতে পারে কুরানের সংকলনের কাহিনী ও মাজেজা।

* * * আল্লাহতালা যে এভাবেই কুরআন সংকলন করতে চেয়েছেন/ইচ্ছা করেছেন , তা আপনি কিভাবে অস্বিকার করবেন ?
বর্তমানে অনেক প্রমান বের হইতেছে,এই কুরআনের অনুরূপ একটা করা (আল্লাহতালার সাহায্য ছাড়া) মানুষের দ্বারা সম্বব না। এইখানে দেখেন।

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:৫৩ তারিখে ফকির বাবা বলেছেন

কুরানের মধ্যেই তো দেখি কত স্ববিরোধী ও উদ্ভট কথা বার্তা, আর সেগুলোর একটাই মাত্র ব্যখ্যা তা হলো - আল্লাহ জানে , এটা কোন উত্তর হলো ?

সোমবার, ১৩/০৫/২০১৩ - ০২:৩৬ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

এই কুরআনের অনুরূপ একটা করা (আল্লাহতালার সাহায্য ছাড়া) মানুষের দ্বারা সম্বব না।
ভাই রোবট , নজরুলের মত একটা গান লিখতে পারবেন?

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=20407

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-৬

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ন ১৪১৮ (ডিসেম্বর ৫, ২০১১)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : অন্যান্য কিতাবের বিকৃতি ও ইতিহাস, কোরআন সংকলন ও বিকৃতি]

আগের অধ্যায়ে কিছু পয়েন্ট বাদ পড়েছে মনে হওয়াতে তা সবিস্তারে এখানে দেয়া হচ্ছে। ইসলামি পন্ডিতরা দাবি করে- তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত ও তা পাল্টে ফেলা হয়েছে। এর বিপরীতে খৃষ্টান পন্ডিতরা দাবী করে-তাদের কিতাবে তাদের ঈশ্বরের মূল যে বক্তব্য অর্থাৎ যীশুর মূল যে শিক্ষা তা ঠিক আছে তবে বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে লিখে রেখে গেছে। তাদের মূল কথা হলো- **কিতাব কে লিখল, কিভাবে লিখল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো যীশু যে শিক্ষা দিতে চেয়েছে তা ঠিক আছে কি না।**
তারা কখনই দাবি করে না যে সবকিছু একেবারে হুবহু তাদের কিতাব সমূহে লেখা আছে। তারা বলে - বর্ণনায় একটু হেরফের থাকতে পারে কিন্তু বাইবেলের যে মূল শিক্ষা তা সব বাইবেলে একই। এর কারণ সম্পর্কেও তারা যৌক্তিক ব্যখ্যা দেয়। যীশু খৃষ্ট মারা যাওয়ার পর খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকরা রোম শাসকদের কোপানলে পড়ে। অনেককে তারা হত্যা করে, বাকীরা বাঁচার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনমতেই তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তাদের কিতাবগুলোকে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা। কখন মূলত ইঞ্জিলকে সংকলণ করে সংরক্ষন করা হয় ? যখন রোমান সম্রাট খৃষ্টাণ ধর্ম গ্রহণ করে তখন। সে যীশু খৃষ্ট মারা যাবার প্রায় ৩০০ বছর পর অর্থাৎ ৩০০ খৃষ্টাব্দের পর সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে। তিনিই রোমান সম্রাটদের মধ্যে সর্ব প্রথম খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ও রোম সাম্রাজ্যের প্রধাণ ধর্ম হিসাবে খৃষ্টাণ ধর্মকে স্বীকৃতি দেন। মূলত: এর পর থেকেই খৃষ্টাণ পাদ্রীরা স্থির হতে পারে ও তাদের কিতাবসমূহ ঠান্ডা মাথায় লিখতে পারে। তখন তাদের কাছে যে সব লিখিত পান্ডুলিপি ছিল তার ওপর ভিত্তি করে তারা তাদের কিতাব লেখে যাতে ঘটনার বর্ণনার বেশ কিছু তারতম্য ঘটে যায় কিন্তু যীশুর মূল শিক্ষাটা তাতে অবিকৃত থাকে। এটাই হলো খৃষ্টান পন্ডিতদের দাবি।বর্তমানে যেসব বাইবেলের কপি পাওয়া যায় তা মূলত: সে সময়কার আমলে সংকলিত। আর এ দুর্বলতাটাই ইসলামি পন্ডিতদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ও এটার ভিত্তিতে তারা প্রচার করে বাইবেল ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত ও মনগড়া।তারা খুব উচ্চৈস্বরে বলে -দুনিয়ায় বহু সংস্করনের বাইবেল কিতাব পাওয়া যাবে আর দেখা যাবে তাদের যে কোন দুটির মধ্যে বেশ অমিল বর্ণনাতে, কিন্তু দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত থেকে কোরান সংগ্রহ করা হোক না কেন তা হুবহু এক। গত ১৪০০ বছর ধরে কোরানের একটা দাড়ি কমাও পাল্টে যায় নাই, তার অর্থ - কোরান আল্লাহর বাণী না হলে এটা সম্ভব হতো না। যারা খৃষ্টাণ ধর্ম প্রচারের সময় কালীন ইতিহাস জানে না বা জানে না কিভাবে কোরান সংকলিত হয়েছিল ওসমান কর্তৃক, তারা এ ধরণের বক্তব্যে দারুনভাবে প্রভাবিত হতে পারে, তা হয়েও থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজেও তা হতাম এক সময়।

পক্ষান্তরে মোহাম্মদ কি পরিবেশে তাঁর আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন ? প্রাথমিক মক্কার জীবন বাদ দিলে বাকী জীবনটা তিনি ছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতায়, আর সে সময়টাও কম নয়, প্রায় ১৩ বছর। মদিনাতে গিয়ে তিনি সেখানে এক ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যেটা বার বার বলা হয় তা হলো আসলে ধর্ম নয় বরং একটা ঐক্যবদ্ধ আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল স্বপ্ন। এখন তিনি রাজ্যের দন্ড মুন্ডের কর্তা। তিনি নিজেই আল্লাহর কাছ থেকে সময়ে সময়ে যখন দরকার পড়ে তখনই ওহি প্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও তার মাধ্যমে যদি গোটা মানব জাতিকে উদ্ধার করা তার একমাত্র লক্ষ্য হতো তাহলে তিনি অবশ্যই এমন ব্যবস্থা করতেন যে তাঁর কথিত আল্লাহর বাণীগুলো সুন্দরভাবে সংকলিত করে বহু সংখ্যক কপি করে রাখতেন যাতে কোন এক কপি হারিয়ে গেলেও সমস্যা না হয়। এটা তাঁর পক্ষে করা ছিল অতীব সোজা কারন তিনি ছিলেন রাজশক্তির অধিকারী। কিন্তু তা তিনি করেন নি। বিভিন্ন হাদিসে দেখা যাচ্ছে- মাঝে মাঝে তিনি আয়াত লিখে রাখতে বলতেন। একটু ভাল করে চিন্তা করলে দেখা যাবে- তিনি যখন মক্কাতে ছিলেন তখন সূরাগুলো লেখার তেমন উদ্যোগ নে য়া হয়নি, মোহাম্মদ কাউকে সেটা করতে বলেনও নি। তবে কিছু কিছু আয়াত বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ নিজেদের তাগিদে লিখে রাখত। এর একটা উদাহরণ দেখা যায়- খলিফা ওমরের বোনের কাছে এধরণের কিছু আয়াত লেখা ছিল, যেটা সে রাত্রে তেলাওয়াত করছিল, যা শুনে পরে ওমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এ বিষয়টি সবাই অবগত আছেন। তবে মোটেই সেটা সমন্বিত কোন প্রচেষ্টা ছিল না। মক্কার সে বিরূপ পরিবেশে তা সম্ভবও ছিল না। মক্কাতে যে সমন্বিত প্রচেষ্টায় কোরান সংরক্ষন করা হয় নি বা সেটা সম্ভব ছিল না সেটা কিন্তু কোরানের বাণী থেকেই বোঝা যায়, যেমন-

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা -আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

লক্ষণীয়, উক্ত আয়াতটি মক্কাতে অবতীর্ণ। মক্কার বিরূপ পরিস্থিতিতে যেখানে মুসলমানদের টিকে থাকাই মুসকিল ছিল সেখানে কে সংকলন করতে যাবে কোরানের আয়াত ? সে কারনেই মোহাম্মদ কোরানের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন।পরে মদিণাতে যাওয়ার পর মোহাম্মদ তাঁর সাহাবীদেরকে তা লিখে রাখতে বলতেন। এ থেকে মনে হতে পারে মোহাম্মদ বোধ হয় তার পূর্বের বক্তব্য - **আল্লাহই কোরানের সংরক্ষক** এ বিষয় থেকে সরে এসেছেন, অর্থাৎ তিনি আর আল্লাহর ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না, তাই তিনি মাঝে মাঝে তাঁর সাহাবীদেরকে আয়াত লিখতে বলছেন। মোহাম্মদ তাঁর গোটা জীবনে এরকম বহু সময়েই তার কথা পাল্টে ফেলেছেন। তবে সেগুলো কিন্তু তিনি আবার আল্লাহর বাণী দ্বারাই সিদ্ধ করেছেন। যাহোক এ বিষয়ে অন্য কোন এক সময়ে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না যে তিনি তাঁর সব সূরাগুলোকে সংকলিত করে একটা কিতাব আকারে রাখার কোন ব্যবস্থা তিনি কখনো নিয়েছেন। তা যদি নিতেন, তাহলে মোহাম্মদের সবচাইতে প্রিয়পাত্র আবু বকরকে আর কষ্ট করে বিভিন্ন যায়গা থেকে পান্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা নিতে হতো না। সে কি করেছিল তা এবার দেখা যাক-

যায়েদ বিন তাবিত (যিনি আল্লাহর বাণী লেখায় নিয়োজিত ছিলেন) বর্ণিত - ইয়ামামা যুদ্ধে (যে যুদ্ধে বহু সংখ্যক কোরানে হাফেজ মারা যায়) বহু সংখ্যক সাহাবী হতাহত হওয়ার পর পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন যেখানে ওমরও উপস্থিত ছিলেন, বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বললেন, "ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষ (যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও আছে) হতাহত হয়েছে এবং আমার আশংকা হয় অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে যাদের মধ্যে অনেক কোরানে

হাফেজও থাকবে, আর এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।আর আমারও অভিমত যে তুমি কোরান সংগ্রহ কর "। আবু বকর আরও বললেন, " কিভাবে আমি সেটা করতে পারি যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নাই ?" ওমর বললেন, " আল্লাহর শপথ, এটা নিশ্চয়ই একটা ভাল কাজ"। "তাই ওমর আমাকে এ ব্যপারে চাপ দিয়ে যেতে লাগল, আমাকে তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য বুঝাতে লাগল , অবশেষে আল্লাহ আমার হৃদয় খুলে দিলেন এবং এখন আমারও ওমরের সাথে একই মত "। (যায়েদ বিন তাবিত আরও বললেন) ওমর আবু বকরের সাথে বসে ছিলেন ও আমার সাথে কথা বলছিলেন না। আবু বকর আরও বললেন " তুমি একজন জ্ঞানী যুবক এবং আমরা তোমাকে সন্দেহ করি না: এবং তুমি আল্লাহর রাসুলের ওহী লেখার কাজে নিয়োজিত ছিলে। অতএব এখন খোজাখুজি করে কোরান সংগ্রহ কর "। আমি (যায়েদ বিন তাবিত) বললাম- " আল্লাহর কসম, কোরান সংগ্রহের মত এরকম কাজ করার চেয়ে যদি আবু বকর আমাকে একটা পাহাড়ও স্থানান্তর করতে বলত সেটাও আমার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হতো"। আমি তাদের উভয়কে বললাম- " আপনারা কিভাবে সে কাজ করতে সাহস করেন যা আল্লাহর নবী নিজেই করেন নি?" আবু বকর বললেন-" আল্লাহর কসম, এটা প্রকৃতই একটা ভাল কাজ। তাই আমি ওমরের সাথে এটা নিয়ে অনেক তর্ক করেছি যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার অন্তর খুলে দিলেন যা তিনি আমাদের উভয়ের জন্যই খুলে দিয়েছিলেন "। অত:পর আমি কোরান সম্পর্কিত বস্তু অনুসন্ধান করতে লাগলাম, আর আমি পার্চমেন্ট, খেজুর পাতা, হাড় ইত্যাদিতে লেখা এবং এ ছাড়াও যাদের কোরান মুখস্ত ছিল তাদের কাছ থেকে আয়াত সমূহ সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমি সূরা আত-তাওবা এর শেষ আয়াতটি খুজাইমার কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম যা আমি অন্য কারও কাছ থেকে পাই নি(সে আয়াতগুলো ছিল- তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। কোরান,০৯:১২৮)

যে পান্ডুলিপিতে কোরানের আয়াত সমূহ সংগৃহীত হয়েছিল , মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা আবু বকর তা নিজের কাছেই রেখেছিলেন, অত:পর তা ওমর তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর , এবং অবশেষে তা ওমরের কন্যা হাফসার নিকট ছিল। সহি বুখারি , বই-৬০, হাদিস-২০

এ হাদিস কি বলে মোহাম্মদের সময়ে সম্পূর্ন কোরান সংকলণ করা হয়েছিল ? হয়ে থাকলে তো আর আবু বকরকে উদ্যোগ নিতে হতো না। পরবর্তী ঘটনা কি ? উক্ত হাদিস থেকে বোঝাই যাচ্ছে- খোদ যায়েদ ইবনে তাবিত কোরানের বিভিন্ন আয়াত সমূহ সংগ্রহ ও সংকলণ করেছিল যা পরবর্তিতে আবু বকর ও ওমরের হাত ঘুরে হাফসার কাছে যায় । আর ইতো পূর্বে আয়শার কাছে যে কোরান ছিল বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ন নয়। তা হলে তার পিতা আবু বকর এ কথা বলত না। আয়শার কাছে নিশ্চয়ই কিছু সূরার একটা সংকলণ ছিল , যা সম্পূর্ণ কোরান নয়। ইয়ামামার যুদ্ধে আনুমানিক ৭০০ জন মুসলমান মারা যায় যাদের মধ্যে অনেকেই কথিত কোরানে হাফেজ ছিল। যায়েদ শুধুমাত্র খুজাইমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে উক্ত সূরা আত তাওবার শেষ দুটি আয়াত ১২৮ ও ১২৯ পায় নাই। কিন্তু উপরে দেখা যাচ্ছে হাদিসে মাত্র ১২৮-নং আয়াতটিরই উল্লেখ আছে। শেষ ১২৯ নং আয়াতটি লেখা নাই উক্ত হাদিসে যা হলো-

এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

এখন প্রশ্ন হল বহু সংখ্যক কোরানে হাফেজ মারা যাওয়াতে, এমনও তো হতে পারে যে তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা আরও আয়াত জানত? কিন্তু মরে যাওয়াতে যায়েদ তাদের কাছ থেকে আয়াত সংগ্রহ করতে পারে নি।

সূরা আত তাওবার একটি/দুটি আয়াত পাওয়ার জন্য যদি শুধুমাত্র খুজাইমাই একমাত্র ব্যাক্তি হয়ে থাকে , অন্য অনেক সূরার অনেক আয়াত সম্পর্কে সেরকম শুধুমাত্র অন্য যে কোন একজন লোক থাকবে না কেন ?সুতরাং আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে মুখস্থকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে অনেক আয়াত চিরতরে হারিয়ে যায় নি ?

এছাড়া দেখা যায়-কোরানের আয়াত ছাগলেও খেয়ে ফেলেছিল, যেমন-

আয়শা বর্ণিত-পাথর মারা ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে স্তন্য পান করানোর বিষয়ে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা একটা পাতায় লিখে আমার বিছানার নিচে রাখা হয়েছিল।যখন নবী মারা গেলেন আর আমরা তার দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন একটা ছাগল ঘরে ঢুকে আয়াত লেখা পাতা খেয়ে ফেলে। ইবনে মাজা , হাদিস-১৯৩৪

এ থেকে বোঝা যায় সেই সময় কোরানের আয়াতসমুহ কি ভাবে বিরাজমান ছিল।এভাবে ছাগলে যদি আয়াত লেখা পাতা খেয়ে ফেলে, আরও কত ছাগল বা দুম্বা আয়াত লেখা পাতা খায় নি বা পাগলে আয়াত লেখা পাতা বা চামড়া ছিড়ে ফেলে নি তার নিশ্চয়তা কোথায় ? এসব হাদিস থেকে পরিস্কার যে- সেই সময়ে সুষ্ঠুভাবে কোরানের আয়াত গুলোকে সংরক্ষণ করা হতো না অথচ যা ছিল ইসলামের মতে দুনিয়ার সবচাইতে মূল্যবান দলিল।আল্লাহ জিব্রাইলকে দিয়ে মুখে মুখে ওহি না পাঠিয়ে যদি একটা শক্ত কাগজে লিখে সময়ে সময়ে আয়াতগুলো পাঠাত, মোহাম্মদ সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখতেন, পরে সেগুলোকে একত্রিত করলেই হয়ে যেত একটা পরিপূর্ণ কোরান। এটাই কি সবচাইতে সোজা পথ ছিল না , যেহেতু আল্লাহই বলছে যে সে নিজেই কোরানের সংরক্ষক ? এ কর্মটি করলে আজকে দুনিয়ায় কেউ আর কোরানের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত না।

তা ছাড়া আমরা কিভাবেই বা নিশ্চিত হবো যে সবাই একেবারে পুরো কোরান মুখস্ত করে রেখেছিল ? বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় দেখা যায়- মানুষের মূখস্থ করার ক্ষমতা একেবারে শৈশব ও বাল্য অবস্থাতেই বেশী থাকে। এর পর যত বয়স বাড়তে থাকে ততই তার মূখস্থ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একারনেই শিশুরা খুব দ্রুত যে কোন কিছু মুখস্থ করতে পারে। বিশ্বাস না হলে যারা এ নিবন্ধ পড়ছেন তারা একটা বড় বা মাঝারি ধরণের কবিতা মূখস্ত করতে গেলেই বিষয়টি ভালমতো টের পাবেন। আর কোরানে হাফেজ মানে একটা কবিতা মূখস্থ করা না। ১১৪ টা সূরার ৬৬৬৬(সংখ্যাটা গুনে দেখিনি) টা আয়াত মূখস্থ করা, এটা কোন ছেলেখেলা নয়। বর্তমানে দুনিয়াতে যে হাজার হাজার কোরানে হাফেজ আছে একটা সমীক্ষা করলেই দেখা যাবে এদের সবাই কোরান মুখস্থ করেছিল শৈশব ও বাল্য কালে যা পরবর্তীতে তারা ধরে রেখেছে চর্চার মাধ্যমে। সেই তারাও যে তা মূখস্ত করেছে , সেটা সম্ভব হয়েছে একটা পূর্ণাঙ্গ কোরান সামনে নিয়ে বছরের পর বছর দৈনিক ঘন্টার পর ঘন্টা অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করে। মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে কেউ কোরানে হাফেজ হয়নি। আবু বকরের আমলে যে সব কোরানে হাফেজ ছিল বলে কথিত তারা প্রায় সবাই ছিল যুবক বা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ আর প্রায় সে বয়েসেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তখন কারো কাছেই একটি পূর্নাঙ্গ কোরান

ছিল না যা বসে বসে মূখস্থ করবে। তবে কিছু কিছু সূরা বা আয়াত তারা যোগাড় করে মূখস্থ করে থাকতে পারে, এটা আশ্চর্য কিছু না। সুতরাং যেভাবে প্রচার করা হয় যে সে সময়ে শত শত কোরানে হাফেজ ছিল তা যথেষ্ট প্রশ্ন সাপেক্ষ। এখন তো মনে হচ্ছে-খোদ মোহাম্মদ সহ আবু বকর , ওমর , ওসমান এরা কেউই কোরানে হাফেজ ছিল বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারন তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত পরিণত বয়েসে এসে কোরানের আয়াত শুনতে পেয়েছে। ব্যাতিক্রম আলী। সে বাল্য কাল থেকেই মোহাম্মদের কাছে ছিল আর সে বয়েসেই সে মোহাম্মদের কাছ থেকে কোরান শুনতে পেত। তারপরেও আলীও কোন পূর্ণাঙ্গ কোরান সেই বাল্য কালে হাতের কাছে পায় নি যা দেখে দেখে সে তা প্রতিদিন মুখস্ত করতে পারত। সুতরাং সেও কোরানে হাফেজ ছিল এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আর এদের সবার জীবন তখন ছিল সংগ্রাম মূখর , বসে বসে কোরান পড়ার অত সময়ও ছিল না আজকের মত। সুতরাং তখনকার বাস্তবের নিরিখে বোঝা যাচ্ছে কথিত যে বহুসংখ্যক কোরানে হাফেজ যারা মারা গেছিল তারা যে পূর্নাঙ্গ কোরানে হাফেজ ছিল তা বিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারন নেই। যাহোক , আসল ঘটনা হলো-খুজাইমার কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে যেহেতু যায়েদ আর উক্ত ৯ নং সূরার ১২৮ নং আয়াত পায় নি , তাহলে এরকম বহু আয়াতই যেগুলো মাত্র একজন বা দুজন জানত তারা যুদ্ধে মারা যাওয়ার সাথে সাথেই হাওয়া হয়ে গেছে- এটা কি অসম্ভব কিছু?

তাছাড়া মক্কার জীবনে যে সব মুসলমান ছিল তারা ছিল প্রধানত নিম্ন শ্রেনীর মানুষ ও দাস দাসী। দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জন্যই তাদেরকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হতো। এরা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কারন মোহাম্মদ প্রচার করেছিলেন মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই , তাদের এত সময় ছিল না যে বসে বসে কোরান মূখস্থ করবে , তাছাড়া তারা সবাই পরিণত বয়েসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যে বয়েসে মুখস্থ করা কঠিন। যতদুর জানা যায় মক্কাতে মোট ৯০ সূরা নাযিল হয়েছিল, তা কোন পুস্তক আকারে ছিল না, সেগুলো সুন্দরভাবে লিখে রাখা হয়েছিল এমন নজীরও নেই। সুতরাং সেগুলো তাই দৈনিক এক সাথে বসে পড়ার কোন উপায়ও ছিল না। যে যার মত কিছু কিছু দরকারী সূরা ও আয়াত হয়ত তারা লিখে রাখত হাড় বা খেজুর পাতায়। এটাই যেখানে বাস্তব অবস্থা ছিল সেখানে শত শত মানুষ পুরো কোরান মূখস্থ করে রেখেছিল এটা কিভাবে বিশ্বাস যোগ্য? আবু বকর ঠিক এটাই বুঝাতে চেয়েছিল উক্ত হাদিসে , দেখা যাক প্রকৃতপক্ষে সে কি বলেছিল -

এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর। সহি বুখারি, বই-৬০, হাদিস-২০১

এর কি অর্থ? বোঝাই যাচ্ছে অনেক মানুষ তখন ছিল যারা কিছু কিছু সূরা বা আয়াত মূখস্থ করতে পেরেছিল, সেগুলো অন্য কারো মুখস্থ ছিল না , আর তারা যদি মারা যায় তাহলে কোরানের বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে। অথচ যদি শুধু একজন মাত্রও কোরানে হাফেজ বেঁচে থাকে তাহলে তো তার মাধ্যমেই পূরো কোরান লিখে ফেলা সম্ভব, তাই নয় কি ? এখানে কোরানের একটা বিরাট অংশ শব্দ গুলোর মধ্যেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। সুতরাং বলা হয় তখন শত শত মানুষ কোরানে হাফেজ ছিল, এটা কি বিশ্বাস্য? অত:পর কি ঘটল? যায়েদ বিভিন্ন মানুষের কাছে গেছে , তারা যতটুকু মূখস্থ করেছে বা তাদের কাছে যে সব লিখিত সূরা বা আয়াত ছিল সেসব যোগাড় করে তা সংকলণ করেছে। অথচ সত্যিই যদি তখন প্রকৃত কোরানে হাফেজ থাকত অথবা যায়েদ যদি নিজেও কোরানে হাফেজ হতো তাহলে সে নিজেই পুরো একখন্ড কোরান লিখে ফেলতে পারত। হাড় বা খেজুর পাতায় লেখা

আয়াত খোজার দরকার পড়ত না। এখন বোঝাই যাচ্ছে জনে জনে জিজ্ঞাসা করে কোন্ ধরণের কোরান যায়েদ সংকলণ করেছিল আবু বকরের আমলে।

আবু বকর মরে যাওয়ার পর তা গেছে ওমরের কাছে , ওমর মারা যাওয়ার পর তা গেছে তার কন্যা মোহাম্মদের স্ত্রী হাফসার কাছে। সুতরাং বোঝা গেল মোহাম্মদের আমলে যে সম্পূর্ন কোরান সংকলণ করা হয়েছিল বলে বলা হয় তা ঠিক নয়। বিষয়টা এপর্যন্ত হলেও হতো। কিন্তু এখানেই বিষয়টি থেমে নেই। এ কোরানকে তৃতীয় খলিফা ওসমান বিশুদ্ধ কোরান হিসাবে মেনে নিতে চায় নি। কারনটা ছিল মূলত: উচ্চারণগত বা এমনও হতে পারে , তার মনে হয়েছিল এর মধ্যে অনেক আয়াত বাদ পড়েছে।

অথচ তার পূর্ববর্তী খলিফা আবু বকর ও ওমর সে কোরান মেনে নিয়েছিল। তাহলে তারা কোন্ কোরান মানত ?

ওসমানের মনে হয়েছিল যে নিশ্চয়ই উক্ত কোরানে নানারকম আঞ্চলিক ভাষার সমাহার আছে। সেকারনে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণে কোরান পাঠ করছে বা এমনকি হয়ত অনেকে নিজেদের বানান আয়াত পড়ছে। কারন আবু বকর বা ওমর কে উই আগের কোরানের কপি তৈরী করে সব যায়গাতে পাঠায়নি। সে কারনেই সে একটা কমিটি করে দিয়েছে যাতে এই যায়েদ বিন তাবিতও ছিল। অত:পর সেই যায়েদ বিন তাবিত ও অন্য দুইজন মিলে নতুন করে কোরান সংকলণ করল , সেটাও তারা করল কোরাইশ আঞ্চলিক আরবী ভাষায়। কিন্তু তাতে করে যারা মুখস্ত আয়া ত সমেত মারা গেছিল তারা তো আর তাদেরকে এসে বলে যায় নি যে আয়াতগুলো শুধুমাত্র তারাই মুখস্থ করেছিল। এছাড়া এবারও কিছু আয়াত যোগ করা হয় কারও কারও কাছ থেকে শুনে , যেমন দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র খুজাইমার কাছ থেকে শুনে তা কোরানে যোগ করা হয়েছে। সুতরাং ওসমান এমন এক কোরান সং কলণ করেছিল যাতে মোহাম্মদ কথিত অনেক আয়াতই নেই, যা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে কোরান কিভাবে সংকলণ করা হয়েছিল তার প্রক্রিয়ার বর্ণনার মাধ্যমে উপরোক্ত হাদিস(সহি বুখারি , বই-৬০, হাদিস-২০১) থেকে।

আসলেই যে কিছু কিছু আয়াত বাদ পড়েছে তার প্রমান পাওয়া যায় একটি হাদিসে -

ইবনে আব্বাস বর্ণিত- ওমর বললেন, আমার ভয় হয় অনেক দিন পার হয়ে গেলে লোকজন বলাবলি করতে পারে -" আমরা কোরানে রজম(পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে কোন আয়াত পাচ্ছি না এবং অত:পর তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ভূলে বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।দেখ, আমি নিশ্চিত করে বলছি, যেই ব্যভিচার করবে তার ওপর পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করা হোক এমনকি যদি সে বিবাহিত হয়, অথচ তার অপরাধ যদি সাক্ষী বা গর্ভধারণ বা স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমানিত হয়, তাহলেও"। সুফিয়ান যোগ করল, "আমি বিবৃতিটি এভাবেই শুনেছিলাম যা আমি স্মরণ করি এভাবে যে ওমর আরও বলল-আল্লার নবী নিজেও পাথর মেরে হত্যার শাস্তি কার্যকর করেছিলেন এবং আমরাও তাঁর পর এটা কার্যকর করেছিলাম"। সহি বুখারী, বই-৮২, আয়াত-৮১৬

উক্ত হাদিসে পরিস্কার করে বলা হচ্ছে যে ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর ছুড়ে হত্যা করা সম্পর্কিত একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল।এ আয়াত মোতাবেক মোহাম্মদ নিজেও ব্যভিচারীর শাস্তি কার্যকর করেছিলেন আর তাঁর দেখা দেখি ওমর ও তার দলবলও তা পরে পালন করেছিল। বর্তমানে যে কোরান আমরা পড়ি তাতে কিন্তু এ আয়াত নেই, ওমর নিজেও সেটা তার কাছে থাকা কোরানে দেখতে পায়নি। তার

মানে এটা বাদ দেয়া হয়েছে। ওমর কখন এ কথাগুলি বলছে? মোহাম্মদের মারা যাওয়ার পর তার শাসনামলে যখন সে দেখল তার কাছে যায়েদ সংকলিত কোরানে এ আয়াত নেই তখনই সে এই কথাগুলি বলেছিল।কারন, সে এ ধরণের শাস্তির পক্ষে ছিল।আর তার ভয় ছিল এ ধরণের শাস্তির বিধান বহাল না থাকলে লোকজন বিপথে চলে যাবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বলেই কিন্তু ওমর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। কোরানে বহু কম গুরুত্বপূর্ণ , গুরুত্বহীন, অর্থহীন বা এমনকি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা আছে। এধরণের কোন আয়াত হারিয়ে গেলে ওমর নিশ্চয়ই এ নিয়ে কোন কথা বলত না।এখন আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে ওসমানের আমলে সংকলিত কোরানে এ ধরণের কম গুরুত্বপূর্ণ বহু আয়াত সংকলণ করা থেকে বাদ পড়েনি? একই সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও যে বাদ পড়েনি তার ই বা নিশ্চয়তা কি? অন্তত: হাদিস থেকেই তো একটা বড় উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়াত বাদ পড়ে গেছে কোরান থেকে আর যার সাক্ষী ইসলামের সিপাহসালার ৩য় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব।এর পরেও কিভাবে বলা যাবে যে কোরান শতভাগ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত ?

এছাড়াও আরও একটা বিরাট সমস্যা আছে খেজুর পাতায় বা হাড়ে লেখা অথবা মানুষের মুখ থেকে শোনা আয়াত সংকলণের। মোহাম্মদের মক্কার জীবনে আরও দু একজন দাবিকারীর উদ্ভব ঘটেছিল আর তারাও দাবি করত আল্লাহ তাদের কাছেও ওহি পাঠাচ্ছে যা দেখা যায় নিচের আয়াতে-

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। কোরান, ০২: ৭৯

তাদেরও কিছু উম্মত নিশ্চয়ই ছিল যারা এসব নবীর আয়াত মুখস্থ করেছিল বা খেজুর পাতায় লিখে রেখেছিল। মক্কা দখলের পর নবীদেরকে কোতল করা হয়, কিন্তু তাদের উম্মতরা ইসলাম গ্রহণ করে ও মুসলমানদের সাথে মিশে যায়। মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রা য় ১৯/২০ বছর পর যখন ওসমান একটা কমিটির মাধ্যমে আবার কোরান সংকলণ শুরু করে তখন পূর্ব সংকলিত কোরানের সাথে মানুষের মুখের শোনা আয়াত সংগ্রহ করেও তা নতুন কিতাবে যোগ করা হয়। তাহলে এ সময়ে যে উক্ত ভূয়া নবীদের উম্মতের বলা আয়াত সেসব মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রহণ করে কোরানে ঢুকানো হয় নি, তার নিশ্চয়তা কি ? আমরা দেখেছি সেই মক্কাতে উপরে উপরে ভাল মুসলমান হলেও তলে তলে মোহাম্মদকে ঘৃণা করত। আবু সুফিয়ান তার একজন অন্যতম। অনেকে শত্রুতা বশত:ও তো সেটা করে থাকতে পারে। কারন পুরো কোরান তো দেখা যাচ্ছে কারোরই মুখস্থ ছিল না , যদি থেকেও থাকে, তারপরও তো ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে আয়াত সংগ্রহ করা হচ্ছিল যা আর কারও জানা ছিল না। বলা হয় যে, কোন আয়াত সংকলণের আগে কমপক্ষে দুজন আয়াত জানা ব্যক্তির সাক্ষী নেয়া হয়েছিল। আবু খুজাইমার ব্যপারে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় কোন সাক্ষী ছিল না। অনেক আয়াতই হয়ত বা দুইজন সাক্ষীর দ্বারা সত্যায়ন করা হয়েছিল কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে এ নিয়ম পালন করা হয়েছে তার কোন নিশ্চয়তা অন্তত হাদিসে দেখা যায় না। যায়েদ বিন তাবিত যখন প্রথমে কোরান সংকলণ করে তখন সে যে উক্ত নিয়ম অনুসরণ করেছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই ।পরবর্তী সংকলণের সময় দেখা যাচ্ছে তার পূর্বোক্ত কোরানকে ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। অর্থাৎ তার কোরানে যা লেখা ছিল তার অনেকটাই হুবহু গ্রহণ করা হয়েছিল, এছাড়াও নতুন আয়াতও যোগ করা হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন মানুষের

কাছ থেকে শুনে। পরবর্তীতে হাফসার কোরান ধ্বংস করে ফেলায় এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যে ওসমানের সংকলনে অনেক আয়াত পরিবর্তন বা পরিমার্জন অথবা নতুন করে সংযোজন করা হয়েছিল।খেয়াল করতে হবে, ওসমানের তৈরী করা কমিটিতে তখনকার সময়ে সবচাইতে ভাল কোরানে হাফেজ কেউ ছিল না।দেখা যাক, মোহাম্মদের মতে কারা কোরানের সবচাইতে বড় পন্ডিত ছিল-

মাসরুক বর্ণিত- আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর এর নিকট গমন করতাম ও কথা বার্তা বলতাম। একদা ইবনে নুমাইর তার নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসুদের নাম উল্লেখ করল। তখন তিনি(আমর)বললেন - তোমরা এমন একজন ব্যাক্তির নাম বললে যাকে আমি অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি- চারজন ব্যাক্তির কাছ থেকে কোরান শিক্ষা কর, অত:পর তিনি ইবনে উম আবদ্(আব্দুল্লাহ মাসুদ) এর নাম থেকে শুরু করে মুয়াদ বিন জাবাল , উবাই বিন কাব ও শেষে আবু হুদায়ফিয়ার নাম উল্লেখ করলেন। সহি মুসলিম , বই-৩১, হাদিস-৬০২৪
দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদের সার্টিফিকেট পাওয়া চারজনের কেউই কোরান সংকলনের দায়িত্ব পায় নি। এর রহস্য কি ? ব্যক্তিগত ভাবে তারা হয়ত কোরান সংকলন করে থাকতে পারে যা বিভিন্ন সূত্রে জানাও যায়, কিন্তু তাদের কোরানকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। পরবর্তীতে তাদের কোরানের কোন খবরও নেই। এখন মোহাম্মদ নিজে কোরান সংকলন করল না, তার সার্টিফিকেট পাওয়া ৪ জন কোরানে হাফেজ-এরও কেউ তা সংকলণ করল না, করল এসে ওসমানের মনগড়া এক কমিটি, এ কমিটির কোরান সংকলণ কতটা গ্রহণযোগ্য? এবারে কিছু তথ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক।

আবু বকর, মৃত্যু:৬৩৪ সালে।ওমর, মৃত্যু: ৬৪৪ সালে।ওসমান মৃত্যু: ৫৬ সালে।
আব্দুল্লাহ মাসুদ, জন্ম: মক্কা, মৃত্যু:৬৫০ সালে।উবাই ইবনে কাব,জন্ম: মদিনা মৃত্যু: ৬৪৯ সালে। মুয়াদ বিন জাবাল, জন্ম:মদিনা- কখন মারা যায় সঠিক রেকর্ড নাই, তবে ওমরের আমলে বেঁচেছিল কারন ওমর তাকে বাইজান্টাইনের বিরুদ্ধে এক সেনাদলের প্রধান করে পাঠায়।আবু হুদায়ফিয়ার , জন্ম: মক্কা- আবু বকরের আমলে বেচে ছিল। (সূত্র : wikipedia.org)
উপরোক্ত তথ্য মোতাবেক জানা যাচ্ছে যে-আবু বকরের আমলে মোহাম্মদ কর্তৃক সত্যায়িত চারজন কোরানে হাফেজই বেঁচে ছিল, কিন্তু তারা কেউই আবু বকর কর্তৃক কোরান সংকলণের দায়িত্ব পায় নি।যায়েদ বিন তাবিত যদিও যুবক বয়স থেকেই কোরানের বানী লিখে রাখত , কিন্তু এর চাইতে পূর্বেকার চার জনের জ্ঞান , দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অনেক বেশী ছিল, আর তারা মক্কার জীবন থেকেই কোরানের কিছু কিছু বানী লিখে রাখত। কারন তাদের অন্তত দুইজন মাসুদ ও হুদায়ফিয়া মক্কা থেকেই মোহাম্মদকে চিনত, জানত ও তার কাছ থেকে কোরান শুনত। পক্ষান্তরে যায়েদ বিন তাবিতের জন্মই হয় যে বছর মোহাম্মদ মদিনাতে হিজরত করে সে বছর আর তার আগেই কোরানের ৯০ টি আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। যেহেতু ইতোপূর্বে ধারাবাহিকভাবে কোরানের কোন লেখা কপি ছিল না , আর যা কিছু আয়াত লেখা ছিল তার সবটাই ছিল আব্দুল্লাহ মাসুদ ও আবু হুদায়ফিয়ার কাছে কারন তারা মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সেহেতু এমতাবস্থায় কোন সংকলিত কোরানের কপি হাতে না থাকায় তাবিত কতটা কোরান সম্পূর্ন মূখস্থ করতে পেরেছিল তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।সার্বিক বিচারে দেখা যায়, উক্ত চারজনের যে কেউই কোরান সংকলণ করলে তা হতো আরো বেশী শুদ্ধ। উক্ত ঘটনা দৃষ্টে দেখা যায়, মোহাম্মদের কোরান সংকলনের ইচ্ছা থাকলে উক্ত চারজনের কাছে দায়িত্ব দিলেই তা

হতো অনেকটাই সুন্দর , সুচারু ও শুদ্ধ। কিন্তু তিনি তা করেন নি , বা তার পরবর্তী খলিফারাও সেটা করেনি। এমতাবস্থায় ওসমানের সংকলিত কোরান কতটা শুদ্ধ সেটাই বিচার্য বিষয়।

হাফসার কোরান রক্ষা পেলে ওসমানের সংকলিত কোরানের অনেক ত্রুটি যে ধরা পড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। এই হলো মোটা মুটি ভাবে মোহাম্মদের প্রচার করা কোরানের সংরক্ষণ বৃত্তান্ত। এর ফলে কি শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়া যায় যে- মোহাম্মদ যে সব সূরা বা আয়াত প্রচার করেছিল তা হুবহু শতভাগ বিশুদ্ধভাবে নতুন সংকলিত কোরানে স্থান পেয়েছিল ?

আরও বড় প্রশ্ন- মোহাম্মদ যা রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, আবু বকর বা ওসমান মোহাম্মদকে ডিঙিয়ে কিভাবে তা নিজেরা সংরক্ষণ করতে পারে? এটা কি মোহাম্মদকে অবমাননা করা নয়? আবু বকর বা ওসমান কি মোহাম্মদের চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ?
ঠিক এ অভিযোগ তুলে রাশাদ খলিফা নামক এক নবী দাবিকারী লোক একটা কোরান সংকলণ করে যাতে ৬৬৬৬ টি আয়াতের স্থলে আছে ৬৬৬৪টি। পূর্বে সূরা আত-তাওবার শেষ ১২৮ ও ১২৯ নং আয়াতের কথা বলা হয়েছে, উক্ত আয়াত দুটি তার কোরানে নেই। সুতরাং দুনিয়ার সব কোরান হুবহু এক নয়। এই সেই ব্যক্তি যে কোরানের মধ্যে ১৯ এর অলৌকিকত্ব আবিষ্কার করে। মজার কান্ড হলো- মুমিন বান্দারা তাকে নবী হিসাবে না মানলেও বা তার কোরানকে গ্রহণ না করলেও তার ১৯ সম্পর্কিত অলৌকিকত্ব নিয়ে দারুন লাফালাফি করে। বলাবাহুল্য, তার এ অলৌকিকত্বের ভিত্তি ছিল উক্ত ২টি আয়াত বাদ দিয়েই। ৬৬৬৬ কে ১৯ দিয়ে ভাগ করলেই সেটা বোঝা যাবে, যেমন, ৬৬৬৬÷১৯=৩৫০.৮৪২১০৫২৬৩১৫৭৯ । আসলে সংখ্যাটা হতে হবে ৬৬৬৯, তাহলেই হবে ৬৬৬৯÷১৯=৩৫১, তখন সিদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে কারন দেখিয়ে রাশাদ খলিফা উক্ত আয়াত দুটি তার কোরান থেকে বাদ দিয়েছে তা মোটেই ফেলনা নয়। যাহোক, তার দাবী ছিল সূরা ইয়াসিনের ৩ নং আয়াত তাকেই লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছিল যা হলো-

নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন ৩৬:০৩

আর সেই রসূলগণের একজন হলো রাশাদ খলিফা। কিন্তু মুমিন বান্দারা সেটা মানতে রাজী হয় নি , তাই রাশাদ খলিফাকে ছুরিকাঘাতে নির্মমভাবে খুন হতে হয়।

রাশাদ খলিফা ও তার ইসলাম সম্পর্কে জানা যাবে -http://www.islam-watch.org/MuminSalih/KhalifaProphet.htm এবং http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa

তার অনুবাদিত কোরান পাওয়া যাবে- http://www.quran.org/English.html

রাশাদ খলিফার চাতুরীর খবর পাওয়া যাবে - http://www.islamicweb.com/beliefs/cults/submit_trick.htm

রাশাদ খলিফার কৃতিত্ব ভাল ভাবে জানতে -
http://www.masjidtucson.org/publications/books/qhi/qhi.html

বর্তমানে যে কোরান পাওয়া যায় তা মূলত: সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত কোরান যা তারা সারা দুনিয়ায় প্রচার করেছে।

পরিশেষে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হবে - তা হলো ওসমানের সংকলিত কোরানে কোন জের, জবর , পেশ এগুলো ছিল না। এটা অনেকটা বাংলায় রচিত কোন বই য়ে া, ি, ী, ু, ূ কার ব্যবহার না করার মত বিষয়। এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে অনেক শব্দ ও বাক্যের যেমন ইচ্ছা খুশী অর্থ করা যায়। যা কোরানে ঘোষিত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কোরানে আল্লাহ বার বার ঘোষণা করেছে- কোরানের বাণী হলো সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। ৯ম-১০ম শতাব্দিতে এসে কোরানে জের, জবর, পেশ এসব ব্যবহার শুরু হয়। এটা তো কোরানের শব্দ ও বাক্য পরিবর্তনের সামিল। মোহাম্মদের সময়ের কোরানে যেহেতু এসব ছিল না (তখন ও তো কিছু কিছু আয়াত লিখে রাখা হতো), পরে এগুলো নিজেদের মত করে যোগ করার মাধ্যমে মোহাম্মদের কোরানের পরিবর্তন করা হল না ? তখন ইচ্ছামত সেগুলো বসিয়ে কোরানের বিভিন্ন বাক্য বা শব্দের অর্থ পাল্টিয়ে ফেলা হয় নি, সে ব্যপারে নিশ্চয়তা কি ? সুতরাং মোহাম্মদ কথিত কোরানের যে আকার, আয়তন বা অর্থ ১৪০০ বছর আগে ছিল, তা যে বহুলাংশে পাল্টে গেছে এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সঙ্গত কারন আছে। এত কিছুর পর কিভাবে দাবী করা হয় যে - কোরান ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত?

অথচ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস সহকারে তথাকথিত মুসলিম পন্ডিতরা দাবী করে যে কোরানে কোন বিকৃতি ও ভুল নেই, এ সেই কোরান যা গত ১৪০০ বছর ধরে একই আছে। কিন্তু সে কোন্ কোরান ? সেটা হলো ওসমান সংকলিত জোড়াতালি মার্কা কোরান। এখানেই ইসলামি পন্ডিতরা একটা কৌশল অবলম্বন করে। তা হলো- তারা প্রচার করে ওসমান কোরান সংকলণ করে, কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় তা করে তা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এ কৌশলকে ইসলামে বলে তাকিয়া বা সুকৌশলে প্রতারণা। এ বিষয়ে পরে লেখা হবে।অথচ সমস্ত সুযোগ -সুবিধা, ব্যবস্থা ও ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদ কোরান সংকলণ করে যান নি। এটাই সবচে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় মনে হয় যে মক্কা বিজয়ের পরও তিনি কোরান সংরক্ষনের তাগিদ অনুভব করেন নি, অথচ তখন তা সংরক্ষণের সমস্ত রকম ব্যবস্থাই তার হাতের নাগালে ছিল। কেন করে যান নি ? এর উত্তর মোহাম্মদের কাছেই ছিল- কোরানে আল্লাহ বলেছিল - তার নাযিলকৃত কোরান সে নিজেই সংরক্ষণ করবে। তাই যদি হয় তাহলে - কেন অত:পর আবু বকর ও ওসমান কে খেজুর পাতা , হাড্ডি গুড্ডি এসবে লেখা আয়াত কুড়িয়ে , মানুষের মুখের কথায় বিশ্বাস করে নিজেদের মত করে কোরান সংকলণ করতে হয়েছিল?

আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল মক্কা বিজয় করে একটা আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার। তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একটা দর্শন দরকার ছিল। সেটা ছিল ইসলাম। স্বপ্ন বাস্তবায়নের পর তার কাছে কোরানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তখন তার কাছে ছিল ইসলামী দর্শন বড় যার মূল ভিত্তি ছিল সুন্নাহ , যা মূলত আসে হাদিস তথা তার জীবনের কার্যাবলী থেকে। সুতরাং সেটাই ছিল তার কাছে বড়।

কোরান অবিকৃত ও বিশুদ্ধ এটা প্রমান করা যাবে একমাত্র মোহাম্মদ কর্তৃক সংকলিত কোন কোরানের পান্ডুলিপি যদি কেউ হাজির করে দেখাতে পারে শুধুমাত্র তাহলেই , অন্যথায় নয়। মোহাম্মদের সেটা করে যাওয়ার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করে মুসলমানদেরকে একটা বিরাট বিপদের মধ্যে ফেলে গেছেন। এতদিন বিষয়টি চ্যলেঞ্জের মুখোমুখি হয় নি শক্তভাবে। চ্যলেঞ্জের সামনে এখন ইসলামী পন্ডিতদের গলাবাজি আর মিথ্যাচারই সম্বল।

এখন দেখা যাচ্ছে খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময়ের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে যেখানে কোরানকে সত্যিকার একটা বিশুদ্ধ কিতাব আকারে সংরক্ষণ সম্ভব ছিল, মোহাম্মদ সেটা হেলা করেছেন চরম ভাবে, কিন্তু খৃষ্টান পাদ্রীরা শত কষ্ট করে জীবন বিপন্ন করে যীশু খৃষ্টের শিক্ষাগুলোকে সংরক্ষণ করেছে শত শত বছর ধরে। এই যখন প্রকৃত বাস্তবতা , সেখানে কিভাবে তথাকথিত মুসলিম পন্ডিতরা দাবি করে যে- বাইবেল হলো বিকৃত ও অসম্পূর্ণ আর তাদের কোরান হলো অবিকৃত ও বিশুদ্ধ কিতাব ? গলাবাজি আর মিথ্যা প্রপাগান্ডা করে কি আর চিরকাল সত্যকে ধামা চাপা দেয়া যায়?

মন্তব্যসমূহ

1. নিটোল

ডিসেম্বর ৫, ২০১১ সময়: ১০:৫৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানের আয়াত ছাগলেও খেয়ে ফেলেছিল, যেমন-

আয়শা বর্ণিত- পাথর মারা ও প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে স্তন্য পান করানোর বিষয়ে যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা একটা পাতায় লিখে আমার বিছানার নিচে রাখা হয়েছিল।যখন নবী মারা গেলেন আর আমরা তার দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন একটা ছাগল ঘরে ঢুকে আয়াত লেখা পাতা খেয়ে ফেলে। ইবনে মাজা , হাদিস- ১৯৩৪

ভবঘুরে এর জবাব:

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১:২৩ পূর্বাহ্ণ

@নিটোল,

কোরানের আয়াত ছাগলেও খেয়ে ফেলেছিল,

ছাগলে যা খেয়েছিল সেটার হিসাব আছে কিন্তু পাগলে যা নষ্ট করেছিল তার তো হিসাব নাই। এখন দরকার পাগলে কি পরিমান নষ্ট করেছিল।

2. 2

রূপম (ধ্রুব)

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ১২:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ইয়েমেনের সানার কোরানটা সম্পর্কে ডিটেইল কোযনো তথ্য জানা সম্ভব? ওটা সম্ভবত কোরানের ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্যে আমাদের হাতে থাকা একমাত্র সুযোগ।

সক্টডক এর জবাব:

ডিসেম্বর ৮, ২০১১ at ৪:২১ পূর্বাহ্ণ

@রূপম (ধ্রুব),

এ ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বাংলা ভাষায় কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

ইবনে ওয়ারাকার এ বইটাতে প্রধান জার্মান গবেষক এর গবেষণা লব্ধ মন্তব্য রয়েছে।

3. 3

সৈকত চৌধুরী

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ১২:৪১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরান অবিকৃত ও বিশুদ্ধ এটা প্রমা ন করা যাবে একমাত্র মোহাম্মদ কর্তৃক সংকলিত কোন কোরানের পান্ডুলিপি যদি কেউ হাজির করে দেখাতে পারে শুধুমাত্র তাহলেই , অন্যথায় নয়। মোহাম্মদের সেটা করে যাওয়ার সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করে মুসলমানদেরকে একটা বিরাট বিপদের মধ্যে ফেলে গেছেন। এতদিন বিষয়টি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় নি শক্তভাবে। চ্যালেঞ্জের সামনে এখন ইসলামী পন্ডিতদের গলাবাজি আর মিথ্যাচারই সম্বল

 ।

4. 4

তামান্না ঝুমু

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ১২:৪৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লওহে মাহফুজে যে কোরানটি সংরক্ষিত আছে সেটিও কি ছাগলে খাওয়া ? পৃথিবীর যেকোন ছোট খাট লাইব্রেরিতেও হাজার হাজার বই থাকে আর মহাজ্ঞানী আল্লার সংগ্রহে কেবল একটি বই আছে তাও আবার খুবই নিম্নমানের!

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১:২৪ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

লওহে মাহফুজে যে কোরানটি সংরক্ষিত আছে সেটিও কি ছাগলে খাওয়া ?

দুনিয়ার কোরান ছাগলে খেলে লাওহে মাহফুজের টাও খাওয়া র কথা।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ২:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

দুনিয়ার কোরান ছাগলে খেলে লাওহে মাহফুজের টাও খাওয়ার কথা।

দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার আগেই ত কোরান লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। এত উপরে ছাগল উঠলো কিকরে এমন কি ছাগল সৃষ্টি হওয়ারও আগে ?

5. 5

মো. আবুল হোসেন মিঞা

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ১:৩৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং **আমি নিজেই এর সংরক্ষক।** সূরা- আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

যায়েদ বিন তাবিত (যিনি আল্লাহর বাণী লেখায় নিয়োজিত ছিলেন) বর্ণিত - ইয়ামামা যুদ্ধে (যে যুদ্ধে বহু সংখ্যক কোরানে হাফেজ মারা যায়) বহু সংখ্যক সাহাবী হতাহত হওয়ার পর পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন যেখানে ওমরও উপস্থিত ছিলেন, বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বললেন, "ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মানুষ (যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও আছে) হতাহত হয়েছে এবং আমার আশংকা হয় অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে যাদের মধ্যে অনেক কোরানে হাফেজও থাকবে, **আর এভাবে কোরানে হাফেজ মারা যেতে থাকলে কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে যদি তুমি তা সংগ্রহ না কর।** আর আমারও অভিমত যে তুমি কোরান সংগ্রহ কর "। ... ... সহি বুখারি, বই-৬০, হাদিস-২০

তার মানে আবু বকর আল্লাহর বাণী "**... ... আমি নিজেই এর সংরক্ষক ... ...**"-এর উপরও বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তা নাহলে হাদিসে বর্ণিত "**... ... কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে... ...**"-এ কথা বলেন কীভাবে?

ভবঘুরে এর জবাব:

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@মো. আবুল হোসেন মিঞা,

তার মানে আবু বকর আল্লাহর বাণী "... ... আমি নিজেই এর সংরক্ষক ... ..."-এর উপরও বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তা নাহলে হাদিসে বর্ণিত "... ... কোরানের একটা বিরাট অংশই হারিয়ে যাবে... ..."-এ কথা বলেন কীভাবে?

ঐটা তো ভাই আমারও প্রশ্ন। মুমিন বান্দারা কিতাব পড়ে না। কিভাবে জানবে এসব ?

6. 6

আবুল কাশেম

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ৯:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কিছু তথ্য দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি।

কোরানে কোন ক্রমেই ৬৬৬৬ আয়াত নাই। আমি একবার এক ইসলামী পণ্ডিতকে চ্যালেঞ্জ দিলাম এই সংখ্যা প্রমাণ করার জন্য-নিজে গুনে দেখার জন্য। আজ অনেক বছর হতে চলল্ সেই ইসলামী পণ্ডিতের কোন সাড়াশব্দ নাই।

কোরানের ৮৬ টি সুরা মক্কী এবং ২৬ টি সূরা মদনী। তবে কয়েকটি সূরা দুই জায়গায় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইসলামী পণ্ডিতদের এক আজগুবী যুক্তি দেন –যেই সব সূরা মক্কায় শুরু হয়েছে তার কিছু অংশ মদীনাতে শেষ হলেও সেই সূরাকে মক্কী সূরা ধরা হবে -অথবা এই ধরণের যুক্তি

আমি নিজে কোরানে আয়াত গুনে দেখছি-আর তা হচ্ছে ৬২৩৯।
কোরানে বিশেষ এক ওয়েব সাইট বলছে ৬২৩৬ আয়াত। http://www.factbug.org/cgi-bin/a.cgi?a=36922
আমার গণনার সাথে এই একটু তারতম্য (মাত্র তিন আয়াতের) কেন হচ্ছে তা আজও আমার বোধগম্য নয়। আমার সংখ্যা বিশ্বাস না হলে আপনি নিজে গুনে দেখুন -আমার গননায় ভুল থাকলে স্বীকার করে নিব, এবং সংশোধণ করব।

রাশাদ খলিফার কোরানে ৬৬৬৬ আয়াত নাই–রাশাদ খলিফার কোরানে আছে ৬৩৪৬ আয়াত। আমি রাশাদ খলিফার কোরান পড়েছি কিন্তু আয়াত গণনা করি নাই। উপরের ওয়েব সাইটে এই তথ্য পেয়েছিলাম।

খ্রিষ্টাব্দ ৭০০ তে জাবার, জের পেশ…এই সবের চালু করেন আবু আল-আসওয়াদ দোয়ালী, খলিফা মাবিয়া বিন সুফিয়ানের আমলে।

এটা পরিষ্কার মাবিয়ার আমলে কোরানের আর এক সংস্করণ হয়–

কোরানে জাবার, জের, পেশ…ইত্যাদির বসানোর কাজ শেষ করেন আল-খালিল ইবনে আহমদ আল ফরিদি ৭৮৬ খৃঃ।

কাজেই এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে মুসলিমরা কোরানের ব্যাপারে সত্যি সত্যি ‘বোকার স্বর্গে’ বাস করছে। কোরানের বিশুদ্ধতা নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতেরা যা প্রচার করেন তা একেবারে মিথ্যা , এবং বানোয়াট। এর চাইতে বড় মিথ্যা মনে হয় হিটলারও আবিষ্কার করতে পারে নি।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১২:১৫ অপরাহ্ণ

@আবুল কাশেম,

ধণ্যবাদ আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য।
আসলেই কেউ গণনার ধার ধারে না আসলে কোরানে কতগুলি আয়াত আ্ছে । কিছু ধান্ধাবাজ প্রচার করে নানা তথ্য , মুমিন বান্দারা তা শুনেই লাফালাফি করে।
কোরান, হাদিস ও ইসলাম নিয়ে বাংলা ভাষায় সম্ভবত আর কেউ এত গবেষণা করে নি। বাংলাভাষায় এ ব্যপারে কিছু বই পুস্তক প্রকাশ করা যায় না ?

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১২:১৬ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

কোরান, হাদিস ও ইসলাম নিয়ে বাংলা ভাষায় সম্ভবত আপনার মত আর কেউ এত গবেষণা করেন নি।

আবুল কাশেম এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১২:৪৪ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

দুঃখিত, টাইপো সমস্যা

কোরানের ৮৬ টি সুরা মক্কী এবং ২৬ টি সূরা মদনী।

এটা হবে

কোরানের ৮৬ টি সুরা মক্কী এবং ২৮ টি সূরা মদনী।

এখন ঠিক আছে-সব সহ ১১৪টি সূরা।

আর, আমি ঐ গণনা করেছিলাম অনেক বছর আগে-ইউসুফ আলীর কোরান থেকে।
কারও অগ্রহ থাকলে গণনা করে দেখুন।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ৯:৪০ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

খ্রিষ্টাব্দ ৭০০ তে জাবার, জের পেশ...এই সবের চালু করেন আবু আল-আসওয়াদ দোয়ালী, খলিফা মাবিয়া বিন সুফিয়ানের আমলে।

এটা পরিষ্কার মাবিয়ার আমলে কোরানের আর এক সংস্করণ হয়–

মূল্যবান তথ্য। কোরানে জবর ,জের,পেশ, যে কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে আমরা ইমানদার মুসলমান হইয়া অনেকে তার খবর টুকুও রাখিনা। বহু ইসলা মিক পন্ডিতদের আমি বলতে শুনেছি কোরানের একটা জের,জবর ও কারো পাল্টানোর ক্ষমতা নাই। এখনতো দেখতেছি এই জবর,জের অনেক আগেই পাল্টানো হয়ে গেছে,এখন তাহলে তরা কী উত্তর দিবেন ?
আপনার তথ্য গুলী কাকে ককেও দেখানোর জন্য SAVE করিয়া রাখিলাম।
ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৭, ২০১১ at ১২:০৫ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এখনতো দেখতেছি এই জবর,জের অনেক আগেই পাল্টানো হয়ে গেছে,এখন তাহলে তরা কী উত্তর দিবেন ?

প্রশ্নটা তাদেরকেই করেন , দেখেন কি উত্তর তারা দেয়। যুক্তিযুক্ত হোক বা না হোক একটা উত্তর তো দেবেই। তবে সম্ভাব্য উত্তর হলো- ইমান সহকারে কোরান না পড়লে এর অর্থ বোঝা যায় না। সুতরাং ইমান প্রথমে তারপর কোরান বুঝতে হবে। আগে চোখে লাল চশমা লাগান ,তারপরে সবকিছুই লাল দেখাবে। এটা হলো ওদের যুক্তি।

7. 7

আরাফাত

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ১০:৪৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আচ্ছা শয়তানের আয়াতের ব্যাপারটা কি?

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১১ at ১:১৭ অপরাহ্ণ
@আরাফাত,

আচ্ছা শয়তানের আয়াতের ব্যাপারটা কি?

পর্ব- ১,২,৩ পড়েন দয়া করে কিছু কিছু জানতে পারবেন।

8. 8

রণদীপম বসু

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ২:১৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এ বিষয়ে এত সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও দারুণ পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা রীতিমতো চমৎকার !
জানার শেষ নাই !!

9. 9

আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ৬, ২০১১ সময়: ৯:১৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সুরা “কমর”এর প্রথম আয়াতটির প্রথম শব্দটি একটু বর্তমানের বিভিন্ন কোরান হতে পড়ে দেখুন না ? আপনি কোথাও পাইবেন “একতারাবাত” অর্থাৎ আলিফ এর উপর যের দেওয়া। আবার কোথাও পাইবেন “আকতারাবাত” অর্থাত আলিফের উপর যবর দেওয়া। যাদের আরবী ব্যাকরনে কিছুটা জ্ঞান

আছে তারা ভাল করে বুঝতে সক্ষম হবেন ,যে "একতারাবাত" এবং "আকতারাবাত" মোটেই সমার্থক শব্দ নয়। বরং আকতাবাত বলে কোন আরবী শবদ আছে কিনা সন্দেহ আছে। এখানে "আকতারাবাত" শব্দ টিকে মেনে নিলে কোন অর্থই হইবেনা।

আমার মসজিদের কওমি টাইটেল পাশ মাওলানা সাহেব কে জিজ্ঞাসা করিলাম কোরানের এখানে তো দুই রকম পাচ্ছি এর মধ্যে কোনটাকে আমি বিশুদ্ধ বলে ধরে নিব ? উনি বলিলেন দুইটাই বিশুদ্ধ।
আমি বলিলাম দেখুন আরবী ব্যকরন অনুসারে "আকতারাবাত"কোন শব্দের রুপ আসেনা, তাহলে কি করে "আকতারাবাত" টাও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে? তিনি মানিলেননা।
আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাকে বুঝাতে পারলামনা।
আর তার কথা অনুসারে যদি দুই টাও সঠিক হয় তাতেও কি কোরান রুপান্তরিত হয়না ?
ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৭, ২০১১ at ১২:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আর তার কথা অনুসারে যদি দুই টাও সঠিক হয় তাতেও কি কোরান রুপান্তরিত হয়না

এটা আপনি বুঝতে পারলও ওরা বোঝে না , কারন ওদের মস্তিষ্ক মৃত। স্বাধীনভাবে কোন কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ওদের নেই, খালি তোতা পাখীর মত বুলি আওড়ায়। তাছাড়া একটা হাদিস তো দেখিয়েছি- আল্লাহ নাকি সাত রকম করে কোরান নাজিল করেছে। ওসমান শুধু সেটার একটা আদর্শ ভার্সন বের করেছে কুরাইশ ভাষায়।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
ডিসেম্বর ৭, ২০১১ at ৭:০৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এটা আপনি বুঝতে পারলও ওরা বোঝে না , কারন ওদের মস্তিষ্ক মৃত।

ওরা বুঝে, কিন্তু না বুঝার ভান করে। তা না হলে মিথ্যা জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে যে!

10. 10

কর্মকারক

ডিসেম্বর ৭, ২০১১ সময়: ৮:১৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

“সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কোন কিতাব যে লিখে রাখার দরকার পড়ে না, এটা বোঝার মত প্রজ্ঞা মোহাম্মদের ছিল বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে”- আপনি কি “সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কোন কিতাব যে লিখে রাখার দরকার পড়ে না, এটা বোঝার মত প্রজ্ঞা মোহাম্মদের ছিল *কিনা* যথেষ্ট সন্দেহ আছে” বোঝাতে চেয়েছেন ?

ভবঘুরে এর জবাব:

ডিসেম্বর ৭, ২০১১ at ১:০৪ অপরাহ্ণ

@কর্মকারক,

আপনি কি “সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কোন কিতাব যে লিখে রাখার দরকার পড়ে না, এটা বোঝার মত প্রজ্ঞা মোহাম্মদের ছিল কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে” বোঝাতে চেয়েছেন ?

আপনি সঠিক ধরেছেন। এটা দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি সবজান্তা আল্লাহর লাওহে মাহফুজে কোন কোরান লেখার দরকার পড়ে না-এটা মোহম্মদ বুঝতে অক্ষম ছিলেন। ধণ্যবাদ আপনাকে।

11. 11
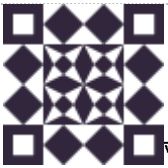
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ৭, ২০১১ সময়: ৯:২৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণিত- আল্লাহর নবী বলেছিলেন, জিব্রাইল আমার কাছে কোরাণকে এক রীতিতে উচ্চারণ করত। অত:পর আমি তাকে বলতাম তা অন্য রীতিতে উচ্চারণ করতে এবং সে বিভিন্ন রীতিতে তা উচ্চারণ করত এবং এভাবে সে সাতটি রীতিতে উচ্চারণ করে আমাকে শিখাত। সহী বুখারী, বই-৬১, হাদিস-৫১৩

আমাদের বাংগালীদের কথা কিন্চিৎ স্বরন করিয়া যদি এই সর্ব কালের বিশ্বনবীজী জিব্রাইলকে বলে কোরানের একটি বাংলা কপি অবতীর্ন করাইয়া লইতেন তা তিনি খুব সহজেই পারিতেন। তা হলে আজ কষ্ট করে আমাদের অনুবাদ না পড়িয়া তো সরাসরি আল্লাহ পাকের বানীটি নিজ ভাষায় আবৃত্তি ও নামাজে দোয়ায় সর্বত্র পাঠ করিতে পারিতাম। নিদেন আন্তর্জাতিক ইংরেজী ভাষায় হলেও তো চলতো।
এই আন্তর্জাতিক নবী(বিশ্ব নবীজী) এতই পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ কাজটি করিলেন যে নিজ আরব দেশটির সব কয়টি স্থানীয় ভাসার জন্যে পর্যন্ত জিব্রাইল কে বলিয়ে বলিয়ে আল্লাহর গ্রন্থ খানি অবতীর্ন করাইলেন আর তার বাংগালীদের সহ বিশ্বের অন্যান্য উম্মতদের কথা একটিবার ও চিন্তা করিলেননা ? শুধু আরব দেরকেই বেহেশতে লয়ে যাওয়ার জন্যই কি তার সব প্রচেষ্টা ?আমাদের মুক্তির জন্য কি তিনি মোটেই চিন্তিত নন ? আমাদেরকে কি তিনি বেহেশতে লইতে চান না ?
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮, ২০১১ at ১০:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

বাংগালীদের সহ বিশ্বের অন্যান্য উম্মতদের কথা একটিবার ও চিন্তা করিলেননা ? শুধু আরব দেরকেই বেহেশতে লয়ে যাওয়ার জন্যই কি তার সব প্রচেষ্টা ?আমাদের মুক্তির জন্য কি তিনি মোটেই চিন্তিত নন ? আমাদেরকে কি তিনি বেহেশতে লইতে চান না ?

কোরানে আল্লাহ বার বার বলে এর বাণীর অর্থ পরিস্কার। অন্তত আপনার উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর যে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় কোরানে বলা আছে সে বিষয়ে কি আপনার আর কোন সন্দেহ আছে? বলা বাহুল্য না আল্লাহর বাঙালীদের জন্য কোন চিন্তা ছিল বা আছে এটা একবারও মনে হয় না। তা হলে বাংলাদেশের এত দুরবস্থা হবে কেন?

12. 12

কর্মকারক

ডিসেম্বর ৭, ২০১১ সময়: ৯:৩৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ ভবঘুরে
প্রবন্ধে আপনার ব্যবহৃত কোরানের অনুবাদগুলি মন্ েহয় সউদি থেকে করা 'ফরমায়েশী' অনু বাদের বই থেকে নেয়া। ডঃ জহুরুল হকের অনুবাদ দেখুন ঃ ৪৩ঃ৩-৪ নিঃসন্দেহে আমরা এটিকে এক আরবী ভাষণ করেছি যেন তোমরা বুঝতে প ার; আর নিঃসন্দেহে এটি রয়েছে আমাদের কাছে আদিগ্রন্থে, মহোচ্চ, জ্ঞানসমৃদ্ধ। সেই সাথে ব্রিটিশ আমলা ইউসুফ আলির অনুবাদ
(৩)We have made it a Qur'an in Arabic, that ye may be able to understand (and learn wisdom). (৪). And verily, it is in the Mother of the Book, in Our Presence, high (in dignity), full of wisdom.
৫৪ঃ১৭ আর আমরা তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহনের জন্য সহজ করে দিয়েছি কিন্তু কেউ কি রয়েছে উপদেশ প্রাপ্তদের অন্তভর্ূক্ত
৫৪ঃ১৭. And We have indeed made the Qur'an e-asy to understand and remember: then is there any that will receive admonition?

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮, ২০১১ at ১০:২১ পূর্বাহ্ণ
@কর্মকারক,

প্রবন্ধে আপনার ব্যবহৃত কোরানের অনুবাদগুলি মন্ েহয় সউদি থেকে করা 'ফরমায়েশী' অনু বাদের বই থেকে নেয়া।

তা জানি না। তবে তাতেও কি আসল অর্থ ঢাকতে পেরেছে নাকি?

13. 13

কাজী রহমান
ডিসেম্বর ৮, ২০১১ সময়: ১০:৩২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

ভাই, যা দেখাচ্ছেন না; একেবারে বস্ত্রহরণ রে ভাই।

আপনি যথেষ্ট রকম খাটাখাটনি করে লিখছেন, দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আল্লাপ্যাক আপ্নারে ভেস্তনসীব করুক।

দেরীতে মন্তব্য করার জন্য লজ্জিত।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ২:৩১ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

আপনি যথেষ্ট রকম খাটাখাটনি করে লিখছেন, দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আল্লাপ্যাক আপ্নারে ভেস্তনসীব করুক।

আসলেই এধরণের লেখা লিখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যথাযথ যুক্তি অবতারণার জন্য বহু চিন্তা ভাবনা করতে হয়, যথাযথ রেফারেন্স বের করতে বহু বই ওয়েব সাইট ঘাটা ঘাটি করতে হয়। আর এত পরিশ্রমের ফলাফল? নিশ্চিত দোজখবাস ও দুনিয়াতে মুমিন ভাইদের অভিশাপ ও গালাগালি । তাই ভাবছি এত ঝামেলা বাদ দিয়ে আপনার মত কবি হয়ে যাব। ওটাই সবচেয়ে সোজা ও নিরাপদ।

কাজী রহমান এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ৯:১৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হা হা হা হা হা হা হা, ভালো বলেছেন ভাই। আরে শোনেন, আমরা হলাম গালাগালিতে উদার আর প্রসংসার ব্যাপারে হাড়কিপ্টে। এইটা যদি সত্যি হয়, আনুপাতিক প্রসংসা আর কৃতজ্ঞতা কিন্তু আপনার জন্য বালতি বালতি।

মানুষের চোখ খুলে দিচ্ছেন, কিপ্টেদের পক্ষ থেকে আবার শুভেচ্ছা আর কৃতজ্ঞতা , আপনার লেখাগুলো অনেকেই কিন্তু সেভ করে রাখছে।

মাঝে মাঝে মোড চেঞ্জ, নবী মোড কবি মোড, মন্দ না কিন্তু। তবে কাশেম ভাই কিন্তু আজো তার প্রেম কাহিনি শোনালেন না।

*গোলাপ*এর জবাব:
ডিসেম্বর ১১, ২০১১ at ৪:২৬ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আসলেই এধরণের লেখা লিখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যথাযথ যুক্তি অবতারণার জন্য বহু চিন্তা ভাবনা করতে হয়, যথাযথ রেফারেন্স বের করতে বহু বই ওয়েব সাইট ঘাটা ঘাটি করতে হয়।

সম্পূর্ন একমত। এ রকম তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ন ও গবেষনাধর্মী লিখা লিখতে যে অনেক সময় -মেধা-চিন্তা-ভাবনা করতে হয় তা যে কোন পক্ষপাতদূষ্ট পাঠকই বুঝতে পারেন।

আর এত পরিশ্রমের ফলাফল? নিশ্চিত দোজখবাস ও ছুনিয়াতে মুমিন ভাইদের অভিশাপ ও গালাগালি।

ফলাফল অবশ্যই শুভ। মানব সমাজের প্রগতির অন্তরায় যাবতীয় কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে উন্নতি বাধাগ্রস্থ হতে বাধ্য। 'ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট' তার বাস্তব উদাহরন। সংখ্যায় পৃথিবীর ১/৫-আংশ হওয়া সত্বেও এই বিপুল জনগুষ্ঠীর আধুনিক জ্ঞান , বিজ্ঞান ও মর্যাদায় পৃথিবীর শুধু সর্বনিম্নই নয়, তাদের কার্যকলাপে অন্যান্য তাবত জনগন বিরক্ত ও অতিষ্ঠ। আমি নিশ্চিত, আপনার শক্তিশালী লিখায় বহু বিশ্বাসী পাঠকেরই 'যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনায় (Rational thinking)' আগ্রহী হচ্ছেন। মুমিন ভাইদের অভিশাপ ও গালাগালি তাদের 'শাস্ত্র-সম্মত' শিক্ষারই বহি প্রকাশ। তবে আপনাকে আমি নিশ্চিত করতে পারি যে **আল্লাহর (মুহাম্মদের) চাইতে বেশী গালাগালি -অভিশাপ তারা কেউই আপনাকে দিতে পারবে না।** কুরানের পাতায় পাতায় অমুসলীমদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-গালাগালি আর অভিশাপ। পাছে পাঠকরা একঘেয়েমী বোধ করেন তাই মাত্র প্রথম ছয়টি সুরা থেকে অল্প কিছু উদাহরন দিচ্ছিঃ
অভিশাপ বর্ষনঃ

Surah Baqara (Chapter 2) -Medina
2:7 -Allâh has set a seal on their hearts and on their hearings, and on their eyes there is a covering.
2:10 -In their hearts is a disease and Allâh has increased their disease
2:15 -Allâh mocks at them and gives them increase in their wrong-doings to wander blindly)
2:17 -Allâh took away their light and left them in darkness. (So) they could not see.
2:26 -He misleads thereby only those who are Al-Fâsiqûn (the rebellious, disobedient to Allâh
2:88 -Allâh has cursed them for their disbelief
2:161 -on whom is the Curse of Allâh and of the angels and of mankind, combined.
Sura Al- Imran (Chapter 3) -Medina

3:61- "Come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves - then we pray and invoke (sincerely) the Curse of Allâh upon those who lie.")
(জামাত করে অভিশাপের আসর বসাতে বলা হচ্ছে)
3:87 -They are those whose recompense is that on them (rests) the Curse of Allâh, of the angels, and of all mankind.
3:178- We postpone the punishment only so that they may increase in sinfulness
Sura Nesa (Chapter 4) - Medina
4:46 (cursed Jews for disbelief),
4:47 (Cursed Sabbath breaker),
4:88 (Allah made them to go to astray),
4:115 (Allah keep them in wrong path),
4:143 (sends astray),
4:155 (set seal on their heart).
Sura Maidah (chapter 5)
5:13 (We cursed them, and made their hearts grow hard).
5:14 (We planted amongst them enmity and hatred till the Day of Resurrection)
5:41 (And whomsoever Allâh wants to put in Al¬Fitnah, you can do nothing for him against Allâh.).
5:49 (Allâh's Will is to punish them)
5:60 (those (Jews) who incurred the Curse of Allâh and His Wrath, those of whom (some) He transformed into monkeys and swines)
5:64 (Be their hands tied up and be they accursed for what they uttered)
5:67 (Verily, Allâh guides not the people who disbelieve).
Surah Al Anam (chapter 6) - Mecca
6:25 - We have set veils on their hearts, so they understand it not, and deafness in their ears; - the disbelievers say:"These are nothing but tales of the men of old.
6:110 -And We shall turn their hearts and their eyes away (from guidance), - and We shall leave them in their trespass to wander blindly.)
6:123- And thus We have set up in every town great ones of its wicked people to plot therein

আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। লিখতে থাকুন।

কাজী রহমান এর জবাব:

ডিসেম্বর ১১, ২০১১ at ৭:২৩ পূর্বাহ্ণ

@গোলাপ,
আপনার গবেষণাও তো অনেক অনেক মূল্যবান। আপনাকেও একটা কথা বলি , আপনার মন্তব্যগুলোতে যেই ব্যাপক রেফারেন্স আছে ওইগুলি এক জায়গায় করে একটা পোস্ট দিয়ে দেন প্লিজ। এই ধরেন 'কোরানের রেফারেন্স' ধরনের কোন হেডলাইন দিয়ে; যদি সম্ভব হয় আর কি। ওগুলো সাঙ্ঘাতিক কাজের জিনিষ হবে বলে মনে হয়। কি বলেন?

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১১, ২০১১ at ৯:২২ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,

> এই ধরেন 'কোরানের রেফারেন্স' ধরনের কোন হেডলাইন দিয়ে; যদি সম্ভব হয় আর কি। ওগুলো সাঙ্ঘাতিক কাজের জিনিষ হবে বলে মনে হয়।

আমিও তাই মনে করি। একমত।

গোলাপ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১২, ২০১১ at ২:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল্, @কাজী রহমান,
আপনাদের অনুপ্রেরনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবকিছু গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। মুহাম্মাদ ২৩ বছরে যা রচনা করেছেন তা পর্যালোচনা করে এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা (Message) ও বিষয়বস্তুকে উদঘাটন করতে সময়ের প্রয়োজন।**কুরান হচ্ছে মুহাম্মাদের 'Psycho-biography'।** তার নবী জীবনের ঘটনাবহুল সংঘাতময় 'ঘটনা-প্রবাহ' এবং তার পরিপ্বার্শিক মানুষদের সাথে তার আচরনের বর্ননা। চারন-কবির মত বিভিন্ন সময় ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা তিনি 'আল্লাহর বানী' বলে প্রচার করেছিলেন। যা পরবর্তীতে অত্যন্ত বিশৃংখল্ভাবে স্মপাদিত হয়েছে তার জীবনের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতাকে (Chronology) কোনরুপ আমলে না নিয়েই। তাই এ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করা বেশ দুরহ। তা সত্বেও এ গ্রন্থে অনেক অনেক তথ্য আছে যা থেকে তার মনস্তত্বের এবং তার পরিপ্বার্শিক সমাজের কিছুটা সম্মুখ ধারনা পাওয়া যায়। প্রয়োজন নির্মোহ পক্ষপাথহীন অনুসন্ধান। কাশেম ভাইয়ের মত আমিও মনে করি খুব ভাল -ভাবে না জেনে 'ধর্মীয়' কোন বিশেষ লিখায় নামা উচিত নয়। কারন, হাজার হাজার নিবেদিত প্রান 'ইসলামী পন্ডিত' এবং অনুসারীরা লেখককে নাস্তানাবুদ করার জন্য মূখিয়ে থাকে। উপযুক্ত রেফারেন্সই হচ্ছে তাদের মার-মুখী সমালোচনার উৎকৃষ্ট জাবাব।

ভাল থাকুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ১১, ২০১১ at ৩:১৫ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

ভাই আপনার রেফারেন্সের ভান্ডার এত সমৃদ্ধ যে বর্তমানে আমি রেফারেন্স খোজার ঝামেলায় যাই না। আপনার টা কপি পেষ্ট করে পরে সেগুলোর ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করি 😂

গোলাপ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১২, ২০১১ at ৩:০২ পূর্বাহ্ণ
@এডমিন,
গতকালের মন্তব্যে "বাংলায় কপি পেষ্ট" করতে পারি নাই। তাই বাধ্য হয়ে রেফারেন্সগুলো ইংরেজীতে দিতে হয়েছে। উদাহরনঃ

Sura Al- Imran (Chapter 3) -Medina

3:61- "Come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves - then we pray and invoke (sincerely) the Curse of Allâh upon those who lie.")
(জামাত করে অভিশাপের আসর বসাতে বলা হচ্ছে)
এর বংলা তরজমা "কপি -পেষ্ট' করলে এমনটি আসছেঃ

3:61-AZ:ek ÌZwiwk xdKU oZø ovgwb GËo jwItwk ek jxb GB Kwxpdy oóeËKê ÌZwiwk owËa ÌKD xggwb KËk, ZwpË gl-GËow, Awikw ÌWËK ÌdB AwiwËbk eÖ¢Ëbk Ggv ÌZwiwËbk eÖ¢Ëbk Ggv AwiwËbk þèyËbk I ÌZwiwËbk þèyËbk Ggv AwiwËbk xdËRËbk I ÌZwiwËbk xdËRËbk Awk Zwkek Pl Awikw ogwB xiË eÞwaêdw Kxk Ggv ZwËbk eÞxZ AwÁwpzk AxhoóewZ Kxk jwkw xiaøwgwby|
এর আগেও এরকম সমস্যা হয়েছে। উত্তরনের সমাধান জানাবেন।
অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ১২, ২০১১ at ৩:২৭ পূর্বাহ্ণ

@গোলাপ,

হিজিবিজিটা হবে-

অত:পর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল- এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী|

এটি পরিবর্তন করবেন এই লিংকে গিয়ে। এটা ইউনিকোডে লেখা না, বৈশাখী ফন্টে লেখা। এখন তা পরিবর্তন করে ইউনিকোডে নিতে হলে উপরের লিংকে গিয়ে 'পুরনো বাংলা' এর জন্য (নিচে) যে ঘর ওখানে লেখাটি কপিপেস্ট করবেন। তারপর এই বক্সের উপরে বৈশাখীর আগে যে গোল ছোট বৃত্ত আছে তাতে ক্লিক করেন। পরে এই বক্সের নিচে 'ইউনিকোডে বদলে উপরে নেন' এ ক্লিক করেন। এখন দেখেন উপরে সুন্দরভাবে এসেছে , কোনো কিছু এলোমেলো হলে একটু ঠিক করে নিন। ব্যস কাজ শেষ। এই পেজটি খুবই উপকারী। ইন্টারনেট কানেকশন না থাকলেও তা দিব্যি কাজ করে , অর্থাৎ পেজটি সেভ করে রাখলেই তা দিয়ে সব কাজ করা যায়। আর কোনো সাহায্য লাগলে বলবেন। ধন্যবাদ।

গোলাপ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১২, ২০১১ at ৮:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,
অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি কম্পুটারে "বিশেষভাবে অজ্ঞ"" ব্যক্তিদের একজন। বাংলা টাইপ করতেও অনেক সময় লাগে। Avro Key board একসময় ডাউনলোড করেছিলাম। কি কারনে জানি তা আর open করতে পারি না। ওটা open করার চেষ্টা করলেই নীচের massage টি আসে।
Avro keyboard is already running on this system and running more than one instance is not allowed
ওটা যে uninstall করে আবার নতুন করে ডাউনলোড করবো তাও পারি না। চেষ্টা করলে এই massage টা দেখায়ঃ

Uninstall has detected that avro Keyboard is currently running.
Please close all instances of it now,then click OK to continue, or cancel to exit

Automatic Running program কিভাবে cancel করতে হয় তা জানা নাই। এর কোন সমাধান আছে কিনা তাও জানি না। কোন পরামর্শ? আবার ও ধন্যবাদ। ভাল থাকুন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ১২, ২০১১ at ২:৩৮ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

তারমানে হল, আপনি কম্পিউটার অন করলে অটোমেটিক অভ্র চালু হয়ে যায়। অভ্র অনেক সময় কি কারণে জানি চালু হলেও তা দেখায় না তবে তখনো আপনি তা ব্যবহার করতে পারেন। F12 এ ক্লিক দিয়ে বাংলা লেখতে পারবেন, পুনরায় ক্লিক দিয়ে ইংরেজি লেখতে পারবেন। দেখেন তো হয় কিনা।

অভ্র হোক আর যাই হোক, এটিকে বন্ধ করতে হলে ডেস্কটপের নীচের বার আছে না, ওটাতে মাউস পয়েন্টার রেখে ডান বাটন ক্লিক করেন। তারপর task manager এ ক্লিক করেন। এরপর process এ দেখবেন প্রোগ্রামগুলো যা রান করছে। তা থেকে Avro Keyboard এ ক্লিক করে নিচের End process এ ক্লিক করেন। তারমানে হল, Avro এখন আর রান করবে না। এভাবে যেকোনো প্রোগ্রামকে বন্ধ করতে পারেন। বিশেষ করে হ্যাং হয়ে গেলে। এখন আপনি ইচ্ছে করলে আবার অভ্র চালু করতে পারেন বা অভ্রকে uninstall করে আবার নতুন করে ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে পারেন।

দেখেন পারলেন কিনা। আর কোনো সমস্যা হলে জানাবেন।

গোলাপ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১৩, ২০১১ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,
গতকাল মুক্তমনায় বসতে পারি নাই, ব্যস্ত ছিলাম।অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার পরামর্শ ভীষন কাজে লাগছে।"Knowledge changes everything." বছর দেড়েক আগে ইংরেজীতে একটা লিখা লিখেছিলামঃ 'QUEST FOR TRUTH', ৭০ পৃষ্ঠার মত। মুক্তমনায় আমার ব্যক্তিগত প্রফাইলে ওটা পোষ্ট করতে চাচ্ছি।সমস্যা হলে আপনার 'ফ্রি-কনসাল্টেন্সীর' প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ই-মেইল

address টা কি দেওয়া যাবে?
ভাল থাকুন।

14. 14

Triple A

ডিসেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ২:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ

15. 15

Triple A

ডিসেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ২:৪৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার প্রায় সবগুলো লেখাই আমি ই-বুক করে রেখেছি।

আপনাকে

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ২:৩৩ অপরাহ্ণ
@Triple A,

> আপনার প্রায় সবগুলো লেখাই আমি ই-বুক করে রেখেছি।

ধণ্যবাদ আপনাকে। আমার লেখা যে ই বুক হওয়ার যোগ্য এটা আগে বুঝিনি।

16. 16
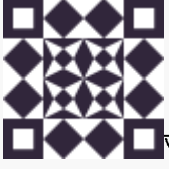
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ৯, ২০১১ সময়: ৭:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মাওলানা মহিউদ্দিন খানের বাংলা মারেফুল কোরানের পৃষ্ঠা ১৩-১৭ পড়িয়া দেখুন। তিনি কোরান কে সাত ভাবে পড়ার বৈধতা রেখেছেন। সেখানে তিনি উদাহরন স্বরুপ বেশ কিছু কোরানের বর্তমান চালু আয়াত কি ভাবে পরিবর্তন করিয়া পড়া যায় তাও লিখিত ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।
মওদুদি একবার অত্যন্ত জোর গলায় ঘোষনা করিয়া ছিলেন যে কোরান আল্লাহর বানী তার এটাই বড় প্রমান যে সমস্ত পৃথিবীর কোরানের সমস্ত শব্দ ও বাক্য একই।
তার এ দাবী আর ঠিক থাকল কোথায় ? এটা তো হাদিছের দ্বারাই প্রমান হচ্ছে যে সব কোরানের শব্দ ও বাক্য একই নয় বরং বিভিন্ন রকম।
কিন্ত আলেমরা হাদিছের এই দিক গুলী একেবারেই আলোচনায় আনেন না। জনগন কে এব্যাপারে স্মপূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়া দেন।এখন তো দেখতেছি আলেমদের উপর ভরষা নাকরে কোরান হাদিছের সব কিছুই আমাদের নিজেদের পড়ে নেওয়া উচিৎ।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ২:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

> জনগন কে এব্যাপারে স্মপূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়া দেন।এখন তো দেখতেছি আলেমদের উপর ভরষা নাকরে কোরান হাদিছের সব কিছুই আমাদের নিজেদের পড়ে নেওয়া উচিৎ।

সেটাই তো আমি সবাইকে অনুরোধ করে আসছি সেটাই গোড়া থেকে। কিন্ত কে শোনে কার কথা। অনেককেই আমি নিজের খরচে বাংলা কোরান ও হাদিস কিনে দিয়েছি, আজ পর্যন্ত কেউ পড়ল না, আমার টাকাটাই গচ্ছা গেছে। কারন তারা মনে করে ইমান হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা, তাই পড়াশুনার এত দরকার নাই।

17. 17
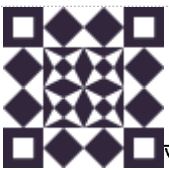
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ১০, ২০১১ সময়: ৪:২৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

যে কোরানের এক একটি আয়াত কে তার অভ্যন্তরের অক্ষর ও শব্দকে প্রয়োজন অনুসারে সাত রূপে রূপান্তরের বৈধতা রাখা হয়েছে (বাংলা মারেফুল কোরান পৃষ্ঠা ১৩-১৭) সেই কোরান কে কি করে গলা বাজি করে বলা হয় অরূপান্তরিত ও অপরিবর্তিত, যেখানে ১টা নয়, ২টা নয়, ৩টা নয়–একেবারে ৭ টা রূপান্তর ! আর লওহে মাহফুজেও কি ঐ ৭ রকমের কোরান সৃষ্টির আদি হতে রক্ষিত করে রাখা হয়েছে ?

আমি কোন ভাবে হিসাবে মিলাতে পারিলামনা !
দঃখিত।

ইমান হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা, তাই পড়াশুনার এত দরকার নাই।

আমার একজন প্রফেসর বলতেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এই সমস্ত মওলানা সাহেবদের এই বলে দোষী সব্যস্ত করে আটকিয়ে ফেলবেন যে "আমি তোমাদের মস্তিষ্ক দিয়েছিলাম আমার সৃষ্টির কোথায় কি রহস্য রেখেছি ,যেমন রেডিও টেলিভিসন কিকরে কাজ করে,তা খুজে খুজে বের করার জন্য,কিন্ত তোমরা এই মস্তিষ্ক কে সম্পূর্ণ অকেজো করে রেখেছিলে। তোমরা দোষী।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ২:২৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আর লওহে মাহফুজেও কি ঐ ৭ রকমের কোরান সৃষ্টির আদি হতে রক্ষিত করে রাখা হয়েছে ?

অসুবিধা কোথায়? আল্লাহ বোধ হয়, দুনিয়ায় অতীতে যত ভাষা ছিল আর ভবিষ্যতে যত ভাষা আছে সবভাষাতেই একটা করে কোরান লিখে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রেখেছে। আল্লাহর অসাধ্য তো কিছু নেই। তবে অসুবিধা হলো- এক আরবী কোরান ছাড়া তিনি বাকী গুলো নাজিল করেন নি। তাই কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আরবী ভাষীদের জন্যই শুধুমাত্র ইসলাম। অবশিষ্ট ভাষী পাবলিকের জন্য কোরান মনে হয় কেয়ামতের পরে নাজিল হবে। সেজন্যেই আরবী ছাড়া অন্য ভাষী পাবলিক যেই কোরান চর্চা শুরু করে দিয়েছে তখনই এর নানা রকম দোষ ত্রুটি বের হয়ে পড়ছে। এতে আল্লাহর তো দোষ দেখি না। আমরা আল্লার বিধাণ অমান্য করে তার কোরান চর্চা করছি, কারন কোরান তো আমাদের জন্য নয়। তাই নয় কি ?

একা এর জবাব:

ডিসেম্বর ১০, ২০১১ at ৫:২২ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

18. 18
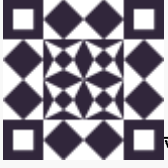
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ১০, ২০১১ সময়: ৮:৩৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

> সেজন্যেই আরবী ছাড়া অন্য ভাষী পাবলিক যেই কোরান চর্চা শুরু করে দিয়েছে তখনই এর নানা রকম দোষ ত্রুটি বের হয়ে পড়ছে। এতে আল্লাহর তো দোষ দেখি না। আমরা আল্লার বিধাণ অমান্য করে তার কোরান চর্চা করছি, কারন কোরান তো আমাদের জন্য নয়। তাই নয় কি ?

ঠিকই তবে,

মাঝে মধ্যে একটু নেকী হাসিল করার উদ্দেশ্যে শুক্রবারে জুমার নামাজে এবং তাবলীগের জামাতে অংশ গ্রহন করিবেন। তা হলে তখন বাস্তব অবস্থাটা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারি বেন। কোরান হাদিছে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ইমানদার মুসলমানেরা ইমাম সাহেব ও তাবলীগী জামাতীদের হাতে কি পরিমান জীম্মী হয়ে পড়েছেন তা দেখে দুই রাকাত শুকরানা নামাজ পড়িয়া আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিবেন " আল্লাহ,আমার উপর তোমার বড় দয়া যে তুমি আমাকে অন্ততঃ এই জাহেল দের নিকট জিম্মী হওয়া থেকে রক্ষা করেছ।"
আমার বেশ কিছু পরিচিত ব্যক্তি বর্গ আধুনিক শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার পরেও এদের খপ্পরে পড়িয়া মসজিদে মসজিদে তাবলীগ করিয়া জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়া দিতেছেন।
ধন্যবাদ

19. 19
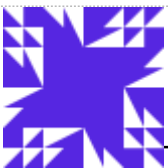
Triple A

ডিসেম্বর ১৩, ২০১১ সময়: ৮:০৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

ভবঘুরে ভাই। ভাল আছেন নিশ্চই ,
ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন সময়ে তর্ক বিতর্কের সময় যেন সহজেই রেফারেন্সগুলো খুজে পাওয়া যায় সেজন্য আপনাদের বিভিন্ন লেখা পড়ার সময়ই পোয়োজনীয় আয়াতগুলো নিজের প্রয়োজনেই আমি বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে Doc file করে রাখতাম। তারপর সেগুলো অনেকের সাথে Share করার প্রয়োজন হয়। নেটে আপলোড করা দরকার হয়। এভাবে আস্তে আস্তে আরও ভালভাবে সাজানো গোছানো হয়ে যায়। একসময় দেখি বেশ ভাল একটা Collection হয়ে গেছে । সবগুলো নিয়ে অধ্যায়ভিত্তিক একটা PDF e-Book হয়ে যায়। সম্পুর্ন Unofficial একটা বই । শুধুমাত্র Personal use এর জন্য। আমার হয়তো আপনাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু নানা কারনে অনুমতি নেওয়া হয়ে ওঠেনি। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আশাকরি। বইয়ের Link টা দিলাম। নামিয়ে দেখবেন Plz. আপনাদের কাছে আসলে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ , কারন আপনারা কষ্ট করে গবেষনা না করলে আমরা হয়তো কখনই এসব জানতে পারতাম না ।

Link:- http://www.mediafire.com/?yfbkp07dku7zhgb
ধন্যবাদ

ক্ষুদ্র সত্তা এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ৩, ২০১২ at ৩:১৬ পূর্বাহ্ণ
@Triple A,

লিংকটা এখন কাজ করছে না। এটা কি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যায় না?

Triple A এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১২ at ১:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@ক্ষুদ্র সত্তা,

ধন্যবাদ ভাই বইটার বিষয়ে আগ্রহ দেখানোর জন্য। আমি নিজেই এই Link টা বন্ধ করে রেখেছি, কেননা এটা অনেক পুরানো এডিশন। নতুন একটা এডিশন তৈরি করলেই পুরানোটা বন্ধ করে দেই।

ফেসবুকে The Community of Atheist গ্রুপে নিয়মিত আপডেট দেই, ওই গ্রুপে যুক্ত হতে পারেন আর আপনার জন্য এখানে নতুন এডিশনের link টা দিলাম

http://www.mediafire.com/?35vwdrp0ltxisys

ক্ষুদ্র সত্তা এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১২ at ১:২৭ পূর্বাহ্ণ

@Triple A,

ধন্যবাদ 🙂

20. 20

ক্ষুদ্র সত্তা

ফেব্রুয়ারি ৩, ২০১২ সময়: ৩:১৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লাগল অনেক, জানতে হলে আমাকে আরো অনেক পড়তে হবে। আপনার রেফারেন্সগুলো আমার জানার কাজকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ…

<u>সমাপ্ত</u>

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব -৮

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪১৮ (ডিসেম্বর ২৫, ২০১১)
লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : কোরআন পুর্বের কিতাব কি আসলেই সম্পূর্ন করেছে, ইন্জিল বিকৃত হলে কোরআন কেন বিকৃত নয়]

মোহাম্মদের নবুয়ত্ব দাবীর মূল ভিত্তি ইহুদি ও খৃষ্টাণ ধর্ম। তাঁর বক্তব্য - মূসা নবীর তোরাতের পর ঈসা নবীর আগমন ঘটে ও তিনি তাঁর ইঞ্জিল কিতাবের মাধ্যমে তোরাতের শিক্ষাকে পরিপূর্ন করেন। পরিশেষে ইঞ্জিল কিতাবের অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য মোহাম্মদ এর আগমন ঘটে নাট্য মঞ্চে ও আল্লাহর কাছ থেকে কোরান আমদানী করেন এবং বলে দেন- অত:পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, তার প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মই শেষ ধর্ম। যেহেতু ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্ম এসেছে তাই কোরানের মধ্যে তৌরাত ও ইঞ্জিল শরিফের অনেক উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য এসব উল্লেখের একটাই উদ্দেশ্য আর তা হলো প্রমান করা যে কোরান হলো পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সর্বশেষ সংস্করণ। ফলত: অত:পর সকল ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হওয়াই হলো একমাত্র কাজ আর তাতেই তারা বেহেস্তে যাওয়ার নিশ্চয়তা পাবে। কোরান যে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সর্বশেষ সংস্করণ তা কিন্তু কোরানেই খুব পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে , যেমন- **আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে , তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যে ককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। কোরান, ০৫: ৪৮**

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে- কোরান শুধুমাত্র সর্বশেষ সংস্করণই নয় , বরং তা পূর্বোক্ত কিতাব সমূহ তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব কেও সত্যায়ন করে ও সংরক্ষণ করে। এর অর্থ ব্যপক। বর্তমানে ইসলামী পন্ডিতরা ব্যপকভাবে দাবি করে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত , অথচ উক্ত কিতাবসমূহ সংরক্ষণের দায়ি দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহই গ্রহণ করেছে যা দেখা যায় উক্ত আয়াতে।যা আল্লাহ স্বয়ং আল্লাহ নিজে সংরক্ষণ করে তা কিভাবে সামান্য মানুষ বিকৃত করতে পারে তা ঠিক বোধ গম্য নয়। এখানে একটা মৌলিক সমস্যা আছে যুক্তি বিস্তারে, বিশেষ করে তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতদের।তারা যে যুক্তি প্রয়োগ করে কোরানকে অবিকৃত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে প্রমান করে , ঠিক একই যুক্তি তারা বাইবেলের (তৌরাত ও ইঞ্জিল) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না।উদাহরণ স্বরূপ- মুসলিম পন্ডিতরা খুব জোরে সোরে প্রচার করে, আল্লাহই কোরান সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে, সেকারনে গত ১৪০০ বছর ধরে কোরান

অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থেকেছে। অথচ কোরানের বর্ণনা মোতাবেক , সেই একই আল্লাহ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয়ার পরেও কিভাবে বাইবেল বিকৃত হয় ?
যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই, কোরান নাজিলের পর কোরানের মাধ্যমেই বাইবেলের বিষয়বস্তু সংরক্ষনের কথা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে তাহলে একটা বিষয় নিশ্চিত মোহাম্মদের সময় পর্যন্ত বাইবেল ছিল বিশুদ্ধ ও অবিকৃত, কারন আল্লাহই সেটার ব্যবস্থা করেছিলেন।যার প্রমান কোরানেই আছে, যেমন-

ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। কোরান, ০৫:৪৭
আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন -যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।কোরান, ০৫: ৪৯
মোহাম্মদের কাছে খৃষ্টানরা তাদের যেসব সমস্যা নিয়ে আসত , উপরোক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে তাদের সমস্যাসমূহ তাদের কিতাব তথা ইঞ্জিল দ্বারাই সমাধান করতেন।যদি তখন ইঞ্জিল বিকৃত হতো তাহলে বিকৃত কিতাবের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলা হতো না। যদি বিকৃত হতো- মোহাম্মদ বলতেন যে যেহেতু উক্ত কিতাব বিকৃত আর তিনি হলেন শেষ নবী , তার কাছে সর্বশেষ কিতাব এসেছে তাই তাদের যে কোন বিষয়ের সমাধান একমাত্র কোরান দিয়েই হবে। কিন্তু কোরানে দেখা যাচ্ছে মোহাম্মদ বা আল্লাহ সেরকম কিছু বলছে না। এখন যে ইঞ্জিল কিতাব পাওয়া যায় তা আনুমা নিক ৩০০ খৃষ্টাব্দেই অর্থাৎ মোহাম্মদের জন্মেরও প্রায় ৩৫০ বছর আগে পূর্ণাঙ্গ আকার পায় বাইজান্টাইন সম্রাট কন্সটানটাইনের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর।সকল রকম উৎস সন্ধান করেই এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।সেসময়কার বহু পান্ডুলিপি বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিতও আছে। ইঞ্জিল কিতাব কখন কিভাবে সংকলিত হয় তা এখানে গবেষণার বিষয় নয়। বিষয় হলো যেভাবেই সংকলিত হোক, যারাই সংকলিত করুক, মোহাম্মদের সময়ে যে সংকলণ ছিল তাকে মোহাম্মদ বিশুদ্ধ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। আর সে কিতাবই হুবহু এখন কোটি কোটি কপি পাওয়া যায়।ঠিক যেমন পাওয়া যায় তৃতীয় খলিফা ওসমানের সংকলিত কোরানের কপি। এমতাবস্থায় কোরান যদি অবিকৃত ও বিশুদ্ধ হয় , ঠিক একই যুক্তিতে ইঞ্জিল কিতাব কেন অবিকৃত ও বিশুদ্ধ হবে না ? বলা বাহুল্য যে কায়দায় কোরান সংকলিত হয় অনেকটা সে কায়দাতেই কিন্তু ইঞ্জিল শরিফ সংকলিত হয়।

ইঞ্জিল কিতাব যে আসলেই অবিকৃত ছিল মোহাম্মদের আমলে তার আরও প্রমান নিম্নে-

হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা?কোরান, ০৩:৭০
হে আহলে কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান।কোরান, ০৩:৭১
উপরের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে -খৃষ্টাণরা মোহাম্মদের তথাকথিত আল্লাহর কালামকে অবিশ্বাস করছে কিন্তু তারা পুর্বোক্ত আল্লাহর কালাম সমূহ জানে। কিভাবে জানে ? কারন তাদের কিতাব ইঞ্জিল

তাদের কাছে আছে আর তা থেকেই তারা জানে। সেটা বিকৃত হলে তারা তা জানত না। তবে মোহাম্ম দ তাদেরকে অভিযুক্ত করছে এই বলে যে তারা তাদের জানার সাথে মিথ্যাকে মিশ্রণ করছে। অর্থাৎ তারা যা জানে তা তারা প্রকাশ করছে না।সেটা হলো- বাইবেলে নাকি মোহাম্মদের আবির্ভাবের কথা লেখা আছে তা তারা মানছে না, এছাড়াও তারা যীশুকে শুধুমাত্র একজন নবী না মেনে তাঁকে ঈশ্বরে র পূত্র বা ঈশ্বর এভাবে মনে করছে। যাহোক, কোরানের কোথাও লেখা নাই যে মোহাম্মদের আমলে খৃষ্টান দের কাছে যে ইঞ্জিল শরিফ ছিল তা ছিল বিকৃত ও মনগড়া। আর বলা বাহুল্য সেই ইঞ্জিল কিতাবই বর্তমানে পাওয়া যায়।

এখন আমরা দেখি কেন মুসলিম পন্ডিতরা ইঞ্জিল কিতাবকে বিকৃত দাবী করে ? ইঞ্জিল কিতাবের মুল শিক্ষাটা বিবেচনা করা যাক। খৃষ্টান পন্ডিতদের মতে , এর মূল শিক্ষা হলো- যীশু আসলে স্বয়ং ঈশ্বর যিনি কুমারী মাতা মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মানবজাতিকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। দুনিয়ায় আসার স্বাভাবিক পদ্ধতি যেমন কোন নারীর গর্ভ হতে আবির্ভুত হতে হবে, তাই তাঁকে কুমারী মরিয়মের গর্ভে আশ্রয় নিতে হয় কোন পুরুষের ঔরস ছাড়াই। পুরুষের ঔরসের মাধ্যমে আসলে তখন যীশু যে স্বয়ং ঈশ্বর এটা প্রমান করাতে সমস্যা হতো।প্রকৃতির ধারা অনুসরণ করে অথচ একই সাথে অলৌকিক ভাবে কারো ঔরস ছাড়াই স্বয়ং ঈশ্বর দুনিয়াতে যীশুর রূপ ধরে আসলেন । এসেই তিনি যখন বড় হলেন তখন তাঁর বানী প্রচার শুরু করলেন। তিনি যে বানী প্রচার করতেন তা তাঁকে কোন ফেরেস্তা এসে বলে যেত না। তিনি স্বয়ং যা বলতেন সেটাই ছিল ঈশ্বরের বানী। খেয়াল করতে হবে এখানেই মোহাম্মদের সাথে তাঁর একটা মৌলিক পার্থক্য অর্থাৎ মোহাম্মদের কাছে জিব্রাইল নামক এক ৬০০ ডানা ওয়ালা ফেরেস্তা আল্লার বানী পৌছে দিত। যীশু বলেছেন-

শোন আমি শিগ্রী আসছি, আমি দেবার জন্য পুরস্কার নিয়ে আসছি , যার যেমন কাজ সেই অনুসারে পুরস্কার পাবে, আমি আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। নূতন নিয়ম , প্রকাশিত কালাম, ২২: ১২-১৩

তাকে দেখে আমি মরার মত তার চরণে লুটিয়ে পড়লাম।তখন তিনি আমার গায়ে ডান হাত দিয়ে বললেন- ভয় করো না।আমিই প্রথম ও আমিই শেষ, আমিই সেই চিরজীবন্ত, আর দেখ আমি মরেছিলাম আর আমি চিরকাল বেচে আছি। মৃত্যু ও পাতালের চাবিগুলি আমি ধরে আছি। নূতন নিয়ম , প্রকাশিত কালাম, ২২: ১৭-১৮

এক জায়গায় যোহন যীশু সম্পর্কে সরাসরি বলছেন-

প্রভু ঈশ্বর বললেন, আমিই আলফা ও ওমেগা, আমিই সেই সর্ব শক্তিমান, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন। নূতন নিয়ম , প্রকাশিত কালাম, ২২: ০৮

লক্ষ্য করতে হবে এ কথাগুলোর মধ্যেই কিন্তু আভাস পাওয়া যাচ্ছে যীশু পরোক্ষভাবে নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর হিসাবে তুলে ধরছেন।তাহলে তিনি আবার ইঞ্জিল শরিফে ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেছেন কেন ? কোন ব্যক্তি একই সাথে পিতা ও ঈশ্বর হয় কিভাবে? এটার ব্যখ্যা খৃষ্টাণ পন্ডিতরা দিয়ে থাকে এভাবে - ঈশ্বর তার সন্তান মানব জাতিকে অপরিসীম ভালবাসে, কিন্তু মানব জাতি শয়তানের প্ররোচণায় প্রায়ই ভ্রান্ত পথে চলে। এমতাবস্থায় মানব জাতিকে উদ্ধার করতে স্বয়ং ঈশ্বরকে যখন আসতেই হচ্ছে-তিনি নিজে দুনিয়াতে এসে নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রচার করলে তা হতো প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কারন ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি স্বর্গে বসেই দুনিয়ার সকল মানুষকে সঠিক পথে চালিত কর তে পারতেন, তাকে আর কষ্ট করে দুনিয়ায় আসতে হতো না। মানুষকে সত্য পথ শিখাতে মানুষ রূপেই দুনিয়াতে আসতে

হবে।মানুষ রূপে আসার জন্যেই তাকে স্ত্রী গর্ভে জন্ম নিতে হচ্ছে।যেহেতু তার জন্ম আবার হচ্ছে কোন পুরুষের ঔরস ছাড়াই একটা অলৌকিক ভাবে , তাই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচয় দিচ্ছেন। কারন স্বয়ং ঈশ্বর হিসাবে পরিচয় দেয়ার পর নিজেকে ক্রুশে বিদ্ধ করে আত্মোৎসর্গ করলে তাতে ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতার বরখেলাপ হতো- ঈশ্বরকে তো কেউ ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করতে পারে না।স্বয়ং ঈশ্বর এখানে ঈশ্বরের পুত্র রূপ একজন মানুষ হিসাবে জগতের মানুষে র পাপ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করছেন মানুষকে তিনি সীমাহীন ভালবাসেন একারনে। আবার এ যীশুই যে স্বয়ং ঈশ্বর তার প্রমান হিসাবে তিনি মৃত্যুর তিন দিন পর মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন শুধু এটা বুঝাতে যে তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি অমর।অত:পর যে মানুষ যীশুকে(প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে) তার ত্রাণকর্তা রূপে স্বীকার করবে সে যীশুর এ আত্ম ত্যাগের মহিমার কারনে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে। আর সেটাই হওয়ার কথা- যীশু যদি স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করলে অত:পর ত্রাণ/উদ্ধার করার দায়িত্ব ঈশ্বরের ওপরেই বর্তায়। সুতরাং খৃষ্টানদের মতে -যীশুর নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বা মনুষ্য পুত্র(কারন মানুষের গর্ভজাতও বটে) বলাতে তার ঈশ্বরত্বে কোনরূপ সমস্যা হয় না। একই সাথে তার আত্মত্যাগ হলো মানুষের প্রতি তার অপরিসীম প্রেম ভালবাসা ও করুণার বহি:প্রকাশ, আর এটাই খৃষ্টান ধর্মের মৌলিক ভিত্তি ও শক্তি। পুরো ইঞ্জিল শরিফে সেটাই বলা হয়েছে বিভিন্ন কায়দায়, ভাষায় ও কাহিনীতে। আর এ ইঞ্জিল শরিফ পুরো সংকলিত হয় মোহাম্মদ জন্মেরও প্রায় ৩৫০ বছর আগে যাকে মোহাম্মদ ও তার আল্লাহ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন। এভাবে স্বীকার করে নেয়ার অর্থই হচ্ছে- যীশুকে স্বয়ং ঈশ্বর বা ইসলামের ভাষায় আল্লাহ হিসাবে স্বীকার করে নেয়া। কিন্তু এর পর পরই কোরানে দেখা যাচ্ছে-

আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯: ৩৫
তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। কোরান, ১৯:৮৮-৯২
এখানে বোঝাই যাচ্ছে- যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়টির নিহিতার্থ মোহাম্মদ তথা আল্লাহ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। মোহাম্মদ নিতান্তই স্থুল অর্থে জৈবিক পুত্র হিসাবে ধারণা করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ইতোপূর্বে যে ইঞ্জিল শরিফকে কোরানে বিশুদ্ধ হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল তা আবার এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে প্রকারান্তরে, কারন গোটা ইঞ্জিল শরিফে যীশুকে সব সময়ই ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বলা বাহুল্য, ইঞ্জিল শরিফের কোথাও বলা নাই যে ঈশ্বর মারিয়ামের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যীশুকে জন্ম দিয়েছে। কেন খৃষ্টানরা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বর্ণনা করে তা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে সত্যিকার অর্থে একটা গুঢ় নিহিতার্থ আছে অথচ দু:খজনকভাবে মোহাম্মদ তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা কি ধরণের যুক্তি যে- মোহাম্মদ বলছেন ইঞ্জিল কিতাব যা যীশু বলে গেছেন, যা তার আশে পাশের খৃষ্টানদের কাছে রক্ষিত ছিল তা সত্য ও অবিকৃত অথচ তার ভিতরকার বক্তব্য অসত্য ও বিকৃত ? এটা কি নিজের সাথেই নিজের স্ববিরোধীতা নয়? শুধু তাই নয়, যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনায়ও যুক্তিহীন কথা বার্তা দেখা যাচ্ছে, যেমন-

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। কোরান , সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৭
মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৮
সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত , যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৯

১৯:১৭ আয়াতে পরিষ্কার ভাবে লেখা-অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল - এখানে **আমি** অর্থাৎ আল্লাহ, তাই **আমার রূহ** অর্থ হবে আল্লাহর রূহ।সহজ সরল ব্যকারণে সেটাই বোঝায়। সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ তার নিজের রূহ বা আত্মা মারিয়ামের কাছে প্রেরণ করল যে সেখানে পূর্ণ **মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।** যার সোজা অর্থ স্বয়ং আল্লাহই মানবাকৃতিতে মারিয়ামের নিকট উপস্থিত হল। অথচ এর ঠিক পরেই ১৯:১৯ আয়াতে বলা হচ্ছে- **আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত ,** অর্থাৎ সে আল্লাহ নয় বরং আল্লাহ প্রেরিত কোন ফেরেস্তা। এখন কোনটা সত্য- কে মারিয়ামের কাছে এসেছিল- আল্লাহ নাকি ফেরেস্তা? কোরান পাঠ করে তো স্পষ্ট ভাবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না , এটা এমন কোন দার্শনিক/রহস্যময় টাইপের কথা বার্তাও নয় যে বুঝতে কষ্ট হবে।এটা স্রেফ একটা ঘটনা আর তা বুঝতেই এত কষ্ট। অথচ কোরানে বলা হয়েছে- কোরান স্পষ্ট ভাষায় সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য।এভাবে কোরান বুঝতে যদি এত কঠিন হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ এটা পড়ে উল্টা পাল্টা সিদ্ধান্ত নিলে তার দায়ভার কে নেবে? আল্লাহ নাকি মোহাম্মদ? অধিকন্তু, প্রথম বক্তব্য (আয়াত, ১৯:১৭)সত্য ধরে নিলে- আল্লাহ যীশু রূপে আবির্ভুত হলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আল্লাহ তো সব পারে, মারিয়ামের সামনে মানুষ হিসাবে হাজির হতে পারলে তার গর্ভে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারবে না কেন? এছাড়াও আরও সমস্যা আছে, যেমন-
অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯:২৭-৩৩
এখানে বলা হচ্ছে- আল্লাহ যীশুকে একজন নবী করে তাকে একটা কিতাব দিয়েছে। আর বলা বাহুল্য, ইঞ্জিলের কোথাও বলা নাই যে যীশু কখনও কোন ফিরিস্তার মাধ্যমে আল্লাহর বানী প্রাপ্ত হয়েছেন।যীশু নিজ থেকে যা যা বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, অলৌকিক কান্ড করেছেন সব কিছু তার সাহাবীরা লিখে রেখেছে যার সংকলণকেই বাইবেলের নুতন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরিফ বলা হয়। ঠিক একারনে ইঞ্জিল শরিফকে ইসলামের হাদিস শরিফের মত লাগে। এ বানী বলতে গিয়ে যীশু কখনো বলেন নি

এটা তার ঈশ্বরের বানী। তিনি সর্বদাই উত্তম পুরুষে নিজের বানীই প্র চার করেছেন। দেখা গেছে ইঞ্জিল শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী, যীশু পরোক্ষভাবে নিজেকে ঈশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন।অর্থাৎ যীশু কোনমতেই একজন নবী নন। কোরানে আল্লাহ সেই ইঞ্জিল শরিফকে তার কিতাব হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছে তথা যীশুর নিজের মুখের বানীকে আল্লাহর নিজের বানী রূ পে স্বীকার করে নিচ্ছে তথা যীশুই যে আল্লাহর মানবরূপ তা পরোক্ষে আল্লাহ স্বীকার করে নিচ্ছে।অথচ এর পরেই আবার কোরান বলছে যীশু অন্য দশজন নবীর মতই একজন নবী ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু তাই নয় , খৃষ্টীয় ধর্মের মূল ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে আত্ম ত্যাগের মহিমাকেই কোরান এক ফুৎকারে নস্যাৎ করে দেয়, যেমন-

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে , আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কোরান, সূরা নিসা,০৪:১৫৭-১৫৮

এক ফুৎকারে কোরান যীশু খৃষ্টের ক্রুশে আত্মত্যাগকে নস্যাৎ করে দিয়ে বস্তুত কোরান বা ইসলাম নিজেই নিজেকে নস্যাৎ করে দেয়।এটা অনেকটা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের পরম শূন্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করার মত যাতে বলা হয়- এ ধরনের ভবিষ্যদ্বানী করার অর্থ আপেক্ষিকতাবাদের অপমৃত্যু। উপরোক্ত আয়াতের ব্যখ্যা দিতে গিয়ে ইসলাম বলে যে - বাস্তবে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি। যখন তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় তখন আল্লাহর তাঁর স্থানে যীশুর মত চেহারার অন্য একজনকে সেখানে প্রতিস্থাপন করে যীশুকে স্বশরীরে বেহেস্তে নিয়ে যান যা দেখা যাচ্ছে আয়াতের এ কথায়- বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। তার অর্থ যীশু মারা যান নি, জীবিত অবস্থায় তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর সেখানে এখনও জীবিত আছেন। তাকে কেয়ামতের আগে পূনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হবে দুনিয়ার মানুষকে উদ্ধা রের জন্য। এ বিষয়টি কিন্তু যীশু খৃষ্টের মূল শিক্ষা বা অনুপ্রেরণাকে বাতিল করে দেয়।খৃষ্টান ধর্মের মূল অনুপ্রেরণা হলো - মানবজাতির পাপের জন্য যীশু খৃষ্টের আত্মত্যাগ যা পরিশেষে মানবজাতির জন্য তার অপরিসীম ভালবাসা ও প্রেমের নিদর্শণও। খৃষ্টান ধর্মের মূল বিষয়ও এটা ই। এ আত্মত্যাগের কারনেই পরবর্তীতে মানুষ দলে দলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।আত্মত্যাগের এ মহান নিদর্শণ না থাকলে মানুষ যীশুর বানী গ্রহণ করে খৃষ্টান হতো না। এখন কোরানের বানী অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে - খৃষ্টান ধর্মের এ মুল ভিত্তি বা অনুপ্রেরণা ছিল ভুল কারন যীশু তো ক্রু শ বিদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগ করেন নি।যা ইসলাম ধর্মের মতে আল্লাহর একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম ধর্ম মতে - যীশু যদি শুধুমাত্র একজন নবীও হন, তাহলে আল্লাহ যীশু খৃষ্টকে ক্রুশ থেকে তুলে নিয়ে যীশুর অনুসারীদের সামনে যে একটা মহা প্রতারণা করলেন এর কারন কি ? পরবর্তীতে এ মহাপ্রতারণার অনুপ্রেরণার মাধ্যমেই কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম মানুষের মাঝে প্রচারিত হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো - আল্লাহ কেন এরকম মহা প্রতারণা করে মানুষকে মোহাম্মদের আবির্ভাবের আগে শত শত বছর ধরে ভুল পথে চালিত করলেন? আর প্রতারণার শুরুই খোদ যীশু খৃষ্টের তিরোধানের পর থেকেই। তার অর্থ খৃষ্টানরা একেবারে শুরু থেকেই ভুল পথে চালিত হয়ে আসছে। আল্লাহ কেন মানুষকে যীশু খৃষ্টের মত একজন নবী পাঠিয়ে একেবারে শুরু থেকেই

মানুষকে বিপথে চালিত করে আসছিল ?
তার চাইতে গুরুতর প্রশ্ন- আসলে মোহাম্মদ বা তাঁর আল্লাহ কোরানের মাধ্যমে মানুষের সাথে মহা প্রতারণা করছে না তো ?
কোন টা সত্য? ইঞ্জিল শরিফে দেখা যায়- মৃত যীশু কবরে তিন দিন থাকার পর আবার পূন:র্জীবন পেয়ে তার সাহাবীদের সামনে সাক্ষাত দিয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, তখনও তো তিনি বলেন নি যে তিনি তখন মারা যান নি ও তার স্থলে অন্য একজনকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। যাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় সে তো কোন মহান পুরুষ ছিল না , সে তো আর কবর থেকে তিন দিন পর আবার পূনর্জীবিত হতে পারত না। অথচ ইঞ্জিল শরিফে বর্ণনা করা হয়েছে যে- তিন দিন পর যখন তাঁর সাহাবীরা তাঁকে কবরে দেখতে গেলে সেখানে তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি।যীশুর শব সেখানে ছিল না, বরং যীশু জীবিতাবস্থায় সকলের সাথে সাক্ষাত করেন ও কথা বলেন। এ বিষয়ে জানতে ইঞ্জিল শরিফ দেখা যেতে পারে এখানে- http://www.asram.org/texts/bengalibible.html অথচ মোহাম্মদের সময়কালে ঠিক এসব বর্ণনাই কিন্তু ইঞ্জিল শরিফে ছিল আর তার আল্লাহ কখনও বলে নি যে উক্ত কিতাব বিকৃত , বরং প্রকারান্তরে বলেছে তা সঠিক আছে। কোরান নিজেই নিজের সাথে স্ববিরোধীতা করছে তার নিদর্শন নিম্নে-

আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা , যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। কোরান,১৯:৩৩

এখানে বলা হচ্ছে- মারিয়ামের পূত্র ঈসা জন্মগ্রহণ করে একদিন মৃত্যু বরণ করবেন এবং পরিশেষে আবার পূন:র্জীবন লাভ করবেন।বলা বাহুল্য ঘটনাটা যখন প্রায় ২০০০ বছর আগের, তার অর্থ ঈসা তখন জন্ম গ্রহণ করে মারাও গেছেন। অথচ পূর্বোক্ত ০৪:১৫৭-১৫৮ আয়াত মোতাবেক দেখা যাচ্ছে আল্লাহ স্বয়ং ঈসাকে জীবিত অবস্থায় নিজের কাছে নিয়ে গেছেন।জীবিত অবস্থায়ই যে আল্লাহর ঈসাকে তার নিকট নিয়ে গেছে তা পরিস্কার করতে বলা হচ্ছে-আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। বেহেস্তে তো মৃত্যু নেই। সুতরাং তিনি আবার যখন কেয়ামতের আগে দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন তা হবে শুধুমাত্র তাঁর পূনরাগমন , পূন:রুজ্জীবন নয়। তার অর্থ কোরানে যে পূনরুজ্জীবিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে তা স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক। অথচ ইঞ্জিলে কিন্তু পরিস্কার ভাবে এ পূনরুজ্জীবনের বিষয়টি বর্ণিত আছে , তা হলো ঈসা মৃত্যুর তিন দিন পর পূনর্জীবিত হয়ে তার সাহাবীদের সাথে দেখা দেন , অত:পর তিনি বেহেস্তে চলে যান, আবার একদিন দুনিয়াতে আসবেন পূণ্যবান মানুষকে উদ্ধার করতে , বলা বাহুল্য সেটা হবে তার পূনরাগমন , পূনর্জীবন নয়। ইঞ্জিল শরিফ মৃত্যু , পূনর্জীবন ও পূনরাগমন এসব ঘট নার বর্ণনা করে ধারাবাহিকতা ও যৌক্তিকতা বজায় রেখেছে পক্ষান্তরে কোরান এ ব্যপারে অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী বক্তব্য প্রদাণ করেছে। যীশুকে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আল্লাহ বেহেস্তে নিয়ে যাওয়ায় আল্লাহ নিজেই নিজের ও নিজ সৃষ্ট প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করেছে। কোরানে আল্লাহ বলেছে -সে নিজে ছাড়া কেউ অমর নয়।যীশুকে জীবিত অবস্থায় বেহেস্তে নিয়ে যাওয়াতে যীশুকে অমর প্রমান করা হয়েছে,কারন বেহেস্তে কেউ মারা যায় না। এভাবে যীশুকে অমর প্রমান করে ফলত: যীশুই যে প্রকারান্তরে আল্লাহ স্বয়ং সেটা প্রমান করছে অথচ আবার সেই কোরানে বলছে যীশু একজন সাধারন মরণশীল নবী ছাড়া কেউ নয়, যা বলাবাহুল্য কোরানের মস্ত আর এক স্ববিরোধীতা। এভাবেই বাইবেলকে প্রথমে বিশুদ্ধ হিসাবে গ্রহণ করে , পরে তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে কোরান তথা ইসলাম কি নিজেই নিজের পতন ঘটায় নি ?

কেন যীশু নিয়ে এত স্ববিরোধীতার ছড়াছড়ি কোরানে ? মোহাম্মদ নিজেকে মুসা ও ঈসা নবীর ধারাবাহিকতায় শেষ নবী দাবী করছেন। তার ফলে তাঁকে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব থেকে কিছু কিছু বক্তব্য প্রদাণ করতে হয়।তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে বাইবেলের কাহিনি গুলো শুনেছেন কিন্তু নিজে পড়তে না পারার কারনে কাহিনীগুলের নিহিতার্থ ঠিক মতো অনুধাবণ করতে পারেন নি।যেমন তিনি বুঝতে পারেন নি যীশুর ঈশ্বর বা মানুষের পূত্র পরিচয়ের মাহাত্ম , যীশুর ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগের মাহাত্ম এসব। ফলে যখন তিনি তাঁর কোরানে বাইবেলের কাহিনী গুলো মাঝে মাঝে বলেছেন তখন তিনি অত্যন্ত স্থুল ভাবে ও অর্থে তা বর্ণনা করেছেন, এছাড়াও তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও যুক্তির অভাব ছিল।অথচ ততদিনে সেসব কথামালা কোরানের বানী রূপে সংরক্ষন ও মুখস্থ করা হয়ে গেছে, পাল্টানোর উপায় ছিল না।পরবর্তীতে যখন তাঁর শিক্ষিত সাহাবীরা বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবণ করতে পারে, তখন তারা বুঝতে পারল, বাইবেল সঠিক হলে কোরান অবশ্যই ভূয়া হবে।আর তখন থেকেই তারা সবাই মিলে তারস্বরে প্রচার করা শুরু করল- বাইবেল বিকৃত, বাইবেল বিকৃত। আর সেটাই হয়েছে বর্তমানে কোরান যে বিশুদ্ধ ও সঠিক তা প্রমানের মাপকাঠি। তাহলে কি বলা যায় না যে একটা প্রকান্ড মিথ্যা প্রচারণার ওপর ভিত্তি করে কোরান ও ইসলাম দাড়িয়ে আছে?

মন্তব্যসমূহ

1. গোলাপ

ডিসেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ৯:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এভাবে কোরান বুঝতে যদি এত কঠিন হয়ে পড়ে **সাধারণ মানুষ এটা পড়ে উল্টা পাল্টা সিদ্ধান্ত নিলে তার দায়ভার কে নেবে? আল্লাহ নাকি মোহাম্মদ?**

তখন তারা বুঝতে পারল, বাইবেল সঠিক হলে কোরান অবশ্যই ভূয়া হবে।আর তখন থেকেই তারা সবাই মিলে তারস্বরে প্রচার করা শুরু করল- বাইবেল বিকৃত, বাইবেল বিকৃত। আর সেটাই হয়েছে বর্তমানে কোরান যে বিশুদ্ধ ও সঠিক তা প্রমানের মাপকাঠি। তাহলে কি বলা যায় না যে **একটা প্রকান্ড মিথ্যা প্রচারণার ওপর ভিত্তি করে কোরান ও ইসলাম দাড়িয়ে আছে?**

@ ভবঘুরে,
খুব ভাল লিখেছেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১২:১৯ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

ধণ্যবাদ আপনাকে, তবে আরও একটু বেশী মন্তব্য আশা করেছিলাম।

2. 2
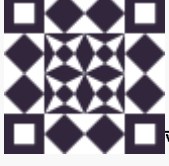
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ৯:৪৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্নপ্রকাশ করল। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৭

এখানে দেখা যাচ্ছে এই আয়াতটির ভাবার্থ নীচের দুইটি আয়াতের ভাবার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। নীচের আয়াত ২টিঃ

মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। কোরান , সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৮
সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। কোরান, সূরা মারিয়াম, ১৯: ১৯

এতবড় বিপরীত অর্থ মুখি আয়াত আমাদের চিরস্থায়ী এই পবিত্র জীবন ব্যবস্থার গ্রন্থখানিতে ? তাও আবার একেবারে পাশাপাশেই? একটা হতে আর একটার কোন দুরত্বের ব্যবধান ও নাই ? বড় অদ্ভূত ব্যাপার দেখালেন তো আমাদেরকে।

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে , আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কোরান, সূরা নিসা,০৪:১৫৭-১৫৮

এই আয়াতটিও নীচের আয়াতটির একেবারেই স্ববিরোধী অর্থ প্রকাশ করতেছে।
নীচের আয়াতটিঃ
আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা , যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। কোরান,১৯:৩৩

এতবড় স্ববিরোধী আত্মঘাতি বিষয় এই বৈজ্ঞ্যানিক যুগের কোটি কোটি জ্ঞ্যানী মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এই পবিত্র জীবন ব্যবস্থা গ্রন্থ খানিতে আজো টিকে থাকতে পারে,দেখতে পেরে বড়ই অবাক লাগছে।

আপনার বাইবেল/তৌরাত/কোরান এর সম্পর্কের বিশ্লেষন টাও অত্যন্ত সুন্দর ও পরিস্কা র হয়েছে। এটা থেকেও অনেক অজানা তথ্যও জ্ঞ্যানে আসিল।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১২:১৭ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এতবড় স্ববিরোধী আত্মঘাতি বিষয় এই বৈজ্ঞ্যানিক যুগের কোটি কোটি জ্ঞ্যানী মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এই পবিত্র জীবন ব্যবস্থা গ্রন্থ খানিতে আজো টিকে থাকতে পারে,দেখতে পেরে বড়ই অবাক লাগছে।

এটা তো আমাকেও অবাক করে। তবে একটা কারন মনে হয়, কোন জ্ঞানী মুসলিমই কোরান ও হাদিস কে নিজ মাতৃভাষায় পড়ার দরকার বোধ করেন না। যে কারনে তারা জানতে পারেন না ওতে আসলেই কি লেখা আছে। এক ওয়াজ মাহফিলে হুজুর বলছে - কোরানে নাকি কিছু কিছু আয়াত যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন - যা আল্লাহ ছাড়া কেউ বোঝে না তা মানুষের জন্য নাজিল করার কি দরকার ? এরপর হুজুর বলল- কেউ বুঝুক আর না বুঝুক কোরানের বানীকে আল্লাহর বানী হিসাবে চোখ বুজে বিশ্বাস করে তা পালন করে যেতে হবে। এখন আপনি কি বলবেন ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ৩:১৮ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এটা তো আমাকেও অবাক করে। তবে একটা কারন মনে হয়, কোন জ্ঞানী মুসলিমই কোরান ও হাদিস কে নিজ মাতৃভাষায় পড়ার দরকার বোধ করেন না। যে কারনে তারা জানতে পারেন না ওতে আসলেই কি লেখা আছে।

একেবারে ঠিক কথাটাই বলেছেন। অন্যের কথা আর কিই বা বলব। আমি নিজেই একজন পাক্কা ইমানদার মুসলমান হওয়ার পরেও এখনো পর্যন্ত কোরান আমার নিকট একটা রহস্যময় গ্রন্থ। এর কোথায় কি বলা হয়েছে আমার নিকট অধিকাংশই অজানা।

তবে আমি সব সময় সত্য কে উদ্ঘাটনের পক্ষপাতি।

এবং আমি শুনেছি আল্লাহ্‌ পাক ও সর্বদা সত্যের পক্ষপাতি।অসত্য ও ধোকাবাজদের পক্ষপাতি নয়। তবে ভয় কিসের?
ধন্যবাদ।

*গোলাপ*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৮, ২০১১ at ১০:৩১ পূর্বাহ্ণ
এতবড় স্ববিরোধী আত্মঘাতি বিষয় এই বৈজ্ঞানিক যুগের কোটি কোটি জ্ঞানী মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এই পবিত্র জীবন ব্যবস্থা গ্রন্থ খানিতে আজো টিকে থাকতে পারে,দেখতে পেরে বড়ই অবাক লাগছে।

কুরানের স্ব-বিরোধীতা জানতে পড়ুন এখানে, এবং আবুল কাশেম ভাইয়ের লিখা -এখানে।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৮, ২০১১ at ৭:৫৯ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

কুরানের স্ব-বিরোধীতা জানতে পড়ুন এখানে, এবং আবুল কাশেম ভাইয়ের লিখা -এখানে।

লিংক দুইটা আমাকে দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক এ ধরনের লিংক আমি পেতে আকাংখী ছিলাম। অত্যন্ত মূল্যবান লিংক।অন্ততঃ আমার কাছে। আমার অত্যন্ত কাজে লাগবে।
ধন্যবাদ

3. 3

তামান্না ঝুমু

ডিসেম্বর ২৫, ২০১১ সময়: ১০:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরান, বাইবেল সবই ত ভূঁয়া।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১২:১৯ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

কোরান, বাইবেল সবই ত ভূঁয়া।

সে তো বটেই , আমি আসলে দেখাতে চেয়েছি কোরান বা ইসলাম ধারাবাহিকতার সূত্রে যা দাবী করে সে মতেও কোরান বিশুদ্ধ নয় ও স্ববিরোধী।

আকাশ মালিক এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ৩:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমাদের ওপাড়ার এক শিক্ষিত ছাগল তার লেখায় লিখেছে, **আমরা বাইবেল ততটুকুই মানি যতটুকু কোরানে লিখিত আছে বা কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।** তালগাছ দাবী কারে কয়, বুঝুন ঠেলা।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১১:৩১ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

আমরা বাইবেল ততটুকুই মানি যতটুকু কোরানে লিখিত আছে বা কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তালগাছ দাবী কারে কয়, বুঝুন ঠেলা।

ভাল বলেছেন। কোরানের মধ্যে খাপছাড়া গোছের উদ্ধৃতি আছে বাইবেল থেকে। ও পড়ে না জানা যায় বাইবেল না খৃষ্টান। অবশ্য মুমিন বান্দারা বস্তুত: বাইবেল তো দুরের কথা নিজেদের কোরান হাদিসও

নিজের ভাষায় পড়ে না। আরবী ভাষায় মাঝে মাঝে পড়ে ছোয়াব পাওয়ার আশায়। এর ফলে খৃষ্টান ধর্ম তো দুরের কথা , নিজের ইসলাম সম্পর্কেই তারা জানে না। জানলে তো কথা ছিল না।

4. 4

বেয়াদপ পোলা

ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ সময়: ৭:৪৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনি দেখতাসি ইসলামের কঠিন সমালোচক, যাই হোক ইসলাম এর বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা মতো লিখতে থাকেন, ইচ্ছা মতো আয়াত লিখে তার ব্যাখ্যা দিয়া, আচ্ছা এই লেখাটা কি আপনি নিজেই লিখসেন নাকি ইসলাম এর বিরুদ্ধে লেখা আজকাল বহু বই এবং বিভিন্ন ওয়েব সাইট এ লেখা দেখতে পাওয়া এই, ওখান থেকে কপি করে লিখসেন নাতো?

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১১:২৭ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

আপনি দেখতাসি ইসলামের কঠিন সমালোচক, যাই হোক ইসলাম এর বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা মতো লিখতে থাকেন

আমি ইসলামের সমালোচক দেখলেন কোথায়? আমি তো শুধু মাত্র সত্য প্রকাশ করছি। সত্য প্রকাশ করলেই সমালোচক হয়ে যায় নাকি? যারা কঠিন বিশ্বাসী, কোরান হাদিস পড়ার ধার ধারে না , শুধুমাত্র তাদের জন্যই আমার লেখা। সাথে অনুরোধ তারা যেন সবাই নিজের ভাষায় কোরান হাদিস পড়ে, তাহলে আমাদেরকে আর কষ্ট করে কিছু লেখা লাগে না।

আচ্ছা এই লেখাটা কি আপনি নিজেই লিখসেন নাকি ইসলাম এর বিরুদ্ধে লেখা আজকাল বহু বই এবং বিভিন্ন ওয়েব সাইট এ লেখা দেখতে পাওয়া এই, ওখান থেকে কপি করে লিখসেন নাতো?

নিজেই লিখছি, অন্যের লেখা কপি করতে যাব কোন দু:খে? নিজে একটু স্টাডি করলে এসব লেখা এমনিতেই লেখা যায়, বিরাট দিগ্গজ পন্ডিত হওয়া লাগে না। তবে অন্যের লেখা ছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ও খৃষ্টান পন্ডিতদের বিতর্কও শুনতে হয় , তাহলে কিছু পয়েন্ট পাওয়া যায় । পরে নিজের মত লিখতে

হয়। কোরান হাদিস নিজের ভাষায় পড়লে এমনিতে চোখে এত স্ববিরোধী বিষয় দেখা যায় যে তখন সেগুলো কিছুটা সাজিয়ে নিলে এমনিতেই একটা লেখা হয়ে যায়।

ইচ্ছা মতো আয়াত লিখে তার ব্যাখ্যা দিয়া,

হা হা হা , দারুন বলেছেন। ইচ্ছা মতো আয়াত লিখলাম? কি বলেন ভাই? আল্লাহর কালাম আমি লিখতে যাব কোন দু:খে? আমার কি দোজখের আগুনের ভয় নেই ? আর ব্যখ্যা? সেটাও তো যা লেখা দেখি, যা শানে নুযুলে পাই সেটার ভিত্তিতে লিখি। বরং আপনি এসব আয়াতের যে ব্য খ্যা জানেন সেটাই হলো ইসলামি পন্ডিত দের মনগড়া। ওরা ততদিনই সেসব মনগড়া বক্তব্য দিয়ে গেছে যতদিন নিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী লোকজন কোরান হাদিস ঠিক মতো পড়েনি। আর আমি নিচের কোরানের সাইট থেকে আয়াত উদ্ধৃত করি, কয়েকজন মুমিন বান্দাই আমাকে সাইটটির রেফারেন্স দেয়।

http://www.ourholyquran.com/

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৬, ২০১১ at ১১:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

ও হ্যা, বলতে ভুলে গেছি, আমার ব্যখ্যা যদি মনগড়া হয়, আপনি সঠিক ব্যখ্যাটা দিয়ে দিলেই তো পারেন। তাহলে আমিও আমার ভুলটা শুধরে নিতাম।

আস্তরিন এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১২:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা, ভাই আমি আপনার চাহিদাটাই বুঝতে পারলাম না ,আপনি সত্য চান নাকি মিথ্যা চান নাকি বিরুধিতা করাই আপনার একমাত্র উদ্দেষ্য কেননা এখন পর্যন্ত আপনার যতগুলো মন্তব্য পড়লাম সবগুলোই যুক্তিহিন কোন রেফারেন্সও নাই । আশা করি আগামিতে আপনার কাছ থেকে সত্যিকারের মন্তব্য পাব ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

কেননা এখন পর্যন্ত আপনার যতগুলো মন্তব্য পড়লাম সবগুলোই যুক্তিহিন কোন রেফারেন্সও নাই

রেফারেন্স মনে হয় নেই তাই দেন না। আপনি খেয়াল করেছেন, এনাদের মত মানুষ বর্তমানে তেমন কেউ বিরোধিতা করে আমার নিবন্ধের ওপর মন্তব্য করছেন না? এর একটা কারন হতে পারে, বর্তমান লেখাগুলোতে ফাক ফোকর মনে হয় কম, তাই তারা কোন ফাক গলে ঢুকতে পারছেন না। যে কারনে কেউ কেউ মন্তব্য করতে আসলেও তা অনেকটা ষাড়ের মত আন্দাজে গুতোগুতি ছাড়া আর কিছু নয়।

5. 5

অ বিষ শ্বাসী

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ১২:০১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লেখা। আচ্ছা সিরিজটি শেষ হলে সবগুলো পর্ব একত্র করে বই বের করা যায় না?

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১১:২৬ পূর্বাহ্ণ
@অ বিষ শ্বাসী,

সিরিজটি শেষ হলে সবগুলো পর্ব একত্র করে বই বের করা যায় না?

করা যাবে না কেন ? আপনি করলে আমার আপত্তি নেই।

6. 6
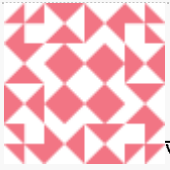
আস্তরিন

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ১:০২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১১:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম ধন্যবাদ

সেটা জানানোর জন্যেই তো আমাদের এত কষ্ট করতে হয়।

7. 7
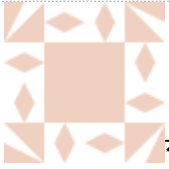
কর্মকারক

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ৬:১৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মুসলমানরা বলে ইহুদি ো খৃস্টানরা (তাদের পঅর -পুরোহিতরা) মতলববাজি করে তাদের ধমর্গ্রন্থ বিকৃত করেছে। কিন্তু তারা ইহুদি-খৃস্টানদের 'মূল' কিতাবের একটা পৃষ্ঠো উপস্থাপন করে বলতে পারল না যে 'এই যে এটাই হচ্ছে তাদের মূল কিতাব।'

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১১:২১ পূর্বাহ্ণ
@কর্মকারক,

মুসলমানরা বলে ইহুদি ো খৃস্টানরা (তাদের পঅর -পুরোহিতরা) মতলববাজি করে তাদের ধমর্গ্রন্থ বিকৃত করেছে। কিন্তু তারা ইহুদি-খৃস্টানদের 'মূল' কিতাবের একটা পৃষ্ঠো উপস্থাপন করে বলতে পারল না যে 'এই যে এটাই হচ্ছে তাদের মূল কিতাব।

'আপনি যথার্থ ধরতে পেরেছেন। মুসলমানরা দাবী করে বাইবেল বিকৃত, আর যেহেতু দাবীকারি তারা তাহলে তাদেরকেই মূল বাইবেল হাজির করে প্রমান করতে হবে যে তাদের দাবী সঠিক। আসলে এ যুক্তিবোধটা তাদের মাথায় কাজই করে না একেবারে। তারা একটা যুক্তি দেয় অবশ্য - সেটা হলো - দুনিয়ায় নাকি বহু রকমের বাইবেল পাওয়া যায়। খৃষ্টা ন পন্ডিতরা অবশ্য বলে- দুনিয়ায় সকল রকম

বাইবেলের মূল শিক্ষা একই। খৃষ্টানরা যেখাবে বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেয় . মুসলমানরা সেখানে শুধুমাত্র বর্ণনার ওপর জোর দেয়।

8. 8
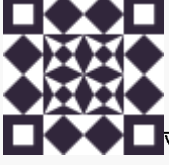
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ৬:৩৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

যে কোরানের একটি আয়াতের সংগে আর একটি আয়াত এত বড় সাংঘর্ষিক সেই কোরান মুখস্ত করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হাফেজ বের হচ্ছেন ?

সেই কোরান বুঝিবার জন্য মাদ্রাসায় টাইটেল পর্যন্ত পড়া শুনা করিয়া জীবনের একটি বিরাট অংস ব্যয় করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মাওলানা হইতেছেন ?

সেই কোরানের নির্দেশ অনুসরন করিয়া প্রতিদিন অসংখ্য তরুন বুকে বোম্ব বাধিয়া নিরপরাধ মানব জাতি হত্যার উদ্দ্যেশ্যে আত্মঘাতি হইতেছেন ?

সেই কোরানের নির্দেশ অনুসারেই কি আজই বাগদাদে আতঘাতি গাড়ী হামলা হইল ?

সেই কোরানের নির্দেশ অনুসারেই কি গতকাল ক্রিসমাস ডে তে খ্রীষ্টানদের ধর্মিয় আনন্দ উৎসবের মুহুর্তে নাইজেরিয়ার গীর্জায় ইসলামী পার্টি বোকোহারামের সদস্যরা অসংখ্য নিররপাধ ব্যক্তিকে মুহুর্তের মধ্যে আত্মঘাতি বোম মারিয়া উড়িয়ে দিল ?

এখন সময় এসেছে আর শুধু আলেমদের মুখে ওয়াজ শুনিয়া কোরান বিশ্বাষ করা নয় ,বরং কোরানের প্রতিটা আয়াতে কি বলা হইতেছে তা মাতৃ ভাষায় পুংখানুপুংখ নিজেকেই বুঝিয়া লইতে হইবে।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ১১:২৩ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

যে কোরানের একটি আয়াতের সংগে আর একটি আয়াত এত বড় সাংঘর্ষিক সেই কোরান মুখস্ত করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হাফেজ বের হচ্ছেন ?

হচ্ছে তো। কিন্তু তারা কেউ তো জানে না যে কোরানের আয়াত পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক।
আপনিও তো যতদুর জানি ধর্মপ্রাণ মুসলিম, এত কিছু জানার পর আপনি কি এখনো ধর্মপ্রাণ আছেন ? মনে করেন যে কোরান আল্লাহ প্রেরিত আর মোহাম্মদ হলো শেষ নবী ও দুনিয়ার সব মানুষের সেরা মানুষ ?

9. 9

সুমন

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ২:১৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আনেক দিন ধরেই বাংলায় কোরআন পড়তে চাচ্ছি । কিন্তু সুযোগ পাইনা , ভাই দয়াকরে একটা লিংক দেন।
আপনার লেখা খুবই চমৎকার হয়েছে... এই লেখা সিরিজটার একটা পুরো pdf আকারে দিলে ভাল হয়, সংগ্রহ করে রাখার মত একটা লেখা।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সত্যটাকে এমন সুন্দর ভাবে তুলে ধরার জন্য , বিশেষ করে আমাদের মত যারা সত্তিকার ভাবে শুধু সত্য টুকুই জানতে চায়। ভাল থাকবেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ at ৪:০৮ অপরাহ্ণ
@সুমন,

অনেক মুমিন বান্দাদের পছন্দনীয় বাংলা কোরান পাবেন এখানে: কোরান

10. 10
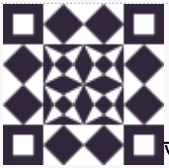
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৭, ২০১১ সময়: ৯:০৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

হচ্ছে তো। কিন্তু তারা কেউ তো জানে না যে কোরানের আয়াত পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। আপনিও তো যতদুর জানি ধর্মপ্রাণ মুসলিম , এত কিছু জানার পর আপনি কি এখনো ধর্মপ্রাণ আছেন ? মনে করেন যে কোরান আল্লাহ প্রেরিত আর মোহাম্মদ হলো শেষ নবী ও দুনিয়ার সব মানুষের সেরা মানুষ ?

আমি জন্মের পর থেকেই ধর্মীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে,কোরান ও মোহাম্মদের শুধু প্রশংসা ও গুনগান সূচক বাণি শ্রবনের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত পৌছেছি।

এ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য আমার কাছে পৌছায় নাই।

আমি নিজে কোরান হাদিছ পড়ি নাই। শুধু মাত্র মাঝে মাঝে জুমার নামাজের সময় ইমাম সাহেবদের কিছু কোরান হাদিস বর্নণা বা মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলে মাওলানা সাহেবদের কিছু কিছু কোরান হাদিছ বর্নণা এসব শুনেছি।

এর মধ্যে যে কোন ত্রুটি,ভূল,ফাকিবাজি থাকতে পারে তা কখনো কল্পনায়ও আসে নাই,বা আসাটা পাপ মনে হয়েছে।
প্রায় ৪/৫ মাস আগে সর্বপ্রথম মুক্তমনায় ঢুকেই প্রথম যে প্রবন্ধ টি দৃষ্টি হইল তা হল আপনারই লেখা “মহানবীর চরিত্র ফুলের মত পবিত্র -পর্ব-২”। এই সর্ব প্রথম দেখিলাম যে বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে আবার কেহ এরুপ প্রকাশ্য ভাবে সমালোচনা করতে পারে বা করার সাহস রাখে।
আমার পথমে মনে হয়েছিল আপনার এ ধরাবাহিক প্রবন্ধ গুলী যুক্তিতে একেবারেই টিকবেনা ,কারন যথেষ্ট ইসলামিক স্কলাররা রয়েছেন যারা এগুলী নিমেষেই খন্ডন করে দিবেন। কিন্তু আপনার প্রবন্ধ গুলী এ পর্যন্ত কেউই যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করিতে সক্ষম হয় নাই।
এর পর আমি মুক্তমনা হতে ভাই আকাশ মালিকের “যে সত্য বলা হয়নি” বইটি ও সম্পূর্ণ পড়িলাম। তার লেখাকেও কেহ খন্ডন করিতে পারে নাই। এবং সেখানে যে সমস্ত ত্রটি বিচ্যুতি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন তা কখনই খন্ডন করার মত নয়।
আমি জন্ম হতেই একজন ধার্মিক ব্যক্তি সত্যই। আমি সৃষ্টিকর্তায় ,ন্যায় অন্যায় কাজে বিশ্বাষী।

তাই বলে আমি অন্ধের মত ধর্মের মধ্যে কিছু ভূল ,মিথ্যা,ক্ষতিকর,অবৈজ্ঞানিক বিষয় পাইলে তা আমি সংগে সংগেই পরিহার করিতে প্রস্তুত।

আর তা ছাড়া ধর্মের মূল দাবীই তো ছিল সত্য কে প্রতিষ্ঠা করা। আর আমি তো সেইটারই পক্ষপাতি। তাতে ধর্মের বিপরীতে যাওয়ার কথা নয়। আমাদের নবী যদি বেচে থাকতেন অথবা কোন নূতন নবী আসিতেন তা হলে তিনি এইটাই পছন্দ করতেন। এবং কোরানের অথবা নূতন আসমানী কতাবের ভাসাটাও তদনুরুপ হইতো।
কারন নবীদের বা আসমানী কিতাব তো আমাদের মত মানুষেরই মঙ্গলের জন্য দেওয়া হয়।

আসমানের ফেরেশতাদের জন্য নয়।

আমি তো কোন অসুবিধা দেখিনা।

আসা করি বিষয়টি আপনার নিকট এখন পরিস্কার হয়েছে।

আর,হ্যাঁ, সুমনকে আনর দেওয়া বাংলা কোরানের লিংকটা অত্যন্ত সুন্দর। ওটা আমারই বেশী প্রোয়োজনে আসবে।মুলতঃ এই ধরনের একটা লিংক আমি খুজতেছিলম।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৮, ২০১১ at ১১:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমি নিজে কোরান হাদিছ পড়ি নাই। শুধু মাত্র মাঝে মাঝে জুমার নামাজের সময় ইমাম সাহেবদের কিছু কোরান হাদিস বর্নণা বা মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলে মাওলানা সাহেবদের কিছু কিছু কোরান হাদিছ বর্নণা এসব শুনেছি।

আপনার মত এ অবস্থা ৯৯% মুসলমানের, ওদের কেউই কোরান হাদিস নিজে পড়ে নি। সবাই হুজুরদের কাছ থেকে শুনে মুসলমান।তবে খারাপ বিষয় হলো - এর অধিকাংশই পড়ার দরকারও মনে করে না।

আমার পথমে মনে হয়েছিল আপনার এ ধরাবাহিক প্রবন্ধ গুলী যুক্তিতে একেবারেই টিকবেনা ,কারন যথেষ্ট ইসলামিক স্কলাররা রয়েছেন যারা এগুলী নিমেষেই খন্ডন করে দিবেন।

আমারও প্রথম প্রথম তাই ধারণা ছিল। এসব ব্যপারে কিছু কিছু বক্তব্য ইসলামের নব্য নবী জাকির নায়েকের কাছ থেকেও শুনেছি। লোকটা এত মিথ্যা কথা আর নিজের মন গড়া কথা বলে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সে যে মিথ্যা কথা বলছে তা বুঝতে গেলে আপনাকে কিছুটা জানতে হবে। নইলে ধরা মুসকিল। লোকটা পুরোই মোহাম্মদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে , তবে সময়টা ভুল। এটা ৭ম শতাব্দী নয়, এটা একবিংশ শতাব্দী। তাই জাকির মিয়ার ফালতু বক্তব্য কিছুক্ষন শুনলেই পরে আর কিছু শোনার ধৈর্য থাকে না।

আর তা ছাড়া ধর্মের মূল দাবীই তো ছিল সত্য কে প্রতিষ্ঠা করা। আর আমি তো সেইটারই পক্ষপাতি।

অন্য ধর্মের কথা বলতে পারব না , তবে ইসলাম ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, একটা আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সেটা করতে গিয়ে মোহাম্মদ খালি আগডুম বাগডুম কথা বার্তা বলে আরবদেরকে নিজের মতে এনেছে। এখানেই মোহাম্মদের সার্থকতা। মোহাম্মদের রাজনৈতিক সার্থকতাকে আমি দারুন সম্মানের চোখে দেখি, যার পর নাই তারিফ করি, কিন্তু তার সেই আগডুম বাগডুম অসংলগ্ন কথা বার্তাকে কেউ যদি আল্লাহর কথা বলে আজকের যুগে সব রোগের ঔষধ হিসাবে বিশ্বাস করে তা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়, তখন আর মাথা ঠিক থাকে না।

11. 11
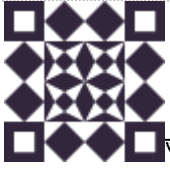
আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ৮:৪৬ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আমারও প্রথম প্রথম তাই ধারণা ছিল। এসব ব্যপারে কিছু কিছু বক্তব্য ইসলামের নব্য নবী জাকির নায়েকের কাছ থেকেও শুনেছি। লোকটা এত মিথ্যা কথা আর নিজের মন গড়া কথা বলে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে সে যে মিথ্যা কথা বলছে তা বুঝতে গেলে আপনাকে কিছুটা জানতে হবে। নইলে ধরা মুসকিল। লোকটা পুরোই মোহাম্মদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে , তবে সময়টা ভুল। এটা ৭ম শতাব্দী নয়, এটা একবিংশ শতাব্দী। তাই জাকির মিয়ার ফালতু বক্তব্য কি ছুক্ষন শুনলেই পরে আর কিছু শোনার ধৈর্য থাকে না।

আমার বেশ কিছু শিক্ষিত পদস্থ আত্মীয় স্বজনের মুখে তার অত্যন্ত প্রশংসা ও সুনাম সুনিয়া তার ভিডিও অত্যন্ত আগ্রহের সংগে দেখা আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম মনে হচ্ছিল যে এখন বোধ হয় তার দেওয়া ইসলামের ব্যাখ্যার কারনে সমস্ত ইহুদী নাছারারা এবার মুসলমান না হইয়া উপায় নাই।

কিন্ত আমি একটু গভীর ভাবে দেখিয়া ধরে ফেলতে পারলাম ,প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্কতা ও ধুর্ততার সহিত আরবী শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যন্ত নিজের মনগড়া ভাবে পাল্টিয়ে জন সম্মুখেই নিজের উত্তর দেওয়ার স্বপক্ষ্যে আনতে সামান্যটুকুও দ্বিধা বোধ বা ভয় করেন না। আর জন সাধারনও তার এই চাতুরী কিছুই ধরতে পারেননা। আর শুধু বাহ বাহ দিতে থাকেন।
তার এই ছল চাতুরী আমার চোখে ধরার পর হতে তার আর একটি ভিডিওই আমি আর দেখি নাই।
আমার প্রশ্ন হল ধর্ম সঠিক ও সত্য হলে তা প্রচারের জন্য এত মিথ্যা ও ছল চাতুরী ও তাল বাহানা লওয়ার কেন প্রয়োজন হইবে?

মূলতঃ জাকির নায়েক সাহেব তার এই নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে ইসলামের গুন গরিমা প্রচার করতে গিয়ে ইসলামকে আরো বেশী মিথ্যা ও হীনতর করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ কথা আমাকে আরো একজন জ্ঞানী লোক বলেছেন।

তবে আমি বুঝতে পারছিনা জাকির নায়েক সাহেব কেন আপনার প্রবন্ধ খন্ডন করছেন না। অথচ তিনি তো সারা বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কীয় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:

ডিসেম্বর ২৯, ২০১১ at ৯:৩৪ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

মূলতঃ জাকির নায়েক সাহেব তার এই নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে ইসলামের গুন গরিমা প্রচার করতে গিয়ে ইসলামকে আরো বেশী মিথ্যা ও হীনতর করিয়া ছাড়িয়াছেন।

আমারও ধারণা তাই। মূলত: জাকির নায়েকের কারনেই অনেক মুক্তমনা মানুষ কোরান হাদিস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে বুঝতে যে সে যা বলে তা ঠিক কি না। আর তখনই গলদটা ধরা পড়েছে। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটা কোন ইসলাম বিরোধী এজেন্ট কি না।

এমরান এইচ এর জবাব:

জানুয়ারি ২২, ২০১২ at ১:০০ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

মূলত: জাকির নায়েকের কারনেই অনেক মুক্তমনা মানুষ কোরান হাদিস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে………………তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটা কোন ইসলাম বিরোধী এজেন্ট কি না।

হা হা হা, আপনার এই লাইনটি পড়ার পর লগিন না করে থাকতে পারলাম না, 🙂 একদম যবর বলেছেন 🙂

*অচেনা*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১২ at ৯:৩১ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আমারও ধারণা তাই। মূলত: জাকির নায়েকের কারনেই অনেক মুক্তমনা মানুষ কোরান হাদিস নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে বুঝতে যে সে যা বলে তা ঠিক কি না। আর তখনই গলদটা ধরা পড়েছে। তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটা কোন ইসলাম বিরোধী এজেন্ট কি না।

হাহাহা ভাই, শেষে ইসলাম ধর্মের নতুন নবী জাকির নায়েক কেই আপনি ইসলাম বিরোধী এজেন্ট বললেন? (জানি মজা করছেন)

মুমিন বান্দারা আপনার বিরুদ্ধে এখন ধর্মনিন্দার ফতো য়া জারী না করলেই হয়।

যাহোক খুব ভাল লাগছে আপনার এই লেখাটা। শুভেচ্ছা রইল। 🌹।

আশা করি আরও নতুন কিছু তথ্য পাব , যা সবার জানা দরকার।

12. 12

আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৮, ২০১১ সময়: ১০:৪০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অন্য ধর্মের কথা বলতে পারব না , তবে ইসলাম ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, একটা আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সেটা করতে গিয়ে মোহাম্মদ খালি আগডুম বা গডুম কথা বার্তা বলে আরবদেরকে নিজের মতে এনেছে। এখানেই মোহাম্মদের সার্থকতা। মোহাম্মদের রাজনৈতিক সার্থকতাকে আমি দারুন সম্মানের চোখে দেখি, যার পর নাই তারিফ করি, কিন্তু তার সেই আগডুম বাগডুম অসংলগ্ন কথা বার্তাকে কেউ যদি আল্লাহর কথা বলে আজকের যুগে সব রোগের ঔষধ হি সাবে বিশ্বাস করে তা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়, তখন আর মাথা ঠিক থাকে না।

মারাত্মক কথা বলেছেন। এটাই তো বাস্তব দেখা যাচ্ছে। উদ্ধৃতি টা আমি save করে রাখলাম। ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১১ at ৯:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

মারাত্মক কথা বলেছেন। এটাই তো বাস্তব দেখা যাচ্ছে। উদ্ধৃতি টা আমি save করে রাখলাম।

আপনি একটু মুক্তমন নিয়ে কোরান হাদিস পড়ল আপনি নিজেই বিষয়টা ধরতে পারবেন। মোহাম্মদ ততক্ষনই একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন যতক্ষন তিনি প্রাথমিক জীবনে মক্কাতে ইসলাম প্রচার করতেন। আপনি কোরান পড়ার সময় মাক্কি সূরাগুলি ভাল করে খেয়াল করবেন , দেখবেন সেখানে যতরকম শান্তির কথা, মারেফতি কথা, কোন রকম লুঠ, তরাজ, খুন,খারাবি, নারী ধর্ষণ এসব নেই। এগুলি আপনি দেখবেন মাদানী সূরাতে যখন তিনি শাসক। আর ধর্ম প্রচারক মোহাম্মদ দারুনভাবে ব্যর্থ। কিন্তু শাসক মোহাম্মদ চুড়ান্তভাবে সফল। অর্থাৎ জাতিয়তাবাদী রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি পৃথিবীর সবচাইতে সফল ব্যক্তি মনে হয় আমার কাছে। আর আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের একটা বড় অংশের মানুষ আমাদের নিজস্ব অত্যন্ত উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে , তার চাইতে অনেক নিম্ন মানের আরবী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রান পন চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিগত হাজার বছর ধরে সে প্রচেষ্টার ফলটা কি দেখেছেন? পাকিস্তানের দিকে তাকান, তারা বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে আছে, জাতি ও রাষ্ট্র উভয় হিসেবেই। বাংলাদেশের মানুষ নববর্ষ, নবান্ন, একুশে বৈশাখ, আরও নানারকম নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এখনও কোনমতে নিজেদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে, সে কারনে বাংলাদেশের মানুষ এখনও অনেক উদার , সহনশীল কিন্তু যেভাবে সৌদি পেট্রো ডলারের থাবা বিস্তার করছে, তাতে কতদিন তারা টিকে থাকবে বলা মুস্কিল। তাই ইসলামকে যতদিন একটা ধর্ম হিসাবে বিবেচনা না করে রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে বিবেচনা করবে, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। মানুষ বুঝতে পারছে না যে তারা ইসলামের নামে মূলত আরবদের দাসত্ব করছে।

একটা উদাহরণ দেই। দেখবেন উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের নামের আগে প্রায় সবাই মোহাম্মদ টাইটেল লাগায়, এটার মাধ্যমে তারা যে আরবদের দাস সেটাই প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে আপনি আরব দেশের মানুষকে দেখবেন না তারা এ টাইটেল ব্যবহার করে। উদাহরণ - ওসামা বিন লাদেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ, বন্দর বিন সুলতান, সৌদ আল ফয়সাল ইত্যাদি।

13. 13

আঃ হাকিম চাকলাদার

ডিসেম্বর ২৯, ২০১১ সময়: ৯:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনি একটু মুক্তমন নিয়ে কোরান হাদিস পড়ল আপনি নিজেই বিষয়টা ধরতে পারবে ন। মোহাম্মদ ততক্ষনই একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন যতক্ষন তিনি প্রাথমিক জীবনে মক্কাতে ইসলাম প্রচার করতেন। আপনি কোরান পড়ার সময় মাক্কি সূরাগুলি ভাল করে খেয়াল করবেন , দেখবেন সেখানে যতরকম শান্তির কথা, মারেফতি কথা, কোন রকম লুঠ, তরাজ, খুন,খারাবি, নারী ধর্ষণ এসব নেই। এগুলি আপনি দেখবেন মাদানী সূরাতে যখন তিনি শাসক। আর ধর্ম প্রচারক মোহাম্মদ দারুনভাবে ব্যর্থ। কিন্তু শাসক মোহাম্মদ চুড়ান্তভাবে সফল। অর্থাৎ জাতিয়তাবাদী রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি পৃথিবীর সবচাইতে সফল ব্যক্তি মনে হয় আমার কাছে। আর আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের একটা বড় অংশের মানুষ আমাদের নিজস্ব অত্যন্ত উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ত্যাগ করে , তার চাইতে অনেক নিম্ন মানের আরবী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রান পন চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিগত হাজার বছর ধরে সে প্রচেষ্টার ফলটা কি দেখেছেন? পাকিস্তানের দিকে তাকান, তারা বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে আছে, জাতি ও রাষ্ট্র উভয় হিসেবেই। বাংলাদেশের মানুষ নববর্ষ, নবান্ন, একুশে বৈশাখ, আরও নানারকম নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এখনও কোনমতে নিজেদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখেছে, সে কারনে বাংলাদেশের মানুষ এখনও অনেক উদার , সহনশীল কিন্তু যেভাবে সৌদি পেট্রো ডলারের থাবা বিস্তার করছে, তাতে কতদিন তারা টিকে থাকবে বলা মুস্কিল। তাই ইসলামকে যতদিন একটা ধর্ম হিসাবে বিবেচনা না করে রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে বিবেচনা করবে, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। মানুষ বুঝতে পারছে না যে তারা ইসলামের নামে মূ লত আরবদের দাসত্ব করছে।

একটা উদাহরণ দেই। দেখবেন উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের নামের আগে প্রায় সবাই মোহাম্মদ টাইটেল লাগায়, এটার মাধ্যমে তারা যে আরবদের দাস সেটাই প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে আপনি আরব দেশের মানুষকে দেখবেন না তারা এ টাইটেল ব্যবহার করে। উদাহরণ - ওসামা বিন লাদেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ, বন্দর বিন সুলতান, সৌদ আল ফয়সাল ইত্যাদি।

আপনার এ মন্তব্যটাও অত্যন্ত মুল্যবান ও বাস্তব ভিত্তিক। এটাও আমি save করে রাখলাম। সুযোগ পেলে আমি কখনো কখনো ব্যবহার ও করতে পারি।

আপনার পরবর্তি কোন পোষ্টর মধ্যে এ মন্তব্যটা ঢুকিয়ে দিলে নুতন পাঠক বর্গ অনেক বেশী উপকৃত হইবে।

একটা উদাহরণ দেই। দেখবেন উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের নামের আগে প্রায় সবাই মোহাম্মদ টাইটেল লাগায়, এটার মাধ্যমে তারা যে আরবদের দাস সেটাই প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে আপনি আরব দেশের মানুষকে দেখবেন না তারা এ টাইটেল ব্যবহার করে। উদা হরণ- ওসামা বিন লাদেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ, বন্দর বিন সুলতান, সৌদ আল ফয়সাল ইত্যাদি।

সৌদি আরবের দাসত্ব করতে গিয়ে নামের পূর্বে “মোহাম্মদ” ও নামের শেষে “ইসলাম” টাইটেল লাগানোর কি যন্ত্রনা আর কি বিড়ম্বনা তা আর কেউ টের না পেলেও অন্ততঃ আমরা এখানে (নিউ

ইয়র্কে)হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছি। অসংখ্য উদাহরন থাকলেও আমার ক্ষুদ্র জানার মধ্যে মাত্র ২টা উদাহরন দেখুন।

১। আমার একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় নাম "মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম" সময় মত ও নিয়ম মাফিক citizenship এর আবেদন করেন। তিনি বড় একটি construction কোম্পানীর Architect cosultant ইঞ্জিনীয়ার ও আরো কিছু বড় সংস্থার part time cosaltant.তার citizenship পরীক্ষার তারিখ ও এসে গেল। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা না লয়ে ফেরত দিল। Immigration departmentment বল্ল আপনার নাম টি FBI এর তদন্তে রয়েছে। FBI এর তালিকায় এই নামে বেশ কিছু সন্ত্রাসী রয়েছে।তারা তদন্ত করিতেছে। তাদের তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমরা আপনার পরীক্ষা লইতে পারতেছিনা। প্রায় ৬/৭ বৎসর ভোগান্তির পর তদন্ত শেষে তার পরীক্ষা লয় ও CITIZENSHIP পায়।
2। আমার আর একজন আত্মীয় একটি ইহুদী মালিকানাধীন একটি গাড়ীর কোম্পানীতে SALE REPRESENTATIVE হিসাবে অনেক বড় দায়িত্বে ও উচ্চ মূল্যে চাকুরী করতেন।
এখানে বেশীর ভাগ খরিদ্দার ছিল ইহুদী।
আমার এই আত্মীয় খুব ভালই কাটাচ্ছিলেন।
এর পরই আমরা আক্রান্ত হয়ে গেলাম আমাদেরই শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানদের বিশ্ব কাপানো আত্মঘাতি জিহাদী/শহিদী হামলা ৯/১১ দ্বারা। আর সারা বিশ্বের মসজিদের ইমাম গন ও সারা বিশ্বের আলেমগন এবং এমনকি এখানকার মসজিদের ইমাম গন ও যাদেরকে খোদ অ্যামিকাই RELIGEOUS VIAS এর মাধ্যমে এখানে এনে বেচে থাকার উপায় করে দিয়েছে, সমস্বরে আওয়াজ তুলিল,লাদেন সাহেব ঠিক কাজই করেছেন,তিনি যা কিছু করতেছন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই করতেছেন। কত বড় নিমক-হারাম হলে এখানকার খেয়ে এখনকারই ধংস কামনা করতে পারে তা আমি আজও হিসাব করে বের করতে পারিলামনা।
এর পর আমার সেই আত্মীয়ের সংগে একদিন তার বাসায় কথা হলে তিনি বল্লেন তার সেই সুন্দর চাকুরীটা আর নাই।
কারন গাড়ীর খরিদ্দাররা মালিকের কাছে আপত্তি দিয়েছে যে এই "মোহাম্মদ ইসলাম" নামে লোকটি এখানে থকিলে আমরা আর কখনোই এখানে আসিবনা।
এরপর তিনি বেশ কিছু ছোট খাট ব্যবসা করার উদ্দ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্য স্টেটে গিয়েও জীবিকা নির্বাহের ও চেষ্টা করেছিলেন।কিন্তু ৯/১১ এর কারনে ইতি মধ্যেই অ্যামেরিকায় মারাত্মক আর্থিক মন্দা আসার কারনে বড় বড় দীর্ঘদিনের পুরান হাজার হাজার ব্যবসায়িক পতিষ্ঠান যেখানে একের র এক লে-অফ ঘোষনা করতেছে ,সেখানে একটা ছোট খাট নূতন ব্যবসা আরম্ভ করে চালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসমভব।
এরপর হতে তার সংগে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ধরে নিতে পারেন, এধরনের ঘটনা এখানে হাজার হাজার রয়েছে এবং অনবরতঃ ঘটতেছে।

আসা করি আমি কিছুটা হলে ও বুঝাতে পেরেছি “মোহম্মদ” ও “ইসলাম” দ্বারা
আমরা কি পরিমান লাভবান হয়েছি এবং হইতেছি। আমরা বোধ হয় “মোহাম্মদ” ও “ইসলাম” এর শিকারে পরিনত হয়েছি। এ দুখঃ কারো কাছে বলার মত নয়।
ধন্যবাদ

14. 14

Triple A

ডিসেম্বর ৩০, ২০১১ সময়: ১০:৩০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কি আর বলব, এককথায় ভয়াবহ।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=22867

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-৯

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪১৮ (ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু: কোরআন এবং আগের কিতাবের গড়মিল]

কোরানে বাইবেলের অনেক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়।সেটাই স্বাভাবিক কারন ইসলাম দাবী করে ধারাবাহিকতার সূত্রে সে সর্বশেষ ধর্ম।আর তাই ইসলাম ধর্মের মধ্যে পূর্বোক্ত ধর্ম যেমন ইহুদি ও খৃষ্টান এগুলোর নানান কাহিনীর উল্লেখ থাকবে। তবে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে বহু গরমিলও লক্ষ্যনীয়। দেখা যায়, বাইবেলে যেভাবে কাহিনীটা আছে কোরানে আছে ভিন্নরকম ভাবে।এমতাবস্থায় কার কাহিনী সঠিক? বাইবেলেরটা নাকি কোরানের টা ? এসব বিষয় জানতে গেলে উভয় কিতাব ভালমতো পাঠ করা দরকার। শুধুমাত্র বাইবেল বা কোরান পড়ে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না।এবারে যীশুর মাতা মরিয়ম কে ছিল সে বিষয়ে বাইবেল ও কোরান কি বলে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রথমেই দেখা যাক নিচের আয়াতটি-

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ।হে হারুণ-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। সূরা - মারিয়াম, কোরান, ১৯:২৭-২৮

মুসলমানরা যখন কোরানের এ বক্তব্য নিয়ে খৃষ্টানদের কাছে গেল , তারা তো শুনে তাজ্জব বনে গেল, কারন যীশু খৃষ্টেরও প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মূসা ও তার ভাই হারুন দুনিয়াতে ছিলেন। সেই হারুন তথা মূসার বোন মরিয়ম কিভাবে যীশুর জন্ম দেয় ? কারও বোনকে বংশধারা হিসাবে উল্লেখ করার রেওয়াজ তখন ছিল না, তারা সেটা জানতও না। এমন কি আজকের দিনেও কেউ সেটা করে না। তাই তারা মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করল - মূসা বা হারুন নবীর বোন মরিয়ম যীশু খৃষ্টের জন্ম দিয়েছে, এটা কিভাবে সম্ভব? যে মুসলমানরা খৃষ্টানদের কাছে এ বানী নিয়ে গেছিল তারাও বিষয়টা জানত না, কারন তারা মোহাম্মদ যা বলতেন তাই চোখ বুজে বিশ্বাস করত কোন রকম প্রশ্ন করা ছাড়াই।তারা ইব্রাহিম, মূসা , ঈশা এসব নবীর অত ধার ধারত না, মোহাম্মদ যা বলতেন সেটাই তাদের কাছে ছিল চুড়ান্ত।তাছাড়া তাদের পূর্ব ধর্ম পৌত্তলিক হওয়ায় তারা অত সব নবীদের কাহিনী জানতও না।যীশু মরিয়মের ছেলে নাকি মরিয়ম যীশুর মেয়ে এতসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও তাদের ছিল না। তাই তারা মোহাম্মদের কাছে গিয়ে ব্যপারটা জানতে চাইল, প্রত্যুত্তরে মোহাম্মদ যা বললেন তা দেয়া আছে নিম্ন হাদিসে-

মুগিরা বিন শুবা বর্ণিত, যখন আমি খৃষ্টান অধ্যুষিত নাজরানে আসলাম , খৃষ্টানরা আমাকে জিজ্ঞেস করল-" তোমরা কোরানে ' হারুনের ভগিনী' পড় কিভাবে যেখানে মুসা যীশু খৃষ্টের চেয়ে বহু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?" যখন আমি আল্লার রসুলের নিকট ফিরে গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি উত্তর দিলেন-অতীতে মানুষদেরকে তাদের বংশের নবী বা পরহেজগার মানুষ , যারা

অনেক আগেই মারা গেছেন, তাদের নামের সাথে এভাবে ডাকা হতো। সহি মুসলিম , বই-২৫, হাদিস-৫৩২৬ বুখারী, মুসলিম হাদিস, আবু দাউদ হাদিস।
মোহাম্মদের কথা কিন্তু ঠিক, কিন্তু সেটা কোন ক্ষেত্রে ঠিক? মোহাম্মদের বক্তব্য হলো- এটা হলো একটা উপমা, যেমন, গোটা মানব জাতিকে বলা হয়- আদমের সন্তান,ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদেরকে বলা হয়- ইব্রাহীমের সন্তান, শুধুমাত্র ইহুদীদেরকে বলা হয়- ইয়াকুবের সন্তান ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইংরেজীতে এটা হলো- sons of Abraham , sons of Adam, Sons of Jacob -এরকম। এটা ধর্মীয় কিতাবগুলিতে প্রচলিত একটা উপমা, যা নিয়ে প্রশ্ন করার কিছু নেই।
মোহাম্মদের যুক্তি- মরিয়ম ঠিক তেমনিভাবে মূসা বা হারুনের বংশীয় ভগিনী , আপন ভগিনী নয়। আর ঠিক এই শেষেরটাই হলো মোহাম্মদের নিজের তৈরী তত্ত্ব।অথচ উক্ত ১৯: ২৭-২৮ আয়াত পড়লে কিন্তু বোঝাও যায় না যে এটা বংশগতির বোন বুঝায়। ভাল করে খেয়াল করতে হবে কি বলছে -

হে হারূণ-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী।
এখানে হারুন ভগিনী বলতে যদি হারুন বা মূসার বংশগতির বোন বুঝায়, তোমার পিতা বা তোমার মাতা বলতে কাকে বুঝাবে ? নিজের পিতা/মাতা নাকি পূর্বপিতা/পূর্বমাতা ? এ ধরণের বাক্যে কোন অংশ বংশগতির সম্পর্ক বুঝাবে আর কোন অংশ তা বুঝাবে না , তা কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে? উক্ত আয়াত পড়লে বংশগতির বোন না বুঝিয়ে বরং হারুনের আপন বোনই বেশী করে বুঝায়।কিন্তু আসলে এভাবে কারও ভগিনীকে উল্লেখ করে কোন বংশধারা প্রকাশের রীতি সেসময় ছিল না বা আজকেও নেই।যাহোক, ওল্ড টেষ্টামেন্ট থেকে জানা যায়, হারুণের মরিয়ম নামের একটা বোন ছিল, যেমন-

তারপর হারুনের বোন মরিয়ম, মহিলা ভাববাদিনী, হাতে একটা খঞ্জনী তুলে নিল। মরি য়ম ও তার সঙ্গিনী নারীরা নাচতে ও গাইতে শুরু করল।ওল্ড টেষ্টামেন্ট, এক্সোডাস, অধ্যায়-১৫, বাক্য-২০
উক্ত হাদিসের সূত্র ধরে ইসলামি পন্ডিতদের বক্তব্য , হারুনের বোনকে কোরানে উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কিতাবগুলোকে কখনো এভাবে কারও বোন উল্লেখ করে বংশধারার পরিচয় দেয়ার রেওয়াজ নেই আর সেটা যুক্তি সঙ্গতও নয়।এ ধরনের আর কোন নজীরও কোরান বা বাইবেলে নেই। এটা সম্পূর্নই মোহাম্মদের নিজস্ব আবিষ্কার, বা অন্য কথায়, বর্তমানকার ইসলামি পন্ডিতদের আবিষ্কার। বংশ ধারার পরিচয় তুলে ধরা হয় , আগে যেমন বলা হয়েছে- আদমের সন্তান/বংশধর/কন্যারা, ইব্রাহিমের সন্তান/বংশধর/কন্যারা, দাউদের সন্তান/বংশধর/কন্যারা এভাবে, ইব্রাহিমের বোন, মূসার বোন, দাউদের বোন এরকম ভাবে নয়, আর এ ভাবে বংশধারা পরিচয়ের রীতি সেখানে ছিলও না।যেমন কোরানেই তা বলা হয়েছে-

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। কোরান, ৩:৩৩
আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন-হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তো মরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই।কোরান , ৭:৬৫

তেমনি ভাবে মরিয়মকে যদি এভাবে সম্বোধন করা হতো- **হে এমরানের কন্যা**,তাহলেও কিন্তু এ প্রশ্ন উঠত না।ধরে নেয়া হতো,মরিয়ম এমরানের সরাসরি কন্যা নয় বরং তার বংশজাত কন্যা। সুতরাং যীশুর মাতা মরিয়মকে **হারুন ভগিনী** বলে সম্বোধন করাতে মনে হচ্ছে- মোহাম্মদ মূসা নবী বা হারুনের সরাসরি বোনকেই যীশুর জন্মদাত্রী মনে করেছেন। এতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে তিনি পূর্বেকার নবীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন কি না।নাকি খৃষ্টান ও ইহুদি দের কাছ থেকে তাদের বাইবেলের কাহিনী শুনে তার উপর ভিত্তি করে পরে নিজের মনের মত করে একটা কাহিনী রচনা করে তা আল্লাহর বানী হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন? কারন দেখা যাচ্ছে-বাইবেলে যে সব চরিত্র আছে, সেই চরিত্রগুলো উল্লেখ করতে যেয়ে ধারাবাহিকতা সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।এই মরিয়মকেই কোরানে অন্য একটা আয়াতে এমরান কন্যা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, যেমন-

আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বানী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন। সূরা আত -তাহরীম,৬৬:১২

এখানে মরিয়মকে **এমরান কন্যা** বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, এ ধরণের বর্ননায় বংশজাত বিষয়টি সঠিক অর্থ প্রকাশ করে না।উক্ত আয়াত পড়লে বোঝা যায়, এমরানের বাস্তব কন্যাই হলো মরিয়ম যার গর্ভে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিল।কুমারী মাতার গর্ভে বাচ্চা এসেছে বলে মরিয়ম অসতী হয়ে যায় নি, এটারই সত্যায়ন করা হচ্ছে উক্ত আয়াতে। বলা বাহুল্য, মূসা, হারুন ও মরিয়মের পিতার নাম ছিল এমরান। অথচ হারুন বা মূসার বোন মরিয়ম যীশুর মাতা হতে পারে না।এ মরিয়মকে আমরা আরও পাই নিচের আয়াতগুলোতেও-

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। কোরান, ৩:৩৩

যারা বংশধর ছিলেন পরস্পরের। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। কোরান, ৩:৩৪

এমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও , নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। কোরান, ৩:৩৫

অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। কোরান, ৩:৩৬

অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।" কোরান, ৩:৩৭

উপরের ৩:৩৫-৩৬ আয়াতে বলছে এমরানের স্ত্রীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল তার নাম মরিয়ম। অর্থাৎ এ আয়াতও বলছে মরিয়ম এমরানের কন্যা। আর বলা বাহুল্য, উক্ত ৩:৩৫ আয়াতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত যে- এ মরিয়ম বাস্তবিকই ইমরানের কন্যা, বংশগত কন্যা নয়।আবার এ মরিয়মই যীশুর মাতা কারন এর পরেই ৩:৩৬-৩৭ আয়াতে বলা হচ্ছে এ মরিয়মকে ইহুদীদের

উপাসনালয়ে উৎসর্গ করা হয়েছে যা যীশুর মাতা মরিয়মকে করা হয়েছিল।এ মরিয়মই যে যীশুর মাতা তা পরের আয়াতগুলোতেই বোঝা যাচ্ছে-

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন , যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। কোরান, সূরা ইমরান, ০৩: ৪৫
যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কোরান, সূরা ইমরান, ০৩: ৪৬
তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। কোরান, সূরা ইমরান, ০৩: ৪৭
দেখা যাচ্ছে-১৯:২৭-২৮ আয়াত মরিয়মকে **হারুন-ভগিনী**,৬৬:১২ আয়াত মরিয়মকে **এমরান কন্যা**, ৩:৩৬ **এমরান কন্যা** বলছে বার বার , অন্যদিকে মূসা, হারুন ও মরিয়মের পিতার নাম ছিল এমরান যা জানা যাচ্ছে ওল্ড টেষ্টামেন্ট থেকে-
আম্রাম ১৩৭ বছর বেঁচে ছিল। আম্রম তার আপন পিসি জোকেবদকে বিয়ে করেছিল।আম্রম ও জোকেবদের দুই সন্তান হলো যথাক্রমে- হারোন ও মোশি।ওল্ড টেষ্টামেন্ট, এক্সোডাস, ৬:২০
এবং উক্ত মরিয়মই যীশুর জন্মদাতা যা জানা যাচ্ছে ৩:৩৫-৩৬ ও ৪৫ থেকে। এখন প্রশ্ন হলো যে মরিয়ম যীশুরও প্রায় ১৫০০ বছর আগে দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিল সে কিভাবে যীশুর মাতা হতে পারে ?নাকি অন্য এক মরিয়ম ছিল যে যীশুকে জন্ম দিয়েছিল? কিন্তু কিছুই তো কোরান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পরিষ্কার করে বোঝার উপায় কি ?

এখানে খেয়াল করতে হবে এর ঠিক আগের আয়াত ৩:৩৩-৩৪ বলছে আল্লাহ কতিপয় ব্যক্তিকে তার মনোনীত নির্বাচন করেছেন, তারা হলো- আদম, নূহ, ইব্রাহীম ও এমরান।দেখা যাচ্ছে-এ তালিকা থেকে অদ্ভুত ও বিস্ময়করভাবে বাদ পড়েছে-কোরানে সবচেয়ে বেশী বার উচ্চারিত ও বিপুল সম্মানের অধিকারী মূসার কথা, ঠিক একই ভাবে বাদ পড়েছে যীশুর কথা।অথচ ঢুকে প ড়েছে এমরান নামের কোন এক অজানা অচেনা লোকের কথা যে আসলে নবীও না। বস্তুত ইব্রাহিম, মূসা ও যীশুর পূর্বপিতা হলেও মর্যাদা, সম্মান ও প্রভাবের দিক দিয়ে এরা আদম ও নূহ নবী তো বটেই , ইব্রাহিমের চাইতেও অনেক বেশী।এছাড়াও দেখা যাচ্ছে- ইসরাইল জাতির পত্তনকারী নবী ইয়াকুবের নামও এখানে নেয়া হয়নি।এখন কোরানে আল্লাহ তার মনোনীত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করছে অথচ তার সবচাইতে বেশী সম্মানিত ও প্রভাবশালী মনোনীত ব্যক্তিদের নাম নিচ্ছে না, এটা বেশ বিস্ময়কর ও কৌতুহলোদ্দীপক।এর সমাধান একটাই হতে পারে , তা হলো যেহেতু এমরানের নাম উল্লেখ করে আল্লাহ বলছে- এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন-তার মানে মূসা,হারুন ও যীশুর মাতা মরিয়ম এদের সরাসরি বাস্তব পিতা হলো এমরান, ঠিক একারনে মূসা ও যীশুর নাম উল্লেখ না করে এমরানের খান্দান শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে। নইলে এমরান তেমন কোন সুপরিচিত , প্রভাবশালী ব্যক্তি নয় বা নয় কোন নবী যে তার নাম আদম, ইব্রাহিম ও নুহ নবীর সাথে এক কাতারে উচ্চারণ করতে হবে।তার নাম উল্লেখের একমাত্র কারন হতে পারে যে তার সন্তানরা সুবিখ্যাত হয়েছিল। খেয়াল করতে হবে , ইব্রাহিম, নূহ এদের নাম উল্লেখ না করে তাদের পিতাদের নামও এখানে উল্লেখ করতে পারত । যেমন,

আল্লাহ বলতে পারত- আমি আজরের বংশকে মনোনিত করেছি।কারন আজরের পূত্র ইব্রাহীম থেকেই শুরু হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। কিন্তু সেটা করা হয় নি।

মরিয়ম সম্পর্কিত সম্পূর্ন রহস্য ভেদ করতে চাইলে - দেখুন ও পড়ুন।http://
এসব সমস্যাকে কয়েক ভাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে-

এক. পুরো বাইবেল কিতাবই বিকৃত ও ভুয়া , তাই কোরানের সাথে এর মিল নেই, কারন কোরান একমাত্র সত্য গ্রন্থ।
দুই.বাইবেলের কাহিনী মোহাম্মদ শুধু শুনে তার ওপর ভিত্তি করে কোরান রচনা করেছেন , পুরো কাহিনীর মর্মার্থ তিনি মুখস্ত বা অনুধাবণ করে কোরান রচনা করেন নি।যে কারনে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বা আন্ত: সম্পর্কের ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে গেছে।
তিন. কোরান এমন এক গ্রন্থ যা পড়ে বোঝা যায় না।
এক নম্বর পয়েন্টটা নিয়ে আলোচনা করলে প্রশ্ন উঠবে- ইহুদী বা খৃষ্টানরা যীশুর মাতা মরিয়মের পিতা কে ছিল বা হারুনের বোন মরিয়ম কে ছিল সেটা নিয়ে কেন বিভ্রান্তি ছড়াবে, তাতে তো তাদের কোন লাভ আছে বলে তো মনে হয় না।একমাত্র সেই তথ্যই তারা বিকৃত করতে পারে যাতে ভবিষ্যদ্বানী করা আছে এই বলে যে - মোহাম্মদ বলে এক লোক সর্বশেষ নবী হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করবে। এছাড়া অন্য আর তেমন কোন তথ্য বিকৃত করার কোন দরকার আছে বলে তো মনে হয় না , যুক্তি সঙ্গতও না।তাছাড়া যা দেখা যায়, মোহাম্মদেরও জন্মের বহু বছর আগেই বাইবেল আজকের আকারে সংকলিত হয়। তাই কিভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব সুদুর অতীতকালে সেই সেই পয়েন্টগুলো মুছে দিয়ে নতুন বিকৃত তথ্য লিখে রাখা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে বহু বছর পর ভবিষ্যতে মোহাম্মদ নামক এক লোক ঝামেলা পাকাবে?

দুই নম্বর পয়েন্ট নিয়ে বলা যায়- খৃষ্টান ও ইহুদিরা মোহাম্মদের ভবিষ্যত আগমনের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে অতীতকালে বাইবেলের সবকিছু যদি পাল্টে না ফেলে থাকে , তাহলে কি বলা যায় না মোহাম্মদ সত্যি সত্যি বাইবেলের মত অত বড় একটা কিতাবের গল্প বা কাহিনীগুলো শুধুমাত্র শুনে মনে রাখতে পারেন নি? যে কারনে তিনি তার কোরানে সঠিকভাবে সেসব কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন?

তিন নম্বর পয়েন্ট হতে পারে সবচাইতে সঠিক উত্তর। হয়ত আমরা কোরান পড়ে বুঝ তে পারছি না। কিন্তু তাহলে তো গুরুতর একটা সমস্যার উদয় ঘটে। যা পড়ে আমরা বুঝতে পারি না , আল্লাহ কেন তা আমাদের জন্য পাঠাবেন? আবার একই সাথে বলবে- এটা অনুযায়ী চলতে না পারলে জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে মারবে, এটা কেমন কথা ?

এখানে আরও একটা দারুন স্ববিরোধীতার আভাস পাওয়া যায়। নিচের আয়াত -

আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। কোরান, ১৯:৩৩
এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে।কোরান, ১৯:৩৪
এখানে কোরানে যীশু নিজেই বলছে- সে জন্ম গ্রহণ করেছে, একদিন মৃত্যু বরণ করবে ও আর একদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।কিন্তু ইসলামী বিশ্বাস হলো - যীশু মৃত্যুবরণ করে নি, তাকে আল্লাহ জীবন্ত বেহেস্তে তুলে নিয়ে গেছে , বর্তমানে সেখানেই আছে, কেয়ামতের আগে পূনরায় দুনিয়ায় আসবে(এটাকেই পুনরুজ্জীবন বলে)। আল্লাহ আসলে যীশুকে কি করেছে তা জানা যাবে এ আয়াতে-

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি।কোরান, ৪: ১৫৭
বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।কোরান, ৪: ১৫৮
এখানে দেখা যাচ্ছে, কোরানে আল্লাহ নিজেই বলছে যীশুকে সে নিজের কাছে বেহেস্তে তুলে নিয়ে গেছে।যীশুকে যে কেউ হত্যা করেনি তারও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে এখানে। যীশুকে যদি জ্যন্ত বেহেস্তে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, যখন পূনরায় দুনিয়াতে ফেরত আসবে সেটা তো তার পুনরুজ্জীবন হবে না, তাকে বড়জোর পূনরাগমন বলা যেতে পারে।পূনরুজ্জীবন ও পূনরাগমন দুই এর মধ্যে আকাশ ও পাতাল তফাৎ। প্রশ্ন হলো কোনটা সত্য?-১৯:৩৩ অনুযায়ী,যীশু মারা গেছে নাকি ৪:১৫৮ অনুযায়ী মারা যায় নাই?
এসব থেকে কি বোঝা যায় না যে- বাইবেল ও যীশু সম্পর্কে পরিপূর্ন তথ্য না জানার কারনে এসব ভ্রান্তি ঘটেছে?

মন্তব্যসমূহ

1. বেশ অনেক দিন পর এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন–খুব ভাল হয়েছে।

এই ব্যাপারে অনেক মন্তব্য আগে করা হয়েছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে নবী বাইবেল অথবা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বাইবেল সম্পর্কে তিনি জান তে পারেন মক্কায় নিবাসি এক খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীর কাছে। সেই ব্যবসায়ীও আবার বাইবেলের ঘটনা ভালোমত জানত না, নিজের মনগড়া কল্পনায় বাইবেলের ঘটনা নবীকে শুনিয়ে দিতেন। আর নবী তা যতটুকু পারতেন মনে রাখতেন। এরপর স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে লেখক দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। এই ব্যাপারে হাদিস দেখা যেতে পারে।

কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে কী পরিমাণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনি লিখা হয়েছিল।

আর নবী জরথুস্ট্র বা মাজ্যানদের গল্প কথা শুনেছিলেন সালমান ফারিসির কাছ থেকে। সে জেন্দ অভেস্তার কিছু গালগল্প নবিজিকে শোনাত। তার কাছ থেকেই নবী স্বর্গ এবং নরকের বর্ণনা জানতে পারেন। কারণ বাইবেলে কোথাও স্বর্গ অথবা নরকের বিষদ বর্ণনা নেই।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১২:৪৮ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,
তবে ইদানিং একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, যারা ইসলাম প্রচার করে, তাদের কাছে কোরান কিভাবে সংরক্ষন করা হয়েছিল, হাদিসের বিভিন্ন বিষয় যেমন- রাতের বেলা সূর্যের আল্লাহর কাছে গিয়ে উদয় হওয়ার প্রার্থনা করা, মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বানিজ্য কাফেলার ওপর মোহাম্মদের আক্রমন- এসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা বেশ ইত:স্তত বোধ করে, সঠিক জবাব দিতে পারে না, ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলে। বোঝা যায় তারা নিজেরা বিপদে পড়ে গেছে। তারা কোন যুক্তি খুজে পায় না। তখন বলা শুরু করে- ইসলাম হলো বিশ্বাসের বিষয় এসব হাবি জাবি। এরপর যদি জিজ্ঞেস করা হয়- বিশ্বাসের বিষয় হলে কোরানের মধ্যে বিজ্ঞান আবিস্কার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে কেন, তখন একেবারে চুপ। মোট কথা বোঝা যাচ্ছে যে - তারা বুঝতে পারছে, পাবলিক আগের চাইতে একটু খোজ খবর নেয়া শুরু করেছে, আর তাতে তাদের বিপদ বাড়ছে। তবে তাদের প্রশ্ন করলেই সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বলে তা হলো- কোন ইসলাম বিরোধী সাইটে গিয়ে যেন আমরা বাজে জিনিস না শিখি। তখন যদি বলা হয়- কোরান হাদিস পড়েই আমরা নানা রকম প্রশ্ন করছি, তখন আবার চুপ। বোঝা যাচ্ছে পরিবর্তনের ঢেউ আস্তে আস্তে হলেও লেগেছে।

কেয়া রোজারিও এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১:৩০ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বাইবেলে কোথাও স্বর্গ বা নরকের বিষদ বর্ণনা নেই?

আকাশ মালিক এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ৭:৫৫ অপরাহ্ণ
@কেয়া রোজারিও,

বাইবেলে কোথাও স্বর্গ বা নরকের **বিষদ** বর্ণনা নেই?

বিষদ শব্দটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। বিষদ বর্ণনা দিয়ে এবার আপনি একটু সাহায্য করুন। বাইবেলের বেহেস্ত বলতে যা পেলাম, তা ঐ ট্রিনিটির (পিতা-পুত্র-রুহের) মিলন মেলা ছাড়া আর কিছু মনে হলোনা। পক্ষান্তরে কোরানে মুহাম্মদের বর্ণীত বেহেস্ত আক্ষরিক অর্থেই , বিকৃত যৌনবৃত্তি, ফান্টাসি কামপ্রবৃত্তি চর্চার এক বিশাল প্রমোদাগার , বিলাসবহুল এক বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছু মনে হয়না।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ৪:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,
এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পশ্ন ছিল বাইবেলে বেহেশত সম্পর্কে কিরুপ বিশদ বর্ণনা আছে।
তাহলে আর একটু জানাতে পারবেন ,বাইবেলে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করার বিবরন,ও কেয়ামতের মাঠের প্রচন্ড সূর্য তাপে কঠোর বিচারের বিবরণ ?
ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১১:৫৪ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বোঝা যায় তারা নিজেরা বিপদে পড়ে গেছে।

সে কি আর বলতে? ছাপানোর প্রযুক্তি যেমন খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব মন্থর করে দিয়েছিল , তেমনি ইন্টারনেট ইসলামের বিষ দাঁত ভেঙে দিবে। এই প্রযুক্তির কারণেই বুপুল জনসধারণ দেখতে পাচ্ছে ইসলামের নগ্ন রূপ।

মোট কথা বোঝা যাচ্ছে যে - তারা বুঝতে পারছে, পাবলিক আগের চাইতে একটু খোজ খবর নেয়া শুরু করেছে, আর তাতে তাদের বিপদ বাড়ছে।

এ সব সম্ভব হয়েছে আপনাদের মত শক্ত এবং জ্ঞানী লেখকদের জন্যই। আরো একশত বাঙালি লেখক ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত করুক—দেখবেন বাঙালির মানসিকতায় এক বিশাল নিরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে-বাঙালি মুসলিমরা ইসলাম নামক সংক্রামক ব্যধি (ভাইরাস) থেকে ছাড় পেতে শুরু করেছে।

কিন্তু এই নিরব বিপ্লব হয়ত আমাদের জিবদ্দশায় দেখে যেতে পারব না। তথাপি আপনারাই রয়ে যাবেন এই বিপ্লবের পথিকৃত।

সুমন চৌধুরী এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ২:৫০ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম, ভাইয়া নিরাশ হবেন না , সত্য এক দিন জেগে উঠবে। আমরা একযোগে কাজ করব।

2. 2
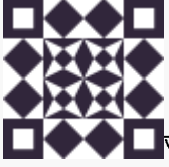
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ সময়: ৩:০০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

কেবল মাত্র একবার দেখলাম। আরো ভালো করে দেখতে হবে।

কিছু সাধারন প্রশ্ন উঠে। যদি কিছু মনে না করেন।

১। কোরান মানব সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই বেহেশতে লিখা ছিল।আদম বেহেশতে থাকা কালীন আল্লাহ পাক আদমকে এই পৃথিবীতে বসবাসোপগী করে তোলার জন্য অনেক কিছুই তো শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহলে এটা আরো ভালো ব্যবস্থা হইতোনা যে আদম কে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় হাতে কোরানটাকে দিয়ে বলে দেওয়া যে এইটাই তোমার ও তোমাদের কেয়ামত পর্যন্ত বংশধরদের একমাত্র চিরস্থায়ী শান্তির বিধান। এটা তোমার বংশধরদের মধ্য হতে যারা মানবে তারা তুমি যেরুপ বেহশতে বসবাস করে গেলে ওখানেই তাদের বাসস্থান হইবে,এবং যারা না মানবে তাদের নরকের আগুনে চিরকাল পুড়তে হবে।
তাহলে তো আর কোন সমস্যাই থাকিতনা।

তাহলে এত নবীর ও দরকার হইতোনা,আর এত কিতাবের ও দরকার হইতোনা।

২। যে সমস্ত কিতাব পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ন হয়েছিল ,সেগুলী কি আল্লাহর দেওয়া কিতাব ছিলনা? আল্লহর দেওয়া কিতাব মানুষে কি করে ইচ্ছামত পরিবর্তন করে লইতে পারে ? আল্লাহর চাইতে কি মানুষের ক্ষমতা বেশী হয়ে গেল ? এটাও কি বিশ্বাষ করতে হবে?

তাহলে এটাওবা কি করে মানুষেরা বিশ্বাষ করতে পারে যে , এই কোরান ও মানুষের দ্বারা পরবর্তিত হয় নাই?

এই অজ্ঞকে একটু জ্ব্যান বিতরন করিলে কৃতজ্ঞ হইব।
ভাল থাকুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১২:৫৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

২। যে সমস্ত কিতাব পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ন হয়েছিল ,সেগুলী কি আল্লাহর দেওয়া কিতাব ছিলনা? আল্লহর দেওয়া কিতাব মানুষে কি করে ইচ্ছামত পরিবর্তন করে লইতে পারে ? আল্লাহর চাইতে কি মানুষের ক্ষমতা বেশী হয়ে গেল ? এটাও কি বিশ্বাষ করতে হবে?

আপনি যে মসজিদে নামাজ পড়তে যান ওখানে হুজুরকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করে দেখেন তো কি উত্তর দেয়।

তাহলে এটাওবা কি করে মানুষেরা বিশ্বাষ করতে পারে যে , এই কোরান ও মানুষের দ্বারা পরবর্তিত হয় নাই?

কোরান যে আসলেই ব্যপক ভাবে পরিবর্তন হয়েছে এমন কি অনেক আয়াত বাদ পড়েছে বা নতুন বানানো আয়াত যোগ করা হয়েছে , সেটা তো আপনি এ মুক্তমনাতেই নানা নিবন্ধে তথ্য প্রমান সহ দেখেছেন। ওরা তোতা পাখির মত যে জিনিসটি আওড়ায় তা হলো- কোরান ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত। কিন্তু তারা বলে না ১৪০০ বছর আগে সে কোরান কিভাবে সংকলিত হয়েছিল, বিশুদ্ধ নাকি গোজামিল দিয়ে? সাধারণ পাবলিক কিন্তু অত শত জানতে চায় না, তারা ঐ ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত- এটুকু শুনেই বিস্মিত হয়ে যায়। আপনি যে কোন মৌলভিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন তারা বলবে- ১৪০০ বছর আগে শত শত কোরানে হাফেজ ছিল যাদের কাছ থেকে শুনে কোরান সংকলিত

হয়েছে, কিন্তু তখন সম্পূর্ন একটা কিতাব আজকের মত না থাকাতে, সবার কাছে কোরানের সব আয়াত লেখা না থাকায়, কিভাবে শত শত হাফেজ থাকতে পারে তা তাদের মাথায় আসে না।তারা আসলে বুঝতেই পারে না যে আজকের মত সুন্দর একটা কোরান তখন প্রতিটি বাড়ীতে সাজানো ছিল না। এটা তারা জানার দরকারও মনে করে না।

3. 3
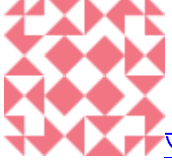
আস্তরিন

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ সময়: ৩:৪৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

হায় হায় !!! একি শুনি এতো দেখি মাথা পাগল করা অবস্থা ,বেয়াদব পোলা কই ?

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ১১:৩১ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

> এতো দেখি মাথা পাগল করা অবস্থা ,বেয়াদব পোলা কই ?

বেয়াদব পোলাকে এখন পাওয়া নাও যেতে পারে। উনি হয়ত ব্যস্ত আছেন এ সমস্যাকে কিভাবে গোজামিল দিয়ে ব্যখ্যা করা যায় এ চিন্তা ভাবনায়। হয়ত কোরান হাদিস ও অন্যান্য কিতাব ঘেটে দেখছেন কি করা যায়। আমি তো আবার লেখার সময় খেয়াল রাখি লেখায় যেন বেশী কোন ফাক না থাকে।

4. 4
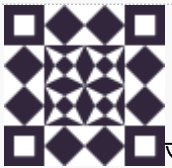
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ সময়: ৬:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

আপনারই প্রবন্ধ হতে'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বানী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন। সূরা আত -তাহরীম,৬৬:১২

আরবী বাক্যাংশটা فَنَفَخْنَا فِيهِ এখানে ফানাফকনা "ফীহি" স্থলে আরবী ব্যকরনের নিয়মাবলী অনুসারে "ফীহা" হওয়া যথাযথ নয় কী ? "হি" সর্বনামটি পুং লিঙ্গ বিশেষ্যের জ ন্য এবং "হা" সর্বনামটি স্ত্রী লিংগ বিশেষ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে এই সর্বনামটি "মরিয়ম" বিশেষ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। "মরিয়ম"শব্দটি নিশ্চিত ভাবেই স্ত্রী লিংগ,নইলে সে গর্ভবতী হইতে পারিতনা। মরিয়ম এখানে কোনক্রমেই পরুষ ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।
এজন্য এখানে "ফীহি" না হইয়া "ফীহা" হওটা সঠিক ছিল নয় কী?
আমার তো মনে হচ্ছে এ বাক্যটি মারাত্বক ভাবে আরবী ব্যকরন লংঘন করেছে। আল্লাহ পাকের বানী তো মানুষেরা সম্পূর্ণ ব্যকরণ শুদ্ধ আশা করিবে ,কারণ এর উপর তো মানুষদের সম্পূর্ণ জান মাল সমপূর্ণ রুপে সমর্পন করে দিতে হয়। এর উপর ই বে হশত ও দোজখ পাওয়া না পায়া নির্ভর করে। তাই নয়কী?

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১:০১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আরবী বাক্যাংশটা فَنَفَخْنَا فِيهِ এখানে ফানাফকনা "ফীহি" স্থলে আরবী ব্যকরনের নিয়মাবলী অনুসারে "ফীহা" হওয়া যথাযথ নয় কী ? "হি" সর্বনামটি পুং লিঙ্গ বিশেষ্যের জন্য এবং "হা" সর্বনামটি স্ত্রী লিংগ বিশেষ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে এই সর্বনামটি "মরিয়ম" বিশেষ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। "মরিয়ম"শব্দটি নিশ্চিত ভাবেই স্ত্রী লিংগ,নইলে সে গর্ভবতী হইতে পারিতনা। মরিয়ম এখানে কোনক্রমেই পরুষ ব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।
এজন্য এখানে "ফীহি" না হইয়া "ফীহা" হওটা সঠিক ছিল নয় কী?

ভাইজান, এ কি সর্বনাশের বিষয় শুরু করলেন? কোরানে ভুল ধরা? আল্লাহর কিতাবে ভুল ধরা ?আপনার কি জাহান্নামের ভয় নেই ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, আপনি মরার পরই সোজা জাহান্নামে যাবেন, কিয়ামতের বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। ভাইজান, এখনও সময় আছে তওবা করে সোজা মক্কায় গিয়ে হজ্জটা সেরে ঠিক মতো রোজা নামাজ ধরেন। চাইলে আল্লাহ আপনারে মাফ করলে করতেও পারে।

রনবীর সরকার এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ৪:৫২ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
সমস্যা নেই। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল এবং করুনাময়। উনি সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন। আমিন

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ৫:১৮ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আপনার মত আমিও ভাই চাকলাদার সাহেবকে নিয়ে চিন্তিত আছি। উনি যা শুরু করেছেন তাতে উনি যেসব জায়গায় নিয়মিত যাওয়া আসা করেন সেখানেই বিশ্ব কেয়ামতের আগে উনার নিজের কেয়ামত না আবার শুরু হয়ে যায়!

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ১১:২৮ পূর্বাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

> বিশ্ব কেয়ামতের আগে উনার নিজের কেয়ামত না আবার শুরু হয়ে যায়!

হালকা পাতলা কেয়ামত যে ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে যায় নি, তারও বা গ্যারান্টি কি ?

5. 5

গোলাপ

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ সময়: ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এসব সমস্যাকে কয়েক ভাবে ব্যখ্যা করা যেতে পারে-
এক. পুরো বাইবেল কিতাবই বিকৃত ও ভুয়া , তাই কোরানের সাথে এর মিল নেই, কারন কোরান একমাত্র সত্য গ্রন্থ।
দুই.বাইবেলের কাহিনী মোহাম্মদ শুধু শুনে তার ওপর ভিত্তি করে কোরান রচনা করেছেন , পুরো কাহিনীর মর্মার্থ তিনি মুখস্ত বা অনুধাবণ করে কোরান রচনা করেন নি।যে কারনে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বা আন্ত: সম্পর্কের ক্ষেত্রে তালগোল পাকিয়ে গেছে।
তিন. কোরান এমন এক গ্রন্থ যা পড়ে বোঝা যায় না।

আপনার যুক্তি-বিশ্লেষণ অকাট্য।
১ম টি - 'অবাস্তব।
২য় টি- 'খুবই বাস্তব'। ২৫ বছর বয়সে খাদিজাকে বিয়ে করার পর থেকে তার ৪০ বছর বয়স - সুদীর্ঘ নির্ভেজাল (জীবিকার চিন্তা নাই) ১৫ বছর 'ধর্ম শিক্ষা'। খাদিজা ও তার ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল, 'ওকাজ' মেলা ইত্যাদি উৎস থেকেই তার জানার সুযোগ হয়েছিল।
৩য় টি- 'সর্বজনীন বাস্তব'। এক জনের কুরান অনুবাদের সাথে আরেক জনের অনুবাদের পার্থক্য সর্বজনবিদিত।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ at ১:০৮ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

৩য় টি- 'সর্বজনীন বাস্তব'। এক জনের কুরান অনুবাদের সাথে আরেক জনের অনুবাদের পার্থক্য সর্বজনবিদিত।

দারুন বলেছেন। আমি এ ক্ষেত্রে যারা তাদের সুবিধামতো অনুবাদ নিয়ে তর্ক করতে আসে আমি তাদের বলি যে অনুবাদক সোজা জাহান্নামে যাবে - তার এত বড় সাহস সে কোরানের অর্থ পরিবর্তন করে। যেমন উদাহরন - আসাদ বলে একজন আছে যে কোরানের বাক্যকে নিজের মত করে বিজ্ঞানের

বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে মিলে যায় এরকম করে অনুবাদ করেছে। যারা এর অনুবাদ পছন্দ করে তারা এর সাথে জুড়ে দিতে ভোলে না যে -শ্রেষ্ট ফরাসি বিজ্ঞানী (তাদের ভাষায়) মরিস বুকাইলি , মহাশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী(তাদের ভাষায়) ড: কিথ মুর (কানাডা) কোরানের এসব পড়েই সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেছে। এখন এরা যে আসলে বিজ্ঞানী না, একজন সাধারণ ডাক্তার (বুকাইলি) আর একজন ডক্টরেট ডিগ্রী ধারী একজন শিক্ষক মাত্র (মুর) - এদের এসব কে বোঝাবে? তার পরেও এরা যে আসলে ইসলাম গ্রহণ করেনি সেটাও তো এদের বললে বিশ্বাসও করে না, খোজ নিয়ে জানতেও চায় না। সর্বোপরি, এরা সৌদি বাদশার থেকে মিলিয়ন ডলার নিয়ে যে এসব বক্তব্য প্রদান করেছে সেটা শুনে তো এরা ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত মনে করে।

6. 6
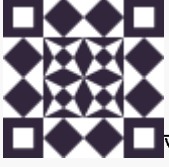
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১২ সময়: ৭:২৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

ভাইজান, এ কি সর্বনাশের বিষয় শুরু করলেন? কোরানে ভুল ধরা? আল্লাহর কিতাবে ভুল ধরা ?আপনার কি জাহান্নামের ভয় নেই ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, আপনি মরার পরই সোজা জাহান্নামে যাবেন, কিয়ামতের বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। ভাইজান, এখনও সময় আছে তওবা করে সোজা মক্কায় গিয়ে হজ্জটা সেরে ঠিক মতো রোজা নামাজ ধরেন। চাইলে আল্লাহ আপনারে মাফ করলে করতেও পারে।

আল্লাহ পাক আমাকে কেন জাহান্নাম দিতে যাবেন? আল্লাহ এতই বোকা? আমারো কথা আছেনা ?আমিতো আল্লাহ পাকের কাছে নালিশ করব,আল্লাহ ,আপনার বানী যাঁরা সঠিক ভাবে সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন,তারা যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন নাই। আল্লাহ ,শাস্তি হলে তো তাদেরই শাস্তি হওয়া উচিৎ। তখন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,তারা কী দায়িত্ব পালন করে নাই আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আল্লাহ কে আমি আঙ্গুলী দিয়ে এক একটা করে সমস্ত ভুল গুলী দেখিয়ে দিবনা ?আল্লাহ পাক সেটা নিজ চোখে দেখে তো অস্বীকার করার কোন পথ ও নাই। যেহেতু আল্লাহ অতিশয় ন্যায় বিচারক,সেহেতু আল্লাহ তখন আমাকে আমার ন্যায্য কাজের ফলাফল হিসাবে অবশ্যই আমাকে বেহেশত দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন ,এবং যারা আল্লাহর বানীকে সাধারন অবুঝ মানুষের কাছে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় পাঠিয়েছেন তাদেরকেই বরং বিচারের কাঠগড়ায় খাড়া করিবেন।

এইটাই ঘটা সঠিক নয় কি? আমি কোন অলেজ্য কথা বলেছি? কোনটা অলেজ্য কথা বল্লাম একটু দেখিয়ে দিন।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ১১:২৬ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার বানী যাঁরা সঠিক ভাবে সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন,তারা যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন নাই।

আসলে দোষটা কিন্তু আবু বকর , ওসমান এদের না। আল্লাহ কিন্তু এদের কাছে কোরান সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয় নাই। কোরানে আল্লাহ তো বলেই দিয়েছে- **আমি কোরানের নাজিলকারী আর আমিই এর সংরক্ষণকারী।** আবু বকর বা ওসমান এরা বরং অনধিকার চর্চা করেছে। আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছে একারনে তারা এখন জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে বলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে।কোরানে এমন ভুল ভ্রান্তি ও গোজামিলের ঘটনার জন্য এক্ষেত্রে আসলে দায়ী কে , সে ব্যপারে আপনাকে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

7. 7
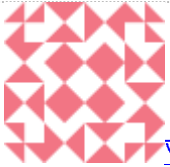
আস্তরিন

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ সময়: ৩:০৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ,
জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্নের যখন কোন সদ্উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না ঠিক তখন মুক্তমনায় আপনাদের লেখা পড়ে জীবনের সব মানেই ধিরে ধিরে খুলে যাচ্ছে ,অনেক ধন্যবাদ । এই লেখায় একটা বিষয় যদি যুক্ত হত মানে মরিয়মের সত্যিকারের মা এবং বাবার নাম কি ছিল বা মরিয়মের আর কোন ভাই বোন ছিল কিনা ? তাহলে লেখাটা যেন আরও সম্পুর্ন হত ,উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ at ১১:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

এই লেখায় একটা বিষয় যদি যুক্ত হত মানে মরিয়মের সত্যিকারের মা এবং বাবার নাম কি ছিল বা মরিয়মের আর কোন ভাই বোন ছিল কিনা ?

এ ব্যপারে ইঞ্জিল কিতাবে পরিষ্কার কোন তথ্য নেই। নানা সূত্রে গবেষণা করে যা খৃষ্টান ধর্মবিদরা বলে তা হলো- সাধু জোয়াখিম ছিল মরিয়মের বাবা, মায়ের নাম ছিল- হান্নাহ। এ ব্যপারে জানতে পারেন- মরিয়মের পিতা-মাতা।, মরিয়মের পিতা-মাতা
কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারন-

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ) নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। কোরান, ৩:৩৩

এ আয়াত দ্বারা কোরান পরিষ্কার করে বুঝাচ্ছে যে ইব্রাহীমের পরে এমরান গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ নির্বাচন করেছে কারন সেই হলো মূসা , হারুন ও মরিয়মের পিতা। যে কারনে মূসার মত মহা প্রভাবশালী নবীর নাম উক্ত আয়াতে গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের তালিকায় উল্লেখ করা হয় নি , হয়েছে তার পিতা এমরানের। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এ এমরানের কন্যা বা মূসার বোন মরিয়মই হলো যীশুর মাতা - এটাই হলো কোরানের ভাষ্য। আর বাইবেলে তো কয়েকবার বলা আছে মূসা ও হারুণের পিতার নাম এমরান , তাদের মরিয়ম বলে একটা বোনও ছিল। মোহাম্মদ এই মরিয়মের সাথে ১৫০০ বছর পরে জন্মানো যীশুর মাতা মরিয়মের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। এটাই ছিল মূলত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন কারন যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা মোহাম্মদকে কোনভাবেই নবী হিসাবে গ্রহণ করেনি , তারা মোহাম্মদকে পরিপূর্ন উন্মাদ সাব্যাস্ত করেছিল। আর বিষয়টা কি সত্যিই তাই হয় না - যদি কোন ব্যক্তি মূসা ও যীশুর মাতা যে একই ব্যক্তি এ ধরণের উদ্ভট ও গাজাখুরি কথা বলে? এসব কারনেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোহাম্মদকে তরবারীর মাধ্যমেই ইসলাম প্রচার করতে হয়। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

8. 8
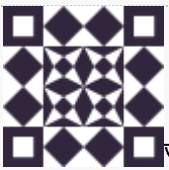
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ সময়: ৯:২৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

আসলে দোষটা কিন্তু আবু বকর , ওসমান এদের না। আল্লাহ কিন্তু এদের কাছে কোরান সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয় নাই। কোরানে আল্লাহ তো বলেই দিয়েছে- আমি কোরানের নাজিলকারী আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। আবু বকর বা ওসমান এরা বরং অনধিকার চর্চা করেছে। আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছে একারনে তারা এখন জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে বলেই বিশ্বাস করা যেতে পারে।কোরানে এমন ভুল ভ্রান্তি ও গোজামিলের ঘটনার জন্য এক্ষেত্রে আসলে দায়ী কে , সে ব্যপারে আপনাকে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কোরান সংকলন কমিটি শুধু ব্যকরন অশুদ্ধ বাক্যই ঢুকিয়ে দেন নাই,স্ববিরোধী বাক্যও ঢুকিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের অসীম মর্যাদারও হানী করছেন। আল্লাহ পাক নিজে একই বিষয়ের উপর ২ রকম বক্তব্য রাখতে যাবেন তা কোন পাগলেও বিশ্বাষ করবে ?

তা হলে দেখুন বংগানুবাদ কোরানটা হতে:

একবার আল্লাহ আগে সৃষ্টি করয়াছেন " পথিবী"কে। আর একবার বলতেছেন আগে সৃষ্টি করিয়াছেন "আছমান"কে।

আল্লাহ পাক এধরনের বিপরীত মুখি কথা নিজ মুখে বলতে যাবেন ?

এটা কোরান সংকলকদের কারসাজী নয়কি?

আয়াতগুলী:

2:29

1

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।

2.

79: 27-30

27

তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের , যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

28

তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

29

তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছে ন।

30

পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১২ at ১০:৪০ পূর্বাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে কোরান সংকলন কমিটি শুধু ব্যকরন অশুদ্ধ বাক্যই ঢুকিয়ে দেন নাই,স্ববিরোধী বাক্যও ঢুকিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের অসীম মর্যাদারও হানী করছেন। আল্লাহ পাক নিজে একই বিষয়ের উপর ২ রকম বক্তব্য রাখতে যাবেন তা কোন পাগলেও বিশ্বাষ করবে ?

এখন তাহলে বুঝুন গত ১৪০০ বছর ধরে কোন কোরান মানুষ পড়ে আসছে। আর এটা এত বছর ধরে কোথাও একটুও পরিবর্তন হয় নি, দুনিয়ার সব যায়গাতে কোরান একই রকম- এ নিয়ে কতই না বাগাড়ম্বর। আপনি যা উল্লেখ করলেন এ ছাড়াও আরও বহু স্ববিরোধী বাক্য আছে। এ নিবন্ধে তো পরিস্কার দেখানো হয়েছে মূসা ও হারুন নবির বোন মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হ য়েছে যা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে কোরান বলছে। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরান আল্লাহর কথা নাকি মোহাম্মদের নিজের কথা !

9. 9

মাহফুজ

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১২ সময়: ৯:৫৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

চমৎকার পর্ব। নিচের লিংক থেকে এসমস্ত বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানা সম্ভব।

http://www.unchangingword.com/bn/index.php

10. 10
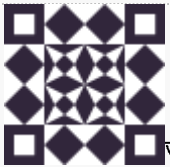
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১২ সময়: ৮:৪১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

আপনি যা উল্লেখ করলেন এ ছাড়াও আরও বহু স্ববিরোধী বাক্য আছে।

কোরান কোন মানুষের বানী নয়।এটা আল্লাহ পাকের নিজের মুখের কথা বার্তা ,ঠিক যেমনটা আমরা একজন আর একজনের সংগে কথা বার্তা বলে মনের ভাবটা প্রকাশ করে থাকি। **একটু চিন্তা করলে ব্যাপারটা অতটা সহজ ব্যাপার নয়।**
পার্থক্য হল মানুষ মাত্রই সর্বক্ষন অপরিসীম দুর্বলতা ও ভুলত্রুটির মধ্যে আবদ্ধ তাই সে যতই গুন সম্পন্ন ব্যক্তি হইক না কেন তার কথা বার্তায় যে কোন সময় কিছু না কিছু ভুল ত্রুটি থাকবেই।

কিন্তু আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ মাত্রায় যে কোন ধরনের দুর্বলতা ও ভুল ত্রুটি হতে মু ক্ত। আর তা না হলে তিনি তো এই মহাবিশ্ব চালাতেও অক্ষম হইয়া পড়িবেন।

অতএব যখনই যে কোনো গ্রন্থকে আল্লাহ পাকের গ্রন্থ বলে দাবী করা হইল তখনই তার উপর স্বাভাবিক ভাবেই এই শর্তটি আরোপিত হয়ে যায় যে এর মধ্যে বিন্দু পরিমান ও যে কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি,স্ববিরোধিতা বা স্বতসিদ্ধ বিজ্ঞান বহির্ভূত কিছুই থাকিবেনা।
সেখানে অসংখ্য ভুলত্রুটি পাওয়ার ও কোনই দরকার হয়না।
সেখানে একটি মাত্র প্রমানিত ভুল পাওয়াই এটা আল্লাহর বানী হওয়ার দাবী হারিয়ে ফেলে,একথা রাস্তায় হেটে যাওয়া যে কোনো একজন পাকা ইমানদার ব্যক্তি ও অস্বীকার করতে পারবেন না আর যদি তিনি আল্লার এই ভুল ত্রুটিকে মেনেই নেন তা হলে আল্লাহ কে বিশ্ব পরিচালনার অযোগ্য বলে মেনে লইতে হয়।
তা কি কেহ মেনে নিবেন?
তাই নয়কী?
ধন্যবাদ।
ভাল থাকুন

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=22988

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১০

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪১৮ (ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : কোরআনের আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট, অনুবাদ ও তাফসীর মুহাম্মদের বিজ্ঞান সম্পর্কে মুর্খতা]

কোরানের বানীগুলোর প্রকৃত অর্থ জানতে হলে কোন্ আয়াত কোন্ প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ নাজিল করেছিলেন তা জানা অত্যবশ্যক। না হলে এর প্রকৃত অর্থ জানা যেমন দু:সাধ্য তেমনি মনগড়া অর্থও করে একে বিকৃত করা যেতে পারে।এ ছাড়া কোরানে ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০০ বছর আগেকার কুরাইশ উচ্চারণের আঞ্চলিক ভাষা।সুতরাং সেই তখন একটি শব্দ যা অর্থ প্রকাশ করত , বর্তমানে উক্ত শব্দ সেই অর্থ প্রকাশ না করে ভিন্ন অর্থ বা একটু বিস্তৃত অর্থও প্রকাশ করতে পারে ।কোরান যারা নতুন করে অনুবাদ করছে তারা এর সুযোগ নিয়ে কোরানের অনেক আয়াতকে যুগপোযোগী করে অনুবাদ করছে। তথাকথিত কিছু ইসলামী পন্ডিতও তাদের ইচ্ছামতো অনেক শব্দের নিজস্ব অর্থ করে কোরানের আয়াতকে বিজ্ঞানময় করে সাজিয়ে তুলে কোরানকে অনেকটা বিজ্ঞান বই বানানোর জন্য বদ্ধ পরিকর।এ অধ্যায়ে কোরানকে বিজ্ঞান বইয়ে পরিনত করার প্রয়াসের সামান্য কিছু বর্ণনা দেয়া হবে।
বর্তমানে মিডিয়ার কল্যাণে প্রায় সবাই প্রসারমান মহাবিশ্ব, ব্লাকহোল ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু বিষয়গুলো যে আসলে কি সে সম্পর্কে যে সবাই পন্ডিত তা মনে করার কোন কারন নেই।সে সুবাদে ইসলামী পন্ডিতরা তো বটেই যারা তাদের ভক্ত তারাও কথায় কথায় খুব জোরের সাথে এ শব্দ গুলো উচ্চারণ করে থাকে, আর বলে ১৪০০ বছর আগে এসব কথা কোরানে লেখা হয়েছে।তারা কথায় কথায় আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং এসব বিজ্ঞানীদের নাম উচ্চারণ করে।কিন্তু তাদের কথা শুনে মনে হয় না, আপেক্ষিক তত্ত্ব বা প্রসরমান মহাবিশ্বের বিষয় সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে বা তারা তাদের তথাকথিত ইসলামি পন্ডিতদের বক্তৃতার আগে এসব সম্পর্কে আদৌ শুনেছে।যারা কম্পিউটার বা ইন্টারনেট নিয়ে নাড়া চাড়া করে(বস্তুত অনেকেই সেটা করে থাকে বর্তমানে) তারা কথায় কথায় নানা রকম ওয়েবসাইট, ইউটিউব এসবের লিংক প্রদান করে আর ভাবখানা এরকম তারা বিশ্ব বিজয়ের প্রায় দ্বারপ্রান্তে।যাহোক এবার আসল কথায় আসা যাক। দেখা যাক নিচের কোরানের আয়াতটির মধ্যে কি বিপুল অজানা বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে যা এই কিছু দিন আগ পর্যন্ত অত্যাধুনিক অনুবাদকের আগ পর্যন্ত জানা যায় নি।

৫১:৪৭ আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মান করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।
সূত্র: http://www.ourholyquran.com
৫১:৪৭আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।

সূত্র: http://www.quranhadith.org/quran/

৫১:৪৭ আর মহাকাশমন্ডল, আমরা তা নির্মান করেছি হাতে,আর আমরাই বিশালতার নির্মাতা।

সূত্র: http://www.qurantoday.com

51:47 With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace. Yusuf Ali

51:47 And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample. Shakir

51:47 We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof). Pickthal

51: 47 With power did We construct the heaven. Verily, We are Able to extend the vastness of space thereof. Dr. Muhasin

51:47 AND IT IS We who have built the universe [30] with [Our creative] power; and, verily, it is We who are steadily expanding it. [31] – Asad.

ডা: মোহাসিন খান- আফগান বংশোদ্ভুত পাকিস্তানী, জন্ম-১৯২৭, এর সম্পর্কে জানা যাবে- এখানে।

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী- ভারতীয় বংশোদ্ভুত, জন্ম-১৮৭২-১৯৫৩,এর সম্পর্কে জানা যাবে- এখানে।

শাকির-মিশরীয় বংশোদ্ভুত, জন্ম-১৮৬৬-১৯৩৯,এর সম্পর্কে জানা যাবে- এখানে।

পিকথাল- বৃটিশ বংশোদ্ভুত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত , জন্ম-১৮৭৬, মৃত্যু-১৯৩৬,এর সম্পর্কে জানা যাবে- এখানে।

আসাদ- পোলিশ বংশোদ্ভুত ইহুদি, ইসলামে দীক্ষিত, জন্ম-১৯০০, মৃত্যু-১৯৯২, এর সম্পর্কে জানা যাবে- এখানে।

সর্বশেষ অনুবাদ হলো আসাদের যে একজন পোলিশ ইহুদি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই ব্যক্তি একেবারে সরাসরি অনুবাদ করেছেন এই বলে যে - **আমরা আমাদের ক্ষমতাবলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি, আর আমরাই একে স্থির গতিতে সম্প্রসারন করছি।** একেই বলে অনুবাদের কেরামতি। ১৯২৯ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল তার বেতার টেলিস্কোপ দ্বারা আবিষ্কার করেন মহাবিশ্ব ক্রমশ: সম্প্রসারিত হচ্ছে আর এর কিছুকালের মধ্যে সকল জ্যোতির্বিজ্ঞানীই মহাবিশ্বের ক্রম সম্প্রসারনের ব্যপারে নিশ্চিত হন।এরও প্রায় ৫০ বছর পর নব্য মুসলিম আসাদ মিয়া তার কোরান প্রকাশ করেন ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম স্প্যানিশ ভাষায় পরে তা অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয় ।তাহলে বোঝা যাচ্ছে- কেন উক্ত আয়াত এমন আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করল। ইউসুফ আলী , শাকির বা পিকথাল- তাদের জীবন কাল বিচার করে দেখা যাচ্ছে- সম্প্রসারনশীল মহাবিশ্ব সম্পর্কে তখনও বিশ্বব্যপী তেমন প্রচার প্রচারনা ছিল না। যে কারনে তারা এটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সে তুলনায় ডা: মোহসীন নবীন , আসাদের সমসাময়িক,তাই তার অনুবাদে বলা হচ্ছে- আমরা আমাদের শক্তি দিয়ে মহাবিশ্ব গঠন করেছি আর আমরাই এটার সম্প্রসারন করতে সক্ষম।বেচারা মোহসীন ডাক্তার মানুষ , সম্প্রসারনশীল বিশ্ব সম্পর্কে জানাশোনা থাকলেও কোরানে যেহেতু সেরকম কিছু সরাসরি বলছে না , তাই অত সাহস দেখাতে পারেন নি তিনি, তবে একটু হালকা আভাস তার অনুবাদে পাওয়া যাচ্ছে।এ ব্যপারে কোরানের মহাপন্ডিত ও প্রচন্ড দু:সাহসী আসাদ যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তা হলো-

Note 31 (Quran Ref: 51:47)

See note 38 on the first part of 21:30 . The phrase inna la-musi'un clearly foreshadows

the modern notion of the “expanding universe” - that is, the fact that the cosmos, though finite in extent, is continuously expanding in space.(Quran Ref: 51:47)
Note 38 (Quran Ref: 21:30)
21:30 ARE, THEN, they who are bent on denying the truth not aware that the heavens and the earth were [once] one single entity, which We then parted asunder? - [38] and [that] We made out of water every living thing? Will they not, then, [begin to] believe? [39] Asad.

It is, as a rule, futile to make an explanation of the Qur’an dependent on “scientific findings” which may appear true today, but may equal well be disproved tomorrow by new findings. Nevertheless, The above unmistakable reference to the unitary origin of the universe - metonymic¬ally described in the Qur’an as “the heavens and the earth” - strikingly anticipates the view of almost all modern astrophysicists that this universe has originated from one entity, which became subsequently consolidated through gravity and then separated into individual nebulae, galaxies and solar systems, with further individual parts progressively breaking away to form new entities in the shape of stars, planets etc. (Regarding the Quranic reference to the phenomenon described by the term “expanding universe”, see 51:47 and the corresponding note 31.)(Quran Ref: 21:30)

অথচ উক্ত ২১:৩০ আয়াত কি বলছে দেখা যাক,

২১:৩০ কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?
এ আয়াত সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত তফসিরকার ইবনে কাথিরের ব্যখ্যা দেখা যাক-

Ibne Kathir: (Have not those who disbelieve known) means, those who deny His Divine nature and worship others instead of Him, do they not realize that Allah is the One Who is Independent in His powers of creation and is running the affairs of all things with absolute power So how can it be appropriate to worship anything else beside Him or to associate others in worship with Him Do they not see that the heavens and the earth were joined together, i.e. in the beginning they were all one piece, attached to one another and piled up on top of one another, then He separated them from one another, and made the heavens seven and the earth seven, placing the air between the earth and the lowest heaven. সূত্র: http://www.qtafsir.com

ইবনে কাথির তার তাফসিরে বলছেন- in the beginning they were all one piece, attached to one another and piled up on top of one another, then He separated them from one another, and made the heavens seven and the earth seven, placing the air between the earth and the lowest heaven. তার অর্থ- অতীতে পৃথিবী ও আকাশ সমূহ স্তূপীকৃত ছিল, অনেকটা ইট যেভাবে একটার পর একটা রেখে স্তূপ করা হয় তেমন। আল্লাহ শুধু দয়া পরবশ হয়ে ইটগুলোকে পৃথক করে পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলীকে পৃথক করে দিয়েছে। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে এখানে। এখন উক্ত ২১: ৩০ আয়াত এর বিভিন্ন অনুবাদ একটু দেখা যাক-

Yusuf Ali : Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe?

Shakir: Do not those who disbelieve see that the heavens and the earth were closed up, but We have opened them; and We have made of water everything living, will they not then believe?

Pickthal: Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were of one piece, then We parted them, and we made every living thing of water? Will they not then believe?

Mohshin Khan: Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were joined together as one united piece, then We parted them? And We have made from water every living thing. Will they not then believe?

Asad: ARE, THEN, they who are bent on denying the truth not aware that the heavens and the earth were [once] one single entity, which We then parted asunder? – and [that] We made out of water every living thing? Will they not, then, [begin to] believe? Asad.
এখানে লক্ষ্যনীয় আসাদ মিয়া বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলানোর জন্য অনুবাদ করেছে এভাবে - Single Entity- যেন তা বিজ্ঞানের শূন্যবিন্দু Singularity এর সাথে মিল খায়।যেখানে অন্যান্য সকল অনুবাদকের অনুবাদে দেখা যাচ্ছে অতীতে পৃথিবী ও আকাশ সমূহ আসলে এক জায়গায় স্তূপীকৃত ছিল ইটের স্তূপের মত যা বিখ্যাত তফসিরকার ইবনে কাথিরের বর্ণনা থেকেও দেখা যাচ্ছে, সেখানে এক অনারবীয় নব্য মুসলিম এসে অনুবাদ করছে Single Entity.এটাকে অনেকটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের মত ধরা যায়- বাঁশের চাইতে কঞ্চি শক্ত।তার সমসাময়িক কিন্তু জাতিতে আফগান তথা পাকিস্তানী ছোট বেলা থেকে যিনি আরবী শিখেছেন তিনি অত দু:সাহসী হতে পারেন নি তবে বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলানোর জন্য কাছাকাছি গেছেন ও বলছেন- joined together as one united piece. সুতরাং অনুবাদকদের কারিশমায় কোরানের অর্থ কিভাবে অতি দ্রুত পা ল্টে যাচ্ছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি খোলা চোখে। হয়ত আর কিছু দিন পর কোন এক কোরানিক মহাপন্ডিত এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করবে-

কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, গোটা মহাবিশ্ব একটি শূন্য বিন্দুতে আবদ্ধ ছিল অতঃপর আমি তাকে খুলে দিলাম,তারা মহাবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অত:পর নিহারিকা সমূহ সৃষ্টি করল, আর একটা নিহারিকার একটা সূর্যের চারপাশে পৃথিবী সহ আরও সাতটি গ্রহ সৃষ্টি করলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না ?
হতে পারে এরকম কোরানের ভাব অনুবাদ ইতোমধ্যেই করা হয়ে গেছে যা আমাদের হাতে তা এখনও পৌছেনি।এর অর্থ আল্লাহর অশেষ রহমতে কোরান আস্তে আস্তে মহাবিজ্ঞানময় গ্রন্থে রূপান্তরিত হতে আর বাকি নেই। আর খুবই আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে - এত কিছুর পরেও ইহুদী, নাসারা, কাফির ও নব্য নাস্তিকরা এ বিজ্ঞানময় ঐশী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না।

এখন মনে করা যেতে পারে যে, ইউসুফ আলী বা ইবনে কাথিররা কোরানের সঠিক অর্থ অনুধাবন করে তা যথার্থ অনুবাদ ও ব্যখ্যা করতে পারেন নি। এটাও মনে করা যেতে পারে যে ,নব্য ইসলামি মহাপন্ডিত আসাদই যথার্থ অনুবাদ করতে পেরেছেন কোরানের। এমনও তো হতে পারে - মোহাম্মদ সেই ১৪০০ বছর পূর্বে এসব সৃষ্টি রহস্যাবলী এমন রহস্যজনক ভাবে বলেছেন(অনেকটা বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা নষ্ট্রাডামুস-http://www.nostradamus.org/ এর কায়দায়) যাতে সেই সময়কার মানুষগুলোকে সেসময়কার জ্ঞান বিজ্ঞান অনুযায়ী বুঝিয়েছেন তো বটেই সাথে সাথে ভবিষ্যতে যখন মানুষ বিজ্ঞান চর্চায় বহুদুর এগিয়ে যাবে তখন যেন তারা কোরানের প্রকৃত রহস্য উম্মোচন করতে পারে। আর ঠিক সেটাই বুঝতে পেরেছেন আমাদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান জানা আসাদ মিয়া , জাকির মিয়া, হারুন ইয়াহিয়া প্রমূখ দিকপাল ইসলামি পন্ডিতবর্গ। বিষয়টি সত্যি হলে , ইহুদি নাসারা কাফের তো বটেই, নব্য নাস্তিকদের কপালে যে ঢের দু:খ আছে তা বলাই বাহুল্য।কারন সেক্ষেত্রে তাদের জন্য নিশ্চিত জাহান্নামের আগুন অপেক্ষা করছে মরার পর আর ধারণা করা যেতে পারে, এদেরকে আল্লাহ মরার পর সরাসরি জাহান্নামেই পাঠাবে, কেয়ামতের বিচারের অপেক্ষায় রাখবে না। সুতরাং নব্য নাস্তিকরা পুরো বিষয়টি পূনরায় ভেবে দেখতে পারেন।আর একজন সতর্ককারী হিসাবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেলে পেতেও পারি,তবে নিশ্চিত নই।
যাহোক, উপরোক্ত কোরানের বানীগুলোকে অতিশয় রহস্যময় ধরা যেতে পারত যদি উক্ত একই বিষয়ের পরবর্তী বানীগুলো একটা সুসঙ্গত ধারাবাহিকতা রক্ষা করত। এখন পরীক্ষা করা যাক,সে ধারাবাহিকতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে কি না।নীচের আয়াত গুলো লক্ষ্য করি-
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। কোরান, ২:২৯
তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের , যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। কো রান, ৭৯:২৭-৩০
এখানে ২:২৯ আয়াতে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আগে জমীন তথা পৃথিবী সৃষ্টি করেছে সেই সাথে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু , অত:পর সাত আসমান সৃষ্টিতে মনযোগ দিয়েছে।অথচ ৭৯:২৭-৩০ আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ আগে কঠিন আকাশ সৃষ্টি করেছে , শুধু সৃষ্টিই করে নি, বরং একে অনেক উচ্চ স্থানে স্থাপন করেছে, অত:পর একটা চলমান সূর্যকে আকাশে সেট করে দিয়ে দিনের বেলা আলোর ব্যবস্থা করেছে, না হলে তো সব সময় অন্ধকার থাকত।এত কিছু

করার পরই আল্লাহ অবশেষে পৃথিবীকে বিস্তৃত করে একটা সুন্দর সমতল ভূমিতে পরিনত করেছে।আর এত কিছু করার পরও মানুষ কি ভীষণ অকৃতজ্ঞ , তারা আল্লাহর প্রতি না আনে বিশ্বাস, না দেখায় কৃতজ্ঞতা।

কিন্তু তখন মহা একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। তা হলো - ২১:৩০ আয়াত মোতাবেক যদি ধরা হয় মহাবিস্ফোরণ তথা বিগ ব্যাং এর মাধ্যমে পৃথিবী ও আকাশ সমূহ সৃষ্টি হয়েছে ,সেক্ষেত্রে তারা একই সাথে সৃষ্টি হবে, কেউ আগে কেউ পরে সৃষ্টি হবে না , তাহলে পরবর্তীতে ২:২৯ আয়াত মোতাবেক প্রথমে জমীন তথা পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর , পরে আসমান তথা আকাশসমূহ সৃষ্টি হয় কিভাবে সেটা বোধগম্য নয়। শুধু এখানেই শেষ নয় ,আবার ৭৯:২৭-৩০ আয়াত মোতাবেক বলা হচ্ছে, আল্লাহ প্রথমে আকাশসমূহ সৃষ্টি করে পরে জমীন তথা পৃথিবী বিস্তৃত করেছে।সুতরাং আল্লাহর রহস্যময় সৃষ্টিতত্ত্ব চির রহস্যই থেকে গেল বলেই মনে হচ্ছে।ভেদ করা গেল না কিছুতেই। হয়ত এজন্য মানুষকে আরও বেশী জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।তাই আমাদেরকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছাড়া উপায় নেই।

তারপরেও কোরানিক বিজ্ঞানীদের পদ্ধতি মোতাবেক একটা ব্যখ্যা দেয়া যেতে পারে। যেমন-কোরানিক মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মোতাবেক মহাবিশ্ব সৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আকাশ সমূহ ও পৃথিবী একসাথেই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনটাই পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হয় নি। আল্লাহ ২১: ৩০ আয়াত মোতাবেক প্রথমে কিছু সময় জমীনের প্রতি নজর দিয়ে পরে আকাশ সৃষ্টির দিকে মনে দেয় , তবে তখনো সৃষ্টি কাজ সম্পূর্ন হয় নি। অত:পর আল্লাহ ৭৯:২৭-৩০ মোতাবেক আকাশকে পরিপূর্ন ভাবে সজ্জিত করে অত:পর আবার পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত করে। এর ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে আল্লাহর এ সৃষ্টিকাজ কোন সংঘাত সৃষ্টি করে না।যুক্তি হিসাবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও , এ ধরণের ব্যখ্যা সর্বময় ক্ষমতাকে খর্ব করে।কারন আল্লাহই বলেছে, সে যখন কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন শুধুমাত্র 'হয়ে যাও' বলে আর সাথে সাথেই হয়ে যায়। যেমন নিচের আয়াত বলছে-

যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।কোরান, ০২: ১১৬

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পূর্বোক্ত ২১:৩০ ও ৭৯:২৭-৩০ আয়াত মোতাবেক সৃষ্টি তত্ত্ব ২:১১৭ এর সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক।বিশ্ব জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লা হ 'হয়ে যাও' বললেও বিশ্ব জগত সম্পূর্ণ ভারসাম্যভাবে সৃষ্টি হয় নি, বরং তাকে প্রথমে পৃথিবীর উপরকার কিছু জিনিস সৃষ্টি ক 'রে ,পরে আকাশের দিকে নজর দিতে হয়েছে।পূনরায় তাকে প্রথমে আকাশের দিকে নজর দিয়ে পরে পৃথিবীর দিকে নজর দিতে হয়েছে, যা তার সর্বময় ক্ষমতার বরখেলাপ। সুতরাং এ ব্যখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন, আমরা খোদ কোরানের বক্তা দুনিয়ার শ্রেষ্ট মানুষ , শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ট নবী, আল্লাহর প্রিয় হাবিব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ বিশ্ব জগতই সৃষ্টি করত না , সেই শ্রেষ্ট মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সা:)এর কিছু বক্তব্যকেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে পারি।যদিও তাঁর সব কথাকেই আমাদের বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া উচিত, তার পরেও জাহান্নামের আগুনের রিস্ক নিয়ে হলেও সেটা করা যেতে পারে।কারন নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার কোন মানে হয় না। যদি দেখা যায় তার কথা বার্তা সব যুক্তি

সঙ্গত ও বিজ্ঞান সিদ্ধ তাহলে তাঁর কোরান কথিত বিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করতেই পারি আপাত না বুঝলেও এ শর্তে যে ভবিষ্যতে যখন আমাদের বিজ্ঞান আরও অনেক উন্নতি করবে তখন সম্ভবত আমরা সব বুঝতে পারব।হয়ত এখনই আমরা কোরানের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপুল বিজ্ঞান আমাদের সীমিত জ্ঞানের কারনে বুঝতে অপারগ।

কিন্তু এ ধরণের তালগোল পাকানোর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারনটা সম্পূর্ন অন্য বলেই মনে হয়। সেটা হলো কোরানের ৭৯ নং সূরা হলো আল নাযিয়াত কিন্তু তা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় আর নাজিলের ক্রম অনুসারে তা ৮১তম। আয়াত সংখ্যা-৪৬ ; পক্ষান্তরে কোরানের ২নং সূরা বাকারা নাজিল হয়েছিল মদিণাতে যা মোহাম্মদের কাছে অবতীর্ণ ৮৭তম সূরা, আয়াত সংখ্যা-২৮৬। দুটি সূরার মাঝখানে ৫ টা সূরা নাজিল হয়ে গেছে, শুধু তাই নয় এর মধ্যে মোহাম্মদ নানা ঘটনা ঘটিয়ে মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করেছেন। সেখানে তাকে প্রাথমিকভাবে টিকে থাকতে নানা রকম সংগ্রাম ও কসরত করতে হয়েছে। এর ফলে বেশ কিছুদিন সূরা নাজিল বন্দও ছিল। নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না উক্ত দুটি সূরা নাজিল হওয়ার মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান কত ছিল তবে তা এক বছরের কম ছিল না বলেই ধারণা করা যেতে পারে। সুতরাং একথা কি সঙ্গত মনে হয় না যে - সময়ের এ ব্যবধানের কারনে মোহাম্মদ আগের সূরায় কি বলেছিলেন, পরবর্তীতে ঠিক একই বিষয় এক বছর পর অন্য সূরায় বলার সময় তার ঠিক স্মরণ ছিল না যে আগের সূরার আয়াতে কি বলেছেন ? সব রকম হাদিসের ঘটনা গুলো নিশ্চিত ভাবে প্রমান করে যে তিনি সম্পূর্ন কোরান তার মূখস্ত ছিল না , তাই তিনি তার সাহাবিদেরকে আয়াত লিখে রাখতে বলতেন। আর যেহেতু উক্ত দুটি সূরা নাজিলের ক্রম হলো - ৮১ ও ৮৭, তার মানে এর আগে বহু আয়াত নাজিল হয়েছে, ও বলা বাহুল্য তার সব তার মূখস্থ ছিল না। ফলেই উক্ত রূপ তালগোল পাকিয়ে গেছিল। ততদিনে মোহাম্মদ মদিনার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গেছেন, সবাই তার গোলামে পরিণত হয়ে গেছে ও নিয়মিত বানিজ্য কাফেলায় হানা দিয়ে লুটপাট করে তার ভাগ পাচ্ছে তার সাহাবি ও মদিনাবাসীরাও, তাই কোন সূরার কোন আয়াতে মোহাম্মদ কি বলল না বলল তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। বিষয়টি দু একজনের নজরে পড়লেও তা মোহাম্মদের কাছে বলার সাহস পায় নি।

এখানে কোরানে বর্ণিত সূরা ক্রম ও তাদের নাজিলের ক্রমের তালিকা পাওয়া যাবে -এখানে ।
তারপরেও সবার দেখার স্বার্থে নিচে দেয়া হলো-

Revelation Order of the Qur'an

Revelation Order /Surah Number/ Surah Name Arabic Name/ Total Verses/ Revelation Place

1 96 Alaq 19 Macca

2 68 Qalam 52 Macca

3 73 Muzammil 20 Macca

4 74 Mudathir 56 Macca

5 1 Fatehah 7 Macca

6 111 Lahab 5 Macca

7 81 Takwir 29 Macca

8 87 A'la 19 Macca

9 92 Leyl 21 Macca

10 89 Fajr 30 Macca

11 93 Duha 11 Macca

12 94 Inshira 8 Macca

13 103 Asr 3 Macca

14 100 Aadiyat 11 Macca

15 108 Kauthar 3 Macca

16 102 Takatur 8 Macca

17 107 Alma'un 7 Macca

18 109 Kafirun 6 Macca

19 105 Fil 5 Macca

20 113 Falaq 5 Macca

21 114 Nas 6 Macca

22 112 Iklas 4 Macca

23 53 Najm 62 Macca

24 80 Abasa 42 Macca

25 97 Qadr 5 Macca

26 91 Shams 15 Macca

27 85 Buruj 22 Macca

28 95 T'in 8 Macca

29 106 Qureysh 4 Macca

30 101 Qariah 11 Macca

31 75 Qiyamah 40 Macca

32 104 Humazah 9 Macca

33 77 Mursalat 50 Macca

34 50 Q'af 45 Macca

35 90 Balad 20 Macca

36 86 Tariq 17 Macca

37 54 Qamr 55 Macca

38 38 Sad 88 Macca

39 7 A'Raf 206 Macca

40 72 Jnn 28 Macca

41 36 Ya'sin 83 Macca

42 25 Furqan 77 Macca

43 35 Fatir 45 Macca

44 19 Maryam 98 Macca

45 20 Ta Ha 135 Macca

46 56 Waqiah 96 Macca

47 26 Shuara 227 Macca

48 27 Naml 93 Macca

49 28 Qasas 88 Macca

50 17 Bani Israil 111 Macca

51 10 Yunus 109 Macca

52 11 Hud 123 Macca

53 12 Yousuf 111 Macca

54 15 Hijr 99 Macca

55 6 Anam 165 Macca

56 37 Saffat 182 Macca

57 31 Luqman 34 Macca

58 34 Saba 54 Macca

59 39 Zumar 75 Macca

60 40 Mumin 85 Macca

61 41 Hamim Sajdah 54 Macca

62 42 Shura 53 Macca

63 43 Zukhruf 89 Macca

64 44 Dukhan 59 Macca

65 45 Jathiyah 37 Macca

66 46 Ahqaf 35 Macca

67 51 Dhariyat 60 Macca

68 88 Ghashiya 26 Madina

69 18 Kahf 110 Macca

70 16 Nahl 128 Macca

71 71 Noah 28 Macca

72 14 I brahim 52 Macca

73 21 Anbiya 112 Macca

74 23 Muminun 118 Macca

75 32 Sajdah 30 Macca

76 52 Tur 49 Macca

77 67 Mulk 30 Macca

78 69 Haqqah 52 Macca

79 70 Maarij 44 Macca

80 78 Naba 40 Macca

81 79 Naziat 46 Macca

82 82 Infitar 19 Macca
83 84 Inshiqaq 25 Macca
84 30 Rum 60 Macca
85 29 Ankabut 85 Macca
86 83 Tatfif 36 Macca
87 2 Baqarah 286 Madina
88 8 Anfal 75 Madina
89 3 Aal-e-Imran 200 Madina
90 33 Ahzab 73 Madina
91 60 Mumtahana 13 Madina
92 4 Nisa 176 Madina
93 99 Zilzal 8 Macca
94 57 Hadid 29 Madina
95 47 Muhammad 38 Madina
96 13 Ra'd 43 Madina
97 55 Rahman 78 Macca
98 76 Dahr 31 Madina
99 65 Talaq 12 Madina
100 98 Beyinnah 8 Madina
101 59 Hashr 24 Madina
102 24 Nur 64 Madina
103 22 Hajj 78 Madina
104 63 Munafiqun 11 Madina
105 58 Mujadila 22 Madina
106 49 Hujurat 18 Madina
107 66 Tahrim 12 Madina
108 64 Taghabun 18 Madina
109 61 Saff 14 Madina
110 62 Jumah 11 Madina
111 48 Fath 29 Madina
112 5 Maidah 120 Madina
113 9 Taubah 129 Madina
114 110 Nasr 3 Madina

কিন্তু আমাদের জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে ক্রমশ: প্রকাশ্য।

প্রথমেই বলা যেতে পারে সহি বুখারী, বই নং-৫৪, হাদিস নং-৪২১।এখানে বলা হয়েছে- **সূর্য অস্ত গিয়ে আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে পূনরায় উদয় হওয়ার জন্য সিজদা করতে থাকে ,এক সময় আল্লাহ অনুমতি দিলে পরদিন সকালে সে আবার পূর্ব দিকে উদিত হয়।** বিস্তারিত এখানে

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, তিনি(নবী) বলেন, রোজ কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্যকে সংকুচিত করা হইবে (অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যকে সেইদিন নিস্প্রভ করে দেওয়া হইবে)।সহি বুখারী , বই-৫৪, হাদিস-৪২২
এখন বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হলো কমপক্ষে আরও ৫০০ কোটি বছর সূর্য্য সহি সালামতে বেঁচে থাকবে। তার অর্থ আগামী ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে কেয়ামত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।অথচ মোহাম্মদ সেই ১৪০০ বছর আগেই যে কোন সময় কেয়ামতের ভয়ে ভীত থাকতেন সব সময়, যেমন-

আয়শা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুরের অভ্যাস ছিল, যখন আসমানে তিনি মেঘ দেখিতেন, তখন একবার সম্মুখে অগ্রসর হইতেন, আবার পিছনে হটিয়া আসিতেন। কখনও ঘরে ঢুকিতেন আবার বাহিরে আসিতেন এবং তার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত।পরে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করিলে তাঁহার এই অবস্থার সমাপ্তি ঘটিত। আয়শা এই অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলে হুজুর বলিলেন , জানি না গজবের মেঘ দেখিয়া আদ জাতি যে উক্তি করিয়াছিল এই মেঘ তদ্রুপ গজবের মেঘও তো হইতে পারে।সহি বুখারী, বই-৫৪, হাদিস-৪২৮
অর্থাৎ সূর্য্য বা চাঁদ কতদিন ঠিকমতো টিকে থাকবে সে সম্পর্কে মোহাম্মদের কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয় না।ধারণা থাকার কথাও না, কারন তাঁর তো বিশ্বাস ছিল সূর্য্য ও চাঁদ কে আল্লাহ আকাশে আলো দেয়ার জন্য স্থাপন করে দিয়েছে,আল্লাহ যে কোন সময় তাদেরকে নিভিয়ে দিতে পারে।

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর বলিয়াছেন, দোজখ তাহার প্রভুর কাছে অভিযোগ করে এবং বলে, হে মাবুদ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন আল্লাহতালা তাহাকে দুইটি নি:শ্বাস ছাড়িবার অনুমতি দেন। একটি নি:শ্বাস ছাড়িবার অনুমতি দেন শীতকালে ও অপরটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং তোমরা যে শীতের তীব্রতা ও গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা অনুভব করা তাহা ঐ নি:শ্বাসের ফল।সহি বুখারী, বই-৫৪, হাদিস-৪৮২
সুতরাং আমরা শীতে যে ঠান্ডা অনুভব করি আর গ্রীষ্মকালে গরম অনুভব করি তা আসলে দোজখের শ্বাস নি:শ্বাস গ্রহন ও ত্যাগের কারনে। শ্বাস গ্রহণ করলে শীতের ঠান্ডা ও প্রশ্বাস ছাড়লে দোজখের আগুন বাইরে বেরিয়ে আসে যে কারনে গ্রীষ্মকাল আসে ও আমরা গরম অনুভব করি। এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে দোজখ পৃথিবী থেকে খুব বেশী দুরে নয়।

আবু জামরাহ জুবাই হইতে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস এর নিকট বসিতাম। একদিন আমি জ্বরে আক্রান্ত হইলাম, তখন ইবনে আব্বাস বলিলেন, তোমার শরীরের জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর। কেননা হুযুর বলিয়াছেন, জ্বর দোজখের তেজ হইতেই হইয়া থাকে। তাই তাহা পানি দ্বারা কিংবা বলিয়াছেন যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৪৮৩
আয়শা হইতে বর্ণিত,জ্বরের তাপ দোজখের তাপ হইতেই আসে, তাই তা পানি দ্বারা ঠান্ডা করতে হয়।সহি বুখারি হাদিস, বই-৫৪, হাদিস-৪৮৫
ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত, হুযুর বলিয়াছেন, জ্বরের তাপ আসে দোজখের তাপ হইতে।তাই তা পানি দিয়ে প্রশমন কর। সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৪৮৬

সুতরাং বোঝা গেল চিকিৎসা বিজ্ঞান হলো ভুয়া কারন এ বিজ্ঞান বলে শরীরের তাপ উৎপন্ন হয় শরীরের ভিতরকার আভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের কারনে।তবে জ্বর সারানোর জন্য পানির ব্যবহার বলাই বাহুল্য মোহাম্মদের আবিষ্কার, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর এর নিকট এক ব্যাক্তির নাম উল্লেখ করা হইল , যে সারারাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া থাকিত। হুযুর তখন বলিলেন, এই লোকটির উভয় কানে অথবা বলিলেন এক কানে শয়তান প্রসাব করিয়াছে।সহি হাদিস, বই-৫৪, হাদিস-৪৯২
সুতরাং জানা গেল শয়তান যাদের কানের মধ্যে প্রসাব করে তারাই ভোর পর্যন্ত ঘুমায়। শয়তানের মূত্র থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে সতর্ক থাকা একান্ত জরুরী।

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, হুযুর বলিয়াছেন, হাই শয়তান হইতেই আসে, সুতরাং যখন কাহারো হাই আসিবে, যথাসাধ্য তাহা দমন করিবে। কেননা যখন কেহ হাই তোলার সময় হা করে, তখন শয়তান হাসিতে থাকে।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫০৯
সুতরাং কারও ভুলক্রমেও হাই দেয়া উচিত নয়।

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, হুযুর বলিয়াছেন, বনী ইস্রাইলের একদল লোক নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল। কেহ জানে না তাহারা কি করিয়াছিল। আমি ধারণা করি- এই ইঁদুরই (পরিবর্তিত আকৃতিতে) সেই নিরুদ্দিষ্ট সম্প্রদায়।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫২৪
বিজ্ঞানীরা খামোখাই ইঁদুররা কোথা থেকে কিভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে দুনিয়াতে আবির্ভুত হয়েছিল তা নিয়ে সময় নষ্ট করছে।বরং তাদের এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত যে মানুষরাই(ইহুদিরা) আসলে বিবর্তনের মাধ্যমে ইঁদুরে পরিনত হয়েছে। এটা প্রকারান্তরে বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে। অথচ কোরান নিজেই আবার সেটাকে নাকচ করে।ইসলামি পন্ডিতরা তো এটা নিয়ে একটা নতুন তত্ত্ব দাড় করাতে পারে। কেন যে করছে না সেটাই আশ্চর্য্য ব্যপার।

আয়শা হইতে বর্ণিত, হুযুর লেজ-কাটা সাপ মারিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই জাতীয় সাপ চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫২৭
আয়শা হইতে বর্ণিত, হুযুর নির্দেশ দিয়াছেন- পিঠে দুইটি দীর্ঘ সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মারিয়া ফেল। কেননা এই জাতীয় সাপ চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে ও গর্ভপাত ঘটায়।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫২৮
সুতরাং আমাদের আশ পাশে যত ঐ ধরণের সাপ আছে সব মেরে ফেলা উচিত।নইলে ভীষ ণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর বর্ণিত,হুযুর বলিয়াছেন কুকুরকে মারিয়া ফেলা উচিত।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫৪০
সুতরাং ভুলেও কারও কুকুর পোষা উচিত নয় , যেখানে যত কুকুর আছে সব মেরে ফেলা উচিত।শোনা যায়, একারনে সৌদি আরবে কোন কুকুর নেই।

উবাইদ ইবনে হুনাইন হইতে বর্ণিত, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনিয়াছি, হুযুর বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়িলে উহাকে তাহাতে ডুবাইয়া দিতে হইবে। তারপর উহাকে অবশ্যই বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে।কেননা, তাহার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপর ডানায় তার প্রতিষেধক থাকে। সহি বুখারী হাদিস, বই-৫৪, হাদিস-৫৩৭
এর পর থেকে কারও আর মাছির ভয় করা উচিত নয়। শুধু তাই নয় , বরং রোগ জীবানুর হাত থেকে বাঁচার জন্য মাছিকে ব্যবহার করা যেতে পারে ব্যপকভাবে। রোগ জীবানুর হাত থেকে বাঁচার জন্য আর কোন ওষুধ দরকার নেই, মাছিই যথেষ্ট।

তবে, উপরোক্ত হাদিসগুলো আমাদেরকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বীনের নবী মোহাম্মদের সাধারণ জ্ঞান গম্যি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়। এর ফলে তার কথিত কোরানের আয়াতে আয়াতে কি বিপুল জ্ঞান বিজ্ঞানের সমাহার তা যার একটুও সাধারণ জ্ঞান আছে তার বোঝার কথা। এত কিছু জানার পরও যদি মানুষ অন্ধভাবে কোন কিছুকে বিশ্বাস করে , তাহলে তা এক বিরাট দু:শ্চিন্তার বিষয় বৈ কি।

এ বিষয়ে দু একজনের সাথে বাস্তবে আলাপ হয়েছে। বুখারী শরিফ বের করে এক পরিচিত ব্যক্তি যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন তাকে উক্ত হাদিস গুলো পড়তে দিয়েছিলাম। পড়ার পর ওনার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দেখার মত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- সূর্যের আল্লাহর আরশে গিয়ে সিজদা করা , শয়তানের কানে প্রসাব করা, মাছির রোগজীবানু প্রতিষেধের ক্ষমতায় তার বিশ্বাস আছে কি না। বা তিনি মনে করেন কি না যে শীত গ্রীষ্ম হয় দোজখের শ্বাস প্রশ্বাসের কারনে আর শরীরে জ্বরের তাপও আসে দোজখ থেকে। লোকটি আমতা আমতা করতে করতে খালি বলতে লাগল- আমি তো আগে জীবনেও এসব পড়িনি বা শুনিও নি।

এটাই হলো আসল সমস্যা। মুমিন বান্দারা জীবনেও তাদের অতি মূল্যবান ঐশি কিতাবগুলো নিজের মাতৃভাষায় পড়ে দেখার তাগিদ অনুভব করেন না। ওয়াজে , মসজিদে অশিক্ষিত মোল্লারা যা বলে সেটাই চোখ বুজে বিশ্বাস করে তা সে নিজে যতই শিক্ষিত হোক না কেন। তাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে আপনারা আপনাদের কিতাবগুলো একটু খুলে পড়ে দেখুন। আর দেখুন তাতে কি সমস্ত কিচ্ছা কাহিনী লেখা আছে। এর পর যদি মনে করেন এসব সত্যি, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পড়বেন না , জানবেন না , দেখবেন না কিতাবে কি লেখা আছে, অথচ মনে করবেন কোরান হলো বিজ্ঞানময় ঐশি গ্রন্থ, মোহাম্মদ হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞানী, তাহলে মাথার মধ্যে কেজিরও বেশী ঘিলু নিয়ে চলা ফেরা করার কি অর্থ থাকতে পারে , তা বোধগম্য নয়। অথবা এ ধরণের মানব জীবনের কি সার্থকতা সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

মন্তব্যসমূহ

1. আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ সময়: ৯:৪৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আয়শা হইতে বর্ণিত,জ্বরের তাপ দোজখের তাপ হইতেই আসে, তাই তা পানি দ্বারা ঠান্ডা করতে হয়।সহি হাদিস, বই-৫৪, হাদিস-৪৮৫
ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত, হুযুর বলিয়াছেন, জ্বরের তাপ আসে দোজখের তাপ হইতে।তাই তা পানি দিয়ে প্রশমন কর। সহি হাদিস, বই-৫৪, হাদিস-৪৮৬

চমৎকার। মুল্যবান সব বৈজ্ঞানিক হাদিছ সমুহ উপহার দিলেন তো।এই গুলিইতো এখন গবেষনা করিয়া মুসলমানদের উন্নতির পথ দেখাইয়া দিবে।শুনেছি করাচী বা মিসরের আলআজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে নাকি ইসলামিক গবেষনা কেন্দ্র আছে। সউদীতেও থাকা স্বাভাবিক।
এসমস্ত গবেষনা কেন্দ্রে নিশ্চয়ই বোখারীতে বর্নিত এ সব হাদিছের উপর গবেষনা করিয়া "তাপ"বিজ্ঞানের উপর হয়তো কিছু আবিস্কার করিয়া থাকতে পারেন।
এসব ইসলামিক আবিস্কারের কিছু খবর দিবেন কী ?

আর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে তারা ইসলামের কিসের উপর গবেষনা করে থাকেন?

জ্বরের তাপ হয় দোজখের আগুনের তাপের ফলে। তার অর্থ দোজখ টা তখন রোগীটার একেবারেই নিকটেই চলে আসে এবং শুধুমাত্র রোগী ব্যক্তিটাকেই সনাক্ত করে তাকেই তাপ দিতে থাকে।

দূর থেকে তাপ দিলে তো পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এক সংগেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িত।আর দোজখটার এমন কৌশল রয়েছে যে সে চিনতে পারে কে সুস্থ আর কে অশুস্থ । এবং দোজখের তাপটা সুস্থ ব্যক্তিদেরকে এড়িয়ে এ ড়িয়ে ঠিকই শুধুমাত্র লক্ষকৃত রোগী ব্যক্তিটাকেই সনাক্ত করে তাপ দেয়।

এখানে দোজখের তাপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা যাচ্ছে,যা এই পৃথিবীর তাপ বিজ্ঞানের ধর্মে পাওয়া যাচ্ছেনা। পৃথিবীর তাপ সমান ভাবেই প্রসারিত হয়। তাপ একজন কে বাদ দিয়ে আর একজনের শরীরকে আঘাত করতে পারেনা।

এখানে আরো একটি বিষয় পরিস্কার হল যে দোজখ শুধু মৃত্যুর পরেই কার্যকরী নয় ,বরং দোজখ এই পৃথিবীর উপরও কর্মকান্ড চালাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের অতি নিকটেই রয়েছে।
তা হলে এখন একে সন্ধান করে ফেলা যেতে পারে।
অতএব এই হাদিছের সূত্র ধরিয়া ইসলামিক গবেষক গন তাপের উপর গবেষনা করি য়া তাপ বিজ্ঞানের উপর মস্তবড় অবদান রাখতে পারেন আশা রাখছি।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ at ৯:১৪ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

জ্বরের তাপ হয় দোজখের আগুনের তাপের ফলে। তার অর্থ দোজখ টা তখন রোগীটার একেবারেই নিকটেই চলে আসে এবং শুধুমাত্র রোগী ব্যক্তিটাকেই সনাক্ত করে তাকেই তাপ দিতে থাকে।

দূর থেকে তাপ দিলে তো পৃথিবীর সমস্ত মানুষই এক সংগেই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িত।আর দোজখটার এমন কৌশল রয়েছে যে সে চিনতে পারে কে সুস্থ আর কে অশুস্থ । এবং দোজখের তাপটা সুস্থ ব্যক্তিদেরকে এড়িয়ে এড়িয়ে ঠিকই শুধুমাত্র লক্ষকৃত রোগী ব্যক্তিটাকেই সনাক্ত করে তাপ দেয়।

হ্যা তাই তো, এভাবে তো আমি ভাবিনি। দেখা যাচ্ছে, আমার চাইতে মাথা আপনার বেশী খুলছে। আপনার বক্তব্য অকাট্য। এটাই তো বড় আশ্চর্য্যের, কিভাবে দোজখের আগুন সবাইকে ফাকি দিয়ে শুধুমাত্র জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে। আমার মনে হয় এটা আল্লাহর ইচ্ছা আর এ রহস্য একমাত্র আল্লাহই জানেন, কি বলেন ভাইজান?

ওহ, হ্যা, নিবন্ধে আর একটু বিষয় যোগ করা হয়েছে , আপনি পড়লে মজা পেতে পারেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৪০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ওহ হো ভুল হয়ে গেছিল বলতে,

শুনেছি করাচী বা মিসরের আলআজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে নাকি ইসলামিক গবেষনা কেন্দ্র আছে। সউদীতেও থাকা স্বাভাবিক।

আপনি কি জানেন জিয়াউল হকের আমলে পাকিস্তানে একটা গবেষণা সেল খুলেছিল দোজখের তাপমাত্রা নির্নয় করার জন্য?

2. 2

কাজী রহমান

ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ সময়: ১১:৪১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

তথাকথিত কিছু ইসলামী পন্ডিতও তাদের ইচ্ছামতো অনেক শব্দের নিজস্ব অর্থ করে কোরানের আয়াতকে বিজ্ঞানময় করে সাজিয়ে তুলে কোরানকে অনেকটা বিজ্ঞান বই বানানোর জন্য বদ্ধ পরিকর।

অথচ বিজ্ঞান জার্নাল গুলোতে কোরানকে ব্যাবহার করা হয়না।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ at ১১:৪৫ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,

অথচ বিজ্ঞান জার্নাল গুলোতে কোরানকে ব্যাবহার করা হয়না।

চিন্তার কারন নাই, অচিরেই কোরানকে বিজ্ঞানের জার্নালে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

কাজী রহমান এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ at ১১:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বটেই তো, বটেই তো, ছদ্মবিজ্ঞানীদের তো আর অভাব নেই এখন। যে গ্রন্থের জন্মেরই ঠিক নেই, বেড়ে ওঠা লোভী বিকৃতিতে মানুষের হাতে , যে বই বিমূর্ত, যেটি পরীক্ষা প্রমানের উর্ধ্বে, সেটি বিজ্ঞানময় তো বটেই।

আকাশ মালিক এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ at ৯:৪৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এ বিষয়ে দু একজনের সাথে বাস্তবে আলাপ হয়েছে। বুখারী শরিফ বের করে এক পরিচিত ব্যক্তি যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন তাকে উক্ত হাদিস গুলো পড়তে দিয়েছিলাম। পড়ার পর ওনার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দেখার মত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- সূর্যের আল্লাহর আরশে গিয়ে সিজদা করা , শয়তানের কানে প্রসাব করা, মাছির রোগজীবানু প্রতিষেধের ক্ষমতায় তার বিশ্বাস আছে কি না। বা তিনি মনে করেন কি না যে শীত গ্রীষ্ম হয় দোজখের শ্বাস প্রশ্বাসের কারনে আর শরীরে জ্বরের তাপও

আসে দোজখ থেকে। লোকটি আমতা আমতা করতে করতে খালি বলতে লাগল- আমি তো আগে জীবনেও এসব পড়িনি বা শুনিও নি।

আপনি রঙ পারস্যানকে প্রশ্ন করলে তো এমন উত্তর পাবেনই। প্রশ্নটা এখানে চালান করে দিন আর দেখুন অবস্থা কী হয়। আরো দেখুন সুরা ফাতিহা কী ভাবে বৈজ্ঞানিক জার্নালের সারাংশের মতো আর কোরানের প্রথম সুরা হয়। সুরা ফাতিহা যে কোরানের কতো নং সুরা , কখন মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন, কে এই দোয়াকে কখন কোরানে এনে একেবারে প্রথম পৃষ্টায় লাগিয়ে দিয়েছে , এটা যে আদৌ কোরানের অংশ নয় তা কেউ জিজ্ঞাসাই করেনা। বুঝা যায় ১৫ শো বছর পূর্বে মুহাম্মদের সামনে উপস্থিত মানুষ আর আজকের যুগের কিছু মানুষের চিন্তাশক্তির কতটুকু উন্নত হয়েছে।

ভবঘুরে এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ১২:৪৫ পূর্বাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

সুরা ফাতিহা যে কোরানের কতো নং সুরা , কখন মুহাম্মদ আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন , কে এই দোয়াকে কখন কোরানে এনে একেবারে প্রথম পৃষ্টায় লাগিয়ে দিয়েছে , এটা যে আদৌ কোরানের অংশ নয় তা কেউ জিজ্ঞাসাই করেনা।

এ ব্যপারে বিস্তারিত জানা যাবে কিভাবে?

আকাশ মালিক এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ৭:৫৩ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কোরানের বিবর্তনীয় রূপ বা কী ভাবে, কতো দিনে, কোন সময়ে, কার দ্বারা কোরানকে আজকের রূপে সাজানো হয়েছে তা সে কালের আরবিভাষী সাক্ষীগনই লিখে রেখেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত তাফসিরকারক, আরবী বিশেষজ্ঞ মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফির (রঃ) উর্দুতে লেখা মা 'রেফুল কোরানের বাংলা অনুবাদ করেছেন

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। এর প্রথম খন্ডটা সংগ্রহ করতে পারলে দেখবেন সেখানে প্রচুর তথ্য রেফারেন্স দিয়ে দেখানো হয়েছে কোরানের বিবর্তনীয় রূপ।

সুরা ফাতিহার কথা জানতে চেয়েছেন। আমার যে সত্য বলা হয়নি বইয়ে এর কিছুটা বিবরণ উল্লেখ আছে, দেখে নিবেন। **কোরানের সুরা-ক্রম মুহাম্মদ সাজিয়েছিলেন** এমন কথা তার দুষমনেও বলার সাহস করবেনা।

এবার মুহাম্মদের লেখা কোরানের **পাথুরে পাহাড়** রচনাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। দেখুন কতো বিজ্ঞানময় বইখানি, কতো সুন্দর কাব্যিক ভাষা। পড়ে হাসাহাসি থেমে গেলে একবার রচনাটির ৮৭ নং বাক্যের মর্মোদ্ধার করায় মনোনিবেশ করুন। *আর নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দিয়েছি বারবার পঠিত সাতটি, আর এক সুমহান কোরান।* এই বারবার পঠিত সাতটি হলো দোয়া ফাতিহা আর বাকি সব কোরান। তবে আরেকখান কথা। সুরা ফাতিহায় বাক্য কয়টি ? সাতটি না আটটি? পাগলের প্রলাপের কথার মর্মোদ্ধার করতে আপনাকেও এক পর্যায়ে পাগল হতে হবে। এখানে দেখুন বিসমিল্লাহ ছাড়াই বাক্য সাতটি। আর এখানে বিসমিল্লাহ সহ বাক্য সাতটি। দর্জির মতো কোরানে উপর অস্ত্রোপাচার, কাঁচি চালাচালি করলেন কারা?

ও হ্যাঁ, কোরানের প্রধান ও মুহাম্মদ কর্তৃক স্বীকৃত কাতিব ইবনে মাসউদের কোরানে সুরা ফাতিহা নেই। ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আবি সারাহ আর হজরত আলীকে বাদ দিয়ে কোরান সংকলন করা হয়, আর হাফসার হাতের কোরান কপি করে আবার পুড়িয়ে ফেলা হয় কেন ? হাফসার কোরানে কি ভুল থাকার সম্ভাবনা ছিল?

আজ যে আমরা জের, জবর, পেশ, তাশকিল বলি এ সব কী? কোরানে রুকু কী? রুকু নির্দেশক অক্ষর ع (আইন) কোরানে কে বসায়াছে, মুহাম্মদ না আল্লাহ?

কমপক্ষে সাত রকম সাত ভাবে লিখিত কোরান পাওয়া গেলেও খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায় এর আরো বহু রূপ ছিল, যা এখন হয়তো আর পাওয়াই যাবেনা। শুধু উচ্চারণ নয় , শব্দ, অক্ষর এমন কি বাক্যের কাল বা সময় পরিবর্তিত ভিন্ন রূপে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আজও কোরান পঠিত হয়।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

এবার মুহাম্মদের লেখা কোরানের পাথুরে পাহাড় রচনাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন।

এ বইএর লিংক টা তো দেখলাম না।

আজ যে আমরা জের, জবর, পেশ, তাশকিল বলি এ সব কী? কোরানে রুকু কী? রুকু নির্দেশক অক্ষর ع (আইন) কোরানে কে বসায়াছে, মুহাম্মদ না আল্লাহ?

আমার মনে হয় ফিরিস্তারা। আজব ব্যপার হলো- এসব নিয়ে সাধারণ মুমিন বান্দাদের সাথে কোন কথাই বলা যায় না। বলতে গেলেই তারা বলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা তর্ক করা নিষেধ। এর মানে কি তারা মনে করে- এসব নিয়ে কথা বলতে গেলেই আসল গোমর ফাক হয়ে যাবে?

আকাশ মালিক এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১২ at ৮:১০ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এবার মুহাম্মদের লেখা কোরানের পাথুরে পাহাড় রচনাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন।

এ বইএর লিংক টা তো দেখলাম না।

আমার সন্দেহ হয়েছিল আপনি ধাঁধায় পড়ে যেতে পারেন। আল্লাহর গরু নামের রচনায় গরুর বর্ণনা থাকেনা, পাথুরে পাহাড় নামের রচনায় পাথর আর পাহাড়ের জন্ম বৃত্তান্ত থাকেনা , কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ মহা জ্ঞানী ! ! ! এটা কোরানের ১৫ নং সুরা আল-হিজর। এই সুরার ৮৭ নং বাক্যের অর্থ হলো- *আর নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে দিয়েছি বারবার পঠিত সাতটি, আর এক সুমহান কোরান।*
এই বারবার পঠিত সাতটি বাক্য সম্বলিত দোয়ার নাম ফাতিহা আর বাকি সব কোরান। অর্থাৎ এটা একটা দোয়া যেমন নামাজের আত্যাহিয়্যাতু , দোয়া কুনুত। ফাতিহা কোরান নয় , দোয়া। দোয়া ফাতিহার আগে বিসমিল্লাহ বসায়ে একে সুরা বানানো হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা বিসমিল্লাহকে কোরানের বাণী হিসেবে কোনদিনই মেনে নেন নি। আল্লাহ কেন বলবেন- আমি শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে? সাহাবী ইবনে মাসুদ দোয়া ফাতিহাকে কোরানের সুরা হিসেবে কোন দিন স্বীকার করেন নি। আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতির আল -ইতকান কিতাবের ১৭৩ পৃষ্টায় একেবারে নীচে আন্ডারলাইন করা বাক্যগুলোটি দে খুন।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১২ at ৯:০২ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,
সূরার মত দোয়াগুলোও কি নাজিল হয়েছিল ? দোয়া কুনুত, ওজুর দোয়া, গোসলের দোয়া, নামাজের নিয়ত ইত্যাদি দোয়াগুলোর কাহিনী কি?

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫৯ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

প্রশ্নটা এখানে চালান করে দিন আর দেখুন অবস্থা কী হয়।

আপনার ওখান একটা আজব জায়গা। একবিংশ শতাব্দীতেও এরকম মাথা খারাপ , পাগল , উদ্ভট , উদ্ভ্রান্ত মানুষ দুনিয়ার বুকে থাকতে পারে তা ওখানে না গেলে বিশ্বাস করা কঠিন।

3. 3
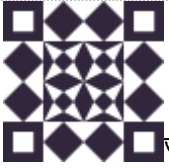
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১২ সময়: ৮:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনারই প্রবন্ধ হতে:

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। কোরান, ২:২৯

তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের , যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। কোরান , ৭৯:২৭-৩০

এখানে দেখা যাচ্ছে .প্রথম বাক্যে আল্লাহ বলতেছেন তিনি আগে সৃষ্টি করয়াছেন " পথিবী"কে। আর পরবর্তী বক্যে বলতেছেন আগে সৃষ্টি করিয়াছেন "আছমান"কে।

আল্লাহ পাক এধরনের বিপরীত মুখি কথা নিজ মুখে কেন বলতে যাবেন ?

কোরান লেখকগন উক্ত স্ববিরোধী বাক্যদ্বয় আল্লাহ পাকের বানী বলে চালিয়ে দিয়ে শুধু গোটা কোরানকেই মিথ্যা প্রমানিত করিয়া ছাড়েন নাই বরং স্বয়ং আল্লাহ পাকের অসীম মর্যাদারও হানী করিয়া ছাড়িয়াছেন।

আল্লাহ পাক একই বিষয়ের উপর নিজে ২ রকম বক্তব্য রাখতে যাবেন তা তো কোন একজন পাক্কা ইমানদার বান্দাও বিস্বাষ করবেন না ।

এটা বুঝতে হবে কোরান কোন মানুষের বানী নয়।এটা আল্লাহ পাকের নিজের মুখের কথা বার্তা ,ঠিক যেমনটা আমরা একজন আর একজনের সংগে কথা বার্তা বলে মনের ভাবটা প্রকাশ করে থাকি। **একটু চিন্তা করলে ব্যাপারটা অতটা সহজ ব্যাপার নয়। আল্লাহ পাক যে গ্রন্থ খানি মানব জাতির জন্য অনন্ত কাল ব্যাপী জীবন ব্যবস্থার নির্দেশ নামা দিচ্ছেন,তাতে আবার বিন্দু পরিমান ও ভূল থাকিবে?** মানুষের কথা বার্তা ও আল্লাহর কথা বার্তায় পার্থক্য হল মানুষ মাত্রই সর্বক্ষন অপরিসীম দুর্বলতা ও ভূলত্রুটির মধ্যে আবদ্ধ তাই সে যতই গুন সম্পন্ন ব্যক্তি হইক না কেন তার কথা বার্তায় যে কোন সময় কিছু না কিছু ভূল ত্রুটি থাকবেই।

কিন্তু আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ মাত্রায় যে কোন ধরনের দুর্বলতা ও ভূল ত্রুটি হতে মুক্ত। আর তা না হলে তিনি তো এই মহাবিশ্ব চালাতেও অক্ষম হইয়া পড়িবেন।

অতএব যখনই যে কোনো গ্রন্থকে আল্লাহ পাকের গ্রন্থ বলে দাবী করা হইল তখনই তার উপর স্বাভাবিক ভাবেই এই শর্তটি জোরালো ভবে আরোপিত হয়ে যায় যে এর মধ্যে বিন্দু পরিমান ও যে কোনো ধরনের ভূল ভ্রান্তি,ব্যকরনিক ভূল ভ্রান্তি,স্ববিরোধিতা বা স্বতসিদ্ধ বিজ্ঞান বহির্ভূত কিছুই থাকিবেনা।

সেখানে একাধিক ভূলত্রুটি পাওয়ার ও কোনই দরকার হয়না।

সেখানে একটি মাত্র প্রমানিত ভূল পাওয়াই যথেষ্ট হয়ে দাড়ায় যে এটা কখনোই আল্লাহর বানী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।
তাই নয়কী?
ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ১২:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

সেখানে একটি মাত্র প্রমানিত ভূল পাওয়াই যথেষ্ট হয়ে দাড়ায় যে এটা কখনোই আল্লাহর বানী হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

তাহলে আপনি তো এ পর্যন্ত যথেষ্ট অবগত হলেন তথ্য প্রমান সহ যে কোরানে কোন ভুল ভ্রান্তি আছে কি না। আপনি নিজেও দু একটি আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত: আপনার আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই এ পর্ব লেখা।
এখন আপনার কি অভিমত, কোরানের ব্যপারে? এটা কি সত্যি সত্যি আল্লাহর বানী ?

4. 4

গোলাপ

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ সময়: ২:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

সহি বুখারী থেকে আরো কিছু ডাক্তারী জ্ঞান পাঠকরা জানতে পারেন।
১) "উটের মুত্র" স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী
Volume 5, Book 59, Number 505:
Narrated Anas:
–- So Allah's Apostle ordered that they should be provided with some milch camels and a shepherd and **ordered them to go out of Medina and to drink the camels' milk and urine (as medicine).** –-
২) "মুখের থুতু" দিয়ে ঘায়ের চিকিৎসা
Volume 5, Book 59, Number 517:

Narrated Yazid bin Abi Ubaid:
I saw the trace of a wound in Salama's leg. I said to him, "O Abu Muslim! What is this wound?" He said, "This was inflicted on me on the day of Khaibar and the people said, 'Salama has been wounded.' Then I went to the Prophet and **he puffed his saliva in it (i.e. the wound) thrice.**, and since then I have not had any pain in it till this hour."

৩) চোখের কোন সমস্যা হলে তার চিকিৎসা - সেই চোখে "ওয়াক থু করে থুতু" মেরে দোয়া

Volume 5, Book 59, Number 521:

Narrated Sahl bin Sad:
—The Prophet said, "Where is Ali bin Abi Talib?" It was said, "**He is suffering from eye trouble** O Allah's Apostle." He said, "Send for him." 'Ali was brought and **Allah's Apostle spat in his eye** and invoked good upon him. So 'Ali was cured as if he never had any trouble. —-

৪) বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় কাঁদে কেন? মোক্ষম উত্তর, "শয়তানের ছোঁয়ায়"।

Volume 6, Book 60, Number 71:

Narrated Said bin Al-Musaiyab:
Abu Huraira said, "The Prophet said, 'No child is born but that, Satan touches it when it is born where upon **it starts crying loudly because of being touched by Satan**, except Mary and her Son. —-

কুরান-হাদিসে যারা "বিজ্ঞান খোঁজেন" তারা হয় মানসিক ভারসাম্যহীন, অথবা বিজ্ঞানে "বিশেষ-অজ্ঞ"।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ৩:২৬ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

১) "উটের মুত্র" স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী

আরব দেশে উট ছিল বলেই মনে হয় এ নিদান। পক্ষান্তরে ভারতে হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে গরুর মূত্রও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ভারতে কিছু কিছু ধর্মীয় মন্দিরে গরুর মুত নাকি বিক্রিও হয় , বিশেষ করে কৃষ্ণ মন্দিরে। আরব দেশে উটের মুত বিক্রি হয় কি না কিছু জানেন ? তবে সেই যুগে উট, দুম্বা বা

গরুর মুত ছাড়া অন্য ওষুধ তো ছিলও না। মোহাম্মদ চাইলেও নানা রকম এন্টিবায়োটিকের নিদান দিতে পারতেন না, এটাও বোঝা দরকার।

কাজী রহমান এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ১১:০১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

মুতের ছবি পাইলামঃ

সংগ্রহঃ ধর্মকারী

আর এটাও মজা পেতে দেখতে পারেন
কুত কুত কুত কুতকুত কুত
না বুঝে খাস উটের মূত;
দিসনে হতে নিজকে লুট,
কুত কুত কুত কুতকুত কুত।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫৯ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,
হা হা হা , ধন্যবাদ ছবি দেয়ার জন্য।
তবে গরুর মুতের কি কি গুণাগুণ তার একটা ফিরিস্তি দিলে, পাব্লিক বেশী উপকৃত হতো। হয়তবা কেউ কেউ তা একটা পরখ করে দেখতেও পারত।

5. 5
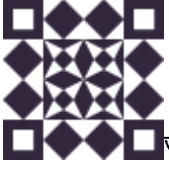
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ সময়: ৩:৫২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

হ্যা তাই তো, এভাবে তো আমি ভাবিনি। দেখা যাচ্ছে, আমার চাইতে মাথা আপনার বেশী খুলছে। আপনার বক্তব্য অকাট্য। এটাই তো বড় আশ্চর্য্যের, কিভাবে দোজখের আগুন সবাইকে ফাকি দিয়ে শুধুমাত্র জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে। **আমার মনে হয় এটা আল্লাহর ইচ্ছা আর এ রহস্য একমাত্র আল্লাহই জানেন, কি বলেন ভাইজান?**

মোটেই নয়। কেহ যদি সারাটা দিন আগুনের পার্শে থেকে কাজ করে,সেই আগুনের উত্তাপে তার কোন দিনও জ্বর হইবেনা।জ্বর হওয়ার অনেক কারনের মধ্যে প্রধান কারন কোন ধরনের জীবানু বা জীবানু জাতীয় দ্বারা মানব দেহ আক্রান্ত হওয়া।এসময় এদের সংগে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যুহের সংগে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়।এর পর মস্তিস্কে অবস্থিত “তাপ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র”শরীরে তাপ বাড়িয়ে দেয়। আরো অনেক জটিল ব্যাপার এর সংগে জড়িত রয়েছে।

আল্লাহ পাককে দোজখ হতে অনর্থক তাপ বইয়ে আনিয়ে প্রতি রোগীকে উত্তপ্ত করার দরকার হয়না।

আপনার পরে যোগকৃত অংশটুকুও চমৎকার।

ভবঘুরে এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫২ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

মোটেই নয়। কেহ যদি সারাটা দিন আগুনের পার্শে থেকে কাজ করে,সেই আগুনের উত্তাপে তার কোন দিনও জ্বর হইবেনা।জ্বর হওয়ার অনেক কারনের মধ্যে প্রধান কারন কোন ধরনের জীবানু বা জীবানু জাতীয় দ্বারা মানব দেহ আক্রান্ত হওয়া।এসময় এদের সংগে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যুহের সংগে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়।এর পর মস্তিস্কে অবস্থিত "তাপ নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র"শরীরে তাপ বাড়িয়ে দেয়। আরো অনেক জটিল ব্যাপার এর সংগে জড়িত রয়েছে।

তাহলে আপনি বলতে চান, বিশ্বের শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী , আল্লাহর রসুল, আল-আমীন হযরত মোহাম্মদ(সা:) প্রলাপ বকেছেন? অবশ্য এক মুমিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল - এসব নাকি উপমা। আমি যখন বললাম, মোহাম্মদের কথা যখন আজগুবি বা উদ্ভট মনে হবে তখন সেটাকে উপমা হিসাবে ধরতে হবে? এর পর আর কোন উত্তর দেয় নাই।

6. 6
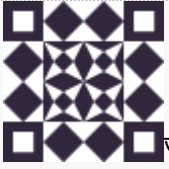
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ সময়: ৪:১৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

তাহলে আপনি তো এ পর্যন্ত যথেষ্ট অবগত হলেন তথ্য প্রমান সহ যে কোরানে কোন ভুল ভ্রান্তি আছে কি না। আপনি নিজেও দু একটি আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত: আপনার আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই এ পর্ব লেখা।
এখন আপনার কি অভিমত, কোরানের ব্যাপারে? এটা কি সত্যি সত্যি আল্লাহর বানী ?

আমার আবস্কারের উপর এ প্রবন্ধটি লিখেছেন যেনে নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছি। ধন্যবাদ আমার আবিস্কারের উপর লেখার জন্য।

এখন আপনার কি অভিমত, কোরানের ব্যাপারে? এটা কি সত্যি সত্যি আল্লাহর বানী ?

আমি নিজেকে এখন আগের চাইতে যথেষ্ট জ্ঞানী ও সচেতন অনুভব করছি। অনেক চতুরতাই মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কোরানের ব্যাপারে ইতিমধ্যে একটা কিছু বুঝে ফেলেছি। তবুও এ রহস্যের আরো অনেক কিছু দৃষ্টিগোচরে আনতে ইচ্ছুক।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৪৯ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমি নিজেকে এখন আগের চাইতে যথেষ্ট জ্ঞানী ও সচেতন অনুভব করছি। অনেক চতুরতাই মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কোরানের ব্যাপারে ইতিমধ্যে একটা কিছু বুঝে ফেলেছি।

তার মানে যতক্ষন আপনি কোরান হাদিস নিজে না পড়তেন ততদিন আপনি ছিলেন প্রকৃত বিশ্বাসী মুমিন বান্দা। যখন পড়া শুরু করেছেন তখন হয়ে পড়েছেন সন্দেহপ্রবণ বান্দা। এই হলো ইসলাম ধর্ম। যতক্ষন আপনি মূর্খ থাকবেন ততক্ষণই আপনি বিশ্বাসী বান্দা , যেই জ্ঞান অর্জন করতে থাকবেন তখন আপনি হয়ে পড়বেন কাফির মুরতাদ।

7. 7

রাজেশ তালুকদার

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ সময়: ৬:৪৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত , হুযুর বলিয়াছেন, বনী ইস্রাইলের একদল লোক নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল। কেহ জানে না তাহারা কি করিয়াছিল। আমি ধারণা করি- এই ইঁদুরই (পরিবর্তিত আকৃতিতে) সেই নিরুদ্দিষ্ট সম্প্রদায়।সহি বুখারী হাদিস , বই-৫৪, হাদিস-৫২৪

হাদিসের এই তথ্য অনুসরণ করেই সম্ভবত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নতুন কোন ঔষধ আবিষ্কারের পর ইঁদুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তা মানব দেহে প্রয়োগের উপযুক্ত কিনা নিশ্চিত হন। এতে আবারো প্রমাণিত হয় ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ৩:২০ অপরাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

হাদিসের এই তথ্য অনুসরণ করেই সম্ভবত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নতুন কোন ঔষধ আবিষ্কারের পর ইঁদুরের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তা মানব দেহে প্রয়োগের উপযুক্ত কিনা নিশ্চিত হন। এতে আবারো প্রমাণিত হয় ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

না ভাই ভুল বললেন। এর দ্বারা এই প্রমান হয় যে মানুষ সত্যি সত্যি ইঁদুরে পরিণত হয়ে গেছিল। না হলে যে ওষুধ ইঁদুরের ওপর কাজ করে তা আবার মানুষের ওপর কাজ করে কেমনে ?

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১২ at ৪:০৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

না ভাই ভুল বললেন। এর দ্বারা এই প্রমান হয় যে মানুষ সত্যি সত্যি ইঁদুরে পরিণত হয়ে গেছিল। না হলে যে ওষুধ ইঁদুরের ওপর কাজ করে তা আবার মানুষের ওপর কাজ করে কেমনে ?

আমিও এই কথাটা বলতে চেয়েছি। সর্টকাট মন্তব্য করাতে আমার বক্তব্যটা আপনি হয়তো অনুধাবন করতে পারেন নি কিংবা আমি বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছি।

8. 8

কাজী রহমান

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ সময়: ৮:৪৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদের হাদিসের সাইট

কাজ করছে না তো

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৪৬ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

১। বুখারী-মুসলিম-আবু দাউদ-মুয়াত্তা হাদিস
২। বুখারী-মুসলিম-আবু দাউদ-মুয়াত্তা হাদিস
৩। ইবনে কাথিরের তাফসির

9. 9

আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ সময়: ৮:৪৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

যেই জ্ঞান অর্জন করতে থাকবেন তখন আপনি হয়ে পড়বেন কাফির মুরতাদ।

সাবধান!! মুসলমানদের জ্ঞ্যান অর্জন করে সমাজে প্রকাশ করার ফলাফল কি তাকি জানা আছে? আমার তো আপনাকে লয়ে মাঝে মাঝে ভয় হয়। যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন। আল্লাহ রক্ষা করুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার সতর্কবানীর জন্য ধন্যবাদ।
ভালই জানা আছে এসব প্রকাশের ফলাফল। এই যে আপনি আগে জানতেন না এখন জানেন। এটা

কি সম্ভব হতো এসব লেখা লেখি ছাড়া? আ্পনি তো ধার্মিক একজন লোক, বুকে হাত দিয়ে বলুন, কবে কোন নিবন্ধে মিথ্যা বা মনগড়া কথা বা তথ্য দেয়া হয়েছে?
এক লোকের সাথে এই নেটেই আলোচনা হচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- যার অস্তিত্ব বিশ্বাসের ওপর ১০০% নির্ভরশীল তা কিভাবে ১০০% সত্য হয়? সে বলল- সেটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা ৫০/৫০।তখন আমি বললাম ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ হলো ঈমান বা বিশ্বাস। তাহলে তা কিভাবে ১০০% সত্য হয়? সে কোন উত্তর দিতে পারে নি। এর পর বললাম- সেই বিশ্বাস কেউ যদি পোষণ করে নিজের মধ্যে রাখে তাতে আর কারও সমস্যা নেই , কিন্তু সেটা যদি সে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়, সেটা কি ঠিক? সে কোন উত্তর দিতে পারে নি। ভাই এত কিছুর মধ্যেও কায়দা করে আলোচনা করলে ওরা ধরা খেয়ে যায়। শুধু জানতে হবে কায়দাটা।

10. 10
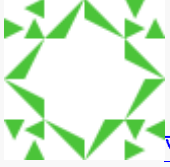
আবুল কাশেম

ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ সময়: ১১:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অফিসের কম্পুটারে ভালোমত মুক্তমনা দেখা যায় না বেশ অনেক দিন যাবৎ , তাই আপনার লেখার উপর সময়মত মন্তব্য করতে পারছি না।

আগের মতই এই পর্বটাও চমৎকার হয়েছে।

আর কত পর্ব বাকী রয়েছে?

ভবঘুরে এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১২ at ৭:৫৭ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

আর কত পর্ব বাকী রয়েছে?

ঠিক জানি না, কিছু কিছু কোরান হাদিস পড়ি, অসঙ্গতি দেখলেই লিখে ফেলে একটা পর্ব করে প্রকাশ করে ফেলি। যে কারনে পর্বটা অনেকটাই আগোছাল। সেটা মনে হয় খেয়াল করেছেন। আসলে লেখালেখির তেমন অভ্যাস নেই তো , তাই এরকম হচ্ছে। কোনদিন লিখতে হবে, চিন্তা করিনি তো তাই।

*আমি আমার*এর জবাব:

মার্চ ১০, ২০১২ at ৭:০৩ অপরাহ্ন

@ভবঘুরে,

ভাই, আপনার লেখা পড়ে শেষ করতে আমার খবরই হয়ে যাচ্ছে। ধারনা করতে পারছি কতটুকু কষ্ট করতে হচ্ছে আপনার এই তথ্যবহুল প্রবন্ধ গুলো লিখতে। অসংখ্য ধন্যবাদ আশা রাখতে পারি আপনার জন্য দোজখ নির্ধারিত হয়েই আছে।

ঠিক জানি না, কিছু কিছু কোরান হাদিস পড়ি , অসঙ্গতি দেখলেই লিখে ফেলে একটা পর্ব করে প্রকাশ করে ফেলি। যে কারনে পর্বটা অনেকটাই আগোছাল। সেটা মনে হয় খেয়াল করেছেন।

আপনি যে বইয়ের উপর লিখছেন, সেটা তো পুরোটাই আগোছাল। ঐ বইতে , এক সূরাতে একটা বলে তো পরের সুরা তে টোটালই অন্য বিষয়। পুরোটাই আওলাজাওলা। মনে হয় , মুহম্মদ সুরা নাজিল করার সময় নস্যি নিত। যাই হোক, আপনার বা আবুল কাশেম ভাইয়ের কাছে কি জমজম কুয়া এর ব্যাপারে কোন তথ্য আছে? আমি তন্ন তন্ন করে খুজে তেমন কোন রিসার্চ ইনফরমেশন পাচ্ছি না শুধুমাত্র বিবিসি রিপোর্ট আর একটা জাপানী সাইন্টিস্ট এর বেসিক রিপোর্ট ছাড়া (কিছু ছাগুদের বোঝানোর চেষ্টা করা যে এটা কোন মিরাকল না)। জানালে কৃতজ্ঞ হব। ধন্যবাদ।

---

11. 11
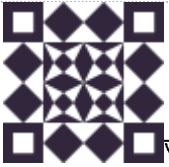
আঃ হাকিম চাকলাদার

ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১২ সময়: ৪:২৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ ভবঘুরে,

এই যে আপনি আগে জানতেন না এখন জানেন। এটা কি সম্ভব হতো এসব লেখা লেখি ছাড়া? আ্পনি তো ধার্মিক একজন লোক, বুকে হাত দিয়ে বলুন, কবে কোন নিবন্ধে মিথ্যা বা মনগড়া কথা বা তথ্য দেয়া হয়েছে?

একেবারে সঠিক কথা,এসব লেখালেখি ছাড়া আমার পক্ষে এসব জানা কখনই সম্ভব ছিলনা।
জন্মের পর থেকেই শুনতে শুনতে এসেছি হযরত মুহাম্মদ এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞ্যানী ব্যক্তি।দো - জাহানের সর্বোত্তম এক অতি মানব ব্যক্তি। তার কথায় যারা বিশ্বাষ স্থাপন না করবে তারা দোজখী।
এ সমস্ত কথার বাইরে আর কিছুই শুনা যায় নাই।

বুকে হাত দিয়ে বলুন, কবে কোন নিবন্ধে মিথ্যা বা মনগড়া কথা বা তথ্য দেয়া হয়েছে?

না,না, আপনি কোন মিথ্যা তথ্য দেন নাই বা নিজের ইচ্ছা মত কিছু বানিয়েও লিখেন নাই বরং তথ্য উপাত্ত যা দিচ্ছেন তাতো সেই খোদ আল্লাহর কোরান বা নবীর হাদিছ হইতেই দিতেছেন-নবীর বিরুদ্ধ বাদীদের কোন বক্তব্য দিচ্ছেন না তো।
আর আপনি যা-তা একটা কিছু তথ্য দিলেই কি অমনি হয়ে গেল ? অজস্র বিজ্ঞ্য পন্ডিতেরা হা করে বসে আছেন আপনার ত্রুটি ধরার জন্য।
কোন ত্রুটি পেলে তারা কি আর ছেড়ে দিবে?
ধন্যবাদ

সমাপ্ত

মোহাম্মদ ও ইসলাম , পর্ব-১৩

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ (মে ২৭, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু :কোরআনের আয়াতের বিধান রহিত করন,নাসেক মনসুক]

ইসলাম ও কোরান কে বুঝতে হলে সেই সময়কার আরবী , বিশেষ করে মক্কা মদিনার আর্থ সামাজিক অবস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে আয়াত নাজিল হতো এবং কোরানের মধ্যে আয়াতের **বিধান রহিত করন(Abrogation)** বিষয়ে সম্যক ধারনা থাকতে হবে। এসব কিছু না জেনে কোরান পাঠ করলে প্রকৃত তথ্য জানা তো দুরের কথা, প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা ১০০% । এ নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য সেগুলো। অনেক গুলো ফ্যাক্টর ছিল সেই ১৪০০ বছর আগেকার মক্কা মদিনায় কেন ও কিভাবে ইসলাম প্রচার সম্ভব হয়েছিল ও অত:পর কিভাবে ইসলাম চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে অনেক লেখা লেখি আছে তবে এ নিবন্ধে মূলত: কোরান হাদিস কিভাবে পড়তে হয় ও তার অর্থ বুঝতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষভাবে আ লোকপাত করা হবে।কোরানের আয়াত কত রকম, কোথায় সেগুলো নাজিল হয়েছিল, নাজিলের পটভূমিকা কি ছিল এসব ভালমতো না জানলে যে কেউ কোরান পড়ে ভুল বুঝতে পারে , হতে পারে প্রতারিত।যেমন- নিচের বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত আয়াত দুটি-

দ্বীন নিয়ে কোন বাড়া বাড়ি নাই। সূরা -বাকারা, ০২: ২৫৬ (মদিনায় অবতীর্ণ)
তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)

কি সুন্দর একটি আয়াত ।ঠিক শান্তির মৃত সঞ্জিবনী সূরা প্রবাহের মত।যিনি কোরানের আয়াতের প্রকরণ, নাজিলের পটভূমিকা জানেন না, তিনি অতি সহজে ইসলামকে চুড়ান্ত রকম শান্তির ধর্ম হিসাবে বুঝে ফেলতে পারেন উক্ত আয়াত দুটি পড়ে।কিন্তু উক্ত আয়াত দুটি যে পরে বাতিল হয়ে গেছে অন্য আয়াত দ্বারা এ কথা জানে খুব কম মানুষ।তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতগন যারা ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধ পরিকর, তারা সদা সর্বদা উক্ত আয়াত দুটি আউড়ে গেলেও ঘুনাক্ষরেও তারা একথাটি বলে না যে , পরবর্তীতে উক্ত বিষয়ে নজিল হওয়া আয়াত দ্বারা উক্ত শান্তির আয়াত সমূহ বাতিল হয়ে গেছে।এ নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এই আয়াত বাতিলকরন কি ও কোন্ কোন্ আয়াত বাতিল হয়ে গেছে সে সব নিয়ে আলোচনা করা। প্রথমেই দেখা যাক্ বাতিল করনের কোরানিক সমর্থন আছে কি না। তবে তার আগে বাতিলকরন বা Abrogation কি জিনিস সেটার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেয়া যাক।বাতিল করন বা Abrogation হলো - ইসলামের প্রাথমিক যুগে (প্রধানত: মক্কায়) নাজিল কৃত নানা রকম আয়াত (সাধারনত বিধি বিধাণ সম্পর্কিত) পরবর্তীতে মদিনায় অবতীর্ণ নতুন ও উন্নততর আয়াত দ্বারা রদ হয়ে যাওয়া।আরবিতে বলে আল নাসিক ওয়াল মানসুক- al-nāsikh wal-mansūkh (الناسخ والمنسوخ, “the abrogating and abrogated [verses]“). । আল নাসিক হলো- যে আয়াত দ্বারা বাতিল হয় বা Abrogating verse, এবং ওয়াল মানসুক হলো-

যে আয়াত বাতিল হয়ে গেছে বা Abrogated Verse. এর সমর্থনে যে সব আয়াত কোরানে আছে তা নিম্নরূপ-

এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না। সূরা নাহল , ১৬: ১০১, মক্কায় অবতীর্ণ
আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। সূরা রাদ , ১৬: ৩৯, মক্কায় অবতীর্ণ।

আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান? সূরা বাক্বারা, ২: ১০৬ মদিনায় অবতীর্ণ ,
ইসলামের প্রাথমিক যুগের আয়াত সমূহ যে পরবর্তী যুগে নাজিল হওয়া আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে তার বহু উল্লেখ হাদিসেও আছে , যেমন-

বুখারী, ভলিউম-৬, বই-৬০, হাদিস-৬৮ : ইবনের উম বর্নিত- যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান(২:৮৪) পরবর্তীতে নাজিল হওয়া আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।
একই বক্তব্য নিচের হাদিসে-

Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 69:
Narrated Marwan Al-Asghar: A man from the companions of Allah's Apostle who I think, was Ibn 'Umar said, "The Verse:-"Whether you show what is in your minds or conceal it...." was abrogated by the Verse following it."
মুসলিম, বই-০০৩, হাদিস- ০৬৭৫: আবু আল আলা বি আ ল সিকখির বর্নিত - আল্লাহর রসুল কিছু বিধান অন্য বিধান দ্বারা রদ করে দেন, যেমন করে কোরান তার কিছু অংশ অন্য অংশ দ্বারা রদ করে। এরকম আরো উদাহরন নিচে দেয়া হলো-

Bukhari , Volume 6, Book 60, Number 285: Narrated Al-Qasim bin Abi Bazza: That he asked Said bin Jubair, "Is there any repentance of the one who has murdered a believer intentionally?" Then I recited to him:-
"Nor kill such life as Allah has forbidden except for a just cause." Said said, "I recited this very Verse before Ibn 'Abbas as you have recited it before me. Ibn 'Abbas said, 'This Verse was revealed in Mecca and it has been abrogated by a Verse in Surat-An-Nisa which was later revealed in Medina."

Muslim, Book 043, Number 7173:
Sa'id b. Jubair reported: I said to Ibn Abbas: Will the repentance of that person be accepted who kills a believer intentionally? He said: No. I recited to him this verse of Sura al-Furqan (xix.):" And those who call not upon another god with Allah and slay not the soul which Allah has forbidden except in the cause of justice" to the end of the verse. He said: This is a Meccan verse which has been abrogated by a verse revealed at Medina:" He who slays a believer intentionally, for him is the requital of Hell-Fire where he would abide for ever," and in the narration of Ibn Hisham (the words are): I recited to him this verse of Sura al-Furqan:" Except one who made repentance."
Muslim, Book 004, Number 1433:
Anas b. Malik reported that the Messenger of Allah (may peace be upon him) invoked curse in the morning (prayer) for thirty days upon those who killed the Companions (of the Holy Prophet) at Bi'r Ma'una. He cursed (the tribes) of Ri'l, Dhakwan, Lihyan, and Usayya, who had disobeyed Allah and His Messenger (may peace be upon him). Anas said: Allah the Exalted and Great revealed (a verse) regarding those who were killed at Bi'r Ma'una, and we recited it, till it was abrogated later on (and the verse was like this):, convey to it our people the tidings that we have met our Lord, and He was pleased with us and we were pleased with Him".
উক্ত আয়াত সমূহ হলো রহিত করনের বৈধতা প্রদানের আয়াত। উক্ত আয়াত প্রথমেই যে প্রশ্নের উদ্রেক করে তা হলো- সর্ব শক্তিমান ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানকে চ্যলেঞ্জ করে। তিনি মানুষের জন্য যদি কোন বিধি বা আইন প্রনয়ণ করেন তা হওয়া উচিত সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য ও আদর্শ। সময়ে সময়ে আইন পরিবর্তন করে একমাত্র মানুষ , যাদের মতি গতি , আচার আচরন , রুচির পরিবর্তন হয় সময়ে সময়ে আর তার সাথে তাল মিলিয়ে বিধির পরিবর্তন দরকার পড়ে, বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা আমরা দেখি। কোরানে রহিতকরন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে মানুষের কাতারে নামিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ এ আল্লাহর সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য আদর্শ আইন তৈরী করার ক্ষমতা বা জ্ঞান নেই।তারপরেও যদি ধরা হয় সুদীর্ঘ কালের জন্য মানব সমাজে কোন বিধি প্রনয়ণ সম্ভব নয় কারন সময়ের পরিবর্তনে সমাজের পরিবর্তন ঘটে যার ফলে দরকার পড়ে বিধি পরিবর্তনের।এ বিবেচনায় নবী ইব্রাহিমের বিধি মূসা নবী পরিবর্তন করে গেছেন , ইসা নবী করে গেছেন মূসা নবীর বিধি। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী ভাবে মোহাম্মদ করে যাবেন ইসা নবীর বিধির পরিবর্তন।এটাই যদি হয় বাস্তবতা তাহলে মোহাম্মদ কোন্ বিচারে রায় দিয়ে যান যে তার বিধি ভবিষ্যতে আর কোন দিন পরিবর্তন হবে না বা পরিবর্তন করা যাবে না ? তারপরেও শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেই যে মোহাম্মদের বিধাণই চুড়ান্ত বিধান যা সমাজে সব সময় চালু থাকবে ও একটা সমৃদ্ধশালী সমাজের জন্ম দিবে, সে ক্ষেত্রে দেখা যাক কত দ্রুত মোহাম্মদের আল্লাহ তার বিধি বিধাণ গুলো পরিবর্তন বা সংশোধন করছে। এখানে দেখা যাচ্ছে- মোহাম্মদের আল্লাহ তার কোরানে মোহাম্মদের জীবনকালেই বার বার পরিবর্তন ও সংশোধন করছে।যা একজন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে খুবই বেমানান।কারন বহুল প্রচলিত বিশ্বাস যে - আল্লাহ মানুষ সৃষ্টিরও বহু আগে কোরান রচনা করে লাওহে মাহফুজ নামক একটা যায়গায় সংরক্ষন করে রেখেছে।মোহাম্মদের জীবনকালেই বার বার

কোরানের বিধি পাল্টানোর সাথে সাথে কি আল্লাহ তার সংরক্ষিত কোরানেও সংশোধনী এনেছে? যদি তা হয় তাহলে তা আবারও আল্লাহর সর্বজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যের সাথে বেমানান।কারন একজন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ যদি তার শেষ নবীর জন্য কোন বিধান বহু পূর্বেই করে থাকে তা একবারেই সার্বজনীন ও আদর্শভাবে করলেই সেটা হতো সর্বজ্ঞানী আল্লাহর জন্য মানানসই।কিছু দিন পর পর একই বিষয়ে বার বার আইন সংশোধনী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে খুবই বে মানান। এবারে দেখা যাক কোন কোন বিধান আল্লাহ অতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পাল্টে ফেলেছে। নিচের উদাহরন গুলো পড়া যাক-

(১) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)
দ্বীন নিয়ে কোন বাড়া বাড়ি নাই। সূরা -বাকারা, ০২: ২৫৬ (মদিনায় অবতীর্ণ)
উক্ত আয়াতের বিধান গুলো নিম্ন আয়াত গুলো দ্বারা রদ/বাতিল হয়ে গেছে-

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। সূরা আল ইমরান , ০৩: ৮৫ মদিনায় অবতীর্ণ
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫মদিনায় অবতীর্ণ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। আত তাওবা, ০৯: ২৯মদিনায় অবতীর্ণ

তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় , তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। সূরা-নিসা. ০৪:৮৯ (মদিনায় অবতীর্ণ)
(২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী , নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। সূরা বাকারা, ০২:৬২ মদিনায় অবতীর্ণ
উক্ত আয়াত রদ/বাতিল হয়ে গেছে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। সূরা আল ইমরান , ০৩: ৮৫মদিনায় অবতীর্ণ

(৩) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন। আল -বাকারা, ০২: ২৪০মদিনায় অবতীর্ণ
উক্ত আয়াত নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত/বাতিল হয়ে গেছে

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে , তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে। আল -বাকারা, ০২: ২৩৪
বিষয়টি নিচের হাদিস দ্বারা সমর্থিত-

ভলিউম-৬, বই-৬০, হাদিস-৫৩: ইবনে আয যুবাইর বর্নিত- আমি উসমান বিন আফফান (যখন তিনি কোরানের আয়াত সমূহ সংগ্রহ করছিলেন) জিজ্ঞেস এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম - " যারা মৃত্যুবরন করার সময় স্ত্রীদের রেখে যায়---" (কোরান, ২:২৪০) আয়াত এ আয়াত টি অন্য আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। আপনি কেন তা কোরানে সংযুক্ত করছেন ? উসমান উত্তর দিলেন- " হে আমার ভ্রাতুষ্পূত্র, আমি কোন আয়াতকেই তার স্থান থেকে সরাব না"।
(৪) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা , মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা ন রহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। আল -বাকারা ০২: ২১৭ মদিনায় অবতীর্ণ
মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে কৃতকর্মের প্রতিফল দেন। আল জাসিয়া, ৪৫: ১৪, মক্কায় অবতীর্ণ
উক্ত আয়াত দ্বয়কে রহিত/বাতিল করে নিচের আয়াত

নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে , যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। সূরা আত - তাওবা, ০৯: ৩৬, মদিনায় অবতীর্ণ
(৫) তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও , এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা

বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। আল - বাকারা, ২:২১৯ মদিনায় অবতীর্ণ
উক্ত আয়াত রদ/বাতিল হয় নিচের আয়াত দ্বারা

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শুত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে? তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ ত নয়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন। সূরা আল - মায়েদা, ৫: ৯১-৯২মদিনায় অবতীর্ণ
এরকম রদ বা বাতিল হয়ে যাওয়া আরও অসংখ্য আয়াত আছে যার পরিপূর্ন বর্ননা পাওয়া যাবে নিচের সাইট গুলোতে-

রদ/বাতিল করন কি জিনিস জানা যাবে এখানে-
http://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_%28tafsir%29

http://wikiislam.net/wiki/List_of_Abrogations_in_the_Qur%27an

http://www.answering-islam.org/Quran/abrogatedverses.html

http://www.answering-islam.org/Silas/abrogation.htm

http://www.sikhphilosophy.net/islam/1754-abrogated-verses-in-the-koran.html

রদ/বাতিলকরন সম্পর্কে জাকির মিয়ার বয়ান পাওয়া যাবে এখানে-

ভাল করে ভিডিওটি শুনলে দেখা যাবে কিভাবে জাকির মিয়া চাপাবাজি করতে পারে। তার বক্তব্য- নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হলো তাকে ঘরের মধ্যে চিরতরে আটকে রাখা ও পরে কি হবে তা আল্লাহ জানে যার অর্থ পরে আল্লাহ ভিন্ন কোন শাস্তি প্রদান করবে, পরে সে শাস্তি রদ হয়ে একশত দোররায় পরিনত হয়। এতে নাকি কোন সমস্যা নেই। আসলেই সমস্যা নেই যদি আইন প্রণেতা মানুষ হয় কারন তারাই সময় সময় আইন পরিবর্তন করে। কিন্তু কোরানের আইন প্রণেতা তো মানুষ নয় , সর্বজ্ঞানী আল্লাহ। এ ধরণের ব্যভিচারের শাস্তি কি হবে তা স্থির করতে আল্লাহকে বার বার চিন্তা করতে হয়, যেন আল্লাহ মানুষ। কোরানের আল্লাহর এ ধরণের মানবিক স্বভাবের কারনেই কোরান যে আসলে মানুষ রচিত তা বুঝতে মহা পন্ডিত হওয়ার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না।

উক্ত (১) নম্বর বাতিল করন ঘটনার বিষয় বস্তু হলো ইহুদী, খৃষ্টান, কাফের এদের সাথে কিভাবে আচরন করতে হবে। এর উপরে মক্কা ও মদিনা দু জায়গাতেই আয়াত নাজিল হয়েছে। বাতিলকরন পদ্ধতি মোতাবেক পরে মদিনায় নাজিলকৃত আয়াত দ্বারা পূর্বে মক্কায় নাজিলকৃত আয়াত বাতিল হয়ে যাবে। এখন মদিনাতে নাজিল হওয়া আয়াত সমূহ থেকে যে বার্তা পাওয়া যায় তা কি কোন শান্তির কথা প্রচার করছে? অর্থাৎ যে আয়াতের কার্যকারিতা বহাল থাকল সেসব আয়াত থেকে কি কোন শান্তিপূর্ণ ইসলামের চেহারা পাওয়া যায় ? এভাবে ২,৩,৪,৫ নং এ কোন কোন বিষয় বাতিল হয়ে গেছে তা শুধুমাত্র আয়াতগুলো পড়লেই যে কোন সাধারন মানুষই তা বুঝে ফেলবে , এসব বুঝতে কোন রকম বিশাল দিগ্ গজ পন্ডিত হওয়ার দরকার নেই।

এখন প্রশ্ন হলো- কিভাবে বোঝা যাবে, কোন কোন আয়াত বাতিল হয়ে গেছে ও তার পরিবর্তে নতুন আয়াত প্রতিস্থাপিত হয়েছে? বোঝা কিন্তু খুবই সোজা ও এর জন্যেও বিশাল পন্ডিত হওয়ার দরকার নেই। রাষ্ট্রে যেভাবে আইন বাতিল হয় এখানকার পদ্ধতি হুবহু একই রকম।ধরা যাক, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে কোন একটা আইন বাংলাদেশে ২০০১ সালে প্রনীত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে আইন দ্বারা দেশ শাসন করা যাচ্ছে না।তখন সংসদ উক্ত আইনটি কিছুটা পরিবর্তন করে সংশোধিত একটা আইন তৈরী করে তা সংসদে ২০১২ সালে পাশ করল।অত:পর কোন আইনটি দেশে কার্যকর হবে? এর উত্তর দিতে আইন বিশারদ হওয়ার দরকার নেই। সোজা উত্তর -অত:পর ২০১২ সালের আইন কার্যকর হবে ও ২০০১ সালের আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।কোরানের ক্ষেত্রেও বিষয়টি হুবহু এক । ধরা যাক , ইসলামের প্রাথমিক যুগে (যেমন - মক্কায়) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একটা বিধানের আয়াত নাজিল হয়েছিল , ঠিক উক্ত বিষয়ে যদি পরবর্তীতে (যেমন- মদিনায়) অন্য একটা আয়াত নাজিল হয় তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। যা কোরান ও হাদিসে বার বার উল্লেখ করা আছে যা উপরে দেয়া হয়েছে। এবার (১) নং বাতিলকরন আয়াত সমূহকে ব্যখ্যা করা যাক।

তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে এবং আমার ধর্ম আমার জন্যে। কোরান, কাফিরুন- ১০৯:০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)
দ্বীন নিয়ে কোন বাড়া বাড়ি নাই। সূরা -বাকারা, ০২: ২৫৬ (মদিনায় অবতীর্ণ)
১০৯: ০৬ (সূরা কাফিরুন) ও ০২: ২৫৬ (সূরা বাক্বারা) আয়াত দ্বয় যথাক্রমে মক্কা ও মদিনাতে নাজিল হয়েছিল।সবাই জানেন যে , মক্কাতে মোহাম্মদ খুব দুর্বল ছিলেন, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা নগণ্য , এরকম অবস্থায় মক্কায় কুরাইশ , ইহুদি ও খৃষ্টানদের সাথে সহাবস্থান করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। যে কারনে উক্ত ১০৯:০৬ আয়াত নাজিল হয়। ০২: ২৫৬ আয়াত নাজিল হয় মদিনাতে। খেয়াল করতে হবে এ আয়াত হলো সূরা বাক্কারার। এ সূরার সিংহ ভাগ নাজিল হ য় কিন্তু মক্কাতে, বাকী অংশ নাজিল হয় মদিনাতে।সুতরাং উক্ত আয়াত মক্কাতেই আসলে নাজিল হয়েছিল।যেহেতু সিংহভাগ নাজিল হয়েছিল মক্কাতে সেহেতু তা মাক্কি সূরা হিসাবে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল।কিন্তু যারা কোরানের আয়াত সংকলন করেছিল তারা তাদের ইচ্ছামত আয়াত আগ পিছ করে অত:পর তাকে মাদানি সূরা হিসাবে পরিচিত করায়। এছাড়াও কিভাবে কোরানকে সংকলনকারীরা তাদের ইচ্ছামত সাজিয়েছে তাও বোঝা যাবে নিচের তালিকা থেকে। এর একটা উদ্দেশ্য আছে মনে হয় তা হলো যাতে করে মানুষ সঠিক তথ্য বুঝতে না পারে। বর্তমানে যে সংকলিত কোরান দেখি তাতে প্রথম দিকের সূরাগুলো সব

মদিনার আর তাতে আছে হত্যা, খুন এসবের কথা বার্তা, এর পরের সূরাগুলো হলো মাক্কি যাতে আছে শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের কথা। যে কোন পাঠক যদি ঐতিহাসিক সঠিক ক্রমবিন্যাস না জেনে কোরান পড়েন তিনি ভেবে বসতে পারেন যে প্রথম দিকে আল্লাহ মোহাম্মদকে অমুসলিমদের প্রতি কঠিন হওয়ার নির্দেশ দেয়ার পর এক সময় সবার সাথে শান্তিপূর্ন সহাবস্থানের নির্দেশ দিয়েছিল।অথচ বাস্তবে হলো উল্টো। এখানে আরও খেয়াল করতে হবে মক্কায় বা মদিনার প্রাথমিক আমলে (যেমন সূরা - বাক্বারা) নাজিলকৃত বিশেষে করে জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত গুলোর একটাও কিন্তু সূরা বাক্বারার কো ন আয়াত দ্বারা বাতিল হয় নি। উপরের তালিকাতে দেখা যায় মাত্র একটা আয়াত বাতিল হয়েছে যা হলো বিধবা নারীর বিবাহ সম্পর্কিত। এর কারন সহজেই বোধগম্য। কারন মোহাম্মদ তখন সবেমাত্র মদিনাতে গমন করেছেন, তার সঙ্গী সাথী তখনও সেখানে বৃদ্ধি পায় নি বা তার ক্ষমতাও সেখানে কুক্ষিগত হয় নি। সেকারনে বাক্বারার আয়াত গুলোতে সেরকম কোন জিহাদী আয়াত নেই। মাক্কী বা বাক্বারার অনেক আয়াত বাতিল হয়েছে অনেক পরে নাজিল হওয়া সূরা আত -তাওবা, মায়েদা এসবের আয়াত দ্বারা। নিচের ক্রম সারনী থেকে দেখা যায় তাওবা ১১৩ ও মায়েদা ১১২ নম্বরে অবস্থান করছে অর্থাৎ কোরানের সর্ব শেষ নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্তর্গত এবং বলা বাহুল্য ততদিনে মোহাম্মদ মদিনায় তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলেছেন ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী , আশ পাশের ইহুদি খৃষ্টান দের বসতি গুলো তাঁর দখলে চলে এসেছে ও তখন তার আর ইহুদি খৃষ্টানদেরকে ভয় করার কোন কারন নেই। তার তাই তখন তার দরকারও নেই পূর্বেকার শান্তিপূর্ন বিধান চালু রাখার। সুতরাং কিভাবে কোরান সংকলনকারীরা সূক্ষ্ম কারচুপি করেছে সেটা সহজেই বোধগম্য। সবার বোঝা জন্যে সূরা গুলো ক্রমবিন্যাশ নিচে দেয়া হলো -

Quran Verses in Chronological Order:

Chronological Order Sooreh Name Verses Revelation Traditional Order

1 Alaq (Al-) 19 Mecca 96

2 Qalam (Al-) 52 Mecca 68

3 Muzammil (Al-) 20 Mecca 73

4 Mudathir (Al-) 56 Mecca 74

5 Fatehah 7 Mecca 1

6 Masad (Al-) 5 Mecca 111

7 Takwir (Al-) 29 Mecca 81

8 A'la (Al-) 19 Mecca 87

9 Leyl (Al-) 21 Mecca 92

10 Fajr (Al-) 30 Mecca 89

11 Dhuha (Al-) 11 Mecca 93

12 Sharh (Al-) 8 Mecca 94

13 Asr (Al-) 3 Mecca 103

14 Aadiyat (Al-) 11 Mecca 100

15 Kauthar (Al-) 3 Mecca 108

16 Takathur (Al-) 8 Mecca 102
17 Ma'un (Al-) 7 Mecca 107
18 Kafirun (Al-) 6 Mecca 109
19 Fil (Al-) 5 Mecca 105
20 Falaq (Al-) 5 Mecca 113
21 Nas (Al-) 6 Mecca 114
22 Ikhlas (Al-) 4 Mecca 112
23 Najm (Al-) 62 Mecca 53
24 Abasa 42 Mecca 80
25 Qadr (Al-) 5 Mecca 97
26 Shams (Al-) 15 Mecca 91
27 Bhruj (Al-) 22 Mecca 85
28 T'in (Al-) 8 Mecca 95
29 Qureysh 4 Mecca 106
30 Qariah (Al-) 11 Mecca 101
31 Qiyamah (Al-) 40 Mecca 75
32 Humazah (Al-) 9 Mecca 104
33 Mursalat (Al-) 50 Mecca 77
34 Q'af 45 Mecca 50
35 Balad (Al-) 20 Mecca 90
36 Tariq (Al-) 17 Mecca 86
37 Qamr (Al-) 55 Mecca 54
38 Sad 88 Mecca 38
39 A'Raf (Al-) 206 Mecca 7
40 J'nn (Al-) 28 Mecca 72
41 Ya'sin 83 Mecca 36
42 Farqan (Al-) 77 Mecca 25
43 Fatir 45 Mecca 35
44 Maryam 98 Mecca 19
45 Ta Ha 135 Mecca 20
46 Waqiah (Al-) 96 Mecca 56
47 Shuara (Al-) 226 Mecca 26
48 Naml (Al-) 93 Mecca 27
49 Qasas (Al-) 88 Mecca 28
50 Israa (Al-) 111 Mecca 17
51 Yunus 109 Mecca 19
52 Hud 123 Mecca 11

53 Yousuf 111 Mecca 12
54 Hijr (Al-) 99 Mecca 15
55 Ana'm (Al-) 165 Mecca 6
56 Saffat (Al-) 182 Mecca 37
57 Luqman 34 Mecca 31
58 Saba 54 Mecca 34
59 Zamar (Al-) 75 Mecca 39
60 Ghafer 85 Mecca 40
61 Fazilat 54 Mecca 41
62 Shura (Al-) 53 Mecca 42
63 Zukhruf (Al-) 89 Mecca 43
64 Dukhan (Al-) 59 Mecca 44
65 Jathiyah (Al-) 37 Mecca 45
66 Ahqaf (Al-) 35 Mecca 46
67 Dhariyat (Al-) 60 Mecca 51
68 Ghashiya (Al-) 26 Mecca 88
69 Kahf (Al-) 110 Mecca 18
70 Nahl (Al-) 128 Mecca 16
71 Noah 28 Mecca 71
72 Ibhrahim 52 Mecca 14
73 Anbiya (Al-) 112 Mecca 21
74 Muminun (Al-) 118 Mecca 23
75 Sajdah (Al-) 30 Mecca 32
76 Tur (Al-) 49 Mecca 52
77 Mulk (Al-) 30 Mecca 67
78 Haqqah (Al-) 52 Mecca 69
79 Maarij (Al-) 44 Mecca 70
80 Naba (Al-) 40 Mecca 78
81 Naziat (Al-) 46 Mecca 79
82 Infitar (Al-) 19 Mecca 82
83 Inshiqaq (Al-) 25 Mecca 84
84 Rum (Al-) 60 Mecca 30
85 Ankabut (Al-) 69 Mecca 29
86 Motafefin (Al-) 36 Mecca 83
87 Baqarah (Al-) 286 Madina 2
88 Anfal (Al-) 75 Madina 8
89 Imran (Al-) 200 Madina 3

90 Ahzab (Al-) 73 Madina 33
91 Mumtahana (Al-) 13 Madina 60
92 Nisa (Al-) 176 Madina 4
93 Zilzaleh (Al-) 8 Madina 99
94 Hadid (Al-) 29 Madina 57
95 Muhammad 38 Madina 47
96 Ra'd (Al-) 43 Madina 13
97 Rahman (Al-) 78 Madina 55
98 Ensan (Al-) 31 Madina 76
99 Talaq (Al-) 12 Madina 65
100 Beyinnah (Al-) 8 Madina 98
101 Hashr (Al-) 24 Madina 59
102 Nur (Al-) 64 Madina 24
103 Hajj (Al-) 78 Madina 22
104 Munafiqun (Al-) 11 Madina 63
105 Mujadila (Al-) 22 Madina 58
106 Hujurat (Al-) 18 Madina 49
107 Tahrim (Al-) 12 Madina 66
108 Taghabun (Al-) 18 Madina 64
109 Saff (Al-) 14 Madina 61
110 Jumah (Al-) 11 Madina 62
111 Fath (Al-) 29 Madina 48
112 Maidah (Al-) 120 Madina 5
113 Taubah (Al-) 129 Madina 9
114 Nasr (Al-) 3 Madina 110
উপরে দেখা যায় ১ নং থেকে ৮৬ নং সূরা পর্যন্ত মক্কাতে নাজিল হয়েছিল আর তার পরে ৮৭ নং সূরা বাক্কারা মদিনাতে নাজিল হয় ও ১১৪ নং পর্যন্ত মদিনাতেই নাজিল হয়।

এখন ঠিক একই বিষয়ে পরে মদিনাতে নিচের আয়াত গুলো নাজিল হয়-

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। সূরা আল ইমরান , ০৩: ৮৫ মদিনায় অবতীর্ণ
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫মদিনায় অবতীর্ণ

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। আত তাওবা, ০৯: ২৯মদিনায় অবতীর্ণ

তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় , তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। সূরা-নিসা. ০৪:৮৯ (মদিনায় অবতীর্ণ)

এখন পাঠককেই প্রশ্ন করি, অত:পর কোন আয়াতের কার্যকারিতা থাকবে ? অমুসলিমদের সাথে কিভাবে আচরন করতে হবে তার ওপরে আগের মাক্কি আয়াতের বিধান নাকি পরের মাদানি আয়াতের বিধান ? এর উত্তর দিতে নিশ্চয়ই কোরান হাদিসে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। যার সামান্যতম সাধারণ জ্ঞান আছে সেই এর উত্তর দিতে পারবে। বিষয়টা এত সহজ হওয়াতেই বর্তমানে ইসলামকে কোন ক্রমেই শান্তির ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না। ঠিক একারনেই তারা তারস্বরে চিৎকার করে বলছে- যে ওসব বাতিলকরন বা Abrogation শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে কোরানের আগেকার কিতাব য থা যবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব সম্পর্কে। অর্থাৎ কোরান আসার পর উক্ত কিতাব সমূহ বাতিল হয়ে গেছে আর এটাই হলো বাতিল করন। কিন্তু বিষয়টা যে মোটেও তা নয় তা উক্ত আয়াত সমূহ ও হাদিস সমূহ পড়লেই বোঝা যায়। আসলে শুধুমাত্র **-আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। সূরা রাদ, ১৬: ৩৯, মক্কায় অবতীর্ণ।**- এ আয়াতটি দিয়ে পূর্ববর্তী কিতাবের কার্যকারিতা রদ করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়, কিন্তু বস্তুত কোরানের কোথাও পূর্ববর্তী কিতাব তথা তৌরাত, ইঞ্জিল এসব বাতিলের সুস্পষ্ট বক্তব্য নাই। যা আছে তা হলো আয়াত বাতিলে র কথা। যেমন-সূরা বাক্বারা, ২: ১০৬ ও সূরা নাহল, ১৬: ১০১- আয়াত দুটো শুধুমাত্র কোরানের আয়াত রদ করার কথা বলা হয়েছে। কারন উক্ত আয়াত দুটিতে পরিস্কারভাবে আয়াত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে কোন কিতাব বাতিল করার কথা বলা হয় নি। গোটা কোরান ও হাদিসে এর স্বপক্ষে বহু প্রমানও আছে। তাহলে এসব পন্ডিতরা কিভাবে বলে এসব Abrogation হলো পূর্ববর্তী কিতাবের জন্য ? আর কিছু কিছু আয়াত যে পরিবর্তন করা হয়েছে তার সাক্ষী উপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহ। যা পরিস্কার ভাবে উপরে উল্লেখিত কোরানের বাতিলকরন ও বাতিল হওয়া আয়াত দ্বারা ও হাদিসের উদাহরন দ্বারা বোঝা যায়। পরবর্তীতে এ বিধানের আর কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অত:পর তা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। এটাই অতি সাধারন নিয়ম। কারন মোহাম্মদ বলে গেছেন তাঁর পর আর কোন নবী আল্লাহর বিধান দিতে আসবে না। সুতরাং এর পর কিভাবে ইসলাম শান্তির ধর্ম হবে ? এছাড়াও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ অতি দ্রুত তার বিধান সমূহ পাল্টে ফেলে অস্থিরমতি মানুষের মতই আচরণ করেছে। এ থেকে কি পরিষ্কার বোঝা যায় না যে , বস্তুত মোহাম্মদ নিজেই আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের প্রণীত পূর্বোক্ত বিধান সমূহ পাল্টে ফেলে নতুন নতুন সুবিধামত আয়াত তৈরী করে তা আল্লাহর বানীর নামে প্রচার করেছে? বস্তুত: ইসলামী পন্ডিতরা বাতিল হওয়া আয়াত গুলোকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে তারা সাধারণ মানুষকে অহরহ বিভ্রান্ত করছে , প্রতারিত করছে, এর শাস্তি কি হবে কিয়ামতের ময়দানে ? তা ছাড়া আমরাই বা এদের মত ধড়িবাজদের দ্বারা এভাবে কতদিন প্রতারিত হতে থাকব?

মন্তব্যসমূহ

অমিত

মে ২৮, ২০১২ সময়: ১:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার প্রবন্ধটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সবগুলো পর্বই মন দিয়ে পড়েছি। আপনি যদি নিয়মিত লেখতেন তবে খুবই খুশি হতাম। 🌹

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৮, ২০১২ at ১২:১৭ অপরাহ্ণ
@অমিত,

> আপনি যদি নিয়মিত লেখতেন তবে খুবই খুশি হতাম।

ভাই এসব লেখা লিখতে গেলে প্রচুর পড়া শুনা করতে হয়। তা না করে লিখলে লেখার মান যেমন খারাপ হয় তেমনি তা মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্যতাও পায় না। এখানে লিখে তো আর পয়সা পাওয়া যায় না, মানুষ ও সমাজের প্রতি ভালবাসার তাগিদ থেকেই লিখি। পেটের ধান্ধায় ব্যস্ত থাকলে পড়াশুনার সময় পাওয়া যায় না সব সময় তাই নিয়মিত লেখাও হয়ে ওঠে না, ভাই।

ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।

1. 2

শামিম মিঠু

মে ২৮, ২০১২ সময়: ৪:৩০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

> দ্বীন নিয়ে কোন বাড়া বাড়ি নাই। সূরা -বাকারা, ০২: ২৫৬ (মদিনায় অবতীর্ণ)

লা ইকরাহ ফি দ্বীন মানে ধর্মের মধ্যে কদর্যতা নাই (অর্থাৎ অবাঞ্ছিত গুণ মিশ্রিত নাই) কারন লা মানে নাই বা নহে, ইকরাহ অর্থ বিরক্তি, অবাঞ্ছিত বিষয়, ভীতি, ঘৃণা, অপছন্দ।ফি মানে মধ্যে, দ্বীন মানে

ধর্ম অর্থাৎ স্বভাব-প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য। যে সব বিষয় যার চিত্ত চেতনার মধ্যে আগমন করে সেই সব বিষয়গুলিই তার ধর্ম। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার পথে যাকিছু উদয়-বিলয় হয়; যথা চোখ দিয়ে দৃশ্য, কান দিয়ে শব্দ, মন দিয়ে ভাব, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ, ত্বক দিয়ে স্পর্শ, মুখ দিয়ে কথা এবং নাক দিয়ে ঘ্রাণ প্রভৃতি ধর্ম। "ধর্মের মধ্যে জবরদস্তি নাই/ দ্বীন নিয়ে কোন বাড়া বাড়ি নাই" ইহা সত্য নয়। আসলে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের জবরদস্তি হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। জীবদেহ ধর্মের সমষ্টি। শক্তিশালী জীব দুর্বল জীবকে খেয়ে ফেলে। এরূপে এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের বল প্রয়োগ চলেই আসছে। এখানে কথাটি 'বল বা বাড়াবাড়ি' নয় বরং ইহা হল 'অবাঞ্ছিত কলুষ' । কোন ধর্মের মধ্যে ক্ষতিকর কলুষ বিদ্যমান নাই, যদি মনের দ্বারা উহা হতে কলুষ-কালিমা সংগ্রহ করা না হয়। এরূপে কোরানের আরো কিছু বাক্য বিদ্যমান আছে। যেমনঃ

"মালিকী ইয়াওমুদ্বীন/ ধর্মের কালের রাজা"

ওয়া ইয়াকুনাদ দ্বীন কুল্লুহু লিল্লাহে/ ধর্মের প্রত্যেকটি বানাও আল্লাহর জন্য।

ওয়া আখলাসু দ্বীনাকুম লিল্লাহে/ তোমাদের ধর্মকে আল্লাহর জন্য শুদ্ধ কর

অনেক দিন আপনার লেখা পড়লাম আপনাকে ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:

মে ২৮, ২০১২ at ১২:২০ অপরাহ্ণ

@শামিম মিঠু,

আসলে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের জবরদস্তি হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম।

কিন্তু ইসলামে জবরদস্তি নেই বলে তারস্বরে চিৎকার চেচামেচি করে যাচ্ছে কিছু তথাকথিত ইসলামী পন্ডিত যদিও কোরান ভর্তি জবরদস্তি মূলক আয়াতে। এখন কে তাদের বোঝাবে সে কথা ? পাব্লিক ও দেখি তাদের কথা বিশ্বাস করার জন্য মুখিয়ে থাকে , কোথায় যে যাই। সব কিছু দেখে মনে হয় - মানুষ অন্ধ থাকার জন্যেই মুখিয়ে আছে।

*রবি*এর জবাব:
জুন ২২, ২০১৩ at ৮:৪২ অপরাহ্ণ
আপনার মন্তব্য পরলাম উপরের যে আয়াত গুলো বললেন এগুলো রহিত হয়েগেছে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ফাতেহার পর যে সূরা শুরু হয় সেখানে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হেয়েছে যে, 'যা লেকাল কিতাবু লা রায়বা ফি হুদাল্লিল মোত্তাকিন '
তহলে এর মানে কি করবেন? আমাকে যানালে ভাল হতো।
ধন্যবাদ
আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলমে।

2. 3
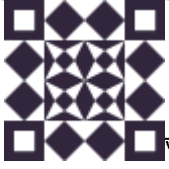
আঃ হাকিম চাকলাদার

মে ২৮, ২০১২ সময়: ৭:৪০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাইজান,
অনেক দিন পর আপনাকে আমরা পাইলাম। আপনার অভাব বোধ করতেছিলাম।আপনার অনুপস্থিতিতে কোরান হাদিছ চর্চা একরকম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। আপনার কোরান হাদিছের যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় বহু পাঠকেরা সঠিক তথ্যটি অবগত হয়ে আলোকিত হয়েছেন এবং ধর্মের নামে বহুত ধোকাবাজদের আসল রুপ চিনতে শিখেছেন ও তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে শিখেছেন।
সে যাই হোক,এবার যে আলোচনাটি এনেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অর্থাৎ নাছেক ও মনছুখ। কোরানে যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাছেক ও মানছুখের ব্যবস্থাই থাকল তা হলে তো কোরানকে তো আর বানী চিরন্তনী বা চির সত্য বানী বলে দাবী করার আর কিছুই থাকলনা।
তখনকার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাও শুধু মাত্র আরবে যদি এত পরিমান নাছেখ মানছুখ হইতে পারে, তহলে সারা বিশ্বব্যাপী ১৪০০ বছর ধরে কত বেশী পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, সেক্ষেত্রে তো সমস্ত কোরানই নাছেখ মানছুখ হয়ে যাওয়া উচিৎ।
প্রবন্ধটি এখনো ভালো করে পড়ে পারি নাই। আস্তে আস্তে পড়তে হবে। এবারের লেখাটির মান অনেক বেশী উন্নত হয়েছে।

ধন্যবাদ
ভাল থাকেন

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৮, ২০১২ at ১:৩২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজান অত্যধিক ব্যস্ত ছিলাম লেখার সময় ছিল না। আপনাদের সুবিধার্থেই কোরান হাদিসের সঠিক চর্চার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারার তা থেকে উপকৃত হচ্ছেন শুনে কৃতার্থ হলাম।

কোরানে যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাছেক ও মানছুখের ব্যবস্থাই থাকল তা হলে তো কোরানকে তো আর বানী চিরন্তনী বা চির সত্য বানী বলে দাবী করার আর কিছুই থাকলনা।

কোরানের নাছেক ও মানসুক তত্ত্ব মতে আসলেই ১৪০০ বছর পর কোরানের কোন বিধানই চালু থাকার কথা নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মোহাম্মদ ভবিষ্যতে যে কোরান অকার্যকর হয়ে পড়বে সেটা বুঝতে পেরেই কিন্তু এটা চালু করে গেছিলেন বলে আমার মনে হয়। অথচ আজকে আমরা মুসল মানরা এতটাই বোকা যে কোরান হাদিস চর্চা করে তা বুঝতে পারছি না। আমরা আসলেই হতভাগা জাতি।

ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।

আফরোজা আলম এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১২:২৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
আপনি অনেকদিন পরে এলেন। অনেক দিন আপনার লেখা থেকে পাঠক বঞ্চিত ছিল। আশা রাখি এইবার নিয়মিত লেখা পড়তে পারা যাবে।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৪৭ অপরাহ্ণ
@আফরোজা আলম,

পেটের ধান্ধায় যখন খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন লেখা সম্ভব হয় না। তবে চেষ্টা করব , ধন্যবাদ আপনাকে।

3. 4
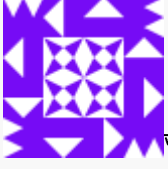
অগ্নি

মে ২৮, ২০১২ সময়: ২:৪৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মোহাম্মদের জীবনকালেই বার বার কোরানের বিধি পাল্টানোর সাথে সাথে কি আল্লাহ তার সংরক্ষিত কোরানেও সংশোধনী এনেছে? যদি তা হয় তাহলে তা আবারও আল্লাহর সর্বজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যের সাথে বেমানান।কারন একজন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ যদি তার শেষ নবীর জন্য কোন বিধান বহু পূর্বেই করে থাকে তা একবারেই সার্বজনীন ও আদর্শভাবে করলেই সেটা হতো সর্বজ্ঞানী আল্লাহর জন্য মানানসই।কিছু দিন পর পর একই বিষয়ে বার বার আইন সংশোধনী সর্বজ্ঞানী আল্লা হর বৈশিষ্ট্যের সাথে খুবই বেমানান

হা হা হা মনে হচ্ছে আল্লাহ অবিমৃষ্যকারী। যাইহোক আপনার লেখা গুলো আমি গগ্রাসে গিলি।
এই লেখা গুলো পড়ে অনেকেই আলোকিত হচ্ছেন অনেকের মাঝেই "প্রশ্ন" জাগছে।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৫০ অপরাহ্ণ
@অগ্নি,

এই লেখা গুলো পড়ে অনেকেই আলোকিত হচ্ছেন অনেকের মাঝেই "প্রশ্ন" জাগছে।

জানিনা আসলে এসব লেখায় কোন মানুষ উপকৃত হচ্ছে কি না। মুক্ত মনাতে লেখা অনেকটা মু ক্ত মানুষদের কাছে মুক্তির কথা বলার মত। অনেকটা যেমন মুমিন মুসলমানদের নিকট ইসলাম প্রচার করা হয়। তাই বোঝা মুসকিল যাদের উদ্দেশ্যে এ লেখা তারা ঠিক মতো পড়ে কি না। অনেককেই বলতে শুনেছি মুক্তমনা হলো নাস্তিকদের সাইট , তারা তাই ঘৃণাভরে এখানে আসে না। তো না আসলে

তারা জানবে কিভাবে যে এখানে নাস্তিক্য নয়, বরং আলো ছড়ানোর চেষ্টা করা হয় যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

4. 5

ছেঁড়াপাতা

মে ২৮, ২০১২ সময়: ৩:৩১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অনেক দিন পরে আপনার পোষ্ট পেলাম একটু মন খারাপ ছিলো আপনার উপর , কিন্তু এত সুন্দর একটা পোষ্ট দিয়ে তা দূড় করে দিয়েছেন।

আপনার থেকে একটা বিষয় জানতে চাই তা হলো,
সুরা আল বাকারা তে বকনা বাছুর নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে , এর পটভুমি টা জানতে চাই, অথবা কোন সাইট কি আছে যেখানে প্রতিটা আয়াত আর সুরার পটভুমি দেয়া থাকবে ।
অনেকদিন আগে এমন একটা দেখেছিলাম মনে হয়, কিন্তু নাম মনে পরছেনা।
সুন্দর পোষ্টের জন্য ধন্যবাদ আপ নাকে ।

5. 6

আঃ হাকিম চাকলাদার

মে ২৮, ২০১২ সময়: ১০:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এখন প্রশ্ন হলো- কিভাবে বোঝা যাবে, কোন কোন আয়াত বাতিল হয়ে গেছে ও তার পরিবর্তে নতুন আয়াত প্রতিস্থাপিত হয়েছে? বোঝা কিন্তু খুবই সোজা ও এর জন্যেও বিশাল পন্ডিত হওয়ার দরকার নেই। রাষ্ট্রে যেভাবে আইন বাতিল হয় এখানকার পদ্ধতি হুবহু একই রকম।ধরা যাক, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে কোন একটা আইন বাংলাদেশে ২০০১ সালে প্রনীত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে আইন দ্বারা দেশ শাসন করা যাচ্ছে না।তখন সংসদ উক্ত আইনটি কিছুটা পরিবর্তন করে সংশোধিত একটা আইন তৈরী করে তা সংসদে ২০১২ সালে পাশ করল।অত:পর কোন আইনটি দেশে কার্যকর হবে? এর উত্তর দিতে আইন বিশারদ হওয়ার দরকার নেই। সোজা উত্তর -অত:পর

২০১২ সালের আইন কার্যকর হবে ও ২০০১ সালের আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।কোরানের ক্ষেত্রেও বিষয়টি হুবহু এক । ধরা যাক , ইসলামের প্রাথমিক যুগে (যেমন - মক্কায়) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একটা বিধানের আয়াত নাজিল হয়েছিল , ঠিক উক্ত বিষয়ে যদি পরবর্তীতে (যেমন- মদিনায়) অন্য একটা আয়াত নাজিল হয় তাহলে পূর্বোক্ত আয়াত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। যা কোরান ও হাদিসে বার বার উল্লেখ করা আছে যা উপরে দেয়া হয়েছে।

এটা তো আপনার খুব সুন্দর ফর্মুলা আবিস্কার। এটাতো কখনো মাথায় আসে নাই। সংকলনকারীদের মাদানী সুরা গুলিকে প্রথমে আনা ও মক্কী ছুরা গুলীকে পরে সাজানোর মধ্যে যে দুরভিসন্ধী রয়েছে এটাও তো এখন বুঝা যাচ্ছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূরণ পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন।
ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৪০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এটা তো আপনার খুব সুন্দর ফর্মুলা আবিস্কার।

এত সব ফর্মূলা আবিস্কার করেও তো ইসলামী পন্ডিত হতে পারলাম না , বরং ইসলামিষ্টদের গালা গালি হুমকি ধামকি শুনতে হয় নিয়মিত।

সাগর এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ৬:২১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, বরং ইসলামিষ্টদের গালা গালি হুমকি ধামকি শুনতে হয় নিয়মিত। ভাই যুক্তি না থাক্ লে গালি তো আছে…।।এটাই হল ভাল পথ…।না হলে তাদের আল্লাহ তাদের বেহেস্ত দেবেন কেন?

6. 7
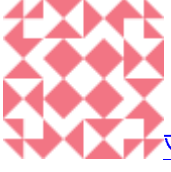
আস্তরিন

মে ২৯, ২০১২ সময়: ১:৪১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোন মুমিন ভাই কি আসবেননা আজকের এই লেখাটাকে খন্ডন করার জন্য ! please............
এত সুন্দর লেখাটির জন্য অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ৪:১৭ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

কোন মুমিন ভাই কি আসবেননা আজকের এই লেখাটাকে খন্ডন করার জন্য

কোরান হাদিছ উপস্থাপন সহ যথোপযুক্ত বিশ্লেষন সহকারে উপস্থাপন করা এ প্রবন্ধ । আমার মনে হয়না কোন ইসলামিক পন্ডিতের পক্ষেও এ বক্তব্য খন্ডন করা সম্ভব।
তবে দেখা যাক কেহ আসেন নাকি।
ধন্যবাদ আস্তরিন।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ২:১৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাই আপনার মনের আশা অশেষ মেহেরবান আল্লাপাক জানতে পেরে একজন পন্ডিতকে অতি সত্বর নাজিল করেছেন যিনি এই নিবন্ধের রিফিউট করেছেন অন্য একটি সাইটে, দেখুন এখানে।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ৫:২০ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,
ভাই,
উনার কথা আর বলেননা। উনি “রাশাদ খলিফার”অনুদিত কোরান হতে একটি আয়াতের অনুবাদ এনেছিলেন যেটা ভূল ছিল। আমি এবং ভাই আকাশ মালিক বিতর্ক করেছিলাম।শেষ পর্যন্ত আমাদের যুক্তির ছামনে উনার যুক্তি টিকতে পেরেছিলনা।
তবে উনি আমাদের সঠিক অনুবাদটা মেনে নিয়েছিলেন।
বিতর্কটি নিম্ন স্থানে মন্তব্যে গিয়ে দেখুনঃ

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=25259
হতবুদ্ধি হতবাক : দ্বিতীয় পর্ব
লিখেছেন: মীজান রহমান বিভাগ: ব্লগাড্ডা তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪১৯ (এপ্রিল ২৮, ২০১২

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ২:৫৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ও তাই নাকি , আপনি তাহলে তাকে চেনেন ? উনি তো দেখি যে পোষ্ট লিখেছেন ওনাদের সাইটে সেখানে ওনাদের নিজেদের লোকরাই তার লেখার বিরোধীতা করছেন। তবে অভিযোগ করেছেন যে এ ব্লগে নাকি তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয় নি অর্থাৎ এ ব্লগের মডারেটরা নাকি সেন্সর করেছেন। বিষয়টি গুরুতর।

@ মডারেটর

ফারুক সাহেবের মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না এখানে? তাহলে সবাই জানতে পারত আসল সত্য কোন টা ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

তবে অভিযোগ করেছেন যে এ ব্লগে নাকি তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয় নি অর্থাৎ এ ব্লগের মডারেটরা নাকি সেন্সর করেছেন। বিষয়টি গুরুতর।

আমার যতদূর বিশ্বাষ উনার লেখা মডারেটররা সেন্সর করেন নাই। বরং সম্ভবতঃ উনি উনার লেখা নিজেই এখানে পাঠাতে চাচ্ছেননা।

উনি আরবী ভাষার শব্দের অর্থ,আরবী বাক্যে ব্যবহৃত আরবী গ্রামার নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে তৈরী করিয়া বাক্যের অর্থ নিজের পছন্দমত করতে চেষ্টা চালান,যেমনটা উপরে উল্লেখিত স্থানে করতে গিয়েছিলেন। যেটা করতে গিয়ে উনি আমাদের নিকট পরাভূত হয়ে গিয়েছিলেন।এবং এটা যে কোন যায়গাতেই হবে।

কাজেই উনি এখানে কোন লেখা পাঠাবেন আমার বিশ্বাষ হয়না
ধন্যবাদ

*সাগর*এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ৭:১৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, ভাই কি যে বলেন সদালাপে গিয়ে দেখি আহাম্মকে ভরা যুক্তি নাই চেছামেচি বেশি...। অই ধারমিক ভাইজানের লেখাটা পইরা সময় বরবাদ...হইছে খালি...।।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ১১:৫১ পূর্বাহ্ণ
@সাগর,

ভাই কি যে বলেন সদালাপে গিয়ে দেখি আহাম্মকে ভরা যুক্তি নাই চেছামেচি বেশি

যেখানে যুক্তি নাই সেখানেই চেচামেচি। আমিও ঢু মেরেছিলাম। সেখানে দেখলাম ফারুক সাহেবকে তার সাথীরাই আক্রমন করেছে। একজন তো নাসেক মানসুক যে সত্য সেটা প্রমান করার জন্য একটা বিরাট নিবন্ধও ছেপেছে। বোঝাই যাচ্ছে আমাদের এ প্রবন্ধ তাদের কলিজায় আঘাত করেছে। যুক্তি ছাড়া যতই তারা চিল্লাচিল্লি করবে ততই তাদের আহাম্মকি ধরা পড়বে। আমাদের কিছু করা লাগবে না।

আকাশ মালিক এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ৬:৩২ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

কোন মুমিন ভাই কি আসবেননা আজকের এই লেখাটাকে খন্ডন করার জন্য ! please...........

দেখুন আল্লায় খামোখা ত্যানা ফেছানী আর ফ্যাসাদ ভালা ফাইন না। ফ্যাসাদ অইলো , যেমন ধরুন আল্লায় কইছে- পাহাড় পর্বত দুনিয়ার খুঁটি, নইলে দুনিয়া কাইত হইয়া মানুষের ভারে অনেক আগেই উল্টিয়া যাইতো। কিংবা ধরুন আল্লায় কইছে- কোরান আমার বাণী, কোরান কইছে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, মুহাম্মদ কইছেন আমাকে নবী মানো নাইলে ট্যাকা ফালাও। এখন কেউ যদি এইটা না মানে , বিশ্বাস না করে, ট্যাকাও না দেয় তাইলে সে ফ্যসাদকারী। অবশ্য ট্যাকার কথা আল্লায় মক্কায় থাকতে কোনদিন দাবী করেন নাই, কারণ তখন (খাদিজা দুনিয়ায় থাকতে) তার ট্যাকার দরকারও ছিলনা। আল্লাহর আদেশ হইলো এদেরকে কচুকাটা দাও, হাত কাটো গলা কাটো, একেবারে সাপ বিচ্ছুর মতো

কতল করে সাফ করে দাও। কারণ আল্লায় ফ্যাসাদ ভালা ফাইন না। এবার তাফসির দেখুন-

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জেহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জেহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ এরশাদ করেছেনঃ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ "তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা জেহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জেহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালেমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জেহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কেতালের নির্দেশ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ আয়াতের পরিপন্থী নয়।— (মাযহারী)

ভবঘুরে এর জবাব:

মে ২৯, ২০১২ at ১:৪১ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক,

কোরান আমার বাণী, কোরান কইছে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী , মুহাম্মদ কইছেন আমাকে নবী মানো নাইলে ট্যাকা ফালাও। এখন কেউ যদি এইটা না মানে, বিশ্বাস না করে, ট্যাকাও না দেয় তাইলে সে ফ্যাসাদকারী।

একেবারের নির্যাস কথা। ইসলামে আসলেই ফ্যাসাদকারী হলো এরা।

7. 8
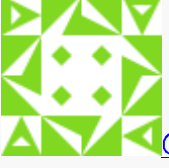
গোলাপ

মে ২৯, ২০১২ সময়: ৩:০৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কারন বহুল প্রচলিত বিশ্বাস যে- আল্লাহ মানুষ সৃষ্টিরও বহু আগে কোরান রচনা করে লাওহে মাহ্‌ফুজ নামক একটা যায়গায় সংরক্ষন করে রেখেছে

কুরান বলছে:

৫৬:৭৭-৭৮:- নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, -।
৮০:১৩-১৫- এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, লিপিকারের হস্তে,

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই আরবি ভাষাভাষী নয়। তারা আরবি "পড়া" শিখে, অর্থ জানে না। তারা ভক্তিভরে কুরান "তেলাওয়াত করে" প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোন অর্থ না বুঝেই। মুখস্থ করে মক্কী সুরাগুলো। যার অধিকাংশই ছোট ছোট। অল্প কিছু লোক এই মক্কী সুরা গুলোরই "অর্থ" কালে ভদ্রে জানার চেষ্টা করে। সম্পূর্ণ কুরান বুঝে পড়েছে এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই অল্প। যারা পড়েছে তাদের অনেকেই এই "Abrogation" নিয়মটি জানে না। ফলে তারা "Pick and Choose" নীতি ব্যবহার করে। কিন্তু যারা সত্যই কুরানের অর্থ বুঝেন এবং জানেন যে পূর্ব বর্তী সহনশীল আয়াতগুলো পরবর্তীতে "বাতিল" হয়ে অমুসলিমদেরকে ঘৃণা-খুন-হুমকি-তাচ্ছিল্য ইত্যাদি যাবতীয় অমানবিক বিধান জারী হয়েছে; তাদের সামনে যে পথগুলো খোলা আছে তা হলো:

১) "ইসলামে পূর্ণ সমর্থন" স্থাপন করে কুরান হাদিসের শিক্ষার বাস্তবায়ন করা
-এরাই হলেন সত্যিকারের মুসলমান।যাদেরকে সাধারণ মুসলমানেরা অজ্ঞানতা হেতু "মৌলবাদী" আখ্যা দেয়।
২) হিপক্রাইট হওয়া। "সত্যকে" মিথ্যার আড়ালে প্রয়োজনমত ব্যবহার (Taqiyya)
৩) কুরানের আসল অর্থকে 'বিকৃত' করে যুগোপযোগী রূপ দেয়ার চেষ্টা - ইসলামী পণ্ডিতরা এব্যাপারে খুবই সিদ্ধহস্ত।

৪) ইসলাম বর্জন (প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে) - জেনে বুঝে "মানবতা বিরোধী" এই জীবন বিধানকে সমর্থন করা কোন ভালমানুষের কাজ হতে পারে না।

@ভবঘুরে,
আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কুরানকে বুঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর লিখার জন্য।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৪৪ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই আরবি ভাষাভাষী নয়। তারা আরবি "পড়া" শিখে, অর্থ জানে না। তারা ভক্তিভরে কুরান "তেলাওয়াত করে" প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোন অর্থ না বুঝেই। মুখস্থ করে মক্কী সুরাগুলো। যার অধিকাংশই ছোট ছোট। অল্প কিছু লোক এই মক্কী সুরাগুলোরই "অর্থ" কালে ভদ্রে জানার চেষ্টা করে। সম্পূর্ণ কুরান বুঝে পড়েছে এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই অল্প। যারা পড়েছে তাদের অনেকেই এই "Abrogation" নিয়মটি জানে না।

এর চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। কোরান পড়ে অর্থ করতেই যে পারে না , সে আবার abrogation জানবে কোথা থেকে? অনেক চিন্তা ভাবনার পর মনে হলো কোরানকে পড়তে গেলে কিছু নিয়ম অনুসরণ করা দরকার। তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন নিয়ম হলো - Abrogation. যারা এ নিয়ম অনুসরণ করে না, তারা কোরান পড়ে সম্পূর্ন উল্টো বুঝতে পারে ও হতে পারে প্রতারিত।

8. 9

কাজী রহমান

মে ২৯, ২০১২ সময়: ৮:০৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আর কিছু কিছু আয়াত যে পরিবর্তন করা হয়েছে তার সাক্ষী উপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহ। যা পরিস্কার ভাবে উপরে উল্লেখিত কোরানের বাতিলকরন ও বাতিল হওয়া আয়াত দ্বারা ও হাদিসের উদাহরন দ্বারা বোঝা যায়। পরবর্তীতে এ বিধানের আর কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অত:পর তা কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে। এটাই অতি সাধারন নিয়ম। কারন মোহাম্মদ বলে গেছেন তাঁর পর আর কোন নবী আল্লাহর বিধান দিতে আসবে না। সুতরাং এর পর কিভাবে ইসলাম শান্তির ধর্ম হবে ? এছাড়াও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ অতি দ্রুত তার বিধান সমূহ পাল্টে ফেলে অস্থিরমতি মানুষের মতই আচরণ করেছে।

এ থেকে কি পরিষ্কার বোঝা যায় না যে , বস্তুত**মোহাম্মদ নিজেই আসলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের প্রণীত পূর্বোক্ত বিধান সমূহ পাল্টে ফেলে নতুন নতুন সুবিধামত আয়াত তৈরী করে তা আল্লাহর বানীর নামে প্রচার করেছে?**

মোটা দাগে আসল কথা, এইটাই।

কোরান সংকলনকারীদের কারচুপির আর ধরা খাওয়া বিষয়ে আসল সময়ক্রম অনুযায়ী আরো কিছু আয়াত যেগুলো নিজেই নিজের হাস্যকর ধরা খাওয়ার ব্যাখা দেয়ঃ

১৫:৯ (মক্কায় অবতীর্ণ) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।
৬:৩৪ (মক্কায় অবতীর্ণ) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।

১৮:২৭ (মক্কায় অবতীর্ণ) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে, কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না।

কিন্তু আজকের কোরান জুড়ে রয়েছে অনেক স্ববিরোধী , বিভ্রান্তিকর আর কাঁচা হাতে প্রতিস্থাপিত আয়াত; আর বৈপরিত্যের ব্যাপারে বিশাল গ্যাঞ্জাম লেগে যায় এই (আসল ক্রমানুসারে) আয়াতেঃ

৪:৮২ (মদীনায় অবতীর্ণ)এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে **এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।**

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ৮:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,

৪:৮২ (মদীনায় অবতীর্ণ)এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন দলিল আবিস্কার করেছেন ভাই। আমি এটা SAVE করে রাখলাম।কাজে লাগবে।এই আয়াতের দ্বারা কোরান নিজের জন্যই নিজে বড়

ঘাতকে পরিনত হয়েছে। কারন কোরানে অসংখ্য বড় বড় বৈপরিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে।
ধন্যবাদ

কাজী রহমান এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ১২:৩২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এই আয়াতের দ্বারা কোরান নিজের জন্যই নিজে বড় ঘাতকে পরিনত হয়েছে

ঠিক তাই
চাকলাদার ভাই

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৪৫ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

আপনি তো দেখি ইসলামী পন্ডিতের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেললেন। পিস টিভি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, হয়ত সেখানে মোটা মাইনের একটা চাকরী জুটে যেতে পারে

কাজী রহমান এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ২:২৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হ, ইকোনমিক মেল্টডাউনের কালে আইডিয়াটা খ্রাপ না

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ২:৫৬ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

৪:৮২ (মদীনায় অবতীর্ণ)এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

এ আয়াত টা সংগ্রহ করে রাখলাম , ভবিষ্যতে এর উপর বিস্তারিত লিখতে হবে বলে মনে হচ্ছে। ধন্যবাদ আপনাকে সাহায্য করার জন্য।

9. 10
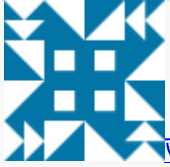
তামান্না ঝুমু

মে ২৯, ২০১২ সময়: ৯:১১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অনেকদিন পর আপনার লেখা পেলাম। আপনার সুস্পস্ট বক্তব্য এবং উপস্থাপনা আমার খুব ভাল লাগে।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ২৯, ২০১২ at ১:৪৬ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

ধন্যবাদ আপনার তারিফের জন্য।

10. 11

ফারুক

মে ২৯, ২০১২ সময়: ১০:২৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

নাসেখ ও মানসূখ - একটি মিথ্যা প্রচারনা

নাসেখ মানসূখের এই কোরান বিরোধী মিথ্যা প্রথমে চালু হয় ৪০০ হিঃ বা ১০০০সনের শেষের দিকে তখনকার কিছু আলেম ওলামা কতৃক , যাদের অন্যতম আহমেদ বিন ইশাক আল দিনারি(মৃঃ ৩১৮ হিঃ), মোহাম্মদ বিন বাহার আল-আসবাহানি (মৃঃ ৩২২হিঃ) , হেবাতাল্লাহ বিন সালামাহ (মৃঃ ৪১০হিঃ) এবং মুহাম্মাদ মূসা আল-হাজমি (মৃঃ ৫৪৮ হিঃ)। তাদের দাবী , কোরানের কিছু আয়াত বাতিল বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে কোরানের অন্য আয়াত দ্বারা। যে আয়াত অন্য আয়াতকে বাতিল করেছে , তাকে বলা হয় 'নাসেখ' এবং বাতিলকৃত আয়াত - 'মানসূখ'।

আসলেই কোরানের কোন আয়াত মানসূখ বা বাতিল হয়নি এবং কোরানের দুটি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অমুসলিমরা ও কোরানস্কেপ্টিকরা এই আয়াতগুলি ব্যবহার করে দুটি আয়াতের ভিতরে বিরোধ দেখিয়ে এটা প্রমান করতে যে , কোরান পারফেক্ট নয় ।

যে দুটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে আলেমরা নাসেখ মানসুখে র দাবী করেন , চলুন সেই আয়াত দুটি বিশ্লেষন করা যাক -

প্রথম আয়াত ২:১০৬

"আমি কোন আয়াত(ءَايَةٍ) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?"

আলেমদের দাবী এই আয়াত প্রমান করে যে কোরানের কিছু আয়াত অন্য আয়াত দিয়ে বাতিল করা হয়েছে। তারা 'আয়াত' এর শব্দগত মানে করেছে কোরানের আয়াত , যদিও কোরানে আমরা 'আয়াত' এর ৪ রকমের শব্দগত মানে পাই।

১) 'আয়াত' = অলৌকিক ঘটনা (miracle)

"১৭:১০১ আপনি বণী-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন(ءَايَٰتٍ) দান করেছি।"

২) 'আয়াত' = উদাহরন (example)

"২৫:৩৭ নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল , তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জত করলাম এবং তাদেরকে মানবমন্ডলীর জন্যে নিদর্শন(ءَايَةً) করে দিলাম।"

৩) 'আয়াত' = চিহ্ন (sighn)
"১৯:১০ সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নির্দশন(ءَايَةً) দিন। তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। "
৪) 'আয়াত' = কোরানের আয়াত।
"৩৮:২৯ এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ(ءَايَٰتِهِۦ) লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। "
এখন

২:১০৬ "আমি কোন আয়াত(ءَايَةٍ) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?"

আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে প্রতীয়মান হয় যে , এই আয়াতে 'আয়াত' এর মানে কোরানের আয়াত না হয়ে বাকি ৩ টি মানেই বেশি যুক্তিযুক্ত। কারন - এই আয়াতেরি কয়েকটি শব্দের দিকে খেয়াল করুন -

১) "বিস্মৃত করিয়ে দিলে"- কোরানের আয়াত বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব? বেশিরভাগ হাফেজ ভুলে গেলেও কারো না কারো তো মনে থাকার কথা , তদুপরি কোরান একবার লেখা হয়ে গেলে তো আর ভোলা সম্ভব নয়। যদি মেনেও নেই আয়াতটি বাতিল হয়ে গেছে , তবুও সেটা কোরানেই লেখা থাকবে এবং সেটা ভুলে যাওয়া কখনৈ সম্ভব নয়। অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরন ভুলে যাওয়া সম্ভব।

২) "সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন" - একটি কোরানের আয়াত বাতিল করে তারি মতো সমপর্যায়ের আরেকটি আয়াত আনয়নের মধ্যে কোন যুক্তি আছে কি ? আল্লাহ কি খেলা করছেন? (আল্লাহ মাফ করুন)। বরং মূসা বা অন্য রসূলের কাছে এমন কোন অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরন দেয়া হয়েছিল যা মানুষ ভুলে গেলে উত্তম বা সমপর্যায়ের অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরন আনয়ন বেশি অর্থবহ।

৩) আপনি যদি এই আয়াতের কন্টেক্সট দেখেন অর্থাৎ আগে পিছের আয়াত পড়েন , তাহলে বুঝবেন , ২:১০৬ নং আয়াতে 'আয়াত' এর মানে কোরানের আয়াত নয়। এখানে 'আয়াত' শব্দটি দিয়ে আল্লাহর কুদরতের কথা বলা হয়েছে যা অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরনের সমার্থক।

আল্লাহ মানুষকে বোঝানোর জন্য যখনি কোন (আয়াতের) অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরনের আনয়ন করেন , তখন তা পূর্ববর্তী আয়াতের সমান বা বৃহৎ হয়ে থাকে।

"৪৩:৪৬-৪৮ আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী (بِآيَاتِنَا) দিয়ে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। অতঃপর সে যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী (بِآيَاتِنَا) উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্যবিদ্রুপ করতে লাগল। **আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই (آيَةٍ) দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ** এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।"

২য় আয়াত ১৬:১০১

"এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।"

এখানে কোন আয়াতের প্রতিস্থাপনের কথা বলা হচ্ছে , তা বুঝতে হলে , এই আয়াতেরি শেষের অংশটি খেয়াল করুন - "তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।" এখানে এই 'তারা' টা কারা? যারা রসূলকে মনগড়া বা বানিয়ে কথা বলার দায়ে অভিযুক্ত করছে? এরা নিশ্চয় রসূলের অনুসারীরা না। এমন কথা মুসলমানেরা তাদের রসূলকে বলতে পারে না।

এরা হলো তারাই , যারা রসূলকে বিশ্বাস করে না এবং রসূলের কাছে নাযিলকৃত কোরানের আয়াত তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহর আয়াত থেকে ভিন্ন। ফলে তারা রসূলকে মনগড়া উক্তি করার দায়ে অভিযুক্ত করছে। বোঝা গেল এরা হলো আহ লে কিতাবের অনুসারীরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা)। শুধু এই আয়াতের মাধ্যমেই নয় , অন্য আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়েছেন যে , কোরান অনুসারীদের জন্য পূর্বের রসূলগনের জন্য নাযিলকৃত কিছু কিছু আয়াত বা আইনের পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহ কোরানে একটি আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করলেন কিনা তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের যেমন জানার কথা নয় , তেমনি তাদের জন্য কোন মাথা ব্যাথার কারন হতে পারেনা বা তার জন্য ক্ষেপে যেয়ে রসূলকে মনগড়া উক্তি করার দায়ে অভিযুক্ত করতে পারেনা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ "আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন" এই বাক্য দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছে ন যে , এই আয়াতে কোরানের আয়াত প্রতিস্থাপনের কথা বলা হয় নি । বরং আহলে কিতাবদের গ্রন্থে যে আয়াত আছে , তার স্থলে নুতন বা উত্তম আয়াত রসূলের কাছে নাযিলের কথা বলা হয়েছে।

ভবঘুরে এর জবাব:

মে ৩০, ২০১২ at ৭:৪৫ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

ভাই জান ,

গম আছোন নি কোন ? অন্নেরে আই বহুত দিন ন দেহি ও বদ্দা।ক্যান আছোন?
অনায় কন নাসেক মানসুক হগলতেই মিছা ? ইবা কি অন্নের কতা নাকি আলেমদের কতা ?

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ৮:২৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

অবুক আঁর বদ্দা তো খাড়ি চিটাইংগা মারের দে। চিটাং কলেজ মহসিন কলেজের সামন্ন দি ন হাইটন। হাত ঠেং কাডি ফালাইবো।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ১০:০৩ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

)৩. আপনি যদি এই আয়াতের কন্টেক্সট দেখেন অর্থাৎ আগে পিছের আয়াত পড়েন , তাহলে বুঝবেন , ২:১০৬ নং আয়াতে 'আয়াত' এর মানে কোরানের আয়াত নয়। এখানে 'আয়াত' শব্দটি দিয়ে আল্লাহর কুদরতের কথা বলা হয়েছে যা অলৌকিক ঘটনা বা চিহ্ন বা উদাহরনের সমার্থক।

কথাটি সঠিক নয়।
যে সমস্ত ধর্ম ভিরু মুফাছিছর গন(কোরানের ব্যাখ্যা কারী) আজীবন কোরান হাদিছের চর্চা করে গেছেন,তারা সবাই কি একত্র ও একমত হয়ে ভূল অর্থ করতে গেলেন?
এমন অযৌক্তিক কথা কি কেহ মানবে?
তাহলে নীচে কিছু নির্ভর যোগ্য তাফছীর কারকদের অনুবাদ দেখুন।
আপনার ব্যক্তিগত মতামতের সংগে এদের কারুরই মিল নাই।
তা হলে কী বলতে চান এরা সবাই কোরানের ভূল অনুবাদ করেছেন ?
2:106
1.Ibne kathir:
106. Whatever a verse (revelation) do Nansakh (We abrogate) or Nunsiha (cause to be forgotten), We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is Able to do all things) (107. Know you not that it is Allah to Whom belongs the dominion of the

heavens and the earth And besides Allah you have neither any Wali (protector or guardian) nor any helper.)

Sahih International

We do not abrogate a verse or cause it to be forgotten except that We bring forth [one] better than it or similar to it. Do you not know that Allah is over all things competent?

Muhsin Khan

Whatever a Verse (revelation) do We abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?

Pickthall

Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things?

Yusuf Ali

None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: Knowest thou not that Allah Hath power over all things?

Shakir

Whatever communications We abrogate or cause to be forgotten, We bring one better than it or like it. Do you not know that Allah has power over all things?

Dr. Ghali

In no way do We abrogate any ayah (i.e. verse, sign) whatsoever or cause it to be forgotten (except that) We come up with (i.e., bring) a more charitable one or the like of it. Do you not know that Allah is Ever-Determiner over everything?

ভবঘুরে এর জবাব:

মে ৩১, ২০১২ at ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এবার আমি ইচ্ছা করেই ফারুক সাহেবের কথার কোন উত্তর দেই নাই। আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। ধারনা ছিল আপনি তার যুক্তির উত্তর দিতে সক্ষম। কোরান হাদিস বিষয়ে আপনার দ্রুত উন্নতি সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছে বলে আমার ধারনা। তবে ফারুক সাহেবের বক্তব্য কোরানের নিম্ন আয়াতের সাথেও সাংঘর্ষিক:

আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা , হেদায়েত,

রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।কোরান , ১৬:৮৯
কারন কোরান পাঠ করে উনি এক ধরনের অর্থ বুঝছেন , আপনি বা অন্যান্যরা অন্য অর্থ বুঝছেন। তাহলে প্রশ্ন- কোরানের সঠিক অর্থ বোঝার কায়দাটা কি ? কার অর্থ বা তফসির শতভাগ নির্ভরযোগ্য? আর তার নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠি বা ভিত্তিটা কি ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ৩:৪৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
@ভবঘুরে,
আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা , হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।কোরান , ১৬:৮৯

আপনার এ সংগ্রহ টি অত্যন্ত বড় দলিল, যা বহু জায়গায় প্রযোজ্য ও বহু সমস্যার সমাধান। এটা save করে রাখলাম। কাজে লাগবে।

এবার আমি ইচ্ছা করেই ফারুক সাহেবের কথার কোন উত্তর দেই নাই। আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। ধারনা ছিল আপনি তার যুক্তির উত্তর দিতে সক্ষম। কোরান হাদিস বিষয়ে আপনার দ্রুত উন্নতি সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেছে বলে আমার ধারনা।

আনন্দিত।
তবে আমি কারো সংগে তর্ক বিতর্ক করতে চাইনা। আমি যেটা পছন্দ করি তা হল মানুষ ঘুরিয়ে পেচিয়ে ভূল টা না বুঝে স্পষ্ট সঠিক বিষয়টি বুঝুক।
ধন্যবাদ

আস্তরিন এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ২:১৩ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,
ধরে নিলাম আপনার কথাই ঠিক , বলা হয়ে থাকে ঈহুদি,খ্রিষ্টানরা বাইবেলের অনেক আয়াত পরিবর্তন করে ফেলেছে যা কোন ভাবেই সম্ভব নয় যদি কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতটি সঠিক হয় (মক্কায় অবতীর্ণ) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন।

তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। ৬;৩৪
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ১১:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

আল্লাহর বানী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইহুদি খৃষ্টানরাই নয় , খোদ মোহাম্মদও বহুবার তা পরিবর্তন করেছেন।

শামিম মিঠু এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ৩:২২ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

নাসেখ ও মানসূখ - একটি মিথ্যা প্রচারনা

"নসখ" এর মূল রচয়িতা খেলাফত।
মধ্যযুগীয় মোসলিম সাহিত্যের সকল ধর্মীয় লেখকগণ "নসখ ও মনসুখ" কথাটির উপর যে ধর্মনীতি রচনা করছেন তার পরিমাণ এত বেশি যে, একে হিমালয়ের মত বিরাট একটি মিথ্যার বোঝা মোসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তাদের রচিত হাদিস তফসির এবং ফেকা শাস্ত্রের মধ্যে "নসখ ও মনসুখ" বিষয়ে ভূরি ভূরি যতসব আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে এদের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত মুলতঃ তিন প্রকার যথা ,
১। নসখ আল হুকুম ওয়া আল তিলওয়াঃ আদেশ এবং পাঠ উভয়ই বাতিল।
২। নসখ আল হুকুম দুলা তিলওয়াঃ পাঠ রয়েছে কিন্তু এর আদেশ রহিত করা হল। অর্থাৎ কোরানে এর কথা পঠনীয় থাকবে কিন্তু কথাটি পালনীয় থাকবে না, তথা আমলে আনা যাবে না।
৩। নসখ আল তিলওয়া দুনা হুকুমঃ পঠন থাকবে না কিন্তু নিয়ম পালনীয় থাকবে। অর্থাৎ কোরান হতে কথাটি রহিত করা হল, কিন্তু এর আদেশ-নির্দেশ পালিত হতে থাকবে।

ব্যাখ্যাঃ ১।এ শ্রেণীর বাক্যগুলি কোরানের অংশ হিসাবে আল্লাহ রাসুলের নিকট নাজেল করেছিলেন রাসুলের উম্মতের জন্য পালনীয় ও পঠনীয় আদেশরূপে। কিছুকাল পরে ঐ গুলি অপ্রযোজ্য মনে করে হোক বা অন্য কোন কারনে হোক আল্লাহ নিজেই বাতিল বা রহিত করে দিলেন। বানিগুলি রাসুলাল্লাহর কণ্ঠস্থ ছিল এবং তিনি লিখে রেখেছিলেন। আল্লাহ তার স্মৃতি হতে কথাগুলি ভুলিয়ে দিলেন এবং লেখার সামগ্রী হতে লিখিত কথাগুলি মুছে দিলেন। উম্মত গণের মধ্যে যারা কণ্ঠস্থ করেছেন এবং লেখে রেখেছিলেন তাদের সকলে স্মৃতি হতে এবং লেখার সামগ্রী হতে লিখিত কথাগুলি আল্লাহ মুছে ফেললেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু রাসুলকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মুখস্থকারি জনগণ অনেককাল পর্যন্ত তা একেবারে ভুলে যায় নাই। ভুলিতে বেশ সময় লেগেছিল। বর্তমান যুগে এ শ্রেণীর কথাগুলির কিছুই আমাদের আর জানার কথা নয়। এ গুলি বিস্মৃতির অতল তলে চিরতরে ডুবেছে।
২। নসখ আল হুকুম দুনা তিলওয়াঃ- এ শ্রেণীর কথাগুলি শুধুমাত্র পাঠ হিসাবে কোরানে আছে কিন্তু এদের মধ্যে নিহিত আদেশ ও নির্দেশগুলি পালনীয় আর থাকবে না। এর কারণ এর হতে উত্তম অথবা এর সমতুল্য ওজনের মূল্যমান ব্যবস্থা কিছুকাল পরে আল্লাহ নাজেল করলেন , যার কারনে পূর্ববর্তী নাজেল করা কথাগুলি কোরানে লিখিত থাকলেও সেগুলি আর আমল করা চলবে না। এদের সংখ্যাও কোরান কম নহে। অবশ্য এদের সংখ্যা বিষয়েও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। এ রূপে মতভেদের সীমা ১৭ হতে ৫০০ বাক্য পর্যন্ত বিস্তৃত।
৩। নসখ আল তিলওয়া দুনা হুকুমঃ এ শ্রেণীর কথাগুলি কোরান হতে আল্লাহ উঠিয়ে ফেলেছেন কিন্তু এদের মধ্যে নিহিত যে সকল আদেশ ছিল তা পালন করবার হুকুম বলবৎ থাকচ্ছে। এ জাতীয় কথা নাজেল হলে পর রাসুলাল্লাহ এর আমল করতে থাকলেন এবং কোরানের মুসাফ হিসেবে লেখেও রাখলেন। সাহাবিগণও কেউ কেউ মুখস্থ করে লেখেও রেখেও রেখেছিলেন। আল্লাহ এর পাঠ মানুষের মন হতে এবং লেখার বস্তু হতে এর লেখা মুছে দিলেন। কিন্তু এর আমল যা চলেছিল তা উঠালেন না।
কোরান ও সুন্নার বাক্যদি বাতিল বা রহিত(নসখ) করা বিষয়ে যতসব অদ্ভুত ও যুক্তিহীন ধর্মীয় সাহিত্য আমাদের মধ্যযুগীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা লেখা হয়েছে তা সত্যই হাস্যাস্পদ এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলকম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক। আল্লাহ তাঁর আপন অবতীর্ণ কোন কোন বানী কোরান হতে উঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য রাসুলকে প্রথমতঃ তা ভুলিয়ে দিলেন , রাসুলের দ্বারা লিখিত ফলক হতে তা মুছে দিলেন, কিন্তু জনসমাজে সে কথাগুলি চলতেই থাকল। পরে অবশ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশনুযায়ী লোকেরা ঐ সব কথা বাদ দিয়ে চলতে লাগলো। ভুলতে শুরু করলেও তা সমাজে অনেককাল আলোচিত হচ্ছিল ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে।
(বি\দ্রঃ উপরোক্ত উল্লেখ্য বিষয়গুলি সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতী রচিত”মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারণ” বইটি হতে সংগৃহিত)

ফারুক এর জবাব:

মে ৩১, ২০১২ at ৪:১২ পূর্বাহ্ণ

@শামিম মিঠু, মন্তব্য ও আমার জন্য নুতন তথ্য সরবরাহের জন্য ধন্যবাদ। নিজেকে এখন ভিন্ডিকেটেড মনে হচ্ছে।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ১১:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@শামিম মিঠু,
সদর উদ্দিন চিশতির লেখা বিশ্বাস করার হেতু কি ? তার কথা বিশ্বাসই বা করব কেন ? মোহাম্মদ মারা যাবার কত বছর পর তিনি এ লেখা লিখেছেন? তিনি লিখলেই সেটা সত্য হয়ে যাবে নাকি ?

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ২:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

> সদর উদ্দিন চিশতির লেখা বিশ্বাস করার হেতু কি ? তার কথা বিশ্বাসই বা করব কেন ? মোহাম্মদ মারা যাবার কত বছর পর তিনি এ লেখা লিখেছেন? তিনি লিখলেই সেটা সত্য হয়ে যাবে নাকি ?

যে কোন লেখা বিশ্বাস করার বা সত্য হওয়ার হেতু হল তার মধ্যে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও পারস্পারিক ধারাবাহিক মিল অব্যাহত থাকা। সেক্ষেত্রে চিশতী সাহেবের রচিত "মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারণ" বইটি অনন্য(এ ছাড়া islam against inequity and maudooi's corruptions, কোরান দর্শন, সিয়াম দর্শন, কোরবানি প্রভৃতি)। বইটির বিরুদ্ধে ৮৩সালে সরকার মামলা করেন এবং মন্তব্যে বলেন, "with the deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of the muslim of the bangladesh, which is an offence publishable u/s 295a b.p.c." এবং আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০০০/টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৪ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।পরে আপিল করলে ৯০সালে রায় ও জরিমানা বাতিল হয়।
শুধু তাই নয়, ৯১তে মৌলবাদীরা তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সরকার তাঁকে এরেস্ট করেন এবং তার লিখিত বইগুলি বাজেয়াপ্ত করেন।
পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান।

ভাইজান, আপনি ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করেন (যদি সম্ভব হয় ওনার বইগুলি একবার দেখে নিতেন) ধন্যবাদ আপনি ভাল থাকুন ...।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ১০:২৯ পূর্বাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

শুধু তাই নয়, ৯১তে মৌলবাদীরা তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় এবং তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সরকার তাঁকে এরেস্ট করেন এবং তার লিখিত বইগুলি বাজেয়াপ্ত করেন।

এতে কিছুই যায় আসে না, মওদুদীকেও পাকিস্তান সরকার ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল তার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর জন্য । তাতে কি তার প্রবর্তিত ইসলাম ও তার ব্যখ্যা মানুষ ত্যাগ করেছে ? আর ইসলাম ব্যখ্যা করতে কোরান ও হাদিস যথেষ্ট, কোন ইসলামী পন্ডিতদের কিতাব বা ব্যখ্যা নিস্প্রয়োজন। কারন তাদের ব্যখ্যা যদি আপনাদের বিপক্ষে যায় তা তো গ্রহন করবেন না। সেকারনেই আমি কোরান হাদিসের বাইরে সাধারনত: রেফারেন্স দেই না।

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ১২:৩৭ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ইসলাম ব্যখ্যা করতে কোরান ও হাদিস যথেষ্ট, কোন ইসলামী পন্ডিতদের কিতাব বা ব্যখ্যা নিস্প্রয়োজন। কারন তাদের ব্যখ্যা যদি আপনাদের বিপক্ষে যায় তা তো গ্রহন করবেন না। সেকারনেই আমি কোরান হাদিসের বাইরে সাধারনত: রেফারেন্স দেই না।

ভাইজান, "কোরান ও হাদিসে'র সংকলনের ইতিহাস থেকে জানা যায় এগুলি মানুষ বা কোন না কোন ইসলামী পণ্ডিতদেরই দ্বারা সংকলিত বা রচিত। আর তাতে অসামঞ্জস্য, স্ববিরোধী এবং মতভেদের অন্ত নাই।
যেখানে কোরানে বার বার বলা আছে, "সুন্নাতাল্লাহে লা তাবদিলা/আল্লার সুন্নতের অর্থাৎ কাজ ও কথার

কোন বদল হয় না” কিংবা “অলান তাজিদালে সুন্নাতিল্লাহে তাবতিলা/তোমরা আল্লার সুন্নতের বদল দেখতে পাবে না” সেক্ষেত্রে কোরানের কোন একটি বাক্য অন্য বাক্য দ্বারা মনসুখ বা রহিত হয় কিভাবে? আর যদি হয় তাহলে উপরের কোরানের বাক্যদ্বয় মিথ্যা এবং আল্লাহ চঞ্চলমতি, সংশোধনবাদী, অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমানিত হন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৫:০৭ পূর্বাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

আর যদি হয় তাহলে উপরের কোরানের বাক্যদ্বয় মিথ্যা এবং আল্লাহ চঞ্চলমতি, সংশোধনবাদী, অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমানিত হন।

নাসিক ও মানসুক তো সেটাই প্রমান করে যে আল্লাহ নিতান্তই একজন মানবিক চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কোরানের আল্লাহ স্বয়ং মোহাম্মদ নিজে। নিজের কথাই তিনি আল্লাহর বানী বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৩:১৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

নাসিক ও মানসুক তো সেটাই প্রমান করে যে আল্লাহ নিতান্তই একজন মানবিক চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কোরানের আল্লাহ স্বয়ং মোহাম্মদ নিজে। নিজের কথাই তিনি আল্লাহর বানী বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন ভাইজান, আর এই নসখ ও মনসুখ এর সৃষ্টিকারী সেই সে খেলাফতি/উমাইয়া/আব্বাসিয়া রাজশক্তি সেটাই প্রমান করতে চেয়েছেন এবং তারা সার্থক হয়েছেন নিঃসন্দেহে।
কোরানের আল্লাহ স্বয়ং মোহাম্মদ নিজে, কথা সত্য। কারন তিনি বলেছেন, “আউয়ালুনা মোহাম্মদ,

আখেরুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, কুল্লানা মোহাম্মদ/ আদি অন্ত মধ্য সর্বকালেই মোহাম্মদরূপে আমরা বিরাজিত”
নিজের কথাই তিনি আল্লাহর বানী বলে চালিয়েছেন, আর এজন্যই কোরানে আছে, “ইন্না হু লা কাউলুল রাসুলিল কারিম/ নিশ্চয় উহা (কোরান) রাসুল করিমের কথা ”

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৫:২৬ অপরাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

উক্ত বানীগুলো সূরা ও আয়াত নম্বর দেয়া যায় ? দারুন দরকার।

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৮:২১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
১ম বাক্যটি হাদিসে কুদসি। এবং
২য় বাক্যটি উসমানীয়া ক্রমিকনুসারে ৮১।নং সুরা তাকবিরের ১৯নং বাক্যে এবং ৫২নং সুরা হাক্কার ৪০নং বাক্যে উল্লেখ আছে।
ভাইজান, আপনার ই-মেইল এড্রেসটা দেয়া যায়?

যাযাবর এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ১০:৩৭ অপরাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

এবং ৫২নং সুরা হাক্কার ৪০নং বাক্যে উল্লেখ আছে।

ঠিক নয়। এটা হবে ৬৯ নং সুরার ৪০নং আয়াতে।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

(নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের কথা।)

আরবী কুরাণে এই রসূল (বার্তাবাহক অর্থে) যে কে তাহা বলা নেই। তবে রসূল যেহেতু মোহাম্মদের বেলায় সব সময় ব্যবহৃত হয় তাই রসূল দিয়ে মোহাম্মদ বোঝান হয়েছে ভাবলে ভুল হবে না, বিশেষ করে শুধু কুরাণের উপর নির্ভর করলে। আর যদি রসূল বলতে জিব্রাইল বোঝান হয় তাহলেও এটা যে আল্লাহর কথা নয় সেটা ঠিকই থাকছে। ইসলামিস্টরা নিজের মত করে যুক্তি দেয় এই আয়াতে আল্লাহ বলতে চাইছেন যে এটা আল্লাহর কথা যেটা জিব্রাইল বার্তাবাহক হয়ে মোহাম্মদের কাছে নিয়ে এসেছেন। মানে আল্লাহর বাণী মানুষ এর কাছে দুই মধ্যসত্ত্বার মাধ্যমে এসেছে। কিন্তু ইসলামিস্টদের ব্যাখ্যা তো তাদের নিজের ব্যাখ্যা। আল্লাহ নিজে তো এরকম স্পষ্ট করে আয়াতটিতে বলেন নি এটা কার কথা। একজন কুরানে বিশ্বসী কেউ আয়াত দুটো পড়লে তো এটা যে মোহাম্মদের কথা সেটাই তো মনে করবে। আয়াতে তো সেটাই স্পষ্ট বলছে (অনুবাদে নয় , সুচতুর অনুবাদকরা নিজের মাধুরী মিশিয়ে দেয়)। কুরাণের বাণী নাকি দ্ব্যর্থহীন , স্পষ্ট। দেখাই যাচ্ছে কেমন স্পষ্ট!।

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ১:১১ পূর্বাহ্ণ
@যাযাবর
ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সূরা হাক্বা ৬৯নং এ আছে।
@ভবঘুরে,

আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। সূরা রাদ , ১৬: ৩৯, মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরা রাদ ক্রমিকনুসারে ১৬ নং এ নয়, ১৩নং আছে।
১৩:৩৯। ইয়াহুল্লা লা হু মাইয়াশায়ু ওয়া ইনদাহু উম্মুল কেতাব।
এ বাক্যে ‘উম্মুল কেতাব’ অর্থ মূলগ্রন্থ হয় কিভাবে? মূলগ্রন্থ বলতে কি বুঝায়?
আমরা তো জানি ‘উম্মুল কেতাব’ অর্থ তো আল-কেতাবের মা।

যাযাবর এর জবাব:
মে ৩১, ২০১২ at ৮:১৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ফারুক সাহেবকে সরাসরি কয়েকটি প্রশ্ন করছিঃ

১। আল্লাহ নিখুঁত কি না (হ্যাঁ/না ?)
২। কুরান সম্পূর্ণ,ও নিঁখুত বই কি না। (হ্যাঁ/না ?)
৩। কুরান স্বয়ংসম্পূর্ণ বই কি না, অর্থাৎ এটা বুঝতে হলে অন্য কোন জ্ঞান বা বইয়ের দরকার নেই কি না?।
(হ্যাঁ/না ?)
৪। কুরান বুঝতে হলে কি খুব বুদ্ধিমান হতে হবে কি না ? (হ্যাঁ/না)
এখন আসি আপনারই দেয়া আয়াতেঃ

প্রথম আয়াত ২:১০৬
"আমি কোন আয়াত(آيَةٍ) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।
ক) এখন বলুন নিঁখুত আলাহ কেন তাঁর নিঁখুত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বইএর কোন আয়াত(آيَةٍ) রহিত করে দেন? তার মানে রহিত করে দেয়া আয়াতের কোন খুঁত ছিল ? রহিত করা তো ছেলে খেলার ব্যাপার নয়। তাহলে (১) ও (২) এর উত্তর কি "না?" । আয়াতের যে অর্থই করুন না কেন আয়াত তো আল্লাহরই পাঠান, না কি?

খ) আর বলুন কোন আয়াতকে(গুলিকে) রহিত করা হয়েছিল এবং কেন ?। কুরাণের দ্বারাই এর উত্তর দিতে হবে যদি (৩) এর উত্তর হ্যাঁ হয়।

রহিত করার মত "বিস্মৃত করার" ব্যাপারেও উপরের ক-খ এর উত্তর চাই।

আপনার উক্তিঃ

"বিস্মৃত করিয়ে দিলে"- কোরানের আয়াত বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কিভাবে সম্ভব?

এবার বলুন আল্লাহ বিস্মৃত "করিয়ে" দিলে মানুষের পক্ষে বিস্মৃত "হয়ে" যাওয়া অসম্ভব কিভাবে? আর বলুন আল্লাহ যদি "উদাহরণ", "চিহ্ন" অর্থের আয়াতকে বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারেন তাহলে কুরাণের আয়াত অর্থে আয়াতকে বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারবেন না কেন?

আরও বলুন ২:১০৬ এর উল্লেখিত “আয়াত” যে আল্লাহ “উদাহরণ”, “চিহ্ন” বা “অলৌকিক” অর্থে ব্যবহার করেছেন, কুরাণের আয়াত অর্থে নয়, সেটা আল্লাহ নিজেই কেন পরিস্কার করে বলে দিলেন না। আপনাকে কেন ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে আমাকে? আমার কাছে তো কুরাণের আয়াত অর্থটাই বেশি সম্ভাব্য মনে হচ্ছে আপনার ব্যাখ্যার পরও। তাহলে কি কুরাণের সঠিক অর্থ বুঝতে হলে অন্য কোন জ্ঞান দরকার যেটা আপনার আছে আমার নেই? তাহলে কি (৩) এর উত্তর না ও (৪) এর উত্তর হ্যাঁ?

হেঁয়ালীপূর্ণ বা ঘোলা ভাষায় (Beat around the bush) উত্তর না দিয়ে সোজা সাপ্টা ভাষায় উত্তর দিবেন, তাতে আপনার আমার উভয়েরই লাভ। ধন্যবাদ।

ফারুক এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ
@যাযাবর,

হেঁয়ালীপূর্ণ বা ঘোলা ভাষায় (Beat around the bush) উত্তর না দিয়ে সোজা সাপ্টা ভাষায় উত্তর দিবেন, তাতে আপনার আমার উভয়েরই লাভ। ধন্যবাদ।

আমার নিজস্ব মতামতের মূল্য আপনার কাছে না থাকারি কথা। সে কারনে কোরান ও আল্লাহ নিয়ে যখন প্রশ্ন করেছেন তখন কোরানে যদি তার কোন উত্তর থাকে , তাহলে সেই আয়াতটির উদ্ধৃতি দেব , অন্যথায় বলব এর উত্তর কোরানে নেই।

১। আল্লাহ নিখুঁত কি না (হ্যাঁ/না?)

এর উত্তর কোরানে নেই।

২। কুরান সম্পূর্ণ,ও নিঁখুত বই কি না। (হ্যাঁ/না ?)

২:২ এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য,

১০:৩৭ আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই-তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে।

৩। কুরান স্বয়ংসম্পূর্ণ বই কি না, অর্থাৎ এটা বুঝতে হলে অন্য কোন জ্ঞান বা বইয়ের দরকার নেই কি না?।

১১:১-২ "আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

৪। কুরান বুঝতে হলে কি খুব বুদ্ধিমান হতে হবে কি না ?

১৪:৫২ "এটা (কোরান) মানুষের জন্য এক পরিস্কার বার্তা(Clear message) এবং এদ্বারা সাবধান করা হচ্ছে ও জানানো যাচ্ছে যে , উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা ভাবনা করে। "

৪১:১-২ "পরম করুনাময় দয়ালুর পক্ষ হইতে এই বই , **আরবি কোরান** , যার আয়াত সমূহ বিশদব্যাখ্যাসহ অবতীর্ন হয়েছে তাদের জন্য , যারা জানে।"

ক) এখন বলুন নিঁখুত আলাহ কেন তাঁর নিঁখুত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বইএর কোন আয়াত(آيَةٍ) রহিত করে দেন? তার মানে রহিত করে দেয়া আয়াতের কোন খুঁত ছিল ?

. কোরানের কোন আয়াত কখনো রহিত হয় নি। এইটার উত্তর দিয়েছি কোরান থেকেই। না বুঝলে উপরে দেয়া আমার মন্তব্যটি আবার পড়ুন। আয়াত যেখানে রহিত হয় নি , সেখানে খুঁত থাকার প্রশ্ন আসে কিভাবে।

প্রশ্ন উঠা উচিৎ , কোরান যদি সহজ পরিস্কার ভাষায় লেখা হয়ে থাকে , তাহলে একেকজনে একেক রকম মানেই বা করে কেন বা একেক রকম বোঝে কেন? এর প্রধান কারন হলো - রসূল পরবর্তি সময়ে খলিফারা নিজেদের শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য দরবারি মোল্লাদের দিয়ে কোরানের যে বিকৃত মানে ও ব্যখ্যা দিয়েছে , সেটাই মাথা হারানো ও ধর্মচ্যুতির ভয়ে পরবর্তি সকল অনুবাদক সেই মানে ও ব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছে। ২য়ত- প্রতিটি মানুষ ভিন্ন , সেকারনে প্রত্যেকের বুঝ ও ভিন্ন।

১৮:৫৪ নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।

যাযাবর এর জবাব:

জুন ১, ২০১২ at ৭:৪৭ পূর্বাহ্ণ

@ফারুক,

এর উত্তর কোরানে নেই।

অ্যাঁ, কুরাণে নেই? কি বল্লেন। তাহলে যদি জানতে ইচ্ছে হয় আল্লাহ নিখুঁত কিনা জানব কিভাবে ? আপনি জানেন কি? কিভাবে জানলেন, যদি জেনে থাকেন?

আপনি আবার বলছেনঃ

কোরানের কোন আয়াত কখনো রহিত হয় নি

আবার কুরাণের আয়াত ২:১০৬ উদ্ধৃত করছেনঃ
"আমি কোন আয়াত(آيَةٍ) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি।"
যেখানে আল্লাহ স্পষ্ট রহিত করার কথা বলছেন।

আল্লাহ যদি কোন আয়াত(তা সে যে অর্থেই ধরুন না কেন) রহিতই না করেন (আপনার মতে) তাহলে এই আয়াত বলার কারণ কি? এটা অনেকটা এরকম বলা যে "আমি যদি কাকের রং কালো না করতাম তাহলে সাদা করতাম"। এটা জেনে কি লাভ বা উপকার হচ্ছে মানুষের ? কি হলে কি হত, অথচ কি হলটা হলই না এবং হবেও না। এই হেঁয়ালি কি করে সম্ভব সেখানে ১১:১-২ "আলিফ লাম রা, এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত" ?

১৪:৫২ "এটা (কোরান) মানুষের জন্য এক পরিস্কার বার্তা(Clear message) এবং এদ্বারা সাবধান করা হচ্ছে ও জানানো যাচ্ছে যে , উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা ভাবনা করে। "

পরিস্কার বার্তা যাতে "বুদ্ধিমানরা" চিন্তা করতে পারে? তাহলে আমাদের মত বুদ্ধুদের জন্য কোন বার্তা ? পরিস্কার বার্তা তো জানি যাদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কম তাদের জন্য দরকার হয়। তার মানে আমাদের মত বুদ্ধুদের জন্য কুরাণ নয় ? কিন্তু বুদ্ধু ত তা আমি নিজের সিদ্ধান্তে হই নি। আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি বুদ্ধিমান হবার অন্য।

৪১:১-২ "পরম করুনাময় দয়ালুর পক্ষ হইতে এই বই , আরবি কোরান , যার আয়াত সমূহ বিশদব্যাখ্যাসহ অবতীর্ন হয়েছে তাদের জন্য , যারা জানে।"

তাহলে কুরাণ আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে যারা (আরবী ?) জানে তাদের জন্য? যারা জানে না তাদের জন্য নয়? আজব ব্যাপার।

প্রশ্ন উঠা উচিৎ , কোরান যদি সহজ পরিস্কার ভাষায় লেখা হয়ে থাকে , তাহলে একেকজনে একেক রকম মানেই বা করে কেন বা একেক রকম বোঝে কেন? এর প্রধান কারন হলো - রসূল পরবর্তি সময়ে খলিফারা নিজেদের শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য দরবারি মোল্লাদের দিয়ে কোরানের যে বিকৃত মানে ও ব্যখ্যা দিয়েছে , সেটাই মাথা হারানো ও ধর্মচ্যুতির ভয়ে পরবর্তি সকল অনুবাদক সেই মানে ও ব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছে

আয়াত যদি স্পষ্টই হয়, সহজ পরিস্কার ভাষায় লেখা হয় তাহলে তো কুরাণ সরসরি পড়লেই যথেষ্ঠ। কে বিকৃত মানে ও ব্যখ্যা দিল তাতে কি আসে যায়। কুরাণের বিকৃত মানে ও ব্যখ্যাকারীরা কি এতই প্রভাবশালী যে বিশাল সংখ্যক মানুষকে ভুল মানে গিলাবে যেখানে আল্লাহ নিজে স্পষ্ট করে আয়াতগুলি পাঠিয়েছেন যা সরাসরি পড়ে বু ঝতে পারার কথা। তাহলে কি আল্লাহর ক্ষমতা নেই তাঁর নিজের পাঠান আয়াতকে হেফাজত করা ও বিকৃত ব্যখ্যাকারীদের থেকে কুরাণকে রক্ষা করার ? কুরাণেই তো বলা হয়েছে কেউ কুরাণের কথাকে বিকৃত করতে পারবে না (আয়াত 6:34,6:115,10:64,18:27)। আপনি তো দেখছি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছেন এই সব বলে।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১, ২০১২ at ১০:৩১ পূর্বাহ্ণ

@যাযাবর,

অ্যাঁ, কুরাণে নেই? কি বল্লেন। তাহলে যদি জানতে ইচ্ছে হয় আল্লাহ নিখুঁত কিনা জানব কিভাবে? আপনি জানেন কি? কিভাবে জানলেন, যদি জেনে থাকেন?

এটা জানতে আপনাকে ফারুক সাহেবের স্মরনাপন্ন হতে হবে। মজার ব্যপার হচ্ছে ওনাকে ইসলামী সাইটেও তুলা ধুনা করা হয়। বেচারা উভয় সংকটে আছেন। তার প্রতি আমাদের একটু সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার।

ফারুক এর জবাব:

জুন ১, ২০১২ at ২:৩০ অপরাহ্ণ

@যাযাবর, অ্যাঁ,

কুরাণে নেই? কি বল্লেন। তাহলে যদি জানতে ইচ্ছে হয় আল্লাহ নিখুঁত কিনা জানব কিভাবে ?

কোরানে কি বলা হয়েছে , এটা বিশ্ব কোষ? তাহলে আপনার মনে যে প্রশ্নই জাগুক , তার উত্তর কোরানে পাওয়ার আশা করাটাকে কি বলা যায়? কোরান কার জন্য , কিসের জন্য , কোরান মানা বাধ্যতামূলক কিনা , সেটা আগে জানুন।

তর্ক যখন করতেই চাচ্ছেন , তাহলে একটা প্রশ্ন করি। নিখুঁত বলতে আপনি কি বোঝেন ? আপনার চাওয়া নিখুঁতের বর্ণনার সাথে আমি বা অন্য কেউ একমত হবে তার গ্যারান্টি কী? কেউ দেখে চাঁদের কলঙ্ক , আবার কেউ চাঁদের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়। আবার চাঁদ দেখে কারো মনে কোন ভাবেরি উদয় হয় না। কে ঠিক?

আল্লাহ যদি কোন আয়াত(তা সে যে অর্থেই ধরুন না কেন) রহিতই না করেন (আপনার মতে) তাহলে এই আয়াত বলার কারণ কি?

কোরান থেকেই উদাহরন দেই। ইহুদীরা যখন খাবারের অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল , তখন আল্লাহ তাদেরকে মান্না ও সালওয়া পাঠাতে শুরু করেন তাদের খাওয়ার জন্য। এটা অলৌকিক ঘটনা (আয়াত) , এটা তো স্বীকার করবেন। তারপর যখন একি খাবার প্রতিদিন খেতে খেতে তাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে যায় ও তারা মুসাকে বলে এর বদলে পেয়াজ রসুন এই জাতীয় পার্থিব খাবারের জন্য আল্লার কাছে বলতে। আল্লাহ মান্না সলওয়া পাঠানো বন্ধ করে দেন। এই বন্ধ করে দেয়াকে, রহিত করন বলা যায় কিনা? ফেরাউনকে শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ বিভিন্ন বালা মুসিবত (আয়াত) পাঠান , পরে আবার মুসার অনুরোধে সেগুলো রহিত করেন।

তাহলে কুরাণ আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে যারা (আরবী ?) জানে তাদের জন্য? যারা জানে না তাদের জন্য নয়? আজব ব্যাপার।

ঠিকি ধরেছেন। আরবী ভাষীদের জন্যই কোরান। কোরানে বলায় আছে , প্রতিটি উম্মতের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় স্ব স্ব নবী রসূল প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪:৪ আমি সব রসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি , যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

আয়াত যদি স্পষ্টই হয়, সহজ পরিস্কার ভাষায় লেখা হয় তাহলে তো কুরাণ সরাসরি পড়লেই যথেষ্ঠ। কে বিকৃত মানে ও ব্যখ্যা দিল তাতে কি আসে যায়।

অবশ্যই। সমস্যা তো আমাদের মাঝে। আমরা পরের মুখে ঝাল খেতে পছন্দ করি। কোরান নিজে পড়ে বোঝার চেষ্টা না করে , অধিকাংশই মোল্লা মৌলভিদের মুখে শোনা কথাকেই ইসলাম মনে করে জীবণ কাটিয়ে চলেছি।

তাহলে কি আল্লাহর ক্ষমতা নেই তাঁর নিজের পাঠান আয়াতকে হেফাজত করা ও বিকৃত ব্যখ্যাকারীদের থেকে কুরাণকে রক্ষা করার ? কুরাণেই তো বলা হয়েছে কেউ কুরাণের কথাকে বিকৃত করতে পারবে না (আয়াত 6:34,6:115,10:64,18:27)।

অবশ্যই আছে এবং তার প্রমাণ স্বরুপ অবিকৃত আরবী কোরান বিদ্যমান। বিকৃত হয়েছে এর মানে। মাথা থেকে হাদীস তফসির শানে নযূল ও ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ধারনা বাদ দিয়ে ডিক্সনারি নিয়ে কোরানের মানে পড়ুন (যেহেতু আপনি আরবী জানেন না) , দেখবেন সব জলবৎ তরলং।

প্রশ্ন করতে পারেন , এত কষ্টের দরকার কী? উত্তর হলো - গরজ টা কার? আল্লাহর নাকি যে পড়বে তার। একটা কথা মাথায় রাখুন , আপনি মুসলমান হলেন কি না , তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না বা আপনার উপাসনার লোভ ও আল্লাহর নেই। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষি নন। ধর্ম যারা মানে , নিজের গরজেই মানে। গরজ থাকলে আর বুদ্ধিমান হলে , সোর্স থেকে সত্যটা জানা উচিৎ , অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৭:১১ পূর্বাহ্ন
@ফারুক,

কুরান স্বয়ংসম্পূর্ণ বই কি না, অর্থাৎ এটা বুঝতে হলে অন্য কোন জ্ঞান বা বইয়ের দরকার নেই কি না?।

১১:১-২ “আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

সরি ফারুক ভাই, তবে এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকতেছে না একেবারেই! কোরান স্বয়ংসম্পূর্ণ এর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ কোরানে যে আয়াতে বলছেন যে এটা "সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত", সেই আয়াতটাই শুরু করলেন "আলিফ লাম রা"র মতো অবিস্তারে বা একেবারেই প্রায় না-বিস্তারে ব্যাখেয় বস্তু দিয়ে?

ফারুক এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ১১:৫২ পূর্বাহ্ণ
@রূপম (ধ্রুব), আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন কোরানের এই আয়াতে-
৩:৭ তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। **তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক।** সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। **আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।** আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ১০:৩৯ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

মাগার ফারুকভাই, তাইলে গ্রন্থটার "আয়াতসমূহ সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত " আর থাকে কি? কিছু কিছু বা আংশিক কথাটা লাগানো দরকার ছিলো না? আর আংশিক কথাটা লাগালে আপনি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটা ব্যবহারও আর করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

ধরেন, আপনি নিশাতরে জিগাইলেন তিনি ছেলে না মেয়ে, নিশাত তখন কইলেন যে তিনি তার বইতে বলছেন, "ছেলেরাই নিশাত হয়।" তারপর আপনি তারে জিগাইলেন যে তাইলে নিশাত মেয়ের মতো দেখতে ক্যান, তখন তিনি আবার কইলেন যে তিনি তার বইতে এও বলছেন যে "নিশাতরা মেয়ে হয়।" দুনিয়ার সবকিছু নিয়াই নিশাতের বইতে একটা লাইন লেখা আছে। কিন্তু কন্ট্রাডিকশান নামে একটা সমস্যা যে সেখানে আছে সেইটা কি বুঝতেছেন?

অভিজিৎ এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ১১:১১ অপরাহ্ন
@রূপম (ধ্রুব),

ধরেন, আপনি নিশাতরে জিগাইলেন তিনি ছেলে না মেয়ে, নিশাত তখন কইলেন যে তিনি তার বইতে বলছেন, “ছেলেরাই নিশাত হয়।” তারপর আপনি তারে জিগাইলেন যে তাইলে নিশাত মেয়ের মতো দেখতে ক্যান, তখন তিনি আবার কইলেন যে তিনি তার বইতে এও বলছেন যে “নিশাতরা মেয়ে হয়।” দুনিয়ার সবকিছু নিয়াই নিশাতের বইতে একটা লাইন লেখা আছে। কিন্তু কন্ট্রাডিক্শান নামে একটা সমস্যা যে সেখানে আছে সেইটা কি বুঝতেছেন ?

আপ্নে এত আজাইরা প্রশ্ন জিগান ক্যান। নিশাত হয়ত ট্রান্সজেন্ডার। তাইলেই সমস্যা থাহে না। আপনে মিয়া মহাজ্ঞানীর ঈশারা বুঝেন না। জয়নাল ব্যাপারীর আরত থেইকা নাজিল হওয়া চিডির কথাডা মনে নাই?

এই চিঠি জয়নাল ব্যাপারীর আড়ৎ থেকে নাযিল হইতেছে
১. মহান জয়নাল ব্যাপারীর পাছায় চুম্মা দাও, তোমাদিগকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হইবে।
২. তাড়ি খাইবার সময় সাবধানে খাইবে।
৩. যারা তোমাদের পছন্দ করেনা, তাদের পাছায় লাথি দিয়া গ্রাম ছাড়া করিবে।
৪. ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করিবে।
৫. এই চিঠির যাবতীয় দায় দায়িত্ব জয়নাল ব্যাপারীর।
৬. চাঁদ আলুর ভর্তা দিয়া তৈরি।
৭. জয়নাল ব্যাপারীর কথায় কোন ভূল নাই।
৮. প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেবার পর ভাল করিয়া হাত ধুইবে।
৯. খবরদার তাড়ি সেবন করিবেনা।
১০. আলু ভর্তা দিয়া ভাত খাবার সময় ডাল নেওয়া যাইবে না।
১১. যেইসব গর্ধব তোমাদের মত জয়নাল ব্যাপারীর পাছায় চুম্মা দিবে না, তাদের পাছায় লাথি দিয়ে গ্রাম ছাড়া করিবে।

যাউকগগা, আপনে কি এই দুইটা নির্দেশনার থুড়ি বাক্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা দেখতে পান ?

‘২. তাড়ি খাইবার সময় সাবধানে খাইবে।’
৯. খবরদার তাড়ি সেবন করিবেনা।

আপনে আমি পাইলেও মোকলেছরা পায় না। কি আর করা।

এইগুলান আজাইরা প্রশ্ন বাদ দিয়া আসেন আমরা হগগলতে মোকলেসের লাহান ঈমান আইনা জয়নাল ব্যাপারীর পাছায় চুম্মা দেইগিয়া। উহাতেই শান্তি। ওম শান্তি।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ১২:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@অভিজিৎ,

সেইরকম!

ফারুক এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ৩:১৫ পূর্বাহ্ণ
@অভিজিৎ, Level playing field না হলে কোন বিতর্কই জমে না। আপনি আমার ও রূপমের মাঝে ঢুকে পড়েছেন বলেই এই কথা গুলো আপনাকে বলছি। আপনার তো যা ইচ্ছা বলতে কোন বাধা নেই কিন্তু পাল্টা জবাব শোনার সাহস নেই। যে কারনে আপনার পোস্টে করা আমার জবাবটি মডারেশনের আওতায় এনে আজো আলোর মুখ দেখতে দেন নি , শুধু তাই নয় আমার সকল মন্তব্য মডারেশনের আওতায় এনেছেন। জানতে পরি কি , মুক্তমনার কোন নীতিমালার আওতায় আমার মন্তব্যটি মডারেশন করেছিলেন?

আপনার যদি সত্যিই সুস্থ বিতর্ক করার ইচ্ছ থাকে ও সাহস থাকে , তাহলে আমার মন্তব্যগুলো আগের মতোই মডারেশন বিহীন করে দিন। আশা করি বনগাঁয়ে শিয়ালের মতো রাজা হওয়ার ইচ্ছা আপনার নেই।

অভিজিৎ এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ১০:৫৪ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

Level playing field না হলে কোন বিতর্কই জমে না। আপনি আমার ও রূপমের মাঝে ঢুকে পড়েছেন বলেই এই কথা গুলো আপনাকে বলছি।

এই ব্লগ কি আপনার একার সম্পত্তি নাকি, যে ‘আপনার আর রূপমের’ মাঝে কেউ ঢুকতে পারবে না? আর তাছাড়া আপনাকে তো আমি উত্তর দেই নাই। আমি উত্তর দিয়েছি রূপমকে। যদি বাইন মাছের লাহান পিছলাইয়া ঢোকার মত কেউ সত্যই থেকে থাকে এখানে সেটি হচ্ছে আপনি। সোজা বাম হাত ভরে দিয়েছেন আমাদের আলোচনায়, কি বলেন?

আপনার তো যা ইচ্ছা বলতে কোন বাধা নেই কিন্তু পাল্টা জবাব শোনার সাহস নেই। যে কারনে আপনার পোস্টে করা আমার জবাবটি মডারেশনের আওতায় এনে আজো আলোর মুখ দেখতে দেন নি , শুধু তাই নয় আমার সকল মন্তব্য মডারেশনের আওতায় এনেছেন। জানতে পরি কি , মুক্তমনার কোন নীতিমালার আওতায় আমার মন্তব্যটি মডারেশন করেছিলেন?

আহারে কি ভিক্টিম! আপনার মত ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক ব্যক্তিকে একসময় মুক্তমনায় এ স্পেস দেয়া হয়েছিল, সেটা আমার (এবং ফরিদ ভাইয়ের) বদান্যতাতেই। আপনাকে সদস্য করার সময় বহু সদস্যই তে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ আপনার লেখা এবং মন্তব্য কোনটাই মুক্তমনার উদ্দেশ্যের সাথে যায় না। তারপরেও আপনাকে সদস্য করা হয়েছিল, আপনার হয়ে আমি লড়াই পর্যন্ত করেছিলাম - কারণ, আপনি বলেছিলেন আপনি নাকি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননা, আপনি সুস্থ বিতর্ক চান ইত্যাদি। কিন্তু আপনার স্বরূপ প্রকাশ পেতে দেরী হয়নি। একে তো আপনি ধর্মান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ইংরেজি সাইট থেকে কপি পেস্ট করে নিজের নামে রেফারেন্স ছাড়া লেখা দেন, তারপরে উপরি পাওনা হিসেবে যখন যুক্তিতে পারেননা ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন । একটা উদাহরণ দেই। আপনাকে আমি ক্রেগ ভেন্টরের পোস্টে বৈজ্ঞানিক জার্নাল আর পেপারের রেফারেন্স দিয়ে জবাব দিয়েছিলাম, আপনি আমাকে ‘বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী’ বিশেষণ ব্যবহার করে এর উত্তর দিয়েছিলেন। এর কোন দরকার ছিল? আপনার ‘বিশ্বাসের’ সাথে কারো না মিললেই বিশেষণ শ্রবণ করতে হবে তার তো কথা নেই, তাই না? আবার বইলেন না যে আপনাকেও আমি অনেক কিছু বলেছি। আপনাকে যা বলেছি আপনার বলা বিশেষণের পর, আগে নয়। আপনি আসলে আসেনই মুক্তমনায় উস্কানি দিতে , আপনার বহু মন্তব্যেই এর প্রমাণ আছে।

আরেকটা কথা - আপনার মন্তব্য ব্লক করা হয়নি, হলে এই অভিযোগ সম্বলিত মন্তব্যও প্রকাশিত হত না, তাই না? তবে ফ্রি মাঠ পেয়ে গার্বেজ ঢেলে দেবেন, আর একে ওকে অশিক্ষিত, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী এগুলো বলে চলে যাবেন, তা তো হয় না ভাইজান। আপনার লেখা এবং মন্তব্যের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা মডারেটরদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। এই থ্রেডে আমার কাছে এসে অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করে লাভ নাই।

আপনার যদি সত্যিই সুস্থ বিতর্ক করার ইচ্ছ থাকে ও সাহস থাকে , তাহলে আমার মন্তব্যগুলো আগের মতোই মডারেশন বিহীন করে দিন। আশা করি বনগাঁয়ে শিয়ালের মতো রাজা হওয়ার ইচ্ছা আপনার নেই।

কান্দেন যত ইচ্ছা। গাল ফুলাইয়া, চিক্কুর পাইড়া গলা ফাডায়া ভেউ ভেউ কইরা কান্দেন।

ফারুক এর জবাব:

জুন ৫, ২০১২ at ১২:৩৩ পূর্বাহ্ন

@অভিজিৎ,না কান্দনের কোন ইচ্ছাই নেই। আপনাকে ফ্রি মাঠ দিয়ে গেলাম। ফ্রি মাঠ পেয়ে যা ইচ্ছা ঢালুন। মুক্তমনা যদি কোন দিন আমাকে মডারেশন ফ্রি মন্তব্যের সুযোগ দেয় , তাহলে আবার মন্তব্য করব , অন্যথায় নয়। এটাই মুক্তমনায় আমার শেষ মন্তব্য।

ভাল থাকুন , শান্তিতে থাকুন।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

জুন ৪, ২০১২ at ১:২১ পূর্বাহ্ন

@ফারুক,

যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর।

অন্তরে কুটিলতা কোথা হতে আসে? আল্লা মানুষের হৃদয়ে সীলমোহর লাগিয়ে দেন কেন ? যেমন আমার হৃদয়ে আগে সীল ছিলনা, কোরান পড়ার পরে আল্লা লাগিয়ে দিলেন। কেন?

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:

জুন ৪, ২০১২ at ৪:৩৮ অপরাহ্ন

@তামান্না ঝুমু,

যেমন আমার হৃদয়ে আগে সীল ছিলনা, কোরান পড়ার পরে আল্লা লাগিয়ে দিলেন। কেন?

আপনি বোধহয় শয়তানের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন! 🙂

11. 12

সত্যের সাধক

মে ৩০, ২০১২ সময়: ৮:২৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার দীর্ঘ অনুপস্থিতি শঙ্কিত করেছিলো না জানি কোন মৌলবাদীর খপ্পড়ে পড়ে প্রানটা যায়।আরেকটি সুন্দর পোস্টের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।আপনার প্রতি অনেক ভালবাসা এবং দীর্ঘায়ু কামনা রইল।

ভবঘুরে এর জবাব:
মে ৩০, ২০১২ at ২:৫৮ অপরাহ্ণ
@সত্যের সাধক,

আপনার দীর্ঘ অনুপস্থিতি শঙ্কিত করেছিলো না জানি কোন মৌলবাদীর খপ্পড়ে পড়ে প্রানটা যায়।

এখনো সেরকম খপ্পরে পড়িনি, তবে পড়তে কতক্ষন? আসলে এসব লেখা লিখতে প্রচুর স্টাডি করতে হয়, তাই সময় দরকার, ব্যস্ততার কারনে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। ধন্যবাদ আপনাকে।

12. 13
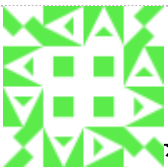
ফারুক

মে ৩১, ২০১২ সময়: ৪:৪২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

৬২।সুরা বাকারা। যারা ঈমান আনে [এই কুর-আনে], এবং যারা ইহুদীদের [ধর্মগ্রন্থ] অনুসরণ করে, এবং খৃশ্চিয়ান, এবং সাবীয়ান, যারাই ঈমান আনে আল্লাহ্‌র [একত্বে] শেষ [বিচার] দিবসে এবং সৎ কলজ করে, তাদের জন্য পুরষ্কার আছে তাদের প্রভুর নিকট। তাদের কোন ভয় নাই তারা দুঃখিতও হবে না।
৬৯। সুরা মায়দা। যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে [আল কোরআনে] , যারা অনুসরণ করবে ইহুদী [ধর্মগ্রন্থ] , এবং সাবীয়ান ও খৃষ্টানগণ [এদের মাঝে] যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্ র একত্বের প্রতি; এবং শেষ বিচারের দিনে, এবং সৎ কাজ করবে তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
৮৫। সুরা আল ইমরান।কেহ ইসলাম ব্যতীত [আল্লাহ্ র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকারী] অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। পরলোকে সে হবে [আধ্যাত্মিকভাবে] ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত।

দাবী করা হচ্ছে যে , ২:৬২ ও ৫:৬৯ আয়াতে কিছু সংখ্যক ইহুদি ও খৃষ্টানের পরকালে পুরষ্কৃত হওয়ার কথা যা বলা হয়েছে , তা ৩:৮৫ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রহিত হয়ে গেছে , কারন ৩:৮৫ আয়াতে মুসলমান ছাড়া আর সকলেই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

এই ভুল দাবীর মূলে ইসলাম শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। যদিও কোরানের একাধিক আয়াতে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে , ইসলাম নবী ইব্রাহিমের ধর্ম এবং উনিই ছিলেন প্রথম মু সলমান (দেখুন ২:১২৮ , ২:১৩১ , ২:১৩৩) , তদাপি আজকের মুসলমানদের দাবী তারাই একমাত্র ইসলামের ধারক ও বাহক এবং একমাত্র কোরানের অনুসারীরাই মুসলমান।

এটা যে একটা ভুল প্রচার তার প্রমান পাওয়া যায় ৩:৬৭ আয়াতে , যেখানে আল্লাহ বলছেন , "ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' (حَنِيفًا مُّسْلِمًا) অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্নসমর্পণকারী , এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।" আল্লাহ ৫:১১১ আয়াতে বলছেন যে , যীশু ও তার অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন। ২৭:৪৪ আয়াত দেখুন , যেখানে বলা হয়েছে সোলায়মান ও বিলকিস (রানী শেবা) ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করেছেন অর্থাৎ মুসলমান এবং ৫:৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে তওরাতের অনুসারি সকল নবী ও তাদের অনুসারীরা মুসলমান।

এই সকল আয়াত পড়ে একটাই উপসংহারে আসা যায় , তা হলো তওরাত ও ইন্জিলের (বাইবেল) অনুসারীরাও মুসলমান , যাদের কোরান সম্পর্কে কোন ধারনাই নেই। এই মুসলমানরা দোজাহানের মালিক আল্লাহর নিকটেই আত্মসমর্পন করেছেন। ইব্রাহিম যে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা তা কোরানেও যেমন পাওয়া যায় , তেমনি তাওরাতেও পাওয়া যায়। কোরান থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে , সত্যিকারের মুসলমান সেই , যে এক আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পন করে এবং এক আল্লাহর আইন মেনে চলে এবং তারা শুধু কোরান অনুসারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এখনকার খৃষ্টানদের মধ্যে যারা 'God' এর একত্বে বিশ্বাস করে ও যীশুর পূজা করে না , তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মুসলমান। ২:৬২ ও ৫:৬৯ আয়াত অনুযায়ী যেকোন ধর্মালম্বি যদি এক সৃষ্টিকর্তায় (আল্লাহ , ইয়াহয়ে , 'God' যে নামেই ডাকুন না কেনো) বিশ্বাস করে , আখেরাতে বিশ্বাস করে ও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে , সে আল্লাহর দৃষ্টিতে মুসলমান। এবং এরা সকলেই তা দের ভালো কাজ অনুযায়ী পুরষ্কৃত হবে। এরা হলো কোরানিক মুসলিম বা ইহুদি মুসলিম বা খৃষ্টান মুসলিম বা হিন্দু মুসলিম ....।

সুতরাং ২:৬২ ও ৫:৬৯ আয়াতদ্বয় রহিত ও হয় নি বা ৩:৮৫ আয়াতের সাথে কোন কন্ট্রাডিকশন ও নেই।

আস্তরিন এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ১:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। সূরা আল ইমরান , ০৩: ৮৫ মদিনায় অবতীর্ণ
এখন বলুন উপরে উল্লেখিত আয়াতের মা নে কি । আসুন যা সত্যি তা মেনে নেয়ার চেষ্ঠা করি ।
একজন গর্ভবতী নারী দেখলে যেমন বলার প্রয়োজন পরেনা মৈথুন বা টেষ্টটিউবের ফল ঠিক তেমনি ঐ আয়াত যখন লেখা হয় ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা বর্তমান ছিল ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ১০:২১ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

৬২।সুরা বাকারা। যারা ঈমান আনে [এই কুর -আনে], এবং যারা ইহুদীদের [ধর্মগ্রন্থ] অনুসরণ করে , এবং খৃশ্চিয়ান, এবং সাবীয়ান, যারাই ঈমান আনে আল্লাহ্‌র [একত্বে] শেষ [বিচার] দিবসে এবং সৎ কলজ করে, তাদের জন্য পুরষ্কার আছে তাদের প্রভুর নিকট। তাদের কোন ভয় নাই তারা দুঃখিতও হবে না।

এটা বাক্বারার আয়াত যা মক্কা ও মদিনা উভয় জায়গাতেই নাজিল হয়েছিল। মদিনায় তখনও মোহাম্মদ ছিলেন নবাগত ও ক্ষমতাহীন। তার দরকার ছিল ইহুদি ও খৃ ষ্টানদেরকে দলে টানার ।তাই তিনি তাদের

ধর্মকেও স্বীকার করে তাদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। আপনারাই বলেন যে কোন আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা না করতে অথচ এখন আপনিই সুবিধামত সেটাই করছেন। কারন তা করলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সুবিধা হয়।

৬৯। সুরা মায়দা। যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে [আল কোরআনে], যারা অনুসরণ করবে ইহুদী [ধর্মগ্রন্থ], এবং সাবীয়ান ও খৃষ্টানগণ [এদের মাঝে] যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহ্ র একত্বের প্রতি; এবং শেষ বিচারের দিনে, এবং সৎ কাজ করবে তাদের কোন ভয় নাই, এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

এটার অর্থ কিন্তু পূর্বের ৬২।সুরা বাকারা এর মত নয়। এখানে এ আয়াতের অর্থ আসলে সবাই মুসলমান। কেন ? তাহলে এর আগের আয়াতটা পড়ুন:

বলে দিনঃ হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব , এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। মায়েদা, আয়াত-৬৮

এখানে বলা হচ্ছে- **যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর।** এর অর্থ কি ? তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (কোরান) তা পালন না করে অর্থাৎ তারা যদি মুসলমান না হয়। কার ন যে মানুষ কোরানের প্রতি বিশ্বাস আনবে সে তো মুসলমান।
তার অর্থ বাকারা ৬২ ও মায়েদার ৬৯ এর অর্থ এক নয়। বাকারার ৬২ আয়াতে খৃষ্টিয়ান, ইহুদি ও সাবিয়ানদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তারা যদি পূন্যের কাজ করে তাহলে তার পুরস্কার পাবে সেটা পরিস্কার করে বলছে। কারন ওটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের আয়াতের অন্তর্গত একটা আয়াত আর তখন মোহাম্মদ ছিলেন ক্ষমতাহীন। পক্ষান্তরে মায়েদার ৬৯ আয়াতে বস্তুত: তাদেরকে আলাদাভাবে স্বীকার করা হয়নি স্বীকার করার কথাও নয় কারন মায়েদা হলো সব শেষ সূরার একটা আয়াত যখন মোহাম্মদ ইসলামী রাজ্যের রাজা ও ক্ষমতাশালী। আর এর ফলে এটা ৩:৮৫ এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারন উভয়ের অর্থই একই রকম। ঠিক একারনেই এটাকে মানসুকের আওতায় আনাও হয় নি। মজার ব্যপার হচ্ছে উক্ত মায়েদার ৬৯ আয়াতকে কিন্তু নাসেক মানসুক এর আওতায় আনাও হয় নি। আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে এটাকে মানসুকের আওতায় এনে বিষয়টা কে অনেকটা পানি ঘোলা করার তালে আছেন। আপনার বোধ বুদ্ধি আগে থাকতেই একটা বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসী তাই উক্ত দুটি আয়াতের গঠন এক হওয়ার সাথে সাথেই পটভূমিকার কথা চিন্তা না করেই তাদেরকে এক বলে রায় দিচ্ছেন।

কিন্তু বাকারার ৬২ আয়াত, ৩:৮৫ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে কারন উক্ত দুটি আয়াত ছিল মুসলমান ও অমুসলমান দের সহাবস্থান বিষয়ক। খেয়াল করতে হবে ৩:৮৫ হলো মদিনায় নাজিলকৃত আর তখন মোহাম্মদ মদিনাতে ক্ষমতা প্রায় কুক্ষিগত করে ফেলেছেন। তাই তার কোরানের আয়াতেরও প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আয়াত বাতিল করন বিষয়টা যদি কোরান হাদিসে নাও থাকত, ইসলামি পন্ডিতরা যদি এর কোন আলোচনা সমালোচনা নাও করত তাহলে বর্তমান যুগে এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে আলোচ্য হয়ে পড়ত। কারন কি জানেন ? কারন হচ্ছে- কোন একটা বিষয়ে যখন বিপরীত মূখী বিধান সমন্বিত আয়াত নাজিল মোহাম্মদ করে গেছেন তখন কোন বিধান টি কার্যকর হবে - এ প্রশ্ন অবধারিত ভাবে আসতই। সুতরাং এখানে বাতিল করন জানার জন্যে ইসলামী পন্ডিতদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। আপনি জগাখিচুড়ীভাবে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে যেতে পারেন তবে যাদের মাথায় সামান্যতম বুদ্ধি শুদ্ধি আছে তারা যা বোঝার বুঝে যাবে আশা করি।

ফারুকএর জবাব:

জুন ১, ২০১২ at ৩:৩৪ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

তার অর্থ বাকারা ৬২ ও মায়েদার ৬৯ এর অর্থ এক নয়। বাকারার ৬২ আয়াতে খৃষ্টিয়ান, ইহুদি ও সাবিয়ানদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তারা যদি পূন্যের কাজ করে তাহলে তার পুরস্কার পাবে সেটা পরিস্কার করে বলছে। কারন ওটা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের আয়াতের অন্তর্গত একটা আয়াত আর তখন মোহাম্মদ ছিলেন ক্ষমতাহীন। পক্ষান্তরে মায়েদার ৬৯ আয়াতে বস্তুত: তাদেরকে আলাদাভাবে স্বীকার করা হয়নি স্বীকার করার কথাও নয় কারন মায়েদা হলো সব শেষ সূরার একটা আয়াত যখন মোহাম্মদ ইসলামী রাজ্যের রাজা ও ক্ষমতাশালী।

এইসব আজগুবি কথা কোথায় পান? কোরানের আয়াত দুটো কি দেখেছেন? নিন আরবিতে দিলাম -

২:৬২ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ **وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ** مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً **فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ** وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

৫:৬৯ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ **وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى** مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

আয়াত দুটির শব্দগুলো হুবহু এক , শুধু ২ টি পার্থক্য ছাড়া-

১) নাসারা ও সাবাই জায়গা বদল করেছে। وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ / وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى

২) ৬২ নং আয়াতে একটি অতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত হয়েছে فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ - তাদের জন্য পুরষ্কার আছে তাদের প্রভুর নিকট।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ৬:২৫ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ভাইজানে মনে হয় আমার মন্তব্য ভাল করে না পড়েই যা মনে হয়েছে সেটাই লিখে প্রকাশ করে ফেলেছেন। ৫:৬৯ ও ২:৬২ দেখতে একই রকম মনে হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ কেন ভিন্ন সেটা ভাল মতো রেফারেন্স সহ ব্যখ্যা করা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৬৮ নং আয়াতটা পড়ে তারপর ৬৯ নং টা যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কি বুঝাতে চেয়েছি। দয়া করে আবার পড়ুন , বুঝতে পারবেন। তারপর মন্তব্য করলে ভাল হবে।

ফারুক এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ১২:৫৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, নেন একটা গান শুনুন -
You say eether and I say eyether,
You say neether and I say nyther;
Eether, eyether, neether, nyther,
Let's call the whole thing off!
You like potato and I like potahto,
You like tomato and I like tomahto;
Potato, potahto, tomato, tomahto!
Let's call the whole thing off!
But oh! If we call the whole thing off,
Then we must part.
And oh! If we ever part,
Then that might break my heart!
So, if you like pajamas and I like pajahmas,

I'll wear pajamas and give up pajahmas.

For we know we need each other,

So we better call the calling off off.

Let's call the whole thing off!

httpv://www.youtube.com/watch?v=Dg2HKMFsers&feature=related

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুন ১, ২০১২ at ১০:৩৪ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

২:৬২ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

৫:৬৯ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُو

১) নাসারা ও সাবাই জায়গা বদল করেছে। وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ / وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى

লক্ষ করুন প্রথম বাক্যে وَالصَّابِئِينَ ছাবিয়ীনা এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে الصَّابِؤُونَ ছাবিয়ুনা বসানো হয়েছে।

বাক্য তৈরীতে আরবী গ্রামার অনুসারে প্রথম বাক্যের وَالصَّابِئِينَ ছাবিয়ীনা শব্দটি সঠিক আছে এবং দ্বিতীয় বাক্যের الصَّابِؤُونَ ছাবিয়ুনা শব্দটি অশুদ্ধ বসানো হয়েছে।

কারন: যেমন একটি বাক্য গঠনে "উদ্দেশ্য" "বিধেয়" ইংরেজীত 'SUBJECT" "PREDICATE' থাকে ঠিক তেমনি ভাবে আরবীতে "উদ্দেশ্য" কে বলা হয় "মুবতাদা" এবং বিধেয়কে বলা হয় "খবর"

তবে আরবীতে উদ্দেশ্য(মুবতাদা) ও বিধেয়(খবর) এর ব্যবহার ইংরেজী ও বাংলার SUBJECT(উদ্দেশ্য) ও PREDICATE (বিধেয়) এর ব্যবহার মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

ইংরেজী বাংলায় উ্দেশ্য ও বিধেয় শব্দটির কি রুপ হইবে তার কোন বিশেষ নিয়ন্তক থাকেনা। কিন্তু আরবী ভষায় শব্দের রুপের নিয়ন্ত্রক রয়েছে। আরবীতে শব্দের নিয়ন্তকের নিয়ম মাফিক অবশই শব্দটির রুপ হতে হবে। এটা না মানলে বক্যটি একটি অশুদ্ধ বাক্য হইবে। শব্দের একবচনে এক ধরনের রুপান্তর ও শব্দের বহু বচনে আর এক ধরনের রুপান্তর হয়।

এবার তাহলে আগে একবচনের রুপান্তর উদাহরন হিসাবে দেখুন।

১। মুমিন ব্যক্তি দয়াশীল

২।নিশচয়ই মুমিন ব্যক্তি দয়াশীল

৩।মুমিন ব্যক্তি দয়াশীল ছিলেন।
এখানে লক্ষ করুন বাংলা ভাষায় মুমিন শব্দটি বাক্যের বিভিন্ন অর্থেও সব ক্ষেত্রে একই রুপে রয়েছে। ঠিক একইভাবে ইংরেজীতেও রুপের কোনই পরিবর্তন হবেনা।
এবার ঠিক এই বাক্য গুলীই যদি আরবীতে অনুবাদ করেন শব্দের রুপের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এখানে আরবী ভাষায় লিখতে পারতেছিনা। তবে বাংলা অক্ষরে আরবী শব্দ লিখতেছি । যাদের আরবীতে কিছু জ্ঞান আছে তারা সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন।

উক্ত বাক্য গুলীর আরবী অনুবাদ যথক্রমে এরুপ হইবে:
১। আল মু-মেনু রহমাননুন–––এখানে মু-মেনু-শেষে "নু"এসেছে।কোন আমেল না থাকায় এটা হালাতে রফা-য় পেশ হইয়াছে।
২। ইন্নাল মু-মিনা রহমানুন–– এখানে মু-মিনা-শেষে "না" এসেছে। আরবী ভাষায় এটাকে "নুন অক্ষরের উপর যবর বা নছব এসেছে বলা হয়। আরবীতেএকে বলা হয় "হালাতে নছব" । কোন এক বচন শব্দ "হালাতে নছবে এলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শব্দটির শেষ অক্ষরে সব সময় যবর বসবে। আরবীতে "ইন্না" শব্দটি সহ বেশ হরফ এই "হালাতে নছবে' র রুপান্তর ঘটাইয়া উদ্দেশ্য শব্দের শেষে যবর বসইয়া রুপান্তর ঘটায়।
আরবীতে এ ধরনের রুপান্তর কারী হরফকে "আমেল" বলা হয়

৩। কা-নাল মু-মিনু রহমানান- এখানে লক্ষ করুন "মু-মিনু" "নুন র উপর পেশ বা রফা- বসেছে। একে বলা হয় 'হালাতেরফা-" এখানে "কা-না হরফ শব্দটি এসে উদ্দেশ্য "মুমিন "শবদটিকে হালাতে রফা-তে এনে রফা-বা পেশ বসাইয়া রুপান্তর ঘটায়াছে।

এখাণে বলে রাখা দরকার উদ্দ্যেশ্য সংযোগ শব্দ যোগে একাধিক হইলেও তাদের উপর ও একই অবস্থা বর্তাইবে।
বাংলা বা ইংরেজীতে এরুপ কখনো ঘটেনা।

এবার দেখুন একই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য যদি বহু বচন হয় তাহলে আরবী ভাসায় কী পরিবর্তন ঘটে।

১। মুমিন ব্যক্তিগন দয়ালীল।
২। নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তিগন দয়াশীল
৩। মুমিন ব্যক্তগন দয়াশীল ছিলেন।
এবার দেখুন আরবীতে এসমস্ত রুপান্তর কারী হরফ (আমেল) বহু বচন উদ্দেশ্য কে কী ধরনের রুপান্তর ঘটায়।

১।আল-মুমিনুনা রহমানুন- এখানে হালাতে রফা- (কোন আমেল না থাকায়)বহু বচনে "মুমিনুনা" হয়েছে।

২। ইন্নাল ম-মুমিনীনা রহমানুনা। এখানে "ইন্না" আমেলটি বহু বচন উদ্দশ্য "মুমিনুন"কে হালাতে নছবে এনে "মুমিনীন"করে দিয়েছে।

সমস্ত বহু বচন উদ্দেশ্যই যদি আমেলের হালাতে নছবের আওতায় এসে যায় তাহলে এই ভাবে পরিবরতিত হতে হবে, যেমন "কাফেরুনা" থেকে "কাফেরীনা" মুশরেকুনা" মুশরেকীনা" ইত্যাদি। এধরনের পরিবর্তন না করলে বাক্যটি অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩। কা-নাল মু-মিনুনা রহমানান। এখানে কা-না আমেল এসে 'মুমেনুনা"করেছে।

এবার তাহলে দ্বিতীয় বাক্যে "ছাবেউনা"وَالصَّابِؤُونَ না হয়ে ছাবেয়ীনা وَالصَّابِئِينَ কেন হইবে তা আশা করি পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

এখনে "ইন্না" আমেলের পরে পথম উদ্দেশ্য الَّذِينَ আল্লাজীনা,এর পর ওয়াও সংযোগ হরফ দ্বারা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আর একটা الَّذِينَ আল্লাজীনা ,তারপর তৃতীয় উদ্দেশ্য وَالصَّابِؤُونَ ছাবিয়ুনা এসেছ।

অতএব এখানে وَالصَّابِؤُونَ ছাবিয়ুনা না হয়ে আরবী গ্রামার অনুসারে "ইন্না" আমেল দ্বারা হালাতে নছবে আসার কারনে وَالصَّابِئِينَ ছাবিয়ীনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে কোরানের নির্দেশ সমগ্র বিশ্ব বাসীর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মেনে চলার বিধান আবার তাও সর্বোজ্ঞ আল্লাহর নিজের বানী সেখানে তো সামান্য একটা জের,জবর, পেশ.নোক্তার ও ভূল থাকার কথা নয়,তাহলে এতবড় ব্যকরনিক ভূল কী করে হতে পারে?

তা হলে কি এটা আল্লাহরই বনী নয়?ধন্যবদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৫:০৩ পূর্বাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজান দেখি কোরানে হাফেজ। তাহলে আমরা আপনার একটা বড় রকম অপকার করে ফেললাম। কোরান নিয়ে আপনার একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে যা প্রকারান্তরে আপনাকে কুফরিতে আক্রান্ত করেছে। এর শাস্তি অনন্তকাল দোজখবাস। ভাই মাফ করে দিয়েন আমাদেরকে এহেন সীমাহীন অপরাধ করার জন্য।

আপনার সুমতি ফিরুক এ কামনাই করছি।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৬:৪২ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ফারুক ভাইয়ের কথা বাদ দেন, আমাকে আগে বলেন আপনি আরবি গ্রামার জানেন কী ভাবে? আমার ঈশ্বরের ভাষা লেখাটায় আপনার কোন মন্তব্য দেখেছি বলে মনে পড়েনা। সেখানেও উল্লেখিত শব্দদুটো (সাবিয়ীন ও সাবিয়ুন) আছে, আছেন ফারুক ভাইও। একজন মাত্র পাঠক গ্রামার নিয়ে কিছু বলেছেন। একবার ভ্রমণ করে আসুন তো ঐ জায়গাটা।
ফারুক ভাইয়ের কথা কী বলবো? আমার ব্লগে মুক্তমনা শিরোনামে নালিশ করলেন- মুক্তমনা তার মন্তব্য প্রকাশ করেনা। আমার ব্লগের প্রায় সকলেই একবাক্যে বললো- তো আমরা কিতা করতাম? বারবার একই জবাব দেয়ার পরেও যখন তিনি মুক্তমনার সংজ্ঞা জানতে চাইলেন , তিক্ত-বিরক্ত লোকেরা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি শুরু করলো। ভগ্ন হৃদয় নিয়ে হিজরত করলেন সদালাপে, কিছু সহানুভুতি কিছু আহলাদ করুণা প্রাপ্তির আশায়। এখানে এরা অবশ্য গালাগালি করে নাই কিন্তু দুয়ারে খাড়া কুষ্ঠরোগী তাড়ানোর অবস্থা করে ছেড়েছে। ঘর -ঘাট সব খোয়ায়ে ব্যাক টু মুক্তমনা। সদালাপে পোষ্ট আকারে যা লিখেছিলেন এখানে মন্তব্যে তা সম্পূর্ণই কপি-পেষ্ট করে ছেড়েছেন।
এখানে ফারুক সাহেবের কোট করা

> ১১:১-২ "আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। **নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।**

বোল্ড করা কোরানের আয়াতটার শেষ লাইনটি লক্ষ্য করুন। **নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।** কথাটা আল্লাহর না মুহাম্মদের ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৮:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

> আমাকে আগে বলেন আপনি আরবি গ্রামার জানেন কী ভাবে?

অনেক পূর্বে বাল্যকালে পিতার ইচ্ছায় কিছুকাল মাদ্রাসায় আরবী ভাষা শিখতে হয়েছিল। সেখানে আরবী গ্রামারটা ও পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ঐ ততটুকু যা আরবী গ্রামার শিখেছিলাম। এরপর বহুদিন যাবৎ আর এটার কোন চর্চা ছিলনা। প্রায় ১ বৎসর হল মুক্তমনায় ঢুকার পর হতে আপনাদের সংগে কোরান হাদিছ চর্চা করার সুবাদে আরবী গ্রামারের দিকে মাঝে মাঝে একটু নজর দিতে হচ্ছে।

আমার ঈশ্বরের ভাষা লেখাটায় আপনার কোন মন্তব্য দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

ঐ টা প্রকাশনার সময় আমি মুক্তমনায় ঢুকিনাই। তবে ওটা আমি ইতিমধ্যেই কয়েকবার পড়ে নিয়েছি ।আজকেও কিছুক্ষন পূরবে ওটা পড়েছি।এবং দেখেছি ঐ ভূল গুলি ঠিকই কোরানে গ্রামাটিক্যাল ভূল। এর পূর্বে আমি কোন দিনই কল্পনা করতে পারি নাই যে কো রানে আবার গ্রামাটিক্যাল ভূল থাকতে পারে এবং কেহ এটা ধরার ও সাহস রাখতে পারে। আপনার ঐ প্রবন্ধ টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হয়েছে।

বস্তুত আমি ঐ নিবন্ধ হতেই কোরানের গ্রামাটিক্যাল ভূল বের করার উৎসাহ ও সাহস পেয়েছি।
এই ত্রুটিটাও, وَالصَّابِئِينَ ছাবিয়ীনা এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে الصَّابِؤُونَ ছাবিয়ুনা, আমি ওখানে পড়েছি। ওটা আপনার ১ নং এই বর্নিত আছে।
ফারুক সাহেবের এই আয়াত দেখে আপনার ওটার কথা আমার মনে এসে গেল।তথন আমি চিন্তা করলাম এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা যাবেনা। তাই সংগে সংগেই পোষ্ট করে দিলাম।
১১:১-২ "আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। **নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।**
এটাতো এখানে আমি ও দেখেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য আমার দৃষ্টিতে তো এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিটা ধরা পড়েনাই। আমাকে এটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এটা save করে রাখব এবং এটা প্রয়োজনে কাজে লাগাব।

ধন্যবাদ।

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৬:৪০ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। কথাটা আল্লাহর না মুহাম্মদের?

মালিক ভাই, কথাটা মোহাম্মদের আর এর উত্তর বিশিষ্ট কোরান গবেষক জনাব সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি'র কোরান দর্শনের ১ম খণ্ডে দেখতে পেলাম, যা এ লেখার একেবারে নিচের দিকে আছে। দুঃখিত, ওনার বক্তব্যের খানিকটা তুলে ধরতে হল। যেমন , ১।শুরুতে অনুবাদের ভিন্নতা যেমন, প্রচলিত অনুবাদ আছেঃ

১১:১-২ "আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

অন্যদিকে তিনি অনুবাদ করেছেন এভাবে ,

'আলে রা' (অর্থাৎ রাসুলের বংশধর)- একটি কেতাব (যা) তাঁর পরিচয়ের হুকুমত (চালনা) করে , তারপর বিজ্ঞানী জ্ঞাতা হতে ফয়সালা (অর্থাৎ সমাধান) দান করে।
যেন তোমরা না কর দাসত্ব আল্লাহ ব্যতীত (অন্য কারো)। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তা হতেই একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদ দাতা।

২।মোকাত্তাআত/ সাংকেতিক অক্ষর প্রসঙ্গেঃ তাঁর মতে, কোরান মানুষের জন্য প্রেরিত এর সবকিছুই মানুষের জ্ঞাতব্য। কাজেই সাংকেতিক অক্ষরগুলি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এ কথা ঠিক না। আমাদের ধারনা কোরানের সবকিছু মানুষের জানার জন্যই রয়েছে।
কোরানের 'মোকাত্তাআত' বা সাংকেতিক অক্ষর ১৪ প্রকার যা ২৯টি সূরার শুরুতে আছে। এগুলি রাসুল এবং তাঁর বংশের ১৪ মাসুমের প্রতীক। যেমন, আলিফ লাম মিম/ আলে মিম বা আলে মোহাম্মদ। আলিফ লাম রা/ আলে রা বা আলে রসূল ইত্যাদি।
৩। মদঃ অর্থপূর্ণ ছোট মদ দ্বারা আজীবন বা দীর্ঘকাল ভাব আর বড় মদ দ্বারা চিরস্থায়ী বা সার্বজনীন ভাব বহন করবে।
৪। আলঃ আল অর্থ বংশধর, অনুচর, দলবল ইত্যাদি যথাঃ আলে ফেরাউন বা ফেরাউনের দলবল, আলে মোহাম্মদ বা আলে রসুল অর্থাৎ মোহাম্মদের রক্তের ও আদর্শের বংশধর। রক্তের যোগ না থাকলেও তাঁর আদর্শের বংশধরই কোরান মতে আল যাঁদের উপস্থিতি মানব সমাজে চিরন্তন। পূর্ণতা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই রাসুলের আল।
৫। কেতাবঃ নুরে মোহাম্মদীর মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলে। উচ্চমানের বিশিষ্ট সাধকের উপর কেতাব জ্ঞান নাজেল হওয়া বিষয়টি সর্বকালের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। কেতাব হল বিশ্ব প্রকৃতির সামগ্রিক বিকাশ-বিজ্ঞান। মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানও কেতাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলে। যে যন্ত্রের মধ্যে বা যে সকল রূপের মধ্যে আল্লার উক্ত বিজ্ঞানময় বিকাশ ঘটে তার মধ্যে মানব দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য মানব দেহ 'আল কেতাব' বলা হয়। আল কেতাবের জাহের রূপ 'মানব দেহ' এবং বাতেন প্রক্রিয়া 'বিকাশ বিজ্ঞান'। আল কেতাবের উভয় প্রকার বিকাশের মূল উৎস নূর মোহাম্মদ। 'আল কেতাব পাঠ করা' অর্থ আপন দেহ পাঠ করা তথা আপন দেহের মধ্যে আত্মদর্শনের অনুশীলন করা। আপন দেহই সকল জ্ঞানের মূল উৎস। সহজ কথায়

কেতাব অর্থ মানব দেহ। আল-কেতাব অর্থ বিশিষ্ট মানব দেহ বা সিদ্ধপুরুষ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত একজন মহাপুরুষ। আল কেতাব হতে ধর্ম গ্রন্থের আগমন।
৬। আয়াতঃ অর্থ পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন, বিদর্শন বা বিশেষ দর্শন। আল্লাহ এবং রাসুলের পরিচয়কে আয়াত বলে। আয়াত শব্দটি কোরানের শতাধিকবার উল্লেখ আছে, কিন্তু একবারও এর অর্থ কোরানের একটি বাক্য অর্থে বুঝায় নাই। বাক্য অর্থ বুঝাতে কোরানে "কালাম"
বলেছে। আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থে এক একটি বাক্যকে এক একটি "আয়াত" বলে থাকি এ জন্য যে, এগুলি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিচয় দানকারী বাক্য বিশেষ ; কিন্তু কোরানে এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এক জায়গায়ও করেন নাই।
কোরানের মতেঃ সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সকলই আল্লার আয়াত। অর্থাৎ সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার পরিচয় বা নিদর্শন বা চিহ্ন। যে কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন সেফাত (অর্থাৎ গুণাবলী) নাই। এর সকল সেফাত স্রষ্টা হতে সাময়িক আগত বা প্রাপ্ত। সুতারাং সৃষ্টির সেফাতগুলি স্র ষ্টার সেফাতের পরিচয় শুধু দান করে। এ রূপে সারা সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার পরিচয়ই শুধু বিকশিত হচ্ছে। সারা সৃষ্টিই আল্লার আয়াত। এবং
৭।(১১ঃ১-২) ব্যাখ্যাঃ আলিফ লাম রা -'আলে রা' বা আলে রসূল বা রসুলের বংশধর। 'আল' এর উপর চিরস্থায়ী (বড়) মদ রয়েছে। রসুলের নুরের বা জ্ঞানের বংশধর সর্বযুগেই ছিলেন এবং আছেন। তারা হলেন কেতাবের এবং স্পষ্ট কোরানের আয়াত। অর্থাৎ পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন, বিদর্শন। কোরানের স্পষ্ট মানবীয় ভাষায় আল কেতাবকে আংশিকভাবে প্রকাশ করেছে। সকল ধর্মগ্রন্থই কেতাবের অংশ (৪ঃ৫১)। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সামগ্রিক বিকাশ বিজ্ঞা নকে বা রহস্যময় পদ্ধতিকে আল কেতাব বলে। আল কেতাব হতে অসংখ্য কেতাব অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকার বিকাশ পদ্ধতি সৃষ্টিময় বিরাজ করছে।
আল্লার হুকমত চালনা করার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত অধকারি রসুলের বংশধরগণ। তাঁরা ছাড়া আল্লার বিধান অন্য লোকের পরিচালনায় কার্যকরী হতে পারে না। মহাজ্ঞানি এবং সর্বজ্ঞাতা আল্লার মনোনীত জীবনবিধানের সর্বদিক সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত হলেন সর্বযুগের রসুলের বংশধরগণ। তাঁরা সকল সমস্যার সমাধান আল্লা হতে জ্ঞাত হতে পারেন। তাঁরা শাসনকর্তা নিয়োজিত না থাকলে মানুষ সর্ববিষয়ে যথাঃ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লার দাসত্ব হতে বিচ্যুত্য হয়ে মানুষের দাসে পরিণত হয়ে যায়। এ জন্য এখানে**মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (আঃ) নিশ্চিত করে বলেছেন , "আমি তোমাদের জন্য তা হতেই একজন সাবধানকারী এবং সুসংবাদদাতা , (তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী করে তাঁর দিকে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাবার জন্য)"**

গোলাপ এর জবাব:

জুন ৩, ২০১২ at ২:৫৩ পূর্বাহ্ণ

এর উত্তর বিশিষ্ট কোরান গবেষক জনাব সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি'র কোরান দর্শনের ১ম খণ্ডে দেখতে পেলাম,

গবেষক জনাব সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি'র এবং অন্যান্য ইসলামী পণ্ডিতরা আমার আগের মন্তব্যের ৩ নম্বর ক্যাটাগরির [৩) কুরানের আসল অর্থকে 'বিকৃত' করে যুগোপযোগী রূপ দেয়ার চেষ্টা - ইসলামী পণ্ডিতরা এব্যাপারে খুবই সিদ্ধহস্ত।]। "মুহাম্মদের" প্রতি অবিশ্বাসে (বর্তমান পৃথিবীর ৭৪% জন গুষ্ঠি) তার দাবীকৃত /বর্ণিত "আল্লাহর" যে কোনই অস্তিত্ব নেই এই অতি সাধারণ সহজ সত্যটি ইসলাম বিশ্বাসীরা কখনোই বুঝতে পারেন না। মুহাম্মদ একজন মানুষ ছিলেন এবং কুরানের বানী মুহাম্মদেরই বানী। একজন মানুষের বানী। একজন মানুষ , সে যত তীক্ষ্ম-বুদ্ধি ও মেধার অধিকারীই হউন না কেন তার স্মৃতি কখনোই শতভাগ শুদ্ধ নয়। কুরানের Abrogation **"মুহাম্মদের মানবিক পরিচয়"**: এর শানে নজুল হলো:

১) স্মৃতি বিস্মৃত মুহাম্মদ - অনেক সময়ই মুহাম্মদ তার আগের প্রচারিত বাণী ভুলে যেতেন (মানবিক বৈশিষ্ট্য)। যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তার পূর্বের প্রচারিত বানী এবং পরের প্রচারিত বাণীটির মধ্যে "অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য" নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন, তীক্ষ্ম-বুদ্ধির মুহাম্মদ তার আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই আয়াতগুলো নাজিল করেন।

২) সময়ের প্রয়োজন - কোন মানুষই "ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা" হতে পারেন না (মানবিক বৈশিষ্ট্য)। সমাজ ও সংস্কৃতি এক চলমান (Dynamic) প্রক্রিয়া। কোন চলমান প্রক্রিয়াকেই কোন "স্থির (Static) বিধান বা মতবাদ" দিয়ে অনন্তকাল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে "আগের জারীকৃত আইন" পরিবর্তন অপরিহার্য। মুহাম্মদ তাই করেছিলেন।

কুরান মুহাম্মদের বানী। মুহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা নির্দ্বিধায় এটুকু বলতে পারি যে অনাথ মুহাম্মদ কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পান নাই। স্বাভাবিক কারণেই তার বানীতে এমন কিছু নেই যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন না। তার প্রচারিত বানীকে বুঝার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কল্পনার (Fantasy) অশরীরী জগত থেকে নীচে নেমে বাস্তবতার আলোকে মুহাম্মদকে **"মানবীয় দৃষ্টিকোণ"** থেকে বিচার করার মানসিকতা। ১৪০০ বছর পূর্বের মানুষ (মুহাম্মদ) রচিত অমানবিক , উদ্ভট, অবৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদী বানীকে **"ঐশ্বরিক ও যুগোপযোগী"** করার জন্যই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞেরা তা পারেন। কারণ,

"A scholar is a person who has the ability to explain simple thing in a confused way to make you understand that the confusion is from your part."

শামিম মিঠু এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
নবি মোহাম্মদকে আমরা কিভাবে চিনি বা জানি? তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর সেই উপস্থাপনার ভিত্তি মূলতঃ কোরান -হাদিস। আর সেই কোরান-হাদিস রচনা,সংকলন এর যে ইতিহাস যা আমাদের সবারই জানা। কাজেই কোরানের আসল অর্থ বলতে কি বুঝায়? কোরানের আসল অর্থ কোথায়? নবি মোহাম্মদ এবং আলে মোহাম্মদগণের বিরোধী সে-ই রাজশক্তি, যারা তাদেরকে নিচিহ্ন, নির্যাতিত ও হত্যা করেছে; তাদের রচিত অর্থকে আমরা আসল অর্থ বলবো?
ইহুদী জাতির মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে বহুক্ষেত্রে কোরানের শানে নজুল গ্রহণ করে ক্ষমতাসীন রাজশক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অর্থের বিকৃতি রচনা করেছে , দলীয় কোন্দলের ফলে বহু জায়গায় অর্থের ব্যাঘাত ঘটেছে।
নবির পরে তাঁর প্রচারিত ইসলামের উপরে শাসকগনের অত্যাধিক অস্ত্রোপাচার এবং রদবদলের ফলে ইসলাম ধর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্রমে বহুরূপ ধারন করেছে।এবস্থায় সত্য উদঘাটন বিষম দুরহ ব্যপার! ধর্মের নামে যেসব বিধান চলছে তা আসলেই 'রাজকীয় ধর্ম'।মুসলমানরা আজ আরব সাম্রাজ্যবাদের দাসে পরিণত।
বিধান পরিবর্তনশীল কিন্তু দর্শন অপরিবর্তনীয়। বস্তুর ভিড় সরিয়ে যে দেখে, সে সত্য দেখে এবং সে-ই দ্রষ্টা। আত্মদর্শনমূলক জীবন দর্শন করেই জীবন বিধান দা ন করা হয়।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ৭:৪৬ অপরাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

> কাজেই কোরানের আসল অর্থ বলতে কি বুঝায় ? কোরানের আসল অর্থ কোথায়?

আসল অর্থ যাই হোক , কোরানে আল্লাহ যেহেতু বলছে সেই হলো কোরানের সংরক্ষক আর পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সে কোরান সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি, তার সোজা অর্থ কোরান আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি। এখন কে বা কারা পরিবর্তন করে কি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করল সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য হলো- একটা ডাহা মিথ্যাকে বিগত ১৪০০ বছর ধরে লালন করে বর্তমানে প্রায় দেড় বিলিয়ন মানুষকে অন্ধ করে রেখেছে। শুধু অন্ধই করে নি এ বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম বলতে অজ্ঞান, এরা শিক্ষা বিমুখী, প্রগতি বিমূখী, বরং সভ্যতাকে পিছনে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব। যা গোটা মানব সভ্যতাকে একটা হুমকির সম্মুখিন করেছে। এর একটাই সমাধান - হয় এদেরকে এদের চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে দিতে হবে নইলে এদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে।

মাঝামাঝি কোন পথ খোলা নেই। আমরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়ে আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অন্যদিকে ,আপনি কি চান এটা চলতেই থাকবে? একটা বিরাট মিথ্যা এ বিপুল সংখ্যক মানুষকে এ এক বিংশ শতাব্দিতে অন্ধ ও বধির করে রাখবে ? আপনার আকাংখাটা একটু পরিষ্কার করলে ভাল হতো।

শামিম মিঠু এর জবাব:

জুন ৩, ২০১২ at ৯:০৫ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আসল অর্থ যাই হোক, কোরানে আল্লাহ যেহেতু বলেছে সেই হলো কোরানের সংরক্ষণ আর পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সে কোরান সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি, তার সোজা অর্থ কোরান আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি।

আসল অর্থ যাই হোক বল্লে তো ভাইজান, নিরপেক্ষ থাকা যায় না।

কোরানের কোথাও বলা নাই যে, কোরান আল্লাহ সংরক্ষিত করবে। কোরানের যে বাক্যেটি দিয়ে আলেম সমাজ এ কথা বলে তা মিথ্যা এবং ভুল। সে বাক্যটি হল ১৫নং সূরা হিজরের ৯নং বাক্য, “ইন্না **নাহনু** নাজ্জালনাজ **জিকরা** অইন্না- লাহু লাহা-ফিজুন”

প্রচলিতনুবাদ বলা হয়, “আমি (আল্লাহ) কোরান নাজেল করেছি, এবং হেফাজতকারিও আমি।” ‘আনা’ অর্থ আমি কিন্তু ‘নাহনু’ কি করে আমি হয়? নাহনু অর্থ তো আমরা। আর ‘জিকির’ অর্থ তো স্মরণ ও সংযোগ, এটা কি করে ‘কোরান’ অর্থ হয়? কাজেই এর অর্থ, “নিশ্চয় আমরা সংযোগ নাজেল করেছি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই হেফাজতকারিরূপে রয়েছি।

তৎকালীন পশু-প্রকৃতির উগ্র গোয়ার মূর্খ রাজশক্তি-মরুবাসির কলঙ্কিত সমস্ত দায়ভার সব কিছু নবি -মোহাম্মদ উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না?

আমারও আকাংখা, বিগত ১৪০০ বছরে গড়ে উঠা হিমালয় সমান কলুষিত মিথ্যা পাহাড়কে ভেঙ্গে আমরা প্রকৃত সত্য সুন্দরকে তুলে ধরি বিশ্বের বুকে ...।

গোলাপ এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ১১:৪৯ অপরাহ্ণ
@শামিম মিঠু,

নবি মোহাম্মদকে আমরা কিভাবে চিনি বা জানি? তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর সেই উপস্থাপনার ভিত্তি মূলতঃ কোরান-হাদিস। আর সেই কোরান-হাদিস রচনা,সংকলন এর যে ইতিহাস যা আমাদের সবারই জানা। কাজেই কোরানের আসল অর্থ বলতে কি বুঝায়? কোরানের আসল অর্থ কোথায়? নবি মোহাম্মদ এবং আলে মোহাম্মদগণের বিরোধী সে-ই রাজশক্তি, যারা তাদেরকে নিচিহ্ন, নির্যাতিত ও হত্যা করেছে; তাদের রচিত অর্থকে আমরা আসল অর্থ বলবো?

আপনার মন্তব্যগুলো খুব মনোযোগের সাথে খেয়াল করছি। দেখুন শামিম মিঠু , আপনি যে প্রশ্ন গুলো উত্থাপন করছেন তা নতুন কোন বিষয় নয়। মুক্তমনাতে এ নিয়ে আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। দেখুন, এই লিখায় আমার অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলো:

গোলাপ এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮th, ২০১০ at ১২:১৯ পূর্বাহ্ণ
@আইভি,
যে কোন বিষয়ের উপর ধারনা/সিদ্ধান্ত নিতে গেলে "available resources" এর উপরই ভরসা করতে হয় (শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার কোনই উপায় নেই)। দোষী /নির্দোষী সব কিছুই নির্ধারন হয় 'প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান' -এর ভিত্তিতেই, অনুৎঘাটিত প্রমানের উপর নয়।যে কোন সাধারন (reasonable /rational) মানুষই স্বীকার করবেন যে "প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান'-এর ভিত্তিতে বিচার করলে মুহাম্মাদের ঐসব কাজগুলো ছিল 'Demonic' (তার নিজের ভাষায় 'জাহেলিয়াত'- তৎকালিন সমসাময়িক কিংবা পূর্ববর্তী প্রচলিত কাজগুলোর অনুসরন)। বোধ করি আমদের মত আপনারাও এব্যাপারে একমত , যার বহিপ্রকাশ 'সীরাত-হাদিসে' আস্থাহীনতা'। যে জায়গাই আমাদের দ্বিমত তা হলোঃ
১) আপনারা 'conspiracy theory' দাঁড় করিয়ে ঐসব 'devout and dedicated Muslim' দের গালিগালাজ করছেন, ইতিহাস বিকৃতির অপবাদ দিচ্ছেন। আর আমরা বলছি এগুলোকে বাদ দিয়ে মুহাম্মাদকে জানার কোন উপায়ই নেই , তারা সবাই বিশিষ্ট মুস্লীম- চক্রান্তকরে 'প্রিয় নবীর" অপবাদ দেয়ার পিছনে কোন 'নির্ভরযোগ্য' কারন নেই। নিদেনপক্ষে প্রাপ্ত ইতিহাস মতাবেক 'until proven otherwise' মুহাম্মাদ অত্যন্ত বিতর্কিত একজন মানুষ এবং তাকে ও তার কিতাবকে মান্য করার কোনই যুক্তি নাই।

আরও দেখুন: এখানে, এখানে এবং এখানে।
যুগে যুগে "ইসলামের মূল শিক্ষার বীভৎসতা" নিয়ে যখনই মুক্তমনারা প্রশ্ন তুলেছেন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। এর উৎস মুহাম্মদ স্বয়ং! এটা মুহাম্মদের শিক্ষা! মুহাম্মদ তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তার অনুসারীদের দ্বারা তা করিয়েছেন এবং ভবিষ্যৎ অনুসারীরাও যেন তার সে অমানবিক শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন তার ব্যবস্থা করেছেন। সে জের চলছে আজও। এই অমনাবিক শিক্ষাগুলোকে যে সমস্ত

"ত্যানা প্যচানো" যুক্তি দিয়ে "ইসলামীষ্টরা" সাধারণ পাঠকদের/মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, ইসলামকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন তা হলো নিম্নরূপ:

১) **আরবি না জানলে কুরানের আসল অর্থ বুঝা যায় না** - এ দাবীটি সত্য হলে সব আরবিভাষীরা একইভাবে কুরানকে বুঝত।

২) **ভুল অথবা বিকৃত অনুবাদ** - কুরানের কোন অনুবাদ সর্বজনসম্মত আছে বলে আমাদের জানা নেই। একে অপরকে 'সহি অর্থ" না জানা এবং পালন না করা নিয়ে দোষারোপ-মারামারি-যুদ্ধ ইসলামে কোন নতুন খবর নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে এই বিতর্ক চলছে এবং চলবে। কারণ, **এর বীজ হলো কুরানের অস্পষ্টতা।** যে নির্দেশিকার অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম তা "অস্পষ্ট"। কুরানের লেখক/ প্রবর্তক কোন ভাবেই এ দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

৩) **পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতি** (Situational Ethics) - উদাহরণ, "সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিল যথার্থ"। এ দাবীটি সত্যি হলে "ইসলাম" সার্বজনীন নয়। যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

৪) **তুলনামূলক নৈতিকতা** (Moral relativism) - 'পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতির' মতই এ দাবীটি সত্যি হলে "ইসলাম" সার্বজনীন নয়, যা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

আপনাকেও তার ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে না! সবাইকে সন্দেহ করা (Paranoid idea) মানসিক রোগের উপসর্গ। এই উপসর্গ মুহাম্মদের ছিল প্রকট। তার শিক্ষায় শিক্ষিত সমস্ত মানুষের মধ্যে তা হয়েছে সংক্রামিত। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা:

> "ইসলাম বিশ্বাসীরা(মুসলমান) শুদ্ধ, অমুসলীমরা অশুদ্ধ"।

ভাল থাকুন।

ফারুক এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ১২:৪১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

> যে কোরানের নির্দেশ সমগ্র বিশ্ব বাসীর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির মেনে চলার বিধান আবার তাও সর্বোজ্ঞ আল্লাহর নিজের বানী সেখানে তো সামান্য একটা জের,জবর, পেশ,নোক্তার ও ভূল থাকার কথা নয়,তাহলে এতবড় ব্যকরনিক ভূল কী করে হতে পারে?

বুঝলাম আপনি আরবি গ্রামার বিশেষজ্ঞ। এখন বলুন কোনটা আগে এসেছে ? কোরান নাকি আরবি গ্রামার? আপনি জানেন কিনা জানি না , কোরানের উপরে ভিত্তি করেই আরবি গ্রামার রচনা করা হয় ৮ম শতাব্দির শেষ ভাগে। সমস্যাটা কোরানের নয় , সমস্যা হলো গ্রামার বিশেষজ্ঞদের। এরা গ্রামারের

নিয়ম তৈরি করে , সেই নিয়মের মাঝে কোরানকে ভরতে চায়। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়লে যে অবস্থা হয় তেমনি।

সাবায়িন ও সাবিউন নিয়ে এই যে প্রশ্ন , এর কতটুকু আপনার মাথা থেকে এসেছে জানি না , তবে এই প্রশ্ন অনেক আগেই কোরান স্কেপ্টিকরা করেছে। একটু যদি গুগলিং করতেন তাহলে জবাব পেয়ে যেতেন। http://www.answering-christianity.com/saabioon_and_saabieen.htm এখান থেকে একটু ঘুরে আসুন , জবাব পেয়ে যাবেন আশা করি।
আর জের জবর পেশ নোক্তা এগুলো ও অরিজিনাল কোরানের অংশ নয়। এগুলো অনেক পরে আমাদের মতো অনারবদের সঠিক(?) ভাবে পড়ার জন্য কোরানের মুসহাফে মানুষই সংযোজন করেছে।

13. 14

রণদীপম বসু

জুন ১, ২০১২ সময়: ২:১৫ অপরাহ্ন লিঙ্ক

অসাধারণ লাগলো এ পোস্টটা ! এবং বেশ কিছু বিষয়ে আমার ধারণা আরও পরিষ্কার হলো !
আগামীতে আপনার লেখাগুলো জড়ো করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের আকুতি জানিয়ে রাখ লাম। আমাদের জন্যে যা খুব কার্যকর একটা রেফারেন্স বই হয়ে উঠবে। বিষয়টা ভাবনায় রাখবেন আশা করি।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১, ২০১২ at ৬:২৭ অপরাহ্ন
@রণদীপম বসু,

ধন্যবাদ। আমি বিখ্যাত হওয়ার জন্য লিখি না। সমাজের প্রতি দায় বদ্ধতা থেকে লিখি। এই এক বিংশ শতাব্দীতেও যেভাবে আমাদের দেশে অন্ধ বিশ্বাসী মানুষদের সংখ্যা বাড়ছে তা দেখে মনে শংকা হয় কবে না জানি দেশটা পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে পরিনত হয়। সেটা যাতে না হতে পারে তারই ক্ষুদ্র

প্রচেষ্টা আমার লেখা। এ লেখা ওপেন সোর্স কোড, যে কেউ এটা সমাজ কল্যানে ব্যবহার করতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৬:১৫ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

না ভাইজান, আমি কোনো দিনও কোরানের হাফেজ নই। তবে বাল্যকালে পিতার ইচ্ছায় কিছুকাল মক্তবে আরবী ভাষা শিখতে হয়েছিল। সেখানে আরবী গ্রামারটা ও পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ঐ ততটুকুযা আরবী গ্রামার শিখেছিলাম। এরপর বহুদিন যাবৎ আর এটার চর্চা ছিলনা।
আর বর্তমানে আপনাদের পাল্লায় পড়ে কোরান হাদিছ চর্চা করতে হচ্ছে। আর এই সুবাদে সে ই পুরাতন শিখা আরবী গ্রামার টার দিকেও একটু নজর দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে।
মুলতঃ কোরান হাদিছের অনুবাদ আমি কোন দিন ও পড়ি নাই। শুধু মৌলবী সাহেবরা যা বলতেন চোখ বুজে অন্ধের মত ধৈর্য্য ধরে শুনতে হত ও বিশ্বাষ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিলনা।
এর জন্য অনর্থক ভাবে বহুত মূল্যও দিতে হয়েছে।
এরপর ৯/১১ ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটার এবং সরাসরি এর ফলাফল ভোগ করার পর হতে এবং সারা বিশ্বে চলমান ইসলামী জঙ্গী কারবার দেখে আলেমদের বক্তব্যের উপর সন্দেহ হতে থাকে।
এমন সময় আপনাদের পাল্লায় পড়ে কোরান হাদিছের অর্থটা নিজে একটু ভাল করে উপলব্ধি করার সংগে সংগে ইসলামের ভয়ংকর রুপটি দেখে আৎকে উঠলাম। এভাবে আপনাদের মাধ্যমে চর্চা চালিয়ে যাচ্ছি।
আপনি গবেষনা করে যা লিখেন এতে তো আমি কোন অন্যায় বা অপরাধ দেখিনা। আপনি যা লিখেন সবই তো সত্য এবং বাস্তব লিখেন। আপনার গবেষনা তো সত্যকে অনুসন্ধান করায়।
এগুলী তো আমাদের মত লোকদের পক্ষে ঘেটে ঘুটে পড়াও সম্ভব নয়। এর দ্বারা বহু লোকে উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে। আপনাদের এ প্রচেষ্টা না থাকলে আমরা তো সব বর্বর আল-কায়েদা ও তালেবানে পরিণত হয়ে যাব।
না,না আমি বুকে জোর রেখে বলতে পারি আল্লাহ আমাদের কখনোই দোজখে দিতে পারেননা ,কারন আমরা কোন অন্যায় কাজ করছিনা।বরং তারাই ধর্মের লেবাসে বড় বড় অন্যায় করতেছে। বরং আল্লাহ তাদেরকেই দোজখে দিবে।আমরা জ্ঞানের অনুসন্ধানী ,সত্যের অনুসন্ধানী।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৫:২৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তবে বাল্যকালে পিতার ইচ্ছায় কিছুকাল মক্তবে আরবী ভাষা শিখতে হয়েছিল। সেখানে আরবী গ্রামারটা ও পড়ার সুযোগ হয়েছিল। ঐ ততটুকুযা আরবী গ্রামার শিখেছিলাম। এরপর বহুদিন যাবৎ আর এটার চর্চা ছিলনা।

কি যে বলেন ভাইজান , আপনি যেভাবে আরবী ব্যকরণ বিশ্লেষণ করলেন তা দেখে মনে হয় যে এটা মক্তবে কয়দিন পড়ুয়া কোন লোকের পক্ষে করা সম্ভব। যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি আপনি কি আরবী পড়ে অর্থ বুঝতে পারেন ?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২, ২০১২ at ৫:৩০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তা দেখে মনে হয় যে এর পরিবর্তে হবে তা দেখে মনে হয় না যে

স্বপন মাঝি এর জবাব:
জুন ৩, ২০১২ at ৭:৪৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এ লেখা ওপেন সোর্স কোড, যে কেউ এটা সমাজ কল্যানে ব্যবহার করতে পারে, আমার কোন আপত্তি নেই।

অভিনন্দন যোগ্য।

14. 15
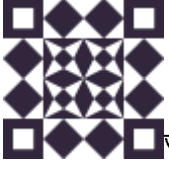
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ২, ২০১২ সময়: ৬:৫৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কি যে বলেন ভাইজান , আপনি যেভাবে আরবী ব্যকরণ বিশ্লেষণ করলেন তা দেখে মনে হয় যে এটা মক্তবে কয়দিন পড়ুয়া কোন লোকের পক্ষে করা সম্ভব। যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি আপনি কি আরবী পড়ে অর্থ বুঝতে পারেন ?

হা হা হা, মক্তবের কথা বিশ্বাষ না হলে ধরে নিন মাদ্রাসায় বেশ কিছু দিনের কথা। আর আরবী ভাষাটা এমনি যে এর গ্রামার টা ভাল ভাবে পড়লেই ভাষার প্রায় ৯৭% বুঝতে পারা যায়।তবে ঐ লাইন ছেড়ে দেওয়ার পর দীর্ঘ দিন যাবৎ এর কোনই চর্চা ছিলনা।এইতো মাত্র অল্প কিছুদিন হল আমার এক বন্ধু পরামর্শ দিল, ভাই ধর্মটাকে একটু নিজে ভাল করে বুঝে নিয়েন। শুধু মৌলবী সাহেবদের উ পর আস্থা করবেননা। তিনি আমাকে বল্লেন “It has gone seriously on wrong way” . তিনি শুধু ধর্মের উপরই দীর্ঘ ১৭ বৎসর ধরে গবষণা করেছেন ও এখনো করতেছেন।
তারপর তো জানেন , আপনাদের পাল্লায় পড়ে গেলাম। আর আপনিও তো ঐ একই কথা বলতে থাকলেন যে “কোরান হাদিছ নিজেরা বুঝে পড়ুন ”
আর তাই একটু একটু বুঝতে যেয়েই তো দেখা যাচ্ছে ইছলামিক সন্ত্রাসীদের কোনই ত্রুটি নাই,তারাতো কোরান হাদিছকে আরো জোরালো ভাবে অনুসরন করতেছে। তাই সমস্ত ইসলামিক পন্ডিত,আলেম,ইমাম গন তাদের পূর্ণ সমর্থক।এমনকি তারা এই আমেরিকার খেয়ে পরেও গুনগান করে তালেবান আর আল কায়েদার। কি আশ্চর্য!!

ফারুক সাহেবের কী অবস্থা। উনি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেন। উনি তো আমার মন্তব্যের উত্তর দিলেন না। উনি কী আর আসবেন এখানে?

ধন্যবাদ

15. 16

বস্তাপচা

জুন ২, ২০১২ সময়: ১১:২৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

বহুদিন ধরেই শ্রদ্ধেয় ভবঘুরের বিশ্লেষণাত্মক অসাধারণ প্রবন্ধগুলো পড়ি। গভীর পাণ্ডিত্য এবং অমানুষিক পরিশ্রমের ফসল এই প্রবন্ধগুলি খালি ইসলামের নয় সব তথা কথিত ধর্মের শেকড়ে বিরাট আঘাত হানছে। লাখো সেলাম ভবঘুরে। মাননীয় ভবঘুরের লেখায় বড্ড বানান ভুল থাকে। ওগুলো এড়াতে পারলে প্রবন্ধগুলো সুখপাঠ্য এবং নয়নসুখকারী হত।
অধিকাংশ প্রবন্ধের বানান ভুল, গুরুচন্ডালী দোষ ইত্যাদি সংশোধন করে ওয়ার্ড ফাইল এবং তার পিডিএফও করে রেখেছি। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব ওগুলো ছাপিয়ে নিয়ে যান। ভবঘুরে , আপনি লিখে যান, আপনার দৌলতে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে। সারমেয়কুলের বৃথা গর্জনে কান দেবেন না।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ২:০৩ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য, বানানের ব্যপারে যথেষ্ট চেষ্টা করি কিন্তু তার পরেও বেশ ভুর রয়ে যায়।

আপনার দৌলতে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে

আদৌ হচ্ছে কি না তা ঠিক বুঝি না কারন মুক্তমনাতে ঢু মারা পাবলিক অনেকটাই উদার , যারা কঠিন বিশ্বাসী তাদের কোন উপকার হচ্ছে কি না তা এখনও বুঝছি না।

16. 17

নুমন

জুন ৩, ২০১২ সময়: ১২:৫১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এই ভাবে কখনো লাভ হবে না। নিজের একটি বিকে রয়েছে। সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। যত ক্ষণ বিশ্বস থাকবে ততক্ষণ নিজের কোন কল্যাণ হবে না।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ২:০৪ অপরাহ্ণ
@নুমন,

এই ভাবে কখনো লাভ হবে না। নিজের একটি বিকে রয়েছে। সেটাকে কাজে লাগাতে হবে।

তাহলে কিভাবে লাভ হবে ? মানুষ যদি অন্ধই হয় বিবেক কাজে লাগাবে কেমনে ?

17. 18

ভবঘুরে

জুন ৪, ২০১২ সময়: ৫:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ফারুক,

আপনি জানেন কিনা জানি না , কোরানের উপরে ভিত্তি করেই আরবি গ্রামার রচনা করা হয় ৮ম শতাব্দির শেষ ভাগে

এর কারন কি জানেন ? ঐ সময় কোরান রচনা করতে গিয়ে তখনকার ব্যকরণ অনুযায়ী অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে।মোহাম্মদ ছিলেন শিক্ষা দীক্ষাহীন, আজগুবি গল্প বলতে শিক্ষার দরকার নেই কিন্তু তা লিখে রাখতে গেলে ব্যকরণের জ্ঞান থাকতে হয়, যা মোহাম্মদের ছিল না। পরবর্তীতে কোরানের ভাষা ও ব্যকরণ ত্রুটি হীন প্রমান করতেই মুসলিম শাসক গোষ্ঠী ও শাসকরা কোরানের জগাখিচুড়ী ব্যকরণকেই আদর্শ আরবী ব্যকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ জন্যেই কোরানে আল্লাহ নিজেকে একবার আমি , একবার তুমি একবার সে এভাবে ই নিজেকে তুলে ধরছে । আর এখন ইসলামি পন্ডিতদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে এটাই নাকি আরবী ব্যকরণের আসল রূপ। কি আজগুবি যুক্তি।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ৪, ২০১২ at ৯:২৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভাইজান, আপনি হয়তো জানেন না, বাল্যকালে হুজুর রা যখন আমাদেরকে মাদ্রাসায় আরবী ব্যকরন শিখাতেন তখন হুজুরদের মাঝে মাঝে বলতে শুনতাম , "কোরানে এই নিয়মটার সংগে কোন কোন আয়াতে গরমিল আছে, তবে যেহেতু কোরান আল্লাহর একান্ত নিজেরই কথা বার্তা একারনে ওখানে যাই কিছু থাকুক ওটার সব কিছুই সঠিক বলে মানতেই হবে।"
তখন এ সমস্ত কথার কোনই অর্থ বুঝতামনা।
বহু বৎসর পরে এখন বুঝতে পারছি হুজুররা তখন একথা কেন বলতেন।
ধন্যবাদ

,

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৫, ২০১২ at ৩:২০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

কোরানে এই নিয়মটার সংগে কোন কোন আয়াতে গরমিল আছে, তবে যেহেতু কোরান আল্লাহর একান্ত নিজেরই কথা বার্তা একারনে ওখানে যাই কিছু থাকুক ওটার সব কিছুই সঠিক বলে মানতেই হবে।

"

হা হা হা , গরমিল থাকুক আর যাই থাকুক তা সব ঠিক আছে কারন তা আল্লাহর বানী। কিন্তু কেউ এ প্রশ্ন তোলে না যে ভাষায় গরমিল আছে তা আল্লাহর বানী হয় কি ভাবে?

আমি বেশ কিছু মহিলাদের সাথে আলাপ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে তাদের জন্য বেহেস্তে কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করে নি যেখানে একজন পুরুষের জন্য ৭০ টা যৌনবতী হুরের ব্যবস্থা আছে। তখন তারা মন্তব্য করে তাহলে তো পুরুষদের আর চিন্তার কারন নেই। কিন্তু তারা ভুলেও এ প্রশ্নটা ক রে না - আল্লাহ যদি পরম দয়ালু হয় তাহলে সে কিভাবে এমন মহা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে পারে ?

তাহলে বুঝুন ঠেলা , কিভাবে এদের বোধ বুদ্ধি বদ্ধ হয়ে আছে ।

18. 19

রাফিদ

জুন ৫, ২০১২ সময়: ১২:৩৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আরবি ব্যাকরণ আপনারা কতটুকু জানেন ?আন্দাজে কথা বলার তো কোন মানে নাই।মহানবি কুরান লিখসেন বললেই তো হলো না।সব সমীকরণ তো মিলাতে হবে।এখানে কুরানের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রসঙ্গ,প্রেক্ষাপট ছাড়া বাজে কথা বলা হচ্ছে।কুরান যদি মহানবী লিখতেন তাহলে সেখানে অনেক অসঙ্গতি থাকত।এখানে দেখলাম জাকির নায়েক কে অনেক বাঁশ দেওয়া হয়।জাকির নায়েক কে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ আছে নাকি এখানে?ভাল থাকুন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
জুন ৫, ২০১২ at ১১:২৪ পূর্বাহ্ণ
@রাফিদ,

আপনার জন্য একটি লেখা

কোরান কি অলৌকিক গ্রন্থ?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৫, ২০১২ at ৩:৩৪ অপরাহ্ণ
@রাফিদ,

আরবি ব্যাকরণ আপনারা কতটুকু জানেন ?

একেবারেই আরবী ব্যকরণ আমরা জানি না। তাতে কি , তাহলে যারা আরবী জানে না তারা কোরান যথাযথভাবে বুঝতে কিভাবে ? আর বুঝতে না পারলে ইসলাম পালন করবে কিভাবে ?

সব সমীকরণ তো মিলাতে হবে।এখানে কুরানের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে এ

সেই সমীকরণ টা আপনি একটু মিলিয়ে দিয়ে যান ও কোরানের সঠিক ব্যখ্যাটা কি সেটা বলে যান।

কুরান যদি মহানবী লিখতেন তা হলে সেখানে অনেক অসঙ্গতি থাকত।

কোরানে অসংখ্য অসঙ্গতি আছে , আপনি নিজ ভাষায় কোরান পড়লে তা আপনার চোখেই পড়বে। এখন ইমানে কন, আপনি আপনার মাতৃভাষায় কোরান পড়েছেন ?

জাকির নায়েক কে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ আছে নাকি এখানে?

জাকির নায়েক স্রেফ একজন জোকার ছাড়া আর কিছু নয়। আপ নি যদি জাকির নায়েকের লেকচার মন দিয়ে শোনেন , তাহলে দেখবেন সে কোরানের আয়াতের মধ্যে যে শব্দগুলো আছে তার নানা রকম নিজস্ব অর্থ করে তারপর আয়াতের অর্থকে নিজের মত বানিয়ে বলে। বাস্তবে কোরানের আয়াতের শব্দের একটাই সুনির্দিষ্ট অর্থ হবে , বহুরকম নয়। কারন আল্লাহ বলছেন - কোরান একটা সুস্পষ্ট গ্রন্থ। সুস্পষ্ট গ্রন্থের কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে না। আর যদি থাকেও তা বাক্যটির গঠন দেখেই সরাসরি বোঝার কথা।

উদাহরণ: (১) সাকিব বাম হাতে ব্যাট করে।
(২) প্রধান মন্ত্রীর হাতে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা।
উক্ত বাক্য দুটি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় **হাত** শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।
কোরানে সেটা বোঝা যায় না।কোরানে আজ একজন একরকম অর্থ করে তো কাল অন্যজন অন্যরকম। জোকার নায়েক এভাবেই তার ইচ্ছামত ব্যখ্যা করে প্রকারান্তরে কোরানের অপব্যখ্যা করে কোরানের বারোটা বাজাচ্ছে। একারনে বর্তমানে মোল্লা মৌলবিদের মধ্যেই জোকার মিয়ার অনেক বিরোধী লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ৫, ২০১২ at ৮:২৯ অপরাহ্ণ
@রাফিদ,

কুরান যদি মহানবী লিখতেন তাহলে সেখানে অনেক অসঙ্গতি থাকত।এখানে

দেখুনতো নীচের দুইটি আয়াত পরস্পর সাংঘর্ষিক কিনা। প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে পৃথিবীকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে আছমানকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে।
যিনি সৃষ্টি করলেন তারই নিজ মুখ দিয়ে কি করে এত বড় সাংঘর্ষিক বক্তব্য বের হওয়া সম্ভব ?এ ধরনের সাংঘর্ষিক বক্তব্য হওয়া মানুষের গনাগুন গনাগুন নয় কি ?
এটা কি একটি অসংগতি নয় ?

2:29

তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।

79: 27-30

27
তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?
28
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
29
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।
30
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।
ধন্যবাদ

19. 20

রাফিদ

জুন ৭, ২০১২ সময়: ৯:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@আঃ হাকিম চাকলাদার
সৃষ্টি করা আর বিস্তৃত করা কি একই কথা ?
@ভবঘুরে
আমি কুরান পড়ার ক্ষেত্রে না ,আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলাম 'কুরান সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন' এটার বিরুদ্ধে বলতে গেলে আমাদের আরবি ব্যাকরণ ভালভাবে জানতে হবে।কারন আমি এখানে একজনকে দেখলাম সে আরবির সাথে বাংলার ছন্দ মিলাচ্ছে।
জাকির নায়েক সম্পর্কে বলার আগে দশবার ভাবা উচিত।কারন সে কুরানের যে ব্যাখ্যা দেয় ,সেটাই কিন্তু প্রকৃত এবং যৌক্তিক।কারন তারা এগুলা নিয়ে আমাদের চেয়ে বেশি জানে এবং গবেষণা করে।ইসলাম নিয়ে সে যতটা আত্মবিশ্বাসী,অন্য মতাবলম্বীদের (হিন্দু,নাস্তিক ইত্যাদি) কেউই ততটা নয়।সে শুধু ইসলাম ই নয় ,অন্য সব ধর্ম নিয়েই আমাদের চেয়ে বেশি জানে।আপনি কি একমত? আশা করি সত্যেরই জয় হবে।ধন্যবাদ।

<u>সমাপ্ত</u>

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=26512

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১৪

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ (জুন ৭, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : নাসেক মনসুক]

নাসেক মানসুক নিয়ে শুধু মুক্তমনাতে নয় একটা ইসলামি সাইটেও দেখলাম বাহাস চলছে। কেউ কেউ মানসুক হয় নি বলে রায় প্রদান করেছে , কেউ কেউ হয়েছে বলে রায় প্রদান করেছে অথচ উভয়ই কিন্তু নিবেদিত প্রান মুসলমান।তাহলে প্রশ্ন হলো কেন তারা দ্বিধা বিভক্ত ? বিভক্ত একারনে যে তারা কোরান পাঠ করে সঠিক অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার যারা মানসুক সঠিক বলে যারা মন্তব্য করেছে তাদের বক্তব্য যেসব আয়াত সমূহ পূর্বের নিবন্ধে মানসুক বা রহিত বলে বলা হয়েছে তা ঠিক নয়।অন্য আয়াত বরং রদ হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যপারে তারাও দ্বিধান্বিত।কেন দ্বিধান্বিত ? তারা দ্বিধান্বিত কারন বিষয়টি পুরোপুরি মেনে নিলে ইসলামের যে চেহারা দাড়ায় তা দিয়ে একে আর শান্তিপূর্ণ বা সভ্য ধর্ম বলে প্রমান বা প্রচার করা যায় না। তাই তারা তাদের ইচ্ছামত মানসুকের তালিকা তৈরী করেছে। অথচ বিধি বিধান সম্পর্কিত আয়াত কিভাবে মানসুক হবে তা কিন্তু অতি সাধার ন ভাবেই বোঝা যায়, যেটা পরিস্কারভাবে এ নিবন্ধের ১৩ পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী পন্ডিতরা যে মনগড়া ও প্রতারণামূলক যে তালিকা তৈরী করবে তা মানার কোনই যুক্তি নেই। সোজা হিসাব- কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে যে বিধান ছিল , একই বিষয়ে পরে যদি কোন বিধান চালু হয় , পরবর্তী বিধানই বহাল থাকবে। জোর করে পূর্ববর্তী বিধান চালু রাখার কোন সুযোগ এখানে নেই। তবে বিধি বিধান জানার সুবিধার্থে উভয় বিধান কিতাবে রাখাতে কোনই অসুবিধা নেই। এ বিধি মোতাবেক ইসলামের প্রাথমিক যুগে নাজিলকৃত শান্তিপূর্ণ আয়াত সমূহ অবশ্যই পরবর্তীতে নাজিল কৃত জিহা দী আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। জোর করে উভয়কেই চালু রাখার কোনই সুযোগ নেই। তেল ও জল যেমন একসাথে মিশতে পারে না, এ বিষয়টা ঠিক তেমনই। এ বিধি অনুসরণ করলে ইসলাম পরিপূর্ণ ভাবে একটা অশান্তিপূর্ণ হিংস্র ও বর্বর ধর্মে পরিনত হয় - বিষয়টি বুঝতে পেরেই অত্যন্ত সচেতনভাবেই ইসলামী পন্ডিতরা প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে প্রচার করে থাকে যে শান্তির আয়াত বাতিল হয় নি। যে কেউ কোরান হাদিস ভাল করে পড়াশুনা করবে সেই বিষয়টা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারবে। এসব করতে গিয়ে তারা আয়াতের শব্দের অর্থ পরিবর্তনসহ শানে নুযুল ও তাফসির পর্যন্ত পাল্টে ফেলতে বা বিকৃত করতে এতটুকুও পিছ পা হয় না , পিছ পা হয় না চরম মিথ্যাচার করতে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম দিকের পন্ডিত বা তাফসিরকারগন যেভাবে কোরানকে ব্যখ্যা করে গেছে, সেটাকে প্রামান্য হিসাবে দেখা যেতে পারে। কারন তারাই সেই ৭ম শতাব্দীর আরবী ভাষা সম্পর্কে বেশী অবগত ছিল, এক্ষেত্রে যার নাম সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হয় সে হলো ইবনে কাথিরযার জন্ম- ১৩০১ ও মৃত্যু ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ। আমরা তার তাফসির থেকে কোরানের প্রকৃত অর্থ জানতে পারি , আর বর্তমানে যেসব পন্ডিতরা আছে তারা তাদের ইচ্ছামত কোরানের অর্থ করে যাচ্ছে

যা প্রকৃতই কোরানের মূল ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক , কোরানের অর্থ হতে হবে একটাই বহু নয়, যাহোক, এবার নিচের আয়াতটির আধুনিক পন্ডিতদের ব্যখ্যাটা এবার দেখা যাক -

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫ (মদিনায় অবতীর্ণ)

এ আয়াতটির একটা ব্যখ্যা ইসলামি পন্ডিতরা এভাবে দিয়েছে। তারা বলছে এটা হলো শুধুমাত্র মক্কার পৌত্তলিকদের জন্য সেই সময়ের জন্য নাজিল হয়েছিল। অত:পর এর আর কোন কার্যকারিতা নেই। প্রশ্ন হলো যদি সেটাই সত্য হয়, তাহলে পরবর্তী কোন আয়াত দ্বারা কিন্তু এ আয়াতের কার্যকারীতা রদ করা হয় নি। রদ তো করা হয় নাই পরন্তু যে সূরার আয়াত এটা সে সূরায় আছে আরও অসংখ্য জিহাদী আয়াত , যার প্রতিটি বাক্যে ফুটে উঠেছে অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা , প্রতিহিংসা, জিঘাংসা এই সব, বলা হয়েছে তাদেরকে খুন কর, উচ্ছেদ কর, তাদের সম্পদ দখল কর এই সব। বলা বহুল্য, সূরা আত তাওবা হলো মোহাম্মদের কাছে নাজিল হওয়া সময় ক্রম অনুযায়ী ১১৩ নং সূরা যার পরে মোহাম্মদের জীবনে আর মাত্র একটা সূরা নাজিল হয় সূরা আল নাসর যার আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি অথচ আত তাওবার আয়াত সংখ্যা -১২৯। সে হিসাবে আত তাওবা মোহাম্মদের জীবনের সর্বশেষ সূরা হিসাবে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ ইসলামের দিক নির্দেশনামূলক চুড়ান্ত বিধি বিধান এ সূরা আত তাওবাতেই বর্নিত হয়েছে আর সেখানে বলা হয়েছে কি তা ও আমরা ৫ ও ২৯ আয়াতে দেখতেই পাচ্ছি, এ ছাড়া পূরা সূরাতে হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষে ভর্তি। এ সূরার বিধিবিধান রদ করে আর কোন সূরা বা আয়াত নাজিল হয় নি। কারন এ সূরা নাজিলের পর পরই মোহাম্মদ মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন, অত:পর তার আর সূরা নাজিলের দরকার পড়েনি। সুতরাং ইসলামি পন্ডিতরা সাধারন মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অনেক মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াতে চেষ্টা করতে পারে কিন্তু আজকের তথ্য প্রযুক্তির যুগে সেটা কার্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনা আর নে ই। যাহোক, কুরাইশদের সাথে মোহাম্মদের একটা চুক্তি হয়েছিল যাকে বিখ্যাত হুদায়বিয়ার চুক্তি বলা হয়।যখন পৌত্তলিকরা(কুরাইশরা) উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে উক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং একারনে উক্ত আয়াত শুধুমাত্র পৌত্তলিকদের ব্যপারে প্রজোয্য হবে।

এখানে একটা বিশেষ বিষয় লক্ষনীয়। যে নীতি প্রয়োগ করে ইসলামী পন্ডিতরা বলে যে জিহাদের যে আয়াতগুলো (যেমন ৯:৫ ও ৯:২৯) বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছিল ও পরে এর কোন কার্যকারীতা নেই, ঠিক একই নীতি তারা মক্কায় নাজিল হওয়া শান্তির আয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলে না যে এ আয়াত মক্কায় যখন মোহাম্মদ দুর্বল ছিলেন তখন বিশেষ পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছিল ও এখন এর কার্যকারিতা নেই। এটা একটা চরম সুবিধাবাদী বা দ্বিমুখী নীতি।

এখন দেখা যাক কারা হুদায়বিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। এ বিষয়ে বিশাল এক হাদিস আছে যার নম্বর হলো- Bukhari, Volume 3, Book 50, Number 891(http://bukharishareef.blogspot.com/2008/03/translation-of-sahih-bukhari-book-50.html) এখানে অংশবিশেষ তুলে ধরে আলোচনা করা হবে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটা শর্ত ছিল- কুরাইশদের কোন লোক পালিয়ে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে , মোহাম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দে বে। এবার দেখা যাক উক্ত ৮৯১ হাদিসে কি বলছে-

.... অত:পর কিছু ইসলাম গ্রহনকারী নারীরা মোহাম্মদের নিকট আসল , তখন নিচের আয়াত নাজিল হলো-
মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।60:10(মদিনায় অবতীর্ণ)
উক্ত আয়াতে পরিস্কার বলা হচ্ছে- যেসব নারীরা ইসলাম গ্রহন করে নবীর কাছে চলে আসবে তাদেরকে তিনি ফেরত দেবেন না ও বলা বাহুল্য উক্ত নারীগুলোকে তিনি ফেরত দেন নি। অথচ হুদায়বিয়ার সন্ধিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ ছিল যে মক্কার কোন লোক মদিনায় আশ্রয় নিলে মোহাম্মদ তাকে ফেরত দিবেন ও মদিনার কোন লোক মক্কায় গেলে তাদেরকে মদিনাতে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।অথচ উক্ত নারীদেরকে মোহাম্মদ ফেরত দেন নি। তাদেরকে সাথে করে তিনি মদিনাতে নিয়ে যান , যা ছিল পরিস্কার হুদায়বিয়ার সন্ধির বরখেলাপ।আর সন্ধির এরকম শর্ত ভঙ্গ করাকে বৈধ করতে সাথে সাথে আল্লাহর নামে আয়াত নামিয়ে নেন, অনেকটা ইন্টারনেট থেকে ফ্রি সফটওয়ার ডাউনলোড করার মত। এখন উক্ত আয়াতের কাথিরের তাফসির দেখা যাক-

In Surat Al-Fath, we related the story of the treaty at Al-Hudaybiyyah that was conducted between the Messenger of Allah and the disbelievers of Quraysh. In that treaty, there were these words, “Everyman (in another narration, every person) who reverts from our side to your side, should be returned to us, even if he is a follower of your religion.” This was said by `Urwah, Ad-Dahhak, `Abdur-Rahman bin Zayd, Az-Zuhri, Muqatil bin Hayyan and As-Suddi. So according to this narration, this Ayah specifies and explains the Sunnah. And this is the best case of understanding. Yet according to another view of some of the Salaf, it abrogates it. Allah the Exalted and Most High ordered His faithful servants to test the faith of women who emigrate to them. When they are sure that they are faithful, they should not send them back to the disbelievers, for the disbelievers are not allowed for them and they are not allowed for the disbelievers. In the biography of `Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahsh in Al-Musnad Al-Kabir, we also mentioned that `Abdullah bin Abi Ahmad said, “Umm Kulthum bint `Uqbah bin Abi Mu`ayt emigrated and her brothers, `Umarah and Al-Walid, went after her. They came to Allah’s Messenger and talked to him about Umm Kulthum and asked

that she be returned to them. Allah abolished the part of the treaty between the Prophet and the idolators about the women particularly. So He forbade returning Muslim women to the idolators and revealed the Ayah about testing them.” Al-`Awfi reported from Ibn `Abbas, about Allah’s saying:

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَـتُ مُهَـجِرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ)

(O you who believe! When believing women come to you as emigrants, examine them;) “Their examination was asking them to testify to La ilaha illallah, and that Muhammad is Allah’s servant and His Messenger.” Mujahid explained the Ayah,

Then some believing women came (to the Prophet); and Allah revealed the following Divine Verses:-

“O you who believe, when the believing women come to you as emigrants examine them . . .” (60.10)

আহলে উপরোক্ত তাফসিরে কাথির খুব পরিস্কার ভাষায় বলছেন - **Allah abolished the part of the treaty between the Prophet and the idolators about the women particularly(আল্লাহ নবী ও পৌত্তলিকদের মধ্যকার চুক্তির নারী সম্পর্কিত অংশ বাতিল করে দিলেন)** অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহই চুক্তির কিছু ধারা বাতিল করে দিয়েছেন বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে।এটা করে প্রকারান্তরে মোহাম্মদ তাঁর নিজের চুক্তি ভঙ্গকে বৈধ করতে গিয়ে আল্লাহকেই একজন প্রতারক হিসাবে তুলে ধরছেন। এটা কিভাবে হতে পারে যে , আল্লাহ মোহাম্মদকে চুক্তি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে পরে সে চুক্তির কিছু শর্ত অমান্য করতে বলতে পারে ? এবার ৮৯১ নং হাদিসের নিচের অংশ দেখা যাক-

............................যখন নবী মদিনাতে ফিরলেন তখন কুরাইশদের একজন আবু বশির যে ইসলাম গ্রহন করে পালিয়ে মদিনায় চলে আসল। কুরাইশরা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য দুজন লোককে মদিনায় পাঠাল ও তারা মোহাম্মদকে বলল- যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ তা তুমি রক্ষা কর। নবী তখব আবু বশিরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে নগরীর বাইরে নিয়ে গেল ও দুল -হুলাইফা নামক একটা যায়গায় বিশ্রাম করতে লাগল ও খেজুর খেতে লাগল। আবু বশির একজনকে বলল , আল্লাহর কসম, তোমার তরবারি টা ভীষণ সুন্দর। এতে লোকটি তার তরবারি খুলে ফেলল ও বলল , আল্লাহর কসম, এটা আসলেই ভীষণ সুন্দর ও আমি এটা বহুবার ব্যবহার করেছি। আবু বশির বলল - আমাকে একটু ওটা দেখতে দেবে ? যখন সে ওটা তার হাতে দিল বশির সাথে সাথে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করল ও সে মারা গেল, অন্য সাথী দৌড়াতে দৌড়াতে মদিনায় গিয়ে মসজিদে আশ্রয় নিল।মোহাম্মদ তাকে দেখলেন ও বললেন- এ লোকটি ভয় পেয়েছে।যখন সে নবীর কাছে গেল তখন বলল- আমার সাথীকে খুন করা হয়েছে ও আ মিও খুন হয়ে যেতে পারতাম। এসময়ে বশির এসে বলল- হে নবী আপনি আমাকে তাদের কাছে ফেরত দিয়ে আপনার প্রতিজ্ঞা পূরন করেছেন কিন্তু আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছে। এটা শুনে নবী বলে উঠলেন - এখন তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। এটা শুনে বশির বুঝতে পারল মোহাম্মদ তাকে আবার মক্কাতে ফে রত পাঠাতে চান, তাই সে সাগরপারের দিকে চলে গেল।আবু জান্দাল কুরাইশদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে বশিরের সাথে যোগ দেয়।এভাবে বেশ কিছু লোক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে বশিরের দলে যোগ দেয়।এর পর তারা কুরাইশদের সিরিয়ার দিকে বা দিক থেকে আসা বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটপাট করে নিতে থাকে। এটা দেখে মক্কাবাসীরা প্রমাদ গুনে তারা একজন দুত মোহাম্মদের

কাছে পাঠায় ও প্রস্তাব দেয় যে এর পর যদি কেউ মক্কা থেকে মদিনায় মোহাম্মদের কাছে আসে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না এবং তিনি যেন বশির ও তার দলবলকে লুট তরাজ থেকে বিরত রাখেন। (Volume 3, Book 50, Number 891)

উক্ত হাদিস কি বার্তা দেয়? মক্কার লোকরা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির বরখেলাপ করেছিল? হাদিসটি পড়লেই বোঝা যায়, খুব কৌশল করে হাদিস লেখক মোহাম্মদকে নির্দোষ করার চেষ্টা করে গেছে কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। প্রথম কথা মক্কা থেকে দুইজন লোক মদিনায় আসল বশিরকে ফেরত নিতে, তারা কি খুব দুর্বল লোক ছিল? মরুভূমির ওপর দিয়ে এতদুর পথ পাড়ি দিয়ে যারা একজন বন্দীকে ফেরত আনতে যেতে পারে তারা নিশ্চয়ই শারিরীকভাবে দুর্বল কোন লোক ছিল না। যাকে তারা বন্দী করে মক্কায় ফেরত নিয়ে যাচ্ছে ও তার মুক্ত হাতেই তা রা তরবারী তুলে দিল, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাছাড়া তাকে কি মুক্ত হাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ? প্রশ্নই ওঠে না, সে ছিল বন্দী , তাই তার হাত বাধা থাকারই কথা, না হলে সে যে কোন সময় কায়দা করে আক্রমন করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।কিন্তু এখানে ঘটনা যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে মনে হয় বশিরের হাত ছিল উন্মুক্ত আ র তা করে বশিরকে নিরাপরাধ প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে কারন তখন সে নিজ চেষ্টায় মুক্ত হয়েছে যদিও মোহাম্মদ তাকে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত দিয়েছিল।অর্থাৎ খুব সুকৌশলে সাপও মারা হচ্ছে অথচ লাঠিও ভাঙ্গা হচ্ছে না।বশির কিছু খারাপ প্রকৃতির লোকজন নিয়ে ডাকাতি করছে , মোহাম্মদ কিন্তু তাদেরকে থামাচ্ছেন না। তার কারন এসব ডাকাতগুলো হলো মুসলমান , আর তাই অমুসলিমদের ওপর আক্রমন করে তাদেরকে খুন করে তাদের মালামাল লুটপাট করা তাদের জন্য জায়েজ , কারন মোহাম্মদ আগেই আল্লাহর বানীর নামে এসব লুন্ঠিত মালা মালকে গণিমতের মাল হিসাবে বৈধ করে দিয়েছেন।তাহলে হুদায়বিয়ার চুক্তি প্রথম কে ভঙ্গ করল? মোহাম্মদ নাকি মক্কার লোকেরা ? এত কিছুর পরেও কিন্তু মক্কার লোকেরা দুত পাঠিয়েছে মোহাম্মদের কাছে, তিনি যেন তাঁর ইসলামের অনুসারী ডাকাতদলকে ডাকাতি করতে নিষেধ করেন। কিন্তু মোহাম্মদ সেটা থোড়াই কেয়ার করেছেন যা দেখা যায় পরবর্তী ঘটনাগুলোতে। উক্ত হাদিস থেকে দেখা যাচ্ছে মক্কাবাসীরা সর্বান্ত করনে শান্তি চুক্তি পালন করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মোহাম্মদই আসলে নানা কায়দায় সে চুক্তিকে ব্যবহার করে শক্তি সঞ্চয় করেছেন, আর যখন তার মনে হয়েছে যে মক্কা অতি সহজে বিজয় করা যাবে তখন ছেড়া কাগজের মত চুক্তি পত্র ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন ও মক্কা আক্রমন করে তা দখল করে নিয়েছেন। যা একজন উচ্চাভিলাষী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের জন্যই মানানসই , কোনমতেই তা একজন আল্লাহ প্রেরিত নবীর জন্য মানান সই নয়।কিন্তু মুসলিম পন্ডিতরা এ অ তি সত্য কথাটি স্বীকার না করে শত শত বছর ধরে এ ধরনের মিথ্যা প্রচারনা চালিয়ে কাদের উপকার করল এটাই প্রশ্ন।

উক্ত হুদায়বিয়ার চুক্তিতে মোহাম্মদ অত্যন্ত চাতুরতার পরিচয় দেন যা মক্কাবাসীরা একেবারেই বুঝতে পারে নি। আর এখানেই তার শ্রেষ্টত্ব। উক্ত ৮৯১ নম্বর হাদিসে পরিস্কার বর্ণনা আছে- মোহাম্মদের উগ্র সাঙ্গ পাঙ্গরা মূলত: মক্কা দখল করার উদ্দেশ্যেই মদিনা থেকে হাজারেরও বেশী একটা দল নিয়ে রওনা হয়েছিল।মক্কার লোকেরা তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসে।অথচ মক্কাবাসীরা কিন্তু যুদ্ধ চাচ্ছিল না, তাই তারা একজন দুত পাঠায় মোহাম্মদের কাছে শান্তি চুক্তি করার জন্য। মোহাম্মদ এটাকে একটা মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গ্রহন করেন। তিনি ভালমতোই জানতেন যে সে সময় মক্কাবাসীদের যে শক্তি ছিল তাতে মোহাম্মদের জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত ছিল না।তাছাড়া বহু লোক হতাহত হতো।তারপরও মক্কা যে দখল করা যেত তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।এছাড়া এত দিন ধরে

মোহাম্মদ মূলত ইহুদিদের ছোট ছোট গোষ্ঠীকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠন করেই অভ্যস্থ।এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মত সাহস মোহাম্মদের ছিল না। থাকলেও যেহেতু জয় নিশ্চিত ছিল না তাই তীরে এসে তরী ডুবানোর এহেন রিস্ক তিনি নি তে চাননি। কারন এ সময় মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে যদি হেরে যান তাহলে তার স্বপ্ন ধূলায় ধুসরিত হবে। ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তাই তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি করেন যাতে তাঁর উগ্র সাঙ্গপাঙ্গ বিশেষ করে ওমর তীব্র বিরোধীতা করে।ওমরের ইচ্ছা ছিল এসময়ই একটা চুড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলতে।কিন্তু মোহাম্মদ তাদের গোয়ার্তুমির কাছে নত হন নি। হুদায়বিয়ার চুক্তিতে শর্ত ছিল - মদিনার কোন লোক মক্কায় চলে গেলে তাকে মক্কাবাসীরা ফেরত দেবে না কিন্তু মক্কার কোন লোক মদিনায় গেলে ফেরত দিতে হবে।- এটা মক্কার পক্ষ থেকে তাদের দুত সুহাইল এ ধরনের শর্ত আরোপ করে। মোহাম্মদ তাতেই রাজী হয়ে যান। আপাত: দৃষ্টিতে মনে হয় এটা মোহাম্মদের জন্য অবমাননাকর, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এটা ছিল খুবই সুদুরপ্রসারী ও অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। এর ফলে মদিনার বেশ কিছু মুসলমান আপাত: ইসলাম ত্যাগে র ভান করে মক্কাতে ফিরে যায় ও তারা মোহাম্মদের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করতে থাকে।তারা নিয়মিত কুরাইশদের মনোভাব , শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য মোহাম্মদের কাছে পাঠাতে থাকে। এর ফলে মোহাম্মদের পক্ষে মক্কা দখল করার পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন খুব সহজ হয়ে যায়।অন্যদিকে যে সব ক্রিমিনাল টাইপের মোহাম্মদের দলে যোগ দেয়া মক্কাবাসী বা মদিনাবাসী মক্কাবাসীদের বানিজ্য কাফেলায় আক্রমন চালাত তাদেরকে কিন্তু মোহাম্মদ কিছুই বলতেন না। এর ফলে মক্কাবাসীরা প্রকারান্তরে অনেকটা এক ঘরে হয়ে পড়ে ও ক্রমশ: দুর্বল হতে থাকে। যা দেখা যায় উপরোক্ত ৮৯১ নম্বর হাদিসের ঘটনায়। এর ফলাফল হলো মক্কাবাসীরা দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছিল আর মোহাম্মদ ঠিক এটাই করতে চাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ মদিনার আশ পাশের ইহুদি অধ্যূষিত জনপদে আতর্কিকে হানা দিয়ে তাদের ধন সম্পদ লুঠ-পাট করে তা গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে নিতেন, নারীদেরকেও ভাগাভাগি করে নিতেন যৌন দাসী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ।উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- বানু কুরাইজা, খায়বার এসবের ওপর আক্রমন ,ইহুদিদেরকে নির্বিচারে হত্যা, তাদের ধন সম্পদ লুট-পাট, নারীদেরকে ভাগাভাগি করে নিয়ে যৌনদাসী বানান। এসব করে নিজেকে আরও বেশী শক্তি শালী করে তোলেন। যখন মোহাম্মদ নিশ্চিত হন যে মক্কায় অভিযান করলে কোন বাধা আসবে না তখনই তিনি তার দল বল নিয়ে মক্কা দখল অভিযানে বের হন।মোহাম্মদ যখন তার বিশাল দলবল নিয়ে মক্কায় আগমন করেন তখন মদিনা থেকে আগত মুসলমানরাই সর্বাগ্রে মোহাম্মদকে স্বাদরে সম্ভাষণ জানায়। খেয়াল করতে হবে - যেসব নারীরা মক্কা থেকে মদিনা গেছিল তাদেরকে কিন্তু মোহাম্মদ ফেরত দেন নি।কারন নারীদের থেকে গুপ্তচরবৃত্তির কোন আশংকা ছিল না। চুক্তি করার আড়াই বছর পর যখন মোহাম্মদ নিশ্চিত হলেন যে এখন বিনা রক্ত পাতে মক্কা দখল করা যাবে তখন তিনি মক্কা অভিযানে বের হন ও বিনা রক্তপাতে মক্কা দখল করে নেন। অথচ শত শত বছর ধরে অপপ্রচারনা করা হয়েছে- মক্কার লোকরাই নাকি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল আর তাই মোহাম্মদ মক্কা দখল করে নেন। এটা যে কত বড় ডাহা মিথ্যা কথা তা কোন ইতিহাস বই পড়ার দরকার নেই , কোরান ও হাদিস পাঠ করলেই অতি সহজে বোঝা যায়। আর চুক্তি ভঙ্গ করার অজুহাতেই মোহাম্মদ উক্ত আত - তাওবার ০৯: ০৫(**অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল,**

পরম দয়ালু) আয়াত আল্লাহর নামে নাজিল করেন। পক্ষান্তরে, মক্কার লোককে মদিনায় থাকতে দেয়া হয় নি কারন তাহলে তারা মদিনায় গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারত। তবে মক্কা থেকে কিছু কিছু লোক সত্যি সত্যি মদিনায় মোহাম্মদের দলে যোগ দিতে চাইত কারন তারা জানতে পেরেছিল মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে লুট তরাজ করে গণিমতের মাল হিসাবে যা পাওয়া যায় তাতে সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে জীবন যাপনের দরকার পড়ে না। তবে তাদেরকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মদিনায় থাকতে দেয়া হতো। আর যারা মূলত চোর ডাকাত প্রকৃতির মানুষ ছিল বাহ্যত: মোহাম্মদ তাদেরকে কিছু বলতেন না , তাদেরকে অনেক সময় ভিন্ন ভাবে থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন যেখান থেকে তারা তাদের ডাকাতি ও লুট পাট করে যেতে পারে অবাধে। যার প্রমান আলোচ্য ৮৯১ নম্বর হাদিস, এর একটা অংশে আছে -

ইসলাম গ্রহনের পূর্বে মুগিরা একটা দলের লোক ছিল। সে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটে নিয়ে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহন করল।মোহাম্মদ তাকে বলল- তোমার ইসলাম গ্রহন করা হলো কিন্তু তোমার মালামাল গ্রহন করা হবে না।

এছাড়াও এ হাদিসে বশির যে একটা ডাকাত বাহিনী গঠন করে মক্কাবাসীদের বানিজ্য কাফেলায় আক্রমন করে তাদেরকে হত্যা করে নিয়মিত লুটপাট করত সেটাও তো বর্ণনা করা আছে।

প্রশ্ন হলো যে লোক একটা ডাকাত ও খুনি ,শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহন করার শর্তেই মোহাম্মদ তাকে তাঁর দলে নিয়ে নিচ্ছেন। আহা , ইসলামের কি মহিমা! চোর ডাকাত খুনী বদমাশ সবার নিরাপদ আশ্রয় হলো ইসলাম। ইসলাম আসলেই ভীষণ উদার ও মহান ধর্ম। ইসলামে প্রবেশ করার আগে যত খুশী অপকর্ম করা হোক সমস্যা নাই , গ্রহন করার পরও যত খুশী অপকর্ম করা হোক তাতেও সমস্যা নেই। শুনতে আজব মনে হচ্ছে ? বিশ্বাস হচ্ছে না ? তাহলে দেখুন নিচের হাদিস -

আবু দার বর্ণিত- আমি নবীর নিকট যখন আসলাম তখন তিনি সাদা কাপড় পরে ঘুমাচ্ছিলেন। অত:পর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন - আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এ বিশ্বাস নিয়ে যে মারা যাবে সে বেহেস্তে যাবে।আমি বললাম- যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার বললাম- যদি সে আবারও ব্যভিচার ও চুরি করে ? তিনি আবার বললেন- যদিও আবার সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবারও বললাম - এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে। সহি বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭

এ প্রসঙ্গে এ হাদিসটাও দেখা যেতে পারে -

Narrated Abu Said Al-Khudri:

The Prophet said, "Amongst the men of Bani Israel there was a man who had murdered ninety-nine persons. Then he set out asking (whether his repentance could be accepted or not). He came upon a monk and asked him if his repentance could be accepted. The monk replied in the negative and so the man killed him. He kept on asking till a man advised to go to such and such village. (So he left for it) but death overtook him on the way. While dying, he turned his chest towards that village (where

he had hoped his repentance would be accepted), and so the angels of mercy and the angels of punishment quarrelled amongst themselves regarding him. Allah ordered the village (towards which he was going) to come closer to him, and ordered the village (whence he had come), to go far away, and then He ordered the angels to measure the distances between his body and the two villages. So he was found to be one span closer to the village (he was going to). So he was forgiven." (Sahih al-Bukari, Volume 4, Book 56, Number 676

বার বার অপকর্ম করেও কিন্তু একজন মানুষ বেহেস্তে যেতে পারে যদি তার ইমান থা কে। তার মানে ইসলাম একজন মুসলমানকে যেমন ইচ্ছা খুশী অপকর্ম করার ফ্রি লাইসেন্স দিচ্ছে , শধু শর্ত একটাই - আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় ও মোহাম্মদ তার রসুল এটুকুতে বিশ্বাস করা। একজন মুসলমান মনে প্রানে এটা বিশ্বাস করলে তার পক্ষে সৎ হওয়া কিভাবে সম্ভব ? শোনা যায় আমেরিকাতে জেলের মধ্যে থাকা দাগী অপরাধীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহনের মাত্রা বেশী। সেটা তো হবারই কথা। ইসলাম তো এধরনের অপরাধী ও বদমাসদেরকেই বেশী আনুকূল্য দেখায়। তাই বলে ইসলাম কি এসব অপরাধীকে ভাল মানুষ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ? তা কিন্তু নয়। ভাল মানুষ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তো সেটা হতো মহান একটা কাজ। বিষয়টা যে বাস্তবিক তাই তা কিন্তু উপরোক্ত দুটি হাদিস পড়লে সহজেই বোঝা যায়। মুসলিম প্রধান দেশগুলো যে আকণ্ঠ দুর্নীতি সহ সমস্ত রকম অপকর্মের আখড়া এর কারন বুঝতে নিশ্চয়ই আর গবেষক হওয়ার দরকার পড়বে না। বিষয়টা এমন না যে সব মুসলমানই খারাপ, অধিকাংশই ভাল, ভদ্র, সজ্জন। সামাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারনে সেভাবেই গড়ে উঠতে হয়। কিন্তু এই সজ্জন মানুষগুলো যদি কখনো খারাপ কাজ করে ফেলে তারা যে খুব বেশী বিবেক তাড়িত হয় তা কিন্তু নয়, তওবা করে অতি সত্বর বিবেকের দংশন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক একারনেই বাংলাদেশে এরকম বহু মানুষ পাওয়া যাবে যারা ব্যাক্তিগত জীবনে ভীষন ভদ্র ও সজ্জন মানুষ কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রচন্ড দুর্নীতিবাজ , তার এ অপকর্ম তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। মনে করে এ দুর্নীতিই হলো তার কাজের স্বাভাবিক অংশ। এমনকি এ ধরনের একজন ভদ্র মানুষের পক্ষে যে কোন সময়ে উগ্র পন্থায় মোড় নেয়া আশ্চর্য্যের কোন বিষয় নয়। মোল্লা মৌলভীদেরকে জিজ্ঞেস এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে- তওবা করতে হবে খাস দিলে ও বার বার তওবা করলে তা গ্রহন করা হবে না। তারা যে বিষয়টা স্রেফ নিজেদের থেকে বানিয়ে বলে এটা কি আর নতুন করে বুঝানোর দরকার আছে?

কোরান হাদিসে পরিস্কার উল্লেখ থাকার পরেও শুধুমাত্র সাধারন মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে উক্ত ৯:৫ আয়াতের সাফাই গাইতে গিয়ে শত শত বছর ধরে একটা মিথ্যা এখনও ইসলামি পন্ডিতরা প্রচার করে চলেছে। আর তা করে মুসলমানদের চরম সর্বনাশ তারা কর ছে কারন তারা জানতে পারছে না ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ।

এর পরেও কথা থাকে, মক্কার কাবা ঘরের আশে পাশে মুশরিককে দেখা গেলে তাদের খুন করতে বলা হচ্ছে কিন্তু নিচের আয়াতটি কেন নাজিল হলো ? খৃষ্টান ও ইহুদিরা তো আর কাবা ঘরের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে না ।

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। আত তাওবা, ০৯: ২৯(মদিনায় অবতীর্ণ)
আহলে কিতাবের লোকদের (ইহুদি ও খৃষ্টা ন) সাথে কি কোন ধরণের চুক্তি ছিল যা তারা ভঙ্গ করেছিল ? সে কারনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় আল্লাহকে ? উক্ত আয়াতে পরিস্কার বলা হচ্ছে যে শুধু মাত্র ভিন্ন ধরনের বিশ্বাসের কারনেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে , ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া কর প্রদান না করে। প্রশ্ন হলো - মুশরিকরা কাবা ঘরে হিজরত করত, তার চারপাশে প্রদক্ষিন করত, একারনে তাদেরকে দুরে রাখার জন্য মোহাম্মদ উক্ত ৯:৫ আয়াত নাজিল করলেন কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদিরা তো কাবা ঘর প্রদক্ষিন করত না বা কোন অনুষ্ঠান সেখানে পালন করত না , তাদের সাথে যুদ্ধ করার আয়াত নাজিল হলো কি কারনে ? আর এ ধরনের আয়াত নাজিল হওয়ার পর কিভাবে ইসলাম দাবী করতে পারে যে - ইসলাম শান্তির ধর্ম ও আগেকার মোহাম্মদের ইসলামের প্রাথমিক আমলের শান্তির বার্তা বিষয়ক কোরানের আয়াত বাতিল হয় নি ? এ ধরনের আয়াত নাজিল করার কোথাও কি পরে বলা হয়েছে যে এ ধরনের আয়াত সাময়িক কালের জন্য ও পরে তা বাতিল হয়ে যাবে ? কোথাও বলা হয় নি। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবে যে এটা সাময়িক কালের জন্য ও পরে আর প্রযোজ্য নয় ? আয়াতের রকম ফের বোঝা যে সত্যিই দু:সাধ্য তা বোঝা যায় নিচের আয়াতে -

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোরান , ৩:৭
পরিস্কার বলছে কিছু আয়াত সুস্পষ্ট যা কোরানের মূল অংশ , বাকীগুলো হলো রূপক যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন প্রশ্ন উক্ত ৯:৫ ও ৯:২৯ পড়লে কি বোঝা যায় এটা রূপক বা সাময়িক কালের জন্য বা এর অর্থ অপরিস্কার? কোনটা সুস্পষ্ট ও রূপক আয়াত তা তো কোরানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তাহলে বোঝার উপায় কি কোনটা সুস্পষ্ট ও কোনটা রূপক ? এক্ষেত্রে আমরা তো সুস্পষ্ট আয়াতকে রূপক ও রূপক আয়াত কে সুস্পষ্ট বলে ধরে নিতে পারি। আর তখন সমস্যা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে , কারন রূপক আয়াতের অর্থ তো আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। সে ক্ষেত্রে কোরান বিকৃত করার মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দোজখের রাস্তা আমাদের জন্য সুস্পষ্ট হতে পারে। তবে সবচাইবে বড় যে সমস্যা দেখা যায় উক্ত আয়াতে তা হলো -**যে সব আয়াত রূপক তার অপব্যখ্যা করে কিছু মানুষ ফিতনা সৃষ্টি করে।**
তাহলে প্রশ্ন হলো - যে ধরনের আয়াত রূপক ও যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এবং একই সাথে যে সব আয়াতকে অপব্যখ্যা করে কোরানকে বিকৃত ও ফিতনা সৃষ্টির অবকাশ থাকে , সেসব আয়াত নাজিল করার দরকারটা কি বা কোরানে ঢুকানোরই অর্থ কি ? এটা কি আল্লাহর ইচ্ছাকৃত মানুষকে কোরানের ভুল ব্যখ্যা করে দেয়ার সুযোগ করে দেয়া নয় কি ? আল্লাহ কি তাহলে আমাদের সাথে মস্করা করছে ? আবার সেই আল্লাহই বলছে কোরানের অপব্যখ্যা করলে শাস্তি

চিরকালের জন্য দোজখবাস। আল্লাহর চরিত্র তো এখানে দেখা যায় মানুষের চাইতেও বেশী অস্থির। এসব দৃষ্টে কি মনে হয় এটা সত্যি সত্যি সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে ? উক্ত আয়াতের কারনেই কিন্তু মানুষ আয়াতের কোনটা মান সুক আর কোনটা মানসুক না এটা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এছাড়াও অন্য অনেক বিষয় আছে তা নিয়েও দ্বিধাবিভক্ত। কোরানের মধ্যে যেসব ইসলামী বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব ও মতবাদ খুজে পায় তারা মূলত কোরানের কিছু আয়াতকে রূপক আখ্যা দিয়েই তা করে। এখন এসব আয়াত যদি রূপক হয়, আল্লাহ ছাড়া এর অর্থ কেউ জানে না , তাহলে যেসব তথাকথিত ইসলামি পন্ডিত এসব আয়াতের মনগড়া ব্যখ্যা দিয়ে এর মধ্য থেকে বিজ্ঞান বের করছে তারা তো আল্লাহর সাথেই পাল্লা দিচ্ছে, আল্লাহর ক্ষমতাকেই চ্যলেঞ্জ করছে, কারন যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সেসব আয়াতের অর্থ ঐ সামান্য আদম সন্তান বের করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এরা কি জানে এর শাস্তি কি ? এরা ভাল করেই জানে এটা , জানে না শুধু সাধারন মুসলমানরা। তারা কিন্তু তাদের পন্ডিতদের কোরানিক বিজ্ঞান নিয়ে দারুন রকম উল্লসিত ও উন্মত্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুকৌশলেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার এ কটা মহা কর্মযজ্ঞে নেমেছে।
যাহোক, শান্তির ও যুদ্ধের দু ধরনের আয়াতই যদি চালু থাকে তাহলে পরিস্থিতি হবে আরও ভয়ংকর। কারন - সেক্ষেত্রে প্রথমত মুসলমানরা যখন দুর্বল থাকবে তখন তারা অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ আচরন করবে , যখন একটু শক্তিশালী হবে তখনই অমুসলিমদের ওপর আ ক্রমন শুরু করে দেবে, তাদেরকে জোর করে ইসলাম গ্রহনে বাধ্য করবে, নয়ত তাদের ওপর জোর করে ইসলামী শাসন চালিয়ে দেবে। বিষয়টা তো এরকমই দাড়ায়। এ যদি হয় বাস্তব পরিস্থিতি , তাহলে মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করবে কোন অমুসলিম ? তাদের সাথে বসবাসই বা করতে চাইবে কে ? বাস্তবে বিষয়টা কি সেরকমই দেখা যাচ্ছে না ? ইউরোপ আমেরিকাতে যখন মুসলমানরা বেশী পরিমানে মাইগ্রেট করেনি তখন সেখানে ইসলাম নিয়ে কোন টু শব্দ শোনা যায় নি , তখন সেখানকার মুসলমানদেরকে দেখা গেছে ভীষণ শান্ত শিষ্ট, শান্তির প্রতিমূর্তি হিসাবে। এখন যখন তাদের সংখ্যা একটু বেড়েছে অমনি শুরু হয়ে গেছে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইউরোপের কোন কোন দেশে জনসংখ্যার মাত্র ৪-৫% মুসলমানই সেখানকার জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে।এসব লোকজন ঐসব সমাজকল্যান রাষ্ট্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আরাম আয়েশের জীবন যাপন করছে একই সাথে তারা সেসব দেশের মানুষকে ঘৃণা করছে ও তাদের সমাজকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে। তাদের খায়েশ তারা সেসব দেশগুলোকে মধ্য যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এর চাইতে নিমকহারামি আর কিসে হতে পারে ? ব্যক্তি গত ভাবে আমি অনেককেই জানি যারা ইউরোপ আমেরিকা কানাডায় বসবাস করে সেখানকার সরকারী যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে অথচ সেদেশের সমাজ ও মানুষগুলোকে মনে মনে প্রচন্ড ঘৃণা করে একই সাথে স্বপ্ন দেখছে সেসব দেশ একদিন ইসলামী হবে। চিন্তাও করতে পারি না মানুষ এত উন্মাদ হয় কিভাবে ? তার মানে ওসব উন্নত দেশে গিয়ে তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন তো দুরের কথা , আরও নিম্ন গামী হয়েছে।

এসব বাস্তব ও সত্য কথা বলার জন্য অনেকেই আমাদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী , মুসলিম বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করতে পারে। আসলে আমরা সত্য প্রকাশকারী , যারা এ কঠিন সত্যকে মানতে চায় না, তারাই শুধুমাত্র আমাদেরকে ইসলাম বা মুসলিম বিদ্বেষী বলতে পারে।
যাহোক, উক্ত ৯:২৯ আয়াতের ব্যপারে ইবনে কাথির কি তাফসির করেছেন তা একটু দেখা যাক -

Paying Jzyah is a Sign of Kufr and Disgrace

Allah said,
(حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ)
(until they pay the Jzyah), if they do not choose to embrace Islam,
(عَن يَدٍ)
(with willing submission), in defeat and subservience,
(وَهُمْ صَـغِرُونَ)
(and feel themselves subdued.), disgraced, humiliated and belittled. Therefore, Muslims are not allowed to honor the people of Dhimmah or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated. Muslim recorded from Abu Hurayrah that the Prophet said,
«لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِه»
(Do not initiate the Salam to the Jews and Christians, and if you meet any of them in a road, force them to its narrowest alley.) This is why the Leader of the faithful `Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, demanded his well-known conditions be met by the Christians, these conditions that ensured their continued humiliation, degradation and disgrace. The scholars of Hadith narrated from `Abdur-Rahman bin Ghanm Al-Ash`ari that he said, "I recorded for `Umar bin Al-Khattab, may Allah be pleased with him, the terms of the treaty of peace he conducted with the Christians of Ash-Sham: `In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. This is a document to the servant of Allah `Umar, the Leader of the faithful, from the Christians of such and such city. When you (Muslims) came to us we requested safety for ourselves, children, property and followers of our religion. We made a condition on ourselves that we will neither erect in our areas a monastery, church, or a sanctuary for a monk, nor restore any place of worship that needs restoration nor use any of them for the purpose of enmity against Muslims. We will not prevent any Muslim from resting in our churches whether they come by day or night, and we will open the doors)of our houses of worship (for the wayfarer and passerby. Those Muslims who come as guests, will enjoy boarding and food for three days. We will not allow a spy against Muslims into our churches and homes or hide deceit)or betrayal (against Muslims. We will not teach our children the Qur'an, publicize practices of Shirk, invite anyone to Shirk or prevent any of our fellows from embracing Islam, if they choose to do so. We will respect Muslims, move from the places we sit in if they choose to sit in them. We will not imitate their clothing, caps, turbans, sandals, hairstyles, speech, nicknames and title names, or ride on saddles, hang swords on the shoulders, collect weapons of any kind or carry these weapons. We will not encrypt our stamps in Arabic, or sell liquor. We will have the

front of our hair cut, wear our customary clothes wherever we are, wear belts around our waist, refrain from erecting crosses on the outside of our churches and demonstrating them and our books in public in Muslim fairways and markets. We will not sound the bells in our churches, except discretely, or raise our voices while reciting our holy books inside our churches in the presence of Muslims, nor raise our voices)with prayer (at our funerals, or light torches in funeral processions in the fairways of Muslims, or their markets. We will not bury our dead next to Muslim dead, or buy servants who were captured by Muslims. We will be guides for Muslims and refrain from breaching their privacy in their homes.' When I gave this document to `Umar, he added to it, `We will not beat any Muslim. These are the conditions that we set against ourselves and followers of our religion in return for safety and protection. If we break any of these promises that we set for your benefit against ourselves, then our Dhimmah (promise of protection) is broken and you are allowed to do with us what you are allowed of people of defiance and rebellion.'''

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَـرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِهِمْ يُضَـهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَـتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ - اتَّخَذُواْ أَحْبَـرَهُمْ وَرُهْبَـنَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
www.qtafsir.com

কোরানের সবচাইতে বিখ্যাত তাফসিরকার উক্ত আয়াত প্রসংগে বলছেন-
(and feel themselves subdued.), disgraced, humiliated and belittled. Therefore, Muslims are not allowed to honor the people of Dhimmah or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated. Muslim recorded from Abu Hurayrah that the Prophet said, Do not initiate the Salam to the Jews and Christians, and if you meet any of them in a road, force them to its narrowest alley.
অর্থাৎ **অমুসলিমরা হলো হলো নীচ, অপদস্থ ও হীন আর তাদেরকে সম্মান করার কোন দরকার নেই। রাস্তায় যদি কোন ইহুদি বা খৃষ্টানের সাথে দেখা হয় তার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়ার কোন দরকার নেই বরং তারাই রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাবে।**
এই হলো শান্তির বানী ইসলামের আসল চেহারা।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশে সংখ্যা লঘিষ্ট অমুসলিমরা কেমন আছে তা একটু দেখা যাক। পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, মালয়শিয়া কোথাও অমুসলিমরা শান্তিতে নেই। সব দেশেই এরা সর্বদা একটা আতংকের মধ্যে থাকে। মিশরে যে খৃষ্টানরা আছে প্রতি নিয়ত তাদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার চলে , তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে বা বিয়ে করে যা বাংলাদেশেও ঘটে অহরহ। একটা অমুসলিম পরিবারে যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে তার বাবা মা যে কি পরিমান দুশ্চিন্তায় থাকেন তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গল ভারতে , বাংলাদেশের বহু হিন্দু দের ঘরবাড়ী তাতে পোড়া গেল, নারী হলো ধর্ষিতা। ২০০১ সালে বি

এন পি নির্বাচনে জিতল পরদিন হিন্দুদের ওপর শুরু হলো আক্রমন। সব সময় এটা ধর্মীয় কারনে হয় তা নয় রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত আক্রোশ বা লোভ লালসার কারনেও ঘটে, কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় জিগিরে ধরেই নেয় যে অমুসলিমদের ওপর আক্রমন ও অত্যাচার তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধিকার ও এতে কোন অন্যায় নেই, তাই এটা করা যেতেই পারে।

মন্তব্যসমূহ

1. HuminityLover

জুন ৭, ২০১২ সময়: ৩:৩১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

শেষ প্যারাটি পরার পর একটি বই এর কথা মনে পরে গেল. (পাক সার জমিন বাদ)

আর সন্ধির এরকম শর্ত ভঙ্গ করাকে বৈধ করতে সাথে সাথে আল্লাহর নামে আয়াত নামিয়ে নেন, অনেকটা ইন্টারনেট থেকে ফ্রি সফটওয়ার ডাউনলোড করার মত।

দারুন বলেছেন.

2. 2

আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ৭, ২০১২ সময়: ৫:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মাত্র অল্প কিছু পড়েছি, কারন এখনি একটু বাইরে বের হতে হবে ,পরে সম্পূর্ণ পড়ব। তবে যে হাদিছটি আপনি তুলে ধরেছেন আমি প্রথমে কয়েকবার পড়েও একেবারেই বিশ্বা ষ করতে পারছিলামনা।

কারন নবিজী যার নির্দেশিত পথ সারা বিশ্বের মানবজাতির কেয়ামত পর্যন্ত চলার পথের পাথেয়, তিনি নিজে কি ভাবে এমন অপরাধমূলক কাজের লাইসেন্স দিয়ে যেতে পারলেন ?

তাও এক বার নয়,দুই বার নয়, পর পর একেবারে তিন বার।

তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালক গণের ও রা ষ্টের নাগরিক গনের ন্যায় নীতি ও সুপথে পরিচালিত হওয়ার আর প্রয়োজন আছে কি?

আর রেফরেন্সটা তো যেমন তেমন রেফারেন্স নয়, সব চাইতে নির্ভর যোগ্য হাদিছ বোখারীর। আপনার দেওয়া রেফারেন্সটা সঠিক আছে কিনা আমি একটু নিজে বোখারীর ছাইটে ঢুকে যাচাই করে নিলাম।

দেখতে পেলাম হুবহু ঐ রকমই হাদিছটি সেখানে দেখা যাচ্ছে।

তবে নীচে আপনার দেওয়া হাদিছের লিংকটা কাজ করতেছে না। ওটা ঠিক করে দিন। ওটা ঠিক থাকলে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

মারাত্মক হাদিছটি:

আবু দার বর্ণিত- আমি নবীর নিকট যখন আসলাম তখন তিনি সাদা কাপড় পরে ঘুমাচ্ছিলেন। অত:পর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এ বিশ্বাস নিয়ে যে মারা যাবে সে বেহেস্তে যাবে।আমি বললাম- যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার বললাম- যদি সে আবারও ব্যভিচার ও চুরি করে ? তিনি আবার বললেন- যদিও আবার সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবারও বললাম - এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে। সহি বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭

ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৭, ২০১২ at ৮:৪২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

হাদিসের লিংকটা ঠিক করে দিয়েছে, আশা করি এখন কাজ করবে।

তবে যে হাদিছটি আপনি তুলে ধরেছেন আমি প্রথমে কয়েকবার পড়েও একেবারেই বিশ্বাষ করতে পারছিলামনা।

আপনি নিজে যদি কোরান হাদিস পড়েন আর তাদের পটভূমিকা বিচার করেন এভাবে আপনি বহুকিছুই বিশ্বাস করতে পারবেন না।

তাও এক বার নয়,দুই বার নয়, পর পর একেবারে তিন বার।

তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালক গণের ও রাষ্টের নাগরিক গনের ন্যায় নীতি ও সুপথে পরিচালিত হওয়ার আর প্রয়োজন আছে কি?

একবার দুইবার তিনবার এর অর্থ হলো যতবার ইচ্ছা আপনি ব্যভিচার ও চুরি করতে পারেন, পরে তওবা করলে সব মাফ ও মরার পর সোজা বেহেস্তে গিয়ে হুরদের সাথে ফুর্তি। এত সুবিধাজনক ধর্ম সত্যিই আর নেই আর এটাই ইসলামের অদ্বিতীয় মহিমা।

একারনেই তো মুসলিম দেশগুলোর পরিচালক ও নাগরিকরা কোনরকম নীতি ও সুপথের ধার ধারে না। আপনি কি ভাবেন এরা এত দুর্নীতিবাজ এমনি এমনি? দুর্নীতিবাজ হওয়ার আরো অনেক কারন থাকতে পারে তবে প্রধান কারন এটাই।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জুন ৮, ২০১২ at ৭:৫৯ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ইংরেজিটা এখানে-

Sahih Bukhari Volume 7, Book 72, Number 717:
Narrated Abu Dharr:
I came to the Prophet while he was wearing white clothes and sleeping. Then I went back to him again after he had got up from his sleep. He said, "Nobody says: 'None has the right to be worshipped but Allah' and then later on he dies while believing in that, except that he will enter Paradise.' I said, "Even It he had committed illegal sexual intercourse and theft." I said. "Even if he had committed illegal sexual intercourse and theft? He said. 'Even If he had committed illegal sexual intercourse and theft," I said, 'Even it he had committed illegal sexual intercourse and thefts.' He said, "Even If he had committed Illegal sexual intercourse and theft, inspite of the Abu Dharrs dislikeness. Abu 'Abdullah said, "This is at the time of death or before it if one repents and regrets and says "None has the right to be worshipped but Allah. He will be forgiven his sins."

আলোকের অভিযাত্রী এর জবাব:
জুন ৮, ২০১২ at ১১:০৯ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,
মালিক ভাই,আরেকখান জোস হাদিস তো মিস কইরা ফালাইলেন। মুসলিমরা যত খুশি অকাম কুকাম করতে পারবে কারণ পরম দয়ালু আল্লাহ মুসলিমদের পাপের ভার ইহুদি খ্রিস্টানদের উপর চাপিয়ে তাদের জাহান্নামে পাঠাবেন। এই যে দেখুনঃ
Abu Musa' reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: When it will be the Day of Resurrection Allah would deliver to every Muslim a Jew or a Christian and say: That is your rescue from Hell-Fire.
-sahih muslim,The Book Pertaining to Repentance and Exhortation to Repentance (Kitab Al-Tauba),hadith-6665.
পরবর্তী চারটি হাদিসেও একই কথা পাবেন। আল্লাহপাক পরম দয়ালু ,অসীম তার দয়া তবে শুধু মুসলিমদের জন্য। কাফেরের জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। কাফেরেরা হবে তার প্রিয় মুসলিম বান্দাদের জন্য বলির পাঁঠা। হাদিসগুলো দেখে নিতে পারেন এখান থেকেঃ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ২:৫০ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

এই হাদিসটার ব্যাখ্যা কি? কেন মুহম্মদ এমন বলেছে? এই প্রশ্ন আমাকে কেউ করলে আমি তার সঙ্গে একটু ফান করতাম। তাকে একটা গল্প শোনাতাম। গল্পটা এমন - এক ব্যক্তি ঈমানদার ব্যক্তি মারা যাবার পর বেহেস্তে গেল। সে বেহেস্তে বেশ রাজার হালেই আছে। কিন্তু একসময় এইসব সুখ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল।একদিন সে দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে ঐশ্বরিয়া, মাধুরীর ছাইয়া ছাইয়া টাইপের নাচগান হৈ হুল্লোড় চলছে। বেহেস্তে তো যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যায়। সুতরাং সে রক্ষী ফেরেস্তাকে ডেকে বলল, আমি আর বেহেস্তে থাকব না, দোযখে থাকব।আমাকে সেখানে নিয়ে চল'
রক্ষী ফেরেস্তা তাকে বলল, 'ওটা ওয়ান ওয়ে।ওখানে একবার গেলে আর আপনি ফেরৎ আসতে পারবেন না।'
লোকটি বলল, তা হলেও আমি সেখানে থাকব, এখানে আর থাকতে চাইনে।
তখন ফেরেস্তা তাকে দোযখে রেখে এল। কিন্তু লোকটি দোযখে গিয়ে দেখল যা সে বেহেস্ত থেকে দেখেছে ব্যাপরটা ঘটছে তার উল্টো। দোযখে শুধু শাস্তি আর শাস্তি। তখন সে দোযখ রক্ষীকে ডেকে

বলল, আমি বেহেস্ত থেকে যা দেখলাম তা এখানে নেই কেন?
রক্ষী ফেরেস্তা বলল, ওটা তো ছিল ট্রেইলর।'
এই গল্পের মতই তেমনি এই **ট্রেইলর** হাদিস দেখে যাবতীয় বদমাস, খুনীরা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারপর হাত বা হারিয়ে খঞ্জ হয়ে বসে থাকবে অথবা নুড়ি পাথরের আঘাতে পরপারে চলে যাবে।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১:০৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নবিজী যার নির্দেশিত পথ সারা বিশ্বের মানবজাতির কেয়ামত পর্যন্ত চলার পথের পাথেয়, তিনি নিজে কি ভাবে এমন অপরাধমূলক কাজের লাইসেন্স দিয়ে যেতে পারলেন ?

হ্যাঁ আপনিও করেন। কেন, আপনাকে কি কেউ অপরাধ করতে বাঁধা দিচেছ? তবে হ্যাঁ, আপনি যদি মুসলিম হন। তাহলে খবর আছে। মুহম্মদ কিন্তু বলেছে-চুরির অপরাধে ডান হাত কব্জি থেকে কেটে ফেলা, ডাকাতির অপরাধে ডান হাত বা বাম পা কর্তন। ব্যভিচারের শাস্তি এক'শ বেত্রাঘাত (অবিবাহিতের বেলায় প্রযোজ্য) অথবা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা (বিবাহিতের বেলায় প্রযোজ্য) এবং ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত।
আপনি কি বিবাহিত? তাহলে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে আপনার জন্যে থাকছে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। অর্ধেক আপনার মাটিতে পুঁতে ফেলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে।

এখন ভেবে দেখুন মুহম্মদের কাছ থেকে অপরাধ করার লাইসেন্স আপনি নিবেন কিনা।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৮:৩৮ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
আপনার ধৈর্যের বাধ দেখে আমি সত্যি বিস্মিত। আরো মুগ্ধ আপনার **ইসলামের প্রকৃত সত্যেকে** তুলে ধরার প্রাণন্ত কর প্রচেষ্টা দেখে।

ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে আপনার জন্যে থাকছে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা। অর্ধেক আপনার মাটিতে পুঁতে ফেলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে।

ধরুন আপনার আশংখা সত্যি হল। চাকলাদার সাহেব বা অন্য কাউকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে হত্যার রায় দিল কোন দেশের শরীয়া আইন। জানতে মন চায়-আপনার যদি সুযোগ থাকে তখন

আপনিও কি পাথর নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন চাকলাদার সাহেব বা সেই দোষী ব্যক্তি কে নির্মম ভাবে হত্যা করতে?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:০৪ অপরাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

জানতে মন চায়-আপনার যদি সুযোগ থাকে তখন আপনিও কি পাথর নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবেন চাকলাদার সাহেব বা সেই দোষী ব্যক্তি কে নির্মম ভাবে হত্যা করতে?

অবশ্যই না। কারণ আমি মুমিন মুসলিম না।

অচেনা এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ২:০৩ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

অবশ্যই না। কারণ আমি মুমিন মুসলিম না।

ওহ তাহলে আপনি স্বীকার করেই নিলেন যে মুমিন মুসলিম রা পাথর হাতে নিয়ে বসে থাকবে ?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৩১ অপরাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

আরো মুগ্ধ আপনার ইসলামের প্রকৃত সত্যেকে তুলে ধরার প্রাণন্ত কর প্রচেষ্টা দেখে।

আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি ইসলামের প্রকৃত সত্যেকে তুলে ধরার প্রাণন্ত কর প্রচেষ্টা করছি সম্পূর্ণ ভুল।

কোরআনই বলেছে ঐ কিতাবের ভুল বা খুঁত আছে কিনা তা দেখার জন্যে। সুতরাং ভুল বের করার চেষ্টা দোষণীয় নয়। আমি এখানে ভবঘুরের আর্টিকেলের উপস্থাপনার ত্রুটিটা দেখাতে চেয়েছি মাত্র। কারণ নামকাওয়াস্তে মুসলিমও জানে কোরআন একবারে নাযিল হয়নি। এর প্রত্যেকটি আয়াত অবতরণের কারণ রয়েছে। আর তাই শুধু আয়াতের অর্থ করে তা বোঝা যাবে না। কিন্তু মি: ভবঘুরে এই সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে বিদ্বেষবশত: বঙ্গানুবাদকে বিকৃত করে তার মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে। আমি এটি তাকে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র।
তবে মন্তব্যগুলোতে বিভিন্ন প্রশ্ন আসাতে তার কিছু উত্তর আমি দিয়েছি। লক্ষ্যণীয় , যারা এখানে মন্তব্য করেছে তাদের অধিকাংশ্ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ঢেলে দেবার চেষ্টা করেছে। এটা খারাপ। সহজ সুন্দরভাবে সমালোচনা করাই তো শিক্ষিত লোকের কাজ - না-কি। গঠনমূলক সমালোচনা ভাল নয়? ধর্মে যদি কোন খুঁত থাকে তা দেখিয়ে দেবার জন্যেই তো মানুষের শিক্ষা। তবে যেহেতু ধর্ম সেনসেটিভ বিষয় সেকারণে অধিক না জেনে মন্তব্য করা বোকামী। ধর্মীয় সমালোচনা মূলক আর্টিকেল এমনভাবে লিখতে হবে যাতে কেউ কোন খুঁত খুঁজে না পায়। অর্থাৎ সম্ভাব্য প্রশ্ন যা আসতে পারে তা জেনেই হবে লেখা। কিন্তু দেখেন, ভবঘুরেকে যদি আমি বলি আপনি যে আয়াতের অর্থ করছেন , কি পরিপ্রেক্ষিতে এটা নাযিল হয়েছিল? সে তা বলতে পারবে না। তাহলে এধরণের আর্টিকেল লেখার উদ্দেশ্য কি ওনার? বিদ্বেষবশত: নয়-কি? এটারই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ৯:৪৫ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, চমতকার বলেছেন ...।।ধর্মের বিপক্ষে বললেই মন গড়া ব্যাখ্যা...আয়াত নাযিল কি কারনে হয়েছিল...ইত্যাদি নানা প্যাচাল...এক্তা প্রশ্ন করি ...।আপ্নারা বলেন কুরান আগে থেকেই সংরখিত ছিল লাওহে মাহফুজে...আবু লাহাব সুরা তা পরেছেন নিশ্চয় ...।আচ্ছা বলুন তো...আবু লাহাব যদি ভাল মানুষ হত তাহলে সুরাটার কি হত ...? মুল কথায় আসি...।কুরানের আয়াত নাযিল হয়েছে কোন ঘটনা কে কেন্দ্র করে...।এখন প্রশ্ন...ঘটনা টা ঘটে বলে আয়াত নাযিল হয় নাকি আয়াত নাযিল হবে জন্য ঘটনা টা টি ঘটে?...যদি একটি সংরখিত সুরা র কারনে আবু লাহাব আবু লাহাব হয় তাহলে আবু লাহাবের আর দোষ কি ...আর আবু লাহাবের কারনে যদি আল্লাহকে আবু লাহাব সুরা টি লিখতে হয় তবে কুরান ঠিক আছে কিন্তু আপ্নিও জানেন যে পরের শর্ত তি সঠিক নয় ...কুরানের মারকাটারি আয়াত গুলকে সাময়িক বলে চালানর একটা বদ অভ্যাস আপনাদের আছে...মনে হয় যেন শান্তিবাদি আয়াতগুলো সার্বজনিন আর মারকাটারি গুলো সাময়িক...চমতকার...কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই যখন সব নাযিল তখন হয় সব সাময়িক নয় সব সার্বজনিন আশা করি বুঝেছেন ...।

3. 3

রাজেশ তালুকদার

জুন ৭, ২০১২ সময়: ৫:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

খামোখা এরে ওরে দোষারোপ করেন ভাইজান, নিজেওতো কম যান না দেহি পাবলিকরে একটা লেহা হজমের সুযোগ না দিয়া জিব্রাইল মারফত আরেকটা সত্ত্বর নামাইয়া নিলেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৮, ২০১২ at ১০:০৬ পূর্বাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

আরে ভাই আমি তো কয়েকদিন সময় নিলাম ডাউনলোড করতে। মোহাম্মদকে তো দেখেছি একটা আয়াত নামানোর পরে তা সঠিক না হওয়াতে কয় মিনিট পরেই নতুন করে পরিবর্তিত আয়াত ডাউনলোড করতে।

4. 4
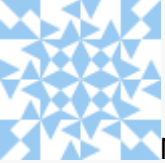
Masud

জুন ৭, ২০১২ সময়: ৮:০৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এক লোক এসে বলল, আমি আল্লাহ-র রসুল এবং ইহা আল্লাহ-র পক্ক থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। সুতরাং, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আন সৃষ্টিকর্তার উপর , ফেরেশতাদের উপর, বিচার দিবসের উপর......। আর এমনি মানুষেরা বিশ্বাস করবে??? এত সহজ???
নাস্তিকদের জ্ঞান এবং প্রকৃত মুসলমানদের জ্ঞান সমপর্যায়ের নয়। প্রকৃত মুসলমানেরা কখনও অন্ধ ভাবে বিশ্বাসের উপর ভর করে ঈমান আনে না। বেহেস্ত বা হুর-পরীর লোভে আল্লাহ-র উদ্দেশ্যে ইবাদত করে না। তারা যখন ঈমান আনে, নিজের সাথে বুঝেই করে। নাস্তিকেরা খোদাভীরুদের সম্পর্কে যা বলে তা শুধু তাদের জিদ আর অহংকারমূলক কথাবার্তা। মোল্লাদের মত তাদেরও

বোঝশক্তি কমই। যুক্তির দেয়ালের ভীতরে তাদের জ্ঞান আবদ্ধ।
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে নিজের “আমি”। এর ভীতরেই লুকিয়ে আছে জ্ঞানের আরেক জগত, যা এই টাইম ও স্পেস ডাইমেনশনের উর্ধে। “আমি”-র জগতের ভীতরে যুক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। যে নিজের “আমি”এবং নিজের অস্তিত্ব থেকে জ্ঞান আহরন করতে না জানে, তার পক্কে নিজেকে আল্লাহ-র কাছে সমর্পণ করা বড় দুর্বোধ্য।
নাস্তিকেরা “জীবনের উদ্দেশ্য” এবং “আমি” সম্পর্কে যা বলে তা শুধুমাত্র তাদের অনুমানভিত্তিক কথা এবং ধার করা ধারণা। সাধনা ছাড়া কারো পক্কে সম্ভব নয়, “আমি”-র জগতে পৌছা। “আমি”-কে জানার কাছের ও সস্তা একটি পন্থা হল “নিজের বর্তমান সুরক্ষিত অবস্থান ত্যাগ করে সতাতার সহিত ‘দরিদ্রতা’-র ভীতরে জীবন-যাপন করা”।
যখন নাস্তিকদের এই পন্থা বলে দেওয়া হয় নিজের “আমি”-কে জানার, তখন তারা তর্ক শুরু করে এবং অপরপক্ষকে ‘পাগল’ বলতে থাকে। অহংকার ও জিদের বশবর্তী হয়েই এই কাজটি করে। তারা ‘ইসলাম’ বা ‘মৃত্যু’-কে গ্রহণ করবে কিন্তু নিজের অবস্থান ত্যাগ করে ‘দরিদ্রতা’-কে কখনই নয়। নিজেরাই নিজেদের সাথে আত্মপ্রতারনা করছে আর ভাণ করছে জ্ঞানের সবকিছু অর্জন করে ফেলেছে।

অগ্নি এর জবাব:
জুন ৮, ২০১২ at ১২:১৭ পূর্বাহ্ণ
@Masud,
ভাই ফালতু প্যাচাল না পাইরা পারলে উপরের কথা গুলোর উত্তর দেন , মিথ্যা প্রমাণ করুন।
হুর-পরো-গেলমানের লোভে আর কত মিথ্যা বলবেন। নিজেও জানেন কি করছেন। শুধু লোভ , ক্ষমতা আর ভোগের জন্য কেন ধান ভান্ তে শিবির গীত গান ???
এটাই হচ্ছে

নাস্তিকদের জ্ঞান এবং প্রকৃত মুসলমানদের জ্ঞান সমপর্যায়ের নয়

না হবার কারণ।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৩, ২০১২ at ১০:২২ অপরাহ্ণ
@অগ্নি,
না হবার কারণ জানতে যে কোন একজন প্রকৃত মুসলিমের দিকে নজর দিন। উদাহরণ স্বরূপ জেসাস

(মুহম্মদের কথা বাদ দিলাম আপনারা তো তাকে মানেন না।) - বাইবেলটা পড়ুন আর দেখুন তার জ্ঞান আর নাস্তিকদের জ্ঞানের কতটা তফাৎ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ৮, ২০১২ at ১:৪১ পূর্বাহ্ণ

@Masud,

এক লোক এসে বলল, আমি আল্লাহ-র রসুল এবং ইহা আল্লাহ-র পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। সুতরাং, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আন সৃষ্টিকর্তার উপর , ফেরেশতাদের উপর, বিচার দিবসের উপর......। আর এমনি মানুষেরা বিশ্বাস করবে??? এত সহজ???

বিষয়টা আসলেই সহজ নয় , আর দেখুন মোহাম্মদ যতদিন মক্কায় ছিলেন তিনি সেটা প্রতিষ্ঠিত ক রতে পারেন নি। অত:পর মক্কায় হিজরত করার পর যখন তিনি একটা ডাকাত বাহিনী গঠন করে মক্কাবাসীদের বানিজ্য কাফেলা ডাকাতি করে তাদের সম্পদ গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ করে নিতে লাগলেন তখন আস্তে আস্তে মদিনাবাসীরাও গণিমতের মালের লোভে তার দলে যোগ দিল। এর ফলে ক্রমশ: মোহাম্মদ মদিনাতে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন ও এর পর পরই সেই ডাকাত বাহিনী আশপাশের ইহুদি বসতিতে হানা দিয়ে তাদেরকে খুন করে তাদের সম্পদ লুটপাট করতে লাগল। এভাবেই যখন মোহাম্মদ একজন নেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন তখনই তার ইসলামের প্রসার ঘটতে লাগল। মানুষ প্রথমত: গণিমতের লোভ ও পরে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। ভাল করে মোহাম্মদের মক্কার জীবন ও মদিনার জীবন নিয়ে যদি পড়াশুনা করেন , বিষয়টি ক্রমশ: আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে আশা করি।

নিজেরাই নিজেদের সাথে আত্মপ্রতারনা করছে আর ভাণ করছে জ্ঞানের সবকিছু অর্জন করে ফেলেছে।

মোহাম্মদের জীবন ইতিহাস বলে তিনি নিজেই নিজের সাথে বেশী প্রতারণা করেছেন ও সেই সাথে আরববাসীদেরকে প্রতারণা করেছেন।

সাগর এর জবাব:

জুন ৮, ২০১২ at ২:৪৬ অপরাহ্ণ

@ admin.....আমরা যুক্তিপুর্ন বি্রোধিতা কে স্বাগত জানাই তবে ছাগল মারকা বদনা মারকা কিছু লেখা হচ্ছে আর admin তা রেখে দিচ্ছে মানতে পারলাম না। মাসুদ সাহেব যা লিখেছেন তা পরে মনে হল কি আমি বলি কি আর ছাগলে শোনে কি...।

*মাসুদ*এর জবাব:

জুন ১১, ২০১২ at ২:১৬ পূর্বাহ্ণ

@Masud,

মোল্লাদের মত তাদেরও বোঝশক্তি কমই। যুক্তির দেয়ালের ভীতরে তাদের জ্ঞান আবদ্ধ।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৩, ২০১২ at ২:৩৪ পূর্বাহ্ণ

@Masud, ভাইজান কি নেশা করে ব্লগে এসেছেন নাকি? এইসব ত পুরানো কাসুন্দি!

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৯:৫১ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা, দারুন বলেছেন...ধার্মিকদের যা অবস্থা...।।যুক্তি শুনে হাসি পায়...।।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৬:৫৫ অপরাহ্ণ

@সাগর, হ্যাঁ ভাই হাসি পাবারই কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার হাসতে হাসতে কান্না পায় যখন দেখি যে এদের মাথাটা এতই পচা পচেছে যে আর সেটা ভাল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সাগর এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৯:৫১ পূর্বাহ্ণ

@Masud, মাসজিদে এই বয়ান দিলে খুব নাম হবে দাদা ...আর ইতিমধ্যেই আপনার আল্লাহ কিন্তু খুব রাজী হয়ে গেছেন আপনার উপর...হুর নিয়ে ভাল থাকবেন...

5. 5
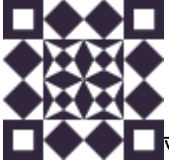
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ৮, ২০১২ সময়: ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লক্ষ করুন:

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোরান , ৩:৭

আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

অথচ এই কোরানেই আবার পড়তেছি : "কোরানকে বুঝার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে "

আর একথা মাত্র একবার বলে শেষ করে দেয়া হয় নাই বরং বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বার বার বলা হয়েছে।

তাহলে আমরা সাধারন মানুষেরা কোনটা সঠিক বলে ধরে নিতে পারি ?

তাহলে দেখুন।

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?সূরা-কামার-৫৪: ১৭
আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা-কামার-৫৪:২২
আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা-কামার-৫৪:৩২

ধন্যবাদ

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ৮, ২০১২ at ১০:০৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আর একথা মাত্র একবার বলে শেষ করে দেয়া হয় নাই বরং বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বার বার বলা হয়েছে।

এটা আপনার কাছে তাই মনে হয় কিন্তু ইদানিংকার অনুবাদকরা কিন্তু নিচের আয়াতের অন্য রকম অর্থ আবিস্কার করে ফেলেছে-

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?সূরা-কামার-৫৪: ১৭
আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা-কামার-৫৪:২২
আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা-কামার-৫৪:৩২

তারা বলছে এটার বঙ্গানুবাদ হবে এরকম -

আমি কোরানকে সহজ করে দিয়েছি জিকির করার জন্য
সহজেই বুঝা যায় কেন এরকম পরিবর্তন। কারন তারা বুঝতে পেরেছে কোরানের আয়াত পড়ে অনেক সময়ই পরিস্কার অর্থ বোঝা যায় না। সুতরাং কোরানের বানীর পরিবর্তন না করলে তা হয়ে যাবে সাংঘর্ষিক। তাহলে বুঝুন ঠেলা। অথচ এরাই আবার আমাদেরকে বলে আমরা নাকি কোরানের অর্থ বিকৃত করি।

6. 6
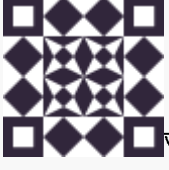
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ৮, ২০১২ সময়: ৫:৫৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনারই নিবন্ধে লক্ষ রুন:

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। **এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।** আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোরান , ৩:৭

বুঝলাম,

আমাদের মতন গন্ডমুর্খ লোকদের সম্মুখে পন্ডিতগন যে কোন একটি আরবী ভাষার আয়াত উপস্থিত করে যদি বলেন যে এটা "আল্লাহর বানী,এটা অস্বীকার বা এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ পোষন করিলে- জাহান্নাম অবধারিত" তখন আমাদের মতন ঈমানদার বান্দাদের কে পন্ডিতগন যা কিছুই বলেন অন্ধের মতন আমাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় থাকেনা।

উপরের বোল্ড করা অংশ পরিস্কার ভাবে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে এই বক্তব্যের বক্তা স্বয়ং নবিজী নিজেই- আল্লাহ এর বক্তা নন। তাহলে এটা আল্লাহর বানী কি করে হল?

অংশটি:

এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

আমি দুঃক্ষিত যে আপনার নিবন্ধের বক্তব্যের বিষয় বহির্ভূত বিষয় আমাকে আলোচনায় আনতে হল।

ধ্যন্যবাদ।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১০:০১ অপরাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

চরম রম্য রচনাকেও ছাড়িয়ে গেল আপনার মন্তব্য।

আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

পরিস্কার ভাবে স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে এই বক্তব্যের বক্তা স্বয়ং নবিজী নিজেই-আল্লাহ এর বক্তা নন। তাহলে এটা আল্লাহর বানী কি করে হল?

পাঠকগণ, হাকিম সাহেবের দৃষ্টির পরিসরটা দেখেছেন তো ?

সাগর এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ১০:০০ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, আপনি বলতে চাচ্ছেন বাক্য টি উহ্য…।। first person narrative view এ লেখা কোন কিছু অন্য narrative view তে নিয়ে গেলে সেটা এক্ টা সমস্যা…।।যেমন আপনি যদি নিজের এক্ টা জীবনি লিখেন তাহলে আপনি সব সময় 'আমি' ইউজ করবেন…।।বাক্য উহ্য রাখা তখন ঝামেলা করবে…যেমন…আমি সেখানে গিয়েছিলাম লিখলে পাঠক জানে আপনি ই সেখানে গিয়েছিলেন কিন্তু যদি বই এ এভাবে থাকে সে(আপ নি) এখানে এসেছিল তখন পাঠকের view point অন্য person এ যাবে ।।আল্লাহ কুরানে ঠিক এই ঝামেলাটাই করেছেন …।।আশা করি বুঝেছেন

7. 7
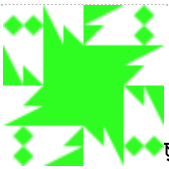
ছন্নছাড়া

জুন ৮, ২০১২ সময়: ৬:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

গত পর্বটি পড়েছিলাম খুব দ্রুত আর ব্যস্ততা ও ছিলো খুব বেশি তাই কিছুই লিখতে পারিনি।১২ পর্বের পরে দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে কি মারাত্মক ধারালো একটি লেখাই না ছুড়ে দিলেন যার উত্তর দিতে গিয়ে মাসুদ সাহেবের মত ধর্ম জ্ঞানীরা লেজেগোবরে পাকিয়ে ফেললেন। আমি এই শ্রেনীর লেখকদের লেখাও কিন্তু খুব উপভোগ করি।এদের লেখা সাধারনত ধান বানতে শীবের গীতের মত শোনায় তার পরে কোন উদ্দেশ্য ও যুক্তির ধার না ধেরে লিখতেই থাকে , লিখতেই থাকে এবং পরিশেষে নাস্তিকদের শ্রাদ্ধ করে তবেই ওপারের জান্নাতের টিকিট কাটেন।কখনই আমি এদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট আলচনায় আসতে দেখিনি।যদি দেখতাম সত্যিই তারা যৌক্তিকভাবে লেখকের বক্তব্যের অসারতা প্রমান করতে পারছে তবে মুল আলোচনাটি আরো জমে উঠত।আর ভাই ভবঘুরে হঠাৎ করে পর্বটি শেষ করবেন্না দয়া করে।এই লেখগুলো পড়ে মনে হয় জীবনে অনেক কিছুই জানা হয়নি।দুর্মূল্যের বাজারে পরিবার চালাতে গিয়ে সারাটা দিন ছুটে বেড়াই। সময় পাইনা এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করার । আপনাদের বদৌলতেই জানার তৃষ্ণা মেটে। আমার মনে হয় মূল লেখাটার নিচের মন্তব্যগুলিও অনেক গুরুত্বপূর্ন তথ্য ধারন করে এগুলিও সেভ করতে পারলে কাজে লাগত।

এটাকি কোন ভাবে করা যায়?

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ৯, ২০১২ at ১২:০৭ অপরাহ্ণ

@ছন্নছাড়া,

> আমি এই শ্রেনীর লেখকদের লেখাও কিন্তু খুব উপভোগ করি।এদের লেখা সাধারনত ধান বানতে শীবের গীতের মত শোনায় তার পরে কোন উদ্দেশ্য ও যুক্তির ধার না ধেরে লিখতেই থাকে, লিখতেই থাকে এবং পরিশেষে নাস্তিকদের শ্রাদ্ধ করে তবেই ওপারের জান্নাতের টিকিট কাটেন

দারুন বলেছেন। শুধু লেখা নয় , আমি বর্তমানে খৃষ্টান পন্ডিতদের সাথে ইসলামি পন্ডিতদেরও বিতর্কে লক্ষ্য করেছি খৃষ্টান পন্ডিতরা যেখানে দলিল উল্লেখ করে একের পর এক বক্তব্য দিয়ে তুলোধুনো করতে থাকে, বিপরীতে মুসলিম পন্ডিতরা শুধু তোতা পাখীর মত একই কথা কোন রকম রেফারেন্স ছাড়া আবেগের সুরে বলে যেতে থাকে। কি বিরক্তি যে তখন লাগে ! এসব খৃষ্টান পন্ডিতরা অনেক আগে থেকেই জাকির নায়েককে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, কেন যে সে সেটা গ্রহণ করছে না সেই জানে। তবে বোঝাই যায় কোরান হাদিস না জানা সাধারন মুসলমানের সামনে যেভাবে বয়ান করে হাত তালি পাওয়া যায় সেটা তাদের সাথে চলবে না বুঝতে পেরেই চুপসে গেছে।

8. ৪

mkfaruk

জুন ৯, ২০১২ সময়: ১:৩১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

সূরা আত তওবার ৫ আয়াতটি কুরাইশদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছিল কেননা তারা হুদাইবিয়ার চুক্তির ৪র্থ শর্তটি (দশ বৎসরের জন্যে শত্রুতা বন্ধ থাকবে এবং কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে না। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায় এই নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারও প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।) ভঙ্গ করেছিল।

বনি বকররা বনি খোজাদের আক্রমণ করে বসল। বনি খোজারা মুসলমা নদের সঙ্গে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে গোপনে বনি বকরদেরকে যোদ্ধা ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল।

চুক্তির ৫ম শর্তটি ছিল- কুরাইশদের কোন ব্যক্তি পালিয়ে মুহম্মদের দলে যোগ দিলে , মুহম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দেবে।– স্পষ্টতই এ শর্তটি পুরুষদের জন্যে। নারীদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু কিছু মুসলিম ভ্রান্তিতে ছিল। তখন এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে চুক্তির শর্তটি স্পষ্ট হয় এবং মুসলিমদের ভ্রান্তি দূর হয়।

“অন্যদিকে মোহাম্মদ মদিনার আশ পাশের ইহুদি অধ্যূষিত জনপ দে আতর্কিকে হানা দিয়ে তাদের ধন সম্পদ লুঠ-পাট করে তা গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে নিতেন, নারীদেরকেও ভাগাভাগি করে নিতেন যৌন দাসী হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ।উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- বানু কুরাইজা, খায়বার এসবের ওপর আক্রমন ,ইহুদিদেরকে নির্বিচারে হত্যা, তাদের ধন সম্পদ লুট-পাট, নারীদেরকে ভাগাভাগি করে নিয়ে যৌনদাসী বানান।”———-সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি। মদিনায় যখন সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অন্যান্য শর্তাদির সঙ্গে প্রত্যেক গোত্র এই শর্তও মেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের কোন শত্রুকে কোনভাবেই তারা সাহায্য সহযোগিতা করবে না এবং যদি বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা প্রজাতন্ত্র আক্রান্ত হয় তবে তারা মুসলমানদের সঙ্গে স্বদেশ রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কিন্তু প্রথম থেকেই ইহুদিরা এই চুক্তি লঙ্ঘন করে আসছিল। বনি কুরাইজার এরূপ চুক্তিভঙ্গের অপরাধ পর পর ক্ষমা করা হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর তারা নুতন করে মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি করে যে , অতঃপর আর কখনই তারা তাদের শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে না। এই চুক্তি স্থাপনের সুবাদে ক্ষতিপূরণ ও দন্ড ব্যতিরেকেই তাদের অপরাধ মার্জনা করা হয়।

অতঃপর কুরাইশদের মদিনা আক্রমণের সংবাদে প্রথম সুযোগেই তারা সন্ধিপত্র ছিন্নকরে ফেলে এবং শত্রু শিবিরে যোগদান করে। তাদের চুক্তিভঙ্গের খবর মুহম্মদের কানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাদ বিন রিদ্দবকে পাঠিয়ে তাদেরকে অনুরোধ করলেন তাদের তাদের কর্তব্য পালন করতে ফিরে যা বার জন্যে। তারা যে উত্তর প্রদান করেছিল তা অতীব ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'কে সেই মুহম্মদ, কে সেই প্রেরিত পুরুষ যাকে আমরা মানব? আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই।'

বনি কুরাইজা গোত্র অঙ্গীকৃত চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল এবং একসময়ে তাদের দিক থেকে তারা মদিনাবাসীকে প্রায় হতবাক করে ফেলেছিল- এটা এমন একটা ঘটনা যা সফল হলে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হত। কাজেই মুসলমানরা এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা দাবী করা তাদের কর্তব্য হিসেবে মনে করল। এই দাবী কুরাইজা গোত্র স্পর্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে ইহুদিদের অবরোধ করা হল এবং স্বেচছায় আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করা হল।

আর কোন মানুষের সমগ্র অপরাধের ভার তার ঈমানের ভারকে অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং ঈমান থাকলে অপরাধ যতই হোক না কেন সে বেহেস্তবাসী একদিন না একদিন হবেই।

আর ইহুদি বা খৃষ্টানের উদাহরণ দিচ্ছেন কেন ? তারা কারা? মূসা বা মোজেস এবং ঈসা বা যিশু খৃষ্ট তো একই কাতারের লোক, একই ধর্ম প্রচারকারী।

গোলাপ এর জবাব:

জুন ৯, ২০১২ at ১০:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি।

তাই নাকি?

সবচেয়ে প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসবিদদের মতে মুহাম্মদ তার মদিনা জীবনের (৬২২-৬৩২ সাল) ১০ বছরে মোট **৬০ টিরও বেশী** যুদ্ধে /সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। গড়ে ৬-৮ সপ্তাহে একটি। এই হলো তার লিস্ট:

Prophet Muhammad's (SWS) biography by pious Muslims list more than sixty failed or successful Battle (expedition /Raid), undertaken by him, in his last 10 yrs of residence in Medina (622-632 CE).

Ghazwa (pl Ghazawat) or Maghazi -meaning, raiding expedition where Muhammad himself participated is twenty seven. Lists are (the authorities differ about sequences):

623 CE:

1. Al -Abwa
2. Buwat
3. Al-Ushayrah

624 CE :

4. * Badr (first)
5. * Badr – March, 624 CE
6. Banu Sulaym
7. Al- Sawiq
8. Ghatafan
9. Bahran

625 CE:

10. * Ohud – March, 625 CE
11. Humra Al- Asad
12. Banu Nadir – August, 625 CE
13. Dhat -Al- Riqa of Nakhl
14. Another Badr

626 CE:

15. Dumat -Al- Jandal
16. Banu Mustaliq of Khuzah

627 CE:

17. * Battle of Ditch (Trench /Khandaq) – May, 627 CE
18. * Banu Qurayza – April, 627 CE
19. Banu Lihyan of Hudhayl
20. Dhu Qarad

628 CE:

21. Campaign/Treaty of Hudaybiya – March, 628 CE
22. * Khaybar – May, 628 CE
23. Wadi Al-Qura

630 CE:

24. * Conquest of Mecca – January, 630 CE
25. * Hunayun – August, 630 CE
26. * Al Taif

631 CE:

27. Tabuk – Sept, 631

Sariyyah (pl. Saraya) - means, the armies and raiding parties sent by Muhammad; but he did not take part physically are thirty five. Lists are (the authorities differ about sequences):

1. Thanniyyat Al-Murah
2. Al Is
3. Al Kharran
4. Nakhala - January, 624 CE
5. Al - Qardah
6. Al-Raji
7. Bir- Munah
8. Dhu Al Qassah
9. Turabah
10. Yemen
11. Al-Kadid
12. Fadak
13. Banu Salaym
14. Al Ghamrah
15. Qatan
16. Al-Qurata of Hawazin
17. Banu Murrah in Fadak
18. Yumn and Jnab
19. Al Jamun
20. Judham
21. Wadi Al Qura
22. Assasination of Yusayr bin Rizam in Khaybar
23. Another attack in Khaybar
24. Assassination of Abu Rafi in Khaybar
25. Assassination of Kaab bin Al-Ashraf
26. Assassination of Asma binte Marwan
27. Attack and killing of Khalid bin Sufiyan
28. Mutah
29. Dhat Atlah
30. Banu Al Anbar
31. Banu Murrah
32. Dhat Al-Salasil
33. Valley of Idam

34. Al- Ghabah
35. Al Khabat
He died on June, 632 CE.

Reference:
Tarikh Al Rasul Waal Muluk' - by Al Tabari (839-923 CE)
Volume IX, Page 1756-1760 - Translated and annotated by Ismail K Poonawala.
University of California, Los Angeles
State University of New York Press, Albany, NY

আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে এই বিপুল সংখ্যক সংঘর্ষের মধ্যে ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনটাই আত্মরক্ষা মূলক ছিল না। ছিল 'offensive/preemptive।

উপযুক্ত রেফারেন্স সহ মন্তব্য করুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ১১:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনি এই সব অন্ধ ও বধির লোকদেরকে যতই দলিল দস্তাবেজ থেকে উদাহরণ দিন না কেন এরা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানোর মতো তাদেরকে শিখানো বুলিই আউড়ে যাবে। এরা ইতিহাস পড়ে না , হাদিস পড়ে না এমনকি কোরানও পড়ে না। মোহাম্মদ এদের হৃদয় ও মন শুধু নয় , মস্তিষ্কেও সীল মেরে দিয়ে গেছে।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ৫:২৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আপনি এই সব অন্ধ ও বধির লোকদেরকে যতই দলিল দস্তাবেজ থেকে উদাহরণ দিন না কেন এরা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজানোর মতো তাদেরকে **শিখানো বুলিই** আউড়ে যাবে।

দলিল দস্তাবেজ তাদের কাছেও আছে। পার্থক্য শুধু একই দলিল দস্তাবেজের অনুবাদ আপনি করেছেন এক ভাবে তারা করেছেন আরেক ভাবে, আপনি বোঝেছেন এক রকম তারা বোঝেছেন অন্য রকম। এ জন্যে তাদেরকে অন্ধ ও বধির আখ্যায়ীত করে তাদের সাথে আলোচনার দরজা বন্ধ করে দেয়া ঠিক নয়। আপনি নিজেই মেনে নিচ্ছেন এসব **শিখানো বুলি**। তাহলে দোষটা কার, আর আপনার এই লেখাটাই বা কার জন্যে? আমরা শুধু ইনফরমেশন দিতে পারি, তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরতে পারি, কাউকে তা বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে ফোর্স করতে পারিনা। আমাদেরকে সংযত কোমল ভাষা ব্যবহার করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে কাউকে কোন বিশেষণে আখ্যায়ীত করা বা কারো প্রতি ঘৃণা -ক্ষোভ থেকে এসব লেখা হচ্ছেনা। মুহাম্মদ কোরানে বহুবার এক দলকে অন্ধ ও বধির আর আরেক দলকে চক্ষুষ্মাণ ও জ্ঞানী বলে দুনিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন , আমরা তা করতে পারিনা। আমাদের লেখা হউক Informative writing আমরা হই শুধুই নিরপেক্ষ বার্তাবাহক ও তথ্য প্রদানকারী।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ৭:২১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
হায় আল্লা, আমি তো ইতিহাস সম্পর্কে আপনার পড়াশুনো আমার থেকে কম বলেই ধরে নিয়েছিলাম!

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ৯:৫৭ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আপনি যা বললেন সেটাকেই সত্য বলে ধরা হবে, যতক্ষন না আপনি আপনার ইতিহাসের জ্ঞান এখানে জাহির করছেন। আপনাকে অনুরোধ , দয়া করে আপনার আবেগ মথিত অর্থহীন কথাবার্তা এখানে পোষ্ট করবেন না। এ বিষয়ে এডমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি , কারো বিশেষ আবেগের কথা শুনার জন্য আমরা এখানে আসি না। অন্ধ বিশ্বাস ও আবেগ প্রকাশ করার অন্য ব্লগ সাইট আছে সেখানে গেলে তারা আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৩, ২০১২ at ২:৪৩ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

এ বিষয়ে এডমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারো বিশেষ আবেগের কথা শুনার জন্য আমরা এখানে আসি না।

বাদ দেন না ভাই। আবেগপ্রবণ কথাবার্তার মাধ্যমেই তো প্রমাণ করে দিচ্ছে তারা নিজেদের আসল রুপ। কারা যুক্তি আর কারা আবগে চলে এটা অনেক মানুষের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে এভাবে।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৩:০৭ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আমি যা জানি তা এখানে জাহির করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার আপনার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কি। এটা কেন? কারণ তাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধে হবে , আর আমিও আত্মতৃপ্তি লাভ করব।

তবে একথা ঠিক, আপনি যদি এসএসসি থেকে এম এস পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন, আপনার কয়েকটি বিষয়ে দেশের বাইরে থেকে পিএইচডি থাকে এবং আপনার একাডেমিক শিক্ষা যদি আরো তিন যুগ আগে হয় - অবশ্যই আমি আপনার সাথে বিতর্কে যাব না। কারণ তখন আমি আপনার থেকে নীচের লেভেলে বিবেচিত হব।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৮:২১ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আমি যা জানি তা এখানে জাহির করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার আপনার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কি। এটা কেন? কারণ তাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধে হবে , আর আমিও আত্মতৃপ্তি লাভ করব।

ভাই বিষয়টা তো দেখি ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ভাইজান এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারন তো দেখি না। আমরা কিন্তু আপনা মত বিজ্ঞ মানুষের সাথে আলোচনা করতেই পছন্দ করি। এতে বহু পাঠক উপকৃত হয়। এমনও হতে পারে আমরা সবাই ভুল পথে চলছি , আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। হতে পারে আল্লাহই আমাদেরকে হেদায়েত করার জন্য আপনার মত মহাজ্ঞানীকে পাঠিয়েছেন।

জাকির নায়েকের মত একজন সাধারণ এম বি বি এস পাশ ডাক্তার যখন মহা ইসলামি পন্ডিত হতে পারে, তখন আমরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা লোকজন তো সামান্য কিছু জানতেই পারি না কি ?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ২:১৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আপনার কি এমবিবিএস এর একটি সার্টিফিকেট আছে? আপনার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট কি তার থেকে সমৃদ্ধ? যদি তা না হয়, তাহলে

জাকির নায়েকের মত একজন সাধারণ এম বি বি এস পাশ ডাক্তার

এভাবে জাকির নায়েক সম্পর্কে মন্তব্য হাস্যকর।

আপনি মি: নায়েকের এমবিবিএস এর পূর্বে **সাধারণ** শব্দটি ব্যবহার করে নিজের মানষিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন জনাব ভবঘুরে। **আর এ কারণেই আমি আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি , আপনাকে হেয় করার জন্যে নয়। কারণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও অপরকে এ মানসিকতা থেকে দেখে না।**
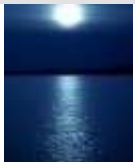
*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৭:৩১ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনি মি: নায়েকের এমবিবিএস এর পূর্বে সাধারণ শব্দটি ব্যবহার করে নিজের মানষিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন জনাব ভবঘুরে। আর এ কারণেই আমি আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি, আপনাকে হেয় করার জন্যে নয়।

উনি সাধারন বলতে নিচের লেভেলের ডিগ্রি বুঝিয়েছেন । আর আসল সমস্যাটা তো আপনারই তৈরি করা তাই না?আপনি নিজেই কিন্তু ঐ প্রসঙ্গের আবিষ্কারক। অসংলগ্ন কথা বার্তা ছাড়া আপনি কি র কিছুই শেখেননি?

আর মেডিকেল পড়াই যদি আপনার কাছে অসাধারণের প্রতিক হয়ে দাঁড়ায়, তবে আপনাকে বলতে চাই যে যারা চার্টার্ড আকাউন্টেন্ট অথবা বিজ্ঞানের বিষয়ের বাইরে অনেক বিশয়ে পড়াশোনা করে বেরিয়েছেন তারা কেউ মেডিকেল পাশ করাদের থেকে কম যোগ্য না অথবা তাদের কম পরিশ্রম করে লেখাপড়া করতে হয় না। চার্টার্ড আকাউন্টেন্ট হওয়া যে কত কঠিন পরিশ্রমের কাজ এটা সবাই কম বেশি জানে। অথবা আই বি এ থেকে বিবিএ এমবিএ করে বের হওয়াটাও পান্তা ভাত খাবার মত সোজা না।

কারণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও অপরকে এ মানসিকতা থেকে দেখে না।

জি এতক্ষণে ঠিক কথা বলেছেন। আর এর মাধ্যমেই আপনি নিজেই প্রমান করে দিলেন যে আপনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি নন। কারণ ভবঘুরে ভাইয়ের অথবা কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চাওয়া গেলে যাকির নায়েকের টাও জানতে চাওয়া যাবে।বরং আরও বেশি কর চাওয়া যাবে কারন যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে রেজা ল্ট কার কতটা ভাল সেটাই আপনার কাছে উপরের আর নিচের লেভেলের মাপকাঠি, যেটা আপনি নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনার সেই মন্তব্যে। মনে রাখবেন যাকির নায়েক আপনাদের কাছে সুপারস্টার হলেও , আমাদের কাছে একটা মাথা মোটা ভণ্ড ছাড়া র কিছুই না, যে কিনা একের পর এক তথ্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলে যায়। মুক্ত মনাতে আপনি যাকির নায়েকের ভণ্ডামি নিয়ে অনেক লেখা পাবেন। পড়ে দেখতে পারেন সেইসব লেখকদের লেখা, যদি তাদেরকে আপনি আপনার উপরের বা নিদেনপক্ষে সমান লেভেলের লোক ভেবে থাকেন।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১১:৩৯ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১১:৩৩ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, আপনি তো দেখি বেশি বোঝা পাব লিক, এম বি বি এস আপনার কাছে অসাধারন হলে আমার কি করার আছে ,ভবঘুরে ভাই পরে নিজেকে আরো সাধারন করেছেন স্েটা কি আপনার চোখে পরেনি?

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৭:১৪ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আমি যা জানি তা এখানে জাহির করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার আপনার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কি। এটা কেন? কারণ তাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধে হবে , আর আমিও আত্মতৃপ্তি লাভ করব।

মোহাম্মদের একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কি জানতে পারলে সুবিধা হত! ইউনিভার্সিটি অফ হেরা গুহা, আর শিক্ষক জিবরাঈল?

তবে একথা ঠিক, আপনি যদি এসএসসি থেকে এম এস পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন, আপনার কয়েকটি বিষয়ে দেশের বাইরে থেকে পিএইচডি থাকে এবং আপনার একাডেমিক শিক্ষা যদি আরো তিন যুগ আগে হয়- অবশ্যই আমি আপনার সাথে বিতর্কে যাব না। কারণ তখন আমি আপনার থেকে নীচের লেভেলে বিবেচিত হব।

মানুষের জানা না জানা এটা কি একাডেমিক শিক্ষার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল? ভাইজান স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তো কোনদিন নিজের বিষয়টার বাইরে কিছুই শিখতে পারলাম না! হ্যাঁ আরেকটা জিনিস জোর করে শেখানো হয়েছে যে স্কুল লেভেলে আর তা হল আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ

নাই আর মুহাম্মদ তার রসুল।আপনি কি এই জিনি স টার জন্যই একাডেমিক শিক্ষার উপরে বেশি জোর দিচ্ছেন? আপনি কি ইসলামিক স্টাডিস পরেছেন? যদি পরে থাকেন তবু সমস্যা নাই, আর না পড়ে থাকলে ত বুঝতেই পারছেন যে আমার মত আপনার মুসলিম পিতাও কেন আপনার জন্য বিজ্ঞান বা বানিজ্য বিভাগ ঠিক (দয়া করে ভুল বুঝবেন না কেউ প্লিজ , এখানে কোন সাবজেক্টকেই ছোট করে দেখান আমার উদ্দেশ্য না বরং আমি চাকরীর বাজারে চাহিদা আর সেই সাথে পাল্লা দিয়ে চলার জন্য বেশির ভাগ মানুষ কি করতে চায় সেটাই বলতে চেয়েছি মাত্র !) করে দিয়েছেন কারণ ওগুলা ছাড়া যে পেটে সর্বশক্তিমান আল্লাহ অন্নের জোগাড় করতে হিমশিম খান তাই না? । তা আপনার উল্লেখিত শর্তগুলো ভবঘুরে ভাইকে আপনার থেকে উপরের লেভেল এ রাখবে ও আপনি চলে যাবেন নিচের লেভেলে আর সেগুলো পুরন না হলে তিনি সেই লেভেলে যেতে পারবেন না ব্যাপারটা পরিস্কার হল না। ১ম হলেই তো সে বেশি জ্ঞানী হবে এই কথা আজ প্রথম শুনলাম। হা ক্লাসের ১ম বয় বা গার্ল অঙ্কটা ভাল পারতে পারে সেই সাথে আরো কিছু। উচ্চতর লেভেলে নিজেস্ব বিষয়টা , কিন্তু এর সাথে আল্লাহ রসুলের তর্কের কি সম্পর্ক ওটাই বুঝি না।তবে কি আমি উপরে যেটা বললাম আপনি সেটাই মিন করেছেন? যদি সেটাই করেন, তবে আমার মনে হয় যে ব্লগের সদস্যরা আপনার মত মানসিকতার লোকের সাথে কথা বলে অযথা সময় নষ্ট করছে।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১:৪৮ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

এ বিষয়ে এডমিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারো বিশেষ আবেগের কথা শুনার জন্য আমরা এখানে আসি না।

দুধ খাওয়া শিশুর মত -**মা আমাকে বকছে।** -এ কি ধরণের ভাষা? সাইটটির নাম দেখে, এতদিন এখানে লেখালেখি করেও অর্থটা বোঝেন নি? অবাক কান্ড?

এডমিন সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে বলেই তো আপনার আর্টিকেলটি এখানে স্থান পেয়েছে। স্কুলের পরীক্ষার খাতায় হলে বুঝতেই পারছেন, আপনাকে আর এক ক্লাস নীচে নামিয়ে দেয়া হত।

সাগর এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১১:৪২ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, যেমন খোদা তার তেমন বান্দা

mkfaruk এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ১২:০২ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,
মুহম্মদ সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি। সে ছিল আমার শখের সাবজেক্ট। আর এ কারণেই এ কথা বলা- মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি। আপনিও আমার পর্যায়ে এলে অবশ্যই একমত হবেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ২:২৩ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

মোহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি।

কে বলেছে অকারনে আক্রমন করেছে?
মদিনার প্রথম জীবনে স্রেফ ডাকাতি করতেন উনি তার দল নিয়ে মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর,. উদ্দেশ্য ধন সম্পদ লুট করা। কারন যে সব লোক জন নিয়ে তিনি মদিনাতে যান তাদের ভরণ পোষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এভাবে লুট পাট করে যখন তার শক্তি একটু বাড়ে , লুটের মালের বখরা পাওয়ার জন্য দলেও অনেক লোক জুটে যায় তখন শুরু হয় মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদি বসতি গুলোতে আতর্কিতে আক্রমন, উদ্দেশ্য ঐ একটাই লুটপাট। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল ইহুদি নিধন কারন ইহুদিরাই তাদের তৌরাত কিতাব মারফত একশত ভাগ নিশ্চিত ছিল যে এ মোহাম্মদ কোন আল্লাহর নবী নয়। যে কারনে ইহুদিরা ছিল মোহাম্মদের সবচাইতে বড় শত্রু। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতেই এভাবে আতর্কিকে তাদের বসতিতে মোহাম্মদের দল আক্রমন করত। বনু কুরাইজা , খায়বার এসব ইহুদি বসতিতে কিভাবে আক্রমন করেছিল একটু হাদিস ঘাটেন পেয়ে যাবেন , দরকারে google এর সাহায্য নেন।

মুহম্মদ সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি। সে ছিল আমা র শখের সাবজেক্ট।

মোহাম্মদ সম্পর্কে জানতে আপনাকে নির্মোহ হতে হবে প্রথমে। যদি আপনি প্রথমেই তাকে আল্লাহর নবী মনে করে তার সব কাজ কে বিচার করেন তাহলে তাকে চেনা যাবে না । বরং তার কাজগুলি একজন নবীর পক্ষে মানান সই কি না এ ভাবে বিচার করে তার সম্পর্কে জানুন , আশা করি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে যাবেন।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১১, ২০১২ at ৩:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আমি একজন টেকনিক্যাল পারসন, আর তাই যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া তথ্য আমলে নেই না কোরআন ব্যতিত। তাই কে, কেন, কখন, কাদের উপস্থিতেতে ইত্যাদি-আমি প্রথমেই দেখে নেই। আপনার মত বুখারী মুসলিমদের হাদিস দেখেই তা সত্য বলে ধরে নেই না যতক্ষণ না ঐ হাদিসের চারজন স্বকর্ণে শোনা সাহাবী পাওয়া না যায়।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৩:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

আমি একজন টেকনিক্যাল পারসন, আর তাই যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া তথ্য আমলে নেই না কোরআন ব্যতিত। তাই কে, কেন, কখন, কাদের উপস্থিতেতে ইত্যাদি-আমি প্রথমেই দেখে নেই। আপনার মত বুখারী মুসলিমদের হাদিস দেখেই তা সত্য বলে ধরে নেই না যতক্ষণ না ঐ হাদিসের চারজন স্বকর্ণে শোনা সাহাবী পাওয়া না যায়।

আসলেই আপনি টেকনিক্যাল পারসন। আর তাই কোরান ব্যতিত আর কোন কিছুই আমলে নেন না তাইনা? শুধুমাত্র কোরানকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেন , তাই না ভাই? ।

সাগর এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, দাদা আমরা ইস্লামের সমালোচনা করি ইস্লামের বিভিন্ন বই ঘেটে আর তাতেই মহা গন্দগল ভাবুন তো একবার…আমেরিকার পেপার পড়ে আর আমেরিকাকে কতই সমালচনা করা যায়//? আমেরিকার পেপার গুলো তো আর তাদের বিপক্ষে লিখে না…যারা হাদিস কুরান লিখেছে তারা কি আর বিপক্ষে লিখেছে তারা ছিল সাহাবি নিজের ধর্মের বিপক্ষে তারা আর এমনকি কি লিখেছে…ছিটে ফোটা যা দেখা যায় তাতেও মহা গ্যাঞ্জাম,গজামিল,ভন্ডামি–-

*গোলাপ*এর জবাব:

জুন ১০, ২০১২ at ৬:৫৯ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

মুহম্মদ সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি। সে ছিল আমার শখের সাবজেক্ট।

আপনি খুবই সুন্দর একটা মন্তব্য করেছেন। আপনার মত অনেকেই "ইসলামকে" জানার চেষ্টা করে **"শখের বসে"।** সত্য জানার তাগিদে নয়। যে যে ধর্ম-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সে সেই ধর্মকেই "অকাট্য" বলে জেনেছেন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তার সে ধর্মটাই যে "অকাট্য সত্য" সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সে পড়াশুনা করেন। প্রায় ক্ষেত্রেই তা "সখের বসে"। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মাম্বলীরাই তাই করেন। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি এই স্তর অতিক্রম করে তার পৈতৃক ধর্মটিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে **"সত্য জানার তাগিদ"** নিয়ে বাস্তবতা-যুক্তি-তথ্য-জ্ঞানের আলোকে বিচার করার সাহস সঞ্চয় করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত সে তার পৈতৃক ধর্মের কোন "খুঁতই" খুঁজে পাবেন না। এই সত্যকে অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই। নিচের ভিডিও ক্লিপটি আমার পছন্দের, ধর্মকারীতে প্রকাশ করেছে।

আপনিও আমার পর্যায়ে এলে অবশ্যই একমত হবেন।

ফারুক সাহেব, একটা বিষয় আমাদের সবারই মনে রাখা দরকার তা হলো যারা মুক্তমনায় ইসলাম নিয়ে নিয়মিত লিখেন, প্রবন্ধগুলো পড়েন ও মন্তব্য করেন তাদের প্রায় সবারই জন্ম মুসলিম পরিবারে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আপনি কোন পর্যায়ে আছেন তা আমি জানি না। আমি কোন পর্যায়ে আছি সেটাও আপনার অজ্ঞাত। তার চেয়েও বড় বিষয় এই যে, আপনি এবং আমি একে অপরের সাথে একমত হলাম কি হলাম না তা মোটেও জরুরী নয়। আদি উৎস থেকে উপযুক্ত রেফারেন্স সহ মন্তব্য বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠকরা হবেন উপকৃত। মুক্তমনার পাঠকরা উচ্চ -শিক্ষিত ও জ্ঞানী। তারা সঠিক সত্য ঠিকই খুঁজে নিতে পারবেন।

ভাল থাকুন।

Dear Believer: Why Do You Believe? -9 mins

httpv://www.youtube.com/watch?v=4RXmkftK0Sw&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=4RXmkftK0Sw&feature=plcp

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ১১:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

দেখুন ভাই বাজে কথা বলার ফোরাম এটা না। তাই আপনি যদি কোন বক্তব্য দেন দয়া করে যথাযথ দলিল দস্তাবেজ উল্লেখসহ তা দিবেন। আপনারাই কিন্তু কথায় কথায় দলিলের কথা বলেন আর সেটা হলো কোরান ও হাদিস। আমি আমার নিবন্ধে সমস্ত কথাগুলো যথাযথ দলিল সহকারে পেশ করেছি। আর আপনি সেই চিরাচরিত মূর্খ ও স্টুপিড মোল্লাদের মত নিজের মন থেকে যা মনে আসে তাই আউড়াইয়া গেলেন।

নারীদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু কিছু মুসলিম ভ্রান্তি তে ছিল। তখন এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে চুক্তির শর্তটি স্পষ্ট হয় এবং মুসলিমদের ভ্রান্তি দূর হয়।

শর্তে বলা ছিল যারাই মক্কা থেকে মদিনা যাবে তাদেরকেই মোহাম্মদ ফেরত দেবে- যার সাধারণ জ্ঞান আছে তারই বোঝার কথা এর দ্বারা নারী পুরুষ উভয় বোঝায়। এটা বুঝানোর জন্য আল্লা হর বানীর দরকার পড়ে না।
তাই মোহাম্মদই হুদায়বিয়ার চুক্তি করার পর পরই চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, কুরাইশরা নয়। এর পর বশিরের ঘটনা এড়িয়ে গেলেন কেন? বশির মদিনার পাশে থেকে অবাধে মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল সেটা মোহাম্মদ বন্দ করে নি। এটা চুক্তি লংঘন নয় ? সুতরাং মোহাম্মদই পর পর চুক্তি লংঘন করে যাচ্ছিল, মক্কাবাসীরা নয়। এর ফলে অতিষ্ট হয়ে মক্কাবাসীরা আপনার বর্নিত ঘটনার সাথে জড়িয়ে যায়। আর এর মূল কারনই ছিল মোহাম্মদের চুক্তি লঙ্ঘনের একের পর এক ঘটনা। তাহলে মূল দোষ কার ওপর বর্তায় ? এটা তো অনেকটা পায় পা দিয়ে বিবাদ বাধানোর ব্যপারের মত। আর মোহাম্মদই সেটা করেছে যার প্রমান কোরান , হাদিস ও সিরাতে আছে। প্রখ্যাত কোরান তফসিরকারও ব্যখ্যা করেছে। যখনই মোহা্ম্মদ কোন আকাম করেছে তখনই সে সেটাকে আল্লাহর বানীর দ্বারা সিদ্ধ করেছে। এ কোন ধরনের আল্লাহ যে মোহাম্মদকে আকাম কুকাম করতে উৎসাহ যোগায় ? মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করল ও ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের আয়শার সাথে যৌন সংসর্গ শুরু করল, কেন ? আল্লাহ তাকে সেটা বলেছে। মোহাম্মদ তার পালিত পূত্রবধুকে নানা ছলা কলায় তালাক দিয়ে বিয়ে করল , কেন ? আল্লহ বলেছে। মোহাম্মদ তার দাসী মারিয়াকে তার স্ত্রী হাফসার ঘরে নিয়ে যৌন মিলন করেছে, কেন ? আল্লাহ বলেছে। মোহাম্মদ পর পর ১৩ টা বিয়ে করে সেই তখনকার সময়েও একটা রেকর্ড করে ফেলেছে, কেন ? আল্লাহ বলেছে। মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়া মক্কাবাসীদের বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তা লুটপাট করছে মোহাম্মদ ও তার দল বল , কেন ? আল্লাহ বলেছে। মোহাম্মদের আল্লাহ যদি সত্যিকার কোন করুণাময় ও বিবেকসম্পন্ন কেউ হয়ে থাকে এ ধরণের জঘন্য কাজ করতে সে কাউকে বলতে পারে নাকি ? যদি সে মানুষটা হয় একজন নবী যার জীবন আদর্শ নাকি সর্বকালের সেরা ও

অনুকরণযোগ্য ? এখন মোহাম্মদ উক্ত কাজ গুলির কোনটা অনুসরণ যো গ্য বলবেন কি ? ঠিক এরকম ভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি মোহাম্মদই আগে ভঙ্গ করেছে, কেন আল্লাহ সেটা বলেছে। ৬০:১০ আয়াতের তাফসিরেও ইবনে কাথির সেটা পরিস্কার করেছে। আর আপনি কোন চুনোপুটি এসে বলছেন, মোহাম্মদ চুক্তি ভঙ্গ করে নি ? মোহাম্মদ দুনিয়ার যত আকাম কুকাম করে বে ড়াবে যার উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েছে, সব তাকে আল্লাহ বলে আর তাই সে করে ? এটা আপনাদের মত অন্ধ মূর্খ ও বধির মানুষরা বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু একজন সূস্থ মানুষ এটা কখনোই বিশ্বাস করতে পারে না।
আপনারা ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারনা করে শত শত বছর সাধারন মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে তাদের অফুরন্ত সর্বনাশ করেছেন, তাদেরকে দুনিয়ার গরীব ও অনগ্রসর জাতি রূপে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দয়া করে এখন সেটা বন্দ করুন। ইহুদি নাসারা কাফেরদের দেশের সাহায্য ও ভিক্ষা ভোগ করবেন আবার তাদেরকেই গালাগালি, অভিশাপ দেবেন এ ধরনের মুনাফেকিও বন্দ করুন ।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ৩:৩৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,
আপনি আপনার নিজের লেখাকে নিজেই বিশ্বাস করছেন না দেখছি। আর্টিকেলে সন্ধির শর্তটি কি লিখেছেন? আপনি কি লেখেন নি- ‘হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটা শর্ত ছিল- কুরাইশদের কোন লোক পালিয়ে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে , মোহাম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দেবে। ’ তবে এখন কেন আবার শর্তটি পরিবর্তন করে লিখছেন-
‘শর্তে বলা ছিল যারাই মক্কা থেকে মদিনা যাবে তাদেরকেই মোহাম্মদ ফেরত দেবে- ‘-স্পষ্টতই এভাবে আপনি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

আপনার আর্টিকেলে লেখা শর্তটিতে (কুরাইশদের কোন লোক পালিয়ে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে , মোহাম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দেবে। ’) স্পষ্ট সেটা পুরুষদের জন্যে। কেননা “লোক” বা ব্যক্তি বলতে পুরুষ বোঝায়- নারী নয়। আর আপনার মত সেই সময়ে কিছু মুসলিমও ভ্রান্তিতে পড়েছিল, যখন কুরাইশরা সাঈদাকে ফেরৎ চেয়েছিল। অত:পর মুহম্মদ সাঈদার স্বামীর কাছে সন্ধিচুক্তির উল্লেখিত শর্তের সঠিক ব্যাখ্যা শেষে সাঈদাকে ফিরিয়ে দেবার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, ‘এই শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।’
যদি মুহম্মদ শর্ত ভঙ্গ করত তাহলে কুরাইশরা প্রতিবাদ করত। কিন্তু তাদের কেউই প্রতিবাদ করেনি। আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে , কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই। কিন্তু আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে মুহম্মদ ৯ বৎসরের আয়েশার সাথে যৌন সংসর্গ করেছেন?

আর মুহম্মদ তার পালিত পুত্রের বধূকে নানা ছলাকলায় তালাক দিয়ে বিয়ে করেছে বলছেন। সেই নানা ছলাকলা কি?
আমরা তো জানি -মুহম্মদ নিজেই জায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আর তখন জয়নব ও তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনে জহস এই সম্বন্ধ স্থাপনে 'আমরা বংশ-মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।' -এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তখন মুহম্মদ তাদেরকে বিবাহে রাজী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এই নির্দেশও উপেক্ষা করেছিলেন। এতে এই আয়াত -
আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে -সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।(৩৩:৩৬)
নাযিল হলে জয়নব ও তার ভ্রাতা এ শ্রবণে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিবাহে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা জয়নব মুক্ত ক্রীতদাস স্বামী জায়েদকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া মুহম্মদের সহধর্মিনী হবার সাধ তার পূর্ব হতেই ছিল। একারণেই হয়ত: তিনি প্রায়শঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জয়েদকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করতে ন। আর তিনি এটা করতেন এমনভাবে, যা শুধুমাত্র নারীরাই জানে কিভাবে তা করতে হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তা জায়েদের মনঃস্তাপ বৃদ্ধি করেছিল এবং এই বিতৃষ্ণা একসময় তাকে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল।

জায়েদ তাকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুহম্মদের কাছে তা প্রকা শ করেছিলেন। এতে মুহম্মদ তাকে বলেছিলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।'

তখন জায়েদ জয়নবের বিরুদ্ধে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শণের অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং মুহম্মদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। এতে মুহম্মদ দুঃখিত হয়েছিলেন কারণ তিনিই এই বিবাহ -বন্ধনের আয়োজন করেছিলেন। আর পরবর্তীতে জয়নবকে কেন বিবাহ করেছিলেন তা আমরা সকলে জানি।
তালাক সংগ্রহের পর জয়নব মুহম্মদকে তাকে বিবাহ করার জন্যে নানা পন্থায় সানুনয় অনুরোধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। তখন তাকে বিবাহ করার বাসনা মনে জাগলেও মুহম্মদ দ্বিধা -দ্বন্ধে ছিলেন লোকনিন্দার ভয়ে, এই ভেবে- এ বিয়ে বৈধ না অবৈধ হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর তিনি জয়নবকে বিবাহ করেন।
এ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতসমূহ- আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ; তাকে যখন তুমি বলেছিলে, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।' তুমি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। তুমি লোকনিন্দার ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ।(৩৩:৩৭)
'তুমি যে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বর্জন কর আল্লাহ তাকে সত্যিই তোমার মা করেননি, অথবা যাকে তুমি আপন পুত্র বলে ঘোষণা কর, তাকে তোমার প্রকৃত পুত্র করেননি, এ সমস্ত তোমার মুখের কথা

মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শণ করেন। পালিত পুত্ররা তাদের আপন পিতার নামে পরিচিত হোক এ-ই আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোদের কোন বিচ্যুতি হলে গোনাহ নেই তবে ইচ্ছেকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। '(৩৩:৪-৫)

তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(৩৩:২) আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন তাতে তার কোন বাঁধা নেই। পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত , অবধারিত।(৩৩:৩৮)

এই বিবাহ পৌত্তলিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তারা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিবাহ করত। কিন্তু দত্তক পিতা কর্তৃক দত্তক পুত্রের বিবর্জিত স্ত্রীকে বিবাহ করাকে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে দেখত। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হবার পর এই ভ্রম নিরসন করে-
'কিন্তু জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার স্ত্রীরূপে দান করলাম, যাতে পালিত পুত্রের স্ত্রীদের বিবাহ করা সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের মনে কোনরূপ খটকা না লাগে?'(৩৩:৩৭)
(এই বিবাহের পরও জায়েদ এবং মুহম্মদের মধ্যে শুরু -শিষ্য সম্পর্কের সামান্যতম অবনতি ঘটেনি। কেন? জায়েদকে কি নির্বোধ বলে মনে হয় আপনার?)
আর মেরী মুহম্মদের দাসী ছিল না, ছিল তার স্ত্রী। তার গর্ভে মুহম্মদের পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেছিল।

মুহম্মদ তেরটা বিয়ে করে রেকর্ড করে ফেলেছেন! তাহলে শলোমনের কি হবে ? তার তো তিন শত বিবাহিত স্ত্রী ছিল।
মুহম্মদ কোন কোন বাণিজ্য কাফেলা লুটপা ট করেছে পরিস্কার করে বলেন।
আর মুহম্মদের এই কাজগুলি অনুসরণ যোগ্য -ছোট একটা রচনাই লিখে দিলাম, পড়ে দেখেন।

মুহম্মদের ব্যক্তিত্বের বিনয় নম্রতা, আত্মার মহত্ত্ব ও হৃদয়ের পবিত্রতা, চরিত্রের তপশ্চর্যা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা এবং কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, যা তাকে আল-আমিন উপাধিতে বিভূষিত করেছিল তা সমন্বিত হয়েছিল তার আত্মসমীক্ষার কঠোর বোধের সঙ্গে- যা ছিল তার চরিত্রের বিশিষ্টতা। একবার তিনি মক্কার কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, তখন একজন অন্ধ, বিনয়ী বিশ্বাসীকে তার সঙ্গদান থেকে বিমুখ করেছিলেন। তিনি সর্বদা অনুশোচনার সঙ্গে এ ঘটনার পুনরুল্লেখ করতেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর অনুমোদনের কথা ঘোষণা করতেন। অতঃপর যখনই মুহম্মদ ঐ ব্যক্তিকে দেখতে পেতেন তখনি তাকে সম্মান দেখানোর জন্যে কাজ ফেলে

এগিয়ে যেতেন এবং বলতেন, 'সেই ব্যক্তিকে বারবার অভিনন্দন যার জন্যে প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন।'

মুহম্মদ। এই বিস্ময়কর ব্যক্তি যিনি পিতার স্নেহ কি তা কোনদিন জানতে পারেননি , শৈশবে মাতৃহারা হয়ে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমনি করুণ শৈশব থেকে তিনি চিন্তাশীল যুবকে পরিণত হয়েছেন। তার যৌবন, তার শৈশবের মতই নির্ভেজাল ও সত্যনিষ্ট; তার পরিণত বয়স তার যৌবনের মতই কঠোর ও অকপট। তার শ্রবনেন্দ্রিয় দীন ও দুর্বলদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি চির উম্মুক্ত; তার হৃদয় আল্লাহর সমগ্র জীবের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তিনি এত বিনয় ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে চলাফেরা করতেন যে, লোকে তাকে দেখলেই বলত- ঐ যে, আল আমিন-বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন চলেছেন।

একজন বিশ্বস্ত বন্ধু একজন অনুরক্ত স্বামী , জীবন মৃত্যুর রহস্য , মানুষের কাজ-কর্মের দায়িত্বসমূহ, মানুষের অস্তিত্বের পরিণতি ও লক্ষ্য উম্মোচনের জন্যে নিবেদিত চিন্তাবিদ হিসেবে মুহম্মদ একটি জাতি তথা বিশ্বকে ঢেলে সাজানো ও পরিশ্রুত করার মহান ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এই কাজে একটি মাত্র হৃদয় (খাদিজা) তাকে শান্তি ও সান্তনা জুগিয়েছিলেন। ব্যর্থতা দ্বারা হতবুদ্ধি হলেও তিনি কখনও বিচলিত হননি, হতাশ হননি। যে কাজ সম্পাদনের জন্যে আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন তার সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তিনি অবিরত সংগ্রাম করেছেন।

মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব , আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তার সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস শেষপর্যন্ত তার চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তকে। যখন তীব্রতম পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তিনি বিশ্বাসী নাবিকের মত তার শিষ্যরা নিরাপদ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন। তারপর তিনি নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পা বাড়িয়ে ছিলেন।

মুহম্মদ ছিলেন মানুষের অধিপতি , মানুষের হৃদয়ের নিয়ন্ত্রক , নেতা, আইন প্রনেতা এবং প্রধান প্রশাসক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অহমিকা তার মধ্যে স্থান পায়নি-তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্রনত। এই ধর্ম প্রচারক নিজ হাতে তার পরিধেয় সেলাই করতেন এবং প্রায়ই অনাহারে অতিবাহিত করতেন, তিনি সত্যিই ছিলেন জগতের প্রবলতম শাসকের চেয়েও প্রবলতর ব্যক্তিত্ব।

মানুষ সর্বদা সেই ব্যক্তির প্রতি মহত্ত্বের ধারণা আরোপ করে যিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার স্বর্গীয় নীতির শুধু প্রচার করেন না বরং তার অনুশীলন করে থাকেন। রাষ্ট্র প্রধান ও জনগণের জীবন ও সম্পদের অভিভাবক হিসেবে মুহম্মদ ছিলেন তার নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তার চরিত্রে মানুষের চিন্তায় অধিগত শ্রেষ্ঠ গুণ -ন্যায়বিচার ও করুণার সম্মিলন ঘটেছিল।

মুহম্মদ সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথারিন মঠের সন্ন্যাসীদের ও সকল খ্রীষ্টানদের একটি সনদ প্রদান করেছিলেন। এই সনদ তার মতবাদের বিস্ময়কর প্রশস্ততা ও ধারণার উদারতার নির্দেশক। এরদ্বারা তিনি খ্রীষ্টানদের যেসব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তা তারা তাদের স্বধর্মী নৃপতিদের শাসনাধীনেও পায়নি। এছাড়াও মুহম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে , এই সনদের মধ্যে যেসব বিষয় নির্দেশিত হয়েছে তা, যে মুসলমান লংঘন ও নিন্দা করবে সে আল্লাহর নির্দেশনামার খেলা ফকারী ও ইসলাম ধর্মের অবহেলাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুহম্মদ খ্রীষ্টান ও তাদের গীর্জা, ধর্মযাজকদের নিরাপত্তা ও তাদের বাসগৃহ সংরক্ষণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তার শিষ্যদের প্রতি কড়া নির্দেশ দান করেছিলেন। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যে, খ্রীষ্টানদেরকে যেন অন্যায়ভাবে কর দিতে না হয়; কোন বিশপ যেন তার নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত না হয়; কোন খ্রীষ্টান যেন তার শরীয়ত পরিত্যাগ করতে বাধ্য না হয়; কোন সন্ন্যাসী যেন মঠ থেকে বহিস্কৃত না হয়; কোন তীর্থযাত্রী যেন তীর্থ দর্শনে বঞ্চিত না হয়। মুসলমানদের মসজিদ কিংবা তাদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্যে যেন খ্রীষ্টানদের কোন গীর্জা ধ্বংস করা না হয়। মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহিত খ্রীষ্টান মহিলাদের স্বীয় ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার যেন থাকে এবং সে বিষয়ে তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম বা উৎপাত করা যেন না হয়।

যদি খ্রীষ্টানরা তাদের গীর্জা বা মঠ সংস্কারের জন্যে কিংবা তাদের আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সাহায্যের আবশ্যকতা বোধ করে তবে মুসলমানরা যেন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই কাজ তাদের ধর্মে অংশ গ্রহণের সামিল বিবেচিত হবে না, এ শুধু তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং মুহম্মদের অধ্যাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শণ করা , যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক তাদের অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে। যদি মুসলমানরা মদিনার বাইরের খ্রীষ্টানদের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয় , তবে দেশের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের প্রতি তাদের ধর্মের জন্যে যেন অবমাননা করা না হয়। কোন মুসলমান খ্রীষ্টানদের প্রতি অন্যথা আচরণ করলে সে ইসলামের শত্রু বলে ঘোষিত হবে।

মুহম্মদ মানুষকে দেখিয়েছিলেন তিনি কি ছিলেন। তার চরিত্রের মহত্ব , তার কঠিন বন্ধুত্ব, তার সহনশীলতা ও সাহসিকতা, সর্বোপরি তিনি যে সত্য প্রচার করার জন্যে এসেছিলেন তার প্রতি তার আন্তরিকতা ও অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনা-এসব উৎকর্ষ তার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছিল। এসব গুণ তাকে অমান্য করা ও তার প্রতি অসম্ভব ভালবাসা, অনুরক্ততা পোষণ না করার ব্যাপারটাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। মুকুটধারী কোন সম্রাটই নিজ হাতে সেলাইকৃত ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এই মানুষটির মত আনুগত্য পাননি। মানুষকে প্রভাবিত করার বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল তার।

মুহম্মদের মত বিশুদ্ধ, কোমল অথচ বীরত্বব্যঞ্জক স্বভাব শুধু শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে না , ভালবাসারও উদ্রেক করে। মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি বিনয়, দীন-দরিদ্রের প্রতি অমায়িকতা এবং দাম্ভিকদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ তার জন্যে বয়ে এনেছিল সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকে

সমানভাবে প্রভাবিত করার প্রতিভা তিনি লাভ করেছিলেন। এই সঙ্গে তার মুখমন্ডলে ছিল একটা গাম্ভীর্য, প্রতিভার দীপ্তি, যারা তার সংস্পর্শে আসত তারা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হত।

তার মনের অসাধারণ উন্নয়ন, অনুভূতির একান্ত কোমলতা ও বিশুদ্ধ এবং তার শুদ্ধাচার ও সত্যনিষ্ঠা হাদিসের অপরিবর্তিত বিষয়বস্তুতে রূপলাভ করেছে। তিনি নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ছিলেন। তার ভৃত্য আনাস বলেছিলেন, 'আমি দশ বৎসর ধরে হযরতের খেদমতে ছিলাম, তিনি কখনও উঃ পর্যন্ত বলেননি।'

তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি শিশুদের রাস্তায় দাঁড় করাতেন এবং তাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। তিনি জীবনে কখনও কাউকে আঘাত করেননি। কথাবার্তায় তার ব্যবহৃত নিকৃষ্ট ভাষা হল, 'তার কি হয়েছে? তার ললাট ধূলোয় ধুসরিত হোক!'
কাউকে তিরস্কার বা অভিশাপ দেবার জন্যে বলা হলে তিনি বলতেন, 'অভিশাপ দেবার জন্যে আমাকে পাঠান হয়নি, আমি মানবের কাছে আশীর্বাদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'
মুহম্মদ পীড়িত লোকদের দেখাশুনো করতেন , প্রতিটি জানাজার মিছিল যা তার নজরে পড়ত তাতে যোগদান করতেন, ভৃত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র পরিস্কার করতেন, নিজের ছাগ দোহন করতেন এবং নিজের পরিচর্যা নিজেই করতেন। তিনি কখনও আগে মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করেননি, কেউ বিচ্ছিন্ন না হলে তিনি বিচ্ছিন্ন হতেন না, তিনি ছিলেন সবচেয়ে দিলদরাজ, সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে সত্যবাদী, তিনি যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষক ছিলেন। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে মিষ্টভাষী, সবচেয়ে সদালাপী। যারা তাকে দেখত, তারাই তার প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে পড়ত।

মুহম্মদ খুবই মৌনী স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলতেন , তখন তা গুরুত্ব ও বিবেচনা সহকারে বলতেন এবং তা কেউ বিস্মৃত হতেন না। বিনম্রতা ও অনুকম্পা , ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ ও উদারতা তার সমস্ত আচরণে প্রকাশ পেত। তিনি তার আহার্য অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন এবং তার চারপাশের প্রত্যেকের আরাম আয়েশের দিকে অত্যন্ত যত্নবান থাকতেন। তিনি নিম্নস্তরের লোকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শ্রবণ করার জন্যে পথের মধ্যে থামতেন। তিনি নীচু লোকদের গৃহে যেতেন , তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সমবেদনা জানাতে, তাদের ব্যর্থতায় অনুপ্রেরণা দিতে।

মুহম্মদ কখনও প্রথমে আল্লাহর প্রশস্তি কীর্তন না করে আহার শুরু করতেন না এবং শুকরি য়া প্রকাশ না করে আহার থেকে উঠতেন না। তার প্রতিটি কাজের সময় সুনির্দিষ্ট ছিল। দিনের বেলা যখন তিনি নামাজে থাকতেন না, তখন দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দান করতেন এবং জনসাধারণের জন্যে কাজ করতেন। রাত্রিতে তিনি সামান্য ঘুমাতেন , অধিকাংশ রাত্রি আল্লাহর ধ্যানে অতিবাহিত করতেন।

তিনি দীন-দরিদ্রদের ভালবাসতেন ও তাদের শ্রদ্ধা করতেন। চরম শত্রুর প্রতিও তার আচরণ ছিল মহানুভবতা ও ধৈর্য্যশীলতার নিদর্শণ। রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি তার কঠোর মনোভাব এবং নিজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হুমকি, জুলুম ও নির্যাতন বিজয় মূহুর্তে-সব তিনি ভুলে যেতেন এবং চরম অপরাধীকেও ক্ষমা করতেন।

মুহম্মদ অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন। তার চাল -চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সবই ছিল আড়ম্বরহীন। অনেক সময়ই তাকে অনাহারে থাকতে হত। খেজুর ও পানি প্রায়ই তার একমাত্র আহার্য ছিল। অভাবের জন্যে প্রায়ই তার গৃহে হাড়ি চড়ত না। আল্লা হ তার সম্মুখে এ জগতের সম্পদের ভান্ডার উন্মুক্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

এই বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর মন মানসিকতা ছিল মূলতঃ আধুনিক এবং তার সামাজিক ধারণা ছিল গঠনমূলক-বিচ্ছিন্নতাধর্মী নয়। তার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মূহুর্তেও তিনি পারিবারিক জীবনের কর্তব্য উপেক্ষা করেননি। মানুষের সেবাই তার কাছে ছিল সর্বোচ্চ ধর্ম কার্য।

মুহম্মদ তার পয়গাম প্রচারের পর দেড় হাজার বৎসর অতীত হয়েছে , কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি যে নিষ্ঠা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং সেদিনকার মত আজও বিশ্বাসীদের অন্তরে ও মুখে সেই স্মরণীয়বাণী উৎসরিত হয়।

-‘হে আল্লাহর রসূল, আমার জীবন তোমাতে উৎসর্গীত হোক।’

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১১, ২০১২ at ১১:১০ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

কেননা “লোক” বা ব্যক্তি বলতে পুরুষ বোঝায়- নারী নয়

আপনার উক্ত বক্তব্য দিয়ে আপনার মানসিকতা বোঝা যায় যে নারীকে আপনি ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করতে নারাজ। তারপরেও আপনার যুক্তি ধরে নিলেও ইবনে কাথিরের তাফসির কি বলে ? সেটা পড়েন নি মনে হয় ভাই জান। একটু পড়ে নিন দয়া করে । উপরে আছে। আপনি কি কাথিরের চেয়ে কোরান বেশী বুঝেন?

আবু বশিরের কাহিনী বার বার এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ভাইজান ? আসলে এটাই ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।কোন নারী মক্কা থেকে মদিনায় গেলে তাকে ফেরত না দেয়াতে খুব বেশী কিছু যায় আসে না বলেই কুরাইশরা এটা নিয়ে হয়ত তেমন কিছু বলে নি কিন্তু তাদের বানিজ্য কাফেলাতে ডাকাতি করে লোকদেরকে হত্যা করে লুটপাট করাতে তাদের অনেক ক্ষতি , তাই তারা কিন্তু মোহাম্মদের কাছে দুত পাঠিয়েছিল এ বিষয়ে মোহাম্মদ কে ব্যবস্থা নিতে , শর্ত - কোন পুরুষ মানুষও যদি পালিয়ে মদিনায় যায় তাহলে ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু মোহাম্মদ আবু বশিরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। আপনি এ বিষয়টা একটু খোলাসা করুন , প্লিজ।

আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে , কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই। কিন্তু আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে মুহম্ম দ ৯ বৎসরের আয়েশার সাথে যৌন সংসর্গ করেছেন?

হা হা হা , ভাইজান , এতক্ষনে আপনার আসল মনোভাব বের হয়ে পড়েছে। আপনার এদের হাদিসে তেমন বিশ্বাস নেই। বরং বলা চলে যা আপনার পক্ষে যায় সেগুলি বিশ্বাস করেন , যা যায় না তা অবিশ্বাস করেন। এটা হলো চরম সুবিধাবাদিতার নমূনা। যু ক্তি তর্কে সেটা তো চলবে না। উক্ত লোক সকল কি ইহুদি নাছারা নাকি মুশরিক ছিল ? তারা কি ইচ্ছা করে নবীকে বিতর্কিত করার জন্য মনগড়া হাদিস লিখে রেখে গেছে? আর তা ছাড়া হাদিস ছাড়া মোহাম্মদকে চেনার উপায় কি ? বলবেন - কোরান। আল্লাহ কি কোরানের একটা প্রিন্টেড কপি সুন্দর বাঁ ধানো মোড়কে করে মোহাম্মদের কাছে পৌছে দিয়েছিল? না হলে কিভাবে দিয়েছিল, কিভাবেই বা সেটা বই আকারে বেরল? মোহাম্মদের জীবনী সম্পর্কে জানার উপায় কি তাহলে ? তার চাইতে বড় প্রশ্ন মোহাম্মদ যে একটা ঐতিহাসিক চরিত্র তা আপনি জানলেন কোথা থেকে? আপনাকে একটা প্রশ্ন করি -

হাদিস ছাড়া প্রমান করুন মোহাম্মদ বলে কোন লোক ছিল। আর সে লোক একজন পয়গম্বর ছিল। এর পরই কিন্তু কোরানের স্থান । মোহাম্মদ পয়গম্বর ছিল এটা প্রমানের পর কোরান যে আল্লাহর কিতাব তা স্বয়ংক্রিত ভাবে প্রমানিত হয়ে যাবে। তার আগে নয়। দয়া করে নিচের সার্কুলার যুক্তি খাড়া করবেন না-

মোহাম্মদ বলেছে - কোরান আল্লাহর কিতাব।
কোরানে বলেছে - মোহাম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর।
তাই মোহাম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর।
বিষয়টা তাহলে এরকম হবে-

আমি ভবঘুরে বলছি - আমার এ নিবন্ধ লেখার সময় আল্লাহ আমাকে তথ্য সরবরাহ করেছে।
নিবন্ধ বলছে- ভবঘুরে একজন পয়গম্বর।
তাই আমি একজন পয়গম্বর।
এখানে আপনাকে প্রমান করতে হবে আমি পয়গম্বর নই।

আজব লাগছে শুনতে? বলবেন- যিনি দাবি করবেন তিনিই তা প্রমান করবেন। তাই যদি হয় আপনার লজিক - তাহলে কোরান-হদিস ছাড়াই আগে প্রমান করুন মোহাম্মদ পয়গম্বর। দয়া করে পূর্বোক্ত সার্কুলার লজিক আনবেন না। আপনারা কিন্তু স ব সময় এ ধরনের সার্কুলার লজিক ব্যবহার করে থাকেন যা প্রকারান্তরে আপনাদের বক্তব্যকে হাস্যকর করে তোলে, অনেককেই দেখি এটা বুঝতেও পারে না।

জয়নাব নিয়ে মুক্তমনাতে লেখা আছে , ধর্ম ক্যটাগরিতে খোজ নিন পেয়ে যাবেন। এখানে আসল ব্যপার হচ্ছে নৈতিকতা যা আপনি বুঝতে ব্যর্থ হয়ে ছেন। জয়নাব জায়েদের স্ত্রী থাকার সময়ে মোহাম্মদকে **আব্বা** সম্বোধন করত, কারন জায়েদ ছিল তাঁর পালিত পূত্র। সেই মোহাম্মদ পরে কিভাবে উক্ত নারীকে বিয়ে করে বিছানায় তুলতে পারে। আর এটা কোন সাধারন মানুষ নয় , একেবারে দুনিয়ার শ্রেষ্ট ও আদর্শ মানুষ মোহাম্মদ একটা করেছেন , যার জীবনাদর্শ অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। জয়নাবকে বিয়ে না করলে ইসলামের কি এমন ক্ষতি হতো ? বরং লাভই বেশী হতো। আজকে তাহলে মানুষ এটা নিয়ে মোহাম্মদকে সমালোচনা করতে পারত না। অথচ এ ধরণের একটা অনৈতিক কাজ করার জন্য কোরানে আল্লাহ বেশ কিছু আয়াত নাজিল করেছে। দেখে মনে হয়- আল্লাহ এ বিয়ে নিয়ে বহু পেরেসানির মধ্যে ছিল। মোহাম্মদের ব্যক্তিগত খায়েশ মিটাতে আল্লাহর এত ব্যতিব্যস্ততাই সন্দেহের উদ্রেক করে। একজন সর্ব শক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর চরিত্রের সাথে খাপ খায় না। উক্ত সব আয়াত যে প্রকারান্তরে মোহাম্মদের নিজের বানান তা বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া এটা আপনার বর্ণিত তথ্যেরও বিরোধী। আপনি বলেছেন -**তখন আরবরা বিমাতা ও শাশুড়িকে বিয়ে করত** যা অবশ্যই অন্ধকার যুগের প্রথা। এ প্রথা থেকে উদ্ধার করতেই মোহাম্মদের আগমন। কিন্তু তিনি নিজেই স্বয়ং পূত্র বধুকে বিয়ে করে কি ধরনের আদর্শ স্থা পন করলেন তা আমাদের বোধগম্য। শিশু বিয়ে করাও ছিল জাহেলিয়া যুগের খারাপ প্রথা। কিন্তু মোহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে কিভাবে এ প্রথা রদ করলেন তা তো বোঝা গেল না। নাকি আপনি এখন গবেষণা করে বের করেছেন যে আয়শাকে ৬ বছর বয়েসে বিয়ে করেন নি ? যদি করে থাকেন তার সূত্র কি? সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাই বা কি ? কিন্তু আসল কথা হলো কোরান হাদিস সিরাত অনেক কিছুই পড়লাম কোথাও দেখি নাই লেখা আছে আরবরা বিমাতা বা শাশুড়ীকে বিয়ে করত। আপনার এ তথ্যের সূত্র কি ? কিভাবেই বা তা আবার বিশ্বাস করেন ?

মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব , আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তার সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস শেষপর্যন্ত তার চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তকে

এটা আপনার ব্যক্তিগত আতিশয্যের কথা। এসব কথা যখন বলেন তখন মোহাম্মদের ইতিহাস ভুলে যান বা না জেনেই বলেন। মোহাম্মদ ৪০ বছরে নবুয়তি পান, এর পর ১০ বছর ধরে মক্কাতে ইসলাম প্রচার করেন, এ দশ বছরে তার অনুসারীর মোট সংখ্যা ৬০/৭০ এর বেশী ছিল না। তাও আবু বকর ও ওমর ছাড়া বাকি সবাই ছিল প্রায় দাস/দাসি। এটাকে বিপুল সংখ্যক লোক বলা যায় না। মোহাম্মদ মদিনায় গিয়ে যখন ক্ষমতায় আসীন হন , তখনই মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় মূলত লু ট পাট করা গণিমতের মালের জন্য। যার প্রমান কিন্তু এ নিবন্ধে হাদিস থেকে দেয়া আছে। হাদিস বিশ্বাস না করলে আপনাকেই প্রমান করতে হবে কিভাবে বিপুল মানুষ আকৃষ্ট হলো। অত:পর মোহম্মদ মদিনার চারপাশে অনবরত আক্রমন চালাতে থাকেন, তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে বলা হতে থাকে যে ইসলাম গ্রহন না করলে এরকম আক্রমনের সম্মুখীন প্রায়ই হতে হবে ও খুন হয়ে যেতে হবে যা মোহাম্মদ তার গোটা মদিনার জীবনে করে গেছেন। তা আবার করেছেন আল্লাহর বানীর নামে - সূরা আত তাওবা মন দিয়ে শানে নুযুল সহকারে পড়ুন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি শিশুদের রাস্তায় দাঁড় করাতেন এবং তাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। তিনি জীবনে কখনও কাউকে আঘাত করেননি। কথাবার্তায় তার ব্যবহৃত নিকৃষ্ট ভাষা হল, 'তার কি হয়েছে? তার ললাট ধূলোয় ধুসরিত হোক!'

আহা দয়াল ও করুনার সাগর নবি! সেকারনেই তিনি ৬ বছর বয়েসের আয়শাকে বিয়ে করে ৯ বছর বয়েসে তাকে স্ত্রী হিসাবে ঘরে তোলেন। শিশুদের ভাল না বাসলে কি এটা কেউ করে ? স্ত্রী হিসাবে ঘরে তুলে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কি করে , এটা কি খোলাসা করে বলতে হবে ?

খৃষ্টানদের ব্যপারে যেসব কথা বললেন দলিল থেকে প্রমান সহকারে উপস্থাপন করলে তার উত্তর দেয়া হবে।

বিবেক জাগ্রত করুন, চোখ খুলুন, মুক্ত মন নিয়ে কোরান হাদিস পড়ুন , মোহাম্মদকে চিনুন। এতে আপনার আমার জাতির উপকার হবে। ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১১, ২০১২ at ১১:১৩ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কিন্তু তিনি নিজেই স্বয়ং পূত্র বধুকে বিয়ে করে কি ধরনের আদর্শ স্থাপন করলেন তা আমাদের বোধগম্য। এর স্থলে হবে বোধগম্য নয়।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৩, ২০১২ at ৯:৪১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

মি ভবঘুরে, **আসলে আমরা সত্য প্রকাশকারী'-এ কথা না বলে বলুন আমারা সত্য বিকৃতকারী।** আপনি বলছেন 'বাজে কথা বলার ফোরাম এটা না', কিন্ত আমি তো দেখছি আপনি তাই করে যাচ্ছেন। প্রকৃত সত্যকে না জেনে বা জেনে আড়াল করে যাচ্ছেন।
এখন আমরা দেখি প্রকৃত তথ্য কি। আর কারা হুদাইবিয়ার সন্ধি খেলাপ করেছে।প্রথমে আমরা দেখি হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলি কি ছিল। সন্ধির শর্তগুলি ছিল এমন-
১)-এ বৎসর মুসলমানদেরকে হজ্জ্বব্রত পালন না করেই ফিরে যেতে হবে।
২)-তাদেরকে পরবর্তী বৎসর কা'বাগৃহ দর্শণের অনুমতি দেয়া হবে
৩)-প্রয়োজনীয় অস্ত্র তীর্থযাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে 'কোশবদ্ধ অবস্থায়' তিন দিনের জন্যে মক্কায় থাকতে পারবে।
৪)-দশ বৎসরের জন্যে শত্রুতা বন্ধ থাকবে এবং কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে না। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায় এই নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারও প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।
৫)-যদি কুরাইশদের কোন ব্যক্তি অভিভাবক বা প্রধানদের সম্মতি ব্যতিরেকে মুহম্মদের দলভূক্ত হয় , তবে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।
৬)-মুসলমানদের মধ্যে থেকে যদি কেউ মক্কাবাসীদের কাছে ফিরে যায়, তবে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।
৭)-কোন গোত্র যদি কুরাইশ কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তবে বাঁধামুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে তা করতে পারবে। ইত্যাদি
চুক্তির এই শর্তগুলি কুরাইশদের দেয়া মুহম্মদের নয়। (ভবঘুরে , আপনি কিন্তু আপনার আর্টিকেলে- হুদায়বিয়ার চুক্তিতে মোহাম্মদ অত্যন্ত চাতুরতার পরিচয় দেন। -বলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।)

সন্ধি শেষে মুহম্মদ যখন হুদাইবিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন , তখন কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হল। আবু জন্দল নামক এক মুসলমানকে কুরাইশরা বন্দী করে রেখেছিল। সে কোন রকমে পালিয়ে মুহম্মদের কাছে উপস্থিত হল।

সন্ধির (৫ম) শর্তানুসারে কুরাইশরা জন্দলকে ফিরিয়ে দেবার দাবী করল। মুহম্মদ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা কখনও বিসর্জন দিতে পারেন না।

তাই কিছু কিছু মুসলমানদের আপত্তির মৃদু গুঞ্জন সত্ত্বেও তিনি তৎ ক্ষণাৎ কুরাইশদের দাবী মেনে নিলেন এবং জন্দলকে ফেরৎ পাঠালেন। এরপর ঘটেছিল সাঈদার বিষয়টি।

আপনি মি: ভবঘুরে বলেছেন সাঈদাকে ফেরৎ না দিয়ে মুহম্মদ চুক্তির ভঙ্গ করেছেন। আর আমি বলছি মুহম্মদ সন্ধি চুক্তির কোন শর্তই ভঙ্গ করেননি। আপনি চুক্তির যে শর্তের (৫ম শর্ত) কথা বলছেন স্পষ্টতই ঐ শর্তটি পুরুষদের জন্যে। নারীদের সম্পর্কে ঐ শর্তে কিছু বলা হয়নি। কেননা ব্যক্তি বা লোক বলতে পুরুষ বোঝায় নারী নয়। কিন্তু কিছু মুসলিম ভ্রান্তিতে ছিল , যখন কুরাইশরা সাঈদাকে ফেরৎ চেয়েছিল। তখন এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে এবং মুহম্মদ চুক্তির শর্তটি ব্যাখ্যা করলে শর্তটির প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয় এবং মুসলিমদের ভ্রান্তি দূর হয়। নাযিলকৃত আয়াতটি এই -মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (60:10)
অত:পর মুহম্মদ সাঈদার স্বামীর কাছে সন্ধিচুক্তির উল্লেখিত শর্তের সঠিক ব্যাখ্যা শেষে সাঈদাকে ফিরিয়ে দেবার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন- এই শর্ত পুরুষদের জন্যে , নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
যদি মুহম্মদ শর্ত ভঙ্গ করত তাহলে কুরাইশরা প্রতিবাদ করত। কিন্তু তাদের কেউই প্রতিবাদ করেনি।
কিন্ত কুরাইরা সন্ধি চুক্তির ৪র্থ শর্তটি ভঙ্গ করেছিল। (উপরের শর্তটি দেখুন।)
বনি খোজারা মুসলমানদের সঙ্গে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। আর কুরাইশরা ছিল বনি বকরদের সঙ্গে। কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির ৪র্থ শর্তটি ভঙ্গ করে গোপনে বনি বকরদেরকে যোদ্ধা ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল। তাদের সহযোগিতায় পুষ্ট হয়ে বনি বকররা বনি খোজাদেরকে আক্রমণ করেছিল রাতের বেলায়। এতে অধিকাংশ খোজা নিহত হয়েছিল এবং অল্পকিছু পলিয়ে গিয়েছিল।
কুরাইশরা ভেবেছিল নৈশ অভিযানে বনি বকরদেরকে গোপনে সাহায্য করার এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূদূরে অবস্থানরত মুহম্মদ বা মুসলমানরা কখনও জানতে পারবেন না। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া ঐসব বনি খোজারা অতিকষ্টে মদিনায় এসে পৌঁছেছিল। অতঃপর মুহম্মদের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান করে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেছিল। তারা তাদের অভিযোগে বলেছিল, **‘হে রসূলুল্লাহ! কুরাইশরা আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে , তারা আপনার সেই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাপত্রখানা বাতিল করে দিয়েছে। রজনীর অন্ধকারে অতর্কিতভাবে তারা বনি বকরদের সাথে আমাদের ‘অরক্ষিত’ আবাসগুলি আক্রমণ করেছে এবং আমাদেরকে শায়িত ও উপবিষ্ট অবস্থায় নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।’**

কুরাইশ ও বনি বকরের এই পৈচাশিক অত্যাচারের ও মিত্র খোজা বংশের এই মর্মন্তুদ হত্যাযজ্ঞের পর এই আয়াতসমূহ নাযিল হল -'সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।'(৯:১)
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (০৯:০৫)–-**এই হল আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ (শানে নযুল) , যা আপনি মি: ভবঘুরে, ব্যাখ্য না করে আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করেছেন।** এখন আমরা দেখব পরবর্তী ঘটনা কি?
এদিকে বনি খোজাদের কিছু লোকের পালিয়ে মদিনায় গমনের সংবাদ কুরাইশদের কাছে শীঘ্রই পৌঁছে গেল। তারা বদর, ওহোদ ও আহযাব যুদ্ধের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নিতে না পেরে এমনিতে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপরে চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় তাদের কাছে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর মুহম্মদ ও মুসলমানদের পূর্ণ নীরবতা তাদের এই আশঙ্কাকে আরও ঘনীভূত করেছিল। সুতরাং কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান মুহম্মদ ও মুসলমানদের মনোভা ব জানতে তাড়াতাড়ি মদিনায় হাজির হয়েছিলেন।

মদিনায় এসে আবু সুফিয়ান স্বীয় কন্যা , নবী পত্নী উম্মে হাবিবার হুজরায় উপনীত হলেন। পিতাকে দেখে হাবিবা তাড়াতাড়ি হযরত যে বিছানায় উপবেশন করতেন তা গুটিয়ে রাখলেন। এ দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, 'এই বিছানার মর্যাদা কি তোমার পিতার চাইতেও বেশী।'
তিনি বললেন, 'এই শয্যায় আল্লাহর রসূল উপবেশন করেন , আর তুমি হলে মুশরিক।'
কন্যার এই উত্তর শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মুহম্মদ আমার এই স্নেহের কন্যাটিকে যাদুর জালে আবদ্ধ করে আমার প্রতি এরূপ বীতশ্রদ্ধ করে রেখেছে!'
কন্যার হুজরা থেকে বেরিয়ে আবু সুফিয়ান মদিনায় ইতস্ততঃ এদিক সেদিক ঘুরলেন। কোথাও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি নেই- নিশ্চিত হয়ে তিনি অতঃপর মুহম্মদের দরবারে হাযির হলেন। মুহম্মদ আবু সুফিয়ানের মদিনায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন , বললেন, 'কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার এখানে আগমন?'
আবু সুফিয়ান বললেন, 'হুদাইবিয়ার সন্ধি আমাদের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে। সুতরাং পুনঃরায় সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগমন করেছি।'
মুহম্মদ তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতে তার মনোভাব বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে **তিনি দরবার থেকে বেরিয়ে গণ্যমান্য কয়েকজন সাহাবীর কাছে আবেদন রাখলেন যেন তারা মুহম্মদের কাছে চুক্তি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তারা সবাই কুরাইশদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন।** ফলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মক্কায় ফিরে এলেন আবু সুফিয়ান। এই হল প্রকৃত ঘটনা। এবার আমরা দেখব পরবর্তীতে কি হয়েছিল।

৮ম হিজরীর ১৮ই রমজান। পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে দশ সহস্য সৈন্য সংগ্রহ শেষে মুহম্মদ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এরূপে মূসার ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হল , 'দশ সহস্র ন্যায়নিষ্ট সহচরসহ তিনি এলেন। মক্কার উপকণ্ঠে 'মার উজ-জহরান' নামক গিরি উপত্যকায় শিবির স্থাপিত হল।

সন্ধি ভঙ্গ করে বনি বকরদের উপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞে সহযোগীতা করার দায়ে কুরাইশদের উপর অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ চালানোই ছিল উপযুক্ত বিচার। কিন্তু (৯:৫) আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেছেন যে- [sb]কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[/sb] সুতরাং মুহম্মদ দূত মারফত কুরাইশদের কাছে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।।
- হয় তোমরা বনি খোজা গোত্রকে উপযুক্ত রক্তপণ দিয়ে এই অন্যায়ের প্রতিকার কর। অথবা ,
- বনি বকর গোত্রের সাথে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর। অথবা,
- হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা কর।

কুরাইশরা দূতকে জানিয়ে দিল, 'আমরা তৃতীয় শর্তটিই মেনে নিলাম।'
উপরের সমস্ত বর্ণনা থেকে এটা অতি পরিস্কার যে, মুহম্মদ বা মুসলমানদের দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করা হয়নি বরং ঐ চুক্তি ভঙ্গ করেছিল কুরাইশগণ।
এখন আমরা দেখব বশরের কাহিনী। বশর কুরাইশদের অত্যাচারের হাত থেকে পালিয়ে মদিনায় চলে এল। মক্কাবাসীরা সন্ধির চুক্তি অনুসারে তাকে ফেরৎ চাইলে মুহম্মদ তাকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। মক্কায় ফিরে গেলে কি মাত্রার শারিরীর অত্যাচার হবে তা বশর জানত। সুতরাং সে নিজ জীবন বাঁচাতে দু'জনের একজনকে হত্যা করে সাগরপারের দিকে পালিয়ে গেল। এতে দোষের কি?**জীবন বাঁচাতে অস্ত্র ধারণ সকল ধর্মেই স্বীকৃত। আর তাই যে ব্যক্তি বশরের হাত থেকে বেঁচে মদিনায় মুহম্মদের নিকট পালিয়ে গিয়েছিল সে বা কুরাইশদের কেউ মুহ ম্মদের দরবারে বশরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বিচার প্রার্থী হয়নি।**
এর পর কি হল? বশর কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লডটতরাজ করতে লাগল। এতে কি সে দোষের কিছু করেছে? স্ত্রী-পুত্র পরিজন রেখে সে সাগরপারে লুকিয়ে জীবন -যাপন করছে কেন? কারা দায়ী এজন্যে? সুতরাং তার সম্মুখ দিয়ে কুরাইশদের পণ্য-সম্ভার চলে যাবে আর সে পেটে পাথর বেঁধে চেয়ে চেয়ে দেখবে? বাহ দারুণ।
এদিকে কুরাইশরা কি করল?**বশরের কার্যাবলী যদি অপরাধের পর্যায়ে পড়ত কুরাইশরা অবশ্যই মুহম্মদের দরবারে বিচারপ্রার্থী হত। কিন্তু অপরাধের পর্যায়ে পড়েনি বলে তারা লোক পাঠিয়ে কেবল সন্ধিচুক্তির ৫ম শর্তটি প্রত্যাহার করে নেয়।**
এখানে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে কুরাইশদের প্রকৃতি কেমন ছিল। ওমর বিশরকে হত্যা করাতে তৎক্ষণাৎ কিছু মুসলিম তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে মুহম্মদের দরবারে মামলা দায়ের করেছিল। বিশরের উদাহরণ দিয়ে আমি একথা বলতে চাচ্ছি যে, অন্যায়কে প্রশয় দেবার মত প্রকৃতি কুরাইশদের (হোক সে মুসলিম বা পৌত্তলিক) কখনও ছিল না।

এর পর আসি 'সহি বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭' হাদিসের ব্যাপারে। এ দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন আপনি? *তার মানে ইসলাম একজন মুসলমানকে যেমন ইচ্ছা খুশী অপকর্ম করার ফ্রি লাইসেন্স দিচ্ছে, শধু শর্ত একটাই - আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় ও মোহাম্মদ তার রসুল এটুকুতে বিশ্বাস করা।*

একথা কেন বলছেন না অপরাধীর সর্বাপেক্ষা কঠোর, নিকৃষ্টতম শাস্তি ইসলামেই আছে। চুরির অপরাধে ডান হাত কব্জি থেকে কেটে ফেলা, ডাকাতির অপরাধে ডান হাত বা বাম পা কর্তন। ব্যভিচারের শাস্তি এক'শ বেত্রাঘাত (অবিবাহিতের বেলায় প্রযোজ্য) অথবা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা (বিবাহিতের বেলায় প্রযোজ্য) এবং ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত।

বার বার অপকর্ম করেও কিন্তু একজন মানুষ বেহেস্তে যেতে পারে যদি তার ইমান থাকে। - এ কথা তো সেই ইসলামের এবং দুনিয়ার প্রথম মানব আদম থেকেই সত্য। এতে তো নতুন কিছু দেখছিনে। আর ইসলামে অপরাধকারীর শাস্তি দুনিয়াতে কি তা তো এই মাত্র বললাম।

আপনি *মুহম্মদের অপকর্মের উদাহরণ দিচ্ছেন-উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- বানু কুরাইজা, খায়বার এসবের ওপর আক্রমন, ইহুদিদেরকে নির্বিচারে হত্যা, তাদের ধন সম্পদ লুট-পাট, নারীদেরকে ভাগাভাগি করে নিয়ে যৌনদাসী বানান।*

-এভাবে সত্যকে বিকৃত করা যাবে না, মি ভবঘুরে। প্রকৃত তথ্য জানতে হবে-

মক্কার কুরাইশদের একান্ত আকাঙ্খা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও অন্যান্য মুনাফেকদের দ্বারা মদিনাতে একটা আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সংঘটিত করা। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর তারা বুঝতে পারল যে, এদের দ্বারা এ ধরণের কোন কাজ সংঘটিত করার ক্ষমতা, যোগ্যতা বা বুদ্ধিমত্তা- কোনটাই নেই। উবাই কর্তৃক হতাশ হয়ে তারা মদিনার ইহুদি গোত্রের সাথে সঙ্গোপণে যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগল। এ ছাড়া তারা মক্কার চারিদিকে তাদের দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। এই কাজে ইহুদিরা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হল।

কিছু নাজির গোত্রের লোকের উদ্দীপনায় খায়বরের ইহুদিরা মুসলমানদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে একটি লীগ গঠনের চেষ্টা করল। তাদের চেষ্টা আশাতিরিক্ত সফল হয়েছিল। একটি প্রবল আঁতাত শীঘ্রই গড়ে উঠল। দশ সহস্য সু-নিয়ন্ত্রিত সৈন্যের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হল। পথে কোন বাঁধা না পেয়ে তারা পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে মদিনার কয়েক মাইলের মধ্যে আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু স্থাপন করল।

নিরাপত্তার জন্যে সুরক্ষিত গৃহসমূহে নারী ও শিশুদের রেখে পরিখার সম্মুখে নগরের বাইরে মুসলমানরা তাঁবু স্থাপন করল। এ সময়ে সক্রিয় সাহায্যের প্রত্যাশা না করলেও অন্যদিকের নিরাপত্তার জন্যে অন্ততঃপক্ষে তারা বনি কুরাইজা গোত্রের নিরপেক্ষতার উপর নি র্ভর করেছিল।

মদিনায় যখন সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অন্যান্য শর্তাদির সঙ্গে প্রত্যেক গোত্র এই শর্তও মেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের কোন শত্রুকে কোনভাবেই তারা সাহায্য সহযোগিতা করবে না এবং যদি বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা প্রজাতন্ত্র আক্রান্ত হয় তবে তারা মুসলমানদের সঙ্গে স্বদেশ রক্ষায় সর্বশক্তি

নিয়োগ করবে। কিন্তু প্রথম থেকেই ইহুদিরা এই চুক্তি লঙ্ঘন করে আসছিল। বনি কুরাইজার এরূপ চুক্তিভঙ্গের অপরাধ পর পর ক্ষমা করা হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর তারা নুতন করে মুসলমানদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধিচুক্তি করে যে , অতঃপর আর কখনই তারা তাদের শত্রুদের সাথে হাত মেলাবে না। এই চুক্তি স্থাপনের সুবাদে ক্ষতিপূরণ ও দন্ড ব্যতিরেকেই তাদের অপরাধ মার্জনা করা হয়।

অতঃপর কুরাইশদের মদিনা আক্রমণের সংবাদে প্রথম সুযোগেই তারা সন্ধিপত্র ছিন্নকরে ফেলে এবং শত্রু শিবিরে যোগদান করে। তাদের চুক্তিভঙ্গের খবর মুহম্মদের কানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাদ বিন রিদ্দবকে পাঠিয়ে তাদেরকে অনুরোধ করলেন তাদের তাদের কর্তব্য পালন করতে ফিরে যা বার জন্যে। তারা যে উত্তর প্রদান করেছিল তা অতীব ঔদ্ধত্যপূর্ণ। 'কে সেই মুহম্মদ, কে সেই প্রেরিত পূরুষ যাকে আমরা মানব? আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই।'

বনি কুরাইজা গোত্রের দক্ষিণ পূর্বদিকে অনেকগুলি সুরক্ষিত দূর্গ ছিল। তারা এলাকাটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিল এবং তারা অবরোধকারীদেরকে মদিনার দুর্বল জায়গাগুলো দেখিয়ে দেবার ব্যাপারে বাস্তবিক সাহায্য করতে পারত। তাছাড়া তারা কয়েকজন মুসলিম মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে তার দায়ভারও গ্রহণ করল। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক দেখা দিল। ফলে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মুসলিম বাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশকে নিজেদের মহিলা ও বালক -বালিকাদের সুবাদে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত রাখতে হল। এতে সহজেই কুরাইশ বাহিনী পরিখা অতিক্রমপূর্বক মদিনায় প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার সম্ভাবণা সৃষ্টি হয়েছিল।

যাহোক কুরাইশরা ব্যর্থ হল। তারপর কি হল?

বনি কুরাইজা গোত্র অঙ্গীকৃত চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিল এবং একসময়ে তাদের দিক থেকে তারা মদিনাবাসীকে প্রায় হতবাক করে ফেলেছিল- এটা এমন একটা ঘটনা যা সফল হলে মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হত। কাজেই মুসলমানরা এই বিশ্বা সঘাতকতার ব্যাখ্যা দাবী করা তাদের কর্তব্য হিসেবে মনে করল। এই দাবী কুরাইজা গোত্র স্পর্ধার সাথে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে ইহুদিদের অবরোধ করা হল এবং স্বেচছায় আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করা হল। তারা একটি মাত্র শর্ত প্রদান করল যে, আউস গোত্রের প্রধান সা'দ ইবনে মু'আজের বিবেচনার উপর তাদের শাস্তি নির্ভর করতে হবে।

সা'দ ইবনে মু'আজ ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। পরিখা যুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মদিনার মসজিতুন নবীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন। ইহুদিদের প্রস্তাবে মুহম্মদ বাধ্য হয়ে সেই অবস্থাতেই তাকে আনতে লোক পাঠালেন।

সা'দকে তার খাটিয়া শুদ্ধ বহন করে আনা হল। মুহম্মদ তাকে বললেন , 'ইহুদিরা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করেছে। তুমি যে-দন্ড বিধান করবে তাই তারা মেনে নেবে। আমিও তা মেনে নিতে রাজী আছি।'

সাদ কি তাদেরকে কোরআনের আলোকে বিচার করবে? তা করলে কি তারা মানত? সুতরাং সাদ তাওরাতের আইন অনুসারেই বিচার করল। সাদ বলল , তাওরাতে আছে-'কোন দলের সাথে বিরোধ উপস্থিত হলে প্রথমে তাদেরকে সন্ধির জন্যে আহবান কর, যদি তারা সে আহবানে কর্ণপাত করে এবং সন্ধি করতে রাজী হয়, তবে তাদেরকে করদমিত্র রূপে গ্রহণ কর, যদি তারা তা না শুনে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা কর , স্ত্রী, পুত্র, বালক-বালিকাদের দাস-দাসীরূপে ব্যাবহার কর এবং তাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নাও।' -এই শাস্ত্র বিধান অনুসারে আমি এই রায় দিচ্ছি যে, মুসলমানদের সাথে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার জন্যে সমস্ত ইহুদি পু রুষদের, যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল-প্রাণদন্ড হবে, স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকারা মুসলমানদের দাস-দাসীরূপে পরিগণিত হবে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। '

এই দন্ডজ্ঞা ছিল, নিঃসন্দেহে নির্মম কিন্তু সেই যুগে যুদ্ধের গৃহীত প্রথাসমূহে র সঠিক প্রয়োগ। যদি সা'দের বিচার ছাড়াই তাদের প্রতি হত্যা দন্ডাজ্ঞা দেয়া হত, সেক্ষেত্রেও তৎকালীন যুদ্ধনীতির সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। অধিকন্তু তারা নিজেরাই সা 'দকে একমাত্র সালিস ও বিচারক মনোনীত করেছিল। তারা জানত যে, তার বিচার আদৌ গৃহীত ধারণার বিপরীত নয় । কাজেই তারা কোন অনুযোগ করেনি। তারা একথাও জানত যে যদি তারা জয়ী হত তবে কোন বিবেচনা ছাড়াই তারা শত্রুনিধন করত। হযরত দাউদ অধিকতর হিংস্রতা সহকারে বিজিত অমালেকাদের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন, তাদের কাউকে বিঁধে, কাউকে কুড়াল দ্বারা কুপিয়ে ও করাত দিয়ে চেরা হয়েছিল , আর অন্যান্যদের ইটের চুল্লিতে ঝলসিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

মারাত্মক আহত সাদ পরদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু তার দন্ডাজ্ঞা যথাযথভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল। এতে মুহম্মদের দোষটা কোথায় ?

আর বনি কাইনুকার ঘটনাটা এই -
ইহুদি গোত্র বনি কাইনুকার বেশীরভাগ লোক ছিল কারিগর। তারা স্ব-ধর্মাবলম্বী লোকদের মত দেশদ্রোহী, দুর্বিনীত ও কলহপ্রিয়। তারা তাদের চরম নৈতিক শৈথিল্যের জন্যেও বিখ্যাত ছিল। একদিন এক গ্রাম্য তরুণী বাজারে দুধ বিক্রি করতে এল। ইহুদি তরুণেরা তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করল। একজন মুসলমান পথচারী বালিকার পক্ষ গ্রহণ করলে যে দা ঙ্গার সুত্রপাত হল তাতে অশ্লীল আচরণকারী নিহত হল। ফলে উপস্থিত ইহুদিরা মুসলমানটাকে হত্যা করে ফেলল।
এই ঘটনায় উত্তেজিত মুসলমানরা অস্ত্রধারণ করল এবং এক বন্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। রক্তের স্রোত প্রবাহিত হল এবং উভয়পক্ষের বহুলোক নিহত হল। দাঙ্গার প্রাথমিক খবর পেয়েই মুহম্মদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং তার শিষ্যদের উন্মত্ততা আয়ত্তে আনলেন। তিনি অবিলম্বে দেখতে

পেলেন যে দেশদ্রোহ ও উচছৃঙ্খলতাকে যদি প্রশ্রয় দেয়া হয় তবে এক ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে। ইহুদিরা প্রকাশ্যে ও জ্ঞাতসারে চুক্তির শর্তাদি লংঘন করছে। কঠোর হস্তে এ সবের পরিসমাপ্তি ঘটান প্রয়োজন। নইলে শান্তি ও নিরাপত্তা চিরতরে বিদায় হবে। ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ বনি কাইনুকা গোত্রের আবাসস্থলে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত হতে কিম্বা মদিনা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন।

ইহুদিরা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় এই নির্দেশের জবাব দিল, ‘হে মুহম্মদ, তোমার লোকেরা কুরাইশদের উপর বিজয়ী হয়েছে বলে গর্বিত হইও না। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয় এমন লোকদের সঙ্গেই তুমি যুদ্ধ করেছ। আমাদের সঙ্গে তুমি যদি বোঝাপড়ায় আসতে চাও , তবে আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেব আমরা কেমন বাপের ব্যাটা।’
তারা তাদের দূর্গে আশ্রয় নিল এবং মুহম্মদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করল।
বনি কাইনুকাদেরকে দমন করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য ছিল। তাই কালবিলম্ব না করে দূর্গ অবরোধ করা হল। কয়েকদিনের মধ্যেই ইহুদিরা বুঝতে পারল এই মোকাবেলা তাদের জন্যে ফলপ্রসূ হবে না। পনের দিন পরে তারা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল এবং দুর্গের ফটক খুলে দিল। অতঃপর তারা মুহম্মদকে বলল- ‘হে রসূল আল্লাহ! আপনি আমাদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তাতেই সম্মত আছি।’

প্রথমে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলে মনস্থ করা হয়েছিল কিন্তু মুহম্মদের চরিত্রে র কোমলতা বিচারের অনিবার্য রায় জয় করল এবং কাইনুকা গোত্রের লোকদেরকে শুধুমাত্র নির্বাসিত করা হল।মুহম্মদের কোন দোষ দেখা যায় কি ?
বনি নাজির: বনি কাইনুকা গোত্র যেরূপ করেছিল বনি নাজির গোত্র ঠিক একই অবস্থায় নিজেদের স্থাপন করল। তারা সম্পাদিত চুক্তি বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হল।
বনি নাজির গোত্রের কিছু ইহুদি মুহম্মদ সমীপে হাজির হয়ে বলল , ‘আপনি আমাদেরকে ইসলামের পথে আহবান করছেন-অথচ ধর্ম নিয়েই আমাদের ও আপনাদের মাঝে যত বিরোধ। আমরা একটা সমাধানে উপনীত হতে চাই। সুতরাং আপনি কয়েকজন সাহাবীসহ আমাদের মহল্লায় আসুন , আমরাও কয়েকজন আলেম নির্বাচন করি। আপনি তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন। যদি তারা আপনার প্রচারিত ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণে আমাদের আর কোন আপত্তি থাকবে না।’

ইতিমধ্যে বনি কুরাইজা গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে নুতন করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। মুহম্মদ বনি নাজিরকেও তদ্রুপ সন্ধিতে আবদ্ধ করতে চাইলেন। সুতরাং তিনি বললেন , ‘লিখিত ওয়াদা না দিলে আমরা তোমাদের মুখের কথায় বিশ্বাস করতে পারি না। ’
তারা বলল, ‘আমাদের মধ্যে মতভেদ কেবল ধর্ম নিয়ে। সুতরাং এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে

পারলে আমাদের মাঝে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। আমরা বিলক্ষণ ইসলাম গ্রহণ করব। সুতরাং কথিত সন্ধিপত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকবে না।
বনি নাজির গোত্র মুহম্মদকে হত্যার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিল। তারা পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, তাদের আলেমরা পোষাকের মধ্যে অস্ত্র লুকিয়ে রা খবে এবং মুহম্মদের আগমনের পর প্রথম সুযোগেই তারা তাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুহম্মদ কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মুহম্মদ দু'জন সাহাবীসহ বনি নাজিরদের মহল্লার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যেহেতু ধর্ম নিয়ে আলোচনা সুতরাং কেউই সাথে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র নেয়া জরুরী মনে করলেন না। তারা কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই পশ্চাৎদিক থেকে জনৈক আনসার ছুটতে ছুটতে এসে তাদের গতিরোধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের বিষযটি অবহিত করলেন।

মদিনার আওস ও খাজরাজ বংশ এবং ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সূত্রে এই আনসার ভগ্নির, বনি নাজির গোত্রের এক বিশিষ্ট ইহুদির সাথে বিবাহ হয়েছিল। সে মুহম্মদকে হত্যা প্রচেষ্টার ঐ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে গোপনে তার ভ্রাতাকে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছিল।

সমস্ত ঘটনা জানার পর মুহম্মদ আর কালক্ষেপন করা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে দূত মারফত নাজির গোত্রকে বলে পাঠালেন- 'তোমাদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র আর দুরভিসন্ধি সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত। দেশে বিরাজমান শান্তি-শৃঙ্খলা এবং জনগণের ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম বিপন্ন ও বিনষ্ট করার প্রচেষ্টার হেন পথ নেই যা তোমরা গ্রহণ করনি। আমরা পুনঃপুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন অনুভব করনি।
-সুতরাং দেশ ও জনগণের স্বার্থে তোমাদেরকে মদিনায় অবস্থান করতে দেয়া আর সম্ভব নয়। তোমরা অনতিবিলম্বে মদিনা ত্যাগ করে তোমাদের পছন্দমত স্থানে চলে যাও।'
মুহম্মদ নজির বিহীন উদারতা দেখিয়ে তাদেরকে দশদিন সময় মঞ্জুর করেছিলেন , যাতে এই হতভাগারা ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে অন্যত্র যাবার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে পারে।

বনি নাজির গোত্র মদিনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে বাঁধা দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা এখানেই থাক, অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দু'হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। প্রয়োজনে তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না।'

তখন বনি নাজিররা উবাইয়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করে মুহম্মদকে একটা উদ্ধত উত্তর প্রদান করল। তারা তার আশ্বাসে প্ররোচিত হয়ে বলে পাঠাল-'আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন করেন।'

সুতরাং মুহম্মদ এক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন। এতে তারা দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল। আর আশা করতে লাগল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দু'হাজার সৈন্যের সাহায্য, মদিনার বনি কুরাইজার এবং অন্যান্য ইহুদি গোত্রের সাহায্য অবিলম্বে এসে যাবে। সুতরাং তাদেরকে আর দেশত্যাগ করতে হবে না। কিন্তু তাদের এ আশা যে দূরাশায় পরিণত হতে পারে তা তাদের মনে একবারও উদয় হয়নি।

মুহম্মদ অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বনি নাজিরদের দূর্গ ঘেরাও করেছিলেন। এতে মুনাফেকরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপসে গিয়েছিল। একে তারা স্বভাবগত ভীতু তদুপরি দলবদ্ধ হবার অবকাশ পায়নি। অন্যদিকে ইহুদি গোত্র বনি কুরাইজার পক্ষে বনি নাজিরদেরকে কোন সাহায্য করার সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না। কেননা তারা মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মুহম্মদের সাথে নুতন করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্বজাতিকে সাহায্য করার সাহস তারা করেনি।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ও বনি কুরাইজা গোত্রের অঙ্গীকৃত সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে অবরোধের পনের দিন পর বনি নাজিররা অবশেষে সন্ধির জন্যে আবেদন জানাল।

পূর্বের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হল, আর বনি নাজিররাও তাদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করতে সম্মত হল। অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতিত অন্যান্য যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হল। পরিত্যাগ করার সময় তারা তাদের বাসগৃহসমূহ ধ্বংস করে ফেলল , যেন সেগুলি মুসলমানরা অধিকার ও ভোগ করতে না পারে।

মুহম্মদের আগমনপূর্ব মদিনায় যেসব স্ত্রীলোকের সন্তান বাঁচত না তারা মানত করত , যদি তাদের সন্তান বেঁচে থাকে তবে তাদেরকে ইহুদিধর্মে দীক্ষিত করবে। প্রচলিত এই প্রথার কারণে আনসারদের অনেক সন্তানই ইহুদি সমাজভূক্ত হয়ে পড়েছিল। বনি নাজির গোত্রের নির্বাসনকালে আনসার সম্প্রদায় তাদের এসব সন্তানদের মদিনা ত্যাগ করতে দিতে রাজী হল না। এতে ইহুদিরা বলল, 'এরা তোমাদের সন্তান হলেও আমাদের সমাজভূক্ত। সুতরাং আমরা এদেরকে ছেড়ে যা ব না।'
এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল- দ্বীন সম্পর্কে কোন জবরদস্তি নেই, সত্যপথ ও বিপথের মধ্রে সত্যপথ দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।(২:২৫৬)
-এই আয়াত নাযিল হবার পর মুহম্মদ ঘোষণা করলেন , 'মৃতবৎসা স্ত্রীলোকদের মানতের ফলে ইহুদি সমাজভূক্তরা সে সমাজে থাকা না থাকার ব্যাপারে স্বাধীন মতামতের অধিকারী।'
এরফলে ঐসব সন্তানেরা মদিনা ত্যাগ বা থেকে যাবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।
বনি নাজিররা মদিনা ত্যাগ করে চলে গেল। ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে এই নির্বাসন কার্যকরী হয়েছিল। এতেও কি মুহম্মদের কোন দোষ দেখা যায় ?

অমুসলিমরা হলো হলো নীচ, অপদস্থ ও হীন আর তাদেরকে সম্মান করার কোন দরকার নেই। রাস্তায় যদি কোন ইহুদি বা খৃষ্টানের সাথে দেখা হয় তার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়ার কোন দরকার নেই বরং তারাই রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাবে।

- - এটা তো অবশ্যই সত্য। যে ধর্ম দুনিয়ার প্রথম মানব আদম পালন করেছে, যে ধর্ম নূহের, যে ধর্ম আব্রাহামের, যে ধর্ম যাকোবের, যে ধর্ম মোজেসের, যে ধর্ম ডেভিডের, যে ধর্ম শালোমনের, যে ধর্ম এলির, যে ধর্ম জেসাসের অবশ্যই সেই ধর্মের লোকেরা সর্বাধিক সম্মানিত এ দুনিয়ায় এবং পরকালে। সেই ধর্মই ইসলাম এবং মুহম্মদের। প্রমাণ চান ?

জিজিয়া নিয়ে মিথ্যে আরোপ করছেন কেন? প্রকৃত তথ্য কি?

Jzya Tax-It's a poll tax demanded from the non Muslim subjects for residing independent and secure in an Islamic Republic. And this tax fixed for Najranian was- Annual two thousand pairs of clothes. One lungi and a sheet of clothe is a pair and the price of each pair fixed as one ukiya (one ukiya equal to 40 dirhams, or 11.5 gms of silver).

Jzya tax applied especially to followers of Judaism, Christianity, and Zoroastrianism, who were tolerated in the practice of their religion because they were "peoples of the Scripture". Polytheists of Arabia were not included, never a Jizya have been taken from them.

The Jzya tax originally intended to be used for charitable purposes. The revenues were paid into the private treasuries of rulers. The Ottoman Sultans used the proceeds to pay military expenses.

Qur'an not fixed any rates for Jizya. It depends on the kind consideration of the ruler. In this regard, the direction of Muhammad was- 'the man who will torture a non Muslim imposing a burden beyond his capacity, on the day of Judgement I will take the side of the non Muslim. And surely he will be loser against whom I will stand.'

According to this direction, Calipha Omar fixed Jzya during his period as- for rich 4 (four) dirham/month, for middle class 2 (two) dirham/month and for lower class 1(one) dirham/month (1 dirham equal to 3.5 masha of silver). The jizya was levied on men who had reached their majority; women, children, old men, slaves, poor people, and monks were exempted.

সব শেষে বলি- মি ভবঘুরে আহেতুক একজনের চরিত্র নিয়ে টানাটানি করছেন কেন তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে? আপনার নিজের চরিত্রটা একটু ভেবে দেখেছেন ? আর হাদিস নিয়ে ফালতু বাড়াবাড়ি করে মানুষের মূল্যবান সময় অপচয় কেন করছেন আপনি ? হাদিস সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা কোন মুসলমানই বিশ্বাস করেনা। আর বুখারী নির্ভুলতার দিক দিয়ে অন্যদের উপরে এটা ঠিক , তদুপরি তার সংকলিত সকল হাদিসই নির্ভুল এটাও কোন মুসলিম বিশ্বাস করে না। সুতরাং কোন হাদিস দিয়ে আর্টিকেল লেখার পূর্বে হাদিসটি কখন, কি কারণে, ৪জন বিশিষ্ট সাহাবীর উপস্থিতে বলা হয়েছে কিনা তা বিবেচনায় অনতে হবে। আরও অনেক কিছু বলার ছিল যা আপনি পাঠকদের মন্তব্যে মন্তব্য করেছেন , কিন্ত আপনার সেইসব বক্তব্য আপনারই আর্টিকেল বহির্ভূত বিধায় সেগুলি আলোচনায় আনলাম না।

নিজেকে জানুন আগে। কয়খানা হাদিস আর কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ে জ্ঞানী হওয়া যায় না। রাহুলের ‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ টা আগে পড়েন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৭:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

ভাইজানের গল্প বলা ও বানানোর ক্ষমতা বেশ ভালই বলতে হবে। আপনি ধর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা না করে গল্প বা উপন্যাস লিখলেই অনেক উন্নতি করতে পারতেন।

আমার প্রতিটি বক্তব্যে যেখানে যথাযথ দলিল পেশ করেছি, সেখানে আপনি মনের মাধুরী দিয়ে একটা গল্প লিখে ফেললেন। সেজন্যেই বলছি আপনার গল্পটা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। তবে আলোচনা করতে চাইলে আপনাকে উপযুক্ত দলিল সহকারে গল্পটা আবার লি খতে হবে। অন্যথায় আমার পক্ষে আপনার এ গল্পের কোন উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। দু:খিত।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ১১:১৬ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,
আপনি আদৌ কোন দলিল পেশ করেননি। দু’চারটি হাদিস আর কয়েকটি কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্ত সেসব হাদিস বা কোরআনের আয়াতের শানে নযুল বর্ণনা না করে , নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে ঐ সব হাদিস বা আয়াতকে বিদ্বেষমূলকভাবে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন।

আর আমি আপনার প্রত্যেকটি তথ্যকে সংশোধন করেছি। আমি যা লিখেছি তা আপনাকে উদ্দেশ্য করে, আপনার তথ্য নিয়ে। যথেষ্ট উৎস উল্লেখ করিনি এটা সঠিক এবং এটা এ কারণে যে আমি ধরে নিয়েছি আপনি ইসলাম সম্পর্কে**মোটামুটি** জানেন।

যখন উৎস কেউ উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই বুঝতে পারবেন কোত্থেকে কথাটা এসেছে , তখন ধরে নেবেন আপনার পড়াশুনো এবং জানা একটা পর্যায়ে এসেছে এবং আপনি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছেন।

আর কেবল তারপরেই ঐ বিষয় সম্পর্কে লেখালেখি করতে পারেন, তার আগে করা উচিৎ নয়। কেননা তা করলে তা আপনার আর্টিকেলের মত -অন্ধের হাতি দেখার মত হাস্যকর হবে ব্যাপারটি।

সমালোচনা অবশ্যই ভাল যদি তা হয় গঠনমূলক। কিভাবে ধর্মীয় বিষয়ের সমালোচনা করতে হয় তা জানতে আরজ আলী মাতুব্বরের লেখাগুলো দেখেন।

ভাল থাকুন।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৮:১৪ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনি আদৌ কোন দলিল পেশ করেননি। দু'চারটি হাদিস আর কয়েকটি কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন মাত্র

ভাই আপনি হাসালেন। ইসলামে দলিল মানেই তো হলো কোরানের আয়াত ও হাদিস। এছাড়াও ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ, ইবনে কাথিরের তাফসির, আল তাবারির তাফসির এসবকেও দলিল বলা হয় তবে তারা তাফসির করেছেন বুখারী, মুসলিম এদের হাদিসের ওপর ভিত্তি করেই। ভাইজান কি বলবেন, ইসলামে দলিল বলতে আর কি বুঝেন? আমার নিবন্ধে বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিস সেই সাথে কাথিরের তাফসির উল্লেখ করেছি। দলিল হিসাবে আর কি উল্লেখ করতে হবে, ভাইজান? যদি পরিস্কার করতেন খুব ভাল হতো।

যথেষ্ট উৎস উল্লেখ করিনি এটা সঠিক এবং এটা এ কারণে যে আমি ধরে নিয়েছি আপনি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানেন।

অল্প জ্ঞানী মানুষ আমি , আপনার মত মহা পন্ডিত নই। তাই জানি না ভাই। দয়া করে একটু জানাবেন আপনার গল্পের উৎস কি ? তবে দয়া করে হাদিস থেকে কোন কিছু উল্লেখ করবেন না , কারন আপনি তো আবার সেগুলো বিশ্বাস করেন না। ইবনে কাথির বা অন্য কারও তাফসির থেকেও কিছু উল্লেখ

করবেন না , কারন তাদের তাফসির কিন্তু উক্ত হাদিসের উপর ভিত্তি করেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আপনাকে এমন যথার্থ উৎসের উল্লেখ করতে হবে যা আপনার আমার সবার কাছেই গ্রহনযোগ্য হয়।

যখন উৎস কেউ উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই বুঝতে পারবেন কোত্থেকে কথাটা এসেছে , তখন ধরে নেবেন আপনার পড়াশুনো এবং জানা একটা পর্যায়ে এসেছে এবং আপনি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছেন।

না ভাই বলেছি তো আপনার মত অত জ্ঞানী এখানে কেউ নেই, তাই কেউ উৎস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। সুতরাং সবার অবগতির স্বার্থে উৎসগুলি উল্লেখ করুন প্লিজ।

আর কেবল তারপরেই ঐ বিষয় সম্পর্কে লেখালেখি করতে পারেন, তার আগে করা উচিৎ নয়। কেননা তা করলে তা আপনার আর্টিকেলের মত -অন্ধের হাতি দেখার মত হাস্যকর হবে ব্যাপারটি।

আগে উৎসগুলি উল্লেখ করুন তো , তারপর দেখা যাবে কে অন্ধের মত হাতি দেখছে।

সমালোচনা অবশ্যই ভাল যদি তা হয় গঠনমূলক। কিভাবে ধর্মীয় বিষয়ের সমালোচনা করতে হয় তা জানতে আরজ আলী মাতুব্বরের লেখাগুলো দেখেন।

মানুষ যখন অন্ধ ও বধির হয় তখন তার ওপর অস্ত্রপচার চালানোর দরকার হয় মাঝে মাঝে ন ইলে কিন্তু তার অন্ধত্ব ও বধিরতা মোচন হয় না, আশা করি এটা আপনার জানা।

আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

ভাল থাকুন।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ২:৪০ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

ভাই আপনি হাসালেন। ইসলামে দলিল মানেই তো হলো কোরানের আয়াত ও হাদিস। এছাড়াও ইবনে ইসহাকের সিরাত রাসুলুল্লাহ, ইবনে কাথিরের তাফসির, আল তাবারির তাফসির এসবকেও দলিল বলা হয় তবে তারা তাফসির করেছেন বুখারী , মুসলিম এদের হাদিসের ওপর ভিত্তি করেই। ভাইজান

কি বলবেন, ইসলামে দলিল বলতে আর কি বুঝেন? আমার নিবন্ধে বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিস সেই সাথে কাথিরের তাফসির উল্লেখ করেছি। দলিল হিসাবে আর কি উল্লেখ করতে হবে, ভাইজান? যদি পরিস্কার করতেন খুব ভাল হতো।

ইসলামের দলিল হল- সত্য তথ্য উপস্থাপন। ইসলাম বায়োলজী নয় যে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিন্যাসের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এর সত্যতা নির্ণয় করতে হবে। জু 'লজী নয় যে ডিসেকশন বা এনাটমি করে এর সত্যতা নির্ণয় করতে হবে। কেমিষ্ট্রি নয় যে বৈজ্ঞানিক ল্যাবে নিয়ে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে এর সত্যতা নির্ণয় করতে হবে। পদার্থ বিজ্ঞান নয় যে বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে এর সত্য তা নির্ণয় করতে হবে, ইত্যাদি।

তাহলে ইসলাম কি? এক কথায় ইসলাম হচ্ছে হাদিস ও কোরআনের সমষ্টি। এখানে কোরআন হচ্ছে ঐশীবাণী আর হাদিস হচ্ছে মুহম্মদের কথা, কাজ ও অনুমোদন।

এখানে কোরআন যেহেতু ঐশীবাণী, সুতরাং এটা নির্ভুল। কোরআন নিজেও এটা দাবী করেছে বিভিন্ন আয়াতে।

আর হাদিস, এটা মুহম্মদের তিরোধারণের আনেক পরে সংকলিত শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আমাদের মত সাধারণ মানুষের দ্বারা। সুতরাং সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়।

তাহলে কোরআনের আয়াত বা কোন হাদিস কিভাবে বুঝব আমরা ? এর জন্যে আমাদের জানতে হবে বেশ কয়েকটি উত্তর যথা-

কি?, কেন?, কখন? –কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার জন্যে এবং

কি?, কেন?, কখন? কাদের উপস্থিতে? হাদিসের ব্যাখ্যার জন্যে। এসব জানা না থাকলে সেই আয়াত বা হাদিস কোথাও ব্যবহার করা আর অন্ধের হাতি দেখা সমান।

আর এসব জানতে হবে বিভিন্ন তফসির ও ইতিহাস থেকে। এখানে এই বিভিন্ন শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারও জানার পরিধি নির্ভর করবে এর সংখ্যার উপরে। আপনাদের কি মনে হয়?

আর তাই ইসলাম বা অন্য কোন ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে হলে, দু'চার 'শ নয়, দু' চার হাজার কিতাব অবশ্যই পড়তে হবে। কেবল তখনি কেউ সত্য খুঁজে পাবে।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৮:৪১ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,বিশাল এক মহাভারত রচনা করে ফেললেন দেখছি। কিন্তু ফলাফল ত আল্লার মত মহাশূন্য। কোনো মানে বুঝলাম না। আপনি বলেছেন হাদিস বিশ্বাস করেন না , কোরান বিশ্বাস করেন কি? কোরানই ত যত পচামির গোড়া। রাহুলের "ভবঘুরে শাস্ত্র" এর সাথে কোরান-হাদিসের কি সম্পর্ক তাও ত বোঝার কোনো সাধ্য নেই!

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ১১:৩১ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

লেখাটা একটু বড় হয়েছে বটে এবং এর জন্যে আমি দু:খিত। আমি একই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ইতিপূর্বে করেছিলাম, কিন্তু লেখক দেখলাম আমার সংক্ষিপ্ত লেখাকে ধরতে পারছেন না, অন্যদিকে পাঠকরাও বিভ্রান্ত হচ্ছে আর তাই সহজ করে লেখার জন্যে কলম ধরতেই দেখি তা সত্যিই মহাভারত হয়ে গেছে। তা কেমন লাগল আমার লেখা?
হাদিস বিশ্বাস করিনা এটা কিন্তু কোথাও আমি বলিনি। ভালকরে খুঁজে দেখুন। আর কোরআন অবশ্যই বিশ্বাস করি। এটা একটা নির্ভূল কিতাব।
আমার লেখাটা ছিল ভবঘুরে কে উদ্দেশ্য করে , একারণেই ভবঘুরে শাস্ত্র এসেছে। আগে পিছে একটু লক্ষ্য করুন।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ১১:৩৯ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,কোরান সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ হলে এর নির্ভুল বাণীসমগ্র ত বিশ্বাসীদের নির্ভুলভাবে অবশ্যই পালনীয়; যেমন, নির্ভুলভাবে দাসী ও যুদ্ধবন্দিনীদের হালাল পদ্ধতিতে সম্ভোগ , শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধর্মীহত্যা,হালাললুণ্ঠন, চোরের হাত কেটে দেয়া, দোররা মারা ইত্যাদি।

আমার লেখাটা ছিল ভবঘুরে কে উদ্দেশ্য করে , একারণেই ভবঘুরে শাস্ত্র এসেছে। আগে পিছে একটু লক্ষ্য করুন।

ব্লগে অনেকেই নিরাপত্তার খতিরে বা যেকোনো কারণেই হোক ছদ্মনামে লিখেন। তাছাড়া নামটা ছদ্ম কি স্বনাম সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু কারো নাম নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করাও কোরানী শিক্ষা?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১:০৯ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

কোরান সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ হলে এর নির্ভুল বাণীসমগ্র ত বিশ্বাসীদের নির্ভুলভাবে অবশ্যই পালনীয়; যেমন, নির্ভুলভাবে দাসী ও যুদ্ধবন্দিনীদের হালাল পদ্ধতিতে সম্ভোগ , শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধর্মীহত্যা,হালাললুণ্ঠন, চোরের হাত কেটে দেয়া, দোররা মারা ইত্যাদি।

চোরের হাত কেটে দেয়া, দোররা মারা -অপরাধীর ক্ষেত্রে এ শাস্তিগুলো কোরআনে আছে যা আমি ভবঘুরের আর্টিকেলের উত্তরেও উল্লেখ করেছি। আর এসবের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু বাকীগুলোর ব্যাপরটা তো জানিনে। আছে নাকি? তাহলে তো শংকরের মতই বলতে হচ্ছে 'কত অজানারে'।

এই জন্যেই বলা হয়েছে 'প্রত্যেক জ্ঞানী লোকের উপরে আছে আরো বড় জ্ঞানী।'

আমার তো মনে হয় সত্য বলার জন্যে যদি ছদ্মনাম নিতে হয়, তবে সে সত্য না বলাই ভাল।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের সব লেখাই অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ভবঘুরেদের দলে যোগ দেন। একসময় তিনি পৈতৃকধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হন, তারপর সে ধর্মও ত্যাগ করে হয়েছিলেন কম্যুনিষ্ট।
আর ভবঘুরে নাম দেখেই বইটি তাকে পড়তে বলেছি , ব্যঙ্গোক্তি করিনি।
আর আপনি কি আমাকে মুমিন মুসলিম মনে করেছেন? আমি যদি নিজেকে মুমিন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেই, তাহলে মিথ্যাচার করা হবে। নামাজ রোজা ধর্মকর্ম কোনকিছুই তো আমার করা হয় না।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৪:১১ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

কিন্তু বাকীগুলোর ব্যাপরটা তো জানিনে। আছে নাকি? তাহলে তো শংকরের মতই বলতে হচ্ছে 'কত অজানারে'।

৪;২৪, ২৩;৫-৬, ৩৩;৫০, ৭০;২৯ এই আয়াতগুলো পড়লেই বাকী ব্যাপারগুলো জানতে পারবেন।

আমার তো মনে হয় সত্য বলার জন্যে যদি ছদ্মনাম নিতে হয়, তবে সে সত্য না বলাই ভাল।

কাফেরকুল শহীদ হলে ত আর বেহেশতে যাবেনা!বেঁচে থেকে যতদিন কুফরী করা যায় আরকি। যেকোন ভাবেই সত্য বলা উচিত। প্রকাশ্যে না পরলে আড়ালে থেকে, প্রত্যক্ষভাবে না পারলে পরোক্ষভাবে।

আর আপনি কি আমাকে মুমিন মুসলিম মনে করেছেন ? আমি যদি নিজেকে মুমিন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেই, তাহলে মিথ্যাচার করা হবে। নামাজ রোজা ধর্মকর্ম কোনকিছুই তো আমার করা হয় না।

আল্লার কাছে পরকালে কি জবাব দেবেন? তাছাড়া মদের নদীতেও ত সাঁতার কাটার সুবর্ণ সুযোগ পাবেন না!৪৭;১৫

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৫:৩৫ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

আমি **ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জানি** এই কথার উপর আপনি আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করেননি দেখছি। সুতরাং কি আর করা। এখন আমার মোটামুটি জানাকে প্রমাণ করতে আপনি এক কাজ করেন, মি: ভবঘুরের মত একটা ধারাবাহিক আর্টিকেল হিসেবে কোরআনের ঐ সব আয়াত নিয়ে ব্যাখ্যা দাবী করেন। আমি সবগুলোর যথাযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য (যুক্তি ও বিবেকের) ব্যাখ্যা দেব কথা দিচ্ছি , যদি বেঁচে থাকি।
নিজেকে লুকিয়ে সত্য বলা তো কাপুরুষের মত হয়ে গেল , তার থেকে বীরের মত প্রকাশ্য সত্য বলাই উচিৎ নয় কি?

আপনি কি পরকালের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন বা এ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা কি আছে? বোধহয় নেই এ কারণেই একথা বলছেন। অবশ্য কোটিতে একজন মুসলিমেরও এধরণের ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না। যাহোক সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হবে মাত্র তিনটি বিষয়ের উপর বিচার নির্ভর করবে। ঈমান, আমল আর দাওয়া। আর তা আমলনামা থেকে। কে মুসলিম , কে হিন্দু, কে খৃষ্টান এই সব প্রশ্ন সেখানে উত্থিত হবে না। অবশ্য যারা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বিতর্কে নামবে তাদের কথা আলাদা। যদি কখনও সময় পাই এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করব।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ১১:৩৬ অপরাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু,

যেকোন ভাবেই সত্য বলা উচিত। প্রকাশ্যে না পরলে আড়ালে থেকে, প্রত্যক্ষভাবে না পারলে পরোক্ষভাবে।

কি লাভ সত্য বলে? কেউ কি গ্রহণ করবে?
জেসাস কি সত্য নিয়ে আসেনি? তার কথা এবং কাজে যুক্তি প্রমান কি কম ছিল ? কয়জন তা গ্রহণ করেছিল?
আপনি কি তার থেকেও বেশী জ্ঞান, তার থেকেও বেশী যুক্তি প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছেন ?
যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলেই আমি আপনার উপরের বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে, আপনার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে আপনাকে অনুসরণ করা শুরু করব। কথা দিচ্ছি।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১১:৫১ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

চোরের হাত কেটে দেয়া, দোররা মারা -অপরাধীর ক্ষেত্রে এ শাস্তিগুলো কোরআনে আছে যা আমি ভবঘুরের আর্টিকেলের উত্তরেও উল্লেখ করেছি। আর এসবের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু বাকীগুলোর ব্যাপরটা তো জানিনে। আছে নাকি? তাহলে তো শংকরের মতই বলতে হচ্ছে 'কত অজানারে'।

বলেন কি ? বাকী ব্যাপারগুলো জানেন না ? তাহলে জানেন কি ? আশ্চর্য! আমি তো ভাবছিলাম ভাইজান একজন ইসলামি পন্ডিত। যাহোক নিচে লক্ষ্য করুন-

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, 33:50
উক্ত আয়াতে কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা

দূরীকরণের উদ্দেশে।এ বাক্য দুটির অর্থ কি ভাইজান ? আল্লাহ কেন মোহাম্মদকে যথেচ্ছ বিয়ে করার ফ্রি লাইসেন্স দিলেন , মোহাম্মদের অসুবিধাই বা কি ছিল ? বলবেন কি দয়া করে ?

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২

ফ্রি লাইসেন্স দেয়ার পর আবার তা বাতিল করার কারন কি , বলবেন কি ?

আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। কোরান, ৩৩: ৫১

উক্ত আয়াতের অর্থ কি একটু বলবেন ? মোহাম্মদ কাদেরকে যেমন ইচ্ছু দুরে রাখতে ও কাছে রাখতে পারবেন?

যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কোরান, ২৩:৫-৬

মালিকানা ভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে সংযত না থাকার জন্য বলা হচ্ছে?

নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ , রহস্যবিদ। কোরান, ০৪:২৪

উক্ত আয়াতে - **নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম।** আল্লাহ কি বিষয়ে বলছে ও কাদেরকে নিষিদ্ধ ও হালাল করছে ? আর কি বিষয়ে সে বিধান ?

আরও আয়াত উল্লেখ করব ? না ভাইজান আপাতত: এটুকু থাক। আস্তে আস্তে বাকিগুলো পরে দেয়া হবে।

আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৫:৫৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভবঘুরে আপনি অনর্থক ফালতু প্রশ্ন করছেন একের পর এক। ইতিপূর্বে আমি কোরআন সম্পর্কে আমার এক মন্তব্যে বলেছি- এটা একটা নির্ভুল কিতাব।

এই বাক্যের গঠনকি আপনি লক্ষ্য করেননি? আমি তো দেখছি আপনাকে সবকিছুর আগে বাংলাভাষা রপ্ত করতে হবে। এই বাক্য একটি কিতাবের নির্ভুলতা ঘোষণা করছে দৃঢ়ভাবে। আর যখন কেউ তার জ্ঞান দ্বারা কোন কিতাবের মধ্যে কোন খুঁত খুঁজে না পায় কেবল তখনই এমন দৃঢ়তা নিয়ে বক্তব্য দিতে পারে। অর্থাৎ ব্যাক্তির কাছে কিতাবের প্রতিটি তথ্যের কোন না কোন যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা আছে।

আমি আগেই আমার বিভিন্ন মন্তব্য দ্বারা একথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছি যে, কোরআনের কোন আয়াত বুঝতে হলে প্রথমে আয়াতটি অবতরণের কারণ জানতে হবে। আপনি তা না জেনে অহেতুক এখানে একের পর এক আয়াতের উদাহরণ দিচ্ছেন। আমি কি এখানে কোরআনের তথফসির করতে এসেছি?

আমি বারবার বলছি ধর্ম সেনসেটিভ বিষয়, অথচ সেই বিষয়ে আপনি সামান্য জেনে একটা ধর্মকে কলুষিত করতে চাচ্ছেন। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। আমি ধারণা করেছিলাম আপনি এরপর যথেষ্ট না জেনে অন্তত: কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে কথা বলবেন না। কিন্তু আপনি তা করেননি। আমার মনে হচ্ছে তা দু'টি কারণে প্রথমত:

> আমার সম্পর্কে @mkfaruk,
>
> দেখুন ভাই বাজে কথা বলার ফোরাম এটা না। তাই আপনি যদি কোন বক্তব্য দেন দয়া করে যথাযথ দলিল দস্তাবেজ উল্লেখসহ তা দিবেন। আপনারাই কিন্তু কথায় কথায় দলিলের কথা বলেন আর সেটা হলো কোরান ও হাদিস। আমি আমার নিবন্ধে সমস্ত কথাগুলো যথাযথ দলিল সহকারে পেশ করেছি। আর আপনি সেই চিরাচরিত মূর্খ ও স্টুপিড মোল্লাদের মত নিজের মন থেকে যা মনে আসে তাই আউড়াইয়া গেলেন।

এই ধরণের মনোভাব আপনার এখনও যায়নি।

আর দ্বিতীয়ত: আপনি মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষবশত: কোরআন ও ইসলামের সমালোচনায় নেমেছেন। এধরণের মানষিকতা পরিহার না করলে, আমি আর আপনার সঙ্গে কোনরূপ বিতর্কে যেতে আগ্রহী নই।

এখন আমি আপনার আয়াতগুলি অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা দেব। তবে সবগুলির দিতে গেলে আবারও মহাভারত হয়ে যাবে, তাই কেবলমাত্র- ৩৩:৫০, ৩৩:৫১ ও ৩৩:৫২ আয়াতগুলিকে আমলে নিলাম সাথে অবশ্য আরও কিছু আয়াত রয়েছে।

পরপর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভের পর যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালবন্টনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছিল। সাধারণ মুসলমানদের ম ধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে এসময় মুহম্মদের স্ত্রীদের মাঝেও খানিকটা প্রাচুর্যের মাঝে জীবন -যাপনের অভিলাষ উদয় হল। তারা ভাবলেন রসুলুল্লাহর ভাগের গনিমতের মাল নিশ্চয় আছে। তাই তারা সমবেতভাবে মুহম্মদের কাছে নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ! পারস্য ও রোমের সম্রা জ্ঞীরা নানারকম অলংকার ও বহুমূল্যবান পোষাক -পরিচ্ছদ ব্যাবহার করে থাকে। আর তাদের সেবা-যত্নের জন্যে অনেক দাস-দাসীও রয়েছে। এদিকে আমাদের দারিদ্র-পীড়িত, জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা তো আপনি নিজেই জানেন। তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমান খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।'

মুহম্মদ তার পুণ্যবতী স্ত্রীদের কাছ থেকে দুনিয়ার ভোগবিলাসী সুযোগ -সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে মর্মাহত হলেন এই কারণে যে, তারা তার এতদিনের সংসর্গ ও কোরআনের জ্ঞান প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবীগৃহের প্রকৃত মর্যা দা অনুধাবণ করতে সক্ষম হননি। অবশ্য স্ত্রীরা কিন্তু ধারণা করতে পারেননি যে, এতে তিনি দুঃখিত হবেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল- *হে নবী! তোমার পত্নীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর , তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।(৩৩:২৮-২৯)*
এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুহম্মদ সর্বপ্রথম বিবি আয়েশাকে ডেকে বললেন , 'আমি তোমাকে একটা কথা বলব- উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দেবে না বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে।'
তিনি বিবি আয়েশাকে আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন।
বিবি আয়েশা-তাকে তার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে বলা থেকে- তার প্রতি মুহম্মদের এক অপার অনুগ্রহ দেখতে পেলেন , তিনি আরও ভাবলেন-মুহম্মদ নিশ্চিত জানতেন তার পিতামাতা কখনও তাকে তার থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বণের পরামর্শ দেবেন না। সুতরাং আয়াতগুলো শোনার পর তিনি আরজ করলেন , 'এখন এই ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্যে আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি।'

বিবি আয়েশার পর অন্যান্য পত্নীদেরকেও কোরআনের এই নির্দেশ শোনান হল। তারা সকলেই আয়েশার মত একই মত ব্যক্ত করলেন অর্থাৎ কেউই তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

নবীপত্নীদের এহেন সিদ্ধান্তে তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ মুহম্মদকে কিছু উপদেশ দিয়ে তার স্ত্রী গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে দেন।

এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ-হে নবী! তোমার জন্যে তোমার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান কর। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ তোমার করায়াত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচাত ভগ্নি, ফুফাত ভগ্নি, মামাত ভগ্নি, ও খালাত ভগ্নিকে যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।
কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্যে- অন্য মুমিনদের জন্যে নয়। তোমার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তুমি ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছে কাছে রাখতে পার। তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভবণা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং তুমি যা দাও , তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

এরপর তোমার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।(৩৩:৫০-৫২)
অতঃপর নবী পত্নীদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে তাদেরকে তাদের চলাফেরা ও আচার আচরণের উপদেশ সম্বলিত এই আয়াতসমূহ নাযিল হল - হে নবী পত্নীরা! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কার্য করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অনু গত হবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্যে আমি সম্মানজনক রিজিক প্রস্তুত রেখেছি।

-হে নবী পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কথা বোলও না, ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে -মূর্খতা যুগের

অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না। নামাজ কায়েম করবে , যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।

-হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী , সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।(৩৩:৩০-৩৪)
ধন্যবাদ।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৭:৪৮ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আর আপনি কি আমাকে মুমিন মুসলিম মনে করেছেন ? আমি যদি নিজেকে মুমিন মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেই, তাহলে মিথ্যাচার করা হবে। নামাজ রোজা ধর্মকর্ম কোনকিছুই তো আমার করা হয় না।

নারে ভাই মোমিন মুসলিম হতে গেলে নামাজ রোজা করা লাগে আপনাকে কে বলল ? খালি জুমার নামায পরবেন আর রোজার দিনে ৩০টা রোজা করবেন এবং ওই ৩০ দিন নামাজ মাশাল্লাহ ৫ ওয়াক্ত। কাউকে বাইরে খেতে দেখলে রোজার গুহ্যদ্বারে বাঁশ ঢুকছে ভেবে নিয়ে আল্লাহু আকবর বলে   খাবার দোকান আর যারা খাচ্ছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন জিহাদী জোশ নিয়ে।এটাই প্রমাণ করবে যে আপনি ধর্মপ্রান মোমিন মুসলিম আর ইসলাম শান্তির ধর্ম।

আর অবশ্যই রোজার মধ্যে বিজ্ঞান দেখবেন। প্রচার করবেন আর অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে রজা থাকা মানে এক ধরনের ডায়েট করা যাতে শরীরের উপকার হয়। একথা ভুলেও ভাববেন না যে শেষ রাতে খাবার পর সারাদিন না খেয়ে থেকে ইফতারে হরিলুট করলে , আর তার কিছুক্ষন পরেই আরেক গামলা ভাত খাবার পর ঘুমাবেন ২০ রাকাত তারাবি শেষ করে। আবার সেহরি খাবেন শেষ রাতে তার পর সারাদিনের উপোষ, এভাবেই ৩০ দিন সারা দিন অন্নজল ত্যাগ করে সারা রাত ধরে খেয়ে সেটা পুষিয়ে দিয়ে মহান শরীর বিজ্ঞানী মহাম্মদের কথামত শরীরের উপকার করতে থাকুন। অবশ্যই এইকথা ভুলেও ভাববেন না যে রাতে বেশি খেলে সেটা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
আল্লাহ যেখানে বলেছে যে এটা উপকারি কাজেই মানুষ কি বলল না বলল কি যায় আসে ? আল্লাহর থেকে বড় বিজ্ঞানী আর কে আছে তাই না?

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৭:৫২ অপরাহ্ণ

রোজার দিনে মানুষ একে সারারাত ধরে খায় তার পরও ভাবে যে সংযম করছে। অন্য সময়ের থেকে মুসলিম রা ওই সময়ে খায় বেশি। আর সমস্যা কি ? আল্লাহ আছে না? সব কিছুর মধ্যেই বরকত। উনি ফু দিলেই সব ঠিক। আমার অ্যালার্জি আছে তাই গরু খাই না। কোরবানীতে মা জোর করে বলে যে খা বাবা, কোরবানির মাংসে বরকত থাকে, তাই ওটা খেলে কিছু হয় না 😄 ।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ২:০৫ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

> কাউকে বাইরে খেতে দেখলে রোজার গুহ্যদ্বারে বাঁশ ঢুকছে ভেবে নিয়ে আল্লাহু আকবর বলে খাবার দোকান আর যারা খাচ্ছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন জিহাদী জোশ নিয়ে।

এই ভাষাটা কি শিক্ষিত লোকের? এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করলে পাঠক কি সাইটে আসবে? আপনার সম্পর্কে কি ধারণা করবে? আপনার উদ্দেশ্য সৎ এটা কি কেউ ভাববে, নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন তো? আপনি ধর্ম মানেন আর না মানেন, তারপরও আপনার ধর্ম সম্পর্কে কেউ এমন মন্তব্য করলে আপনার লাগবে না? নিজের নাম পরিচয় দেবার সৎ সাহস নেই, অথচ আপনি মানুষকে সত্যের পথে আনতে চাচ্ছেন? যাহোক আপনি যত খারাপ মন্তব্য করতে চান করেন। অবশ্যই বাক স্বাধীনতার পক্ষে আমি।

তবে আমি আর এখানে কোন মন্তব্যে অংশ গ্রহণ করছি না।

সবাইকে ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ১১:৫৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

> হাদিস বিশ্বাস করিনা এটা কিন্তু কোথাও আমি বলিনি। ভালকরে খুঁজে দেখুন।

ভাইজানের কি মানসিক বা স্মৃতিভ্রম জাতীয় কোন সমস্যা আছে নাকি ? নিচে দেখুন কি মন্তব্য করেছেন হাদিস বিশ্বাস করা নিয়ে। এ জন্য আপনাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারতাম, আমরা নিতান্তই ভদ্রলোক বলে সেটা করলাম না। কিন্তু আপনাদের মত বিশ্বাসীরা কি পরিমান মিথ্যা বলতে পারে তার সামান্য নমূনা নিচে দেয়া হলো -

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ৩:৩৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,
আপনি আপনার নিজের লেখাকে নিজেই বিশ্বাস করছেন না দেখছি। আর্টিকেলে সন্ধির শর্তটি কি লিখেছেন? আপনি কি লেখেন নি- 'হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটা শর্ত ছিল- কুরাইশদের কোন লোক পালিয়ে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে , মোহাম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দেবে। ' তবে এখন কেন আবার শর্তটি পরিবর্তন করে লিখছেন-
'শর্তে বলা ছিল যারাই মক্কা থেকে মদিনা যাবে তাদেরকেই মোহাম্মদ ফেরত দেবে- '-স্পষ্টতই এভাবে আপনি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

আপনার আর্টিকেলে লেখা শর্তটিতে (কুরাইশদের কোন লোক পালিয়ে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে , মোহাম্মদ তাকে কুরাইশদের নিকট ফেরত দেবে। ') স্পষ্ট সেটা পুরুষদের জন্যে। কেননা "লোক" বা ব্যক্তি বলতে পুরুষ বোঝায়- নারী নয়। আর আপনার মত সেই সময়ে কিছু মুসলিমও ভ্রান্তিতে পড়েছিল, যখন কুরাইশরা সাঈদাকে ফেরৎ চেয়েছিল। অত:পর মুহম্মদ সাঈদার স্বামীর কাছে সন্ধিচুক্তির উল্লেখিত শর্তের সঠিক ব্যাখ্যা শেষে সাঈদাকে ফিরিয়ে দেবার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'এই শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'
যদি মুহম্মদ শর্ত ভঙ্গ করত তাহলে কুরাইশরা প্রতিবাদ করত। কিন্তু তাদের কেউই প্রতিবাদ করেনি। **আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে , কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।** *কিন্তু আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে মুহম্মদ ৯ বৎসরের আয়েশার সাথে যৌন সংসর্গ করেছেন?*
আর মুহম্মদ তার পালিত পুত্রের বধুকে নানা ছলাকলায় তালাক দিয়ে বিয়ে করেছে বলছেন। সেই নানা ছলাকলা কি?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১২:৩২ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভাই ভবঘুরে,

হাদিস বিশ্বাস করিনা এটা কিন্তু কোথাও আমি বলিনি। ভালকরে খুঁজে দেখুন।

এটা বলেছি এই বাক্যটিতে–

হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।

তেমন শব্দটি ব্যবহারের কারণে। বাংলা বাক্যের অর্থতো আপনার বুঝতে না পারার কারণ নেই। আপনি বাঙালী নন?
এই সামান্য বাংলা ভাষায় কথার মারপ্যাচ ধরতে না পারলে আপনি যুক্তি -তর্কে আসবেন কিভাবে?
আশ্চর্য!!

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৩:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, হাদিসে আপনার **তেমন** বিশ্বাস নেই, কেমন বিশ্বাস আছে? নিজের পছন্দ মত কিছু বিশ্বাস করবেন আবার কিছু করবেন না! ব্যাপারটা ক্যামন না!

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৪:২১ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

ম্যাডাম,
আমার বক্তব্যগুলো একটু মনোযোগ না দিয়ে পড়তে তো বিষয়টি ধরতে পারবেন না। আমি হাদিস সম্পর্কে আমার মনোভাব আমার মন্তব্যসমূহে কি কি বিষয় উল্লেখ করেছি ?
হাদিস সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা কোন মুসলমানই বিশ্বাস করেনা। আর বুখারী নির্ভুলতার দিক দিয়ে অন্যদের উপরে এটা ঠিক, তদুপরি তার সংকলিত সকল হাদিসই নির্ভুল এটাও কোন মুসলিম বিশ্বাস করে না। সুতরাং কোন হাদিস দিয়ে আর্টিকেল লেখার পূর্বে হাদিসটি কখন, কি কারণে, ৪জন বিশিষ্ট সাহাবীর উপস্থিতে বলা হয়েছে কিনা তা বিবেচনায় অনতে হবে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের ....হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।

আমি .... যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া তথ্য আমলে নেই না কোরআন ব্যতিত। তাই কে , কেন, কখন, কাদের উপস্থিতেতে ইত্যাদি-আমি প্রথমেই দেখে নেই। আপনার মত বুখারী মুসলিমদের হাদিস

দেখেই তা সত্য বলে ধরে নেই না যতক্ষণ না ঐ হাদিসের চারজন স্বকর্ণে শোনা সাহাবী পাওয়া না যায়।

এখনও কি আমার মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ?

*ভবঘুরে*এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১১:২৭ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

ভাইজান,

আশা করি ভাল আছেন। আপনার লেখা দেখে মনে হচ্ছে আপনার ধারনা আল্লাহ একটা প্রিন্টেট ও বাধাই করা কোরান জিব্রাইলের মাধ্যমে মোহাম্মদের নিকট প্রেরন করেছিল। আর তাই তা নিখুত ও বিশুদ্ধ। আপনি কোরান কিভাবে নাজিল হয়েছিল ও সংগৃহীত হয়েছিল তার মোটামুটি একটা বিবরণ পাবেন এ নিবন্ধের ৫ম পর্ব ও ৬ষ্ট পর্বে।দয়া করে কি একটু চোখ বুলাবেন সেখানে ? আপনার যদি হাদিসের প্রতি তেমন আস্থা না থাকে , তাহলে মোহাম্মদ ও কোরান সম্পর্কিত কোন কিছুতেই আস্থা রাখতে পারেন না। কারন মোহাম্মদ সম্পর্কে সেই তার আমলে বা তার মরার অনেকদিন পর্যন্ত কেউই তার সম্পর্কে কেউ কিছু লিখে যায় নি। তবে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভা বে কিছু কিছু লিখে রেখেছিল যার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে ইবনে ইসহাক তার সিরাত রাসুলুল্লাহ লেখেন ও পরবর্তীতে বুখারী , মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এরা হাদিস লেখেন। এখন যেহেতু কোরান মোহাম্মদের কাছে একটা প্রিন্টেড ও বাধাই করা অবস্থায় আল্লাহ পাঠায় নি, তাহলে সে কোরান কিভাবে মোহাম্মদের কাছে আসল ও সংরক্ষিত হলো তা জানতে আপনাকে তো উপরোক্ত লেখকদের কথাকেই বিশ্বাস করতে হবে। এদের লেখাকে যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনাকেই যথাযথ দলিল সহ প্রমান করতে হবে কিভাবে কোরান নাজিল হয়েছিল ও তা সংকলিত হয়। কোরানের বিশুদ্ধতা ও যথাযথ সংরক্ষনের বিষয়ে প্রমান দিতে গেলে কোরানের বক্তব্য কিন্ত এখানে গ্রহনযোগ্য হবে না , কারন আমরা তো মনে করি মোহাম্মদ নিজেই কোরানের কাহিনী গুলো বলেন ও তার সাহাবীরা সেসব বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখেন। সুতরাং কোরানের সত্যতা ও সংরক্ষনের বিশুদ্ধতা প্রমানের জন্য কোরান সাক্ষী হতে পারে না। বিষয়টি এরকম-

মোহাম্মদ বলছেন- কোরান আল্লাহর বানী

কোরান বলছে- মোহাম্মদ আল্লাহর নবী

তাই মোহাম্মদ আল্লাহর হলেন আল্লাহর নবী।

এটা একটা সার্কুলার লজিক যাকে বলা হয় ফ্যালাসি। কারন এখানে দ্বিতীয় কোন সাক্ষী নেই। কোরান কোন ব্যক্তি নয় যে সে মোহাম্মদের সাক্ষী হতে পারে। তার অর্থ কোরানের বক্তব্য বস্তুত: মোহাম্মদেরই

বক্তব্য। তাই কোরানের বক্তব্য মোহাম্মদের দাবীর সাক্ষী হতে পারে না। তাই কোরান আল্লাহর বানী ও মোহাম্মদ আল্লাহর নবী এটা প্রমানের জন্য অন্তত: এটা দ্বিতীয় সাক্ষী লাগবেই। এখন এ দ্বিতীয় সাক্ষী পাবেন কোথায় ? তা পাবেন ঐসব হাদিস গ্রন্থ ও সিরাত- এ। এখন উক্ত গ্রন্থগুলোতে যদি আপনার আস্থা না থাকে তাহলেও আর একটা উপায় আছে তা হলো কোরানের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা। কিন্তু দু:খজনকভাবে কোরানের মধ্যে অসংখ্য স্ববিরোধীতা, ব্যকরণগত ভুল, ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল, বিজ্ঞানের বিষয়গত ভুল, অনৈতিক/সভ্যতা বিগর্হিত বিধি বিধান বিদ্যমান। সুতরাং এ ধরনের একটা কিতাব কখনই আল্লাহর কাছ থেকে আসতে পারে না। আপনি কষ্ট করে এ নিবন্ধের সবগুলো পর্ব একটু মনযোগ দিয়ে পড়ুন আপনি নিজেই সেটা টের পাবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে আবার বলছি - কোরানের প্রতিটি আয়াত নাজিলের পিছনে কিছু না কিছু ঘটনা আছে। সে ঘটনা না জানলে কোরান পড়ে আপনি কিছুই বুঝবেন না। এখন সেই ঘটনা আপনি জানবেন কিভাবে ? কোরানে তো সে ঘটনার বর্ননা নেই। তা জানতে গেলেও আপনাকে তাফসিরের সাহায্য নিতে হবে, দুর্ভাগ্য জনকভাবে উক্ত তাফসিরও কিন্তু হাদিস ও সিরাতের ভিত্তিতে রচিত। তার মানে আপনাকে কোরান বুঝতে হাদিসের সাহায্য নিতেই হবে। এখন হাদিস বিশ্বাস না করলে আপনি কোরানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। আপনার নিজস্ব বক্তব্য ও ব্যখ্যা গৃহীত হবে না। কারন আপনি তো আর মোহাম্মদের সাথে ছিলেন না। এবার বুঝুন , হাদিসকে এক ফুতকারে উড়িয়ে দিলে মোহাম্মদ ও কোরান দুটোকেই উড়িয়ে দেয়া হয় , ভাইজান। সুতরাং যে কোন বক্তব্য দেয়ার আগে তার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়।

ধণ্যবাদ আপনাকে।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১১:২৯ পূর্বাহ্ণ

সংশোধনী: তাই মোহাম্মদ আল্লাহর হলেন আল্লাহর নবী। এর পরিবর্তে হবে তাই মোহাম্মদ হলেন আল্লাহর নবী।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১:৫৬ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কোরআন কিভাবে নাযিল হয়েছিল তার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি মি: ভবঘুরে ,

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৮:০০ অপরাহ্ণ

@HuminityLover,

তাছাড়া সৃষ্টিকর্তা স্বরূপ এবং তার সীমাবদ্ধতা, ইবলিসের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা, ফেরেস্তাদের প্রকার ও সীমাবদ্ধতা, আত্মার প্রকৃতি ও উপাদান, পাপ পূণ্য- ন্যায় ও অন্যায় এর ধারণা, আমলনামা, পরকালের বিচার পদ্ধতি, লওহে মাফুজের কিতাব, দোযখ ও বেহেস্তের প্রকৃতি, পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের বিকাশ ও পূর্ণতা লাভের ইতিহাস ইত্যাদি জানে এমন কেউ ছাড়া বির্তক জমবে না। (পাঠকদের মধ্যে এমন কেউ থাকলে আওয়াজ দিয়েন তাতে আমাদের মধ্যের বিতর্ক মারফৎ অন্যান্য পাঠকরা হয়ত উপকৃত হবেন।)

ভবঘুরে, একই কথা বারবার রিপিট করলে পাঠকরা বিরক্ত হবেন। মোটামুটি জানার সংজ্ঞা আমি দিয়েছি। এরপরও কি আমাকে ভেঙ্গে বলতে হবে?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১১:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

এই সামান্য বাংলা ভাষায় কথার মারপ্যাচ ধরতে না পারলে আপনি যুক্তি -তর্কে আসবেন কিভাবে? আশ্চর্য!!

না ভাই, এর মারপ্যাচ ধরতে পারিনি। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি এর অর্থ কি ? খেয়াল রাখবেন এ সাইটের অধিকাংশ পাঠকই কিন্তু আমাদের মন্তব্য মনযোগ সহকারে অনুসরণ করছেন। যা বলবেন ভেবে চিন্তে বলবেন। কারন আপনার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে , আবার অনেকের বিশ্বাস টলমলে হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং খুব সাবধান।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ২:৪৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমি এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসিনি। তাই কার বিশ্বাস দৃঢ় হল , কার দৃঢ় হল না -তাতে আমার কিছু যায় আসে না।
আমি এখানে আপনার একটা আর্টিকেলের দ্বিমাত্রিক চিত্রকে তৃতীয়মাত্রার চিত্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। কারণ আপনার চিত্রে পেছনের দৃশ্যটা নেই।

ভাই ভবঘুরে, এই সাইটে বাংলা ব্যকরণ নিয়ে আলোচনা করলে তা-কি খুব হাস্যকর হবে না? শুধু এইটুকু জেনে রাখেন, ***বিশ্বাস*শব্দের প্রি পজিশনে বসে *তেমন*শব্দটি বিশ্বাসকে শর্তাধীন করে ফেলেছে।**

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ২:১২ অপরাহ্ণ

@ mkfaruk,

আপনার মন্তব্যের রিপ্লাই অপশন না পেয়ে এভাবেই উত্তর দিতে হচ্ছে।

আপনি ধর্ম মানেন আর না মানেন, তারপরও আপনার ধর্ম সম্পর্কে কেউ এমন মন্তব্য করলে আপনার লাগবে না?

আমার বাবা আর মার ধর্ম ইসলাম। আর আমি আপনাদের ওইসব ধর্মীয় কালিমা থেকে অনেকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছি।

নিজের নাম পরিচয় দেবার সৎ সাহস নেই, অথচ আপনি মানুষকে সত্যের পথে আনতে চাচ্ছেন?

ভাইজান আমি জিহাদী না। মরতে ভয় পাই। হা আত্মহত্যা করার সাহসকে যদি আপনি সৎ সাহস বলেন, তবে স্বীকার করছি, ওটা আমার নেই।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ২:২৩ অপরাহ্ণ

mkfaruk,

এই ভাষাটা কি শিক্ষিত লোকের? আপনার সম্পর্কে কি ধারণা করবে?

আপনারা ওইসব অসভ্য আর অমানবিক কাজগুলি করতে পারবেন, আর সংখ্যালঘু নাস্তিক বলে ২ /৪ টা অসভ্য ভাষাও ব্যবহার করতে পারব না , বিচারটা একটু বেশি একপেশে হয়ে গেল না ?

তবে আমি আর এখানে কোন মন্তব্যে অংশ গ্রহণ করছি না।

আহা ভাইজান এত আবেগপ্রবণ কেন আপনি? আবেগ না কমালে কাফিরদের হিদায়েত করবেন কিভাবে? ।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ১:২৬ অপরাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু,

আনেক কিছুই বুঝতেপারছেন না আবার ফলাফল নির্ধারণ করে দিচ্ছেন - বিষয়টা কন্ট্রাডিকটরী হয়ে গেল না? ফলাফল বিচার করবে জ্ঞানীরা।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ১১:৪৩ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আনেক কিছুই বুঝতেপারছেন না আবার ফলাফল নির্ধারণ করে দিচ্ছেন - বিষয়টা কন্ট্রাডিকটরী হয়ে গেল না? ফলাফল বিচার করবে জ্ঞানীরা।

আল্লা ত নিজেই নিজেকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বলে ঘোষণা করেছেন। ফলাফলটা তিনি নিজে এসে নির্ধারণ করতে পারবেন না!বিজ্ঞানী আল্লা কি একটি ঠেলাগাড়ি বানিয়ে দেখাতে পারবেন?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১:২৩ পূর্বাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু,

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আপনার বিশেষ ধারণা নেই বলেই এম ন কথা বলছেন। আপনি প্লেটোর দি রিপাবলিক বইটা পড়ে দেখেন আগে, নেটেই আছে, বেঞ্জামিন জোয়েটের অনুদিত। তারপর বুঝতে না পারলে আমরা আলোচনা করব।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ৪:১৫ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, ধারণা আর থাকবে কীভাবে বলুন! তিনি আজীবন লুকিয়ে রইলেন যে! সামান্য একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস নেই!

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১১:০৬ অপরাহ্ণ

@তামান্না ঝুমু,

বহু চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তিনি। নমরুদকে কি তিনি সরাসরি যুদ্ধে পরাজিত করেননি ? আবরাহাকে? শতশত উদাহরণ দেয়া যাবে।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ৬:২১ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনি কোথায় কোরান কিভাবে নাজিল হয়েছিল সে সম্পর্কে বলেছেন? কোথাও তো খুজে পেলাম না। আবার কপি করে পেষ্ট করেন প্লিজ।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৫:২৬ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

এ কারণেই আপনার জন্যে তথ্যে রেফারেন্স উল্লেখ করিনি আমি। কারণ রেফারেন্স হিসেবে- কোন মাসের কত তারিখ কতটার সময় এবং কাকে উত্তরটি দিয়েছি– তা লিখে উল্লেখ করে দেবার পরও আপনি তা খুঁজে পেলেন না।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ১:০৭ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আপনার বিশেষ ধারণা নেই বলেই এমন কথা বলছেন। আপনি প্লেটোর দি রিপাবলিক বইটা পড়ে দেখেন আগে, নেটেই আছে, বেঞ্জামিন জোয়েটের অনুদিত। তারপর বুঝতে না পারলে আমরা আলোচনা করব।

আমি এই মন্তব্য করেছি আপনার মন্তব্যের উপর।
যাহোক সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ সম্পর্কে আমিই লিখে দিলাম। আপনাকে আর কষ্ট করে বইটা পড়তে হবে না।
God is good. And no good thing is hurtful. And that which is not hurtful, hurts not. And that, which hurts not, does no evil. And that, which does no evil, can't be a cause of evil. Again, the good is advantageous; and therefore, the cause of well-being. It follows therefore that the God is not the cause of all things, but of the good only.

Thus God, as He is good, is not the author of all things, as the many assert, but He is the cause of a few things only, and not of most things that occur to men. For few are the goods of human life, and many are the evils, and the good is to be attributed to God alone; of the evils the causes are to be sought elsewhere, and not in him.

Then we must not say like Homer that-
Two casks Lie at the threshold of God, full of lots,
One of good, the other lots of evil,
And that he, to whom God gives a mixture of the two,
Sometimes meets with evil fortune, at other times with good;
But that he, to whom is given the cup of unmingled ill,
Him wild hunger drives o'er the beauteous earth. And again God,
Who is the dispenser of good and evil to us.
We can't say that God plants guilt among men when he desires utterly to destroy others. The sufferings of Niobe, -or of the house of Pelops, -or of the Trojan War -we must not say that these are the works of God, or if they are of God, there must some explanation of them.

God did what was just and right, and they were the better for being punished; but that those who are punished are miserable, and that God is not the author of their misery, the wicked are miserable because they require to be punished, and are benefited by receiving punishment from God; but that God being good is the author of evil to any one is not to be said. As God is not the author of all things, but of good only.

whether God is a magician, and of a nature to appear insidiously now in one shape, and now in another -sometimes himself changing and passing into many forms, sometimes deceiving us with the semblance of such transformations; or is he one and the same immutably fixed in his own proper image?

If we suppose a change in anything, certainly that change must be effected either by the thing itself, or by some other thing. And things which are at their best are also least liable to be altered or discomposed; for example, when healthiest and strongest, the human frame is least liable to be affected by meats and drinks, and the plant which is in the fullest vigour also suffers least from winds or the heat of the sun or any similar causes.

And the bravest and wisest soul will be least confused or deranged by any external influence. And the same principle should applies to all composite things- furniture, houses, garments; when good and well made, they are least altered by time and circumstances. Then everything which is good, whether made by art or nature, or both, is least liable to suffer change from without.

But surely God and the things of Gods are in every way perfect. Then He can hardly be compelled by external influence to take many shapes.

But may God not change and transform Himself? Clearly, that must be the case if He is changed at all. And will He then change Himself for the better and fairer, or for the worse and more unsightly?

If He changes at all He can only change for the worse, for we cannot suppose Him to be deficient either in virtue or beauty.

But, no one would not desire to make himself worse. Then it is impossible that God should ever be willing to change; being, as is supposed, the fairest and best that is conceivable, God remains absolutely and forever in his own form.

Then, if someone tell us that-
The God, taking the disguise of strangers from other lands,
Walk up and down cities in all sorts of forms;
-is considered as imposing a slander on God, speaking blasphemy against the God. And he who speak blasphemy against God; He will forbid Heaven for him.

But although the God Himself unchangeable, still by witchcraft and deception He may make us think that He appear in various forms. But we cannot imagine that God will be willing to lie, whether in word or deed, or to put forth a phantom of Himself.

But the true lie, if such an expression may be allowed, yet is hated of God and men. As no one is willingly deceived in that which is the truest and highest part of himself, or about the truest and highest matters; there, above all, he is most afraid of a lie having possession of him. The reason is, only that deception, or being deceived or uninformed about the highest realities in the highest part of himself, which is the soul, and in that part of him to have and to hold the lie, is what mankind least like; is what he utterly detest.

And now remarking, this ignorance in the soul of him who is deceived may be called the true lie; for the lie in words is only a kind of imitation and shadowy image of a previous affection of the soul, not pure unadulterated falsehood. The true lie is hated not only by the God, but also by men.

Whereas the lie in words is in certain cases useful and not hateful; in dealing with enemies -that would be an instance; or again, when those whom we call our friends in a fit of madness or illusion are going to do some harm, then it is useful and is a sort of medicine or preventive; also in the tales of mythology, because we do not know the truth about ancient times, we make falsehood as much like truth as we can, and so turn it to account.

But any of these reasons cannot be apply to God. As we can't suppose He is ignorant of antiquity, and therefore has recourse to invention.
Or perhaps one may tell a lie because he is afraid of enemies. And that is inconceivable. But one may have friends who are senseless or mad. But no mad or senseless person can be a friend of God. Then no motive can be imagined why God should lie. Then the superhuman and divine is absolutely incapable of falsehood.
Then, God is perfectly simple and true both in word and deed; He changes not; He deceives not, either by sign or word, by dream or waking vision. The God is not magician who transform Himself, neither do He deceive mankind in any way.

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৭:৫৭ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

আল্লা ত নিজেই নিজেকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বলে ঘোষণা করেছেন। ফলাফলটা তিনি নিজে এসে নির্ধারণ করতে পারবেন না!বিজ্ঞানী আল্লা কি একটি ঠেলাগাড়ি বানিয়ে দেখাতে পারবেন?

সমস্যা কি আপু? বিজ্ঞানীরা নাকি কোরান পড়ে বুঝেই সব আবিষ্কার করেছে ? না হলে নাকি পারত না!হায় হায় রে আইনস্টাইন কি করলি তুই কো রান পরে বুঝেই থিওরী অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কার করলি, তবু ব্যাটা মুসলিম হলি না। জান্নাতে ৭০টা হুর পেয়েও হারালি

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৬:২৩ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আমি এখানে ধর্ম প্রচার করতে আসিনি। তাই কার বিশ্বাস দৃঢ় হল , কার দৃঢ় হল না -তাতে আমার কিছু যায় আসে না।
আমি এখানে আপনার একটা আর্টিকেলের দ্বিমাত্রিক চিত্রকে তৃতীয়মাত্রার চিত্রে পরিণত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। কারণ আপনার চিত্রে পেছনের দৃশ্যটা নেই।

তাহলে কি করতে আসছেন এখানে?
আপনার সকল মন্তব্য আপনার নিজস্ব কাল্পনিক চিত্র , বার বার আপনার গল্পের রেফারেন্স দিতে বললাম আপনি পাকাল মাছে মত সরে গেছেন। এ দেখে এ সাইটের পাঠকরা ইতোমধ্যেই আপনার মাথার ঠিক আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ শুরু করেছে মনে হয়।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ১:২২ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

গ্রেড ওয়ান লোভেলের একটা শিশুও বলে দিতে পারবে কি করতে এসেছি আমি এখানে। কারণ আপনার উল্লেখিত কোটের মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে।

সম্মানিত পাঠকগণ, এই আর্টিকেলের লেখকের (মি: ভবঘুরে) জ্ঞানের পরিধি কতটুকু তা আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।
এখন আপনারাই বলুন এই ব্যক্তির সাথে বিতর্ক করা আর সম্পূর্ণ উন্মাদ একজনের সাথে বিতর্ক কি সমান নয়???

কাফের এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ৪:০১ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
আপনি ভবঘুরে এর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন , দেখে মজা পেলাম। আপনার কমেন্টস পড়েই বুঝতে পারছিলাম আপনার জ্ঞানের সীমা , এখন আরও শিউর হলাম।
আপনি নিজের জ্ঞান বুদ্ধির জোরে ভবঘুরে কে কাবু করতে না পেরে এখন পাঠকের ভোট চাইছেন ।
বাহ বা। দেখেন কয়জন আপনার পক্ষ হয়ে আপনাকে কমেন্টস ভিক্ষা দেয়। আমার বিশ্বাস আপনাকে শূন্য ঝুলি নিয়েই ফিরতে হবে। এর আগেও আপনার মতো অনেক

হুর লোভী বান্দা

মুক্তমনায় এসে তর্ক বিতর্ক করেছে। কিছুদিন পর যখন বুঝতে পেরেছে এখানে থেকে সুবিধা হবে না তারা চলেও গেছে।(ভবঘুরেরা কিন্তু আছে এবং থাকবে) দেখেন আপনি কয়দিন থাকতে পারেন আর আপনার বিদ্যা বুদ্ধি(!) জাহির করতে পারেন। তবে একটা কথা না বললেই নয় , আপনাদের মতো

লোক মুক্তমনায় আসে বলেই আমরা কিন্তু দুটো কথা বলার সুযোগ পাই। সেই চান্সে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি একটু বাড়ে।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১০:২৮ অপরাহ্ণ

@কাফের,

এর আগেও আপনার মতো অনেক

হুর লোভী বান্দা

মুক্তমনায় এসে তর্ক বিতর্ক করেছে।

আপনি কিসের লোভে এসেছেন? ফাও খেতে? ফাও খাবার দিন শেষ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৪:৪২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

গ্রেড ওয়ান লোভেলের একটা শিশুও বলে দিতে পারবে কি করতে এসেছি আমি এখানে। কারণ আপনার উল্লেখিত কোটের মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে।

হা হা হা , সম্মানিত পাঠকরা কিন্তু ঠিকই বুঝে গেছে আপনি কি করতে এসেছেন। আপনার স্ববিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করে আপনি হামবড়া ভাব নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে এসেছেন। কিন্তু ভাইজান, এই ইন্টারনেট ও মিডিয়ার যুগে সেটা আর সম্ভব নয়। মানুষ যে কোন তথ্য অতি সহজেই খুজে পায়। আপনি বলেছেন- **বুখারি, মুসলিম এসব হাদিসে আপনার তেমন বিশ্বাস নেই** অথচ অত:পর সেই হাদিস থেকেই একের পর এক উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করে গেছেন। তবে পুরো উদ্ধৃতিতে হাদিসের পরিস্কার বক্তব্য ছিল না তার সাথে ছিল আপনার মনের মাধুরী মিশানো রূপকথার গল্প। যে কারনে আপনাকে এত অনুরোধ করার পরেও কোন রেফারেন্স দেন নি। আপনি কি এখনকার পাবলিককে আপনার মতই পাগল আর উন্মাদ মনে করেন নাকি ? এ থেকে একটা পাগলও বুঝতে পারে আপনার চরিত্র কতটা স্ববিরোধী। হাদিস ছাড়াও নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে গরু রচনার মত রচনা লিখে গেছেন। ভাই এসব উদ্ভট কল্প কাহিনী প্রচার করার জন্য ইন্টারনেটে অনেক সাইট আছে, সেখানে যেতে পারেন। এখানে নয়। পরিশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি কে আসলে ভঙ্গ করেছিল ,তা গোলাপ ভাই অত্যন্ত পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন। মনযোগ দিয়ে পড়তে পারেন। যাহোক

আপনাদের আসলে দোষ নেই, দোষ হলো আমাদের সমাজ। আমাদের সমাজ আমাদেরকে শিশু বয়স থেকেই আমাদেরকে মগজ ধোলাই করে দেয় আর নিম্নলিখিত ধারনাগুলো সত্য হোক মিথ্যা হোক ঢুকিয়ে দেয়-
(১) মোহাম্মদ ছিল আল্লাহর নবী। যদিও তার কার্যক্রম ও আচরণ পরীক্ষা করলে বোঝা যায় তার মৃগীরোগ ছিল। আর কোরান তাকে উন্মাদ সাব্যাস্ত করত যা মৃগী রোগের একটা লক্ষন।
(২) মোহাম্মদ ছিল আল আমিন তথা সত্যবাদি। যদিও কোরানই বলে তার আশে পাশের মানুষগুলো তাকে মিথ্যাবাদি বলত।
(৩) মোহাম্মদ হলো সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ট মানব ও তার চরিত্র ফুলের মত পবিত্র। যদিও সে জীবনে বহু ডাকাতি , খুন , ধর্ষন, শিশু বিয়ে, পুত্রবধু বিয়ে, দাসী/যুদ্ধবন্দিনীর সাথে বিয়ে বহির্ভুত সেক্স করেছে যার প্রমান কোরান ও হাদিসের পাতায় পাতায় বর্নিত আর মোহাম্মদ তার সব কিছুকে আল্লাহর আদেশ বলে চালিয়েছে।
(৪) মোহাম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছে যার সব গুলোই আত্মরক্ষামূলক। যদিও মাত্র ২/৩ ছাড়া বাকি সব যুদ্ধেই ছিল মোহাম্মদ নিজে আগে আক্রমনকারী। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল নিরীহ জনপদে আতর্কিতে আক্রমন যার সুন্দর বর্ননা হাদিসে আছে।
স্ববিরোধীতা ত্যাগ করে , নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে কোরান হাদিস পড়ুন , অন্ধত্ব ত্যাগ করুন।

ভাল থাকুন।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১২:০১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

পরিশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি কে আসলে ভঙ্গ করেছিল ,তা গোলাপ ভাই অত্যন্ত পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি কে আসলে ভঙ্গ করেছিল তা আমি আমার ব্যাখ্যায় পরিস্কার বলেছি। কোন চুক্তি ভঙ্গ হয় চুক্তির পর। চুক্তি সাক্ষরের পূর্বের কোন ঘটনা দিয়ে চুক্তি ভঙ্গের উদাহরণ কার্যকরী নয়। আর তাই তার মন্তব্যের কোন জবাব আমি দেইনি। তার জানার দৌড় কতটুকু তা আমি বুঝতে পেরেছি। তাহলে আপনার মন্তব্যে আমি উত্তর দিচ্ছি কেন? কারণ আপনি আর্টিকেলের লেখক।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১২:০৮ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আপনার ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি গোলাপের মন্তব্যের জবাবে। দেখেন সেখানে কোরআন কি বলেছে তার সম্বন্ধে ডিটেইল দেয়া হয়েছে।

৩ নম্বর আপনার নিজের কথা তাই তার উত্তর দেয়া হল না।

(৪) মোহাম্মদ জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছে যার সব গুলোই আত্মরক্ষামূলক। যদিও মাত্র ২/৩ ছাড়া বাকি সব যুদ্ধেই ছিল মোহাম্মদ নিজে আগে আক্রমনকারী। তার মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল নিরীহ জনপদে আতর্কিতে আক্রমন যার সুন্দর বর্ন না হাদিসে আছে।

এটাও আপনার নিজের কথা তাই এর উত্তর দেয়া হল না।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৮:০৯ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

সম্মানিত পাঠকগণ, এই আর্টিকেলের লেখকের (মি: ভবঘুরে) জ্ঞানের পরিধি কতটুকু তা আপনাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এখন আপনারাই বলুন এই ব্যক্তির সাথে বিতর্ক করা আর সম্পূর্ণ উন্মাদ একজনের সাথে বিতর্ক কি সমান নয়???

কাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করলেন? আমারতো মনে হয় যে ভবঘুরে ভাই আপনার মত একটা উজবুকের সাথে কথা বলে খামাখাই নিজের সময় নষ্ট করছে। উন্মাদ তো আপনি নিজে mkfaruk, ব্যপারটা বুঝেন নাই?

যে প্রথমেই ব্লগ এ এসে নিজেকে বিশাল কিছু বলে দাবি করে বসে আর তারপর একটার পর একটা মনগড়া কথা বার্তা বলে যায় , আর নিজের জ্ঞান জাহির করে তাকে উন্মাদ ছাড়া কি বলা যায়? আপনি যদি সত্যি জ্ঞানী হন তবে নিজেকে জাহির করার এত প্রবণতা কেন আপনার মাঝে?

আর মুহাম্মদ আপনার শখের সাবজেক্ট তাই না ? এ জন্যই তো জানেন ঘোড়ার ডিম। শখের বশে কোন কাজ করা আর গবেষণা করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এটা যদি কোনদিন বুঝতে পারেন তবেই দেখবে যে আর নিজের বিদ্যা জাহির করতে মন চাইবে না। কারন সত্যিকার জ্ঞানী তার বিদ্যাটা প্রমাণ করে দিবে, প্রথমে এসেই বলবে না যে আমি এইটা জানি ওইটা জানি, আর বাভ দেখাবে না যে তার থেকে বেশি আর কেউ জানে না।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৮:১১ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

গ্রেড ওয়ান লোভেলের একটা শিশুও বলে দিতে পারবে কি করতে এসেছি আমি এখানে। কারণ আপনার উল্লেখিত কোটের মধ্যেই উত্তরটা রয়েছে।

হাহাহা এইত নিজের আসল রূপ টা প্রকাশ করে দিলেন এতক্ষণে 😀

বাবু এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১:৩৬ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,
আপনার কথাগুলো এতই রাবিশ যে সেগুলো পড়ে সময় নষ্ট করার আর প্রয়োজনই বোধ করছি না। যুক্তি শব্দটা ব্যবহার করলাম না, কারণ এগুলো যুক্তির মধ্যেই পড়ে না।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১:২৮ অপরাহ্ণ

@বাবু,

ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্যে।

এটা তো প্রবাদ বাক্যের মতই যে, **সত্য অত্যন্ত কঠিন এবং হজমে কষ্টদায়ক।**

কাফের এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৩:৪৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,
আপনার বোধহয় জানা নেই যে, মুক্তমনার যারা লেখক এবং নিয়মিত পাঠক তারা সত্যকে ভয় পায় না। আমি বলেছি আপনার যুক্তিহীন লেখার কথা। একের পর এক উল্টা পাল্টা কথা বলে যাচ্ছেন কোনো রেফরেন্স ছাড়াই। এজন্যই বলেছি, রাবিশ, পড়ার অযোগ্য।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ১০:৪১ অপরাহ্ণ
@কাফের,

মুক্তমনার যারা লেখক এবং নিয়মিত পাঠক তারা সত্যকে ভয় পায় না।

কিন্ত্র সত্য গ্রহণ করতে ভয় পায় তাই নয় কি?
এই যেমন ধরেণ আপনি, সকল যুক্তি ও প্রমাণ নিয়ে জেসাস এসেছিল সত্য নিয়ে -কিন্তু তাকে কি আপনি গ্রহণ করেছেন?
জীবনে একটিও মিথ্যা বলেনি এমন ব্যক্তিও সত্য নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাকে কি আপনি গ্রহণ করেছেন?

সাগর এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১:৩১ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, কথাটা তো আপনার জন্য ও প্রযোজ্য

সাগর এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ১০:৪৫ পূর্বাহ্ণ
ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ বনি কাইনুকা গোত্রের আবাসস্থলে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম কমনওয়েলথের অন্তর্ভূক্ত হতে কিম্বা মদিনা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। – শান্তিবাদি গান্ধি মহানবির কি দয়ার নমুনা ?? গুজ রাট দাঙ্গার সময় হিন্দু রাও মুস্লিম দের ধরে কাটছিল আর এই অপ্শন টাই দিয়েছিল হয় হিন্দু হও নয় গুজ্রাট ছাড়–-এখন দেখছি কট্টর দাঙ্গাবাজ হিন্দু আর ভন্দ মহাম্মাদের কোন অমিল নেই

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ২:০১ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

ওহ বলতে ভুলে গেছি। ইসলাম দাবী করে সে নাকি বহুগামীতা বন্দ করেছে ও এটা নাকি জাহেলিয়া যুগের খারাপ ঐতিহ্য। অথচ মোহাম্মদ নিজে ১৩ টা বিয়ে করেছেন, তাও কিন্তু করেছেন ইসলাম প্রচারের অনেক পরে। বহুবিবাহ বন্দ করার উপদেশ যিনি দেন তার তো প্রথমেই উচিত নিজে সেটা না করা , তাই না ? শুধু তাই নয়, নিজে করেছেন ১৩ টা অন্যকে করতে বলেছেন ৪ টা এটা কেমন কথা ? কেউ যদি কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার তো উচিত প্রথমে নিজে সেটা পালন করা। উনি নিজে ৪ টা বিয়ে করে অন্যকে ৪ টা করতে উপদেশ দিলে ভাল হতো না ? এর জবাব আমি জানি কি দেবেন। বলবেন- আল্লাহ বলেছে। মোহাম্মদ যখনই কোন উদ্ভট ও অসামাজিক কাজ করেছে তখনই সে আল্লাহর দোহাই দিয়েছে। এটা কোন ধরনের আল্লাহ আর কোন ধরনেরই বা নবি? ভাই আপনি যদি সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ হয়ে থাকেন এ প্রশ্নগুলো একটু নিজে করুন। দেখবেন আপনি নিজেই এর উত্তর পেয়ে যাবেন।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১২:৫১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এর সব উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি ৩৩:৫০, ৩৩:৫১ ও ৩৩:৫২ আয়াতের ব্যাখ্যায় পেয়েছেন নিশ্চয়।

সত্যের সাধক এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ৫:১৬ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,” মুহম্মদ তেরটা বিয়ে করে রেকর্ড করে ফেলেছেন! তাহলে শলোমনের কি হবে? তার তো তিন শত বিবাহিত স্ত্রী ছিল।”
শলোমন মহান পবিত্র মানুষ এটা কে বলেছে ?
আপনি একটা খারাপ জিনিষকে আরেকটা খারাপ জিনিষের সাথে তুলনা করে ভাল প্রমান করার অপচেষ্টা করছেন।এধরনের মানুষিকতার পরিবর্তন আনুন।

”আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে , কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।”
আপনি যে মহম্মদের চরিত্র নিয়ে বিশাল এক রচনা লিখলেন এসকল তথ্যের উৎস কি? স্বপ্নে পেয়েছেন?নাকি মনগড়া বলে গেছেন! তাহলে কুরআনকে কোন লজিকে বিশ্বাস করছেন ? বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ এদের সংকলিত হাদিস কেন অস্বীকার করছেন? যুক্তি দেখান। আন্দাজে একটা প্রতিষ্ঠিত জিনিষকে ভুল বলে বাদ দিবেন এটাতো হয়না। কুরআন সংকলনের দায়িত্ব আল্লার এটা কুরআন সংকলনকারীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে কিনা তার প্রমান কি ? গোমর ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখলেই সেটা বাতিল,জাল,দূর্বল।অদ্ভূত!
”আর মেরী মুহম্মদের দাসী ছিল না , ছিল তার স্ত্রী। তার গর্ভে মুহম্মদের পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেছিল।”
মারিয়া কিবতিয়া মিশরের শাষনকর্তা মোকাওকিস মহম্মদকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।তার সাথে কোন বিবাহের প্রমান পাওয়া যায়নি।যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে বিশুদ্ধ উৎস থেকে দেখান।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১২:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@সত্যের সাধক,

শলোমনকে যিনি তাঁর রসূল করেছেন , তিনিই মুহম্মদকে আবার তাঁর রসূল করেছেন। এ কারণেই উদাহরণ যুক্তিসংগত।

যাহোক,

শলোমন মহান পবিত্র মানুষ এটা কে বলেছে ?

এর মানে হচ্ছে শলোমন মহান পবিত্র এটা আপনার জানা নেই। ভাল কথা, তাহলে তার সম্পর্কে আপনার যা জানা আছে সেইটা সবাইকে জানান।
তারপর আমরা আলোচনায় আসি। কি বলেন?

কুরআনকে কোন লজিকে বিশ্বাস করছেন ?

এর উত্তর এখানেই দিয়েছি কোন এক জনের মন্তব্যে উত্তরে। অথবা নেটে সার্চ করুন- **Why Muslims Believe in Qur'an?**

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ এদের সংকলিত হাদিস কেন অস্বীকার করছেন?

ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন আপনি। ‘ অস্বীকার’ শব্দ কোথাও ব্যবহার করিনি আমি। আমি যা বলেছি তা হল -এদের সব হাদিস সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা কোন মুসলিমই বিশ্বাস করে না।
কারণ তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য বুখারীরই অনেক হাদিস বাতিলযোগ্য। জানতে চাইলে আকরাম খাঁর মুস্তফা চরিত বইটি পড়েন।

গোলাপ এর জবাব:
জুন ১৩, ২০১২ at ১২:৫১ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

ভাইজান, মনের মাধুরী মিশিয়ে মুহাম্মদ সম্বন্ধে বিরাট রচনা লিখেছেন দেখছি! বিভিন্ন ওয়াজ -মাহফিল, ইসলামী বক্তৃতা-বিবৃতি এবং মক্তব-মাদ্রাসায় “মুহাম্মদের জীবনী” রচনা প্রতিযোগিতায় আপনার এ রচনা বিশেষ উপযোগী তাতে কোনই সন্দেহ নেই ! কিন্তু কোন সিরিয়াস বিতর্কে এর গ্রহণযোগ্যতা **“শূন্য”।** কারণ, বিতর্কে উপযুক্ত “রেফারেন্স” অত্যাবশ্যক। আপনি লিখেছেন,

আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে, কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।

ধরে নিলাম আপনি সত্য কথা বলছেন! সে ক্ষেত্রে, মুহাম্মদ সম্বন্ধে এত বড় রচনার **“উৎস** (Reference)” কি তা কি পাঠকদের একটু জানাবেন ?

মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব , আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তার সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস শেষপর্যন্ত তার চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তকে।

তাই নাকি? আপনার দীর্ঘ রচনা একেবারে টিপিক্যাল মুমিনদের গৎবাঁধা ‘মুহাম্মাদী উপাখ্যান’। যুগে যুগে আম-মুসলমানদের এসব কিচ্ছা শুনিয়ে আপ্লুত করে হয়েছে! ১৪০০ বছর ধরে চলছে এ “মিথ্যার বেসাতী”! সাধারণ মুসলমানদের করা হয়েছে সত্য বঞ্চিত! মুহাম্মদের জীবন নিয়ে “রেফারেন্স সমৃদ্ধ অনেক আলোচনা মুক্তমনায় করা হয়েছে। দেখুন এখানে, এখানে এবং এখানে। উপযুক্ত “রেফারেন্স” সহ মন্তব্য করুন।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৩, ২০১২ at ১১:১০ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,
আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুখারী , মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ হাদিস রচনা না করলে মুহম্মদ বলে কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যেত না ? আপনার পড়াশুনো হাদিসের বাইরে কম বোধহয় এ কারণেই

উৎস খুঁজে পাচ্ছেন না। **যখন উৎস কেউ উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই বুঝতে পারবেন কোত্থেকে কথাটা এসেছে, তখন ধরে নেবেন আপনার পড়াশুনো এবং জানা একটা পর্যায়ে এসেছে এবং আপনি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছেন।**

*গোলাপ*এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১২:১২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

ভাইজান, নিজেকে খুব "**পণ্ডিত ব্যক্তি**" মনে করছেন? আবার একটা মিথ্যাচারের মহাভারত রচনা করেছেন। আদি উৎস থেকে মুমিনরা যুগে যুগে ঘটনার বিকৃতির ঘটিয়েছে। পুরো ঘটনায় কি পরিমাণ বিকৃতি হয়েছে তা জানতে "**আদি উৎসে**" কি লিখা আছে তা জানা অত্যন্ত জরুরী। সে কারণেই "রেফারেন্স" অত্যন্ত আবশ্যক। আবারও বলি, **"ধর্মীয় যে কোন বিতর্কে উপযুক্ত "রেফারেন্স" অত্যাবশ্যক।"** মনের মাধুরী মিশিয়ে যা খুশী লিখে যাচ্ছেন! আর রেফারেন্স চাইলে বিরক্তিকর "হামবড়া" ভাব দেখাচ্ছেন? এ সমস্ত বস্তা-পচা ভাষণ ছোটকাল থেকে অনেক শুনে এসেছি। খুবই বিরক্তিকর! লিখেছেন,

যখন উৎস কেউ উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই বুঝতে পার বেন কোত্থেকে কথাটা এসেছে, তখন ধরে নেবেন আপনার পড়াশুনো এবং জানা একটা পর্যায়ে এসেছে এবং আপনি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছেন।

কি অদ্ভুত যুক্তি! আগেও বলেছি এখনও বলছি গত ১৪০০ বছর ধরে চলছে এ "মিথ্যার বেসাতী"! বিষয়টি সম্পর্কে শুধু মোটামুটি না বেশ ভালভাবেই জানি। তাই আমার বুঝতে কোনই অসুবিধা হচ্ছে না যে আপনি, জেনে বা না জেনে, "মিথ্যাচার" করে চলেছেন। সে কারনেই রেফারেন্স চাচ্ছি। মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনি যে বিরাট প্রবন্ধ লিখেছেন তা অসত্য ও বিকৃত। আমার আগের মন্তব্যে লিখেছিলাম,

"মুহাম্মদ সম্বন্ধে এত বড় রচনার "**উৎস** (Reference)" কি তা কি পাঠকদের একটু জানাবেন ?"

আপনি "**পিছলায়ে গিয়েছেন"।**

লিখেছেন,

পিতাকে দেখে হাবিবা তাড়াতাড়ি হযরত যে বিছানায় উপবেশন করতেন তা গুটিয়ে রাখলেন। এ দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, 'এই বিছানার মর্যাদা কি তোমার পিতার চাইতেও বেশী।' তিনি বললেন, 'এই শয্যায় আল্লাহর রসূল উপবেশন করেন, আর তুমি হলে মুশরিক।'

বিকৃতি কত প্রকার ও কি কি? তা জানা যায় আপনার মন্তব্য গুলো পড়লে। হাবিবা যা বলেছিল,

She replied, "It is the apostle's carpet and **you are an unclean polytheist.** I do not want you to sit on the apostle's carpet."
(Reference: Sirat Rasul Allah by Ibne Ishaq, Leiden page number 807)

তারপর লিখেছেন,

কন্যার এই উত্তর শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মুহম্মদ আমার এই স্নেহের কন্যাটিকে যাদুর জালে আবদ্ধ করে আমার প্রতি এরূপ বীতশ্রদ্ধ করে রেখেছে!'

না স্যার! আবু সুফিয়ান বলেছিলে ন,

"By God", he said, "**since you left me you have gone to the bad.**"
- Reference: Ibid

ভাইজান, ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষা "অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা"। হোক না সে নিজের পিতা-মাতা। উম্মে হাবিবা ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন।
লিখেছেন,

এর পর কি হল? বশর কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুটতরাজ করতে লাগল। এতে কি সে দোষের কিছু করেছে?

শাবাশ ভাইজান! এক্কেবারে খাঁটি মুহাম্মদী যুক্তি!! মুহাম্মদ যে ডাকাত দল তৈরি করে প্রথমে কুরাইশ কাফেলা এবং পরে সমগ্র আরবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এই "একই যুক্তিতে"। সন্ত্রাস-ডাকাতি-ভূমি দখল-লুটপাট-গনিমত-সবই বৈধ করেছিলেন এই একই যুক্তিতে।

নিজের পিতার প্রতি হাবিবার ব্যবহারে আপনি কোন অস্বাভাবিকতা দেখতে পাচ্ছেন না। আবু বশর এর ডাকাতি- সন্ত্রাস-লুটপাটে কোন অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না। পাওয়ার কথাও নয়! মুহাম্মদের শিক্ষায় কোন মানুষ আর "মানুষের পর্যায়ে থাকে না"। সে হয় "ইসালমিষ্ট"! আরো দেখুন,

***** Breaking oath is permissible while find better option later**

Bukahri: Volume 6, Book 60, Number 138:
Narrated Aisha:
That **her father (Abu Bakr) never broke his oath till Allah revealed the order of the legal** expiation for oath. Abu Bakr said, "If I ever take an oath (to do something) and later

find that to do something else is better, then I accept Allah's permission and **do that which is better**, (and do the legal expiation for my oath)".

Bukhari: Volume 9, Book 89, Number 260

Narrated 'Abdur-Rahman bin Samura:
The Prophet said, "O 'Abdur-Rahman! Do not seek to be a ruler, for if you are given authority on your demand then you will be held responsible for it, but if you are given it without asking (for it), then you will be helped (by Allah) in it. **If you ever take an oath to do something and later on you find that something else is better, then you should expiate your oath and do what is better.**"

Terror

Whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger

Volume 4, Book 52, Number 256:
Narrated As-Sab bin Jaththama:
The Prophet passed by me at a place called Al-Abwa or Waddan, and was asked whether it was permissible to attack the pagan warriors at night with the probability of exposing their women and children to danger. The **Prophet replied, "They (i.e. women and children) are from them (i.e. pagans)."** I also heard the Prophet saying, "The institution of Hima is invalid except for Allah and His Apostle."

Bukhari: Volume 4, Book 52, Number 220:
Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and **I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy)**, and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

হ্যাঁ। মুহাম্মাদের মত "টেরর" তার প্রতিদ্বন্দীদের কেহই হতে পারে নাই।মুহাম্মাদ কোন নিয়ম -নীতির ধার ধারতো না। কিন্তু তৎকালীন আরব জনগুষ্ঠী 'ন্যায়-অন্যায়, সততা, সন্ধি-চুক্তির প্রতি সম্মান' বজায় রাখার সর্বাতক চেষ্টা করতো। তারা যুদ্ধবাজ ছিল , কিন্তু 'বেঈমান' ছিল না। কিন্তু মুহাম্মাদের বিবেকে এসবের কোন বালাই ছিল কিনা সন্দেহ। তার নীতি ছিল, "The end justifies the means"। দেখুন এই হাদিসটিঃ

War is deceit'.

Volume 4, Book 52, Number 267:
Narrated Abu Huraira:
The Prophet said, "Khosrau will be ruined, and there will be no Khosrau after him, and Caesar will surely be ruined and there will be no Caesar after him, and you will spend their treasures in Allah's Cause." He called, "**War is deceit'.**

এখানেই শেষ করছি। আপনার "রচনার" উৎস পাঠকদের জানিয়ে বাধিত করুন। নিজের "হামবড়া" ভাবটা কমান। পাঠকদের বোকা ভাবার কোন কারন নাই।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৩:৫৬ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আমি নিজেকে পন্ডিত মনে করিনে আর এমন কথা কখনও বলিনি। যাহোক আমার মন্তব্যগুলোতে কোন ফাঁক আছে কি না তা পাঠক বিবেচনায় আনবে।

আপনি হাদিসগুলো উল্লেখ করে কি প্রমান করতে চাচ্ছেন? যাহোক সবগুলো হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে। শুরু আর শেষটা দেই কি বলেন?

(Bukahri: Volume 6, Book 60, Number 138:) -এটি আয়েশা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার বিষয়ে তার পিতা সম্পর্কে বলছেন। তার পিতা আবু বকর একবার তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। আর কেন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতেই এ বক্তব্যের অবতরণা করেছেন তিনি।
ঘটনা এই-
শেষরাত্রি। বিবি আয়েশা তার সওয়ারীর মধ্যে নিদ্রামগ্ন। তার কানে কারও চিৎকার ভেসে আসছে। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। একজন ঘোষণাকারীর কণ্ঠ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল- 'কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়।'

মুহম্মদ যখন কোন অভিযানে যেতেন তখন তিনি কোন না কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বনি মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি বিবি আয়েশাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

এই ঘোষণা শুনে বিবি আয়েশা তার সওয়ারী থেকে নামলেন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হবে। তার নিদ্রার রেশ এখনও কাটেনি ঠিকমত। অগোছাল পায়ে তিনি একটু দূরে নির্জণ স্থানে গেলেন। অতঃপর

যখন তিনি ফিরছিলেন, গলায় হারের অস্তিত্বহীনতা অনুভব করলেন। অজান্তেই তার হাত গলায় উঠে এল। না, নেই! মুহূর্তেই ঘুমের রেশ সম্পূর্ণ কেটে গেল তার , বুঝতে পারলেন হারটি কোথাও ফেলে এসেছেন। তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ হারটি ছিল তার বড় বোন আসমার। সুতরাং হার খুঁজতে খুঁজতে পুনঃরায় সেখানে গেলেন তিনি।

এদিকে আয়েশার হাওদা-পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে (ইতিপূর্বে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ায় এ ধরণের আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) উটের পিঠে সওয়ার করে নিয়ে কাফেলাটি রওনা হয়ে গেল। আয়েশার হালকা-পাতলা গড়নের কারণে সওয়ারী বাহকরা বুঝতে পারল না যে তিনি সওয়ারীর মধ্যে নেই।

এদিকে আয়েশা ফিরে এসে দেখতে পেলেন কাফেলাটি চলে গেছে। তিনি চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অধীর হয়ে পড়লেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। অহেতুক এদিক সেদিক ছুটোছুটি বা কাফেলার পশ্চাৎধাবণ না করে সেখানেই চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন এই ভেবে- নিশ্চয়ই সওয়ারী বাহকদের এই-ভুল শীঘ্রই ধরা পড়বে এবং হযরত কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন।
সময় ছিল শেষরাত্রি, একসময় তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।
ইতিমধ্যে প্রভাত হল এবং সেখানে সাফওয়ান নামক জনৈক সাহাবী উপস্থিত হলেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা ভুল করে কোন কিছু ফেলে রেখে গেল কি -না সেটা দেখার জন্যেই তিনি মুহম্মদের নির্দেশে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

তখন পর্যন্ত প্রভাত রশ্মি ততটা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনি। সাফওয়ান দূর থেকে একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে তিনি বিবি আয়েশাকে চিনে ফেললেন কারণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে দেখেছিলেন। যাহোক তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় তার মুখ থেকে -'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য বিবি আয়েশার কানে যাবার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং সাফওয়ানকে দেখে মুখ ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান রসূলুল্লাহর স্ত্রীকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন হবে কি-না ভেবে কিছুক্ষণ দোদুল্যমনতায় ভুগলেন। অবশেষে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করে তিনি দ্রুত তার উটটি তার কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। অত:পর বিবি আয়েশা তাতে সওয়ার হলে তিনি উটের রশি ধরে হেঁটে মদিনার পথে রওনা দিলেন।

একসময় মদিনার উপকণ্ঠে এসে তারা কাফেলার দেখা পেলেন। সাফওয়ানের উটে সওয়ারী বিবি আয়েশা-এই দৃশ্যে সকলেই অবাক হল, মুহম্মদও উদ্বিগ্ন হলেন। সাফওয়ান সকল কথা খুলে বললেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুহম্মদের সংস্পর্শে থেকেও কখনও শুদ্ধ -বুদ্ধ হতে পারলেন না। তার মধ্যে সবসময় মুহম্মদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চিন্তা ও প্রচেষ্টা কাজ করেছে। সুতরাং মদিনায় পৌঁছে তিনি আয়েশা ও সাফওয়ানের ঘটনাটিকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি বিবি আয়েশার

চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করলেন এবং তার এই রটনা সুকৌশলে লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন। এতে নিন্দুকেরা কানাঘুসা শুরু করল।

মুনাফেকদের সাথে এই রটনায় কিছু মুমিন মুসলমানও সামিল হয়ে পড়লেন। এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কবি হাসসান বিন সাবেত (শিরীর স্বামী), আবু বকরের আশ্রিত মিসতাহ-বিন-উসামা এবং হাসনা বিনতে জহস-মুহম্মদের স্ত্রী জয়নবের ভগ্নি।
হাসনা, ভগ্নি জয়নবকে মুহম্মদের কাছে গৌরবান্বিত করার মানসে এই সুযোগ নিলেন।
মুহম্মদ যদিও আয়েশাকে এই রটনা সম্পর্কে কিছুই জানতে দেননি কিন্তু তিনি সবকিছু অবগত হলেন। নিদারুণ দুঃখ আর লজ্জায় স্বামীর অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন তিনি। এ বিষয়ে কোন ওহী নাযিল না হওয়ায় মুহম্মদও কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আর এদিকে আয়েশা পিতৃগৃহে কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে যাচ্ছিলেন।

অতঃপর একদিন মুহম্মদ আবু বকরের গৃহে গিয়ে আয়েশাকে বললেন, ‘হে আয়েশা, লোকে তোমার সম্বন্ধে যা বলছে তা নিশ্চয়ই শুনেছ। যদি তুমি এ ব্যাপারে কোনরূপ দোষী থাক ; তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।’

এসময় আবু বকর ও তার স্ত্রী বিষন্ন মুখে নিরব হয়ে একপাশে গৃহকোণে বসে রইলেন। আয়েশা উত্তর করলেন, ‘ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি ভালকরে কোরআন পড়িনি , আমি ছেলেমানুষ, এখনও আমার জ্ঞান পরিপক্ক নয়, তবুও আমি আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারছি। আল্লাহর কসম , এ-ব্যাপারে আমি কখনও তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইব না , কেননা আমি নির্দোষ। দোষ করে তা অস্বীকার করা যেরূপ অন্যায়, দোষ না করে তা স্বীকার করাও তদ্রুপ অন্যায়। এতে আমি মিথ্যেচারিনী হব, কেননা আল্লাহ জানেন প্রকৃত ঘটনা।

-তাছাড়া এভাবে ক্ষমা চাইলে লোকের কাছে নিশ্চয়ই আমার মর্যাদা বাড়বে না। সবাই মনে করবে দোষ সত্যিই করেছিলাম, পরে ক্ষমা চেয়ে মাফ পেয়েছি, আবার যদি বলি আমি মোটেও দোষী নই, তাও কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়, নিঃসহায়। কাজেই আমি কিছুই বলতে চাইনে, কেবল ইউসূফের পিতা বিপদে পড়ে যা বলেছিল , আমি শুধু তাই বলব- ‘আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব, একমাত্র আল্লাহই আমার ভরসা।’

আয়েশার বিরুদ্ধে মুনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রচিত অপবাদের গুজব একমাস চালু থাকার পর এই আয়াত নাযিল হলঃ ‘যারা সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে এবং চারটি প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারে, তাদেরকে আশিটি দোররা মারবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্যকে সত্যি বলে গ্রহণ করবে না, কারণ তারা সীমালঙ্ঘনকারী।’(২৪:৪)

নিশ্চয়ই যারা এ মিথ্যে অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমারই দলভূক্ত লোক। একে তুমি অশুভ বলে মনে কোরও না, পরন্তু এরমধ্যে তোমার জন্যে কল্যাণ নিহিত আছে। অপরাধকারীদের প্রত্যেকে তাদের কাজের জন্যে যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করবে, যে সর্বাপেক্ষা এ কাজে আগ্রহশীল, তাকে গুরুতর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হবে।(২৪:১১)

উপরের আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সকলের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করা হল-এমনকি জয়নবের ভগ্নি হাসনাও রেহাই পাননি।

অতঃপর মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল - 'হে বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীরা, তোমরা যখন এ কুৎসা কাহিনী শুনলে , তখন আপনজনদের কথা মনে করে কেন বললে না যে, এ সুস্পষ্ট মিথ্যে কথা?' এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর করুণাই না প্রকাশ পেত, তবে তোমরা (আয়েশার সম্বন্ধে) যে সব (কুৎসিৎ) আলোচনায় যোগ দিয়েছিলে, তার জন্যে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত। তোমরা এমন বিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলে যার সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না ? তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা গুরুতর ছিল' এবং যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমস্ত গৌরব আল্লাহর, নিশ্চয়ই এ একটি মস্ত বড় অপরাধ।' আল্লাহ তোমদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কর্ম আর না কর।'(২৮:১২-১৭)

আয়েশা ও সাফওয়ান দোষমুক্ত হলেও কুৎসাকারীদের উপর সাফওয়া নের আক্রোশ কমল না। কবি হাসসানকে তিনি গুরুতর আহত করলেন। আর **আবু বকর কসম খেলেন মিসতাহকে তিনি আর কখনও সাহায্য করবেন না।**

আবু বকরের এই কসমের পর এই আয়াত নাযিল হল -এবং তোমাদের মধ্যে যারা সঙ্গতি সম্পন্ন, তারা যেন তাদের আশ্রিতজনকে, দরিদ্রদেরকে এবং যারা আল্লাহর পথে পালিয়ে গেছে, তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করবে না বলে প্রতিজ্ঞা না কর। তাদের উচিৎ সকলকে ক্ষমা করা এবং (প্রতিজ্ঞা থেকে) ফিরে দাঁড়ান; আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন, এই কি পছন্দ কর না? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'(২৪:২২)

অতঃপর **আবু বকর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন ও বললেন যে , যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন কোন অবস্থাতেই মিসতাহকে সাহায্য করতে ভুলবেন না।**

Volume 4, Book 52, Number 267:

মুহম্মদ, তার প্রচারিত ইসলাম সর্বমানবের কাছে পৌঁছিবে-যে উদার বাসনা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার অনুসরণে তিনি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ ও তাদের প্রজাকূলকে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের

দাওয়াত দিয়ে কতিপয় দূত প্রেরণ করেছিলেন। এদের মধ্যে গ্রীকসম্রাট হেরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজও ছিলেন।
মক্কার একজন দেশত্যাগী সমতার ভিত্তিতে তাকে মহান খসরু বলে অভিহিত না করার স্পর্ধার জন্যে খসরু বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তার পত্রের ঔদ্ধত্যের জন্যে ক্রোধান্বিত হন, পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং ঘৃণার সঙ্গে দূতকে তাড়িয়ে দেন। যখন এই আচরণের খবর মুহম্মদকে জানান হল , তিনি শান্তভাবে এই মন্তব্য করেছিলেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

হা হা হা , দারুন বলেছেন এবার । আপনি হাদিস বিশ্বাস করেন না আবার এখন সেই হাদিস থেকেই রেফারেন্স দিচ্ছেন ? আজব পাবলিক আপনি ভাই। আয়শা অসতী কি না , তা জানতে আল্লাকে আয়াত নাজিল করতে হয়, মোহাম্মদ যথেচ্ছ বিয়ে করবে কি না সেজন্যে আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, মোহাম্মদ ডাকাতি করবে কি না বা ডাকাতির মাল ভাগাভাগি করবে কি না তার জন্যে আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, দাসী বা যুদ্ধ বন্দিনী নারীদের সাথে বিয়ে বহির্ভুত সেক্স করতে পারবে কি না তার জন্য আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করবে কি না তার জন্য আল্লাহর জন্য আয়াত নাজিল করতে হয়। হায়রে আল্লাহ! তোমার আর কোন কাজ নেই। মোহাম্মদের কু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে আপনাকে কতই না পেরেশানি পোহাতে হয়েছে।

ভাই , আপনার সাথে তর্ক চলে না। আপনি প্রথমেই বলেছেন হাদিস বিশ্বাস করেন না, এখন সেই হাদিস থেকেই রেফারেন্স দিয়ে আপনার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমানের চেষ্টা করছেন। ভাই , কিছু মনে করবেন না , একটা উপদেশ দেই- পারলে তাড়াতাড়ি একটা মনরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

ও হ্যা , মোহাম্মদের যথেচ্ছ বিয়ে, দাসী/বন্দিনী নারীর সাথে সেক্স করা এসব নিয়ে কিছু আয়াত উপরে দিয়েছিলাম সে ব্যপারে তো নিশ্চুপ। বিষয় কি ?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১১:৩৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হা হা হা , দারুন বলেছেন এবার । আপনি হাদিস বিশ্বাস করেন না আবার এখন সেই হাদিস থেকেই রেফারেন্স দিচ্ছেন ? আজব পাবলিক আপনি ভাই।

আমি কোন হাদিসের রেফারেন্স দেইনি। গোলাপ কয়েকটি হাদিস ভুলভাবে উপস্থাপন করাতে আমি দুটি হাদিসের শানে নযুল বর্ণনা করেছি মাত্র।

আয়শা অসতী কি না , তা জানতে আল্লাকে আয়াত নাজিল করতে হয়, মোহাম্মদ যথেচ্ছ বিয়ে করবে কি না সেজন্যে আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, মোহাম্মদ ডাকাতি করবে কি না বা ডাকাতির মাল ভাগাভাগি করবে কি না তার জন্যে আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, দাসী বা যুদ্ধ বন্দিনী নারীদের সাথে বিয়ে বহির্ভুত সেক্স করতে পারবে কি না তার জন্য আল্লাহকে আয়াত নাজিল করতে হয়, পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করবে কি না তার জন্য আল্লাহর জন্য আয়াত নাজিল করতে হয়। হায়রে আল্লাহ! তোমার আর কোন কাজ নেই। মোহাম্মদের কু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে আপনাকে কতই না পেরেশানি পোহাতে হয়েছে।

আপনার এই কথার উত্তর HuminityLover, কে দেয়া এই উত্তরে রয়েছে-

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৮:০০ অপরাহ্ণ

@HuminityLover,

তাই নাকি? তবে আমার মনে হয় মি: ভবঘুরের এই লেখায় আমি যতগুলি মন্তব্য করেছি তার সবগুলিই আগে আপনার পড়া উচিৎ তাহলে হয়ত: ধারণা করতে পারবেন সাইটের অন্য লেখাগুলি পড়ে আমি কি করতে পারব।

আর কোরআন নাযিলের বিষয়টি কি আপনি জানেন? এটা বললাম একারণে যে, মি: ভবঘুরে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। আপনার মন্তব্য দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিষয়টি জানেন না।

পূর্ণ কোরআন লওহে মাহফুজের কিতাব থেকে তুলে নি য়ে ৪ঠা আসমানের আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কারণ জিব্রাইল বা অন্যান্য ফেরেস্তা যারা দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত, তাদের কারও ৪ঠা আসমানের উর্দ্ধে যাবার ক্ষমতা নেই।

আর জিব্রাইল সাড়ে তেইশ বৎসর ধরে যখন যা প্রয়োজন তা মুহম্মদের কাছে নিয়ে আসতেন। এখানে আয়াত পরিবর্তন বা পরিবর্ধণের কাজে আল্লাহ বা জিব্রাইলের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

গোলাপ এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১:৪৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনার মন্তব্যটি পড়ে বেশ অবাক হলাম। যে হাদিসে আপনার **"তেমন"** বিশ্বাস নাই সেই হাদিস দিয়েই মন্তব্য করেছেন। আপনি ঠিক কি বলতে ও বুঝাতে চাচ্ছেন তা মোটেও পরিষ্কার নয়। . প্রথমে লিখলেন,

মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি।

জবাবে আপনার জ্ঞাতার্থে পুরো লিস্ট দিয়ে জানালাম যে সবচেয়ে প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসবিদদের মতে মুহাম্মদ তার মদিনা জীবনের (৬২২-৬৩২ সাল) ১০ বছরে মোট ৬০ টিরও বেশী যুদ্ধে /সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। গড়ে ৬-৮ সপ্তাহে একটি। আদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে এই বিপুল সংখ্যক সংঘর্ষের মধ্যে ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনটাই আত্মরক্ষা মূলক ছিল না। ছিল 'offensive/preemptive। উপযুক্ত রেফারেন্স সহ মন্তব্য করুন।

আপনি **পিছলায়ে গেলেন।** মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি আপনার এ মন্তব্য এর স্বপক্ষে কোন রেফারেন্স না দিয়ে ঘোষণা দিলেন,

মুহম্মদ সম্পর্কে আমি মোটামুটি জানি। সে ছিল আমার শখের সাবজেক্ট।
---‐
আপনিও আমার পর্যায়ে এলে অবশ্যই একমত হবেন।

আমি জবাবে লিখলাম,

আপনার মত অনেকেই "ইসলামকে" জানার চেষ্টা করে "শখের বসে"। সত্য জানার তাগিদে নয়। –

তারপর লিখলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে **মুহাম্মদের বিরাট গুণকীর্তন।** জানালেন,

মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব, আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তার সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস শেষপর্যন্ত তার চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তকে।
---‐
আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে , কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই।

জবাবে লিখলাম,

- বিতর্কে উপযুক্ত "রেফারেন্স" অত্যাবশ্যক।- মুহাম্মদ সম্বন্ধে এত বড় রচনার "উৎস (Reference)" কি তা কি পাঠকদের একটু জানাবেন?

আপনি আবার **পিছলায়ে গেলেন।** তারপর, আপনার মনের যাবতীয় মাধুরী মিশায়ে আগের চেয়েও বিশাল 'রেফারেন্স বিহীন' আর একটা "রচনা" ছাড়লেন! আর দিলেন ঔদ্ধত্যমূলক **"হামবড়া ঘোষনা",** লিখলেন

যখন উৎস কেউ উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই বুঝতে পারবেন কোত্থেকে কথাটা এসেছে , তখন ধরে নেবেন আপনার পড়াশুনো এবং জানা একটা পর্যায়ে এসেছে এবং আপনি বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছেন।

জবাবে লিখলাম,

বিষয়টি সম্পর্কে শুধু মোটামুটি না, বেশ ভালভাবেই জানি। তাই আমার বুঝতে কোনই অসুবিধা হচ্ছে না – "মিথ্যাচার" করে চলেছেন। -মুহাম্মদের শিক্ষায় উম্মে হাবিবা নিজের জন্মদাতা পিতাকে সম্বোধন , "you are an unclean polytheist", – মুহাম্মদের শিক্ষা, "If you ever take an oath to do something and later on you find that something else is better, then you should expiate your oath and do what is better."

আপনি তার জবাবে লিখেছেন "আয়েশা উপাখ্যান", সেই হাদিস গ্রন্থ থেকে যাতে আপনার 'তেমন" বিশ্বাস নেই। আবার আমাকেই প্রশ্ন করেছেন,

আপনি হাদিসগুলো উল্লেখ করে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন?

My dear mkfaruk, জবাব হলো **"সত্য উদঘাটন"।** আপনি মনে হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না কাদের সাথে আপনি বিতর্কে নেমেছেন। আপনার অন্যান্য "মন্তব্যগুলো" ও পড়েছি। সবই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা। প্রবন্ধের লেখক বহু রেফারেন্স সহ খুব ভালভাবে প্রমাণ করেছেন যে মুহাম্মদ "শুরু থেকেই" হুদাইবিয়া চুক্তি লঙ্ঘন করে আসছেন। আপনি তার বিপরীতে বানু -বকর এবং বানু খোজার উদাহরণ এনেছেন। বানু খোজার "কিচ্ছার আংশিক" যারা ইসলাম নিয়ে একটু পড়াশুনা করেছেন তারাই জানেন। কিন্তু পুরো ঘটনা (নীচে) অনেকেই জানেন না। আবু -বশির ও মুমিন মহিলাদের (যাদেরকে আপনি **"ব্যক্তি"** বলেই মনে করেন না) অধিকাংশ মুসলমানই জানেন না। লেখক সেটাই জানিয়েছেন এই প্রবন্ধে।
এবার আসি বনি বকর ও বনি খোজার ঘটনায়। বরাবরের মতই আপনি জেনে বা না জেনে **"বিকৃত"** তথ্য পেশ করেছেন (রেফরেন্সহীন)। চার পর্বের এ ঘটনার **"শেষ পর্ব"** থেকে আপনি বয়ান দিয়েছেন। আদি উৎসে পুরো ঘ টনার যে বিবরণটি দেয়া আছে তা হলো এই:

(১ম পর্ব)
The cause of the quarrel was that a man of Banu Al-Hadrami called Malik bin Abbad, allies of Al-Aswad bin Razn, had gone out on a trading journey; and when he reached

the middle of the Khuzaa's country they **(Khuza) attacked and killed him** and took his possessions.
(২য় পর্ব)
So, Banu Bakr attacked a man of Khuza'a and killed him;
(৩য় পর্ব)
Just before Islam, **Khuza'a attacked and killed three sons of Al-Aswad bin Razn** Al Dil (named, Salma, Kulthim and Dhu'ayb) who were the most prominent chiefs of Banu Kinana.
(৪র্থ পর্ব)
While the B. Bakr and Khuza'a were thus at enmity Islam intervened and occupied men's minds. When the peace of Hudaybiya was concluded between the apostle and Quraesh one of the conditions - according to what Al-Zuhri told me from Urwa b. Al-Zubayr from Al-Miswar b Mukhrama and Maarwan b. Al-Hakam and other traditionists, was that anyone who wanted to enter into a treaty relationship with either party could do so, The **B. Bakr joined Qurayesh and Khuza'a joined the apostle.** When the armistice was established B. Al-Dil of B. Bakr took advantage of it against Khuza in their **desire to revenge** themselves on them for the (three) sons of Aswad. So Naufal b Al-Dili (who was their leader at that time) went out with B. Al-Dil and attacked Khuza by night while they were at Al-Watir their well, **though all the B. Bakr did not follow him**. They killed a man called Munabbih. Both parties fell back and continued the fight. Quraysh helped B. Bakr with weapons and some of them fought with them secretly under cover of the night until they drove Khuza'a into the sacred area.
-Reference: Sirat Rasul Allah, Leiden page number 803-804

সংক্ষেপে:
১) এখানে **আক্রমণকারী/আগ্রাসী হলো বনি খোজা**-তারই ১ম খুন করেছে বনি বকরের লোককে (Malik bin Abbad)
২) বনি বকর সেই খুনের বদলায় বনি খোজার ১জন লোককে খুন করে
৩) বনি খোজা ২য় বার আক্রমণ করে বনি বকরের আরও তিনজন লোককে খুন করে (Salma, Kulthim and Dhu'ayb)
৪) বনি বকর সেই বিশিষ্ট তিনজন লোকের "খুনের বদলায়" শেষ আক্রমণটি করে।
৫) পুরো ঘটনাটায় "আরবের দুই গোত্রের" কোন্দল, যেখানে বনি খোজা হলেন(পরবর্তীতে মুহাম্মদের পক্ষের গোত্র)আক্রমণকারী। (৪র্থ পর্বে) বনি বকরের সমস্ত লোক সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন না (though all the B. Bakr did not follow him)। যেখানে বনি বকরেরই সমস্ত লোক জড়িত ছিলেন না সেখানে সমস্ত কুরায়েশ-কুল সম্পবদ্ধ হয়ে বনি বকরকে সাহায্য করেছিলেন এমন ধারনা নি:সন্দেহে সত্যের অপলাপ ("পাগল-প্রলাপ")। অল্প কিছু কুরাইশ এখানে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

৬) অথচ মুহাম্মদ "দুই গোত্রের" কোন্দলকে "মক্কা-আক্রমণের বাহানায়" রূপান্তরিত করেছিলেন। কারণ, "If you ever take an oath to do something and later on you find that something else is better, then you should expiate your oath and do what is better" - সন্ধির ২ বছরের (দশ বছরের শর্ত) মধ্যেই মুহাম্মদ অনেক শক্তিশালী হয়েছেন। তার আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।
৭) এখানে স্পষ্টতই আক্রমণকারী/আগ্রাসী হলো বনি খোজা। তারা খুন করেছে **৪জন** নিরোপরাধ লোককে। বানু বকর সেই খুনের বদলায় আক্রমনকারী বনি খোজার **২জন** লোককে খুন করেছে।
My dear mhfaruq, আপনি কেমন লোক তা জানা যাবে আপনার **প্রতিবেশীদের কাছ থেকে।** আপনার নিজের "উক্তিতে" নয়। মুহাম্মদও তার ব্যতিক্রম নয়। মুহাম্মদ কেমন লোক ছিলেন তা জানার জন্য মুহাম্মদের জবানবন্দীই (কুরান) যথেষ্ট (More than sufficient)। মুহাম্মদের আশে পাশের লোকেরা তাকে কিরূপ মূল্যায়ন করতেন ? দেখা যাকঃ
মিথ্যাবাদী:
২২:৪২, ৩৫:৪- তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে
২৫:৪ -কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন
৩৮:৪- আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর।
উন্মাদ:
১৫:৬-তারা বললঃ -আপনি তো একজন উন্মাদ।
২৩:৭০ -না তারা বলে যে, তিনি পাগল? -
৩৪;৮- সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ
৩৭;৩৬ - - এক উন্মাদ কবি -
৪৪:১৪:- সে তো উন্মাদ-শিখানো কথা বলে।
আরও - ৫২:২৯, ৬৮:২, ৬৮:৫১, ৮১:২২
জাদু-গ্রস্ত:
১৭:৪৭, ২১:৩, ২৫:৮--একজন জাদু-গ্রস্ত ব্যক্তি -

"মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব , – মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি -" ইত্যাদি গালভরা দাবীর স্বপক্ষে রেফারেন্স সমৃদ্ধ " প্রমাণ হাজির করুন।"

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ৭:২৫ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

My dear mhfaruq, আপনি কেমন লোক তা জানা যাবে আপনার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। আপনার নিজের "উক্তিতে" নয়। মুহাম্মদও তার ব্যতিক্রম নয়। মুহাম্মদ কেমন লোক ছিলেন তা

জানার জন্য মুহাম্মদের জবানবন্দীই (কুরান) যথেষ্ট (More than sufficient)। মুহাম্মদের আশে পাশের লোকেরা তাকে কিরূপ মূল্যায়ন করতেন? দেখা যাকঃমিথ্যাবাদী:
২২:৪২, ৩৫:৪- তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে
২৫:৪ -কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন
৩৮:৪- আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর।
উন্মাদ:
১৫:৬-তারা বললঃ -আপনি তো একজন উন্মাদ।
২৩:৭০ -না তারা বলে যে, তিনি পাগল? -
৩৪;৮- সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ
৩৭;৩৬ - - এক উন্মাদ কবি -
৪৪:১৪:- সে তো উন্মাদ-শিখানো কথা বলে।
আরও - ৫২:২৯, ৬৮:২, ৬৮:৫১, ৮১:২২
জাদু-গ্রস্ত:
১৭:৪৭, ২১:৩, ২৫:৮--একজন জাদু-গ্রস্ত ব্যক্তি -
“মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব , – মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি -” ইত্যাদি গালভরা দাবীর স্বপক্ষে রেফারেন্স সমৃদ্ধ ” প্রমাণ হাজির করুন।”

মুহাম্মদ কেমন লোক ছিলেন তা জানার জন্য মুহাম্মদের জবানবন্দীই (কুরান) যথেষ্ট (More than sufficient)। মুহাম্মদের আশে পাশের লোকেরা তাকে কিরূপ মূ ল্যায়ন করতেন?

এবার আমরা দেখব মুহম্মদ কেমন লোক ছিলেন , তার আশে পাশের লোকেরা তাকে কিরূপ মূল্যায়ন করতেন-
জানতে হলে তিনটি বিষয়ের তিনটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে।
ক). মুহম্মদের ব্যক্তি চরিত্র।
খ). কেন কুরাইশদের কিছু তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছিল।
গ). কেন কুরাইশদের কিছু তার বিরোধিতা করছিল।
1. আমরা জানি আবু তালিব, মুহম্মদের পিতৃব্য, তিনি মুহম্মদের শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেননি। অথচ তিনি তার পুত্র আলীকে বলেছিলেন -
আবু তালিব বললেন, ‘হে আমার পুত্র! সে (মুহাম্মদ) তোমাকে যা ভাল নয় এমন কিছুর দিকে আহবান করবে না, কাজেই তুমি স্বাধীনভাবেই তার প্রতি অনুগত হতে পার। ’
কখন একথা বলছেলিনে তা এখন আমরা দেখব।

একদিন মরুভূমির নির্জণে আবু তালিব দূর থেকে মুহম্মদ ও আলীকে প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতে দেখতে পেলেন। প্রার্থনার ভঙ্গীর ব্যাপারে বিষ্মিত বোধ করার কারণে তিনি নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে তাদের প্রার্থনা মনোযোগ সহকারে দেখলেন। নামাজ শেষে তিনি মুহম্মদকে বললেন , ‘ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোন ধর্ম অনুসরণ করছ ?‘

মুহম্মদ উত্তর দিলেন, ‘এই ধর্ম আল্লাহর, তার ফেরেস্তাদের, তার নবীদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্ম। আল্লাহ আমাকে তার বান্দাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করতে, হে পিতৃব্য! আপনি সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। এটা একটা সম্মেলন , আমি আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করে এর প্রচারে সহায়ক হোন।’

আবু তালিব একজন দৃঢ়চিত্ত সেমিটিকের যথার্থ ভঙ্গী তে বললেন, ‘হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি আমার পিতা-পিতামহের পালিত ধর্ম জলাঞ্জলি দিতে পারিনে, তবে পরম শক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, যতদিন আমি জীবিত আছি কেউ তোমার কেশাগ্রস্পর্শ্ করতে পারবে না।’

এরপর পুত্র আলীর দিকে ফিরে সম্মানিত গোত্রপতি সে কোন ধর্ম অনু সরণ করছে তা জিজ্ঞেস করলেন। আলী উত্তর দিলেন, ‘হে আমার পিতা! আমি আল্লাহ ও তাঁর এই প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস করি এবং তাকে অনুসরণ করি।
এসময় আবু তালিব ঐ মন্তব্য করেছিলেন।
2. **আবু জেহেলকে ইসলামের চরমতম দুষমন হিসেবে সবাই আমরা জানি। এখন আমরা মুহম্মদ সম্পর্কে তার বক্তব্য দেখি।**
আবু জেহেল বললেন-নিঃসন্দেহে মুহম্মদ সত্যবাদী। সে সারা জীবন একটিও মিথ্যে বলেনি।
এবার আমরা ঘটনার পটভূমিতে যাই।
মুহম্মদ জনসম্মুখে পৌত্তলিকতা বর্জন করার আহবান জানাতে সাফা পর্বতের পাদ দেশে এক সভা আহবান করলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের অপরাধের ব্যপকতা, মূর্তিপূজার অসারতা স¤পর্কে এবং অতীতকালে পয়গম্বরদের আহবানে সাড়া না দেয়ায় বিভিন্ন গোত্রের যে ভয়াবহ পরিনতি হয়েছিল সে সম্পর্কেও সতর্ক করলেন। সকলকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার দেশবাসী! শ্রবণ করুন! এক বেহেস্তী সওগাত আমি আপনাদের জন্যে নিয়ে এসেছি। আল্লাহর পবিত্র কালাম আমি লাভ করেছি। আপনারা মূর্তিপূজা করবেন না। একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করুন। বলুন , লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ। ইসলাম -ই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। ইসলাম গ্রহণ করুন, ইহকাল ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হবে। অন্যথায় শিরক ও কুফরের কারণে ভীষণ আযাব সকলকে গ্রাস করবে।- কে এই সত্য প্রচারে আমাকে সাহায্য করবেন? কে আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন? -আসুন।’
অনেকে বিরক্ত হল। আবু লাহাব বললেন , ‘আমার কাছে ঢের অর্থ ও লোকবল রয়েছে, আমি এগুলোর বিনিময়ে নিজেকে বা পরিবারকে রক্ষা করব।’
কেউ কেউ বলল, ‘হে মুহম্মদ! তুমি যদি পয়গম্বরই হবে তবে কোন একটি মু ‘জেযা দেখাও তো? আমাদের এই মরুভুমিতে একটি নহর বইয়ে দাও তো?’
কেউ কেউ বলল, ‘যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল হয়ে থাকেন , তবে মু‘জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন-ভান্ডার আমাদের জন্যে একত্রিত করে দিন।’
তিনি বললেন, ‘এই কাজের জন্যে আমি আসিনি। সব মু‘জেযা আল্লাহর ইচ্ছেধীন, তিনি ইচ্ছে করলে

সবকিছুই করতে পারেন। আমি যাদুকর নই , আর যাদু দেখিয়ে আপনাদেরকে স্বমতে আনতে ঘৃণাবোধ করি। সত্যের জলন্ত স্পর্শে আপনাদের মন যদি সাড়া না দেয় তবে আপনারা আমার কথা শুনবেন না।'
তারা বলল, 'তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জণ করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। অবশ্য আমরা বুঝতে অক্ষম যে , আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও হাট-বাজারে ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহর রসূল হতে পারেন! কোন ফেরেস্তা হলে আমরা তাকে রসূল ও মানবজাতির নেতারূপে মেনে নিতাম। '
পরবর্তীতে তাদের কথার জবাবে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল-তুমি বল, আমি আপনাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেস্তা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি , যা আমার কাছে আসে।'(৬:৫০)

যাহোক আবু লাহাব (আগুনের পিতা) ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন , 'মুহম্মদ! ধৃষ্টতা পরিহার কর। তোমার পূজনীয় পিতৃব্য ও খুল্লাতাত ভ্রাতৃগণ এখানে উপস্থিত আছেন , তাদের সম্মুখে বাতুলতা কোরও না। তুমি কুলাঙ্গার। তোমার আত্মীয়দের উচিৎ তোমাকে কয়েদ করে রাখা। '

তিনি সোরগোল পাকিয়ে তুললেন। তার এহেন ব্যাবহারে মুহম্মদ মর্মাহত হলেন। এমনিতে তিনি এবং তার স্ত্রী ইসলামের ও মুহম্মদের চরম বিদ্বে ষী ছিলেন।

এসময় আলী সম্মুখে এগিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ! আমি আপনার পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহর কসম, আজ হতে আমি আমার জীবন আপনার সেবায় নিয়োজিত করলাম।'

কিন্তু কুরাইশরা তার আহবানের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করল , তরুন আলীর উদ্দীপনাকে হেসে উড়িয়ে দিল। উপহাস ও তামাসার মহড়া করতে করতে তারা স্থানত্যাগ করল।

কয়েকদিন পর কুরাইশ সর্দার আখনাস ইবনে শরীকের সাথে পথে আবু জেহেলের দেখা হল। আখনাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি আমাকে সত্য করে বল ? তাকে সত্যবাদী মনে কর না মিথ্যেবাদী?'
তখন আবু জেহেল উপরের মন্তব্য করেছিলেন।
তার কথা শুনে আখনাস তাকে বলেছিলেন, 'তবে কেন তোমরা তার বিরোধিতা করছ?
উত্তরে আবু জেহেল বললেন , ''ব্যাপার এই যে, কুরাইশ গোত্রের এক শাখা বনি কোসাইয়ে এসব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কুরাইশরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে- আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা তাদের হাতে, হাজীদের পানি পান করানোর গৌরবময় কাজটি তাদের দখলে,

কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন নবুয়্যতও তাদের হাতে ছেড়ে দিলে আমাদের আর কি রইল?
-তাই আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না , যে পর্যন্ত না আমাদের কাছেও তাদের অনুরূপ ওহী আসে।'
এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল- যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পেঁছে, তখন বলে, 'আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।(৬:১২৪)

3. আবু জেহেল মুহম্মদকে বললেন, 'তুমি মিথ্যাবাদী এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ গ্রন্থকে অসত্য মনে করি যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। '
এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল -আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি তোমাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা তোমাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শণাবলীকে অস্বীকার করে। তোমার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবর করেছে। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তণ করতে পারে না। তোমার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।(৬:৩৩-৩৪)

এখন আমরা ঘটনার পটভূমিতে যাই।
কিছু কিছু কুরাইশ নেতা মুহম্মদ সম্পর্কে সম্যক জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছিলেন। এদেরই একজন ওলীদ ইবনে মুগীরা। 'রায়হানা কুরাইশ' নামে খ্যাত এই ব্যক্তি ছিলেন অগাধ বিত্তশালী। তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি একদিন মুহম্মদের কোরআন পাঠশুনে, মুহম্মদ ও কোরআন সম্পর্কে বলে বেড়াতে লাগলেন , 'এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়।'
তার সম্পর্কে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হল- তোমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎ পথপ্রাপ্ত। অতএব, তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবে না। তারা চায় যদি তুমি নমনীয় হও , তবে তারাও নমনীয় হবে। যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, তুমি তার আনুগত্য করবে না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফেরে, যে ভাল কাজে বাঁধা দেয়- সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; এ কারণে যে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে, 'সেকালের উপকথা।' আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দেব।(৬৮:৭-১৬)

যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি তাকে বিপুল ধন -সম্পদ দিয়েছি এবং সদা সঙ্গী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। এরপরও সে আশা করে যে , আমি তাকে আরও বেশী দেই। কখনই নয়। সে আমার নিদর্শণসমূহের বিরুদ্ধা চারণকারী। আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে। ধ্বংস হোক সে,

কিরূপে সে মনস্থির করেছে। আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে! সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে। অতঃপর সে ভ্র"কুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করেছে ও অহঙ্কার করেছে। এরপর বলেছে, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়।'

আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। তুমি কি জান অগ্নি কি ? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত রয়েছে উনিশ জন ফেরেস্তা।(৭৪:১১-৩০)

আবু জেহেল যখন কোরআনের এই আয়াত শুনলেন যে , জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশজন ফেরেস্তা, তখন তিনি কুরাইশ যুবকদের সম্বোধন করে বললেন , 'মুহম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশজন। অতএব , তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।'

আর জনৈক কুরাইশ বলে উঠল , 'হে কুরাইশ গোত্র! কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি আমার ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিচ্ছা চুকিয়ে দেব।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল- আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেস্তাই রেখেছি। আমি অবিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার জন্যেই এ সংখ্যা করেছি- যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং অবিশ্বাসীরা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? এমনিভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে চালান। তোমার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।(৭৪: ৩১)

কিছুদিন পর মুহম্মদের সাথে আবু জেহেলের দেখা হল। মুহম্মদ তাকে কেন তিনি কোরআন ও তার বিরোধিতায় নেমেছেন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তখন ঐ উক্তি করেছিলেন।

মুহম্মদ তার উক্তিতে দু:খ পেলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল -আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি তোমাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা তোমাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শণাবলীকে অস্বীকার করে। তোমার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবর করেছে। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তণ করতে পারে না। তোমার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।(৬:৩৩-৩৪)

4. **আবু সুফিয়ান বললেন, 'তিনি গবীর-দুঃখীকে সাহায্য করতে, সত্য ও শূচিতার অনুশীলন করতে, ব্যভিচার, পাপ ও মানুষকে ঘৃণা করা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। '**

তার শিষ্য সংখ্যা বাড়ছে কিংবা কমছে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর এল, 'তার শিষ্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তার একজন শিষ্যও তাকে পরিত্যাগ করেনি।'

এখন আমরা পটভূমিতে যাই।

মুহম্মদ গ্রীকসম্রাট হেরাক্লিয়াসকে একটি পত্র দিয়েছিলেন।দূত দেহইয়া ইবনে খলফের মাধ্যমে প্রেরিত পত্রটি ছিল এরূপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানুর রহিম -

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহম্মদের পক্ষ হতে রোমের প্রধান পুরুষ হেরাক্লিয়াস সমীপে -

সত্যের অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম কবুল করুন, আপনার কল্যাণ হবে। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। অন্যথায় প্রজা সাধারণের পাপের জন্যে আপনি দায়ী হবেন।'

বল, 'হে গ্রন্থধারীরা! এস, আমরা ও তোমরা এক যোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি; আমরা কেউই আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে পূজা করব না এবং আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না বা নিজেদের মধ্যে হতে কাউকেও আল্লাহর আসনে বসাব না।' কিন্তু যদি তারা এ কথা না মানে তবে বলে দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার স্বাক্ষী থেক।' (৩:৬৩)

(মোহর): মুহম্মদ-রসূল-আল্লাহ

সিরিয়া ত্যাগের পূর্বে হেরাক্লিয়াস পত্র প্রেরক ব্যক্তির সম্পর্কে জানার জন্যে সচেষ্ট হলেন। এই উদ্দেশ্য তিনি আরব থেকে আগত গাজাতে উপস্থিত কাফেলার কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু সুফিয়ান, যিনি তখনও ছিলেন ইসলামের চরমতম দুশমন।
হেরাক্লিয়াস তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কি মতবাদ মুহম্মদ উপস্থাপিত করছে?'
তখন আবু সুফিয়ান ঐ মন্তব্য করেছিলেন।
5. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন , 'এই ধর্মটি কি, যার জন্যে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং আমার ধর্ম কিংবা অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রহণ করনি?'
আবু তালিবপুত্র, আলীর ভ্রাতা জাফর তাদের মুখপাত্র হিসেবে জবাব দিলেন -

হে রাজন!
আমরা মুর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা মূর্তিপূজা করতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম, আমরা মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, আমরা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতাম; আমরা মনুষ্যত্বের প্রত্যেকটি অনুভূতি, অতিথি ও প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম, আমরা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির বাইরে কোন আইন জানতাম না।

-এসময়ে আমাদের মধ্যে আল্লাহ এমন একজন মানুষ পাঠালেন যার জন্ম , সত্যবাদিতা, সততা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম; যিনি আল্লাহর একত্বের দিকে আমাদের আহবান জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন বস্তুর শরিক স্থাপন না করতে শিক্ষা দিলেন;
সত্যকথা বলতে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে, দয়ালু হতে এবং প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিলেন;
নারী জাতির বিরুদ্ধে দুর্ণাম না রটাতে, এতিমের ধন আত্মসাৎ না করতে তিনি আদেশ দিলেন;
তিনি পাপসমূহ ও অনিষ্ট থেকে দূরে থাকবার জন্যে নামাজ কায়েম করতে , জাকাত দিতে ও রোজা রাখতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন।
-আমরা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি এবং এক আল্লাহর এবাদত ও কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর শরিক স্থাপন না করার নির্দেশ মেনে নিয়েছি।
6. কুরাইশ নেতা হারেস ইবনে ওসমান তার ইসলাম গ্রহণ না করার এক কারণ বর্ণনা করলেন।
মুহম্মদ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি বললেন , 'আপনার শিক্ষাকে সত্য মনেকরি, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্র" হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে।'
এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল-তারা বলে, 'যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব।' আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ হরম প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।(২৮:৫৮)

তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থান করেছি। অথচ এর চতুর্পার্শ্বে যারা আছে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে?(২৯:৬৭)

এভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে উপরের ঐ তিনটি পয়েন্টের সমর্থনে।

*গোলাপ*এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ৮:২৯ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
"রেফারেন্স" কোথায়?
একটু "দম" নেন। Rubbish!

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১:৩৫ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

“

মুহম্মদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ব, – মুহম্মদ কখনও কাউকে অকারণে আক্রমণ করেননি -”
ইত্যাদি গালভরা দাবীর স্বপক্ষে রেফারেন্স সমৃদ্ধ ” প্রমাণ হাজির করুন।”

আমিও একই কথা আপনাকেও বলছি - মুহম্মদ কখন কাকে অকারণে আক্রমণ করেছেন এই দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ দরকার নেই, কাহিনীই হাযির করেন। তারপরই সে সম্পর্কে কথা বলব।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১১:১৩ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনিও দেখি হাস্যকর সব প্রশ্ন নিয়ে আসছেন। বাংলা ভাষায় লেখা এর পরও বাক্যের অর্থ ধরতে পারছেন না?

আবু সুফিয়ান বললেন, ‘হুদাইবিয়ার সন্ধি আমাদের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে। সুতরাং পুনঃরায় সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগমন করেছি।’

কুরাইশ প্রধানের এই কথার পর দুনিয়ার সমস্ত যুক্তি অচল। এটা এখনও বুঝতে না পারলে যে কোন একজন বার এট ল এর কাছ থেকে জেনে নিন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১২:৪৮ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আবু সুফিয়ান বললেন, ‘হুদাইবিয়ার সন্ধি আমাদের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে। সুতরাং পুনঃরায় সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগমন করেছি।’

এ বিষয়টি কোথায় বলা আছে? আপনার এ দাবীর ভিত্তি কি? নাকি আপনি সে সময় আবু সুফিয়ানের সাথে ছিলেন? সহজ প্রশ্ন , আশা করি সহজভাবে উত্তর দিবেন। বলবেন না এ ঘটনা সবাই জানে। না ভাই , আমরা এ ঘটনা জানি না। আপনার কাছে জানতে চাই।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৮:২৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভবঘুরের আর্টিকেলে আমি বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছি। আপনার বিষয়টি পরিস্কার করে পাঠকদের জানাতে ঐ রকম একটা গল্প তৈরী করে নিয়ে আসেন। তারপর আমরা রেফারেন্সের বিষয়ে আসব। আপনার পড়াশোনার দৌড়টা আগে আমরা জানি। কি বলেন?

গোলাপ এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৯:৩৮ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

মুহম্মদ কখন কাকে অকারণে আক্রমণ করেছেন এই দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ দরকার নেই , কাহিনীই হাযির করেন।

অবশ্যই! প্রমাণ ছাড়া বানিয়ে বানিয়ে মনের মাধুরী মিশেয়ে রেফারেন্স বিহীন "গল্প" যে কোন বিতর্কেই "Rubbish" বলে গণ্য। দেখুন এই লেখায় আমার এই "**Golap এর জবাব: অক্টোবর ২৩rd,** ২০১০ at ২:১৭ অপরাহ্ণ" এবং এই লিখায় আমার এই, "**গোলাপ এর জবাব: নভেম্বর ১৬th,** ২০১০ at ১০:২২ পূর্বাহ্ণ" মন্তব্যে। একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন। **এবং** মুক্তমনা পাঠকদের আপনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বাধিত করবেন।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মুক্তমনা পাঠকদের বিনোদিত করার জন্য। আপনি "হামদ ও নাআাত" শুনচ্ছেন। কিন্তু তার স্বপক্ষে চক্রাকর যুক্তি (মুহাম্মদ-আল্লাহ=আল্লাহ-মুহাম্মদ) ছাড়া কোন "রেফারেন্স" দিতে পারছেন না। হাদিসে "তেমন" বিশ্বাস করেন না কিন্তু সে হাদিস থেকেই 'চোতা" মারতেছেন। কুরানকে "অকৃত্রিম" বিশ্বাস করেন কিন্তু সেই কুরানই যখন মুহাম্মদের "মিথ্যাচার, উন্মাদ, জালিয়াত (52:33-forged Quran) ও বিকারগ্রস্ত (যাদু-গ্রস্ত)" এর স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আবার আরেকটা "গল্প" ফেঁদে "অসার যুক্তি" দিচ্ছেন।
ভাইজান, আপনারা সাধারণ মুসলমানদে "**সরল বিশ্বাস ও কুরান-সিরাত-হাদিসের অজ্ঞানতাকে"** পুঁজি করে যুগে যুগে কি পরিমাণ **"মিথ্যাচার"** করে চলেছেন তা যে কোন সুস্থ-বুদ্ধির বিবেকবান মানুষ **"আদি-উৎস"** গিয়ে নির্মোহ মানসিকতা নিয়ে একটু পড়াশুনা করলেই জানতে পারবেন। মুক্তমনায় অনেক উচ্চ-শিক্ষিত জ্ঞানী লেখক, পাঠক, সমালোচক আছেন যারা নি:স্বার্থভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে "মুহাম্মদ" এবং তার আবিষ্কৃত "ইসলামের" আসল রূপ সাধারণ মুসলমানদের কাছে পৌঁ ছে দেয়ার

চেষ্টা করছেন। আজ মুসলমানেরা জ্ঞানে -বিজ্ঞানে-তথ্য-প্রযুক্তিতে পৃথিবীর সর্বনিম্ন। আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষ "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর" - জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ তার সুফল ভোগ করে চলেছে। বর্তমান পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ "মুসলমান"- প্রায় ১২৬ কোটি। অথচ এই বিপুল জন-গুষ্টির অবদান "বর্তমান" বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে **"শূন্য, শূন্য, শূন্য"।** এটা অত্যন্ত লজ্জাকর! বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানুষরা খুব ভালভাবেই জানেন এ সত্যটি।
যে কোন বিতর্কে **"রেফারেন্স"** অত্যাবশ্যক। পাঠকরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে আপনার ইসলাম জ্ঞান **"বটতলীয় ধর্ম-জ্ঞান"।** যে কোন ওয়াজ-মাহফিলে, TV বক্তৃতা, ইসলামী "সিডি" তে "এসমস্ত লেকচার" সাধারণ মুসলমানেরা জন্মের পর থেকেই শুনে আসছেন। আপনার মন্তব্য মুক্তমনার জন্য যদিও অনুপযোগী, তবুও আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সুবাদে পাঠকরা "মুহাম্মদের" প্রকৃত ইতিহাস আরও বেশী জানতে পারছেন।
আমার মনে হয় না আমাদের এ আলোচনাকে আরও দীর্ঘায়ত করার প্রয়োজন আছে। আমি এখানেই এ আলোচনার ইতি টানছি। ভাল থাকুন।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১০:৪৩ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

"বর্তমান" বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে "শূন্য, শূন্য, শূন্য"।

প্রযুক্তির কতটুকু জ্ঞান আছে আপনার ? এ শব্দ কি আপনি ব্যবহার করতে পারেন? আপনার প্রযুক্তিতে কি সর্বোচ্চ ডিগ্রী আছে? না থাকলে থেমে যান। এ শব্দ আমি ব্যবহার করলে মানাবে।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ১:২৭ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনার আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে আমাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভিন্ন এঙ্গেল বেঁছে নিতে হল। যা আমি এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম সবসময়।সত্য সব সময়ই সত্য।যাহোক এখন প্রসঙ্গে আসি-

বিষয়টি সম্পর্কে শুধু মোটামুটি না, বেশ ভালভাবেই জানি।

আপনার মন্তব্য সকল থেকে আপনার জানার পরিধি কি তা পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। আর বিষয়টি সম্পর্কে শুধু মোটামুটি না , বেশ ভালভাবেই জানেন এটা আমার বোঝার জন্যে আপনার জ্ঞানের স্বীকৃতি দরকার। আর জ্ঞানের স্বীকৃতি দেয় শিক্ষাবোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর ফলাফলের শ্রেণী আপনার জ্ঞানের পরিধি জানাবে। আপনার পিএইচডি গুলোর বিষয়গুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর নাম জানাতে ভুলবেন না।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১১:৫৯ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

ভাইজান, নিজেকে খুব "পণ্ডিত ব্যক্তি" মনে করছেন?

নিজেকে পন্ডিত মনে করলে এখানে আর্টিকেল লিখতাম। আমার কোন আর্টিকেল এই সাইটে নেই। আমি কেবল আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত দিকটা দেখাতে চেষ্টা করেছি। উদাহরণ দি তে হবে?

পানিতে অর্ধেক ডোবানো একটা সোজা লাঠি বাঁকা দেখা যায়। আপনারা লাঠিটিকে বাঁকা বলাতে আমি কেবল লাঠিটা পানির উপর তুলে দেখিয়েছি।

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৩, ২০১২ at ২:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

'তুমি যে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বর্জন কর আল্লাহ তাকে সত্যিই তোমার মা করেননি , অথবা যাকে তুমি আপন পুত্র বলে ঘোষণা কর , তাকে তোমার প্রকৃত পুত্র করেননি , এ সমস্ত তোমার মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শণ করেন। পালিত পুত্ররা তাদের আপন পিতার নামে পরিচিত হোক এ-ই আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোদের কোন বিচ্যুতি হলে গোনাহ নেই তবে ইচ্ছেকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশী ল পরম দয়ালু।'(৩৩:৪-৫)

ফাতিমা আর আলির সম্পর্ক জানেনতো ভাই? আচ্ছা আপনার আপন চাচাত অথবা মামাত ভাই/বোনের মেয়ে কি আপনাদের কাছে নিরাপদ? ইসলামিক নিয়ম মানলে তো সেটা হয় না। না হলে

আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে কিভাবে হয়? নাহ সম্পর্কের ব্যাপারটাই নবীজি গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন। এর কারণ কি ভাইজান কি একটু ইতিহাসের (যেহেতু আপনি অতি উচ্চ পর্যায়ের ইতিহাসবিদ; যদিও স্বঘোষিত) আলোকে ব্যাখ্যা দিয়ে এখানকার ইতিহাস অজ্ঞদের একটু জানার সুযোগ দিবেন কি?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৩:৩৫ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

ফাতিমা আর আলির সম্পর্ক জানেনতো ভাই? আচ্ছা আপনার আপন চাচাত অথবা মামাত ভাই/বোনের মেয়ে কি আপনাদের কাছে নিরাপদ? ইসলামিক নিয়ম মানলে তো সেটা হয় না।

কোনটা হয় খৃষ্টান নিয়ম মানলে? আর আপনাদের কাছে কি তারা খুব নিরাপদ? প্রমানের জন্যে এমেরিকায় যান তারপর প্রত্যেক পরিবারে গিয়ে খোঁজ নেন।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১২:৩৩ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

কোনটা হয় খৃষ্টান নিয়ম মানলে? আর আপনাদের কাছে কি তারা খুব নিরাপদ? প্রমানের জন্যে এমেরিকায় যান তারপর প্রত্যেক পরিবারে গিয়ে খোঁজ নেন।

typical islamist দের মত কথা বললেন ভাইজান। উক্ত সম্পর্ককে কেউ কিন্তু ধর্মীয় ভাবে অনুমোদন দেয় না, আর কেউ এ ধরনের সম্পর্ক তৈরী করলে তাকে কেউ বৈধ বা নৈতিক বলে না। এসব ঘটনাকে সমাজ ভাল দৃষ্টি দিয়ে দেখে না স্বীকারও করে না। কিন্তু আপনার মহামানব মোহাম্মদ শুধু এটাকে বৈধই বলে নি, নিজেও তার পালিত পূত্রকে বিয়ে করে তা আইন সঙ্গত করেছেন। আর তার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে দিয়েছেন তার নিজের চাচাত ভাই আলীর সাথে। অর্থাৎ আলী হলো ফাতিমার চাচা। চাচার সাথে ভাতিজির বিয়ে , শুনতেও গা গুলিয়ে যায়। আর কাজটা কে ঘটিয়েছে? দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট আর আদর্শ মানব মোহাম্মদ। শুধু এ ধরনের ঘটনাই প্রমান করে মোহাম্মদের মানসিকতা বা নৈতিকতা স্বাভাবিক ছিল না।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৮:৩৪ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কেন আপনি কি জানেন না পুরুষে পরুষে বিবাহ বা নারীতে নারীতে বিবাহ এটাতো আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে স্বীকৃত, বৈধ।এটা তো ৫০ বৎসর আগেও ছিল না। তাহলে ১৫০০ বৎসর আগের সামাজিক রীতিনীতির বৈধতা এখন খুঁজছেন কেন? মুহম্মদের পরবর্তীতে কোন মুসলিম কি এমন কাজ করেছে? না করলে কেন করেনি?

আলী হলো ফাতিমার চাচা।

আপনি দেখছি সৃষ্টিকর্তা হয়ে গেলেন। জলজ্যান্ত মুহম্মদের একটা ভাই তৈরী করে ফেললেন ? কিভাবে তৈরী করলেন পাঠকদের একটু জানাবেন কি ?

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:০৭ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

জলজ্যান্ত মুহম্মদের একটা ভাই তৈরী করে ফেললেন ?

কেন? আলী মুহাম্মদের আপন চাচাত ভাই না ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৫৩ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

আলী হলো ফাতিমার চাচা।

এইতো সঠিক লাইনে এসেছেন। তাহলে - সঠিক বাক্যটা কি দাড়ায়- আলী হল ফতিমার সম্পর্কে চাচা। যার অর্থ আপন চাচা নয়। কিন্তু আপনি এই বাক্য ওভাবে লেখাতেই আমি এই ভুলটার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। ধর্মীয় ব্যাপারে এই ভুল যাতে না হয় সেদিকে যেন নযর থাকে সেকারণেই।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১০:৪৯ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আলী হল ফতিমার সম্পর্কে চাচা। যার অর্থ আপন চাচা নয়।

কেমন ধরনের চাচা , একটু বলা যাবে ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১১:২২ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

সম্পূর্ণ ছেলেমানুষি প্রশ্ন এবং এধরণের আরোও একটা আপনারই প্রশ্নের জবাবে দিয়েছি। তারপরও বলছি -উত্তরটা কোটের মধ্যেই দেয়া আছে।
আমি যখন কিছু লিখি তখন যাতে স্বল্প শিক্ষিত লোকও বোঝে তেমনি ভাবে দেই। কিন্তু সেটাও ধরতে পারছেন না। ভান করেন? নাকি আরেক গ্রহ থেকে এসেছেন?
গরুর একটা লেজ আছে। এই বাক্যের- লেজটা কি? এটা কি ধরণের প্রশ্ন? ছোট বাচ্চারাও তো এটা বুঝবে- না-কি?

অচেনা এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ২:২৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk, আলী আবু তালিবের ছেলে।তাই আপন চাচা না হলেও আবু তালিব তো নবীজীর আপন চাচা নাকি? আমি তো সেটাই বলছি এতক্ষণ ধরে, আপনি কি আপনার আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করার কথা চিন্তাও করতে পারবেন? আমি ভাই নাস্তিক মানে শয়তানের (!) পুজারী হয়েও কিন্তু এটা ভাবতে পারি না।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৮:৫৪ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

কোনটা হয় খৃষ্টান নিয়ম মানলে ? আর আপনাদের কাছে কি তারা খুব নিরাপদ ? প্রমানের জন্যে এমেরিকায় যান তারপর প্রত্যেক পরিবারে গিয়ে খোঁজ নেন।

কি শর্বনাশ, প্রত্যেক পরিবারে খোঁজ নিতে হবে? আপনি নিয়েছেন নাকি? ৩০ কোটি লোক বাস করে আমেরিকায়।নাকি অনলাইনে incest porno পড়ে এইসব আইডিয়া পেয়েছেন?

খ্রিস্টান ধর্ম যৌন বিষয়ে খুবি স্পর্শ কাতর।

http://forums.catholic.com

ওপরের ফোরামে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

http://www.catholic.com

উপরের লিংকে অনেক কিছু জানতে পারবেন ক্যাথলিক দের সম্পর্কে।

এগুলা কোরানের বা ইন্টারনেট পর্ণের মত মনগড়া কথাবার্তা না। এখানে সবাই রিয়েল মানুষ , জিজ্ঞেস করলেই ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১১:৩৪ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

কি শর্বনাশ, প্রত্যেক পরিবারে খোঁজ নিতে হবে? আপনি নিয়েছেন নাকি? ৩০ কোটি লোক বাস করে আমেরিকায়।নাকি অনলাইনে incest porno পড়ে এইসব আইডিয়া পেয়েছেন?

এটা আপনার মন্তব্য দেখেই আপনাদের সম্পর্কে হয়েছে। কেন আপনি খৃষ্টান নন ? সে-কি?

উপরের লিংকে অনেক কিছু জানতে পারবেন ক্যাথলিক দের সম্পর্কে।

এগুলা কোরানের বা ইন্টারনেট পর্ণের মত মনগড়া কথাবার্তা না। এখানে সবাই রিয়েল মানুষ , জিজ্ঞেস করলেই ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

তাই- তা বিশিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম বিশারদ বলুন তো ঐ লিঙ্ক থেকে জানা জ্ঞান -জোসাস ১২ বৎসর থেকে ৩০ বৎসর কি করেছে?
আপনার যদি ন্যূনতম শিক্ষা থাকে তাহলে ধরে নেব এ প্রশ্নে র উত্তর আপনি এড়িয়ে যাবেন না।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ২:৩৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

তাই- তা বিশিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম বিশারদ বলুন তো ঐ লিঙ্ক থেকে জানা জ্ঞান -জোসাস ১২ বৎসর থেকে ৩০ বৎসর কি করেছে?

শুনেন ওই সাইটে গিয়েছিলাম শুধু ট্রিনিটি সম্পর্কে ওদের কিছু লেখা পড়ে ব্যাপারটা জানতে। কোরআন পরে জেনেছিলাম যে ট্রিনিটি হল বাবা, মা আর ছেলে (সুরা আল ইমরান পড়ে দেখেন , প্রথম দিকেই লেখা আছে)।
পরে ওখানে পড়ে জেনেছি যে কোন কালেই কোন (অন্তত পক্ষে মুলধারার)খ্রিস্টান মাদার মেরী কে ঈশ্বরের স্ত্রী বলে ভাবে না,আর ট্রিনিটির ভিতরে মা বলে কোন শব্দ নেই।
পবিত্র পিতা, পবিত্র পুত্র আর পবিত্র আত্মা। কাজেই জেসাসের জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি নিজেই জেনে নিন। সাইট টি কে ভ্যাটিকান approve করেছে বলেই জেনেছি, তাই আপনাকে বললাম। ওখানে সার্চ করে আমি কিছু লিঙ্ক অ পেয়েছিলাম খ্রিষ্টান ধর্মকে ভাল করে জানার জন্য। কিন্তু পরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। আপনি খুজে নিতে পারেন লিঙ্ক গুলো , অথবা রেজিস্ট্রি করান ফ্রি। অদের জিজ্ঞেস করুন ওরা হেল্প করবে। আমাকে বলছেন কেন? আমি তো ওদের ধর্ম গ্রহণ করতে যাই নি, আর আমি ইসলাম আর খ্রিষ্টান ধর্ম ২টি কেই মুদ্রার এপিঠ আর অ পীঠ মনে করি।

আপনার যদি ন্যূনতম শিক্ষা থাকে তাহলে ধরে নেব এ প্রশ্নের উত্তর আপনি এড়িয়ে যাবেন না।

ভাই সত্যি স্বীকার করছি পিএইচডি আমি করি নি, ওটা করার কোন ইচ্ছেই ছিল না অবশ্যই যোগ্যতার অভাব স্বীকার করে নিচ্ছি। সবাই যদি পণ্ডিত হয়ে যায় তবে বিপদ না? তাহলে শিখবে কারা 🙂

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৩, ২০১২ at ৩:২৪ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

মুহম্মদ তেরটা বিয়ে করে রেকর্ড করে ফেলেছেন! তাহলে শলোমনের কি হবে? তার তো তিন শত বিবাহিত স্ত্রী ছিল।

সলোমন তো মুসলিমদেরই নবী। এটা কি জানেন যে দাউদ সলোমন কাউকেই খ্রিস্টান অথবা ইহুদী ধর্মে নবী বলে স্বীকার করা হয় না? তারা শুধুই রাজা ছিল? আদম,নুহ, ইউসুফ, ইসমাইল ইসহাক কেউ কিন্তু বাইবেলে নবি নন। ইব্রাহিম পিতা ইয়াকুব অথবা জ্যাকবও পিতা মানে ইহুদিদের পিতা নামেই উল্লেখ আছে। মুহাম্মদ দয়ালু মানুষ তাই সবাইকে নবুয়ত দিয়েছেন।এত কিছু যখন জানেন বলে দাবি করেন তবে এটাও জানা আছে নিশ্চয়ই। আর হুদ সালেহ এদের কথা তো বাইবেলে উল্লেখ করাই নেই। এরা মুহাম্মাদের আবিষ্কার করা নবী।ভাবছি আর কিছু দিন বেছে থাকলে মুহাম্মাদ তার প্রিয় উটকেও হয়ত নবী বানিয়ে দিত।

মুসাকে নবী এটা ঠিক কিন্তু আসলে মুসার স্থান ইহুদীদের ভেতর নবীদের থেকেও উচ্চে।উনাকে নবীদের পিতাও বলা হয়। আসলে তিনি নেতা,এমনকি ইহুদিরা যে মেসিয়াহর জন্য অপেক্ষা করছে তিনিও হবেন মুসার থেকে কম ক্ষমতা সম্পন্ন। অথচ কত সহজভাবেই না মুসাকে বাতিল করে দিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করলেন হুজুর।ইহুদিদের মতে যে তাওরাতের একটা কথাও পরিবর্তন করবে অমনি সে ভণ্ড নবী হিসাবে আখ্যা লাভ করবে সেখানে বাইবেলে মুহাম্মদের আগ মনি বার্তার কি কথা আছে জানা নাই যে লোক কিনা তাওরাত সহ পুরা হিব্রু বাইবেল কেই বাতিল করে দিয়েছে। আশা করি এটুকু আপনি জানেন যে তাওরাত আর ওল্ড টেস্টামেন্ট এক না বরং ওল্ড টেস্টামেন্ট এর ১ম ৫টা বই হল তাওরাত? এটা বলাম এই জন্য যে ইসলামের ইতিহাস বইগুলোতে আপনার থেকেও হাজারগুন বড় ইতিহাসবিদ রা নির্দ্বিধায়, নির্লজ্জের মত তাওরাত আর ওল্ড টেস্টামেন্ট কে এক বলেই ঘোষণা করেছেন।

নিচের ওয়েবসাইটে ইহুদিদের মেসিয়াহ সম্পর্কে জানতে পারবেন, সেই সাথে আর খুঁটিনাটি।যদিও এখানে মুল লক্ষ্য হল খ্রিস্টান দের দাবি খণ্ডানো।

http://www.aish.com/jw/s/48892792.html

http://www.aish.com/jl/li/m/48924282.html

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৩, ২০১২ at ১১:১৮ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

খৃষ্টান এবং ইহুদি কারা? জেসাস কথায় কথায় দাউদ আর শলোমনের কিতাব থেকে উদাহরণ দিতেন।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৮:৫৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

http://en.wikipedia.org/wiki/Major_prophets

http://en.wikipedia.org/wiki/Minor_prophets

এরাই ওল্ড টেস্টামেন্ট এর ঈশ্বর মনোনীত নবী।

তবে খুজলে আরেকটা লিস্ট পাবেন।

secondary list ফলো করবেন না কারন তারা ওল্ড টেস্টামেন্ট স্বীকৃত নবী না। ইহুদী র খ্রিস্টান ওয়েবসাইট গুলোতেই ভাল তথ্য পাবেন, মানে যদি সেগুলো বিশ্বাস করেন আর কি।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১১:৩৭ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

আপনার উপরের প্রশ্নের উত্তরটা আগে দেন। তারপর আপনার এসব প্রশ্নের ব্যাপারে দেখব।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৩:০২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনার উপরের প্রশ্নের উত্তরটা আগে দেন। তারপর আপনার এসব প্রশ্নের ব্যাপারে দেখব।

ভাই সমস্যা কি আপনার? আপনি কি প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়েন নাকি? আচ্ছা সেভাবেই আমি আপনাকে বুঝাই যে আমি ইহুদী আর খ্রিষ্টান বলতে কাদের বুঝি।

ইহুদী বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা হল ৩টি আব্রাহামিক ধর্মের সব থেকে প্রাচীন টা, যেটা কে খ্রিস্টান আর ইসলাম ধর্মের পুর্বসুরি বলা হয়।এটা পুরো পুরি একটি একেশ্বর বাদী ধর্ম।এদের ধর্ম কে Judaism নামে পরিচিত।

http://www.jewfaq.org/index.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism

খ্রিস্টান রা হল যারা বর্তমানে সর্ব বৃহৎ ধর্মীয় সংগঠন , যারা জেসাস কে God The Holy son বলে থাকে, আর যারা তিনের ভিতর এক তথা ট্রিনিটি কে ১ ঈশ্বর ভাবে (কেমনে এটা সম্ভব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না বিষয়টি আমার কাছেও পরিষ্কার না। ধার্মিক রা কখন কি বলে আসলে কিছুই পরিষ্কার না। তাই আমি বিশ্বাস করি যে খ্রিষ্টান রা ৩ ঈশ্বরেরই বিশ্বাস করে। এতে আমার সমস্য নাই, ঈশ্বর বলে আসলে কিছু আছে এটাই আমি স্বীকার করি না , কাজেই সে এক নাকি তিন নাকি ৩ এর ভিতর ১ তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিছু জানার ইচ্ছে থাকলে ওদের জিজ্ঞেস করেন) , আর তারাও আপনাদের ইসলামের আরেক পুর্ব সুরি। হুজুরে পাক এই ২ ধর্ম থেকেই মেলা কপি করে উনার কোরান লিখেছেন।

http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity

http://www.christianity.com

এমন আরও অনেক লিঙ্ক আছে। google করে জেনে নিন যদি কোরানের শেখানো সংজ্ঞার বাইরে ওদের সম্পর্কে জানতে চান।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৩:৪৫ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

ইসলামের ইতিহাস বইগুলোতে আপনার থেকেও হাজারগুন বড় ইতিহাসবিদ রা নির্দ্বিধায়, নির্লজ্জের মত তাওরাত আর ওল্ড টেস্টামেন্ট কে এক বলেই ঘোষণা করেছেন।

এই ফালতু কথা আপনি বলার কে? আপনি কি তাহলে লক্ষগুণ বড় ইতিহাসবিদ?

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:০৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

> এই ফালতু কথা আপনি বলার কে? আপনি কি তাহলে লক্ষগুণ বড় ইতিহাসবিদ?

হাহাহা না ভাই আমি আপনার মত গুণীজন না। আমি শুধুই শেখার চেষ্টা করি আর কি। আর ফালতু কথা কোনটা বললাম? এটাও কি পড়েন নি যে ইসলামের ইতিহাস রচয়িতারা কতবার তাওরাত আর ওল্ড টেস্টামেন্ট কে এক করে ফেলত? পুরান ভার্সন গুলো পড়ে দেখে নিয়েন।নতুন ভার্সনে হয়ত সংশোধন করেও ফেলতে পারে তারা 😄 ।

পড়ুন নিচে।

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Testament

http://en.wikipedia.org/wiki/Torah

আরও বিশ্বাস যোগ্য তথ্য পেতে আগের পোষ্টের ওয়েবসাইট এ যেতে পারেন। অবশ্য আপনি যদি বর্তমান খ্রিস্টান ধর্মকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সেইন্ট পলের আগ্রাসন ধরে নেনে তবে সেটা ভিন্ন কথা 🙂 ।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১১:৩৯ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

আপনার কয়েকটি মন্তব্য দেখেছি আমি খুবই বিকৃত রুচির সেগুলো। ভাষা এবং কিভাবে অপরের সাথে কথা বলতে হয় সেটা শেখেন। তাছাড়া আপনার সাথে কথা বলা উচিৎ নয়।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১:১৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

ভাষা এবং কিভাবে অপরের সাথে কথা বলতে হয় সেটা শেখেন। তাছাড়া আপনার সাথে কথা বলা উচিৎ নয়।

কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে অপরের সাথে কথা বলতে শেখানো হয় যানা থাকলে একটু বলে দেন দয়া করে।শিখে আসি। পিএইচডি করা লাগবে কি কথা বলা শিখতে হলে?

*কাঠি বাবা*এর জবাব:

জুন ১০, ২০১২ at ৯:০০ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

কিন্তু কিছু মুসলিম ভ্রান্তিতে ছিল। তখন এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে চুক্তির শর্তটি স্পষ্ট হয় এবং মুসলিমদের ভ্রান্তি দূর হয়।

সাধারন মুসলিমদের নিয়ে এই একটা মস্ত সুবিধে। তাদের যা বোঝান হয় তাই তারা বোঝে। অন্য কিছু চিন্তাও করে না। তাই হুজুরেরা এমন সব যুক্তি দেন।

সন্ধি হয়েছিল কুরাইশ আর মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যে। সে চুক্তির কোন শর্ত নয়ে অস্পষ্টতা থাকলে সেটা তো দুই পক্ষ মিলে ঠিক করে নেবে। মুহাম্মদের গড সেটা বলে দেবে , তাঁর দুই পক্ষ সেটাই সঠিক মনে করবে- এটা কেমন হাস্যকর যুক্তি? যদি মহাম্মদের গডের কথা দুই পক্ষই মানত, তাইলে তো আর সন্ধিরই কোন দরকার পড়ত না।

*mkfaruk*এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১১:০১ অপরাহ্ণ

@কাঠি বাবা,

সাধারন মুসলিমদের নিয়ে এই একটা মস্ত সুবিধে। তাদের যা বোঝান হয় তাই তারা বোঝে। অন্য কিছু চিন্তাও করে না। তাই হুজুরেরা এমন সব যুক্তি দেন।

অমুসলিমরা দূর থেকে ইসলামকে দেখে, ভিতরে ঢোকে না। তাই তা তাদের দৃষ্টিগোচরে আসে মরীচিকার মত -এই জন্যেই তাদের ধারণা এমনই হয়।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ৯:১৪ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, কাঠি বাবা যা বলেছে সেটা মিথ্যা কিনা সেটা বললেন না...।।উল্টো একটা বিষয় আনলেন...।আমরা কাছে গিয়ে দেখে এসেছি ধর্ম মরিচিকা ...।আপনি যা এখনও পানি ভাবছেন...। আপনার এই স্তর আমরা পার হয়ে এসেছি বহু আগে...।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ১০:১২ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, বনি বকররা বনি খোজাদের আক্রমণ করে বসল। ......।বাহ সুন্দর লিখেছেন তো ...।।কিন্তু কেন করেছিল সেতা লিখলেন না...।।আর মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে...। ব্যক্তি বলতে যে নারি বুঝায় না সেতা আজ জানলাম...।অবশ্য আপনার আল্লাহ বেশ চতুর নারি দের ফেরত দিতে হবে কিনা সে টা তিনি যুক্তি হবার পরে আয়াত নাযিল করে জানালেন ..... যুক্তি ভঙ্গ আপনার আল্লাহ ই আগে করেছেন...।।খলের ছলের অভাব হয়না

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১০:১৬ পূর্বাহ্ণ

@সাগর, যুক্তি=চুক্তি হবে

9. 9

গোলাপ

জুন ৯, ২০১২ সময়: ১০:৫৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ ভবঘুরে,
অসাধারণ!

10. 10
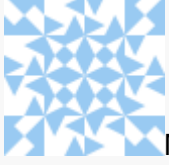
Masud

জুন ৯, ২০১২ সময়: ১১:৪০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,
ইসলামের বিরুদ্ধে মুক্ত-মনায় এই পর্যন্ত যা লিখা হয়েছে(যেখান থেকে ধার করা হয়েছে) তা জানা এবং যা এখনও লিখা হয়নি তাও জানা আর ইসলামের পক্ষে যেগুলো কোনদিনই লিখা হবে না, তাও জানা। ইসলামের বিরুদ্ধে এই সাইটে যা লিখা হয়েছে তা বেশিরভাগ বিকৃত এবং বিদ্বেষমূলক।
খুদাভিরুরা নিজের সাথে বুঝেই ইসলাম-কে গ্রহণ করে। 'সত্য'-কে কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না, এটা নিজেরই অর্জন করতে হয়।
এই মুহূর্তে আপনি যেমন নিজের "আমি"-কে দাবি করছেন, ঘুমের ভীতরে তাই দাবি করার চেষ্টা করেন। সাধনা করেন। ভিতরের "আমি" আর বাহিরের "আমি"-র রাস্তা নির্ণয় করেন, উপলদ্ধি করেন।
@অগ্নি, সাগর, ছন্নছাড়া
বাতাসে উইড়েন না। মাটিতে নামেন, তারপর কথা বলেন।
অন্তরের সমস্ত কু-প্রবৃত্তির দরজাগুলো বন্ধ করেন, নিজের ধৈর্য কতটুকু মাপার চেষ্টা করেন। দেখুন, এইটা বাস্তবায়ন করাতে কেমন লাগে? এবং এটা বাস্তবায়ন করার শক্তি আপনাদের নেই বলেই বলা হয়েছে, এই দেশে সততার সহিত 'দরিদ্রতা'-র ভীতরে জীবনযাপন করেন। সাহস তৈরি করেন। জন্মের পর থেকে পৃথিবীর যে আবরণের ভীতরে আছেন, তা থেকে নিজেকে বের করেন। পৃথিবীতে যুক্তির জগত ছাড়াও আরও জগত আছে, ওইগুলোর ভীতরে ঢুকে জ্ঞানের জগত-কে প্রশস্ত করেন। অযথা, বাংলাদেশের রাজনীতিবিদের মত মন্তব্য করবেন না।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ২:১৫ অপরাহ্ণ

@Masud,

ফালতু কথা বলার জায়গা এটা না আগে বলা হয়েছে।
আপনার কোন বক্তব্য থাকলে তা যুক্তি প্রমান সহকারে উপস্থাপন করুন , যুক্তি যুক্ত হলে মাফ চেয়ে

তওবা করে নেব আর আমার সকল নিবন্ধগুলি মুছে ফেলব। প্লিজ ফালতু আবেগপূর্ণ কথা বলবেন না। ওসব শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। তাই এসব শোনার ধৈর্য বড় কম এখন।

ছন্নছাড়া এর জবাব:

জুন ৯, ২০১২ at ৫:০৭ অপরাহ্ণ

@Masud,

"ইসলামের বিরুদ্ধে মুক্ত-মনায় এই পর্যন্ত যা লিখা হয়েছে(যেখান থেকে ধার করা হয়েছে) তা জানা এবং যা এখনও লিখা হয়নি তাও জানা আর ইসলামের পক্কে যেগুলো কোনদিনই লিখা হবে না, তাও জানা। ইসলামের বিরুদ্ধে এই সাইটে যা লিখা হয়েছে তা বেশিরভাগ বিকৃত এবং বিদ্বেষমূলক। "

হে সর্বজ্ঞানী আল্লার অনুসারী আপনার কাছে এধরনের কোন অহী এসেছে কি *?????*

"আর তোমার অন্তঃকরনে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই সব গোপন তথ্য যার অপর ভিত্তি করে মুক্তমনার কাফেররা লিখেছে ও লিখবে। নিশ্চই তিনি গোপন সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন "

মুক্তমনার সাইটে লেখা বেশিরভাগই বিকৃত ও বিদ্বেষমূলক। এতবড় মহা সত্য আবিস্কারের পরও আপনি কেন আমাদের রেফারেন্স দিচ্ছেন না তাহলে মূল সত্যের স্রোতের সাথে যেতে পারতাম। এটা আর যাই হোক মুমিন বান্দার কাজ হলনা কিন্তু।মূল রচনাটিতে লেখক কোরান ও হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেছেন।এখন যদি আপনি বলেন ওগুলোই বিকৃত ও বিদ্বেষমূলক তাহলে তো আর কিছুই বলার থাকে না।
আমার মত আরো দুজনকে মাটিতে নামার উপদেশ দিয়েছেন, তারজন্য ধন্যবাদ।পেশায় আপনি শিক্ষক কি না জানি না তবে উপদেশের বাহারী ধরন দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। আপনি কি করে জানলেন, আমার সাহস নেই,আমি অন্তরের কুপ্রবৃত্তির দরজা খোলা রেখেছি ? আপনিতো আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে জানেন বলে আমার মনে হয় না।আমি না হয় রাজনিতীবিদের মত উলটা পালটা কথা বলেছি কিন্তু হে মহান...... ব্যক্তিগত ভাবে আমার সম্মন্ধে না জেনে যেভাবে বয়ান দিলেন তাতে আপনাকে যেকোন পেশাদারের সাথে মেলালে সে পেশাটাকে অপমান করা হবে।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১২:১২ পূর্বাহ্ণ

@ছন্নছাড়া,

মুক্তমনার সাইটে লেখা বেশিরভাগই বিকৃত ও বিদ্বেষমূলক। এতবড় মহা সত্য আবিস্কারের পরও আপনি কেন আমাদের রেফারেন্স দিচ্ছেন না তাহলে মূল সত্যের স্রোতের সাথে যেতে পারতাম। এটা আর যাই হোক মুমিন বান্দার কাজ হলনা কিন্তু।

এর উত্তর আমি ভবঘুরেকে দিয়েছি। দেখে নিতে পারেন (নীচের দিকে আছে) অবশ্য আমি কিন্তু মুমিন বান্দা না।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৪:০১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

সত্যের সাধক এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ৮:৩৯ অপরাহ্ণ
@Masud,
ইসলামের বিরুদ্ধে এই সাইটে যা লিখা হয়েছে তা বেশিরভাগ বিকৃত এবং বিদ্বেষমূলক।এটা তথ্য ,যুক্তি সাথে আরও কিছু লাগলে সেগুলো নিয়ে এসে প্রমান করুন।আপনার অপেক্ষায় থাকলাম।চোখের সামনে সত্য দেখে নির্বোধের মত সেটা অস্বীকার করবো এটা হতে পারেনা।আপনার ইসলামকে সত্য প্রমান করুন অবশ্যই আযান দিয়ে নামায পড়া শুরু করবো।কুরআন এর বানী যে মানুষের নয় আল্লাহর এটা আপনি প্রমান করুন।

HuminityLover এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ৩:৩৭ অপরাহ্ণ
@সত্যের সাধক, আপনার ইসলামকে সত্য প্রমান করুন অবশ্যই আযান দিয়ে নামায পড়া শুরু করবো।কুরআন এর বানী যে মানুষের নয় আল্লাহর এটা আপনি প্রমান করুন।

আমি ও

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ১:১১ পূর্বাহ্ণ
@HuminityLover,

এই সাইটে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে নাকি? আপনি আযান দিয়ে নামায পড়া শুরু করবেন কি করবেন না এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর আপনি তা না করলে ইসলামের নিশ্চয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।
কোরআন এর বাণী যে মানুষের নয় আল্লাহর এটা জানতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে কেন মুসলমানরা কোরআনে বিশ্বাস করে। নীচের আর্টিকেল টা পড়ুন।

HuminityLover এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৯:০৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, ইসলামের নিশ্চয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কথাটিতে খুব মজা পেয়েছি....

আপনি আগে মুক্তমনার সব ইসলাম বিষয়ক লেখাগুলো পরেন. তারপর ও যদি আপনি একই কথা বলেন তবে হয় আল্লাহ ঈর্ষা পরায়ন, কুটিল, স্বার্থপর, হিংসুটে যে কিনা নিজেই সৃষ্টি করে নিজেই ভুল পথে চালিত করে আবার নিজেই দোজখ এ পাঠান. পরবর্তীতে কি হবে না জেনে আয়াত তৈরী করেন আবার যখন ঐগুলো যখন সমস্যা সৃষ্টি করে তখন তারা হুরা করে নতুন আয়াত নাজিল করে. (আমরা ছোট বেলায় খেলার সময় এমনটি করতাম.. আমার জারিজুরি যারা ধরতে পারত না তারা মনে করত খেলার নিয়ম কানুন সম্পর্কে আমি কত কিছুই না জানি . কিন্তু আমার সিনিয়র রা জানতেন আমার সীমানা কতটুকু) . তারপর ও না বুঝলে বুজব আপনি জেগে ঘুমাচ্ছেন.

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৮:০০ অপরাহ্ণ
@HuminityLover,

তাই নাকি? তবে আমার মনে হয় মি: ভবঘুরের এই লেখায় আমি যতগুলি মন্তব্য করেছি তার সবগুলিই আগে আপনার পড়া উচিৎ তাহলে হয়ত: ধারণা করতে পারবেন সাইটের অন্য লেখাগুলি পড়ে আমি কি করতে পারব।

আর কোরআন নাযিলের বিষয়টি কি আপনি জানেন? এটা বললাম একারণে যে, মি: ভবঘুরে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। আপনার মন্তব্য দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিষয়টি জানেন না। পূর্ণ কোরআন লওহে মাহফুজের কিতাব থেকে তুলে নিয়ে ৪ঠা আসমানের আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

কারণ জিব্রাইল বা অন্যান্য ফেরেস্তা যারা দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত, তাদের কারও ৪ঠা আসমানের উর্দ্ধে যাবার ক্ষমতা নেই।
আর জিব্রাইল সাড়ে তেইশ বৎসর ধরে যখন যা প্রয়োজন তা মুহম্মদের কাছে নিয়ে আসতেন। এখানে আয়াত পরিবর্তন বা পরিবর্ধণের কাজে আল্লাহ বা জিব্রাইলের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

HuminityLover এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ৩:১৯ অপরাহ্ণ

@mkfaruk, মানুষের দেখা একমাত্র আসমানেরই কোন অস্তিত্ব নাই সেখানে আপনারা ৪র্থ আসমান কোথা হতে নিয়ে আসেন তাই আমার বোধগম্য নয়. আপনার লেখা দেখে বুঝেত আমার কষ্ট হচ্ছে না আপনি আসেলই জেগে ঘুমাচ্ছেন, তাই ঐ লেখাগুলো দ্ূরে থাক আপনার ঘুম কোন কিছুতেই ভাংবে না.

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৮:০৭ অপরাহ্ণ

@HuminityLover,

যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন সৌভাগ্য না হলে এভাবে কপাল ঠুকেই যেতে হবে।

সাগর এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ৮:৪৯ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, কুরানের যা অবস্থা এটা আবার সংরক্ষন করে রাখা হয়েছিল...।।হাসি পায়...।।উন্মাদ হলে কতকিছু যে বিশ্বাস করতে হয়...।আহারে...।।

সাগর এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ৮:৫৩ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, না বিশ্বাস করলে বাচার উপায় আছে...।ওপাশে যে একজন মুগুর হাতে বসে আছে ...।। সে ভয়ে ত আপনি কাবু তা তো দেখতেই পাচ্ছি...।ভয়ে ঠক ঠক

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১:২৩ পূর্বাহ্ণ

@HuminityLover,

কোরআন এর বাণী যে মানুষের নয় আল্লাহর এটা জানতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে কেন মুসলমানরা কোরআনে বিশ্বাস করে।

নীচের আর্টিকেল টা পড়ুন।
উপরে আমার মন্তব্যে আর্টিকেলটির লিঙ্ক কাজ করেনি তাই আর্টিকেলটিই তুলে দিলাম এখন।

Alif, Lam, Meem.
This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah (2:1-2) And this is a Book We have revealed (is) blessed, so follow it and fear Allah that you may receive mercy.(6:155)
And with the truth We have sent the Qur'an down, and with the truth it has descended. (17:105) The month of Ramadan (is that) in which was revealed the Qur'an, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion.(2:185) indeed, the Qur'an is the word of a noble Messenger. And it is not the word of a poet; little do you believe. Nor the word of a soothsayer; little do you remember. (It's) a revelation from the Lord of the worlds. And if Mohammad had made up about Us some (false) sayings, We would have seized him by the right hand; Then We would have cut from him the aorta. And there is no one of you who could prevent (Us) from him. And indeed, the Qur'an is a reminder for the righteous. And indeed, We know that among you are deniers. And indeed, it will be (a cause of) regret upon the disbelievers. And indeed, it is the truth of certainty.(6:40-51)

Then do they not reflect upon the Qur'an? If it had been from (any) other than Allah, they would have found within it much contradiction.(4:82) And the devils have not

brought the revelation down. It is not allowable for them, nor would they be able. Indeed they, from (its) hearing, are removed.(26:210-212)

And We have certainly presented for the people in this Qur'an from every (kind of) example – that they might remember. (It's) an Arabic Qur'an, without any deviance that they might become righteous.(39:27-28)

And indeed, the Qur'an is the revelation of the Lord of the worlds. The Trustworthy Spirit has brought it down upon your heart, -that you may be of the warners -In a clear Arabic language. And indeed, it is (mentioned) in the scriptures of former peoples.(26:192-196)

Indeed, this Qur'an relates to the Children of Israel most of that over which they disagree.(27:76) And this is a Book which We have sent down, blessed and confirming what was before it, that you may warn the Mother of Cities and those around it.(6:92) Indeed, those who disbelieve in the message after it has come to them. And indeed, it is a mighty Book. Falsehood cannot approach it from before it or from behind it; (it's) a revelation from a (Lord who is) Wise and Praiseworthy.(41:41-42) And if We had made it a non-Arabic Qur'an, they would have said, "Why are its verses not explained in detail (in our language)? Is it a foreign (recitation) and an Arab (messenger)?"(41:44)And We did not send any messenger except (speaking) in the language of his people to state clearly for them,(14:4)

And they did not appraise Allah with true appraisal when they said, "Allah did not reveal to a human being anything." Say, "Who revealed the Scripture that Moses brought as light and guidance to the people? You (Jews) make it into pages, disclosing (some of) it and concealing much. And you were taught that which you knew not – neither you nor your fathers." Say, "Allah (revealed it)." Then leave them in their (empty) discourse, amusing themselves.(6:91)

Indeed, We have revealed to you, (O Muhammad), as We revealed to Noah and the prophets after him. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the book (of Psalms). And (We sent) messengers about whom We have related (their stories) to

you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with (direct) speech.(4:163-164)

Indeed, We sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted (to Allah) judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that with which they were entrusted of the Scripture of Allah, and they were witnesses thereto. (5:44)

And We sent, following in their footsteps, Jesus, the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah; and We gave him the Gospel, in which was guidance and light and confirming that which preceded it of the Torah as guidance and instruction for the righteous.(5:46)

And We have revealed to you, (O Muhammad), the Book in truth, confirming that which preceded it of the Scripture and as a criterion over it.(5:48)

And We did certainly give Moses the Torah and followed up after him with messengers. And We gave Jesus, the son of Mary, clear proofs and supported him with the Pure Spirit. But is it (not) that every time a messenger came to you, (O Children of Israel), with what your souls did not desire, you were arrogant? And a party (of messengers) you denied and another party you killed.(2:87)

In the end I need to clarify, what the Qur'an with us is. Actually this Quran is a part of the Mother Book with God. And indeed it is, in the Mother of the Book with Us, exalted and full of wisdom.(43:4) And there is nothing concealed within the heaven and the earth except that it is in a clear Register.(27:75) Indeed, it is We who bring the dead to life and record what they have put forth and what they left behind, and all things We have enumerated in a clear register.(36:12)
The Mother Book written by some angel's & protected by some angel's as per direction of Allah. Those angels are more noble & dutiful among all the angels. It means they are completely different with other angels. Qur'an says- Indeed, it is a noble Qur'an, in a Register well-protected; (56:77-78) In honored sheets, Exalted and purified, by the hands of messenger-angels, Noble and dutiful.(80:13-16)

So when Qur'an says,- (It's) a revelation from the Lord of the worlds. Then is it to this statement that you are indifferent and make (the thanks for) your provision that you deny (the Provider)?(56:80-82)- *the answer comes from the heart of the Muslims- 'We don't'.*

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ৯:০২ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, আপনার 4;82 ভাল করে পরুন...।।তবে আমি আপনাকে বলি আপনি কেন ধর্মে বা কুরানে বিশ্বাস করেন......আর তোমরা আমার নাযিল করা কিতাবে বিশ্বাস কর না হলে তমাদের মুগুর ভাজা করব...সুরায়ে হুমকি,আয়াত নং ৪৭

*সত্যের সাধক*এর জবাব:

জুন ৯, ২০১২ at ৮:৫৩ অপরাহ্ণ

@Masud,

আপনারা ধর্মভিরুরা এতোটা নির্বোধ যে ধর্মের বিপক্ষে কোনো লেখা বা কথা পড়তে বা শুনতে চাননা।না পড়ে বা শুনেই মন্তব্য করে বসেন।আপনাদের ধারনা পড়লে বা শুনলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।আপনাদের ঈমানের কি যে বেহাল দশা!

কেন ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মেনে নিলেন??

আমাদের সাথে শেয়ার করুন।আমরাও ঈমান এনে হুরপরীদের সাথে মজা ফূর্তি করি।একা একা আপনি মজা করতে চান এটাতো হতে পারেনা।কি বলেন আপনি??

HuminityLover এর জবাব:

জুন ১৪, ২০১২ at ৯:০৫ পূর্বাহ্ণ

@সত্যের সাধক, দারুন বলেছেন।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৩:১৩ অপরাহ্ণ

@সত্যের সাধক, হাহাহা অসাধারণ বলেছেন ভাই

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৩:১৫ অপরাহ্ণ

@সত্যের সাধক,

আমাদের সাথে শেয়ার করুন।আমরাও ঈমান এনে হূরপরীদের সাথে মজা ফূর্তি করি।একা একা আপনি মজা করতে চান এটাতো হতে পারেনা।কি বলেন আপনি??

হাহা অসাধারণ বলেছেন ভাই।

*মাসুদ*এর জবাব:

জুন ১১, ২০১২ at ২:৫৪ পূর্বাহ্ণ

@Masud

, সাধনা করেন। ভিতরের "আমি" আর বাহিরের "আমি"-র রাস্তা নির্ণয় করেন, উপলব্ধি করেন।

১৪০০বছর ধরেতো এই আবল-তাবল পুঁথিই পড়লেন,লাভ কি হলো????

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১১:১৯ পূর্বাহ্ণ

@Masud, ভাই যুক্তি দেন ...।।আবেগ দেখান কেন?

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:০৯ অপরাহ্ণ

@Masud,

সত্য’-কে কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না, এটা নিজেরই অর্জন করতে হয়।

জি ঠিক বলেছেন।কাজেই ওইসব ১৪০০ বছরের বস্তাপচা প্রলাপ রেখে সত্যটাকে চিনে মানুষ হবার চেষ্টা করেন ভাই।

11. 11
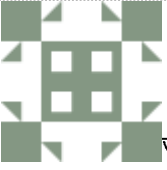
আম্মান

জুন ৯, ২০১২ সময়: ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,
গবেষণামূলক লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনার লেখা পড়ে আমার চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে গেলো।
কিছু প্রশ্ন মনে উকি দিচ্ছে..........
আপনি আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫ উল্লেখ করলেন কিন্তু পরের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন সেখানে আবার উদারতা দেখানো হয়েছে। এভাবে অনেক আয়াত রয়েছে যা পরস্পর বিরোধী। আবার হাদিস গুলো লেখা হয়েছে আমার জানা মতে নবী্ মারা যাবার ৩০০ বছর পরে তাও আবার নবী্র শত্রু পক্ষের শাষনকালে। তখন কি আসল সত্য জানা সম্ভব ছিলো। কারন মাত্র ৪০ বসরে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা প্রপাগানডা চালু হয়েছে অথচ শেখ বংশ ক্ষমতায় আছে। তাই আমার মনে হয় নবীর কাজ , চিন্তা, সততা নিয়ে পোসটমরটেম সম্ভব না। আবার বিধাতা আছেন তারো কোন স্পস্ট প্রমান পাইনি। তাই নিজের মাঝে নিজে বিভাজিত হচ্চি। জানিনা সঠিক জ্ঞান কবে পাবো?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ১:৫১ অপরাহ্ণ

@আম্মান,

গবেষণা মূলক লেখা সম্পর্কে আপনারকি কোন ধারণা আছে ? না থাকলে দুই বা ততোধিক বিষয়ে পিএইচডি আছে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করুন।

আর্টিকেল তখনই গবেষণামূলক হবে , যখন তা রেফরেন্স সমৃদ্ধ তথ্যবহুল এবং তা একটি নতুন ধারণার দিক উম্মোচিত করবে।
ভবঘুরের আর্টিকেলটি যে কোন আর্টিকেলই হয়নি তা জানতে এখানে আমার সমস্ত মন্তব্যগুলো পড়ুন।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১০:২১ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, ভাইজান তো দেখি ভালই মজা করেন...।।আপ্ নার অগুলো মন্তব্য নাকি প্যাচাল......।
সেটা ভালই জানা হয়েছে

12. 12

ভবঘুরে
জুন ৯, ২০১২ সময়: ২:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@আম্মান,

আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে , তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।০৯:০৬
ভাল করে দেখুন আসলে উদারতা দেখানো হয় নি। বলছে - **যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে।** এর অর্থ কি ? এর অর্থ হলো এক সময় তারাও ইসলাম গ্রহন করবে ও তাদেরকে একটু সময় দেয়া। আপনাকে কিন্তু মোহাম্মদের আসল লক্ষ্য বুঝতে হবে তাহলে বিষয়টা পরিস্কার হবে। তা হলো - রোমান বা পারস্যের মত একটা আরব সাম্রাজ্য বা নিদেন পক্ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। সেটা করতে গিয়ে তিনি তার ইসলাম আমদানী করেন। সে কাজ

করতে হলে তার দরকার কুরাইশদেরকে যাদেরকে মুশরিক বলা হচ্ছে। এই কুরাইশরাই হলো তার আত্মীয় স্বজন, বংশ, গোষ্ঠি। এদেরকে মেরে কেটে সাফ করলে রাজ্য চালাবে কে ? তার তো নিজস্ব লোক দরকার , তাই না ? সুতরাং তাদেরকে জোর করে , দরকারে কিছুটা উদারতা দেখিয়ে দলে টানাই তার মূল লক্ষ্য। যে কারনেই তিনি কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর কোন গনহত্যা চালান নি। কিন্তু ঠিক একই নীতি তিনি ইহুদি ও খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন নি। কেন ? কারন তারা তার বংশধর নয়, তাই তাদের বিশ্বাস করা যায় না। তাই দেখবেন মক্কা বিজয়ের পর গণহারে হত্যা না করার যে মহানুভবতা তার প্রতি আরোপ করা হয় , মাত্র ৬ মাস যায় নি , তিনি তার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে মক্কা ও মদিনায় যত ইহুদি খৃষ্টান ছিল সবাইকে হয় ইসলাম গ্রহণ না হয় চলে যেতে নির্দেশ দেন। এটা ছিল তাদের মাতৃভূমি বংশ পরম্পরায় তারা সেখানে বাস করত , কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করে নি বলে মোহাম্মদ তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেন। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন।

13. 13
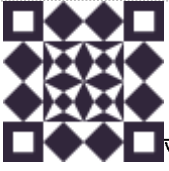
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ৯, ২০১২ সময়: ৫:৫৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। **আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।** আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোরান , ৩:৭

আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।
এখানে অনেক ইসলামিক পন্ডিত উপস্থিত আছেন।

উপরোল্লিত আয়াৎটি অতিশয় গুরুত্ব বহন করিতেছে। এখানে আল্লাহ নিজেই কোরান কে পরিস্কার ভাবে দুই খন্ডে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এর এক খন্ড বিশ্বের মানব জাতিকে সঠিক ভাবে বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন যে খন্ডটি মানব জাতিকে বুঝে তদনুসারে জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে। এবং দ্বিতীয় খন্ডডির সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ নিজেই জানেন।সেটা মানুষের বুঝার ক্ষমতার বাইরে অর্থাৎ সেগুলী মানুষের বুঝার চেষ্টাওকরা উচিৎ নয় , কারন তাতে মানুষেরা ভূল বুঝে বিপথে চলে যেতে পারে

আর দুঃখের বিষয় হল, যার উপর এই কোরান অবতীর্ণ হয়েছে সেই নবিজী ও আল্লাহ কাছ থেকে জেনে নিয়ে এই বিভাজনটা তার উম্মতদেরকে অবগত করাইয়া যান নাই।

এর অর্থ এটাই দাড়াল যে, আজ মুসলমানেরা কোরানের নিষিদ্ধ অংশ টুকুও চর্চার আওতায় এনে ফেলেছে। যেটা আল্লাহর মোটেই কাম্য নয়।
হায়,হায়,সর্বনাস!!!

আল্লাহর অনাকাঙ্খিত বিষয়ের উপর চর্চা চালালে তো ধ্বংস অনিবার্য।

এখন উপায় কি?

ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ৯, ২০১২ at ৭:১৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

> আল্লাহর অনাকাঙ্খিত বিষয়ের উপর চর্চা চালালে তো ধ্বংস অনিবার্য।

ভাল বলেছেন। আসলেই ধ্বংস অনিবার্য আর সেকারনেই বর্তমানে অনেকেই হাদিসকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে যা আজ থেকে ৫/৭ বছর আগেও দেখা যায় নি, ভবিষ্যতে এমনদিন আসবে যখন কোরানের প্রতিও বিশ্বাস হারাবে। সুতরাং ধ্বংস ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সত্যের আগমন ঘটেছে , অন্ধকার দুরীভুত হবেই।

HuminityLover এর জবাব:
জুন ১১, ২০১২ at ৩:৫২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার, এই আয়াত গুলো হলো সব সমস্যার সমাধান. Science যা আবিষ্কার করবে তা সব ঐ আয়াত গুলোতে লেখা আাছে, সমস্যা হলো আয়াত গুলো অথর্ বের হয় আবিষ্কার এর পর.. 😋😋😋😋😋😋😋

14. 14
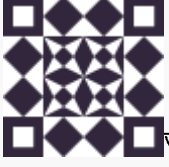
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ৯, ২০১২ সময়: ৮:৩৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫ (মদিনায় অবতীর্ণ)

এখানে যথেষ্ট ইসলামিক পন্ডিত গন রয়েছেন।

কোরানের এই আয়াত রহিত হয় নাই। আল্লাহর অবতীর্ন বানী রহিত করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহই। আর নবী ও কোন হাদিছ দ্বারা রহিত হওয়ার ইঙ্গিত দেন নাই। এর পরে আর কারো কোন অধিকার নাই কোরানের সামান্য একটি অক্ষরও রদ বদল করার,তাই সে যত বড়ই পন্ডিত ব্যক্তি হউন না কেন।

আর তাছাড়া কেহ এ কাজ করতে গেলে অন্য পন্ডিৎরা এটা মেনে নিবেননা তো। বরং তাকে কাফের আখ্যা দিবেন।

অতএব কোরানে যা কিছু আছে তা কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে -কারুরই রদ বদল করার ক্ষমতা নাই।

যদি কেহ কোরানের এই আয়াতের নির্দেশ কে অনুসরন করে আত্মঘাতি সেজে হত্যা যজ্ঞ আরম্ভ করেন তবে তিনি কোরানের নির্দেশকে আরো জোরালো ভাবে পালন করিলেন।

আর শুধু তাইনয় সারা বিশ্বের ইমামগন ,আলেমগন,ইসলামিক পন্ডিতগন একযোগে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন ও তাকে রক্ষার জন্য শোভাযাত্রাও বের করবেন।

প্রমান চান?
প্রায় প্রতিদিনই আমাদের চোখের সামনে যত আত্মঘাতি আক্রমন গুলো ঘটতেছে,এরা সবাই কোরানের নির্দেশ অনুসারে শহীদ হয়ে সাথে সাথে বেহেশত পাওয়ার আশায় করতেছে ,এবং এ ব্যাপারে এপর্যন্ত

কোন ইসলামিক গোষ্ঠির পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ ও আসে নাই। বরং তাদের জন্য মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করা হচ্ছে।
কত বড় ভয়ংকর কথা !!!
ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১০, ২০১২ at ৫:২৩ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

যদি কেহ কোরানের এই আয়াতের নির্দেশ কে অনুসরন করে আত্মঘাতি সেজে হত্যা যজ্ঞ আরম্ভ করেন তবে তিনি কোরানের নির্দেশকে আরো জোরালো ভাবে পালন করিলেন।

বাস্তবে যে সব মুসলমানরা আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে , তারা তো ঠিক একাজটাই করছে। আর কোরান হাদিস অনুসারে তারাই ১০০% পারফেক্ট মুসলমান। কিন্তু বুঝি না কেন সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে বলে যে তারা ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে।

আর শুধু তাইনয় সারা বিশ্বের ইমামগন ,আলেমগন,ইসলামিক পন্ডিতগন একযোগে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন ও তাকে রক্ষার জন্য শোভাযাত্রাও বের করবেন।

এর পরেও কি বুঝতে অসুবিধা আছে যে ইসলাম সত্যিই যারা ভাল জানে , বোঝে ও মনে প্রানে বিশ্বাস করে তারা আসলে কেমন? এর পর আমার প্রশ্ন- ইসলাম কি শান্তির ধর্ম ???

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৭:২১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

মি: ভবঘুরে সুপরিকল্পিতভাবে (৩:৭) আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ গোপন করাতে আপনাদের আয়াতটি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।
একবার হুইয়া বিন আখতাব নামক এক ইহুদি সূরা বাকারার প্রারম্ভের খন্ড বর্ণমালা আলিফ , লাম, মীম -এই অক্ষরগুলোর পাঠ শুনে বলল, 'আবজাদের হিসেব অনুযায়ী এই অক্ষরগুলোতে মুহম্মদী ধর্মের স্থায়িত্বকালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।'

সে মুহম্মদের কাছে আগমনপূর্বক বলল , 'আপনার পূর্বে বহু নবী পাঠান হয়েছে , কিন্তু আপনাকে ব্যতিত আল্লাহ আর কাউকেও রাজ্যের আয়ূ ও উম্মতের দানাপানির সময় সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেননি।'
হুইয়া বলল, 'আলিফ-এক, লাম-ত্রিশ, মিম-চল্লিশ -মোট একাত্তুর বৎসর এই ধর্মের স্থায়িত্বকাল। সুতরাং এমন সংকীর্ণ ধর্মে কোন জ্ঞানী সম্পৃক্ত হতে পারে না। '
অতঃপর সে বলল, 'হে মুহম্মদ! এই ধরণের আরও কোন শব্দ আপনার কোরআনে আছে কি ?'
তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আলিফ, লাম, মিম, ছোয়াদ।'
সে বলল, 'এবার কিছু সময় বেড়ে যাবে। 'আলিফ-এক, লাম- ত্রিশ, মিম-চল্লিশ, ছোয়াদ-নব্বুই- মোট এক'শ একষট্টি বৎসর।'
মুহম্মদ বললেন, 'আরও আছে। আলিফ, লাম, রা।'
সে বলল, 'এবার আরও বেড়ে গেল। আলিফ-এক, লাম- ত্রিশ, রা-দু'শ-মোট দু'শ একত্রিশ বৎসর।'
মুহম্মদ এবার হেসে ফেললেন , বললেন, 'আরও আছে আলিফ, লাম, মিম, রা।
এতে সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনার ধর্ম বা আপনার উম্মতের আয়ূস্কাল সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারলাম না।'
এর পরেই এই (৩:৭) আয়াতটি নাযিল হয়। এখনকি বূঝতে খুব অসুবিধা হচ্ছে ?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৮:২৭ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

এখানেও যে গল্পটি আপনি ফাদলেন তার উৎসটি কি ভাই ? আপনার তো দেখছি গল্প বলার অভ্যাসটা ভালই। ভাই , ধর্ম নিয়ে আলোচনা সমালোচনায় আমরা নিজের মনগড়া গল্প একেবারেই পছন্দ করি না। উপযুক্ত রেফারেন্স ছাড়া এ ধরনের গল্পকে কেন মডারেটর ছাড় পত্র দিচ্ছে সেটা তো বুঝতে পারছি না। তবে ভাইজান, আপনার স্টাইল দেখে মনে হচ্ছে - ওয়াজ করার অভ্যাস আছে আপনার। কিন্তু মুসকিল হলো এখানে আমরা আবার ওয়াজ শুনতে বিরক্ত বোধ করি।

@ মডারেটর,

উপযুক্ত রেফারেন্স ছাড়া এ ধরনের গাল গল্প এভাবে ঢালাওভাবে মুক্তমনাতে প্রকাশ মনে হয় মুক্তমনার নীতি বিরোধী, বিষয়টি আপনাদের দৃষ্টি গোচর করলাম।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৪, ২০১২ at ৯:৩৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমি কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে মনগড়া গল্প ফাঁদব এটা আপনি ভাবলেন কি করে! এ ধরণের কাজ তো চরম ঘৃণ্য।
আমি এ পর্যন্ত যত তথ্য উপস্থাপন করেছি তার প্রত্যেকটির উপযুক্ত রেফারেন্স আছে। কেন আমি সেইসব রেফারেন্স উল্লেখ করিনি তা তো আমি আগেই বলেছি। আমি ধরে নিয়েছি যারা এখানে কোরআনের মত কিতাবের সমালোচনা করছেন, তারা অবশ্যই মোটামুটি জানেন। আর রেফারেন্স কখন দরকার হয় তা-কি আপনি জানেন না?

রেফারেন্স তখনই দরকার যখন তথ্যের উপস্থাপনায় সাবলীলতা থাকে না এবং যুক্তির ঘাটতি থাকে - যা পাঠে সাধারণ পাঠকের তাৎক্ষণিক বিশ্বাসে আঘাত হানে। অবশ্য আরও কারণ আছে।

যাহোক, আমি তো আগেই বলেছি ইসলাম সম্পর্কে আমি মোটমুটি জানি। আমার উপরের ঐ (৩:৭) আয়াত অবতরণের ব্যাখ্যাটি প্রচুর তথ্য বহুল, কেউ কি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেছেন?

কেউ কি আয়াতটি অবতরণের অন্যকোন ব্যাখ্যা জানেন? কেউ কি আমাকে মিথ্যেবাদী প্রমান করতে চ্যালেঞ্জ করতে চান??

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১২:১৩ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

> আমি এ পর্যন্ত যত তথ্য উপস্থাপন করেছি তার প্রত্যেকটির উপযুক্ত রেফারেন্স আছে। কেন আমি সেইসব রেফারেন্স উল্লেখ করিনি তা তো আমি আগেই বলেছি। আমি ধরে নিয়েছি যারা এখানে কোরআনের মত কিতাবের সমালোচনা করছেন, তারা অবশ্যই মোটামুটি জানেন। আর রেফারেন্স কখন দরকার হয় তা-কি আপনি জানেন না?

ভাইজান, বার বার বলছি উক্ত তথ্যের রেফারেন্সগুলো আমরা জানি না। এমনকি এখানে যত পাঠক আছে তারাও জানেন কি না সন্দেহ। আমরা উন্মুখ হয়ে আছি আপনার কাছ থেকে রেফারেন্স জানার

জন্য। কিন্তু আপনি বার বার একই কাসুন্দি গেয়ে চলেছেন। আপনি কেন রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করছেন না? আপনি কি চান আমরা ভুল পথে গিয়ে গোমরাহ করি ? আপনি কি চান না আমরা সঠিক পথে চলি ? আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় ভুল পথে চলা মানুষগুলোকে সঠিক পথ দেখানো যার প্রানান্তকর চেষ্টা আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয়, তাহলে তো উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেফারেন্সগুলো এখানে উল্লেখ করা।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৪:০১ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আপনি যে পথেই থাকেন আমি চাইনা ইসলামের পথে আসেন। কারণ আপনি এই হাদিস –

আবু দার বর্ণিত- আমি নবীর নিকট যখন আসলাম তখন তিনি সাদা কাপড় পরে ঘুমাচ্ছিলেন। অত:পর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এ বিশ্বাস নিয়ে যে মারা যাবে সে বেহেস্তে যাবে।আমি বললাম- যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার বললাম- যদি সে আবারও ব্যভিচার ও চুরি করে ? তিনি আবার বললেন- যদিও আবার সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবারও বললাম - এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে। সহি বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭

দেখে মুহম্মদের কাছ থেকে অপরাধ করার লাইসেন্স নিয়ে তারপর চুরি , ডাকাতি করে বা ব্যভিচার করে, শরিয়তী শাস্তিতে হাত বা পা হারিয়ে খঞ্জ হয়ে বসে থাকেন বা নুড়ি পাথরের আঘাতে আঘাতে পরপারে চলে যান।

সত্যি বলতে কি-আপনার হাত পা কাটার দৃশ্য বা মাটিতে অর্ধেক পুঁতে নুঁড়ি পাথর ছুঁড়ে আপনার মৃত্যু দৃশ্য আমার দেখতে ভাল লাগবে না।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১২:৩৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

দেখে মুহম্মদের কাছ থেকে অপরাধ করার লাইসেন্স নিয়ে তারপর চুরি , ডাকাতি করে বা ব্যভিচার করে, শরিয়তী শাস্তিতে হাত বা পা হারিয়ে খঞ্জ হয়ে বসে থাকেন বা নুড়ি পাথরের আঘাতে আঘাতে পরপারে চলে যান।

সত্যি বলতে কি-আপনার হাত পা কাটার দৃশ্য বা মাটিতে অর্ধেক পুঁতে নুঁড়ি পাথর ছুঁড়ে আপনার মৃত্যু দৃশ্য আমার দেখতে ভাল লাগবে না।

এখন সত্যি সত্যি কিন্তু আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন চুরি ও ব্যভিচার করে সবাই ধরা পড়ে ও বিচারের সম্মুখীন হয় ? মূলত এদেরকে লক্ষ্য করেই উক্ত হাদিস মোহাম্মদ বর্ণনা করে। এছাড়া এটাও বোঝা যাচ্ছে- আপনি হাত-পা, কল্লা কাটা, পাথর ছুড়ে হত্যা এসব শাস্তিকে সমর্থনও করেন। তাহলে এটাই হলো আপনার আসল পরিচয়?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৮:৫১ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আপনি হাত-পা, কল্লা কাটা, পাথর ছুড়ে হত্যা এসব শাস্তিকে সমর্থনও করেন।

একশ ভাগ সমর্থন করি। শুধু তাই নয় এর থেকেও জঘন্য তম কোন শাস্তি থাকলে আমি তার পক্ষেই থাকতাম। কারণ আমি চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার এবং মানুষ হত্যা চরমভাবে ঘৃণা করি। এ কাজগুলো খোদার কাছেও ঘৃণ্য, আর এটাই বোঝাতে এই ধরণের নিকৃষ্টতম শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তিনি। যেন মানুষ এই ধরণের অপরাধের কাছে না যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই নিকৃষ্ট শাস্তি শুধু মুসলিমদের জন্যে প্রযোগ্য অন্যদের জন্যে নয়। কারণ তারা সত্য জানে না।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৩:৩৬ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

একশ ভাগ সমর্থন করি। শুধু তাই নয় এর থেকেও জঘন্যতম কোন শাস্তি থাকলে আমি তার পক্ষেই থাকতাম। কারণ আমি চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার এবং মানুষ হত্যা চরমভাবে ঘৃণা করি। এ কাজগুলো খোদার কাছেও ঘৃণ্য, আর এটাই বোঝাতে এই ধরণের নিকৃষ্টতম শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তিনি । যেন মানুষ এই ধরণের অপরাধের কাছে না যায়। **তবে মনে রাখতে হবে এই নিকৃষ্ট শাস্তি শুধু মুসলিমদের জন্যে প্রযোগ্য অন্যদের জন্যে নয়।** *কারণ তারা সত্য জানে না।*

ভাইজান সত্যই মুমিন বান্দা, আমার আর কোন সন্দেহ নাই। ভাই একটা কথা,আপনার স্ত্রী যদি আপনার সাথে প্রতারণা করে অন্যের সাথে ব্যভিচার করেন, আপনি তো সোজাসুজি তাকে ডিভোর্স দিতে পারেন। আপনার বেলাতেও একই ব্যাপার খাটে , মানে আপনি একই অপরাধ করলে আপনার স্ত্রীও আপনাকে ডিভোর্স দিতে পারেন, সোজা সমাধান ।কাজেই পাথর ছুঁড়ে মারার দরকারটা কি আর কেনই বা সমর্থন করেন জানতে পারি কি?

*সাগর*এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ১০:২৫ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, যাক আপনার মহানবি যে নুন ইয়া পর্যন্ত যান নি তার জন্য ধন্যবাদ ...।।আর ব্যাখ্যা টা জতিল হয়েছে......

15. 15
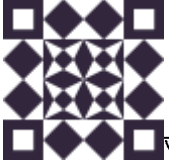
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ১০, ২০১২ সময়: ৭:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার প্রবন্ধ হতে:

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও , তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আ ত-তাওবা, ০৯: ০৫ (মদিনায় অবতীর্ণ)

এ আয়াতটির একটা ব্যখ্যা ইসলামি পন্ডিতরা এভাবে দিয়েছে। তারা বলছে এটা হলো শুধুমাত্র মক্কার পৌতলিকদের জন্য সেই সময়ের জন্য নাজিল হয়েছিল। অত:পর এর আর কোন কার্যকারিতা নেই।

এটা ইসলামিক পন্ডিতদের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা। আর যদি ঐ অংস টুকুকে তৎকালীন সাময়িক প্রয়োজনের জন্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে আরো অনেক বড় প্রশ্ন এসে যাবে।

তাহল,

যেহেতু, কোরানে অনেক ব্যকরনিক অশুদ্ধতা,এক বাক্যের সংগে অন্য বাক্যের সংঘর্ষ এবং অনেক বিজ্ঞ্যান বিরোধী কথা বার্তা রয়েছে কাজেই গোটা কোরানটাই শুধু মাত্র তৎকালীন একমাত্র বর্বর আরব জাতির জন্যই তাদের তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের কারনে এসেছিল।

অন্য দেশের অন্য যুগের পরিপ্রেক্ষিতের জন্য এটার (কোরান) আর কার্যকরিতা নাই।
কাজেই কোরানের কোন অংশকেই কোন যুগের জন্যই কারো পক্ষেই অকার্যকর বলার কোনই উপায় নাই।

কাজেই, বরং কোরানে যেখানে যা কিছুই আছে তাই ই সেই ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে হবে, এবং মিঃ লাদেনরাও শহিদী আত্মঘাতি আক্রমন অব্যাহত রাখতে থাকবে।

এর বিকল্প আর কিছু নাই।

আমি বানিয়ে বলছিনা। এটা প্রায় নিত্যদিনের বাস্তব ঘটনা।

ধন্যবাদ

16. 16

মাসুদ

জুন ১১, ২০১২ সময়: ২:৪৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অসাধারন লেখা !ধন্যবাদ লেখক ।

17. 17

ধূসর বালক

জুন ১২, ২০১২ সময়: ২:৫৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ভাই, কোরান থেকে আর রেফারেন্স দিয়েন না প্লিচচচ... ;P হাদিস থেকে রেফারেন্স দিসেন, তাই আল্লার বান্দায় হাদিসরে অবিশ্বাস করতাচে..!!! কোরান থ্যাইকা আরো রেফারেন্স দিলে তো শ্যাষে কোরানরেও অবিশ্বাস করবো...!!! এমনিতেই আল্লার বান্দায় কয়দিন ধইরা কিয়ামতের-জাহান্নামের(!!) থ্রেট দিতাছে.. বহুত টেনশুনে আছি.. কবে যানি আল্লার বান্দায় আমাগো ধাক্কা মাইরা জাহান্নামে(!!) ফ্যালাইয়া দেয়.. ;D ;D

18. 18

ধূসর বালক

জুন ১২, ২০১২ সময়: ৩:০৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মোহাম্মদ তো কাজটা ঠিক করলো না..!!! নিজে বিয়া করলো ১৩ টা, আর আমাগো ভাগে দিলো মাত্র ৪ টা!!! :-@ এইটা চরম অবিচার!!! জাতির আমপাবলিকের কাছে আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্চি... ;D ;D ;D ;D ;D

19. 19

ধূসর বালক

জুন ১২, ২০১২ সময়: ১২:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@Masud,
“”"ইসলামের
বিরুদ্ধে মুক্ত-মনায়
এই পর্যন্ত যা লিখা
হয়েছে(যেখান
থেকে ধার
করা হয়েছে)
তা জানা এবং যা

এখনও লিখা হয়নি তাও জানা আর ইসলামের
পক্কে যেগুলো
কোনদিনই
লিখা হবে না, তাও
জানা।”"”
(!!!!!!!!) এই টাইপের মানুষগুলার কথা শুনতে দারুন মজা লাগে। এরা কি কইতাছে তা তারা নিজেই বুঝে না... “আর তারা যে বুঝে না”, এই কথাটাও তারা বুঝে না... 😆

“”"ইসলামের
বিরুদ্ধে এই
সাইটে যা লিখা
হয়েছে তা
বেশিরভাগ বিকৃত
এবং বিদ্বেষমূলক।”"”
ভাই কিছু প্রমান দেন, কিছু রেফারেন্স দেন... এইখানে যে রেফারেন্সগুলা দেওয়া আছে সেইগুলারে ভুল প্রমান করেন... তারপর বইলেন এই সাইটে যা আছে তা “বিকৃত”... হুদাই প্যাচাল পারেন ক্যান....

“”"খুদাভিরুরা নিজের সাথে বুঝেই ইসলাম -কে গ্রহণ করে।”"”

হহহহহ..... যেমনডা আপনে করছেন..... কি যে বুঝছেন, তার নমুনা তো দেকাইলেনই....

“”"‘সত্য’-কে কেউ
চিনিয়ে দিতে পারে
না, এটা নিজেরই
অর্জন করতে হয়।”"”
ডাহা মিথ্যা কথা... আপনি যদি মিথ্যাকে সত্য ভেবে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকেন, তাহলে তো অন্য কাউকেই এই “সত্য” চিনিয়ে দেওয়ার কাজটা করতে হবে....তাই না?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১২, ২০১২ at ৬:১০ অপরাহ্ণ
@ধূসর বালক,

ডাহা মিথ্যা কথা... আপনি যদি মিথ্যাকে সত্য ভেবে অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকেন, তাহলে তো অন্য কাউকেই এই "সত্য" চিনিয়ে দেওয়ার কাজটা করতে হবে....তাই না?

দারুন মন্তব্য। কোরানের নিচের আয়াতটা দেখুন -

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। 3:7

দেখুন বলছে যারা জ্ঞানে সুগভীর অর্থাৎ যারা বিশাল জ্ঞানী তাদের লক্ষন হলো - আল্লাহর সব আয়াতের প্রতি তথা মোহাম্মদের ব্যপারে প্রশ্ন করা ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং যারা প্রশ্ন করে কিছু জানতে চায় তারা হলো মহামূর্খই নয় , বরং ইসলামের শত্রু ও ফিতনা সৃষ্টিকারী। অথচ মানব সভ্যতা আজ যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নতি করেছে তা সম্ভব হয়েছে মানুষের জানার কৌতুহল তথা প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে। যার সোজা অর্থ ইসলাম কোন মতেই জ্ঞান চর্চাকে সমর্থন করে না। আর যে সমাজ জ্ঞান চর্চাকে সমর্থন করে না তাদের পরিনতি কি তা ভালমতোই বোধগম্য। সেটা কিন্তু আমরা মুসলিম প্রধান দেশ গুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।

এ ব্যপারে ইসলামি পন্ডিতদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা সুন্দর উত্তর দেয় , তা হলো- জিজ্ঞেস করা যাবে তবে তা পরিপূর্ণ ইমান সহকারে। ইমান মা নে হলো সেই আগের শর্তটি পূরণ করা অর্থাৎ সব কিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করেই জিজ্ঞেস করা যাবে যার অর্থ আসলে কোন কিছু নিয়েই প্রশ্ন করা যাবে না। এটা অনেকটা একজন মানুষকে হাত পা বেধে নদীর মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে সাতরে পার হয়ে যেতে নির্দেশ দেয়া।

20. 20

ধূসর বালক

জুন ১২, ২০১২ সময়: ১:০৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@Masud,
“”"এই
মুহূর্তে আপনিযেমন
নিজের “আমি”-
কে দাবি করছেন,
ঘুমের ভীতরে তাই
দাবি করার
চেষ্টা করেন।
সাধনা করেন।
ভিতরের “আমি”
আর বাহিরের
“আমি”-র
রাস্তা নির্ণয়
করেন,
উপলদ্ধি করেন।”"”
ভাই, এসব ফালতু প্যাচাল পাইরা কিছু ধর্মান্ধ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে হয়তো পাকা পোক্ত করতে পারবেন!! কিন্তু আমাদের মত মুক্ত চিন্তাধারার মানুষের মতে “স্রষ্টা” নামক কাল্পনিকতাকে ডুকাইতে পারবেন না....

“”"ছন্নছাড়া
বাতাসে উইড়েন না।
মাটিতে নামেন,
তারপর কথা বলেন।
অন্তরের সমস্ত
কু-প্রবৃত্তির
দরজাগুলো বন্ধ
করেন, নিজের
ধৈর্য কতটুকু মাপার
চেষ্টা করেন। দেখুন,
এইটা বাস্তবায়ন
করাতে কেমন লাগে?
এবং এটা বাস্তবায়ন
করার
শক্তি আপনাদের

নেই বলেই
বলা হয়েছে”"”
(!!!!!!) 😂 😂 😂 ভাই, আরো কিছু বলেন... দৈনন্দিন জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও আপনার কথাগুলো আমার চিত্তে যথেষ্ট হাস্যরসের খোরাক যোগায়..... সোজা বাংলায় বলছি, আপনার এই আবেগতাড়িত কথাবার্তা শোনার জন্য আমরা মুক্তমনায় আসি না .... দয়া করে যুক্তি দিয়ে কথা বলুন.... আপনার যদি আপনার আল্লার প্রতি এতটাই বিশ্বাস থাকে, তাহলে আসুন না যুক্তি নিয়ে, দেখান প্রমান.... আমিও দেখতে চাই, আল্লার বান্দার “নিজের বিশ্বাসকে সত্য প্রমান করার ক্ষমতা” কতটুকু.....

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ৯:১২ অপরাহ্ণ
@ধূসর বালক,

সোজা বাংলায় বলছি, আপনার এই আবেগতাড়িত কথাবার্তা শোনার জন্য আমরা মুক্তমনায় আসি না.... দয়া করে যুক্তি দিয়ে কথা বলুন.... আপনার যদি আপনার আল্লার প্রতি এতটাই বিশ্বাস থাকে, তাহলে আসুন না যুক্তি নিয়ে, দেখান প্রমান.... আমিও দেখতে চাই, আল্লার বান্দার “নিজের বিশ্বাসকে সত্য প্রমান করার ক্ষমতা” কতটুকু.....

জেসাসের কোন কথায় যুক্তি ছিল না? আপনি কি তার সত্যকে গ্রহণ করেছেন? ভাইজান, সত্যকে গ্রহণ করতে হলে দরকার সাহস, থাকা দরকার যথেষ্ট বোধ।

সাগর এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১০:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, যে কোন ধর্মের কোন যুক্তি নেই... আপনি জেসাসের কথা বলছেন কেন আমরা যে কোন ধর্মের বিপক্ষে...। আর সত্য গ্রহনের সাহস আমাদের আছে না হলে দজখের ভয়ে আপনার মত আমরাও এতদিন তসবিজুক্তি...।যুক্তিহিন ধর্ম না মানার সাহস টা আমরাই দেখিয়েছি ...।।আপনি ই এখন ভয়ে কাবু...।উন্মাদ ইশ্বরের মুগুরের ভয়ে ধর্ম এখন ধরে আছেন তাই সাহস কি সেটা আমরা ভালই জানি...।ধন্যবাদ

সাগর এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ১০:৩৮ পূর্বাহ্ণ

@সাগর, আমরাও এতদিন তসবি জপতাম

21. 21
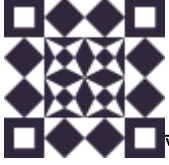
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ১৩, ২০১২ সময়: ৯:২৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। **আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।** আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। 3:7
দেখুন বলছে যারা জ্ঞানে সুগভীর অর্থাৎ যারা বিশাল জ্ঞানী তাদের লক্ষন হলো - আল্লাহর সব আয়াতের প্রতি তথা মোহাম্মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করা। সুতরাং যারা প্রশ্ন করে কিছু জানতে চায় তারা হলো মহামূর্খই নয় , বরং ইসলামের শত্রু ও ফিতনা সৃষ্টিকারী। অথচ মানব সভ্যতা আজ যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নতি করেছে তা সম্ভব হয়েছে মানুষের জানার কৌতুহল তথা প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে। যার সোজা অর্থ ইসলাম কোন মতেই জ্ঞান চর্চাকে সমর্থন করে না। আর যে সমাজ জ্ঞান চর্চাকে সমর্থন করে না তাদের পরিনতি কি তা ভালমতোই বোধগম্য। সেটা কিন্তু আমরা মুসলিম প্রধান দেশ গুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারি।

আয়াতটির একেবারে বাস্তব সম্মত ব্যখ্যা দিয়েছেন। এটা আমার মাথায় ও আসে নাই। ইসলামিক লাইনটাই তো জ্ব্যন বিজ্ঞান বলতে শুধু মাত্র কোরান ,হাদিছ শিক্ষা করা। আর কিছুই প্রয়োজন নাই।

আপনার এই ব্যাখ্যাটা কোরানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিস্কার করে ফেলেছে।
ধন্যবাদ

22. 22
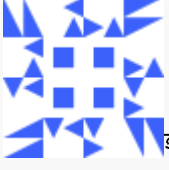
হৃদয়াকাশ

জুন ১৪, ২০১২ সময়: ১:১৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় জিগিরে ধরেই নেয় যে অমুসলিমদের ওপর আক্রমন ও অত্যাচার তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধিকার ও এতে কোন অন্যায় নেই, তাই এটা করা যেতেই পারে।

এটা পড়ে গা গুলিয়ে উঠলো।

ইসলাম, একটা অশিক্ষিত, বর্বর, নীচ এবং ছোটলোকদের ধর্ম।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ২:৪৬ পূর্বাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

আপনি যদি খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন তাহলে কিন্তু আপনার এই কথা -

ইসলাম, একটা অশিক্ষিত, বর্বর, নীচ এবং ছোটলোকদের ধর্ম।

- পরিবর্তিত হয়ে হত-**খৃষ্টান ধর্ম, একটা অশিক্ষিত, বর্বর, নীচ এবং ছোটলোকদের ধর্ম।**

কারণ এই ধর্মের পাদ্রী-পুরোহিতগণ একসময় বেহেস্তের টিকিট অর্থের বিনিময়ে বিক্রি শুরু করেছিল। আর ঐ টিকিট ক্রয়কারীদেরকে পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

নির্দিষ্ট পরিমান অর্থের বিনিময়ে যে কেউ ঐ টিকিট বা ছাড়পত্র ক্রয় করে পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধ ও পাপ থেকে মুক্ত হবে- যাজকগণের এই ঘোষণায় সমাজের বিত্তবান মানুষেরা তা ক্রয় করতে শুরু করেছিল এবং অধিক হারে জঘণ্যসব পাপ এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এটা কিন্তু খুব বেশীদিন আগেকার কথা না।

ধর্মের নামে মানবতা বিরোধী এই ঘোষণা সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। বিত্তহীন, নিপীড়িত সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসীদেরকে গির্জা সর্বদাই এই ধারণা দিয়ে এসেছে যে, তাদের যাবতীয় দু:খ-কষ্ট ইহজগতে খোদার অভিপ্রায়। মানুষ গির্জার যে কোন আদেশ নির্দেশকে খোদার অমোঘ বাণী বলে বিশ্বাস করত এবং কোন প্রশ্ন করাকেও পাপ জ্ঞান করত। সুতরাং জ্ঞানহীন , নির্বোধ ঐ অত্যাচারীত জনগোষ্ঠী পরজগতে শান্তি পাবার আশায় ইহজগতের দু:খ-কষ্টকে তাদের ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিত। আর তারা খোদার কাছে অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করত; আর

জানত ন্যায়বিচারক খোদা পরকালে ঐ অত্যাচারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন। কিন্তু বেহেস্তের টিকিট বিক্রির কারণে এখন তারা দেখল পরকালেও তাদের জন্যে কিছু নেই। বুঝুন তাদের অবস্থাটা , তাদের ক্ষোভ।

এই বেহেস্তের টিকিট বিক্রয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য আনেক পরে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ড: মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়েছিল , আর তার ফলশ্রুতিতেই খৃষ্টসমাজ আজ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট এই দু'ভাগে বিভক্ত।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১২:১৩ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

কিন্তু খৃষ্টানদের এই সবই এখন অতীত। জ্ঞান - বুদ্ধি বাড়ার সংগে সংগে তারা নিজেদের মডারেট করে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা কী ? তাদের পক্ষে কি কখনো মডারেট হওয়া সম্ভব ? না কোরান, হাদিস তাদের মডারেট হতে দেবে ? বেহেস্তে হুরীদের সংগে সেক্স করার লোভ একমাত্র ইসলামই দেখিয়েছে। আর এই লোভে পড়ে অধিকাংশ মুসলমানই এখনো মানুষ হতে পারলো না , তারা মুসলমানই রয়ে গেলো।

এই হাদিসটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবু দার বর্ণিত- আমি নবীর নিকট যখন আসলাম তখন তিনি সাদা কাপড় পরে ঘুমাচ্ছিলেন। অত:পর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন - আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এ বিশ্বাস নিয়ে যে মারা যাবে সে বেহেস্তে যাবে।আমি বললাম- যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবার বললাম- যদি সে আবারও ব্যভিচার ও চুরি করে ? তিনি আবার বললেন- যদিও আবার সে ব্যভিচার ও চুরি করে। আমি আবারও বললাম - এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন- এর পরেও যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে। সহি বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৯:৩৩ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

বুখারি, ভলিউম-৭, বই-৭২, হাদিস-৭১৭ -হাদিসটির উত্তর আমি ভবঘুরের আর্টিকেলের জবাবে অলরেডী দিয়ে দিয়েছি।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ১২:২০ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনি যদি খৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন তাহলে কিন্তু আপনার এই কথা

ভাইজান , আপনার একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে কেউ খৃষ্টান ধর্মের সাফাই গাইতে আসি নি। এ সিরিজ নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবেই খৃষ্টান ধর্মের কথা উঠে এসেছে , আর সেটাই স্বাভাবিক কারন মোহাম্মদ দাবী করে ধারাবাহিকতার সূত্রে তিনি হলেন যীশুর পর শেষ নবি। ইসলাম ধর্মের খারাপ বিষয়গুলোকে ডিফেন্ড করার জন্য খৃষ্টান ধর্মের খারাপ বিষয়গুলো উল্লেখ মানেই স্বীকার করে নেয়া যে ইসলামে ধর্মে অনেক খারাপ উপাদান আছে। আমরা কোন ধর্মেই আস্থা রাখি না, কারন প্রতিটি ধর্মই মনুষ্য রচিত, কোন কালেই কোন আল্লাহ বা ঈশ্বর তার বানী কারও মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠায় নি।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ৪:৪৪ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কিছু কিছু পাঠক খুব কৌশলে আক্রোশবশত: পার্টিকুলার একটি ধর্মকে আক্রমণ করছে দেখে অন্য ধর্মের একটি উদাহরণ দিয়েছি, যেন এ ধরণের আক্রেশ বশত: কেউ কোন ধর্মকে আক্রমণ না করে। কোন বিষয় বুঝতে না পারলে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা চাইতে পারে পাঠক , কিন্তু আক্রমণ কেন?

এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে ধর্ম খুবই সেনসেটিভ। না জেনে অকারণে মন্তব্য করা ঘৃণ্য একটা কাজ।

আমরা কোন ধর্মেই আস্থা রাখি না,

– এটা ব্যক্তিগত বিষয় সুতরাং আলোচনা বহির্ভূত।

প্রতিটি ধর্মই মনুষ্য রচিত, কোন কালেই কোন আল্লাহ বা ঈশ্বর তার বানী কারও মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠায় নি।- এর ভিত্তি কি?

আর ধর্মে বিশ্বাস না করলে এখানে সময় নষ্ট করছেন কেন? আর একজনকে ধর্মবিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে?-– কি দরকার?

আর এ কাজের জন্যে আপনাকে পৃথিবীর সব ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে -সংশ্লিষ্ট ধর্ম বোদ্ধাদের থেকেও বেশী। হতে হবে তুখোঁড় বাগ্মী। তারপর ধর্মের খুঁতগুলো ধরে একে একে এগিয়ে যেতে হবে। –-সত্যি বলতে কি আপনার লেখাতে এমন কোন গুণের খোঁজ আপনার মধ্যে আমি খুঁজে পাইনি।

আর্টিকেল লিখলে তাতে প্রশ্নকরার অবকাশ পাবে কেন লোকে? সম্ভাব্য কি প্রশ্ন হতে পারে তা জেনেই তো আর্টিকেল লেখা হবে- নাকি?

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৫, ২০১২ at ৬:৫০ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আর ধর্মে বিশ্বাস না করলে এখানে সময় নষ্ট করছেন কেন? আর একজনকে ধর্মবিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে?-– কি দরকার?

কারো ধর্ম বিশ্বাস থেকে ফেরানোর ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার । তা হলো প্রকৃত তথ্য জানানো। এসব জেনে শুনে কেউ যদি ধর্ম ত্যাগ করে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। মোহাম্মদ তার আজগুবি কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে ১৪০০ বছর আগে কিছু আরবকে তার দলে টেনে দল ভারী করে তারা পরে বিভিন্ন দেশ জয় করে তাদের সেই উদ্ভট কিচ্ছা কাহিনী নামক ধর্মটাকে জোর করে বিভিন্ন দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। যার জের আমাদেরকেও টানতে হচ্ছে। অমুসলিম দেশগুলো তর তর করে উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছি। এর প্রধান কারন এই ইসলাম। মুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহন করে প্রতিটি লোকের ওপর ভুতের মত চেপে বসে এই ইসলাম তার পর তাদেরকে সারাজীবন এই উদ্ভট মতবাদ বয়ে চলতে হয়। কিছু তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ তাদের মাথাগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এগুলো চোখের সামনে দেখে চুপ থাকি কি করে ? আপনারা ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অমুসলিম জাতিগোষ্টিকে অভিশাপ দেন , তাদের নিপাক কামনা করেন, তাদেরকে খুন করতে চান- অথচ এই আপনারাই আবার ইসলাম দিয়ে দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে না পেরে সুযোগ পেলেই পাড়ি জমান ঐ সব কাফির মুশরিকদের দেশে উন্নত জীবন যাপনের

আশায়। মুসলিম দেশগুলোতে কোন দুর্যোগ ঘটলে যখন হাজার হাজার লোক মারা যায়, মানুষ দুর্ভিক্ষ মহামারীর কবলে পড়ে , তখন সাহায্যের আশায় ঐ সব কাফির মুশরিকদের দেশেই যেয়ে ভিক্ষার থলি পাতেন। আত্মসম্মান বলে আছে কিছু আপনাদের ? আপনাদের লজ্জা করে না ?

বর্তমানে ইসলামই হলো সভ্যতার মূল সমস্যা , সেকারনেই ইসলাম নিয়ে এত লেখা লেখি। অন্য ধর্মের বিষদাঁত অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। ইসলাম এখন তার বিষদাঁত বসাতে উদ্যত হয়েছে। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

বর্তমানে ইসলামই হলো সভ্যতার মূল সমস্যা , সেকারনেই ইসলাম নিয়ে এত লেখা লেখি। অন্য ধর্মের বিষদাঁত অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। ইসলাম এখন তার বিষদাঁত বসাতে উদ্যত হয়েছে। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

আপনারা তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন শক্তিই এটা পারবে না। এমনকি স্বয়ং ইসলিসেরও এ ক্ষমতা নেই। এর কারন কি জানেন- সত্যের শক্তি অনেক বেশী।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৩:০৬ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

জনাব এমকে ফারুক সাহেব

নীচে একটি বিশ্বস্ত হাদিছ বোখারীর একটি রেফারেন্স দিলাম। আসুন এটার একটু বিশ্লেষন দিবেন কি ? । এর অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।

৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন , একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন , সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে , কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি

দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে–যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের -“(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সুর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।

আমাদেরকে কি তাহলে এখনো মেনে নিতে হবে যে সতিই সূর্য চলতে চলতে পশ্চিম দিকে ডুবে যায় ? নাকি বর্তমান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিশ্বাষ করতে হবে যে সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিন করেনা , বরং সূর্যকে পৃথিবী পদক্ষিন করে ।
মনে রাখতে হবে, নবিজীর বাক্যে অবিশ্বাষ তো দুরের কথা সামান্য সন্দেহ মনের মধ্যে আবির্ভূত হইলেই সে কাফের, তার জন্য কিন্ত অনন্ত কাল জাহান্নাম বাস।

তাহলে এখন কোনটা বিশ্বাষ করতে হবে?

আপনার ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রহিলাম।

ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৯:৪৭ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নবিজীর বাক্যে অবিশ্বাষ তো দুরের কথা সামান্য সন্দেহ মনের মধ্যে আবির্ভূত হইলেই সে কাফের, তার জন্য কিন্ত অনন্ত কাল জাহান্নাম বাস।

উপরের হাদিসটি যে নবীজীর তা কি প্রমান করতে পারবেন?হাদিসের সঠিকতা কিভাবে বুঝতে হ বে- তা আমি কোন এক মন্তব্যে করেছি দেখে নেন। আর বুখারীর হাদিস হলেই যে তা সঠিক তা কিন্তু নয়। আপনি মওলানা আকরাম খাঁর মুস্তফা চরিত বইটি পড়েন , দেখেন সেখানে কিভাবে তার সংগৃহীত হাদিস বাতিল করা হয়েছে।
তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন এসব হাদিস বুখারী কেন রেখেছেন ? এটা বুঝতে হলে বোধ বুদ্ধি খাটাতে হবে। কোন কোর্টের জজ যখন বিচার করেন, কিসের ভিত্তিতে করেন? দেশে প্রচলিত যে আইন আছে তার ভিত্তিতে নয়-কি?। এই আইনের ধারায় তিনি সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেন। এখন উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ না থাকলে তিনি কি খুনীকেও আইন অনুযায়ী নির্দোষ রায় দেবে ন না? বিষয়টি এমনই।

বুখারী হাদিস সংগ্রহের একটা নিয়ম ফলো করেছিলেন , আর ঐ নিয়মের আওতায় আসা সব হাদিসই তিনি রাখতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে তার কিছু করার ছিল না।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৪:১১ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

বুঝলাম, আপনি বুখারীর হাদিছ বিশ্বাষ করেন না। আপনার কি জানা আছে বর্তমান আলেম সম্প্রদায় যদি এ কথা জানতে পারে তা হলে আপনাকে "মুরতাদ" বলে এখনি ফতোয়া দিবে এবং মুরতাদের জন্য শরিয়তের কি বিধান তা কি জানেন?

যাক আপনি বুখারীর হাদিছ বিশ্বাষ করেন কিনা সেটা আপনার নতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তবে আমার এখন প্রশ্ন।
আপনি কোন কোন হাদিছ বিশ্বাষ করেন যেমন "সুনান আবু দাউদ,মুছলিম,তিরমিজী" ইত্যাদি ?
নাকি একেবারে কোন হাদিছ ই বিশ্বাষ করেন না?
একটু পরিস্কার উত্তর দিয়া জানাবেন কি ?
ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

অপ্রসঙ্গিক কথায় কেন যাচ্ছেন? এসব কথা প্রসঙ্গিক আর্টিকেলে দেব। এখানে যে আর্টিকেল নিয়ে কথা হচ্ছে ঐ আর্টিকেলের তথ্যের বিষয়ে বলেন।
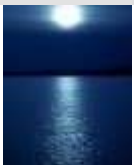
অচেনা এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:১৪ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনারা তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন শক্তিই এটা পারবে না। এমনকি স্বয়ং ইসলিসেরও এ ক্ষমতা নেই। এর কারন কি জানেন- সত্যের শক্তি অনেক বেশী।

আপনি প্রলাপ বকেই চলেছেন। বুঝতে পারছেন যে আস্তে আস্তে মচকে যাচ্ছেন ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১২:৪১ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

কারো ধর্ম বিশ্বাস থেকে ফেরানোর ইচ্ছা আমাদের নেই। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার । তা হলো প্রকৃত তথ্য জানানো।

মানুষকে সত্য জানানোর অধিকার কি আপনার আছে ? যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে আপনি আপনার ব্যক্তিগত পরিচিতি পাঠকদেরকে জানান। এটা কেন? এটা এই জন্যে যে,
ক). সকল তথ্য, যুক্তি- প্রমাণ এবং জ্ঞান নিয়ে জেসাস এসেছিল কিন্তু আপনি তাকে গ্রহণ করেননি। তাহলে আপনি তার থেকে কি বড় সত্য, কি বড় তথ্য জানাতে চান, তা আমাদের বূঝতে হবে না?
খ). সারা জীবন একটিও মিথ্যা বলেনি এমন একজনও সত্য নিয়ে এসেছিল। আপনি গ্রহণ করেননি। এ কারণেই আমাদের জানা দরকার আপনি তার থেকে বড় সত্যবাদী কিনা!
এসব না হলে আপনার ধর্ম সম্পর্কে সত্য কি- কোন কথা বলারই অধিকার আপনার নেই।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১:৫৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনি রেফারেন্স ছাড়া গাও গ্রামে মোল্লাদের ওয়াজ করার মত নাগাড়ে ওয়াজ করে যাওয়াতে এখানকার পাঠকরা যে আপনাকে একটা ভাঁড় হিসাবে চিহ্নিত করেছে এটুকু বোঝার মত জ্ঞান কি আপনার আছে ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৩:৩২ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আপনি রেফারেন্স ছাড়া গাও গ্রামে মোল্লাদের ওয়াজ করার মত নাগাড়ে ওয়াজ করে যাওয়াতে এখানকার পাঠকরা যে আপনাকে একটা ভাঁড় হিসাবে চিহ্নিত করেছে এটুকু বোঝার মত জ্ঞান কি আপনার আছে ?

শুধু এই কারণেই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি ঐটা দিয়ে কথা বলেন- আমরা শুনব। অন্যথায় আপনার নিজ ঠিকানা হেমায়েতপুর , পাবনা ফিরে যান।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:১৭ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

মানুষকে সত্য জানানোর অধিকার কি আপনার আছে ? যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে আপনি আপনার ব্যক্তিগত পরিচিতি পাঠকদেরকে জানান। এটা কেন? **এটা এই জন্যে যে**

এটা এইজন্য যে উনি সত্য পরিচয় দিলে শান্তি প্রিয় মুসলিম রা উনার শান্তি নষ্ট তো করবেই , এছাড়াও উনি খুন হয়ে যেতে পারেন। আর উনার মনে হয় না আত্মহত্যা করার ইচ্ছে আছে। আপনার থাকলে গায়ে বোমা বেঁধে গিয়ে আত্মহত্যা করুন। কিছু কাফেরকে দোজখে পাঠানোর পবিত্র কাজটা সেরে নিজে সরাসরি জান্নাতে দাখিল হবেন, হুরদের সাতে মউজমাস্তি করবেন আহা কি আনন্দ।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:২০ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

ক). সকল তথ্য, যুক্তি- প্রমাণ এবং জ্ঞান নিয়ে জেসাস এসেছিল কিন্তু আপনি তাকে গ্রহণ করেননি। তাহলে আপনি তার থেকে কি বড় সত্য, কি বড় তথ্য জানাতে চান, তা আমাদের বূঝতে হবে না?
খ). সারা জীবন একটিও মিথ্যা বলেনি এমন একজনও সত্য নিয়ে এসেছিল। আপনি গ্রহণ করেননি। এ কারণেই আমাদের জানা দরকার আপনি তার থেকে বড় সত্যবাদী কিনা!
এসব না হলে আপনার ধর্ম সম্পর্কে সত্য কি- কোন কথা বলারই অধিকার আপনার নেই।

আপনার কথা শুনে আমি খুব মজা পাচ্ছি চালিয়ে জান ভাইজান। অনেকদিন বিনোদন মুলক কিছু জিনিসের খোঁজ পাই না। আপনি ভালই Entertain করতে পারেন ।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৫, ২০১২ at ১০:০৭ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

১১:১-২ "আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। **নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।**

জনাব ফারুক সাহেব,

আমি ভাই কোরান বুঝিনা। আমাকে একটু বুঝিয়ে দিবেন ? উপরোক্ত আয়াতে বোল্ড করা বাক্যটির "নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।
বক্তা কে?
কোরানে আল্লাহর বানীর মধ্যে ভূল বসতঃ নবিজী নিজের বানী মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেননি তো?
আপনার ব্যাখ্যার অপেক্ষায় কিন্তু বসিয়া রহিলাম।
ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৬, ২০১২ at ৯:২৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

বাক্যের আগে 'বল' শব্দটি উহ্য রয়েছে। অনুবাদটি হবে এমন-
আলিফ লাম রা , এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। **(বল)** নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।
এবার কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৫:১৯ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

বাক্যের আগে 'বল' শব্দটি উহ্য রয়েছে। অনুবাদটি হবে এমন -
আলিফ লাম রা , **এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত**। যেনো তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী না কর। (বল) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাহারই পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ।
এবার কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

হায়,হায়, সর্বনাস!!
খুব বেশী দূরে যাওয়ার দরকার হবেনা। ঠিক এই আয়াতটির বোল্ড করা উপরি অংশটির দিকে কি মনোযোগ দিয়েছেন?
সেখানে আল্লাহ কি বলতেছেন? সেখানে তিনি নিজেই বলতেছেন", **এটি এমন এক বই , যার আয়াতসমূহ নিখুত নির্ভুল (perfect) এবং এক মহাজ্ঞাণী সর্বজ্ঞ সত্বার পক্ষ হইতে সবিস্তার ব্যাখ্যা সহ বর্ণীত।**
আর ঠিক এরই পরবর্তি বাক্যটি বলতে গিয়ে তিনি কিনা ভূল বসতঃ "বল" শব্দ" টি বলতে বাদ দিয়ে বাক্যটিকে অসম্পূর্ণ বাক্যে পরিণত করে দিলেন?

এখানেই তো বাক্যের উপরি অংসের সংগে নীচের অংস সাংঘর্ষিক হয়ে গেল।

আর তাছাড়াও ওখানে যদি "বল" শব্দটি কোন মানুষ বসিয়ে চরম ক্ষমতাধর আল্লাহর অকাট্য বাক্য কে পূর্ণ বা সংষোধন করার চেষ্টা চালায় তাকে কি আল্লাহ কোনদিন ক্ষমা করবেন ?
কার এমন সাহস আছে যে আল্লাহর বাক্যের পরে কিছু সংযোযন করবে ?
আল্লাহর অকাট্য বানীর পরিবর্তন পরিবর্ধন করিলে তার মুসলমানিত্ব কি বজায় থাকিবে?

তাকে কি কেয়ামতের দিনে আল্লাহ জিজ্ঞালা করিবেননা যে কে তোমাকে আমার বানীতে পরিবর্ধন করতে বলেছিল,আমি এতই দুর্বল যে আমি আবার কিছু বলতে গিয়ে ভূল করে কিছু কিছু বাদ দিয়ে বলতে যাব ?
আমার একান্ত অনুরোধ আল্লাহর বাক্যের উপর নিজেরা মনগ ড়া কিছু বসাতে যাবেননা।
তাহলে হবেকি,যে আপনি এক জায়গায় আপনার সুবিধা মত একটা বসালেন ,এবং আর একজনেও তার সুবিধা মত বলবে এখানে আর কিছু যোগ হতে বাদ আছে। এতে আল্লাহর বাক্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে।
আরো একটা পশ্ন , এধরনের ভূল করে বাদ যাওয়া শব্দ কোরানে আর কি পরিমান আছে? আমাকে একটু জানাবেন?
আশা করি আপনি ব্যাপরটি বুঝতে পেরছেন।
ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ৯:১৩ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি হয়ত: মুসলিম নন বিধায় আয়াত বুঝতে এমন অসুবিধায় পড়ছেন। কোরআনে অনেক জায়গায়ই আল্লাহ নিজেকে আমি না বলে আমরা বলেছেন। তাহলে কি বুঝতে হবে একাধিক খোদা ? বিষয়টি বোঝার জন্যে জ্ঞান দরকার। কোন রাজা বাদশা যখন কোন ডিক্রি জারী করতেন তখন এমন আমরা ব্যবহার করতেন। কেন? রাজা কি একাধিক?
বিষয়টি এমনই।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১০:৫৯ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আপনি হয়ত: মুসলিম নন বিধায় আয়াত বুঝতে এমন অসুবিধায় পড়ছেন।

এত তাড়া তাড়ি কি করে বুঝলেন আমি হয়ত মুছলিম না। আমি তো আপনার চাইতে আরো বেশী জোরদার মুছলিম ও তো হতে পারি।

আমার মনে হয় আপনি কোন বিষয় যুক্তি সহ আলোচনা করতে চান না । শুধু আপনি যেটা ধারনা করেন, সেইটাকেই সঠিক বলে চালিয়ে দিতে চান।

এবার তা হলে আর একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা দিবেন কি?

নীচের প্রথম আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার ভাবে বলতেছেন,তিনি আগে যমীন সৃষ্টি করিয়া পরে আছমান সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার নীচের আয়াতে বলতেছেন, আগে আছমান সৃষ্টি করিয়া পরে যমিন সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুইটি বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত মূখী হয়ে গেলনা ?

দুইটা তো আর একসঙ্গে সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। আপনি এর কোনটা কে সঠিক বলবেন?

নাকি বলবেন উভয়টাই সঠিক।

2:29

1
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।

79: 27-30

27
তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের , যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

28
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

29
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।

30
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৩:৪৮ অপরাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি এত সামান্য বিষয় বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা চাচ্ছেন , তাহলে কোরআনের জটিল বিষয়গুলো কিভাবে বুঝবেন? এ বিষয়গুলো এখানে আলোচনার অযোগ্য। কোরআন কমপক্ষে একশতবার পড়েন তারপর আলোচনায় আসব।

এখন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আপনাকে করি -বলেন তো কোরআনে কেন পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত বলা হয়েছে? এখনকার দুনিয়ার একটা শিশুও জানে পৃথিবী আকার উটপাখির ডিমের মত নয় বরং তা Oblate Spheroid.

এই প্রশ্নের উত্তর জেনে আসেন আগে (এটা বোঝার জন্যে উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই।)- তাছাড়া আপনার সাথে কোরআন নিয়ে আলোচনা ফালতু প্যা চাল।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৮:১০ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

> এখন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আপনাকে করি -বলেন তো কোরআনে কেন পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত বলা হয়েছে? এখনকার দুনিয়ার একটা শিশুও জানে পৃথিবী আকার উটপাখির ডিমের মত নয় বরং তা Oblate Spheroid.

উট পাখির ডিম ? হুম বোঝাই যাচ্ছে জোকার মিয়ার ভক্ত আপনি। শোনেন কোরানের সেই আয়াতটা ভাল করে পড়ুন, ওখানে জোকার মিয়ার ঘোড়ার ডিম আছে , উট পাখির না। কোরানের আরবী শব্দের অর্থ নিজের মত করে পাল্টিয়ে ফেললে তা ক্ষমার অযোগ্য গুণাহ এটা কি জানা আছে ? জোকার মিয়া এভাবে কোরানের অর্থ নিজের মন মত পাল্টিয়ে নিজের সর্বনাশ তো করেছেই, সেই সাথে আপনাদের মত কিছু অন্ধ বিশ্বাসীদেরকেও দোজখে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

জানেন তো - কোরানের আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট , যার কোন পরিবর্তন হবে না ? সুতরাং সাবধান!

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১০:৩৭ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,
আপনি তো আমার দুইটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে অন্য অপ্রাসংগিক কথা বার্তা বলে চলে গেলেন।

এখন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আপনাকে করি -বলেন তো

কোরআনে কেন পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত বলা হয়েছে ?

এখনকার দুনিয়ার একটা শিশুও জানে পৃথিবী আকার উটপাখির ডিমের মত নয় বরং তা Oblate Spheroid.

এই প্রশ্নের উত্তর জেনে আসেন আগে (এটা বোঝার জন্যে উচ্চ শিক্ষার দরকার নেই।)- তাছাড়া আপনার সাথে কোরআন নিয়ে আলোচনা ফালতু প্যাচাল।

কোরআনে কেন পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত বলা হয়েছে ?

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি আগ্রহী।তবে তার আগে আমাকে রেফারেন্স টা পেতে হবে। আমাকে রেফারেন্সটা অর্থাৎ কোরানের ছুরা ও আয়াত নাম্বার দিতে হবে।
আপনি কি জানেন কোরানের কোথায় এটা আছে?

নাকি এটাও পূর্বের মত "বল" শব্দ উহ্য রাখার মত কোরানের কোন উহ্য স্থান হতে নিজে তৈরী করে বের করে আনলেন?

সাবধান এধরনের কাজে নামলে আল্লাহ তাদের কিন্তু কোন দিনও ক্ষমা করবেননা। একেবারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

এবার তাহলে রেফারেন্সটা এক্ষুনি দিন। রেফারেন্স ছাড়া প্রশ্ন করাটা নিয়ম বহির্ভূত।
অবশ্য আপনি আবার কোন নিয়ম কনুনের ধার ধারেন কিনা আমার সন্দেহ দেখা দিয়েছে।
লক্ষ করুন, আমার প্রশ্ন গুলী ঠিক সবই রেফারেন্স সহ ছিল। একটিও আমি রেফারেন্স বিহীন প্রশ্ন করি নাই।
ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৬:২৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এত তাড়া তাড়ি কি করে বুঝলেন আমি হয়ত মুছলিম না। আমি তো আপনার চাইতে আরো বেশী জোরদার মুছলিম ও তো হতে পারি।

আপনার প্রশ্নের ধরণ দেখে ঐ ধারণা করেছি অন্য কোন কারণে নয়। আর আমি গরু ভক্ষণকারী নামকাওয়াস্তে মুসলিম। ধর্মকর্ম করা হয় না আগেই বলেছি।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১০:৫৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আপনার প্রশ্নের ধরণ দেখে ঐ ধারণা করেছি অন্য কোন কারণে নয়।

আমি কি কোন অবান্তর প্রশ্ন করেছি?
একই আয়াতের উপরাংশে আল্লাহ নিজে বলতেছেন "তার বানী নিখুৎ ওপরিপূর্ণ"
আর তার ঠিক নীচের অংশটিই একটি অপরিপূর্ণ বাক্য ,যা আপনাদের কে "বল"
শব্দ বসিয়ে পরিপূর্ণ করতে হচ্ছে।
আল্লাহ কে এতই অক্ষম বানিয়ে ছাড়লেন যে তার বাক্য পরিপূর্ণ করতে আপনাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের প্রয়োজন হয়?

আল্লাহ তো মোটেই অক্ষম নয়।

এটা কি একটি প্রশ্নযোগ্য বিষয় নয়?

ধন্যবাদ

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৯, ২০১২ at ১২:৩১ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আয়াতটা আপনিই উল্লেখ করে আমাকে প্রশ্ন রেখেছেন। এ কারণেই আমি পুন:রায় উল্লেখ করিনি। এটা ৭৯:৩০

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১১:৪৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আর তাছাড়াও ওখানে যদি "বল" শব্দটি কোন মানুষ বসিয়ে চরম ক্ষমতাধর আল্লাহর অকাট্য বাক্য কে পূর্ণ বা সংষোধন করার চেষ্টা চালায় তাকে কি আল্লাহ কোনদিন ক্ষমা করবেন?

আপনি আসলেই খুব দ্রুত কোরানের কেরামতি ধরে ফেলেছেন। আপনি যথার্থই ধরেছেন যে মোহাম্মদ নিরক্ষর ছিলেন বলে তার কোরানের বানী বলতে গিয়ে সঠিক বাক্য রীতি অনুসরণ করতে পারেন নি । যে কারনে কোরানের বক্তা আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আল্লাহ নিজেকে প্রথম পুরুষ , দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষ (1st, 2nd and 3rd person) ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ - মোহাম্মদ বানিয়ে বানিয়ে বলতে গিয়ে কোথায় এসব সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে ছেন। তবে এ নিয়ে ইসলামী পন্ডিতদেরকে প্রশ্ন করলে তারা উত্তর দেয় এটাই নাকি আরবী ব্যকরণ রীতি। আসল বিষয় হলো - পরবর্তীতে ইসলামী খলিফারা বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা ডিক্রী জারি করে কোরানে যে রীতি চালু আছে হুবহু সেটাই অনরসরণ করতে হবে। সে কারনেই আরবী ভাষার ব্যকরণ এভাবেই নাকি আছে।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ১২:৪৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আপনি আসলেই খুব দ্রুত কোরানের কেরামতি ধরে ফেলেছেন।

হা হা হা ,আনন্দিত।

কি আর করি ভাইজান বলুন তো ? এমকে ফারুক সাহেবকে সঠিক বিষয় বস্তুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে ধরিয়ে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিচ্ছি, এর পরেও কেমন যেন উনি সঠিক বস্তুটি ধরতেই পারতেছেনা।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ১:৫৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

কি আর করি ভাইজান বলুন তো ? এমকে ফারুক সাহেবকে সঠিক বিষয় বস্তুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে ধরিয়ে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিচ্ছি, এর পরেও কেমন যেন উনি সঠিক বস্তুটি ধরতেই পারতেছেনা।

ধরতে উনি ঠিকই পারছেন, খালি পাকাল মাছের মত সরে যাচ্ছেন। যুক্তি যেখানে অনুপস্থিত সেখানে এ ছাড়া উপায় কি ?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৬:৩৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমি তো আপনাকে গ্রহণ করব না একথা বলছি নে। কিন্তু হাইস্কুলের ছাত্র কি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রের জ্ঞান নেবে? আপনি আমাকে কেবল আপনার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম এবং কোন কোন বিষয়ে পিএইচডি করেছেন সেটা জানান। আপনার থিসিস পেপারের উপর ভিত্তি করে আমি সিদ্ধান্ত নেব।

সাগর এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ১০:২৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, অন্য ধর্মের বিপক্ষে তো ভালই বললেন এবার ইসলাম নিয়ে কিছু বলু ন ...নাকি এবেলা আপনি তেমন চোখে দেখেন না...।
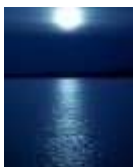
অচেনা এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ৩:৪৭ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

কারণ এই ধর্মের পাদ্রী-পুরোহিতগণ একসময় বেহেস্তের টিকিট অর্থের বিনিময়ে বিক্রি শুরু করেছিল। আর ঐ টিকিট ক্রয়কারীদেরকে পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধ থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

হ্যাঁ আর সেই জন্যেই ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান সম্প্রদায় জন্ম নেয় আর পরে প্রতি সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু ভাল ক্যাথলিক পরে চা র্চের সংস্কার করেন বলেই ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মমত টি রক্ষা পায়।

http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation

আপনার ধর্মটিকে অমানবিক থেকে মানবিক রূপ দিতে তো কোন ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হয় নি।

23. 23

বাবু

জুন ১৫, ২০১২ সময়: ২:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি জন্মসূত্রেই কাফের। আমার ইহকাল থাকলেও আমার কোনো পরকাল নেই। কিন্তু আমি আমার পরকালকে নিশ্চিত করতে চাই। এজন্য আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে চাই। কারণ আমি ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছি যে খুন , ধর্ষণ সহ যত রকমের অপরাধ আছে সব করেও একজন মুসলমান শুধু ইসলামের জোরে বেহেশতে যেতে পারবে এবং আবারও বেহেশতের ৭০ জন হুরীর সঙ্গে সেক্স করতে পারবে। এই সুযোগ আমি হারাতে চাই না।

কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমি ১৩ টা বিয়ে করতে চাই। দুজন দাসি রাখতে চাই, সেক্স করার জন্য। কারণ মুহম্মদের মতো ৩০ জন পুরুষের যৌনশক্তি আমার না থাকলেও অন্তত ১৫ জন পুরুষের শক্তি আমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই প্রতিরাতে কোনো শস্যক্ষেত্রই পতিত থাকবে না, গ্যারন্টি।

আছেন কি কোনো মুমিন মুসলমান ভাই , আমার এই শর্ত মেনে আমাকে মুসলমান হতে সাহায্য করবেন । তাদের বোন, বেটিকে আমার সাথে বিয়ে দেবেন ?

এখানে উল্লেখ্য যে, আমি ১৩টিই বিয়ে করতে চাই। কারণ মুহম্মদ বলেছে , তার আদর্শই মুসলমানদের আদর্শ। আমার আদর্শও হবে তাই। আমার টাকা পায়সার কোনো সমস্যা নাই। প্রত্যেক বউকে আলাদা বাড়ি দেবো। আছেন কি কোনো মুমিন ? আমাকে মুসলমান হওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজের বেহেশতকে নিশ্চিত করার ?

24. 24

আবুল হোসেন মিঞা

জুন ১৫, ২০১২ সময়: ৮:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে; এবং খুবই বিরক্তবোধ করছি- এতবার রেফারেন্স চাওয়া সত্ত্বেও mkfaruk সাহেব কেন যে বারবার **হামবড়া**ভাব দেখিয়ে পিছলিয়ে যাচ্ছেন!!!
@mkfaruk আমারতো অতো জ্ঞান নেই ভাই- **উৎস উল্লেখ না করলেও পাঠ মাত্রই তা বুঝতে পারবো ।** প্লিজ দিন না আপনার দু'একটি কথার রেফারেন্স।

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:২৩ অপরাহ্ণ
@আবুল হোসেন মিঞা,

> ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে; এবং খুবই বিরক্তবোধ করছি- এতবার রেফারেন্স চাওয়া সত্ত্বেও mkfaruk সাহেব কেন যে বারবার হামবড়া ভাব দেখিয়ে পিছলিয়ে যাচ্ছেন!!!

আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। মুক্ত মনাতে মনে হয়না mkfaruk এর আগে এমন অদ্ভুত স্ব ঘোষিত মহা পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে।

আবুল হোসেন মিঞা এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১১:৫১ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

> মুক্ত মনাতে মনে হয়না mkfaruk এর আগে এমন অদ্ভুত স্ব ঘোষিত মহা পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে।

সহমত।

@ mkfaruk এবার দয়া করে অফ যান।

25. 25

Masud

জুন ১৬, ২০১২ সময়: ৪:৩০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সকল প্রমান ও রেফারেন্স উপস্তাপন করলেও এইসকল নাস্তিকের দল বিশ্বাস করবে না। mkfaurk এবং ভবঘুরে দুজনের লিখা পাশাপাশি দেয়া আছে কিন্তু অহংকার ও জিদে র কারনে এদের বিবেক জাগ্রত হয় না। আর কিভাবে এরা বুজবে ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৬, ২০১২ at ৯:৪১ অপরাহ্ণ

@Masud,

সকল যুক্তি ও প্রমাণ নিয়ে জেসাস এসেছিল সত্য নিয়ে -কিন্তু তাকে অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করেনি। জীবনে একটিও মিথ্যা বলেনি এমন ব্যক্তিও সত্য নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার পরেও অবিশ্বাসীগণ রয়েছে।

আর এটা না হলে তো ইবলিসকে দুনিয়া ধ্বংস পর্যন্ত আঙ্গুল চুষতে হবে।

সাগর এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১০:৫২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk, একজন ভালো জীন কে ইব্ লিস বানানোর রুপকথা টি কয়েক বার পড়তে পারেন...আল্লাহ ছাড়াও যে কাউকে সিজদা করা যায় সেটা জানতে পারবেন...আরো জানতে পারবেন একজন আরেকজনের চেয়ে কিছু বেশি জানলেই তাকে সিজদা করতে হবে ...জান্তে পারবেন আদাম কে এমন কিছু আল্লাহ শিখিয়েছিলে ন যা তিনি ফেরেশ্তাদের বলেন নি- আর আদম তাই শেরষ্ঠ!! তার সিজদা তাই প্রাপ্য...মহান আল্লাহ এবার অনৈতিক সিজদার নাটক সাজালেন...সবাই সিজদা করল শুধু জিন ইব্লিস ছারা...মনে রাখুন ইব লিশ কিন্তু ফেরেশ্তা নয় সে জিন তাই তার অভিমানে লাগা

স্বাভাবিক...তার মন আছে ...আপনি আপনার কম্পানির বস কে স্কুলের শিক্ষক কে বরোজোর স্যার বলতে পারেন সিজদা করতে পারেন না...আবার এই আল্লাহকেই দেখুন মানুষ তাকে ছারা অন্য কাউকে সিজদা করলে আবার গোসা করেন...এতা নাকি শিরক...ক্ষমার অযোগ্য ...অথচ এ কাজ টিই তিনি ইব্ লিস কে দিয়ে করাতে চেয়েছিলেন...রুপকথার এই চরিৎত্র উন্মাদ ঈশ্বরের কোপের শিকার হয়ে প্রিথিবিতে এলেন অন্য রুপকথার জন্য...

26. 26

আবুল হোসেন মিঞা

জুন ১৬, ২০১২ সময়: ১০:৪৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

সকল প্রমান ও রেফারেন্স উপস্তাপন করলেও এইসকল নাস্তিকের দল বিশ্বাস করবে না।

এইসকল নাস্তিকের দলেরা জন্মসূত্রে মুসলমানই ছিল। এরা পড়াশোনা করে , রেফারেন্স পেয়ে, জেনে, শুনে, বুঝে তবেই না নাস্তিকের দল হয়েছে। আর আপনি বা mkfaurk মত দলেরা হুদা ঈমানের চোটেই আস্তিকের দল!!!
উপরে *গোলাপ* বলেছেন: **"রেফারেন্স" কোথায়? একটু "দম" নেন। Rubbish!**
কতজনেইতো চাইল- ভাইরা দেন না দু'একটা রেফারেন্স।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@আবুল হোসেন মিঞা,

এইসকল নাস্তিকের দলেরা জন্মসূত্রে মুসলমানই ছিল। এরা পড়াশোনা করে , রেফারেন্স পেয়ে, জেনে, শুনে, বুঝে তবেই না নাস্তিকের দল হয়েছে। আর আপনি বা mkfaurk মত দলেরা হুদা ঈমানের চোটেই আস্তিকের দল!!!
উপরে গোলাপ বলেছেন: "রেফারেন্স" কোথায়? একটু "দম" নেন। Rubbish!
কতজনেইতো চাইল- ভাইরা দেন না দু'একটা রেফারেন্স।

উনি রেফারেন্স দিবেন কি করে ? হাদিসে বিশ্বাস করে না বলে আগেই আটকে গেছেন। আর হাদিসে মোহাম্মদের গুণগান করা ছাড়াও অনেক অপকর্মেরও কথাও লেখা আছে। হাদিস বিশ্বাস করলে সেসব

গুণগান সহ ওসব অপকর্মের কাহিনীগুলোও বিশ্বাস করতে হবে। উনি গুণগান গুলি বিশ্বাস করতে রাজী কিন্তু অপকর্মগুলো বিশ্বাস করতে রাজি নন। একেবারে typical blind মানুষের মত আচরণ। সেকারনেই তিনি বলেছেন- **আর বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি বা দাউদ সাহেবের হাদিস নিয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছিনে, কারণ তাদের হাদিসের উপর আমার তেমন বিশ্বাস** নেই। শুধু উনি নন, বর্তমানে বেশ কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে যারা হাদিস বিশ্বাস করে না। হাদিস বি শ্বাস করে না কিন্তু কোরান কিভাবে মোহাম্মদের কাছে আসল সে বিষয়েও কোন ব্যখ্যা দেয় না। এদের বিশ্বাস- একটা বাধাই করা আস্ত কোরান আল্লাহ জিব্রাইল ফিরিস্তার মাধ্যমে মোহাম্মদের কাছে পাঠিয়েছে। এরা বুঝতে পারছে না যে হাদিস বিশ্বাস না করার অর্থ মোহাম্মদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, মোহাম্মদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ কোরানকে অস্বীকার করা, কোরানকে অস্বীকার করার অর্থ অবশেষে ইসলাম অস্বীকার করা। তার মানে বোঝা যাচ্ছে- বর্তমান দুনিয়াতে ইসলাম নিয়ে এত আলোচনা সমালোচনা, গবেষণা এসবের ফল ফলতে শুরু করেছে। মানুষ সত্য জানতে পারছে , যতই সত্য জানতে পারছে ততই অন্ধকার বিদুরিত হচ্ছে।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ৯:২০ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

এরা পড়াশোনা করে, রেফারেন্স পেয়ে, জেনে, শুনে, বুঝে তবেই না নাস্তিকের দল হয়েছে।

বিষয়টি কি তাই? পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের সন্তানদের মধ্যেও নাস্তিক ছিল। জানা নেই বোধ হয় আপনার। এরা পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত থাকবেই থাকবে। তা না হলে ইবলিস আছে কেন ? তার কাজটা কি?

যাযাবর এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১১:০৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের সন্তানদের মধ্যেও নাস্তিক ছিল

এই তথ্য কিভাবে জানলেন? সূত্র? নাকি গায়েবী ভাবে? ধরে নিলেম সেটা ঠিক। তাতে কি এটা প্রমাণ হয় যে আমি বা অন্যেরা না পড়াশোনা করে, না রেফারেন্স পেয়ে, না জেনে, না শুনে, না বুঝে তবেই না নাস্তিক হয়েছে? আমি নাস্তিক বলতে ইহুদী, খ্রীষ্টান আর মুসলীমদের সংজ্ঞার ইশ্বরে অবিশ্বাসী

বোঝাচ্ছি। আদমের সন্তানেরা সেই অর্থে আস্তিক হবে কেমন করে যখন এই ধর্মগুলির আবির্ভাবই হয় নি?

এরা পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত থাকবেই থাকবে। তা না হলে ইবলিস আছে কেন ?তার কাজটা কি?

ইবিলিসকে সৃষ্টি কে করেছে(ন)?নাকি তার কোন স্রষ্টা নেই?কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?তার কাজটা কে ঠিক করে দিয়েছে?এটা কি পরিকল্পিত (উদ্দেশ্যমূলকভাবে) নাকি ঘটনাক্রমে ?ঘটনাক্রমে হলে এটা কি ঠেকান যেতনা?আপনার "সুচিন্তিত" উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ২:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@যাযাবর,

ভাই,
নিতান্ত কৌতুহলের কারণে আমি এক সময় বিভিন্ন ধর্ম এবং তার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছিলাম। এটা বহু আগের কথা। আর ধর্ম পুস্তক হিসেবে কোরআন আর বাইবেলটাই যা একটু জানি আমি। বেদ, মহাভারত, গীতা, জিন্দাবেস্তা, দশাতির, ত্রিপিটক ইত্যাদি সম্পর্কে যা জানি তা বিতর্কে যাবার মত কিছু না।
এসব বললাম একারণে যে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এমনসব প্রশ্নের উদয় হবে যার উত্তর আমার জানা নেই।
ভবঘুরের এই আর্টিকেলটা দেখে আমার মনে হয়েছে যে তিনি , একটা পার্টিকুলার ধর্মকে বিদ্বেষমূলক ভাবে কলুষিত করতে অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যা মিশ্রিত করে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। আর তাই আমি তার তথ্যের গলদগুলো দেখিতে দিতে চেষ্টা করেছি হাতে সময় ছিল তাই। তবে একথা ঠিক যে, তার আগে আমি আর্টিকেল এবং মন্তব্যকারীদের মন্তব্য দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি যে, আর্টিকেল লেখক এবং এখানকার মন্তব্যকারীরা যে জ্ঞান রাখে, তা দিয়ে আমাকে আটকাতে পারবে না। এ নয় যে আমি এখানে একটি পার্টিকুলার ধর্মের সাফাই গাইতে এসেছি।

আমি এখানে যা বলেছি তা কোরআন বেইজড। যার যুক্তি যুক্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। তবে সেগুলো দিয়ে আমি লেখার চেষ্টা করিনি। কেন? দরকার মনে করিনি। যুক্তি প্রমাণ দিলেই কি লোকে তা বিশ্বাস করে? আমি যদি সব যুক্তি ও তথ্য প্রমাণ হাযির করি , এদের কেউ কি তা মেনে নেবে? অনর্থক আমার লেখা সাধারণ পাঠকের নিরস লাগবে।
ধন্যবাদ।

যাযাবর এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

তবে একথা ঠিক যে, তার আগে আমি আর্টিকেল এবং মন্তব্যকারীদের মন্তব্য দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি যে, আর্টিকেল লেখক এবং এখানকার মন্তব্যকারীরা যে জ্ঞান রাখে, তা দিয়ে আমাকে আটকাতে পারবে না

আটকান যে হয়েছে সেটা টের পাননি এখন? অবশ্য টের পেতেও তো ন্যূনতম বোধশক্তি লাগে।

আমি এখানে যা বলেছি তা কোরআন বেইজড। যার যুক্তি যুক্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। তবে সেগুলো দিয়ে আমি লেখার চেষ্টা করিনি। কেন? দরকার মনে করিনি। যুক্তি প্রমাণ দিলেই কি লোকে তা বিশ্বাস করে? আমি যদি সব যুক্তি ও তথ্য প্রমাণ হাযির করি, এদের কেউ কি তা মেনে নেবে? অনর্থক আমার লেখা সাধারণ পাঠকের নিরস লাগবে।

মুক্তমনায় (সঠিক)যুক্তি প্রমাণ দিলেই লোকে তা বিশ্বাস করবে , সরস লাগবে। যুক্তি না থাকাতেই আপনার লেখা অনর্থক হচ্ছে, যুক্তি প্রমাণ থাকলে অনর্থক হয় না। একবার যুক্তি প্রমাণ দিয়েই দেখুন। আর যুক্তি ছাড়া কথার জন্য এই ফোরাম উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি সদালাপ বা অন্যান্য ইসলামপ্রিয় সাইটে গিয়ে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলে দেখুন , দেখবেন কি ভাবে আপ্যায়িত হবেন। মুক্তমনায় যুক্তিহীন কথা বলে আপনারও সময় নষ্ট, মুক্তমনাদেরও (অবশ্য বিনোদন ফ্যক্ট র অস্বীকার করা যায় না)।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ১১:৪৯ পূর্বাহ্ণ

@যাযাবর,

আটকান যে হয়েছে সেটা টের পাননি এখন?

এর উত্তরটা তো জ্ঞানীরা দেবে-যা আমি আগেও বলেছি।

অবশ্য টের পেতেও তো ন্যূনতম বোধশক্তি লাগে। -

ভাল কথা। সহজভাবে উত্তর দেয়াতে দেখছি আপনি তা অন্যভাবে নিয়েছেন। একারণেই, বাধ্য হয়ে ভাষা একটু তীর্যক করতে হল।

বুদ্ধি ও জ্ঞানের সার্টিফিকেট কি আপনি সবাইকে দেন ? আমরা তো জানি এগুলো দেয় শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর ঐ গুলিই স্বীকৃত। তা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি কি বিষয়ের উপর আপনার পিএইচডি আছে একটু পাঠকদের জানাবেন কি ?

মুক্তমনায় (সঠিক)যুক্তি প্রমাণ দিলেই লোকে তা বিশ্বাস করবে , সরস লাগবে।

এর অর্থ দাড়াচ্ছে- আপনি বলতে চাচ্ছেন জেসাস একজন ফাউল লোক ছিলেন, তার কথা ও কাজে কোন যুক্তি-প্রমান ছিল না। এ কারণেই লোকে তাকে গ্রহণ করেনি? দারুণ। তাহলে কি ধরণের যুক্তি-প্রমান দিতে হবে? সেটা আমাকে বলবেন কি?।

মুক্তমনায় যুক্তিহীন কথা বলে আপনারও সময় নষ্ট , মুক্তমনাদেরও (অবশ্য বিনোদন ফ্যক্টর অস্বীকার করা যায় না)

ঠিক তাই। এখানে আপনার মত মুক্ত মনারা যা করছে আমিও তাই করছি কিন্তু অন্য এঙ্গেলে। যারা যেমন তাদের সাথে তেমনই ব্যবহার করতে হয়- এটা তে সঠিক।আর সত্যি বলতে কি যান্ত্রিক এই যুগে বিনোদনের খুবই অভাব।আর আপনার মত লোক এটা যথেষ্ট দিচ্ছেন , এর জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ২:০৭ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

এর অর্থ দাড়াচ্ছে- আপনি বলতে চাচ্ছেন জেসাস একজন ফাউল লোক ছিলেন, তার কথা ও কাজে কোন যুক্তি-প্রমান ছিল না। এ কারণেই লোকে তাকে গ্রহণ করেনি? দারুণ। তাহলে কি ধরণের যুক্তি-প্রমান দিতে হবে? সেটা আমাকে বলবেন কি?।

আমরা জেসাস বা মোহাম্মদ কাউকেই আল্লাহ বা তার প্রেরিত নবী হিসাবে বিশ্বাস করি না। জেসাস ছিলেন পিতা বিহীন মানুষ তার অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন , তবে গসপেলে তার একটা পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বিয়ে করেন নি , কাউকে খুন করেন নি , চুরি ডাকাতি বা বন্দী নারী ধর্ষণ করেনি নি। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ ছিলেন একটা চুড়ান্ত রকম একনায়ক, নারী লিপ্সু মানুষ ও সমস্ত রকম অপকর্ম করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। সে বিচারে যীশুর পায়ের যোগ্যতাও ছিল না মোহাম্মদের।

যীশুকে যে মানুষ গ্রহণ করে নি কথাটা ভুল। কারন খৃষ্টানদের বক্তব্য এভাবেই নাকি যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হবে কারন এভাবে তিনি নাকি দুনিয়ার মানুষের পাপ গ্রহণ করবেন। যীশুর এ আত্মত্যাগের এর ফলেই কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল ভাবে মানুষ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে। আজকে র দুনিয়ায় যীশুর অনুসারীর সংখ্যা এখনো বেশী। সুতরাং যীশুকে মানুষ গ্রহণ করল না কি ভাবে ?

আজে বাজে ফালতু ও রেফারেন্স ছাড়া মনগড়া কথা বার্তা বলে কি আপনি আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন ?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৪:২৫ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আজে বাজে ফালতু ও রেফারেন্স ছাড়া মনগড়া কথা বার্তা বলে কি আপনি আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন ?

আপনার যে কোন নৈতিকতা নেই তা তো সবাই দেখছে। না-কি দেখছে না?

আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা? তাই নাকি? তা অধৈর্য্য হয়ে কি করবেন আপনি?

যাহো ক কথায় আসি- আপনি বলছেন-

আমরা জেসাস বা মোহাম্মদ কাউকেই আল্লাহ বা তার প্রেরিত নবী হিসাবে বিশ্বাস করি না। জেসাস ছিলেন পিতা বিহীন মানুষ তার অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন , তবে গসপেলে তার একটা পবিত্র চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বিয়ে করেন নি , কাউকে খুন করেন নি , চুরি ডাকাতি বা বন্দী নারী ধর্ষণ করেনি নি। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ ছিলেন একটা চুড়ান্ত রকম একনায়ক, নারী লিপ্সু মানুষ ও সমস্ত রকম অপকর্ম করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। সে বিচারে যীশুর পায়ের যোগ্যতাও ছিল না মোহাম্মদের।

তা আপনারই এসব কথার রেফারেন্স কই?

আমরা জেসাস বা মোহাম্মদ কাউকেই আল্লাহ বা তার প্রেরিত নবী হিসাবে বিশ্বাস করি না। জেসাস ছিলেন পিতা বিহীন মানুষ তার অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ,

আমি তো একারণেই বলছি- জেসাস একজন ফাউল লোক ছিলেন এবং তার কথায় কোন যুক্তি প্রমান ছিল না, সে ছিল জারজ আপনার কথা মত

পিতা বিহীন মানুষ তার অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন

একারণেই আপনি তাকে প্রেরিত নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন না।
বেশভাল কথা- তাহলে আপনার তার থেকে বেশী কি যোগ্যতা আছে তা আমাদেরকে কেন জানাচ্ছেন না? সত্য জেনে আমরা আপনার মুরীদ হই তা কি আপনি চান না?
আর মুহম্মদ সারাজীবন একটিও মিথ্যা বলেন নি। তাকে আপনি মানছেন না। আপনি তার থেকে বড় সত্যবাদী হলে কোন আমাদের সেকথা জানাচ্ছেন না?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৪:৩০ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

যীশুর এ আত্মত্যাগের এর ফলেই কিন্তু পরবর্তীতে বিপুল ভাবে মানুষ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে। আজকের দুনিয়ায় যীশুর অনুসারীর সংখ্যা এখনো বেশী। সুতরাং যীশুকে মানুষ গ্রহণ করল না কি ভাবে ?

ও জানা নেই বোধ হয় আপনার এরা তো সৌল বা পৌল প্রচাররিত খৃষ্টধ র্মের অনুসারী।

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১২:৩২ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

ও জানা নেই বোধ হয় আপনার এরা তো সৌল বা পৌল প্রচাররিত খৃষ্টধর্মের অনুসারী।

এটা জানতে হলে ইতিহাসে পিএইচডি করা লাগে না। খ্রিস্টান কোন পুরোহিত কে জিজ্ঞেস করুন উনিও সেটাই বলবেন যে যীশু কোন ধর্ম প্রচার করেন নি। তাঁর উপর কন কিবাব আসেনি।কারন তিনি নিজেই কালাম বা ওয়ার্ড। 1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was with God in the beginning. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind.**(John 1: 1-4)**
1 আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংগে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। 2 আর আদিতেই তিনি ঈশ্বরের সংগে ছিলেন। 3 সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল , আর যা কিছু সৃষ্ট

হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি। 4 তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো। (যোহন ১-৪)

এটাই খ্রিস্টান দের বিশ্বাস। কাজেই ঈশ্বর নিজে ধর্ম প্রচার না করবেন কেন? আল্লাহ কি ধর্ম প্রচার করেছে নাকি মোহাম্মদ কে পাঠিয়েছে বলে আপনি দাবি করেন?

আর সেন্ট পল কে জেসাস তার crucifixion এর পর যখন স্বর্গারোহন করলেন তখন জানিয়েছেন। আর পল প্রচলিত ইহুদিও ছিলেন না তিনি ছিলেন হেলেনিক ইহুদি যাদের মূলধারার ইহুদীরা কোনদিন ইহুদী হিসাবে গ্রহণ করেনি। কাজেই খ্রিস্টান ধর্মকে ইহুদী চক্রান্ত বলাটা নেহায়ত বোকামি।
কাজেই পল হলেন যিশুর প্রেরিত রসুল এবং নবী ২টাই। তিনি ১২ জন apostle এর একজন না, তিনি একাধারে prophet & apostle.
এটা আপনি নিউ টেস্টামেন্ট এর প্রেরিত (Acts) এর ৯ম অধ্যায় থেকে পড়তে পারেন। বিশ্বাস করতে বলছিনা কারন ওগুলোও আপনার কোরআনের মতই রূপকথা

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৯:৫৫ অপরাহ্ণ

@অচেনা, সব ই উন্মাদ ভন্ডদের বানীমালা... মানুষের জালা হলো এগুল তে বিশ্বাস না করলে নাকি ঠেঙ্গানো হবে...mkfaruk দের মতো কিছু ভীরু তাই না মেনে উপায় পান না ...বিস্বাস করে হুর গেল্যান না বিশ্বাস করে ঘোড়ার ডিম...তাই বিশ্বাস করা আর কি...লোভ আর ভয়=ধর্ম...

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১০:১৪ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,
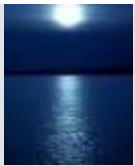
*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২২, ২০১২ at ২:২১ অপরাহ্ণ

@সাগর,

সব ই উন্মাদ ভন্ডদের বানীমালা... মানুষের জালা হলো এগুল তে বিশ্বাস না করলে নাকি ঠেঙ্গানো হবে...mkfaruk দের মতো কিছু ভীরু তাই না মেনে উপায় পান না ...বিশ্বাস করে হুর গেল্যান না বিশ্বাস করে ঘোড়ার ডিম...তাই বিশ্বাস করা আর কি...লোভ আর ভয়=ধর্ম...

ঠিক বলেছেন।আসল ব্যাপারটা হল লোভ।বেহেশতে গিয়ে ৭০টা হুর আর অঢেল খানাপিনার লোভেই মুমিন বান্দারা এইসব করে থাকেন।কেউ কেউ সেটা স্বীকার করেন(একজনকে এটা জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন যে জান্নাতের লোভ খারাপ না আর হুর রা আল্লাহর নিয়ামত তাই এখানেও লোভ করাটা অন্যায় না), কেউ কেউ করেন না।

আমি বুঝিনা যে অনন্তকাল মানে ঠিক কত বছর বুঝিয়েছে ? যদি এর কোন লিমিট না থাকে তবে কি কেউ এতে ক্লান্ত হয়ে পরবে না? মুমিন্রাই এটার উত্তর হয়ত ভাল বলতে পারবেন 🙂 ।

অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৪৫ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

বুদ্ধি ও জ্ঞানের সার্টিফিকেট কি আপনি সবাইকে দেন ? আমরা তো জানি এগুলো দেয় শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর ঐ গুলিই স্বীকৃত। তা কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি কি বিষয়ের উপর আপনার পিএইচডি আছে একটু পাঠকদের জানাবেন কি ?

চালিয়ে যান ভাইজান। আনন্দ বিনোদন দিবার জন্য পিএইচডি দেবার সিস্টেম থাকলে ওটা আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ

সাগর এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ১০:১২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk, দাদা ধর্ম মানতে কানা হতে হয় তারপর এক উন্মাদের পুজা করতে হয় তারপর তার ভয়ে ঠক ঠক করে কাপ্ তে হয়...আবার উন্মাদের বাছাই করা এক প্রেরিত আরেক উন্মাদের বানী বিশ্বাস করতে হয়...আমরা এসব পারিনা...জেসাস,মোহাম্মাদ ,অবতার সব আপনাদের জন্য...এসব মহান গুন গুলি আমাদের নেই কিনা...

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৪০ অপরাহ্ণ

@যাযাবর,

আটকান যে হয়েছে সেটা টের পাননি এখন? অবশ্য টের পেতেও তো ন্যূনতম বোধশক্তি লাগে।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৩৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

তবে একথা ঠিক যে, তার আগে আমি আর্টিকেল এবং মন্তব্যকারীদের মন্তব্য দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি যে, আর্টিকেল লেখক এবং এখানকার মন্তব্যকারীরা যে জ্ঞান রাখে, তা দিয়ে আমাকে আটকাতে পারবে না।

তাই নাকি? এতক্ষনেও বুঝেননি যে আপনি কি জিনিস ?

*পোকা*এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১১:২২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

আদম পৃথিবীর প্রথম মানব এই তথ্যটি কোথায় পেলেন

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৪:২৭ অপরাহ্ণ
@পোকা,

এটা কি অপ্রয়োজনীয় আলোচনা নয় কি?

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৫০ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

এটা কি অপ্রয়োজনীয় আলোচনা নয় কি?

জি অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় আলোচনা। হাজার হোক কোরআনে লেখা আছে আদম হাওয়ার কথা কাজেই কোরান বেজড কোন জিনিস নিয়ে তো তর্ক চলেনা কি বলেন? এটা একমাত্র সত্য কালাম তাই চোখ বুঝে মেনে নেয়াটাই প্রয়োজন তাই না ?

পোকা এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৫:২৮ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
আসসালামুআলাইকুম,
ভাই সাহেব আপনার বিশাল জ্ঞান ভান্ডারে "আদম পৃথিবীর প্রথম মানব এই তথ্যটি কোথায় পেলেন" প্রশ্নটি হয়তো অপ্রয়োজনীয় যেমন
বিশাল সাগরের কাছে বৃষ্টির এক ফোঁটা পানি।যদি একটু কষ্ট করে কোরাণ থেকে দেখিয়ে দিতেন।

অচেনা এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৪৮ অপরাহ্ণ

@পোকা,

আদম পৃথিবীর প্রথম মানব এই তথ্যটি কোথায় পেলেন

উনি কোরানে পেয়েছেন। বোঝেন না ভাই, কোরান এমন এক মহা গ্রন্থ যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই?

এইবার এই তথ্যটির প্রমান চান তো? কেন এটা তো পবিত্র কোরানেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে কোরানে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই 😜

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১১:৫৩ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

বিষয়টি কি তাই? পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের সন্তান দের মধ্যেও নাস্তিক ছিল। জানা নেই বোধ হয় আপনার। এরা পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত থাকবেই থাকবে। তা না হলে ইবলিস আছে কেন ? তার কাজটা কি?

ওরে বাবা , আপনার মত টেকনিক্যাল পারসন এই আদম হাওয়ার কিচ্ছা বিশ্বাস করে বলেই আমাদের মুসলমানদের আজকে এই অবস্থা। সব দিক দিয়ে আমরা অমুস লিমদের থেকে পিছিয়ে। সমাজে লোকজন আপনাদের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি আশা করে , আপনাদের কথা বিশ্বাস করে। আর আপনারা যখন এসব আদম হাওয়ার কিচ্ছা বিশ্বাসের কথা বলেন তখন বুঝতেই পারছেন সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হয়। মুসলিম সমাজের উন্নতি না হয়ে কেন দিন দিন তারা পিছি য়ে পড়ছে তা আশা করি আর বুঝানো লাগবে না। তবে আপনাদের লজ্জা শরম কম , আত্ম সম্মানও নেই। যে অমুসলিমদেরকে আপনারা সব সময় অভিশাপ দেন , ধ্বংশ কামনা করেন - সুযোগ পেলেই সেই দেশে গিয়ে বাস করার স্বপ্ন দেখেন। দেশে যদি কোন দুর্যোগ হয় তাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষার হাত পাতেন। ধিক আপনাদেরকে !
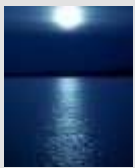
অচেনা এর জবাব:

জুন ১৮, ২০১২ at ৯:৩১ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

বিষয়টি কি তাই? পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের সন্তানদের মধ্যেও নাস্তিক ছিল। জানা নেই বোধ হয় আপনার। এরা পৃথিবীর ধ্বংস পর্যন্ত থাকবেই থাকবে। তা না হলে ইবলিস আছে কেন ? তার কাজটা কি?

আদম বলে কেউ ছিল এটা প্রমান করেন ইতিহাস দ্বারা। আপনিতো ইতিহাসে থিসিস করেছেন।আদমকে নিয়েও থিসিস শুরু করুন না ভাই।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ২:৫৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

ভাইজানে নাকি আর মন্তব্য করবেন না এখানে ?কেন ভাই ? তাহলে এখানকার মানুষদের এন্টারটেইনমেন্ট কে করবে ?আমরা তো অনেক দিনে ধরে আপনার মতো একজনের জন্য হা পিত্যেশ করে বসেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে নিরাশ তা ভাবিনি।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ১৭, ২০১২ at ১১:২৮ অপরাহ্ণ

@আবুল হোসেন মিঞা,

এরা পড়াশোনা করে, রেফারেন্স পেয়ে, জেনে, শুনে, বুঝে তবেই না নাস্তিকের দল হয়েছে।

কতটুকু পড়াশোনা এটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি আকার ইঙ্গিতে। অন্যথায় আমার রেফারেন্সের কার্যকারিতা হবে-প্রাইমারী লেভেলের ছাত্রকে কি বিশ্বাবদ্যালয় লেভেলের পাঠ দেবার মত।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ৬:০৮ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

জনাব এমকে ফারুক সাহেব।
কোরান কিতাব সম্পর্কে আপনারই বক্তব্য-
এটা একটা নির্ভুল কিতাব।

যে কিতাবের মধ্যে, **পরস্পর বিরোধী বাক্য,বিজ্ঞান বিরোধী বাক্য এবং ভাষার ব্যকরনিক ভূল বাক্য থাকে**, তাকে কোন পদ্ধতি অনুসরন করিলে একটা "**নিরভূল কিতাব**" বলা সম্ভব হয়, সে পদ্ধতিটা একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিবেন কি ?
ধন্যবাদ

27. 27

পোকা
জুন ১৬, ২০১২ সময়: ১১:৫৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

যে সব হাদিস **কোরাণ**সমর্থন করে সে গুলি গ্রহনীয়

28. 28

আঃ হাকিম চাকলাদার
জুন ১৭, ২০১২ সময়: ২:৫১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এখানে অনেক ইসলামিক বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। নীচে একটি বিশ্বস্ত হাদিছ বোখারীর একটি রেফারেন্স দিলাম। আসুন এটার একটু বিশ্লেষন করা যাক।

এর অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।

৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন , একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন , সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে , কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে-যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের -
“(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সূর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।

আমাদেরকে কি তাহলে এখনো মেনে নিতে হবে যে সতিই সূর্য চলতে চলতে পশ্চিম দিকে ডুবে যায় ?
নবিজীর বাক্যে অবিশ্বাষ তো দুরের কথা সামান্য সন্দেহ মনের মধ্যে আবির্ভূত হইলেই সে কাফের।
তাহলে এখন কোনটা বিশ্বাষ করতে হবে?
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ১৭, ২০১২ at ১২:২৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমাদেরকে কি তাহলে এখনো মেনে নিতে হবে যে সতিই সূর্য চলতে চলতে পশ্চিম দিকে ডুবে যায় ?
নবিজীর বাক্যে অবিশ্বাষ তো দুরের কথা সামান্য সন্দেহ মনের মধ্যে আবির্ভূত হইলেই সে কাফের।

নবিজীর বাক্য বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে হবে। তা না করলে আপনার জন্য দোজখের আগুন অপেক্ষা করছে। উপায় নাই। তবে প্রশ্নটি আপনি mkfaruk কে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কিন্তু ওনার তো আবার হাদিসে বিশ্বাস নাই। তাহলে উপায় ?

29. 29

বস্তাপচা
জুন ১৭, ২০১২ সময়: ৯:৩৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি এ পর্যন্ত মুক্তমনায় মাত্র একটি মন্তব্য করেছি, শ্রদ্ধেয় ভবঘুরের অসাধারণ নিবন্ধের ত্রয়োদশ পর্বে। তার একটি পঙতি ছিল - " আপনার দৌলতে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে "। এর উত্তরে ভবঘুরে লিখেছিলেন, "আদৌ হচ্ছে কি না তা ঠিক বুঝি না কারণ মুক্তমনায় ঢুঁ মারা পাবলিক অনেকটাই উদার। যারা কঠিন বিশ্বাসী তাদের কোন উপকার হচ্ছে কি না তা এখনও বুঝছি না। "
ভবঘুরে সাহেব এবং তাঁর সমমনস্ককে জানাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। জগদ্দল দু 'দশ বছরে নড়ানো যাবে না, কিন্তু গোড়া আলগা করে দেওয়া যায়। আপনারা রিফরমেটার। কোন কালেই আপনাদের কাজ সহজ ছিল না, হবেও না। আধুনিক নবী (গাল পা ড়ছি না, পুরোনো কনভেনশান) আপনারাই।
এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি।
কিছুদিন আগে আমি একটি ছোট্ট গ্রামে কাজে গিয়েছিলাম। ওখানে এক পূর্বপরিচিত সমবয়সী প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি তথা কথিত "ধর্ম" সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানতেন, কিন্তু কখনই কোন মন্তব্য করেন নি। তিনি বোধ হয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পেরেছিলেন, তারপর পারিবারিক ব্যবসায় লেগে পড়তে বাধ্য হন। ওনার পড়াশোনার অভ্যেস বরাবরই ছিল, অবসর পেলেই এখনও প্রচুর বই পড়েন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার, এক ছেলে ও এক মেয়ে, দু জনেই স্নাতক। আমি ওনাকে ধর্মভীরু বলেই ভাবতাম। আমাকে দেখে উনি ওনার বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে সাদরে ওনার খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি নিয়ে গেলেন। খাওয়াদাওয়া করার পর উনি আমাকে একতাড়া সযত্নে সেলাই করা ফটোকপি দেখিয়ে বললেন দেখুন। হতবাক হয়ে দেখলাম ভবঘুরে, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, সৈকত চৌধুরী, গোলাপ, তামান্না ঝুমু, কাজী রহমান ইত্যাদি লেখক/লেখিকার বিভিন্ন নিবন্ধ এবং মন্তব্যের নির্বাচিত অংশের পিডিএফের ফটোকপি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি এই নিবন্ধগুলি বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে গোপনে যোগাড় করে মন দিয়ে নিজেও পড়ছেন ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকেও পড়াচ্ছেন। উনি কারও সঙ্গে ধর্মীয় বাকবিতন্ডায় নেই। নিয়মিত মসজিদে যান, প্রায় যাবতীয় ধর্মীয় কার্যকলাপ করেন। উনি আমার নীরব প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "গ্রামে তো থাকতে হবে মশাই, লোকের চোখে ওই ধুলো দেওয়া আর কি "। ওনার সমমনস্ক আরও একজন গোপনে ভাগাভাগি করে নিবন্ধগুলি পড়েন।
এনাদের অন্তর্জালে যাওয়ার আর্থিক সামর্থ্য নেই, তবুও আপনাদের যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধগুলি যে করেই যোগাড় করে পড়ছেন। আপনারা ধন্য, সার্থক আপনাদের অমানুষিক পরিশ্রম। এই রকম কত যে লোকজন লুকিয়ে আছেন। কে জানে!
@শ্রদ্ধেয় ভবঘুরে,
আপনি বিভিন্ন সত্যনিষ্ঠ তথ্য এবং নিশ্ছিদ্র যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে ঘৃণ্য অপরাধী যদি কেউ থাকে সে হল মোহাম্মদ। সকল যুগে যুক্তি সম্মত সামাজিক সভ্য মানুষ যে সব কাজকে জঘণ্য অপরাধ বলে জানে তার প্রায় প্রতিটি অপরাধ মোহাম্মদ করেছিল। আইনের বিচারে আধুনিক যুগে তার মৃত্যুদন্ড হতই। ওর অনুসারী বা সমর্থকরাও নিষ্কৃতি পেত না। ঘৃণ্য অপরাধীর সমর্থকরাও সমান অপরাধী।
এই প্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটি ওই পরিচিত ভদ্রলোকের, দ্বিতীয়টি আমার।

১। ঘৃণ্য অপরাধীদের কেউ সম্মান দিয়ে কথা বলে না। মোহাম্মদ ঘৃণ্য অপরাধী , তাকে সাধারণ সম্মান দিয়েও লেখা অনুচিত। যেমন তিনি গেলেন না লিখে সে গেল , তাঁর নয় তার ইত্যাদি, অর্থাৎ তুচ্ছার্থে প্রয়োগ। কিন্তু আপনারাদের লেখায় প্রায়ই ওকে সম্মান দিয়ে লেখা হয়। এর কারণ কি?
২। মোহাম্মদ তার স্ত্রীর সম্পদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকত। ওর কোন শৌর্য বীর্যও ছিল না। সেই সময়ে আরব সমাজে তাকে আদৌ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত না। বর্তমান সমাজেও এই ধরণের মানুষ কোন সম্মান ও মর্যাদার পায় না। এক হতদরিদ্র , শৌর্য-বীর্যবিহীন, স্ত্রী নির্ভরশীল মানুষকে অহংকারী, দাম্ভিক ও শৌর্যবীর্যের পুজারী প্রায় অশিক্ষিত আধা বর্বর কুরাইশরা তা দের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতা- কোনভাবেই মেনে নিতে রাজী ছিল না। সমাজে অপাংক্তেয় মোহাম্মদের মনে এটি একটি বিরাট আঘাত। নিজেকে এক সম্মানীয় মানুষ বানানোর জন্যই তার যাবতীয় ধূর্তামী , চালাকী এবং ঘৃণ্য অপরাধ।
মোহাম্মদের স্বজাতীর প্রতি ভালবাসা, দেশপ্রেম বা আরব জাতীয়তাবাদ কোনকিছুই ছিল বলে হয় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য তার উগ্র আরব জাতীয়তাবাদী মতবাদের একটা মুখোস দরকার ছিল। আমার মনে হয় মোহাম্মদ শেষে মেগালোম্যানিয়াক হয়ে গেছিল।
আমার যত ধারণা আপনাদের মত শ্রদ্ধেয় লেখকদের নিবন্ধের ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে। আমার বুঝতে ভুলও হতে পারে।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৪:৫১ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার লেখাটা পড়লাম বেশ ভাল-সাবলীল এবং ছন্দহীন নয়। আপনি লেখালেখি করেন, আমার পক্ষ থেকে উৎসাহ থাকল।

গোলাপ এর জবাব:
জুন ১৯, ২০১২ at ১২:৪৬ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

আপনার মন্তব্যটি খুব ভাল লাগলো। আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। বিজ্ঞানের আলো এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির তথ্য আদান-প্রদানের সহজলভ্যতায় বহু মানুষ সচেতন হচ্ছে। পরিবর্তন আসছে , কিন্তু খুবই ধীর গতিতে। কয়েক হাজার বছরের এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে ভাঙ্গা সহজ নয়! সময় লাগবে।
এই রকম কত যে লোকজন লুকিয়ে আছেন। কে জানে!

আমার অভিজ্ঞতাও আপনার মতই। আমাদের একটা গ্রুপ ই-মেইল আছে। সেখানে কিছু মুমিন বান্দা "তাবলীগের দাওয়াত ও ধর্মীয় অন্ধত্ব' প্রচার করতো অহরহ:। যেদিন থেকে আমি তার জবাবে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী (সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে) পাল্টা ই-মেইলে তাদের প্রচারণার অসারতা, বর্তমান বিজ্ঞান ও Evolution সম্বন্ধীয় আর্টিকেল ও ভিডিও ছাড়া শুরু করলাম, মুমিন বান্দারা হলো নাখোশ। কিন্তু অনেকেই "ব্যক্তিগত" ই-মেইলে ধন্যবাদ, Appreciation ও সমর্থন দেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তা জানাতে ভয় পান। গত তিন বছরে মুমিন বান্দাদের ঐসব "তাবলিগী" ইমেইল অনেক কমে গিয়েছে।

প্রথম প্রশ্নটি ওই পরিচিত ভদ্রলোকের, দ্বিতীয়টি আমার।

মুহাম্মদ মৃত। তার প্রতি আমাদের কোনই আক্রোশ নেই। সে জাগতিক সব কিছুর উর্ধ্বে। তার নবী জীবন সংগ্রামী ও ঘটনাবহুল। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। আপনার দ্বিতীয় মন্তব্য (প্রশ্ন)টি খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। জন্মের আগেই তিনি তার বাবাকে হারিয়েছেন। ৬ বছর বয়সে হারিয়েছেন মাকে। তার মা আমিনা কেন "মুহাম্মদকে" নিজের কাছে না রেখে তার জন্মের পর পরই 'হালিমার কাছে' দত্তক দিয়ে মাতার স্নেহ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিলেন সে এক রহস্য! আমিনার তো অন্য কোন সন্তান ছিল না। তাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করা তার জন্য 'কষ্ট-সাধ্য' ছিল না প্রচার ও প্রচলিত ধারনা এই যে, "এটা তৎকালীন আরবের রীতি'। কিন্তু সে রীতিটা কি বাধ্যতামূলক সব সন্তানের জন্যে ? নাকি প্রয়োজনে (optional)? যেমন, পিঠা-পিঠি সন্তানের মা- যাদের সন্তান পালনে অসুবিধা তাদের জন্য ? অনেকের ধরানা, সন্তান প্রসবের পর আমিনা অপ্রকৃতস্থ ছিলেন। তাই মুহা ম্মদকে দত্তক দিতে হয়েছিল। যে কারণেই হোক, অনাথ মুহাম্মদের শিশুকালের মানসিক আঘাত তার পরবর্তী জীবনের আচার আচরণের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে ধারনা করা হয়। অনেকেই মনে করেন মুহাম্মদের ছিল "Narcissistic personality disorder"। যেখানেGrandiosity (হামবরা ভাব) উপসর্গটি থাকে খুবই প্রকট ও উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মদের অনুসারীদের মধ্যেও এই একই মানসিকতা প্রকট (shared delusion)। mkfaruk সাহেবের মন্তব্যগুলো মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন।
ভাল থাকুন।

*কাজী রহমান*এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ১২:৫৫ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

খাওয়াদাওয়া করার পর উনি আমাকে একতাড়া সযত্নে সেলাই করা ফটোকপি দেখিয়ে বললেন দেখুন। হতবাক হয়ে দেখলাম ভবঘুরে, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, সৈকত চৌধুরী, গোলাপ, তামান্না ঝুমু, কাজী রহমান ইত্যাদি লেখক/লেখিকার বিভিন্ন নিবন্ধ এবং মন্তব্যের নির্বাচিত অংশের

পিডিএফের ফটোকপি। আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি এই নিবন্ধগুলি বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে গোপনে যোগাড় করে মন দিয়ে নিজেও পড়ছেন ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকেও পড়াচ্ছেন।

তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তমনাদের লেখা পৌঁছে যাচ্ছে দেখে বড্ড ভালো লাগলো। চাইলে যে নানান সুবিধা অসুবিধা ছাপিয়েও মন খুলে জ্ঞানচর্চা করা যায় , খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িতে বসেও যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো ছড়ানো গ্রামের যায় তা দেখে সত্যি সত্যিই তৃপ্ত হলাম। আপনার এই অভিজ্ঞতায় ভাগ বসাতে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ ☕

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৪:৪৬ অপরাহ্ণ

@কাজী রহমান,

তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তমনাদের লেখা পৌঁছে যাচ্ছে দেখে বড্ড ভালো লাগলো। চাইলে যে নানান সুবিধা অসুবিধা ছাপিয়েও মন খুলে জ্ঞানচর্চা করা যায় , খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িতে বসেও যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো ছড়ানো গ্রামের যায় তা দেখে সত্যি সত্যিই তৃপ্ত হলাম। আপনার এই অভিজ্ঞতায় ভাগ বসাতে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ

সত্যি ভাইয়া , আমিও উনার লেখাটা পড়েছি আর ভাল লেগেছে খুব। শুধু বুঝতে পারছিলাম না যে কি উত্তর দিব। আপনি আপনার এই উত্তরে আমার মনের কথাটাই বলে দিলেন ভাই। সত্যি যদি তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তমনাদের লেখা পৌঁছে যায় তবে এটা নিঃসন্দেহে খুবই একটা ভাল খবর , যা কিনা আমার মত হাল ছেড়ে দেয়া কিছু মানুষ কে স্বপ্ন দেখাবে যে এই পৃথিবীটা আমার জীবদ্দশাতে না হোক একদিন না একদিন এই সব ধর্মীয় কুসংস্কার আর নির্যাতনের কালো ছায়া থেকে মুক্তি পাবেই। আমাদের পরের প্রজন্ম বা তার পরের প্রজন্মও যদি সুফল ভোগ করে তবেই আপনাদের লেখাগুলো সত্যিকার সার্থকতা লাভ করবে ভাইয়া।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৭:৫৯ অপরাহ্ণ

@কাজী রহমান,

কাজী সাহেব, আপনার দেওয়া সেই আয়াতটার রেফারেন্স টা আমাকে আরেকবার দিবেন?
ওটা কতকটা এরুপ ছিল,
“কাফের রা কি মনে করেছে?আল্লাহ ইচ্ছা করলে আছমানের একটি খন্ড ছুড়ে মেরে ওদের মাথার চাঁদি ফাটিয়ে দিতে পারেনা?”
আয়াতটা খুব interesting ছিল। আমি রেফারেন্সটা হারিয়ে ফেলেছি। ওটা আমি একটু ভাল করে দেখতে চাই।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২০, ২০১২ at ১১:২৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজান , আপনি তো দেখি কোরান হাদিসের শেষ না দেখে ছাড়বেন না , আমি তো আশংকায় আছি , হয়ত আমার কোরান হাদিস চর্চা বন্দই হয়ে যায় কি না আপনার কারনে।
কিন্তু কথা হলো হঠাৎ আছমানের খন্ড নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন? কেন আপনার মাথায় কি আছমানের খন্ড ছুড়ে মেরে মাথার চান্দি ফাটিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে নাকি আল্লাহ বা তার কোন ফিরিস্তা ?
তবে আপনার কাংক্ষিত আয়াত মনে হয় সূরা-৩৪: আল-সাবা, আয়াত:৯।
বিষয় যাই হোক , দেখুন তো নিচের আরবীর বাংলা অনুবাদটা করা যায় কিনা ?

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر ابن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك في يَوْمِي وفي دوري وعلى فراشي، قال: " ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها " ، قالت: بلى فحرمها، وقال لها: " لا تذكري ذلك لأحد " ، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ } الآيات كلها.

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ১২:০৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,
হ্যাঁ, ভইজান, ঠিক এইটাই।আমাদের দেশে গ্রামে ছোটবেলায় দেখেছি দুই জনের মধ্যে যখন মারা মারি

হওয়ার সূত্রপাত হইত,তখন একজন আর একজন কে হুমকি দিত এই ধরনের কথাবার্তা বলে যে"**আমি এখনি তোর মাথাটা লাঠি দিয়ে এক আঘাতে ফাটিয়ে দিতে পারি।"**
তাই কাজী সাহেব একবার দেওয়ার পর থেকে আমার মনে বার বার আসতেছিল যে যিনি বিশ্ব স্রষ্টা তিনি একটা অশিক্ষিত লোকের মত বাক্য বল্লেন? অথবা কোরানে এখনো আছে?
আর তাছাড়াও আছমান তো শূন্যস্থান তা আল্লাহ ভাল করেই জানেন।
তাই তিনি নিজে কীরে এমন একটা মূর্খের মত কথা বলতে পারেন ? এবং এখনো অসংখ্য লোকের কাছে সমান ভাবে আল্লাহর বানী হওয়ার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে!!
একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?
আপনি যেখানে হাত দিয়েছেন বড় আসল জায়গায়।

কাজেই ওটাকে আমি একটু ভাল করে বি শ্লেষন করতে ইচ্ছুক। কাজেই ঐ আয়াৎ টাকে আমি খুজতেছিলাম।

ধন্যবাদ

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ২:২২ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বিষয় যাই হোক , দেখুন তো নিচের আরবীর বাংলা অনুবাদটা করা যায় কিনা ?

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر ابن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك في يَوْمِي وفي دوري وعلى فراشي، قال: " ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها " ، قالت: بلى فحرمها، وقال لها: " لا تذكري ذلك لأحد " ، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ } الآيات كلها.

আমি ঠিক একেবারে পুরাপুরি হয়তো বুঝতে পারি নাই বা আমার অনুবাদে ভূল ও হতে পারে। আর তা ছাড়া দীর্ঘ দিন যাবৎ এর সংস্পর্ষ হইতে অনেক দূরে। তবে ভাবার্থ টা সম্ভবত এরুপের কাছাকাছি একটা কিছু হইবে।

"আয়েসা হাফছা থেকে বর্নিত, একদা নবী ইব্রাহীমের মাতা মারিয়া কিবতিয়াকে সংগে লয়ে হাফছার গৃহে ঢুকেছিলেন। পরে হাফছা সেখানে ঢুকেছিলেন। তখন হাফসা বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট চিত্তে বেশ কিছু কথা বলেন।
তখন নবী বল্লেন তুমি কী সন্তুষ্ট হবে যদি আমি তাহাকে(মারিয়া কিবতীকে) আমার জন্য হারাম করিয়া দেই এবং আমি আর তাহার নিকটবর্তী না হই?
আয়েসা উত্তরে বলিলেন "হ্যাঁ"
তখন নবী তাহাকে (মারিয়া কিবতীকে) তার (নবীর) জন্য হারাম করিয়া দিলেন এবং বলিলেন "এ কথা অন্য কাহাকেও বলিবেনা।
কিন্তু এরপর হাফসা এ কথা আয়েসার নিকট বলিয়া দিলেন।

এরপর আল্লাহ নবীর নিকট তা (হাফসার আয়েসার নিকট গোপন কথা বলে দেওয়া) প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং পরিস্কার অহী অবতীর্ণ করিলেন: **"হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য কেন হারাম করিতেছ যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন?"**
হাদিছটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এর পূর্নাঙ্গ সঠিক অনুবাদটি আমাকে পাঠাবেনতো।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ১:২৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এর পূর্নাঙ্গ সঠিক অনুবাদটি আমাকে পাঠাবেনতো।

পরের পর্বেই এ বিষয়ে বিস্তারিত শানে নুযুল সহ বর্ণনার আশা করছি যদি আল্লাহপাক সুযোগ দেন।

কোরান যে কি পরিমান বিজ্ঞানময় গ্রন্থ যে বিষয়ে কিঞ্চিত ধারণা পাবেন নিচের নিবন্ধ গুলিতে-

বিজ্ঞানময় আসমানী কিতাব- পর্ব-১, ২ ও ৩

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ২:৫৭ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

বিজ্ঞানময় আসমানী কিতাব- পর্ব-১, ২ ও ৩

আপনার খুব ভাল পর্ব গুলীর সন্ধান দিয়েছেন। আছমান সম্পর্কে কোরানের বক্তব্য আমি খুজতেছিলাম। ঐ পর্বগুলী প্রকাশ কালেআমি মুক্তমনায় এসেছিলামনা।
ধন্যবাদ।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ৪:১৫ পূর্বাহ্ন
@ভবঘুরে,

অনুবাদে একটু সংশোধন:

একদা নবী ইব্রাহীমের মাতা মারিয়া কিবতিয়াকে সংগে লয়ে হাফছার গৃহে ঢুকেছিলেন। পরে হাফছা সেখানে ঢুকেছিলেন।

এর স্থলে নীচেরটা হবে

একদা নবী মোহাম্মদ, ইব্রাহীমের মাতা মারিয়া কিবতিয়াকে সংগে লয়ে হাফছার কয়েকটি গৃহে র কোন একটি গৃহে ঢুকেছিলেন। পরে হাফছা সেখানে ঢুকেছিলেন। :

*গোলাপ*এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ৭:৫৮ পূর্বাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আয়াতটা খুব interesting ছিল।

কুরানে আকাশ নিয়ে অনেক মজার মজার বানী আছে। অল্প কিছু উদাহরণ:
আকাশের ভূপৃষ্ঠে পতন:
* ২২:৬৫- তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে **তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্টে পতিত না হয়**।-
৩৪:৯-আমি ইচ্ছা করলে -**আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব।**
(বলেন, সোবহানাল্লাহ)

আকাশে কোন ছিদ্র নেই:

৫০:৬- তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি - **তাতে কোন ছিদ্রও নেই।**

এমন কি কোন ফাটলও নেই!

* ৬৭:৩-৫- তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। -**কোন ফাটল দেখতে পাও কি?**

কারণ:

৭৮:১২-নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর **মজবুত সপ্ত- আকাশ।**

২১:৩২- আমি **আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি-**

কিন্তু যেদিন:

ক) **তা বিদীর্ণ হবে:**

৫৫:৩৭, ৮২:১, ৮৪:১-যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে -,

খ) **তাতে বহু দরজা হবে:**

* ৭৮:১৯-আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।

গ) **এমনকি তাতে ছিদ্রও হবে:**

৭৭:৯ -যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে

* **কুরান সত্যিই বিজ্ঞান ময়!**

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুন ২১, ২০১২ at ৩:০০ অপরাহ্ণ

@গোলাপ,

ওগুলী দিয়ে ভাল করেছেন। আছমান সম্পর্কে কোরানের বক্তব্য আমি খুজতেছিলাম। আমি save করে রাখব।

ধন্যবাদ

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১:৪০ পূর্বাহ্ণ

@গোলাপ, অসাধারণ ভাবে সাজিয়েছেন ।

*কাজী রহমান*এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ১২:৫০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নিশ্চয়, ওটা ছিলো সূরা ৩৪ আস সাবা, আয়াত ৯

তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা**আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব।** আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

30. 30
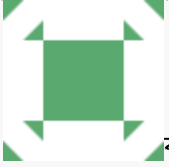
বস্তাপচা
জুন ২০, ২০১২ সময়: ১০:০৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মাননীয় গোলাপ এবং mkfaruk, আপনাদের কাজকর্ম অসাধারণ বলেই অন্তর থেকে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই জন্যই আপনাদের শ্রদ্ধেয় বা মাননীয় সম্বোধন ছাড়া লিখতে সঙ্কোচ বোধ হয়। আমি আদতে শুদ্ধ বিজ্ঞানের ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তথাকথিত প্রচলিত কোন ধর্মেই আমার কোন বিশ্বাস নেই। আমার ধর্ম "মানব ধর্ম"। সুতরাং আমার কাছে নবী, দেব দেবী, অবতার, মন্দির, মসজিদ গীর্জা ইত্যাদি একেবারেই মূল্যহীন। এদের প্র তি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে মারামারি, বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান শিখ, বৌদ্ধ, ইহুদি আর জৈন ধর্মালম্বীরা আছেন। অনেকে ভিন্ ধর্মে বিয়েও করেছেন কিন্তু বিশেষ কেউ কারও ধর্ম বদলান নি, ধর্ম নিয়ে কোন ঝুটঝামেলাও নেই , যে যার মত আছেন। এক মাত্র মোহাম্মদী (ইসলাম লিখলাম না) ধর্মালম্বীদের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর কিছু প্রত্যাশিত ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আত্মীয়স্বজনদের চাপ ছিল বর বা কনেকে বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্মান্তরিত হতে হবে। কেউ নতি স্বীকার করেছেন, অনেকে পাত্তাই দেন নি। শহরে এটা সম্ভব হলেও মফঃস্বল অঞ্চলে কি হত আন্দাজ করতে পারি। তবে দিন কিন্তু বদলাচ্ছে। শুনছি গ্রামাঞ্চলেও নাকি এই ধরণের দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটছে। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমার অধিকাংশ মুসলমান বন্ধুবান্ধব ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদা র বা উদাসীন। ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি, নীচতা কোন কিছুই নেই।
পঞ্চাশ পেরোনোর পর কৌতুহল হওয়ায় আমি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করি। দেখলাম সবধর্মের মূল কথা বা ভাব মোটামুটি একই। ওই নবী , অবতার, তাদের শিষ্যদের

ব্যাখ্যাই গোলমেলে। নবী, অবতারদের ব্যক্তিগত প্রতিভা (personal grandeur) খুবই বেশী থাকায় তাদের শিষ্যরা ভাব (principle) ও ব্যক্তি মিশিয়ে ফেলেছিলেন। এবার দাঁড়াল ব্যক্তি বড়, ভাব ছোট, ফলে সব ভাব উড়ে গোল্লায় গেল। অমুক লোক অমুক দিন অমুক বলেছিলেন আর অমুক নিষেধ করেছিলেন নিয়েই মাতামাতি। আধুনিক সব ধর্ম স ম্প্রদায় ব্যক্তি নিয়ে টানাটানি করছেন, ভাব নিয়ে নয়। ব্যক্তিকে অতি অবশ্যই মানতে হবে কারণ এটি শ্রদ্ধাভক্তির একটি বিশেষ উপাদান। ভাব ব্যক্তির থেকে বড় মানলে আর গন্ডগোল থাকে না।

মোহাম্মদ মার্কা ইসলাম নিয়ে বিশ্বে যে গন্ডগোল বাধছে এর মূল কারণ এটাই। ধূর্ত মোহাম্মদ নি জের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ জন্য যা করে বা বলে গেছে, তার অনুগামী মুমিন বান্দারা সাত পাঁচ না ভেবেই সেটাই অন্ধের মত হনুকরণ করে যায়। সৌদি আরবের ধূর্ত বর্বর শাসকগোষ্ঠি নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা ভেবে এদের মূল মদতদাতা। ওরা ভালই জানে ওদের তেল ফুরোলে আর কো নও দেশ এমন কি অন্য আরবদেশগুলোও বিন্দুমাত্র পাত্তা দেবে না।

আপনারা কি ভাবেন নেটিজেনরা আপনাদের প্রবন্ধ পড়েন না? আমি মুক্তমনার খোঁজ পেয়েছি এক নেটিজেন তথাকথিত মোল্লার কাছ থেকে। তিনি আপনাদের নিবন্ধ/ প্রবন্ধ নিশ্চয়ই মন দিয়ে পড়েন। গোলাপ তো বলেই দিলেন তাঁর অভিজ্ঞতাও আমার মতই। মানসিকতার এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন আধুনিক শিক্ষার আলোয় অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত, কিছুটা আপনাদের মত রিফরমেটরদের অবদান।

@গোলাপ, মোহাম্মদের দারুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। আপনি দেখছি আধুনিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে বেশ ভালই পড়াশোনা করেছেন। Hat's off. এক সময় আমাকে পেশাগত কারণে মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হয়েছিল। ভালই বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাইছেন।

ওই পরিচিত ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে আপনি অসাধারণ মানবিক যুক্তি দিয়েছেন। আমার উত্তরের যুক্তি মোটামুটি একই ধাঁচের হলেও এত স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ছিল না।

@mkfaruk, প্রায় অবসরপ্রাপ্ত হলেও বিভিন্ন চাপের মধ্যেও একটু আধটু লেখার বৃথা চেষ্টা করে থাকি। পাঠক পাঠিকা বলতে আমার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ স্ত্রী আর কিছু আত্মীয়স্বজন , বন্ধুবান্ধব। আপনার মন্তব্যগুলোও অসাধারণ। আমাকে লেখালেখিতে উৎসাহ যোগানোর জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখালেখি কতটা পারব জানি না, তবে নিয়ম করে মুক্তমনায় ঢুকবই। আপনাদের নিবন্ধগুলো কি না পড়ে থাকা যায়? তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবদেরও তো প্রবন্ধগুলো বানান ইত্যাদি সংশোধন করে ছাপিয়ে দিতে হয়।

শেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই মুক্তমনা কর্তৃপক্ষকে যাঁরা পক্ষ বিপক্ষের মতামতের কো ন ভেদাভেদ না করেই যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করছেন। গালাগালি, প্রলাপ বা যুক্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করা সভ্যতা বিরোধী। মুক্তমনা কর্তৃপক্ষ মানব দরদী , মূল লক্ষ্য মানব উন্নয়ন। এই কারণেই বোধ হয় বাধ্য হয়ে কিছু প্রলাপ/যুক্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করেন না , করা যায় না। কিছু লোক মুক্তমনা বিরোধী। তারা ভাবে মুক্তমনায় বোধ হয় সভ্যতা বিরোধী , মানবতা বিরোধী যা ইচ্ছে তাই করা যায়, করতে না পারলেই গালাগালি কুৎসা। কিছু আর বলার নেই।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৯:২৫ অপরাহ্ণ

@বস্তাপচা,

আপনার মন্তব্য গুলো মুক্তমনার লেখকদের জন্য চরম প্রেরণাদায়ক হয়েছে। আপনি নিজেও লেখালেখি করছেন জেনে বিশেষ প্রীত হলাম। আশাকরছি আপনার পক্ষ থেকে কোন লেখা সত্ত্বর নাজিল হবে।

ভালো থাকুন।

31. 31

সাগর

জুন ২০, ২০১২ সময়: ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@mkfaruk –-"'এই ভাষাটা কি শিক্ষিত লোকের? এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করলে পাঠক কি সাইটে আসবে? আপনার সম্পর্কে কি ধারণা করবে? আপনার উদ্দেশ্য সৎ এটা কি কেউ ভাববে, নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করে দেখেন তো? আপনি ধর্ম মানেন আর না মানেন, তারপরও আপনার ধর্ম সম্পর্কে কেউ এমন মন্তব্য করলে আপনার লাগবে না? নিজের নাম পরিচয় দেবার সৎ সাহস নেই, অথচ আপনি মানুষকে সত্যের পথে আনতে চাচ্ছেন ? যাহোক আপনি যত খারাপ মন্তব্য করতে চান করেন। অবশ্যই বাক স্বাধীনতার পক্ষে আমি। …–-শোনেন ভাইজান গালি দেবার জন্য কিন্তু গুহ্যদারে বাশ কথা টা বলা হয়নি…আম্ রা এখানে যারা ব্লগ পরি তারা সবাই এডাল্ট অচেনা ভাই তার লেখার প্রয়জনে এবং একটি বিষয়ের প্রতি তার মাত্রাগত অনুভুতি বুঝাতে ব্যাব হার করেছেন …অনেক সাহিত্যিক তাদের লেখায় তা করেন আপ্নিও জানেন কিন্তু এ টা ব্লগে করা যাবে না কেন এটা কি বাচ্চাদের সাইট…? কিন্তু আপনি বিষয় টি কে moral surface এ ফেলে জটিল করলেন…অদ্ভুত…
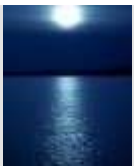
*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২০, ২০১২ at ৪:৩৪ অপরাহ্ণ

@সাগর,

শোনেন ভাইজান গালি দেবার জন্য কিন্তু গুহ্যদারে বাশ কথা টা বলা হয়নি...আম্ রা এখানে যারা ব্লগ পরি তারা সবাই এডাল্ট অচেনা ভাই তার লেখার প্রয়জনে এবং একটি বিষয়ের প্রতি তার মাত্রাগত অনুভুতি বুঝাতে ব্যাব হার করেছেন...

ধন্যবাদ ভাই যে আপনি ব্যাপারটা অনুভব করেছেন। আসলে mkfaruk সাহেবের ওই over react করাটা আমাকে খুব বিস্মিত করেছিল, তাই উনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আমি দেইনি, বরং কথার পীঠে আরেকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি।

32. 32

বস্তাপচা

জুন ২০, ২০১২ সময়: ১০:১৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ মাননীয় কাজী রহমান সাহেব, লড়াই চলার সময় কোন কর্তব্য করার জন্য কোন সামান্য সৈনিক ধন্যবাদ আশা করে না বা দেওয়াও অনুচিত বলে আমি মনে করি। আপনারা সেনাধ্যক্ষ , আপনাদের পরিকল্পনায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমি শুধু একটি ছোট্ট ছবি তুলে ধরেছি। সেটাই আমার কর্তব্য। ধন্যবাদ ওই পরিচিত ভদ্রলোকের প্রাপ্য আমার নয়। আশা করি কিছু মনে করবেন না।
@ মাননীয় অচেনা, "*আমার মত হাল ছেড়ে দেওয়া কিছু মানুষকে স্বপ্ন দেখাবে যে এই পৃথিবীটা আমার জীবদ্দশাতে না হোক একদিন না একদিন এই সব ধর্মীয় কুসংস্কার আর নির্যাতনের কালো ছায়া থেকে মুক্তি পাবেই। আমাদের পরের প্রজন্ম বা তার পরের প্রজন্মও যদি সুফল ভোগ করে তবেই আপনাদের লেখাগুলো সত্যিকার সার্থকতা লাভ করবে ভাইয়া*"-ভাই অচেনা, আপনার লেখা পড়ে আনন্দে যেমন বুক ভরে গেল , তেমন আবার কিছুটা মনও খারাপ হয়ে গেল। হাল ছেড়ে দেবেন কেন ? আমরা কি হেরে গেছি? লড়াই তো সবে শুরু, তার আগেই হেরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা মানে মুক্তমনা লেখকরূপী শ্রদ্ধেয় বীরসৈনিকদের কিছুটা ছোট করা। ভাই অচেনা , স্বপ্ন দেখবেন না কারণ "ধন্য আশা কুহকিনী" আর আশাও করবেন না যে আমরা জিতব। আমরা জুয়া খেলছি না, সব ধর্মীয় কুসংস্কার আর নির্যাতনের কালো ছায়ার বিরুদ্ধে এক হয়ে এক প্রাণে লড়াই করছি। মনে দৃঢ় বিশ্বাস আনুন আমরা জিতছি , জিতবই জিতব। মানছি শেষ বিজয় দেখার জন্য

আমরা কেউ আর স্বশরীরে থাকব না কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রজম্মের পর প্রজন্ম প্রবহমান হয়ে বেঁচে থেকে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাবে। সেটাই তো আমাদের বেঁচে থাকা। একটি লিখিত শুকনো ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার মূল বক্তব্যের ব্যাপ্তির পরিমাপ করা আম ার পক্ষে অসম্ভব। আপনাকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। মুক্তমনা জিন্দাবাদ।
@ মাননীয় রাজেশ তালুকদার, আপনি প্রীত হয়েছেন জেনে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। “*আশা করছি আপনার পক্ষ থেকে কোন লেখা সত্বর নাজিল হবে*”, বলে তো মহা বিপদে ফেলে দিলেন মশাই।
কোথায় আপনারা আর কোথায় আমি? ব্যাপারটা অনেকটা সেই নেতাজি আর পেঁয়াজির মত দাঁড়াবে না? আমার প্রলাপ দেখে তো আপনারাই ঘাড়টি ধরে বের করে দেবেন। আপাতত সময়াভাব তাই কিছুদিন পরে সসম্মানে ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২২, ২০১২ at ২:৩৫ অপরাহ্ণ

@বস্তাপচা,

ভাই অচেনা, আপনার লেখা পড়ে আনন্দে যেমন বুক ভরে গেল , তেমন আবার কিছুটা মনও খারাপ হয়ে গেল। হাল ছেড়ে দেবেন কেন? আমরা কি হেরে গেছি? লড়াই তো সবে শুরু, তার আগেই হেরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা মানে মুক্তমনা লেখকরূপী শ্রদ্ধেয় বীরসৈনিকদের কিছুটা ছোট করা।

না ভাইজান হাল আর ছেড়ে দিচ্ছি না। আপনি যে ঘটনার কথা বললেন, সেটা জানার পর আর হাল ছেড়ে দিবার প্রশ্নই আসেনা। মুক্ত মনার একজন পাঠক হিসাবে সম্মানিত লেখকদের অনেক লেখাই আমি পড়েছি,অনেক যায়গাতে রেফারেন্স হিসাবেও দেবার চেষ্টা করেছি। ফলাফল শুন্য ছিল আমার। ”**নাস্তিকদের কাছ থেকে ধর্ম জানার আগ্রহ নেই”** এই কথাটাই বার বার শুনতে হয়েছে আমাকে।কাজেই বুঝতেই পারছেন যে যাদেরকে লেখাগুলো পড়তে বলেছি কেউ পড়েনি , বলেছে যে এইসব পড়ার সময় নাকি তাদের নেই!
খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমার চারপাশে সালাফিস্ট আহলে হাদিস রা গিজ গিজ করে। আমার আত্মীয় স্বজন সবাই আহলে হাদিস। আর এরা যে কি জিনিস তা তো যানেন।কাজেই আমি এদেরকেই লেখা গুলো পড়তে বলেই এইসব উত্তর পেয়েছি।

যাক আপনার কাছ থেকে যে খবরটা পেলাম এটা অনেক ভাল একটা খবর।এভাবেই নিশ্চয়ই অন্য অনেক যায়গাতেও অনেক সাড়া এসেছে।

যাক ভাই শীগগির আপনার কাছে থেকে কোন পুর্নাঙ্গ লেখা পা ব এই আশায় রইলাম। ভাল থাকবেন। 🙂

33. 33

বস্তাপচা

জুন ২২, ২০১২ সময়: ৫:৩২ অপরাহ্ন লিঙ্ক

ভাই অচেনা, আপনার সদর্থক উত্তর পেয়ে মন ভরে গেল। আমাদের কাজই তো শূন্য থেকে আরম্ভ। আপনি যাদের কথা বলেছেন তাঁদের কোন দোষ নেই, সেই ছোটবেলা থেকেই মগজ ধোলাই হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে কাজটি খুব কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বিপণন জগতে একটি কথা খুব চালু -যে এস্কিমোদের কাছে ফ্রিজ বেচতে পারবে সে সার্থক বিপণনকারী। মাটির হাঁড়ির ক্রমাগত আলতো ঘষায় শক্ত পাথরেও দাগ পড়ে যায়। ঠিক এই কায়দাটাই সুকৌশলে কাজে লাগান। সরাসরি কোন ধর্মের কথা তুলবেন না বা সরাসরি কোন প্রতিবাদে যাবেন না। হাসি ঠাট্টার মাঝে একটু মজা করে প্রসঙ্গটি তুলবেন, কখনই গুরুগম্ভীর ভাবে নয়। মোট কথা কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে প্রথম প্রথম কোন ফল পাবেন না, লাথিঝাঁটা খাওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মানুষ মাত্রেরই বিবেক আছে। ক্রমাগত চেষ্টা করে গেলে একজন না একজন আপনার কাছে মোদ্দা কথাটি জানতে চাইবেই। তাকে আবার হড়হড় করে সব কিছু উগলিয়ে দেবেন না । তার কৌতুহল ঠিক কোন জায়গায় সেটা ভাল করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তারপর তার কৌতুহল কিছুটা মেটানোর মত দু ’টি কি একটি ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবেন। তিনি নিশ্চয় ব্যাপারটি নিয়ে কিছুটা ভাববেন। আরও কৌতুহল জাগতেই পারে। এবার আস্তে আস্তে লাটাই ছাড়ুন। ব্যাপারটি লিখতে যত সোজা, কাজে নেমে দেখবেন কাজটি কত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। হাল ছাড়লে কিন্তু চলবে না। এই ভাবেই ফল পাবেন, কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখলাম।

এবার পূর্ণাঙ্গ লেখার কথায় আসি। ধর্ম নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বেশ কিছু দিন ধরেই মুক্তমনায় আসি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। মাঝেমাঝে ওই তথ্যগুলো কিছু লোকের বেজায় কাজে লাগে। তারা ওই তর্কগুলো বেশ জাঁকিয়ে করেন। কিছু বছর আগে পঞ্চাশ পেরোনোর পর কৌতুহল হওয়ায় আমি জানার জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আর ভারতীয় ষড়দর্শন নিয়ে কিছুকাল পড়াশোনা

করেছিলাম। কিছু বুঝেছিলাম, কিছু বুঝি নি তবে শুধু এটুকু বুঝেছি ভারতীয় ষড়দর্শনে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই, স্বর্গ নরক বলে কিছুই নেই। বুঝতেই পারছেন ধর্ম নিয়ে আমার জ্ঞান একেবারেই সীমিত ; বলার মত, লেখার মত কিছুই নেই। তবুও আপনি যখন অনুরোধ করলেন একটু চেষ্টা করে দেখব। তবে অর্ধচন্দ্র নিশ্চিত। ভাল থাকবেন।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@বস্তাপচা, খুব ভাল লাগলো আপনার কথাগুলি। আমি পুরোপুরি একমত।আসলে ধর্ম এমন একটি ব্রেইন ওয়াশিং সিস্টেম যে এটা থেকে বের হওয়া খুব মুশকিল।

আর না ভাই আমার বিশ্বাস যে আপনি আসলেই ভাল লিখেন আর এখানেও ভাল লিখবেন, কারন খুব গুছিয়ে কথাগুলো লিখেছেন।অপেক্ষায় রইলাম আপনার লেখার :-)।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=26797

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১৫

তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪১৯ (জুন ২২, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : নাসেক মনসুক]

নাসেক মানসুকের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরন হলো নীচে -
হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০
উক্ত আয়াত টি নিচের আয়াত দ্বারার বাতিল হয়ে যায়-

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, আল আহযাব-৩৩: ৫২
উক্ত ৩৩: ৫০ আয়াতের একটি লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো - কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। - তার অর্থ নবী যত খুশী তত বিয়ে করতে পারবেন। আর এটা নবীর জন্য বিশেষ আল্লাহ বিশেষ আনুকূল্য। তার কি অসুবিধা ? অনেকগুলো স্ত্রী না থাকলে তার কি অসুবিধা হয় ? পাঠকের সুবিধার্থে উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইবনে কাথিরের তফসির নিচে দেয়া হলো-

(and a believing woman if she offers herself to the Prophet, and the Prophet wishes to marry her — a privilege for you only,) means, `also lawful for you, O Prophet, is a believing woman if she offers herself to you, to marry her without a dowery, if you wish to do so.' This Ayah includes two conditions. Imam Ahmad recorded from Sahl bin Sa`d As-Sa`idi that a woman came to the Messenger of Allah and said, "O Messenger of Allah, verily, I offer myself to you (for marriage)." She stood there for a long time,

then a man stood up and said, "O Messenger of Allah, marry her to me if you do not want to marry her." The Messenger of Allah said:

(Do you have anything that you could give to her as a dowery) He said, "I have only this garment of mine."

The Messenger of Allah said: (If you give her your garment, you will be left with no garment. Look for something.) He said, "I do not have anything." He said: (Look for something, even if it is only an iron ring.) So he looked, but he could not find anything. Then the Messenger of Allah said to him-" Do you have)know (anything of the Qur'an) He said, "Yes, Surah such and such and Surah and such," he named the Surahs. So, the Messenger of Allah said: (Do you have)know (anything of the Qur'an) He said, "Yes, Surah such and such and Surah and such," he named the Surahs. So, the Messenger of Allah said: (I marry her to you with what you know of the Qur'an.) It was also recorded by (Al-Bukhari and Muslim) from the Hadith of Malik. Ibn Abi Hatim recorded a narration from his father that `A'ishah said: "The woman who offered herself to the Prophet was Khawlah bint Hakim." Al-Bukhari recorded that `A'ishah said, "I used to feel jealous of those women who offered themselves to the Prophet and I said, `Would a woman offer herself' When Allah revealed the Ayah: (You can postpone whom you will of them, and you may receive whom you will. And whomsoever you desire of those whom you have set aside, it is no sin on you-) I said, `I see that your Lord hastens to confirm your desires. (Ibne Kathir-www.qtafsir.com)

তাফসির থেকে দেখা যাচ্ছে-যদি কোন বিশ্বাসী নারী মোহাম্মদকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তিনি তাকে কোনরকম মোহর প্রদান ছাড়াই বিয়ে করতে পারবেন(O Prophet, is a believing woman if she offers herself to you, to marry her without a dowery, if you wish to do so) ।শুধু এটাই নয়, উক্ত তাফসির থেকে দেখা যাচ্ছে- **নবীর বালিকাবধূ আয়েশা বলছে- আমি খুবই ঈর্ষা বোধ করতাম যখন কোন নারী স্বেচ্ছায় নবীর কাছে আত্মসমর্পন করত।** বলা বাহুল্য নবীও তাদেরকে উদার ভাবে গ্রহণ করতেন তাঁর বাহুডোরে, সেকারনেই আয়শার এরকম ঈর্ষাবোধ। কোন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন নারীই তার স্বামীর এ ধরনের বহু নারী প্রীতি মেনে নিতে পারে না।হাদিস থেকে দেখা যায়, মোহাম্মদের বাল্যবন্ধু আবু বকরের কন্যা অত্যন্ত আত্ম সম্মানবোধ সম্পন্ন ছিল। যাহোক আয়েশার উক্ত বক্তব্যের কারনে আল্লাহ অতিশয় দয়া পরবশ হয়ে অতি দ্রুত এ আয়াত নাজিল করে-
আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। কোরান, 33: 51

মোহাম্মদের বহু নারী প্রীতি জনিত কষ্ট আল্লাহ যে একেবারেই সহ্য করতে পারত না এটা তার উজ্জ্বল নমুনা।শুধু তাই নয় যত ইচ্ছা বিয়ে করার জন্য মোহাম্মদকে কোন টাকা পয়সা যাতে খরচ করতে না হয় সে ব্যবস্থাও আল্লাহ করে দিল । বিষয়টি আয়শার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। এটা কিভাবে সম্ভব যে আল্লাহ তার নবীর বহু নারী প্রীতি নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন থাকতে পারে? আল্লাহর কি আর অন্য কাম কাজ নেই ? যে কারনে আয়শা আশ্চার্যন্বিত হয়ে বলছে- - **I see that your Lord hastens to confirm your desires-** আমি দেখছি আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছা পূরনে মোটেই দেরী করেন না।আসলেই বড় তাজ্জব কায় কারবার এই মোহাম্মদের। বোঝা বড়ই দায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে , আয়শা মূলত: ধরে ফেলেছে যে মোহাম্মদের জিব্রাইল দর্শন বা তার আল্লাহর ওহী এসব মোহাম্মদের মনগড়া বানানো কিচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়।আর তাই তার এ বক্তব্য।
তবে সব সময় যে মোহাম্মদ যাকে তাকে বিয়ে করতেন তা কিন্তু নয়, আসলে নারীর রূপ সৌন্দর্য মোহাম্মদকে আকৃষ্ট করলেই মাত্র তিনি বিয়ে করতেন , নতুবা করতেন না।তাও কিন্তু উক্ত তাফসিরে দেখা যাচ্ছে।সেখানে এক মহিলা মোহাম্মদের কাছে এসে আব্দার জানায় তাকে বিয়ে করার।অনেক ক্ষন দাড়িয়ে থাকার পরেও মোহাম্মদ তার দিকে ফিরেও তাকান না।কারন নবী উক্ত নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন নি।অত:পর এক লোক সেখানে দাড়িয়ে ছিল বিষয়টি তার নজর কাড়াতে সে নবীর কাছে উক্ত নারীকে বিয়ে করার আর্জি জানায়, সে বলে- হে নবী আপনি বিয়ে করতে না চাইলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন।নবী তাকে জিজ্ঞেস করেন-মোহরানা দেয়ার মত তার কাছে কিছু আছে কিনা।লোকটি না সূচক উত্তর দিলে নবী বলেন সে কোরান থেকে কিছু মুখস্থ বলতে পারবে কি না। অত:পর লোকটি কয়েকটি সূরা থেকে কিছু আয়াত মুখস্থ বললে সেটাই তার মোহারানা হিসাবে ধার্য্য করে মোহাম্মদ নারীটিকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। মোহাম্মদের ১২/১৩টা বিয়ে নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন ইসলামি পন্ডিতরা বলে- বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাকে বিয়ে করতে হয়।এখন কারনটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে । সেটা হলো নারীর রূপ যৌবন তাঁকে আকৃষ্ট করলেই একমাত্র তিনি তাকে বিয়ে করতেন। যা কিন্তু পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে নিচের আয়াতে-

এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২
উক্ত আয়াতে আল্লাহই বলছে যদিও তাদের (নারী) রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে । এ থেকে বোঝা যাচ্ছে নবী যে অনেকগুলো বিয়ে করেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সামাজিক কারন বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা ছিল নারীর রূপ লাবন্য। তার অর্থ ইসলামি পন্ডিতরা যেসব বক্তব্য দেয় তা সত্য নয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য এখানে প্রধান নয় বরং মোহাম্মদকে যে সব নারী আকৃষ্ট করত, মোহাম্মদ তাকেই বিয়ে করতে চাইতেন। এছাড়াও এটাও ভাবার বিষয় যে- আল্লাহর নবীকে কেন সামাজিক কারনেও একের পর এক বিয়ে করে যেতে হবে ?এভাবে একের পর এক বিয়ে করে যাওয়াতে সেই মদিনাতে সাধারণ লোক জন মোহাম্মদের নারী লিপ্সা নিয়ে কানা ঘুষা করতে থাকে , বিশেষ করে খৃষ্টানরা। খৃষ্টানরা বলা বলি করছিল এ কোন ধরনের নবী যে একের পর এক বিয়ে করে যাচ্ছে অথচ তাদের যীশু খৃষ্ট কোন রকম বিয়ে বা নারীর সংস্পর্শ ছাড়াই তাঁর ধর্ম প্রচার করে গেছেন। বিষয়টি তাদের কাছে খুব অদ্ভুত ও উদ্ভট মনে হচ্ছিল। মোহাম্মদ তখন চিন্তা করলেন বিষয়টিকে বে শী বাড়তে দেয়া ঠিক নয়। আর সেকারনেই আগের বিয়ে গুলো জায়েজ করার জন্য ৩৩:৫০ আয়াত

নাজিলের পর পরই অথবা কিছুদিন পর উক্ত ৩৩:৫২ আয়াতের আমদানী করেন মোহাম্মদ এবং বলাবাহুল্য, ৩৩: ৫২ আয়াত দ্বারা ৩৩:৫০ আয়াত মানসুক বা রদ হয়ে যায়। তবে দাসীদের ক্ষেত্রে নবীর নারী লিপ্সার বিষয়টি বরাবর বলবত থাকে।অর্থাৎ তিনি যত ইচ্ছা খুশী দাসী রেখে তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করতে পারবেন। শুধুমাত্র স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি কার্যকর হয়।

এখানে একটা ব্যপার খুব কৌতুহলোদ্দীপক। তা হলো ৩৩ নং সূরার ৫০ নং আয়াতে মোহাম্মদকে আল্লাহ যত খুশী বিয়ে করার লাইসেন্স দিচ্ছে অথচ মাত্র এর এক আয়াত পরেই ৫২ নম্বর দ্বারা তা বাতিল করে দিচ্ছে। এর পর মনে হতে পারে যে বিয়ের ফ্রি লাইসেন্স দেয়ার পর পরই আল্লাহ তা বাতিল করে দিয়েছে তার অর্থ উক্ত লাইসেন্স অনুযায়ী মোহাম্মদ আর কোন বিয়ে করেন নি। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয়।

বিস্ময়কর ব্যপার হলো উক্ত বাতিলকরন আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও মোহাম্মদ তা মেনে চলার ধার ধারেন নি।অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন। বিষয়টি শুনতে খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে ? না মোহাম্মদ এভাবেই তার আল্লাহর নির্দেশ বার বার অমান্য করেছেন, অমান্য করার পর পরই তা আবার পাল্টা আয়াত নাজিল করে শুধরে নিয়েছেন। তবে আল্লাহর নিষেধ অমান্য করে বিয়ে করার পর মোহাম্মদ তার সংশোধনী কোন আয়াত আমদানী করেন নি। এর কারনটাও বোধগম্য, সে সময় মদিনাতে তিনি সর্ব শক্তিমান ও তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দ করার মত কেউ তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী কাজের জন্য আর কোন আয়াত নাজিলের দরকার বোধ করেন নি। উক্ত সূরা আহযাব নাজিল হয় খন্দকের যুদ্ধ বা আহযাবের যুদ্ধের পর পর। উক্ত যুদ্ধ শুরু হয় ৩১শে মার্চ, ৬২৭ সালে বা হিজরী ৫ম সালে ।

(তথ্য সূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Trench)
(http://www.alim.org/library/quran/surah/introduction/33/MAL)
তার অর্থ ৬২৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে উক্ত সূরা আহযাব নাজিল হয়। এর পর খায়বারের ইহুদিদেরকে মোহাম্মদের বাহিনী আতর্কিকে সকাল বেলা আক্রমন করেন ৬২৯ সালে এবং প্রায় নিরস্ত্র ইহুদিদেরকে কচুকাটা করেন। যদিও মুসলিম পন্ডিতরা বলে থাকেন এটাও না কি মোহাম্মদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ। ভোর বেলা আতর্কিতে একটা জনপদে দলবল সহ আক্রমন করা কোন ধরনের আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ তা একামাত্র মোহাম্মদ আর তাঁর আল্লাই জানেন। যাহোক , খায়বারের ইহুদী সর্দার কিনানের স্ত্রীর রূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মোহাম্মদ তাকে গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহন করেন, বিয়ে করা ছাড়াই তার সাথে প্রথম রাত কাটান ও পরে তাকে বিয়ে করেন।৬২৭ সালে আল আহযাব সূরা নাজিল হয় আর তার ৫২ নং আয়াতে মোহাম্মদকে পরিষ্কার আল্লাহ বলে দেয় তিনি আর কোন বিয়ে করতে পারবেন না , অথচ ৬২৯ সালে খায়বারের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ সে নিষেধ অমান্য করে সাফিয়াকে বিয়ে করেন।সত্যি সত্যি যদি কোন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ মোহাম্মদের কাছে বানী পাঠাত, মোহাম্মদ কি এ ধরনের নির্দেশ অমান্য করার দু:সাহস করতেন ? এখানে মোহাম্মদের বিয়ের একটা সময়ভিত্তিক ক্রমিক নম্বর দেয়া হলো-

১ম: বিবি খাদিজা- মোহাম্মদ ৪০ বছর বয়স্কা খাদিজাকে ২৫ বছর বয়েসে বিয়ে করেন।ধনাড্য খাদিজাকে বিয়ে করার পর মোহাম্মদের দারিদ্র ঘোচে।স্ত্রীর আয়ের ওপর নির্ভর করে মোহাম্মদ তাঁর চিন্তা ভাবনাকে গুছিয়ে নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সুযোগ পায়।

২য়: বিবি সওদা- খাদিজা মারা যাওয়ার পর ৫৫ বছর বয়স্কা সওদাকে বিয়ে করেন। মোহাম্মদের বাচ্চা কাচ্চাদের দেখাশুনো করার জন্য তিনি সওদাকে বিয়ে করেন।

৩য়: বিবি আয়শা - ৫৩ বছর বয়েসে মোহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করেন। আয়শা ছিলেন মোহাম্মদের বাল্যবন্ধু আবু বকরের কন্যা। স্বপ্নে দেখে মোহাম্মদ একে বিয়ে করেন।

৪র্থ: বিবি হাফসা- হযরত ওমরের কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন।ওমর তার বিধবা কন্যাকে ওসমান ও আবু বকরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় , তারা প্রত্যাখ্যান করার পর মোহাম্মদ বিয়ে করেন।

৫ম: বিবি জয়নাব বিনতে খুজাইমা- বদর যুদ্ধে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর পরই মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন।

৬ষ্ট: বিবি উম্মে সালামাহ- তারা ইথিওপিয়াতে প্রবাসকালে তার স্বামী মারা যাওয়ার পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন।

৭ম: বিবি জয়নাব বিনতে জাহস- মোহাম্মদের পালক পূত্র জায়েদের স্ত্রী।একবার স্বল্প বসনা জয়নাবকে তার ঘরের মধ্যে আতর্কিতে দেখে ফেলার পর আকৃষ্ট হয়ে মোহাম্ম দ তার প্রেমে পড়েন। মোহাম্মদ নানা কায়দায় তাকে তালাক দিয়ে পরে পূত্র বধূকে নিজেই বিয়ে করেন। এ বিয়ে করার জন্য আল্লাহকে বহু কাঠ খড় পোহাতে হয় কারন তাকে একের পর এক আয়াত নাজিল করতে হয় সাধারণ মানুষের কানা ঘুষা বন্দ করার জন্য।

৮ম: বিনি জুরাইয়া- পরাজিত বানু মুস্তালিক গোত্রের প্রধানের বিধবা স্ত্রী। এ বিয়ের পর উক্ত গোত্রের সকল বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে সবাইকে মোহাম্মদ তার দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। এটা ছিল খুবই কার্যকরী একটা বিয়ে।

৯ম: বিবি হাবিবা- স্বামীর সাথে ইথিওপিয়ার গমন করার পর তার স্বামী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে , ফলে তাদের তালাক হয়ে যায়, এর পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন।

১০ম: বিবি সাফিয়া-খায়বার যুদ্ধে বিজয়ের পর মোহাম্মদ তাকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগে পান। যেদিন মোহাম্মদ সাফিয়ার স্বামী, পিতা, ভাই সহ সকল আত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করেন সেদিনই সাফিয়াকে নিয়ে রাত কাটান। পরে তাকে বিয়ে করেন।

১১শ: বিবি মায়মুনা- প্রথম স্বামী তালাক দিলে আবার বিয়ে করে, সে স্বামী মারা গেলে মোহাম্মদ বিয়ে করেন।

১২শ: মারিয়া- মিশরের একজন শাসকের কাছ থেকে পাওয়া এ কপটিক খৃষ্টান দাসী ভীষণ সুন্দরী ছিল।মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করা ছাড়াই তার সাথে যৌন সঙ্গম করতেন ও তার গর্ভে ইব্রাহিম নামের ছেলের জন্ম দেন। ইব্রাহীম শৈশবেই মারা যায়।একে মোহাম্মদ বিয়ে করেছেন কি না এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। কারন অন্য সকল স্ত্রীর ঘর থাকলেও মারিয়ার জন্য কোন ঘর ছিল না। বলাবাহুল্য, স্ত্রীর জন্য একটা ঘর থাকার অর্থ উক্ত নারীকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে নেয়া। এ সূত্রে দেখা যায় মারিয়া মোহাম্মদের যৌন দাসী ছাড়া আর কিছু ছিল না। এমন কি ইবনে কাথিরের তাফসিরেও তাকে স্ত্রী হিসাবে নিশ্চিতভাবে স্বীকার করা হয় নি।

(সূত্র: http://www.islamawareness.net/Muhammed/ibn_kathir_wives.html)

উক্ত ক্রমিক থেকে দেখা যায় বিয়ে না করার নির্দেশ জারি হওয়ার পরেও মোহাম্মদ আরও কমপক্ষে দুইটা নিশ্চিত বিয়ে করেন।
মারিয়াকে ধরলে সংখ্যা হবে তিন।
উপরের তালিকা থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে মোহাম্মদের বিয়ের মধ্যে বিবি খাদিজা ও সওদাকে বিয়ে করার যুক্তি সঙ্গত কারন বিদ্যমান। হয়ত বা একটা গোষ্ঠিকে দলে টানার জন্য জুরাইয়াকেও যুক্তির মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু ৬ বছরের আয়শা , ওমরের মেয়ে হাফসা, পূত্রবধূ জয়নাবকে বিয়ে করার কি কারন তা বোঝা দু:সাধ্য।যুদ্ধে শহিদ হওয়া বিধবা অসহায় নারীদের বিয়ে করে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন বলে ইসলামী পন্ডিতরা বহুল প্রচারনা চালায়।বিরাট মহান কাজ নি:সন্দেহে।তার অর্থ তখন মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ ছিল না তাদেরকে বিয়ে করার।বরং তাদের ভাব হলো- মোহাম্মদ যে তখন মক্কা মদিনার তাবৎ বিধবাদের বিয়ে করেন নি এটা দিয়ে প্রমানিত হয় মোহাম্মদ নারী লিপ্সু ছিলেন না। তারা এ প্রচারনা চালাতে গিয়ে একটা বিষয় ভুলে যায় যে এই মোহাম্মদকে তারা আল্লাহর নবী, দুনিয়ার শ্রেষ্ট ও সর্ব যুগের আদর্শ মানুষ হিসাবে প্রচার চালায়।এভাবে তার একের পর এক বিয়ে যে মোহাম্মদকে শুধুমাত্র সেই ১৪০০ বছর আগেকার একটা গোষ্ঠি নেতার কাতারে ফেলে দেয় এটা বোঝার মত বুদ্ধি এদের ঘটে নেই।তা ছাড়া এতগুলো বিয়ে করে তিনি যে স্ববিরোধীতা করেছেন তা হলো- নিজে বিয়ে করেছেন অগণন, অথচ তার অনুসারীদেকে করতে বলেছেন মাত্র ৪ টা বিয়ে করতে। এটা কেমন কথা ? একজন মদখোর অন্যকে মদ খেতে নিষেধ করতে গেলে আগে তার নিজের মদ খাওয়া ছাড়া উচিত। কিন্তু মোহাম্মদ সেসবের ধার ধারেন না। ইসলামি পন্ডিতরা বলে মোহাম্মদের সব কাজ বোঝা যায় না, আল্লাহর নবী হিসাবে তার কিছু কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারী কাজ ছিল যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না বা পারত না। আর এটা হলো প্রত্যেক নবীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একজন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করা যায় কিভাবে ? মোহাম্মদের একটার পর একটা বিয়ে , দাসীর সাথে যৌন মিলন করে বাচ্চা উৎপাদন তাঁর বিশাল মহানুভবতা ও নবী হিসাবে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বৈ কি? আহা, দ্বীনের নবী- গরীব ও অসহায় বিধবাদের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না, তাদেরকে একটার পর একটা বিয়ে করে তার হারেমে তোলেন, এর চাইতে মহৎ কাজ দুনিয়াতে আছে ? কিন্তু প্রশ্ন হলো তার উম্মতদেরকে কেন মাত্র একসাথে ৪ টা বিয়ে করার অনুমতি দিলেন, কেন তাদেরকে নবীর আদর্শ অনুসরণ করে তাদেরকেও মহৎ হওয়ার সুযোগ দিলেন না?

এ কেমন ধরনের নবী যিনি তার আল্লাহর আদেশ লংঘন করেন? কেমন ধরনের আদর্শ শিক্ষক যিনি নিজেই নিজের দেয়া শিক্ষাকে অনুসরণ করেন না , নিজে করেন একটা অথচ অনুসারীদেরকে বলেন অন্যটা করতে ?

মদ খাওয়া, নবীর বিয়ে, জুয়া খেলা এসব বিষয়ে মানসুক তথা বাতিলকরন পদ্ধতি টি ইসলামি পন্ডিতরা খুব জোরে সোরে মেনে নেয় কিন্তু অমুসলিমদের সাথে সহাবস্থান বিষয়ে মদিনাতে নাজিল হওয়া হিংসাত্মক বা জিহাদী আয়াত সমূহ দ্বারা মক্কায় নাজিল হওয়া শান্তির আয়াতসমূহ মানসুক বা বাতিল হয়ে যাওয়াটা তারা কেন মেনে নেয় না ? এখানেই এক বিরাট গলদ বিদ্যমান। আসল ব্যপার হচ্ছে বর্তমানে মুসলমানরা দুনিয়াতে সব দিক দিয়ে হীন বল হওয়াতে তারা এটা প্রকাশ্যে মেনে নেয় না, কিন্তু মনে মনে ঠিকই মেনে নেয়। এটা মেনে নিলে দুনিয়ার সকল অমুসলিম তাদেরকে উচ্ছেদ

করার পণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পা রে।অমুসলিমদের সে রুদ্ররোষ থেকে বাঁচতেই আপাত এ অপকৌশল যাকে আমরা **তাকিয়া (Taqya)** বলতে পারি।
তাকিয়া সম্পর্কে উইকিপিডিয়াতে কি বলছে দেখা যাক-

Taqiyya (alternate spellings taqiya, taqiyah, tuqyah), meaning religious dissimulation,[1] This means a legal dispensation whereby a believing individual can deny his faith or commit otherwise illegal or blasphemous acts while they are under those risks.[2](http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiyya)

এখানে বলছে তাকিয়া হলো ধর্মীয় কপটাচার, অর্থাৎ ধর্মীয় গুঢ় উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনে মিথ্যা বলা যাবে। নাসেক মানসুকের বিষয়টা কোথাও কোথাও অস্বীকার করাটা এ তাকিয়ার পর্যায়ে পড়ে।যেমন শান্তিপূর্ণ মাক্কি আয়াতগুলো মদিনার জিহাদি আয়াত দ্বারা বাতিল হলেও (পর্ব-১৩ ও ১৪) বার বার অমুসলিমদের কাছে - ইসলাম শান্তির ধর্ম, দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি নাই, তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে- এসব বলাটা ইসলামের সবচাইতে বেশী প্রচলিত তাকিয়া।বর্তমানে সারা দুনিয়াতে ইসলাম প্রচারকারী মিডিয়া ও তথাকথিত ইসলামী পন্ডিতরা তাকিয়া ব্যবহার করে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মিথ্যাচার করে চলেছে।তাদের একটাই লক্ষ্য হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলসের তত্ত্ব মোতাবেক একটা মিথ্যাকে হাজার বার সত্য বলে প্রচার করে মিথ্যাটাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা। এখন মিথ্যা প্রচারই হয়ে দাড়িয়েছে ইসলামের মূল লক্ষ্য।উক্ত বিষয়টি ছাড়াও আর যে সব বিষয় তাকিয়ার অন্তর্গত তা হলো- মোহাম্মদের শত অপকর্ম(১৩ বিয়ে, ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে ও তাকে ৯ বছর বয়েসে ধর্ষণ, দাসীর সাথে যৌনকাজ, পালিত পূত্রবধূ বিয়ে, নিরীহ বানিজ্য কাফেলা ডাকাতি, নিরীহ জনপদ আক্রমন করে তাদেরকে নৃসংশভাবে হত্যা ও তাদের সম্পদ লুটপাট) সত্ত্বেও তাকে ফুলের মত পবিত্র চরিত্র ও দুনিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।বিগত ১৪০০ বছর ধরে এভাবে প্রকান্ড মিথ্যাচারের মাধ্যমেই মূলত: ইসলাম টিকে আছে। সেই সাথে ইসলামী সাম্রাজ্যও একটা বড় ইন্ধন হিসাবে কাজ করেছে।এবার তাকিয়ার বিষয়ে কোরানে কি বলে দেখা যাক-

যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।সূরা নাহল , ১৬:১০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)

উক্ত আয়াতে বলছে- যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস অটুট থাকে অথচ কোন ভিন্ন পরিবেশে তার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে সে অবিশ্বাসীর মত কাজ করতে পারবে, তবে স্বেচ্ছায় তা করা গুনাহ ও কঠিন শাস্তি তার জন্য রয়েছে।

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। সূরা আল ইমরান , ৩: ২৮ (মদিনায় অবতীর্ণ)

এ আয়াতে বলছে কোন অমুসলিমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবে না। তবে অমুসলিমদের কাছ থেকে কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে সাবধানে চলতে হবে ও তাদের সাথে বন্ধুত্বের ভাণ করতে হবে।

তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ধৈর্য্যশীল।সূরা বাক্বারা , ২:২২৫

এখানেও পরিস্কার বলছে যে মানুষ ইচ্ছে করলেই তার শপথ ভঙ্গ করতে পারবে যদি সে মনে করে তার সে শপথ নিরর্থক বা স্বার্থের পরিপন্থী। তার মানে মুসলমানরা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে নানা রকম চুক্তির শপথ করতে পারবে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে , কিন্তু পরিস্থিতি অনুকুলে এলেই উক্ত শপথ ভঙ্গ করা যাবে, তাতে কোন দোষ নেই।

এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও চক্রান্ত করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম চক্রান্তকারী।সূরা আল ইমরান, ৩:৫৪

কাফেররা চক্রান্ত করছে বলে আল্লাহ ও চক্রান্ত করছে।আর একারনে আল্লাহ হলো সর্বোত্তম চক্রান্তকারী। আজব কথা তো ! আল্লাহ মানুষের মত চক্রান্ত করেন ? কেন আল্লাহ নাকি সর্বশক্তি মান, এ ধরনের একজন সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে সামান্য কয়জন কাফের কি এমন চক্রান্ত করতে পারে ? আল্লাহ তো একটা ফু দিলেই সব কাফির উড়ে যাবে , এখন কাফেররা চক্রান্ত করলে , আল্লাহকেও চক্রান্তকারী হতে হবে ? চক্রান্ত হলো প্রকারান্তরে প্রতারনা করা। উক্ত ৩:৫৪ আয়াতে যে আরবী শব্দটা আছে সেটা হলো - **makara** তার শাব্দিক অর্থ হলো **প্রতারনা করা বা deceit ।** তাহলে বস্তুত উক্ত আয়াতটি হবে এরকম-

এবং কাফেররা প্রতারনা করেছে আর আল্লাহও প্রতারনা করেছেন। বস্তুত: আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম প্রতারক। ৩: ৫৪

যারা বাংলা বা ইংলিশ অনুবাদ করেছেন তারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে একটু ঘুরিয়ে অনুবাদ করেছে যাতে আসল অর্থ ঢাকা পড়ে যায়। সেটা করতে গিয়ে বিভিন্ন অনুবাদক কিভাবে অনুবাদ করেছেন সেটা দেখা যাক:

Sahih International: And the disbelievers planned, but Allah planned. And Allah is the best of planners.

Muhsin Khan: And they (disbelievers) plotted [to kill 'Iesa (Jesus)], and Allah planned too. And Allah is the Best of the planners.

Pickthall: And they (the disbelievers) schemed, and Allah schemed (against them): and Allah is the best of schemers.

Yusuf Ali: And (the unbelievers) plotted and planned, and Allah too planned, and the best of planners is Allah.

Shakir: And they planned and Allah (also) planned, and Allah is the best of planners.

Dr. Ghali: And they schemed, and Allah schemed, and Allah is The Most Charitable of schemers.

(সূত্র: www.quran.com)

উক্ত অনুবাদ গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কি সুকৌশলে আয়াতটির আসল অর্থটির পরিবর্তন করা হয়েছে।কোথায় deceit কোথায় plan. দুটো শব্দ কি এক ?

যারা আরবী ভাষা বুঝেন তাদের সুবিধার জন্য আসল আয়াত টি দেয়া হলো -

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (কোরান, ৩:৫৪)

যেখানে মোহাম্মদের আল্লাহ নিজেই প্রতারক সেখানে তার বানী অনুসরণ করে মোহাম্মদের অনুসারীরা প্রত্যেকেই প্রতারক হবে এটাই তো স্বাভাবিক।তবে সবচেয়ে তাজ্জব ব্যপার হলো উক্ত আয়াতে আল্লাহ কে নিতান্তই মানুষের কাতারে নামিয়ে আনা হচ্ছে। হায় রে মোহাম্মদের আল্লাহ , তুমি কতই না রঙ্গ জান। প্রশ্ন হলো - মানুষ খারাপ হলে , আল্লাহ ও কি খারাপ হবে ?

আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। সূরা আনফাল- ৮: ৩০

আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী। সূরা ইউনুস- ১০:২১

উক্ত আয়াত সমূহে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ ছল চাতুরী করেন মানুষের মতই। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের মতই একজন দোষ গুণে মানুষ। বোঝাই যাচ্ছে - মোহাম্মদ এখানে একজন সর্ব শক্তিমান, সর্ব জ্ঞানী, পরম ন্যয় বিচারক আল্লাহর সম্পর্কে ধারণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি কল্পনা করেছেন আল্লাহ মানুষের মতই সমস্ত রকম দোষ ও গুনের একজন কেউ। উক্ত আয়াতগুলো থেকে কতকগুলো জিনিস ধারণা করা যায় তা হলো-

মানুষ চুরি করলে আল্লাহও চুরি করবে, মানুষ মিথ্যা বললে আল্লাহও মিথ্যা বলবে, মানুষ প্রতারনা করলে আল্লাহও প্রতারনা করবে, মানুষ খুন করলে আল্লাহও খুন করবে, মানুষ ছল চাতুরি করলে আল্লাহও ছল চাতুরী করবে।

মানুষের নেতি বাচক সব গুণ আল্লাহর ওপর আরোপ করার অর্থই হলো মোহাম্মদের আল্লাহ মানুষের মতই কেউ একজন , মোটেও সর্বজ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান, পরম ন্যয় পরায়ন কোন সৃষ্টি কর্তা নয়।আল্লাহকে মানুষের কাতারে নামিয়ে ফেলার মাধ্যমে মোহাম্মদ পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করছেন যে আল্লাহ আসলে মূলত: তিনি নিজে। নিজের মনের কথাকেই আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এসব থেকেই মোহাম্মদ তার অনুসারীদেরকে প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলতে , প্রতারনা করতে, ছলনা করতে উৎসাহিত করছেন।সুতরাং ইসলাম ও মোহাম্মদ নিয়ে আজকে সারা দুনিয়া ব্যপী যে মিথ্যার বানিজ্য মহা সমারোহে চলছে তার কারন সহজেই বোধগম্য। ইসলামের মূল ভিত্তিটাই হলো এক মহামিথ্যা। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন মোহাম্মদ প্রচার শুরু করলেন হেরা গুহায় একজন ফেরেস্তা তাঁর সাথে দেখা করে আল্লাহর বানী দিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলাম শুরুই হয়েছে মহা মিথ্যা দিয়ে গেছে। মোহাম্মদ নিজেও জানতেন এটা মহা মিথ্যা। যে কারনে তিনি প্রথমে এ মিথ্যা কথাটা প্রকাশ্যে বলতে সময় নিয়েছেন প্রায় তিন বছর। প্রথম সূরা আলাক নাজিলের প্রায় তিন বছর পর দ্বিতীয় সূরা কালাম

নাজিল হয়।কেন তিন বছর সময় নিয়েছেন তিনি? কারন এ তিন বছর প্রাপ্ত বয়স্ক (তখন তার বয়স ৪০+) মোহাম্মদ ভাল মতো চিন্তা ভাবনা করেছেন যে এ মহা মিথ্যা প্রচারের সম্ভাব্য ফলাফল কি হবে। তিনি জানতেন রিস্ক না নিলে কিছুই হবে না। অবশেষে তিনি মাঠে নেমে তার মহা মিথ্যা প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু তার শুরুটাই মহা মিথ্যা দিয়ে তাই দেখা যাচ্ছে তার আল্লাহও একটা মহামিথ্যুক, প্রতারক ও ছলকলাকারী।কথায় বলে একজন পেশাদার ক্রিমিনাল যতই কৌশলে তার অপরাধ করুক না কেন, সেটা করতে গিয়ে কিছু না কিছু আলামত সে রেখে যাবেই। তো আমরা মোহাম্মদের কোরানের পাতায় পাতায় তারই নমূনা পাই যদি মুক্ত মনে সেটা পাঠ করি।

কিভাবে মোহাম্মদের অনুসারীরা প্রতারনা করে ? তারা সব সময় মিথ্যা কথা বলে? তারা বিশ্বাস করে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস হলো একমাত্র সত্য ধর্ম আর এর মাধ্যমে সবচেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়- এটা তারা সব সময় প্রচারও করে। বর্তমানে পেট্রোডলারের কল্যানে শত শত স্যাটেলাইট চ্যনেল ও ওয়েব সাইটে তা প্রচারও করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে একটা মুসলমান দেশও উন্নত ও শ্রেষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা গত ১৪০০ বছর ধরে করতে পারে নি। তাদের ভাষায় কাফির মুশরিকরই সবচাইতে উন্নত ও ন্যয় নিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।অন্য দিকে মোহাম্মদের অনুসারীরা সেসব কাফির মুশরিকদের দেশে গিয়ে বাস করার জন্য কি রকম উন্মাদের মত আচরন করছে। নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে নিজেদের দেশ ও সমাজকে উন্নত করতে না পেরে, যে যেভাবে পারে কাফিরদের দেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে। সেসব দেশে গিয়ে বৈধ বা অবৈধ যে কোন ভাবে থাকার জন্য কি নিদারুন কষ্টই তারা সেখানে করে। অথচ এর পরেও তারা মনে প্রানে সেটাই বিশ্বাস করে যা তাদের মোহাম্মদ তাদেরকে শিখিয়েছে সেই ১৪০০ বছর আগে। এর চাইতে বড় আত্ম প্রতারনা ও মিথ্যা আর কি হতে পারে ? এখানেই কি শেষ? না, ওসব দেশে এরা গিয়ে ওদেশের সমস্ত রকম নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে, আনন্দময় স্বচ্ছল জীবন যাপন করবে যা তাদের নিজের দেশে কল্পনাতীত ছিল, অথচ সেসব দেশকে মনে প্রানে ঘৃণা করবে। মনে প্রানে চাইবে সেসব দেশের ধ্বংস বা নিপাত।সুযোগ পেলে তাদের কেউ কেউ আত্মঘাতী আক্রমন চালিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, ওসব দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়।এর চেয়ে নিমকহারামি আর কি আছে? ব্যক্তিগত ভাবে এরকম কিছু মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে।তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি - তোমাদের বিশ্বাস ও আদর্শ দিয়ে নিজের দেশ ও সমাজকে উন্নত করতে পারনি , কাফিরদের দেশে গেছ অথচ তাদেরকেই ঘৃণা ক র কেন। তাদের সোজা সাপ্টা জবাব- এরা কাফির , শুকর খায়, বিয়ে ছাড়া যৌনাচার করে ও বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করে, ব্যভিচারে সারা দেশ আচ্ছন্ন। তখন প্রশ্ন করি- তাহলে ওসব দেশে গেছ কি জন্য? চলে আসলেই তো পার। তখন তাদের উত্তর হয়ে দেখার মত। তারা বলে দুনিয়াটাই আল্লাহর , তাই এখানে থাকি। এ পর্যন্ত হলেও চলত। দেখা গেছে- দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোতে যখন কোন দুর্ভিক্ষ হয় , মহামারি হয়, দুর্যোগ আঘাত হেনে দেশকে লন্ড ভন্ড করে দেয় যাতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় , তখন ঐ সব কাফির দেশগুলোই সাহায্য করতে সর্বাগ্রে এগিয়ে যায়। আরবের ধনী মুসলিম দেশ গুলো নয়।দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এসব দরিদ্র মুসলিম দেশগুলো ওসব কাফিরদের দেশে গিয়ে ভিক্ষার ঝুলি পাতে। তখন এদের মনে একটুও রেখাপাত করে না যে এরা এসব কাফিরদেরকে মনে প্রানে ঘৃণা করে , এদের নিপাত চায়।দেখা যাবে কাফিরদের কাছ থেকে আনা রিলিফ খেয়েই দৌড়ে মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে সেখানেই নামাজের মধ্যে (বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে- যেমন-৯:৫ ৯:২৯, ৪:৮৯) ও নামাজের পর সবাই মিলে

একসাথে আল্লাহর দরবারে আর্জি জানায়- ওসব কাফিরদের দেশকে ধ্বংস করে দিতে। নিমকহারামি ও অকৃতজ্ঞতার চুড়ান্ত নিদর্শন এর চাইতে আর কি হতে পারে ?

তবে মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে সৌদি আরব দরিদ্র দেশে বর্তমানে বিপুল সাহায্য দেয় আর সেটা দেয়- মসজিদ নির্মান, কওমী মাদ্রাসা নির্মান এসব খাতে। যে কারনে বাংলাদেশে দেখা যাবে- কোন একটা গ্রামের সব ঘরই কুড়ে ঘর, কিন্তু তার মধ্যে একটা সুন্দর আধুনিক স্থাপত্যে মসজিদ ঘর ঝক মক করছে। কিছু ইসলামী এন জি ও কেও সাহায্য দেয় মূলত ইসলামী মৌলবাদ প্রচারের স্বার্থে। তাকিয়ার আরও কিছু উদাহরণ হাদিস থেকে -

Bukhari (84:64-65) - Speaking from a position of power at the time, Ali confirms that lying is permissible in order to deceive an "enemy."
Bukhari (52:269) - "The Prophet said, 'War is deceit.'"
Muslim (32:6303) - "...he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie but in three cases: in battle, for bringing reconciliation amongst persons and the narration of the words of the husband to his wife, and the narration of the words of a wife to her husband (in a twisted form in order to bring reconciliation between them)."
Bukhari (50:369) - Recounts the murder of a poet, Ka'b bin al-Ashraf, at Muhammad's insistence. The men who volunteered for the assassination used dishonesty to gain Ka'b's trust, pretending that they had turned against Muhammad. This drew the victim out of his fortress, whereupon he was brutally slaughtered despite putting up a ferocious struggle for his life.
যে বিষয়গুলো নিয়ে তাকিয়া/মিথ্যাচার তা হলো মূলত: (১) ইসলাম অর্থ শান্তি, অথচ ইসলাম অর্থ- আত্মসমর্পন, (২) ইসলাম সব ধর্মকেই সম্মান করে, অথচ প্রাথমিক যুগের (মক্কায়) শান্তিপূর্ণ আয়াত সমূহ পরবর্তীকালে(মদিনায়) জিহাদী আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।(৩) মোহাম্মদ সব সময় আত্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন, অথচ তাঁর জীবনে তিনি ২৯/৩০ টি আক্রমনে অংশগ্রহন করেছিলেন যার মধ্যে মাত্র ৩ ছিল আত্মরক্ষা মূলক।(৪) মোহাম্মদের সকল বিয়ে ছিল মহান উদ্দেশ্যে।
যে বিষয় গুলো গোপন করতে চাওয়া হয় সুকৌশলে তা হলো: (১) মুহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে তার ৫৪ বছর বয়েসে ৯ বছরের আয়শার সাথে যৌন কাজ করেন, (২) মোহাম্মদ তার পালিত পুত্র জায়েদের বধূ জয়নাবকে নানা ছলা কলায় বিয়ে করেন , (৩) মোহাম্মদ ক্রীতদাসী ও যুদ্ধ বন্দিনী নারীর সাথে সেক্স করতেন , (৪) মারিয়া নামের এক ক্রীতদাসীর গর্ভে বিয়ে ছাড়াই ইব্রাহীম নামের এক পূত্র সন্তানের জন্ম দেন।
যাহোক, মোহাম্মদ নিজেও অহরহ প্রতারনা করতেন নিজের সাথে , নিজের স্ত্রীদের সাথে , মক্কা ও মদিনার লোকদের সাথে।তবে তিনি এতটাই কৌশলি ছিলেন যে তার প্রতারনার সমস্ত দায়ভার তিনি তাঁর নিজের গড়া আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিতেন, নিজে থাকতেন সমস্ত রকম দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে।অর্থাৎ মোহাম্মদ ছিলেন তাঁর আল্লাহর চাইতেও মহান, ত্রুটি মুক্ত ও নিস্পাপ। যেমন-

হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।সূরা আত- তাহরিম, ৬৬: ১-২ (মদিনায় অবতীর্ণ)

উক্ত আয়াত সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে , রাসূলুল্লাহ (স:) তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে উম্মে ইব্রাহিম(রা:) এর সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তখন তাঁর ঐ স্ত্রী তাঁকে বলেন: "তোমার ঘরে ও আমার বিছানায এ কাজ কারবার ?" তখন রাসুলুল্লাহ (স:) বলেন: " আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম"। তখন তিনি বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল(স:)! হালাল কিভাবে আপনার উপর হারাম হয়ে যাবে ?" জবাবে তিনি বলেন : " আমি শপথ করছি যে, এখন হতে তার সাথে কোন প্রকারের কথাবার্তা বলবো না"। ঐ সময় এ আয়াত গুলো অবতীর্ণ হয়।..........তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উমর(রা) কে জিজ্ঞেস করেন: " এ দু'জন স্ত্রী কে ছিলেন? উত্তরে হযরত উমর বলেন: " তারা হলেন হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা। উম্মে ইব্রাহীম কিবতিয়াহ কে কেন্দ্র করেই ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। হযরত হাফসা এর ঘরে তাঁর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ হযরত মারিয়াহ কিবতিয়াহর সাথে মিলিত হন। এতে হযরত হাফসা দু:খিতা হন যে , তাঁর পালার দিনে তাঁরই ঘরে ও তাঁরই বিছানায় তিনি মারিয়াহ এর সাথে মিলিত হলেন। রাসুলুল্লাহ হযরত হাফসাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেন: " আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম। তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো না " এতদ্সত্ত্বেও হযরত হাফসা ঘটনাটি হযরত আয়েশা এর নিকট প্রকাশ করে দেন।আল্লাহ তালা এই খবর নবীকে জানিয়ে দেন এবং এই আয়াত গুলো নাজিল করেন। নবী কাফফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সাথে মিলিত হন। (তাফসীর ইবনে কাছির-১৭শ খন্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৫৮, অনুবাদ, ড: মূহাম্মদ মুজিবুর রহমান, প্রকাশক: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি)

ইবনে কাথিরের তাফসীর বাংলায় পড়তে চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন-

http://www.quraneralo.com/tafsir

অর্থাৎ মোহাম্মদ একটা অন্যায় কাজ করে ধরা খাওয়ার পর নিজের স্ত্রীর কাছে পূনরায় সে অন্যায় না করার শপথ নিলেন কিন্তু প্রতারনা পূর্ণ আয়াত নাজিলের মাধ্যমে মোহাম্মদ সে শপথ থেকে সরে গেলেন।তিনি দাবী করতেন আর তার অনুসারীরাও বিশ্বাস করে যে - নবি কোন কাজ নিজ থেকে করতেন না , সব তিনি করতেন আল্লাহর নির্দেশে। তাহলে হাফসার ঘরে হাফসার পালার দিন আল্লাহই মোহাম্মদকে বলে -ক্রীতদাসি মারিয়ার সাথে যৌনমিলন করতে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তিনি আবার ধরা খান হাফসার হাতে, পরে আল্লাহই তা থেকে তাকে নিস্কৃতি দেন।তবে এ জন্য তাকে অনেক ছলা কলা ও অভিনয় করতে হয়।হাফসা যখন বিষয়টি অন্য সব স্ত্রীদেরকে জানিয়ে দেয়- তখন নিজ ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশংকায় মোহাম্মদ প্রমাদ গোনেন।তখন শুরু হয় তার অভিনয়। তিনি তার সকল স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার হুমকি দেন ও নিজে নির্জন বাস করতে থাকেন। তখন ওমর এসে বিষয়টি ফয়সালা করেন।অত:পর মোহাম্মদ উক্ত ৬৬:১-২ আয়াত নাজিল করেন এবং তার স্ত্রীদের সাথে একই সাথে মারিয়া সহ অন্য দাসীদের সাথে মুক্তভাবে মিলিত হতে থাকেন। **সম্পূর্ন বিষয়টির বর্ণনা পাওয়া**

যাবে ইবনে কাথিরের তাফসীরের ১৭শ খন্ডের ৫৫৭ থেকে ৫৬৮ নং পৃষ্ঠায়।বলা বাহুল্য এ সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে বুখারী ও মুসলিম শরিফে , ইবনে কাথির মূলত সেসব হাদিসের ভিত্তিতেই এ তাফসীর করেছেন, তাই হাদিসের উদ্ধৃতি দেয়ার আর দরকার বোধ করলাম না।
এখানে একটা অদ্ভুত ব্যপার দেখা যাচ্ছে কাথিরের তাফসিরের ইংরেজী তর্জমায় উক্ত ঘটনার বর্ণনা নেই। অর্থাৎ ইংরেজী অনুবাদক সেটা বেমালুম গায়েব করে দিয়েছেন। সেখানে বলা আছে মোহাম্মদ কোন এক রাতে হাফসা বা জয়নাব বিনতে জাহশ এর ঘরে মধু পান করেছিলেন।একারনে আয়শা সওদার সাথে যুক্তি করে মোহাম্মদকে একটু অপ্রস্তুত করে তোলে আর তাতেই নাকি উক্ত আয়াত নাজিল হয়। আজব কান্ড, মোহাম্মদ প্রতি রাতে তার নির্দিষ্ট স্ত্রীর সাথে রাত কাটানোর আগে প্রতি স্ত্রীর সাথে দেখা করতেন আর সে সময় যে কোন স্ত্রীর ঘরে মধু বা অন্য কিছু পান করতেই পারেন এটা অন্যায় হয় কেমনে? স্ত্রীর ঘরে গেলে সে তার স্বামীকে কিছু একটা দিয়ে আপ্যায় ন করতেই পারে। আর এজন্যে উক্ত আয়াত নাজিল হয় কেমনে ? অথচ উক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় , মোহাম্মদ এমন কিছু করেছিলেন যা ছিল বেইমানি বা শপথ বা মোহাম্মদ কর্তৃক প্রণীত বিধি ভঙ্গের শামিল। তা করে ধরা পড়ে অত:পর তার কোন এক স্ত্রীর কাছে এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে আর করবেন না বলে আবারও শপথ করেন। আর তখন আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে মোহাম্মদকে বলে দেয় যে - কোন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন হালাল জিনিসকে হারাম করার দরকার নেই, আর তাই তার দরকার নেই স্ত্রীর কাছে প্রদত্ত শপথ রক্ষা করার। আর এ প্রেক্ষিতে তাফসীর ইবনে জারীরের বক্তব্যই যুক্তি যুক্ত। তাহলে বাংলা তর্জমায় জারীরের বর্ণনা আসল কেমনে ? অতি সহজেই বোঝা যায়, বাংলা অনুবাদক কাথিরের তাফসীরের সঠিক অনুবাদ করেছেন।কোন কিছু বাদ দেন নি যেটা করেছেন ইংরেজী অনুবাদক। কেন সেটা করেছেন? এটাও বোঝা খুব সোজা- ইংরেজী ভাষী পশ্চিমাদের চোখে ধুলো দেয়া ও মোহাম্মদের চরিত্রের কদর্য দিককে আড়াল করা। এখানে ইবনে কাথিরের আসল আরবী টেক্সট দেয়া হলো, যারা আরবী জানেন তারা পড়ে দেখতে পারেন -

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر ابن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة، فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت إلى أحد من أزواجك في يَوْمِي وفي دوري وعلى فراشي، قال: " ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها " ، قالت: بلى فحرمها، وقال لها: " لا تذكري ذلك لأحد " ، فذكرته لعائشة، فأظهره الله عليه، فأنزل الله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ } الآيات كلها. [Ibn Kathir on Quran chapter 66 1-5

আর এর বঙ্গানুবাদ নিম্ন রূপ:
“আয়েসা হাফছা থেকে বর্নিত, একদা নবী ইব্রাহীমের মাতা মারিয়া কিবতিয়াকে সংগে লয়ে হাফছার গৃহে ঢুকেছিলেন। পরে হাফছা সেখানে ঢুকেছিলেন। তখন হাফসা বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট চিত্তে বেশ কিছু কথা বলেন।
তখন নবী বল্লেন তুমি কী সন্তুষ্ট হবে যদি আমি তাহাকে(মারিয়া কিবতীকে) আমার জন্য হারাম করিয়া দেই এবং আমি আর তাহার নিকটবর্তী না হই?আয়েসা উত্তরে বলিলেন “হ্যাঁ”
তখন নবী তাহাকে (মারিয়া কিবতীকে) তার (নবীর) জন্য হারাম করিয়া দিলেন এবং বলিলেন “এ কথা অন্য কাহাকেও বলিবেনা।কিন্তু এরপর হাফসা এ কথা আয়েসার নিকট বলিয়া দিলেন।এরপর আল্লাহ নবীর নিকট তা (হাফসার আয়েসার নিকট গোপন কথা বলে দেওয়া) প্রকাশ করিয়া দিলেন

এবং পরিস্কার অহী অবতীর্ণ করিলেন: "হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য কেন হারাম করিতেছ যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন?(অণুবাদক: আ: হাকিম চাকলাদার) তাহলে বাংলা অনুবাদক কেন যথার্থ অনুবাদ করলেন ? কারনটা সোজা , তিনি জানেন বাংলাভাষী মানুষ তাফসীর তো দুরের কথা কোরান হাদিসই পড়ে না। কিন্তু এর পরেও বাংলা অনুবাদকের কারসাজিও চোখে পড়ার মত। বার বার তিনি বলছেন উম্মে ইব্রাহীম অর্থাৎ ইব্রাহীমের মাতা। আর এই ইব্রাহীমের মাতা যে কোন ব্যক্তি তা যেন সাধারন পাঠকের চোখে সহজে ধরা না পড়ে। যাহোক , পরিশেষে তিনিও উল্লেখ করতে বাধ্য হন যে ইব্রাহীমের মাতা হলো মারিয়া কিবতীয়া।মিশরের কোন এক শাসক থেকে পাওয়া দাসী এই মারিয়া কিবতিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয়া দেহ বল্লরীর অধিকারী যার আকর্ষণে মোহাম্মদ বার বার তার কাছে ছুটে যেতেন।ঠিক এভাবেই তিনি একদিন মারিয়াকে নিয়ে হাফসার অনুপস্থিতিতে হাফসার ঘরে ঢুকে তার সাথে সহবাস করছিলেন , কিন্তু বিধি বাম, সহবাস কালিন অবস্থায় হাফসা ঘরে ফিরে এসে বিষয়টি একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলে ও রাগান্বিত হয়ে বলে ফেলে- **আমার বিছানায় এ কাজ কারবার ?**দাসীকে নিয়ে বিছানায় কি কাজ কারবারে মোহাম্মদ লিপ্ত ছিলেন তা নিশ্চয়ই পাঠকদের আর খোলাসা করে বর্ণনা করার দরকার নেই। মারিয়ার সাথে সহবাসের ফলে সে এক পূত্র সন্তানের জন্ম দেয় যার নাম ইব্রাহীম আর এ কারনেই তাকে উম্মে ইব্রাহীম বলা হয়। দাসী বাদির সাথে বিয়ে বহির্ভুত যৌনকাজের এ হেন অপবাদ থেকে মোহাম্মদকে রক্ষা কল্পে পরবর্তীতে নানা ইসলামী পন্ডিত মত প্রকাশ করে থাকেন যে মোহাম্মদ এক পর্যায়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি মোটেও সত্য নয় কতকগুলি কারনে।

প্রথমত: হাফসার ঘরে মারিয়ার সাথে দেহ মিলনের অর্থ হলো মারিয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট ঘর ছিল না, থাকলে মোহাম্মদ সেখানে গিয়েই মনের আনন্দে যৌন মিলন করতে পারতেন।যে কারনেই তাকে হাফসার অনুপস্থিতিতে হাফসার ঘর বেছে নিতে হয়। মোহাম্মদের প্রতিটি স্ত্রীর জন্য একটি করে ঘর ছিল।

দ্বিতীয়ত: মারিয়াকে উপহার হিসাবে পাওয়ার আগেই দাসী বা বন্দিনী নারীর সাথে বিয়ে বহির্ভুত যৌন কাজ করা যাবে বলে আয়াত নাজিল হয়েছিল, যেমন -

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন।আল আহ যাব, ৩৩:৫০ মদিনায় অবতীর্ণ।

এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ , রহস্যবিদ। সূরা নিসা,০৪:২৪, মদিনায় অবতীর্ণ

তৃতীয়ত: মারিয়াকে উপহার পাওয়ার আগেই আবার মোহাম্মদকে আর কোন বিয়ে না করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন, তবে দাসীদের সাথে যৌন কাজ করার অনুমতি বহাল থাকে (কোরান ,৪:২৪ ৩৩:৫২)। তার অর্থ বিয়ে না করেই মোহাম্মদ যে কোন দাসীর সাথে মিলিত হতে পারেন।সে হিসাবে

মারিয়াকে বিয়ের কোন দরকার নেই।উক্ত ঘটনার পর একটু দুরে মারিয়ার জন্যও একটি ঘর ব রাদ্দ করেন মোহাম্মদ আর এ থেকে অনেকে ধারনা করেন যে মোহাম্মদ পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়- মারিয়াকে বিয়ের কোন আবশ্যকতাই ছিল না তার, কারন ক্রীতদাসীর সাথে মেলা মেশা করার লাইসেন্স তার আল্লাহ তাকে আগেই প্রদান করেছিল। তার সব বিয়ের ঘটনা বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত আছে, কিন্তু মারিয়ার সাথে বিয়ের কোন ঘটনা কোন হাদিসে নাই। মোহাম্মদ মারিয়াকে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই তা কোন না কোন হাদিসে বর্ণিত থাকত।

তাহলে প্রশ্ন হলো- বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ার পরেও মোহাম্মদ যে আরও দুটি বিয়ে করেন, সেটা কিভাবে করলেন? আর সেগুলোকে বিয়ে করতে পারলে মারিয়াকে বিয়ে করতে দোষ ছিল কোথায় ? বিষয় খুবই সোজা। মায়মুনাকে বিয়ে করেন মুলত: তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য কারন তার স্বামী একজন নিবেদিত প্রান মুসলমান ছিলেন ও এক যুদ্ধে শহিদ হয়। আর খায়বার আক্রমন ও গণহত্যা যজ্ঞ করার পর সেখানকার ইহুদি সর্দার কিনানার স্ত্রীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্রথমে গণিমতের মাল হিসাবে গ্রহণ করেন ও পরে বিয়ে করেন।অর্থাৎ সাফিয়া কোন ক্রীত দাসী ছিল না। তাহলে মারিয়াকে বিয়ে করলেন না কেন? খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। খেয়াল করলে দেখা যাবে , মোহাম্মদ তার জীবনে বহু বিয়ে করলেও কোন স্ত্রীই কখনো ক্রীতদাসী ছিল না। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেও নিজে কখনো কোন ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেন নি।ঠিক সেকারনেই তিনি মারিয়াকে বিয়ে করেন নি।এমনিতেই আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার পরে দুটি বিয়ে করে ফেলেছেন, সেটা নিয়েই লোকজন আড়ালে আবডালে কানাঘুষা করে , সেখানে ক্রীতদাসীদের সাথে বিয়ে ছাড়াই যৌনকাজ জায়েজ থাকলে মারিয়াকে বিয়ে করে খামোখা মানুষকে আরও বেশী কানাঘুষা করার সুযোগ দেয়ার দরকার কি ? আর ক্রীতদাসীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা সেকালে দোষনীয় কিছু ছিল না , বরং যার ঔরসে সন্তান উৎপাদন হতো সন্তানের মালিক হতো সেই। তাই মারিয়ার গর্ভে মোহাম্মদের পূত্র ইব্রাহীম জন্ম নিলেও তা কোন সমালোচনার জন্ম দেয় নি। সমালোচনা যা হচ্ছে তা বর্তমান কালে। ইসলামী পন্ডিতরা তাই মরন পণ চেষ্টা করে যাচ্ছে বিষয়টাকে চাপা দিতে আর সেকারনেই তারা নানা কায়দায় প্রচার করছে মোহাম্মদ মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মারিয়াকে যে মোহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন উক্ত তাফসীরেও কিন্তু তার কোন প্রমান নেই। **সেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে- নবী কাফফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সাথে মিলিত হন।**এখানে বলা হলো নবী ঐ দাসীর সাথে মিলিত হন , এ মিলন কিন্তু হাফসার ঘরে ঘটা ঘটনার পরের মিলন। অর্থাৎ হাফসার ঘরে মিলিত হয়ে ধরা খেয়ে হাফসার কাছে শপথ করেন যে আর তিনি দাসীর সাথে কখনও মিলিত হবেন না। পরবর্তীতে ৬৬:১-২ আয়াত নাজিল হলে মোহাম্মদ পূনরায় উক্ত দাসী মারিয়ার সাথে মিলিত হন এটাই এখানে বলা হচ্ছে।
কিভাবে মোহাম্মদ সাফিয়াকে বিয়ে করেন তার বর্ণনা আছে নিচের হাদিসে-

আব্দুল আজিজ বর্ণিত- আনাস বলেছেন যেদিন খায়বার দখল করেছিলাম, আমরা অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামাজ পড়লাম। নবী ও আবু তালহা ঘোড়ায় চড়লেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে পিছনে চললাম।খায়বারের গলিপথে নবী চলতে লাগলেন ও আমার হাঁটু তার উরু স্পর্শ করছিল। যখন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, তিনি বললেন- আল্লাহু আকবর , খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা অশুভজনকই হয়ে থাকে।তিনি

তিন বার এ কথা বললেন। খায়বারের লোকজন তখন কাজের জন্য বের হচ্ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল- মোহাম্মদ তার দল বল সহ হাজির হয়েছে। আমরা খায়বার জয় করলাম, তাদেরকে বন্দী করলাম এবং লুটপাটের মালামাল সংগ্রহ করা হলো। দাহিয়া এসে নবিকে বলল - হে নবী, বন্দিনী নারীদের থেকে আমাকে একটা নারী দিন। নবী বললেন- যাও যেটা পছন্দ হয় সেটা নিয়ে নাও। সে সাফিয়া বিনতে হুইয়াকে নিল। তখন এক লোক নবীর নিকট আসল - হে নবী, আপনি সাফিয়া বিনতে হুইয়াকে দাহিয়াকে দিলেন কিন্তু সে বানু কুরাইজা ও নাদির গোত্রের সর্দারের স্ত্রী , আর সে একমাত্র আপনারই যোগ্য। তখন নবী নির্দেশ দিলেন- দাহিয়াকে ঐ নারী সহ আমার কাছে আন।। তখন দাহিয়া সাফিয়াকে সাথে নিয়ে নবীর কাছে আসল , নবী সাফিয়াকে ভাল করে দেখলেন, অত:পর দাহিয়াকে বললেন- একে ছাড়া বাকি যে কাউকে নিয়ে নাও। আনাস আরও বলল- তখন নবী সাফিয়াকে মুক্তি দিয়ে তাকে বিয়ে করলেন। বুখারী, ভলিউম-১, বই-৮, হাদিস-৩৬৭
উক্ত হাদিস থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, যখন সাফিয়াকে দেখেন তখন মোহাম্মদ সম্ভবত: ভুলে গেছিলেন যে তার ওপর বিয়ে করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী আছে। সে কারনে কোন রকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে যখন তিনি তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তখন তাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা যে শুধু মোহাম্মদ তার আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করলেন সেটাই নয় পরন্তু তিনি যে আসলে অন্য কোন বিশেষ কারন নয় স্রেফ নারীর রূপ যৌবন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই তাদেরকে বাগে পেলে বিয়ে করতেন সেটাও খুবই প্র কাশ্য।অথচ ইসলামী পন্ডিতরা যে তাকিয়া বা মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয় তা হলো- সাফিয়াকে মুক্ত করে নবী তার স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিলেন এটা হলো মোহাম্মদের অন্যতম মহানুভবতার নিদর্শন। অথচ তারা ভুলেও নিচের কথা গুলো জানায় না যে -

এক. মোহাম্মদ একটা জিনিস একজনকে দিয়ে আবার তা ফেরত নিয়েছেন
দুই. সাফিয়ার রূপ যৌবন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন অথচ তার হেরেমে তখন দু হালির(৮) মত স্ত্রী বর্তমান।এতগুলো স্ত্রী হেরেমে থাকার পরেও অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ মানব মোহাম্মদের পক্ষে মানায় না। এটা মানায় নারী লোভী একজন যৌনকাতর মানুষের পক্ষে।

তিন. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে মায়মুনা ও সাফিয়াকে বিয়ে করেছেন।অথচ তার প্রতি আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ - এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। কোরান, ৩৩: ৫২ অর্থাৎ তিনি আল্লাহর নির্দেশ মানেন না।

চার. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট আদর্শ মানব মোহাম্মদ তার ক্রীতদাসী মারিয়াকে বিয়ে না করেই তার গর্ভে ইব্রাহীম নামক সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।
মহানবী যে বিয়ে ছাড়াই একটা ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দান করেছেন এটা বর্তমান মুসলমানদের ৯৯% এরও বেশী লোক জানেন না। যারা ইসলামী পন্ডিত তারা বিষয়টি জেনে এর সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা করে আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছে বিষয়টি গোপন করতে আ র সেকারনেই তাদের নিদারুন প্রচেষ্টা প্রমান করা যে মোহাম্মদ একটা পর্যায়ে মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।বিষয়টি এতটাই

স্পর্শ কাতর যে- সাধারণ মানুষ তা জানলে মোহাম্মদ সম্পর্কে এতদিনকার প্রচলিত ধারনা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তাই এত আয়োজন।

মন্তব্যসমূহ

1. আঃ হাকিম চাকলাদার

জুন ২২, ২০১২ সময়: ৫:৫২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাইজান,
আমাকে তো হাদিছের অনুবাদকের পদে উন্নীত করে দিয়েছেন। অসুবিধা নাই।
আপনার এটাতো একটা বিশ্ব কাপানো প্রবন্ধ হয়েছে। এটা তো ধর্মে নিতান্ত অন্ধ ও অজ্ঞ সাধারণ জনগনের চোখ কে আরো বেশী উন্মুক্ত করে দিবে।
হ্যাঁ, তবে একটা অসুবিধা আছে। কারন মানুষের মধ্যে ঈর্ষাপরায়নতা বলে তো একটা গুনাগুন থাকে। তারা আপনার দ্রুত উন্নতি দেখে ঈর্শান্বীত হয়ে কোনই যুক্তির পথ না পেয়ে , অবশেষে অনোন্যোপায় হয়ে একমাত্র শেষ অবলম্বন যেটা থাকে, যে ধর্ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ সাধারন জনগনের ধর্মীয় আবেগ কে একমাত্র সম্বল হিসাব ব্যবহার করে আপনাকে হেয় বা দুর্বল করার প্রয়াস চালাতে পারে। সাবধান!!

এবারের প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ ও আরো উন্নত প্রকাশ ভঙ্গীর হয়েছে।

পরে ধীরে ধীরে পড়তে হবে।

ধন্যবাদ

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৩৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার এটাতো একটা বিশ্ব কাপানো প্রবন্ধ হয়েছে।

একতম পোষণ করছি। সত্যি অসাধারণ এই সিরিজটা

এটা তো ধর্মে নিতান্ত অন্ধ ও অজ্ঞ
সাধারণ জনগনের চোখ কে আরো বেশী উন্মুক্ত করে দিবে।

এইখানেই ভরসা পাইনা ভাই, অন্ধ আর বধিরদের চোখ খুলানো খুবি মুশকিল।খুলে গেলে এতদিন খুলে যেত। তবে আশায় বুক বাঁধি যে একদিন না একদিন এরা বুঝবেই যে ইসলাম আসলে একটি আফিম ছাড়া কিছুই না।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৪০ অপরাহ্ণ

প্রথম উত্তরটা লিখেছি একতম প্রকাশ করছি ওটা হবে *একমত।*

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১:০০ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

এইখানেই ভরসা পাইনা ভাই, অন্ধ আর বধিরদের চোখ খুলানো খুবি মুশকিল।খুলে গেলে এতদিন খুলে যেত। তবে আশায় বুক বাঁধি যে একদিন না একদিন এরা বুঝবেই যে ই সলাম আসলে একটি আফিম ছাড়া কিছুই না।

আসলেই সত্য কথা বলেছেন। তবে আমি খেয়াল করেছি মানুষের মাঝে কোরান হাদিস নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে । তারা আর মোল্লাদের কথার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না , নিজেরাই সেগুলো পরোখ করে দেখতে চাইছে। এটা একটা ভাল লক্ষন।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৬:২৭ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে, হ্যাঁ খুব খাঁটি কথা বলেছেন ভাই। সত্যি যদি মানুষগুলো মোল্লাদের শিখানো কথাবার্তা গুলোর উপর ভরসা না রেখে একটু কোরান হাদিস পড়ে দেখে আর সেই ভুল আর অনাচারগুলি

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে পারে , তাহলেই আপনাদের বহু পরিশ্রম করে লেখাগুলো আরও বেশী সার্থক হবে ।আর অনেক কিছু বদল হতে পারে বলেই আমিও বিশ্বাস করি(ধীরে হোক সমস্যা নেই) , আর তাইতো নিরাশার মাঝেও নতুন করে স্বপ্ন দেখি। 🙂 ।

2. 2
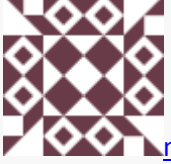
mkfaruk

জুন ২২, ২০১২ সময়: ৬:২৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@সম্মনিত পাঠক,

আর্টিকেলের লেখক এর উদ্দেশ্য কি তা পরিস্কার। তিনি ইচ্ছেকৃতভাবে কোরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ গোপন করছেন পাঠকদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। প্রথমে আমরা দেখব মুহম্মদের বিবাহ সম্বন্ধে। উপরের আর্টিকেলটি তো আপনারা পড়েছেন এখন আমার লেখাটা পড়ুন। -

বিবি খাদিজা: পূর্ণ নাম- খাদিজা বিনতে খোওয়াইলিদ। তিনি আত্মীয়তার দিক থেকে মুহম্মদের দূর সম্পর্কের চাচাত বোন। সেই আমলে যখন নারী জাতির দুর্গতির ও লাঞ্ছনার যেখানে সীমা ছিল না তখন এই সতী-সাধ্বী নারী শূচিতায় ও শুভ্রতায় ছিলেন অনন্যা। এ কারণে অনেকে তাকে তাহেরা নামেও সম্বোধন করত। তার দু'বার বিবাহ হয়েছিল, কয়েকটি সন্তানও (জয়নব, রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম) ছিল। তার স্বামী আতিক বা আবি হালার মধ্যে কেউ একজন মৃত্যুকালে অগাধ ধন -সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার ঐ স্বামীর বিস্তৃত বাণিজ্যের হাল ধরেন। কর্মচারীর মাধ্যমে তিনি নানা দেশে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন এবং নিজেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। (বিদ্র: অনেকে অবশ্য একথা বলেন যে খাদিজা অবিবাহিতা ছিলেন এবং তিনি তার পিতৃ ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। আর কন্যা তিনটি (জয়নব, রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম) তার অকালে মৃত্যুবরণ করা বোন হালার।আর সুন্নী মুসলমাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করেন এ সন্তানগুলি মুহম্মদের।)
মুহম্মদ যখন ২০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন খাদিজার নিকট থেকে তিনি তার সিরিয়াগামী এক বাণিজ্য বহর পরিচালনার দায়িত্বভার পান। আর মুহম্মদ বিজ্ঞতার সঙ্গে ঐ বাণিজ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন এবং খাদিজাও তার কর্তব্য কর্মে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। তার আগ্রহে এবং মুহম্মদের সম্মতিতে উভয়পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব ও আলোচনা হল। মুহম্মদের পক্ষে তার চাচা আবু তালিব এবং খাদিজার পক্ষে তার চাচা আমর বিন আসাদ এই বিবাহে অভিভাবকত্ব করেন।

বিবি খাদিজার পিতা খোওয়াইলিদ ফিজার যুদ্ধের পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। এ কারণে এই বিবাহে তার চাচা আমর বিন আসাদ যথানিয়মে কন্যা সম্প্রদান করেন।

বিবাহের সময় মুহম্মদের বয়স ছিল পঁচিশ ও তার স্ত্রীর চল্লিশ। দু 'জনের মধ্যে বয়সের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়। এই বিবাহ মুহম্মদের জন্যে বয়ে এনেছিল শান্তি ও প্রত্যাহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি, যা তার মনকে প্রস্তুত করার জন্যে অপরিহার্য ছিল। এ ছাড়াও তিনি লাভ করেছিলেন এক অনুরক্তা স্ত্রীর হৃদয় , যিনি সর্বপ্রথম তার নব্যুয়তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। বিবি খাদিজার জীবিত অবস্থায় মুহম্মদ অন্যকোন পত্নী গ্রহণ করেননি।

বিবি সওদা: কুরাইশদের পৌত্তলিকতা থেকে ফেরানোর কাজে হতাশ হয়ে মুহম্মদ অন্যত্র তার প্রচার কাজ চালানোর সংকল্প গ্রহণ করেন। মক্কা তার বাণীকে প্রত্যাখান করেছে, তায়েফ হয়তঃ তার বাণী শুনতে পারে এই আশা নিয়ে তিনি জায়েদকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফবাসীদের কাছে যান। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসার অল্পদিন পর মুহম্মদ সওদা বিনতে জামায়া নাম্নী এক বর্ষীয়ান বিধবাকে বিবাহ করলেন। বিবি সওদার প্রথম স্বামীর নাম ছিল সাকরান, আস সাকরান বিন আমর। তারা উভয়ে এক সাথে মুসলমান হন এবং একসাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর স্বামীর মৃত্যুতে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। এসময় এই নিরাশ্রয়, নিঃসহায় মহিলাটির অবস্থা চরম শোচনীয় হয়েছিল। বিবি সওদার যৌবণ অতিক্রান্ত হয়েছিল। তিনি মুহম্মদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন , 'হযরত বিবাহ করার সাধ আমার নেই। তবে আমি কেয়ামতে আপনার সহধর্মিনীরূপে উথিত হবার বাসনা করি।'
মুহম্মদ তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নিলেন। নবুয়্যতের দশম বৎসরের শাওল মাসে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসময় বিবি সওদার বয়স ছিল ৫৫ বৎসর।
বিবি আয়েশা: বিবি সওদাকে বিবাহ করার কিছুদিন পর মুহম্মদ আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন। আবু বকরের সাধ ছিল তিনি আল্লাহর রসূলের সাথে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই তিনি বিবাহের বয়স না হলেও তার কন্যা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে মুহম্মদকে অনুরোধ করেন। মুহম্মদ আবু বকরের এ বাসনা পূর্ণ করেন। এসময় আয়েশার বয়স ছিল ৯ বৎসর। (এখানে আয়েশার এই যে ৯ বৎসর বয়স উল্লেখ করলাম এই বয়সটা কিন্তু লেখক উল্লেখ করেননি তিনি বলেছেন ৬ আর প্রমান হিসেবে দিয়েছেন বুখারীর হাদিস। কিন্তু যারা অধিক পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন আয়েশার বয়স ৬ না ৯ এটা বিতর্কিত। আর আমরা জানি বুখারীর হাদিস হলেই তা সত্য নয় - আকরাম খাঁর মুস্তফা চরিতটা পড়া থাকলে এটা সবার কাছে পরিস্কার হবে।)
যাহোক, বিবাহের তিন বৎসর পর আয়েশা স্বামীর ঘর করতে আসেন। (কেননা ইতিমধ্যে আবু বকর তার পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলেন।) আর বয়োবৃদ্ধ বি বি সওদা ঐ সময় নিজের দাম্পত্যাধিকার আয়েশাকে দান করেছিলেন।

বিবি হাবসা: প্রকৃত নাম হাফসা বিনতে ওমর। তার স্বামী খুনাইস ইবনে হুদাইফা বদর যুদ্ধে নিহত হন। তার বয়স আয়েশার কাছাকাছি। হযরত ওমর তার এই বিধবা কন্যাকে বিবাহের জন্যে ওসমানকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু ওসমান প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিলে তিনি আবু বকরকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু আবু বকরও প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন কেননা হাবসা ছিলেন মুখরা। এতে ওমর অপমানিত বোধ করেন এবং খোলা তরবারী হাতে বেরিয়ে আসেন। এই বিবাদের সুষ্ঠ ফয়সালা করতে মুহম্মদ হাবসাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। হিজরী ৩য় সনে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের পর সমবয়সী হওয়ায় আয়েশা ও হাবসার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

বিবি জয়নব: তার পূর্ণ নাম জয়নব বিনতে খোজাইমা। বদর যুদ্ধে তার স্বামী ওবায়দা বিন আল হারিস আহত হন এবং পরে মারা যান। এসময় তার বয়স ছিল আয়েশা ও হাবসার কাছাকাছি। তিনি অসম্ভব দয়ালূ ছিলেন দরিদ্রদের প্রতি। এ কারণে তাকে ‘উম্মূল মাসাকিন’ বা ‘দরিদ্রের মাতা’ বলা হত। ইদ্দত শেষে মুহম্মদ তাকে বিবাহ করেন। ৪র্থ হিজরীতে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিবাহের আট মাস পরে সামান্য অসুখে তিনি মারা যান।

উম্মে সালমা: তার পূর্ণ নাম হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া। তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ ওহোদ যুদ্ধে আহত ও পরে মারা যান। এসময় গর্ভবতী অবস্থায় ৩টি ছোট ছোট সন্তান নিয়ে তিনি বেশ বিপদে পড়েন। ইদ্দত শেষে সালমাকে বিবাহের জন্যে আবু বকর ও ওমর প্রস্তাব দেন। কিন্তু সালমা সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। পরবর্তীতে মুহম্মদ প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। মুহম্মদের সঙ্গে বিবাহের সময় তার বয়স ছিল ২৯। মুহম্মদের সকল স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা রুপবতী এবং সকলের অপেক্ষা অধিক আয়ূ প্রাপ্ত। ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

বিবি জয়নব: হিজরী ৫ম সনের শেষভাগে মুহম্মদ জয়নব বিনতে জহসকে বিবাহ করেন। মুহম্মদ তার এই ফুফাত বোন জয়নবের সাথে মুক্তদাস জায়েদের বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি যখন জায়েদের সঙ্গে জয়নবের এই বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তখন জয়নব ও তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনে জহস এই সম্বন্ধ স্থাপনে ‘আমরা বংশ-মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।’ -এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তখন মুহম্মদ তাদেরকে বিবাহে রাজী হতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা এই নির্দেশও উপেক্ষা করলেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল- *আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে , আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে-সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।*(৩৩:৩৬) জয়নব ও তার ভ্রাতা এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিবাহে রাজী হয়েছিলেন।

বিবাহ হলেও অত্যন্ত সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা জয়নব মুক্ত ক্রীতদাস স্বামী জায়েদকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া মুহম্মদের সহধর্মিনী হবার সাধ তার পূর্ব হতেই ছিল। তিনি প্রায়শঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জয়েদকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বলতেন যে , এমনকি হযরতও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন। (মুহম্মদ জায়েদের বাড়ীতে কোন একবার জয়নবের অনাবৃত মুখ দর্শণ করে স্বাভাবিক প্রশংসায় বলেছিলেন , ‘হৃদয়ের অধিপতি আল্লাহর জন্যে সর্ববিধ প্রশংসা।’) তিনি এটা করতেন এমনভাবে, যা শুধুমাত্র নারীরাই জানে কিভাবে তা করতে হয়

এবং স্বাভাবিকভাবে তা জায়েদের মনঃস্তাপ বৃদ্ধি করেছিল এবং এই বিতৃষ্ণা একসময় তাকে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করল।

জায়েদ তাকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মুহম্মদের কাছে তা প্রকাশ করলেন। এতে মুহম্মদ তাকে বললেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।'
জায়েদ জয়নবের বিরুদ্ধে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শণের অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং মুহম্মদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। মুহম্মদ এতে দুঃখিত হয়েছিলেন কারণ তিনিই এই বিবাহ-বন্ধনের আয়োজন করেছিলেন। এদিকে তালাক সংগ্রহের পর জয়নব মুহম্মদকে তাকে বিবাহ করার জন্যে সানুনয় অনুরোধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। তখন তাকে বিবাহ করার বাসনা মনে জাগলেও মুহম্মদ দ্বিধা -দ্বন্ধে ছিলেন লোকনিন্দার ভয়ে, এই ভেবে- এ বিয়ে বৈধ না অবৈধ হবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর তিনি জয়নবকে বিবাহ করেন।
এই বিবাহের পরও জায়েদ এবং মুহম্মদের মধ্যে শুরু -শিষ্য সম্পর্কের সামান্যতম অবনতি ঘটেনি।
এ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতসমূহ- *আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ; তাকে যখন তুমি বলেছিলে, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।' তুমি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। তুমি লোকনিন্দার ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ।*(৩৩:৩৭)
'তুমি যে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বর্জন কর আল্লাহ তাকে সত্যিই তোমার মা করেননি , অথবা যাকে তুমি আপন পুত্র বলে ঘোষণা কর, তাকে তোমার প্রকৃত পুত্র করেননি, এ সমস্ত তোমার মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শণ করেন। পালিত পুত্ররা তাদের আপন পিতার নামে পরিচিত হোক এ-ই আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জা ন তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোদের কোন বিচ্যুতি হলে গোনাহ নেই তবে ইচ্ছেকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। '(৩৩:৪-৫)
তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(৩৩:২) *আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন তাতে তার কোন বাঁধা নেই। পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত , অবধারিত।*(৩৩:৩৮)
এই বিবাহ পৌত্তলিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তারা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিবাহ করত। কিন্তু দত্তক পিতা কর্তৃক দত্তক পুত্রের বিবর্জিত স্ত্রীকে বিবাহ করাকে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে দেখত। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হবার পর এই ভ্রম নিরসন করে। 'কিন্তু জায়েদ যখন জয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার স্ত্রীরূপে দান করলাম, যাতে পালিত পুত্রের স্ত্রীদের বিবাহ করা সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের মনে কোনরূপ খটকা না লাগে?'(৩৩:৩৭)

বিবি জুওয়াইরিয়া: বনি মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুসলমানদের অভিযান সম্পূর্ণরূপে সফল হল। এই যুদ্ধে বেশ কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছিল , যাদের মধ্যে ছিলেন মুস্তালিক গোত্র প্রধান হারিস বিন আবু দিদার এর কন্যা জুওয়াইরিয়া।
গণিমতের বন্টনে জুওয়াইরিয়া , সাবেত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়লেন। তখন তিনি কায়েসের সঙ্গে একটি কিতাবতের (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া) চুক্তি করলেন। এতে কায়েস তার জন্যে একটি মোটা অঙ্কের অর্থ (৯ উকিয়া স্বর্ণ) নির্ধারণ করলেন, যা পরিশোধ করা সহজ সাধ্য ছিল না। তখন তিনি মুহম্মদের কাছে এই অর্থের জন্যে আবেদন করলেন তার স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে। তৎক্ষণাৎ তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল।
আবেদন মঞ্জুর হওয়াতে জুওয়াইরিয়া অভিভূত হয়ে পড়লেন। অতঃপর এ ই করুণার স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা দিলেন। সাথে সাথে তিনি মুহম্মদকে বিবাহ করারও প্রস্তাব পেশ করলেন। এসময় মুস্তালিক গোত্রপ্রধান কন্যাকে ফিরিয়ে নেবার আবেদন নিয়ে মুহম্মদের দরবারে হাযির হলেন। মুহম্মদ তাকে বল লেন, 'আপনি আপনার কন্যাকে জিজ্ঞেস করুন, তার মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'
অতঃপর হারিস কন্যার অভিমত জানতে চাইলে তিনি (কন্যা) বললেন, 'আমি মুসলমান হয়েছি সুতরাং রসূলুল্লাহর আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। '
মুহম্মদ তার অভিমত জানতে পেরে তাকে বিবাহ করে স্ত্রী র মর্যাদা দিলেন।
বিবি রায়হানা: প্রকৃত নাম রায়হানা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর। ইহুদি গোত্র বনি কুরাইজা অঙ্গীকৃত চুক্তি ভঙ্গ করায় মুসলিম বাহিনী তাদের অবরোধ করে। অত:পর তারা আত্মসমর্পণ করে একটি মাত্র শর্তের বিনিময়ে যে তাদের বিচারের ভার আওস গোত্রের প্রধান সাদ বিন মু'আজের উপর নির্ভর করতে হবে। সাদ তাওরাতের বিধান অনুসারে তাদের বিচার করেন। এই বিচারে পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং নারীদেরকে দাসদাসী হিসেবে মুসলিমদের মাঝে বন্টন করা হয়। এই বন্টনে তরুনী রায়হানা মুহম্মদের ভাগে পড়ে। তিনি ছিলেন বনি নাজির গোত্রের কন্যা , কিন্তু বিবাহ সূত্রে বনি কুরাইজা গোত্রভুক্ত হয়েছিলেন।
যাইহোক, রায়হানাকে প্রস্তাব দেয়া হয় ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে মুহম্মদের কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহম্মদকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর হিজাব পরিধানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় মুহম্মদের সঙ্গে তার বিরোধের সুত্রপাত হয় । কেউ কেউ বলেন মুহম্মদ তাকে ডিভোর্স দেন আর তিনি তার আত্মীয়দের মাঝে ফিরে যান। আবার কেউ কেউ বলেন, পরবর্তীতে তিনি দাসী হিসেবেই মুহম্মদের মারা যাবার বৎসর খানেক আগে মারা যান এবং তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

বিবি সফিয়া: খায়বর যুদ্ধের সময় মারাত্মক কিছু অপরাধ সংঘটিত করার কারণে কামুস দূর্গের অধিপতি কেনানা, কেনানা ইবনে আল রবির প্রাণদন্ড দেয়া হয়েছিল। তার স্ত্রী সফিয়া, পূর্ণ নাম সফিয়া বিনতে হুয়াইয়া। তার অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল তার গোত্র মাঝে। খায়বর যুদ্ধের গনিমতের বন্টনে সে দেহয়ার ভাগে পড়েছিল, কেননা সেই তাকে বন্দী করেছিল। এতে সাহাবীরা

মুহম্মদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি -সফিয়া একজন গোত্রপতির কন্যা। এ কথা জানতে পেরে মুহম্মদ দেহয়াকে বন্দীদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে বেঁছে নিতে বলেন এবং সফিয়ার কাছে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন-
-তিনি স্বসন্মানে স্বাধীন ভাবে নিজ গোত্র মাঝে ফিরে যেতে পারেন, অথবা,
-মুসলমান হিসেবে মদিনাতে বসবাস করতে পারেন।
সফিয়া আল্লাহ ও তার রসূলকে বেঁছে নেন। এইসময় তার বয়স ছিল সতের বৎসর। পূর্ব থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। মুহম্মদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার সহধর্মিনী হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। মুহম্মদ তার এই আকাঙ্খা অপূর্ণ রাখেননি, তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পর প্রায় সমবয়সী আয়েশা ও হাবসার সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে।

বিবি মেরী: মুহম্মদ তার প্রচারিত ধর্ম সর্বমানবের কাছে পৌঁছিবে -যে উদার বাসনা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার অনুসরণে তিনি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ ও তাদের প্রজাকূলকে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে কতিপয় দূত প্রেরণ করেছিলেন। এইসব রাজন্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গ্রীকসম্রাট হেরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ ও মিসরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিস। মুকাউকিস বিনয় নম্র ভাষায় মুহম্মদের পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও বশ্যতার নিদর্শণস্বরূপ তার কাছে মেরী ও শিরী নাম্নী-দু'জন খ্রীষ্টান কন্যা ও একটি দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্ব উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। মুহম্মদ এই উপহার প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি নিজে মেরীকে বিবাহ করেন এবং শিরীকে কবি হাসসানের সাথে বিবাহ দেন। এই মেরীর গর্ভেই মুহম্মদের ৪র্থ পুত্র ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করে। ইব্রাহিম ১৭/১৮ মাস বয়সের সময় মারা যায়। অশ্বটির নাম ছিল দুলদুল। তিনি প্রায়ই এতে সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তার মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন এটিকে ব্যাবহার করতেন।
উম্মে হাবিবা: মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে মুসলমানদের দু'টি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে এবং সেখানকার মহানুভব খৃষ্টান শাসক নাজ্জাসী তাদেরকে আশ্রয় দেন। মদিনাতে হিজরতের পর মুহম্মদ নাজ্জাসীর কাছে একটি পত্র দিয়েছিলেন। এতে সেখানে প্রবাসী মুসলমানদের পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ ছিল। নাজ্জাসী মুহম্মদের এই অনু রোধ রক্ষা করেছিলেন।
প্রত্যাবর্তনকারী মুসলিম নরনারীদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাও ছিলেন। আবিসিনিয়ায় তার স্বামী ওবায়দুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। এই ওবায়দুল্লা , ওবায়দুল্লা ইবনে জহস ছিলেন মুহম্মদের স্ত্রী জয়নব বিনতে জহসের ভ্রা তা।

হাবিবা,পূর্বনাম রমলা, তিনি পিতা আবু সুফিয়ানের অনুরোধ , উপরোধ ও হুমকি উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মদিনায় আসার পর নিরাশ্রয়ী হাবিবাকে মুহম্মদ বিবাহ করে আপন পরিবারভূক্ত করে নেন। এই ঘটনা পরবর্তীতে আবু সুফিয়ানকে ইসলাম গ্রহণে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

বিবি মায়মুনা: হিজরী সপ্তমবর্ষের শেষের দিকে (৬৩০ খৃষ্টাব্দ) ওমরা হজ্জ্ব পালনের জন্যে প্রায় দুই হাজার শিষ্যবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে মুহম্মদ মক্কায় উপস্থিত হলেন। এই তীর্থযাত্রীদেরকে কুরাইশদের কিছু বলার ছিল না। যে তিনদিন ধরে উৎসব চলেছিল তারা নগর খালি করে দিয়েছিল এবং প্রতিবেশীর অট্টালিকার ছাদ থেকে তারা ভীষণ কৌতুহল নিয়ে মুসলমানদের হজ্জ্ববিধি পালন দেখেছিল।
যে তিন দিন মুহম্মদ মক্কায় ছিলেন ঐ সময়ে তার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মায়মুনা , মায়মূনা বিনতে আল হারিস তার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা নিয়ে প্রস্তা ব পাঠিয়েছিলেন। তিনি মুহম্মদের স্ত্রী জয়নব বিনতে খোজাইমার চাচাত বোন ছিলেন। তার প্রকৃত নাম বার্রা , মুহম্মদ এই নাম পাল্টিয়ে মায়মূনা রেখেছিলেন। মুহম্মদ মায়মূনার প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেননি , তিনি তাকে বিবাহ করেন। এসময় মায়মূনার বয়স ছিল ৩৬।

এই বিবাহের ফলে এবং যে আত্মসংযম ও অঙ্গীকৃত নীতির প্রতি বিবেকসম্পন্ন শ্রদ্ধাবোধ মুসলমানেরা দেখিয়েছিল তা ইসলামের শত্রুদের মধ্যে দৃশ্যতঃ বিশ্বাস সৃষ্টি এবং তাদের অনেককে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। এসময় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন আমর ইবনে আ'স (আম্রত), খালিদ বিন ওয়ালিদ (মায়মুনার ভগ্নির পুত্র) যিনি ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশদের অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন এবং ওসমান বিন তালহা। এরা অপ্রত্যাশিতভাবে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমার এই লেখা পড়ে আপনাদের কি মনে হচ্ছে মুহম্মদের বিবাহের মধ্যে কোথাও বিশাল ঘা পলা আছে?
আমি আগেই বলেছি আর্টিকেলের লেখক আয়াতগুলি অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করছেন না তথ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের জন্যে। শুধু তাই নয় একই সাথে অবতীর্ণ হওয়া কয়েকটি আয়াতকে তিনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার সুবিধামত জায়গাতে ব্যবহার করছেন। যেমন ধরুণ (৩৩;৫০-৫২) যা একসাথে নাযিল হওয়া আয়াত। এর ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি তার বিগত আর্টিকেলে তারপরও তিনি এটা ব্যবহার করছেন সেই একই উদ্দেশ্যে। যা হোক এর ব্যাখ্যা আমি আপনাদের স্বরণার্থে আবারও দিচ্ছি। আপনারা খুঁজে দেখুন তো কোন ভ্রান্তি ধরা পড়ে কিনা ?-
পরপর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভের পর যুদ্ধল ব্ধ গনিমতের মালবন্টনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে এসময় মুহম্মদের স্ত্রীদের মাঝেও খানিকটা প্রাচুর্যের মাঝে জীবন -যাপনের অভিলাষ উদয় হল। তারা ভাবলেন রসুলুল্লাহর ভাগের গনিমতের মা ল নিশ্চয় আছে। তাই তারা সমবেতভাবে মুহম্মদের কাছে নিবেদন করলেন, 'হে রসূলুল্লাহ! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানারকম অলংকার ও বহুমূল্যবান পোষাক - পরিচ্ছদ ব্যাবহার করে থাকে। আর তাদের সেবা-যত্নের জন্যে অনেক দাস-দাসীও রয়েছে। এদিকে আমাদের দারিদ্র-পীড়িত, জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা তো আপনি নিজেই জানেন। তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমান খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন। '

মুহম্মদ তার পুণ্যবতী স্ত্রীদের কাছ থেকে দুনিয়ার ভোগবিলাসী সুযোগ -সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে মর্মাহত হলেন এই কারণে যে, তারা তার এতদিনের সংসর্গ ও কোরআনের জ্ঞান প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবীগৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবণ করতে সক্ষম হননি। অবশ্য স্ত্রীরা কিন্তু ধারণা করতে পারেননি যে, এতে তিনি দুঃখিত হবেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল- *হে নবী! তোমার পত্নীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এস আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর , তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত ক রে রেখেছেন।*(৩৩:২৮-২৯)
এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুহম্মদ সর্বপ্রথম বিবি আয়েশাকে ডেকে বললেন , 'আমি তোমাকে একটা কথা বলব- উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়ো করে দেবে না বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে।'
তিনি বিবি আয়েশাকে আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন।
বিবি আয়েশা-তাকে তার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে বলা থেকে- তার প্রতি মুহম্মদের এক অপার অনুগ্রহ দেখতে পেলেন , তিনি আরও ভাবলেন- মুহম্মদ নিশ্চিত জানতেন তার পিতামাতা কখনও তাকে তার থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বণের পরামর্শ দেবেন না। সুতরাং আয়াতগুলো শোনার পর তিনি আরজ করলেন, 'এখন এই ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্যে আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি।'

বিবি আয়েশার পর অন্যান্য পত্নীদেরকেও কোরআনের এই নির্দেশ শোনান হল। তারা সকলেই আয়েশার মত একই মত ব্যক্ত করলেন অর্থাৎ কেউই তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না।

নবীপত্নীদের এহেন সিদ্ধান্তে তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ মুহম্মদকে কিছু উপদেশ দিয়ে তার স্ত্রী গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে দেন।

এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ-**হে নবী! তোমার জন্যে তোমার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান কর। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ তোমার করায়াত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচাত ভগ্নি, ফুফাত ভগ্নি, মামাত ভগ্নি, ও খালাত ভগ্নিকে যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।
কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্যে- অন্য মুমিনদের জন্যে নয়। তোমার অসুবিধা দূরীকরণের**

উদ্দেশ্যে। মুমিনদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আ মার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তুমি ইচ্ছে করলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছে কাছে রাখতে পার। তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভবণা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং তুমি যা দাও, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

এরপর তোমার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করে , তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।(৩৩:৫০-৫২)

এখন কি উপরের ৩৩:৫০, ৩৩;৫১, ৩৩;৫২ আয়াতগুলির মধ্যে কোন ফাঁক দেখা যাচ্ছে? মনে কি হচ্ছে আয়াতগুলির মধ্যে কোন অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে ? আয়াতগুলি একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করার উপায় আছে? কারা আলাদা করবে, আর কেনই আলাদা করবে তা বুঝতে কি আপনাদের এখন অসুবিধা হচ্ছে ?

অতঃপর নবী পত্নীদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে তাদেরকে তাদের চলাফেরা ও আচার আচরণের উপদেশ সম্বলিত এই আয়াতসমূহ নাযিল হল - *হে নবী পত্নীরা! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কার্য করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্যে আমি সম্মানজনক রিজিক প্রস্তুত রেখেছি।*

-হে নবী পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে কথা বোলও না, ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে -মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না। নামাজ কায়েম করবে , যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।

-হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।(৩৩:৩০-৩৪)

এর পর খায়বারের ইহুদিদেরকে মোহাম্মদের বাহিনী আতর্কিকে সকাল বেলা আক্রমন করেন ৬২৯ সালে এবং প্রায় নিরস্ত্র ইহুদিদেরকে কচুকাটা করেন।

এখন আমরা দেখি লেখকের এই কথার সত্যতা। ইতিপূর্বে বিগত আর্টিকেলে লেখক বিদ্বেষবশত: মদিনার আশেপাশের ইহুদিগোত্রগুলো সম্পর্কে একই ধরণের কথা বলাতে আমি সেখানে প্রমান করেছি

যে, মদিনার আশে পাশের ইহুদি গোত্র বনি নাজির, বনি কুরাইজা ও বনি কাইনূকার প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হয়নি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিই অবিচার করেছিল। মুহম্মদ এবং মুসলিমরা তাদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় তাদের ক্ষেত্রে দেখিয়েছে। এখন আমরা দেখি খায়বরের ইহুদিদের ঘটনাটা কি?

মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে খায়বরে আশ্রয় নিয়েছিল। খায়বর শব্দের অর্থ সুরক্ষিত স্থান। এখানে অনেকগুলি সুরক্ষি ত দূর্গ ছিল যাদের মধ্যে আল কামুস ছিল প্রধান।

খায়বরের ইহুদিরা পূর্ব থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও দুর্দমনীয় বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের আগমনে এই অনুভূতি একটি প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত হল। তারা একটি প্রাচীন চুক্তির মাধ্যমে বনি গাতাফানদের বেদুইন দল ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল এবং মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের নিমিত্তে একটি সম্মিলিত দল গঠনের চেষ্টা চালাতে লাগল।

মুহম্মদ তাদের ক্ষতিসাধনকারী শক্তি স¤পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগের কু-ফল এড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ল। সুতরাং হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে, ৭ম হিজরীর মুহররম মাসের প্রথমদিকে চৌদ্দশত সৈন্যের এক বাহিনী খায়বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হল।

এটাই হচ্ছে খায়বর অভিযানের কারণ, মুহম্মদের বা মুসলিমদের কোন দোষ দেখা যাচ্ছে কি ? আর গোত্র প্রধান কিনানের স্ত্রী সফিয়ার ব্যাপারটা তো উপরেই উল্লেখ করেছি।

মরুবাসী কিছু মুসলমানও কোন কারণ ছাড়াই হুদাইবিয়া গমনে বিরত ছিল। তারা এবং কিছু মুনাফেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে এসময় এই যুদ্ধে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এসব আগ্রহ উপেক্ষা করে এই যুদ্ধে যোদ্ধা হিসেবে কেবল হুদাইবিয়াতে গমনকারীদেরই রাখা হয়েছিল। কেননা ইতিমধ্যেই হুদাইবিয়া গমনে বিরত থাকা মুনাফেকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল - *‘তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, ‘আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।’ তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তণ করতে চায়। বল, ‘তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। ’ তারা বলবে, ‘বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।’ পরন্ত তারা সামান্যই বোঝে।*(৪৮:১৫)

বিগত ১৪০০ বছর ধরে এভাবে প্রকান্ড মিথ্যাচারের মাধ্যমেই মূলত: ইসলাম টিকে আছে। সেই সাথে ইসলামী সাম্রাজ্যও একটা বড় ইন্ধন হিসাবে কাজ করেছে।এবার তাকিয়ার বিষয়ে কোরানে কি বলে দেখা যাক-

যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।সূরা নাহল , ১৬:১০৬ (মক্কায় অবতীর্ণ)

উক্ত আয়াতে বলছে- যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস অটুট থাকে অথচ কোন ভিন্ন পরিবেশে তার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে সে অবিশ্বাসীর মত কাজ করতে পারবে, তবে স্বেচ্ছায় তা করা গুনাহ ও কঠিন শাস্তি তার জন্য রয়েছে।

এখন আমরা একথার সত্যতা বিচার করব। দেখতে চেষ্টা করব আয়াতটি অবতরণের পটভূমি কি?
ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে একে একে গ্রেফতার করা হতে লাগল। তাদেরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে প্রচন্ড রোদে রাখা হল এবং প্রচন্ড পিপাসায় যখন তারা মূমুর্ষ , তখন তাদের দু'টি প্রস্তাবের যে কোনটি বেঁছে নিতে বলা হল-'স্বগোত্রীয় ধর্মে ফের নতুবা মৃত্যুবরণ কর। ' কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মুহম্মদের শরীয়তে অবিচলভাবে লেগে থাকলেন। এভাবে রামফার পাহাড় ও বাসা নির্মম অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হল।

বেলাল, যিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হয়েছিলেন , তাকে তার মনিব উমাইয়া বিন খলফ গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকত , তখন তাকে খোলা মাঠে সূর্যের দিকে মুখ করে খালি পিঠে বুকে একখানা বড় পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে বলতেন, 'যতদিন না তুমি মরবে বা ইসলাম পরিত্যাগ করবে ততদিন পর্যন্ত তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে।'
দিনের পর দিন এই অত্যাচার চলতে থাকায় তিনি মূমুর্ষ হয়ে পড়লেন। এসময় আবু বকর অতিরিক্ত বন্দীপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন।
খোবাই বিন আদিকে বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে কুর

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২২, ২০১২ at ৭:৫১ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

@ মডারেটর
আমার মন্তব্যের অর্ধেক এসেছে বাকী অর্ধেক আসেনি। সংশোধনের অনুরোধ রইল।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২২, ২০১২ at ১০:০৫ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
আর্টিকেলের বাকী অংশ পুন: পোষ্ট করলাম। কেননা উপরে আমার মন্তাব্যে সেটা আসেনি।

খোবাই বিন আদিকে বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে কুর

আর্টিকেলের বাকী অংশ পুন: পোষ্ট করলাম। কেননা উপরে আমার মন্তাব্যে সেটা আসেনি।

কুরাইশদের কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কুরাইশরা তার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাংস কেটে নিয়ে তাকে প্রতিবার জিজ্ঞেস করত, মুহম্মদের অবস্থা তার মত হোক সে কি তা চায়? তিনি প্রত্যেকবার উত্তরে বলতেন, 'মুহম্মদের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ না হোক এই শর্তে আমি আমার পরিবার, ধন-স¤পদ ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইনে।'
নির্মম অত্যাচারে তিনি মারা গেলেন।
ওসমান (যার সাথে মুহম্মদ পরর্তীতে তার কন্যা রোকাইয়াকে বিবাহ দিয়েছিলেন) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন কুরাইশরা তার পিতৃব্যের সাথে যোগ দিয়ে প্রত্যহ তাকে হাত পা বেঁধে নির্মমভাবে প্রহার করত। ওসমান আল্লাহর নামে সমস্তই সহ্য করতেন।

খাব্বারকে কুরাইশরা জলন্ত অগ্নির উপর শায়িত করে বুকে পা চাপা দিয়ে রাখত। আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শোয়েব দেশত্যাগ করলেন।

মুহম্মদ প্রায়শঃ এসব অত্যাচার, জুলুম, দুঃখ-দুর্দশার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং অতি আশ্চর্য ছিল এই যে, নব-দীক্ষিতরা ইসলাম গ্রহণের পর, স¤পদ এবং পার্থিব জীবনের মোহের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন।

যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আরও ছিলেন আম্বার, তার পিতা ইয়াসির, মাতা সামিয়া, সুহায়েব প্রমুখ। এসব গ্রেফতারকৃত নবদীক্ষিতদেরকে কুফরী অবলম্বণ করতে বলা হল। কিন্তু তাদের অস্বীকৃতির কারণে তাদের উপর কুরাইশরা অত্যাচারের চুড়ান্ত করে ছাড়ল। তারা ইয়াসিরের দু 'পা দু'টি উটের সাথে বেঁধে উট দু'টিকে বিপরীত দিকে চালনা করে তার দেহ দু'টুকরো করে ফেলল। পুত্র আম্বারকে প্রহার করে মূ্মুর্ষ করল।

চোখের সামনে স্বামীর মৃত্যু ও পুত্রের মুমুর্ষ অবস্থা দেখে সামিয়া একমনে পাঠ করছিলেন - 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা', এসময় আবু জেহেল তাকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করলেন। আম্বার এসময় প্রাণের ভয়ে কুফরীর স্বীকারোক্তি করে ফেললেন ।

শত্র"র কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আম্বার মুহম্মদের কাছে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। মুহম্মদ তাকে আশ্বস্ত করে বললেন , 'সেইসময় তোমার অন্তর ঈমানে দৃঢ় থাকলে এই স্বীকারোক্তির জন্যে তোমাকে কোন শাস্তি পেতে হবে না।'

মুহম্মদের এই সিদ্ধান্তের সত্যায়নে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল-**যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতিত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্যে মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি।(১৬:১০৬)এখন কি আযাতটি বুঝতে কারও অসুবিধা হচ্ছে?**
উক্ত আয়াতে বলছে- যদি কোন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস অটুট থাকে অথচ কোন ভিন্ন পরিবেশে তার ওপর জবরদস্তি করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে সে অবিশ্বাসীর মত কাজ করতে পারবে, তবে স্বেচ্ছায় তা করা গুনাহ ও কঠিন শাস্তি তার জন্য রয়েছে।

মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। সূরা আল ইমরান , ৩: ২৮ (মদিনায় অবতীর্ণ)
এ আয়াতে বলছে কোন অমুসলিমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবে না। তবে অমুসলিমদের কাছ থেকে কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে সাবধানে চলতে হবে ও তাদের সাথে বন্ধুত্বের ভাণ করতে হবে।

এবার আমরা লেখকের এই বক্তব্যের সত্যতা নির্ণয় করব। সুতরাং প্রথমে আমাদের দেখতে হবে কি কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে-
মুহম্মদ যখন পৌত্তলিক কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনি বকরদের বিরুদ্ধে খুবই গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেইসময় সারা নাম্নী এক গায়িকা মদিনায় আগমন করল। তাকে মুহম্মদের কাছে হাযির করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হিযরত করে মদিনায় এসেছ?'
সে বলল, 'না।'
তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ?'
সে এবারও বলল, 'না।'
তিনি বললেন, 'তাহলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ?'
সে বলল, 'আপনারা মক্কায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্যে থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। কিন্তু আপনারা এখানে চলে এলেন, তারপর মক্কার বড় বড় সর্দাররা বদর যুদ্ধে নিহত হল, ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্থ হয়ে এখানে আপনাদের কাছে এসেছি।'
মুহম্মদ বললেন, 'তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। সেই যুবকেরা কোথায় গেল , যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সা বৃষ্টির মত বর্ষণ করত?'
সে বলল, 'বদর যুদ্ধের পর মক্কার উৎসবপর্ব ও গান -বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত আমি কোন আমন্ত্রণ পাইনি।'
মুহম্মদ আব্দুল মুত্তালিব বংশের লোকদেরকে তাকে সাহায্য করার জন্যে অনুরোধ করলেন। তারা তাকে নগত অর্থ ও পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

মদিনাতে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া। তিনি ছিলেন ইয়েমেনী বংশোদ্ভূত, পরবর্তীতে মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। মক্কায় তার স্বগোত্রের কেউ ছিল না। তার পরিবার যখন মুসলমান হয়, তখন পরিবারের মধ্যে কেবল তিনিই মদিনায় হিযরত করেন এবং তার স্ত্রী ও সন্তানেরা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল।

মুহম্মদের হিযরতের পর পৌত্তলিক কুরাইশরা মক্কায় বসবাসকারী অবশিষ্ট মুসলমানদের নানাভাবে উত্যক্ত ও নির্যাতন করত। হিযরতকারীদের যাদের সন্তানেরা মক্কায় ছিল তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনের কারণে কিছুটা নিরাপদ ছিল। কিন্তু হাতেব যখন দেখতে পেলেন তার সন্তান -সন্ততিদের শত্র"র নির্যাতন থেকে রক্ষা করার মত কেউ নেই, তখন তিনি ভাবলেন মক্কাবাসীদের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শণ করলে হয়তঃ তার সন্তানদের প্রতি জুলুম বন্ধ হবে। আর এসময় গায়িকা সারার মক্কায় ফেরৎ যাত্রাকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন।

হাতেব মুনাফেক ছিলেন না। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে , মুহম্মদকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস হলে তার কিম্বা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তাই তিনি যুদ্ধের তথ্য ফাঁস করে দিয়ে মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে সারার হাতে সোপর্দ করলেন।

এদিকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর রসূলকে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। মুহম্মদ এটাও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময় 'রওযায়ে খাক' নামক স্থানে পৌঁছে গেছে। তখন তিনি আলী, আবু মুরসাদ ও যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে তার পশ্চাৎধাবনের নির্দেশ দিলেন। এই দল তাকে নির্দিষ্ট স্থানে উটে সওয়ার অবস্থায় গমনরত দেখতে পেয়ে আটক করলেন। অতঃপর তাকে বলা হল- 'তোমার কাছে যে পত্র রয়েছে তা বের কর।'
সে বলল, 'আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই।'
তারা তার উটকে বসিয়ে দিলেন। এরপর তার মালামাল তল্লাসী করলেন। কিন্তু কোন পত্র মিলল না। এই দলের প্রত্যেকে নিশ্চিত ছিলেন মুহম্মদের সংবাদ কখনও ভ্রান্ত হতে পারে না। তাই তারা তাকে ভীতি প্রদর্শণ করলেন, বললেন, 'হয় পত্র বের কর, নতুবা পত্রের খোঁজে আমরা হয়তঃ তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলব।'
তখন সে পায়জামার ভিতর থেকে পত্রটি বের করে দিল।
আলী বাহিনী পত্রসহ মহিলাকে নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।

পুরো ঘটনা জানতে পেরে ওমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মুহম্মদকে বললেন , 'এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই।'
মুহম্মদ বললেন, 'সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন।'

হাতেবকে ডেকে আনা হল। মুহম্মদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন , 'ওহে হাতেব, কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল এ কাজ করতে?'
তিনি বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আমার সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই একাজ করেছি। আমি ব্যতিত অন্য কোন মোজাহির এমন নেই যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। আমি ভেবেছিলাম মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা হয়তঃ আমার সন্তান -সন্ততিদের কোন ক্ষতি করবে না। তবে আমি এই কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করি নি। আমার তখনও দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে যে, বিজয় আপনার নিশ্চিত, মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'
সব শুনে মুহম্মদ উপস্থিত সকলকে বললেন , 'হাতেব সত্য বলেছে। অতএব তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বোলও না।'
ওমর বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সত্য জানেন।'
অতঃপর হাতেব ও মুসলমানদের প্রতি উপদেশ সমম্বলিত কোরআনের এই আয়াতসমূহ নাযিল হল -'
মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। (৩:২৮) এখন কি আয়াতটি বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে?
অবশ্য এসংক্রান্ত আরো আয়াত রয়েছে-
মুমিনেরা, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্র"কে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরও না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা, যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে , তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে , সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্র" হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। তোমাদের স্বজন- পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কেয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।'(৬০:১-৩)
লেখক অন্যান্য যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিরই যথাযত উত্তর আমি দিতে পারব। কিন্তু লেখাটা এমনিতেই বড় হওয়াতে আপনারা বিরক্ত বোধ করবেন বিধায় সেগুলির আর বিশ্লেষণে গেলাম না। ভাতের হাঁড়ির দু'একটা চাল টিপে দেখলেই তো ভাতের অবস্থাটা বোঝা যায়, পুরো হাড়ির ভাত তো টিপে দেখা লাগে না।
সব শেষে এটা বলা যায় যে, দুনিয়াতে আস্তিক (একশ্বেরবাদী) এবং নাস্তিক উভয়ে থাকবে। সকলে কি সত্য চিনতে পারে? কিন্তু আমি এখন যা বলতে চাচ্ছি তা হল- এদের মধ্যে কার অবস্থান কোথায়

অর্থাৎ কারা প্লাস পয়েন্টে আছে, সেটা জানা। আর এটা জানা জরুরী সাধারণ পাঠকদের, যাদের অধিক পড়াশোনা করার আগ্রহ বা বয়স কোনটাই নেই। এটা জানতে আমরা দার্শণিক প্লেটোর বক্তব্যের সারমর্ম দেখি- (পুরো মন্তব্যটি আছে- দর্শনের আলোকে নাস্তিক আস্তিক সমাচার- আর্টিকেলটির মন্তব্যে।)

আস্তিক বনাম নাস্তিক।
১. বৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় আস্তিক নিশ্চিন্ত থাকে। নানা দু:চিন্তায় তার মন অস্থির হয় না। কিন্তু নাস্তিক তার অতীত অন্যায় ও পাপ কৃতকর্মের জন্যে নানা দু:চিন্তায় অস্থির থাকে। নানা দু:স্বপ্নে ঘুম হারাম হবে।
২. পরকালে আস্তিক যদি দেখে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব নেই, তবু তার হারানোর কিছু নেই। কিন্তু নাস্তিক ? তার তো তখন আফসোসে বৃদ্ধা আঙ্গুল চুষতে হবে।
সবাইকে ধন্যবাদ।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৪:২৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

আস্তিক বনাম নাস্তিক।
১. বৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় আস্তিক নিশ্চিন্ত থাকে। নানা দু:চিন্তায় তার মন অস্থির হয় না। কিন্তু নাস্তিক তার অতীত অন্যায় ও পাপ কৃতকর্মের জন্যে নানা দু:চিন্তায় অস্থির থাকে। নানা দু:স্বপ্নে ঘুম হারাম হবে।
২. পরকালে আস্তিক যদি দেখে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব নেই, তবু তার হারানোর কিছু নেই। কিন্তু নাস্তিক ? তার তো তখন আফসোসে বৃদ্ধা আঙ্গুল চুষতে হবে ।>…আচ্ছা তাহলে এই আপনার দৌড়…শুনুন ধর্ম ছাড়ার আগে আমিও এটাই ভেবেছিলাম…কিন্তু পরে দেখেছি নাস্তিক দেরও ভয় পাবার কিছু নেই …কে যেন বলেছিল ইশ্বর যদি থাকে তবে সে এত উন্মাদ নয় যে ধর্ম দিয়ে মানুষ্কে বিচার করবে …মানুষ্কে বিচার যদি করা হয় তবে সেটা হবে কর্ম দিয়ে…আপ্নার যদি ভাল হিন্দু বন্ধু থাকে যার চরিত্র ভাল আপনি তাকে ভাল বলতে বাধ্য…আর যদি খারাপ চরিত্রের মোসল্মান বন্ধু থাকে তবে আপনি তাকে খারাপ ই বল্বেন…মানুষের মত ক্ষুদ্র জীব ই যখন মানুষ্ কে বিচারের সময় তার ধর্ম দেখেনা তখন একজন ইশ্বর তা দেখবেন একমাত্র ছাগল না হলে এ কথা কেউ বলবে না…উদাহরণ…আপ্নি যদি খুন করেন তাহলে আপনার ফাসি হতে পারে বাংলাদেশের আইন অনুসারে তা সে রাম না রহিম তা কোর্টের দেখার বিষয় না…খামাখা ইশ্বরকে(যদি থেকে থাকে) ছোট করবেন না …আশা করি বুঝেছেন…

*সুকান্ত*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৬:০৪ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,
আপনার তো দেখি বোধ, বুদ্ধি দুটাতেই গণ্ডগোল আছে। এম্নিতেই আপনার রেফারেন্সবিহীন রম্য রচনা , তার উপর মুক্তমনা পাঠকদের নির্বোধ ,অশিক্ষিত ভাবার স্থুল খোঁচা অনুভব করছি।
আপনার উক্তি-

পরকালে আস্তিক যদি দেখে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব নেই, তবু তার হারানোর কিছু নেই। কিন্তু নাস্তিক ? তার তো তখন আফসোসে বৃদ্ধা আঙ্গুল চুষতে হবে।

আবার পড়েন নিজের উক্তিটি। আস্তিক যদি মৃত্যুর পর স্বর্গ -নরক না দেখে তবে সেই-ই তো বেশি ব্যথিত হওয়ার বা বৃদ্ধা আঙ্গুল চোষার কথা আর নাস্তিকের আনন্দিত হওয়ার কথা -তাই না!!! নাকি আরও খুলে বলতে হবে আপনাকে? যুক্তির নিরিখে বিচার করুন কিছু বলার আগে। মানবতার জয় হোক।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৮:৩২ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

যে যুক্তি দেখানো হয়েছে- তা প্লেটোর বক্তব্য থেকে। আশাকরি এটা নিশ্চয়ই প্রমান করার চেষ্টা করবেন না যে আপনি প্লেটোর থেকে বেশী জ্ঞানী।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:৪৯ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

আস্তিক বনাম নাস্তিক।
১. বৃদ্ধকালে মৃত্যুর সময় আস্তিক নিশ্চিন্ত থাকে। নানা দু:চিন্তায় তার মন অস্থির হয় না। কিন্তু নাস্তিক তার অতীত অন্যায় ও পাপ কৃতকর্মের জন্যে নানা দু:চিন্তায় অস্থির থাকে। নানা দু:স্বপ্নে ঘুম হারাম হবে।
২. পরকালে আস্তিক যদি দেখে স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব নেই, তবু তার হারানোর কিছু নেই। কিন্তু নাস্তিক ? তার তো তখন আফসোসে বৃদ্ধা আঙ্গুল চুষতে হবে।

ভাইজান দেখি দারুণ সুবিধাবাদী। তো ভাইজান আস্তিক হইলেই বেহেশত পাব ? মুসলিম হতে হবে না? যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারাই আস্তিক। কাজেই মুসলিম হবার দরকার নেই , শুধু আস্তিক হলেই জান্নাত নিশ্চিত, এমন কিছু একটা দলিল কোরানের আলোকে পেশ করে এই অধমদের একটা ব্যাবস্থা করেন।(৭০ টা হুরের নিশ্চিত ব্যাবস্থা কি মজা রে)

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:৫২ অপরাহ্ণ
আর ভাইজানের মহাকাব্যটা একসাথে পরতে মন চাচ্ছে না। আস্তে আস্তে পড়ে নেব ইনশাল্লাহ। আনন্দবিনোদন সবসময় ভাল লাগে না, কাজেই মাঝে বিজ্ঞাপন বিরতি নিলাম।

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, আপনার লেখায় তো কোন রেফারেন্সই নেই! আপনি যে লিখলেন,

মুহম্মদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি তাকে মুগ্ধ করেছিল।

এটার স্বপক্ষে আপনার কোন রেফারেন্স আছে? নাকি নিজে নিজেই বানিয়ে লিখে গেলেন। আপনার পুরো মন্তব্যটাই একটা মনগড়া গল্প, এটা বোঝার জন্যে রকেট সাইন্টিস্ট হতে হয় না। মুক্তমনার পাঠকদের এতটা বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২২, ২০১২ at ৯:৫৫ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

সম্মানিত পাঠকবর্গ ,

আগের পর্বে মি. ফারুক তার রম্য রচনা লিখেছিলেন, এবারও ঠিক একই কাজ শুরু করলেন। আমরা তার রম্য রচনা উপভোগ করছি। রম্য রচনার কোন উত্তর দেয়ার কোন দরকার পড়ে না। তারপরেও তার আয়শা সম্পর্কিত বিষয়ে একটু উত্তর দেব। উনি লিখেছেন -

বিবি আয়েশা: বিবি সওদাকে বিবাহ করার কিছুদিন পর মুহম্মদ আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করেছিলেন। আবু বকরের সাধ ছিল তিনি আল্লাহর রসূলের সাথে রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই তিনি বিবাহের বয়স না হলেও তার কন্যা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে মুহম্মদকে অনুরোধ করেন। মুহম্মদ আবু বকরের এ বাসনা পূর্ণ করেন। এসময় আয়েশার বয়স ছিল ৯ বৎসর।

মোহাম্মদ নিজেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি আবু বকর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যাবে নিচে-

ভলুম-৭, বই- ৬২, হাদিস নং-১৮: উরসা থেকে বর্নিত- নবী আবু বকরকে তার মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানালেন। আবু বকর বললেন - আমি তোমার ভাই , এটা কিভাবে সম্ভব? নবী উত্তর দিলেন- আল্লার ধর্ম ও কিতাব মোতাবেক আমি তোমার ভাই, রক্ত সম্পর্কিত ভাই না, তাই আয়শাকে আমি বিয়ে করতে পারি।
এখন পাঠক বিবেচনা করুন মোহাম্মদ নিজেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি আবু বকর চেয়েছিল।

পরবর্তীতে সম্ভবত আয়শা মোহাম্মদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কেন তিনি তাকে অত অল্প বয়েসে বিয়ে করেছিলেন, আর এর উত্তরে মোহাম্মদ যা বলেছিলেন তা হলো -

বুখারী, ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস নং-১৪০: আয়েশা হতে বর্নিত- আল্লাহর নবী বললেন, তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি স্বপ্নে তোমাকে দুই বার দেখেছি।এক ফিরিস্তা সিল্কে মোড়ানো একটা বস্ত এনে আমাকে বলল- এটা খুলুন ও গ্রহন করুন , এটা আপনার জন্য। আমি মনে মনে বললাম- যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় এটা অবশ্যই ঘটবে। তখন আমি সিল্কের আবরন উন্মোচন করলাম ও তোমাকে তার ভিতর দেখলাম। আমি আবার বললাম যদি এটা আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে এটা অবশ্যই ঘটবে।
আর আয়শার বয়স সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে নিচে-

ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং- ৬৫: আয়েশা হতে বর্নিত- মহানবী তাকে ছয় বছর বয়েসে বিয়ে করেন, নয় বছর বছর বযেসে তাদের বিবাহিত জীবন শুরু হয়। হিসাম জানিয়েছিল- আমি জেনেছি আয়েশা মহানবীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নয় বছর যাবত বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।
এছাড়া আরও কিছু হাদিস দেয়া হলো -

Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 64: Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari, Volume- 5, Book- 58, Hadith No- 236: Narrated Hisham's father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married 'Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old.

Sahih Bukhari, Volume- 7, Book- 62, Hadith No- 88: Narrated 'Ursa: The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Sahih Muslim 8:3310 : A'isha (Allah be pleased with her) reported: Allah's Apostle (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house when I was nine years old.

Abu Dawud 41:4915: Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: "The Apostle of Allah (peace be upon him) married me when I was seven or six. When we came to Medina, some women came. according to Bishr's version: Umm Ruman came to me when I was swinging. They took me, made me prepared and decorated me. I was then brought to the Apostle of Allah (peace be upon him), and he took up cohabitation with me when I was nine. She halted me at the door, and I burst into laughter."

আশা করি , পাঠকবর্গ এখন বুঝতে পারবেন , মি. ফারুক কি ধরনের রম্য গল্প এখানে রচণা করার তালে আছেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২২, ২০১২ at ৯:৫৯ অপরাহ্ণ
সংশোধনী:

বুখারী, ভলুম-০৯, বই- ৮৭, হাদিস নং-১৪০

ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং- ৬৫

ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং- ৬৫

সবগুলো সহি বুখারী হাদিস থেকে।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২২, ২০১২ at ১০:০১ অপরাহ্ণ
ভলুম-৭, বই- ৬২, হাদিস নং-১৮
ভলুম-৭, বই -৬২, হাদিস নং- ৬৫
সবগুলো সহি বুখারী হাদিস থেকে।

সাগর এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৩:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে, ভাই আপনি কি দেখে এই লোক টার সাথে তর্ক করেন...তার যুক্তি দেখে আমার তো হেসে গড়াগড়ি খাবার দশা...আমি জানি উনি আবোল তাবোল লেখেন তাই শুধু প্রথম কিছু অংশ পরেছি তাতে দেখলাম তিনি তার নবিকে এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে তিনি বিয়ে গুলো করতে চান নি ...বরং কিভাবে যেন সব হয়ে গিয়েছে...মেয়ের বাবা নবির হাতে তুলে দিচ্ছেন তার ৬ বছরের মেয়ে কে, নবি নিলেন ...যাদের খুব শখ নবির বউ হবে তারা লাইনে দারিয়ে গেল এক এক আসছে আর বলছে ‘আপনার বউ হতে চাই’ আর নবি মানে দয়ার নবি তিনি আর না কিভাবে বলেন ...ঘরে তুল্লেন একে একে ১৩...মানে একটা হারেম আর কি...আর ফারুক সাহেবের যুক্তি তো অখন্ডনীয় ...নবি কি অকারনে

কোন বিয়ে করেছেন...বলেন? তিনি তো বিয়ে কি কারনে করছেন তার জন্য আয়াত নামাচ্ছেন...হাদিস দিচ্ছেন তার পর ও যদি আপনি এমন করেন তাহলে কিভাবে হবে.../?...মেয়ের বাবা তার ৬ বছরের মেয়ে কে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন নবি 'না' বলে তাকে কষ্ট দিবেন আপনি তাই চান?...আর শান্তি স্থাপন করতে হবে না...তার জন্য শুধু শান্তির বানী দিলে হবে ...আপনি কি জানেন শুধু বানী তে চিড়া ভেজে না...তাই বিয়ে করতে হবে...এবার শান্তি না এসে উপায় আছে...আপ্নারা শুধু চিল্লা-চিল্লি করেন...নবির ১৩ বিয়ের পর গোটা আরব জুরে যে শান্তির বাতাস বয়ে গেল তা তো বললেন না ...আমি তো ফারুক সাহেবের ফ্যান হয়ে গেছি...তার jokeতি অখন্ডনীয়...

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৬:৪৫ অপরাহ্ণ

@সাগর,

যাদের খুব শখ নবির বউ হবে তারা লাইনে দারিয়ে গেল এক এক আসছে আর বলছে 'আপনার বউ হতে চাই' আর নবি মানে দয়ার নবি তিনি আর না কিভাবে বলেন ...ঘরে তুল্লেন একে একে ১৩

এইটা আমার কাছেও পরিষ্কার না ভাই। ধরে নিলাম যে অনেক মেয়েই নবীর বউ হতে চেয়েছিল, আর দয়ার নবী করেও নিয়েছেন।কিন্তু সমস্যা হল যে দয়ার নবি মাত্র ১৩ টাকেই কেন বউ করলেন? নাকি এই ১৩ জনই খালি দয়ার নবীর বউ হতে চেয়েছিল?আর যদি আরও বেশি নারী নবীজির বউ হবার দরখাস্ত করে থাকেন কিন্তু নবী মাত্র ১৩তা বিবি গ্রহণ করেন এটা কি অনাচার। তিনি বিশ্বনবী এমন পক্ষপাতিত্ব তাঁর শোভা পায় না । আর যদি মাত্র ১৩ জন নারীই হুজুরের বউ হবার লাইন ধরেন তবে তো দেখি হুজুরের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় , কারন দেখেন না শহীদ আফ্রিদিকে দেখলেই কিভাবে বঙ্গ ললনারা " আফ্রিদি আমাকে বিয়ে করো" বলে লাইনে থাকে, সেখানে নবীজির বউ হলে বেহেশত ফ্রি কাজেই আরো বেশি মেয়ের লাইনে দাঁড়ানোরই কথা ।তা না হলে নবীর থেকে একজন উম্মতের বউ হবার আগ্রহী মেয়েই বেশি এটা যে হুজুরের জন্য অপমানজনক। আর যদি নবীর বউ হওয়া সমগ্র আরবের মুসলিম রমণীর সাধ থেকে থাকে , তবে হুজুরের উচিত ছিল সেই শখ পূরণ করা।

কোনটি সত্য তা mkfaruk ভাইজান মনে হয় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ভাল।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৩২ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

সেই আমলে যখন নারী জাতির দুর্গতির ও লাঞ্ছনার যেখানে সীমা ছিল না তখন এই সতী-সাধ্বী নারী শূচিতায় ও শুভ্রতায় ছিলেন অনন্যা।

ভাইজান আপনার উপন্যাস টা একটু পরে পড়ি কেমন ? এখন একটু কাজে ব্যাস্ত আছি। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দেন দেখি। যদি সেকালে নারী জাতির এতই দুর্গতি থাকত আর তারা এতই লাঞ্ছনার শিকার হত তবে খাদিজা অত ধনী কি করে হলেন আর **সতী-সাধ্বী এবং শূচিতায় ও শুভ্রতায় অনন্য কিভাবে থাকতে পারলেন?**
তার মানে ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে চাইলেই যে কেউ অমন থাকতে পারত, মানে দুর্গতি ও লাঞ্ছনা আসলেই তেমনটা ছিল না?

সমীর চন্দ্র বর্মা। এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৮:৩৬ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,
আপনার কথাগুলোর তেমন কোন যুক্তি খুজে পেলাম না । তাই মানতে পারলাম না । দুঃখিত ।

3. 3

mkfaruk

জুন ২২, ২০১২ সময়: ৭:৩০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কিন্তু মারিয়াকে যে মোহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন উক্ত তাফসীরেও কিন্তু তার কোন প্রমান নেই। সেখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে- নবী কাফফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সাথে মিলিত

হন।এখানে বলা হলো নবী ঐ দাসীর সাথে মিলিত হন , এ মিলন কিন্তু হাফসার ঘরে ঘটা ঘটনার পরের মিলন। অর্থাৎ হাফসার ঘরে মিলিত হয়ে ধরা খেয়ে হাফসার কাছে শপথ করেন যে আর তিনি দাসীর সাথে কখনও মিলিত হবেন না। পরবর্তীতে ৬৬:১-২ আয়াত নাজিল হলে মোহাম্মদ পূনরায় উক্ত দাসী মারিয়ার সাথে মিলিত হন এটাই এখানে বলা হচ্ছে।

@সম্মনিত পাঠক,

মেরী, আয়েশা ও হাবশাকে জড়িয়ে যে মিথ্যাচার উপরে করা হয়েছে তা আমি আমার ইতিপূর্বকার মন্তব্যটি বড় হয়ে যাওয়াতে সেখানে দিতে পারিনি। এখানে লেখক খুবই চালাকির সাথে ইবনে কাছির , ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তির তফসির যেগুলি তার তথ্য প্রমানের জন্যে দরকার সেগুলি ব্যবহার করেছেন আর অন্যদের তফসিরটা এড়িয়ে গিয়েছেন ইচ্ছাকৃতভাবে।
এখন আমরা দেখব প্রকৃত কাহিনীটা কি। আর লেখকের কাহিনী ও আমার কাহিনীর মধ্যে কোনটা সঠিক হওয়া উচিৎ এবং যুক্তিযুক্ত।
মুহম্মদ আছরের পর নিয়মিত সকল বিবিদের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। নিয়মিত এই সাক্ষাতে তিনি নববিবাহিত বিবি জয়নবের গৃহে একটু বেশীসময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। বাল্যকাল থেকেই জয়নব মুহম্মদকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং জানতেন তিনি মধু খেতে বিশেষ পছন্দ করেন। তাই তিনি বিবাহের পূর্বপর্যন্ত সবসময়ই তার জন্যে মধু সরবরাহ করে এসেছেন। এখন বিবাহের পর যখনই মুহম্মদ তার হুজরাতে (মুহম্মদের প্রত্যে ক বিবির জন্যে একটি করে হুজরা নির্মিত হয়েছিল। কক্ষ ছাড়াও এতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকত। মসজিদে নব্বীর সংলগ্ন এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এর দ্বারে একটা মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলান থাকত। হুজরার দরজা থেকে ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। মুহম্মদের তিরোধানের পর ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের রাজত্বকালে তারই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছিল।) আগমন করতেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাকে মধু পান করাতেন। এ কারণেই এ কটু বেশী সময় মুহম্মদ তার হুজরাতে অবস্থান করতেন। এ দেখে বিবি আয়েশার- যিনি ছিলেন তার বিবিদের মধ্যে একমাত্র কুমারী , মনে ঈর্ষা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। তিনি অপর এক বিবি হাফসার সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, তিনি জয়নবের হুজরা হতে ফিরে তাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছে আগে আসবেন, তিনিই তাকে বলবেন, 'মাগফীরের গন্ধ পাচ্ছি! আপনি কি মাগফীর পান করেছেন?' -মাগফীর এক বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা।

জয়নবের হুজরা হতে বেরিয়ে মুহম্মদ আয়েশার হুজরাতে এলেন , তখন তাকে তিনি সেভাবেই কথা বললেন। মুহম্মদ বললেন, 'না, আমি তো মধু পান করেছি!'
আয়েশা বললেন, 'সম্ভবতঃ মৌমাছি কোন মাগফীর বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছে।'

মুহম্মদ সবসময় দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। কেননা জিব্রাইল প্রায়ই তার কাছে ওহী নিয়ে আগমন করতেন, আর তিনি দুর্গন্ধের কাছে আসতে পারতেন না। তাই তিনি এখন তার এই বিবিকে খুশী করতে তার কাছে অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। কিন্তু একথা জয়নব শুনলে মনঃক্ষুন্ন হবেন ভেবে সাথে সাথে তিনি আয়েশাকে বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন। কিন্তু মেয়েরা পেটে কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। বিবি আয়েশা বিষয়টি বিবি হাফসা র গোচরীভূত করে দিলেন।

অতঃপর গোপন এই বিষয়টি যে ফাঁস হয়েছে জিব্রাইল মারফত মুহম্মদ তা জানতে পারলেন। তখন তিনি আয়েশার বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ আনলেও কি ভেবে পূর্ণ কথা বললেন না। সবশুনে আয়েশা বললেন, 'কে আপনাকে একথা বলল?'
তিনি বললেন, 'যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।'
মুহম্মদ চুপ হয়ে গেলেন। আর এদিকে সেসময় আয়েশাও মনে মনে ভাবছিলেন এই অপরাধে মুহম্মদ যদি তাকে তালাক দেন তবে অতঃপর তিনি তার মত স্ত্রী সম্ভবতঃ আর পাবেন না।

মুহম্মদ আয়েশাকে তালাক দেবার কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু জিব্রাইল এসে তাকে এ কাজে বিরত রাখেন এই বলে-'তার পূণ্য অনেক, আর তার নাম জান্নাতে তোমার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।'

আর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ নাযিল হল , যাতে পূর্ণ ঘটনা এবং বিবি আয়েশার মনোভাবের জবাব দেয়া হয়েছে।- **হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করতে তা নিজের জন্যে হারাম করছ কেন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন নবী তার স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বলল, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বলল, তখন স্ত্রী বলল, 'কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল?'
নবী বলল, 'যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।'
তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর , তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ, জিব্রাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনরা তার সহায়। উপরন্তু ফেরেস্তারাও তার সাহায্যকারী। যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তবে সম্ভবতঃ তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারিণী, এবাদত কারিণী, রোজাদার, অকুমারী ও কুমারী।**(৬:১-৫)
এখনকি কোরআনের এই আয়াতসমূহ আর উপরের নাযিল হবার কাহিনীর মধ্যে কি কোন ফাঁক দেখা যাচ্ছে?

আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুহম্মদ কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। কাফফারা হিসেবে তিনি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন।

সবশেষে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি ব্যাপার নিয়ে। আপনার অন্তর যদি কুটিল হয় তবে আপনি সবকিছুর মধ্যে কুটিলতা দেখতে পাবেন। আর যদি আপনার অন্তর পরিস্কার হয় তবে আপনি সবকিছু স্বাভাবিক দেখবেন। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না , সবকিছুই নির্ভর করবে আপনার জানার পরিধির উপর।উকিলরা কি যুক্তি তর্ক , মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য প্রমান করে না? আর সব থেকে ভাল উকিল সেই যার এ ক্ষমতা আছে। কিন্তু উকিল যতই সত্যকে মিথ্যে প্রমাণ করুক না কেন, সত্য কিন্তু সত্যই থাকে।

ধন্যবাদ সকলকে।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ২২, ২০১২ at ১০:০৫ অপরাহ্ন

@mkfaruk,

এখন আমরা দেখব প্রকৃত কাহিনীটা কি। আর লেখকের কাহিনী ও আমার কাহিনীর মধ্যে কোনটা সঠিক হওয়া উচিৎ এবং যুক্তিযুক্ত।

এ কাহিনীর সূত্র কি ? আপনি নিজে নাকি ?

এমরান এইচ এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১২:০০ পূর্বাহ্ন

@mkfaruk,

সবশেষে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি ব্যাপার নিয়ে। আপনার অন্তর যদি কুটিল হয় তবে আপনি সবকিছুর মধ্যে কুটিলতা দেখতে পাবে না। আর যদি আপনার অন্তর পরিস্কার হয় তবে আপনি সবকিছু স্বাভাবিক দেখবেন। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না , সবকিছুই নির্ভর করবে আপনার জানার পরিধির উপর।

–- বেশ বুনিয়াদি কথা বলেছেন। 🙂

সাগর এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@এমরান এইচ, mkfaruk সাহেব একটা জিনিশ ভাই, নিজের ধর্ম বাচাতে যে কসরত করছেন আল্লাহ হয়ত তাকে প্রিথিবিতেই বেহেশ্তের সুসংবাদ দিবেন ...উনার লেখা পরতে থাকেন,তার ফ্যান না পারবেন না...

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১:১৮ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,
আপনি মুক্তমনার লেখকদের কী ভাবেন বলেন তো ? আপনি কী ভাবেন ওরা আপনার মতো দু চারটে বই পড়ে এখানে আর্টিকেল লিখে ? যুক্তি থাকলে বেশি কথা বলার দরকার হয় না। আপনার কথার উত্তর যে অনেকে দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করেন না, সেটাও কী আপনি বোঝেন না ? এই কারণে গত পোস্টে আর জবাবই দিইনি। আমার ধারণা অনেকেই তাই করে। প্রথম উত্তরেই আপনি যে মুহম্মদের হেরেমের ১৩ জন বিবির বর্ণনা দিলেন, এটার কি খুব প্রয়োজন ছিলো ? আপনার কি ধারণা, মুক্তমনা যারা পড়ে তারা কি এগুলো জানে না ? আপনি মুক্তমনায় নতুন এসেছেন, তাই সব কিছু বুঝে উঠতে পারেন নি। আর তা না বুঝেই ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন। ভবঘুরের সংগে পাল্লা দেযার আগে মুক্তমনায় প্রকাশিত ভবঘুরের সমস্ত প্রবন্ধ পড়েন, ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞান বিচার করেন, তার পর তার সংগে তর্ক করেন। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই করে। কারো সম্পর্কে বলতে গেলে তার সম্পর্কে আগে জানতে হয়। আপনি দেখি এর ব্যতিক্রম। আমরা মুহম্মদ সম্পর্কে বলি , মুহম্মদকে ভালো করে জেনে বুঝে। আপনার মতো অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে নয়।
মন্তব্যের শুরুতেই যা বলেছেন, হ্যা লেখকের উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার, সত্যটাকে জানানো।আপনি অনেক কিছু স্বীকার না করলেও একটা বিষয় স্বীকার করেছেন যে মুহম্মদ ১৩টা বিয়ে করেছিলো। এখন আপনিই বলেন, একজন সুস্থ লোক এটা কিভাবে করতে পারে ? তাও ৬ থেকে ৫৫ কাউকেই সে বাদ দিচ্ছে না। পুনর্বাসন তো খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েও করা যায়। তার জন্য বিয়ে করতে হবে কেনো ? নাকি বিয়ে না করলে দেহ ভোগ করা যায় না, সেজন্য ? এমন লম্পট মানুষ আপনাদের নবী, লিডার। তো তার সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা ভাবনা আর কত স্বচ্ছ বা পরিষ্কার হবে! নবী নিজেও ছিলো মূর্খ , আর তার উম্মতদের অবস্থাও তাই।পড়াশুনা করবেন না, অযথা সব প্যাচাল পেরে অন্যদের সময় নষ্ট করেন আর বিরক্তি উৎপাদন করেন।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৫০ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

মন লম্পট মানুষ আপনাদের নবী, লিডার। তো তার সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা ভাবনা আর কত স্বচ্ছ বা পরিষ্কার হবে! নবী নিজেও ছিলো মূর্খ , আর তার উম্মতদের অবস্থাও তাই।পড়াশুনা করবেন না, অযথা সব প্যাচাল পেরে অন্যদের সময় নষ্ট করেন আর বিরক্তি উৎপাদন করেন।

অসাধারণ!!

Sabuj এর জবাব:

জানুয়ারি ২১, ২০১৩ at ১১:৪৪ অপরাহ্ণ

@অচেনা, prophet mohammed ka ja murkho bola tar qualification ta ki bolban? kon bahadur tini aktu cintam

মুক্তমনায় ইংরেজি বা বাঙরেজিতে মন্তব্য করতে অনুৎসাহিত করা হয়। পরবর্তীতে বাঙরেজিতে মন্তব্য করলে প্রকাশিত হবার নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না।

-মুক্তমনা মডারেটর

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১:০২ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

এখন আপনিই বলেন, একজন সুস্থ লোক এটা কিভাবে করতে পারে ? তাও ৬ থেকে ৫৫ কাউকেই সে বাদ দিচ্ছে না। পুনর্বাসন তো খাদ্য ও আশ্রয় দিয়েও করা যায়। তার জন্য বিয়ে করতে হবে কেনো ?

করুনার সাগর আমাদের নবী তাই না উনি অসহায়া নারীদেরকে পূনর্বাসন না দিয়ে একের পর এক তার হেরেমে তুলে মর্যাদায় আসীন করেছেন।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৮:৪৬ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

ভবঘুরে ১২টা দিয়েছে, আমি দিয়েছি ১৩টা এটা কেন' র উতরের জন্যে অন্য কিছু নয় ইচ্ছে করলে ২৬ টাও দেয়া যেত। কোন লিস্ট লাগবে?

The following is rough list of Muhammad's wives, according to various Islamic sources[1]. It is possible that this number may still fall short of the actual number of wives he had.
Khadija/Khadijah[2]
Sauda/Sawda bint Zam'a/Zam'ah [3]
'A'isha [4]
A'isha's Slaves [5]
'Umm Salama [6]
Hafsa/Hafsah [7]
Zainab/Zaynab bint Jahsh [8]
Juwairiya/yya/yah [9]
Omm/Umm Habiba [10]
Safiya/Safiyya/Saffiya [11]
Maimuna/Maymuna bint Harith [12]
Fatima/Fatema/Fatimah [13]
Hend/Hind [14]
Sana bint Asma' / al-Nashat [15]
Zainab/Zaynab bint Khozayma/Khuzaima [16]
Habla [17]
Divorced Asma' bint Noman [18]
Divorced Mulaykah bint Dawud [19]

Divorced al-Shanba' bint 'Amr [20]

Divorced al-'Aliyyah [21]

Divorced 'Amrah bint Yazid [22]

Divorced an Unnamed Woman [23]

Qutaylah bint Qays [24]

Sana bint Sufyan [25]

Sharaf bint Khalifah [26]

ধন্যবাদ।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৬:১৮ অপরাহ্ণ

@mkfaruk,

সংখ্যা ১২ কি ১৩ তাতে কি খুব যায় আসে ? উনি যে একজন বিয়ে পাগলা বুড়ো , লম্পট এবং কামুক এটাই হলো আসল কথা। আর ঐটাকেই আপনারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষের তকমা লাগিয়ে দিয়ে রাত দিন চিৎকার করছেন, এটাই হলো প্রব্লেম। সেজন্যই এত কথা।

যাযাবর এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১০:০৮ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk,

> উকিলরা কি যুক্তি তর্ক, মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য প্রমান করে না? আর সব থেকে ভাল উকিল সেই যার এ ক্ষমতা আছে। কি যুক্তি তর্ক , মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য প্রমান করে না? আর সব থেকে ভাল উকিল সেই যার এ ক্ষমতা আছে

উকিল কেন, কোন অতিমানব বা এমনকি ইশ্বরেরও ক্ষমতাও নেই সৎভাবে, সুযুক্তির দ্বারা সত্যি কে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করা । যারা করার দাবী করে তারা কোন এক ফাঁকে কুযুক্তি বা ভুল তথ্যের আশ্রয় নেয়। অসাধু উকিলেরাও তাই করে। আপনি সূত্র উল্লেখ না করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যুক্তি দিচ্ছেন। সেটা কি সুযুক্তি না কুযুক্তি ? আপনার মত মনের মাধুরী মিশানো যুক্তির দ্বারাই কেবল সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য প্রমান করার ইল্যুসান তৈরী সম্ভব। যুক্তিবাদীরা সুত্র , যুক্তির নিয়মের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার বা মিথ্যা কে উন্মোচনের চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়ায়

সত্যকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্য প্রমান করার ইল্যুসান তৈরী করা অসম্ভব। আর আপনাকে আবার এক অনুরোধ করব। এই ফোরামে দুরককম পাঠক আছে। যারা আপনার মত অন্ধ বিশ্বাস করেন আর বাকীরা (সু)যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে জানতে চান। প্রথম পাঠকের জন্য আপনার এখানে লেখা বাড়তি , অপ্রয়োজনীয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আপনার লেখা বৃথা , কারণ তারা সুত্র, সুযুক্তি ব্যতীরেকে কোন কথাই মানতে রাজী না।

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৫০ পূর্বাহ্ণ

@mkfaruk, ভাই, এই তাফসির কি আপনার লেখা? পুরাই হিন্দী সিরিয়াল হয়ে যাচ্ছে। ধর্মকে ডিফেন্ড করার দায় তো আপনার কাঁধে ঈশ্বর চাপায় নি। আল্লাহ বলেছেন তিনিই কোরআনকে রক্ষা করবেন। যদি তার সাধ্য থাকে তাহলে এখানে এসে একটা রিপ্লাই দিলেই হয়। তার হয়ে আপনি লড়তে এসে কেন খামাখা নিজেকে হাসির পাত্র বানাচ্ছেন?

mkfaruk এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১২:৫২ অপরাহ্ণ

@সত্যান্বেষী,

বিষয়টা ওভাবে কেন নিচ্ছেন? সবাই একতরফা বললে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে? বিপক্ষে কাউকে না কাউকে তো থাকতে হবে। আর তাই বিপক্ষে অংশ নেয়া- এরকমই ধরে নেন না।

4. 4
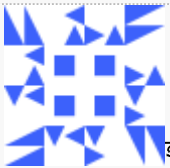
হৃদয়াকাশ

জুন ২২, ২০১২ সময়: ১০:৫১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

mkfaruk নামের এই নির্বোধটা দেখি আবারও তার আজাইরা প্যাচাল এখানেও শুরু করেছে।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১১:১২ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

...ভাই আজ্যাইড়া প্যাচাল না পেরে উপায় আছে ,উনি আবার উন্মাদ বুড়ো ঈশ্বরকে খুব ভয় পান ,আর বেহেস্তের হুর পরির লোভ কি আর এমনি এমনি ছাড়া যায়...উনার খুব ভয় ধর্ম না মেনে যদি পরকালে আঙ্গুল চুষতে হয় ,তার থেকে আজ্যাইড়া একটা ধর্ম পালন করা ভাল...দিন ভাই উনাকে উনার মত ছেড়ে দিন...

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৫:২৩ অপরাহ্ণ
@সাগর,
না রে ভাই, এত মূর্খামি সহ্য করা যায় না। যুক্তি বোঝে না , অযথা প্যাচাল পারে। আর এত বড় যুক্তিহীন মন্তব্য লিখে যে সেগুলো পড়ে শেষ করা যায় না। তখন আরো মেজাজ খারাপ হয়। নেটে বসার আমার খুব বেশি সময় হয় না। না হলে ভবঘুরের দরকার হতো না। ওকে এমন ধোলাই করতাম যে পালাবার পথ পেতো না। আমার ভাষা আবার ভবঘুরের মতো অতো ভদ্র না।
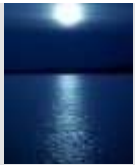
*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৫২ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

mkfaruk নামের এই নির্বোধটা দেখি আবারও তার আজাইরা প্যাচাল এখানেও শুরু করেছে।

mkfaruk সাহেব ভাল entertainer 🙂 ।

5. 5

ছন্নছাড়া

জুন ২২, ২০১২ সময়: ১১:০৮ অপরাহ্ন লিঙ্ক

@ mkfaruq

জনাবের নিকট আকুল আবেদন এইযে তিনি যেন তার গল্পগাথার রেফারেন্স দিয়ে সেগুলিকে সত্যের মর্যাদায় উন্নীত করে তামাম মুসলিম জাহানের অশেষ কল্যান সাধন করেন। যদিও আমি এই আবেদনের ব্যাপারে খুবই সন্দিহান।দয়া করে রেফারেন্স দিন আমরা পড়ে নিব। আপনাকে আর কষ্ট করে মুক্তমনার পেজ সাবাড় করে টাইপ করতে হবে না।

মরিয়ম(দাসী)কে মহানবী কবে কখন কিভাবে বিবাহ করেছিলেন এবিষয়ে একটা গল্প শুনতে মন চায়। বলবেন নাকি??????

@ছন্নছাড়া
মনে হচ্ছে এটা গল্প বলার আসর "এসো গল্প বলি"। যে কেউ বলতে পারেন মনের মাধুরী মেশানো গল্প। কোন রেফারেন্সের প্রয়জন নাই

6. 6

mkfaruk

জুন ২২, ২০১২ সময়: ১১:৪৩ অপরাহ্ন লিঙ্ক

বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আমি। তাই কারো বক্তব্যকেই আমি অগ্রাহ্য করিনা। কিন্তু কেউ তথ্য না জেনে অকারণে বিদ্বেষবশত: যদি মন্তব্য করেন, সেটাকে খারাপ ভাবি আমি। তাছাড়া, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ যদি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন যেগুলো কোন ধর্ম বা ধর্মীয় আর্টিকেলের ক্ষেত্রে কেন,

সাধারণ ভাবেও শিক্ষিত লোকের কাছে গ্রহণীয় নয়, সেটাও আমার কাছে ঘৃণ্য। আর এ কারণেই লেখকের বিগত আর্টিকেলে পরবর্তীতে আমি কোন মন্তব্যে অংশগ্রহণ করিনি। আমি আশা করছি সবাই যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেবেন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে।যাতে সুন্দর যুক্তিতর্কের অবতারণা হতে পারে।এসব কেন বলছি- আকাশ মালিক ও ফরিদ সাহেবের দ্বন্দ্বটা আমাকে ব্যাথিত করেছে। ঐ ধরণের পুনরাবৃত্তির অবতারণা হোক, একজন পাঠক হিসেবে তা আমি চাইনা।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৩:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

বিবি সফিয়া: খায়বর যুদ্ধের সময় মারাত্মক কিছু অপরাধ সংঘটিত করার কারণে কামুস দূর্গের অধিপতি কেনানা, কেনানা ইবনে আল রবির প্রাণদন্ড দেয়া হয়েছিল। তার স্ত্রী সফিয়া, পূর্ণ নাম সফিয়া বিনতে হুয়াইয়া। তার অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল তার গোত্র মাঝে। খায়বর যুদ্ধের গনিমতের বন্টনে সে দেহয়ার ভাগে পড়েছিল, কেননা সেই তাকে বন্দী করেছিল। এতে সাহাবীরা মুহম্মদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি -সফিয়া একজন গোত্রপতির কন্যা। এ কথা জানতে পেরে মুহম্মদ দেহয়াকে বন্দীদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে বেঁছে নিতে বলেন এবং সফিয়ার কাছে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন-

-তিনি স্বসম্মানে স্বাধীন ভাবে নিজ গোত্র মাঝে ফিরে যেতে পারেন, অথবা,
-মুসলমান হিসেবে মদিনাতে বসবাস করতে পারেন।
সফিয়া আল্লাহ ও তার রসূলকে বেঁছে নেন। এইসময় তার বয়স ছিল সতের বৎসর। পূর্ব থেকেই তিনি ইসলামের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। মুহম্মদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার সহধর্মিনী হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। মুহম্মদ তার এই আকাঙ্খা অপূর্ণ রাখেননি, তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের পর প্রায় সমবয়সী আয়েশা ও হাবসার সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে।

এবং সফিয়ার কাছে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন-
তিনি স্বসম্মানে স্বাধীন ভাবে নিজ গোত্র মাঝে ফিরে যেতে পারেন, অথবা,
-মুসলমান হিসেবে মদিনাতে বসবাস করতে পারেন।
সফিয়া আল্লাহ ও তার রসূলকে বেঁছে নেন।
জনাব mkfaruk সাহেব খুব বড় একটা কিছুর দাবী করতেছিনা। আপনারই বক্তব্যের অংস হতে ঠিক উপরের বোল্ড করা অংস টুকুর রেফারেন্সটা আমাদের পাঠকদের একটু দেখিয়ে দিবেন কি ?

আর যদি রেফারেন্স না দেখান তাহলে পাঠকেরা কিন্তু মনে মনে ধরে নিবে এগুলী সব আপনারই নিজের সৃষ্টি আজব কল্প কাহিনী বৈ আর কিছুই নয়।
সঠিক রেফারেন্স ছাড়া শুধু আজব কল্প কাহিনী দিয়ে আমরা সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে পারবনা।

ধন্যবাদ।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৪:০৮ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

মুহম্মদ আছরের পর নিয়মিত সকল বিবিদের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। নিয়মিত এই সাক্ষাতে তিনি নববিবাহিত বিবি জয়নবের গৃহে একটু বেশীসময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। বাল্যকাল থেকেই জয়নব মুহম্মদকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং জানতেন তিনি মধু খেতে বিশেষ পছন্দ করেন। তাই তিনি বিবাহের পূর্বপর্যন্ত সবসময়ই তার জন্যে মধু সরবরাহ করে এসেছেন। এখন বিবাহের পর যখনই মুহম্মদ তার হুজরাতে (মুহম্মদের প্রত্যেক বিবির জ ন্যে একটি করে হুজরা নির্মিত হয়েছিল। কক্ষ ছাড়াও এতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকত। মসজিদে নব্বীর সংলগ্ন এসব হুজরা খর্জুর শাখা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং এর দ্বারে একটা মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলান থাকত। হুজরার দরজা থেকে ছাদ বিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়-সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। মুহম্মদের তিরোধানের পর ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের রাজত্বকালে তারই নির্দেশে এসব হুজরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছিল।) আগমন করতেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাকে মধু পান করাতেন। এ কারণেই একটু বেশী সময় মুহম্মদ তার হুজরাতে অবস্থান করতেন। এ দেখে বিবি আয়েশার- যিনি ছিলেন তার বিবিদের মধ্যে একমাত্র কুমারী , মনে ঈর্ষা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠল। তিনি অপর এক বিবি হাফসার সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, তিনি জয়নবের হুজরা হতে ফিরে তাদের দু'জনের মধ্যে যার কাছে আগে আসবেন, তিনিই তাকে বলবেন, 'মাগফীরের গন্ধ পাচ্ছি! আপনি কি মাগফীর পান করেছেন?' -মাগফীর এক বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা।

উপরে আপনারই বক্তব্যের অংস।

প্রশ্ন- আপনিই কোন এক জায়গায় বলেছেন"হাদিছ লোকেরা তেমন একটা বিশ্বাষ করেনা"
তাহলে উপরোক্ত বক্তব্য টি আপনি কোন হাদিছ থেকে এনেছেন?
সূত্রটি আমাদের কে দিলে আমরা অত্যন্ত খুশী হইব।
ধন্যবাদ

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৯:২৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

প্রশ্ন- আপনিই কোন এক জায়গায় বলেছেন”হাদিছ লোকেরা তেমন একটা বিশ্বাষ করেনা”
তাহলে উপরোক্ত বক্তব্য টি আপনি কোন হাদিছ থেকে এনেছেন?

যে হাদিসগুলো উনার বা উনাদের মনঃপুত হয় ,আর উনাদের কাজে লাগে ওইগুলো সহিহ আর বাকিগুলো জাল হাদিস। বুঝলেন না ভাইজান এটাই হল আধুনিক মুসলিম। এরা অনেক স্মার্ট বেশি।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৫:১৭ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

মুহম্মদ আয়েশাকে তালাক দেবার কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু জিব্রাইল এসে তাকে এ কাজে বিরত রাখেন এই বলে-‘তার পূণ্য অনেক, আর তার নাম জান্নাতে তোমার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।’

জনাব mkfaruk সাহেব, উক্ত বক্তব্যটি আপনি কোন হাদিছ হতে এনেছেন,জানাবেন কি?
আর আপনি নিজেই হাদিছের উপর তেমন একটা আস্থা রাখেননা।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১:০৫ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আমি।

আপনি তো বাক স্বাধীনতার অপব্যবহার করছেন। যা ইচ্ছা খুশী নিজের বানান গল্পকে সত্য বলে চালানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে এটা মিডিয়া টেকনোলজীর যুগ , ১৪০০ বছর আগের আদিম যুগ না। আজে বাজে কথা বা তথ্য যে কেউ এক মুহুর্তে বের করে ফেলতে পারে।

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk, আপনার কাছে রেফারেন্স চাওয়া হলে আপনি একদম চুপ হয়ে যান কেন? অথচ মনগড়া গল্প লেখার সময়তো আপনি বেশ বড় বড় স্পিচ দিয়ে থাকেন।

পুনশ্চঃ আশা করি ভাষার ব্যবহারে আমি মার্জিত থাকতে পেরেছি।

7. 7
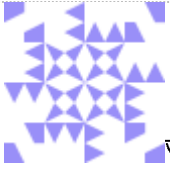
অমিত হাসান

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ২:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার লেখা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আপনার প্রবন্ধগুলোকে আমি মুক্তমনার সেরা প্রবন্ধ বলে মনে করি।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১:০৬ অপরাহ্ণ
@অমিত হাসান,

আপনার প্রবন্ধগুলোকে আমি মুক্তমনার সেরা প্রবন্ধ বলে মনে করি।

অনেকেই আবার নিকৃষ্ট বলে মনে করে।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৭:৫১ অপরাহ্ণ

@অমিত হাসান,

আপনার লেখা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আপনার প্রবন্ধগুলোকে আমি মুক্তমনার সেরা প্রবন্ধ বলে মনে করি।

হা আমিও ভবঘুরে ভাইয়ের লেখার দারুণ ভক্ত। সেই সাথে আরেকজনের কথা বিশেষ ভাবে না বললেই নয়। **তিনি আবুল কাশেম ভাই।**

অন্য সবার লেখাই খুব ভাল তবে এই দুজন সাম্প্রতিক সময়ে খুবি ধারালো লেখক।

আবুল কাশেম ভাইকে অনেক দিন দেখি না মুক্ত মনা তে। আশা করি উনি ভাল আছেন।

8. ৪
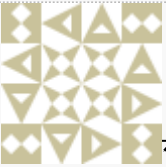
কানিজ ফাতেমা

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৭:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে আপনি কি মুসলমান ? না কি অন্য কোন ধর্মের? যদি মুসলমান না হয়ে থাকেন তবে আপনাকে অনুরধ করব কখনও ধর্ম নিয়ে কোন বাজে বিতর্ক করবেন না। আর যদি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হন তবে আপনি কি ভুলে গেছেন এই ধর্মের মূল কথা হল বিশ্বাস। বিশ্বাস রাখুন আল্লাহর উপর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর উপর এবং ইসলাম ধর্মের উপর। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এই দোয়া করছি।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১২:৫৬ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,

আমি দেখাতে চেয়েছি, আমাদের বিশ্বাসটা কতটা ঠুনকো ও ভুয়া জিনিসের ওপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে। আমি কি কোন বাজে বা ফালতু কথা বলেছি? আমি তো কোরান, হাদিস, ইবনে কাথিরের তাফসির থেকে সব কিছু দেখিয়েছি। আপনার বিশ্বাস যখন এতই কঠিন আপনি কি ওসব বিশ্বাস করেন না ? অথচ দেখুন আপনার মত বিশ্বাসী জনাব ফারুক সম্পূর্ন নিজের মনগড়া কাহিনী দিয়ে পাতার পর পাতা ভরে ফেলেছেন। দেখুন তার লেখায় হাদি স বা তাফসির থেকে কোন রেফারেন্স নাই। এখন আমার বক্তব্য বেশী গ্রহণযোগ্য নাকি তার মনগড়া কাহিনী?

আর আপনাকে একটা প্রশ্ন করি - আপনি কি জানেন বেহেস্তে নারীদের আমোদ প্রমোদের জন্য কিছুই নেই যখন একটা পুরুষ বহু সংখ্যক আয়তলোচনা ও যৌবনবতী হুর পাবে ? এখন চিন্তা করে দেখুন, আপনি সারা জীবন কত নামাজ রোজা করবেন , কষ্ট করবেন কিন্তু আপনার জন্য কোনই পুরস্কার নেই বেহেস্তে। সব পুরস্কার পুরুষদের জন্য। এটা কি আল্লাহর চরমতম বৈষম্য নয় ?

কানিজ ফাতেমা এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১:৫৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, আপনিত বেহেস্তে আমোদ প্রমোদ এর কথা বলছেন কিন্তু এটা কি বলতে পারেন যে,কে বেহেস্তে যাবে আর কে যাবেনা? এটা আমরা কেউ বলতে পারিনা।
আল্লাহকে বলছি- তোমার এক বান্দা তোমার কথার বৈষম্যতা খুঁজে বের করছে তুমি তাঁর সঠিক উত্তর দিয়ে দাও।
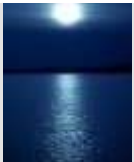
অচেনা এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৭:৫৭ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,

আপনিত বেহেস্তে আমোদ প্রমোদ এর কথা বলছেন কিন্তু এটা কি বলতে পারেন যে,কে বেহেস্তে যাবে আর কে যাবেনা? এটা আমরা কেউ বলতে পারিনা।

আপু আমি কিন্তু নাস্তিক। হা মাথায় পিস্তল ধরলে আমি কালেমা শাহাদাত পড়ব বলাই বাহুল্য, কারন জান বাঁচানো ফরজ। তাছাড়া আমাকে দিয়ে কেউ ইসলাম এক্সেপ্ট করাতে পারবে না। ইসলামের ফাঁকা বুলি জীবনে কম শুনলাম না।

তো ভাল কথা এই যখন আমার মনোভাব, সেখানেও কি আপনি বলতে চান যে আল্লাহ চাইলে আমাকেও জান্নাতবাসী করবেন আর আপনাকে দিবেন জাহান্নামে? যদি সেটাই হয় সেদিনই বুঝব যে আল্লাহ মহান ।

আল্লাহকে বলছি- তোমার এক বান্দা তোমার কথার বৈষম্যতা খুঁজে বের করছে তুমি তাঁর সঠিক উত্তর দিয়ে দাও।

আমীন

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:১৫ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,

আপনিত বেহেস্তে আমোদ প্রমোদ এর কথা বলছেন কিন্তু এটা কি বলতে পারেন যে,কে বেহেস্তে যাবে আর কে যাবেনা? এটা আমরা কেউ বলতে পারিনা।

তা ঠিক কে বেহেস্তে যাবে আর কে যাবে না তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু ধরুন আপনি ও আপনার স্বামী উভয়েই দুনিয়াতে খুব ভাল কাজ করার পুরস্কার স্বরূপ বেহেস্তে গেলেন। সে ক্ষেত্রে আপনার স্বামী পাবেন ৭০ টা সুন্দরী কুমারী নারী যাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে জ্বীন বা মানুষ পূর্বে স্পর্শ করে নি। বিষয়টি সম্পর্কে কোরানে কি বলছে তা দেখুন -

নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে।তারা উপভোগ করবে যা পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের রা করবেন।তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেনীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়ত লোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ৫২ঃ ১৭-২০

যারা আল্লাহর বাছাই করা বান্দা। তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রুজি। ফল-মূল ও তারা সম্মানিত। নেয়মতের উদ্যানসমূহ। মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। সুশুভ্র যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই ও তা পান করে মাতালও হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত আয়তলোচনা তরুনীগন। যেন তারা সুরতি ডিম। ৩৭ঃ ৪০-৪৯

নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিনী সমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এবং আমি তাদের আয়তলোচনা স্ত্রী দেব। ৪৪ঃ ৫১-৫৪

তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট আসনে হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যনের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।– তথায় থাকবে আয়তলোচনা স্ত্রীগন কোন মানব ও জীন তাদেরকে পূর্বে স্পর্শ করেনি। ৫৫ঃ ৫৪-৫৬

তাবুতে অবস্থানকারিনী হুরগন।–- কোন জীন বা মানুষ তাদেরকে পূর্বে স্পর্শ করেনি। ৫৫ঃ ৭২-৭৪

পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য। উদ্যান ও আঙ্গুর। সমবয়স্কা , পূর্ন যৌবনা তরুনী। এবং পূর্ণ পানপাত্র। ৭৮ঃ ৩১-৩৪

তারা তাতে বসবে হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে। তাদের কাছে ঘোরাঘুরি করবে চির কিশোরেরা। পানপাত্র কুজা ও সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না বা বিকারগ্রস্থও হবে না।–- তথায় থাকবে আয়তলোচনা হুরগন। ৫৬ঃ ১৬-২২

আমার প্রশ্ন - আপনি কি পাবেন বেহেস্তে? দয়া করে একটু বলবেন কি ?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৬:১৩ অপরাহ্ণ

@কানিজ ফাতেমা,

কাজ করলে তার ফল পাওয়া যায়। এটাই নিয়ম। আপনার কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, কেউ বেহেশত পাবার উদ্দেশ্যে কাজ করলেও তার বেহেশত পাবার গ্যারান্টি নাই। তাহলে আপনি কাকে এবং কীজন্য তোষামোদ করছেন , দিনে ৫ বার নামাজ পড়ে অথবা ১ মাস না খেয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে ?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৫:৩০ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,
ভবঘুরে ঈমান আনলে লাভ আছে , বেহেশতে গিয়ে ৭০টা হুর পাবে এনজয় করার জন্য। কিন্তু আপনি কী পাবেন ? সেটা একবার ভেবে দেখেছেন ? আপনি ভবঘুরেকে হেদায়েত করছেন কেনো ? বেহেশতে গেলেও তো দেখবেন, আপনার স্বামী অন্য হুরদের সংগে সেক্সে ব্যস্ত। তখন আপনার দিকে তো ফিরেও তাকাবে না। তখন কী আপনি বেহেশতে থাকতে পারবেন ? ভালো করে ভাবুন।
কাউকে জ্ঞান দেয়ার আগে, নিজের জ্ঞানটা আগে যাচাই করে নিন।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৫:৩৭ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,

আর যদি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হন তবে আপনি কি ভুলে গেছেন এই ধর্মের মূল কথা হল বিশ্বাস। বিশ্বাস রাখুন আল্লাহর উপর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর উপর এবং ইসলাম ধর্মের উপর। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এই দোয়া করছি।

আপনার মতামত কে আমি সম্মান করি। তবে আপনি কোরান, হাদিছের অনুবাদ গুলী শুধু অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজে একটু পড়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। তাতে ধর্মের উপর আরো পাকা পোক্ত ধারনা হইবে।
এই প্রবন্ধের ই নীচে কোরান হাদিছের লিংক দেওয়া আছে। সেখান থেকেও দেখতে পারেন।
ধন্যবাদ

সুকান্ত এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,
আপনি মনে হয় মুক্তমনা সম্মন্ধে না জেনেই এই মন্তব্য করেছেন। দয়া করে জেনে রাখুন , এখানে

"বিশ্বাস" নামের বায়বীয় পদার্থটিকে যুক্তি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করা হয় -তাই অনুরোধ, বিশ্বাসকে বাইরে রেখে মুক্তমনা হওয়ার চেষ্টা করুন-এতে আপনার, আমার সবার জন্য ভাল হবে। ভাল থাকবেন।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৫১ অপরাহ্ণ
@কানিজ ফাতেমা,
লিঙ্কটা দিতে ব্যর্থ হলাম। বইটার নাম ইসলামী শস্যক্ষেত্র। ধর্মকারীর প্রথম পেজের বাম দিকে রাখা আছে। আগ্রহ থাকলে ডাউনলোড করে পড়ে নিয়েন। ধমর্কারীর ঠিকানা-

http://dhormockerymirror.blogspot.com/

9. 9
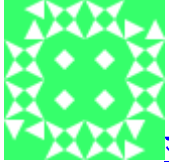
সুষুপ্ত পাঠক

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৯:৩৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

mkfaruq, ভাষা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমিও একমত।কিন্তু আপনার কাহিনীর সূত্র কই ? তাড়াতাড়ি দেখান।

10. 10

শেসাদ্রী শেখর বাগচী

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৯:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলামী পন্ডিতরা সবসময় ইন্টেলিজেন্ট design এর কথা বলে অথচ নিজেরাই নুনুর চামড়া কাটে , গুফ কাটে . আল্লাহর design কে না মেনে নেওয়ার এই মানসিকতা কেন ?

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১২:১৪ অপরাহ্ণ
@শেসাদ্রী শেখর বাগচী,

এটা তো সেই মূসার আমল থেকে। ইহুদি ও খৃষ্টানদের বেলায়ও তো প্রযোজ্য।

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৮:৪৩ অপরাহ্ণ
@mkfaruk,

এটা তো সেই মূসার আমল থেকে। ইহুদি ও খৃষ্টানদের বেলায়ও তো প্রযোজ্য।

খ্রিষ্টানদের খৎনা করতে উৎসাহিত করা হয় না। তারা এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ।এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

18 Was any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Hath any been called in uncircumcision? Let him not be circumcised.19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; but the keeping of the commandments of God (1Corinthians 7: 18-19

Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now perfected in the flesh?

(Galatians 3:3)

শেষের ভার্সে সন্দেহ থাকলে আগের অধ্যায়ের (১১-২০) ভার্স গুলো ভাল করে পড়ে নিতে পারেন।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৮:৪৫ অপরাহ্ণ

18 :Was any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Hath any been called in uncircumcision? Let him not be circumcised.19 :Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing; but the keeping of the commandments of God (1Corinthians 7: 18-19)

3:Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now perfected in the flesh?

(Galatians 3:3)

আবার দিয়ে দিলাম বাইবেলের ভার্সগুলো।

mkfaruk এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ১:২০ অপরাহ্ণ

@শেসাদ্রী শেখর বাগচী,

বাকী অংশ-

এখানে ডিজাইন এর ব্যাপার না, মূসাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এটা দেখতে যে , কে তাঁর নির্দেশ পালন করে আর কে পালন করে না।

*শেসাদ্রী শেখর বাগচী*এর জবাব:

জুন ২৩, ২০১২ at ৩:৩৬ অপরাহ্ণ

@mkfaruk, মুসার কথা বাদ দিন , আপনি কি জানেন নুনুর চামড়া কাটা আর গফ বিহীন দাড়ি রাখা আসলেই একটা tribal culture যার মাধ্যমে একটি আদিম গোষ্টি নিজের পরিচয় বহন করত , যেমন এখনও অনেক আদিবাসী গোষ্টি আছে যারা বিভিন্নভাবে নিজেদের কে অন্যদেরকে আলাদা দেখানোর

চেষ্টা করে ,

intelligent design মানে এটাই মনে করা হয় আমাদের দেহের(এবং অন্য সবকিছুর) design পারফেক্ট ভাবেই করা হয়েছে তাই নুনুর যে চামড়াটা কেটে বাদ দিচ্ছেন তাতে এটাই প্রমানিত হয় যে মুসলমানদের ধর্মের নামে আসলে টুপি পরানো হয়েছে .

11. 11

কৌতুহলী ছাত্র

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ১২:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

গোঁড়ামি নিয়েও মুক্তচিন্তার চেষ্টায় আমি নতুন।পক্ষে বিপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি তর্ক হলেই আমার মত অন্যদের সত্য জানা সহজ হবে।

@mkfaruk
আপনি সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন কিন্তু দয়া করে রেফারেন্স দিন। আপনি বা ভবঘুরে নবি -রাসূল না যে, যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব।
@ ভবঘুরে
আমি আগে খুব ভাল ধার্মিক ছিলাম কিন্তু গত বছর s.s.c পরীক্ষা শেষে প্রচলিত ধর্ম নিয়ে সংশয় জাগে। এই এক বছর মুক্তচিন্তার উপর কোনো লেখ ক,বই-পত্র এর নাম না জানায় (কি জানি হয়তো খোঁজ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিলনা) শুধু নিজের যুক্তি বোধ ও ঈমান এর বোঝাপড়ায় কাটায় দিলাম। হটাৎ ৫-৬ দিন আগে আমার এক ফ্রেন্ড আপনার মহাম্মদ ও ইসলাম পর্বের একটা লেখার লিঙ্ক দিল, সত্যি বলছি আক্ষরিক অর্থেই ভাল রকম ধাক্কা খেয়েছি। টানা ১৪ টা পর্ব (practical exam miss করে) পড়ে শেষ করেছি আর এই তিন দিন আপনার পেজ বার বার refresh করেছি ১৫ নাম্বার টার জন্য। শেষ পর্যন্ত আজ ভোর বেলা আকাশ মালিক এর ” যে সত্য বলা হয়নি ” পড়া শেষ করে ১৫

নম্বর টা পড়া শেষ করলাম। আপনার লেখার ক্ষমতা অনেক ভাল।
আপনি প্লিজ আমাকে কত গুলো বই এবং মুক্তমনা এর ভাল ভাল লেখক দের নাম recommend করুন।আমি 2nd year এর পড়ার চাপ নিয়েও পড়ার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য, ধার্মিক অবস্থায় ধর্ম নিয়ে ভাল রকম পড়াশুনা করায় বর্তমানে আপনাদের লেখা বুঝতে অসুবিধা হয় না।
@হৃদয়াকাশ
ভায়া, নির্বোধ বলে সরাসরি আক্রমন করাটা উচিৎ না (আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য, আঘাত পেলে ক্ষমা করবেন, আমার মন্তব্য ভুল হয়া স্বাভাবিক)। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যুক্তি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আক্রমন করলে ধার্মিকরা নাস্তিক দের উপর ক্ষেপে আবার নাস্তিকরাও ধার্মিক দের উপর ক্ষেপে, ফলে সত্য থেকে সহজেই দূরে সরে যাওয়া হয়।
পরিশেষে, আমি ভবঘুরে, mkfaruk, আকাশ মালিক, abul kashem, আঃ হাকিম চাকলাদার, অভিজৎ দা সহ সব বিজ্ঞ দের কাছে একটু হেল্প চাচ্ছি ও পরে অনেক বার পাওয়ার আসা করছি।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১:৩১ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

অনেক ধন্যবাদ। আপনি আপাতত মুক্তমনার ই -বই গুলো পড়ার চেষ্টা করেন - লিংক

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৫:৪০ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,
এই লোকটাকে আমি হঠাৎ আক্রমন করি নি। গত পর্বেও আমি তাকে বোঝানোর চেষষ্টা করেছি। সে কিছুই বোঝে না। উল্টো এমন সব কুযুক্তি হাজির করে যে মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে পড়ে। শেষে ওর মন্তব্যের আর জবাবই দিই নি। কোনো রেফারেন্স নেই। অযথা সব প্যাচাল পেরে যায়। ভবঘুরে প্রবন্ধের লেখক, তাই সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তর দিয়ে যায়। আমি ভাই এত মূর্খামি আর যুক্তিহীনতা সহ্য করতে পারি না।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৮:২৯ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

খুবই অল্প সময়ে বেশী কিছু জানতে চাইলে –

যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণকে বৈধতাদানকারী আয়াত ও হাদীস ।এ কেমন শান্তি,মানবতার ধর্ম ?

http://www.nagorikblog.net/drupal619/node/6041
এই আর্টিকেলটা নেটে সার্চ করুন এবং লেখকের সব মন্তব্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। এই আপাতত: যথেষ্ট হবে।

ধন্যবাদ।

কৌতুহলী ছাত্র এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১২:৪১ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

খুবই অল্প সময়ে বেশী কিছু জানতে গিয়ে কুবিদ্যা অর্জন করতে চাইনা।

মূলত আমার ধর্ম নিয়ে পড়াশুনা শুরু বিগত দেড় দুই বছর হল। ধার্মিক অবস্থায় ধর্মের অনেক কিছুতে অসঙ্গতি মনে হয়ায় আলেম ও অন্যান্যদের প্রশ্ন করা ও যুক্তি দেখান শুরু করি। ফলাফল কী তা সহযেই অনুমেয়। আর আমার মুক্তচিন্তার শুরুটা বিগত এক বছর হল (যা অতটা ভাল মত হয়নি)। আপনার লিঙ্ক টার জন্য ধন্যবাদ।

mkfaruk এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৮:৫৩ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

তাহলে আপনাকে প্রথমে বেশ কয়েকটি বই পড়তে হবে, আরজ আলী মাতুব্বর সমগ্র। স্যাটানিক ভার্সেস- সা, রুশদী। দর্শণ দিকদর্শণ- রাহুল সংস্কৃত্যায়ন। হোয়াই আই অ্যাম নট এ মুসলিম - ইবনে ওয়ারাক। আর সাইট দেখতে পারেন- এন্সারসমুসলিমডটকম। ফেইথফ্রিডমডটওআরজি। ইসলামকমিকবুকডটকম।উইকিইসলামডটনেই ইত্যাদি।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@mkfaruk,

যুদ্ধবন্দিনীদের ধর্ষণকে বৈধতাদানকারী আয়াত ও হাদীস ।এ কেমন শান্তি,মানবতার ধর্ম ?

হাদিস দিয়ে ইসলাম ধর্ম বা রাসুলের আদর্শ প্রমান করা বোকামি।কেন না রাসুল মারা যাওয়ার তিন শো বছর পরে যারা হাদিস আবিস্কার করেছে তারা রাসুলের জীবদ্দশায় রাসুলের বিরুদ্ধে ছিলো।এবং ইমাম বংশকে নিধনের পরে পরে তারা রাসুলের মূল হাদিস বা প্র চলিত কোরান মানবো বিধায় এসকল হাদিস আবিস্কার করে।

তাই হাদিস দিয়ে নয় প্রচলিত কোরান দিয়ে প্রমান করুন।

আর রাসুল যদি অ-বৈধ যৌণ সম্পর্ক করতো। তাহলে মুসলমানের মধ্যে এখন অ -বৈধ যৌণ সম্পর্ক অধিক থাকতো এবং অ-বৈধ যৌণ সম্পর্কের কারণে এইডস রোগ বেশি দেখা দিতো মুসলমানদের মধ্যে।বাস্তবে কিন্তু তা নয়।অ-বৈধ যৌণ সংক্রান্ত যত ব্যাধী আছে তার সবই খৃষ্টান ও ইহুদিদের মধ্যে আছে।তাই মহাম্মদ নয়,অ-বৈধ যৌণ সম্পর্ক বা যুদ্ধবন্দি যৌণ সম্পর্ক ইহুদি খৃষ্টানদের গড়া।তাই তাদের মধ্যে এখন ও তাহা বিরাজমান।

হাজি সাহেব।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:০২ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

হাদিস দিয়ে ইসলাম ধর্ম বা রাসুলের আদর্শ প্রমান করা বোকামি।কেন না রাসুল মারা যাওয়ার তিন শো বছর পরে যারা হাদিস আবিস্কার করেছে তারা রাসুলের জীবদ্দশায় রাসুলের বিরুদ্ধে ছিলো।এবং ইমাম বংশকে নিধনের পরে পরে তারা রাসুলের মূল হাদিস বা প্রচলিত কোরান মানবো বিধায় এসকল হাদিস আবিস্কার করে।

তাই নাকি ভাইজান ? তো হাদিস ছাড়া মোহাম্মদকে জানার কি উপায় ? মোহাম্মদ আগে নাকি কোরান আগে ? মোহাম্মদ আগে দুনিয়াতে আসেন আর তার পরই তার ওপর কোরান নাজিল হয় , তাই না ?এখন কোরান যে আল্লাহর কিতাব তা কিভাবে বিশ্বাস করব ? যদি মোহাম্মদ প্রমান করতে পারেন যে তিনি আল্লাহর নবী । অর্থাৎ মোহাম্মদকে প্রথমে প্রমান করতে হবে যে তিনি আল্লাহর নবী আর তখনই প্রমান করা যাবে যে কোরান হলো আল্লাহর কিতাব। এখন মোহাম্মদ যে আল্লাহর নবী তা জানা যাবে মোহাম্মদের জীবন কাহিনী, কাজকর্ম, আচার আচরন এসব থেকে। তো এসব আমরা জানব কিভাবে ? হাদিস ছাড়া কি আর কোথাও তা লেখা আছে নাকি ? থাকলে ভাইজান তা এখানে পেশ করুন আমরা জেনে বুঝে বিশ্বা স করে তওবা করে ফেলব।

ভাইজান, আপনি কি বুঝতে পারেন , হাদিস দুইশ নাকি তিন শ বছরে যখনই লেখা হোক না কেন মোহাম্মদকে জানার সবচাইতে বড় উৎস হলো এই হাদিস। এখন এই হাদিস এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার মানেই হলো মোহাম্মদকেই উড়িয়ে দেয়া। এটা কি আপনি বুঝতে পারেন ? মোহাম্মদকে উড়িয়ে দেয়া মানে কোরান উড়িয়ে দেয়া , যার ফল বলাবাহুল্য ইসলামকেই বাতিল করা।

তাই যে কোন মন্তব্য করার আগে দয়া করে চিন্তা ভাবনা করেই করবেন। সেই প্রবাদটাতো জানেন- **ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।**

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৩:৫০ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এখন এই হাদিস এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার মানেই হলো মোহাম্মদকেই উড়িয়ে দেয়া

তা হবে কেনো? জেমস ওয়াট ইঞ্জিন আবিস্কার করেছেন।এবং একজন জেমস ওয়াটের জীবণ বৃত্তান্ত লিখেছেন।এখন ইঞ্জিন আবিস্কারের সুফল পেতে আগে কি জেমস ওয়াটের জীবণী জানা প্রয়োজন , নাকি ইঞ্জিনের সুত্র জানা প্রয়োজন বেশি মনে করেন ?

মোহাম্মদকে উড়িয়ে দেয়া মানে কোরান উড়িয়ে দেয়া , যার ফল বলাবাহুল্য ইসলামকেই বাতিল করা।

এটাও ভুল ধারণা।

জেমস ওয়াটকে না মেনেও যদি আমরা তার ইঞ্জিন আবিস্কারের সুত্র মান্য করি ,তাহলেও কিন্তু আমরা ইঞ্জিন আবিস্কারের সুফল থেকে বঞ্চিত হবোনা।

ঠিক তেমনি রাসুল বিশ্বশান্তির জন্য অনেক গুলি সুত্র দিয়ে গেছেন।যা মান্য করলে আপনি শান্তিতে থাকবেন ।তার অর্থই ইসলাম কায়েম হলো।আর যদি হযরত মহাম্মদকে জানলাম কিন্তু তার কোন সুত্রকে কাজে লাগিয়ে দেখলাম না ,তা হলে কি ইসলাম বা শান্তি কায়েম সম্ভব?তাই মহাম্মদ সত্য জানতে মহাম্মদের জীবণী জানার কোন প্রয়োজন নাই।প্রয়োজন তার দেওয়া সুত্র মত কাজ করা।আর তার সুত্র মত কাজ করে সুফল পেলেই মহাম্মদ সঠিক সুত্র দিয়েছেন ও প্রমান হবে ,সেই সাথে বিশ্ব তার সুফলও ভোগ করবে।

আর যদি মহাম্মদের জীবণ চরিত্র অনেক সুন্দর পাওয়া গেলো অথচ তার দেওয়া সুত্রে কোন কাজ করলো না, তা হলে কি কোন লাভ হবে?

তাই আসুন ব্যাক্তি মহাম্মদকে জানার আগে তার সুত্র মত কাজ করে দেখি।তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

হাজি সাহেব।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৩০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
মুহম্মদ অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে নি। কারণ সেটা তার প্রয়োজন ছিলো না। উনি দরকার হলেই বিয়ে করে নিতেন। ৮/১০ টা বিয়ে করার পর যখন কানাঘুষা শুরু হলো তখন তিনি নতুন নতুন দেহ ভোগ করার জন্য নতুন উপায় বাতলালেন , দাসীদেরকে ভোগ করার আয়াত নাজিল করে দাসীদের ভোগ করতে লাগলেন। উনার অবৈধ যৌন সম্পর্কের দরকার কী ? ঘরে একটা শক্তিশালী বউ থাকলেই তো অন্য মেয়েদের দিকে চোখ যায় না। আর উনার স্ট্যান্ডবাই তাগড়া বউ ছিলো ১০ জন, সাথে জনাকয়েক সুন্দরী দাসী। আর কী চাই ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:৪৩ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

মুহম্মদ অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে নি। কারণ সেটা তার প্রয়োজন ছিলো না। উনি দরকার হলেই বিয়ে করে নিতেন। ৮/১০ টা বিয়ে করার পর যখন কানাঘুষা শুরু হলো তখন তিনি নতুন নতুন দেহ ভোগ করার জন্য নতুন উপায় বাতলালেন , দাসীদেরকে ভোগ করার আয়াত নাজিল করে দাসীদের ভোগ করতে লাগলেন। উনার অবৈধ যৌন সম্পর্কের দরকার কী ? ঘরে একটা শক্তিশালী বউ থাকলেই তো অন্য মেয়েদের দিকে চোখ যায় না। আর উনার স্ট্যান্ডবাই তাগড়া বউ ছিলো ১০ জন, সাথে জনাকয়েক সুন্দরী দাসী। আর কী চাই ?

ইসলাম ধর্ম পালন করতে, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে কমপক্ষে দুই দুই,তিন তিন,চার চার,নারীর জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য নারী বাধ্যতা মূলক লাগবে।তাকি আপনার জানা আছে ?না জানা থাকলে জানার চেষ্টা করুন।

আপনাকে অনুরোধ, এর পর থেকে আলোচনা করতে হলে যে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিষয়ে প্রবেশ করবেন না।

হাজি সাহেব।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৬:০৬ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

ইসলাম ধর্ম পালন করতে, এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে কমপক্ষে দুই দুই,তিন তিন,চার চার,নারীর জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য নারী বাধ্যতা মূলক লাগবে।

এই বিষয়টি আরেকটু ক্লিয়ার করেন তো। কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।

*কৌতুহলী ছাত্র*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৫৯ অপরাহ্ন
@হাজি সাহেব,

ধার্মিক অবস্থায় যঈফ হাদিস ত দূরে থাক অনেক সহিহ হাদিসের যুক্তিগতা নিয়েও আমার প্রশ্ন ছিল।প্রচলিত গ্রহণীয় হাদিস সঠিক না ভুল তা নিয়ে ন্যূনতম পড়াশুনা না থাকায় এ নিয়ে আর মন্তব্য করতে চাইনা। কিন্তু আপনার মতবাদ ও অন্যান্য কারণে আমার এ অবুঝ মনে প্রশ্ন জাগে যে স্রষ্টা কী আদৌ উঁনার ধর্মকে সহজ সরল করে দিয়েছেন।

বলা হয়ে থাকে যে স্রষ্টা ভবিষ্যতে কি হবে তা জানেন, উনি পরম প্রজ্ঞাময়। হাদিসই যদি আজ এত বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যে জন্য ইসলামের সত্যতা আজ প্রশ্নের সম্মুখিন, উঁনি কি পারতেন না কোরানেই তা আগে ভাগে স্পষ্ট ভাবে (রূপক ছাড়া) বলে দিতে। তাহলে আজ আমাকে-আপনাকে বা মুক্তমনাদের এত বড় একটা জটিলটায় পরতে হত না।

কেন না রাসুল মারা যাওয়ার তিন শো বছর পরে যারা হাদিস আবিস্কার করেছে তারা রাসুলের জীবদ্দশায় রাসুলের বিরুদ্ধে ছিলো।এবং ইমাম বংশকে নিধনের পরে পরে তারা রাসুলের মূল হাদিস বা প্রচলিত কোরান মানবো বিধায় এসকল হাদিস আবিস্কার করে।

এখানে আপনি একধরনের ইতিহাস বলছেন , এই ইতিহাস যে গ্রহণযোগ্য, তাই বা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য।

কুরআনের সুরা গুল কি কি কারণে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনের অনেক কিছু জানা ও বুঝার জন্য ইতিহাস জানা প্রয়োজন, আমার জানা মতে এই ইতিহাস গুলও হাদিস হিসেবে বিবেচিত। এখন যদি এই ইতিহাস ছাড়া কুরআন বুঝতে যাই তাহলে তো কুরআন টা একটা puzzle এর মত হয়ে যায়। আবার যদি আপনি বলেন, ইতিহাস বা হাদিস জানা প্রয়োজন আছে তবে প্রচলিত হাদিস ভুল, তাহলে আপনি যে ইতিহাস বা হাদিস এর কথা বলবেন তাইবা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত। (ব্যাপার টা সুবিধাবাদী মূলক মনে হচ্ছে)

আপনার মতে আজ অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভুল বুঝছে (আপনার মন্তব্য অনুযাই আমি যা বুঝলাম)। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে যে , ধর্মকে বোঝার জন্য সহজ সরল করা হয়েছে। আমার মনে হয় যদি এই ধর্ম আদতেই এত সহজ সরল হত, তাহলে আজ ১৪০০ বছর পর পৃথিবীর জনসংখ্যার ১০০% না হলেও আন্তত ৮০% পাক্কা মুসলমান হত। হয়ত বলবেন পৃথিবী পরীক্ষাগার , কিন্তু এই পরীক্ষায় বিফল হলে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা কি আপনি যুক্তিযুক্ত বা স্রস্টা র বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। কুরআনে পড়েছি স্রষ্টা পরম করুণাময় , আসীম দয়ালু। যদিও স্রষ্টা মানুষের সাথে তুলনীয় নয় তবুও

যুক্তির খাতিরে একটু আলোচনার চেষ্টা করি -
আমরা আমাদের সমাজে অনেক মানুষের দয়া করুণা দেখে আভিভুত হই , সম্ভবত দয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে মাতা-পিতাদের ধরা যায়। সন্তান যখন ভুল করে তখন তা শুধরে দেয়া এবং ক্ষমা করে দেয়া সব পিতা মাতার মধ্যেই দেখা যায়। আপনি হয়তো কোন সন্তানের পিতা হতে পারেন, কিন্তু আপনি কি কখনও আপনার সন্তান দের শুধু শাস্তি দেয়ার জন্য সামান্য হাল্কা আগুনের ছেকা দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন, যেখানে আসীম দয়ালু চিরস্থায়ী আগুনে পোড়ার কথা বলছেন। কল্পনা করুন , যেখানে সেকেন্ডের জন্য একটা জ্বলন্ত মোমবাতিতে হাত দিলেই আসহনিয় কষ্ট পাওয়া যায় আর সেখানে কিনা চিরস্থায়ীর কথা বলা হচ্ছে (দোজখের আগুনের গুণাঙ্কের কথা বাদই দিলাম), এটা কি আসীম দয়ার পরিচায়ক। আর স্রষ্টা পরম করুণাময় হলে উঁনি মানুষ কে যে ধর্ম দান করতেন তা নিয়ে কি আজ মানুষে মানুষে এত দ্বন্দ্ব থাকত ?
পৃথিবীর সিংহ ভাগ মানুষ খুব সাধারণ , তারা সহজেই প্রভাবিত হয়, সবসময় ভালবাসা ও অবলম্বন চায়। (কুরআনে হয়ত পড়েছিলাম - স্রষ্টা নিজেই বলছেন যে তিনি মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। "ভুল হলে ক্ষমা করবেন")। তাও কি অসীম দয়ালু ,পরম করুণাময় আজকের পৃথিবীর এই অরাজগতা বন্ধের জন্য প্যাঁচমুক্ত কোন সমাধান দিতে পারতেন না কিংবা মুসলি ম দের মতে অন্তর এ মোহর মারাদের অন্তর খুলে দিতে পারেন না ? তা না বরং দেখি পথভ্রষ্টের জন্য শয়তানও রাখা হয়েছে যেখানে কিনা মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ভুল প্রবণ।

আমার মন্তব্য বড় হওয়ায় সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমার মন্তব্যতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। দয়া করে সরাসরি আক্রমন না করে আমাকে ভুল গুল বুঝায়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব ভুল গুলো বোঝার জন্য এবং পরে তা শুধরাবার জন্য।

গোলাপ এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১১:২৪ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,
আপনার মন্তব্যগুলো ভাল লাগছে। আগে পরীক্ষা/ক্লাসের পড়াগুলো শেষ করুন। মুক্তমনায় অনেক গুণী লেখকের অনেক রচনা/প্রবন্ধ আছে। সেগুলো আস্তে আস্তে পড়ে নেবেন।
ভাল থাকুন।

কৌতুহলী ছাত্র এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১:২৫ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি মনে হয় আমার প্রথম মন্তব্যে ভবঘুরের লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে ভুল ধারনা দিয়ে ফেলেছি। মূলত আমার year final শেষ হওয়ায় কিছু আবসর সময় পেয়েছি, আর এজন্যই রাত দিন যখন পারছি তখনই বিভিন্ন রচনা/প্রবন্ধ পড়ে ফেলছি। মূল পরীক্ষা ঠিকমত হলে মূলত আমাদের practical exam নিয়ে স্যাররা কিছু বলেন না।
আমি আমার পড়াশুনা balance রাখতে চেষ্টা করি আর result ঠিক মত করায় parents ও কিছু বলে না।
আপনার ও ভবঘুরের উপযুক্ত উপদেশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:৩৪ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

দয়া করে সরাসরি আক্রমন না করে আমাকে ভুল গুল বুঝায়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব ভুল গুলো বোঝার জন্য এবং পরে তা শুধরাবার জন্য।</blockquote

আপনার ভুল দিক হলো। আপনি উদ্দেশ্য রেখে বিধেয় নিয়ে টানাটানি করছেন।কেন না । কোরান এসেছে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য।তাই আপনি আগে কোরানের কাছে আসুন ।কোরান থেকে ধারাবাহিক আলোচনা করুন।

আপনি এখানকার এক কথা আর সেখানকার এক কথা নিয়ে আলোচনা না করে । যে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।সেটা শেষ হলে আমরা আবার অন্যটায় প্রবেশ করবো।

কেন না কোরান অনেক বড় একটি গ্রন্থ।আর তাতে অনেক বিষয়, এক কথায় সৃষ্টির সমস্ত বিষয় তাতে আলোচনা হয়েছে।তাই এক সাথে সব বিষয় আলোচনা না করে।যে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

গবেষক সেই,যে, কোন বিষয় কাছে পেলেই ধিরে ধিরে তার ভালো এবং খারাপ দিক ধর্য্যের সাথে বের করার চেষ্টা করে।আর মুর্খের বিষয় হলো কোন জিনিস নিজের বুঝ মত না হলে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য যত যুক্তি আছে তা তুলে ধরে।তাই বলবো আপনি গবেষকের মানসিকতা

নিয়ে,কোরানের যে কোন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা ভুল প্রমান করে ,বাদ দিতে আহবান করছি।

তাহলে আপনি যে ইতিহাস বা হাদিস এর কথা বলবেন তাইবা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত।(ব্যাপার টা সুবিধাবাদী মূলক মনে হচ্ছে)

সমস্যা তো এক যাইগাতেই।কোরান আপনার জ্ঞানে ইতিহাস,তাই সারা জনমেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, কোরান হলো সৃষ্টির কল্যাণের বা সৃষ্টির শান্তি বা ইসলাম প্রাপ্তির সমস্ত সুত্র ভরা একটি গ্রন্থ।ইহা কোন ইতিহাসের বই নয়।

তাই গবেষণার মন নিয়ে কোরানের কাছে আসেন।ইতিহাস জানতে নয়।

হাজি সাহেব।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৭:৫৮ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র, মুক্ত মনাতে নিয়মিত হবার দাবি জানিয়ে রাখলাম ...খুব সুন্দর হয়েছে...শুধু এক দোজখের উধারনেই বোঝা যায়...দয়াময় ঈশ্বর আমাদের কত ভালবাসেন!!!...troy movie টা যদি দেখেন তো দেখবেন মুভির নায়ক একিলিস বলছেন ,...of our enemies ,god is the bitterest. মানুষের ১ নম্বার শৎত্রু বলে যদি কেউ থাকে তবে সে হল ধর্মের ইশ্বর...

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:১৮ অপরাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

টানা ১৪ টা পর্ব (practical exam miss করে) পড়ে শেষ করেছি আর এই তিন দিন আপনার পেজ বার বার refresh করেছি ১৫ নাম্বার টার জন্য

দয়া করে পরীক্ষা মিস করে কৌতুহল মেটানোর দরকার নাই। আগে আসল লেখাপড়া তারপর কৌতুহল নিবৃত্তকরণ।

কৌতুহলী ছাত্র এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:০১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

উপযুক্ত মন্তব্য। ধন্যবাদ। উক্ত লাইন টা মনে করুন আপনার কোন মূর্খ ভক্তের আতি অনাকাঙ্খিত মন্তব্য।

সত্যান্বেষী এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৬:২৩ পূর্বাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যুক্তি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আক্রমন করলে ধার্মিকরা নাস্তিক দের উপর ক্ষেপে আবার নাস্তিকরাও ধার্মিক দের উপর ক্ষেপে, ফলে সত্য থেকে সহজেই দূরে সরে যাওয়া হয়।

আপনি বয়সে নবীণ হলেও চিন্তায় পরিণত। আপনার উপরের বক্তব্যে সহমত।

12. 12
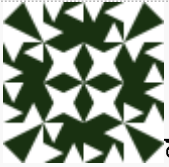
মাহদিন

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ২:১০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনাকে বলছি দয়া করে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক হবে এমন কোন লেখা প্রকাশ করবেন না। কে কোন ধর্ম বিশ্বাস করে আর করে না এটা যার যার একান্তই ব্যাক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নাই। ভবঘুরের লেখা একদম ভালো লাগেনি। এমন লেখা আর দেখতেও চাই না।

*সুকান্ত*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
@মাহদিন,

মুক্তমনাকে বলছি দয়া করে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক হবে এমন কোন লেখা প্রকাশ করবেন না।

কেন ভাই? মুক্তমনাতে তো সবধরনের লেখা-ই প্রকাশ করা হয়, ধর্ম নিয়ে লেখা প্রকাশ করলে সমস্যা টা কোথায়-জানাবেন কি? ভবঘুরের লেখা আপনার ভালো না লাগার -ই কথা কারন আপনি নিজের মনের চোখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন পাছে আপনার ধর্ম যদি আপনাকে শাস্তি দেয়। ভেবে দেখুন , নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, জানুন-এতে আপনিই উপকৃত হবেন।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৮:৫৯ অপরাহ্ণ
@মাহদিন,

মুক্তমনাকে বলছি দয়া করে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক হবে এমন কোন লেখা প্রকাশ করবেন না।

এমন করে বলার কারণটা কি? মুক্ত মনার একজন পাঠক হিসাবে এই অন্যায় আবদারের কারন জানতে চাচ্ছি।
আর তাছাড়াও আপনার দাবীটাও হাস্যকর।মুক্ত মনা একটি নাস্তিক ওয়েব সাইট। এখানে ধর্মের সমালোচনা করা ,এর ভুল ত্রুটি গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা আর অবশ্যই এর অমানবিক দিকগুলো সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই এই সাইটের কাজ। কাজেই এখানে এসে এমন মন্তব্য করাটা বোকামি।
কে কোন ধর্ম বিশ্বাস করে আর করে না এটা যার যার একান্তই ব্যাক্তিগত ব্যাপার।

জি আমিও সেটাই বলি। এই কথাটি দয়া করে মুমিন বান্দাদের বলেন , যারা ইসলাম না মানলে বা একে শান্তির ধর্ম বলে স্বীকার না করলে কল্লা ফেলে দিতে চান।

এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নাই।

অবশ্যই বিতর্ক করার আছে। এমনি এমনি এসে নিজেকে আল্লাহর নবী দাবি করা আর তার পর ১৪০০ বছর ধরে বিষফোঁড়া হয়ে মানব সমাজে ঝুলে থাকা এই জিনিস কে সমুলে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা মুক্ত মনের মানুষদের কর্তব্য।সাফল্য কতদিনে আসবে , অথবা কতটা আসবে তা নিয়ে ভাবার কিছু নেই।ক্যান্সার ভাল হতে অনেক সম য় লাগে কিছু কিছু ক্যান্সার ভাল হয় না পুরোপুরি , তার মানে কি এই যে ক্যান্সারের চিকিৎসা না করিয়ে রুগীকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হবে ?

ভবঘুরের লেখা একদম ভালো লাগেনি। এমন লেখা আর দেখতেও চাই না।

আমার এবং আরও অনেকের খুব ভাল লেগেছে লেখাটা , আর আমি এরকম আরও অনেক লেখা দেখতে চাই। যাই হোক এমন আরও অনেক লেখা এখানেই পাবেন। খুজতে থাকুন।

সাগর এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:১৩ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১২:১৭ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

মুক্ত মনা একটি নাস্তিক ওয়েব সাইট

আমার মনে হয় না এটা একটা নাস্তিক ওয়েব সাইট। এটা হলো যাদের মন মানসিকতা উদার ও কুসংস্কার মুক্ত তাদের সাইট এটি। অনেক বিশ্বাসী মানুষেরাও বেশ উদার ও কুসংস্কারমুক্ত। অনেকে উপরে উপরে যদিও ভান করে উদার কিন্তু ভিতরে ভিন্নরকম। তবে এখানে যারা আসে তারা অধিকাংশই মুক্ত চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে, আর তা এখানে প্রকাশ করতে পারে। ধর্ম ভিত্তিক কিছু সাইট আছে যেখানে ঢু মারলে দেখা যায় সেখা নকার মানুষগুলোর এখনো মানসিক বিকাশ ঘটে নি। তাদের লেখা ও মন্তব্য পড়লে মনে হয় তারা এখনও ১৪০০ বছর আগের যুগের মানুষ, অথবা আগের

মানুষ হতে বদ্ধ পরিকর। ইন্টারনেটের মজা কিন্তু এখানে , আপনি যেখানে ইচ্ছা খুশী যেতে পারেন , কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। অত:পর আপনি নিজেই টের পাবেন আসল সত্য কোনটা। আমাদেরকে বলে দেয়া লাগবে না।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১২:৫৭ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

ধর্ম ভিত্তিক কিছু সাইট আছে যেখানে ঢু মারলে দেখা যায় সেখানকার মানুষগুলোর এখনো মানসিক বিকাশ ঘটে নি। তাদের লেখা ও মন্তব্য পড়লে মনে হয় তারা এখনও ১৪০০ বছর আগের যুগের মানুষ, অথবা আগের মানুষ হতে বদ্ধ পরিকর।

হ্যাঁ ভাই, আমি মুক্ত মনার লিঙ্ক ফলো করে সদালাপ নামের সাইট টিতে গিয়েছিলাম। কিছুটা পড়ার পর বুঝে গেছি যে এরা কি জিনিস। আর পাঠকরাও সেরকম।কাজেই ওখানে আর সময় নষ্ট করাটা যৌক্তিক মনে হয় নি।

এর থেকেও ভাল উদাহরণ হতে পারে ফেসবুক। **এখানে কিছু মানুষ(পেজ গুলি বা নিজেদের ওয়ালে) মুহাম্মদের ব্যবহার করা জুতা থেকে শুরু করে অনেক কিছুর ছবিই পোষ্ট করে আর ভক্ত রা ভক্তি ভরে ভালবাসার চিহ্ন আর চুম্বন চিহ্ন দিয়ে থাকে।**
খুব আজব লাগে এইসব দেখে। আসলেই কি এগুলো মুহাম্মদের ব্যবহার করা জিনিস ? আমার তা মনে হয় না। র যদি সেটা সত্যিও হয় তবু এইভাবে ভক্তি ভরে চুম্বন করা আর সুবহানাল্লাহ , আলহামদুলিল্লাহ পড়া এইগুলা তো ইসলামের ভাষায় পৌত্তলিকতা। কারন খ্রিষ্টানদের রিলিক গুলো ভক্তি করা কে মুসলিম রা পৌত্তলিকতা বলে দাবি করে।

কাজেই এখানে যে মুহাম্মদের জুতাকে ভক্তি ভরে চুমু খেয়ে সুবহানাল্লাহ , আলহামদুলিল্লাহ পড়ে, এইগুলোও তো একই ব্যাপার, কিন্তু এগুলো বোঝাতে গেলে এদের ধর্মীয় অনুভূতি আহত হয়। কি আজব ব্যাপার না?

গোলাপ এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১১:৪৫ অপরাহ্ণ
অনেক বিশ্বাসী মানুষেরাও বেশ উদার ও কুসংস্কারমুক্ত।

আমার অভিজ্ঞতাও একই। আজকে সকালেই একটা ই-মেইল পেলাম (আগেও পেয়েছি)। ভদ্রলোক ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। প্রবাসে থাকেন। প্রবাসেও নিয়মিত 'Sunday masjid' আলোচনায় অংশ নেন। কিন্তু একই সাথে মুক্ত-মনা/যুক্তিবাদীদের অপ্রকাশ্যে উৎসাহিত করেন। আমার বিশ্বাস "এরকম" হাজারও মানুষ আমাদের সমাজে আছে যারা বোধগম্য কারণেই (Fear of alienation from the society he lives) পরিচয় গোপন রাখতে চান।

সত্যান্বেষী এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৬:১৮ পূর্বাহ্ণ
@মাহদিন, আপনি খুব ছেলেমানুষী আবদার করলেন। আপনার মনের উপর যে পর্দাটা দেয়া আছে সেটা খুলে লেখাটা পড়তে অনুরোধ করবো। আপনার ধর্মগ্রন্থটাও পড়ুন। হাদিস গ্রন্থগুলোও পড়ুন। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নবীর জীবনীটা ইসলাম থেকে বেরিয়ে এসে একবার দেখুন। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, বুঝতে অসুবিধা হবে না আশা করি।

13. 13

হাজি সাহেব

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৬:০১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কু-সংস্কার বাদীদের অনুবাদকৃত বিষয় ও তাদের মত চিন্তায় ও ধারণা মতে আপনার লেখা সঠিক।তবে কোরানের মূল আদর্শ মতে প্রায় সবটুকুই ত্রুটিযুক্ত।আমি প্রতিটি বিষয়েরই সঠিক তথ্য তুলে ধরবো।শুধু সঠিক নিয়মে মন্তব্য হচ্ছে কি না ,জানার জন্যই প্রথম লেখাতে কোন মন্তব্য করলাম না।

হাজি সাহেব।।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:১৯ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আমি প্রতিটি বিষয়েরই সঠিক তথ্য তুলে ধরবো।

আমি সহ বহু পাঠকই কিন্তু আপনার সঠিক তথ্য জানার জন্যে আকুল হয়ে বসে আছি।

হাজি সাহেব এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৭:৫৪ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমি সহ বহু পাঠকই কিন্তু আপনার সঠিক তথ্য জানার জন্যে আকুল হয়ে বসে আছি।

এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হাজি সাহেব।

হাজি সাহেব এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৪:৫৪ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, আমি আপনাদের মন্তব্যের কোন উত্তর করবো না।কারণ আপনাদের দেওয়া তথ্য মিথ্যা প্রমানের দলিল উপস্থাপন করলে ,যেই দেখছে আপনাদের তত্ত্ব আর টিকবে না।তখন আমার লেখা সেই মন্তব্যটি আর প্রকাশ করছে না।কেন না আমি মুক্ত মনার তালিকা ভুক্ত নই।

আমি কোরান ও মহাম্মদ সম্বন্ধে আপনাদের লেখা সমস্ত তথ্য যে মিথ্যা প্রমান করে দিব।এবং তা শুধু মাত্র কোরান দিয়ে।কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হলো না।তাই আমি বলবো এ ব্লগের নাম মুক্ত মনা দিয়ে প্রহসন করে চলেছে।এই ব্লগের নাম হওয়া উচিৎ অভিজিতের মত প্রকাশের ব্লগ।

হাজি সাহেব।

14. 14

হৃদয়াকাশ

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৬:০৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মডারেটরদের প্রতি একটা অনুরোধ, এই ধরণের সমাজ সংস্কারমূলক প্রব্রধগুলোকে একটু বেশি সময় প্রথম পেজে রাখার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নিন। সম্ভব হলে অন্য কম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো একটু দেরীতে পোস্ট করুন। যাতে এই পোস্টগুলো যতদূর সম্ভব বেশি লোকে পড়ার সুযোগ পায়। কারণ , আমি লক্ষ্য করেছি প্রথম পেজ থেকে লেখা সরে যাবার পর সেটার আর তেমন গুরুত্ব থাকে না। নতুন পাঠক তো আর পাওয়ায় যায় না, পুরোনোদের তর্ক বিতর্কও এক সময় থেমে যায়। আমি নিজেও আগে ২টি প্রবন্ধ মুক্তমনায় লিখেছি। সেগুলো যতদিন প্রথম পেজে ছিলো ততদিন ছিলো শীর্ষ আলোচনায়। অথচ যেই প্রথম পাতা থেকে সরে গেলো, সেগুলো লোকে পড়া দূরে থাক, আলোচনাও থেমে গেলো। এই ধরণের প্রব্রধগুলো থেকেই লোকজন বেশি উপকৃত হয়। এর বিপরীতে গল্প , কবিতার সমালোচনার মতো হালকা বিষয় পড়ে লোকজনের কতটুকু উপকার হয় ? আর পড়েই বা কজন ? যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলোকে ২য় পেজে ঠেলে দিতে হবে! বিষয়টি একটু ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ৮:১১ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,
একেবারেই সঠিক প্রস্তাব। আমি ও এ প্রস্তাব কে জোরাল সমর্থন জানাচ্ছি।
ধন্যবাদ

আবুল হোসেন মিঞা এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১২:০৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

> একেবারেই সঠিক প্রস্তাব। আমি ও এ প্রস্তাব কে জোরাল সমর্থন জানাচ্ছি।

আমিও।

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:১২ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, আমিও আপনার প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

15. 15
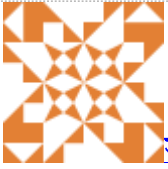
সমীর চন্দ্র বর্মা ।

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৮:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমার বয়স ১৯ বছর মাত্র । কিন্তু একটা কথা অন্তর থেকে বলছি ভাই ,
ঠিক এই মুহূর্তে যতটুকু মনে পরে , আমার এই ১৯ বছরের জীবনে এই প্রথম একটি অসাধারণ ধর্ম বিষয়ক পোস্ট পরলাম । সত্যি অসাধারণ লিখেছেন আপনি । আমি আগের পোস্ট গুলো পরিনি কিন্তু এই পোস্ট টি পরার পর আগের পোস্ট গুলো পরার জন্য মনটা অস্থির হয়ে যাচ্ছে । আমি অবশ্যই সেগুলো মিস করব না ।
আপনার প্রতি আমার অনুরধ আপনি থেমে থাকবেন না । চালিয়ে যান ।। ... ... ।।
ভাল থাকবেন । সুস্থ থাকবেন ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:২০ অপরাহ্ণ
@সমীর চন্দ্র বর্মা ।,

আপনি ধর্ম catagory তে গেলে বহু নিবন্ধ পড়তে পারবেন যা আপনার জ্ঞান স্পৃহাকে নিবৃত্ত করবে আশা করি।

16. 16

হুতম পেঁচা

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ৯:০০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এক কথায় লেখা খুবই আঘাত করলো আমাকে। প্রিয় নবীকে নিয়ে এই ধরণের লেখা হতে পারে তা এই ব্লগে না আসলে জানা হতো না। এত পণ্ডিতের মাঝে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হোল তাই মুক্তমনা বয়কট করলাম।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:০৯ অপরাহ্ণ
@হুতম পেঁচা,

এক কথায় লেখা খুবই আঘাত করলো আমাকে।

দয়া করে কি বলবেন কোন বিষয়টি খারাপ লাগল? কোন কিছু কি বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি ? যদি তাই করে থাকি , প্লিজ যদি বলতেন, তাহলে সেটুকু ডিলিট করে দিতাম।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ২৩, ২০১২ at ১০:২৪ অপরাহ্ণ
@হুতম পেঁচা,

এক কথায় লেখা খুবই আঘাত করলো আমাকে। প্রিয় নবীকে নিয়ে এই ধরণের লেখা হতে পারে তা এই ব্লগে না আসলে জানা হতো না।

সত্যি করে বলুন তো যখন আপনার জ্ঞান হওয়া শুরু হয় , ইসলাম ধর্ম আপনার মাথায় ঢুকানো হতে থাকে, তখন কি কখনো শুনেছেন-

-মোহাম্মদ ১৩ টা বিয়ে করেছেন?
-মোহাম্মদ ৫১ বছর বয়েসে ৬ বছরের শিশু আয়শাকে বিয়ে করেছেন ও তার বয়স যখন ৯ তখন তার সাথে সহবাস করেছেন ?
-মোহাম্মদ তার পালিত পুত্রবধূ জয়নাব কে বিয়ে করেছেন ?
-মোহাম্মদ দাসীদের সাথে সহবাস করতেন ও মারিয়া নামক দাসীর গর্ভে ইব্রাহীম নামব পুত্রের জন্ম দেন বিয়ে ছাড়াই ?
-মোহাম্মদ যখন মদিনাতে যান তখন তার দলবল সহ মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে তাদেরকে খুন করে তাদের মালামাল লুট করে নিতেন ?
আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:০৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

-মোহাম্মদ যখন মদিনাতে যান তখন তার দলবল সহ মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে তাদেরকে খুন করে তাদের মালামাল লুট করে নিতেন ?
এ কথাগুলি বিশ্বাস করি না।কারণ যে মহাম্মদের কথা মান্য করে চলে একশো কোটির উপরে লোক।তাহলে কমপক্ষে অর্ধেক লোক মানে পঞ্চাশ কোটি মুসলমান এখন ও লুটেরা থাকতো।কিন্তু তা নাই।বিশ্বে বর্তমানে সব থেকে বড় লুটেরা হলো ইহুদি ও খৃষ্টানেরা।লুটেরা থাকলে সে সময় তারাই লুটেরা ছিলো।মহাম্মদ লুটেরাদের প্রতিরোধ করেছেন।কিন্তু মহাম্মদ লুটেরা ছিলেন না।

হাজি সাহেব।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১:১৯ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

কারণ যে মহাম্মদের কথা মান্য করে চলে একশো কোটির উপরে লোক।

নিরপেক্ষ সোর্সের দরকার নাই, মুসলিমদের লেখা ইসলামের ইতিহাস গুলি পড়লেই দেখা যাবে যে খালিদ বিন ওয়ালিদ থেকে শুরু করে মুসলিম সেনাপতিরা কিভাবে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিতো যুদ্ধের সময়।কাজেই মুসলিম না হয়ে উপায় কি?

রিদ্দার যুদ্ধের কথা কোন মুসলিমের ভোলা উচিত না। মুহাম্মদের মৃত্যুর পরেই কিন্তু কিছু লোক ছাড়া সমগ্র আরববাসী আবার আগের ধর্মে ফিরে গেছিল। তারপরেই কিন্তু তলোয়ার দিয়ে তাদের ইসলামের সুশীতল(?) ছায়ায় ফিরিয়ে আনা হয়।

পরের যুদ্ধগুলোর কথা সবার জানা শুধু বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা। কেউ নিরপেক্ষ আর কেউ ইসলাম আর মুসলিম শাসক ও সেনানায়কদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট 🙂 ।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১:২৩ অপরাহ্ণ

কাজেই মুসলিম আজ যতই হোক সব কিন্তু তলোয়ারের জোরেই হয়েছে , আর তাই সরাসরি ডাকাতি করবে কিভাবে? মগজটা যে ওভাবেই ধোলাই করা হয়েছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাছাড়াও ৫০ কোটি মানুষ আমার মনে হয়না একসাথে দস্যুবৃত্তি বেছে নিবে। আসলে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা আর মুহাম্মদের কু কির্তি বুঝতে পারলে ১৫০ কোটি কেন আমার তো মনে হয় এর ১০ ভাগের ১ ভাগ লোকও মুসলিম থাকত না 🙂

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৩:০৫ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

কাজেই মুসলিম আজ যতই হোক সব কিন্তু তলোয়ারের জোরেই হয়েছে , আর তাই সরাসরি ডাকাতি করবে কিভাবে? মগজটা যে ওভাবেই ধোলাই করা হয়েছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাছাড়াও ৫০ কোটি মানুষ আমার মনে হয়না একসাথে দস্যুবৃত্তি বেছে নিবে। আসলে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা আর মুহাম্মদের কু কির্তি বুঝতে পারলে ১৫০ কোটি কেন আমার তো মনে হয় এর ১০ ভাগের ১ ভাগ লোকও মুসলিম থাকত না

আপনি যেটা লিখেছেন ওটা কোরানের কৃষি বিষয়ক।আগাছা দমন না করলে ভালো ফসল পাওয়া যাইনা তাই যুদ্ধ।

কোরান লেখা হয়েছে সাতটি বিষয়ের উপর।
১।সামাজিকতা।
২।রাজনৈতিকতা।
৩।ব্যাবসা।
৪।কৃষি।
৫।চিকিৎসা।
৬।দেহতত্ব।
৭।আত্মতত্ম।
হাজি সাহেব

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:০২ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনি যেটা লিখেছেন ওটা কোরানের কৃষি বিষয়ক।আগাছা দমন না করলে ভালো ফসল পাওয়া যাইনা তাই যুদ্ধ।

কোরান লেখা হয়েছে সাতটি বিষয়ের উপর।
১।সামাজিকতা।
২।রাজনৈতিকতা।
৩।ব্যাবসা।
৪।কৃষি।
৫।চিকিৎসা।
৬।দেহতত্ব।
৭।আত্মতত্ম।

ভালই তো। তা ভাইজান কোরানের চিকিৎসা জানালে বড়ই উপকৃত হতাম।বাকি ৫টি বিষয়ও (যেহেতু ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে , যুদ্ধ হল কৃষি বিষয়ক। পরে ওটা নিয়ে কথা বলব। আগে বাকিগুলো জেনে রাখি)।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

ভালই তো। তা ভাইজান কোরানের চিকিৎসা জানালে বড়ই উপকৃত হতাম।বাকি ৫টি বিষয়ও (যেহেতু ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে , যুদ্ধ হল কৃষি বিষয়ক। পরে ওটা নিয়ে কথা বলব। আগে বাকিগুলো জেনে রাখি)।

কোরানের এক নাম শেফা । যার অর্থ আরোগ্যকারী।ডাক্তারের চিকিৎসা শুরু হয় রোগ হওয়ার পরে। আর কোরানের চিকিৎসা হলো রোগ হওয়ার পূর্বে।অর্থাৎ কি করলে রোগ হবে না ,তাহাই কোরানের চিকিৎসা।

এক কথায় কোরান মহা জ্ঞানীর জন্য,সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কোরান বোঝাও সম্ভব না, এবং তা থেকে সুফল পাওয়াও সম্ভব না।

হাজি সাহেব।
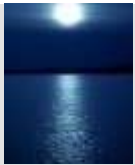
*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১:৩৭ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আর কোরানের চিকিৎসা হলো রোগ হওয়ার পূর্বে।

অসাধারণ। নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি কোনই সন্দেহ নাই ।আমার মনে হয় কোরানের উচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে কয়েকটা নোবেল পুরষ্কার পাওয়া , আপনি কি মনে করেন?

অর্থাৎ কি করলে রোগ হবে না,তাহাই কোরানের চিকিৎসা।

ভাই এটা কেমন কথা হল? আচ্ছা বলেনতো কি করলে ক্যান্সার হবে না , এটা কোরানের কোথায় লেখা আছে? ।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:৩৭ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাই এটা কেমন কথা হল? আচ্ছা বলেনতো কি করলে ক্যান্সার হবে না , এটা কোরানের কোথায় লেখা আছে?

কলেমা তৈয়ব পাঠের মাধ্যমে পূনঃ ইমান আনলে।

এমন কি শবে কদর ও কোরবানীর মাধ্যমে ক্যান্সার ও এইডস রোগ হওয়ার পরেও সেরে যাবে।

হাজি সাহেব

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১০:২৩ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনার এই কথার মতো আমিও তাহলে দাবী করতে পারি আল্লাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারলে সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। এমনকি তার কোনদিন কোনও রোগ ই হবেনা।

কলেমা তৈয়ব পাঠের মাধ্যমে পূনঃ ইমান আনলে।

এমন কি শবে কদর ও কোরবানীর মাধ্যমে ক্যান্সার ও এইডস রোগ হওয়ার পরেও সেরে যাবে।

বরাবরের মতো আপনার কথায় কোনও সুত্র উল্লেখ করেন নি। তা ভাইজান এই তথ্য কি আপনি সপ্নে পেয়েছেন ?
তাইলে এক কাজ করেন একটা গবেষণাপত্র লিখে ফেলেন। সেই জ্ঞান আছে নিশ্চয় ? আপনি তো মহা জ্ঞানী। তাও আবার স্বঘোষিত ।

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১২:১৭ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কলেমা তৈয়ব পাঠের মাধ্যমে পূনঃ ইমান আনলে।

এমন কি শবে কদর ও কোরবানীর মাধ্যমে ক্যান্সার ও এইডস রোগ হওয়ার পরেও সেরে যাবে।

সুবহানাল্লাহ , আলহামদুলিল্লাহ। আসেন এইবার আমরা তাহলে সব ক্যান্সারের আর এইডসের রুগীদের হাসপাতাল থেকে সরিয়ে মসজিদে নিয়ে আসি, কালেমা তৈয়ব পড়াই, ৫রাত জাগিয়ে শবে কদর পাবার ব্যাবস্থা করে দেই , অতঃপর কোরবানির দিন আরব থেকে উট এনে কোরবানির ব্যবস্থা করি। তবে ভাই এতে করে রুগি মারা গেলে দায়ভার টা কি আপনি নিবেন? ।

হাজি সাহেবএর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:৩৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

অসাধারণ। নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি কোনই সন্দেহ নাই ।আমার মনে হয় কোরানের উচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে কয়েকটা নোবেল পুরষ্কার পাওয়া , আপনি কি মনে করেন?

কোরানের না ।পুরস্কার পাওয়ার কথা হযরত মহাম্মদের।

হাজি সাহেব।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১০:২৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কোরানের না ।পুরস্কার পাওয়ার কথা হযরত মহাম্মদের।

আয় হায়... করছেন কি হাজি সাহেব !!! হযরত মুহাম্মদের পরে (সা:) দেন নাই। লা হাওলা ...। আপনের তো ফাসি হইয়া যাইব ।
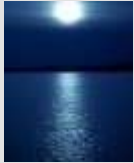
*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১২:২৭ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কোরানের না ।পুরস্কার পাওয়ার কথা হযরত মহাম্মদের।

সেকি আমি তো মনে করি যে আল্লাহর পাওয়া উচিত কারণ যেহেতু আল্লাহই সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী কাজেই অবশ্যই আল্লাহ সবথেকে বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীও তাই না? তো আসেন আমরা নোবেল কমিটি কে আল্লাহ পাকের ঠিকানা দিয়ে নোবেলের অনুরোধ জা নাই।

ঠিকানাটা দেখেনতো ঠিক আছে না -
আল্লাহ পাক ,

অবস্থান সপ্ত আসমান পেরিয়ে আরশের উপর,
যাবার সহজ উপায়ঃ আত্মঘাতী বোমাতে শহীদের দরজা
অবশ্য মুহাম্মদ = আল্লাহ হলে পুরস্কারটা মুহাম্মদের পাওয়া দরকার।
সেক্ষেত্রে আরশ বাদ দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস কি বলেন ?

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:৩১ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

এক কথায় কোরান মহা জ্ঞানীর জন্য,সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কোরান বোঝাও সম্ভব না, এবং তা থেকে সুফল পাওয়াও সম্ভব না।

কিন্তু হাজি সাহেব, আল্লাহতো বলেছেন যে কোরান সকলের বুঝার জন্যই। কাজেই আপনার সাথে আল্লাহর কথা মিলল না যে।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:৩৩ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

কিন্তু হাজি সাহেব, আল্লাহতো বলেছেন যে কোরান সকলের বুঝার জন্যই। কাজেই আপনার সাথে আল্লাহর কথা মিলল না যে।

কোথায় বলেছে দয়া করে তথ্য সুত্র দেন।

কোরান পাঠের জন্য সহজ করেছেন বুঝার জন্য নয়।

হাজি সাহেব।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১০:৩০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কোথায় বলেছে দয়া করে তথ্য সুত্র দেন।

নিজে তো বেশ চাচ্ছেন !! আমরা এতজন যে চাইতেছি তখন তো দেন না । আজব !!

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১২:৩১ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কোথায় বলেছে দয়া করে তথ্য সুত্র দেন।

কোরান পাঠের জন্য সহজ করেছেন **বুঝার জন্য নয়।**
এখানে একজনের মন্তব্য থেকেই কপি করে দিলাম 🙂 ।

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। কে আছে (তোমাদের মধ্য থেকে) শিক্ষা গ্রহন করার? (সুরা আল ক্বামার:১৭).
ভাইজান আল্লাহ বলেছেন যে **আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে।।**
আর আপনি বলছেন যে কোরান পাঠের জন্য সহজ বুঝার জন্য না। তবে ভাই আল্লাহ কি মিথ্যা বলেছেন?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৩:১৫ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

নিরপেক্ষ সোর্সের দরকার নাই, মুসলিমদের লেখা ইসলামের ইতিহাস গুলি পড়লেই দেখা যাবে যে খালিদ বিন ওয়ালিদ থেকে শুরু করে মুসলিম সেনাপতিরা কিভাবে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিতো যুদ্ধের সময়।কাজেই মুসলিম না হয়ে উপায় কি ?

হ্যাঁ তিনি যুদ্ধ করেছেন,তবে তিনি লুটেরা ছিলেন না।

রাসুল লুটেরা ছিলেন তার বিপরিতে আমি লিখেছিলাম।এখন বলছেন রাসুল যুদ্ধ করে দলে লোক বাড়িয়েছেন।এটা আলোচনার বিষয় নয়।আলোচনার বিষয়,রাসুল লুটেরা ছিলেন না।

রাসুল লুটেরা থাকলে বর্তমান মুসলমানেরাও লুটেরা হতো।কিন্তু আমরা কি দে খছি।বিশ্বের সব থেকে বড় লুটেরা হলো ইহুদি আর খৃষ্টান রা।এবং তারাই বিশ্বের সব চেয়ে বড় সন্ত্রাসী।তাহলে ইহুদি ও খৃষ্টান রা কি মুসলমানের কিতাব মান্য করার জন্য এগুলি করে ,না কি কারণে করে জানাবেন।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:০৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

বিশ্বের সব থেকে বড় লুটেরা হলো ইহুদি আর খৃষ্টান রা।এবং তারাই বিশ্বের সব চেয়ে বড় সন্ত্রাসী।

একটু প্রমাণ দিলে খুশি হতাম ভাই।

বিশেষ করে ইহুদী জাতির প্রতি মুসলিমদের এই মাত্রাছাড়া বিদ্বেষের কারণ কি ?

যারা সারা দুনিয়াতে টিকে আছে মাত্র ১.৫ কোটির কম। আর মুসলিম রা ১.৫ বিলিয়ন, খ্রিষ্টান রা ২ বিলিয়ন!

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:১৮ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

একটু প্রমাণ দিলে খুশি হতাম ভাই।

নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যার মাধ্যমে দুশো বৎসর কারা লুট করেছে তাতো আপনি জানেন না।এখনও এ ছুতো ও ছুতোই যুদ্ধ চালিয়ে সে দেশের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে কারা ?এ গুলো আপনি জানেন না?না জানলে আর জানার চেষ্ট কইরেন না।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১২:৩৫ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

জানলে আর জানার চেষ্ট কইরেন না।

হায় হায় দোজখেই রাখতে চান নাকি? জান্নাতে হুর নিব ৭০টা, এই আশাতে ছিলাম।

নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যার মাধ্যমে দুশো বৎসর কারা লুট করেছে তাতো আপনি জানেন না।

এখানে ধর্ম আনলে বলতে হয় সবাই ছিল খ্রিষ্টান , কেউ ইহুদী না। আর তাদের সহযোগীরা কিন্তু মুসলিম। মীর জাফর আমার জানা মতে মুসলিম ছিলেন , ইহুদী না।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১১:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

রাসুল লুটেরা থাকলে বর্তমান মুসলমানেরাও লুটেরা হতো।কিন্তু আমরা কি দেখছি।বিশ্বের সব থেকে বড় লুটেরা হলো ইহুদি আর খৃষ্টান রা।এবং তারাই বিশ্বের সব চেয়ে বড় সন্ত্রাসী।তাহলে ইহুদি ও খৃষ্টান রা কি মুসলমানের কিতাব মান্য করার জন্য এগুলি করে ,না কি কারণে করে জানাবেন।

তাজ্জব বনে গেলাম । আপনাদের রাসুলতো বহুবিবাহ করেছিলেন। তাইলে আপনারা মুসলমানরা সবাই বহুবিবাহ করেন নাকি ? যুক্তির কি বাহার।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:২৫ অপরাহ্ণ
@ম্যাক্স ইথার,

তাজ্জব বনে গেলাম । আপনাদের রাসুলতো বহুবিবাহ করেছিলেন। তাইলে আপনারা মুসলমানরা সবাই বহুবিবাহ করেন নাকি ? যুক্তির কি বাহার।

বিবাহ ফরজ,সুন্নাত,নফল ও ওয়াজিবের কোনটাই না।বিশেষ একটি কর্ম সম্পাদনের জন্য বিয়ে করতে হয়।কেহ যদি বিবাহ ব্যাতীতই সে কাজ সমাধা করতে পারে, তার বিবাহের কোনই প্রেয়োজন নাই। তাই এখন যারা রাসুলের মূল আদর্শ পালন করে তারা হয় বহু বিবাহের মাধ্যমে নয় বিবাহ ছাড়াই কর্ম সম্পাদন করে চলেছে।
হাজি সাহেব।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১০:১৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনার কথার সুত্র ধরেই তাহলে আপনাকে বলতে পারি , লুট করাওতো ফরজ না, তাইনা ?

রাসুল লুটেরা থাকলে বর্তমান মুসলমানেরাও লুটেরা হতো।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৬:০১ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
একটা বিষয় একটু ভাবেন তো , মদীনায় মুহম্মদের ১০ জন স্ত্রী, জনাকয়েক দাসী নিয়ে যে বিশাল পরিবার তার খরচ চলতো কিভাবে ? নবীর কি কোনো ব্যবসা ছিলো ? না তখন ব্যবসা ছিলো তার সংগে মদীনায় হিজরতকারী অন্য মুসলমানদের ? তাহলে তাদের চলতো কিভাবে ? তখন লুট পাট আর ডাকাতিই ছিলো তাদের পেশা। মদীনার যে সরকারী কোষাগার বায়তুল মাল , সেই বায়তুলমালে প্রাথমিক টাকা পয়সা কোথা থেকে আসতো তা কি কখনো একবার ভেবে দেখেছেন ? সেটা আসতো লুটপাট মানে গণিমতে মাল আর জিজিয়া কর থেকে। দুটোই তো জুলুম। এররপরো কি বলবেন মুহম্মদ লুটপাট আর ডাকাতি করে নি ?

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:১০ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, হাজী সাহেব চুপ হয়ে গেছেন। এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া ওনার সাধ্যের বাহিরে। যারা ধর্মের চশমা পরে চিন্তা এবং তর্ক করে, সাধারণত ভাসা ভাসা যুক্তি দিয়ে তর্ক করে। যেমনটা হাজী সাহেব করছেন। কিন্তু যখনই এ ধরনের সুস্পষ্ট এবং কঠিন মন্তব্যের মুখে পড়েন , তখন চুপ হয়ে যান। বিশ্বাসীরা কবে চশমাটা খুলে তর্ক করতে আসবে ? কবে?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৪১ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

> মদীনায় মুহম্মদের ১০ জন স্ত্রী, জনাকয়েক দাসী নিয়ে যে বিশাল পরিবার তার খরচ চলতো কিভাবে ?

এটা অবশ্যয়ই খাদিজা মারা যাবার পরে?তখন তো রাসুলের অর্থের অভাব ছিলোনা।তাহলে সে লুট করতে যাবে কেনো?আর ও ভালো করে জানুন।অনুমানে কথা বইলেন না।অনুমানে কথা বলে নির্বোধে।আপনি যদিও বুদ্ধিমান নন ,তবে আপনি চালাক।

জেনে নিন ,চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

হাজি সাহেব।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৬:৩১ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
খাদিজার বাড়ি তো ছিলো মক্কাতে। ইসলামী চিন্তাবিদরাই তো বলে খাদিজা যখন মুহম্মদকে তার সব সম্পদ দিয়ে দেয় তখন মুহম্মদ দান খয়রাত করে নাকি সব সম্পদ শেষ করে দেয়। হয়তো এটা পুরোপুরি সত্য নয়। কিছু সম্পদ হয়তো শেষ পর্যন্ত ছিলো। কিন্তু মুহম্মদ যখন মদীনায় পালালেন , তখন কি তিনি খাদিজার দেয়া কোনো সম্পত্তি মদীনায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন ? নিলুফার ইয়াসমিনের লেখা জান্নাতী দশ রমনী বইয়ে পড়লাম মদীনায় প্রথম দিকে মুহম্মদ নাকি প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতেন। তাহলে এটা কেনো ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:৪১ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

> খাদিজার বাড়ি তো ছিলো মক্কাতে। ইসলামী চিন্তাবিদরাই তো বলে খাদিজা যখন মুহম্মদকে তার সব সম্পদ দিয়ে দেয় তখন মুহম্মদ দান খয়রাত করে নাকি সব সম্পদ শেষ করে দেয়। হয়তো এটা পুরোপুরি সত্য নয়। কিছু সম্পদ হয়তো শেষ পর্যন্ত ছিলো। কিন্তু মুহম্মদ যখন মদীনায় পালালেন , তখন কি তিনি খাদিজার দেয়া কোনো সম্পত্তি মদীনায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন ? নিলুফার ইয়াসমিনের লেখা জান্নাতী দশ রমনী বইয়ে পড়লাম মদীনায় প্রথম দিকে মুহম্মদ নাকি প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতেন। তাহলে এটা কেনো ?

হযরত মহাম্মদ সাম্যবাদ ছিলেন।সেখানে সমস্ত সম্পদ সকল সদস্যের সমান অধিকার ছিলো।তাই রাসুল মারা যাওয়ার সময় নিজ নামে কোন সম্পদ রেখে যান নি।তার মানে এই নয় যে রাসুলের অর্থাভাব ছিলো।

না খেয়ে থাকতেন কথাটি সত্য নয়।

হাজি সাহেব।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ৫:৩৬ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
রাসূলের নিজের নামে কোনো সম্পদ রেখে যাবার দরকার পড়েনি। কারণ , ঐ ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকই ছিলেন তিনি। তার যাবতীয় খরচ বাইতুল মাল থেকেই দেয়া হতো। এমন কি নবী মারা যাবার পর তার স্ত্রীদেরকেও রাষ্ট্রীয় কোষগার থেকে নিয়মিত ভাতা দেয়া হতো।
এখানে আমার প্রশ্ন হলো, বাইতুল মালের অর্থের উৎস কী ? যুদ্ধে লুট করা মাল, যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী হিসেবে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ, জিজিয়া কর- এই সব, না অন্য কিছু ?ইসলামের নামে যুদ্ধ আর লুটপাট শুরু করার পর মুহম্মদসহ কোন খলিফা আর সাহাবী ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা উপার্জন করেছে, তার রেফারেন্সে দিয়ে জবাব দেবেন, নইলে আজাইরা প্যাচালের দরকার নাই।

17. 17

হাজি সাহেব

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ১০:০৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি আপনার প্রতিটি কথার জবাব দিবো ও কোরানের দৃষ্টিতে প্রমান করে দিবো আপনার দেয়া সমস্ত তথ্য ভুল অথবা মিথ্য।এবং মহাম্মদ ও কোরানকে সত্য প্রমান করে দিবো।

তার আগে আপনি বলবেন।আপনার কি শুধু মহাম্মদকে নবি ও কোরান আল্লাহ হতে নাযিলকৃত কিতাব মানতে সন্দেহ হয়?নাকি ইসা ও ইঞ্জিল মুসা ও তাওরাত, যব্বুর দাউদ কে ও আল্লাহ হতে নাযিল ও নবি মানতে সন্দেহ হয়?এবং কেন?

হাজি সাহেব।।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:১০ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আমি আপনার প্রতিটি কথার জবাব দিবো ও কোরানের দৃষ্টিতে প্রমান করে দিবো আপনার দেয়া সমস্ত তথ্য ভুল অথবা মিথ্য।এবং মহাম্মদ ও কোরানকে সত্য প্রমান করে দিবো।

কখন প্রমান দিবেন ভাইজান। আমার তো আর তর সইছে না। কতক্ষন অপেক্ষা করতে হবে ?

তার আগে আপনি বলবেন।আপনার কি শুধু মহাম্মদকে নবি ও কোরান আল্লাহ হতে নাযিলকৃত কিতাব মানতে সন্দেহ হয়?নাকি ইসা ও ইঞ্জিল মুসা ও তাওরাত, যব্বুর দাউদ কে ও আল্লাহ হতে নাযিল ও নবি মানতে সন্দেহ হয়?এবং কেন?

আমরা কাউকেই নবী বলে বিশ্বাস করি না। সুতরাং তাদের তথাকথিত আসমানী কিতাবকে তাদের অন্ধ অনুসারী কর্তৃক রচিত কিছু গাজাখুরী গল্পের বই মনে করি। এসব গাজাখুরী গল্পের চেয়ে আ রব্য বা পারস্য উপন্যাসও অনেক আমোদজনক বই মনে হয়।

হাজি সাহেব এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৭:৫০ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

না ! আর অপেক্ষা করতে হবে না ।এখন থেকে বিদ্যুৎ থাকা পর্যন্ত আমি প্রমানের চেষ্টা করে যাবো।

প্রচলিত যে কোরান আমাদের কাছে বর্তমান এটা রাসুলের গবেষনার ফসল।এমন কি যতগুলো কিতাব কে আমরা আসমানি কিতাব বলে জানি এর সব গুলিই রাসুলদের গবেষনার ফসল।আর এই কিতাবগুলি সবই সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে।কেনা না।প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত কেউই একথা কে বলতে দেই নি।বলতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হবে তাই তারা এই কথাগুলি সংকেতের মাধ্যমে লিখে গেছেন।পূর্ণাঙ্গ কোরান হলো সাংকেতিক ভাষায় লেখা।তাই কোরান বুঝতে বা জানতে আগে কোরানের সাংকেতিক ভাষা জানতে হবে।তা না হলে কোরান বুঝা যাবে না।

আর এই প্রচলিত কোরান আল্লাহর নাযিলকৃত কোরান চিনতে ও মানতে সাহায্য করে।

এখন আমি কোরানের সাংকেতিক ভাষার প্রচলিত ভাষায় আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো ।তাতে আপনার আপত্তি থাকবে কি না?

এবার আসুন ।পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম এসেছে তম্মধ্যে এসলাম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে আসমানি কিতাব মান্য করা ব্যাতীত সম্ভব নয়।আগে আমি তা প্রমান করার চেষ্টা করি।

ইসলাম আরবি শব্দ।যার বাংলা অর্থ শান্তি।আর আরবী দ্বীন শব্দকে আমরা ধর্ম বলি।এই দ্বীন বা ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব গঠনকারী স্বত্বা।আর আখলাক শব্দের অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। তাই শান্তির চরিত্র গঠন করতে দ্বীন বা ধর্ম করতে হবে।

এখন ইসলাম অর্থ শান্তি আর দ্বীন অর্থ স্বভাব গঠনকারী স্বত্বা। আর ইসলাম ধর্ম শব্দের অর্থ শন্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা।আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্ব ব্যাতীত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়,তাই ইসলাম ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

হাজি সাহেব।

*সুকান্ত*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ৪:০৯ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

আপনি তো দেখি আরেক কাঠি সরস। অবশ্য নাম দেখে তা বোঝা ও যাচ্ছে।

> এখন ইসলাম অর্থ শান্তি আর দ্বীন অর্থ স্বভাব গঠনকারী স্বত্বা। আর ইসলাম ধর্ম শব্দের অর্থ শন্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা।আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্ব ব্যাতীত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়,তাই ইসলাম ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অসাধারণ যুক্তি। আচ্ছা, আপ্নার থিওরি দিয়ে আমার প্রমাণটা দেখুন তো!!! Peace মানে শান্তি, Human মানে মানব আর ধর্ম শব্দের অর্থ শন্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা । আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা ব্যাতীত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়,তাই মানব ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমারটা ভূল, প্রমান করুন তো? যতসব আজাইরা প্যাঁচাল।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৪২ পূর্বাহ্ণ
@সুকান্ত, দারুন বলেছেন দাদা

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১০:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@সুকান্ত,

Peace মানে শান্তি, Human মানে মানব আর ধর্ম শব্দের অর্থ শন্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা । আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী স্বত্বা ব্যাতীত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়,তাই মানব ধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমারটা ভূল, প্রমান করুন তো? যতসব আজাইরা প্যাঁচাল।

কোরানের দৃষ্টিতে আপনার কথাটি চরম বো কার মত হয়েছে।কারণ-

ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব বা চরিত্র।আর প্রতিটি বস্তুর ই নিজস্ব স্বভাব বা ধর্ম রয়েছে।সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই দু-প্রকারের ধর্ম বর্তমান।এক উপকারী ধর্ম ,দুই অপকারী ধর্ম,এই উপকারী ধর্মই সৃষ্টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।তাই এই ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম।এবং ইহাই বিশ্বের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আপনি বলেছেন মানব ধর্ম। ঠিক আছে,তবে মানব মধ্যেও কিন্তু দুটি ধর্ম বর্তমান।এক উপকারী বা শান্তির ধর্ম দুই অপকারী বা অ-শান্তির ধর্ম।অতএব মানব ধর্মই কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়।

এরপরে আসুন।আপনি মানব বা মানুষ বলতে কি বুঝেন ?কোন প্রজাতীকে আপনি মানুষ বলছেন ?না কি অন্য কিছুকে? দয়া করে জানাবেন।

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণেই আল্লাহ,মানুষ.শয়তান,নবি ও রাসুল বর্তমান।আপনি এ বিষয়ে বুঝেন কি না?

এ ক্ষেত্রে,একজন কুকুর প্রজাতি বা ঘোড়া প্রজাতিও মানুষ হতে পারে এবং একজন মানুষ প্রজাতিও শুকর বা কুকুর হতে পারে। তার দেহমধ্যের ধর্ম গুন বিবেচনায়।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

হাজি সাহেব

সুকান্ত এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:২৬ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

রয়েছে।সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই দু -প্রকারের ধর্ম বর্তমান।এক উপকারী ধর্ম ,দুই অপকারী ধর্ম,এই উপকারী ধর্মই সৃষ্টিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।তাই এই ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম।এবং ইহাই বিশ্বের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

খুব হাঁসতে ইচ্ছে করছে আপনার কথা শুনে। সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই যদি দু -প্রকারের ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে শুধু ইসলামে কেন এই দুই ধর্মই বিদ্যমান নয়? তাছাড়া কিসের উপর ভিত্তি করে বলছেন ইসলাম উপকারি ধর্ম- সূত্র টা জানাবেন কি দয়া করে ?

আসুন।আপনি মানব বা মানুষ বলতে কি বুঝেন ?কোন প্রজাতীকে আপনি মানুষ বলছেন

আপনি যদি মানব বলতে কাদের বোঝায়, এটাই না জানেন, তাহলে ভাই আমাকে মাফ করে দেন। এই সাইট আপনার জন্য নয়- শুধু এটাই বলতে পারি।

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণেই আল্লাহ ,মানুষ.শয়তান,নবি ও রাসুল বর্তমান।আপনি এ বিষয়ে বুঝেন কি না?

তাই নাকি? বুঝি না বলেই তো ভাই আপনার কাছে শুনতে চাই। তাই বলে আবার আমাকে প্যারাডক্স এর ঘূর্ণনে ফেলে দিয়েন না। আর পারলে এদের সাথে একবারের জন্য হলে ও মোলাকাত করে দেন না ভাই!!! শয়তানের মাঝে ও যে আল্লাহ আছে, সেটা স্বীকার করেন তাহলে!! তাই-ই যদি হয়, তবে শয়তানের কার্যকলাপ কি আল্লাহ কন্ট্রোল করে নাকি অন্য কেউ? যদি আল্লাহ করে থাকে তাহলে শয়তান কে শয়তান না সম্বোধন না করে আল্লাহ কেই শয়তান আখ্যা দেওয়া উচিৎ নয় কি? আপনার কি মনে হয়?

তার দেহমধ্যের ধর্ম গুন বিবেচনায়।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

আমি তো দেখতে মানুষের মত- এই হিসেবে আমি কোন প্রজাতি তে পড়ি বলে আপনার ধারনা? আপনি মনের ধর্ম গুন বা মানবীয় গুণাবলীর কথা বলছেন না তো আবার? তাহলে তো অনেক কথাই লিখতে হবে। ভবঘুরের এই লেখাটা পড়ে আপনার কি মনে হয় না যে মুহম্মদের মানবীয় গুনাবলী বলে

কিছুই নেই? আপনি যদি বলেন যে, আমি বিচার মানি কিন্তু সব কলাগাছ আমার- তাহলে তো আর কোন যুক্তি ও দরকার হবেনা। আমি তো জানার জন্যই চেষ্টা করছি আর আপনার শরনা পন্ন হয়েছি শুধু জানার স্পৃহা নিয়েই।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৫:২৪ অপরাহ্ণ

@সুকান্ত,

খুব হাঁসতে ইচ্ছে করছে আপনার কথা শুনে। সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই যদি দু -প্রকারের ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে শুধু ইসলামে কেন এই দুই ধর্মই বিদ্যমান নয় ? তাছাড়া কিসের উপর ভিত্তি করে বলছেন ইসলাম উপকারি ধর্ম- সূত্র টা জানাবেন কি দয়া করে ?

এ জন্য নাই যে,বস্তুর যে দুটি ধর্ম আছে তার উপকারী ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম, আর অপকারী ধর্মের নাম কুফরি ধর্ম।অর্থৎ ইসলাম বা কুফর কোন বস্তু নয় ,বস্তুর গুণ।

আপনি যদি মানব বলতে কাদের বোঝায়, এটাই না জানেন, তাহলে ভাই আমাকে মাফ করে দেন। এই সাইট আপনার জন্য নয়- শুধু এটাই বলতে পারি।

মানুষ কোন প্রজাতীর নাম নয় ,জোর করে নামটি আমরা ব্যাবহার করছি।মানুষ কি না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

শয়তানের মাঝে ও যে আল্লাহ আছে, সেটা স্বীকার করেন তাহলে!!

না! শয়তানের মধ্যে আল্লাহ থাকবে কেনো?প্রতিটি প্রণীর মধ্যেই,আল্লাহ,মানুষ.শয়তান,নবি ও রাসুল বর্তমান।প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

আমি তো দেখতে মানুষের মত- এই হিসেবে আমি কোন প্রজাতি তে পড়ি বলে আপনার ধারনা? আপনি মনের ধর্ম গুন বা মানবীয় গুণাবলীর কথা বলছেন না তো আবার? তাহলে তো অনেক কথাই লিখতে হবে। ভবঘুরের এই লেখাটা পড়ে আপনার কি মনে হয় না যে মুহম্মদের মানবীয় গুনাবলী বলে কিছুই নেই?

মানুষ কোন প্রজাতীর নাম নয়।মানুষ একটি রুহু বা আত্মার নাম।

প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই পাঁচটি রুহ বা প্রাণ আছে।১।রুহ কুদচি,২।রুহ ইনসানি,৩।রুহ হাইয়ানি।৪।রুহ নাবাদাৎ,৫। রুহ যামাদাৎ।
যে প্রাণীর দেহ রাজ্যের রাজা রুহে ইনসানি সেই মানুষ।
যে প্রাণীর দেহ রাজ্যের রাজা রুহে হাইয়ানী সেই পশু।
তাত মানুষ প্রজাতী ও জানোয়ার হতে পারে আবার জানোয়ার প্রজাতী ও মানুষ হতে পারে।

হাজি সাহেব।

*সুকান্ত*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:৪৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

এ জন্য নাই যে,বস্তুর যে দুটি ধর্ম আছে তার উপকারী ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম, আর অপকারী ধর্মের নাম কুফরি ধর্ম।অর্থৎ ইসলাম বা কুফর কোন বস্তু নয় ,বস্তুর গুণ।

আচ্ছা!!! কি অসাধারণ যুক্তি আপনার। কুপোকাত হয়ে গেছি আপনার যুক্তির প্রখরতা দেখে। তবে একটা ব্যাপারে আপনি আর ফারুক সাহেব একই চরিত্রের- কোন রেফারেন্স দিতে চান না বা দেন না। কোরানকে আল্লাহর কিতাব প্রমাণ করার জন্য আপনি নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী হবেন। তবুও আপনার সূত্র দিয়ে আমি কি বলতে পারি- ” বস্তুর যে দুটি ধর্ম আছে তার উপকারী ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আর অপকারী ধর্মের নাম অ-মানব ধর্ম । অর্থাৎ মানব (মানবতা) বা অ-মানব কোন বস্তু নয়,বস্তুর গুণ। ” - কি বলেন? খেয়াল করেন, আমি ও কিন্তু কোন রেফারেন্স উল্লেখ করিনি।
সত্যি বলতে, আর ইচ্ছে করছেনা আপনার সাথে বেহুদা তর্ক করতে। আপনার দৌড় কতটুকু সেটা বোঝা হয়ে গেছে। আপনার এই জ্ঞান দয়া করে কোন মসজিদে যদি বিতরন করেন তবে পরকালেই আপনার জন্য ভালো হবে। এইখানে উদ্গিরন করে কোন কিছুই পাবেন না।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৯:৫৯ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

বস্তুর যে দুটি ধর্ম আছে তার উপকারী ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আর অপকারী ধর্মের নাম অ-মানব ধর্ম ।

আপনি বললেই তো হবে না।আপনি বলেন মানব কোন ভাষার শব্দ এবং তার আভিধানিক অর্থ কি?তাহলেই মিমাংসা হয়ে যাবে।

আর আমি যাহা বলেছি সেটা আমার কথা নয়।অভিধান খুঁজলেই পাবেন।যে -ইসলাম আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ শান্তি।এবং শান্তি পেতে হলে অবশ্যয় আপনাকে বস্তুর উপকারী ধর্ম গ্রহন করতে হবে।এই উপকারী ধর্মই আপনাকে শান্তি দিতে পারে।তাই উপকারী ধর্মের গুণ হলো শান্তি বা ইসলাম।এটা কি আমার কথা হলো?

শুধু জিতার জন্য তর্ক কইরেন না বুঝার জন্য এবং বুঝানোর জন্য তর্ক কইরেন।আপনার তো কোন সাধারন জ্ঞানই নাই।তো কোরান গবেষনা করবেন কেমনে?

হাজি সাহেব।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১১:১১ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

সহমত । নিজের বুদ্ধিমত্তাকে এই পর্যায়ে নামিয়ে আনার কোনও মানে হয়না । ধন্যবাদ ব্যাপারটা ধরিয়ে দেবার জন্য ।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৫:৫৬ অপরাহ্ণ
@ম্যাক্স ইথার,

সহমত । নিজের বুদ্ধিমত্তাকে এই পর্যায়ে নামিয়ে আনার কোনও মানে হয়না । ধন্যবাদ ব্যাপারটা ধরিয়ে দেবার জন্য ।

কথা চালিয়ে যান ভাই। দেখছেন না কতদিন এমন বিনোদনের সন্ধান পাই না

*শেসাদ্রী শেখর বাগচী*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১০:৪২ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

তাই শান্তির চরিত্র গঠন করতে দ্বীন বা ধর্ম করতে হবে।

চরিত্র গঠন করতে গেলে কি প্রথমে -র চামড়া কাটার দরকার হয় ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১০:৪৯ পূর্বাহ্ণ
@শেসাদ্রী শেখর বাগচী,

চরিত্র গঠন করতে গেলে কি প্রথমে -র চামড়া কাটার দরকার হয় ?

না! ধর্ম করার জন্য চামড়া কাটার কোন প্রয়োজন নাই এটা আপনার ইচ্ছাধীন।সমাজ দেখবেন অনেকেই জন্ম সুত্রেই চামড়া কাটা অবস্থায় এসেছে।ঠিক সে মতই ইব্রাহিম নবিও চামড়া কাটা অবস্থায় এসেছিলো।তাই যারা তার শিষ্যত্ব গ্রহন করেছেন শিষ্যত্ব গ্রহন প্রমান হেতু চামড়া কাটানো হয়েছে এবং কেটেছে।ধর্মের জন্য নয়।আলাদা সম্প্রদায় গঠন হেতু।

হাজি সাহেব।

*শেসাদ্রী শেখর বাগচী*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৫:৩৩ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
আসলে আপনি অনেক কিছুর খোজ খবর রাখেননা বলেই করান নিয়ে এত মাতামাতি করছেন. বিজ্ঞানীরা বর্তমানে কি চিন্তা করছে আপনি তার খোজ কহবর রাখেন না . দেখুন কিভাবে something can come out of nothing. নিচের ভিডিও পারলে download করে দেখুন . চামড়া কাটা নিয়ে সাধারণত কেউ জন্মায় না . যদি কেউ জন্মে থাকে তাহলে সেটা birth defect.
httpv://www.youtube.com/watch?v=LnjcrPY9lbQ&feature=player_detailpage

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:১৫ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

প্রচলিত যে কোরান আমাদের কাছে বর্তমান এটা রাসুলের গবেষনার ফসল।এমন কি যতগুলো কিতাব কে আমরা আসমানি কিতাব বলে জানি এর সব গুলিই রাসুলদের গবেষনার ফসল।আর এই কিতাবগুলি সবই সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে।কেনা না।প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত কেউই একথা কে বলতে দেই নি।বলতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হবে তাই তারা এই কথাগুলি সংকেতের মাধ্যমে লিখে গেছেন।পূর্ণাঙ্গ কোরান হলো সাংকেতিক ভাষায় লেখা।তাই কোরান বুঝতে বা জানতে আগে কোরানের সাংকেতিক ভাষা জানতে হবে।তা না হলে কোরান বুঝা যাবে না।

এটা কি কমেডী সার্কাস? আপনি তর্ক করতে এসে কী বলছেন এসব? খোদ বিশ্বাসীরাও তো আপনার লেখা উপরের প্যারাটা পড়ে বিস্মিত হবে। দয়া করে রেফারেন্স দিয়ে লিখুন। কোরআন কোন সাংকেতিক ভাষায় লেখা নয়। খোদ কোরআন বলছে কোরআন সহজ ভাষায় লেখা। পুড়ন ,

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। কে আছে (তোমাদের মধ্য থেকে) শিক্ষা গ্রহন করার? (সুরা আল ক্বামার:১৭).

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:৫৮ অপরাহ্ণ
@সত্যান্বেষী,

এটা কি কমেডী সার্কাস? আপনি তর্ক করতে এসে কী বলছেন এসব? খোদ বিশ্বাসীরাও তো আপনার লেখা উপরের প্যারাটা পড়ে বিস্মিত হবে। দয়া করে রেফারেন্স দিয়ে লিখুন। কোরআন কোন সাংকেতিক ভাষায় লেখা নয়। খোদ কোরআন বলছে কোরআন সহজ ভাষায় লেখা। পুড়ন ,

নিশ্চয় ইহা সম্মনীত রাসুলের কথা।সূরা হাক্কাহ ৪০ আয়াত ও সূরা তাকভীর এর ১৯ আয়াত টি পড়ে দেখেন।তার মানে এই প্রচলিত কোরান রাসুলের কথা।

আমি কিন্ত প্রচলিত কোরান নিয়ে আলোচনা করছি।যেটা রাসূলের গবেষণার ফসল।আর আল্লাহ রাসুলকে যে কোরান নাযিলের মাধ্যমে দিয়েছেন ।তাহা আল্লাহ লিখেই পাঠিয়েছেন।এবং তাহা রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহর।সেই কোরান চেনা ও পালন করতে জানার জন্য এই কোরান জানা আবশ্যক।কেন না এই কোরান সেই কোরানের গাইড বুক হিসাবে ব্যাবহৃত।

কে বিবিস্মত হলো আর কে কি হলো তা মুখ্য নয়।মুখ্য কোরানের সত্য উপস্থাপন করা।আর এই কোরান কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়।এই কোরান সমস্ত সৃষ্টির জন্য পথ প্রদর্শক।

হাজি সাহেব।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১২:০০ পূর্বাহ্ণ
@সত্যান্বেষী,

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। কে আছে (তোমাদের মধ্য থেকে) শিক্ষা গ্রহন করার? (সুরা আল ক্বামার:১৭).

প্রচলিত কোরান সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে এবং আল্লাহর লেখা নাযিলকৃত কোরান সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার শেষ নাই আরও জানার চেষ্টা করুন।কোরান জানতে ও বুঝতে হলে আগে কেরানের ভাষা বুঝতে হবে। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কোরান বোঝা সম্ভব নয়।কোরান বিশেষ জ্ঞানীর জন্য।

হাজি সাহেব।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৬:৩৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
ইতিহাস ঘেঁটে একবার দেখান তো আপনার ইসলাম পৃথিবীর কোথায় শান্তি স্থাপন করতে পেরেছে ? এখন তো নিজ জ্ঞানেই দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর যত অশান্তির মূলে ইসলাম। মুখে শুধু শান্তির ধর্ম ইসলাম বলে পার পাওয়া যাবে না, প্রমান করে দেখাতে হবে। নবীর জীবদ্দশাতেও পুরো আরব জুড়ে তো শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তিনি শান্তিটা আনলেন কোথায় ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ২:৫৬ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

ইতিহাস ঘেঁটে একবার দেখান তো আপনার ইসলাম পৃথিবীর কোথায় শান্তি স্থাপন করতে পেরেছে ? এখন তো নিজ জ্ঞানেই দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর যত অশান্তির মূলে ইসলাম। মুখে শুধু শান্তির ধর্ম ইসলাম বলে পার পাওয়া যাবে না, প্রমান করে দেখাতে হবে। নবীর জীবদ্দশাতেও পুরো আরব জুড়ে তো শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তিনি শান্তিটা আনলেন কোথায় ?

আমি যে ইসলাম নিযে আলোচনা করছি তা এখন ও কোরানের বাইরে কোন ইতিহাসে লেখা হয়নি। তাই লিখিত ইতিহাস দিয়ে প্রমান করানো সম্ভব না।

আর যদি আপনি মনে করেন আমি ইসলাম মানে টুপি দাড়ি নামাজ নিয়ে আলোচনা করছি।তাহরে ভুল করবেন।

আমি প্রমান দিবো এভাবে।

ইসলাম অর্থ শান্তি। এখন আপনি বলেন আপনি এ পর্যন্ত যাহা কিছু করছেন , তাহা কি শান্তিতে থাকার জন্য করছেন, নাকি অশান্তিতে থাকার জন্য করছেন?যদি আপনি শান্তিতে থাকার জন্য করেন, তাহলে আপনি ইসলাম ধর্মের লোক।এবার আপনি জনে জনে জিজ্ঞাসা করুন তারা শান্তিতে থাকতে চাই কিনা ।যে যে শান্তিতে থাকতে চাই সেই সেই ইসলাম ধর্মের লোক।

হাজি সাহেব।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৫:৩৯ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
আপনার এত থিয়োরিটিক্যাল কথার তো দরকার নেই। প্র্যাকটিক্যালে আসেন।বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানরা কী করছে এটাই আমার বিবেচ্য বিষয়। আর বর্তমান পৃথিবীতে মুমলমানদের যে রূপ, তাতে আমি নিজেকে মুসলমান ভাবতে ঘৃনাবোধ করি (যদিও আমি আল্টিমেট শান্তিবাদি লোক) বরং নাস্তিক বলে পরিচয় দিতেই আমি গর্ববোধ করি। আর মুক্তমনার মাধ্যমে লম্পট ও যুদ্ধবাজ মুহম্মদ এবং তোষামোদ প্রিয় আল্লার যে পরিচয় আমি পেয়েছি , তাতে তাদের শুধু অশ্রদ্ধাই নয়, গালি দেয়ার ভাষা খুঁজে পাই না।

উথেন জুম্ম এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১২:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
আপনার এতো প্যাঁচাল মারার কোন কারনতো দেখি না ভাইজান।।দয়াকরে আপনার তথ্যবহুল রেফারেন্স নিয়ে হাজির হোন।।

।পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম এসেছে তম্মধ্যে এসলাম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে আসমানি কিতাব মান্য করা ব্যাতীত সম্ভব নয়।আগে আমি তা প্রমান করার চেষ্টা করি।

এইটা আর নতুন কি??

বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণেই আল্লাহ,মানুষ.শয়তান,নবি ও রাসুল বর্তমান।আপনি এ বিষয়ে বুঝেন কি না?

ভবগুরে ভাইয়ের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানকে আপনি প্রাথমিক বলে মনে করেন না কি??

ইসলাম আরবি শব্দ।যার বাংলা অর্থ শান্তি

এইটাও নতুন কি??সর্বত্রই শুনি তবে ভাইজান ইহার সত্যতা কোনজায়গায় প্রতিফলিত হয় না।।তাই বলি আপনার গাঁজাখুরী কথাবার্তা বাদ দেন।।আর এইটা কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না যেখানে আপনি যা বলবেন আর সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হজম করবে।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ৫:৪২ অপরাহ্ণ
@উথেন জুম্ম,
ভাই, অল্প কথায় হাজিকে ভালোই বাঁশ দিয়েছেন। ধন্যবাদ।
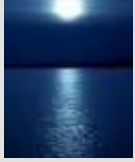
অচেনা এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:৫২ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

তার আগে আপনি বলবেন।আপনার কি শুধু মহাম্মদকে নবি ও কোরান আল্লাহ হতে নাযিলকৃত কিতাব মানতে সন্দেহ হয়?নাকি ইসা ও ইঞ্জিল মুসা ও তাওরাত, যব্বুর দাউদ কে ও আল্লাহ হতে নাযিল ও নবি মানতে সন্দেহ হয়?এবং কেন?

আপনি সবার উদ্দেশ্যে কথাটা বলেছেন বলেই আমি আমার কথাটা বলছি। আমার ভাই হিসাব সোজা। সবাইকে আমার মানতে আপত্তি আছে। এরা যে কেউ আল্লাহর নবী, আর আল্লাহটাই কে বা উনি যে বাস্তবে আছেন তা প্রমান করে দিন।যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না পারছেন , ততক্ষনে আমি কিছুই মানতে রাজি না।

হাজি সাহেব এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৭:৫৫ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

শুধু একজন নয়।মোট সাতজন নবী ও নবী জ্ঞান প্রাপ্ত সকলকেই রাসুল মানতে হবে।আপনি না মানলে সেটা না জানার জন্য হবে। তাছাড়া ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক প্রতিটি সৃষ্টিই সাতটি নবী ও পঁচিশ জন রাসুল মান্য করে।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:১০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনি না মানলে সেটা না জানার জন্য হবে। তাছাড়া ইচ্ছাই হোক আর অনিচ্ছাই হোক প্রতিটি সৃষ্টিই সাতটি নবী ও পঁচিশ জন রাসুল মান্য করে।

কি সাঙ্ঘাতিক কথা বললেন হাজি সাহেব।আমি না মানলে সেটা না জানার জন্য? আচ্ছা ভাল। কিন্তু তারপরেই যে বললেন যে ইচ্ছেতে হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক প্রতিটি সৃষ্টিই সাত জন নবি ও পঁচিশ জন রসুল কে মান্য করে? তার মানে আমি কি জড় পদার্থ নাকি ভাই? আমি তো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোন ভাবেই মানি না!!

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ২:২৪ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

কি সাঙ্ঘাতিক কথা বললেন হাজি সাহেব।আমি না মানলে সেটা না জানার জন্য? আচ্ছা ভাল। কিন্তু তারপরেই যে বললেন যে ইচ্ছেতে হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক প্রতিটি সৃষ্টিই সাত জন নবি ও পঁচিশ জন রসুল কে মান্য করে? তার মানে আমি কি জড় পদার্থ নাকি ভাই? আমি তো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কোন ভাবেই মানি না!!

মূলতঃ কোরানের দৃষ্টিতে কাকে নবী বলে তা আ পনি জানেন না।যখন আপনি জানবেন নবি কি ,তখন আপনিই বলবেন হ্যাঁ,আমি নবীর শক্তিতেই শক্তিমান ছিলাম। এবং আছি।নবী না হলে তো আপনি জন্মাতেনই না।

নবী অর্থ নব ধন।স্রষ্টারা দলে দলে যখন নতুন রুপে আগমন করে।তার নাম নবি।যাহা আপনাতেই বর্ত।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ১২:৪১ পূর্বাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

নবী অর্থ নব ধন।**স্রষ্টারা দলে দলে** যখন নতুন রুপে আগমন করে।তার নাম নবি।যাহা আপনাতেই বর্ত।

স্রষ্টারা দলে দলে যখন নতুন রুপে আগমন করে ?

খুব চিন্তার বিষয় স্রষ্টারা?? ভাই আপনি মুসলিম তো?

আর নবী মানে নব ধন? এটা আপনি পেলেন কোথায়?-?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ১০:০৪ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

খুব চিন্তার বিষয় স্রষ্টারা?? ভাই আপনি মুসলিম তো?

কোন চিন্তার বিষয় না।।আমি আমার কথা বলি নাই আমি কোরানের কথা বলেছি।কোরানের মধ্যে ৩১ টি আয়াতে ৩১ বার রাসুল আল্লাহ কে আমরা বলেছেন।যেমন -

আমরাই ইহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দিয়ে থাকি।সূরা আনআম ১৫১ আয়াত।

আর নবী মানে নব ধন? এটা আপনি পেলেন কোথায়?-?

তাহলে আপনি বলেন নবি শব্দের অর্থ কি?

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:০০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

কোন চিন্তার বিষয় না।।আমি আমার কথা বলি নাই আমি কোরানের কথা বলেছি।কোরানের মধ্যে ৩১ টি আয়াতে ৩১ বার রাসুল আল্লাহ কে আমরা বলেছেন।যেমন -

আমরাই ইহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দিয়ে থাকি।সূরা আনআম ১৫১ আয়াত।

এটা নিয়েই তো সব গণ্ডগোল। ইসলামী স্কলাররা বলেন যে এটি রয়াল প্লুরাল যা আল্লাহ নিজের জন্য একক ভাবে ব্যবহার করেন। যাক শেষে আপনি স্বীকার করে নিলেন যে আল্লাহ একাধিক।
কালেমা তৈয়ব কি সেটাই সেখায়?

তাহলে আপনি বলেন নবি শব্দের অর্থ কি?

আমি তো জানি যে নবী রসুল হল আল্লাহর প্রেরিত মানুষ এটাই মুসলিমরা বলে থাকে।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

আর আল্লাহটাই কে বা উনি যে বাস্তবে আছেন তা প্রমান করে দিন।যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না পারছেন , ততক্ষনে আমি কিছুই মানতে রাজি না।

আল্লাহ শব্দের অর্থ স্রষ্টা । অর্থাৎ,যাহা দ্দরা আমি সৃষ্টি হয়েছি তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহ।তাই সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই আল্লাহ বিরাজিত।এবং আপনাকে আল্লাহরই উপাষনা করতে হবে বা করতে বাধ্য।

হাজি সাহেব।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:০৬ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

তাই সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই আল্লাহ বিরাজিত।

এই ধরনের ফালতু উক্তি করার পর আপনি মুসলমান কিনা সেটাই তো বিশাল সন্দেহ আমার। আল্লাহ সব কিছুতেই বিরাজিত না। সে বসে আছে সাত আসমানের ওপর আল্লাহর আরশে , তার সিংহাসনে। আর সেখানে বসে বসে আপনাদের মত পাবলিকের মূর্খতা ও পাগলামী দেখে হাসা হাসি করছে।

হাজি সাহেব এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ২:৩৭ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এই ধরনের ফালতু উক্তি করার পর আপনি মুসলমান কিনা সেটাই তো বিশাল সন্দেহ আমার। আল্লাহ সব কিছুতেই বিরাজিত না। সে বসে আছে সাত আসমানের ওপর আল্লাহর আরশে , তার সিংহাসনে। আর সেখানে বসে বসে আপনাদের মত পাবলিকের মূর্খতা ও পাগলামী দেখে হাসা হাসি করছে।

যদি কোরানের দৃষ্টিতে আমার কথা সঠিক এবং আপনার কথা বে -ঠিক হয়, তাহলে?

এখানে আমি কোন সম্প্রদায়ের কর্ম কান্ড দিয়ে কোরানকে সত্য বা মিথ্যা প্রমান করবো না।আমি প্রমান করবো কোরানের প্রতিটি কথাই সত্য এবং ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এক মাত্র কোরানের

আইনই প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখতে পারে।ইহা ব্যাতীত অন্য কিছুতেই ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কোরান কোন সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।এই কোরান সমগ্র সৃষ্টির জন্য।এবং বিশ্বের সকল সৃষ্টিই কোরানের আইন আংশিক হলেও মেনে চলে।এবং যারাই মেনে চলে তারাই শান্তিতে আছে।আর যে কোরান মেনে চলে না,তারাই অ-শান্তিতে আছে।

হাজি সাহেব।

*সুকান্ত*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ৪:২২ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

কোরান কোন সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।এই কোরান সমগ্র সৃষ্টির জন্য।এবং বিশ্বের সকল সৃষ্টিই কোরানের আইন আংশিক হলেও মেনে চলে।এবং যারাই মেনে চলে তারাই শান্তিতে আছে।আর যে কোরান মেনে চলে না,তারাই অ-শান্তিতে আছে।

আপনি তো দেখি নিজেকে হাসির পাত্র করেই ছাড়বেন। সকল সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু শুকুর ও পড়ে। আর পৃথিবীর সব মুস্লিম দেশের কথা কি বলবো , সবাই এত ভীষনভাবে সুখে আছে যে পশ্চি মা (কাফিরদের) দেশে এদের ঢোকার চেষ্টা ঠেকানো যাচ্ছে না। বলুন আমিন ....

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৩৮ পূর্বাহ্ণ

@সুকান্ত,

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ

@সুকান্ত,

সকল সৃষ্টির মধ্যে কিন্তু শুকুর ও পড়ে

আমি তো বলেছি, সৃষ্টির প্রতিটা প্রাণী কোরান বহন করে চলেছে এবং কোরানের আইন ও ইসলাম ধর্ম মেনে চলেছে।আর যে ইহা মানে নাই সেই অশান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।বিতর্ক না করে। না,জানলে জানার চেষ্টা করুন।

কেন না কোরান ও ইসলাম ধর্ম ব্যাতীত, জীবের কোনই উপায় নাই।

হাজি সাহেব।

*সুকান্ত*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ২:৪৯ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

সৃষ্টির প্রতিটা প্রাণী কোরান বহন করে চলেছে এবং কোরানের আইন ও ইসলাম ধর্ম মেনে চলেছে।আর যে ইহা মানে নাই সেই অশান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

- এই তথ্য কোথায় পেলেন- বলবেন কি? আমি তো ইসলাম কেন, কোন ধর্মই পালন করিনা। কই, আমি তো অশান্তিতে নেই? কি আজগুবি যুক্তি আপনার!!! শুকুর ইসলাম ধর্ম পালন করে নি বলে কি অশান্তিতে আছেন বলে মনে করেন? আপনি যদি মনস্থির করেই থাকেন যে কোন যুক্তি মানবেন না , তাহলে বলবো ভুল জায়গায় এসেছেন। কেন অযথা নিজের বা আমাদের সময় নষ্ট করছেন?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ২:১৮ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

শুকুর ইসলাম ধর্ম পালন করে নি বলে কি অশান্তিতে আছেন বলে মনে করেন ?

সৃষ্টির সকলেই যখন কোরান পড়ে বলেছি ,তাতে শুকর বাদ পড়ে বলে কি আপনার মনে হয়?এক কথায় সমস্ত সৃষ্টিই কোরান পড়ে ও ইসলাম ধর্ম পালনে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।কিন্তু ইসলামী আইন না জানার জন্য তারা ব্যার্থ হচ্ছে।এবং অশান্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছে।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:০১ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

তাতে শুকর বাদ পড়ে বলে কি আপনার মনে হয়?

না আপনার কথা সত্য হলে শুকুর বাদ পড়েনা। তবে শুকুরের মাংস হারাম কেন ? কেন এটাকে অপবিত্র বলা হয়েছে?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১:৫৬ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

আর পৃথিবীর সব মুস্লিম দেশের কথা কি বলবো , সবাই এত ভীষনভাবে সুখে আছে যে পশ্চিমা (কাফিরদের) দেশে এদের ঢোকার চেষ্টা ঠেকানো যাচ্ছে না। বলুন আমিন ....

ভুল করছেন।কোরান মান্য করার উদ্দেশ্য শান্তিতে থাকার জন্য।সুখের জন্য নয়।আর আমি তো বলেছি,আমি প্রমান করে দেবো সৃষ্টির প্রতিটা প্রাণীই কোরান মান্য করে ও কোরানে উল্লিখিত এবাদৎ করে।এতেও কি আপনি বুঝেন নাই যে ,যাদেরকে আপনি পশ্চিমা কাফের বলছেন তারাও এই কোরান ও আল্লাহকে মান্য করে চলেছে।

না জানলে জানার চেষ্টা করুন।অহেতুক কাল ক্ষেপণের কোনই কারণ দেখিনা।

হাজি সাহেব।

*সুকান্ত*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:৪৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
এই মন্তব্যে আপনি ঠিক কথা বলেছেন। যারা কোরান মান্য করে তাঁরা নিজেরা শান্তিতে থাকে তবে অন্যদের অশান্তি দিয়ে- কি বলেন? আর প্রতিটা মন্তব্যে বারবার বলছেন, প্রমাণ করবেন সবকিছু- কই, কোন প্রমাণ পাচ্ছি না কেন? প্রতিটা প্রানী যে কোরান মান্য করে- এটা কখন আবিষ্কার করলেন আবার? আপনাদের নিয়ে আর পারিনা। আমাদের হজমের সময় না দিয়ে শুধু আবিষ্কার ই করে যাচ্ছেন, একটু ধীরে করা যাই না আবিষ্কার গুলো ? ভালো কথা, আমি কিন্তু পশ্চিমাদের কাফের বলছি কারণ আমি কোরান মান্য করি। আর-রে আমি তো প্রমান ই করে ফেললাম যে সব সৃষ্টি কোরান মান্য করে......হুররররররেরেরেরেরেরে...

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:৪২ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

> এই মন্তব্যে আপনি ঠিক কথা বলেছেন। যারা কোরান মান্য করে তাঁরা নিজেরা শান্তিতে থাকে তবে অন্যদের অশান্তি দিয়ে- কি বলেন?

যে নিজে শান্তি প্রত্যাশী সে অন্যকে অশান্তি দিতে পারে না।আর যে অন্যকে অশান্তি দেয় সে নিজেও শান্তির ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের না।তবে ফসল ভালো পেতে হলে অবশ্যই আগাছা দমন করতে হবে।এটাই সুত্র।

হাজি সাহেব।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৬:২৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

যদি কোরানের দৃষ্টিতে আমার কথা সঠিক এবং আপনার কথা বে-ঠিক হয়, তাহলে?

আগে সঠিক প্রমান করুন।

এখানে আমি কোন সম্প্রদায়ের কর্ম কান্ড দিয়ে কোরানকে সত্য বা মিথ্যা প্রমান করবো না।আমি প্রমান করবো কোরানের প্রতিটি কথাই সত্য এবং ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এক মাত্র কোরানের আইনই প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখতে পারে।ইহা ব্যাতীত অন্য কিছুতেই ইসলাম বা শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ভাইজান, আপনার এসব প্রমান করতে আর কত দিন লাগবে ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১:৫৮ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভাইজান, আপনার এসব প্রমান করতে আর কত দিন লাগবে ?

যতদিন আপনি না বুঝেন।

হাজি সাহেব।
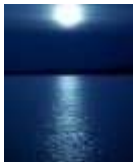
*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১:৪২ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ভাইজান, আপনার এসব প্রমান করতে আর কত দিন লাগবে ?

কেবলতো শুরু ভাই কতদিন কেন বলেন যে কত যুগ লাগবে 🙂 ।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ৭:২৭ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব, কোরান কোন সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।এই কোরান সমগ্র সৃষ্টির জন্য।এবং বিশ্বের সকল সৃষ্টিই কোরানের আইন আংশিক হলেও মেনে চলে।এবং যারাই মেনে চলে তারাই শান্তিতে আছে।আর যে কোরান মেনে চলে না,তারাই অ-শান্তিতে আছে।… …ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান যে তলানিতে তা বোঝা গেল…দাদা আমরা আপনার এই লক্কর ঝক্কর স্তর অনেক আগেই পাড় করে এসেছি…আপ্নার মত আমরাও আগে ইসলাম নিয়ে এভাবেই বলে এসেছি…এখন যখন দেখি কেউ এরকম বলছে শুধু হাসি পায়…ভাল থাকবেন

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ১১:২২ পূর্বাহ্ণ

@সাগর,

ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান যে তলানিতে তা বোঝা গেল…দাদা আমরা আপনার এই লক্কর ঝক্কর স্তর অনেক আগেই পাড় করে এসেছি…আপ্নার মত আমরাও আগে ইসলাম নিয়ে এভাবেই বলে এসেছি…এখন যখন দেখি কেউ এরকম বলছে শুধু হাসি পায় …ভাল থাকবেন

আমি প্রমান করে দেবো, আপনি নিজেও কোরান মান্য করেন, কোরানে উল্লিখিত এবাদৎ পালন করেন ও আল্লাহর উপাষনা করেন।

হাজি সাহেব।

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:১৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আমি প্রমান করে দেবো, আপনি নিজেও কোরান মান্য করেন, কোরানে উল্লিখিত এবাদৎ পালন করেন ও আল্লাহর উপাষনা করেন।

খুব ভাল কথা ভাইজান , উনি যদি কুরান মানেন তাহলে তো কোন কথাই নেই। জান্নাত নিশ্চিত। তাহলে আপনি আবার কষ্ট করে উনাকে ধর্মের মহিমা বুঝাচ্ছেন কেন ? উনি তো জেনে হোক বা না জেনে হোক, কোরান মান্য করছেন নাকি? তাহলে তো আর কোন কথাই থাকে না

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:৫২ অপরাহ্ণ
@সাগর, ওই কথাটাই যদি উনাদের কেউ বুঝাতে পারত রে ভাই

সাগরএর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৩৯ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:১২ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এই ধরনের ফালতু উক্তি করার পর আপনি মুসলমান কিনা সেটাই তো বিশাল সন্দেহ আমার।

ভাই, আমার মনে হয় হাজী সাহেব পরব্রহ্ম বিশ্বাসী মুসলিম , যারা বৈদিক ষড় দর্শনে বিশ্বাস করে, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন!এটা হয়ত ইসলামের নতুন ধারা। 😂 ।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১:৫৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাই, আমার মনে হয় হাজী সাহেব পরব্রহ্ম বিশ্বাসী মুসলিম , যারা বৈদিক ষড় দর্শনে বিশ্বাস করে, বিশেষ করে বেদান্ত দর্শন!এটা হয়ত ইসলামের নতুন ধারা।

আমি যাহা বলছি তা সব প্রচলিত কোরান থেকে।কোরানের বাইরে আমি একটা কথাও বলছি না।

হাজি সাহেব।
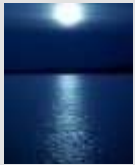
*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ১:২৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আল্লাহ শব্দের অর্থ স্রষ্টা । অর্থাৎ,যাহা দ্দরা আমি সৃষ্টি হয়েছি তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহ।তাই সৃষ্টির সমস্ত কিছুতেই আল্লাহ বিরাজিত।এবং আপনাকে আল্লাহরই উপাষনা করতে হবে বা করতে বাধ্য।

ভাইজান, আগে প্রমাণ করেন যে স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, তবেই না আমাকে বলতে পারবেন যে আমি তাঁর উপাসনা করতে বাধ্য।

হাজি সাহেবএর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৪:১৮ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাইজান, আগে প্রমাণ করেন যে স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে, তবেই না আমাকে বলতে পারবেন যে আমি তাঁর উপাসনা করতে বাধ্য।

আপনি যে বর্তমানে জীবিত এ কথাটি তো অ-স্বীকার করেন না?আপনার পূণাঙ্গ অবয়বে কিছু না কিছু তো উপাদান আছে, না নাই?এটা তো বিশ্বাস করেন।

এখন আল্লাহ শব্দের অর্থ স্রষ্টা।আর স্রষ্টা অর্থ যাহা দ্বারা আপনি তৈরী হয়েছেন তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহ। অর্থাৎ আপনাতে আল্লাহ বর্তমান।এবং আপনি সেই আল্লাহর উপাষনা করছেন।কেন না,আপনি আপনার দেহের অণু প্রাণ বা স্রষ্টার ক্ষুধা নিবৃত্তিতে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।এখন যে অণু প্রাণের যে আহার তার বিপরীত আহার দেয়া মানেই আপনি আল্লাহর এবাদৎ না করে শয়তানের এবাদৎ করছেন।আর শয়তানের এবাদৎ করা মানেই আপনি অশান্তিতে নিমজ্জিত হবেন।আর আল্লাহর উপাষণা করা মানেই আপনি শান্তিতে থাকবেন।এর নামই ইসলাম কায়েম করা।ইসলাম অর্থ শান্তি।

হাজি সাহেব।
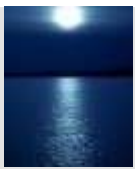
অচেনাএর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:৫০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনি যে বর্তমানে জীবিত এ কথাটি তো অ-স্বীকার করেন না?আপনার পূণাঙ্গ অবয়বে কিছু না কিছু তো উপাদান আছে, না নাই?এটা তো বিশ্বাস করেন।

জি আমি জীবিত , এটা স্বীকার না করার কি আছে? জীবিত আছি বলেই তো আপনার কথার জবাব দিতে পারছি!!

অর্থাৎ আপনাতে আল্লাহ বর্তমান।

কথাটা অনেকটা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মত হয়ে গেল না?মানুষের মধ্যেই ব্রহ্ম থাকেন?

পুনশ্চঃ ভাই আমি জন্ম নিয়েছি আমার বাবা আর মায়ের শারীরিক মিলনের ফলে মা গর্ভবতী হয়েছেন তার পর আমার জন্ম হয়েছে। **তো আমার সৃষ্টি কর্তা তাহলে আমার বাবা আর মা।** এর মধ্য আল্লাহর কৃতিত্ব টা কি একটু বুঝিয়ে বলে বাধিত করবেন। আমি তো দেখি যে আল্লাহ হাজার চেষ্টা করলেও , নর নারীর যৌন সঙ্গম ছাড়া বাচ্চা সৃষ্টি করতে পারেন না। সম্প্রতি টেস্ট টিউব বেবী হচ্ছে সেটাও বিজ্ঞানের কল্যানে। এখানে আল্লাহর মাজেজা কি?সবই তো মানুষের কারসাজী।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:৩২ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

তো আমার সৃষ্টি কর্তা তাহলে আমার বাবা আর মা।

পিতা মাতা সৃষ্টি করে নাই জন্ম দিয়েছে।তাই পিতা জন্মদাতা ও মাতা জন্মদাত্রী।

আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি খালিক বা সৃষ্টি কর্তা।আল্লাহ বা স্রষ্টা দ্বারা।আমি সবে আল্লাহ বা স্রষ্টা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি।খালিক বা সৃষ্টি কর্তা নিয়ে এখনও আলোচনা শুরু করি নাই।

হাজি সাহেব।
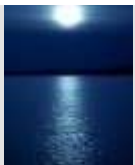
অচেনাএর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১:৪৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

খালিক বা সৃষ্টি কর্তা নিয়ে এখনও আলোচনা শুরু করি নাই।

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি অপেক্ষা করছি সেইদিনের জন্য যেদিন আপনি খালিক নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

হাজি সাহেবএর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:২৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি অপেক্ষা করছি সেইদিনের জন্য যেদিন আপনি খালিক নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

এর মধ্যে হাঁসির কি পাইলেন?যদি কোরান বুঝেন,তখন পস্তাবেন।

হাজি সাহেব।

হাজি সাহেবএর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:৩৫ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

নর নারীর যৌন সঙ্গম ছাড়া বাচ্চা সৃষ্টি করতে পারেন না। সম্প্রতি টেস্ট টিউব বেবী হচ্ছে সেটাও বিজ্ঞানের কল্যানে। এখানে আল্লাহর মাজেজা কি?

তা কি কোন উপাদান ব্যাতীত?অবশ্যই না।যে উপাদান দ্বারা বাচ্চা করা হচ্ছে ,তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহ।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১:৪৫ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

যে উপাদান দ্বারা বাচ্চা করা হচ্ছে ,তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহ।

ভাইজান, আমার জানামতে শুক্রানু আর ডিম্বাণুর মিলনের ফলেই ভ্রুন তৈরি হয় , আর সেখান থেকে বাচ্চা। তবে কি শুক্রানু আর ডিম্বাণু এই ২টাই আল্লাহ? ।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১১:১৯ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

ভাইজান, আমার জানামতে শুক্রানু আর ডিম্বাণুর মিলনের ফলেই ভ্রুন তৈরি হয় , আর সেখান থেকে বাচ্চা। তবে কি শুক্রানু আর ডিম্বাণু এই ২টাই আল্লাহ? ।
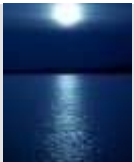
*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৪:৫৪ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

ইসলাম অর্থ শান্তি।

আমার জানা মতে ইসলাম মানে আত্মসমর্পন ,শান্তি না!সালাম অর্থ শান্তি।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ৫:০০ অপরাহ্ণ

@অচেনা, আমি আপনাদের মন্তব্যের কোন উত্তর করবো না।কারণ আপনাদের দেওয়া তথ্য মিথ্যা প্রমানের দলিল উপস্থাপন করলে ,যেই দেখছে আপনাদের তত্ব আর টিকবে না।তখন আমার লেখা সেই মন্তব্যটি আর প্রকাশ করছে না।কেন না আমি মুক্ত মনার তালিকা ভুক্ত নই।

আমি কোরান ও মহাম্মদ সম্বন্ধে আপনাদের লেখা সমস্ত তথ্য যে মিথ্যা প্রমান করে দিব।এবং তা শুধু মাত্র কোরান দিয়ে।কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ দেওয়া হলো না।তাই আমি বলবো এ ব্লগের নাম মুক্ত মনা দিয়ে প্রহসন করে চলেছে।এই ব্লগের নাম হওয়া উচিৎ অভিজিতের মত প্রকাশের ব্লগ।

জবাব দিয়ে ছিলাম প্রকাশ করে নাই।

হাজি সাহেব।
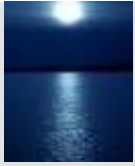
*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ৯:৪৯ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

অচেনা, আমি আপনাদের মন্তব্যের কোন উত্তর করবো না।কারণ আপনাদের দেওয়া তথ্য মিথ্যা প্রমানের দলিল উপস্থাপন করলে ,যেই দেখছে আপনাদের তত্ব আর টিকবে না।তখন আমার লেখা সেই মন্তব্যটি আর প্রকাশ করছে না।কেন না আমি মুক্ত মনার তালিকা ভুক্ত নই।

এতক্ষণ ভানুমতির খেল বেশ ভালই দেখাচ্ছি লেন।আপনার কি মনে হয় যে কেউ আপনার ওই রাবিশ গুলোকে গ্রহন করছিল? না কেউ গ্রহন করেনি বরং আপনি নিজেই নিজেকে তামাশার পাত্রে পরিণত করছিলেন।

আমি তো মনে করি যে আপনি তালিকা ভুক্ত না হবার কারনে আপনার মন্তব্য প্রকাশ হয় নি কথাটা ভুল, বরং আপনার অনেক ভিত্তিহীন মন্তব্য মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে অনেক বড় উদারতার পরিচয় দিয়েছে ব্যাপারটা বুঝেন নাই ? অন্য কোথাও যেয়ে এইসব প্রমাণ ছাড়া আজাইরা প্যাচাল পারেন, দেখেন কি রিঅ্যাকশন হয়। আপনার বেশিরভাগ মন্তব্যই শুধু যে হাস্যকর তাই না , ইসলামী স্কলার রা আপনাকে এক বাক্যে অমুসলিম ঘোষণা ক রবে আপনার কাণ্ড কারখানা দেখলে। নবী মানে নবধন, একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব তাও আবার কোরানের আলোকে, এই সবই প্রমান করে যে আপনার মানসিক বিকাশ হয়নি। কাজেই উলটা পালটা মন্তব্য করতেই থাকবেন আর মুক্ত মনা কর্তৃপক্ষকে সেগুলো প্রকাশ করতেই হবে এমন অদ্ভুত আবদার কেন আপনার সেটাই তো আমার মাথায় আসে না। সঠিক তথ্য প্রমাণ সহ লিখুন , ঠিকই প্রকাশ হবে আপনার লেখা। আপনি নিশ্চয় মুক্ত মনা অ্যাডমিন সৈকত ভাইয়ের একটা সতর্কীকরন মন্তব্য দেখেছিলেন যে আপনাকে সতর্ক করা হয়েছে যে এমন উলটা পালটা মন্ত্যব্য ভবিষ্যতে নাও প্রকাশ হতে পারে। যাক আমি মুক্ত মনার একজন অতি সাধারন পাঠক হিসাবে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে , আপনার সব মন্তব্য ছিল রূপকথার গল্পের মত।আর এটা রূপকথা লেখার স্থান না বলেই আমি জানি।

আমি কোরান ও মহাম্মদ সম্বন্ধে আপনাদের লেখা সমস্ত তথ্য যে মিথ্যা প্রমান করে দিব।এবং তা শুধু মাত্র কোরান দিয়ে।

আপনি কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। কারন আপনি কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারেননি। শুধু মাত্র নিজেকে হাসিতামাশার পাত্রে পরিনত করা ছাড়া।আসলে মুসলিমদের কোরান সম্পর্কে আপনার কোন ধারনাই নেই।

তাই আমি বলবো এ ব্লগের নাম মুক্ত মনা দিয়ে প্রহসন করে চলেছে। **এই ব্লগের নাম হওয়া উচিৎ অভিজিতের মত প্রকাশের ব্লগ।**

আবারো ভুল করলেন। অভিজিৎ দা অনেক সহনশীল মানুষ সবার প্রতি , তাই আপনার উদ্ভট মন্তব্য গুলো প্রকাশ করেছেন। উনার জায়গাতে আমি হলে আমি প্রথম ২/৩ টার পরেই আপনার রূপকথাকে প্রকাশ করা বন্ধ করে দিতাম।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:২২ অপরাহ্ন
@অচেনা,

সবাইকে আমার মানতে আপত্তি আছে। এরা যে কেউ আল্লাহর নবী, আর আল্লাহটাই কে বা উনি যে বাস্তবে আছেন তা প্রমান করে দিন।যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা না পারছেন , ততক্ষনে আমি কিছুই মানতে রাজি না।

তাতে আপনার কাকে সত্য নবি বলে মনে হয়,এবং কেন মনে হয় জানাবেন।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:১৬ অপরাহ্ন
@হাজি সাহেব,

তাতে আপনার কাকে সত্য নবি বলে মনে হয়,এবং কেন মনে হয় জানাবেন।

সরি একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি বলতে চেয়েছি যে আপনি যাদের কথা বলেছেন আমি কাউকেই নবী বলে মানি না!

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৫:৪১ পূর্বাহ্ন
@হাজি সাহেব, ভাই, আমিও পপকর্ন নিয়ে বসলাম। আপনার জবাব পড়ার অপেক্ষায় আছি। 'দিব' বলে পিছলে গেলে কিন্তু চলবে না।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৭:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@সত্যান্বেষী,

বসে থাকেন।আমি এসে গেছি।

হাজি সাহেব।

*ছন্নছাড়া*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:১৩ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব দেখছি বর্তমান কালের বিদ্যুৎ এর মত ঘন ঘন মুক্তমনাতে আসা যাওয়া করছেন আর কোরান হাদিস পড়ে , কোথাও সুবিধা জনক কিছু না পেয়ে বিরাট হম্বিতম্বি করছেন(পরের বা দেখে নেব, কোরান পড়ে জবাব দেব…ইত্যাদি)। আমি lays হাতে নিয়ে বসছি উত্তরের অপেক্ষায়। দয়া করে ফারুখ ভাইএর মত রেফারেন্স ছাড়া টাইপ প্রাক্টিস করবেন না।ভালো উত্তর পেলে আমিও হাজী হব…………।।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:৪৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

হাদিস দিয়ে ইসলাম ধর্ম বা রাসুলের আদর্শ প্রমান করা বোকামি।কেন না রাসুল মারা যাওয়ার তিন শো বছর পরে যারা হাদিস আবিস্কার করেছে তারা রাসুলের জীবদ্দশায় রাসুলের বিরুদ্ধে ছিলো।এবং ইমাম বংশকে নিধনের পরে পরে তারা রাসুলের মূল হাদিস বা প্রচলিত কোরান মানবো বিধায় এসকল হাদিস আবিস্কার করে।

তাই হাদিস দিয়ে নয় প্রচলিত কোরান দিয়ে প্রমান করুন।

জনাব হাজী সাহেব,

উপরে আপনার মন্তবে আপনি হাদিছকে একেবারেই বাদ দিয়ে দিলেন, কারন এর মধ্যে যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক ও অসংগতি পূর্ণ ক থাবার্তা ধরা পড়তেছে।
এই কারনে আপনি বলতেছেন ;
"তাই হাদিস দিয়ে নয় প্রচলিত কোরান দিয়ে প্রমান করুন।"

আপনার এই প্রস্তাবকে আমি সম্মানের সহিত দেখতেছি।

কিন্তু হাজী সাহেব, এখানে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়ে যাচ্ছে সেগুলী কি সামলাতে পারবেন ?

১। ইছলামের ভিত্তি পাচটা-১। কলেমা ২। নামজ ৩।রোজা ৪। জাকাথ ৫। হজ্জ।

আপনি নিশ্চয়ই এই সুনিস্দিষ্ট ৫ স্তভ কে বিশ্বাষ করেন।

কোরানের কোন আয়াতটি বলে যে ইসলামের স্তম্ভ মাত্র ৫টি,এবং সেগুলী এই ৫টিই।

এর উদ্ধৃতি টা একটু দিবেনকি?

২। আপনি নিশ্চয়ই কলেমা তৈয়ব "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ" পড়ে ইসলামে ঢুকেছেন। এটা যে না পড়েছে সে মুসলমান ই হতে পারলনা।

ইসলামের ১ নং ভিত্তি এটা।

কোরানের কোন আয়াতের নির্দেশ অনুসারে এই কলেমা পাঠ করে মুসলমান হওয়াকে ইছলামের ১নং ভিত্তি বলে নির্ধারিত করা হয়েছে, সেই সূত্রটা একটু দিবেন কি?

৩। এবার ২নং ভিত্তি "নামাজ' এ আসুন।

আপনি নিশ্চয়ই পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করেন।

কোরানের কোন আয়াতটায় দিনে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে আর সেই পাঁচ অক্তের নির্দিষ্ট সময় সীমাই বা কোথায় দিয়েছে, তার উদ্ধৃতি টা দিবেন কি?

শুধু তাই নয়।

৪। তারপর নামাজ কি ভাবে আদায় করতে হবে? যে পদ্ধতিতে পড়া হয়, কোরানের কোন্ আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে তার একটু উদ্ধৃতি দিবেন কি ? অর্থাৎ যেমন ধরুন-

একবার অজু করার পর কি কি কারনে সেই অজু নষ্ট হয় তার তালিকা ?
কোন অক্তে কত রাকাত নামাজ পড়বেন?
নামাযে কিভাবে দাড়াবেন?
নামাজ কিভাবে আরম্ভ করবেন?
তারপর দাড়িয়ে কি পড়বেন,কতটুকু পড়বেন?
রুকুতে কখন যাবেন,সেখানে কি পড়বেন?
কতবার রুকু করবেন-১বার না বেশী?
ছেজদায় কয়বার যাইবেন, সেখানে কি পড়বেন?
নামাজ থেকে কখন কি নিয়মে বের হতে হবে?
জুমা,ঈদে কয় রাকাত নামাজ পড়বেন,কি ভাবে পড়বেন?
একাকী ও জামাতে নামাজ কি ভাবে দাড়াবেন ও পড়বেন?
নামাজ আদায়ের এই সমস্ত নিয়ম কানুন গুলী কোরানের যে আয়াতে আল্লাহ বর্ণণা করে দিয়েছেন ,তার সূত্রটা দিন?

এ নিয়ম কানুন না জানলে তো আপনার পক্ষে নামাজ পালন তথা ইছলামের ২ নং স্তম্ভ পালন করা কোনদিনও সম্ভব হবেনা।
নাকি আপনি নামাজ পালন তথা ইছলামের ২ নং স্তম্ভ তে ও অবিশ্বাষী ?

মনে রাখতে হবে যেহেতু হাদিছ মানেন না ,অতএব কোরান হতে ইছলামের স্তম্ভ গুলীর পরিস্কার প্রমান ও ব্যাখ্যা যদি না দেখাতে পারেন,তাহলে তো আর ইছলাম বা মুসলমানিত্বের অস্তিত্বটা আপনিই নিজ হাতে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

কারন কোরান দ্বারা যদি ইছলামের ভিত্তিরই প্রমান না দেখাতে পারেন তাহলে খোদ ইছলামই নিশ্চিহ্ন।

ইছলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোন কাফের মুশরেকদের আর প্রয়োজন হইলনা।
তাদের লক্ষকে আপনিই নিজ হাতে পূরন করে দিলেন।
আর এর পরে এ সম্পর্কে আর কারো কোন তর্ক বিতর্কও থাকতে পারেনা বা থাকা উচিৎ ও নয়।
কারন আপনি তো ইসলাম ধর্মকেই নিজ হাতেই নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। তাহলে তাকে লয়ে আর তর্ক বিতর্ক কিসের?

ধন্যবাদ

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত এবং কলেমার প্রয়োজনিয়তা উপকারীতা অপকারীতা সবই কোরানেই সমাধান আছে ।এজন্য হাদিসের প্রয়োজন হবে না।

আমি বুঝেছি আপনি যুক্তিবাদী,আস্তিক বা নাস্তিক নন।তবে ,জেনে নিন।যুক্তি দিয়ে কথাকে হারানো যায় যায় কিন্তু ধর্ম বা কোরান কে নয়।কেন না,কোরান ও ধর্ম বস্তু,তাই তাহা বাস্তব।যুক্তি দিয়ে বাস্তবকে হারানো যায় না।আর যে বাস্তবকে বিশ্বাস বা স্বীকার করে না।সেই যুক্তির মোয়া পেট ভরে খেয়ে ক্ষুধায় কষ্ট করে।

তাই যুক্তি পরিহার করে বাস্তবতায় আসুন ।

হাজি সাহেব।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৪:৩৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
আপনার বর্তমান বক্তব্য

নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত এবং কলেমার প্রয়োজনিয়তা উপকারীতা অপকারীতা সবই কোরানেই সমাধান আছে ।এজন্য হাদিসের প্রয়োজন হবে না।

আপনার পূর্বের বক্তব্য।

হাদিস দিয়ে ইসলাম ধর্ম বা রাসুলের আদর্শ প্রমান করা বো কামি।

আপনারই বক্তব্য গুলী একটু আপনি নিজেই লক্ষ করুন -

উভয় বক্তব্য একই অর্থ বহন করিতেছে। আর তা হল কোরানেই সব কিছুই আছে ,হাদিছের আর কি প্রয়োজন আছে।

আর আমার প্রশ্নগুলীর দিক একটু লক্ষ করুন -

আমারো তো প্রশ্ন কোরানে যদি আপনি ইসলামের মূল পাচটি ভিত্তির বিষদ বর্ণনা খু জতে খুজতে কোথাও না পান, তাহলে আর আপনি ইসলামে বিশ্বাষী নন,কারন এটা কোরানে নাই, তাই আপনি ও এই ইছলামে বিশ্বাষী নন। এইটাইতো আপনার মতবাদ। তাই নয় কি ?
আর যদি আপনি ইছলামে বিশ্বাষী হন,তা হলে, কোরানের কোথায় ঐগুলী (ইসলামের মূল পাচটি ভিত্তির বিষদ বর্ণনা) আছে কেন সেটা দেখাতে পারতেছেন না ?
আশা খুব শীঘ্রই এগুলী এনে আমাদের কে দেখাবেন।
ধন্যবাদ

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১১:২৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমারো তো প্রশ্ন কোরানে যদি আপনি ইসলামের মূল পাচটি ভিত্তির বিষদ বর্ণনা খুজতে খুজতে কোথাও না পান, তাহলে আর আপনি ইসলামে বিশ্বাষী নন,কারন এটা কোরানে নাই, তাই আপনি ও এই ইছলামে বিশ্বাষী নন। এইটাইতো আপনার মতবাদ। তাই নয় কি ?
আর যদি আপনি ইছলামে বিশ্বাষী হন,তা হলে, কোরানের কোথায় ঐগুলী (ইসলামের মূল পাচটি ভিত্তির বিষদ বর্ণনা) আছে কেন সেটা দেখাতে পারতেছেন না ?

তা হবে কেন?কোরানের মধ্যে যাহা আছে তাহা পালনেই ইসলাম কায়েম হবে।এখানে নামাজ পাঁচ ওয়াক্তের কাছে দুই ওয়াক্ত বা দশ ওয়াক্ত হলেও।কেন না কোরানে যাহা আছে তাহাই সঠিক।তাহাই পালনীয়।

আর যদি আপনি আমাকে পরীক্ষার জন্য বলেন যে, কোরানে কত ওয়াক্ত নামাজের কথা আছে ,এবং কোন কোন সুরার কত কত নম্বর আয়াতে।তাহলে সেটা ভিন্ন কথা এবং তখন দেখা যাবে।

হাজি সাহেব।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৩২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

উপরে আপনার মন্তবে আপনি হাদিছকে একেবারেই বাদ দিয়ে দিলেন, কারন এর মধ্যে যথেষ্ট অবৈজ্ঞানিক ও অসংগতি পূর্ণ কথাবার্তা ধরা পড়তেছে।

না! সেজন্য হাদিস বাদ দিই নি।কোরান ই কোরান এর বাইরে আর কোন ধর্ম গ্রন্থকে(আসমানী কিতাব ব্যাতীত) মানতে নিষেধ করেছে তাই।

হাজি সাহেব।

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ৮:৩০ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব, দেখবেন শেষে জাকির নায়েকের মত যেন joker নায়ক না হন...তবে একটা কথা ,আপনি তো হাদিস কুরান পরে উত্তর দিবেন ,এক্টা অনুরধ, পড়ার সময় 'আমি মুস্লিম' এটা মনে না করে 'আমি মানুষ যার কোন ধর্ম নেই' এটা মনে করে পরুন...আমার মনে হয় আমাদের সঠীক উত্তর দেয়ার আগে আপনি ই সঠিক উত্তর পেয়ে যাবেন...ধন্যবাদ

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৪, ২০১২ at ২:৫২ অপরাহ্ণ
@সাগর,

পড়ার সময় 'আমি মুস্লিম' এটা মনে না করে 'আমি মানুষ যার কোন ধর্ম নেই

আমি মানুষ এটাও যেমন সত্য আমি মুসলিম এটাও তেমন সত্য।আমি মুসলিম না হলে কোরান মানতেছি কেনো?আর আমি মুসলিম বলেই কোরানের ভালো দিক নিয়ে আলোচনায় এসেছি।

মদখোর আঙ্গুর আপেল অপেক্ষা মদের উপকারী দিক নিয়ে আলোচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ করে।তার অর্থ এই নয় যে ফল অপক্ষা মদের উপকারী দিক বেশি।

আমি বলবো না তার টা মদ আমার টা ফল বা আমার টা মদ তার টা ফল।তবে যে যে বিষয় আশক্ত সে তার গুনই আলোচনা করবে আবার যে যাহা হতে উপকার পেয়েছে সে তার গুনই গাইবে।তাই আমি মুসলিম জ্ঞানেই পড়বো এবং মুসলিম জ্ঞানেই মন্তব্য করবো। কেন না আমি স্বকিয়তা বিসর্জন দিতে পারবো না।

হাজি সাহেব।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১১:৩৮ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব, এক কথায় আপনি যা বললেন তা হল অন্ধ বিশ্বাসের সরল সমীকরণ...তবে কে যেন বলেছিল মানুষের সেখানেই যাওয়া উচিত যেখানে তার যুক্তি তাকে নিয়ে যায় ...এটা যে করতে পারবেনা সরল ভাষায় সেটা হল তার অক্ষমতা...তবে এটা বুঝলাম আপনার সত্যে পৌছানোর ইচ্ছা নেই..যতই বুঝাও আমি বুঝবনা টাইপের একটা মনোভাব আছে ...মদখোর হয়ত মদের উপকারী দিক নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে ঠিক ই কিন্তু সে এটাও জানে যে এর অপকারীতাই বেশি শুধু স্বীকার করতে চায়না বা মানতে চায়না বা এসব নিয়ে ভাবতে চায়না...যারা ধর্মে অবিশ্বাস করে তারা ধর্ম বিশ্বাসের যুক্তি চায় আর যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তি না হলেও চলে ...কেউ যদি মদ খাওয়ার যুক্তি খোজে তার মদ খাওয়া হবে না সে তখন অহেতুক মদ খাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবে ...যুক্তি খোজা বাদ দিন ঢকঢক গিলতে পারবেন এবং আসক্ত হবেন...তাই ভাই আমি জানি কারা মুক্তি পেয়েছে আর কারা এখনো আসক্ত...আশা করি বুঝেছেন

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ১০:৫৮ পূর্বাহ্ণ

@সাগর,

আপনি কি ধর্ম বলতে আমি কি বলছি এবং ইসলাম ধর্ম বলতে কি বলছি তাকি অনুধাবণ করতে পেরেছেন?

পারলে আর এই মন্তব্য করতে পারতেন না।

কোরান মহা জ্ঞানীর জন্য,সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তাকে বোঝা সম্ভব নয়।আপনি কোরানের ভাষায় কোরান বুঝার চেষ্টা করুন।আর ধর্ম সকলের জন্য পালনীয় ।এবং তা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক ,সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীই ধর্ম পালন করে চলেছে।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।অহেতুক ঝগড়া করার কোনই দরকার নাই।

হাজি সাহেব।

ম্যাক্স ইথার এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ২:৩০ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

কোরান মহা জ্ঞানীর জন্য,সাধারণ জ্ঞান দিয়ে তাকে বোঝা সম্ভব নয়।আপনি কোরানের ভাষায় কোরান বুঝার চেষ্টা করুন।আর ধর্ম সকলের জন্য পালনীয় ।এবং তা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক ,সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীই ধর্ম পালন করে চলেছে।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।অহেতুক ঝগড়া করার কোনই দরকার নাই।

আপনি মহা জ্ঞানী, আপনি কোরানের ভাষায় কোরান বুঝে এসেছেন।

অনেক ধৈর্য নিয়ে আপনার লেখাগুলো পড়লাম। বিষয়বস্তু থেকে সরে গিয়ে শুধুই অন্যান্য বিষয়ের অবতারনা । আর লেখার স্টাইলে নিজেকে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা যেন আপনি সর্বজ্ঞ। চাইলে সবই রিফিউট করতে পারেন, কিন্তু সময় নিচ্ছেন।

আপনার কথা থেকেই জানতে পারলাম সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণী নাকি ধর্ম পালন করে চলেছে ...। একটু বিস্তারিত বলবেন কি ? ভালো হয় যদি এই বিষয়ে আমাদেরকে একটি লেখা উপহার দেন। সেইখানে নাহয় আপনার সাথে বাতচিত করা যাবে।

হাজি সাহেব এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৪:০৮ অপরাহ্ণ

@ম্যাক্স ইথার,

আপনার কথা থেকেই জানতে পারলাম সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণী নাকি ধর্ম পালন করে চলেছে ...। একটু বিস্তারিত বলবেন কি ? ভালো হয় যদি এই বিষয়ে আমাদেরকে একটি লেখা উপহার দেন। সেইখানে নাহয় আপনার সাথে বাতচিত করা যাবে।

একজন মানুষ বিশ্বের সব কিছু জানতে পারেনা। আর না জানতে পারাটা দোষের কিছু নয়।তবে না জেনে জানার ভান করাটা অনেক বড় দোষের।তাই আমি বলবো আমি সব বিষয় বুঝি না ,তবে কোরান ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ যে সৃষ্টির কল্যাণে এসেছে আমি তার বাস্তব উদহরণ।

সকল বিষয়ই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।কিন্তু দুর্ভগ্য হলো ,আমি মুক্ত মনার তালিকা ভুক্ত নই।

হাজি সাহেব।

অচেনা এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ১১:২০ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব, সত্যই আপনার ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারছি না! mkfaruk এর মত অসহনশীল আপনি না। তবে এইভাবে শুধু প্রমান ছাড়া কথা বলে কতটা সফল হতে পারবেন ভাইজান ? ।

সাগর এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৭:২০ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব, ভাই কান ধরলাম আপনি যা খুশি লিখেন আমি আর নাই ...mkfaruk এর পরে ভাই আরেকটা জিনিশ দেখলাম...আপ্নার লেখা মনে হয় বুঝি নাই তবে আপ্নেরে বুইজা লইচি ...মাফ দেন

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১:৪৯ অপরাহ্ণ
@সাগর,

*গোলাপ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:০৫ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আমি আপনার প্রতিটি কথার জবাব দিবো ও কোরানের দৃষ্টিতে প্রমাণ করে দিবো আপনার দেয়া সমস্ত তথ্য ভুল অথবা মিথ্য।এবং মহাম্মদ ও কোরানকে সত্য প্রমান করে দিবো।

আমরা আপনার **"উপযুক্ত রেফারেন্স (কুরান-সিরাত-হাদিস) সমৃদ্ধ"** জবাবের অপেক্ষায় থাকলাম। শুধু **"একটাই"** অনুরোধ: তা যেন ফারুক সাহেবের মত মনের মাধুরী মিশ্রিত রেফারেন্স বিহীন 'উপাখ্যান' না হয়।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১:৩৫ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আমরা আপনার "উপযুক্ত রেফারেন্স (কুরান-সিরাত-হাদিস) সমৃদ্ধ" জবাবের অপেক্ষায় থাকলাম।

কোরানের মাধ্যমে জবাব দেওয়ার আগে আমার জানার প্রয়োজন,আপনি কোরান বুঝেন কিনা।তাই আমি কোরান থেকে আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো ।দেখি আপনি কি জবাব দেন।তার পরে আমি কোরান থেকে সমস্ত রেফারেন্স তুলে ধরবো।

সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতের বাংলা অনুবাদ কি ,ও তার সার্মর্ম কি?দয়া করে জানাবেন।

এবার আসুন মূল কথায়।

আল্লাহ কি?

আল্লাহ শব্দের আবিস্কারক আদম আঃ।আল্লাহ শব্দের বাংলা অর্থ স্রষ্টা।আর স্রষ্টা অর্থ যাহা দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে।অর্থাৎ আপনি যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন তাহায় স্রষ্টা।আর আপনি সৃষ্টি হয়েছেন কতক গুলি উপাদান বা বস্তু দ্বারা,এই প্রতিটি বস্তু বা উপাদানের অণু প্রাণই এক একটা স্রষ্টা।তার মানে ,আপনি সৃষ্টি হয়েছেন অনেক স্রষ্টার একত্রিততার মাধ্যমে।

যেমন আপনি সৃষ্টি হয়েছেন মূলত পাঁচটি উপাদান বা স্রষ্টা হতে। ১।আগুন ২।পানি ৩।বাতাস ৪।মাটি ও ৫। আলো ।ইহাই আপনার স্রষ্টা।

ধর্ম কি?

প্রতিটি স্রষ্টা বা উপাদানের নিজস্ব নিজস্ব ধর্ম বা স্বভাব আছে। অর্থাৎ এই ১।আগুন ২।পানি ৩।বাতাস ৪।মাটি ও ৫। আলো । উপাদানের স্ব স্ব স্বভাবের নামই ধর্ম । ইহাই স্রষ্টার ধর্ম।

এবাদৎ কি?

আবাদ অর্থ উৎপাদন,উপাষণা বা দাসত্ব।

উৎপাদন-আপনার দেহ হতে প্রতি নিয়ত স্রষ্টার সৃষ্টি স্বত্বা শেষ হয়ে যাচ্ছে।তাই নিজ দেহে স্রষ্টা সৃষ্টি স্বত্বা উৎপাদনকে বুঝায়।

উপাষণা বা দাসত্ব-আপনার দেহের স্রষ্টাদিগের ক্ষুধা আছে।যেমন চোখর ক্ষুধা ,নাকের ক্ষুধা,মুখের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা,যৌণ ক্ষুধা ,কানের ক্ষুধা ও চিন্তা ক্ষুধা।এসকল ক্ষূধা মিটাতে আপনি যে শ্রম দিচ্ছেন তাহাই স্রষ্টা বা আল্লাহর উপষণা বা দাসত্ব।

ইসলাম কি?
ইসলাম অর্থ শান্তি।অর্থাৎ আপনি যাহায় করেন না কেন যত দিন সৃষ্টিতে আছেন ততদিন শান্তিতে থাকার চেষ্টা আপনার অব্যাহত থাকবে ।তাই আপনি ইসলাম বা শান্তি প্রিয় বা ইসলাম ধর্মের প্রাণী।আর শান্তিতে থাকতে হলে স্রষ্টার যাহা আহার তাই দিতে হবে।স্রষ্টার চাহিদা বিপরিত আহার দিলে সেটা হয় শয়তানের আহার।আর শয়তানকে আহার দিলে বা শয়তানের উপাষণা করলে আপনি অশান্তিতে নিমজ্জিত হবেন।
এখন আসুন শান্তি পেতে হলে আপনার কি কি প্রয়োজন।

১।ক্ষুধা নিবৃত্তির আহার।
২।থাকিবার স্থান।

৩।ব্যাধিমুক্ত শরির।
৪।ইজ্জত নিবারণের পোশাক।
৫।অন্যের দ্বারা অন্যায় আচরণ না পাওয়ার নিশ্চয়তা।
আর এই পাঁচটি বিষয় পেলেই আপনি নিজ শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এখন কি করলে শান্তি পাওয়া যাবে,তার সুত্র লেখা আছে প্রচলিত কোরানে।আর যাহা পেলে আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।তাহা আছে মূল কোরানে।

বিস্তারিত পরে লিখবো। আপাতত এটুকুই ভালো ভাবে বুঝার চেষ্টা করুন।

হাজি সাহেব।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ৩:৫০ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনি যাহা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন তাহায় স্রষ্টা।

বড়ই পুলকিত হইলাম। জনাব এই মতবাদের প্রবক্তা কি আপনি ?

যেমন আপনি সৃষ্টি হয়েছেন মূলত পাঁচটি উপাদান বা স্রষ্টা হতে। ১।আগুন ২।পানি ৩।বাতাস ৪।মাটি ও ৫। আলো ।ইহাই আপনার স্রষ্টা।

এই মুল পাঁচটি উপাদানই তাহলে স্রষ্টা ... আচ্ছা ... ভালো ।

এখন আসুন শান্তি পেতে হলে আপনার কি কি প্রয়োজন।

পাঁচ নম্বর যে কারণটা দিলেন ‘ অন্যের দ্বারা অন্যায় আচরণ না পাওয়ার নিশ্চয়তা। ‘ এইটা ঠিক বুঝলাম না । এই নিশ্চয়তা কি ধর্মে আছে নাকি ? তাজ্জব ...। ঝানতাম না ।

এখন কি করলে শান্তি পাওয়া যাবে,তার সুত্র লেখা আছে প্রচলিত কোরানে।আর যাহা পেলে আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।তাহা আছে মূল কোরানে।

আচ্ছা ... কোরান তাইলে দুইটা !!! এইটাও জানা ছিলনা ।

আপনি আসলেই অনেক জ্ঞানী ।

*গোলাপ*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১০:০০ পূর্বাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতের বাংলা অনুবাদ কি ,ও তার সার্মর্ম কি?দয়া করে জানাবেন।

বিছমিল্লাহ বলে "এই খানে" একটা গুতা মারেন। তারপর যেখানে "চক্রাকর যুক্তি (মুহাম্মদ-আল্লাহ=আল্লাহ-মুহাম্মদ)" দেখবেন সেখানে আর একটা গুতা মারলেই সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতের বাংলা সারমর্ম পেয়ে যাবেন। শুধু "God" এর জায়গায় "সন্দেহ নাই" আর বাইবেলের জায়গায় "কুরান" পড়তে হবে। যতক্ষন এর সারমর্ম বুঝতে না পরবেন ততক্ষন পড়তেই থাকুন! তারপর আর একটু নিচে "অসার যুক্তি"এর উপর আর একটা গুতো মেরে জেনে নিন বিতর্কে কি কি যুক্তি "অসার"।

ভাবের অশিরীরী জগত থেকে বাস্তবে এসে "তথ্য-প্রমান (Reference)-যুক্তি" দিয়ে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তা না করতে পারলে অযথা 'আজাইরা প্যাচাল' পেরে নিজের ও পাঠকদের সময় নষ্ট করবেন না।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১২:৫২ অপরাহ্ণ

@গোলাপ,

গুতা মারলেই সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতের বাংলা সারমর্ম পেয়ে যাবেন।

আমি বলতে চেয়েছি আপনি সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াত টি বুঝেছেন কি না?কারণ এই আয়াতে বলা হয়েছে।যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ।অর্থ , ঐ কিতাবে কোনই সন্দেহ নাই। এখানে কিন্তু এই কিতাব বলে নাই বলেছে ঐ কিতাব।এই কিতাব বললে আরবিতে থাকতো হাযাল কিতাবু ,হাযা অর্থ এই আর যালিকা অর্থ ঐ।তাই এই আয়াটির মূল বিষয়।ঐ কিতাবে কোনই সন্দেহ নাই।

এখন আপনি বলুন ঐ কিতাব বলতে আপনি কি বুঝেন ?

হাজি সাহেব।

গোলাপ এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:১৬ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

এখন আপনি বলুন ঐ কিতাব বলতে আপনি কি বুঝেন?

“**‘এই’ কিতাব, ‘ঐ কিতাব**”- আপনি যা খুশী বলুন। চক্রাকার যুক্তি (circular logic) সব সময়ই “অসার”। যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে “মিথ্যাবাদী, উন্মাদ, যাদুগ্রস্ত ও জালিয়াত (এখানে)” বলে বিশ্বাস করেন তার কাছে মুহাম্মদ বর্ণিত “আল্লাহর” কোনই অস্তিত্ব নাই। কারণ, সে মুহাম্মদের কথাকে বিশ্বাসই করেন না। কিন্তু, বক্তা এখানে জলজ্যান্ত চাক্ষুষ “মুহাম্মদ” এবং কুরান তারই বানী। এটা বাস্তবতা, কোন বিশ্বাস নয়। সুতরাং, “**এই কিতাবের** (বর্তমান কুরান)” অস্তিত্ব আছে। অন্যদিকে, মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে তার কল্পিত আল্লাহরই যেখানে কোন অস্তিত্বই নাই সেখনে আবার “**ঐ কিতাব**”! আপনার কল্পনাশক্তি দারুন, উদ্ভট!
মুহাম্মদের নিজের ভাষ্যকে (কুরান) সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার “**না করে**” আপনি প্রমাণ করুন মুহাম্মদ “সত্যবাদী”। আপনি যখনই “তারই বানী” দিয়ে তাকে “সত্যবাদী” প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন, সেটা হবে “চক্রাকার যুক্তি”। কোন বিতর্কে যাওয়ার আগে সচরাচর ব্যবহৃত “অসার যুক্তিগুলো (Logical fallacies)” সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করুন।
যা মন্তব্যে লিখবেন, তার স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমান (রেফারেন্স) দিবেন। তা না হলে মুক্তমনা পাঠকদের কাছে সেটা গ্রহনযোগ্য হবে না। সে রকম জবাব পেলে আবারও উত্তর দেবো।
ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

ম্যাক্স ইথার এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১২:০১ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আমি আপনার লেখাগুলো পড়ছি, কিন্তু কোথাও কোরানের আলোকে কিছু বলছেন বলে মনে হচ্ছে না। আপনি আপনার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মতবাদ বলছেন। যার অধিকাংশই যুক্তিহীন , এবং অধিকাংশ মুসলিমই আপনার মতবাদ মেনে নেবেনা ।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১:৫৩ অপরাহ্ণ

@ম্যাক্স ইথার,

আপনি আপনার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মতবাদ বলছেন।

মুহাম্মদের ভাবশিষ্য আমাদের হাজী সাহেব। মুহাম্মদও বাইবেল কপি ছাড়াও মনে যা আসত সেটাই ঐশী বানী বলে চালাতেন না? 😊 ।

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ৪:০৪ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

মুহাম্মদের ভাবশিষ্য আমাদের হাজী সাহেব। মুহাম্মদও বাইবেল কপি ছাড়াও মনে যা আসত সেটাই ঐশী বানী বলে চালাতেন না? 😊 ।

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন।আমি মহাম্মদের আদর্শিক শিষ্য।তবে মহাম্মদ কখনই বলে নি আমি নিজেই ধর্ম প্রবর্তক।তিনি বলেছেন আমি এসেছি পূর্বের ধর্মীয় আইনকে সত্য প্রমান করতে।আমিও তাই বলছি।আমি এসেছি রাসুলের ধর্মীয় আইনকে সত্য প্রমান করতে।

আমি এখন পর্যন্ত কোরানের বাইরে একটি কথাও বলি নাই।এবং আগামিতেও বলবো না।যদি আপনার মনে হয় আমি এমন কিছু বলছি যাহা কোরানে নাই ।আপনি তুলে ধরলে আমি কোরান দিয়ে তা প্রমান করে দিবো ।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১২:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

তিনি বলেছেন **আমি এসেছি পূর্বের ধর্মীয় আইনকে সত্য প্রমান করতে।**
কিন্তু এটা তো জেসাস বলেছেন নিউ টেস্টামেন্টের কোথায় যেন , সঠিক মনে করতে পারছিনা।মুহাম্মদ এটা কবে বললেন????

*হাজি সাহেব*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৯:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

আমি এসেছি পূর্বের ধর্মীয় আইনকে সত্য প্রমান করতে।

সরামরি সরুপ লেখা আয়াতটি দিতে আমার এক মাস সময় লাগবে,কেন না এখন আমার কালেকশনে আয়াত টি নাই।

তবে সম মানের দুটি আয়াত দিচ্ছি-

১।সূরা বাকারা =আয়াতঃ ৪-৫
যাহারা ইমান আনে আমার উপর নাযিলকৃত বিষয়ে ও পূর্বের নাযিলকৃত বিষয়ে।আর তাদের বিশ্বাসের স্তর থাকে আখিরাতের প্রতি।উহারাই তাহাদের রব হতে সঠিক নির্দেশনায় আছে।আর তাহারাই সফল অর্থাৎ এখানে শুধু মহাম্মদের উপরে নাযিল কিতাবে ইমান আনতে বলে নাই ।বলেছে ,পূর্ববর্তি কিতাব সমুহে ও ইমান আনতে।

২।সূরা আন আম=১৬১ আয়াত

বলু ,নিশ্চয় আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিষ্ঠিত সরল পথের।পতিষ্ঠিত ধর্ম ইব্রাহিমে তরিকা।

এখানেও মহাম্মদ অকপটে স্বীকার করেছেন ।রব আমাকে ইব্রাহিমের ধর্ম নির্দেশ দিয়েছেন।আমার নিজের কোন ধর্ম নিয়ে আমি আসি নাই।

হাজি সাহেব।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ৬:০৫ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

সরামরি সরুপ লেখা আয়াতটি দিতে আমার এক মাস সময় লাগবে,

আচ্ছা একমাস পরেই দিয়েন। দিবেনতো সত্যই , নাকি পিছলে যাবেন?

18. 18

Lincoln

জুন ২৩, ২০১২ সময়: ১১:২৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে , যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। " (সূরা আল আহযাব ,আয়াত 32)

“হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো , তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। ” (সূরা আল আহযাব , আয়াত 53)

Someone may fallen love with his wife....Shame Shame.

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ৮:২৩ পূর্বাহ্ণ

@Lincoln, ঠিক বলেছেন ভাই আমারও কেমন জানি লাগে...

19. 19

সত্যান্বেষী

জুন ২৪, ২০১২ সময়: ৫:৩৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার এই সিরিজটা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি। সবচেয়ে ভালো লাগে যে দিকটা তা হলো , আপনি কোরআন এবং সহি হাদিসের রেফারেন্স দিয়েই ইসলামের ভণ্ডামীগুলো ধরিয়ে দেন। চলতে থাকুক আপনার এই সিরিজ। নিয়মিত পাঠক হিসেবে সাথে আছি।

20. 20

সংবাদিকা

জুন ২৪, ২০১২ সময়: ৭:৫৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সন্তানরা সাধারণত বাবা-মায়ের সমালোচনা করেনা। কিন্তু কারও বাব-মা ধোয়া তুলসী পাতা নয়। আপনি আপনারটা খোজ নিয়ে দেখেন। ঠিক তেমনি প্রত্যেক ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় মহা মহাপুরুষ দের অযথা অসম্মান করেনা। রসূল মানুষ ; তাঁরও সামান্য ত্রুটি থাকতে পারে নাও পারে, সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। তেমন ভাবে যেমন করে আমরা আমাদের মাতৃভূমির অসম্মান করিনা। আপনি যা লিখেছেন তা লেখার সুযোগ আছে বলেই লিখেছেন ……. এসব প্রায় সমস্ত শিক্ষিত মুসলমানের জানা আছে।
আর দাসীদের প্রসঙ্গে বলতে হয়, দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক অনেক দূরের আলোচনা। "দাস-দাসী" টার্মটিই খুবই অমানবিক এবং………।

তাহলে বলতে হয় উনবিংশ শতাব্দীর আগে যত মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত শ্রেণী আছে তারা সবাই "মানবতার শত্রু" কারণ প্রায় সবারই দাস দাসী ছিল। হ্যাঁ……. পৃথিবীর বিখ্যাত মানবতা বাদী মুক্ত চিন্তার অধিকারী গ্রীক লেখকদেরও দাস দাসী ছিল!!!!!!! ওই সময় ওটা একটা নর্ম …….. যদিও এখন ওটা ট্যাবু…….

এখন অনেকে "মৃত্যুদণ্ড" কে আইনি শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে পারেননা। কেননা তাদের দৃষ্টিতে এটা অমানবিকতা, এমনকি ঠাণ্ডা মাথায় খুনের শাস্তি হিসেবেও না!!!!!! ভবিষ্যতে মনে হয় আস্তে আস্তে এই শাস্তি উঠেও যেতে পারে……… তখন হয়ত খুনের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে অমানবিকতা মনে করা হবে!!!!!!!

কোন প্রবন্ধ রচনার আগে……. স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে অবগত থাকা ভালো এবং ওই সময়ের চলমান সামাজিক অবস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা কিংবা ট্যাবু বর্ণনা দেওয়া উচিত , সামান্য হলেও। নাহলে ওটা আর প্রবন্ধ রচনা হয়না হয়ে যায় একপেশে বাগাড়ম্বর। ফটকা বাজি এবং ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্য আধুনিক কালের বিভিন্ন ছবি এডিটিং করার মত আরকি ; যেখানে সমান্য ক্রপ করলেই পুরা ঘটনা উল্টো প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা যন্ত্রে বা ট্যাবলয়েড পত্রিকায় এই জাতীয় এডিটরের ভালো কদর………

ভবঘুরে এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১০:৩০ অপরাহ্ণ

@সংবাদিকা,

রসূল মানুষ; তাঁরও সামান্য ত্রুটি থাকতে পারে নাও পারে, সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন।

আপনারাই মোহাম্মদকে এ ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করত না। আল্লাহ যাকে এত মর্যাদা দিল তার আবার ত্রুটি ? আপনারাই বিশ্বাস করেন মোহাম্মদ নিজে থেকে কোন কাজ করত না, সব করত আল্লাহর নির্দেশে। তাহলে তার যদি ত্রুটি থাকে তা হলো আল্লাহর ত্রুটি। তার অর্থ আপনার আল্লাহ ত্রুটি পূর্ণ। একটা মন্তব্য ক রার আগে তার পরিণতি কি হতে পারে তা ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ।

কোন প্রবন্ধ রচনার আগে…… স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে অবগত থাকা ভালো এবং ওই সময়ের চলমান সামাজিক অবস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা কিংবা ট্যাবু বর্ণনা দেওয়া উচিত , সামান্য হলেও। নাহলে ওটা আর প্রবন্ধ রচনা হয়না হয়ে যায় একপেশে বাগাড়ম্বর। ফটকা বাজি এবং ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্য আধুনিক কালের বিভিন্ন ছবি এডিটিং করার মত আরকি ; যেখানে সমান্য ক্রপ করলেই পুরা ঘটনা উল্টো প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রোপাগান্ডা যন্ত্রে বা ট্যাবলয়েড পত্রিকায় এই জাতীয় এডিটরের ভালো কদর………

স্থান কাল পাত্র সব কিছু শানে নুযুল সহ বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি আপনি মনে করেন মোহাম্মদের কাজ, কর্ম, কোরানের বানী সব কিছুকে সেই সময়ের স্থান কাল পাত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে , তাহলে মোহাম্মদের ইসলামও সেই ১৪০০ বছর আগের জন্য উপযোগী ছিল। বর্তমানে তার কোন উপযোগীতা নেই। আপনার বক্তব্য তো সেটাই প্রমান করে।

সংবাদিকা এর জবাব:

জুন ২৪, ২০১২ at ১১:৪৫ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে,

আপনারাই বিশ্বাস করেন মোহাম্মদ নিজে থেকে কোন কাজ করত না, সব করত আল্লাহর নির্দেশে। তাহলে তার যদি ত্রুটি থাকে তা হলো আল্লাহর ত্রুটি।

এই কথা আপনি কি গবেষণা করে পেয়েছেন???? নাকি বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণালব্ধ লেখা ইন্টারনেট ঘাঁটা ঘাঁটি করে পেয়েছেন ???? শুধু বলব আরও বেশি গবেষণা করেন ...... সবচাইতে ভালো হয় আরবি ভাষা শিখে গবেষণা করেন...... তারপর প্রবন্ধ রচিয়েন....... তাহলে মৌলিকত্ব থাকবে......... অনেকেই ভুলে যায় তিনি একজন মানুষ ছিলেন .... দেবতা না।

স্থান কাল পাত্র সব কিছু শানে নুযুল সহ বর্ণনা করা হয়েছে।

স্থান কাল পাত্র বলতে আমি শুধু তৎকালীন মক্কা -মদিনা বলিনি...... চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ট খৃস্টাব্দে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অঞ্চলভিত্তিক পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক ভালো ছিল। তৎকালীন আরবদের সাথে সাথে বিশ্বের অন্যান্য এলাকা বিশেষ ভাবে তাদের সাথে যাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাদের প্রেক্ষিতে বলেছি। ঐতিহাসিক সামাজিক ব্যাপারে কোন কিছু বলতে গেলে তৎকালীন বিশ্বে স্বীকৃত ব্যাপারগুলি সাবধানতার সাথে মাথায় রেখে তা উল্লেখ করা উচিত।

আর যদি আপনি মনে করেন মোহাম্মদের কাজ, কর্ম, কোরানের বানী সব কিছুকে সেই সময়ের স্থান কাল পাত্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, তাহলে মোহাম্মদের ইসলামও সেই ১৪০০ বছর আগের জন্য উপযোগী ছিল। বর্তমানে তার কোন উপযোগীতা নেই। আপনার বক্তব্য তো সেটাই প্রমান করে।

যেগুলো উপযুক্ত নয় সেগুলো অনেক আগেই কালের সাথে উপযুক্ত করা হয়েছে এবং কালের সাথে সাথে নতুন অনেক কিছুই সংযুক্ত হয়েছে (সেই ৮ম খ্রিষ্টাব্দ থেকেই) কিন্তু তার কোন কিছুই ইসলামের মৌলিক ব্যাপারের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আপনার যদি এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আপনাকে করতে কেউই বলেনি।

উগ্রবাদী সবজায়গায়ই আছে, এমনকি পরিবেশ আন্দোলনকারীদের মাঝেও উগ্রবাদী আছে। প্রাণী অধিকারের ব্যাপারেও উগ্রবাদী আছে যারা প্রাণী মাংস খায়না প্রাণ বধ হচ্ছে বলে; কিন্তু ঠিকই উদ্ভিদের প্রাণ তারা নিয়মিত বধ করছে। আমেরিকায় কালোদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ হত আর এখন দেখা যাচ্ছে অনেক কালোরা উগ্র ধর্মীয় কিংবা জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখাচ্ছে। আবার এই শতাব্দীর শুরুর দিকে রাশিয়া, চীন এবং অন্যান্য অনেক দেশে নাস্তিক উগ্রবাদী দেখা গিয়েছিল; অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষদের কাছে সাম্যবাদ এবং নাস্তিক্য বাদ সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। আসলে সবকিছুই আপেক্ষিক। যেকোনো উগ্রপন্থাই খারাপ।

তবে উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে কলম (এখন কালের সাথে সাথে কি বোর্ড বলা যেতে পারে) ধরতে যেয়ে ওটা যদি সাধারণ বিশ্বাসী মানুষদের আক্রমণ করা হয় তাহলে তা শুধুই চেঙ্গিসিয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র সাহিত্য যা নিপাট বাগাড়ম্বর হিসেবে পরিচিত।

ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@সংবাদিকা,

সবচাইতে ভালো হয় আরবি ভাষা শিখে গবেষণা করেন…… তারপর প্রবন্ধ রচিয়েন……. তাহলে মৌলিকত্ব থাকবে……… অনেকেই ভুলে যায় তিনি একজন মানুষ ছিলেন ……. দেবতা না।

ভাল তিনি যদি মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে তার ভুল ত্রুটিও থাকবে , তাই না ? তাহলে তার সব আদেশ উপদেশ যে ত্রুটিহীন ছিল সেটা বিশ্বাস করেন কিভাবে ? আর এ ত্রুটিপূর্ণ উপদেশ আদেশের ওপর ভিত্তি করে রচিত বিধান সর্বকালের জন্য আদর্শ হয় কেমনে ? কোরান, হাদিস , মোহাম্মদ ও ইসলাম নিয়ে রচনা লিখতে যদি আরবী ভাষা শিখতে হয় তাহলে তো বলতে হয় একমাত্র আরবের আরবরাই ইসলামকে সবচাইতে বেশী ভাল বোঝার কথা , তাই নয় ? আমরা বুঝতে পারব না , আর বুঝতে না পারলে তো আমাদের পক্ষে প্রতি নিয়ত ভুল করাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে সঠিক ইসলাম জানা ও পালন করার উপায় কি ?

চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ট খৃস্টাব্দে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অঞ্চলভিত্তিক পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক ভালো ছিল। তৎকালীন আরবদের সাথে সাথে বিশ্বের অন্যান্য এলাকা বিশেষ ভাবে তাদের সাথে যাদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাদের প্রেক্ষিতে বলেছি।

এগুলো বিবেচনা করেই তো পরিস্কার করে বোঝা গেছে যে মোহাম্মদ মদিনায় গিয়ে তার লুটেরা দল নিয়ে মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটপাট করে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে নিতেন যা ছিল মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়া মুসলমানদের জীবিকা। আপনি কি জানেন যে তখন মক্কার লোকদের জীবন সিরিয়ার সাথে বানিজ্যের ওপর নির্ভর করত ? আর মক্কা থেকে সিরিয়া যেতে পথেই মদিনা পড়ে ? না জানলে একটু মানচিত্রটা দেখে নিয়েন। কষ্ট হলে এখানে একটু ক্লিক করুন - সৌদি আরব।

যেগুলো উপযুক্ত নয় সেগুলো অনেক আগেই কালের সাথে উপযুক্ত করা হয়েছে এবং কালের সাথে সাথে নতুন অনেক কিছুই সংযুক্ত হয়েছে (সেই ৮ম খ্রিষ্টাব্দ থেকেই) কিন্তু তার কোন কিছুই ইসলামের মৌলিক ব্যাপারের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

তাই নাকি ? কে বা কারা ইসলামে নতুন করে অনেক কিছুই সংযুক্ত করল ? তাদের ক্ষমতা দিল কে ? আপনি কি জানেন না মোহাম্মদ যা বলে গেছে , কোরানে যা লেখা হয়েছে - তার কোন পরিবর্তন বা সংযোজন হবে না ? কিয়ামত পর্যন্ত বলবত থাকবে ? যারা অনেককিছু সংযুক্ত করল- তারা কি

মোহাম্মদের চাইতে বেশী ইসলাম জানে ? নাকি তাদের কাছে আল্লাহ নতুন করে ওহী পাঠিয়েছিল ? এহেন অপরাধের শাস্তি জানা আছে ? মনে হয় জানা নাই।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৫:০৪ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে, অসাধারণ বলেছেন ভাই

*সত্যান্বেষী*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৫:০১ অপরাহ্ণ

@সংবাদিকা,

এই কথা আপনি কি গবেষণা করে পেয়েছেন???? নাকি বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণালব্ধ লেখা ইন্টারনেট ঘাঁটা ঘাঁটি করে পেয়েছেন ???? শুধু বলব আরও বেশি গবেষণা করেন …… সবচাইতে ভালো হয় আরবি ভাষা শিখে গবেষণা করেন…… তারপর প্রবন্ধ রচিয়েন…….

এই কথা বলে আর কতকাল আপনারা পিছলে যাবেন? কোরআন নিয়ে আলোচনা যেই করুক, সে মুসলিম না হলে তার জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং আরবী ছাড়া কোরআন না জানা - এই দুটো ফালতু যুক্তি দেখানো আপনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এই লেখায় লেখক যতটুকু গবেষণা করেছে তার ১% ও যদি আপনি করতেন, আপনি এমন শিশুসুলভ মন্তব্য করতে পারতেন না।

মনটাকে একটু জাগ্রত করুন। এখানে কেউ আল্লা হ বা তার নবীর ধুতি ধরে টানাটানি করছে না। তারা যে মিথ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছিল সেটাই শুধু খুলে দিচ্ছে।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৭:০৯ অপরাহ্ণ

@সত্যান্বেষী, দারুন বলেছেন দাদা

*সাগর*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:২২ পূর্বাহ্ণ
@সংবাদিকা, এক কথায় যা বলতে চাচ্ছেন তা হল আল্লার মহানবী যা করেছেন তা ছিল সে যুগের কিছু নর্মস তাই তো...বলেন তো কুরানে আর যে ২৪/টি নবি বা যে কোন মহাপুরুষ এত বিতর্কিত কিনা যে পরিমাণ বিতর্কিত আপনার এই সর্বশ্রেশঠ মহাপু রুষ...আর কোন নবী তার ধর্ম প্রচারের জন্য ২৭/৩০ টি যুদ্ধ করেছেন?...মানুষ হত্যা করেছেন?...৬ বছরের একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করেছেন?...ভালই বলেছেন সে যুগের কিছু নর্মস ...একজন যিনি কিনা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব তিনি তার কাল কে অতিক্রম করতে পারলেন না...কই অন্য কোন নবিকে নিয়ে তো এত সমালোচনা হয়না যত হয় এই সবশেষের মহাপুরুষ টিকে নিয়ে ...তিনি যখন দাসীদের সাথে সেক্স করতে চান কই তার আল্লাহ তো তাকে বল্লনা 'হে মুহাম্মাদ আপনার এসব করা ঠিক হবে না , ১৪০০ বছর পরে ঝামেলা হবে"...৬ বছরের আয়েশাকে বিয়ে কি না করলেই নয়...নিজের কালের কাছে কি নির্মম ভাবে পরাজিত হলেন...আর এখন তাকে কালের দোহাই দিয়ে বাচানোর চেষ্টা কেন করছেন...শুধু প্রশ্ন করুন এ রকম একটা মানুষ ই কী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুস হবার যোগ্য যার মত করে আর কেউ অস্ত্র হাতে নিজের ধর্ম প্রচার করেন নি ..."'ওই সময় ওটা একটা নর্ম....... যদিও এখন ওটা ট্যাবু"...হাস্যকর...মহান আল্লাহ তার নবীকে সর্বকালের করতে পারলেন না...

*গোলাপ*এর জবাব:
জুন ২৫, ২০১২ at ১২:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@সংবাদিকা,

কোন প্রবন্ধ রচনার আগে....... স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে অবগত থাকা ভালো এবং ওই সময়ের চলমান সামাজিক অবস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা কিংবা ট্যাবু বর্ণনা দেওয়া উচিত , সামান্য হলেও।

মুহাম্মদের শিক্ষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য **"সর্বকালের, একান্ত পালনীয় ও অপরিবর্তনশীল"**। এটাই ইসলামের **"মুল শিক্ষা"।** বিশ্বের সকল মুসলমান তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। মুহাম্মদের শিক্ষা যদি শুধু "সেই আমলের জন্যই প্রযোজ্য" হলে আপনার মন্তব্যটি হতো গ্রহণযোগ্য। নতুবা এহেন মন্তব্য **"অর্থহীন"।**

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৫:০১ অপরাহ্ণ

@সংবাদিকা,

এখন অনেকে "মৃত্যুদণ্ড" কে আইনি শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে পারেননা।

কেউ পারে, কেউ পারে না। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটা কি কোন কালে , কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায়?মদ খাবার সাজা ৮০ দোররা, কিন্তু কেন? ক্যাথলিকদের ধর্মীয় অঙ্গ হল রেড ওয়াইন পান করা।Holy Eucharist এ রেড ওয়াইন হল জেসাসের নতুন নিয়মের রক্ত আর রুটি হল মাংস , যে আচারের বর্ননা নিউ টেস্টামেন্টে দেয়া আছে।তা খ্রিস্টানদের ধর্ম পালনের জন্য কত ঘা চাবুক মারা দরকার বর্তমান নিয়ম অনুসারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:

জুন ২৫, ২০১২ at ৬:৫০ অপরাহ্ণ

@সংবাদিকা,

দাস দাসী রাখাটা অন্যায় নয়। কিন্তু তাদের সংগে সেক্স করাটা নিশ্চয় কোনো ভালো মানুষের পরিচায়ক নয়, তাও আবার আল্লার আয়াত দ্বারা সিদ্ধ করে। ভাবুন আপনার বাসায় একজন যুবতী দাসী আছে। আপনার বৃদ্ধ বা পৌঢ় পিতার নজর তার উপর পড়লো এবং ধর্মের অজুহাত দিয়ে আপনার মা এবং আপনাকে জানিয়েই তার সংগে নিয়মিত সেক্স করতে থাকলো। আপনারা তাকে বাধা দিতে পারছেন না, কারণ, ধর্মে তার এই অধিকার রয়েছে। তখন আপনার কেমন লাগবে ? আপনি আপনার পিতার এই কর্মকান্ডকে মেনে নিতে পারবেন ? না তাকে আপনি লম্পট বলবেন। মুহম্মদের চরিত্রও ছিলো তাই। শুধু শুধু একজন অমানুষকে গ্রেট বানানোর মানসিকতা কেনো ?

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১২:৩৮ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

দাস দাসী রাখাটা অন্যায় নয়। কিন্তু তাদের সংগে সেক্স করাটা নিশ্চয় কোনো ভালো মানুষের পরিচায়ক নয়, তাও আবার আল্লার আয়াত দ্বারা সিদ্ধ করে।

আপনি কি ব্যাভিচারী কাকে বলে জানেন?কোরানের দৃষ্টিতে আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সহবাসও ব্যাভিচারের আওতায় পড়তে পারে,আবার বিবাহ না করেও কারও সাথে যৌন সম্পর্ক করলে তাহা শুভাচার হতে পারে।তাই আগে জানা দরকার কোরানের দৃষ্টিতে ব্যাভিচার ও শুভাচার কি।তার পরে বিচার কইরেন রাসুল দাসির সাথে বিবাহ ব্যাতীত সহবাস করে দোষ করেছে না গুণ করেছে। জানার শেষ নাই । তাই জানার চেষ্টা করুন।

হাজি সাহেব।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১:৫৬ অপরাহ্ণ

@হাজি সাহেব,

কোরানের দৃষ্টিতে **আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সহবাসও ব্যাভিচারের আওতায় পড়তে পারে,**

মানে? আমার স্ত্রীর সাথে আমি সহবাস করলে সেটাও ব্যভিচার হতে পারে? হায় আল্লাহ যাব কোথায়।

অচেনাএর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ১:৫৮ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

আবার বিবাহ না করেও কারও সাথে যৌন সম্পর্ক করলে তাহা শুভাচার হতে পারে।

ভাইজানের মাথা ঠিক আছে তো????? কোরানের দৃষ্টিতে বিবাহ না করে যৌন সঙ্গম করলে এটা ব্যভিচার না? এটা কি নারী দের ক্ষেত্রেও নাকি খালি পুরুষদের ক্ষেত্রে ?পুরুষদের ক্ষেত্রে হলে ঠিক আছে, কারন কোরান পুরুষের বহুগামীতা কে সমর্থন করে। কিন্তু নারী দের বেলাতেও কি আপনার এই কথাটা খাটে?

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৫:৩৫ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
বাংলা বুঝে কি আপনি কোরান পড়েছেন ? মনে তো হচ্ছে না। কারণ ইসলাম ভীষণভাবে বিবাহ বহির্ভূত সেক্সকে হারাম করেছে। শুধু তাই নয় হস্তমৈথুন ও ইসলামে নিষিদ্ধ। যতক্ষণ না মোহরানা দেয়া হচ্ছে ততক্ষণ কোনো নারীর যৌনাঙ্গ কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয়। এটার দ্বারা কী বোঝচ্ছে ? আর আপনি বলছেন বিবাহ বহির্ভূত সেক্স শুভাচার হতে পারে! হ্যাঁ, সেটা হতে পারে আমাদের ক্ষেত্রে। আমরা যারা নাস্তিক। আমরা কোনো ধর্মীয় বিধান মানি না। কিন্তু বুঝি মানবতা কী ? আপনার ইসলাম কী মানবতা বোঝে?
হাজি সাহেবকে একটা কথা বলা হয় নি। আজ বলছি। হুমায়ূন আজাদ মুসলমানদের সম্পর্কে একটা কথা বলে গেছে। তা হলো মুসলমানরা এক বইয়ের পাঠক। মানে কোরান ছাড়া তারা কিছুই বুঝেনা। মুমলমানদের বিশ্বাস- কোরান ইজ দ্যা অল সাইন্স। অথচ আশ্চর্য, এত বড় একটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে মুসলমানরা আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে মূর্খ জাতি। প্রায় প্রতিটা পোস্টেই আপনার মতো দু একজন লোককে আমরা পাই। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধাই হয়। ত র্ক বিতর্কের মাধ্যমে আমরা বহু কিছু জানতে পারি। কিন্তু একটা অনুরোধ ঐ এক বইয়ের জ্ঞান নিয়ে দয়া করে আমাদের সাথে তর্ক করতে আসবেন না। মুক্তমনার যারা লেখক এবং পাঠক তারা এদেশের যে কোনো বিশ্বাসী মুসলমানদের চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে অনেকগুন বেশি জানে। এ পর্যন্ত বহু বিশ্বাসী মুসলমান মুক্তমনায় এসেছে এবং নাকানি চুবানি খেয়ে আবার চলেও গেছে। আমরা চাই আপনি থাকুন এবং হাদিস কোরানের আলোকে যুক্তি দিয়ে তর্ক করুন। এতে আপনিও জানতে পারবেন আর আমরাও উপকৃত হবো।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৬:২৭ অপরাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

শুধু তাই নয় হস্তমৈথুন ও ইসলামে নিষিদ্ধ।

এটাই আমি বুঝিনারে ভাই, আমার হাত দ্বারা আমার জননাঙ্গ ঘষাঘষি করলে এতে আল্লাহ পাকের সমস্যা কি? মনে হয় হাজী সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। খুবই আজব নিয়ম কানুন এই ইসলাম ধর্মের।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৬:৩০ অপরাহ্ণ
হাজী সাহেব, আপনার ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রইলাম। আশা করি কোরানের আলোকে(আপনি তো হাদিস মানেন না তাই কোরানই ভরসা) হস্ত মৈথুন কেন পাপ, এর ভিত্তি কি? আর এটা করলে কি সমস্যা আল্লাহ পাকের, উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন ।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৫:৫৩ অপরাহ্ণ
@অচেনা,
আল্লা পাকের সমস্যা আছে; কারণ তিনি তার পেয়ারের দোস্ত মুহম্মদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন -
আমি তোমাদের দিয়ে সংখ্যায় অন্যদের পরাস্ত করবো।

এজন্যই ইসলামে হস্তমৈথুন নিষিদ্ধ। কারন আল্লা মুসলমানদের বীর্য নষ্ট হতে দিতে চান না। প্রত্যেকটি ফোটা কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান। এজন্যই ইসলামিক দেশগুলো এত জনসংখ্যাবহুল। তারা কোনো শস্য ক্ষেত্রকেই পতিত থাকতে দিতে চান না। ছুড়ি থেকে বুড়ি প্রত্যেকের প্রোডাকটিভিটিকে কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যা বাড়াতে চান। তাই হস্তমৈথুন নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হলে আপনি বিয়ে করেন। তারপর সেক্স করেন। এতেই আল্লা আর তার রাসূলের লাভ। সেই যুগে তো আর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিলো না, তাই প্রত্যেক বছরে একটা করে হতোই। এ যুগেও একটা না একটা তো হবেই। বুঝেছেন ?

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৯:৪৮ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

আপনি মন্তব্যের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন। এত বেশি মন্তব্য না করে একটি মন্তব্যে সব কথা বলার চেষ্টা করলে ভাল হয়। কেউ মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য শুরু করলে মুক্তমনায় তার মন্তব্যগুলো প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৬:২৫ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

দাস দাসী রাখাটা অন্যায় নয়। কিন্তু তাদের সংগে সেক্স করাটা নিশ্চয় কোনো ভালো মানুষের পরিচায়ক নয়, তাও আবার আল্লার আয়াত দ্বারা সিদ্ধ করে।

আসলে এই দাসদাসী না, ধর্মে ক্রীতদাসীর সাথে সেক্স করা বৈধ করা হয়েছে।আর এখানে আপনি বোধহয় দাসদাসী বলতে কাজের লোকের কথা বুঝিয়েছেন। কিন্তু ভাই কাজের লোকদের দাস দাসী বলাটা ভাল দেখায় না, যদিও এই টার্ম এখনও অনেক যায়গাতে ব্যবহার করা হয়, এটা দুঃখজনক।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:০২ অপরাহ্ণ
@অচেনা,
তর্কের খাতিরে এটা আমি বলেছি। মুহম্মদ যদি এতই মানবদরদী তাহলে তিনি দাস প্রথা উচ্ছেদ করে

গেলেন না কেনো ? উচ্ছেদ করেন নি, কারণ, তাতে তার ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো। একদিকে সেক্স করা থেকে বঞ্চিত হতেন আর অন্যদিকে গণিমতে মালের ব্যবসা থেকে। কারণ গণিমতে মালের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো মেয়েদের শরীর।
আর আক্ষরিক অর্থে না হলেও এখনও কাজের লোকেরা দাসীর পর্যায়েই পড়ে। আগে হয়তো তাদের শারীরিকভাবে কিনে নেয়া হতো, তারপর তাদের ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন তো কেনা হয় মানসিকভাবে। আপনি যদি কারো চাকরি করেন, তাহলে আপনি কি তার সিদ্ধান্ত এবং মতের বাইরে কিছু করতে পারবেন ? আমাদের গার্মেন্টের মেয়েরা কি সেই মধ্যযুগীয় দাসীদের মতো ব্যবহার হচ্ছে না। সময়ের পরিবর্তনে সিস্টেমটা হয়তো একটু মডারেট হয়েছে, কিন্তু মূল বিষয়টা কিন্তু একই রয়েছে।

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৯:৫৩ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, ওহ আচ্ছা ভাই আমি এবার বুঝতে পেরেছি আপনার কথা। সরি তখন বুঝতে ভুল করেছিলাম। ধন্যবাদ নতুন এবং আরও সহজ করে ব্যাখ্যা দিবার জন্য। :) ।

21. 21

সুব্রত শুভ

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ১২:০৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার পরিশ্রমের তারিফ করতে হয়।

গবেষণাধর্মী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।....... আমার কথা হল; অনেক মুসলিম দাবি করে যে; কোন দাসী ভোগ করা হয়নি। ইহুদি খ্রিস্টান মহিলাদের ভোগ করা হয়নি। এর মানে কী এই বাবা, ভাই, স্বামী মারা যাবার পর সবাই নাচতে নাচতে শুতে চলে গেল?

চমৎকার লিখেছেন।....

22. 22

বস্তাপচা

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ২:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ছিলাম না তাই মন্তব্য করতে দেরী হল।
আবার ভবঘুরে রুদ্রমূর্তি ধরে তথা কথিত ইসলামী (ভুয়ো) পন্ডিতদের অনৃত তথ্য , অনৃত ভাষণ ও সম্পাদিত তথ্য হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন। ওনার নিখুঁত যুক্তির সামনে (ভুয়ো) পন্ডিতদের খেলো যুক্তি একেবারেই হাস্যকর। ফের ভবঘুরে আর ফারুক সাহেবের জমজমাট তরজা বেশ উপভোগ করলাম। ফারুক সাহেব কিন্তু বেশ উপকার করছেন। তিনি প্রচুর অপমান লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সত্ত্বেও (ভুয়ো) পন্ডিতদের যুক্তি এবং তথ্যগুলি একে একে ছবির মত তুলে ধরছেন। এই সুবিধে কিন্তু সহজে এক জায়গায় পাওয়ার নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম উনি খাস মৌলবাদী। পরে ওনার কিছু কার্যকলাপ কিছু সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। যেমন এই পঞ্চদশ পর্বেই কৌতুহলী ছাত্রকে তিনি যুদ্ধবন্দী নারীদের ধর্ষণকে বৈধতাদানকারী আয়াত ও হাদীস এবং তার কড়া সমালোচনাকারী একটি লেখার সন্ধান দিলেন। তিনি আগেই এই কাজ করেছেন। সুতরাং যুক্তি বলছিল ওনার মধ্যে দ্বৈতসত্ত্বা বাস করে। চেতন মনে উনি দোখজ থাকলেও থাকতে পারে বলে ভয় পান তাই ইসলাম নিয়ে লড়াই করেন। অবচেতন মনে হয় উনি বেশ যুক্তিবাদী নইলে কড়া সমালোচনাকারী লেখা র সন্ধান বা যার কোন ধর্মে আস্থা নেই তাকে লেখার উৎসাহ দিতেন না। ইসলামীদের যুক্তি এক ফুঁয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে দেখেও উনি অপমান সয়েও সেই ভুয়ো যুক্তিগুলিই কেন দিচ্ছেন ? ওনার লেখা দেখে ওনাকে মোটেই বোকা বলে মনে হয় না। ছদ্মবেশে উনি কি এক যুক্তিবাদী ? এর উত্তর আমার কাছে নেই।
চাকলাদার সাহেবের মূলানুগ অনুবাদ অন্য অনুবাদকদের মুখোশ একেবারেই খুলে দিয়েছে। ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
ভবঘুরে সাহেবের প্রবন্ধগুলি যথোচিত সম্পাদনা করে বই আকারে বেরোলে অজস্র মানুষের উপকার হত। মানুষ মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত হাতিয়ার পেয়ে গিয়ে ওদের মুখোশ খুলে দিত।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ২:০১ অপরাহ্ণ

@বস্তাপচা,

সুতরাং যুক্তি বলছিল ওনার মধ্যে দ্বৈতসত্ত্বা বাস করে। চেতন মনে উনি দোখজ থাকলেও থাকতে পারে বলে ভয় পান তাই ইসলাম নিয়ে লড়াই করেন।

ভাই, এটা হলে তো ভালই। কারণ এতে করে উনার মনটা পরিষ্কার হতে পারে। যদিও উনার (mkfaruk) ছেলেমানুষি আবেগ খুব বিস্মিত করে আমাকে।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ২:৩৮ পূর্বাহ্ণ

@বস্তাপচা,

আপনার সব মন্তব্য মন দিয়ে পড়েছি। আপনার মন্তব্যের মাধ্যমে আপনার সুচিন্তা ধারার পরিচয় স্পষ্ট। কম বেশি আপনি লেখালেখির সাথে জড়িত তাও আপনি জানিয়েছেন। অন্য কোন কারনে নয় শুধু আপনার প্রতি মুগ্ধতার পরশ থেকে বলছি যদি আপনি নিকটা আরো একটু আকর্ষনীয় করতেন তাহলে দেখতে আরো ভালো লাগত এই আর কি।

23. 23

ম্যাক্স ইথার

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৩:৫৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরেকে অসংখ্য ধন্যবাদ । সিরিজটা পড়ার চেয়ে মন্তব্যগুলো পড়েই বেশি আনন্দ পাচ্ছি ।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ৪:২৭ পূর্বাহ্ণ

@ম্যাক্স ইথার,

সিরিজটা পড়ার চেয়ে মন্তব্যগুলো পড়েই বেশি আনন্দ পাচ্ছি

ঠিকই বলেছেন ভাই। "ভবঘুরে" ছেলেটার এই মঞ্চে যদি নিয়মিত আসতে পারেন তবে বিচিত্র সব জ্ঞানী গুনীদের বিচিত্র তাদের মনোভাব,তাদের বিচিত্র মন্তব্য,এদের সংগে মতের আদান প্রদান, আপনাকে অবশ্যই মুগ্ধ করিবে। তাই পুনরায় সময় পেলে এই মঞ্চে আবার যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
ধন্যবাদ

24. 24
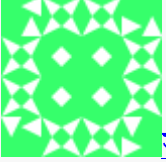
সুষুপ্ত পাঠক

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৫:৩৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সত্য যে কঠিন সে কঠিনেরে ভালোবাসিলাম...

25. 25

বস্তাপচা

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৬:৩৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সংশোধন
"দোখজ" এর জায়গায় "দোজখ" পড়বেন।
"ইসলামীদের যুক্তি এক ফুঁয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে " এর জায়গায় "ইসলামী যুক্তি এক ফুঁয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে" পড়বেন।
অনিচ্ছাকৃত বোতাম টেপায় ভুলের জন্য দুঃখিত।

26. 26

বস্তাপচা

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৭:০৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ক্যাথলিকদের ধর্মীয় অঙ্গ হল রেড ওয়াইন পান করা।Holy Eucharist এ রেড ওয়াইন হল জেসাসের নতুন নিয়মের রক্ত আর রুটি হল মাংস ,

এটির মানে হল যীশুর ভাব বা শক্তি ভক্তের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করুক, শিষ্যরাও সেই রকম হোক। যেমন খাওয়াদাওয়া করলে শরীর পুষ্ট হয় তেমন যীশুর এই ভোগ গ্রহণ করে শিষ্যের মন যীশুর ভাবে পরিপুষ্ট হোক।

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ২:০৩ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা, জি ভাই সেটা জানি, কিন্তু কথা হল যে ওয়াইন পানের সাজা ইসলামে ৮০ দোররা। সাংবাদিকা বলেছিলেন যে আজকাল নাকি অনেক কিছু বদলে গেছে তাই আজকের আলোকে শরিয়ত সম্মত নতুন সাজার বিঁধান জানতে চাইছিলাম উনার কাছ থেকে 🙂 ।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৩:৩০ অপরাহ্ণ
@ ভাই অচেনা,

@বস্তাপচা, জি ভাই সেটা জানি, কিন্তু কথা হল যে ওয়াইন পানের সাজা ইসলামে ৮০ দোররা। সাংবাদিকা বলেছিলেন যে আজকাল নাকি অনেক কিছু বদলে গেছে তাই আজকের আলোকে শরিয়ত সম্মত নতুন সাজার বিঁধান জানতে চাইছিলাম উনার কাছ থেকে 🙂 ।

আমি ভাল ভাবেই জানি আপনি কি জানতে চাইছিলেন তবুও আরও একটু যাকে বলে "অধিকতে দোষ হয় না" ব্যাখ্যা জুড়ে দিলাম ।
আমার ওই প্রশ্নগুলো ঠিক আমার নয়, অনেকদিন ধরেই চলে আসছে।
আমার ফের প্রশ্ন "আল্লাহ পারেন কিন্তু সৃষ্টি করবেন না " এটা তারা জানল কি ভাবে? আল্লাহ এসে কি তাদের কানে কানে বলে গিয়েছিল?
আপনার হুল বেঁধানো কথা বা মজা আমি কিন্তু খুব উপভোগ করি। ধন্যবাদ।

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

আমার ফের প্রশ্ন "আল্লাহ পারেন কিন্তু সৃষ্টি করবেন না " এটা তারা জানল কি ভাবে? আল্লাহ এসে কি তাদের কানে কানে বলে গিয়েছিল?

আমিও তো একই জিনিস বলেছে, কিন্তু উত্তর আসে না। কি করব বলেন। হয় রেগে গিয়ে সরে যায় (এটা বাবা আর মামার ক্ষেত্রে) , না হয় কাফের ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করে চ্যাঁচামেচি শুরু করে ।এটাই হল মুসলিম সমাজের করুণ অবস্থা। আপনা কেও ধন্যবাদ ভাই । ভাল থাকবেন ।

27. 27

বস্তাপচা

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৭:১৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সংশোধন
"অবচেতন মনে হয় উনি বেশ যুক্তিবাদী" এর জায়গায় পড়ুন "অবচেতন মনে উনি বেশ যুক্তিবাদী মনে হয়।"

28. 28
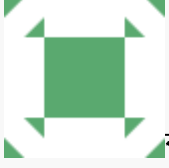
বস্তাপচা

জুন ২৫, ২০১২ সময়: ৯:৩৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মাননীয় পাঠকগণ, আমি কিছুটা বোকা ধরণের মানুষ কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজছি। কোন মাননীয় পাঠক (আস্তিক বা নাস্তিক ; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান, ইহুদি...) মনের সংশয় দূর করে দিলে চিরবাধিত হব।
একঃ মোহাম্মদ নিশ্চয় ইয়ে মানে বিরাট কিছু ভক্ত গোছের ছিল। তাই আল্লাহ তাকে বেছে নিয়ে ছিল আয়াত নির্দেশ জাতীয় ব্যাপারগুলো নাজিল করার জন্য। তারপর এই চোদ্দশ বছরে কি আল্লাহ আর কোন ভক্তই খুঁজে পেল না? এর মানে আল্লাহর সব ভক্তই মেকি, ভুয়ো। তাদের আল্লাহ নিয়ে লাফালাফি মোটেই সাজে না। তাদের বিশ্বাস আল্লাহের কাছে কেন খারিজ নয়? আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ চাই।
দুইঃ মোহাম্মদ শেষ নবি কেন? আল্লাহ কোন যুক্তিতে এটা নির্দেশ দিল ? এর মানে কি আধুনিক মানুষ উপযুক্ত নয়?
তিনঃ মৃত্যুর পর কি হয় তার কোন প্রত্যক্ষদর্শী আছে বলে আমার জানা নেই। কোন প্রত্যক্ষদর্শী থাকলে আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ সহ উপস্থিত করা হচ্ছে না কেন? তা হলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়।
চারঃ বিশ্বাসীদের এত প্রচুর অপমান লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা সত্বেও তাদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহ স্বশরীরে হাজির হয়ে সাক্ষ্য কেন দিচ্ছে না। নিদেন পক্ষে তিনি তো মরে গিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে তিনি মরেন নি।
পাঁচঃ ধরেই না হয় নিলাম আল্লাহ জাতীয় কোন বস্তু আছে। সে কেন শুধু মোহাম্মদ নিয়ে চিন্তিত হবে ? বাকিরা কি তার অবৈধ সৃষ্টি?
ছয়ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছি ল? সে নিশ্চয় আরও শক্তিমান। তাকেও বা কে সৃষ্টি করেছিল?
সাতঃ আল্লাহ কি আর একটা আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারে ?
আটঃ ইচ্ছে করলে আল্লাহ কি নিজেকে ধ্বংস করতে পারে?
আরও প্রশ্ন আছে, তবে আপাতত এই কয়টি প্রশ্নের আদালতগ্রাহ্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দিয়ে উত্তর দিয়ে দিন।
আদালতগ্রাহ্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দিতে না পারলে ধরে নেওয়া হবে ভবঘুরে জাতীয় লেখকদের ব্যাখ্যা বা মন্তব্য একেবারেই সঠিক। তাঁদের ব্যাখ্যা বা মন্তব্য নত মস্তকে মেনে নিতে হবে। যুক্তি তো সেটাই বলে আর সেটা আমার মত বোকারাও বুঝতে পারে। তাই নয় কি ?

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ২:১১ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

ছয়ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছিল ? সে নিশ্চয় আরও শক্তিমান। তাকেও বা কে সৃষ্টি করেছিল?
সাতঃ আল্লাহ কি আর একটা আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারে ?
আটঃ ইচ্ছে করলে আল্লাহ কি নিজেকে ধ্বংস করতে পারে?

ভাই এই প্রশ্ন আমি অনেককেই করে করে কোন সদুত্তর পাই নি। প্রথমটার উত্তর পেয়েছি যে আল্লাহ কে কেউ সৃষ্টি করে নি। পরে জিজ্ঞেস করেছি যে তাহলে আল্লাহ আসলেন কেমনে ? এরপর কি উত্তর আসতে পারে তা আপনি জানেন 🙂 ।

৭ এর উত্তর দেয় তারা যে আল্লাহ পারেন কিন্তু সৃষ্টি করবেন না। যদি আবার বলি যে কেন করবেন না? উত্তর আসে যে আল্লাহই এটা ভাল জানেন। একই সাথে আবার উত্তর দিলাম যে আল্লাহ যদি আল্লাহর সমান আরেকটা আল্লাহ বানাতে পারেন তবে তিনি তো আর অদ্বিতীয় থাকলেন না, বা তিনি ইচ্ছে করলেই নিজের ২য় ভার্সন বানাতে পারেন মানে আল্লাহ অদ্বিতীয় এটা সর্ব কালের জন্য প্রযোজ্য না। উত্তর আসে যে এটা নাকি আল্লাহ ভাল জানেন আর ধর্ম নিয়ে তর্ক করা বারণ তাই তাঁরা তর্কে যাবেন না।

৮ এর উত্তরে একই ধারার কথা খালি একটু ভিন্ন প্রশ্ন আর উত্ত র । কোথায় যাবেন ভাই?
আপনার যদি আলাদা অভিজ্ঞতা থাকে বর্ননা করুন প্লিজ। আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বললাম।
আমার বাবা, মামা, খালাতো ভাই, আর কিছু বন্ধুকে চ্যালেঞ্জ করে একই রকম উত্তর পেয়েছিলাম।

29. 29
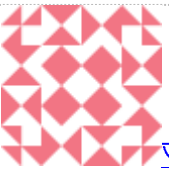
আস্তরিন

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ২:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বরাবরের মতই অসাধারণ ।ভবঘুরে ভাইকে অনেক ধন্যবাদ ।
বরাবরের মতই অসাধারণ ।ভবঘুরে ভাইকে অনেক ধন্যবাদ ।

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে সব কিছু বুঝার পরেও হাজি সাহেব যে কি সেটা বুঝলাম না
সুখের বিষয় হইল না বুঝলেও চলবে ।

*ম্যাক্স ইথার*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১১:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

হাজি সাহেব হাজি সাহেবই ...। এর বেশি কিছু না। উনি নিজে কি তা নিয়ে ওনার নিজেরও বোধকরি সংশয় আছে।

30. 30
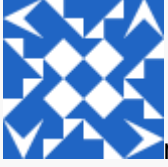
russell

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অসাধারন।।

31. 31

হাজি সাহেব

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ১২:০২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এই পোষ্টে মহাম্মদ ও ইসলাম নিয়ে যাহা লেখা হয়েছে ও পক্ষে বিপক্ষে যে সকল মন্তব্য করেছে, আমি সকল যায়গাই মন্তব্যের উত্তর বা মন্তব্য না করে এক যায়গাই সব কথাটুকু তুলে ধরার লক্ষেই লিখছি।

তবে আমি বলবো ,লেখক এখানে নিজে বানোয়াট তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।তার কথা যে প্রতিটাই মিথ্যা এবং পরিকল্পিত বানোয়াট তা আমি প্রমানের চেষ্টা করবো ।মূল কথা তিনি কোরান জানেন ও না চিনেন ও না আবা র বুঝেন ও না।কিন্তু মুসলিমদের পূতপবিত্র চলণে হিংসায় মনগড়া তথ্য উপস্থাপন করে চলেছেন।তার কথায় আপনারা কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।

সমগ্র সৃষ্টিকেই শান্তিতে থাকতে হলে অবশ্যয়ই কোরান মানতে হবে মানতে হবে আল্লাহকে এবং তাঁর উপাষনা করতে হবে।ইহা ব্যাতীত অন্য কোন পন্থা নাই।

প্রতিটি সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ধর্মীয় কিছু সংস্কৃতি আছে।যাহা পূর্ব থেকে চলে আসা কু -সংস্কার ও বলতে পারেন।আমি সেই ধর্মীয় সংস্কৃতির বাইরে, শুধু মাত্র আল্লাহ হতে নির্দেশিত ধর্মীয় ক্রীয়া কানুন নিয়েই আলোচনা করছি।

পাঠক,

আমরা জানি কোরান হলো সমস্ত সৃষ্টির পূর্ণঙ্গ জী বণ ব্যাবস্থা ।তাই আমি প্রথমেই জীবও জীবণ থেকেই শুরু করলাম।

রাসুলের কাছে সর্ব প্রথম স্রষ্টা হতে অবতরণ কৃত কোরানের আয়াত হলো ,সূরা আলাকের ১ হইতে ৫ নম্বর আয়াত।(যদিও কোরানের কোথাও তাহা বলা হয় নি) তার মধ্যে প্রথম আয়াতে স্রষ্টা মহাম্মদকে বললেন,একরা বিসমি রাব্বুকাল্লাযি খালাক।যার অর্থ হয় পড়ো তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি সৃষ্টি কর্তা।

এই আয়াতের সার্মর্ম হলো, রাসুলের কাছে স্রষ্টা লিখিত কিছু পাঠিয়েছিলেন।স্রষ্টা যদি রাসুলের কাছে লিখিত আয়াত না পাঠাতেন,তাহলে একরা বা পাঠ করো না বলে, বলতেন কুল বা বলো।কিন্তু আমরা কোরান পড়ে কি দেখছি।সেখানে স্রষ্টা কুল বা বলো না বলে , একরা বা আবৃত্তি করো বলেছেন।তাতে সার কথা এই হয় যে স্রষ্টার অবতনকৃত বাণী বা কোরান স্রষ্টা লিখেই পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা বর্তমানে যে কোরান নিয়ে আলোচনা করছি এ কোরান কিন্তু আল্লাহর লিখে পাঠানো সেই কোরান নয়।এটা মানুষ লিখেছে।তাই ইসলাম বা ধর্মকে জানতে হলে প্রথমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে,স্রষ্টা যে কোরান লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই কোরানকে।

এবার আসুন,

এই কোরানে লেখা আছে।আল্লাহর বাণী সমুহের কোন পরিবর্তনকারী নাই।সূরা ইউনুস আয়াত=৬৪,সূরা কাহাফ আয়াত=২৭ ছাড়া আরও কয়েক যায়গাই এ কথা লেখা রয়েছে।এই আয়াতের সার্মর্ম, স্রষ্টার বাণী কেউ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু বর্তমানে আমরা যাকে স্রষ্টা হতে প্রাপ্ত কোরান বলছি এই কোরানের মধ্যে লেখা আছে কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬ টি কিন্তু প্রত্যেক সূরার শুরুতে লেখা আয়াত যোগ করলে দেখা যায় ,বর্তমান কোরানের আয়াত সংখ্যা রহিয়াছে ৬২৩৬ টি।৪৩০ টি আয়াত নাই।তার মানে কোরানের বাণীর পরিবর্তণ হয়েছে। তাহলে কি দাঁড়ালো।এই কোরান আল্লাহর বাণী হলে ইহাকে পরিবর্তণ করা সম্ভব হতো না।তাই বর্তমানে যাহাকে আমরা স্রষ্টা হতে অবতরণকৃত কোরান বলে জানি তাহা স্রষ্টার অবতরণকৃত কোরান নয়।এখন প্রশ্ন আসে এই কোরান তাহলে কার লেখা।

এবার দেখুন,

সূরা হাক্কাহ এর ৪০ নম্বর আয়াত ও সূরা তাকভীরের ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।ইন্নাহু লা কাইলু রাসুলিন কারিম।যার অর্থ হয়,নিশ্চয় এই বাণী সমুহ সম্মানীত রাসূলের।তার মানে এই কোরান মহাম্মদের লেখা । এই কোরান স্রষ্টা হতে অবতরণকৃত কোরান নয়।

সারকথা-

রাসুলের কাছে স্রষ্টা লিখিত কোরান পঠিয়েছেন ।আর রাসুল সেই কোরানের ব্যাখ্যা বা সৃষ্টির কল্যাণে সেই কোরান কি কাজে লাগবে, বা কিভাবে কাজে লাগবে এবং সেই কোরান কি ভাবে চিনবো ইত্যাদি বিষয় জানাতে, তিনি যে কথা বা হাদিস বলেছেন, তাহাই হলো আমাদের কাছে থাকা বর্তমান কোরান বা রাসুলের হাদিস।তাই এই কোরানে রহিয়াছে আয়াত বা নির্দশণ।

আয়াত-

আয়াত শব্দের বাংলা অর্থ নিদর্শণ। ব্যাখ্যা করলে এরুপ হয় যে,কেউ তার কোন দর্শিত বিষয় অন্য কাউকে ধারণা দিতে যাহা বলে বা করে তাকেই নিদর্শণ বলে।তাই রাসুল আল্লাহ হতে লিখিত কোরান ও তার গুণাগুণ জানার পরে বিশ্ববাসীকে তার ধারণা দিতে তিনি যে নিদর্শণ দিয়েছেন,তাহাই রাসুলের হাদিস বা আয়াতী কোরান বা নিদর্শণী কোরান।

আর আল্লাহর অবতরণ কৃত মূল কোরান এর সংরক্ষক আল্লাহরা নিজেই।তাই রাসুল বলেছেন ,আল্লাহর কাছ থেকে জেনেছি যে,

নিশ্চয় আমরা যাহা অবতরণ করেছি তাহা আমাকে স্মরণ করার জন্যই ।আর তাহার সংরক্ষক আমরাই।সূরা হিজর আয়াত ৯।

এবং সেই অবতরণ কৃত বস্তু টি কোথায় আছে তার নিদর্শণ দিতে ,মহাম্মদ বলেছেন।

সূরা বুরুজ ২১-২২ আয়াত।বরং উহা এক সম্মানিত কোরান সংরক্ষিত রহিয়াছে দুগ্ধবতীর মধ্যে।

এখানে কিন্তু মহাম্মদ বলেন নাই ইহা এক সম্মানিত কোরান ,বলেছেন উহা এক সম্মানিত কোরান ।তার মানে এই কোরানের কথা তিনি বলেন নি।

আবার সূরা বাকারার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

যালিকাল কিতাবু লা রাইবা।যার অর্থ হয় ,ঐ কিতাবে কোনই সন্দেহ নাই।যদি এই হতো ,তাহলে যালিকা না হয়ে হতো হাযা, যার অর্থ এই ।কিন্তু বলেছে যালিকাল কিতাবু বা ঐ কিতাকে ।তার মানে এখানেও রাসুল এই কোরানের কথা বলেন নাই। বলেছেন আল্লাহ যে কোরান লিখে পাঠিয়েছেন সেই কোরানের কথা।এবং সেই কোরানের সংরক্ষক আল্লাহরা নিজেই।এবং তাহার সংরক্ষণ করা আছে দুগ্ধবতীর মধ্যে।যাহা সূরা বুরুযের ২১-২২ আয়াতে দেখেছেন।

তাই আর ও পরিস্কার করতে মহাম্মদ বলেছেন।সূরা যুখরুফ আয়াত ৪ এ ,আর উহা রহিয়াছে মাতৃ কিতাব মধ্যে।অর্থাৎ মায়ের কাছে।এক কথায় কোরান মায়ের কাছে রহিয়াছে ,এবং তা স্তন্যপায়ী মায়ের দুধের মধ্যে আর স্তন্যপায়ী না হলেও তা মায়ের মধ্যে রহিয়াছে।আর তাই যারা মায়ের গর্ভে গিয়েছেন এবং মায়ের দুধ খেয়েছেন তারাই স্রষ্টার করোন পড়েছেন।বা মান্য করছেন।স্রষ্টা বা কোরানের বাইরে কিছুই নাই।এমন কোন সৃষ্টি নাই যে ,কোরান ,মহাম্মদ ও স্রষ্টাকে মানে না।

বিস্তারিত পরে জানানোর চেষ্টা করবো।

আমরা মায়ের কাছ থেকে যে কোরান পড়ে এসেছি বা যে স্বত্বা নিয়ে এসেছি।তাহাই কিন্তু খরচ করছি।দেহ হতে কিন্তু কোরানের আয়াত মুছে যাচ্ছে ।বা স্রষ্টা নিয়ে নিচ্ছেন।কিন্তু আপনি তাহা আবার পূরণ করতে পারেন।এবং নিজে শান্তিতে থাকতে পারেন।তবে তা অবশ্যয়ই আল্লাহর লিখিত কোরান হতে।আর আল্লাহর লিখিত কোরান কে জানতেই ।রাসুলের হা দিস বা প্রচলিত কোরান জানা আবশ্যক।

হাজি সাহেব।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:৩৭ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,

জনাব হাজী সাহেব,

আপনি নিম্নোক্ত রুপে নিজের আজগুবী মনগড়া কাল্পনিক পদ্ধতিতে কোরানের অর্থ বিকৃত করে ফেলতেছেন। এটা কি ঠিক? আর কোন সমাজে অন্ততঃ মুসলমান সমাজে এটা কেহ বিশ্বাষ করিবে আপনার নিজ বানানো অর্থ? আপনি "লাওহে মাহফুজ" শব্দের অর্থ "দুগ্ধবতী" আরবী কোন Dictionary হতে এনেছেন। একটু দেখাবেন কী ?
আপনার নিজ বানানো অর্থ
সূরা বুরুজ ২১-২২ আয়াত।বরং উহা এক সম্মানিত কোরান সংরক্ষিত রহিয়াছে দুগ্ধবতীর মধ্যে।

আার তাহলে নীচে ইসলামিক পন্ডিতদের দেওয়া অর্থ দেখুন। অপনি এইসব কোরানের মুফাছ্ছির(ব্যাখা কারী) দের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী হয়ে গিয়েছেন।
আপনার নিজের অনুবাদ কৃত কোন কোরান আছে নাকী। থাকলে একটু আমাদের দিয়েন।
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

21

বরং এটা মহান কোরআন,

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
22
লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

85:21
Transliteration
Bal huwa qur-anun majeed
Sahih International
But this is an honored Qur'an
Muhsin Khan
Nay! This is a Glorious Quran,

Pickthall

Nay, but it is a glorious Qur'an.

Yusuf Ali

Day, this is a Glorious Qur'an,

Shakir

Nay! it is a glorious Quran,

Dr. Ghali

No indeed, (but) it is an Ever-Glorious Qur'an,

85:22

to top

85:22

Transliteration

Fee lawhin mahfooth

Sahih International

[Inscribed] in a Preserved Slate.

Muhsin Khan

(Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)!

Pickthall

On a guarded tablet.

Yusuf Ali

(Inscribed) in a Tablet Preserved!

Shakir

In a guarded tablet.

Dr. Ghali

In a preserved Tablet.

Qur'an Home | About | News | Contact Us

ধন্যবাদ

*হাজি সাহেব*এর জবাব:

জুন ২৬, ২০১২ at ৬:৩৩ অপরাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি নিম্নোক্ত রুপে নিজের আজগুবী মনগড়া কাল্পনিক পদ্ধতিতে কোরানের অর্থ বিকৃত করে ফেলতেছেন

আমি মনগড়া অনুবাদ করছি না।অনুবাদকরা ই মনগড়া অনুবাদ করেছে।

লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

লাওহে মাহফুজ আরবি শব্দ।অনুবাদক ওখানে এ শব্দ দ্বয়ের বাংলা অর্থ না করে আরবিই রেখে দিয়েছেন।

লাওহা অর্থ দুগ্ধবতী, আর মাহফুজ অর্থ সংরক্ষক।

তাতে আয়াতের মূল অর্থ দাঁড়াই,

বরং উহা এক সম্মানিত কোরান সংরক্ষিত রহিয়াছে দুগ্ধবতীর মধ্যে।

হাজি সাহেব।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ১১:৩৬ অপরাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
জনাব হাজী সাহেব।
لَوْحٍ (লাওহ) শব্দের অর্থ কোন অভিধানে "দুগ্ধবতী" আছে তাহলে দেখান।

আস্তরিন এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ২:২৩ পূর্বাহ্ণ
@হাজি সাহেব,
ভাই আমি ইতালিতে থাকি আমার সাথে অনেক আরবী ভাষাভাষি লোক এক সাথে কাজ করি ,

তাদের সাথে এই লওহ শব্দের অর্থ দুগ্ধবতি নিয়ে আলোচনা করি তা সবার মুখে একই উত্তর কথায় পেয়েছি এই আজগুবি অর্থ , যাক আমি আর কথা বাড়াইনি ।
যাক আবারও প্রমানিত হল ইসলাম মিথ্যাবাদি ।

শ্যাম সুন্দর এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ১৯, ২০১২ at ১২:৩৮ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন, @হাজি সাহেব, @আঃ হাকিম চাকলাদার,

(৮৫:২১-২২) বরং ইহা কোরান মাজিদ, লৌহের মধ্যে হেফাজত প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ- "লৌহ" শব্দের অর্থ "স্মৃতিফলক।" মানব মস্তিস্কের যে স্নায়ু-তন্ত্রীসমূহ মানব মনের সকল স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে তাহাকে লৌহ বলে। স্মৃতি ফলকের স্মরণশক্তি সীমাবদ্ধ। অনেক বিষয় মানুষের স্মৃতি হইতে স্বাভাবিকভাবে মুছিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর উচ্চতম প্রতিনিধিগণ যে ব্যক্তির স্মৃতি ফলককে হেফাজত করেন তাহার স্মৃতিফলকে সবকিছু রক্ষিত হইয়া থাকে , কিছুই আর ভুলিয়া যায় না। এইরূপ একটি স্মৃতিফলককে লৌহ মাহফুজ বলে।
রাসুল বংশের বিপক্ষীয় লোকেরা লৌহ-মাহফুজ বলিতে একটি মূল্যবান পাথরের ঘর বুঝাইয়া থাকে। এই ঘর সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত। ইহাতে সমগ্র কোরান সোনালি অক্ষরে খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখা হইয়াছে। অতএব কোরানের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। যদি কেহ উহার ব্যতিক্রম কিছু লিখিয়াও রাখে আল্লাহ্ উহা মুছাইয়া ফেলিবেন। আমাদের নিকট যে কোরান আছে অর্থাৎ হজরত ওসমান কর্তৃক প্রকাশিত যে কোরান তাহা সপ্ত আকাশের উপরে লৌহ -মাহফুজে খোদিত খাস কোরানের অনুরূপ। একটুও ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। লৌহ -মাহফুজ সম্বন্ধে তাহাদের উক্তরূপ মন্তব্য বা আবিষ্কার সত্যই হাস্যাস্পদ নহে কি? আমরা ইহাকে রাসুল বংশের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করি না।
রাসুল বংশীয় ইমামগণ এবং তাঁহাদের অনুসারী অন্যান্য আরও কিছু সংখ্যক লোক লৌহ -মাহফুজের অধিকারী ছিলেন। তাহাদিগের এই শ্রেষ্ঠত্ব জাতিকে ভুলাইয়া দেওয়ার জন্য রাজশক্তি কোরানের শব্দার্থের যেসকল ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে এই দুইটি বাক্যের ব্যতিক্রম তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নবি এবং ইমামগণ অতি-মানবরূপে প্রকাশ করিতে রাজশক্তি মোটেই রাজি নহে। ইহাই ছিল অনর্থের মূল কারণ। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলে ধর্মরাজ্য পরিচালনা করিবার তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গর দাবিও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ইহাই ছিল তাহাদের প্রধান আপত্তি।
কোরানের মৌলিক কথাকে বিকৃত করা বিষয়ে যে কয়টি নজির কোরানের টীকাকারগণ আজও বলিয়া আসিতেছেন তাহার সকল কথা আমাদের জানা নাই। তথাপি যে কয়টি আমাদের জানা আছে তাহা হইতে মাত্র কয়েকটি কথা নুমনাস্বরূপ উল্লেখ করা হইল।

ইমাম বাকের (আঃ) বলিয়াছেন, তিন শতের উপর কোরানের বাক্য "তাহরিফ" অর্থাৎ "বদল" করা হইয়াছে যাহা আহলে বাইতের শানে ছিল। ইহাদের মধ্য হইতে ইমাম(?) সুরা নেসাতেই ১৫০টা দেখাইয়া দিয়াছেন। "সিরাতুন নবি" (অর্থাৎ নবির চারিত্রিক গুনারাজি) যে সকল বাক্যে উল্লেখিত ছিল তাহাদের মধ্য হইতে ১১৪টি বাক্য বদল করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর বাক্যের অনেকগুলি ইবনে কাসির তাঁহার তফসিরে টীকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। কি ছিল এবং উহার স্থলে কি আছে তাহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।
(১৫:৯) "ইন্না-নাহানু নাজজালনাজ জিকরা অইন্না-লাহু লাহা-ফিজুন।" অর্থাৎ " নিশ্চয় আমরা 'স্মরণ ও সংযোগ' নাজেল করি এবং নিশ্চয় উহার জন্য আমরাই সংরক্ষণকারী"।

ব্যাখ্যা:- "জিকির"শব্দের অর্থ স্মরন ও সংযোগ।"স্মরন"হইতে আরম্ভ করিয়া উহার পরিণতি সংযোগ পর্যন্ত সকল অবস্থাকেই জিকির বলে।নিজ ক্ষমতায় আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ লাভ করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে।আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের ব্যক্তিগনই কেবল মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং এই সংযোগের হেফাজত করা তাঁহাদেরই কাজ। অর্থাৎ তাহাঁরই আল্লাহর সংযোগ দান করিয়া থাকেন এবং দান করার পর উক্ত সংযোগের হেফাজতও তাহাঁরই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ মানুষের হইতে পারেনা। সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা তাহাঁদেরই ক্ষমাতাধিন।
অপরপক্ষীয় লোকেরা "জিকির" শব্দটিকে "কোরান" অর্থে এবং "নাহানু" শব্দটিকে "আমি" অর্থে গ্রহন করিয়া নিম্নরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে:-" নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) কোরান নাজেল করিয়াছি এবং উহার হেফাজতকারিও আমি।" এইরূপে অর্থ গ্রহন করিয়া তাহারা বলিতে চাহেন যে, কোন রাজশক্তির সাধ্য নাই কোরানকে ব্যাতিক্রমে করিয়া প্রকাশ করিবার তাহাদের নিকট ইহাই যদি বাক্যটির অর্থ হইয়া থাকে তবে তাহারাই আবার কেমন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পূর্ববর্তি আহলে কেতাবগন তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বদলাইয়া জিকির শব্দটিকে কোরান বলিবার অধিকার তাহারা কোথায় পাইলেন?[দ্রঃ "কোরান দর্শন" ও "মাওলার অভিষেক ও ইসলামের মতভেদের কারন" by সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতি।]

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৬, ২০১২ at ৪:৩৮ অপরাহ্ন
@হাজি সাহেব,

তবে আমি বলবো ,লেখক এখানে নিজে বানোয়াট তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন।তার কথা যে প্রতিটাই মিথ্যা এবং পরিকল্পিত বানোয়াট তা আমি প্রমানের চেষ্টা করবো ।

জি প্রমাণ করেন আগে। প্রমাণ ছাড়া কথা বলাটা স্বাস্থ্যকর না, আর কেউ সেটাকে কোন গুরত্বও দেবেনা।

32. 32

স্টয়িক রাসেল

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ১:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে , আপ্নের লিখা যত পড়ছি ,আমি আস্তে আস্তে নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে তত এগিয়ে যাচ্ছি ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১:১৬ অপরাহ্ণ
@স্টয়িক রাসেল,

আমি দু:খিত। আমি আসলে চাই শুধুমাত্র সত্য প্রকাশ করতে , কাউকে দোজখের আগুনে পোড়াতে নয়।

স্টয়িক রাসেল এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ২:৫৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, প্রকৃত সত্য জানতে পারলে জাহান্নামে যেতেও রাজি আছি । আশা করি সামনে এধরনের আর ও অনেক লিখা পাব।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৪:৫৪ অপরাহ্ণ
@স্টয়িক রাসেল,

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাষ করি। মিথ্যা বস্তুটা আল্লাহর কাছেও নিশ্চয়ই মিথ্যা। আর আল্লাহ যদি শাস্তি দেন তবে মিথ্যাবাদীদেরই তো শাস্তি দিবেন।

জনাব mkfaruk সাহেব তার এক জায়গায় লিখেছেন 'খৃষ্টান চার্চের যাযক গন আগে জনগনের নিকট বহু ডলারের বিনিময়ে স্বর্গ বিক্রি করতেন। পরে এটা বাধা দিয়ে বন্ধ করা হয়।"

কিন্তু সেই কাজটিই অর্থাৎ ডলারের বিনিময়ে বেহেশত বিক্রী আরো বেশী জোরে শোরে চলতেছে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু এতে বাধা দেয়ার সামান্য টুকু ও ক্ষমতা কারুরই নাই।
সরাসরি ডলারের বিনামেয়ে বেহেশতের ঘর বিক্রী চলতেছে কিনা বা এতে কী বিপুল পরিমান সাড়া তা দেখতে চান?
তাহলে কিছু কিছু মসজিদ, মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিলে গেলে শুনতে পাবেন "এমন কোন্ ইমানদার বান্দা আছেন যিনি বেহেশতে একখানি ঘর কিনতে চান? তাহলে তিনি এই মসজিদ ,মাদ্রাছায় এখনই ৫০০,২০০ ডলার দান করুন,আর যার নিকট এই মুহূর্তে পকেটে নাই তিনি নাম লিখয়ে দিয়ে যান।"

আর সাথে বেহেশত ক্রয় বিক্রয়ের বিপুল মহড়া পড়ে যায়। আমার নিজ চোখে এ অভিজ্ঞতা অর্জন ।

এর চাইতে সহজ এবং লাভ জনক ব্যবসা কি আর কিছু এই পৃথিবীতে আছে ?

সেই খৃষ্টানদের স্বর্গ বিক্রী ও মুসলমানদের বেহেশত বিক্রীর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে তো কোনই পার্থক্য ধরা পড়েনা
ধন্যবাদ

আফরোজা আলম এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ১০:৩১ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার মন্তব্য আমার দৃষ্টি আকর্ষন করল। সেই প্ররিপ্রেক্ষিতে একটা দিক আলোচনা না করে থাকতে পারলাম না। ইদানীং লক্ষ্য করেছি(বেশ অনেকদিন যাবত) মাদ্রাসা আসলে এক ব্যবসাতে পরিণতঃ হয়েছে।
আগে ভাবতাম এতিম খানায় দান করা মন্দ কী? এখন বেশ অনেকদিন যাবত দেখছি মাদ্রাসা ব্যবসা জমজমাট হয়ে গেছে। অনেকদিন আগে দৈনিক প্রথম আলো তে এক প্রতিবেদন উঠেছিল, এক মাদ্রাসার অভ্যন্তরে কেমন সন্ত্রাসী ট্রেনিং দেয়া হয়। ছবি সব দেয়া ছিল। আজ অনেকদিন হয়ে যাওয়ায় আমি সেই পত্রিকার লিঙ্ক
বা অন্য সূত্র দিতে পারছিনা। কিন্তু আমার স্বরনে আছে ভালো মত। সেখানে টিচারগন অবস্থান করতেন না।
এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। পু লিশ যখন অনেক অস্ত্রের সন্ধান পায়, দেখা যায় সেই স্থান
এতো সু-রক্ষিত। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল। সম্মুখে এক পুকুর কাটা ছিল, যেনো সহযে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।
এইবার আসি ২ পয়েণ্ট এ।
যারা দেশে আছে তাদের অনেক দোষ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু, অনেকে বিদেশে অবস্থান করেন এবং দেশে মাদ্রাসা খুলে বসেন। এবং বিদেশ থেকে মাদ্রাসার নামে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। আপনাদের জানা আছে কিনা জানিনা (বোধ করি জানেন)। এখন এই ব্যবসা রম-রম। আর অন্ধরা বেহেশ্ত যাবার জন্যে মাদ্রাসায়
প্রচুর দান খয়রাত করছেন। পরোক্ষ ভাবে কার উপকার হচ্ছে জানিনা।
আমি এ কথা লেখার পেছনের ইতিহাস হচ্ছে, বর্তমানে আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার শ্বশুরের জায়গা নিয়ে এমন করছে তার লন্ডন প্রবাসী ভাই বোনেরা চাচাতো
এখন এই নিয়ে আমাদের এক পারিবারিক সমস্যা দাড়িয়েছে। আমি দুঃখিত উদাহরণ টানার জন্য আমাদের পারিবারিক কথা বলতে হল। না হলে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন আমি জানি কী করে।
এই ভাবেই কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বের হয়ে আসে।
আমি কল্পনা করতে পারিনা, বিদেশে গিয়েও মানুষ এতো হীন ব্যবসায় লিপ্ত হয় কী করতে ?
আর যতো দোষ দেয়া হয় দেশী মানুষদের ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৪:৫৫ অপরাহ্ণ
@আফরোজা আলম,
বোন, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
ব্যাপারটা একেবারেই বাস্তব। এটা এখন অনবরতঃ চোখের ছামনে ঘটতেছে।

বেহেশতের মধ্যের এক একখানা ঘর বিক্রী করে যদি কয়েকশত করে ডলার আয় করা যায়, তবে বিনা পূঁজীতে এর চেয়ে লাভ জনক ও ঝুকিহীন ব্যবসা এই পৃথিবীতে কি আর কিছু থাকতে পারে ? আর ক্রেতা গন ও তো ধরে নিচ্ছেন তারা এই পৃথিবীর যে কোনো একটি বাড়ীর চেয়ে সবচেয়ে বেশী মুল্যের বাড়ী পাচ্ছেন,বরং তা চিরকালের এবং চরম আনন্দ ও শুখ ভোগের জন্য।

যে ব্যবসায় উভয়েই চরম ভাবে লাভবান সে ব্যবসা তো রমরমা ভাবে চলবেই। তা কি কারো বন্দ করার ক্ষমতা আছে,বোন বলুন?

ধন্যবাদ।

*আফরোজা আলম*এর জবাব:

জুন ৩০, ২০১২ at ৭:৪০ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

বোন, এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ব্যাপারটা একেবারেই বাস্তব। এটা এখন অনবরতঃ চোখের ছামনে ঘটতেছে।

জী, ভাই আমি সর্বদায় পোষ্টগুলো পড়ার চেষ্টা করি। যেটা আমাকে আকর্ষন করে। আমার মতামতের গুরুত্ব

থাক বা নাই থাক। মনে অনেক প্রশ্ন অনেক জবাবই থাকে কখনো প্রকাশ করি, কখনও বা নীরব থাকি এই যা। ধর্মে নারী দাসীদের(দুঃখি এই শব্দ ব্যবহার করার জন্য) কেমন করে ভোগ করার তালিম দিয়ে গেছে তাই নিয়ে আমি এক সামান্য চেষ্টা করেছি(ছোবল) লেখাটার মাধ্যমে। আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

আর মূল্যবান মন্তব্য আশা করছি। ধন্যবাদ।

*ভবঘুরে*এর জবাব:

জুন ২৯, ২০১২ at ৩:০৬ অপরাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তাহলে কিছু কিছু মসজিদ, মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিলে গেলে শুনতে পাবেন “এমন কোন্ ইমানদার বান্দা আছেন যিনি বেহেশতে একখানি ঘর কিনতে চান? তাহলে তিনি এই মসজিদ ,মাদ্রাছায় এখনই ৫০০,২০০ ডলার দান করুন,আর যার নিকট এই মুহূর্তে পকেটে নাই তিনি নাম লিখয়ে দিয়ে যান। ”

দারুন বলেছেন ভাইজান। এটা হলো মধ্যযুগের ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মের আধুনিক সংস্করণ। ইউরোপের সেই অন্ধকার যুগে পাদ্রীরা অর্থের বিনিময়ে স্বর্গের টিকিট বিক্রি করত। মার্টিন লুথার এসে এর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ করে টিকিট বিক্রি বন্দ করেন।বর্তমানে যেহেতু ইসলামী মোল্লারা বেহেস্তের টিকিট বিক্রি হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে ইসলামের পরিনতিও খৃষ্টান ধর্মের মত হতে চলেছে। খুব তাড়াতাড়ি দেখবেন মানুষ এ ধরনের বেহেস্তের টিকিট বিক্রির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে। আসলে কোন মতবাদ তার চুড়ান্ত পর্যায়ে না গেলে তার পতন ঘটে না। ইসলাম বর্তমানে তার চুড়ান্তে পৌচেছে বলে ধরে নেয়া যায় আর তাই এখান থেকেই তার পতনের শুরু হবে এটা নিশ্চিত।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৫:৩৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

খুব তাড়াতাড়ি দেখবেন মানুষ এ ধরনের বেহেস্তের টিকিট বিক্রির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে।

কিন্তু ভাইজান, এটা কে বন্দ করতে যাবে? কেন বন্দ করতে যাবে?

বিক্রেতা যেখানে বিনা পুঁজী খাটিয়ে ,বিনা ঝুকিতে মুহুর্তের মধ্যে অজ্ঞ জন সাধারনের পকেট হতে হাজার হাজার ডলার লুটে নিতে পারছেন , আবার ক্রেতা সেখানে নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটানের মত জায়গার সর্বোচ্চ মূল্যের বাড়ীর চেয়েও অনেক বে শী মূল্যের একখানা বেহেশতের মতি হীরার তৈরী স্থায়ী আনন্দ ভোগ পূর্ণ বাড়ী পেয়ে যাচ্ছেন , তাও মাত্র কয়েকশত ডলারের বিনিময়ে, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতা(তার বিশ্বাষ মতে) চরম লাভবান সে ব্যবসা বন্দ হওটা কি আর একটু খানি কথা ?

যদিও আরব দেশে কোন অন্য ধর্মের উপাশনালয় বানাতে দেওয়া হয়না, সেখানে এই ইহুদী নাছাদের মত উন্নত বিশ্বে মসজিদ ও তৎসংলগ্ন ইসলামিক ইনস্টিটিউট ও কমুনিটি সেন্টার (যেখানে শনি রবি বার স্কুলের ছুটির দিনে বালক বালিকাদের কোরান ও ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হয়) নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর এর জন অজ্ঞ জনগনের নিকট হতে ডলার যোগাড় করাটা কোন ঘটনাই নয়।

এদের মাধ্যমে আল্লাহ কে কয়েক শত ডলার দিয়ে বেহেশতের একখানা ঘর না ক্রয় করা টাইতো এদের কাছে নির্বুদ্ধিতার কাজ।

ধন্যবাদ

ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৩:১৭ অপরাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তাহলে কিছু কিছু মসজিদ, মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিলে গেলে শুনতে পাবেন "এমন কোন্ ইমানদার বান্দা আছেন যিনি বেহেশতে একখানি ঘর কিনতে চান? তাহলে তিনি এই মসজিদ ,মাদ্রাছায় এখনই ৫০০,২০০ ডলার দান করুন,আর যার নিকট এই মুহুর্তে পকেটে নাই তিনি নাম লিখয়ে দিয়ে যান। "

দারুন বলেছেন ভাইজান। এটা হলো মধ্যযুগের ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মের আধুনিক সংস্করণ। ইউরোপের সেই অন্ধকার যুগে পাদ্রীরা অর্থের বিনিময়ে স্বর্গের টিকিট বিক্রি করত। মার্টি ন লুথার এসে এর বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবাদ করে টিকিট বিক্রি বন্দ করেন।বর্তমানে যেহেতু ইসলামী মোল্লারা বেহেস্তের টিকিট বিক্রি শুরু করেছে, বোঝাই যাচ্ছে ইসলামের পরিনতিও খৃষ্টান ধর্মের মত হতে চলেছে। খুব তাড়াতাড়ি দেখবেন মানুষ এ ধরনের বেহেস্তের টিকিট বিক্রির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে। আসলে কোন মতবাদ তার চুড়ান্ত পর্যায়ে না গেলে তার পতন ঘটে না। ইসলাম বর্তমানে তার চুড়ান্তে পৌচেছে বলে ধরে নেয়া যায় আর তাই এখান থেকেই তার পতনের শুরু হবে এটা নিশ্চিত।

আমিও ভেবেছি বিষয়টি নিয়ে কেন মুসলমানরা পশ্চিমা দেশে গিয়ে আরও বেশী মুসলমান হয় , বেহেস্তের জন্য আরও বেশী লালায়িত হয়ে ওঠে। কারন যেটা মনে হয়েছে তা হলো- মুসলমানরা কাফেরদের দেশে গিয়ে নিজেদের খুব হীনমন্য ও ঈর্ষা বোধ করে। তাদের বিশ্বাস একমাত্র ইসলাম পারে শ্রেষ্ট ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিন্তু বাস্তবে হলো এর বিপরীত। তাই তারা মন থেকে এটা মেনে নিতে পারে না, শুরু হয় হিংসা, এ হিংসা থেকেই তারা কল্পনা করতে থাকে পশ্চিমা সমাজের চাইতে আরও উন্নত মোহাম্মদ কল্পিত বেহেস্তের। এ ধরনের ভাবনা বা কল্পন তাদেরকে কিছুটা মানসিক শান্তি দেয়। তা থেকেই তাদের মসজিদ ও মাদ্রাসায় এহেন দান খয়রাত ও বেহেস্তের টিকিট কেনার আকুলতা।

33. 33

বস্তাপচা

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ৭:২৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

শ্রদ্ধেয় ভবঘুরে সাহেবের বিভিন্ন সত্যনিষ্ঠ তথ্য এবং নিশ্ছিদ্র যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কোন শিক্ষিত বিবেক বুদ্ধি যুক্তি সম্পন্ন ভদ্রলোক/ভদ্রমহিলার পক্ষে 'বানোয়াট' বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। যারা এটি বোঝেন না বা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না তাদের সঙ্গে কোন যুক্তিতর্কে যাওয়া সময়ের অপচয়।

*অচেনা*এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:১২ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

শ্রদ্ধেয় ভবঘুরে সাহেবের বিভিন্ন সত্যনিষ্ঠ তথ্য এবং নিশ্ছিদ্র যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কোন শিক্ষিত বিবেক বুদ্ধি যুক্তি সম্পন্ন ভদ্রলোক/ভদ্রমহিলার পক্ষে 'বানোয়াট' বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। যারা এটি বোঝেন না বা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না তাদের সঙ্গে কোন যুক্তিতর্কে যাওয়া সময়ের অপচয়।

অসাধারণ বলেছেন ভাই। তবু খানিকটা বিনোদনের আশাতেই হাজি সাহেবের পোষ্টে মন্তব্য করছি 🙂 । দেখি উনার দৌড় কতদূর। দেখেছেন তো উনি ইতিমধ্যেই একাধিক আল্লাহর আমদানী করেছেন তাও নাকি কোরানের আলোকে 🙂 ।

34. 34
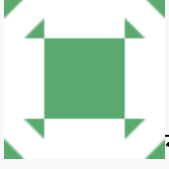
বস্তাপচা

জুন ২৬, ২০১২ সময়: ৭:৩৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মাননীয় ভবঘুরে সাহেব, আপনার উত্তরে (জুন ২২, ২০১২ at ৯:৫৯ অপরাহ্ণ) সহি বুখারী হাদিস থেকে কিছু সংশোধনী ছিল। আমার এক বন্ধু হাদিসের সূত্র সংখ্যা সংশোধনের ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারেন নি। উনি অন্তর্জালে দেখেছেন সব ঠিক আছে আর আপনার আগের নিবন্ধেও নাকি একই সূত্রের উল্লেখ আছে। ঘটনাটি একটু খোলসা করে মানে কোথায় কোন খানে সংশোধনটি হবে জানিয়ে দিলে খুব উপকার হয়। ধন্যবাদান্তে বস্তাপচা।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ১:১৪ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

ভাইজান ওটা হলো একটা বাক্যের অর্থ পরিবর্তন। সেটা হলো- **আপনি এখানে ধুলা উড়ান ওটা আমাদের পছন্দ** এর পরিবর্তে হবে - **আপনি এখানে উপদেশ দিন সেটা আমাদের পছন্দ** হবে । এছাড়া আর সব ঠিক আছে ।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুন ২৭, ২০১২ at ৬:০৯ অপরাহ্ণ

> জুন ২৭, ২০১২ at ১:১৪ অপরাহ্ণ
> ভবঘুরে এর জবাব: @বস্তাপচা, ভাইজান ওটা হলো একটা বাক্যের অর্থ পরিবর্তন। সেটা হলো- আপনি এখানে ধুলা উড়ান ওটা আমাদের পছন্দ এর পরিবর্তে হবে - আপনি এখানে উপদেশ দিন সেটা আমাদের পছন্দ হবে । এছাড়া আর সব ঠিক আছে ।

মাননীয় ভবঘুরে সাহেব, আপনার উক্ত পঙতিটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একেবারে সঠিক নির্দেশ থাকলে খুব ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন গোলা জনতা।

35. 35

 বেয়াদপ পোলা

জুন ২৭, ২০১২ সময়: ৪:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

দেখলাম ২৬৪ কমেন্ট , ভাবলাম কি না জানি কি, ওরে ... ঢুইকা দেখি সেই পুরান ক্যাচাল , এক লেবু চিপতেই আছে আছে, ফলাফল ঘোড়ার আণ্ডা, ।

উথেন জুম্ম এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ১১:২১ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

ঢুইকা দেখি সেই পুরান ক্যাচাল , এক লেবু চিপতেই আছে আছে , ফলাফল ঘোড়ার আণ্ডা, ।

ভাইজান আপনিও ঢুইকা লেবু চিপতে আসছেন নাকি ??

অচেনা এর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ১২:৩৬ অপরাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

দেখলাম ২৬৪ কমেন্ট , ভাবলাম কি না জানি কি, ওরে ... ঢুইকা দেখি সেই পুরান ক্যাচাল , এক লেবু চিপতেই আছে আছে, ফলাফল ঘোড়ার আণ্ডা, ।

ক্যাচালটা ততদিন চলবে যতদিন আপনাদের মত মানুষরা ইসলামের নামে মানবতাকে ধর্ষণ করে যাবেন।এটি কোন কচলানো লেবুর গল্প না। এটি পৃথিবীর বুকে এমন একটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই

যে ক্যান্সারের জন্ম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে এক ভণ্ড , বদমাশ , শিশু ধর্ষনকারি পিশাচের হাতে যার নামে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৮, ২০১২ at ১২:৩৭ অপরাহ্ন

আর ফলাফল যে ঘোরার আণ্ডা না সেটা আপনার মত লোকও ভাল করেই বুঝেন।

*বেয়াদপ পোলা*এর জবাব:

জুন ২৯, ২০১২ at ৭:৩০ পূর্বাহ্ন

@অচেনা, একজন আস্তিক তার বিশ্বাস থেকে কেন সরে আসবে? যদি নাস্তিকতা তাকে ধর্মাচরণ এর থেকে ভাল কিছু দেয় তবেই তো। চলুন দেখি ধর্ম আমাকে কি দেবে আর তার বদলে নাস্তিকতা কি দিতে পারবে বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে। এখানে ধর্ম বলতে আমি কেবল ইসলাম কেই বোঝাবো যেহেতু আমি মুসলিম। আমি নিশ্চিত অন্যান্য ধর্মের ও দেয়ার মত অনেক কিছু আছে।

ইসলাম বলে তোমরা নিয়মিত জামাতে নামাজ পর, তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্তের বন্ধন দৃঢ় হবে। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে তোমাদের চারপাশে চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশি। তাদের সুখ দুখের খোঁজ রাখ , বিপদে সাহায্য কর। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে তোমরা জাকাত দাও, অনেক গরিবের অভাব লাঘব হবে। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানর আগেই তার পারিশ্রমিক দাও, এটা তার হক। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার কর, এতিমের প্রতি জুলুম করনা, দুর্বলের প্রতি সদয় আচরণ কর, মানুষ তোমার ক্ষতি করলেও তাকে ক্ষমা করে দাও। নাস্তিকতা কি বলে , বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে অপচয় করনা, কারন তাতে আরেকজন তার প্রাপ্য থেকে কম পাবে। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে সৎ উপার্জন কর, নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

ইসলাম বলে অতিরিক্ত বিলাসী জীবন যাপন করনা। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?
এরকম অনেক কিছুই ইসলামে বলা আছে যা মেনে চললে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি আসবে। একজন ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী যা কখনই পাবে না।
তাহলে মানুষ নাস্তিক কেন হয়? সেটা তার ইচ্ছা, আমার কিছু বলার নাই। কিন্তু যাদের আমি এখানে ইসলামের নামে কুৎসা রটনা করতে দেখি তারা কেন করে ? কেউ না চাইলে সে ধর্ম পালন করবে না, চাইলে অপরকেও জানাবে সে কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু অশ্লীল ভাষায় কেন? এত উৎসাহের পিছনে কারন কি?
শুধু বিখ্যাত হওয়ার কৌশল মাত্র? ইসলামের পিছনে লাগা? মসজিদ ভাংগে ধার্মিকেরা, মন্দির ভাংগে ধার্মিকেরা আর যারা এই ভাঙ্গাভাঙ্গি উসকে দেয় তারাই হচ্ছে নাস্তিক আপনার মতো ।

উথেন জুম্ম এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ১:৪০ অপরাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,
ইছলামি গুনগান!!!আর এইখানে দেখেনতো ইছলাম কি বলে???
Allah is an enemy to unbelievers. – Sura 2:98
On unbelievers is the curse of Allah. – Sura 2:161

Slay them wherever ye find them and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. – 2:191

Fight against them until idolatry is no more and Allah's religion reigns supreme. (different translation:) Fight them until there is no persecution and the religion is God's entirely. – Sura 2:193 and 8:39

Fighting is obligatory for you, much as you dislike it. – 2:216
(different translation:) Prescribed for you is fighting, though it is hateful to you.
….. martyrs…. Enter heaven – Surah 3:140-43

If you should die or be killed in the cause of Allah, His mercy and forgiveness would surely be better than all they riches they amass. If you should die or be killed, before Him you shall all be gathered. – 3:157-8

You must not think that those who were slain in the cause of Allah are dead. They are alive, and well-provided for by their Lord. – Surah 3:169-71

Let those fight in the cause of God who sell the life of this world for the hereafter. To him who fights in the cause of God, whether he is slain or victorious, soon we shall give him a great reward. – Surah 4:74

Those who believe fight in the cause of God, and those who reject faith fight in the cause of evil. – 4:76

But if they turn renegades, seize them and slay them wherever you find them. – 4:89

Therefore, we stirred among them enmity and hatred, which shall endure till the Day of Resurrection, when Allah will declare to them all that they have done. – 5:14

O believers, take not Jews and Christians as friends; they are friends of each other. Those of you who make them his friends is one of them. God does not guide an unjust people. – 5:54

Make war on them until idolatry is no more and Allah's religion reigns supreme – 8:39

O Prophet! Exhort the believers to fight. If there are 20 steadfast men among you, they shall vanquish 200; and if there are a hundred, they shall rout a thousand unbelievers, for they are devoid of understanding. – 8:65

It is not for any Prophet to have captives until he has made slaughter in the land. – 8:67

Allah will humble the unbelievers. Allah and His apostle are free from obligations to idol-worshipers. Proclaim a woeful punishment to the unbelievers. – 9:2-3

When the sacred months are over, slay the idolaters wherever you find them. Arrest them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them. - 9:5

Believers! Know that idolators are unclean. - 9:28

Fight those who believe neither in God nor the Last Day, nor what has been forbidden by God and his messenger, nor acknowledge the religion of Truth, even if they are People of the Book, until they pay the tribute and have been humbled. - 9:29 (another source:) The unbelievers are impure and their abode is hell. (another source:) Humiliate the non-Muslims to such an extent that they surrender and pay tribute.

Whether unarmed or well-equipped, march on and fight for the cause of Allah, with your wealth and your persons. - 9:41

O Prophet! Make war on the unbelievers and the hypocrites. Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey's end. - 9:73

Allah has purchased of their faithful lives and worldly goods, and in return has promised them the Garden. They will fight for His cause, kill and be killed. - 9:111

Fight unbelievers who are near to you. 9:123 (different translation:
Believers! Make war on the infidels who dwell around you. Let them find harshness in you. (another source:) Ye who believe! Murder those of the disbelievers....
As for those who are slain in the cause of Allah, He will not allow their works to perish. He will vouchsafe them guidance and ennoble their state; He will admit them to the Paradise He has made known to them. - 10:4-15

Allah has cursed the unbelievers and proposed for them a blazing hell. - 33:60

Unbelievers are enemies of Allah and they will roast in hell. - 41:14

When you meet the unbelievers, smite their necks, then when you have made wide slaughter among them, tie fast the bonds, then set them free, either by grace or ransom, until the war lays down its burdens. - 47:4

(different translation:) When you meet the unbelievers in the battlefield, strike off their heads, and when you have laid them low, bind your captives firmly.
Those who are slain in the way of Allah - he will never let their deeds be lost. Soon will he guide them and improve their condition, and admit them to the Garden, which he has announced for them. - 47:5

Muslims are harsh against the unbelievers, merciful to one another. - 48:25

Muhammad is Allah's apostle. Those who follow him are ruthless to the unbelievers but merciful to one another. Through them, Allah seeks to enrage the unbelievers. - 48:29

Prophet! Make war on the unbelievers and the hypocrites and deal sternly with them. Hell shall be their home, evil their fate. - 66:9

The unbelievers among the People of the Book and the pagans shall burn forever in the fire of hell. They are the vilest of all creatures. - 98:51

Fight them so that Allah may punish them at your hands, and put them to shame. (verse cited in Newsweek 2/11/02)

—-
এর বিরুদ্ধে আপনার কি বলার আছে শুনি??

*বেয়াদপ পোলা*এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৩:২১ অপরাহ্ন
@উথেন জুম্ম, আপনি জন্য আফসোস, মাজখান মাজখান থেকে আয়াত তুলে এনে বিবৃতি দিচ্ছেন , কোথায় কোন প্রসঙ্গে সে আয়াত গুলি তৈরি হয়েছিল তা হয়ত জানার চেষ্টা করেননি, মনে রাখবেন কালো চশমা পড়ে দুধ এর গ্লাস এর দিকে চোখ রাখলে দুধ এর রঙ কাল এ দেখতে পারবেন এবং মনে করবেন দুধ এর রঙ কালো, আপনার অবস্থা কালো চশমা পড়ে দুধ দেখে দুধ এর রঙ কালো মনে করার মতো।

এইস এর জবাব:
জুন ৩০, ২০১২ at ১২:৪০ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,
একদম ঠিক কথা।

উথেন জুম্ম এর জবাব:
জুন ৩০, ২০১২ at ১০:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

মনে রাখবেন কালো চশমা পড়ে দুধ এর গ্লাস এর দিকে চোখ রাখলে দুধ এর রঙ কাল এ দেখতে পারবেন এবং মনে করবেন দুধ এর রঙ কালো, আপনার অবস্থা কালো চশমা পড়ে দুধ দেখে দুধ এর রঙ কালো মনে করার মতো।

হেঃ হেঃ একটু হেঁসে নিলাম।।ভাইজান কালো চশমা আপনি আমাকে জোড় করে পড়িয়েছেন না আমি আপনাকে পড়িয়েছে??
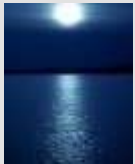
অচেনা এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১২ at ৮:৪৫ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

ইসলাম বলে তোমরা নিয়মিত জামাতে নামাজ পর, তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্তের বন্ধন দৃঢ় হবে। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

নিয়মিত জামাতে নামার পড়লে **মুসলিম** ভ্রাতৃত্তের বন্ধন দৃঢ় হবে। জুমার নামাজে খুতবাতে অ ন্য ধর্মের ইষ্টদেবতাদের গালি দেয়া হবে। তবে প্রতিবাদে কেউ মুসলিমদের ইষ্টদেবটা আল্লাহ আর ডেমি গড মুহাম্মাদকে কেউ কিছু বললে কল্লা ফেলে দেয়া হবে। প্রতিটি মুসলিম দেশে অন্য ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ কেন বলতে পারেন? মুসলিমরাতো সারা দুনিয়াতেই রীতিমত মাইক নিয়ে ধর্ম প্রচা র করে

বেড়ায়। **যাহোক নামাজ পড়ার সময়ে আপ্নারা তো অভিশাপ দিতে থাকেন তাই না? সুরা ফাতিহা ছাড়া তো নামায হয় না।** নাস্তিকরা কাউকে অভিশাপ দেয় না।এইটা শিখে রাখতে পারেন।

ইসলাম বলে তোমাদের চারপাশে চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশি। তাদের সুখ দুখের খোঁজ রাখ , বিপদে সাহায্য কর। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

৪১ নাম্বার ঘরটা কি দোষ করল ভাই?

ইসলাম বলে তোমরা জাকাত দাও, অনেক গরিবের অভাব লাঘব হবে। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

যাকাত? ২.৫% যাকাতে গরীব দুঃখীর অভাব দূর করা ? ভালই বলেছেন। আপনি নিজে আয়কর দেন এর থেকে অনেক বেশি হারে তাই না? তাহলে এই যাকাত শুধু গরিবের হক ? ভিক্ষা দিয়ে কোনদিন মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায় না। দেশকে দুর্নিতি মুক্ত রেখে সবাই মিলে যদি আয়কর নিয়মিত দেই আর সেটা নেতা নেত্রীর পকেটে না গিয়ে তবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।আসলে ২.৫% যাকাতের বিধান করে আসলে ইসলাম ধনিক শ্রেনীর স্বার্থ রক্ষা করেছে।এর থেকে সঠিক সময়ে সবাই আয়কর দিলে আর সেটার সদ্ব্যবহার করতে পারলে মানুষের দারিদ্র্য আরও ভাল করে ঘুচবে।

ইসলাম বলে তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানর আগেই তার পারিশ্রমিক দাও, এটা তার হক। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

বাস্তবে হয় বিপরীত জিনিস। মুসলিম দেশগুলোতেই শ্রমিক ন্যায্য মুল্য পায় না। গার্মেন্টস শ্রমিকদের হাল কি আমাদের দেশে সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না।আরব রাষ্ট্র গুলোতে তেল সম্পদ শেখদের হাতে কব্জা করে রাখা। শুধু কথা বললেই হবে না বাস্তবে প্রমান দিতে হবে। এই সিরিজটা পড়লে আপনি মুহাম্মদের লুটপাটের কথা আর গনিমত ভগের কথা জানতে পারবেন।

ইসলাম বলে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার কর, এতিমের প্রতি জুলুম করনা, **দুর্বলের প্রতি সদয় আচরণ কর,মানুষ তোমার ক্ষতি করলেও তাকে ক্ষমা করে দা** ও। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

মানুষ ক্ষতি করলে ক্ষমা করে দাও এটি মুলত খ্রিষ্টান ধর্মের শিক্ষা। যাহোক ইসলাম শান্তির ধর্ম না এই কথা যারা বলে তাদের কল্লা ফেলে দে, এভাবেই সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে থাকুন। বুখারির কিছু হাদিসও আছে (এই মুহূর্তে দিতে পারছিনা) এই ভাল ব্যবহার করা নিয়ে। পুরা সুরা তওবা তেই আছে ভাল ব্যবহারের নমুনা। আর হ্যাঁ দুর্বলের প্রতি ভাল ব্যবহার করা ? তাইতো আপনার নবী বদর প্রান্তে আবু সুফিয়ানের ৫০ জনের কাফেলা লুট করতে গেছিলেন ৩১৩ জন মানুষ নিয়ে তার ফলেই ত বদর যুদ্ধ বাধল।পরবর্তীতে ইহুদি নিধন প্রমান করে যে দুর্বলের প্রতি সদয় ব্যবহার ইসলামের শিক্ষা। আর যুদ্ধ বন্দিনীদের স্বামী আর বাবা ভাইদের মেরে তারপর বিছানায় গনীমত ভক্ষন সত্যি দুর্বলের প্রতি এরথেকে ভাল ব্যবহার আর নেই। নাস্তিকদের এইসব শেখা দরকার,কি বলেন?

ইসলাম বলে সৎ উপার্জন কর, নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

মুহাম্মদ থেকে শুরু করে খলিফারা আর তারপরের সাম্রাজ্যবাদি মুসলিম শাসকরা লুটতরাজ আর জিজিয়া কর থেকে ইনকাম করে ভোগ বিলাস করত। এর থেকে সৎ উপার্জন আর কি হবে পারে?

ইসলাম বলে অতিরিক্ত বিলাসী জীবন যাপন করনা। নাস্তিকতা কি বলে, বা এর বিরুদ্ধে নাস্তিকদের কি বলার আছে?

উত্তরটা আগেই দিয়েছি।গনিমত জিজিয়া, আর তারপর থেকে উমাইয়া আমলের শুরু থেকেই মুসলিম শাসকরা যে কি বিলাসী জীবনযাপন করত তাতো মুসলিমদের লেখা ইসলামের ইতিহাস পড়লেই পাবেন।

এরকম অনেক কিছুই ইসলামে বলা আছে যা মেনে চললে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি আসবে। একজন ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী যা কখনই পাবে না।

জি ঠিক বলেছেন,নারীদের নিকাব পরে চলা,৪টা বিয়ে করা, এসএমএস এর মাধ্যমে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করা, তারপর আবার বিয়ে,অনেকটা কচি মাল ধরে আন টাইপের কাজ আর কি (অসংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত)।কি মজা আর কি সুখ , বুড়ো কালে নাতনীর বয়সী মেয়ে বিয়ে করা। ৫৩ বছরের স্বামী, ৬ বছরের বউ। আলহামদুলিল্লাহ।

মসজিদ ভাংগে ধার্মিকেরা, মন্দির ভাংগে ধার্মিকেরা আর যারা এই ভাঙ্গাভাঙ্গি উসকে দেয় তারাই হচ্ছে নাস্তিক আপনার মতো ।

না নাস্তিক রা না বরং ধার্মিকরা এই কাজ করে থাকে। আপনার মত ধার্মিক তারা।জুমার নামাজের সময় তাই হিন্দুরা পুজার ঢোল বাজাতে পারবে না। বাজালে আল্লাহু আকবর মার শালাদের।

36. 36

ভবঘুরে

জুন ২৭, ২০১২ সময়: ১:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এডমিন এর দৃষ্টি আকর্ষণ:

এধরনের একটা নিবন্ধ লিখতে প্রচুর পড়াশুনা ছাড়াও কঠিন ধৈর্য্য লাগে। কিন্তু তা থেকে যদি বেশী সংখ্যক পাঠক উপকৃত হতে না পারে , তাহলে এ ধরনের পরিশ্রম তো অর্থ হীন হয়ে যায়। আমার অধিকাংশ নিবন্ধই এখন স্বাভাবিক ভাবেই ২৫০০ বারের বেশী হিট হয় আর তা নিশ্চয়ই নিবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের কারনে। এত দ্রুত প্রথম পৃষ্ঠা থেকে নিবন্ধ সরে গেলে এ ধরনের লেখার প্রতি আগ্রহ কতটা থাকবে বলা মুস্কিল। কেউ কেউ দেখলাম বিষয়টি নিয়ে অনুরোধও জানিয়েছেন। ভেবেছিলাম সে অনুরোধে কাজ হবে। কিন্তু তা না হওয়াতে , বিষয়টি এডমিনের দৃষ্টিতে আনছি। মুক্তমনার উদ্দেশ্য যদি মুক্ত মনের মানুষ তৈরী হয়, কিন্তু কিভাবে সেটা হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য জোর অনুরোধ রাখছি।

*অচেনা*এর জবাব:

জুন ২৭, ২০১২ at ৬:১৩ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে, আমিও ভাই আপনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আবার অ্যাডমিনদের কাছে জোর অনুরোধ রাখছি।

37. 37

স্টয়িক রাসেল

জুন ২৭, ২০১২ সময়: ৯:০১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাই , আপানারা ত দেখি সিরিয়াস হয়ে গেলেন । আরে আমি ত জাহান্নাম নিয়ে একটু মজা করছিলাম। জাহান্নাম , জান্নাত যে মিথ্যা এটা অবশ্য মুক্তমনা না থাকলে বুঝতেই পারতাম না। যাহোক জাহান্নাম নিয়ে আরেকটা মজার কথা বলি । আমার এক ফ্রেন্ড একদিন বলতেছে, আচ্ছা হলিউড, বলিউডের নায়িকাদের কি অবস্থা হবে? তখন একজন বলল কেন দোজখে । সাথে সাথে আরেকজন বলে উঠল । নারে দোস্ত এরা ট দেখি জানাতে চলে যাচ্ছে । মমিন বান্দারা যদি আল্লাহ্‌র কাছে আবদার করে আল্লা আমার এশকে চাই , কারিনাকে চাই, জোলি কে চাই তখন আল্লাহ কি মমিন বান্দাদের হতাশ করতে পারবে?

অচেনাএর জবাব:
জুন ২৮, ২০১২ at ৭:১৫ অপরাহ্ণ
@স্টয়িক রাসেল,

ভাই , আপানারা ত দেখি সিরিয়াস হয়ে গেলেন ।আরে আমি ত জাহান্নাম নিয়ে একটু মজা করছিলাম।

আমি এটা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছি ভাই। আর আমার মনে হয় যে এটা অনেকেই পরে বুঝতে পেরেছে। । তাই সিরিয়াস হবার কিছু নাই।

নারে দোস্ত এরা ট দেখি জানাতে চলে যাচ্ছে । মমিন বান্দারা যদি আল্লাহ্‌র কাছে আবদার করে আল্লা আমার এশকে চাই , কারিনাকে চাই, জোলি কে চাই তখন আল্লাহ কি মমিন বান্দাদের হতাশ করতে পারবে?

ঠিক আমিও এক ধার্মিক স্ত্রীর নাস্তিক স্বামী কে খুব ভাল করে চিনি। স্ত্রীর কাজ হল স্বামীকে নামাজ পড়ানর চেষ্টা করা। কারন স্ত্রী চায় জান্নাতে তার সাথে একসাথে থাকতে। স্বামী বলে যে সমস্যা কি জান্নাতে যা চাইবে তুমি তাই পাবে কাজেই আমি জাহান্নামে গেলেও সমস্যা নাই, তুমি আল্লাহ কে বলবে যে আমি জান্নাতে আমার স্বামীকে চাই অম্নি আল্লাহ আমাকে (স্বামী) জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন কারণ এটা আল্লাহর ওয়াদা।

38. 38

বস্তাপচা

জুন ২৮, ২০১২ সময়: ৯:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাই অচেনা, আপনারা কয়েকজন দেখছি পাগল ছাগলদের আল্লার (?) জান্নাতবাসী করেই ছাড়বেন। বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করে যারা আসছে তাদের সুচিন্তিত কড়া মন্তব্য করে বৃহৎ শুকরাদ্য ঘৃত হুল সহযোগে ফের সেবন করানোর জন্য আপনাদের দোজখ (?) গমন নিশ্চিত। সুকান্ত আর আপনি তো

যাবেনই যাবেন আমিও লাইনে আছি। খেয়াল রাখবেন আমাদের লক্ষ্য এক, সুতরাং কোন ভুল বোঝাবুঝি আমাদের মধ্যে যেন কখনই না হয়। আন্তরিক শুভেচ্ছা।
@ রাজেশ তালুকদার: নিকের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। আমি কোনদিন ভাবি নি মুক্তমনায় মন্তব্য করার কোন যোগ্যতা আমার আছে। বস্তাপচা নিকটা আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মন্তব্য করতে গিয়ে হঠাৎ ভেবেছিলাম তার কারণ হল যে কোন প্রচলিত ধর্মই আমার কাছে বস্তাপচা এবং অর্থহীন। নিক কোন ভাবে আকর্ষণীয় করার কথা মাথায় ছিল না। আমি আগে যা লিখেছি সেটা ইংরেজী ভাষায়। তার কোন প্রতিলিপি আমার কাছে নেই। আপনার মুগ্ধতার পরশ আমার অযোগ্য মাথা পেতে নিলাম। ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন, মুক্তমনাকেও সুস্থ সবল রাখুন। আন্তরিক শুভেচ্ছা।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
জুন ২৯, ২০১২ at ৬:৫১ পূর্বাহ্ণ
@বস্তাপচা,

নিক কোন ভাবে আকর্ষণীয় করার কথা মাথায় ছিল না।

ছিল না তাতে কি। এখন তো আপনি নিয়মিত সুচিন্তিত মন্ত ব্য করে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে আপনি হয়তো একদিন মুক্তমনার সদস্য পদ লাভ করবেন। আপনার কাছে থেকে নিয়মিত লেখা আসতে থাকবে। এখানে যারা সদস্য হয়েছেন অনেকেই কম বেশি পাঠক, মন্তব্যকারি পরিশেষে লেখক হিসাবে নিজেকে উন্নিত করেছেন। আমার ব্যক্তিগত মত- ছদ্ম নিকটা আকর্ষনীয় না হলে কেমন যেন উদ্ভট দেখায়।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১২ at ৮:৫১ পূর্বাহ্ণ
@বস্তাপচা, আপনাকেও শুভেচ্ছা ভাই। যাক তারা জান্নাতে গিয়ে হুর নিক সমস্যা কি/ আমরা না হয় দোজখেই গেলাম, কপালে লেখা আছে রে ভাই, তাই রেডি থাকেন, আমি আপনি সবাই দুনিয়াতেই দোজখবাসের মহড়া দিয়ে রাখি (ধার্মিকদের কথা অনুসারে)
সকালে গরম চা খান ভাই সাথে এটাও

39. 39

বস্তাপচা

জুন ২৯, ২০১২ সময়: ১০:০৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মাননীয় অ্যাডমিন মহোদয়, অনুরোধ করি যদি কোন সমস্যা না হয় তবে আমার 'বস্তাপচা' নিকটি পরিবর্তন করে 'সহমর্মী' নিক করে দিলে বাধিত হব। ধন্যবাদ।

40. 40

বস্তাপচা

জুন ২৯, ২০১২ সময়: ১২:৩৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনা সত্যই এক অনন্য সাইট যেখানে কোন পক্ষপাতিত্বের নামগন্ধ নেই। কিন্তু মুক্তমনার এই পক্ষপাতিত্বহীনতার সুযোগ নিচ্ছে (দুঃখিত , নিচ্ছেন লিখছিনা) ভদ্রলোক সজ্জার বহু বহু দূরে থাকা কিছু তথা কথিত মানুষ। মুক্তমনাকে "প্রহসন" এবং "অভিজিতের মত প্রকাশের ব্লগ" মন্তব্য করার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।
এবার থেকে ছাগল পাগলদের উসকে সাঁকো নাড়িয়ে বাঁদর নাচ বা ছাগলদের হনুকরণ দেখে যুক্তিবাদীদের বিশুদ্ধ বিনোদনে কারও আন্তরিক সমর্থন থাকলে তাকে বোধ হয় আর দোষ দেওয়া যাবে না।

41. 41
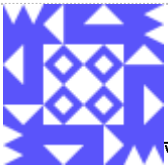
অর্নিবান

জুন ২৯, ২০১২ সময়: ৭:০২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

লিখাটি পরে আমার অনেক ভাল লেগেছে। এতটাই ভাল লেগেছে যে মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম। প্রথমত আপনার যুক্তি, তথ্য এবং রেফারেন্স এর মধ্যমে বুঝানোর জন্য। আরো ভাল লাগছে যে এখানে যারা মন্তব্য করেছেন সবাই অনেক জ্ঞানী এবং অনেক কিছু জানেন।

ক্ষমা করবেন আমি আপনাদের লিকা ও মন্তব্য গুলি পড়ে ছোটবেলার একটা প্রশ্ন মনে পড়ে গেল.. মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। "মা ? পৃথিবী যদি সৃষ্টিকর্ত সৃষ্টি করেন তাহলে উনারে সৃষ্টি করলেন কে ? আর উনি যদি নিজে সৃষ্টি হতে পারেন তাহলে পৃথিবী কেন পারে না ?

ক্ষমা প্রার্থনা করছি যদি মন্তব্যে কোন ভুল হয়ে যায়।

বেয়াদপ পোলা এর জবাব:
জুন ৩০, ২০১২ at ১২:৫৮ অপরাহ্ণ
@অর্নিবান, ভাবতে শিখুন......... এভাবে ভাবতে গেলে কোথাও এক জাগাই আপনাকে থেমে যেতে হবে, ভাবতে শিখুন বীজ বুনলাম গাছ হোল, কিন্তু বীজ বুনা থেকে গাছ হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির কোন শক্তি কাজ করল? যে কম্পিউটার দিয়ে এখানে কমেন্ট করছেন সেটার ও উদ্ভাবক আছে।

অর্নিবান এর জবাব:
জুলাই ৩, ২০১২ at ১২:২২ পূর্বাহ্ণ
@বেয়াদপ পোলা,

আমি বুঝতে পারলাম না যে আপনি আমকে কি বুঝাতে চাইলেন। আর যেটাই হোক না কেন এটা বুঝতে পারছি যে "কোন বিষয়ে জানতে হলে তার ব্যাপারে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে নেওয়া উচিত।

আর কম্পিউটার এর উদ্ভাবক আছে এবং সেটা প্রমানিত, আর যদি কেউ সেটা অস্বিকার করে থাকে তাহলে ১ কোটি ক্যামেরার সামনে/ মিডিয়ার সামনে আবার তাকে আবার তৈরী করে দেখানো সম্ভব। কিন্তু. . .

আর ভাবনা না জ্ঞান এবং সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে জানতে এবং শিখতে চাই। আশা করি আপনারা সবাই সাহায্য করবেন।

42. 42

কৌস্তুভ

জুলাই ৫, ২০১২ সময়: ৯:০২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার এই সিরিজের প্রতিটি পর্বেই মুমিনদের বিশাল লাফঝাঁপ দেওয়া একেবারে রুটিন হয়ে যাচ্ছে দেখছি 😋

43. 43

খঞ্জর

আগস্ট ৮, ২০১২ সময়: ৮:০৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কি পুরুষের উপভোগের যৌন মেশিন ?
ইসলামে কি পুরুষকে স্ত্রীর ওপর যথেচ্ছ যৌনাচারের ফ্রি লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ?

স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র - কেন এই আয়াত?

ইসলামে কি নারীদের যৌন চাহিদার কোন স্বীকৃতি নেই ?

ইসলামে কি যৌন অধিকার একতরফাভাবে পুরুষকে দেওয়া হয়েছে ?]

ভূমিকা
ইসলামের সমালোচকরা অনেকে বুঝাতে চান যে ইসলামে নারীদের যৌন চাহিদার কোন মূল্য নাই , বরং এই ব্যাপারে পুরুষকে একতরফা অধিকার দেওয়া হয়েছে , পুরুষ যখন ইচ্ছা তখন যৌন চাহিদা

পূরণ করবে আর স্ত্রী সেই চাহিদা পূরণের জন্য সদা প্রস্তু ত থাকবে। এই ধারণার পেছনে কুরআন আয়াত এবং হাদিসের অসম্পূর্ণ পাঠের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত কুরআনের কিছু আয়াত বা কিছু হাদিস দেখে কোন বিষয় সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয় , বরং তা অনেক ক্ষেত্রেই পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে। কোন বিষয় সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সেই সংক্রান্ত কুরআনের সবগুলো আয়াত এবং সবগুলো হাদিসকে সামনে রাখতে হবে। যা হোক, আমার এই লেখার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু দেখানো ইসলামে নারীদের যৌন চাহিদার কোন স্বীকৃতি আছে কি -না। আসুন চলে যাই মূল আলোচনায়।

পরিচ্ছেদ ১

কেন এই দাবি?

সূরা বাকারার ২২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

أَنَّىٰشِئْتُمْنِسَاؤُكُمْحَرْثٌلَّكُمْفَأْتُواْحَرْثَكُمْ

Your wives are a tilth for you, so go to your tilth, when or how you will

তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। [অনুবাদ সূত্র]

হঠাৎ করে এই আয়াতাংশ কারো সামনে পেশ করা হলে মনে হতে পারে যে এখানে পুরুষকে যখন ইচ্ছা তখন তার স্ত্রীর সাথে যৌনাচার অবাধ অনুমতি দেওয়া হচ্ছে - এমনকি স্ত্রীর সুবিধা-অসুবিধার দিকেও তাকানোর কোন প্রয়োজন যেন নেই। যারা এই ধরণের ধারণার প্রচারণা চালান তারা সাধারণত এই আয়াতটি উল্লেখ করার পর তাদের ধারণার সাপোর্টে কিছু হাদিসও পেশ করেন , যেমন-

কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর বিছানা পরিহার করে রাত কাটায় তবে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। (মুসলিম, হাদিসের ইংরেজি অনুবাদ-৩৩৬৬)

উপরিউক্ত আয়াতাংশ এবং এই ধরণের কিছু হাদিস পেশ করে অনেকেই এটা প্রমাণ করতে চান ইসলাম কেবল পুরুষের যৌন অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নারীকে যৌন মেশিন হিসেবে যখন তখন ব্যবহারের ফ্রি লাইসেন্স দিয়ে রেখেছে। সোজা কথায় ইসলামে যৌন অধিকার যেন একতরফাভাবে পুরুষের! আসলেই কি তা ই?

পরিচ্ছেদ ২

২.১ কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদকারি কুরআনের ২:২২৩ আয়াত সংক্রান্ত বিভ্রান্তির নিরসন

মদিনার ইহুদিদের মধ্যে একটা কুসংস্কার এই ছিল যে , কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে পেছন দিক থেকে যোনিপথে সঙ্গম করত তবে বিশ্বাস করা হতো যে এর ফলে ট্যারা চোখবিশিষ্ট সন্তানের জন্ম হবে। মদিনার আনসাররা ইসলামপূর্ব যুগে ইহুদিদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। ফলে আনসারগণও এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন। মক্কাবাসিদের ভেতর এই কুসংস্কার ছিল না। মক্কার মুহাজিররা হিজরত করে মদিনায় আসার পর, জনৈক মুহাজির যখন তার আনসার স্ত্রীর সাথে পেছন দিক থেকে সঙ্গ ম করতে গেলেন, তখন এক বিপত্তি দেখা দিল। আনসার স্ত্রী এই পদ্ধতিকে ভুল মনে করে জানিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুমতি ব্যতিত এই কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না। ফলে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছে গে ল। এ প্রসঙ্গেই কুরআনের আয়াত (২:২২৩) নাযিল হয়, যেখানে বুঝানো হচ্ছে- সামনে বা পেছনে যেদিক দিয়েই যোনিপথে গমন করা হোক না কেন, তাতে কোন সমস্যা নেই। শস্যক্ষেত্রে যেদিক দিয়ে বা যেভাবেই গমন করা হোক না কেন তাতে শস্য উৎপাদনে যেমন কোন সমস্যা হয় না, তেমনি স্বামী তার স্ত্রীর যোনিপথে যেদিক দিয়েই গমন করুক না কেন তাতে সন্তান উৎপাদনে কোন সমস্যা হয় না এবং এর সাথে ট্যারা চোখবিশিষ্ট সন্তান হবার কোন সম্পর্ক নেই। বিস্তারিত তাফসির পড়ে দেখতে পারেন।

কাজেই এই আয়াতের উদ্দেশ্য ইহুদিদের প্রচারিত একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন , স্ত্রীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ না রেখে যখন তখন অবাধ যৌনাচারের অনুমোদন নয়। যারা মনে করেন কুরআনে ইহুদি খৃষ্টানদের কিতাব থেকে ধার করা হয়েছে বা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদি খৃষ্টানদের থেকে শুনে শুনে কুরআন রচনা করেছেন , এই আয়াত তাদের জন্য বেশ অস্বস্তিকর বটে! প্রকৃত মুক্তচিন্তার অধিকারীদের বরং এই আয়াতের প্রশংসা করার কথা ছিল , কিন্তু প্রশাংসার যোগ্য আয়াতটিকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে।

২.২ ফেরেশতাদের অভিশাপ সংক্রান্ত হাদিসটির বিশ্লেষণ

এবার ফেরেশতাদের অভিশাপ করা সংক্রান্ত ওপরের হাদিসটার কথায় আসি। এই হাদিসটা বুখারিতেও এসেছে আরেকটু পূর্ণরূপে এভাবে:

যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে (যেমন- সঙ্গম করার জন্য), আর সে প্রত্যাখান করে ও তাকে রাগান্বিত অবস্থায় ঘুমাতে বাধ্য করে , ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ করতে থাকে। [বুখারি, ইংরেজি অনুবাদ ভলি- ৪/বুক-৫৪/৪৬০]

একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন ,

স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়ায় স্বামী রাগান্বিত হয়ে কী করছে?

স্ত্রীর ওপর জোর-জবরদস্তি করে নিজের যৌন অধিকার আদায় করে নিচ্ছে?

নাকি ঘুমিয়ে পড়েছে?

এই হাদিসে নারী কর্তৃক স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে স্ত্রীর সমালোচনা করা হলেও পুরুষকে কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে নিজ অধিকার আদায়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে না। আবার স্ত্রী যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন সঙ্গত ওজরের কারণে যৌনাচার হতে বিরত থাকতে চান, তবে তিনি কিছুতেই এই সমালোচনার যোগ্য হবেন না, কেননা ইসলামের একটি সর্বস্বীকৃত নীতি হচ্ছে :

আল্লাহপাক কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না [২:২৮৬]

আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করি না। [২৩:৬২]

২.৩ ইসলাম কি শুধু নারীকেই সতর্ক করেছে?

এটা ঠিক যে ইসলাম স্ত্রীদেরকে স্বামীর যৌন চাহিদার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছে, কিন্তু স্বামীকে নিজ চাহিদা আদায়ের ব্যাপারে উগ্র হবার কোন অনুমতি যেমন দেয়নি তেমনি স্বামীকেও স্ত্রীর যৌন চাহিদার প্রতি যত্নবান হবার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম স্ত্রীকে বলেছে যদি রান্নরত অবস্থায়ও স্বামী যৌন প্রয়োজনে ডাকে তবে সে যেন সাড়া দেয়, অন্য দিকে পুরুষকে বলেছে সে যেন তার স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে, স্ত্রীর কাছে ভালো সাব্যস্ত না হলে সে কিছুতেই পূর্ণ ঈমানদার বা ভালো লোক হতে পারবে না। এই কথা জানার পরও কোন পুরুষ কি স্ত্রীর সুবিধার প্রতি কোনরূপ লক্ষ না রেখেই যখন তখন তাকে যৌন প্রয়োজনে ডাকবে? ইসলাম পুরুষকে এব্যাপারেও সাবধান করে দিয়েছে যে নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে স্ত্রীর যৌন চাহিদার কথাকে সে যেন ভুলে না যায়। অনেকে হয়ত ভাবছেন, কী সব কথা বলছি, কোথায় আছে এসব?

চলুন সামনে এগিয়ে দেখি।

পরিচ্ছেদ ৩

৩.১ ইসলামে স্ত্রীর সাথে সদাচরণের গুরুত্ব

নিচের হাদিসগুলো একটু ভালো করে লক্ষ করুন:

হাদিস-১

আবুহুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন , ঈমানওয়ালাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি , যার আচার-আচরণ উত্তম। আর তোমাদের মাঝে তারাই উত্তম যারা আচার-আচরণে তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। [তিরমিযি, হাদিস নং ১০৭৯]

হাদিস-২

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন , মুমিন মু'মিনা(স্ত্রী)র প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না। যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দনীয় হয় তবে আরেকটি অভ্যাস তো পছন্দনীয় হবে। [মুসলিম হাদি স নং-১৪৬৯, ২৬৭২]

হাদিস-৩

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন , ঈমানওয়ালাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার আচার-আচরণ উত্তম এবং নিজ পরিবারের জন্য অনুগ্রহশীল। [তিরমিযি , হাদিস নং- ২৫৫৫]

৩.১.১ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে:

৩.১.১.১ মু'মিন পুরুষ তার মু'মিনা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ রাখতে পারবে না।

৩.১.১.২ সদাচারী এবং স্ত্রী-পরিবারের প্রতি কোমল, নম্র, অনুগ্রহশীল হওয়া ঈমানের পূর্ণতার শর্ত।

৩.১.১.৩ কোন পুরুষ যদি উত্তম হতে চায় তাকে অবশ্যই তার স্ত্রীর কাছে উত্তম হতে হবে।

একজন মুসলিমের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে তার ঈমান - যে ঈমানের জন্য সে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতেও কুণ্ঠিত হয় না - সেই ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য স্ত্রীর সাথে সদাচারী ,

নমনীয় এবং অনুগ্রহশীল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কোন মুসলিম উত্তম বলে বিবেচিত হতেই পারবে না যদি না স্ত্রীর সাথে তার আচার-আচরণ উত্তম হয়।

৩.১.২ এখন প্রশ্ন হলো-

৩.১.২.১ যে স্বামী তার স্ত্রীর যৌন চাহিদার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে না, সে কি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম হতে পারে?

৩.১.২.২ অথবা যে স্বামী তার স্ত্রীর সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রেখে যখন তখন তার স্ত্রীর সাথে যৌনকার্যে লিপ্ত হয় সে কি তার স্ত্রীর কাছে উত্তম হতে পারে?

৩.১.৩ উত্তর হচ্ছে, পারে না। একজন ভালো মুসলিম যেমন স্ত্রীর জৈবিক চাহিদার প্রতি যত্নবান হবে , তেমনি নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টিও করবে না যা তার স্ত্রীর জন্য কষ্টকর হয়। স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ করে কেউ তার স্ত্রীর কাছে ভালো হতে পারে না আর পরিপূর্ণ মু'মিনও হতে পারে না।

৩.২ ইসলামে স্ত্রীর যৌন চাহিদার প্রতি গুরত্ব

ইসলাম নারীর যৌন অধিকারকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় না বরং এ ব্যাপারে কতটুকু সচেতন নিচের হাদিসটি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন সে যেন পরিপূর্ণভাবে (সহবাস) করে। আর তার যখন চাহিদা পূরণ হয়ে যায় (শুক্রস্খলন হয়) অথচ স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ থাকে, তখন সে যেন তাড়াহুড়া না করে। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক , হাদিস নং-১০৪৬৮]

কী বলা হচ্ছে এখানে? সহবাসকালে পুরুষ তার নিজের যৌন চাহিদা পুরো হওয়া মাত্রই যেন উঠে না যায়, স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ হওয়া পর্যন্ত যেন বিলম্ব করে। এরকম একটা হাদিস চোখ দিয়ে দেখার পরও কারো জন্য এমন দাবি করা কি ঠিক হবে যে ইসলামে নারীদের যৌন চাহিদার কোন স্বীকৃতি নেই!

এসব তো গেল উপদেশ। কিন্তু বাস্তবে কেউ যদি এসব উপদেশ অনুসরণ না করে তাহলে এই ধরণের পুরুষদের সতর্ক করা তার অভিভাবক এবং বন্ধুদের যেমন দায়িত্ব তেমনিস্ত্রীরাও তাদের স্বামিদের

বিরুদ্ধে ইসলামি রাষ্ট্রের কাছে নালিশ করার অধিকার রাখে। এধরণের কিছু ঘটনা পরিচ্ছেদ চারে আসছে।

এছাড়া সঙ্গমকালে স্ত্রীকে যৌনভাবে উত্তেজিত না করে সঙ্গম করাকে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তাতে স্বামীর চাহিদা পূরণ হলেও স্ত্রীর চাহিদা পূরণ হয় না এবং স্ত্রীর জন্য তা কষ্ট কর হয়। পরিচ্ছেদ পাঁচে এই ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে।

পরিচ্ছেদ ৪

এই পরিচ্ছেদে আমরা কিছু দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে স্ত্রীর যৌন অধিকারের প্রতি অবহেলা করার কারণে স্বামীকে সতর্ক করা হয়েছে, এমনকি স্বামীর বিরুদ্ধে ইসলামি শাসকের কাছে নালিশ পর্যন্ত করা হয়েছে।

দৃষ্টান্ত-১

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত:

হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) এর স্ত্রী মলিন বদন এবং পুরাতন কাপড়ে নবী করিম (সা.) এর বিবিদের কাছে এলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? কুরাইশদের মাঝে তোমার স্বামী থেকে ধনী কেউ নেই। তিনি বললেন, এতে আমাদের কি হবে? কেননা আমার স্বামীর রাত নামাযে কাটে ও দিন রোযায় কাটে। তারপর নবী করিম (সা.)প্রবেশ করলেন। তখন নবীজীর স্ত্রীগণ বিষয়টি তাকে বললেন। অত:পর হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি তাকে বললেন,-“আমার মধ্যে কি তোমার জন্য কোন আদর্শ নাই?” হযরত ওসমান (রা.) বললেন, কী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ? আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! তখন তিনি বললেন- “তবে কি তোমার রাত নামাযে আর দিন রোযায় কাটে না? অথচ তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে, আর তোমার উপর তোমার শরীরেও হক রয়েছে, তুমি নামাযও পড়বে, আবার ঘুমাবেও, আর রোযাও রাখবে আবার ভাঙ্গবেও”। তিনি বললেন তারপর আরেকদিন তার স্ত্রী পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিত অবস্থায় এলেন যেন নববধু। [মাজমায়ে জাওয়ায়েদ , হাদিস নং ৭৬১২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং-৩১৬]

দৃষ্টান্ত-২:

আবু জুহাইফা (রা.) বলেন:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালমান (রা.) এবং আবু দারদা (রা.) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। সালমান (রা.) আবু দারদা (রা.) এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন আর উম্মে দারদা (রা.) [আবু দারদা (রা.)এর স্ত্রী] -কে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাকে তার ঐ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার চাহিদা নাই"। এর মধ্যে আবু দারদা এলেন এবং তার (সালমানের) জন্য খাবার তৈরি করলেন আর বললেন, "খাবার গ্রহণ করো কারণ আমি রোযা আছি"। সালমান(রা.) বললেন, "তুমি না খেলে আমি খাচ্ছি না"। কাজেই আবু দারদা(রা.) খেলেন। যখন রাত হলো, আবু দারদা (রা.) উঠে পড়লেন (রাতের নামায পড়ার জন্য)। সালমান (রা.) বললেন, "ঘুমাও"; তিনি ঘুমালেন। পুনরায় আবু দারদা উঠলেন (নামাযের জন্য), আর সালমান (রা.) বললেন, "ঘুমাও"। রাতের শেষ দিকে সালমান (রা.) তাকে বললেন, "এখন ওঠো (নামাযের জন্য)"। কাজেই তারা উভয়ে নামায পড়লেন এবং সালমান (রা.) আবু দারদা (রা.)কে বললেন, "তোমার ওপর তোমার রবের হক রয়েছে; তোমার ওপরে তোমার আত্মার হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে; কাজেই প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক প্রদান করা উচিত"। পরে আবু দারদা (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং একথা তার কাছে উল্লেখ করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সালমান সত্য বলেছে।" [বুখারি, হাদিস নং -১৮৬৭]

দৃষ্টান্ত-৩:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমার পিতা একজন কুরাইশি মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। উক্ত মেয়ে আমার ঘরে আসল। আমি নামায রোযা ইত্যাদি এবাদতের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তির দরুণ তার প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ দিলাম না। একদিন আমার পিতা-আমর ইবনে আস (রা.) তার পুত্রবধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন , তোমার স্বামীকে কেমন পেয়েছ? সে জবাব দিল, খুবই ভালো লোক অথবা বললো খুবই ভালো স্বামী। সে আমার মনের কোন খোঁজ নেয় না এবং আমার বিছানার কাছেও আসে না। এটা শুনে তিনি আমাকে খুবই গালাগাল দিলেন ও কঠোর কথা বললেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একজন কুরাইশি উচ্চ বংশীয়া মেয়ে বিয়ে করিয়েছি আর তুমি তাকে এরূপ ঝুলিয়ে রাখলে ? তিনি নবী করিম (সা.) এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তিনি আমাকে ডাকালেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দিনভর রোযা রাখ? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রাতভর নামায পড়? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, কিন্তু আমি রোযা রাখি ও রোযা ছাড়ি, নামায পড়ি ও ঘুমাই, স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি আগ্রহ রাখে না সে আমার দলভুক্ত না। [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং- ৬৪৪১]

দৃষ্টান্ত-৪:

কাতাদাহ (রহ.) বলেন, একজন মহিলা উমর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আমার স্বামী রাতভর নামায পড়েন এবং দিনভর রোযা রাখেন। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমি তাকে রাতে নামায পড়তে ও দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করি? মহিলাটি চলে গেলেন। তারপর আবার এসে পূর্বের ন্যায় বললেন। তিনিও পূর্বের মতো উত্তর দিলেন। কা 'ব বিন সূর (রহ.) বললেন, আমিরুল মু'মিনিন, তার হক রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কীরূপ হক? কা'ব (রহ.) বললেন, কা'ব (রহ.) বললেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্য চার বিবাহ হালাল করেছেন। সুতরাং তাকে চারজনের একজন হিসেব করে প্রত্যেক চার রাতের এক রাত তার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর প্রত্যেক চার দিনের একদিন তাকে দান করুন। উমর(রা.) তার স্বামীকে ডেকে বলে দিলেন যে, প্রতি চার রাতের একরাত তার কাছে যাপন করবে এবং প্রতি চারদিনের একদিন রোযা পরিত্যাগ করবে। [মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং: ১২৫৮৮]

পরিচ্ছেদ ৫

ইসলামে শৃঙ্গারের গুরুত্ব

ইসলাম সঙ্গমের পূর্বে স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি বা শৃঙ্গার করার প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করে। স্ত্রীর যৌনাঙ্গকে সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত না করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে- যা স্ত্রীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর- ইসলামে 'পশুর ন্যায় সঙ্গম করা' বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং সঙ্গমের আগে শৃঙ্গার এবং আবেগপূর্ণ চুম্বন করাকে সুন্নাতে মু ওয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। এই পরিচ্ছদে জনৈক মহিলা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে দারুল-ইফতা, Leicester, UK থেকে প্রদানকৃত একটি ফতোয়ার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করবো যাতে ইসলামে শৃঙ্গারের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে :

ইমাম দাইলামি(রহ.) আনাস বিন মালিক(রা.) এর বরাতে একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন যে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে , "কেউ যেন পশুর মতো তার স্ত্রী হতে নিজের যৌন চাহিদাকে পূরণ না করে , বরং তাদের মধ্যে চুম্বন এবং কথাবার্তার দ্বারা শৃঙ্গার হওয়া উচিত।" (দাইলামি'র মুসনাদ আল-ফিরদাউস, ২/৫৫)

ইমাম ইবনুল কাউয়্যিম(রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'তিব্বে নববী'তে উল্লেখ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শৃঙ্গার করার আগে সঙ্গম করতে নিষেধ করেছেন।(দেখুন: 'তিব্বে নববী', ১৮৩, জাবির বিন আবদুল্লাহ হতে)

আল্লামা আল-মুনাবি(রহ.) বলেন:

“সঙ্গমের আগে শৃঙ্গার এবং আবেগপূর্ণ চুম্বন করা সুন্নাতে মু ওয়াক্কাদাহ এবং এর অন্যথা করা মাকরূহ।” (ফাইজ আল-ক্বাদির, ৫/১১৫, দ্রষ্টব্য: হাদিস নং ৬৫৩৬) [সূত্র]

মোর্শেদুল ইসলাম এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১২ at ৪:০৩ পূর্বাহ্ণ
কিছু নাস্তিকদের লেখা ,মন্তব্য পড়ে চামচিকার সাথে সূর্যের শত্রুতার গল্পটিই মনে পড়ছে। চামচিকা একদিন বলছে সূর্য ভারী বিরক্তিকর তাই আমি দিনে বের হই না। হাতি ঘোড়া গেলো তল মশা বলে কত জল। নাস্তিকদের বলছি আপনারা মৃত্যু র পর আপনাদের নাস্তিক ভাইদের কবরস্ত/শশানে/ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শেষকৃত্য কেন করেন যে ধর্মীয় বিধানের ওপর আপনাদের এত ক্ষোভ। তাদের গলায় রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখেন অথবা একটা নিয়ম তৈরি করেন আপনারা এত লেখালিখি করছেন। আপনারা যাদের শিষ্য তাদের তো হরহামেশাই প্রতারনা, ভন্ডামি করতে দেখি যেমন ধর্ম বিশ্বাস না করলেও জানাজার নামাযে হাজির হন। ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে সাধারনের সাথে প্রতারনা করেন। সর্বসাকুল্লে এ রকমই চরিত্র আপনাদের। ইসলাম তো ইসলাম এ ব্যপারে তো আপনাদের মত দেখলাম। এর চাইতেও ভালো আপনাদের কাছে (মানে নাস্তিকদের) কী আছে একটু জানান। এ মতবাদ কোথায় কী করেছে বিস্তারিত জানান এটা আপনাদের দায়িত্ব। ইসলাম যা যা উপস্থাপন করেছে তার সমাধানও দিয়েছে। শুধু সমালোচনা করেনি। তাই সমাধান দিন দেখি ঘটে কতদূর কী আছে।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=27233

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব -১৬

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪১৯ (জুলাই ৮, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : কোরআন হাদীস নিয়ে বিতর্কের শর্ত, মুহাম্মদের সম্পর্কে ততকালীন কাফেরদের ধারনা, অন্য কিতাব গুলোর ভবিষ্যদ বানী]

কোরান হাদিস নিয়ে যখন কোন বিতর্ক করা হয় প্রায়ই ইসলামিষ্টরা কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করে যে গুলো নিম্নরূপ:

(১) কোরানের আয়াত বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়লে আয়াতের সঠিক অর্থ বোঝা যাবে না।

(২) আয়াতের অর্থ বুঝতে গেলে আগে পিছের আয়াতগুলো পড়তে হবে।

(৩) আয়াতের পটভূমিকা বা শানে নুযুল জানতে হবে। অর্থাৎ কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কো ন আয়াত নাজিল হয়েছিল তা জানতে হবে। না হলে আয়াতের সঠিক অর্থ বোঝা যাবে না।

(৪) পুরোপুরি সঠিক অর্থ জানতে আরবী বুঝে কোরান পড়তে হবে।

ভাল কথা। আসলেই কোরানের কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে সে আয়াতকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবেচনা করা ঠিক না। উক্ত আয়াতের আগ পিছের আয়াতগুলো জানা দরকার। এছাড়া শানে নুযুল বা পটভূমিকা অর্থাৎ কোন প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে তা জানতে হবে। এতকিছু করার পরেও যদি দেখা যায় যে কোন সূরার কোন আয়াতের অর্থকে কোনভাবেই পজিটিভ করা যাচ্ছে না তখন শেষ অস্ত্র যা প্রয়োগ করে ইসলামিস্টরা তা হলো কোরানকে বুঝতে হলে আরবী জা নতে হবে। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে তাদের শেষ অস্ত্রটি তাদের ইসলামকে সংকুচিত করে শুধুমাত্র আরবী ভাষী মানুষের জন্যই কার্যকর ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত: বিষয়টি কিন্তু তাই। মোহাম্মদ মূলত: মক্কা মদিনার আশপাশের জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য- এদেরকে এক পতাকাতলে এনে একটা আরবী রাজ্যের পত্তন ঘটানো। মদিনাতে মোহাম্মদ যখন তার আরবী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন তখন তার তার উচ্চাকাংখা বেড়ে গেল, তার নজর পড়ল আশে পাশের সাম্রাজ্য যেমন পারস্য বা রোম। এছাড়া অবশ্য কোন উপায়ও ছিল না। সেই মক্কা মদিনাতে আজকের মত তখন তেলের খনি ছিল না যা বিক্রি করে বিলাস বহুল জীবন যাপন করা যেত। সম্পদের অপ্রতুলতার কারনে মক্কা মদিনার মানুষের জীবন ছিল অনেকটা সেই প্রাগৈতেহাসিক আমলের মানুষের মত। মানুষের জীবিকা মূলত নির্ভর করত পশুপালন , খেজুর উৎপাদন এসব। যা একটা আদিম সমাজের চিত্র। তাই মোহাম্মদের ইসলামকে প্রথম থেকেই অন্যের ধন সম্পদ লুঠ -পাটের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। মদিনায় হিজরত করার পর , সর্বপ্রথম মোহাম্মদ মদিনায় গমনকারী মক্কাবাসীদেরকে নিয়ে একটা লাঠিয়াল বা দস্যুদল (এ ছাড়া অন্য কোন নাম দেয়া যায় না) গঠন করেন , যাদের কাজ ছিল মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মক্কার বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদেরকে খুন করে তাদের মালামাল লুঠ-পাট করা ও গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বন্টন করে নেয়া। মদিনায় গমনকারী

মোহাম্মদের দলবলের বেঁচে থাকার জন্য একটা পেশা দরকার। গরীব মদিনাবাসীদের সামর্থ্য ছিল না সে দলকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো। তারপরেও মক্কার বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমনকে মদিনাবাসীরা কিন্তু ভাল চোখে দেখে নি প্রথমে। কারন এ ধরনের চোরা গোপ্তা আক্রমন, খুন, ডাকাতি তাদের আদর্শের পরিপন্থি ছিল। তখন মোহাম্মদ এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন -মক্কাবাসীরা তাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে আর তারা তাদের ধন সম্পদ কিছুই সাথে আনতে পারে নি যা মক্কাবাসীরা দখল করেছে। আর তাই তাদের অধিকার আছে মক্কার বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ লুঠ-পাট করা। অথচ বাস্তব তথ্য হলো-মক্কা থেকে কেউ তাদেরকে বিতাড়িত করে নি। তারা নিজেরাই মক্কার সমাজে টিকতে না পেরে মদিনা বা অন্যত্র হিজরত করে চলে গেছে। মোহাম্মদের ইসলাম ধর্ম গ্রহনকারী মানুষের সাথে কোরাইশরা মেলা মেশা বন্দ করে দেয় , আর এ ধরনের অধিকার তাদের আছে কারন যারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের অধিকার আছে ধর্ম ত্যাগকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার। এর ফলে ধর্ম ত্যাগীরা যদি সে সমাজে টিকতে না পারে , এটা সম্পর্ক ছিন্নকারীর দোষ হতে পারে না।

সেকারনেই দেখা যায় ইসলাম একটা ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে যাওয়ার পর পর এর মূল উৎপাদন ব্যবস্থা হয়ে দাড়ায় গণিমতের মাল তথা অন্যের ধন-সম্পদ লুট-পাট ও দখল এবং বিলি বন্টনের ওপর। অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো- অন্যের সম্পদ লুঠ-পাট ও ভাগ বন্টন করা।
মোহাম্মদের সময়ে পারস্য ও পতনশীল রোম সাম্রাজ্যের জৌলুসের খবর চারিদিকে রূপকথার গল্পের মত প্রচারিত ছিল। মোহাম্মদ সেসব খবর ভালমতোই জানতেন ও তার কিছু কিছু নিদর্শন তিনি কৈশোরেই দেখেছিলেন বানিজ্য উপলক্ষ্যে সিরিয়াতে গমন করে। সিরিয়া সে সময়ে রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল আর গোটা আরব উপদ্বীপের লোকজন তাদের দরকারী জিনিস পত্র ক্রয় করার জন্য সেখানে গমন করত। সুতরাং একেবারে শৈশবেই মোহাম্মদের মনে আরব বাসীদের নিয়ে এ ধরনের একটা জৌলুস পূর্ণ রাজ্য গঠনের স্বপ্ন গড়ে ওঠে। এসব নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। দীর্ঘ সময় নেন সিদ্ধান্ত নিতে। অবশেষে ৪০ বছর বয়েসে তিনি তার রাজনৈতিক দর্শন- ইসলামকে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর নিজ গোত্রীয় লোকজন তথা কুরাইশরা মোহাম্মদের মত চাল চুলোহীন হত দরিদ্র, স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল মর্যাদাহীন একটা এতিম মানুষের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করে। আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান এরা ছিল সেই কুরাইশ গোষ্ঠীর সে সময়ের সবচেয়ে মর্যাদাশালী সম্ভ্রান্ত নেতা। এরা একেবারে শুরু থেকেই উপলব্ধি করতে পারে মোহাম্মদের মনের গোপন কথা। তারা বুঝতে পারে ইসলাম আসলে মোহাম্মদের রাজনৈতিক উচ্চাকাংখার একটা ধান্ধা ছাড়া আর কিছুই নয় ও এর মাধ্যমে মোহাম্মদ মক্কার শীর্ষ নেতা হতে চান। তাই তারা কখনই মোহাম্মদকে পাত্তা দেয় নি। একই সাথে এদের মর্যাদা, আভিজাত্য ও উগ্র জাতীয়তাবোধের কারনে মোহাম্মদের মত চাল চুলোহীন একজন রাস্তার মানুষকে তারা প্রতিপক্ষ হিসাবে কখনই স্বীকার করেনি। যে কারনে কোরানেই দেখা যায় যে মোহাম্মদকে তারা উন্মাদ, পাগল, বিকারগ্রস্থ এসব বলে উপহাস করছে। ঐ সব উগ্র আরব কোরাইশ নেতারা মোহাম্মদের উগ্র জাতিয়তাবাদী ফর্মূলা গ্রহন করতে রাজী ছিল কিন্তু তাকে নেতা মানতে রাজী ছিল না। আবার তারা দুর্বল প্রতিপক্ষকে কাপুরুষের মত হত্যা বা নিশ্চিহ্ন করতেও রাজী ছিল না। এটা ছিল তাদের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মোহাম্মদ ছিল তাদের নিজেদেরই গোষ্ঠীর সদস্য ও বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী নেতা মুত্তালিবের নাতি এবং আবু তালিবের ভাতিজা। আবু তালিব দীর্ঘ দিন ধরে মোহাম্মদকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। তার কারনেই মূলত: কুরাইশ

নেতারা মোহাম্মদকে তেমন কিছু বলত না , শুধুমাত্র তাকে পাগল, উন্মাদ, বিকারগ্রস্থ এসব নানাভাবে উপহাস করে ক্ষান্ত থাকত।

মোহাম্মদকে নানা রকম অত্যাচার নির্যাতন করত এমন কি বহুবার তাকে হত্যা করে ফেলার জন্য কুরাইশরা চেষ্টা করেছে বলে যে বহুল প্রচলিত কাহিনী গুলো আমরা শুনে থাকি , তার বস্তুত কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই। অন্তত: কোরান হাদিসে এ ধরনের কোন কাহিনী দেখা যায় না। বলা হয় তাকে নির্যাতন করত, কিন্তু কি ধরনের নির্যাতন করত এটা কোথাও পরিস্কার করে বলা নেই। গোটা হাদিস গুলো তন্ন তন্ন করে খুজেও মোহাম্মদকে নির্যাতনের কোন কাহিনী পাওয়া যায় না , পাওয়া যায় না কোরানেও। শুধুমাত্র হাদিসে একটা মাত্র কাহিনী আছে যাতে বলা হয়েছে - একবার মোহাম্মদ কাবা ঘরে বসে সিজদা করছিলেন তখন তার ঘাড়ের ওপর এক লোক উটের নাড়ি ভুড়ি ফেলেছিল। মোহাম্মদকে অত্যাচার নির্যাতনের যে প্রামানিক তথ্য আছে তা এ পর্যন্তই।

গত ১৪০০ বছর ধরে যে কথাগুলো স্বাড়ম্বরে প্রচার করে আসা হচ্ছে তা হলো নিম্নরূপ:

(১) কোরান গোটা মানবজাতির জন্য সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোরানের আদর্শ বা বিধি বিধান সর্ব কালের জন্য প্রযোজ্য।
(২) কোরান একটা সম্পূর্ন কিতাব। এতে কোন অসম্পূর্নতা নেই।
(৩) কোরান গত ১৪০০ বছর ধরে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় আছে।
কোরান গোটা মানবজাতির জন্য সর্বকালের জন্য যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে এর বিধি বিধান গুলোকে মোটেও শুধুমাত্র মোহাম্মদের আমলের ঘটনা দ্বারা ব্যখ্যা করাটা যথাযথ নয়। তবে যদি নিতান্তই সেই সময়ের প্রেক্ষিতে কোন কোন আয়াত নাজিল হয়ে থাকে , তাহলে কোরান সর্বকালের জন্য আদর্শ হলে উক্ত আয়াতের বিধান সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হবে। যদি দেখা যায় উক্ত বিধান সর্বকালের জন্য আদর্শ নয় বা প্রযোজ্য নয় তাহলে কোরান সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হয় কেমনে? একটা উদাহরন দেয়া যায়- কোরান বলছে দাসীদের/যুদ্ধের পর বন্দী নারীদের সাথে বিবাহ বহির্ভুত সেক্স করা যা বে, তার মানে এখনও উক্ত প্রথা সমানভাবে কার্যকরী ও প্রযোজ্য কিন্তু বর্তমানে এটাকে অমানবিক বলে গণ্য করা হয়। ইসলামিষ্টরা বলছে এখন যেহেতু দাসপ্রথা নেই , তাই এটা এখন আর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু খেয়াল করতে হবে দাসপ্রথা উচ্ছেদের কোন বিধান মোহাম্মদ বা তার আল্লাহ করে যায় নি। মোহাম্মদের বা তার পরবর্তী খলিফাদের বা মুসলিম বাদশাদের সময়ে মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে কোন অঞ্চল দখল করলে সেখানকার মানুষগুলোকে বন্দী করে দাস দাসি বানাত। যেহেতু এ ধরনের বিধান পরবর্তী কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয় নি, তাই বর্তমানেও ইচ্ছা করলে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে অমুসলিমদের আক্রমন ও পরাজিত করে তাদেরকে দাস দাসী বানাতে পারবে , আর পারবে দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভুত সেক্স করতে। কোরান বলছে একজন পুরুষ একসাথে ৪টা বিয়ে করতে পারবে যা বর্তমান কালে একটা আদিম ও চরম অমর্যাদাকর বিধান হিসাবে গণ্য। অথচ কোরানের এ বিধানকেই আবার আধুনিক কালে নানা কসরত করে প্রমানের চেষ্টা করছে কিছু ইসলামি পন্ডিতরা যে আসলে আল্লাহ নাকি বলেছে একটামাত্র বিয়ে করতে। কোরান বলছে- ইহুদি খৃষ্টানদের সাথে সর্বদাই যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহন করে বা জিজিয়া কর প্রদান না করে। যা বলা বাহুল্য বর্তমানে মানব সমাজে চুড়ান্ত রকম ভাবে অশান্তি সৃষ্টি কারী বিধান। অথচ

এখন প্রচারের চেষ্টা করছে যে এটা নাকি সেই তৎকালের সাময়িক বিধান, অথচ এ বিধান রহিত করনের কোন আয়াত কিন্তু কোরানে নাই। বিষয়টা দাড়াচ্ছে যে , ইসলাম দাবি করছে তার বিধি বিধান সব ঐশ্বরিক ও সকল সময়ের জন্য আদর্শ যার কোন পরিবর্তন নেই। তাহলে প্রশ্ন দাড়ায়-সেই বিধি বিধানকে কেন কাফির মুশরিক কর্তৃক তৈরী করা বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করতে হবে ? ইসলামী পন্ডিতরা কেন এত কসরত করছে ঐশ্বরিক বিধানকে কাফিরদের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ? এটা করে কি তারা তাদের আল্লাহ , কোরান ও মোহাম্মদকে খাট করছে না ?

কোরান যদি সম্পূর্ন কিতাব হয় তাহলে কোরান পড়ে বুঝতে অন্য কোন কিতাব দরকার নেই। যেমন কোরান বলছে-

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব , অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? সূরা আল আন আম-৬:১১৪
আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা , হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। সূরা নাহল , ১৬:৮৯
অথচ যারা এটা দাবী করে তারাই বলে প্রতিটি আয়াত নাজিল হয়েছিল কোন না কোন প্রেক্ষিতে। আর প্রেক্ষিত ছাড়া আয়াতের অর্থ বোঝা যায় না। তো সেই প্রেক্ষিতটা যে কি তা কিন্তু কোরানে বিস্তারিত নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বোঝাও যায় না। তাহলে কোরানের অর্থ বাস্তবিক অর্থেই বোঝা যাবে কিভাবে ? এ যদি হয় কোরানের বাস্তব পরিস্থিতি তাহলে কোরান একটা সম্পূর্ন কিতাব হয় কেমনে?কোরান কে পরিপূর্নভাবে বুঝতে গেলে দরকার পড়ে হাদিস , সেই সময়কার ইতিহাস ও মোহাম্মদের জীবনী। এগুলো ছাড়া যদি কোন আয়াত বা আয়াত সমূহ ব্যখ্যা করার চেষ্টা করা হয় তখন ইসলামি পন্ডিতরাই বলে থাকে যে কোন আয়াত বা আয়াত সমূহের অর্থ জানতে তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু প্রেক্ষাপট তো কোরানে নেই, তাহলে তার অর্থ বোঝা কিভাবে সম্ভব? এ যদি হয় কোরানের অবস্থা তাহলে তা সম্পূর্ণ কিতাব হয় কিভাবে ? উক্ত দুটি আয়াতেও বলছে কোরান একটা বিস্তারিত গ্রন্থ যার মধ্যে আছে সব কিছু সুস্পষ্ট বর্ণনা। কিন্তু বাস্তবে তো তার দে খা মেলে না। তবে ব্যতিক্রম হলো - মোহাম্মদ কাকে বিয়ে করবে, পূত্রবধুকে বিয়ে করবে কি না, কার সাথে সেক্স করবে এসব বিষয়ে বলাবাহুল্য সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যেমন -

এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ , রহস্যবিদ। সুরা নিসা, ৪:২৪
এখানে বলা হচ্ছে অন্য সকল সধবা নারীর সাথে সেক্স করা অবৈধ তবে যে সব নারীদেরকে যুদ্ধের সময় বন্দী করা হবে তাদের সাথে সেক্স করা যাবে তাই বলছে- **তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম ।** শুধু তাই নয় সাময়িক বিয়ে বা মুতা বিয়েও যে করা যাবে তার প্রমানও আছে উক্ত আয়াতে। যেমন বলছে- **এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী**

হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। - এখানে বলছে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করতে ও যাদেরকে ভোগ করা হবে তাদেরকে তাদের হক দিয়ে দিতে হবে। আবার আদিখ্যেতা করে বলছে এটা ব্যভিচারের জন্য নয়। আজব কথা- অর্থের বিনিময়ে দুই একদিনের জন্য বিয়ে করা কি কোন বিয়ে ? এটা তো হলো বেশ্যা বৃত্তি। কোরান কিন্তু বেশ্যাবৃত্তিকেই বৈধ করেছে। অথচ প্রচার করা হয় - ইসলামে নাকি বেশ্যাবৃত্তি অবৈধ। উক্ত আয়াত মোতাবেক সে সময়ে মুসলমানরা এরকম সাময়িক বিয়ে করত যা বর্তমানে ইরানে এখনও চালু আছে। যেমন নিচের হাদিস -

সালামা ইবনে আল আকবা ও জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত: আল্লাহর নবী আমাদের কাছে আসলেন ও সাময়িক বিয়ের অনুমতি প্রদান করলেন। সহি মুসলিম , বই-৮ , হাদিস-৩২৪৭

ইবনে উরাইজ বর্ণিত: আতি বর্ণিত যে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ উমরা পালনের জন্য আসল এবং আমরা কিছু লোক তার কাছে গেলাম ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন - আমরা নবীর আমলে সাময়িক বিয়ে করে আনন্দ করতাম ও এটা আবু বকর ও ওমরের আমল পর্যন্ত চালু ছিল। সহি মুসলিম, বই -৮, হাদিস- ৩২৪৮

তার মানে দেখা যাচ্ছে, খোদ মোহাম্মদ এ বিয়ে নামের বেশ্যাবৃত্তি চালু করে যান আল্লাহর নির্দেশে ৪:২৪ আয়াত মোতাবেক। আর পরবর্তীতে এ বিধান রহিত করনের কোন আয়াতও নাজিল হয় নি। তবে ওমরের আমলে ওমর এটা বন্দ করে দেয়। যা দেখা যায় নিচের হাদিসে-

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত: সামান্য কিছু খাদ্য বা অন্য কিছুর বিনিময়ে আমরা নবীর আমলে সাময়িক বিয়ে করতাম, এটা আবু বকরের আমলেও আমরা এটা করতাম তবে ওমর এটা নিষেধ করে দেন। সহি মুসলিম, বই ৮,হাদিস-৩২৪৯

উক্ত হাদিসে দেখা যায়, ওমরের আমলে ওমর এটা বন্দ করে দেয়। এটা কিভাবে সম্ভব ? আল্লাহর বিধান যা নাকি তার রসুল নিজে বাস্তবায়ন করে গেলেন সেটা ওমর বাতিল করার কে ? ওমর কি আল্লাহ ও তার রসুলের চেয়ে বেশী ক্ষমতাধর ? সুতরাং ওমর এটা বন্দ করে দিলেও এটা বাতিল হয়ে যায় নি। মুসলমানরা ইচ্ছা করলে এখনও মহা সমারোহে এটা পালন করতে পারে , পালন করতে পারে কেয়ামত অবধি। তবে প্রেক্ষিত বিচার করলে বোঝা যায় ওমর এটা বন্দ করে দিয়েছিল কারন তার আমলে অনেক অঞ্চল মুসলমানদের করায়ত্বে আসে হাজার হাজার নারী বন্দী হয় যাদেরকে বিনা পয়সাতেই ধর্ষণ করা যেত, ফলে টাকা পয়সা বা অন্য কিছু দিয়ে সাময়িক বিয়ে করার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তাই এটা মনে করার কোন কারন নেই যে ওমর অতিশয় নীতিবান হয়ে এটা বন্দ করেছিল। সুতরাং যারা বেশ্যাবৃত্তি ইসলাম বন্দ করেছে বলেছে চিৎকার করে তাদের এ দাবীর কোন ভিত্তি নেই।

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার

অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০
উক্ত আয়াতেও দেখা যায় নবী যেমন ইচ্ছা খুশী বিয়ে করতে পারবে তার সবিস্তার বর্ণনা। সুতরাং গোটা কোরান পড়লে দেখা যায় শুধুমাত্র মোহাম্মদের ব্যক্তিগত খায়েশ চরিতার্থ করার ব্যপারে কোরান সব সময় সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণিত। এ থেকে যে কেউ মনে করতে পারে যে কোরান শুধুমাত্র মোহাম্মদের খায়েশ ও ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্যই নাজি ল হয়েছিল আর বলা বাহুল্য সেটা নাজিল করেছিল মোহাম্মদ নিজেই, কোন তথাকথিত আল্লাহ নয়। আর তার প্রমান আছে খোদ কোরানেই, যেমন -

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের বানী। সূরা হাক্কা, ৬৯:৪০
৬৯:৪০ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির, ৮১:১৯
৮১:১৯ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
এবার আসা যাক কোরানের অবিকৃততা বিষয়ে। যারা এ বিষয়টিকে কোরানের অভ্রান্ততার উজ্জ্বল নমূনা হিসাবে তুলে ধরে তারা এমনভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করে যেন আল্লাহ একটা সুন্দর বাধাই করা কোরান জিব্রাইলের মাধ্যমে মোহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল আর তারই হুবহু কপি আমরা বর্তমানে পাই। তারা কোনভাবেই বিবৃত করতে চায় না আসলে কোরান কিভাবে সংকলন করা হয়েছিল। তারা ভুলেও উল্লেখ করে না যে -এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে শুনে, খেজুর পাতা, কাঠ, হাড় এসবের ওপর লিখিত বিচ্ছন্ন আয়াতগুলোকে সংগ্রহ করে জোড়াতালি দিয়ে প্রথমে কোরানকে সংকলন করা হয়েছিল যাতে বহু আয়াত সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেছিল, অনেকগুলোকে নিজেদের মত করে লেখা হয়েছিল। কোরান কিভাবে সংকলন করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরন পাওয়া যাবে - মোহাম্মদ ইসলাম- পর্ব- ৫ ও পর্ব-৬ এ পাওয়া যাবে। অথচ তোতা পাখির মত সেই একটাই বুলি আউড়ে যায়- কোরান গত ১৪০০ বছর ধরে অবিকৃত। এ প্রসঙ্গে সূরা আহযাবের ইবনে কাথিরের তাফসিরে দেখা যাক-
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে- হযরত উবাই ইবনে কাব হযরত যির কে জিজ্ঞেস করেন, সূরা আহযাবে কতটি আয়াত গননা করা হয় ? উত্তরে তিনি বলেন- তেহাত্তরটি। তখন হযরত উবাই ইবনে কাব বলেন- না, না, আমি তো দেখেছি যে এ সূরার আকার প্রায় সূরা বাকারার সমান ছিল। এই সূরার মধ্যে এ আয়াতটিও ছিল: বুড়ো ও বুড়ি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেল। এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। (Musnad Ahmad, Hadith 21245) এর দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর নির্দেশে কতকগুলো আয়াত রহিত হয়ে গেছে। এসব ব্যপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী। (১৫শ খন্ড, পৃষ্ঠা -৭৩৩, নীচে ইবনে কাথিরের বাংলা তাফসিরের লিংক আছে)

তাহলে দেখা গেল সূরা আহযাবের বহু আয়াত কোরানে সংকলন করা হয় নি । সূরা বাকারার মোট আয়াত সংখ্যা-২৮৬, তার অর্থ সূরা আহযাবের আয়াত সংখ্যাও প্রায় ২৮৬ বা তার আশ পাশে ছিল। কিন্তু বাস্তবে আছে মাত্র ৭৩ টি, যার সহজ অর্থ ২০০ এর বেশী আয়াত কোরানে সংকলন করা হয় নি। কিন্তু দু:খজনক বিষয় হলো কিছু কিছু লোক বর্তমানে আবার হাদিস বিশ্বাস করে না। তারা হাদিস

বিশ্বাস করে না , ইবনে কাথিরের তাফসির বিশ্বাস করে না। তারা প্রচার করছে- বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, আবু দাউদ এরা নাকি সবাই ইসলামের দুশমন আর এরা হাদিস সংকলন করে গেছে ইসলামের সর্বনাশ করার জন্য(এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা ভবিষ্যতে আশা করছি)। কারন সহজেই বোধগম্য। হাদিসে এমন কিছু বিষয় আছে যা কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক ও নবীর চরিত্রকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। কিন্তু কথা হলো হাদিস ছাড়া কোরানকে কিভাবে ব্যখ্যা করা যাবে, কিভাবে কোরান বোঝাই বা যাবে ?

আয়াত বাতিল করে তা কোরানে না ঢোকানোর বিষয়টি অন্যন্য হাদিস দ্বারাও সমর্থিত। যেমন- ব্যভিচারের শাস্তি যে পাথর ছুড়ে মারা এটা মুসলিম হাদিসেও পাওয়া যায় ,

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন যে ওমর ইবনে খাত্তাব বললেন- আল্লাহ সত্য সহকারে নবীর কাছে কোরান প্রেরন করেছিলেন যার মধ্যে পাথর ছুড়ে মারার শাস্তির কথা লেখা ছিল। আমরা সে কোরান তেলাওয়াত করতাম। আল্লাহর নবী নিজেই ব্যভিচারের শাস্তি স্বরূপ পাথর ছুড়ে মারার শাস্তি কার্যকর করেছিলেন আর তার মৃত্যুর পর আমরাও সেটা কার্যকর করেছি। আমার আশংকা হয় সময়ের সাথে সাথে লোকজন বলা বলি করবে- আমরা তো কোরানে ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে মারার শাস্তির আয়াত দেখছি না। সহি মুসলিম , বই-১৭, হাদিস- ৪১৯৪
বর্তমান কোরানে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে মারার পরিবর্তে আশি দোররা মারার বিধান আছে। তার অর্থ আবু বকর হতে ওসমান পর্যন্ত যে কোরান সংকলন হয় তা থেকে উক্ত আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে।

এভাবে আরও আয়াত বাদ দেয়ার ঘটনা আছে। যেমন-

আনাস বিন মালিক বর্নিত- ত্রিশ দিন ধরে আল্লাহর নবী তাদেরকে অভিশাপ দিলেন যারা বির মাউনায় সত্তর জন মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এ জন্য তিনি হত্যকারী গোত্র রাল, ধাকবান ও উসাইয়া যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে মানতে অস্বীকার করেছিল তাদের ধ্বংস কামনা করেছিলেন। আর যারা নিহত হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে একটা আয়াত নাজিল হয়েছিল যা পরে বাতিল করা হয় তা ছিল এরকম- “ আমাদের লোকদেরকে খবর পৌছে দাও যে আমরা আমাদের প্রভূর সাথে মিলিত হয়েছি, তিনি আমাদেরকে নিয়ে প্রীত আর আমরা তার সাথে প্রীত”। সহি বুখারী, ভলুম-৪, বই-৫২, হাদিস-৬৯
হুবহু একই হাদিস বর্ণিত আছে সহি বুখারী , ভলুম-৪, হাদিস নং-২৯৯ তেও।

বলা বাহুল্য উক্ত আয়াত কিন্তু বর্তমান কোরানে নেই।
এ বিষয়ে খুবই কৌতুহলোদ্দীপক একটা হাদিস আছে , যেমন-
ইবনে আব্বাস বর্নিত- ওমর বললেন, “ আমাদের সর্বশ্রেষ্ট কোরান তেলাওয়াতকারী হলেন উবাই ও সর্ব শ্রেষ্ট বিচারক হলেন আলী এবং এ সত্ত্বেও আমরা উবাই এর কিছু বক্তব্য বাদ দিয়েছি তার কারন উবাই বলেন, “ আল্লাহর নবীর কাছ থেকে আমি যা শ্রবন করেছি তার কোন অংশই আমি বাদ দেব না যদিও আল্লাহ বলেছেন: যেসব আয়াত আমরা রহিত করি বা যেসব আয়াত সমূহ ভুলিয়ে দেই কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা তাদের চাইতে শ্রেয়তর বা সমতূল্য আয়াত নাজিল করি (কোরান , বাকারা- ২:১০৬)” সহি বুখারী, ভলুম-৬,বই-৬০, হাদিস-৮

উক্ত হাদিস সমূহ থেকে বোঝা যায়-খোদ মোহাম্মদ নিজেই বহু আয়াত তার জীবদ্দশায় বাতিল করে দিয়ে তা মুখস্ত করতে নিষেধ করেছেন। যদি নিষেধ না করে থাকেন তাহলে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার সাগরেদরা যে কোরান সংকলন করেছে তা থেকে তাদের ইচ্ছামত আয়াত বাদ দিয়ে সংকলন করেছে। আর উক্ত বুখারী, বই -৬০, হাদিস-৮ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উবাই নিজে নিজে একটা কোরান সংকলন করেছিল বা নিদেনপক্ষে বহু সূরা ও হাদিস ব্যক্তিগত ভাবে লিখে রেখেছিল যার মধ্যে বর্তমান কোরানে নেই এমন বহু আয়াত ছিল আর সেসব অবশ্যই মোহাম্মদ নাজিল করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো- এভাবে বহু আয়াত যে কোরানে লিপিবদ্ধ করা হয় নি, এটার জন্য দায়ী কে , মোহাম্মদ নাকি তার সাগরেদরা ? বলা বাহুল্য উক্ত হাদিসটি বলছে - এ কাজটা করেছে মোহাম্মদের সাগরেদরা। কারন উক্ত হাদিস কিন্তু মোহাম্মদের কথিত হাদিস নয়, এটা ওমরের বক্তব্য কেন্দ্রিক হাদিস। অর্থাৎ মোহাম্মদ মারা যাওয়ার পর, যখন আবু বকর বা ওসমান কোরানকে সংকলন করতে উদ্যত হলো তখন ওমর বা মোহাম্মদের অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীরা তাদের প্রভাব খাটিয়ে বা একত্রে জোট বেধে কোন কোন আয়াত কোরানে রাখা যাবে আর কোন কোন আয়াত বাদ দিতে হবে তা নিজেরাই ঠিক করে অত:পর তা কোরানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে। তার চেয়ে মজার বিষয় হলো- কোরানের মধ্যেই এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলোর কার্যকারীতা পরবর্তীতে নাজিল হওয়া আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে।এখন বাতিলকারী আয়াত(নাসিক) ও তাদের দ্বারা বাতিল হয়ে যাওয়া আয়াত (মানসুক) একই সাথে যদি কোরানে থাকতে পারে , তাহলে অন্য বাতিল আয়াত গুলো কেন কোরানে থাকল না বা সংকলিত হলো না ? একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর উত্তর বের করা যায়।

উক্ত বাতিল হয়ে যাওয়া আয়াতের পরিবর্তে নতুন কোন উন্নততর আয়াত নাজিল হয় নি। শুধু বাতিল হয়ে গেছে অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক বা অপ্রাসঙ্গিক বিধায়। যেহেতু শুধু বাতিল হয়ে গেছে , পরিবর্তে কোন উন্নতর আয়াত নাজিল হয় নি তাই সেগুলোকে কোরান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। একাজটা দক্ষতা ও সূক্ষ্মভাবে করার জন্যই আবু বকর বা ওসমান তারা কেউই মোহাম্মদ কর্তৃক সত্যায়িত কোন কোরান বিশেষজ্ঞকে কোরান সংকলনের দায়িত্ব দেয় নি। মোহাম্মদ কর্তৃক সত্যায়িত কোরান বিশেষজ্ঞদের নাম পাওয়া যায় নিচের হাদিসে-

মাসরুক বর্ণিত- আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর এর নিকট গমন করতাম ও কথা বার্তা বলতাম। একদা ইবনে নুমাইর তার নিকট আব্দুল্লাহ বিন মাসুদের নাম উল্লেখ করল। তখন তিনি(আমর)বললেন - তোমরা এমন একজন ব্যাক্তির নাম বললে যাকে আমি অন্য যে কোন মানুষের চে য়ে বেশী ভালবাসি। আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি- চারজন ব্যাক্তির কাছ থেকে কোরান শিক্ষা কর, অত:পর তিনি ইবনে উম আবদ্(আব্দুল্লাহ মাসুদ) এর নাম থেকে শুরু করে মুয়াদ বিন জাবাল , উবাই বিন কাব ও শেষে আবু হুদায়ফিয়ার নাম উল্লেখ করলেন। সহি মুসলিম , বই-৩১, হাদিস-৬০২৪
কোরান সংকলনের জন্য আবু বকর বা ওসমান দায়িত্ব দেয় সাবিত ইবনে তাবিতকে। উক্ত চারজনের একজনকেও এ দায়িত্বটা দেয়া হয় নি যদিও উক্ত চারজন আবু বকরের আমলে বেঁচে ছিল , এমন কি ওসমানের আমলেও উক্ত চার জনের দুজন বেঁচে ছিল, কিন্তু কেন ? কারন ওমর কথিত উক্ত বুখারী, বই -৬০, হাদিস-৮ হাদিস থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে , ওমর বা তাদের মত প্রভাবশালী লোকদের সাথে উক্ত চার জনের মতের মিল ছিল না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোরান সংকলনের ক্ষেত্রে ওমরের ভূমিকা সর্বাধিক কারন এই ওমরই সর্ব প্রথম আবু বকরকে কোরান সংকলনের জন্য

চাপ দেয়। বলা বাহুল্য, আবু বকর বা ওসমান কেউই কিন্তু কোরান সংকলন করতে রাজি ছিল না কারন তারা বিশ্বাস করত , খোদ মোহাম্মদ তার জীবদ্দশায় কোরান সংকলন করেন নি কারন কোরানেই বলা হয়েছে -

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা -আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।
আবু বকর ও ওসমান দুজনই আল্লাহর আদেশ লংঘন করতে ভীত ছিল। তারা মনে করত যেখানে আল্লাহ নিজেই কোরান সংরক্ষন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সেখানে সেই কাজটা তারা করলে তা হবে মহাপাপ। অথচ ওমর মোটেই তা মনে করত না। আর সে কারনেই ওমরই বার বার চাপ প্রয়োগ করে কোরান সংকলন করতে বাধ্য করে। আবার সেই একই ওমর বুখারী, বই -৬০, হাদিস-৮ এ বলছে-
আমরা উবাই এর অনেক বক্তব্য (কোরানের বানী) বাদ দিয়েছি ।
খেয়াল করতে হবে, কোরান সংকলনের দায়িত্ব নিচ্ছে আবু বকর ও ওসমান অথচ কোরানে কি সংকলন করা হবে না হবে , তা নির্ধারন করছে ওমর। আর আবু বকর বা ওসমানের অমন বুকের পাটা নেই যে তারা ওমরের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে। আর বলাই বাহুল্য মোহাম্মদ কর্তৃক সত্যায়িত চারজন যে কোরান সংকলনের দায়িত্ব পায় নি তারও কারন এই ওমর। ওমরই চায় নি তারা কোরান সংকলন করুক, কেননা তা হলে উক্ত চারজনের সাথে মতের অমিল হবে আর এ হলে নিজেদের মনের মত করে কোরান সংকলন করা সম্ভব হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো- যে আয়াত গুলো বাতিল হয়ে গেছে সেগুলোকে কেন কোরান থেকে বাদ দেয়া হলো ? তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি আল্লাহর বানী বাতিল হয় কিভাবে ? আল্লাহর বানী হবে শাশ্বত, চিরন্তন যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হবে। অথচ দেখা যাচ্ছে কোরানের আল্লাহ আজকে একটা বানী দিচ্ছে, দুদিন পর সেটা বাতিল করে দিচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহর বানীর প্রকৃতি সম্পূর্নই মানুষের বানীর মত , যেমন অস্থিরমতি মানুষ আজ একটা বলে তো কালকে অন্যটা বলে। কোরানের আল্লাহর এহেন অস্থিরমতি স্বভাব দৃষ্টে এরকম সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে কোরান আস লে কোন সবজান্তা আল্লাহর কাছ থেকে আসে নি, এসেছে কোন মানুষ থেকে।

এবারে কোরান থেকে কেন কিছু আয়াত সম্পূর্ন বাদ দেয়া হলো সংকলনের সময় তা ব্যখ্যা করা যাক। আমাদের হাতে তেমন কোন দলিল নেই আসলে কোন কোন আয়াত সম্পূর্ন বাতিল করে কোরান থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিছু নিদর্শন আছে হাদিসে। সহি মুসলিম , হাদিস নং-৪১৯৪ থেকে দেখা যায় ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে হত্যা যা মোহাম্মদ নিজ জীবনে বাস্তবায়নও করেছেন।খেয়াল করতে হবে এ একই শাস্তি আছে তৌরাত কিতাবেও মুসার বিধানে। যেমন -

কোন পুরুষ লোক যদি পরস্ত্রীর সাথে মিলিত অবস্থায় ধরা পড়ে তবে পরস্ত্রীর সাথে যে ধরা পড়বে তাকে ও সেই স্ত্রীকে দুজনকেই প্রানদন্ডে দন্ডিত হতে হবে। এভাবে তুমি ইস্রায়েলের মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে। যদি কেউ কোন পুরুষের বাগদত্তা কোন কুমারীকে শহরের মধ্যে পেয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয় তবে তোমরা সেই দুজনকে বের করে নগরদ্বারে এনে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।

কেননা শহরের মধ্যে থাকলেও সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেনি। দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায়-২২, বাক্য-২২-২৪
এখন প্রশ্ন হলো হুবহু একই শাস্তির বিধান মোহাম্মদ কেন চালু করেছিলেন ? উত্তর সোজা। মোহাম্মদ তো দাবী করছেন তিনি ইব্রাহীম , মূসা, ইসা নবীর পরবর্তী শেষ নবী। সুতরাং শুধুমাত্র ইহুদিদেরকে নিজ দলে আনার জন্যেই মোহাম্মদ মূসা নবীর বিধানকে অনুসরণ করা শুরু করেন। ইহুদিদেরকে নিজের দলে টানতে পারলে খৃষ্টানদেরকেও দলে টানা সহজ হবে কারন খৃস্টান ধর্মের ভিত ইহুদি ধর্মে তথা তৌরাত কিতাবে নিহিত। যে কারনে দেখা যায়, কোরানের বিধি বিধানের একটা বড় অংশই তৌরাত কিতাব থেকে ধার করা।

আহলে কিতাবের মানুষজন তথা ইহুদি খৃষ্টানদের মধ্যে ইহুদিরা ছিল কট্টর মোহাম্মদ বিরোধী এবং তারাই মূলত: মোহাম্মদকে নবী হিসাবে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তার বড় কারন হলো তাদের তৌরাত কিতাবে ভবিষ্যতে যে একজন মহাপুরুষের আগমনের কথা বলা ছিল তা আসবে ইব্রাহীম পূত্র ইসহাকের পূত্র ইয়াকুব তথা ইসরাইলের বংশধর থেকে যাদেরকে ইসরাইলি বলা হতো। অথচ মোহাম্মদ সে বংশধারা থেকে আসেনি পরন্তু মোহাম্মদ দাবী করছেন তিনি আসছেন ইব্রাহীম পূত্র ইসমাইলের বংশধারা থেকে। কিন্তু মক্কাতে যে সত্যি সত্যি ইব্রাহীম তার স্ত্রী হাজেরা সহ ইসমাইলকে নির্বাসন দিয়ে গিয়েছিল তার কোন ঐতিহাসিক বা তৌরাতীয় প্রমান নেই। এটা ছিল সম্পূর্নতই মোহাম্মদের একটা নতুন মনগড়া বানান কল্পকাহিনী। ইহুদীরাও সেটা খুব ভালমতো ধরতে পেরেছিল। একই সাথে মোহাম্মদের দরকার ছিল নিজেকে নবী হিসাবে প্রমান ও প্রতিষ্ঠিত করতে তৌরাত কিতাবের ভবিষ্যদ্বানী কৃত মহাপুরুষ যে তিনি তা প্রমান করা। তা কোনভাবেই প্রমান করতে না পেরেই মোহাম্মদ মূলত মূসা নবীর বিধান গুলোকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার কৌশল অবলম্বন করেন যাতে করে ইহুদীদেরকে নিজের দলে ভেড়ানো যায়। তৌরাত কিতাবে সেই কথিত ভবিষ্যদ্বানীটি একটু দেখা যাক-

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্য থেকে আমারই মত একজন নবীর উদ্ভব ঘটাবেন, তারই কথায় তোমরা কান দেবে। ---তখন প্রভু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে। আমি ওদের জন্য তোমার ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত একজন নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বানী রেখে দেব, আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব তা সে বলবে। দ্বিতীয় বিবরনী: অধ্যায় - ১৮, বাক্য- ১৫-১৮
ইসলামী পন্ডিতরা কিন্তু তারস্বরে প্রচার করে চলেছে তৌরাতের উক্ত ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল মোহাম্মদ সম্পর্কে। বিষয়টি কি সত্যি তাই ? মোটেও না। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই তা বোঝা যাবে। উক্ত বানীতে বলছে- প্রভু বলছে,তোমার ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত একজন নবীর উদ্ভব ঘটাব। এই ভাই গুলো কারা ? ইসলামী মতে সেই ভাই হলো ইসমাইল কারন ইসমাইল হলো ইব্রাহীমের দাসী হাজেরার পূত্র। ইসলামী পন্ডিতরা দাবী করে ইব্রাহীমের পূত্র ইসমাইল থেকেই নবী মোহাম্মদ আগমন করেছে। কিন্তু আসল বিষয় হলো ইসমাইলের বংশধারাকে ইসরাইলী বলা হয় না। এছাড়া বাইবেলের কোথাও বলা নাই ইব্রাহীম তার দাসী হাজেরাকে তার সন্তান ইসমাইল সহ মক্কাতেই নির্বাসন দিয়েছিল। সেই প্যালেস্টাইন থেকে সোজা পথেও মক্কার দুরত্ব ছিল মরুভূমির ভিতর দিয়ে কম পক্ষে ১২০০-১৩০০ কি.মি.। একটা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে হাজেরা এতদুর পথ মরুভূমির

ওপর দিয়ে পাড়ি দিবে এটা আষাড়ে গল্পের চেয়েও আজগুবি। ইব্রাহীম ও ইসমাইল নিয়ে নানা অসঙ্গতির বিবরন পাওয়া যাবে এখানে- কেকোরবানী হয়েছিল , ইসমাইল নাকি ইসহাক? । ভৌগলিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে হাজেরা সহ ইসমাইলকে মক্কাতে নির্বাসন দেয়া এক কাল্পনিক কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ মোহাম্মদ তার নবুয়ত্ব প্রমান করার জন্য এক আজগুবি কিচ্ছা আমদানী করেন যার সাথে তৌরাতের কোন মিল নেই এবং এ ধরনের কাহিনীর কোন সূত্র বা ইঙ্গিত তৌরাত বা গসপেলে নেই। যাহোক, মূলত: উক্ত ভাইরা ছিল ইব্রাহীমের পূত্র ইসহাক , তার পূত্র জ্যাকব যার অন্য নাম ইসরাইল তার বংশধরেরা। এ বংশধরদের নাম ইসরাইলি হয় মূলত তাদের আদি পিতা ইসরাইলের নাম করনে। জ্যকব বা ইসরাইলের ছিল ১২ টা পূত্র যাদের নাম তৌরাতে পাওয়া যায় আর তারা হলো- রুবেন, সিমিওন, লেভি, জুডা, গাদ, আশের, ড্যান, নপ্তালি, জোসেফ ,বেঞ্জামিন, মন:শি ও ইফ্রাইম(http://catholic-resources.org/Bible/History-Abraham.htm) বার পূত্র থেকে যে বংশধারা তৈরী হয় তাদেরকেই বলা হয় ইসরাইলি বা ইহুদি। এদের বংশধারাকেই মূসা মিশর থেকে বের করে নিয়ে প্যলেস্টাইনে নিয়ে আসে। ইসমাইলের বংশধারাকে নয়। মূসা নবী আগমনও করেছিল এ ইসরাইলি বংশধারাতেই। মুসা নবীর কাছে তার সদাপ্রভু ঈশ্বর এ বংশধারাতেই একজন তার মত মহামানবের আগমন করাবেন বলেই ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন। মক্কায় অবস্থিত কোন গোত্রে নয়। এখন মোহাম্মদ নিজেকে নবী দাবী করছেন তৌরাতের সেই ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী , তাই মোহাম্মদকে উক্ত বংশ ধারার হতে হবে। কোন ভাবেই সেটাকে ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে , গল্প ফাঁদেন যে ইসমাইল সহ তার মা হাজেরাকে যে ইব্রাহীম নির্বাসন দিয়েছিল তা দিয়েছিল মক্কাতে তা সে কাহিনী শুনতে যতই আজগুবি মনে হোক না কেন। এখানে মোহাম্মদ যে স্ববিরোধীতাটা করছেন তা হলো তিনি তৌরাতের উক্ত ভবিষ্যদ্বানীটা গ্রহন করছেন কিন্তু তৌরাতের অন্য ঘটনা অর্থাৎ হাজেরা ও ইসমাইলকে যে মক্কায় নয় প্যলেস্টাইনের আশে পাশে নির্বাশন দিয়েছিল সেটা গ্রহন করছেন না। তিনি এটাও গ্রহন করছেন না যে তৌরাতে ইব্রাহীম ইসমাইলকে নয় ইসহাককে আল্লাহর নামে কোরবানী দিতে নিয়ে গেছিলেন। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেই যে হাজেরা ও ইসমাইলকে মক্কাতেই নির্বাসন দেয়া হয়েছিল তাহলেও কিন্তু তৌরাত বর্ণিত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী মোহাম্মদ যে সেই নবী তা প্রমানিত হয় না। কারন তৌরাতের সদাপ্রভু ঈশ্বর ইব্রাহীমকে নয় মূসাকে বলছেন যে তার ভাইদের মধ্য থেকে অর্থাৎ ইসরাইলীদের মধ্য হতে একজন নবীর আগমন ঘটবে। সেই ইব্রাহীমের পর থেকে হাজার বছর চলে গেছে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইসমাইলের বংশধররা বহুদুরে সরে গেছে।তাছাড়া ইব্রাহীমের বংশধারার সবাই ইসরাইলী নয়। শুধুমাত্র তার দৌহিত্র জ্যকবের থেকে উৎপন্ন বংশধারাকেই ইসরাইলি বলা হয় যার বর্ণনা পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ইব্রাহীমের পূত্র ইসহাকের দুই ছেলে জ্যকব (ইসরাইল) ও ইসাউ, কিন্তু ইসাউ এর থেকে উৎপন্ন বংশধারাও ইসরাইলি বংশধারার মধ্যে পড়ে না, তাদেরকে বলা হয় এডোমাইট। সুতরাং কোন ভাবেই কিন্তু মোহাম্মদ কে সেই ভবিষ্যদ্বানীর নবী প্রমান করা যায় না। প্রাথমিক দিকে মোহাম্মদ এতটা বুঝতে পারে নি। ইহুদীরা বার বার যখন তাকে উক্ত বংশধারা অনুযায়ী চ্যলেঞ্জ করতে থাকে , তখন তার টনক নড়ে আর তখন থেকেই তিনি প্রচার শুরু করেন যে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব ইহুদি ও খৃষ্টানরা বিকৃত করে ফেলেছে।
মোহাম্মদ আরও একটা সমস্যা করে ফেলেছেন। তা হলো - যীশু খৃষ্টকে নবী হিসাবে স্বীকার করা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে তৌরাতের উক্ত **দ্বিতীয় বিবরনী: অধ্যায়- ১৮, বাক্য- ১৫-১৮** অনুযায়ী যে মহাপুরুষের আগমন করার কথা তা হলো যীশু খৃষ্ট যাকে খৃষ্টানরা আবার ঈশ্বর বলেও বিশ্বাস করে । এখন মুসলমানরা যদি যীশু খৃষ্টকে শুধুমাত্র একজন নবী হিসাবেও স্বীকার করে , তাহলে অবশ্যই সে

ব্যক্তি হবে এই যীশু খৃষ্ট কারন এ ব্যক্তি উক্ত ইসরাইলি বংশ ধারা থেকে আগমন করেছেন যা তৌরাত সমর্থন করে, আর তৌরাতের এ ভবিষ্যদ্বানীকে কোরান তথা ইসলামও সমর্থন করে। তাহলে একই সাথে তারা মোহাম্মদকে কিভাবে উক্ত ভবিষ্যদ্বানীকৃত নবী দাবি করে ? উক্ত ভবিষ্যদ্বানীতে তো মাত্র একজন নবীর কথা বলা হয়েছে , দুই জন নয়। তাহলে ? সুতরাং যীশু খৃষ্টকে একজন নবী হিসাবে স্বীকার করাটা ইসলামের জন্য বুমেরাং হয়েছে যা মোহাম্মদ নিজে বুঝতে পারেন নি। আর তাই এখন মোহাম্মদকে নবী প্রমান করতে গিয়েই মূলত: তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে এটা দাবী করা ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছুই নেই।
মোহাম্মদকে নবী বানাতে গিয়ে মুসলিমরা কি পরিমান গন্ডগোল ও গোজামিল সৃষ্টি করেছে তার বর্ণনা পাওয়া যাবে গসপেলের নিচের বর্ণনায়-

তথাপি আমি সত্যই বলিতেছি আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল কারন আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবে না, কিন্তু আমি যদি যাই তাহলে আমি তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিব। যোহন, অধ্যায়-১৬, বাক্য-৭
তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদেরকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারন তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না , কিন্তু যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামি ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার তিনি তাহাই লইয়া থাকেন ও তোমাদিগকে জানাইবেন। যোহন, অধ্যায়-১৬, বাক্য-১৩-১৫
উপরোক্ত যোহন ১৬:৭ বাক্যে বলছে যীশু চলে যাওয়ার পর তিনি একজন কে পাঠাইয়া দিবেন। সুতরাং মনে হতে পারে সেই লোক হলো মোহাম্মদ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো- যীশু এমন কি ক্ষমতাধর যে তিনি একজন নবী পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন? একজন নবী পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন শুধুমাত্র একজন স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা আল্লাহ, কোন নবী নয়। অথচ এখানে যীশু পরিস্কার বলছেন তিনি একজন কে পাঠিয়ে দেবেন। তার মানে এখানে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলেই পরোক্ষে প্রকাশ করছেন। ১৬: ১৪ বাক্যে বলছে **পিতার যাহা যাহা আছে সকলই আমার**। তার মানে পিতার যে ক্ষমতা যীশুরও সেই ক্ষমতা। এখন ঈশ্বর যেহেতু দুইজন হতে পারে না , তাহলে সেই পিতা ও যীশু একই ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ যীশুই স্বয়ং ঈশ্বর। খেয়াল করতে হবে গসপেলে যীশুকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ইসলামি মতেও, কোরানে যীশু একজন অসাধারণ নবী, কারন আল্লাহ তাকে জীবিত অবস্থায় বেহেস্তে তুলে নিয়ে গেছেন যা অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে ঘটে নি, মৃত্যুকে জয় করার এ ঘটনাই যীশুকে অন্য সব নবীর চেয়ে ভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে যদিও অত:পর কোরান যীশুকে খুব হালকাভাবে উপস্থাপন করেছে। বিষয়টা খোদ মোহাম্মদের মৃত্যুর চাইতে কত বেশী মর্যাদাকর সেটা বুঝতে গেলে জানতে হবে মোহাম্মদ কিভাবে মারা গেলেন, সেটা জানতে হবে। গোজামিলটা আসলে এখানে নয়। গোজামিলটা হলো তৌরাতের কিতাবের সেই নবী বা মহাপুরুষ যদি যীশু খৃষ্ট হয় তাহলে একই সাথে তৌরাত ও গসপেল কিতাবের ভবিষ্যদ্বানীকৃত নবী মোহাম্মদ হয় কিভাবে ? তৌরাত ও গসপেল পড়লে পরিস্কার বোঝা যায় দুটো কিতাবের ভবিষ্যদ্বানী দুজনের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, একজন নয়। ইসলামি মতে তৌরাত কিতাবের ভবিষ্যদ্বানীকৃত নবী যদি যীশু না হয় তাহলে যীশুও তো একজন মহান মর্যাদাশীল নবী, তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী কোথায় ? গসপেলে যেখানে যীশুকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে , সে বিষয়টাকে ইসলাম গ্রহন করছে না, সেটাকে বলছে বিকৃত মনগড়া, অথচ একই কিতাবে একটা

বানোয়াট ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে সেটাকে ধরা হচ্ছে মোহাম্মদের সম্পর্কে, কি অদ্ভুদ স্ববিরোধী যুক্তি! বিকৃত ও আজগুবি কিতাব থেকে নেয়া যে কোন তথ্যই তো আজগুবি ও বানান হবে , তাই নয় কি ? ইসলামকে সত্য ও মোহাম্মদকে নবী বানাতে গিয়ে ইসলামি পন্ডিতরা সত্যি সত্যি এখন উন্মাদের মত আচরন করছে আর ভাবছে তাদের এর পাগলামী কেউ বুঝতে পারছে না। পাগল মনে করে সে ছাড়া বাকি সবাই পাগল।

গসপেলে যীশু খৃষ্ট বলছে- আমি চলে যাওয়ার পর আর একজন নবী পাঠাব- এ বিষয়টাকে ইসলাম গ্রহণ করছে কিন্তু যীশু খৃষ্ট কিভাবে একজন নবীকে পাঠাবার ক্ষমতা রাখে সে বিষয়ে মানুষকে অন্ধকারে রাখে, বুঝতে দেয় না ও মিথ্যাচার করে। এছাড়াও গসপেলে সর্বদা তাকে যীশু খৃষ্ট বলা হচ্ছে, অথচ কোরানে বলা হচ্ছে ইসা নবী। এটা যেন মামাবাড়ির আবদার। যেমন আপনার নাম হলো আবুল , কোন একজন এসে বলল না আপনার নাম হলো কাবুল , অমনি আপনি কাবুল হয়ে যাবেন ? খৃষ্টান ধর্মের যীশু খৃষ্টকে এভাবে নিজে দের মনগড়া নাম দিয়ে মোহাম্মদ যে কান্ডটি করেছেন, তা হলো-

১. খৃষ্টান ধর্মে অযাচিত হস্তক্ষেপ করে এ ধর্মটাকে অসম্মান করেছেন
২. যীশু খৃষ্টকে ঈশা নবী নাম দিয়ে একজন মহান নবীর নাম বিকৃত করে মর্যাদাহানি করেছেন।
অন্য ধর্মকে এভাবে যথেচ্ছ অপমান ও অমর্যাদা করে নিজে কোন খারাপ কাজ করেছেন এ বোধটা মোহাম্মদের মধ্যে জন্ম তো নেয়নি , বরং নিজের ইসলাম ধর্মকে কেউ বিশ্বাস না করলে বা অপমান করলে তাকে হত্যা করার বিধান জারি করে চরম স্ববিরোধীতার জন্ম দিয়েছেন, যেমন ০৯:০৫ ও ০৯:২৯ আয়াতদ্বয়।

এভাবে যীশুর নাম পাল্টে দিয়ে মোহাম্মদ ইসলামেরও ভিত নড়িয়ে দিয়ে গেছেন প্রকারান্তরে। কারন এখন খৃষ্টানরা যদি অস্বীকার করে যে তাদের ঈশা বলে কেউ কোন দিন ছিল না. তাহলে মুসলমানদের প্রমান করার কোন উপায় নেই যে ঈশাই হলো যীশু খৃষ্ট। সে ক্ষেত্রে ঈশা নবীর গল্প কাহি নী স্রেফ রূপ কথার গল্পে পরিনত হতে বাধ্য যা কোরানকে ধূলায় ধুসরিত করে দেয়। মুসলিম পন্ডিতদের মাথা এতটাই মোটা যে এ সামান্য লজিক বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই।

যাহোক , যেখানে তাদের কথিত ঈশা নবীর মহান বিদায় (জীবন্ত বেহেস্তে গমন) ঘটেছিল পৃথিবী থেকে ইসলামি মতে,. সেখানে কিরকম অপমানকর ও যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যু মোহাম্মদ বরণ করেছিলেন তা জানা যায় কিছু হাদিসে। যেমন-

আনাস বিন মালিক বর্ণিত- এক ইহুদি নারী রান্না করা ভেড়ার মাংস বিষ মাখিয়ে মোহাম্মদকে দিল যা থেকে মোহাম্মদ কিছুটা খেলেন। পরে নারীটিকে মোহাম্মদের নিকট আনা হলো , তার সাহাবীরা জিজ্ঞেস করল- তাকে কি হত্যা করব? তিনি বললেন- না। অত:পর আমি নবীর মুখে বিষক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকলাম। সহি বুখারী, বই -৪৭, হাদিস-৭৮৬
আয়শা বর্ণিত- যখন নবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন, তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল তখন তিনি অন্য স্ত্রীদের কাছ থেকে আমার কাছে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলেন যাতে আমি তাকে সেবা করতে পারি ও সবাই তাকে অনুমতি দিল। তিনি দুইজন লোকের সাহায্যে ঘর থেকে বের হলেন তখন তার

পা দুটো মাটিতে ছেচড়াচ্ছিল। তিনি আল আব্বাস ও অন্য একজন মানুষের ঘাড়ে ভর রেখে চলছিলেন। উবাইদ উল্লাহ বলল আমি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম যার কথা আয়শা বলেছিলেন - তুমি কি জান অন্য জন কে ছিল ? আব্বাস বলল- সে ছিল আলি ইবনে তালিব। সহি বুখারী, বই- ১১, হাদিস-৬৩৪

উক্ত হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে মোহাম্মদ বিষ মাখা মাংস খেয়ে ক্রমশ: অসুস্থ হয়ে পড়ছিল , যার ফলে তার অবস্থা এতই খারাপ হয়ে যায় যে তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে আয়শার ঘরে তুলতে হয়। অবশেষে কঠিন যন্ত্রনা ভোগ করে মোহাম্মদকে মৃত্যু বরন করতে হয়। এটাই ছিল দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ট মানুষ আল্লাহর তথাকথিত রসুল মোহাম্মদের জীবনাবসানের করুন পরিনতি। যা নিচের হাদিস থেকেও জানা যাবে -

Narrated Ibn Abbas: 'Umar bin Al-Khattab used to let Ibn Abbas sit beside him, so 'AbdurRahman bin 'Auf said to 'Umar, "We have sons similar to him." 'Umar replied, "(I respect him) because of his status that you know." 'Umar then asked Ibn 'Abbas about the meaning of this Holy Verse:- "When comes the help of Allah and the conquest of Mecca . . ." (110.1)
Ibn 'Abbas replied, "That indicated the death of Allah's Apostle which Allah informed him of." 'Umar said, "I do not understand of it except what you understand."
Narrated 'Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O 'Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison."
Sahih Bukhari 5:59:713
Narrated Urwa: 'Aisha said, "Allah's Apostle in his fatal illness, used to ask, 'Where will I be tomorrow? Where will I be tomorrow?", seeking 'Aisha's turn. His wives allowed him to stay wherever he wished. So he stayed at 'Aisha's house till he expired while he was with her." 'Aisha added, "The Prophet expired on the day of my turn in my house and he was taken unto Allah while his head was against my chest and his saliva mixed with my saliva." 'Aisha added, "Abdur-Rahman bin Abu Bakr came in, carrying a Siwak he was cleaning his teeth with. Allah's Apostle looked at it and I said to him, 'O 'AbdurRahman! Give me this Siwak.' So he gave it to me and I cut it, chewed it (it's end) and gave it to Allah's Apostle who cleaned his teeth with it while he was resting against my chest."
Sahih Bukhari 5:59:731
Narrated 'Aisha: The Prophet expired in my house and on the day of my turn, leaning against my chest. One of us (i.e. the Prophet's wives) used to recite a prayer asking Allah to protect him from all evils when he became sick. So I started asking Allah to protect him from all evils (by reciting a prayer). He raised his head towards the sky and said, "With the highest companions, with the highest companions." 'Abdur-Rahman

bin Abu Bakr passed carrying a fresh leaf-stalk of a date-palm and the Prophet looked at it and I thought that the Prophet was in need of it (for cleaning his teeth). So I took it (from 'Abdur Rahman) and chewed its head and shook it and gave it to the Prophet who cleaned his teeth with it, in the best way he had ever cleaned his teeth, and then he gave it to me, and suddenly his hand dropped down or it fell from his hand (i.e. he expired). So Allah made my saliva mix with his saliva on his last day on earth and his first day in the Hereafter.
Sahih Bukhari 5:59:732
Anas reported that a Jewess came to Allah's Messenger (may peace be upon him) with poisoned mutton and he took of that what had been brought to him (Allah's Messenger). (When the effect of this poison were felt by him) he called for her and asked her about that, whereupon she said: I had determined to kill you. Thereupon he said: Allah will never give you the power to do it. He (the narrator) said that they (the Companion's of the Holy Prophet) said: Should we not kill her? Thereupon he said: No. He (Anas) said: I felt (the affects of this poison) on the uvula of Allah's Messenger.
Sahih Muslim 26:5430
Narrated AbuSalamah: Muhammad ibn Amr said on the authority of AbuSalamah, and he did not mention the name of AbuHurayrah: The Apostle of Allah (peace be upon him) used to accept presents but not alms (sadaqah).
This version adds: So a Jewess presented him at Khaybar with a roasted sheep which she had poisoned. The Apostle of Allah (peace be upon him) ate of it and the people also ate.
He then said: Take away your hands (from the food), for it has informed me that it is poisoned. Bishr ibn al-Bara' ibn Ma'rur al-Ansari died.
So he (the Prophet) sent for the Jewess (and said to her): What motivated you to do the work you have done?
She said: If you were a prophet, it would not harm you; but if you were a king, I should rid the people of you. The Apostle of Allah (peace be upon him) then ordered regarding her and she was killed. He then said about the pain of which he died: I continued to feel pain from the morsel which I had eaten at Khaybar. This is the time when it has cut off my aorta.
Abu Dawud 39:4498
উপরিউক্ত হাদিসগুলো প্রমান করে কি অসম্মানজনকভাবে কঠিন যন্ত্রনা ভোগ করে মোহাম্মদকে মারা যেতে হয়। বড় অপমানকর মৃত্যু ছিল এটা দুনিয়ার শ্রে ষ্ট নবী মোহাম্মদের যা অধিকাংশ বান্দারাই জানেন না। শুধু এই একটি বিষয় প্রমান করে যে বস্তুত: যীশু খৃষ্ট ছিলেন মোহাম্মদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী- খোদ কোরানের মতেই যা বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ আবার মুসলমানদেরকে দেয় নি। আফশোস!!!

যারা প্রচার করে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে একজনও সম্ভবত: উক্ত কিতাব সমূহ জীবনে একবার স্পর্শ করেও দেখে নাই । না দেখে না পড়ে , তোতা পাখির মত মোহাম্মদের আমল থেকে একই কথা বলে আসছে বিগত ১৪০০ বছর। বলা বাহুল্য এটা একটা বিশাল মিথ্যা, আর এভাবেই এক মহা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইসলাম নামক এক ভয়াবহ দানব যে দানব ১.৫ বিলিয়নের এক বিশাল জনসংখ্যাকে গ্রাস করতে উদ্যত।

মন্তব্যসমূহ

1. কৌস্তুভ

জুলাই ৮, ২০১২ সময়: ৬:২৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানের আয়াত বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়লে আয়াতের সঠিক অর্থ বোঝা যাবে না।
আয়াতের অর্থ বুঝতে গেলে আগে পিছের আয়াতগুলো পড়তে হবে।

এইদুটো ত্যানাপ্যাঁচানিকে অ্যাড্রেস করে কিছু লিখুন প্লিজ। এই শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল। যখনই বলি যে কোরানে বিধর্মীদের যেখানেই পাবে সেখানেই কাটো (মসজিদ বাদ্দিয়ে), তখনই আগেপিছের আয়াত এনে লাফঝাঁপ শুরু করে। এইগুলোকে ভেঙে কিছু লিখুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৮, ২০১২ at ৯:৫২ অপরাহ্ণ
@কৌস্তুভ,

এইদুটো ত্যানাপ্যাঁচানিকে অ্যাড্রেস করে কিছু লিখুন প্লিজ। এই শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল। যখনই বলি যে কোরানে বিধর্মীদের যেখানেই পাবে সেখানেই কাটো (মসজিদ বাদ্দিয়ে), তখনই আগেপিছের আয়াত এনে লাফঝাঁপ শুরু করে। এইগুলোকে ভেঙে কিছু লিখুন।

ওটাই লিখতে চেয়েছিলাম এ নিবন্ধে , হঠাৎ এর চেয়ে জরুরী বিষয় মনে হওয়াতে লেখার মোড় ঘুরে গেল। তবে নিরাশ হওয়ার কারন নেই। আগামী পর্বে সূরা আত তাওবা ও সূরা আহযাবের বিস্তারিত তাফসির করার আশা রাখি যদি আল্লাহ দয়া করে বাঁচিয়ে রাখে।

2. 2
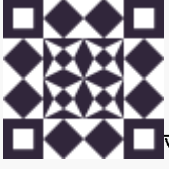
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ৮, ২০১২ সময়: ৯:০১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্ত মনা এডমিন,
ভবঘুরের প্রবন্ধ গুলী সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতেছে। ভবঘুরের কোরান -হাদিছের সঠিক রুপ তুলে ধরার ঠেলায় এখন আমরা যথেষ্ট মুমিন বান্দা দেরকে ডাক -হাক ছেড়ে ঘোষনা করতে দেখতেছি "রাছুলের হাদিছ একেবারেই অবিশ্বাষ যোগ্য"। তারা এখন রাছুলের হাদিছ পরিত্যাগ ক রে শুধু মাত্র কোরানের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন।
একথা এর আগে কোন দিন ও শুনতে পাই নাই।

ভবঘুরের এভাবে কোরান-হাদিছের সঠিক রুপ তুলে ধরার ঠেলায় অচিরেই আমরা তাদের মুখেই আবার হয়তো শুনতে পাব "যেহেতু কোরানে অজস্র অবৈজ্ঞানিক ও অসংলগ্ন কথা বার্তা দেখতে পাচ্ছি (ভবঘুরে যা অকাট্য যুক্তি দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন) "তাতে আর কোরান কেও আল্লাহর বানী বলে স্বীকার করা যাচ্ছেনা'।

অতএব এহেন সামাজিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ভবঘুরের প্রবন্ধকে মুক্তমনার প্রথম পৃষ্ঠে কিছু বেশী সময় রেখে পাঠকদের একটু সুবিধা দান করার জন্য মুক্তমনার এডমিনে র নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।
আর এর একটা এভাবে নিখুত ভাবে তুলে ধরাতো একটু খানি কথা নয় ,তা সবাই জানে।
ধন্যবাদ।

3. 3
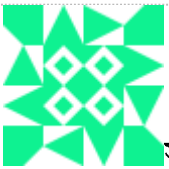
সাগর

জুলাই ৮, ২০১২ সময়: ১১:১০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

দাদা অসাধারণ...শেয়ার করলাম ।

4. 4
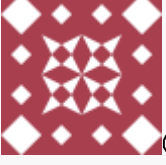
নেটওয়ার্ক

জুলাই ৮, ২০১২ সময়: ১১:৫১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের বানী। সূরা হাক্কা , ৬৯:৪০
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ৬৯:৪০
নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির, ৮১:১৯
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ৮১:১৯
ভাইয়া এই সুরা ২ টা (www.ourholyquran.com)দেখেন।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ১২:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

উক্ত net work "www.ourholyquran.com
নিম্ন রুপ অর্থ করা হয়েছে।
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
19
নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের **আনীত** বাণী,
উল্লিখিত অনুবাদে "আনীত" শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। যাদের আরবী ভাষায় কিছুটা দখল আছে তারা খুব সহজেই ধরতে পারবেন ,ওখানে "আনীত" শব্দটি কোন ভাবেই অনুবাদে আনবার সুযোগ নাই।
অতএব অনুবাদক গন এত বড় সহজ সোজা সাপ্টা অনুবাদকে ঘুরিয়ে এখানে একটা ভূল অনুবাদ অজ্ঞ পাঠকদের কেন উপহার দিলেন তা বুঝা বড় কঠিন।
আর তা ছাড়া আল্লাহর বানীর ভূল অনুবাদ করাও তো মহাপাপ আমি মনে করি।
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ২:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

উল্লিখিত অনুবাদে "আনীত" শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। যাদের আরবী ভাষায় কিছুটা দখল আছে তারা খুব সহজেই ধরতে পারবেন ,ওখানে "আনীত" শব্দটি কোন ভাবেই অনুবাদে আনবার সুযোগ নাই

এ জন্যেই তো আরবী টাও তুলে দিয়েছি যাতে আরবী জানা লোকরা বুঝতে পারে। কারন আমি আরবীটাতে দেখলাম **আনীত** শব্দটা অতিরিক্ত যোগ করা। এভাবেই বহু আয়াত কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করেছে অনুবাদকরা যাতে করে কোরানকে অপেক্ষাকৃত মানবিক ও যৌক্তি ক ভাবে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু কোরানে এত বেশী অমানবিক ও অযৌক্তিক কথা বার্তা আছে যে এবাবে আয়াতের অনুবাদ পরিবর্তন করেও সেসব লুকানো সম্ভব নয়।

কৌস্তুভ এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ৩:২৮ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে, আপনি তো ফরেনসিক এক্সপার্ট দেখছি!

কাজী রহমান এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ৩:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

সুতরাং
http://www.ourholyquran.com আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ তাহলে আর বিশ্বাসযোগ্য নয়।
রেফারেন্স বা অনুবাদ হিসেবে ওখানে দেখা যে কোন কিছুই ভিন্ন যায়গায় বা ভাষায় তুলনা করে নিতে হবে।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ৩:২৮ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

রেফারেন্স বা অনুবাদ হিসেবে ওখানে দেখা যে কোন কিছুই ভিন্ন যায়গায় বা ভাষায় তুলনা করে নিতে হবে।

ঠিক তাই। কয়েকটা অনুবাদ চেক করতে হবে। একই সাথে কিছু ইংরেজী অনুবাদও । বর্তমানে কোরানকে মানবিক ও যুক্তি যুক্ত করতে তার অনুবাদ গুলোতে ব্যপক পরিবর্তন করা হচ্ছে। যারা এসব করছে তারা বোঝেও না যে আল্লাহর বানীকে এভাবে পরিবর্তন করে তারা নিজেদের জন্য দোজখের রাস্তাই বরং পরিস্কার করছে।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ১০:৫৪ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

যারা এসব করছে তারা বোঝেও না যে আল্লাহর বানীকে এভাবে পরিবর্তন করে তারা নিজেদের জন্য **দোজখের রাস্তাই বরং পরিস্কার করছে।**

ভাই আমারতো মনে হয় যে এই অনুবাদকরাও মুহাম্মদের ভণ্ডামি ধরে ফেলেছে কিন্তু জাত খোয়াবার ভয়ে কোরানের মানবিকতা প্রমান করতে চাইছে যেমন পুর্বে কোরান সংকলনকারীরা করেছিলেন । 🙂

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ২:৩৪ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

কিন্তু কোরানে এত বেশী অমানবিক ও অযৌক্তিক কথা বার্তা আছে যে এবাবে আয়াতের অনুবাদ পরিবর্তন করেও সেসব লুকানো সম্ভব নয়।

না! সে জন্য কোরানের অনুবাদ বিকৃত করেনি। এ জন্যই বিকৃত করেছে যে ,মূলতঃকোরান একটি বৈজ্ঞানীকের আবিস্কৃত সুত্র সমষ্টি ।আর তা রাসুল আলিকেই জানিয়েছিলেন।কিন্তু যারা কোরানের অনুবাদ করছেন, তারা কোরানের মূল বিষয় অবগত নয়।তাই তারা নিজেদের বুঝ মত কোরানকে উপস্থাপন করতেই ,সঠিক অর্থ উপস্থাপন করতে পারছে না।কেন না,কোরানের সঠিক অনুবাদ করতে গেলে তারা যা বুঝাতে চাই, তাহা আর থাকছে না ,এবং তারাও কোরানের মূল বিষয় বুঝিতেছে না। তাই তারা কোরানের বিকৃত অনুবাদ করে ,তাদের মত করে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে।এজন্যই কোরান সব থেকে বেশি বিতর্কিত হচ্ছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

5. 5

কাজী রহমান

জুলাই ৯, ২০১২ সময়: ৩:৫২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বর্তমান কোরানে ব্যভিচারের শাস্তি পাথর ছুড়ে মারার পরিবর্তে আশি দোররা মারার বিধান আছে। তার অর্থ আবু বকর হতে ওসমান পর্যন্ত যে কোরান সংকলন হয় তা থেকে উক্ত আয়াত বাদ দেয়া হয়েছে।

তো তাতে কি? নারী নির্যাতন বা **নারী খুন** করবার এই আয়াত দেখুনঃ

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী **তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর।** অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে **সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয়** অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

অনুবাদ আর আরবীটা একটু চেক করে দেখেন তো ভাই , ঘাপলা খুঁজে পান কি না

ওহ; এইটা বোনাস সূরা রেফারেন্সঃ

[সূরা মোখতাসার ২](#)
(অংশবিশেষ)
নারীকে যদি মারতে চাও, চাইর পুরুষে সাক্ষ্য দাও;
আন্ নিসা সূরা চাও, পনেরো আয়াত দেখায়া দাও।
চারটা পুরুষ যদিনা পাও, একাই চারবার সাক্ষী দাও;
আননূর আয়াত ছয় দেখাও, ওই নারীতে দোষ লাগাও।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ৭:৩৭ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

হ্যাঁ, কাজী সাহেব,

অনুবাদ টি এখানে ঠিকই আছে।
আপনার কবিতাটি তো বেশ ভালই লাগল।
ধন্যবাদ

[*সিরাজুল ইসলাম*](#) এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১১:১৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

সম্মানিত পাঠক, লক্ষ করুন।

জনাব @আঃ হাকিম চাকলাদার, সাহেব কোরান থেকে সুন্দর ভাবে উপরিউক্ত আয়াতটি উপস্থাপনের মাধ্যমে,রাসুলের দেয়া আইনটি খুব খারাপ বা নারীর প্রতি অবিচার হয়ে গেছে বুঝাতে চেয়েছেন।তাই তিনি সু কৌশলে সূরা নূরের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতটি গোপন করে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করেছেন।এটা একটা অনেক বড় প্রতারণা।

এবার আসুন আমরা দেখে নিই। সুরা নূরের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে কি লেখা আছে।

এই আয়াতে বলেছে-

আর সেই স্ত্রী-লোকটি জ্বীনার অপবাদ থেকে রেহাই পেতে পরে।যদি সে চারবার শপথ করে বলে নিশ্চয় ঐ পুরুষটি মিথ্যা বলিতেছে।এবং পঞ্চমবারে বলে আমার উপর আল্লাহর গযব হউক যদি সে সত্য বাদী হয়।

তাহলে দেখা গেলো, পুরুষ সাক্ষী দিলেই নারী শাস্তি পাবে না।তাহলে আপনারা যারা @আঃ হাকিম চাকলাদার, সাহেবের কথায় এত এত লাফা লাফি করছেলেন।অবশ্যয় এটা তার মিথ্যা তথ্যের কারণে।আর এভাবেই এরা কোরান নিয়ে মিথ্যাচার করে চলেছ।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১:৩২ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

তাই তিনি সু কৌশলে সূরা নূরের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতটি গোপন করে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করেছেন।এটা একটা অনেক বড় প্রতারণা।

আসলেই এটা একটা প্রতারণা তবে সেটা আ: হাকিম চাকলাদার নন, আপনি নিজেই করছেন। কিভাবে ?

সূরা নুরের ৪,৫,৬,৭, ৮ ও ৯ নং আয়াত কি বলছে দেখুন:

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফারমান। ৪
কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। ৫
এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। ৬
এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লানত। ৭
এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; ৮
এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। ৯
চারবার বলে পঞ্চম বারে আল্লাহর গজব পড়ার যে বিধান সেটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? এটা যদি শুধুমাত্র স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে ও আর কোন সাক্ষী হাজির করতে না পারে। উক্ত স্বামী যদি কায়দা (ভয় বা অর্থের লোভ) করে তার কতিপয় বন্ধু বান্ধবকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করতে পারে সেক্ষেত্রে উক্ত বিধান কার্যকরী হবে না ভাইজান। আর সেক্ষেত্রে বেচারা স্ত্রী লোকটির বেত্রাঘাত, তালাক অথবা মৃত্যু অনিবার্য। ভাইজান কি আমাদেরকে ১৪০০ বছর আগেকার অসভ্য বর্বর আরবদের মত মনে করেন নাকি ? এখানে বক্তব্য দেয়ার আগে কম পক্ষে ১০০ বার বিষয়টি নিয়ে ভাবুন তার পর বক্তব্য প্রদান করুন , নাহলে নিজের ফাদে নিজেই ফেসে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১১:৩৮ পূর্বাহ্ন
@ভবঘুরে,

তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে

এই “বেত মারবে” শব্দ টি অতিরিক্ত সংযোজন করার জন্য আয়াতের মূল বিষয়টি দুরে সরে গেছে।তাই আপনি দেখান “বেত মারবে” শব্দটি আয়াতের কোন আরবি শব্দের অর্থ।

আর আমি এই পোষ্টে ব্যাভিচার নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি।দয়াকরে পড়ে নিয়েন।সমাধান পেয়ে যাবেন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনাএর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ১১:০২ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।

ভাইয়া খুব আজব তাইনা?**এখন যদি ইসলামী নিয়ম পালন করে ৪ পুরুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে কি করা হবে?**এতেও কি নারী ব্যভিচারিণী হিসাবে চিহ্নিত হবে? মানে যে কেউ তো অপবাদ দিতে পারে আর সেখানেতো কেউ বুঝতে পারবে না কারন মুহাম্মদের অনুসারীরাতো আর কারো মনের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, আর মুহাম্মদও সেটা পারত না।আর মিথ্যা বললে আল্লাহ গজব দিবেন , এইসব উল্টাপাল্টা বলা ছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে ইসলামী আলেমরা কি বলেন অথবা কোরান হাদিস কি বলে আমার জানা নেই। আপনি অথবা অন্য কেউ জানলে আমাকে ব্যাপারটা দয়া করে জানাবেন, ধন্যবাদ।

অচেনাএর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ১১:০৪ অপরাহ্ণ
আর মিথ্যা বললে আল্লাহ গজব দিবেন , এইসব উল্টাপাল্টা বলা ছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে ইসলামী আলেমরা কি বলেন অথবা কোরান হাদিস কি বলে আমার জানা নেই।

মানে আমি বুঝাতে চেয়েছি যে আলেমরা সহজেই এইসব উলটা পাল্টা যুক্তি হয়ত দিবে , কিন্তু বর্তমানে নাস্তিকদের সাথে তর্ক করতে গিয়ে নিশ্চয়ই এসব ছেলেভুলানো কথা বলে কাজ হবে না এটা তারা বুঝে, কাজেই এর বাইরে তারা কি বলে প্লিজ জানাবেন ভাইয়া আপনি বা অন্য কেউ জানলে।

*কাজী রহমান*এর জবাব:
জুলাই ১১, ২০১২ at ১:০৫ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

এখন যদি ইসলামী নিয়ম পালন করে ৪ পুরুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে কি করা হবে ?এতেও কি নারী ব্যভিচারিণী হিসাবে চিহ্নিত হবে? মানে **যে কেউ তো অপবাদ দিতে পারে** আর সেখানেতো কেউ বুঝতে পারবে না

কোরানে তো তাই দেখছি। চারজন পুরুষ সাক্ষী দিলেই সেই নারী শেষ। এই আয়াতের অন্য কোন মানে আছে কি?

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১২, ২০১২ at ১২:১২ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,

কোরানে তো তাই দেখছি। চারজন পুরুষ সাক্ষী দিলেই সেই নারী শেষ। এই আয়াতের অন্য কোন মানে আছে কি?

খুবি সাঙ্ঘাতিক কথা। এত গভির ভাবে কোনদিন ভে বে দেখিনি।আসলে এত গোলমেলে জিনিস এই কোরানে আছে যা খুজতে গেলে তো মাথা নষ্ট হয়ে যাবে ভাইয়া। অন্য মানে তো দেখছিনা আয়াতের। **তার মানে একটা নারীকে প্রথমে provoke করো, মেয়েটা সঙ্গমে রাজি না হলে রেপ করে(অথবা না করে) , ব্যভিচারের অপবাদ দাও তার পর ৪ জন সাক্ষী দাও তার পর রজম।** আর মেয়েটা ব্যভিচারে রাজি হলে তো মাশাল্লাহ কথাই নেই। মানে পুরুশ চাইলেই মেয়েকে মেরে ফেলতে পারে , কি সুন্দর নিয়ম!

আমি ত দেখতে পাচ্ছি যে হিটলার সত্যি নবীজির তুলনায় ফেরেশতাই ছিলেন।কারন এই লোক ইহুদী নিধন করলেও মেয়েদের এত সুন্দর করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি, চিন্তাও করেনি।আর মুহাম্মদও তো ইহুদী নিধনকারী।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৫, ২০১২ at ৫:৫০ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

এ আয়াতের সার্মর্ম হচ্ছে।প্রতিটি প্রাণীর দেহেই দু -প্রকারের মহা স্বত্বা আছে।তাহা নারী দেহে ৪০ টি নারী স্বত্বা এবং ৩৩ টি পুরুষ স্বত্বা,আর পুরুষ দেহে আছে ৪০ টি পুরুষ স্বত্বা এবং ৩৩ টি নারী স্বত্বা।আর প্রত্যেক প্রাণীর নারী স্বত্বার অশ্লিলতার জন্যই সৃষ্টিতে অশ্লিলতা আসে।তাই ,যদি কেই অশ্লিল কর্ম করে,তাহলে চারি পুরুষ সাক্ষী অর্থাৎ চার কেতাব।এর ও বস্তু আছে ,সময় হলে অবশ্যয় প্রকাশ করবো।পেলে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো যে পর্যন্ত না অশ্লিলতার মৃত্যু ঘটে।ব্যাক্তির নয়।রাসুলের বাণীর মর্মার্থ বুঝতে হলে আগে রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝতে হবে।নতুবা কিছুই বুঝা সম্ভব নয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৭:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম, এই তথ্য আপনি পেলেন কোথায় জানলে সুবিধে হত।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:০৭ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

নিচে আমার দেওয়া মূল মন্তব্য পড়ুন।তাহলেই বুঝতে পারবেন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*দুর্বাল*এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১০:২৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম, ধুর যতসব মনগড়া কথাবার্তা . নবীজি যদি সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে তাহলে তো তুই ধরলি কিভাবে?

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৬:১২ অপরাহ্ণ
@দুর্বাল,

> নবীজি যদি সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা বলে তাহলে তো তুই ধরলি কিভাবে ?

একটু নাক গলাব কিছু মনে করবেন না। আপনি কি উনার(সিরাজুল ইসলাম সাহেবের) খুব পরিচিত মানুষ বা বন্ধু? যদি সেটা হয়ে থাকেন তবে নাক গলানোর জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

আর যদি পরিচিত কেউ না হন তবে আপনার এই সম্বোধনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমি। কারণ অপরিচিত কাউকে তুই করে বলাটা অসংস্কৃত আচরন , যা সভ্য সমাজে কোনভাবেই কাম্য নয়।

6. 6
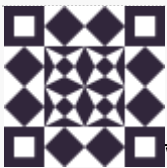
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ৯, ২০১২ সময়: ৪:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির , ৮১:১৯
৮১:১৯ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

ভাইজান,

এ ধরনের দলিল আপনি কী করে খুজে বের করে আনলেন? এতো আপনি কাটা দিয়ে কাটা তুলে ফেলেছেণ। এ দলিল তো কারো খন্ডন করার ও তো উপায় নাই, যেখানে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই সব গোপনীয়তা ফাস করে সোজা সাপ্টা, কোন জটিলতা ছাড়াই, বিশ্ববাসীকে পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে,না,এই কোরান আল্লাহর বানী নয়, এটা রসূলে করীমের বানী।
এর পরেও কী আর এই কোরান আল্লাহর বানী বলে দাবী করার আর কোন পথ আছে?
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১২ at ৩:২৬ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এ ধরনের দলিল আপনি কী করে খুজে বের করে আনলেন ? এতো আপনি কাটা দিয়ে কাটা তুলে ফেলেছেণ।

হে: হে: হে: আমি খুজে বার করি নাই। ১৫ পর্বে ই তো একজন ইসলামিস্ট বের করে দিল। আমার অবশ্য মনে হয়েছে সে একজন ভূয়া ইসলামিস্ট। না হলে এই সব আয়াত বার করে ? আমি যায়গা বুঝে তার টাই এ নিবন্ধে কপি পেস্ট করে দিয়েছে।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৫, ২০১২ at ৫:৩৭ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এ দলিল হাজি সাহেব দিয়ে গেছেন।

*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ১৬, ২০১২ at ৭:৫০ পূর্বাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম, আপনি **হাজি সাহেব** নামক সেই আজব চিড়িয়ার কথা বলছেন যিনি এখানে কিছু মন্তব্য করেছিলেন? আপনি উনাকে চেনেন নাকি? একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না, আপনি নিজেই সেই হাজি সাহেব নন তো?

এ আয়াতের সার্মর্ম হচ্ছে।প্রতিটি প্রাণীর দেহেই দু -প্রকারের মহা স্বত্বা আছে।তাহা নারী দেহে ৪০ টি নারী স্বত্বা এবং ৩৩ টি পুরুষ স্বত্বা,আর পুরুষ দেহে আছে ৪০ টি পুরুষ স্বত্বা এবং ৩৩ টি নারী স্বত্বা।আর প্রত্যেক প্রাণীর নারী স্বত্বার অশ্লিলতার জন্যই সৃষ্টিতে অশ্লিলতা আসে।তাই ,যদি কেই অশ্লিল কর্ম করে,তাহলে চারি পুরুষ সাক্ষী অর্থাৎ চার কেতাব।এর ও বস্তু আছে ,সময় হলে অবশ্যয় প্রকাশ করবো।পেলে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো যে পর্যন্ত না অশ্লিলতার মৃত্যু ঘটে।ব্যাক্তির নয়।রাসুলের বাণীর মর্মার্থ বুঝতে হলে আগে রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝতে হবে।নতুবা কিছুই বুঝা সম্ভব নয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আপনার এই মন্তব্য পড়ে আমার এমন ধারণা হয়েছে।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:

জুলাই ১৬, ২০১২ at ১০:৫৮ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ধর্মঅগুরুজী।।

জ্বি!আমিই সেই হাজি সাহেব।আমার ব্লগে আমার দুটি একাউন্ট আছে ,একটি হাজি সাহেব,অপরটি সিরাজুল ইসলাম।প্রথম আমি হাজি একাউন্ট দিয়ে এখানে প্রবেশ করি।এবং কিছু মন্তব্য ও করি।কিন্তু কিছু দিন আগে আমি আমার কম্পিউটারে নতুন করে উইন্ডোজ সেভেন ইনস্টল করি।তখন মুক্ত মনায় দেখি আমি আর আগের মত প্রবেশ করতে পারছি না।আমাকে আবার আমার ইউজার নাম ইমেইল ঠিকানা ও কোন ব্লগ থেকে এসেছি নতুন ভাবে চাইলো।এদিকে আমি আমার হাজি সাহেব একাউন্টের এর ইমেইল ঠিকানাটা ভুলে যায়, তাই বাধ্য হয়ে আমি হাজি সাহেব নাম বাদ,সিরাজুল ইসলাম নামের একাউন্ট দিয়ে ঢুঁকলাম।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:১৩ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান।welcome back.আশা করি আল্লাহ পাকের অশেষ করুণায় আপনি আমাদের মত নাফরমান বান্দাদের আবার হিদায়েত শুরু করবেন । আমি।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৮:০৮ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

ধন্যবাদ হাজী সাহেবের মত একজন মা-রেফত বিশেষজ্ঞ কামেল ব্যক্তিকে। তার এখানে আগমন আকাংক্ষিত। তার বিকল্প ব্যক্তি আর দেখা যাচ্ছেনা।

7. 7

HuminityLover

জুলাই ৯, ২০১২ সময়: ১০:২৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এই হল মানবতা. ব্যভিচার করলে এখন পাথর ছ্ুড়ে মারা হয় না প্রকাশ্যে গুলি করা হয়. যার সাথে করল তার কোন দোষ নেই. কারন সে পুরুষ. তাই সে ধোয়া তুল সিপাতা..

নিউজটির ১ম কমেন্ট টি পরে ও খুব হাসি পেল..

link:

http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-07-09/news/272052

8. 8

রনি

জুলাই ৯, ২০১২ সময়: ১২:৪৪ অপরাহ্ন লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

আপনার এই সিরিজটা চমৎকার হয়েছে। সিরিজের বাকি লেখাগুলোর অপেক্ষায় রইলাম।

9. 9
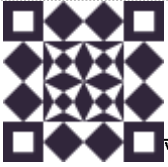
জুলাই ৯, ২০১২ সময়: ১১:৪৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

(৪) পুরোপুরি সঠিক অর্থ জানতে আরবী বুঝে কোরান পড়তে হবে।
এতকিছু করার পরেও যদি দেখা যায় যে কোন সূরার কোন আয়াতের অর্থকে কোনভাবেই পজিটিভ করা যাচ্ছে না তখন শেষ অস্ত্র যা প্রয়োগ করে ইসলামিস্টরা তা হলো কোরানকে বুঝতে হলে আরবী জানতে হবে। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে তাদের শেষ অস্ত্রটি তাদের ইসলামকে সংকুচিত করে শুধুমাত্র আরবী ভাষী মানুষের জন্যই কার্যকর ধর্ম হি সাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুত: বিষয়টি কিন্তু তাই। মোহাম্মদ মূলত: মক্কা মদিনার আশপাশের জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

খুব সুন্দর ব্যাখ্যা হয়েছে, ভাইজান।

আর আরবী ভাষার চরম গুরুত্ব দেওয়ার কারনে আজ মুসলিমেরা জানতে পারেনা তারা নামাজে দাড়িয়ে কী বলতেছে,খুৎবায় কী বলতেছে। মুনাজাতে কী বলতেছে।
তাই বুঝা যায় নবী ধর্মটি শুধু তৎকালীন আরব দেশের জন্যই আকাংখা করেছিলেন।

কারন নামাজে কী বলতেছে সেটা শুধু আরব বাসীদেরই জানার অধিকার , আর অন্য ভাসাবাসীরা জানতে পারবেনা- এটা তো একটা অবিচার।
তিনি এটা কখনই আশা করেন নাই যে ১৪০০ পরেও বাংলা দেশীরা এটা লয়ে মত্ত হয়ে থাকুক।

আর তাহলে তিনি অবশ্যই বাংলায় নামাজ ও খুৎবার ব্যবস্থা করে যেতেন।

ধন্যবাদ

10. 10

অচেনা

জুলাই ১০, ২০১২ সময়: ৮:০৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে,

যারা প্রচার করে তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে একজনও সম্ভবত: উক্ত কিতাব সমূহ জীবনে একবার স্পর্শ করেও দেখে নাই।

ভাই অনেকেই পড়ে আর পড়ার পর বলে যে ,এইতো পরিষ্কার বুঝাই যাচ্ছে যে ,তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে আর কোরান কি সুন্দর অবিকৃত আর সত্য।

আপনি তো জানেন ভাই যে কুকুরের লেজ সোজা হয়না আর মুসলিম রা হল একাধারে কুকুরের লেজ আর জন্মান্ধ। তবু যেহেতু আপনাদের সবার লেখা কিছু মানুষকে অন্তত ভাবাচ্ছে এটাই বড় প্রাপ্তি । যেমনটা আমি মনে করি যে আমরা না হলেও আমাদের নাতি নাতনি রা এর সুফল পাবেই। সত্যি এই ইসলাম নামের ক্যান্সার দূর হলে সেটা হবে মানবজাতির জন্য সবথেকে বড় মুক্তি।
বলা বাহুল্য এটা একটা বিশাল মিথ্যা, আর এভাবেই এক মহা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে *ইসলাম নামক এক ভয়াবহ দানব* **যে দানব ১.৫ বিলিয়নের এক বিশাল জনসংখ্যাকে গ্রাস করতে উদ্যত।**
সারা দুনিয়াকেই এই দানব গ্রাস করতে চায় আর আমার মনে হয় তলে তলে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এটাকে সমর্থন করে।ইনকুইজিশন তো সফল হয়নি। যাক প্রটেস্টান্ট রা তো পুরাই ইসলামকে বাতিল

করে দিয়েছে যেখানে ক্যাথলিক চার্চ, ইসলামেও মুক্তি দেখা শুরু করেছে, অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ccc841 পড়লেই জানা যাবে।
যাহোক আপনার বাকি লেখা নিয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাইনা, শুধু এটুকুই বলব যে অসাধারণ আর আপনার একটি লেখা সবসময়ে আরেকটি কে ছাড়িয়ে যাবার প্রতিযোগিতা করে। অসাধারণ আরেকটি পর্ব উপহার দিবার জন্য আপনাকে শুভেচ্ছা

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ৮:০৮ পূর্বাহ্ন
@ভবঘুরে,

বলা বাহুল্য এটা একটা বিশাল মিথ্যা, আর এভাবেই এক মহা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে *ইসলাম নামক এক ভয়াবহ দানব*যে দানব ১.৫ বিলিয়নের এক বিশাল জনসংখ্যাকে গ্রাস করতে উদ্যত।

আগের লেখায় quote করতে ভুলে গেছিলাম ভাই। এই অংশের উত্তর আগের উত্তরের নিচের অংশটুকু।

*ভবঘুরে*এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ১২:১৩ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাই অনেকেই পড়ে আর পড়ার পর বলে যে ,এইতো পরিষ্কার বুঝাই যাচ্ছে যে ,তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে আর কোরান কি সুন্দর অবিকৃত আর সত্য।

ইসলামের এটাই সব চেয়ে বড় মিথ্যা। তৌরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হয়ে গেছে না বললে ইসলামের মূল ভিতটাই থাকে না। ইসলামের মূল ভিতটা হলো -

মোহাম্মদ মুসা ও ইসার পরে শেষ নবী
ইসমাইলকে ইব্রাহিম কোরবানী দিয়েছিল

তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব উক্ত তথ্যের কোনটাই সাপোর্ট করে না। সুতরাং ওগুলো বিকৃত হয়েছে বলা ছাড়া ইসলামের কোন উপায় নেই। অথচ Dead Sea Scroll সহ অনেক দলিল আছে যা প্রমান করে যীশুর জন্মেরও একশত বছর আগে যে তৌরাত কিতাবের অস্তিত্ব ছিল তা বর্তমানে হুবহু একই আছে।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ১:৪৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, ভাই আপনার সাথে পুরপুরি একমত আমি যৌক্তিক কারনেই 🙂 ।কিন্তু ইসলামী মিথ্যাচার বিশ্বাস করতে করতে মুসলিমদের মাথা এতটা ই বিগড়ে গেছে যে এদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেও দেখেনা। আপনি যে দলিলের কথা বললেন, সেটা সুস্থচিন্তা করতে পারে এমন মানুষ গুলো মেনে নিবে , কিন্তু **চিন্তাশক্তিরহিত এই মুসলিম জাতি**, যারা আসলে কোরআনকে বিশ্বাস করতে হবে বলে রীতিমত প্রোগ্রামড হয়ে আছে, তারা কি মানবে? তাদের তো একই কথা যে কোরানের থেকে বড় দলিল আর নেই। এমনকি কোরানের গাণিতিক ভুল গুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিলেও প্রায় সবাই বলে যে এর নিশ্চয়ই অন্য ব্যখ্যা আছে যা তুমি আমি বুঝি না।পরে যদি আয়াত দিয়ে বলা হয় যে কোরানেই তো আছে যে, কোরান কে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন বোঝার জন্য, উত্তর আসে যে ওটা নাকি **রূপক আয়াত হতে পারে।** প্রশ্নটা সম্প্রতি একজনকে করে এই উত্তর পেলাম। আর তার পরেও কিছু বলতে গেলে সেই পুরনো কাসুন্দি , "তুমি কি এতই জ্ঞানী যে কোরানের ভুল ধরো ? কত অমুসলিম মনিষী যা পারল না তুমিআর তোমার পীরেরা(আপনারা মানে আপনাদের লেখা দেখাতে গিয়েই এসব শুনিতো) সেটা কিভাবে করো?তোমরা কি তাদের থেকেও বড় মনিষী? "।
বোঝেন ঠ্যালা কাকে বলে। 😂 ।
যাহোক ভাই কোরানের এইযে রূপক আয়াত বা মুতাশা বিহা না কি যেন , আর আসল আয়াত বা মুহকামাত কোনগুলি এই নিয়ে আপনার কাছে একটা লেখার অনুরোধ রইল। কারণ আজকাল মুসলিমরা যে সব উদ্ভট যুক্তি দিচ্ছে তাতে এগুলো ভাল করে জানা না থাকলে ওদের উত্তর দিতে গিয়ে আমার মনে হয় যে আমি সহ আরও অনেকেই এমন সমস্যাতে পড়তে পারে!

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ২:০৩ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

যাহোক ভাই কোরানের এইযে রূপক আয়াত বা মুতাশা বিহা না কি যেন , আর আসল আয়াত বা মুহকামাত কোনগুলি এই নিয়ে আপনার কাছে একটা লেখার অনুরোধ রইল।

এটা নিয়ে কোন না কোন পর্বে লেখা হবে তবে কোরানে এত বেশী অসামঞ্জস্য কোনটা রেখে কোনটা লিখব সেটা নিয়েই মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়তে হয়।

তবে আপনি যে বিপদে পড়েছেন তার উত্তর হলো-

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট , সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে , তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর , তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। কোরান, ৩:৭

উক্ত আয়াতে বলা হচ্ছে কোরানের আয়াত দুরকম - সুস্পষ্ট ও রূপক। সুস্পষ্টগুলো সহজ সরল ভাষায় লেখা যা বুঝতে কোন সমস্যা হয় না, পক্ষান্তরে রূপক আয়াত গুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তাহলে প্রশ্ন-

(১)কোন গুলো রূপক আর কোন গুলো স্পষ্ট তা তো কোরানে উল্লেখ নেই, তাহলে আমরা এ শ্রেনীবিভাজন করব কিভাবে ?

(২) এ প্রেক্ষিতে কেউ যদি স্পষ্ট আয়াতকে রূপক ও রূপক আয়াতকে স্পষ্ট মনে করে অর্থ করতে যায় তাহলে তো সে আল্লাহকেই চ্যলেঞ্জ করল কারন রূপক আয়াতকে স্পষ্ট আয়াত ধরে অর্থ করার চেষ্টা করছে অথচ রূপক আয়াতের অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

(৩) আল্লাহ যেহেতু কোন আয়াত রূপক আর কোন গুলো স্পষ্ট তা নির্ধারন করে দেয় নি , সেক্ষেত্রে মানুষ তো অহরহই রূপক আয়াতকে স্পষ্ট ও স্পষ্ট আয়াতগুলোকে রূপক বলে ভুল করতে পারে , আর করতে পারে ভুল অর্থ আর যার শাস্তি দোজখের আগুন।

(৪) রূপক আয়াতকে ভুলভাবে ব্যখ্যা করে কিছু মানুষ ফিতনা সৃষ্টি করে , অথচ এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না , তাহলে প্রশ্ন যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না , সেগুলো খামোখা কোরানে রাখতে গেল কি কারনে ? এগুলো কোরানের মধ্যে রেখে ফিতনাকারীদেরকেই কি আসলে সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে না ?

(৫) সর্বোপরি, আল্লাহর বিধি মোতাবেক সব চেয়ে জ্ঞানী ব্যাক্তি হলো সেই যে উক্ত আয়াতের বিষয়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যে যত বেশী অন্ধ সেই তত বেশী জ্ঞানী।

আশা করি এর পর থেকে আপনার উত্তর দিতে আর তেমন সমস্যা হবে না।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ২:৩৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, অসাধারণ বলেছেন ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।১ম যুক্তিটি অসাধারণ। ২য় ও ৩য় টী এক কথায় মারণাস্ত্র।

তবে মনে হয় ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে তারা বলতে পারে যে এইগুলো মানুষকে করা আল্লাহর পরীক্ষা। .আসলে যদি কেউ কোন যুক্তি মানতে না চায় তবে তাকে দিয়ে মানানো সম্ভব না। অবশ্য তাতেও সমস্যা নেই কারন , আপনার এই ব্যখ্যা সহকারে করা মন্তব্য আমাকে অনেক সাহায্য করবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।এতে করে আসলে তারা আপনার ৫ নং কথাটিকেই নিজেরাই নিজেদের অজান্তেই প্রমান করার মাধ্যমে নিজেদের জাত চিনিয়ে দেবে।

(৫) সর্বোপরি, আল্লাহর বিধি মোতাবেক সব চেয়ে জ্ঞানী ব্যাক্তি হলো সেই যে উক্ত আয়াতের বিষয়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যে যত বেশী অন্ধ সেই তত বেশী জ্ঞানী।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:২৭ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

তৌরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হয়ে গেছে না বললে ইসলামের মূল ভিতটাই থাকে না। ইসলামের মূল ভিতটা হলো-

মোহাম্মদ মুসা ও ঈসার পরে শেষ নবী

পূর্বেও বলেছি এবং আবরও বলছি সাধারণ শব্দ অর্থে কোরান বুঝা সম্ভব নয়।এটা বুঝতে হলে একজন চিন্‌ লোকের কাছে চিনে নিতে হবে।

মহাম্মদ যেখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে পূর্বের কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে (বিকৃত নয়) ,মূলতঃই সেখানে পূর্বের কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।মনে করেন= -একটু পূর্বে চাউল ছিলো, এখন চাউল বিলুপ্ত হয়ে গেছে।তাহলে অবশ্যয়ই চাউল মুড়ি অথবা ভাত হয়ে গেছে।ঠিক এই রকম ।যখন মহাম্মদ বলেছে পূর্বের কিতাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে ,তখন অবশ্যয়ই ফোরকান সৃষ্টি হয়ে গেছে।এখন এ বিষয়ে জানতে হলে আপনাকে কিতাব কি তা জানতে হব।

না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

11. 11

বস্তাপচা

জুলাই ১০, ২০১২ সময়: ১২:২৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মাননীয় ভবঘুরে সাহেবের নিবন্ধগুলি মুমিন বান্দাদের আজগুবি যুক্তি, গালগল্পগুলি যে ভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে, সেটা বহু কারণেই সমর্থন করা যায় না।
হাতে গোনা দু'একটি দেশ ছাড়া মুসলিম দেশগুলো গরীব। রোজগারের বিশেষ কোন উপায়ও নেই। সেখানে কিছু লোক যদি ধর্মের নামে লোকের মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে দু 'পয়সা আয় করে, তবে ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায়?
কিছু বিশেষ(অ)জ্ঞ লোক যদি ইসলামের নামে গো এষণা করে (যেমন দোজখের তাপমাত্রা বের করা) অধস্তন দু'পুরুষের অন্নসংস্থান করে যেতে পারে , তবে ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায় ?
প্রতি বছর যে কয়েক হাজার আলেম (দয়া করে জালেম বলবেন না কিন্তু) মাথায় ঘুঁ টে (গোবরগুলো শুকিয়ে গেছে) ভর্তি করে মানুষের কল্যাণ করছে (অপ্রিয় সাড়ে সর্বনাশ মোটেই বলবেন না) , সেখানে ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায় ? মানছি মাথায় ষাঁড়ের গোবর নিয়ে সমাজের কল্যাণকর কিছুই এদের পক্ষে অসম্ভব। তিনি কি তাদের অন্নসংস্থান করতে পারবেন?
বুকে বোম বেঁধে আত্মঘাতী হামলায় মদত দিয়ে বিশ্বের লোক সংখ্যা কমানোটা অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনায় পরোক্ষ সমর্থন। ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায় ?
জোকার নরক লোকের মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে দু 'পয়সা আয় করছে, ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায়?
জোকার নরক তো আর জীবনে নো-বেল (মানে কোন বেল নেই) পাবেন না, সেখানে ওনাকে গোটা

কয়েক কৎবেল (এটায় তো বেল আছে!) দিলে ভবঘুরে সাহেবের সমস্যা কোথায় ?
মহাম্যাড এবং তার স্বরচিত গ্রন্থের ধোঁকাবাজি, গাঁজাখুরি গালগল্পের আসল রহস্য খুঁজে পেতে বের করাটা কি ঠিক হচ্ছে? যেখানে ৯৯.৯৯৯% মুসলমান জানেন না মহাম্যাডের পেগাম্বর হওয়া র আসল ঘটনা, সেখানে ঢাক পিটিয়ে পর্দা ফাঁই করার ষড়যন্ত্রের পেছনে নিশ্চয় বিদেশি (ইহুদি নাসারা?) মদত আছে।
ইদানিং ভবঘুরে সাহেবের যুক্তিগুলো বড় ধারালো হয়ে যাচ্ছে। শেষে কি বান্দাদের থুতু ফেলে ডুবে মরতে হবে? তার দায় কি ভবঘুরে সাহেব নেবেন ? ভবঘুরে সাহেবের বান্দাদের গান্ধা যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

এমরান এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১২ at ৬:২৪ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,
দারুণ....................

12. 12

বস্তাপচা

জুলাই ১০, ২০১২ সময়: ২:৩৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সংশোধন
বান্দাদের গান্ধা যুক্তি ভবঘুরে সাহেবের উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

13. 13

নেটওয়ার্ক

জুলাই ১০, ২০১২ সময়: ৮:৪০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

হজ্জ করতে গেলে কালো পাথর এ kiss করতে হয়,এই টা কি মূর্তি পুজা না।কারন kiss করলে না কি পাপ মুক্ত হয়।আর একটা পাথর কিভাবে পাপ মোচন করে। what a funny belief as like as other religion.

" আল্লাহ সর্বদা বিরাজমান " কোরান এবং সহি হাদিস কোথাও এ নাকি এ ধরনের কথা নাই। নবিজীরে এক মহিলা প্রশ্ন করছে আল্লাহ কোথায় থাকে নবিজী হাত দিয়া দেখাইছে উপরের দিকে,মুখ দিয়া কিসুই বলে নাই।কোরান এ না কি বলা হয়ছে ,আল্লাহ না কি তার নিজস্ব কিসু জ্ঞান বুদ্ধি মানুষ এর মধ্য দিছে। এবং আল্লাহ পৃথিবিতে থাকে না। "জাকির নায়েক"

তবে মুসলিমরা কেন কাবা ঘর এর সামনে সেজদা দেয় ?

আমি অনেক মুসলিমকে প্রশ্ন করেছি "কাবা ঘর এর সামনে সেজদা দেয় কেন?" তারা বলে "কাবা বরাবর আল্লাহ র আরশ"।

funny belief.

তবে ১ জন বলেছে কাবা এর ভিতর আল্লাহ থাকে।

ভাই জানে রা আমারে ১ টু বুজাইয়া বলবেন কি?

ভবঘুরে ভাই আপনার লেখা টা পরে ভাল লাগল ...আমি পব-১৩,১৪,১৫ পরেছি খুব ভাল লাগেছে,অনেক কিছু জানতে পারেছি। ধন্যবাদ

14. 14
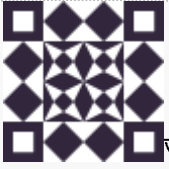
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ১১, ২০১২ সময়: ৬:৪৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অস্বীকার করবে?

প্রীয় পাঠক বর্গ,

55:39

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে , না জিন।

কেয়ামতের ব্যাপারে এত ভয়ের কী আছে?

উপরে একটু লক্ষ করে দেখুন না ? স্বয়ং আল্লাহ পাকই তো মানব ও জিন জাতিকে কোন অপরাধ সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত না হবার নিশ্চয়তা দান প্রদান করতেছেন।

দেখুন তাহলে আল্লাহ পাক কত দয়ালু। কাজেই অপরাধ করার কারনে আর কোনই দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা করার কারন থাকতে পারে কী?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৪:৫৪ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

55:39

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে , না জিন।

এটাতো অন্ধের হাতি দেখার মত, যেখানে স্পর্শ করলেন পূর্ণাঙ্গটুকুকে তদনুরুপ ভাবার মত হলো।আসলে হাদিস বা প্রচলিত কোরান এভাবে বোঝা সম্ভব নয়।এই প্রচলিত কোরান বুঝতে হলে আগে কোরানের নিজস্ব উদ্দেশ্য বুঝতে হবে।থাক সে কথা ,আপনার এই আয়াতের বিষয় নিয়ে কিছু বলি।

আল্লাহর ৯৯ টি গুন বাচক নাম আছে।তার মধ্যে একটি নাম রহমান বা দয়াময়।আর এই সুরাটির নাম দয়াময় বা রহমান।এই দয়াময় এক সময় সৃষ্টির জ্বীন ও মানব কে ৩১ টি নেয়ামত দেন।যা এই সূরাতেই উল্লেখ আছে।এই ৩১ টি নেয়ামতের আওতায় থাকা কালিন জ্বীন ও ইনসানকে তিার কৃতকর্ম বিষয়ে জানতে চাওয়া হবেনা।কেননা এই ৩১ টি নেয়ামতের আওতায় অবস্থান কালিন সময়ে তারা কোন অন্যায় করতে পারবে না।
আর যেখানে আল্লাহ ওয়াহেদুল কাহহার বা কঠিন শাস্তি দাতা।এর আওতাধীন সময়ে জ্বীন ও ইনসান ভালো কোন কাজ করতে পারবে না।সে যাহা করবে তাহাই শাস্তি পাওয়ার কাজ করবে।
আর যখন আল্লাহ আদলু বা ন্যায় বিচারক।এর আওতায় আসলে তো সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।কোন মাফ নাই।

বিস্তারিত জানতে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিধারণ করে আলোচনায় আসুন ।সে বিষয় শেষ হলে আরেকটি তে যাওয়া যাবে।আমি নিশ্চিৎ আপনাদের অসরতা তখন আপনারা নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১০:৪৩ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনি ঐ আজগুবি কাহীনি কোথা থেকে আনিলেন?

নীচে তাহলে সঠিক অর্থটি তাফছীর কারকদের নিকট থেকে শুনুন।

TAFSIRE JALALAIN
55:39
{ فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ }
Thus on that day no man will be questioned about his sin, nor any jinn, about his sin; but they are questioned on some other occasion: By your Lord, We shall question them all [Q.15:92] (al-jānn in this instance and in what will follow denotes the jinn, and also in both cases al-ins denotes human beings).
IBN KATHIR ENGLISH
(39. So, on that Day he will not be questioned about his sin, (neither) human nor Jnn.)
Sahih International
Then on that Day none will be asked about his sin among men or jinn.
Muhsin Khan
So on that Day no question will be asked of man or jinn as to his sin, (because they have already been known from their faces either white or black).
Pickthall
On that day neither man nor jinni will be questioned of his sin.
Yusuf Ali
On that Day no question will be asked of man or Jnn as to his sin.

Shakir
So on that day neither man nor jinni shall be asked about his sin.
Dr. Ghali
Then upon that Day neither any of humankind nor any of the jinn (race) will be questioned about his guilty deed.

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:০৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি কি মহাম্মদ ও কোরানের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছেন ,না মহাম্মদ ও কোরানকে মিথ্যা প্রমানের চেষ্টা করছেন?আপনার মূল উদ্দেশ্য কি?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:১৭ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

সত্য সহায়।গুরুজী।।

এই কথা বার বার লিখছেন কেন ভাই? আগে ত সিগনেচার \এ লিখতেন হাজি সাহেব।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:২৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

উপরে একটু লক্ষ করে দেখুন না ? স্বয়ং আল্লাহ পাকই তো মানব ও জিন জাতিকে কোন অপরাধ সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত না হবার নিশ্চয়তা দান প্রদান করতেছেন।

হে হে হে , তাহলে তো ভয়ের কিছু নাই। আমরা সেই ফাকে সুড়ুৎ করে জান্নাতে ঢুকে যাব , কি বলেন ?

15. 15
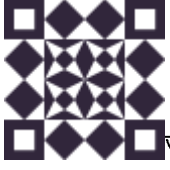
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ১২, ২০১২ সময়: ৪:০১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনারই প্রবন্ধ হতে,

কোরান যদি সম্পূর্ন কিতাব হয় তাহলে কোরান পড়ে বুঝতে অন্য কোন কিতাব দরকার নেই। যেমন কোরান বলছে-

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? সূরা আল আন আম-৬:১১৪

ভাইজান,
উক্ত আয়াতে সমস্যা তো আর একটা প্রকট আকারে হাজির হয়ে যাচ্ছে।
এটা ও তাহলে একটু সমাধান করে দিন।

তবে কি **আমি** আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব ?

এখানে তো পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে উপরোল্লিখিত বাক্যাংস টুকুর বক্তা আল্লাহ নিজে কখনোই হতে পারেন না, অর্থাৎ তাহলে নবী নিজেই। এখানে এই "আমি"টা কে? পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে এই "আমি"নবিজী নিজেই। অনুবাদকের সাহায্য ব্যতিরেকে সরাসরি আরবী বাক্যটা থেকে বুঝতে গেলেও ঐ একই অর্থ দাড়ায়।

আর দ্বিতীয় অংসটুকু অর্থাৎ:

অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন।

এটার বক্তা আল্লাহ, তা না হয় বুঝে নিলাম।

তাহলে নবীজী কী নিজের বক্তব্যের সংগে আল্লাহর বক্তব্যকে একত্রে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেল্লেন নাকী ?

অথচ সম্পূর্ণ বাক্যটাকে কোরানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঢালাও ভাবে আল্লাহর বানী বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্ত ভাইজান, আপনার সত্য প্রকাশের ঠেলায়, আজকাল জনগণ কিন্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছে।
যা-তা একটা বাক্যকে জনগণ আর “আল্লাহর বাক্য” বলে মেনে নিতে নারাজ।
তারা নিজেরা একটু পরখ করে দেখে নিতে চায়। কী বলেন ?
ধন্যবাদ

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১২, ২০১২ at ২:১০ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি তো দেখি খুব দ্রুত ইসলামী পন্ডিত হয়ে গেলেন ভাইজান। মনে হচ্ছে আপনি এখনই ভাল ওয়াজ নসিহত করতে পারবেন। এক কাজ করতে পারেন , দেখুন ওয়াজ করাটাকে পেশা হিসাবে নেয়া যায় কি না। একে বারে বিনা পুজির ব্যবসা। পুরোটাই লাভ , আবার লাভটাও কম না। কি বলেন ভাইজান ?

তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব , অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? সূরা আল আন আম-৬:১১৪

উক্ত আয়াতের ব্যখ্যা অতুলনীয়। আসলেই এখানে **আমি** মোহাম্মদ নিজেই । অর্থাৎ মোহাম্মদ নিজেই কথা বলে সেটাকে আল্লাহর বানী বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এটা ঘটেছে মোহাম্মদের ঠিকমতো ব্যকরণ না জানার কারনে। লেখা পড়ায় একটু চালু হলেই এ ভুলটি এড়াতে পারতেন। এটা আল্লাহর বক্তব্য হলে আয়াত টি হতো নিম্নরূপ:
তবে কি তুমি (মোহাম্মদ) আমা (আল্লাহ) ব্যতিত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করবে , অথচ আমিই (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি ?</strong

এর কারন কোরানের বক্তা তো স্বয়ং আল্লাহ তাই তিনি সঠিক ব্যকরণ রীতি অনুযায়ী নিজেকে আমি এ সর্বনাম পদে প্রকাশ করবেন। তাই নয় কি ?

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ১৩, ২০১২ at ৯:৪৩ পূর্বাহ্ণ

এখানে তো পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে উপরোল্লিখিত বাক্যাংস টুকুর **বক্তা আল্লাহ নিজে কখনোই হতে পারেন না, অর্থাৎ তাহলে নবী নিজেই।**

এ রকম আরও অনেক আছে! আরও কিছু উদাহরন:

সূরা হুদ

11:1- 3 - –এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াত সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী না কর। **নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।** আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, **তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি।**

সূরা আশ-শুরা

42:10- তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। **ইনিই আল্লাহ আমার পালনকর্তা আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই।**

সূরা আয-যারিয়াত

51: 50-51 - অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। **আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।** তোমরা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। **আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।**

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি সত্যিই খুব তাড়াতাড়িই কুরানের প্যাঁচ গুলো ধরে ফেলতেছেন। আরবীতে আপনার দখল অসাধারণ!

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুলাই ১৩, ২০১২ at ৪:৪১ অপরাহ্ণ

@গোলাপ,

অনেক ধন্যবাদ। আপনার দেওয়া আয়াৎগুলী আমি save করে রাখছি। এত বড় ধারাল যুক্তির আয়াৎ গুলী সময়মত আমার কাজে লাগবে।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:৩২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনার দেওয়া আয়াৎগুলী আমি save করে রাখছি। এত বড় ধারাল যুক্তির আয়াৎ গুলী সময়মত আমার কাজে লাগবে।

আপনি তো খালি save করেই যাচ্ছেন, কোথায় কি কাজে লাগালেন , কিছুই তো বলেন না । দয়া করে সেটাও একটু জানাবেন।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৪:৪১ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আপনি তো খালি save করেই যাচ্ছেন, কোথায় কি কাজে লাগালেন , কিছুই তো বলেন না । দয়া করে সেটাও একটু জানাবেন।

অবশ্যই, এইযে,
আমাদের মসজিদে ১০-১২ জন দলের একটি "তাবলীগ জামাত" এর একটি দল ৩ দিন থেকে কাজ করে গেলেন। তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইছলামের দাওয়াত দিতেন।
আমি গত পরশুদিন সকাল ১০টার দিকে মসজিদে ঢুকি। এদের মধ্যে বাংগালী,ভারতীয়.পাকিস্তানী,এরাবিয়ান,ওআফ্রিকান মুছলিমরা ছিলেন।

আমি মসজিদে ঢুকে দেখতে পাই ,এরা মসজিদের এক কর্নারে সব একত্রে গোল গাল হয়ে বসে আছে এবং এদের একজন একটি হাদিছ পুস্তক হতে ইংরাজী অনুবাদ পড়তেছেন এবং অন্য সবাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেছেন।

আমি ও কিছুক্ষন শ্রোতা হিসাবে অংশ গ্রহন করলাম।

এরপর এর মধ্যের একজন সিনিয়র বাংগালী কে বল্লাম আমি একটু আলাপ করতে চাই।

উনি আমার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন।

আমি সংগে করে লয়ে গিয়েছিলাম আপনাদেরই কাছ থেকে save করে রাখা নিম্নোক্ত বোখারী হাদিছটির কতকগুলী printed পাতা।

ঐ পাতা গুলী তখন আমি তাদের বাংগালীদের হাতে দিয়ে বললাম এটা বোখারীর গুরুত্বপূর্ণ হাদিছ । এটা পড়ুন ও অনুধাবন করুন?

এরা অনেকক্ষন ধরে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িলেন।

এরপর এরা এবিষয়ে আর কোন কথা বলেনা। এরপর আমি বাংগালী মুরুব্বীকে প্রশ্ন করিলাম ,
“হাদিছটা বিজ্ঞানের বিপক্ষে যায়না?”
তিনি তখন বলিলেন “এই বিজ্ঞানীরা এখন আবার বলতেছে, সূর্য ও স্থির থাকেনা তারও একটা গতি পথ আছে।”

তখন আমি বল্লাম ” সূর্যের নিজস্ব অক্ষে সামান্য গতিপথ আছে, তবে এটা নিশ্চিত যে, আমরা যে দিবা-রাত্র পাই,সেটা হয় পৃথিবীর ঘুর্ননের ফলেই ,কখনোই সূর্যের ঘুর্ননের ফলাফলে এটা হয়না ”

তখন উনি ও আমার কথা মেনে নিলেন।
তখন আমি বল্লাম “এভাবে ইসলামের সংগে ও বর্তমান বিজ্ঞানের এতবড় একটা সংঘর্ষ এতে অসুবিধা হয়না?”
উনি এবার ও উত্তর দিলেন “হ্যাঁ”

এরপর আমি বল্লাম আপনাদের যিনি উর্ধতন আছেন তাকে এই হাদিছটা দেখাবেন আর বলবেন এ ব্যাপারে আমি তার সংগে একটু আলাপ করতে চাই।

উনি কথা দিলেন “হ্যাঁ এটা করব।”

কিন্তু এরপর তাদের কেহই এব্যাপারে আর আমার সংগে আলাপ করতে বসেন নাই।যদিও আমি তাদের সংস্পর্শে ই ছিলাম

এরপর তারা হঠাৎ করে গত কাল দুপুরে চলে গিয়েছেন।

এই হাদিছটির প্রশ্ন আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞ্যানের অধিকারী জনাব সিরাজুল ইসলামকেও করেছিলাম।

কিন্তু উনি একটি মাত্র উত্তর দিয়ে কেটে দিয়েছেন যে উনি হাদিছ সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী নন।

দেখুন তো এটা কী ধরণের বিপদ"উনি নবীর হাদিছকে মানবেননা অথচ সেই নবীর থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞ্যান টাও নিতে চান?"

উনাকে লয়ে তো বেশ মুসিবতেই আছি-উনি যখন যে ধরনের খুশী নিজের মনগড়া আধ্যাত্মিক কথাবার্তা, কল্প কাহিনী দ্বারা ভরপুর করে দিতে পারেন। উনি বোধ হয় একটা ভাবের/আধ্যাত্মিক জগতে বসবাস করছেন।

আপনার ভাগ্যটা বোধ হয় মঙ্গলের দিকে যাচ্ছে-কারন বর্তমানে আপনার মঞ্চে এধরনের দুই একটা আধ্যাত্মিক লোকের আণাগোনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

তাহলে আলোচ্য হাদিছ টি নীচে দেখুন -

,

বোখারী শরীফ বুক-৬, হাদিছ # ১৯১৭
অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।
৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে , কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৪:২৪ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজান, ওরা আপনাকে বলে নাই যে আপনার মধ্যে শয়তান বাসা বেধেছে ?
আপনি তো ছাই দিয়ে বাইন মাছ ধরতে লেগে পড়েছেন। দেখুন কয়টা বাইন মাছ ধরতে পারেন।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৭:০৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

ওরা আপনাকে বলে নাই যে আপনার মধ্যে শয়তান বাসা বেধেছে ?

ওদের সে কথা বলার ক্ষমতা আছে? আমার কাছে পাকা পোক্ত দলিল রয়ে গেছেনা ?
আর আমি তো সঠিক বস্তুটি দেখাতে চাচ্ছি।
আপনি তো ছাই দিয়ে বাইন মাছ ধরতে লেগে পড়েছেন। দেখুন কয়টা বাইন মাছ ধরতে পারেন।

হা,হা,হা,
ভাইজান, ধরার তো চেষ্টা চালাচ্ছি কিন্তু ধরতে আর পারি কই? আমি তো তাদের কাছাকাছিই ঘুরা ঘুরি করতেছিলাম এই আশায় যে তারা আমার সংগে বসে একটু আলোচনা করবে।
কিন্তু বিপরীতে তাদের এখান থেকে যাওয়ার নির্ধারিত দিনের পূর্বেই এ স্থান হঠাৎ করে ত্যাগ করে চলে গেছে।

16. 16

সংবাদিকা

জুলাই ১২, ২০১২ সময়: ৪:০০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মানুষ জন্ম সূত্রেই নিচের সাতটি ব্যাপারে উত্তরাধিকারত্ব লাভ করেঃ

বর্ণ
ধর্ম
ভাষা

সংস্কৃতি
আচার
সমাজ
রাষ্ট্র
অনেকের কাছে বর্ণ কিছু না , অনেকের কাছে ধর্ম কিছুনা , অনেকের কাছে নিজ ভাষা কিছুনা , অনেকের কাছে নিজ সংস্কৃতি কিছুনা , অনেকের কাছে নিজ আচার কিছুনা , অনেকের কাছে নিজ সমাজ কিছুনা, অনেকের কাছে নিজ রাষ্ট্র কিছুনা……. বৈশ্বিক লাভ কিংবা নব বিশ্বাসের জন্য অনেকেই তাদের জন্ম সুত্রে প্রাপ্ত এই সাতটির যে কোন একটি কিংবা সবগুলোর বিরোধিতা করে …

অনেকের কাছে আবার অনেক কিছু এমনকি অনেকে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত ……

সমাজে আমাদের উচিত অন্যর বিশ্বাস এবং আচার কে শ্রদ্ধা জানানো…… বিশেষ ভাবে যা অন্যর ক্ষতির কারণ হয়না……

সরলীকরণ আমজনতার কাজ তবে আমজনতার নেতৃত্ব অথবা বুদ্ধিজীবীরাও যদি সরলীকরণ করে তাহলে পতন অনিবার্য।

অচেনাএর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১২ at ১২:১২ পূর্বাহ্ণ
@সংবাদিকা, আপনাদের এই প্যানপ্যানানি খুব বিরক্তি কর। এত নীতিবাক্য না দিয়ে সোজাসুজি যুক্তি দিয়ে ভবঘুরে ভাইয়ের যুক্তিগুলো কে খণ্ডাচ্ছেন না কেন ? যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আপনাদের চোখে না পড়ে তবে কি সত্যই আপনারা জন্মান্ধ?আম জনতা থেকেই যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বেরিয়ে আসে এটা আশা করি বোঝেন ? কেউ জন্মসুত্রে বুদ্ধিজীবী হয় বলে আমার জানা নেই। আর সরলীকরণ করলে পতন অনিবার্য মানে? ইউরোপ যে দীর্ঘ সময় ধরে অন্ধকার যুগে পড়ে পচে মরছিল, এটা যে ধর্মের কারনেই সেটা ভুলে গেলেন? আজ যে মুসলিম জাতি অন্ধকার যুগে বসবাস করছে সেটা চোখে দেখেন না? এই সিরিজটার একটি লাইনেও তো আমি অসংলগ্ন আর সরলীকরণের কিছুই পেলাম না। পুরোটাই আমার কাছে জলন্ত আগুনের গোলা বলে মনে হয়েছে আর যাতে আপনারা পুড়ে মরছে। সদালাপ নামের একটি সাইটে দেখছি যে ভবঘুরে ভাইকে ভণ্ড বলে গালি গালাজ করছে, আগে করত আকাশ মালিক ভাইকে। কই আস্তে বলেন এখানে আর প্রমান করতে

বলেন। সবসময়েই তো পুন্যবান রা হাজির হয়ে পাপীদের সাথে যুক্তিতে না পেরে চলে যায় আর অন্য সাইটে কাপুরুষের মত মিথ্যাচার করতে থাকে।

তবে কি **আমি** আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান ক রব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? সূরা আল আন আম-৬:১১৪

এই আয়াতে দেখুন।এখানেও সরলীকরণ করা হয়েছে (আপনাদের ভাষায়)। আপনি বুঝেন না যে এখানে আমি বলতে মুহাম্মদ নিজেকেই বুঝিয়েছে ? আর এটা যদি আল্লাহই বলে থাকে তবে আল্লাহর অন্য বিচারক খোজার দরকার কি? নাকি আল্লাহ জানে যে তার সমান বিচারক আরো অনেকেই আছে? থাকলে আল্লাহই কি মিথ্যাবাদী হয়ে গেল না, কারন তার সমান কেউ থাকার পরেও সে নিজেকেই একমাত্র সত্য সত্তা দাবি করে রীতিমত ঘোড়া আর গাধার নামে শপথ করে?

কাজেই এটা কি পরিষ্কার না যে মুহাম্মদের কথা এটা ? অথচ আপনারাই তো দাবি করেন যে কোরান পুরটাই আল্লাহর বানী? তবে? এর কোন ব্যখ্যা আছে? কোরানের অসংখ্য ভুল, বিশেষ করে স্থুল গাণিতিক ভুল গুলো(উত্তরাধিকার আইনে) কি প্রমান করে? অন্য ভুল গুলোকে আপনি যদি, অথবা, কিন্তু দিয়ে কথা প্যাঁচাতে পারেন, **কিন্তু ম্যাথএর বেলায় এইসব খাটেনা এটা বুঝেন না? ২+২ সব সময় ৪ ই হবে, কোনদিন ৫ হবে না, এটা বুঝতে গেলে তো মহা পণ্ডিত হতে হয় না।** তবু এগুলো বিশ্বাস করেন কেন?সম্মোহিত অবস্থায়, নাকি জাত যাবার ভয়ে নাকি তর্কের খাতিরে শুধুই তর্ক করা ?

অনেকের কাছে আবার অনেক কিছু এমনকি অনেকে নিজের জীবন দিতেও প্র স্তত......

এরই নাম পাগলামি। এই আদর্শবাদের ভুতটাই মানুষকে যুগে যুগে ধ্বংস করেছে আর কিছু কিছু অতি চালাক মানুষদের ধর্মগুরু বানিয়েছে অন্যদের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবার জন্য , কিন্তু আপনারা চোখ বুজে থাকেন বলেই দেখতে পান না। আচ্ছা সত্যই কি আপ্নারা দেখেন না , নাকি দেখতে চান না? অথবা দেখেও না দেখার ভান করেন?

সমাজে আমাদের উচিত অন্যর বিশ্বাস এবং আচার কে শ্রদ্ধা জানানো...... বিশেষ ভাবে যা অন্যর ক্ষতির কারণ হয়না......

সম্মান সেটাকেই দেখান যায় যেটা সম্মান দেখানোর যোগ্য। আমাকে সম্মান করতে হবে বলে চেঁচালেই সম্মান আসে না। আপনাদের আচার কে আগে সম্মানের যোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসুন , তখন আর সম্মান ভিক্ষা চাইতে হবে না, এম্নিতেই মানুষ সম্মান দেখাবে। আগে অন্যদের সম্মান করুন মসজিদে , চায়ের দোকানে, রাস্তায়, মাঠে ঘাতে, বিশেষ করে ওয়াজ মাহফিলে নোংরা ভাষায় অন্য ধর্মকে শয়তানের তৈরি , আর তাদের ইষ্ট দেবতাদের উপাসনা করা শয়তানের কাজ, এইসব বলা বন্ধ করান। আগে নিজের ঘর সাফ করেন তার পর অন্যকে জ্ঞান দিতে আসেন। কিভাবে অন্যের সমালোচনা করতে পারেন যেখানে নিজেরাই এমন দুর্গন্ধ ছড়ান যে তার অন্যের বিবমিষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়?

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১২ at ৭:৪১ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,
ভাই, খুব ভাল লিখেছেন।

সংবাদিকা এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১২ at ৫:৩০ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

অনেক সাদারা বা বাদামিরা এখনো কালোদের সহ্য করতে পারেনা তাই বলে সাদা কিংবা বাদামী চামড়া মাত্রই দোষী

অনেক ভাষা সমৃদ্ধ নয়। ইংরেজি ভাষার উন্নয়ন ধার থেকে। বাংলা থেকেও অনেক সমৃদ্ধ ভাষা আছে। তাই বলে কি আমরা আরও সমৃদ্ধ ভাষা শিখতে যেয়ে নিজের ভাষা বাদ দিয়ে দিব।

অনেক সংস্কৃতি অদ্ভুত মানে বাহিরের মানুষদের কাছে; অনেক গান শুনলে মনে হয় চিল্লা পাল্লা অনেক গুলো শুনলে ঘুম আসে আবার অনেক গুলো খুবই কালার ফুল।

অনেক আচার ব্যবস্থা জানি কেমন কোরিয়ানরা কুকুর খায় , পশ্চিমারা শুকর খায় কিংবা আরবরা গরু কিংবা দুম্বা খায়। কিংবা যারা মাংস খায়না প্রাণী হত্যা বলে তারা কিন্তু আবার পাথর খায়না। ঠিকই উদ্ভিদ খায়, যারও প্রান আছে। এখন আবার অনেক জায়গায় মানুষ নগ্ন থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আদিম মানুষ গাছ পাতা দিয়ে ঢাকত কিন্তু ঐসব সভ্য আধুনিক দেশের কতক মানুষদের কাছে সমুদ্রের বিচে গায়ে কাপড় রাখাটা বাহুল্য।

শহরে কেউ কারও খোজ রাখেনা সবাই যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু গ্রাম্য সমাজে সবাই সবার সুখ দুঃখে পাশে থাকে আবার এটা অনেক সময় চরম বিরক্তিকর এবং প্রাইভেসি বিরোধী মনে হয়।

ইসরাইল প্যালেস্টানীয়দের উপর, ইরান-ইরাক-তুরস্ক কুর্দিদের উপর, ভারত কাশ্মীরিদের উপর, চীনারা তিব্বতীয়দের অথবা যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীর উপর অন্যায় আচরণ করছে তাই বলে তারা কিংবা

তাদের নাগরিকেরা কি চিরাচরিত খারাপ ? তাদের সব কিছু নিশ্চয়ই খারাপ নয়। আমাদের বাংলাদেশরেও অনেক অন্যায় আছে।

হাজ্জাজ, তৈমুর, ইসাবেলা কিংবা আরবান (২) এরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, চেঙ্গিস - হিটলার জাতীয়তার দোহাই, পিনোশেট-ফ্র্যাঙ্কো ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র কিংবা স্ট্যালিন অথবা মাওসেতুং সাম্যবাদ এবং নাস্তিকতার দোহাই দিয়ে কোটি কোটি মানুষ হত্যা করেছে। তাই বলে ধর্ম , সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র, সাম্যবাদ অথবা নাস্তিকতা কোনটিই দোষী নয়। দোষ হল যারা এসবের নামে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে তাদের।

পরবর্তী কিংবা সমসাময়িক কতক লোকের জন্য পুরো বিষয়টি নিয়ে গেল গেল তুললে আসলে কোন লাভই নেই। আদতে ফাক্কিকার এবং ফলাফল শূন্য।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
জুলাই ১৪, ২০১২ at ৬:৪৪ অপরাহ্ণ
@সংবাদিকা,
আপনার যুক্তি বোধে আমি দারুণ মুগ্ধ। আপনি নিজেই পরিষ্কার করে বুঝাতে চেয়েছেন অঞ্চল ভেদে মানুষের আচার, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তার মানে এই দাঁড়াল চিরন্তন মত বা বিশ্বাস বলে কিছু নেই। আমরা কি তাহলে ধরে নেব আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন সত্য বা চিরন্তন ধর্ম বলে কিছু নেই ? ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের মত একটা সাধারণ বিশ্বাস বৈ আর কিছু নয়!

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৫:১১ অপরাহ্ণ
@সংবাদিকা,

ইসরাইল প্যালেস্টানীয়দের উপর, ইরান-ইরাক-তুরস্ক কুর্দিদের উপর, ভারত কাশ্মীরিদের উপর, চীনারা তিব্বতীয়দের অথবা যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীর উপর অন্যায় আচরণ করছে তাই বলে তারা কিংবা তাদের নাগরিকেরা কি চিরাচরিত খারাপ ? তাদের সব কিছু নিশ্চয়ই খারাপ নয়। আমাদের বাংলাদেশরেও অনেক অন্যায় আছে।

এত আগডুম বাগডুমের কিছু নাই। এ সিরিজ নিবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মোহাম্মদকে আবিস্কার ও ইসলামের ব্যবচ্ছেদ। এখানে তুর্কি , কুর্দি, মার্কিনী বা ভারতীয়রা কোথায় কি করছে সেটা বিবেচ্য নয়। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক কথা বাদ দিয়ে মোহাম্মদ ও ইসলাম সম্পর্কে কোন অযৌক্তিক কথা এখানে থাকলে সেটা নিয়ে কথা বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। আপনাদের মত বিশ্বাসী লোকদের এটা একটা সমস্যা যে তারা আসল বিষয় এড়িয়ে আগডুম বাগডুম কথা বেশী বলে।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ১৪, ২০১২ at ৩:২৭ অপরাহ্ণ
@সংবাদিকা,

সমাজে আমাদের উচিত অন্যর বিশ্বাস এবং আচার কে শ্রদ্ধা জানানো...... বিশেষ ভাবে যা অন্যর ক্ষতির কারণ হয়না......

কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস, তাদের নিজেদের তো বটেই; পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মানুষদের জন্যও হুমকিস্বরূপ। এরা বেহেশতের হুরের জন্য সব কিছু করতে পারে। এরা এতটই নির্বোধ যে , তাদের ধর্ম বিশ্বাস যে তাদেরকে কিছুই দিতে পারছে না , সেটাও তারা বুঝতে পারছে না।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৪:২৯ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

এরা বেহেশতের হুরের জন্য সব কিছু করতে পারে। এরা এতটই নির্বোধ যে , তাদের ধর্ম বিশ্বাস যে তাদেরকে কিছুই দিতে পারছে না, সেটাও তারা বুঝতে পারছে না।

মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস তাদের কিছুই দিতে পারছে না।ঠিক আছে ,আপনি যে ধর্ম বিশ্বাস করেন তা আপনাকে কি দিয়েছে?দয়া করে জানান ।বেশি কিছু পেলে আমরা আপনার ধর্মে যাবো।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৩:৩২ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
মানবতাই আমার ধর্ম আর বিজ্ঞান আমার কর্মপন্থা। চাইলেই চলে আসতে পারেন এই দলে। কিন্তু একটা কথা আছে, এ দলে এলে কিন্তু পড়াশুনা করতে হবে। কোরানের মতো এক বইয়ের পাঠক হলে কিন্তু চলবে না। আর মৃত্যুর পর মুহম্মদের মতো কিন্তু বেহেশত আর সেক্স করার জন্য ৭২ জন হুর সাথে আরো কিছু গেলমান দেয়ার গ্যারান্টি দিতে পারবো না।
কি, রাজী ? আছে সাহস ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১১:২৪ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

আপনি বলেছিলেন-

> *তাদের ধর্ম বিশ্বাস যে তাদেরকে কিছুই দিতে পারছে না , সেটাও তারা বুঝতে পারছে না।*

তাই আমি বলেছিলাম ,মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস তাদের কিছুই দিতে পারছে না।ঠিক আছে ,আপনি যে ধর্ম বিশ্বাস করেন তা আপনাকে কি দিয়েছে?দয়া করে জানান ।বেশি কিছু পেলে আমরা আপনার ধর্মে যাবো।

আপনি বললেন-

> *মানবতাই আমার ধর্ম আর বিজ্ঞান আমার কর্মপন্থা। চাইলেই চলে আসতে পারেন এই দলে।*

আপনার ধর্ম কি ,তা আমি জানতে চাই নি।আমি জানতে চেয়েছি-আপনার ধর্মে আসলে আমরা কি পাবো, তাই বলুন।

আগে কথা বুঝুন, পরে জবাব করুন।

সত্য সহায়।গুরুজী

17. 17
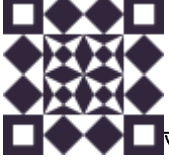
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ১২, ২০১২ সময়: ৭:২২ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আপনি তো দেখি খুব দ্রুত ইসলামী পন্ডিত হয়ে গেলেন ভাইজান।

হা,হা,হা. খুব আনন্দিত!

ভাইজান

ভাগ্যিস, আপনার এই বিনা পয়সার ইসলামী শিক্ষার কোচিংএ যোগদান করে একটু সঠিক ইসলামী জ্ঞান চর্চা করতেছিলাম বলে, নইলে আজ ধড়ীবাজ ইসলামিস্ট গন আমাকে দিয়ে বেহেশতের মধ্যের একটার পর একটা ঘর ক্রয় করিয়ে করিয়ে আমাকে ফতুর করে ছেড়ে দিত , যেটা আমার পরিচিত লোকদের বেলায় চোখের সামনে ঘটতেছে।

ধন্যবাদ

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ২:২৬ অপরাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,
সিরাজুল ইসলাম একজন বিজ্ঞানী। আপনি কি সেটা জানেন ? এই পোস্টের ২৩ নম্বর মন্তব্য প্রতিমন্তব্যগুলো পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন হিগস বোসন কনা কে আবিষ্কার করেছে ?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ৯:২৬ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

সিরাজুল ইসলাম একজন বিজ্ঞানী। আপনি কি সেটা জানেন ? এই পোস্টের ২৩ নম্বর মন্তব্য প্রতিমন্তব্যগুলো পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন হিগস বোসন কনা কে আবিষ্কার করেছে ?

এখানে মন্তব্যে কোন নম্বার দেখা যাচ্ছেনা। আমি খুজে ২৩ নং ও পেলামনা।পারলে ওখানকার সবটুকুই কপি করে দিয়েন তো?

জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে কিছু কোরানিক -বিজ্ঞান শিক্ষাই আমার লক্ষ্য।

18. 18
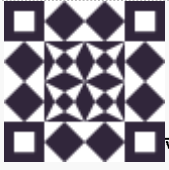
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ৩:৫৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

প্রীয় পাঠকবর্গ,

নীচে ৩টি আয়াৎ দেওয়া হল। এর প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে "কোরান আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাহারো পক্ষ হইতে হইলে এতে অবশ্যই বৈপরিত্য থাকতো।"

এবার নীচের দুইটি আয়াত লক্ষ করুন।

এখানে একটায় বলা হচ্ছে "কোরান সম্মানিত রসুলের বানী"

আর একটায় বলা হচ্ছে "কোরান আল্লাহ অবতরন করেছেন,তার অর্থ আল্লাহর বানী"

তার মানে কোরানে বৈপরীত্য পাওয়া গেল। কোরানে বৈপরীত্য পাওয়া গেলে কোরানের আল্লাহর বানী হওয়ার আর যোগ্যতা কী থাকে?

৪:৮২ (মদীনায় অবতীর্ণ)এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির , ৮১:১৯
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ৮১:১৯
আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা -আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির , ৮১:১৯
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ৮১:১৯

এ আয়াতে কিন্ত কোরান শব্দটি নাই।এ আয়াত টির আরবি-
ইন্নাহু লা কাউলু রাসুলিন কারিম।
যার বাংলা অর্থ- নিশ্চয় এই বাণী সমুহ সম্মানিত রাসুলের।

এখানে কিন্ত বলা হয়নি এই কোরান সম্মানিত রাসুলের বাণী।কোরান আল্লাহর নাযিলকৃত বস্তু ।

অতএব-নিজে বিভ্রান্ত হয়েন না এবং অন্যকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কইরেন না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৯:২১ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

"**এই বাণী সমুহ** " এখানে কোন আরবী শব্দটা হতে নিজের ইচ্ছামত বের করে আনলেন?
পারলে দেখানতো সে আরবী শব্দটা? কোরানকে নিজের ইচ্ছামত অর্থ করা কিন্তু মহাপাপ।
আর আমি কোথা হতে "কোরান শব্দটা পেয়েছি তাহলে দেখুন।
আশাকরি আপনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি এখনো হয়ে পারেন নাই।
দেখুন-

TAFSIRE JALALAIN
{ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }
truly this, Qur'ān, is the word of a messenger [who is] noble, in the sight of God, exalted be He – this being [the messenger] Gabriel (it [qawl, 'word'] has been annexed to him, because he descends with it),
SAHIH INTERNATIONAL
{ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ }
truly this, Qur'ān, is the word of a messenger [who is] noble, in the sight of God, exalted be He – this being [the messenger] Gabriel (it [qawl, 'word'] has been annexed to him, because he descends with it),
দেখুনতো এরা "কোরান" শব্দটি এনেছে কিনা।

সাবধান! কোরানের অর্থ মনগড়া করা মহা অপরাধ।
ভূলেননা যেন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:১৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

"এই বাণী সমুহ " এখানে কোন আরবী শব্দটা হতে নিজের ইচ্ছামত বের করে আনলেন?

ইন্নাহু লা কাউলু রাসুলিন কারিম।

ইন্নাহু=নিশ্চয়, লা=অবশ্যয়, কাউলু=বাণী সমুহ, রাসুলিন=রাসুলের, কারিম=সম্মানিত

নিশ্চয় অবশ্যয় এ বাণী সমুহ স্মানিত রাসুলের।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৭:৫২ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

ইন্নাহু লা কাউলু রাসুলিন কারিম।

ইন্নাহু=নিশ্চয়, লা=অবশ্যয়, কাউলু=বাণী সমুহ, রাসুলিন=রাসুলের, কারিম=সম্মানিত

নিশ্চয় অবশ্যয় এ বাণী সমুহ স্মানিত রাসুলের।

জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব-দুখের সংগে বলতে হচ্ছে আপনি কোরানের মারাত্বক ভূল অনুবাদ করেছেন। শরীয়ত বলেন,তরীকত বলেন,হাকীকত বলেন,মারফত বলেন-কোন দলের লোকেরাই এই মারাত্বক ভূল অনুবাদ মানিবেন না।
আর তা ছাড়া কোরানের ভূল অনুবাদ করাও কিন্তু মহাপাপ। কোন মরফতি বিদ্যায় ও এ পাপ খন্ডন করিতে পারিবেনা।
তাহলে এবার আপনার ভূলটা দেখে নিন-

আপনি দেখিয়েছেন-

ইন্নাহু=নিশ্চয়
আপনার এখানেই মারাত্বক ভূল বুঝার কারনে অনুবাদে মারাত্মক ভূল অর্থ এনে ফেলেছেন।

কী আপনার ভূল?

(إِنَّهُ) ইন্নাহু শব্দ আর (ان) ইন্না শব্দ এক নয়। শুধুমাত্র (ان) ইন্না শব্দের অর্থ হল "নিশ্চয়"
এখানে আছে ইন্না+হু = ইন্নাহু।
আপনি এই "হু" শব্দটিকে আপনার নিজের মনগড়া অনুবাদে একেবারে উধাও করে দিয়েছেন।
এটা কী ঠিক কাজ করলেন?

তাহলে এবার দেখুন এই “হু” টা কী ধরনের শব্দ, এর অর্থ কী, বাক্যের কোন স্তরে আছে।
“হু” একটি pronoun । এর অর্থ “ইহা” । এটা বাক্যের subject বা উদ্দেশ্য এর স্থান দখল করেছে।আরবীতে একে বলে مبتدا। “মুবতাদা”।
এই “হু” বা “ইহা” pronoun টি বসেছ “কোরান” শব্দটীর পরিবর্তে এবং এটা এখানে উদ্দ্যেশ্য এর অবস্থানে আছে।

এই “হু” বা “ইহা” pronoun টি “কোরান” বিশেষ্যের পরিবর্তে বসেছে।

এবং বাক্যের পরবর্তী অংশটুকু অর্থাৎ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ “লা কাউলু রাসুলিন কারিম”
এখানে বিধেয়।
কোন বাক্যের উদ্দেশ্যকে বাদ দিলে বাক্যটির অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

অতএব ঐ বাক্যের অর্থ হইবে এইরুপ-

“নিশ্চয় ইহা (কোরান) অবশ্যই সম্মানীত রসুলের বানী। ”
আর যদি “হু” কে বাদ দিয়ে অর্থ করেন তাহলে দেখুন অর্থ কী দাড়ায় -

“নিশ্চয় অবশ্যই সম্মানীত রসুলের বানী” এটা একটা ব্যকরন অশুদ্ধ বাক্য হইবে কারন এখানে উদ্যেশ্য বিধেয় নাই।

এখানে এই “হু” শব্দটাই কোরানকে টেনে লয়ে এসেছে।

আশা করি ব্যাপারটি ধরতে পেরেছেন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১:০১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি এই “হু” শব্দটিকে আপনার নিজের মনগড়া অনুবাদে একেবারে উধাও করে দিয়েছেন।

না! আমি হু শব্দটিকে বাদ দিই নাই।পুরা বাক্যটির অর্থ দেখুন ,তাহলেই সব মিমাংসা পেয়ে যাবেন।যাদিও আমি আলাদা ভাবে হু শব্দটির অর্থ করি নাই।তবে মূল অর্থে, এ বাণী সমুহ, এই এ শব্দটিই হু এর বাংলা অর্থ যা আমি ব্যাবহার করেছি।

“এই বাণী সমুহ ” এখানে কোন আরবী শব্দটা হতে নিজের ইচ্ছামত বের করে আনলেন?

পূর্বে মন্তব্যে আপনি বলেছিলেন এই বাণী সমুহ শব্দ ত্রয় আমি নিজ ইচ্ছায় করেছি।তার বিপরীতে আমি দেখালাম ঐ শব্দ ত্রয় আমি কোথায় পেয়েছি।এখন বলছেন আমি হু এর অর্থ করি নাই।যদিও মূল বাক্যে আমি এ শব্দের মাধ্যমে হু কে ব্যাবহার করেছি।
এখন বলুন আর কি সমস্যা আছে ?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১০:১৫ অপরাহ্ন
@সিরাজুল ইসলাম,

যার বাংলা অর্থ- নিশ্চয় এই বাণী সমুহ সম্মানিত রাসুলের।

ধরে নিলাম “হু” শব্দটির অর্থ আপনি “বানী সমূহের” পূর্বে ধরে নিয়েছেন যদিও ঐ ভাবে ধরা নিয়ম নাই- কারন এতে বাক্যের উদ্দেশ্য-বিধেয় ঠিক থাকেনা।

তাহলে এবার আপনারই অনুবাদ অনুসারে “এই বাণী সমুহ” বলতে কোন বানী সমূহকে বুঝতেছেন ? কোরান? বা হাদিছ?

এবার তাহলে এইটার উত্তর দিন?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১২:২৪ পূর্বাহ্ন

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তাহলে এবার আপনারই অনুবাদ অনুসারে "এই বাণী সমুহ" বলতে কোন বানী সমূহকে বুঝতেছেন? কোরান? বা হাদিছ?

"এ বাণী সমুহ" বলতে ,প্রচলিত কোরানকে বুঝানো হয়েছে।অর্থাৎ,যাহাকে আমরা কোরান বলে জানি,তাহা আল্লাহর নাযিলকৃত কোরান নয়।উহা রাসুলের হাদিস।আর এই হাদিস আপনাকে কোরান চিনতে ও মানতে সাহায্য করবে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১২:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা - আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

@আঃ হাকিম চাকলাদার, সাহেব-এ আয়াতের সঠিক অর্থ আপনি উপস্থাপন করতে পারেন নাই।

এই আয়াতের আরবি-

ইন্না নাহনু নাযযালনায জিকরা ওয়া ইন্না লা হু লা হাফিযুনা।

শব্দার্থ-

ইন্ন-নিশ্চয়, নাহনু-আমরা, নাযযলালনা-অবতরণ করেছি, জিকরা-স্মরণ, ওয়া-আর, ইন্না-নিশ্চয়, হু-ইহা, লা-অবশ্বয়, হাফিযুনা-সংরক্ষণ করি।

আয়াতের অর্থ-

নিশ্চয় আমরা অবতরণ করেছি স্মরণ আর নিশ্চয় ইহা অবশ্যয় সংরক্ষণ করি।

এ আয়াতে আপনি গ্রন্থ পাইলেন কোথায়?এখানে গ্রন্থ শব্দ থাকলেই তো সব এলোমেলো হয়ে যাবে।সঠিক তথ্য সংগ্রহ করুন।ও তাহা স্বচ্ছতার সাথে উপস্থাপন করুন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

19. 19

রাজেশ তালুকদার

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ৭:২১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

জার্মানির আঞ্চলিক আদালতের একটা রুল সম্ভবত ইসলামী বিশ্বাসে আবারো কালো মেঘের পূর্বাভাস দিচ্ছে। প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদটি কপি পেষ্ট করে হুবহু তু লে ধরা হল।

খতনা বিষয়ে জার্মান আদালতের দেওয়া রুলের নিন্দা
খতনা বিষয়ে জার্মানির আঞ্চলিক একটি আদালতের দেওয়া রুলের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইউরোপের মুসলিম ও ইহুদিদের কয়েকটি সংগঠন। গতকাল বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতিতে এই নিন্দা জানানো হয়।
জার্মানির একটি আদালত সম্প্রতি রুল জারি করেন যে খতনা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এর পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির চিকিৎসকদের সংগঠন জার্মানিস মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন চিকিৎসকদের খতনা না করানোর নির্দেশ দিয়েছে। জার্মানিতে প্রতি বছর হাজারো মুসলিম ও ইহুদি বালকের খতনা করানো হয়।
মুসলিম ও ইহুদি কয়েকটি সংগঠনের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা আদালতের দেওয়া এই রুলকে আমাদের ধর্মীয় মূল ভিত্তি ও মানবাধিকারের প্রতি অবমাননা বলে মনে করি। খতনা আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় আচার, আমাদের মৌলিক বিশ্বাস। আমরা এর বিরুদ্ধে দেওয়া আদালতের রুলের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।' বিবৃতিতে মুসলিম ও ইহুদিদের অধিকার রক্ষায় জার্মান পার্লামেন্ট ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। বিবিসি।
মূল লিংক পাবেন এখানে
এই খতনা বিষয়ে কোরানে কি কোন নির্দেশ দেয়া আছে? থাকলে কেউ কি জানাবেন?

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১২ at ৯:০৩ পূর্বাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

মুসলমানী সম্পর্কে বিস্তারিত পাইবেন, চ্যাপ্টার> নারীর মুসলমানী, পৃষ্ঠা> ৬৮ মুক্ত মনা E BOOK ইসলাম ও শারিয়া BY হাসান মাহমুদ (ফতে মোল্লা)।

http://mukto-mona.net/Articles/fatemolla/book/ISLAM_O_SHARIA.pdf
পড়ে দেখতে পারেন। ইসলামে শুধু পুরুষদেরই নয় , নারীদের ও মুসলমানী দেওয়া হয় ,এবং এখনো অনেক দেশে এটা ধর্মীয় ভাবে বাধ্যতা মূলক।

সংবাদিকা এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১২ at ৫:৩৪ অপরাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে______

20. 20

বস্তাপচা

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ৮:৩৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মুমিন বান্দারা যখন "অন্যের বিশ্বাস এবং আচারকে শ্রদ্ধা জানানো"র ব্যাপারে জ্ঞান দেয়, তখন হাসি আর চেপে রাখা যায় না। ষ্টিম রোলার চালিয়ে ০১। বর্ণ ০২। ধর্ম ০৩। ভাষা ০৪। সংস্কৃতি ০৫। আচার ০৬। সমাজ ০৭। রাষ্ট্র গুঁড়িয়ে দেওয়া ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
কেউ যদি তাদের এই ষ্টিম রোলারের ব্যাপারটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তখন আর তারা কোন যুক্তিতেই পেরে ওঠেনা। "বাতেলা" দেওয়া ছাড়া কি বা আর করার থাকে?

ভবঘুরে সাহেবের যুক্তি বা প্রমাণ কোন ভাবেই খণ্ডন করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলেন না। যুক্তি বা প্রমাণে পেরে না উঠে ফালতু "জ্ঞান দান" করাটাই কি হালের রণকৌশল হয়ে দাঁড়াবে?
মুমিন বান্দারা পাশ্চাত্য দেশে ঢুকে তাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা পাশ্চাত্যবাসী দের ওপরে চাপিয়ে দেবে, সেটা কিন্তু ইসলামের চোখে অন্যায় নয়। কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই "দাঁত নখ" বেরিয়ে আসে। রাজ্যের ফালতু এবং অসার যুক্তি তাদের একমাত্র সম্বল।

21. 21

গোলাপ

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ১০:২০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অথচ বাস্তব তথ্য হলো-মক্কা থেকে কেউ তাদেরকে বিতাড়িত করে নি। তারা নিজেরাই মক্কার সমাজে টিকতে না পেরে মদিনা বা অন্যত্র হিজরত করে চলে গেছে।

একদম সত্যি কথা। মুক্তমনাতে এ নিয়ে আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন মন্তব্যে।
সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া যায় উমাইয়া খলিফা আবদ-আল মালিককে(৬৮৫-৭০৫) লিখা উরওয়া বিন যুবাইয়েরের (আয়েশার বড় বোন আসমার ছেলে) লিখা এই চিঠিতে:

The immigration to Abyssenia
Urwah bin Al-Zubayr : He wrote to Abdul Malek as follows, referring to messenger of God: When he summoned his people to the guidance and light which had been revealed to him and for which God has sent him, they did not withdraw from him at the beginning of his preaching, and were in the point of listening to him. When however he spoke against their idols, some wealthy men of Quraysh who had come from Al-Taif took exception to this and reacted strongly against him, not liking what he said. They instigated those over whom they had influence against him, and **the mass of the people turned away from him and abandoned him**, except for those of them whom God protected, and these were few in number. – and**then their chiefs conspired together to seduce from God's religion those of their sons, brothers, and fellow clansmen who had followed him.** It was a trial which **severely shook the people of Islam who had followed the messenger of God.** —-. When the Muslims were treated in this way, **the messenger of God commanded them to immigrate to Abyssinia –fearing they might be seduced and fleeing to God with their religion.** This was the first immigration in Islam. —"

Ref: Al Tabari -Page 1181- 1185

*This part of the letter of Urwa b Zubayr to the caliph 'Abd Al Malik', Umaya Caliph (685-705). Urwah bin Al Zubayr was a nephew of Ayesha, son of her sister Asma(Al-Zubayr was husband of Asma bt Abu Bakr)

@ভবঘুরে,
বরাবরের মতই অসাধারণ। আপনার লিখা্য পাঠকরা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারছে। লিখতে থাকুন। ধর্মকারীতে একটি সিরিজ চালু করেছি ,'কুরানে বিগ্যান'।
ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

22. 22

অর্নিবান

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ১২:৩১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অনেক সুন্দর এবং গোছানো প্রবন্ধ। আমার অনেক ভাল লাগে আপনাদের কথা এবং যুক্তি । কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে যখন খুব ধার্মিক ব্যাক্তি যুক্তিতে না পেরে গালাগালি করে । আমি মুক্তমনার কিছু পোষ্ট ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম কিন্তু উনারা এখানে না এসে , আমারে গালি দেয়।

যাই হোক পড়ে অনেক কিছুই জানলাম . . ধন্যবাদ আপনাকে । এভাবেই পোষ্ট করে যাবেন

23. 23

হৃদয়াকাশ

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ৩:২৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

হে নবী!---- বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। কোরান , আল আহ যাব-৩৩:৫০

ইস, কেনো যে আল্লা মুহম্মদকে বললো না,হে নবী!---- **বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার কন্যাকে, যাকে আপনি জন্ম দিয়েছেন।**
তাহলে তো নবীকে আর নিজের চাচাতো ভাই আলীর সাথে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে হতো না। নিজেই ফাতেমাকে বিয়ে করতে পারতো। এতে পরবর্তী মুসলমানরা একটা প্রব্লেম থেকে রেহাই পেতো , তাদের সম্পত্তির মতো তাদের মেয়েরাও নিজেদের আয়ত্বের বাইরে যেতো না। এখনো তো অনেক মুসলমান শুধু তাদের সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাবে এই জন্য নিজের মেয়েদের তা দের কাজিনদের বিয়ে করতে বাধ্য করে। আর এই জন্য কাজিনরাও বাল্যকাল থেকেই তাদের চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো বোনদের সংগে সেক্স করার স্বপ্নে বিভোর থাকে।
ভাই বোনের একটা পবিত্র সম্পর্কে কিভাবে দূষিত করেছে মুহম্মদ নামের এই লম্পট , শুধু ব্যক্তিগত কাম চরিতার্থ করার জন্য। এইটা নাকি আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ! মুসলমানদের বর্তমান দূরবস্থা কি এমনি এমনি ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৪:২১ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

ভাই বোনের একটা পবিত্র সম্পর্কে কিভাবে দূষিত করেছে মুহম্মদ নামের এই লম্পট , শুধু ব্যক্তিগত কাম চরিতার্থ করার জন্য। এইটা নাকি আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ! মুসলমানদের বর্তমান দূরবস্থা কি এমনি এমনি ?

দেখুন, আপনি কিন্তু কথা বলছেন একজন ১০০ কোটির উপরে মানুষের নেতার বিষয়ে।এবং বিশ্বে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা তাঁর ধর্মের অনুসারীরা বেশি সভ্য , তাঁর নিতি মালা গ্রহন করে।অতএব তার বিষয়ে কথা বলতে হলে, সর্ব প্রথম আপনাকে সভ্যতা শিখতে হবে।আপনি মহাম্মদ অপেক্ষা অনেক উত্তম,কিন্তু আপনার কথা মত সর্ব মোট কত জন মানুষ উঠবস করে ।মহাম্মদ একজন খারাপ মানুষ, কিন্তু তার কথা মত কতজন লোক উঠবস করে।তাকি কল্পনা করে দেখেছেন?

তাই বলবো ,মার্যিত ভাবে আলোচনা বা সমালোচনায় কোন দোষ নাই।কিন্তু মনগড়া চিন্তা নিয়ে শুধু মাত্র বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা হেতু , যা মন তাই বলবেন ,এটা কিন্তু মুক্ত মনার আওতায় পড়ে না।এটা একটি বদ্ধ মনার মধ্যেই পড়ে।তাই বলবো ,আসুন,আমরা মুক্ত মন নিয়ে আলোচনা করি।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ১:০৮ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

কিন্তু আপনার কথা মত সর্ব মোট কত জন মানুষ উঠবস করে।

হিটলারের কথাতেও একসময় অর্ধেক ইউরোপবাসী উঠবস করত। তাতে প্রমাণ হয় না যে সে মহান মানুষ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৮:০১ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

কত বছর আগে।এবং কত বছর স্থায়ী ছিলো?ভালো বেসে না ভয় করে?তার পরে তুলনা কইরেন।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৯:৪১ পূর্বাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম, শুনেন ভাই হিটলার নিজেকে নবী বলে দাবি করেনি ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১২:০৬ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

এই মহিলাদের মত ঝগড়া আমি পছন্দ করি না।তাহলে হিটলারের উদহরণ আনলেন কেনো?

সত্য হলো।আপনি দশপ্রকারের ধানের বীজ আনবেন,যেটা অল্প সময়ে বেশি ফলনশীল সেটা টিকে যাবে বাকিটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।তাই মহাম্মদের ধর্মটা টিকে আছে এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।আর হিটলারের মতরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৩:২৩ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনি কিন্তু কথা বলছেন একজন ১০০ কোটির উপরে মানুষের নেতার বিষয়ে

পৃথিবীতে ম্যাক্সিমাম লোক আগেও স্টুপিড ছিলো এখনো আছে। সুতরাং অনুসারী দ্বারা কে ভালো লোক আর কে খারাপ লোক তা নির্ণয় করাও স্টুপিডিটি। ভালো্ খারাপ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো তার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্ম। মুক্তমনারা এভাবেই কাউকে মূল্যায়ন করে থাকে ।আপনার মতো বেহেশতের হুর পরী পাবার লোভে আমরা কারো কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখি নি।

বিশ্বে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা তাঁর ধর্মের অনুসারীরা বেশি স ভ্য,

পৃথিবীতে একমাত্র মুসলমানদের কাউকে কাউকেই ইসলামী জঙ্গী বলা হয়। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় কারা বেশি সভ্য। অবশ্য আপনার কাছে সভ্যতার মাপকাঠি যদি হয় লম্পট আর কামুক মুহম্মদ তাহলে কোনো কথা নেই।

আপনি মহাম্মদ অপেক্ষা অনেক উত্তম

এটা বলেছেন একদম খাটিঁ কথা। আমি মুহম্ম দ অপেক্ষা অবশ্যই ১০০ গুন ভালো মানুষ। কারণ মুহম্মদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে হত্যা , লুন্ঠন, সাহাবীদের দ্বারা নারীদের বন্দী- ধর্ষণ করিয়েছেন আর নিজে ডজনখানেক বিয়ে করে ফুর্তি লুটেছেন , এসব আমি কখনোই করতে পারবো না।

কিন্তু আপনার কথা মত সর্ব মোট কত জন মানুষ উঠবস ক রে

আমি নাস্তিক হলেও আমারো কিছু অনুসারী আছে। তবে মুহম্মদের মতো অনুসারী নাই এবং ভবিষ্যতে হবারও সম্ভাবনা নাই, কারণ তার মতো প্রতারক আমি নই।

এটা কিন্তু মুক্ত মনার আওতায় পড়ে না।

এটা মুক্তমনার আওতায় পড়ে কি না ইতোমধ্যেই আপনার মন্তব্যে অন্যদের জবাব দেখে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ?

আর শোনেন ইসলাম সম্পর্কিত প্রতি পোস্টেই আপনার মতো দু একজন হুর লোভী বান্দা আমারা পাই। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধাই হয়। দু একজন বেহেশতি বান্দা না পাইলে আমাদের আবার আলোচনা বা তর্ক বিতর্ক ঠিক মতো জমে না। এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আপনার মতো আরও দুচারজনকে সাথে নিয়ে আসবেন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১০:০৯ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

প্রথমত মুক্ত মনের আলোচনা উপস্থাপন জানতে হবে।কারও কোন বিষয় পড়ে বা শুনে যে কোন ধারনা আপনি করতেই পারেন।এবং তার বিষয়ে আপনার অভিযোগ ও থাকতে পারে।এবং সে অভিযোগ আপনি উপস্থাপণ ও করতে পারেন।তবে তার সবই হবে আপনার নিজস্ব ধারণা।এবং যতক্ষণ আপনি

আপনার ধারণা উপস্থাপন করবেন।ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি অভিযোগ কৃত ব্যাক্তিকে সম্মান দিয়েই কথা বলতে হবে।এটাই সভ্যতা বা মুক্ত মনে র মানুষের আচরণ।কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারের পরে অভিযোগ সত্য প্রমান না হবে ততক্ষন তাকে দোষি সাব্যস্ত করতে পারেন না।আর মান হানিকর কথাতো বলতেই পারেন না।

একজন পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোন নারীর যে কোন স্থান দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে,এমন কি যৌণাঙ্গেও হাত দিতে পারে।তাই বলে কি আপনি তাকে লম্পট বলবেন?

মহাম্মদের বিষয় তার থেকেও গুরুত্ত পূর্ণ।

আপনারা বলেন মহাম্মদ এত বিয়ে করেছে কেনো।তিনি সৃষ্টি এবং জন্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন।তাই তার একাধিক নারীর প্রয়োজন হয়েছে। এবং সে বিয়ে করে এবং বিয়ে ছাড়াও নারীদের গবেষণার কাজে ব্যাবহার করেছেন।এবং তিনি চিকিৎসাও করেছেন।তার মানে তিনি একজন কিকিৎসক ও ছিলেন।

অতএব মহাম্ম একাধিক বিয়ে করে এবং বিবাহ বহিভূত নারীদের ব্যাবহার করে কোনই অন্যায় করেনি।

তিনি সৃষ্টি ও জন্ম বিষয়ে জীবের কল্যাণে যত সুত্র দিয়ে গেছেন।বর্তমানে ধিরে ধিরে তা প্রকাশ পাচ্ছে এবং আগামিতে আরও প্রকাশ হবে।তাই ধারণার বশবর্তি হয়ে মানহানিকর বক্তব্য না দিয়ে গঠন মুলক আলোচনা শিখুন।

পরিশেষে-

আমরা সকলেই জন্মগতভাবে কোন না কোন ধর্মের কিংবা বিজ্ঞানকে অপরিবর্তণীয় সত্য জানি। তাই অন্য ধর্মগুলোকে মিথ্যা কাহিনী মনে হওয়াটাই সবার জন্য স্বাভাবিক। তাই বলে এটাকে যদি অস্ত্র হিসেবে ইউজ করি -এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি, সেটা আমার নীচতা, লোভী, সুযোগ সন্ধানী, গীবতকারী মনেরই পরিচয় দিবে। তাহা কখনোই জ্ঞানির পরিচয় বহণ করবে না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৪:২০ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

প্রথমত মুক্ত মনের আলোচনা উপস্থাপন জানতে হবে।

আমি কিন্তু এই সাইটে অনেক দিন থেকেই আছি। কেউ কোনোদিন আমাকে এ ধরণের উপদেশ দেয় নি। তারপরও উপদেশ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কথা হচ্ছে যে মুক্তমনের কথা আপনি বলছেন, সেই মুক্তমন কি আপনার আছে ? যদি থাকে তাহলে কিভাবে মধ্যযুগীয় একটা মূর্খ লোকের বিধিবিধানকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেন ? যে লোক নিজে মূর্খ, তার কল্পিত আল্লাও মূর্খ । একটা উদাহরণ দিই, আল্লা বলছে, সূর্য নাকি ডোবে কাদাপানির মধ্যে। আর এই কথা তো আল্লা কয় নাই , কইছে মুহম্মদ নিজেই। এখন আপনার পেয়ারের নবীর জ্ঞান বুদ্ধি বিচার করেন।

একজন পুরুষ ডাক্তার চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোন নারীর যে কোন স্থান দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে,এমন কি যৌণাঙ্গেও হাত দিতে পারে।তাই বলে কি আপনি তাকে লম্পট বলবেন?

নিশ্চয় না। ততক্ষণ, যতক্ষণ না ঐ ডাক্তার ভোগের উদ্দেশ্যে ঐ মহিলার গায়ে হাত না দেয়। কিন্তু আপনার নবী কী করেছে ? সে যতগুলো মেয়ে বিয়ে করেছে তার আল্টিমেট উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের ভোগ করা। নইলে মিশরীয় বাদশার উপহার দেয়া দাসী মারিয়ার সংগে হাফসার ঘরে সেক্স করতে গেলো কেনো ? এই কাহিনি কি আপনার জানা আছে ? না জানলে আগে জানেন, তারপর মুহম্মদের পক্ষে সাফাই গাইতে আসেন। নাকি আপনার ডাক্তারনবী তার উম্মতদের জানাতে চেয়েছিলো, যে কোন বয়সী মেয়েদের যোনি পথের দৈর্ঘ কত, আর সেখানে লিংগ প্রবেশ করাতে কী কী করতে হয় ? আপনার নবীর ঘরে তো সব বয়সী মেয়েই ছিলো, ৬ থেকে ৬০। এজন্যেই একথা বললাম।

তিনি সৃষ্টি এবং জন্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন।তাই তার একাধিক নারীর প্রয়োজন হয়েছে। এবং সে বিয়ে করে এবং বিয়ে ছাড়াও নারীদের গবেষণার কাজে ব্যাবহার করেছেন।এবং তিনি চিকিৎসাও করেছেন।তার মানে তিনি একজন কিকিৎসক ও ছিলেন।

মারহাবা, মারহাবা। বাংলাদেশে তো কোনো অরবী বিশ্ববিদ্যালয় নেই, তাই আপনি গিয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হন। এই থিয়োরি আবিষ্কারের জন্য তারা নিশ্চয় আপনাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে দেবে।

ইসলাম নিয়ে বহুত বোগাস কথা শুনেছি। কিন্তু এই রকম শুনি নাই। আপনিই নবীর খাস উম্মত। উম্মত মানে বোঝেন তো। উন্মাদ, পাগল। আপনার জন্য বেহেশতের ৭২ জন হুর নিশ্চিত। আপনার আর পৃথিবীতে থাকার দরকার নাই। শিগগির আত্মঘাতী বোমা ফাটাইয়া দু চার জন কাফের মাইরা

আল্লা কাছে গিয়া হাজির হন। নবীর সুপারিশে আল্লা আপনারে অ্যাডভান্স বেহেশত দিবো। নবীর যে গুনের কথা আল্লাও কয় নাই, আপনি সেটা কইছেন।

তিনি সৃষ্টি ও জন্ম বিষয়ে জীবের কল্যাণে যত সুত্র দিয়ে গেছেন।বর্তমানে ধিরে ধিরে তা প্রকাশ পাচ্ছে এবং আগামিতে আরও প্রকাশ হবে

প্রকাশ তো হবেই, তবে বিজ্ঞান সেগুলো আবিষ্কার করার পর। এটা গ্যারান্টি যে, তার আগে আপনারা কোরানের মধ্যে কিছুই খুজেঁ পাবেন না। যখনই বিজ্ঞান কেনো থিয়োরি আবিষ্কা র করবে, অমনি বলে বসবেন, আরে এটা তো কোরানেই আছে ! তাই না। ?

আর জীবের কল্যান তো আপনার নবী করেছেনই। ধর্মের নামে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যা। এমনটা আর কে কবে করতে পেরেছে ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১:২৬ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

একটা উদাহরণ দিই, আল্লা বলছে, সূর্য নাকি ডোবে কাদাপানির মধ্যে। আর এই কথা তো আল্লা কয় নাই, কইছে মুহম্মদ নিজেই। এখন আপনার পেয়ারের নবীর জ্ঞান বুদ্ধি বিচার করেন।

কোথায় বলেছে?তথ্য সুত্র দিন।

নবীর যে গুনের কথা আল্লাও কয় নাই, আপনি সেটা কইছেন।

কোনটা চিকিৎসার গুণ?

সে যতগুলো মেয়ে বিয়ে করেছে তার আল্টিমেট উদ্দেশ্যই ছিলো তাদের ভোগ করা।

ভোগ করাতে সমস্যা কি?দয়া করে ব্যাখ্যা দিন।লিঙ্গ তৈরীই হয়েছে পেশাব প্রজনন ও ভোগের জন্য।নাকি তার আর কোন কাজ আছে?এখন একের অধিক এবং বিবাহ ব্যাতীত ভোগ করা যাবে না।এমন কোন দলিল উপস্থাপণ করেন।

যখনই বিজ্ঞান কেনো থিয়োরি আবিষ্কার করবে, অমনি বলে বসবেন, আরে এটা তো কোরানেই আছে ! তাই না। ?

না!যে হিগস কণিকা বা ইশ্বর কণিকা আবিস্কারের কথা শুনছেন তাহা ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাম্মদ প্রচলিত কোরানে বলে গেছে।আর আমি ইশ্বর বা স্রষ্টা কণিকা আবিস্কার করি ৮২ সালে।এবং তা আমার ডাইরিতে লিখি এবং তা ধারাবাহিক আমার ব্লগেতা লিখে আসছি ৯ মাস ব্যাপী।এখন ৪ জুলাই বিজ্ঞানিরা ঘোষনা দিলেন তা আবিস্কারের।

পরিশেষে-
এ পর্যন্ত বিজ্ঞান জীব বিষয়ক যাহা কিছু আবিস্কার করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহা যাহা আবিস্কার করবে।তার সমস্ত কিছুই প্রচলিত কোরানের রাসুল লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।
সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ৯:৪৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

যে হিগস কণিকা বা ইশ্বর কণিকা আবিস্কারের কথা শুনছেন তাহা ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাম্মদ প্রচলিত কোরানে বলে গেছে

জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব, কোরানের সেই আয়াৎটা কি একটু আমাদের দেখাবেন ?
ধন্যবাদ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১১:৫৬ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

কোরানের সেই আয়াৎটা কি একটু আমাদের দেখাবেন ?

সূরা ফাতিহা=আয়াতঃ১

আল আমদু লিল্লাহি রাব্বুল আলামিন।
শব্দার্থ-
আল=সমস্ত, হামদ=প্রশংসা, লি=জন্য, আল্লাহ=স্রষ্টা, রব=প্রতি পালক, আলামিন=বিশ্ব সমুহের।
মূল অর্থ=সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব সমুহের প্রতিপালক স্রষ্টার জন্য।

আল্লাহ শব্দের অর্থ স্রষ্টা,অর্থাৎ যাহা দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে বা সৃষ্টির অণু প্রাণ।যাহাকে আজ আপনারা নাম পরিবর্তন করে বলছেন হিগস কণিকা।আর এটা ১৪০০ বছর পূর্বে মহাম্মদ আল্লাহ নামে প্রকাশ করেছেন।মূলতঃ আল্লাহ বা অণুপ্রাণ সম্বন্ধে প্রথম ধারণা পান আদম।তবে এই অণুপ্রাণ কিভাবে সৃষ্টির উপকারে ব্যাবহার করা যাবে।তাহা আদম আবিস্কার করতে পারে নি।ইসা অণুপ্রাণ জীব কল্যাণে ব্যাবহারের আংশিক ধারনা পেয়ে ইঞ্জিলের ২৭ খন্ডে তা প্রকাশ করেন।আর মহাম্মদ তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে যান প্রচলিত কোরানে।

কোরানে মহাম্মদ বলেছন।

আর এই স্রষ্টা বা অণু প্রাণ।এই এক অণুপ্রাণ ১২ টি ক্ষমতা সম্পন্ন।তাই কোরান বলেছে।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”

যাহাতে ১২ টি অক্ষর বর্তমান।আর অক্ষর শব্দের অর্থ অবিনাশ্য ক্ষর অর্থ বিনাশ্য।অর্থাৎ যাহার কোন বিনাশ নাই তাহাই স্রষ্টা বা অণুপ্রাণ আর যাহার বিনাশ আছে তাহাই সৃষ্টি প্রাণঅণু।আর এই ১২ টি ক্ষমতাই জোড়াই জোড়াই আছে।তাই কোরান বলেছে।

“ মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” এই মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহতে ও ।১২ টি অক্ষর বর্তমান।

তবে প্রকাশ থাকে যে,লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেখানে ১০০ ক্ষমতা সম্পন্ন ,সেখানে মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ৫০ ক্ষমতা সম্পন্ন।অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্ধেক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পুরুষ মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ নারী।তাই খোদ স্বত্বা প্রাপ্ত কালে নারী , পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক প্রাপ্ত হয়েছে।তাই কোরানে বলা হয়েছে সম্পত্তি নারী পুরুষের অর্ধেক পাবে। এবং সাক্ষীর বেলায় ও এক পুরুষ পরিবর্তে দুই নারী।এর পুরা বিষয়টিই সৃষ্টি হওয়া কালিন সময়ের কথা।এবং জীব দেহ গঠন সময়ের কথা।দেহের বাইরের কথা নয়।কিন্তু আজ আমরা তা বাইরে ব্যাবহার করে কোরান কে বিতর্কিত করছি।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:২৫ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পুরুষ **মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ নারী।**
ভাইজান কি আজকে গঞ্জিকা সেবন করেছেন?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:১৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাইজান কি আজকে গঞ্জিকা সেবন করেছেন?

না! যখন আল্লাহ তখন সে লিঙ্গহীন ও সর্বভূত লিঙ্গ।আর যখন খন্ড হয় তখন আল্লাহ পুরুষ ,মহাম্মদ নারী।এটা নামে নয় বস্তুতে।

যেমন বোস ও হিগস যে কণা আবিস্কার করছেন সে কণার নাম তাদের নামের সাথে যোগ করে দিয়েছেন।তাই যদি হিগস কণিকা মানে আমরা ব্যাক্তি হিগসকে ধরে চিন্তা করি, তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন ভুল হবে।ইসা মুসা মহাম্মদ তারাও তাদের আবিস্কৃ ত বস্তুর নাম তাদের নিজ নামের

সাথেই প্রচার করেছেন।তাই আমরা ইসা মুসা মহাম্মদ বলতে যদি ব্যাক্তিকে বুঝি তাহলে তাদের আবিস্কৃত জিনিসটি আর আমরা পাবো না ।আর যদি ব্যাক্তি বাদ দিয়ে বস্তু নিয়ে চিন্তা করি তাহলে সকল সমস্যার, সহজেই সমাধান হবে আশা রাখি।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:৪১ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ন! সঠিক তথ্য পেতে হলে,তথ্য উদ্ধার কল্পে আলোচনা করুন।মিথ্যা প্রমানের উদ্দেশ্যে নয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

ছন্নছাড়া এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ১২:০৯ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,
ভাইজান বিনামূল্যে একটা পরামর্শ দেই। হাজী সাহেবের কল্যানে আপনাদের এই বাহাস চলিতেই থাকিবে বলে আমার মনে হয়। হাজী সাহেবের কথা শুনতে হবে অপরীসিম ধৈর্য্য নিয়ে যা আমাদের কারোরই নাই।তাই বলি কি ভবঘুরে সাহেব আবার ১৭ নম্বর দরজা খুলেছেন আমরা চলেন অইদিকে যাই।অখানে মনেহয় আরো মজার মজার তথ্য পাবো।ভূলে যাবেননা এই পর্বে আমরা যেসব মহামূল্যবান তথ্য পেয়ে ধন্য হলাম তা হল
১। এখানে পাওয়া গেলো আওলাদে রাসুলুল্লাহ ৪২ তম।
২।একমাত্র তাঁর কাছেই আছে সাংকেতিক অইশ্বরিক কোরানখানি।
৩।প্রচলিত কোরান আসলে হাদীস।
৪।বোখারী গঙেরা ইসলামকে বিকৃত করতে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।
৫।২০১২ সালে নয় ৮২ সালেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় হিগস কনা।
৬।ইহা পাওয়া যায় কোরান শরীফের সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে।

৭। আমরা জানিলাম প্রতিটা বিজ্ঞানী ই মুসলমান।
৮এমনকি প্রতিটা মানুষ ই মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহন করে।
সর্বশেষে যে চরম তথ্যটি আবিষ্কার করলাম তা হোল

না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

তবে মনে রাখতে হবে বই পড়ে জানা যাবেনা, জানতে হবে হাজী সাহেবের কাছ থেকে।আমি আশা করি তাঁর আধ্যাত্মিকতার থলি থেকে ১৭ পর্বে আরো রসাত্মক কিছু জানিতে পারিব । তাই আসুন এখানে রনে ভংগদিয়ে পরের পর্বে যাই।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ৯:১৬ পূর্বাহ্ণ
@ছন্নছাড়া, ধন্যবাদ ভাই। আসলেই ঠিক বলেছেন।হাজিসাহেবের সাথে আর রসিকতা করেও তাল মেলাতে ইচ্ছা করছে না।উনি অফুরন্ত আনন্দ বিনোদনের উৎস হলেও একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেগুলো আর ভাল লাগে না। আমি নিজেও একঘেয়েমিতে ভুগছি। হাজি সাহেব অনেকদূর চলে গেছেন তাঁর মারফতি জ্ঞান সাধনায়।

১। এখানে পাওয়া গেলো আওলাদে রাসুলুল্লাহ ৪২ তম।
২।একমাত্র তাঁর কাছেই আছে সাংকেতিক অইশ্বরিক কোরানখানি।
৩।প্রচলিত কোরান আসলে হাদীস।
৪।বোখারী গঙেরা ইসলামকে বিকৃত করতে হাদিসগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।
৫।২০১২ সালে নয় ৮২ সালেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় হিগস কনা।
৬।ইহা পাওয়া যায় কোরান শরীফের সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে।
৭। আমরা জানিলাম প্রতিটা বিজ্ঞানী ই মুসলমান।
৮এমনকি প্রতিটা মানুষ ই মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহন করে।
সত্যই মহান বানী বটে হাজি সাহেবের।যদিও কোন প্রমান তিনি দিতে রাজি হচ্ছেন না।

সর্বশেষে যে চরম তথ্যটি আবিষ্কার করলাম তা হোল **না জানলে জানার চেষ্টা করুন**।তবে মনে রাখতে হবে বই পড়ে জানা যাবেনা, জানতে হবে হাজী সাহেবের কাছ থেকে।

অসাধারণ, তবে একটাই সমস্যা আর তা হল হাজী সাহেব এর জানার পরিধি এতই বেশি যে

আমাদের মত স্বল্প বুদ্ধির লোকজন (উনার ভাষায় অবশ্যই) এগুলো বুঝতে পারবে না। তাহলে উনার কাছ থেকে জেনেই বা কি লাভ যদি বুঝতেই না পারি আমরা

আমি আশা করি তাঁর আধ্যাত্মিকতার থলি থেকে ১৭ পর্বে আরো রসাত্মক কিছু জানিতে পারিব । তাই আসুন এখানে রনে ভংগদিয়ে পরের পর্বে যাই।

জি ভাই ইতিমধ্যেই চলে গেছি।দেখি হাজি সাহেব আর কতদূর যেতে পারেন। তবে কেন জানি মেজাজ গরম হয়ে আছে উনার উপর।সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত , আর আমাদের মহান হাজীসাহেব এটা ভুলে গেছেন ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ১০:২৫ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

৮-এমনকি প্রতিটা মানুষ ই মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহন করে।

আমি উপরিউক্ত কথা বলিনি।আমি বলেছি-

আপনাকে কে বলেছে ,প্রতিটা বিজ্ঞানিই কাফের?প্রতিটি বিজ্ঞানিই মুসলমান এবং সৃষ্টির প্রতিটি প্রানই মুসলমান

সত্য সহায়।গুরুজী।।

ছন্নছাড়া এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১২:০০ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
/"যে হিগস কণিকা বা ইশ্বর কণিকা আবিস্কারের কথা শুনছেন তাহা ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাম্মদ প্রচলিত কোরানে বলে গেছে।আর আমি ইশ্বর বা স্রষ্টা কণিকা আবিস্কার করি ৮২ সালে।এবং তা আমার ডাইরিতে লিখি এবং তা ধারাবাহিক আমার ব্লগেতা লিখে আসছি ৯ মাস ব্যাপী"/
চরম দূর্ভাগ্য ইমো ব্যবহার করতে পারছিনা। হাসতে হাস তে জান গেলো।

৮২ সালেই আওলাদে রাসুলুল্লাহ (৪২ তম), কোরানের বিশিষ্ট গবেষক।, ইসলামী বিজ্ঞানী হিগস কনা আবিষ্কার করিয়া ফেলেছেন ।খালী নাফারমান ইহুদী খ্রিষ্টানদের কাছে এই তত্ব থিসিস আকারে পাঠানো অনৈস্লামীক হবে বিধায় পাঠাননি। ইহাতে জাতি বঞ্চিত হইয়াছে এক চরম সম্মান লাভের হাত থেকে।সরাকার ব্যাটারও মাথায় সমস্যা আছে নইলে এই মুফাসসিরে একরাম সিরাজুল সাহেব ওরফে হাজীসাহেব মাদানীপুরীকে অন্তত একটা জাতীয় বিজ্ঞানীর পুরুষ্কার তো দিতে পারতো।দুর্ভাগ্য হাজী সাহেব এমন উলুবনে(মুক্তমনায়)মুক্ত(তাঁর আবিষ্কৃত তত্ব) ছড়াচ্ছেন। এই উলুবনের এ কটা উলুও তার এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের মর্ম বুঝিতে পারিলামনা(এখানে দেয়ালে মাথা ঠোকার ইমো দিতে পারলে ভালো হত)। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী উলু আবিষ্কারের আয়াত নম্বর জানিতে চাইয়া বিজ্ঞানীকে বেকায়দায় ফেলিতে চাইছেন।কিন্ত উলুগন(আমিসহ) ভুলিয়া গিছে যে প্রচলিত কোরান আসলে হাদিস, তাই যে কোডিং সমৃদ্ধ কোরানখানী বিজ্ঞানী মহাদয়ের হস্তগত হইয়াছে তাহা বুঝবার শক্তি আমাদের কাহারো নাই।উহা বুঝিতে গেলে অবশ্যই সত্য গুরুজীর সহায় হওয়া খুবি প্রয়োজন। আমরা যেহেতু কোন গুরু মানিনা সেহেতু এই মহাপুরুষের সহিত কোন বাহাসে না যাওয়াটাই শ্রেয় হইবে।
মহাশয়ের নিকট আকূল আবেদন এইযে তিনি যেন উক্ত ইসলামিক আবিষ্কার সম্মন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি মুক্তমনায় প্রকাশ করে আমাদের বাধিত করেন।যদিয় আগেই বলে রাখা ভালো যেহেতু আমরা উক্ত তাৎপর্যমন্ডিত বিষয় সম্মন্ধে জ্ঞান রাখিনা সেহেতু যদি নাদানের মত প্রবন্ধের বিষয়ে দুএকটি বেতাল প্রশ্ন করিয়া বসি তাহা হইলে আমাদের কম জ্ঞানী বলিয়া গালী দিবেননা......।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

চরম দূর্ভাগ্য ইমো ব্যবহার করতে পারছিনা। হাসতে হাসতে জান গেলো।

আমি বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত ”আল্লাহ বা অণুপ্রাণ“ যাহাকে তারা হিগস কণিকা বলছে, তাহার বিষয় পড়ে যাহা বুঝলাম। তারা এখনও আল্লাহ বা অণুপ্রাণের কাছে পৌছাতে পারে নি।ওরা যাহা আবিস্কার করেছে তাহা হতে আরও তিনটি স্তর পাড়ি দেওয়ার পরে আল্লাহ বা অণুপ্রাণ আবিস্কার করতে পারবে।অল্প দিন পরেই আপনারা তাহা জানতে পারবেন, এই বিজ্ঞানীদের মূখ থেকেই।।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:২৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
ভাই, আপনার জায়গা খোলা পৃথিবী নয় , আপনার একমাত্র স্থান পাবনার পাগলা গারদ। দয়া করে সেখানে চলে যান। আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনার সাথে তর্ক করার মতো রুচি আমাদের নেই।
আপনার অনেক প্রশ্নের জবাবে এখন আমার একটি উত্তরই দেবার বাকি আছে, তা হলো, কোরানই যদি সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল হয়ে থাকে তাহলে সব বিজ্ঞানী কাফের কেনো ? একটাও মুসলিম বিজ্ঞানী নেই কেনো ? কোরান পড়ে আপনারা মুসলমানরা কি নিচের চুল তোলেন ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:৪৭ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

আপনার অনেক প্রশ্নের জবাবে এখন আমার একটি উত্তরই দেবার বাকি আছে, তা হলো, কোরানই যদি সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল হয়ে থাকে তাহলে সব বিজ্ঞানী কাফের কেনো ? একটাও মুসলিম বিজ্ঞানী নেই কেনো ? কোরান পড়ে আপনারা মুসলমানরা কি নিচের চুল তোলেন ?

আপনাকে কে বলেছে ,প্রতিটা বিজ্ঞানিই কাফের?প্রতিটি বিজ্ঞানিই মুসলমান এবং সৃষ্টির প্রতিটি প্রানই মুসলমান।আপনি তো মুসলমান মানে কি তাই জানেন না।শুনে নিন।ইসলাম মানে শান্তি।আর যে শান্তি প্রত্যাশী,সেই মুসলিম।

না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

সত্য সহা/য।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ১১:০৩ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,
ইসলাম মানে শান্তি না আত্মসমর্পন, সেটা আপনি আগে ভালো করে জানেন ? প্রতিটা প্রাণই মুসলমান, তাই না ? তাহলে মুসলিম পুরুষদের খতনা করিয়ে মুসলমান হতে হয় কেনো ? আপনার ইসলামের বয়স কতো আর পৃথিবীর এবং তাতে সৃষ্ট মানব সভ্যতার বয়স কতো ? দেড় হাজার বছর আগে আপনার মুহম্মদের আল্লা কোথায় ছিলো ?
ভেবেছিলাম আপনার মতো নির্বোধের সাথে আর তর্ক করবো না। কিন্তু তাতে আপনি লাই পেয়ে যাচ্ছেন। এখন দেখবো আপনার ঘটে কত মাল আছে ? মুক্তমনার পরবর্তী ইসলাম সম্পর্কিত পোস্টে মন্তব্য করেন। দেখবো আপনার দৌড় কতদূর ?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:৩০ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

ভোগ করাতে সমস্যা কি?

ভোগ করাতে কোনো সমস্যা নাই। এখনই যদি চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো যত বোন আছে এমনকি নিজের বোনসহ সবাইকে বিয়ে করে ভোগ করা শুরু করেন। লম্পট কোথাকার।

এই ধরণের মন্তব্যের জন্য মুক্তমনার মডারেটরদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ্যাকচুয়ালি এই লোকাটার সাথে সুস্থভাষায় তর্ক করার মতো কেনো অবস্থা নাই।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:৫২ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

এ্যাকচুয়ালি এই লোকাটার সাথে সুস্থভাষায় তর্ক করার মতো কেনো অবস্থা নাই।

ভুল বললেন ,সৃষ্টি সুত্রে আপনি এর থেকে ভালো ভাষা গ্রহন করে আসেন নাই।সৃষ্টি সুত্রে যে যাহা খেয়ে এসেছে,এখানে সে তাহাই উগরাইবে।

ভোগে কোন সমস্যা নাই।সমস্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই।বিস্তারিত জানতে ধৈর্য্যের সাথে জানার মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করুন।মিথ্যা প্রমানের মানসিকতাই নয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ১০:৫২ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
প্রতিটা মন্তব্যেই এতগুলা লোক যে আপনাকে আচাঁছা বাঁশ দিচ্ছে তাতেও আপনার লজ্জা নাই ?
স্টুপিডের মতো শুধু অযথা কুযুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন!
আপনার কুযুক্তির উত্তর যে অনেকেই দিতে চান না , সেটা বোঝার মতো কোনো ঘিলু কি আপনার মাথায় আছে ? বহুত নির্বোধ দেখেছি, কিন্তু এরকম দেখি নাই।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৩১ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

> তিনি একজন কিকিৎসক ও ছিলেন।

জি আমিও একমত। আসেন এখন থেকে অসুখ হলে অন্য হারাম ওষুধ যাতে কাফির রা শরাব টরাব মিশিয়ে থাকতে পারে, সব বাদ দিয়ে মহাম্মদী চিকিৎসা তরিকায় উটের মুত্র পান করে রোগের চিকিৎসা করি।বলুন সুবহানাল্লাহ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:৫৫ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

জি আমিও একমত। আসেন এখন থেকে অসুখ হলে অন্য হারাম ওষুধ যাতে কাফির রা শরাব টরাব মিশিয়ে থাকতে পারে, সব বাদ দিয়ে মহাম্মদী চিকিৎসা তরিকায় উটের মুত্র পান করে রোগের চিকিৎসা করি।বলুন সুবহানাল্লাহ।

অনুমান মন্তব্য করে,আবার ভুল করলেন।আমি এখনও চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে আলোচনা করিনি। বিস্তারিত জানতে জানার মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করুন।মিথ্যা প্রমানের মানসিকতা নিয়ে নয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

24. 24

সমীর চন্দ্র বর্মা ।

জুলাই ১৩, ২০১২ সময়: ৫:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ওফফফফ ! ! ! অবশেষে শেষ করলাম । সেই ১০ টায় শুরু করেছি । এখন ও গোসল করিনি , খাইনি , দাত ও ব্রাস করিনি । আপনি কি সব লিখছেন ভাই । যে পরা শেষ না করা পর্যন্ত উঠতে মন চায় না ।

অসাধারন , চালিএ জান ...। আমরা আপনার সাথে আছি ।

25. 25
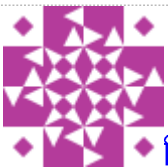
সিরাজুল ইসলাম

জুলাই ১৫, ২০১২ সময়: ৪:৫২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনি আপনার লেখাতে যাহাকে কোরান বলে অভিহিত করলেন উহা কিন্ত কোরান নয়।উহা হলো রাসুলের হাদিস ।আর তাহা হতে অনেক মূল্যবান মূল্যবান তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছে , কিন্তু কোন মিথ্যা বা রাসুলের কথা ব্যাতীত অন্য কারও কথা সংযোজন করতে পারে নাই।কেন না ,এই হাদিস আলির কাছে গচ্ছিত ছিলো এবং ওসমানের সময় তা গ্রন্থ আকারে প্রকাশ হয়ে যায়।তাই রাসুলের মূল হাদিসে নতুন সংযোজন না করতে পেরে রাসূল মারা যাওয়ার পরে ,তারা নিজেরাই হাদিস লিখে ৬ টা হাদিসকে রাসুলের সহি হাদিস বলে প্রচার করে ।যাহাতে রয়েছে রাসুল বিরোধীদের নিজস্ব সংস্কৃতি।তাহা কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নয়।

আর আল্লাহ হযরত মহাম্মদের কাছে যে বাণী বিশ্ববাসীকে ধর্ম হিসাবে পালনের জন্য পাঠিয়েছেন, তাহা আল্লাহ লিখিত ভাবেই পাঠিয়েছেন এবং তা নক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহর।

আর রাসুল যে হাদিস জীবদ্দশায় লিখে গেছেন তাহা সাংকেতিক ভাষায়।আপনাকে রাসুলের হাদিস বুঝতে হলে আগে রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝতে হবে।আর যতক্ষণ আপনি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝবেন না,ততক্ষণ আপনি ইসলা ধর্মের কিছুই বুঝবেন না।

রাসুল এই সাংকেতিক ভাষা আলিকে জানিয়ে নিজেই ঘোষনা দিয়েছিলেন। আনা মাদিনা তু এলম ওয়া আলিউন বাবুহা।যার অর্থ -আমি জ্ঞানের শহর আলি তার প্রবেশ দ্বার।অর্থাৎ রাসুলের জ্ঞান ভান্ডে প্রবেশ করতে হলে আলির মাধ্যম দিয়ে আসতে হবে, নচেৎ কিছুই জানা যাবে না।

আলি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছেন হাসান কে ,হাসান হোসনকে,হোসেন হাসান বসরি কে এভাবে ৪২ তম বংশধর হিসাবে বর্তমানে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি।তাই আন্দাজে কথা না বলে কোরানের কথা কোরানের ভাষায় বলা শিখুন।নচেৎ কোরা ন নিয়ে আলোচনা কইরেন না।আর না জনলে জানার চেষ্টা করুন।

এবার আসুন আপনি বলেছেন

আর তাই এখন মোহাম্মদকে নবী প্রমান করতে গিয়েই মূলত: তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে এটা দাবী করা ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছুই নেই।

আসলে সমস্যা হলো আপনি নবি এবং রাসুল সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান রাখেন না।ব্যাক্তি মহাম্মদ একজন গবেষক।আর তিনিই ধর্ম নিয়ে পূর্ব থেকে চলে আসা গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন মাত্র।ব্যাক্তি ইসা মুসা দাউদ ইব্রাহিম এরা কেহই নবি নয়।এরা সকলেই ধর্ম গবেষক।বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিতিমালা প্রণয়ন কারী।আল্লাহ শয়তান ফেরেস্তা এটা তাদেরই আবিস্কার মাত্র।

আপনার ঐ মাথা দিয়ে ধর্মীয় গ্রন্থ বুঝা সম্ভব নয়।কারণ আপনার মেমোরি কার্ড ফালতু মুর্খের স্বর্গ বাস দিয়ে ভরে ফেলেছেন ।আপনাকে ধর্ম বিষয় বা কোরানের জ্ঞান জানতে হলে আগে আপনার মেমোরি কার্ড থেকে ঐ ফালতু বিষয় গুলি ডিলেট করে নতুন করে ,ইসালামী জ্ঞান বা ধর্ম গন্থের জ্ঞান লোড দিতে হবে।ইহা ব্যাতীত সম্ভব নয়।

সর্বপ্রথম মোহাম্মদ মদিনায় গমনকারী মক্কাবাসীদেরকে নিয়ে একটা লাঠিয়াল বা দস্যুদল (এ ছাড়া অন্য কোন নাম দেয়া যায় না) গঠন করেন, যাদের কাজ ছিল মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মক্কার বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করে তাদেরকে খুন করে তাদের মালামাল লুঠ-পাট করা ও গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ বন্টন করে নেয়া।

এ সকল কথার তথ্য সুত্র কি।আপনি যেখান থেকে একথা পেয়েছেন তাহা কত সালের ছাপানো গ্রন্থ।দয়া করে জানাবেন।

তার কারনেই মূলত: কুরাইশ নেতারা মোহাম্মদকে তেমন কিছু বলত না , শুধুমাত্র তাকে পাগল, উম্মাদ, বিকারগ্রস্থ এসব নানাভাবে উপহাস করে ক্ষান্ত থাকত।

সে কথা তো রাসুল তার হাদিসেই বলে গেছে।কিন্তু আসল সত্য হলো কোরাইশ বংশ সহ সকল বংশই কিন্তু তার পাগলামীর পক্ষে এসেছেন।এবং তার পাগলামী কথাকে সামনে রেখেই নিজে বড় হতে চেয়েছেন।কিন্তু কোথাও কোরাইশরা রাসুল কে লুটেরা বলে নাই।বলেছে পাগল।অথচ আপনি আবিস্কার করলেন মহাম্মদকে লুটেরা হিসাবে।অবশ্যয় আপনি এর তথ্য সুত্র দিবেন।

কোরান বলছে একজন পুরুষ একসাথে ৪টা বিয়ে করতে পারবে যা বর্তমান কালে একটা আদিম ও চরম অমর্যাদাকর বিধান হিসাবে গণ্য।

না! কোরান চার বিয়ের কথা বলে নি। কোরান বলেছে দুই দুই,তিন তিন,চার চার বিয়ে করতে।আপনি কি এর তত্ব জানেন?জানেন না।

এবং কোরান বলেছে যার বিবাহের সার্মরথ নাই নাই সে যেন নিজেকে পূত পবিত্রতার সহিত সংযত রাখে।

সূরা নূর ৩৩ নম্বর আয়াত।

আর যাহারা বিবাহ করিতে অসমর্থ তাহাদের উচিৎ তাহারা যেনো সংযমি থাকে।

কোরান বলছে- ইহুদি খৃষ্টানদের সাথে সর্বদাই যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহন করে বা জিজিয়া কর প্রদান না করে।

বানোয়াট মনগড়া কথা।দয়া করে তথ্য সুত্র দিবেন।

আবার আদিখ্যেতা করে বলছে এটা ব্যভিচারের জন্য নয়।

আপনি কি ব্যাভিচার বুঝেন?কোরানের দৃষ্টিতে আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারী করছেন। আবার অনেকে বিয়ে না করেও কারো সাথে যৌণ সম্পর্ক করে ও শুভাচারী আছে।না জনলে জানার চেষ্টা করুন।

কিন্তু কথা হলো হাদিস ছাড়া কোরানকে কিভাবে ব্যখ্যা করা যাবে, কিভাবে কোরান বোঝাই বা যাবে ?

কোরান চিনতে ও জানতে হলে অবশ্যয় হাদিস প্রয়োজন।তা হলো,আল্লাহ যে কোরান নিজে লিখে পাঠিয়েছেন তাহা চিনতে ও জানতে রাসূলের হাদিস বা বর্তমান প্রচলিত কোরান জানা প্রয়োজন।কিন্তু বোখারি গং রচিত ঐ হাদিস নয়।

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। সূরা - আল হিজর, ১৫:০৯ মক্কায় অবতীর্ণ।

এখনেই তো পরিস্কার যে তার বাণীর তিনিই সংরক্ষক।এহা ছাড়া আরও অনেক যায়গাই একথা বলেছে।তার মানে আপনি যাহাকে কোরান বলছেন তাহা কোরান নয়।তাহলে অবশ্যয় মহাম্মদ কে জানতে ও বুঝতে হলে আগে তার আল্লাহ হতে প্রাপ্ত কোরান জানা আবশ্যক।যাহা সকল সৃষ্টির জন্য হেদায়েৎ।

অথচ এখানে যীশু পরিস্কার বলছেন তিনি একজন কে পাঠিয়ে দেবেন। তার মানে এখানে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলেই পরোক্ষে প্রকাশ করছেন।

আপনি কি যিশুর এই কথা বিশ্বাস করেন?করলে কেনো করেন?

১. খৃষ্টান ধর্মে অযাচিত হস্তক্ষেপ করে এ ধর্মটাকে অসম্মান করেছেন
২. যীশু খৃষ্টকে ঈশা নবী নাম দিয়ে একজন মহান নবীর নাম বিকৃত করে মর্যাদাহানি করেছেন।

মহাম্মদ ব্যাক্তি যিশুকে নিয়ে কোন কথা বলেন নি ।তিনি কথা বলেছেন বস্তু ইসাকে নিয়ে।আপনার কি এ বিষয়ে জ্ঞান আছে।থাকলে বলুন তো ।বস্তু ইসা বলতে আপনি কি বুঝেন ?

পরিউক্ত হাদিসগুলো প্রমান করে কি অসম্মানজনকভাবে কঠিন যন্ত্রনা ভোগ করে মোহাম্মদকে মারা যেতে হয়। বড় অপমানকর মৃত্যু ছিল এটা দুনিয়ার শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদের যা অধিকাংশ বান্দারাই জানেন না

ব্যাক্তি মহাম্মদ যেমন বিষ পানে মারা গেছে,ঠিক তার থেকেও ব্যাক্তি ইসা আরও নির্মম ভাবে ক্রুশ বিদ্ধে মারা গেছে।যাহাকে অনেক অপমান কর কথা শুনিয়ে এবং অনেক অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৭:৪২ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

কোরান বলছে- ইহুদি খৃষ্টানদের সাথে সর্বদাই যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহন করে বা জিজিয়া কর প্রদান না করে।

বানোয়াট মনগড়া কথা।দয়া করে তথ্য সুত্র দিবেন।

কি করে বানোয়াট কথা হল নীচের আয়াৎটা দেখুন তো ?

9:29

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

29
তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:০৪ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনি আপনার লেখাতে **যাহাকে কোরান বলে অভিহিত করলেন উহা কিন্ত কোরান নয়।** উহা হলো রাসুলের হাদিস।
ভাইজান দেখি **"ভাবের জগতে"** বসবাস করছেন! আপনার এ দীর্ঘ মন্তব্যের "রেফারেন্স" কি পাঠকদের জানাবেন?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১১:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনার এ দীর্ঘ মন্তব্যের "রেফারেন্স" কি পাঠকদের জানাবেন?

অবশ্যয় দেবো তবে লেখা এমন হচ্ছে কেন?তাই বলুন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১২:০১ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আপনার এ দীর্ঘ মন্তব্যের "রেফারেন্স" কি পাঠকদের জানাবেন?

অবশ্যয় দিবো,তবে অাসুন অামরা কোরানের যে কোন একটি বিষয় নিয়ে অালোচনা শুরু করি।একটা বিষয় শেষ হলে অন্য অার একটি তে প্রবেশ করা যাকে।কারণ হাদিস বা প্রচলিত কোরান অনেক বড় গ্রন্থ।এবং তাহাতে অনেক বিষয় নিয়ে অালোচনা করা হয়েছে।তাই একসাথে অনেক বিষয় অালোচনা সম্ভব নয়।তাই অাসু ,যে কোন একটি বিষয় নিয়ে অালোচনা করি।

এখন অাপনি নিধর্‌ারণ করুন কোন বিষয় নিয়ে অালোচনা করবেন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১০:৫৯ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
আপাতত: আপনি যা লিখেছেন তারই **"রেফারেন্স"** দেন। ওখান থেকেই আলোচনা শুরু হবে! ধর্ম নিয়ে আলোচনার সময় রেফারেন্স অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন 'এখানে'।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ২:২২ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,
সিরাজুল এই পোস্টের ২৩ নম্বর মন্তেব্যরে প্রতিমন্তব্যে লিখেছে কোরান পড়ে ১৯৮২ সালে হিগস বোসন কনা আবিষ্কার করে। আমাদের মধ্যে যে একজন বিজ্ঞানী আছে সেটা কি আপনি টের পেয়েছেন। দয়া করে তার মন্তব্যগুলো পড়ে তাকে একটু সাইজ করেন।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:৫২ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ,

সিরাজুল এই পোস্টের ২৩ নম্বর মন্তেব্যরে প্রতিমন্তব্যে লিখেছে কোরান পড়ে ১৯৮২ সালে হিগস বোসন কনা আবিষ্কার করে।

আরে ভাই আমি তো অনেক আগেই বলেছি, উনি **"ভাব জগতের"** লোক। বাস্তব দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীন মতি-বিভ্রম (Delusion) জগতে উনি বিচরণ করেন। দুই চারটা মন্তব্য পড়লেই মন্তব্য কারীর জ্ঞানের গভীরতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সব মন্তব্যেরই কি জবাব দেয়া উচিত?

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:২৪ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আরে ভাই আমি তো অনেক আগেই বলেছি, উনি "ভাব জগতের" লোক। বাস্তব দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীন মতি-বিভ্রম (Delusion) জগতে উনি বিচরণ করেন। দুই চারটা মন্তব্য পড়লেই মন্তব্য কারীর জ্ঞানের গভীরতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সব মন্তব্যেরই কি জবাব দেয়া উচিত?

 অসাধারন বলেছেন ভাই 😄 ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৫:১৬ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

ভাইজান দেখি "ভাবের জগতে" বসবাস করছেন

হে হে হে , সেকথা আর বলতে ? উনি ভাব জগতের তুঙ্গে অবস্থান করছেন। মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছা জাগে ভাব জগতের তুঙ্গে উঠতে। কিন্ত পারি না ।

অর্নির্বান এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১২:০৬ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,

একজনকে পাওয়া গেল… .. আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে যে ভবঘুরে সাহেবের উওর পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। আর আরেকটা ছোট অনুরোধ আগের পর্বগুলো পরলে আপনার কিছু উত্তর পাবেন বলে আশা করি ।

আমি কিছু চেষ্টা করব ?

কোরান বলছে- ইহুদি খৃষ্টানদের সাথে সর্বদাই যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহন করে বা জিজিয়া কর প্রদান না করে।

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখা নে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা- আত তাওবাহ, ০৯:০৫

আমি এতটুকু মনে রাখতে পারছি তাই লিখলাম । বাকীটা ভবঘুরে সাহেব দিবন বলে আমা রাখি।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৫:০৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

ভাইজান কি কোন কমিক সিরিজের রচয়িতা নাকি ? আপনার লেখাটা দারুন এক কমিক হয়েছে। আপনার কমিক চালিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে আছি, অনেকদিন কোন কমিক পড়ি নাই।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

পিছলাইয়েন না ।আলোচনায় আসুন অথবা কোরান ও মহাম্মদ নিয়ে বাজে কথা বলা ছাড়ুন।কোরানের যে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ৫:১৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আলি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছেন হাসান কে ,হাসান হোসনকে,হোসেন হাসান বসরি কে এভাবে ৪২ তম বংশধর হিসাবে বর্তমানে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি।

এই **আমি** *টা কে ? আপনি নিজে নাকি ? তাই যদি হয় তার মানে আপনি বর্তমান কালের সবচাইতে বড় কোরান ব্যখ্যাকার ? অথবা অন্য কথায় আপনি সবচেয়ে বেশী কোরান বোঝেন ? বিষয়টা খোলাসা করবেন ?*

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এই আমি টা কে ? আপনি নিজে নাকি ? তাই যদি হয় তার মানে আপনি বর্তমান কালের সবচাইতে বড় কোরান ব্যখ্যাকার ? অথবা অন্য কথায় আপনি সবচেয়ে বেশী কোরান বোঝেন ? বিষয়টা খোলাসা করবেন ?

জ্বি! আমি মানে ব্যাক্তি সিরাজুল ইসলাম।না আমার মত আরও অনেকেই ৪২ তম কোরান জানা বংশধর আছে।তবে আমি কোরানের মূল দর্শণ নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

সত্য সহায়। গুরুজী।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৬:১৭ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,

প্রথম কথা হইলো,আপনাদের বক্তব্য এই কোরান মিথ্যা এবং তাতে অনেক অ-সামঞ্জস্য আছে। ঠিক আছে।এখন আপনারা কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।সেটায় যদি প্রমান হয় অসামঞ্জস্য তাহলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।আসলেই কোরান পুরোটাই অ সামঞ্জসে ভরা মেনে নিয়ে আমি বিদায় হবো।আর যদি প্রমান হয় আপনার নির্ধারিত বিষয়টিতে কোন অ-সামঞ্জস্য নাই ,তাহলে আপনারা আরেক টি বিষয়ে ঢুঁকবেন ।এভাবেই আমরা কোরানের সকল বিষয় আলোচনা করবো।

এখন আপনারা নির্ধারণ করুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান।

সত্য সহায়।গুরুজী।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

.

দেখুন তো নীচের বাক্যের বক্তা তো জিব্রাইল নিজেই।
তাহলে কোরান আল্লাহর বাক্য হল কী করে ? কোন কোন আয়াত গুলী তাহলে আল্লাহর বাক্য?
19:64

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64
(জিব্রাইল বললঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:৫২ পূর্বাহ্ণ

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনি কি এই আয়াতে বিষয় বস্তু নিয়েই আলোচনা করতে চান সিদ্ধান্ত নিলেন?

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:০০ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আসলে সমস্যা হলো আপনি নবি এবং রাসুল সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান রাখেন না।ব্যাক্তি মহাম্মদ একজন গবেষক।আর তিনিই ধর্ম নিয়ে পূর্ব থেকে চলে আসা গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন মাত্র।ব্যাক্তি ইসা মুসা দাউদ ইব্রাহিম এরা কেহই নবি নয়।এরা সকলেই ধর্ম গবেষক।বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার নিতিমালা প্রণয়ন কারী।**আল্লাহ শয়তান ফেরেস্তা এটা তাদেরই আবিস্কার মাত্র।**

আপনি মুসলিম তো নাকি অন্য কিছু? মানে বাহাই ধর্মের কেউ? যদিও ধর্মটা সম্পর্কে আমি ভাল জানিনা তবু মুসলিম রা সম্ভবত এদের অমুসলিম বলে থাকে।
তাহলে আপনি কি স্বীকার করেন যে আল্লাহ ফেরেশতা শয়তান এইসবের অস্তিত্ব নাই?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৩:০৪ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

আপনি মুসলিম তো নাকি অন্য কিছু ? মানে বাহাই ধর্মের কেউ? যদিও ধর্মটা সম্পর্কে আমি ভাল জানিনা তবু মুসলিম রা সম্ভবত এদের অমুসলিম বলে থাকে।

আশাকরি আপনি সব ধর্ম সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখবেন।আলোচনায় আসুন , তখনই দিনের আলোর মতই পরিস্কার হয়ে যাবে, আপনি কোন ধর্ম সম্বন্ধে ভালো জানেন। আর কোন ধর্ম সম্বন্ধে ভালেঅ জানেন না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:০২ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনি কি ব্যাভিচার বুঝেন ?**কোরানের দৃষ্টিতে আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারী করছেন।** আবার অনেকে বিয়ে না করেও কারো সাথে যৌণ সম্পর্ক করে ও শুভাচারী আছে।না জনলে জানার চেষ্টা করুন।

ভাইজান আগেও এই জিনিস বলেছিলেন। আপনার দোহাই লাগে ব্যাপারটা খুলে বলেন দেখি। সমস্যাটা কি আপনার?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:৪৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাইজান আগেও এই জিনিস বলেছিলেন। আপনার দোহাই লাগে ব্যাপারটা খুলে বলেন দেখি। সমস্যাটা কি আপনার?

জনাব,
আপনি ব্যাভিচার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।আপনাকে ধন্যবাদ।তবে শর্ত হলো আপনি ব্যাভিচার আলোচনায় সিদ্ধান্তে পৌছার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কারণ ব্যাতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করতে পারবেন না।
এবার আসুন ব্যাভিচার নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

ব্যাভিচার বাংলা শব্দ যার আরবি শব্দ জ্বীনা।

জ্বীনা বা ব্যাভিচার কি?
প্রকৃতির নিয়মে শুক্র ক্ষয় ব্যাতিত ইচ্ছাকৃত শুক্র ক্ষয়ই ব্যাভিচারের আওতায় পড়ে।

প্রকৃতির নিয়মে শুক্র ক্ষয় কি?

জন্ম সুত্রে প্রতিটি মানুষ শুক্র তৈরী মহাসত্বা দুটি আলাদা একাউন্টে পেয়েছে।তার একটি একাউন্টের শুক্র মহাসত্বা প্রকৃতির নিয়মে প্রতি তিন দিনে একবার করে নিজে নিজেই তৈরী হচ্ছে এবং নিজে নিজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।সেই একাউন্টে মোট শুক্র তৈরী মহাসত্বা আছে ৯৩৩৩ বার ইচ্ছাকৃত ক্ষয় করতে যে পরিমাণ শুক্র মহাসত্বা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু।

ইচ্ছাকৃত শুক্র ক্ষয় কি?

আরেকটি একাউন্টের শুক্র তৈরী মহাসত্বা আপনি ইচ্ছা করলেই ক্ষয় করতে পারেন।সেই একাউন্টে মোট শুক্র তৈরী মহাসত্বা আছে ৪০০০ বার ইচ্ছা হলেই ক্ষয় করতে পারে পরিমাণ শুক্র তৈরী মহাসত্বা।

ব্যাভিচার কি?

কোরান দৃষ্টিতে ব্যাভিচার হলো ,যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেনো।জীবের দেহ থেকে শুক্র তৈরী মহাসত্বা ক্ষয় হওয়াকে বুঝায়।

শুভাচার কি?

জীবের দেহ থেকে যে পরিমাণ শুক্র তৈরী মহাসত্বা ক্ষয় হলো, তাহা পূরণ করাকেই শুভাচার বুঝায়।

বিবাহিত স্ত্রীর সাথে জ্বীনা হয় কিভাবে?

সমাজ আপনাকে আপনার স্ত্রীর সাথে জ্বীনা বা ব্যাভিচারী করার লাইসেন্স দিয়েছে।তাই তার সাথে জ্বীনা করাতে কোন সমস্যা নাই ।সমাজ অন্যের সাথে এ লাইসেন্স দেই নি, তাই অন্যের সাথে জ্বীনা করতে গেলে অপরাধের আওতায় পড়ে।

আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাসে যে তৃপ্তি পান ও যাহা ক্ষয় হয় , বিবাহ ছাড়া অন্য যে কারও সাথে তাহাই হয় ।না অন্য কিছু হয়।সমস্যা শুধু সমাজ স্বীকৃতির।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৬:২৭ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

কোরান দৃষ্টিতে ব্যাভিচার হলো ,যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেনো।জীবের দেহ থেকে শুক্র তৈরী মহাসত্বা ক্ষয় হওয়াকে বুঝায়।

কোরানের আয়াত দিয়ে প্রমান করেন।

মন্তব্যের বাকি অংশ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই আপনার এই আজগুবি যুক্তি সত্যই আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১০:৩৭ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

মন্তব্যের বাকি অংশ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই আপনার এই আজগুবি যুক্তি সত্যই আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে ।

প্রচলিত কোরান জ্বীনা নিয়ে আলোচনা করেছে।কিন্তু জ্বীনা কি, তা আলোচনা করে নাই।এই জ্বীনা বিষয়ে রাসুল আলিকে জানিয়েছেন।আলি হাসানকে এভাবেই আমা পর্যন্ত এসেছে।

এখন এই জ্বীনার যে ব্যাখ্যা আমি করলাম।তাহার সত্যতা জানতে হলে আপনাকে প্রথম জানতে হবে।

আল্লাহ কি-
দ্বীন বা ধর্ম কি-
ধর্মের প্রয়োজনিয়তা কি-
ধর্মে ক্রীয়া কি-

কোরান কি-
কিতাব কি-ও
ইমান কি-
এই সাতটি বিষয় কোরানের দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেই ,জ্বীনার বিষয় বুঝতে সক্ষম হবেন।নচেৎ নয়।
আর তাতে ধৈর্য্য না থাকলে ,আপনি বলুন-

জ্বীনা শব্দের অর্থ কি?
কোরানের দৃষ্টিতে জ্বীনার ব্যাখ্যা কি?
আমার কাছে যেমন তথ্য সুত্র চাইলেন।দয়া করে আপনিই ,তথ্য সুত্র সহ আলোচনা করুন।

পরিশেষে-
বিজ্ঞান এতদিন যাহা আবিস্কার করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহা আবিস্কার করবে।তার সকল সুত্র রাসুল তার হাদিসে (প্রচলিত কোরানে) ১৪০০ বছর পূর্বে দিয়ে গেছেন। বিশ্বাস না হলে,আমার সাথে আলোচনায় আসতে পারেন।
সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:০৮ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আলি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছেন হাসান কে ,হাসান হোসনকে,হোসেন হাসান বসরি কে এভাবে*৪২ তম বংশধর হিসাবে বর্তমানে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি।*
সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আপনি কি ইমাম মেহেদি নাকি দাজ্জাল ?যতদূর জানি যে ইমাম মাহদি নাকি নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন। আর দাজ্জাল নিজেকে আল্লাহ বলে প্রচার করবে।তো আপনি যখন রসুলের সাংকেতিক ভাষা পেয়েছেন তাহলে তো কথাই নেই। আহা শুনে ভাল লাগলো যে আপনি রসুলের বংশধর। দিনের নবি পুন্যের ছবি ,বেহেশতের ফুল আল্লাহর রসুল 😬 ।

আজ থেকে কালেমা তৈয়ব নতুন করে পাঠ করব , লা ইলাহা ইল্লালাহু সিরাজুল ইসলাম রসুলুল্লাহ (উত্তরাধিকার সুত্রে রসুল)

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:০২ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

> *আজ থেকে কালেমা তৈয়ব নতুন করে পাঠ করব, লা ইলাহা ইল্লালাহু সিরাজুল ইসলাম রসুলুল্লাহ (উত্তরাধিকার সুত্রে রসুল)*

যার মান নাই সে সকলকে মান দিতে জানে না।যার জ্ঞান নাই সে সবাইকেই নির্বোধ ভাবে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৬:২৯ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম, ভাইজান মান সবারই কম বেশি আছে। আপনার মত নবীজির বংশধর হবার মান টা অবশ্য আমার নেই।

আর জ্ঞানের কথা বলছেন? এটাও স্বীকার করে নিলাম। সত্যি আপনার মত ঐশী জ্ঞান আমার নেই। 🙂

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৬:৫৯ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

মহাম্মদ ব্যাক্তি যিশুকে নিয়ে কোন কথা বলেন নি ।তিনি কথা বলেছেন **বস্তু ইসাকে** নিয়ে।

ভাইজান, ব্যক্তি যীশু আর বস্তু ঈসার মধ্যে পার্থক্য টা বুঝিয়ে বললে কৃতজ্ঞ থাকব।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:

জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:১৪ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

ভাইজান, ব্যক্তি যীশু আর বস্তু ঈসার মধ্যে পার্থক্য টা বুঝিয়ে বললে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনি যাহা জানতে চাচ্ছেন তাহা এলমে তাসাউফের ৮ম শ্রেণীর কথা।আপনিই বলুন,যে এখন ও এলমে তাসাউফের অক্ষরই চিনে নি,তাকে কি অষ্টম শ্রেণীর বিষয় জানানো সম্ভব?

সত্য সহায়।গুরুজী।।
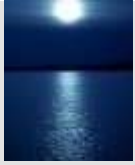
অচেনা এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৩৭ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম, ভাইজান শুনেন কথা এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? আমি ইসাকে ব্যক্তি বলেই জানি।ইসা যে কোন বস্তুর নাম সেটা আজ প্রথম জানলাম। এটা আপনি নিজেই বলেছেন কাজেই এটা ব্যখ্যা করার দায়ভারটা আপনার নিজের।অবশ্য সত্যি যদি আপনার ব্যখ্যা করার ক্ষমতা থাকে আর কি।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:

জুলাই ২৩, ২০১২ at ১০:৩৭ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

যেমন ,বোস ও হিগস আবিস্কার করলেন যেই কণা,সেই কণার নাম দিলেন বোসন হিগস কণিকা।এখানে বোস ও হিগস দু-জনই ব্যাক্তি।আর তারা যাহা আবিস্কার করেছে,তাহা বস্তু।এখন যদি আম বোসন হিগস বা হিগস বোসন কণিকা মানে ব্যাক্তি হিগস ও বোসনকে বুঝি তাহলে যেমন হবে।ঠিক তদ্রুপ ইসা বলতে যদি আমরা ব্যাক্তিকে বুঝি ,তাহলে একই রকম হবে।এটাই ব্যাক্তি ও বস্তুর ব্যাখ্যা।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

26. 26

আস্তিক

জুলাই ১৬, ২০১২ সময়: ১২:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

একটা কথা মনে রাখবেন,
একজন আস্তিক সবসময় সবার ভালবাসার পাত্র
একজন নাস্তিক সবসময় অধিকাংশ লোকের কাছে ঘৃনার পাত্র , এমনকি তার পরিবারের কাছেও
কিছু কি পেয়েছেন নাস্তিকতা থেকে ?

আমি পেয়েছি হাজার লোকের ভালবাসা, এমনকি নাস্তিকদেরও। কারন আমি একজন বিশ্বাসী।
যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসীরা মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হবে , আর নাস্তিকরা স্মৃত হবে ঘৃনায়।
কিছু আসে যায় না আপনি আস্তিক না নাস্তিক ,
কিন্তু যদি মরার পরে কোন জীবন থাকে তবে আমি জিতে গেলাম, এখনো এবং তখনো।
আর আপনি হেরে গেলেন, হারিয়ে গেলেন, ঘৃনীত হলেন সবখানে।

27. 27

কাজী রহমান

জুলাই ১৬, ২০১২ সময়: ১১:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আলি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছে ন হাসান কে ,হাসান হোসনকে,হোসেন হাসান বসরি কে এভাবে ৪২ তম বংশধর হিসাবে বর্তমানে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি।তাই আন্দাজে কথা না বলে কোরানের কথা কোরানের ভাষায় বলা শিখুন।নচেৎ কোরান নিয়ে আলোচনা কইরেন না।আর না জনলে জানার চেষ্টা করুন

স্বাগতম স্বাগতম ভাইজান; এই মাঠে অনেকদিন ঝুম বৃষ্টি হয়নি; স্বাগতম, অন দি হাউস

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৬, ২০১২ at ১২:৪৪ অপরাহ্ণ
@কাজী রহমান,

স্বাগতম স্বাগতম ভাইজান; এই মাঠে অনেকদিন ঝুম বৃষ্টি হয়নি; স্বাগতম, অন দি হাউস

গ্রহন করলাম।

বাংলা িলখেত সমস্যা হেচ্ছ েকেনা একটু জানােবন ?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৩:০৭ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব,
নীচের বোখারীর হাদিছটি বলতেছে সূর্য প্রতিদিন চলে চলে উদয় ও অস্ত হয়। এ ব্যপারে আপনি কি হাদিছটির সংগে একমত? নাকি আপনি বলিবেন " সূর্য চলে চলে নয়,বরং পৃথিবী ঘুর্ননের ফলে দিবা রাত্র হয়।"

বোখারী শরীফ বুক-৬, হাদিছ # ১৯১৭
অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।

৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে–যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের -
"(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সুর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৮:১২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

প্রথম কথা হইলো,আপনাদের বক্তব্য এই কোরান মিথ্যা এবং তাতে অনেক অ-সামঞ্জস্য আছে। ঠিক আছে।এখন আপনারা কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।সেটায় যদি প্রমান হয় অসামঞ্জস্য তাহলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।আসলেই কোরান পুরোটাই অ সামঞ্জসে ভরা মেনে নিয়ে আমি বিদায় হবো।আর যদি প্রমান হয় আপনার নির্ধারিত বিষয়টিতে কোন অ-সামঞ্জস্য নাই ,তাহলে আপনারা আরেক টি বিষয়ে ঢুঁকবেন ।এভাবেই আমরা কোরানের সকল বিষয় আলোচনা করবো।

এখন আপনারা নির্ধারণ করুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান।

সত্য সহায়।গুরুজী।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৪:৫২ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

প্রথম কথা হইলো,আপনাদের বক্তব্য এই কোরান মিথ্যা এবং তাতে অনেক অ-সামঞ্জস্য আছে। ঠিক আছে।এখন আপনারা কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।

নীচের দুইটি আয়াতের ১ম টায় বলা হচ্ছে আগে যমীন ও পরে আছমান সৃষ্টি করা হয়েছে ,অথচ দ্বিতীয় আয়াৎটায় বলা হচ্ছে
আগে আছমান সৃষ্টি করা হয়েছে পরে যমীন।
এটাকে কি আপনি একটি অসামঞ্জস্য মনে করবেন?
তাহলে নীচে দেখুন।

2:29
1
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমী নে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।
79: 27-30
27
তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের , যা তিনি নির্মাণ করেছেন?
28
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
29
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।
30
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৫:২৩ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,
জনাব,
আপনি আসমান ও যমিন নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।আপনাকে ধন্যবাদ।তবে শর্ত হলো আপনি আসমান ও যমিন আলোচনার সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে প্রসঙ্গিক বিষয় ব্যাতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা করা যাবে না।
সমগ্র কোরানে মোট আসমান নিয়ে আয়াত এসেছে-১৭৫ টি এবং যমিন নিয়ে কথা এসেছে ৪২২ টি আয়াতে।আমরা একে একে সকল আয়াত আলোচনায় আনবো ।তার পূর্বে আপনাকে বলে রাখি

যে,কোরানের সমস্ত আয়াতেই আধ্যাত্মিক আলোচনা করেছে।যা সাধারণের বুঝার কোনই সাধ্য নাই।যতক্ষণ না তরিকায় দাখিল হয়ে তালিম নেন।

প্রকাশ থাকে যে
আধ্যাত্মিক বিষয়ে জানতে হলে ,আপনাকে তরিকা গ্রহন করে।নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমান করার পরেই কেবল আপনার সাথে আলোচনা করা হবে।
এখন আসা যাক আপনার আয়াতের আলোচনায়।

২য় সূরার ২৯ আয়াত

এই আয়াতের আরবি=

হু ওয়াল্লাযী খালাকা লাকুম মা ফিল আরদি যামিয়ান।সুম্মাস্তাওয়া ইলাস সামায়ি ফা সাওয়া হুন্না সাবয়া সামাওয়াতিন। ওয়া হুওয়া বি কুল্লি শাইয়িন আলিম।

অর্থ=
তিনিই, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন যমিনের মধ্যস্থিত জিনিস একত্রীতে।অতঃপর একাগ্র হলেন আসমানের উপরে ,অতঃপর তাহারা (স্ত্রী-লিঙ্গ)সমান করিলেন সাত আসমান।আর তিনি সমস্তের প্রতি জ্ঞানে ইচ্ছাধীন।
৭৯ তম সূরা=আয়াতঃ২৭-৩০

২৭ আয়াতের আরবি=
আ-আনতুম আশাদ্দু খালকান আমিস সামাউ ,বানা হা।
অর্থ=
তোমরা সৃষ্টিতে শক্তিশালী না আসমান?নির্মাণীয়।
২৮ আয়াতের আরবি=
রাফায়া সমকা হা ফা সাওয়া হা।
অর্থ=
উত্তোলনে মাছীয় অতঃপর সমানীয়।
২৯ আয়াতের আরবি=
ওয়া আগতাশা লাইলা হা ওয়া আখরাযা দুহা হা।
অর্থ=
আর অন্তরিক্ষে রাত্রীয় আর বাহির আলোকীয়।
এখন বলুন এই আয়াতের কোথায় কোথায় কোথায় আপনার সমস্যা।এর সবই আধ্যাত্মিক।

বলে রাখি ,আপনার মত সাধারণ জ্ঞান দিয়ে কোরান বুঝা সম্ভব নয়।তাই কোরান বুঝতে হলে অ -সাধারণ জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করুন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

তার পূর্বে আপনাকে বলে রাখি যে ,কোরানের সমস্ত আয়াতেই আধ্যাত্মিক আলোচনা করেছে।যা সাধারণের বুঝার কোনই সাধ্য নাই।যতক্ষণ না তরিকায় দাখিল হয়ে তালিম নেন।

ঠিকই বলেছেন, কোরান সাধারন লোকদের জন্য নয়। ওটা শুধু আধ্যাত্বিক লোকদের জন্যই।এবং সাধারন লোকদের এটা বুঝার অধিকার ও নাইও বুঝার চেষ্টা করাও উচিৎ নয়।
এজন্যই আধ্যাত্বিক দাবীদাররা কোরানের দোহাই দিয়া জনসাধারনদেরকে যাই করতে বলতেছে,জনগন তা পালনের জন্য শুধু তাদের মুখের কথার উপর পাকা ঈমান এনে বুকে আত্মঘাতি বোম্ব বেধেও ঝাপিয়ে পড়তেছে।
কিন্ত ইদানিং জনগন অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছে। তারা এখন শুধু আধ্যাত্মিক গুরুজীর কথার উপর আর আস্থা রাখতে পারতেছেনা। তারা এখন কোরানের কোথায় কী আছে, কোথা থেকে এই কোরানের উৎপত্তি, এগুলী তন্য তন্য করে অনুসন্ধান করে দেখতে চায়।
সমস্যাটা এখানেই বেধে গিয়েছে।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৯:২৮ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

তারা এখন কোরানের কোথায় কী আছে, কোথা থেকে এই কোরানের উৎপত্তি, এগুলী তন্য তন্য করে অনুসন্ধান করে দেখতে চায়।

আপনাকে জানতে না করা হয়নি।আপনি আলোচনা করুন,আসমান ও যমিন নিয়ে কোরানে কি কি অ-সামঞ্জস্য আছে তুলে ধরুন ।আর আমি দেখাতে চেষ্টা করি যে কোরানে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য নাই।জানুন এবং জানানোর চেষ্টা করুন।

আমরা যে কেউ জন্মগতভাবে কোন এক ধর্মের কিংবা বিজ্ঞানকে অপরিবর্তণীয় সত্য জানি। তাই অন্য ধর্মগুলোকে মিথ্যা কাহিনী মনে হওয়াটাই সবার জন্য স্বাভাবিক। তাই বলে এটাকে যদি অস্ত্র হিসেবে ইউজ করি -এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি, সেটা আমার নীচতা, লোভী, সুযোগ সন্ধানী, গীবতকারী মনেরই পরিচয় দিবে। তাহা কখনোই জ্ঞানির পরিচয় বহণ করবে না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:২২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ঠিকই বলেছেন, কোরান সাধারন লোকদের জন্য নয়। ওটা শুধু আধ্যাত্বিক লোকদের জন্যই।এবং সাধারন লোকদের এটা বুঝার অধিকার ও নাইও বুঝার চেষ্টা করাও উচিৎ নয়।

ভাইজান , আপনার তো খুশী হওয়ার কথা যে অবশেষে একজন আধ্যাত্মিক মানুষ পাইলাম। আসুন আমরা সবাই তার কাছ থেকে সহি কোরান ও সহি হাদিসের জ্ঞান আহরন করে ধণ্য হই।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:০৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, ভাই, তার থেকেও ভাল হয় আসেন আমরা হাজী সাহেবের মুরিদ হয় যাই।তরিকা গ্রহন না করলে নাকি গুপ্ত জ্ঞান জানা যায় না।তবে তরিকা গ্রহন করার পরও যদি গুপ্ত জ্ঞান না যান্তে পারি আমরা, তবে হাজি সাহেব কি জবাব দিবেন আপনার কি কোন আন্দাজ আছে? 🙂 ।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৫:৩৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমি হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই।

তবে ,পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সূর্যও এরুপ কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।আবার পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে ,সূর্য্য ও তেমনি নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:২৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

> তবে ,পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সূর্যও এরুপ কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।আবার পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে ,সূর্য্য ও তেমনি নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে।

এটা দিয়ে কি বুঝালেন ভাইজান ?

> আমি হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই।

কেন ইচ্ছুক নন ? বলা যাবে ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১:১৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

এটা দিয়ে কি বুঝালেন ভাইজান ?

উপরে @আঃ হাকিম চাকলাদার, এর এক প্রশ্নের জবাবে আমি ও কথা বলেছি।

কেন ইচ্ছুক নন ? বলা যাবে ?

কেন না ,বোখা গং রা যে হাদিস লিখেছে তাহা রাসুলের মূল হাদিস না মানার জন্য।তা্ই আমি রাসুলের হাদিস বা প্রচলিত কোরানের বাইরে আর কিছুই মানি না।কেন না ,রাসুলের হাদিস বা প্রচলিত কোরান এর বাইরে আর কোন গ্রন্থকে মানতে রাসুল তার হাদিসে পরিস্কার ভাবে না করেছে।

তাই আমি বোখারি গং রচিত হাদিস মানতে ইচ্ছু নই।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

কেন না ,**বোখা গং** রা যে হাদিস লিখেছে তাহা রাসুলের মূল হাদিস না মানার জন্য।

ভাই সাহেব শোনেন, যা বললেন এখানেই বলেন। এই কথা আপনার স্বজাতি মুসলিমদের বলবেন না দয়া করে। গনধোলাই খাবার জোর সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনার।মুসলিম রা কোরানের পরেই বোখারী হাদিস কে শুদ্ধতম গ্রন্থ হিসাবে মেনে চলে।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:৪৩ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

মুসলিম রা কোরানের পরেই বোখারী হাদিস কে শুদ্ধতম গ্রন্থ হিসাবে মেনে চলে।

না! যারা হাদিস মানে তারা শুধু হাদিসই মানে ,তারা কোরান মানে না।কিন্তু তারা তা বুঝেনা।আর যারা কোরান মানে তারা হদিস মানে না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৯:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

বাংলা িলখেত সমস্যা হেচ্ছ েকেনা একটু জানােবন ?

আপনি অভ্র ব্যবহার করে লেখেন না? ওটা ব্যবহার করলে সমস্যা হবার কথা না।

28. 28

বস্তাপচা

জুলাই ১৬, ২০১২ সময়: ১১:২৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@সিরাজুল ইসলাম,
হুজুরে পাক, আপনার মুখনিঃসৃত ভাষণ পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম।
আপনি আপনার লেখাতে যাকে কোরান বলে অভিহিত করলেন সেটা কিন্ত কোরান নয়। ওটা রাসুলের হাদিস

রাসুল যে হাদিস জীবদ্দশায় লিখে গেছে সেটা সাংকেতিক ভাষায়।

আলি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছে হাসানকে , হাসান হোসনকে,হোসেন হাসান বসরিকে এভাবে ৪২ তম বংশধর হিসাবে বর্তমানে আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি।

আপনার পাক ভাষণ পড়িয়া আপনাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম অন্যথায় 'শিরক' অভিহিত করিতাম।
আপনাকে বিশেষ অনুরোধ আল্লাহ পাকের পাকহস্ত লিখিত আদি কোরান এবং সাংকেতিক ভাষার কোডটি দয়া করিয়া পোষ্ট করিয়া দিবেন। আদি কোরান পাইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। নচেৎ, বুঝিতেই পারিতেছেন..

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৬:০৭ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

প্রথম কথা হইলো,আপনাদের বক্তব্য এই কোরান মিথ্যা এবং তাতে অনেক অ-সামঞ্জস্য আছে। ঠিক আছে।এখন আপনারা কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।সেটায় যদি প্রমান হয় অসামঞ্জস্য তাহলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।আসলেই কোরান পুরোটাই অ সামঞ্জসে ভরা মেনে নিয়ে আমি বিদায় হবো।আর যদি প্রমান হয় আপনার নির্ধারিত বিষয়টিতে কোন অ-সামঞ্জস্য নাই ,তাহলে আপনারা আরেক টি বিষয়ে ঢুঁকবেন ।এভাবেই আমরা কোরানের সকল বিষয় আলোচনা করবো।

এখন আপনারা নির্ধারণ করুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান।

সত্য সহায়।গুরুজী।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৫:৩২ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
জনাব, আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলাম আল্লাহ পাকের পাকহস্ত লিখিত আদি কোরান এবং সাংকেতিক ভাষার কোডটি দয়া করে পোষ্ট করে দেবেন।

যদি আদি কোরান কোন কারণে না পারেন তবে কোডটা তো দেবেন। কোডটা পেলেই আমরা আদি কোরান ডিকোড করে ফেলব।

কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।

জনাব, আপনি যদি ভবঘুরে সাহেবের নিবন্ধগুলো একটু কষ্ট করে পড়ে নিতেন , তবে সেগুলো আর এখানে কপি পেষ্ট করতে হয় না।
আর একটা নিদারুণ সত্য জানিয়ে রাখি। এখানে অনেকেই সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে প্রমাণ করতে এসেছিলেন, শেষে হালে পানি না পেয়ে লেজ গুটিয়ে বীরত্বপূর্ণ পশ্চাৎ অপসারণ করেছেন। যুক্তিতর্ক যাই করুন রেফারেন্স দেবেন। আমরা কোন বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখি না।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১০:১৬ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

আর একটা নিদারুণ সত্য জানিয়ে রাখি। এখানে অনেকেই সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে প্রমাণ করতে এসেছিলেন, শেষে হালে পানি না পেয়ে লেজ গুটিয়ে বীরত্বপূর্ণ পশ্চাৎ অপসারণ করেছেন। যুক্তিতর্ক যাই করুন রেফারেন্স দেবেন। আমরা কোন বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখি না।

আপনারা ইতি পূর্বে বিজয় লাভ করেছেন এবং আগামিতেও করবেন তাতে আমি নিশ্চিৎ।কারণ ছোট বেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম।তা আজ আবার মনে পড়ে গেলো।গল্পটা এরুপ।

ইসলাম পুর ও মহেশ পুর নামে পাশাপাশি দুটি অশিক্ষিত জন বসতি গ্রামের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছিলো দীর্ঘদিন থেকে। এমন সময় ইসলাম পুরের অশিক্ষিত মাদবার থানা শহর থেকে , এক আই এ পাশ শিক্ষক নিয়ে এসে, তার খানকা ঘর ছেড়ে দিলেন বিদ্যালয়ের জন্য।এবং গ্রামের ছেলেরা সেখানে লেখাপড়া করতে লাগলো।

মহেশ পুরের মাদবার এই কথা শুনার পরে দেখলো তার তো ইজ্জত যায়।কেনো না ইসলাম পুর আগে মাষ্টার এনে বিদ্যালয় করে ফেললো, কিন্তু তারা আগে বিদ্যালয় করতে পারলো না।এতে তারা পরাজয় বোধ করলো।তাই সে ইসলাম পুর থেকে জিতে থাকার জন্য ,থানা শহর নয়, জেলা শহর থেকে এক মাষ্টার আনলেন।যদিও মাষ্টার বলেছে সে বিয়ে পাশ কিন্তু ইসলাম পুরের মাষ্টার জানে সে আই এ পাশ করে নাই।

উভয় গ্রামের লোক জন মাঠে কাজ করতে এসে কার মাষ্টার বেশি জ্ঞান রাখে নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে ইসলাম পুরের লোক জন মহেশ পুরের লোককে বলেছে আমাদের মাষ্টার বললো তোমাদের মাষ্টার তো আই এ পাশ করে নাই।এই নিয়ে তুমুল ঝগগড়া আবার লড়াই বাধার উপক্রম। ।এক পর্যায়ে দুই গ্রাম সিদ্ধান্ত নেই, দুই মাষ্টারের মধ্যে বাহাস হবে, সেখানেই জানা যাবে কার মাষ্টার বেশি জানে।তারিখ মত দুই গ্রামের লোক জন ঢোল কাশি বাশি নিয়ে হাজির হলো বাহাসের যায়গায়।বিজয় লাভ করলে যেন আনন্দ করতে করতে বাড়ি যেতে পারে।

মহেশ পুরের মাষ্টার ইসলাম পুরের মাষ্টারকে বললো তুমি আগে প্রশ্ন করো।ইসলাম পুরের মাষ্টার মহেশ পুরের মাষ্টার কে।বাংলা অংক ও ইংরাজি বই থেকে একটি একটি করে তিনটি প্রশ্ন করলো।মহেশ পুরের মাষ্টার তার জবাব দিয়ে দিলো।

এবার মহেশ পুরের মাষ্টারের প্রশ্ন করার পালা।তখন মহেশ পুরের মাষ্টার বললো।তুমি আমাকে তিনটা প্রশ্ন করেছো,আমি তোমাকে তিনটা নয়,একটা প্রশ্ন করবো।যদি তার জবাব দিতে পারো তাহলে আমি হার স্বীকার করে চলে যাবো।মহেশ পুরের অশিক্ষিত লোক জন মাষ্টারের কথা শুনে তো গর্বে বুক ফুলাতে লাগলো।তিন প্রশ্নের কাছে এক প্রশ্ন করবে।অনেক শিক্ষিত ও জাননেওয়ালা ভাবতে লাগলো।

যায় হোক শেষে মহেশ পুরের মাষ্টার,ইসলাম পুরের মাষ্টারকে বললো,আমার প্রশ্নের জবাব টা একটু জোরে দিয়ো, যেন সবাই শুনতে পায়।তুমি বলো -

আই ডোন্ট নো মানে কি?

ইসলাম পুরের মাষ্টার বললো, আমি জানি না।সঙ্গে সঙ্গে মহেশ পুরের লোক জন ঢোলে বাড়ি দিয়ে বিজয় মিছিল বের করে দিলো।ইসলাম পুরে র মাষ্টার আমাদের মাষ্টারের প্রশ্নের উত্তর জানে না।ইসলাম পুরের লোকজন পরাজিত হয়ে লজ্জায় মাথা নত করে ফেললো।

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পরে ইসলাম পুরের মাদবার মাষ্টার কে বললো ,বাপু পঁচিশ বছর তারা কোন বিষয়ে আমাদের কাছে জিততে পারে নাই।কিন্তু তোমার জন্য আজ আমরা হেরে গেলাম।তুমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না তো বাহাসে গেলে কেনো?মাষ্টার শত চেষ্টা করেও আসল সত্য দুই গ্রামের কাহাকে ও বুঝাতে সক্ষম হলো না।এবং লজ্জায় রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।আপনারাও বার বার একই রকম বিজয় লাভ করেছেন।এবং আমার বিশ্বাস আগামিতেও করবেন।

সত্য সহায়।গুরুজী।

*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৪১ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম, ভাইজান পিছলে না যেয়ে আসল কোরানের লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিচ্ছেন না কেন? আপনার তথা কথিত প্রচলিত কোরাণ আর আসল আদি কোরানের পার্থক্য আমরাই বের করে ফেলব। সেটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন।
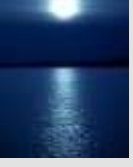
*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ১৯, ২০১২ at ৬:৩১ অপরাহ্ণ

@বস্তাপচা,

আপনাকে বিশেষ অনুরোধ আল্লাহ পাকের পাকহস্ত লিখিত আদি কোরান এবং সাংকেতিক ভাষার কোডটি দয়া করিয়া পোষ্ট করিয়া দিবেন। আদি কোরান পাইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। নচেৎ, বুঝিতেই পারিতেছেন..

অসাধারণ বলেছেন ভাই

29. 29
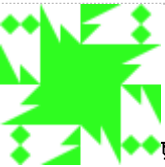
ছন্নছাড়া

জুলাই ১৬, ২০১২ সময়: ১১:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ভাইয়ের কপাল বটে, প্রত্যেক পর্বের পরে এক একজন অখ্যাত আলেমের উদ্ভব হয় যাদের উদ্দেশ্য থাকে মূল আলোচন পাশ কাটিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকের বক্তব্যই প্রায় এক যেমন এই প্রবন্ধের লেখকের ইসলাম সম্মন্ধে বিন্দুমাত্র ধারনা নাই, তিনি কোরান বুঝে পড়েন না, হাদিস সংগ্রহ কারীরা খুব খারাপ উদ্দেশ্যে হাদিস সংগ্রহ করেছেন সুতরাং সেগুলো বিশ্বাস করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাই জানদের প্রশ্ন করতে মন চায় হাদিস তো মানেন না ভালোকথা, কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রধান ইবাদত ৫ ওয়াক্ত নামজের কথা কোরানের কন আয়াতে বলা আছে?কোন ওয়াক্তের নামাজ কত রাকাত তা কোরানের কত নাম্বার আয়াতে আছে?

ধর্মকে বাচাতে যেয়ে হাদিসকে অস্বীকার সরাসরি স্ববিরোধিতা হয়ে গেলোনা?
@ সিরাজুল
"/আর রাসুল যে হাদিস জীবদ্দশায় লিখে গেছেন তাহা সাংকেতিক ভাষায়।আপনাকে রাসুলের হাদিস বুঝতে হলে আগে রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝতে হবে।আর যতক্ষণ আপনি রাসুলের সাংকেতিক ভাষা বুঝবেন না,ততক্ষণ আপনি ইসলা ধর্মের কিছুই বুঝবেন না/। "
রাসুল কোন হাদিস গুলো সাংকেতিক ভাষায় লিখে রেখেচিলেন?সে বই খানির নাম কি? এক কপি পাওয়া যাবে নাকি আপনার কাছে?অথচ কোরানের অলৌকিকত্ব দাবীকারীদের কাছ থেকে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি তিনি ছিলেন উমি অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞানহীন তো তিনি কিভাবে হাদিস গুলো লিখে রাখলেন?

আপনার বক্তব্যের আরেকটি অংশ পড়ে অনেক্ষন হাসতে হল

"আপনি কি ব্যাভিচার বুঝেন?কোরানের দৃষ্টিতে আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারী করছেন। আবার অনেকে বিয়ে না করেও কারো সাথে যৌণ সম্পর্ক করে ও শুভাচারী আছে।না জনলে জানার চেষ্টা করুন।"

আরতো এ লোকের সাথে কথা বাড়ানো যায় না...........
কাউকে জ্ঞানহীন বলে গালী দেওয়ার আগে নিজের জ্ঞানের লেভেল্টা যাচাই করুন।আমারতো মনে হয় ভবঘুরে যা জেনে এধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন তার তুলুনায় আপনার তথাকথিত ধর্মজ্ঞান সাগরের তীরে নুড়ির মতই সামান্য।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৭, ২০১২ at ৮:৩০ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

প্রত্যেক পর্বের পরে এক একজন অখ্যাত আলেমের উদ্ভব হয় যাদের উদ্দ্যেশ্য থাকে মূল আলোচন পাশ কাটিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকের বক্তব্যই প্রায় এক যেমন এই প্রবন্ধের লেখকের ইসলাম সম্মন্ধে বিন্দুমাত্র ধারনা নাই, তিনি কোরান বুঝে পড়েন না, হাদিস সংগ্রহ কারীরা খুব খারাপ উদ্দেশ্যে হাদিস সংগ্রহ করেছেন সুতরাং সেগুলো বিশ্বাস করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল সত্য হলো,যার মান নাই সে সকল কে মান দিতে জানে না ।আর যার জ্ঞান নাই সে সকলকেই নির্বোধ ভাবে।

রাসুল কোন হাদিস গুলো সাংকেতিক ভাষায় লিখে রেখেচিলেন?সে বই খানির নাম কি? এক কপি পাওয়া যাবে নাকি আপনার কাছে?অথচ কোরানের অলৌকিকত্ব দাবীকারীদের কাছ থেকে ছোট্টবেলা থেকেই শুনে আসছি তিনি ছিলেন উমি অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞানহীন তো তিনি কিভাবে হাদিস গুলো লিখে রাখলেন?

আমার লেখাতেই আছে যে,আমরা যাহাকে কোরান বলে জানি তাহাই রাসুলের হাদিস।আর তাহা রাসুল জীবদ্দশাতেই তাহা লেখক এর মাধ্যমে লিখে আলির কাছে রেখে যান ,এবং ওসমান তাহা পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন।আর এই হাদিসেই লেখা আছে আমরা কিভাবে আল্লাহ হতে নাযিলকৃত কোরান চিনবো ও মানবো।

কাউকে জ্ঞানহীন বলে গালী দেওয়ার আগে নিজের জ্ঞানের লেভেল্টা যাচাই করুন।আমারতো মনে হয় ভবঘুরে যা জেনে এধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন তার তুলুনায় আপনার তথাকথিত ধর্মজ্ঞান সাগরের তীরে নুড়ির মতই সামান্য।

নির্বোধ যে কত প্রকার, তা এই ব্লগে না আসলে বুঝতাম না।আমি বলেছি -কোরানের দৃষ্টিতে আপনি আপনার বিবাহিত স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারী করছেন। আবার অনেকে বিয়ে না করেও কারো সাথে যৌণ সম্পর্ক করে ও শুভাচারী আছে।না জনলে জানার চেষ্টা করুন।”

অতএব আপনি জ্ঞানী হলে মন্তব্য না করে ,আমাকেই জিজ্ঞাসা করতেন।বিষয়টি কিভাবে।তা না করে আপনি নিজের বুঝকেই প্রধান্য , দিয়ে নির্বোধের মত বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য করলেন।এমনও তো হতে পারে এর থেকে নতুন কোন ধারণা আসতে পারে।

তাই-
প্রথম কথা হইলো,আপনাদের বক্তব্য এই কোরান মিথ্যা এবং তাতে অনেক অ-সামঞ্জস্য আছে। ঠিক

আছে।এখন আপনারা কোরানের যে কোন একটি অ-সামঞ্জস্য বিষয় তুলে ধরুন।সেটায় যদি প্রমান হয় অসামঞ্জস্য তাহলে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।আসলেই কোরান পুরোটাই অ সামঞ্জসে ভরা মেনে নিয়ে আমি বিদায় হবো।আর যদি প্রমান হয় আপনার নির্ধারিত বিষয়টিতে কোন অ-সামঞ্জস্য নাই ,তাহলে আপনারা আরেক টি বিষয়ে ঢুঁকবেন ।এভাবেই আমরা কোরানের সকল বিষয় আলোচনা করবো।

এখন আপনারা নির্ধারণ করুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান।

সত্য সহায়।গুরুজী।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:১১ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

অতএব আপনি জ্ঞানী হলে মন্তব্য না করে ,আমাকেই জিজ্ঞাসা করতেন।

দেখেন ওপরে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু নিশ্চিত থাকেন ভাইজান আমি একেবারেই জ্ঞানী মানুষ না।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:১২ পূর্বাহ্ণ
আরেকটা কথা ভাই, আপনি কি সত্যই হজ করেছেন?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:২৭ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

আরেকটা কথা ভাই, আপনি কি সত্যই হজ করেছেন?

কি যে বলেন! উনি কি হজ্জ করবেন , পাব্লিক ওনার কাছেই হজ্জ করতে আসে।
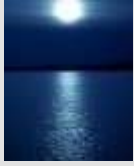
অচেনা এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৫:১১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

কি যে বলেন! উনি কি হজ্জ করবেন , পাব্লিক ওনার কাছেই হজ্জ করতে আসে।

সে ভাল বলেছেন ভাই। যাইহোক উনি রসুলের ৪২ তম বংশধর বলে কথা।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৮:৪৮ অপরাহ্ণ
@অচেনা, ভাই

উনি রসুলের ৪২ তম বংশধর বলে কথা।

একে তো পেট গুড়গুড় করছে, তার ওপর আপনি তো দোজখে না পাঠিয়ে ছাড়বেন না।
সব ধর্মেরই ব্যবসায়ীরা “আধ্যাত্মিক” কথাটি বলে। বস্তুটি কি বলুন তো? ওটা খায় না মাথায় দেয়?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১১:৩০ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

-(ওটা খায় না মাথায় দেয়?

ওটা খায়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:১০ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

ওটা খায়।

কি দিয়ে খায় ভাইজান? খালি খায় নাকি লবন আর মরিচ মাখিয়ে খায় ?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:২৪ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

কি দিয়ে খায় ভাইজান? খালি খায় নাকি লবন আর মরিচ মাখিয়ে খায় ?

এটা এলমে তাসাউফের ৮ম শ্রেণীর কথা।জানতে হলে কম পক্ষে ৯৬ টি বিষয় জানতে হবে।উহা কিন্তু আপনাকে খেয়ে সাবাড় করে চলেছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:০৮ অপরাহ্ণ

@বস্তাপচা, ভাইজান, ওটা সিরাজ সাহেব ভাল বলতে পারবেন 🙂

*বস্তাপচা*এর জবাব:

জুলাই ১৯, ২০১২ at ৮:৪৯ অপরাহ্ণ

@ভবঘুরে, 😆

*ছন্নছাড়া*এর জবাব:

জুলাই ১৮, ২০১২ at ৭:৪৩ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,

/"মূল সত্য হলো,যার মান নাই সে সকল কে মান দিতে জানে না ।আর যার জ্ঞান নাই সে সকলকেই নির্বোধ ভাবে।/

ভাইসাব এইবার একখান চরম জ্ঞানীকথা কইলেন।এই জন্যই বোধ হয় আপনি একেবারে আলোচনার শুরু থেকেই ভবঘুরে সমেত সকল নাস্তিক ব্লগারদের ঢালাও ভাবে জ্ঞানহীন বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

ভাই আপনি একজন মস্ত জ্ঞানী

আপনি দিচ্ছেন তাই মজার মজার বানী

এতে হবেনা আপনার মর্যাদার কোন হানী

রেফারেন্স ছড়া ধর্ম লইয়া করবেন্না টানাটানি

কবিতা লিখতে গিয়ে পেরেশান হইয়া খাইলাম দুই গ্লাস পানি..............।

"

অচেনা এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৪৩ অপরাহ্ণ

@ছন্নছাড়া,

ভাই আপনি একজন মস্ত জ্ঞানী
আপনি দিচ্ছেন তাই মজার মজার বানী
এতে হবেনা আপনার মর্যাদার কোন হানী
রেফারেন্স ছড়া ধর্ম লইয়া করবেন্না টানাটানি
কবিতা লিখতে গিয়ে পেরেশান হইয়া খাইলাম দুই গ্লাস পানি...........

হেহেহে ভাই আপনি দেখি সুরা ফিল লিখে ফেললেন 😄।
হাজি সাহেব বুঝলে হয় এখন যে কোরানের সুরার ছন্দ কি জিনিস আসলে।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুলাই ১৮, ২০১২ at ১১:২৬ অপরাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,

আমার লেখাতেই আছে যে,আমরা যাহাকে কোরান বলে জানি তাহাই রাসুলের হাদিস।

তাহলে আসল কোরান কোথায়? কার কাছে? আর আসল কোরান ছাড়া কিভাবেই বা দুনিয়ার মুসলমানরা ইসলাম পালন করছে?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:

জুলাই ১৯, ২০১২ at ১২:১৮ পূর্বাহ্ণ

@ভবঘুরে,

তাহলে আসল কোরান কোথায়? কার কাছে? আর আসল কোরান ছাড়া কিভাবেই বা দুনিয়ার মুসলমানরা ইসলাম পালন করছে?

আগে আপনি সিদ্ধান্ত নেন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।কোরান ,হাদিস, নবি, রাসুল না মহাম্মদ নিয়ে।যে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।
আপনার সিদ্ধান্তর পরেই আমি আলোচনা শুরু করবো।
সত্য সহায়।গুরুজী।।

*সাগর*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৭:৪৯ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,এত ত্যানা না পেচিয়ে ভবঘুরে ভাই ইস্লামের অনেক ভুল দেখিয়েছেন।তার মধ্য থেকে একটা বেছে নিয়ে শুরু করুন,আমরাও দেখি আপনার সাংকেতিক ভাষার বই থেকে কী বেরোয়?

*ছন্নছাড়া*এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৯:৪২ পূর্বাহ্ণ
@সাগর,
হাজী সাহেব ভার্সন-২(সিরাজুল ইসলাম) এর উত্তরটা আমি নিজেই দেওয়ার চেষ্টা করলাম ......
“ত্যানা প্যাচানোর কথা বলছেন? আগে জানতে হবে ত্যনা কত প্রকার কি কি, কোথা থেকে আসলো আজকের এই ত্যানা নামকরন।ত্যানা ইসলামী শরীয়তের জীবনে একটি অপরিহার্য অংশ।ত্যানার ব্যাপারটা না বুঝলে আপনি ইসলামকে পুরোপুরী বুঝতে পারবেননা।
আমার লেখাতে আমি বলেছি, বর্তমান কোরান হচ্ছে হাদীস এবন হাদীসগূলো কোরান হিসাবে আলী রাঃ এর নিকট সংরক্ষিত ছিলো যা উস্মান পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। তাই হাদীস কোরান নিয়া ত্যানা প্যাচপ্যেচি করা যাবে না। আর এ বিষয় বুঝতে হলে আপনার ইসলাম সম্মন্ধে অনেক জ্ঞান রাখতে হবে যা আপনাদের নাই।এখন বলেন আপনি কোন বিষয় লইয়া আমার সাথে আলোচনা

করিতে চান ?
সত্য সহায় গুরুজী”
ভাই সাগর আমার উত্তর প্রদানের ফরম্যাট যদি হাজী সাহেবের মত হয় তাইলে এককাপ ই-চা খাওয়াবেন কেমন?

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৫:৩৫ অপরাহ্ণ

@ছন্নছাড়া,

সাগর এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৭:৪১ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া, ভাই কমেন্ট করতেছি মাগার হাসি থামাইতে পারতেছিনা।নেন ভাই আরেক কাপ

ছন্নছাড়া এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ৯:৪৮ অপরাহ্ণ
@সাগর,
ভাইজান একটু মেহেরবানী করে বলবেন কি আমি কেন ইমো ব্যবহার করতে পারছি না , যদিও আগে পারতাম। তাছাড়া কারো বক্তব্য কোট করবো কিংবা স্ট্রাইক করব অথবা বোল্ড করব কিভাবে ভুলে গেছি। সাহায্য করবেন কি?
ভালো কথা চায়ে চিনি একদম ঠিক হইছে।

সাগর এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ২:১৪ পূর্বাহ্ণ

@ছন্নছাড়া, ওরে বাবা আপ্নিও দেখি আমার সমস্যা ফেস করতেছেন। আমার মনে হয় এডমিন সাহায্য করতে পারে।আমার ও শেখা দরকার।দেখি এডমিন কে বলে।@মুক্তমনা এডমিন-আমাদের বাচান।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:১৩ অপরাহ্ন
@ছন্নছাড়া,   ভাইরে মেরে ফেলবেন নাকি? হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেল।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ১৯, ২০১২ at ১:২৭ অপরাহ্ন
@সাগর,

@সিরাজুল ইসলাম, এত ত্যানা না পেচিয়ে ভবঘুরে ভাই ইস্লামের অনেক ভুল দেখিয়েছেন।তার মধ্য থেকে একটা বেছে নিয়ে শুরু করুন, আমরাও দেখি আপনার সাংকেতিক ভাষার বই থেকে কী বেরোয়?

রাসুলের হাদিস বা প্রচলিত কোরান একটা অনেক বড় গ্রন্থ।যাহা এলো পাথাড়ি আলোচনার মাধ্যমে বুঝা ও বুঝানো সম্ভব নয়।তাই ধারা বাহিক ভাবে আলোচনা করতে হবে।এ কারণেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চান।

কিন্তু আপনি, কোন বিষয় বেছে না নিয়ে, নিজেই ত্যানা প্যাচাইতেছেন। তাকি অনুধাবণ করেতে পারছেন?ত্যানা না পেঁচিয়ে প্রচলিত কোরান থেকে, যে কোন একটা বিষয় বেছে নিন। আলোচনার জন্য।তাহলেই আমরা এক যায়গায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট না করে।সামনে এগোতে পারবো।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*সাগর*এর জবাব:

জুলাই ২১, ২০১২ at ২:৩৩ পূর্বাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম, ইয়া ব্রাদার আপ কন চিজ সে বানি হো? যে কাজ আপনি খুব সহজেই করতে পারতেন তা না করে ত্যানার সাহায্য নিচ্ছেন।আমিও ত্যানা প্যাচাইলাম-এক্ টি বিষয় বেছে নিন তারপর আমরা তার সাংকেতিক অর্থ উদ্ঘাটন করব। কেমন প্যাচালাম বলবেন কিন্তু।আপনাকে কপি করে- ত্যানা সহায়,আবুলের মা(আমার কোন গুরু তাই)

*সাগর*এর জবাব:

জুলাই ২১, ২০১২ at ২:৩৬ পূর্বাহ্ণ

@সাগর, ধুর বাবা খালি ভুল হয়(আমার কোন গুরু নাই) পড়ুন

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:

জুলাই ১৯, ২০১২ at ৭:১১ অপরাহ্ণ

@সাগর,

ঠিক কথাটাই বলেছেন।
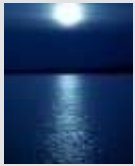
*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ১৮, ২০১২ at ৬:১০ পূর্বাহ্ণ

@ছন্নছাড়া,

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ২:১৭ অপরাহ্ণ
@ ভাই অচেনা,
২৩ নম্বর মন্তব্যের প্রতিমন্তব্যে সিরাজুল ইসলাম দাবী করেছে সে নাকি ১৯৮২ সালে হিগস বোসন কণা কোরান পড়ে আবিষ্কার করে। আরো সব উদ্ভট কথা লিখেছে। আপনার কাছে অনুরোধ আপনি মন্তব্যগুলো পড়ে এর দাঁত ভাংগা জবাব দেন।

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৭:১৮ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, ভাইরে হাজি সাহেব কে দাত ভাঙ্গা বা দাত তোলা যে জবাবই দেন না কেন উনার কিচ্ছু যায় আসবে না।দেখেন না আগের পর্বে উনি অনেকগুলো স্রষ্টার আমদানী করেছিলেন?কোরান তো বটেই উনি নিজেই যখন বিজ্ঞানী দের আগেই সব আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সেখানে আমরা তো উনার মত আধ্যাত্মিক মানুষের কাছে গরু ছাগল। যদিও উনি কল্পনা ছাড়া কোন কথা লিখতে পারেন না।

*হৃদয়াকাশ*এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ২:৩৭ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,
আপনি কি বিজ্ঞানী হতে চান ? তাহলে ঠিকমতো কোরান পড়েন। কোরান পড়ে বুঝতে না পারলে সিরাজুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করেন। উনি আপনাকে ঠিকমতো কোরান বুঝাইয়া দিয়া আপনাকে বিজ্ঞানী হতে সাহায্য করবে। কারন এই পোস্টের ২৩ মম্বর মন্তব্যের প্রতি মন্তব্যে সে দাবী করেছে কোরান পড়েই সে ১৯৮২ সালে হিগস বোসন কনা আবিষ্কার করে। এছাড়াও কোরান পড়েই যে বিজ্ঞানীরা সবকিছু আবিষ্কার করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে এমন ননসেন্স দাবীও সে করেছে। আপনাকে এর জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

30. 30

বস্তাপচা

জুলাই ২০, ২০১২ সময়: ১১:০৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@সিরাজুল ইসলাম,

যে হিগস কণিকা বা ইশ্বর কণিকা আবিস্কারের কথা শুনছেন তাহা ১৪০০ বৎসর পূর্বে মহাম্মদ প্রচলিত কোরানে বলে গেছে।আর আমি ইশ্বর বা স্রষ্টা কণিকা আবিস্কার করি ৮২ সালে।এবং তা আমার ডাইরিতে লিখি এবং তা ধারাবাহিক আমার ব্লগেতা লিখে আসছি ৯ মাস ব্যাপী।এখন ৪ জুলাই বিজ্ঞানিরা ঘোষনা দিলেন তা আবিস্কারের।

মাননীয় ভবঘুরের নিবন্ধে আপনি নিজে ইশ্বর কণার আবিস্কারক বলে জাহির করলেন!! যদিও এটা এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক তবু আপনাকে বলছি গাণিতিক মডেলটা একটু দেবেন ? অন্য কোথাও থেকে কপি পেস্ট মারলে কিন্তু ধরব। কি ভাবে ম্যানিপুলেট করলেন সেটাও আমি দেখতে চাই। সাহা ইন্সটিউটে আমার কয়েকজন জুনিয়ার সহপাঠী আছে। যেখানটা আমার আওতার বাইরে হয়ে যাবে , যেখানটায় আমি ওদের সাহায্য নেব। এ ছাড়াও আমার আরও নিজস্ব সোর্স আছে। ফাজলামি বা পাগলামী করলে আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনার গাঁজাখুরি গালগল্প ফাঁস করবই করব।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ২০, ২০১২ at ১১:২৭ অপরাহ্ণ
সংশোধনঃ যেখানটায় = সেখানটায়

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১২:১৭ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

যদিও এটা এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক তবু আপনাকে বলছি গাণিতিক মডেলটা একটু দেবেন ?
অন্য কোথাও থেকে কপি পেস্ট মারলে কিন্তু ধরব।

উপরে দিয়েছি,দয়া করে পড়ে নিন।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

বস্তাপচা এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৬:২৪ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
আপনাকে আমি গাণিতিক মডেল চেয়েছি, কোন আষাড়ে গাঁজাখুরী বইয়ের গুলগল্প চাই নি। সেটা কি আদৌ বুঝতে পেরেছেন?

31. 31

সমীর চন্দ্র বর্মা ।

জুলাই ২০, ২০১২ সময়: ১১:৪০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার পোস্ট গুলো কি আমার ফেসবুক পেজ এ শেয়ার করতে পারি ?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১২:১৪ পূর্বাহ্ণ
@সমীর চন্দ্র বর্মা ।,

আবার জিগায়। সচ্ছন্দে শেয়ার করতে পারেন, এর জন্য আবার অনুমতি দরকার হয় নাকি ?

32. 32
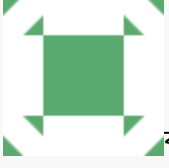
বস্তাপচা

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ১০:০২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@সিরাজুল ইসলাম ওরফে হাজী সাহেব ,
আপনি রসুলের ৪২ তম বংশধর বলে দাবী করেছেন। বেশ, এক পুরুষ গড়পরতা ২৫ বছর ধরা হয়। ২৫x৪২ দাঁড়ায় ১০৫০ বছর। আপনার হিসেবের ফাঁকটা কোথায় নিশ্চয় বুঝতে পারছেন না।
আপনার পূর্বপুরুষ কোথা থেকে বাংলায় এসেছিলেন ? বংশধারা একটু জানিয়ে দেবেন। ইতিহাসের খাতিরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম।
শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলির লেখা কোনদিন পড়েছেন ? উনি কিন্তু সব গুমর ফাঁস করে দিয়েছিলেন।
আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার ঈঙ্গিতপূর্ণ বহুল প্রচারিত গল্পটি পড়লাম। এখানে কেউ নির্বোধ নন। অন্তত আপনার থেকে হাজার গুণ বুদ্ধিমান। তাদের কাছে আপনি আষাড়ে গাঁজাখুরী গুলগল্প চালাতে পারবেন না। শ্রদ্ধেয় সদস্যগণ সাঁকো নাড়িয়ে আপনার ঘুঁটে ভর্তি বুদ্ধি র দৌড় পরখ করছেন।
যদি আপনার আত্মসম্মান বোধ কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে ইশ্বর কণার আবিস্কারক হিসেবে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনার সেই সাংকেতিক ভাষার কোডটা দিয়ে দেবেন। তার আগে ধর্ম সম্বন্ধে কোন "জ্ঞান দেওয়া" প্রলাপ এবং বাতুলতা। জানি এটাও আপনি বুঝবেন না।
আর একটি কথা- ভবঘুরে সাহেবের এই নিবন্ধটি কোন বিষয়ের ওপর সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। পারলে (আমি নিশ্চিত আপনি জীবনে কোনদিন পারবেন না) ভবঘুরে সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করুন , আলফাল কথা লিখে কি-বোর্ডের আবর্জনা সৃষ্টি করবেন না।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৩:৩৩ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

আপনি রসুলের ৪২ তম বংশধর বলে দাবী করেছেন। বেশ, এক পুরুষ গড়পরতা ২৫ বছর ধরা হয়। ২৫x৪২ দাঁড়ায় ১০৫০ বছর। আপনার হিসেবের ফাঁকটা কোথায় নিশ্চয় বুঝতে পারছেন না।

না! আপনার ঐ হিসাবে বংশ তালিকার গড় পড়তা বয়স হিসাব করা হয় নি।এর হিসাব হলো।রাসুল কাকে জ্ঞান দিলেন ,সে কাকে জ্ঞান দিলো।এভাবে হিসাব হয়েছে।সে হিসাবেই আমি ৪২ তম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার ঈঙ্গিতপূর্ণ বহুল প্রচারিত গল্পটি পড়লাম। এখানে কেউ নির্বোধ নন। অন্তত আপনার থেকে হাজার গুণ বুদ্ধিমান। তাদের কাছে আপনি আষাড়ে গাঁজাখুরী গুলগল্প চালাতে পারবেন না। শ্রদ্ধেয় সদস্যগণ সাঁকো নাড়িয়ে আপনার ঘুঁটে ভর্তি বুদ্ধির দৌড় পরখ করছেন।

আপনারা জ্ঞানী নন তা কিন্তু আমি বলি নাই।তবে বলেছি কোরানের আদর্শিক বিষয়ে আপনারা শিশুও না।শিশু যেমন আগুন পানি মল এক চোখে দেখে এবং ব্যাবহার করতে চাই, আপনারাও তেমনি সাধারন জ্ঞান দিয়ে পার্থিব ও অপার্থীবকে এক জ্ঞানেই দেখছেন।আশা করি বোধদয় হবে।

যদি আপনার আত্মসম্মান বোধ কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে ইশ্বর কণার আবিস্কারক হিসেবে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনার সেই সাংকেতিক ভাষার কোডটা দিয়ে দেবেন। তার আগে ধর্ম সম্বন্ধে কোন "জ্ঞান দেওয়া" প্রলাপ এবং বাতুলতা। জানি এটাও আপনি বুঝবেন না।

আমি কোড দিলেই আপনি বুঝে যাবেন ?এটাও একটা বোকার মত কথা বললেন।প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টেরই নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা আছে।যতক্ষণ কেউ সেই ডিপার্টমেন্টের তালিকা ভুক্ত সদস্য না হয়, ততক্ষণ তাকে সেই ডিপার্টমেন্টের সাংকেতিক ভাষা জানানো হয় না।তারা সাংকেতিক শব্দ আপনাকে লিখে দিবে বা বলবে, কিন্তু আপনি তা বুঝতে সক্ষম হবেন না ,যতক্ষণ না ডিপার্টমেন্ট আপনাকে সাংকেতিক শব্দের অর্থ না বলে দেয়। ঠিক তদ্রুপ কোরান পুরাটাই সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে।যতক্ষণ না আমাদের মত তালিমধারী, কাউকে বুঝিয়ে দেবে। ততক্ষণ কোরানের কিছুই বুঝা সম্ভব হবে না।

তাই বলি,এই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কোরানের মত একটা অসাধারণ গ্রন্থের মন্তব্য করা পাগলামীই নয়, অনেক বড় অদবহীণতা।না জানলে জানার চেষ্টা করুন।

সতদ্য সহায়।গুরুজী।।

বস্তাপচা এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০১২ at ৯:২৭ পূর্বাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,
ইশ্বর কণার আবিস্কারক হিসেবে আমি আপনার কাছে তার গাণিতিক মডেল চেয়েছি। সেটাও কি বোঝেন নি?

অচেনাএর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৫২ অপরাহ্ণ
@বস্তাপচা,

ইশ্বর কণার আবিস্কারক হিসেবে আমি আপনার কাছে তার গাণিতিক মডেল চেয়েছি। সেটাও কি বোঝেন নি?

ভাইজান, ওইটাই যদি আমাদের হাজি সাহেব বুঝতেন তবে কি আর এইসব আজাইরা তর্ক করতেন? ;-)। উনি আছেন উনার ভাব জগতে ।

অচেনাএর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৪৮ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনার ঐ হিসাবে বংশ তালিকার গড় পড়তা বয়স হিসাব করা হয় নি।এর হিসাব হলো।রাসুল কাকে জ্ঞান দিলেন ,সে কাকে জ্ঞান দিলো।এভাবে হিসাব হয়েছে।সে হিসাবেই আমি ৪২ তম।

তো আপনার ঐশী জ্ঞান জানাচ্ছেন না কেন? খালি মুখে বললেই হবে না, ওটাকে হাজির করা লাগবে। মনে নেই যে মুসা লাঠিকে সাপ বানিয়েও বেশিরভাগ লোককে আল্লাহর রাস্তায় আনতে পারেনি? তো আপনি খালি কি বোর্ড টিপেই মানুষকে হেদায়েত করতে চান ?

আকাশ মালিক এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৫:৪৯ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

ভাই অচেনা, এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার শো টি মন্তব্য করলেন একটা পোষ্ট দিলেন না। এই মুহূর্তে মন্তব্য কলামে শুধুই আপনি আছেন , এই সবগুলো একত্র করে একটা পোষ্ট দিতে পারতেন। এটাকে ফ্লাডিং হয়তো বলা যাবেনা তবু অন্যের সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো যে বে শীক্ষণ প্রথম পৃষ্ঠায় থাকতে পারছেনা সেটা ও তো একটা ব্যাপার। আশা করি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন- অর্থাৎ লেখা দিবেন।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:৫৫ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক, দুঃখিত ভাইয়া আসলে ব্যাপারটা মাথায় আসেনি।ধরিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ। এখন থেকে ঐ বিখ্যাত হাজী সাহেবের সব মন্তব্য গুলিকে এক টা মাত্র পোষ্টের মাধ্যমেই জবাব দেবার চেষ্টা করব। আর লেখার ব্যাপারটা সম্ভবত আমার সাধ্যের বাইরে, তবু একবার না হয় ব্যার্থ চেষ্টা করে দেখব কোনকিছু লিখতে পারি কিনা।ভাল থাকবেন ভাইয়া।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=27532

মোহাম্মদ ও ইসলাম, পর্ব-১৭

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪১৯ (জুলাই ২১, ২০১২)

লিখেছেন: ভবঘুরে

[বিষয়বস্তু : কোরআন হাদীস নিয়ে তর্ক করার নিয়মাবলী, কোরআন কি সহজ ভাষায় নাজিল হয়েছে, মুহাম্মদের ডাকাতি]

ঈমানদার ভাই বোনদেরকে কোরানের কোন আয়াত পড়ে তার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তারা সাথে সাথেই বলবে আগে জানতে হবে উক্ত আয়াত কোন কনটেক্সটে নাজিল হয়েছিল। সাধারণ মানুষরা বলাবাহুল্য কনটেক্সট জানা তো দুরের কথা কোরান হাদিসই পড়ে না। কনটেক্সট বলার পরও যদি দেখা যায় আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করা যাচ্ছে না তখন বলবে এর ভিন্ন কোন গূঢ় অর্থ আছে যা একমাত্র ইলমধারী মানুষ ছাড়া বুঝতে পারবে না। তখন যদি প্রশ্ন করা হয় - আল্লাহ তো বলেছে- আমি কোরান কে সহজ ভাবে নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। তখন উত্তর হবে - কোরানকে বুঝতে হলে আরবী জানতে হবে। এর পরে যদি বলা হয়-তাহলে তো একমাত্র আরবরাই ভাল কোরান বুঝে মুসলমান হতে পারবে, অনারবরা নয়। তখন বলবে- এটা নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না। ইসলামে তর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যস, এর পর মুখে কুলুপ। বলা বাহুল্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের কিতাব পড়ে বুঝতে ভাষা বা কনটেক্সট কোন সমস্যা হয় না। দরকার পড়ে না কোন ইতিহাস জানার। হিন্দুদের গীতা, খৃষ্টানদের গসপেল, ইহুদিদের তৌরাত বা বৌদ্ধদের ত্রিপিটক যে ভাষায়ই অনুবাদ আকারে পাওয়া যাক না কেন তা বুঝতে ও জানতে কনটেক্সট বা ভাষা কোন সমস্যা হয় না কখনো। অন্তত: অনুবাদ ভাল হলে এ ধরনের সমস্যা একেবারেই হয় না। যেমন - গীতার কয়েকটি শ্লোক এরকম:
তস্মাৎসর্বেষু কালেষু মামনস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যশংশয়ম্ ।। অধ্যায় -৮, শ্লোক-৭
অর্থ: সেইজন্য অর্জুন ! তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করলে তুমি নি:সন্দেহে আমাকেই লাভ করবে।

অনন্যচেতা: সতং যো মাং স্মরতি নিত্যশ:।
তস্যাহং সুলভ: পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিন: ।। অধ্যায় -৮, শ্লোক-১৪
অর্থ: যিনি অনন্ত চিত্তে আমাকে স্মরণ করেন , সেই নিত্য আমাতে যুক্ত যোগীর কাছে, হে পার্থ, আমি সহজলভ্য।

মামুপেত্য পূনর্জন্ম দু:খালয়মশাশ্বতম।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মান: সংসিদ্ধিং পরমাং গতা:।। অধ্যায়-৮, শ্লোক-১৫

অর্থ: আমাকে লাভ করলে তাদের দু:খের স্থানস্বরূপ ক্ষনভঙ্গুর পূনর্জন্ম আর হয় না , বরং পরম সিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ আমাকে লাভ করা যায়।
কি বলিষ্ঠ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তার বক্তব্য সোজাসুজি প্রদান করছে তার শিষ্য অর্জুনের কাছে। কোন প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সটের দরকার নেই, দরকার নেই কোন ইতিহাস জানার। গীতার কোন অধ্যায়ের কোন শ্লোক পড়তে গিয়ে এধরনের কনটেক্সট জনিত সমস্যায় পড়তে হয় না, দরকার নেই ইতিহাস জানার বা সংস্কৃত ভাষা জানার। প্রতিটি শ্লোকের বক্তব্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্বাধীন, যদিও এ থেকে মনে করার কোন কারন নেই যে এটা স্বয়ং ঈশ্বরই এটা রচনা করেছে। এর কারন হলো গীতার রচয়িতারা ছিল উচ্চ শিক্ষিত, ব্যকরণে পারদর্শী ও গভীর দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পন্ন। আগ্রহী পাঠকরা এখান থেকে বাংলা গীতা(http://download.yatharthgeeta.com/pdf/bengali_geeta/index.htm) পড়ে দেখতে পারেন।

এবারে গসপেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে ,

তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না ; এখানে ত কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেরাও সিধ কাটিয়া চুরি করে না। কারন যেখানে তোমার ধন সেখানেই তোমার মন থাকিবে। চক্ষুই শরীরের প্রদীপ ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দিপ্তীময় হইবে। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয় তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকার ময় হইবে। মথি, অধ্যায়-৬, বাক্য-১৯-২৩
যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোনমতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দিপ্তী পাইবে। যোহন, অধ্যায়- ৮, বাক্য: ১২

তুমি যদি খ্রীষ্ট হও তবে আমাদেরকে স্পষ্ট করে বল। যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি আর তোমরা বিশ্বাস কর না, আমি যে সমস্ত কার্য্য পিতার নামে করিয়াছি সে সকল আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না কারন তোমরা আমার মেষদের অন্তর্গত নও। আমার মেষরা আমার রব শুনে আর আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে; আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দান করি। তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না এবং কেহই তাহাদিগকে আমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না। যোহন, অধ্যায়-১০, বাক্য:২৫-২৮
কি সুন্দর ভাবে যীশু উপদেশ দিচ্ছেন কোন প্রেক্ষাপট দরকার পড়ছে না , বোঝার জন্য দরকার নেই কোন ইতিহাস জানার। অথবা দরকার নেই যীশুর আরামাইক ভাষা জানার। এমন কি তার রূপক কথাগুলো বুঝতেও কোন সমস্যা নেই। যে কেউ গসপেল পড়লেই সেটা বুঝতে পারার কথা , এখানে আছে বাংলা গসপেল(http://www.asram.org/texts/bengalibible.html)। এভাবেই গীতা বা বাইবেল/গসপেলের কোন উপদেশ বা আদেশ নির্দেশ জানতে প্রেক্ষাপট জানার দরকার নেই যে কেউ উক্ত লিংক থেকে সেগুলো ডাউনলোড করে পড়ে দেখতে পারেন। এর কারন হলো- তাদের রচয়িতা হলো তৎকালের উচ্চ শিক্ষিত লোক, তারা বুঝত সৃষ্টিকর্তার বিধান বা আইন হবে শাশ্বত , সার্বজনীন,

তাই সেসব কোন ইতিহাস বা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে না, বুঝতেও সেসবের দরকার পড়ে না, আর সেটা বুঝেই তারা তাদের কিতাবগুলোর বাণীকে এভাবে রচনা করেছে। ব্যতিক্রম হলো কোরান। এর কারন হলো- মোহাম্মদ ছিলেন অশিক্ষিত, তার ফলে তিনি আল্লাহর নামে এখন যেটা বলতেন , কিছুকাল পরে অন্য কথা বলতেন, যে কারনে কোরানের আয়াত বুঝতে লাগে প্রেক্ষাপট জানার। তিনি আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না , তার ধারনা ছিল না যে আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী কেউ হন তার বানী সমূহ সময়ের প্রেক্ষিতে পাল্টে যায় না , বরং তার বানী হবে শাশ্বত, সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায়, মোহাম্মদের আল্লাহ খুব অস্থিরমতি, চঞ্চলমতি স্বভাবের একজন মানুষের মত- এখন একটা কথা বলে তো পরক্ষনে অন্য কথা বলে। আল্লাহর চরিত্র এরকম হওয়া তখনই সম্ভব যদি কেউ আল্লাহর নামে প্রক্সি দিতে থাকে, যেটা দিয়েছেন মোহাম্মদ নিজে।

যাহোক, মহা সমস্যা হলো তথাকথিত শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদের কথা বার্তা বা তাঁর কোরান বুঝতে আমাদের দরকার প্রেক্ষাপট জানার , ইতিহাস জানার, অধিকন্তু আরবী ভাষা জানার, না হলে তার অর্থ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে না, যদিও কোরানের আল্লাহ দাবী করছে-

আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা , হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। সূরা নাহল , ১৬:৮৯
আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা কামার, ৫৪: ১৭
আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা কামার, ৫৪: ২২
আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা কামার, ৫৪: ৩২
আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সূরা কামার, ৫৪: ৪০
বলা বাহুল্য, উক্ত আয়াত সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয় নি বলে যে কোন বান্দাই দাবী করে বসতে পারে কারন বিষয়টা কোরান বোঝার বিষয়ে সাংঘর্ষিক। সেকারনে প্রখ্যাত অনুবাদক ইউসুফ আলীর অনুবাদও দেয়া হলো-

Yusuf Ali: And We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember: then is there any that will receive admonition? সূরা কামার, ৫৪:১৭,২২,৩২,৪০
অথচ মোহাম্মদ বা তার সাগরেদরা কিন্তু কেউ সেই কালের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট লিখে রেখে যায় নি। বরং তারা তাদের আগের কালের সব ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। যে ইতিহাস ও হাদিস আমরা আজকে পাই তা মোহাম্মদ মারা যাওয়ার ১৫০ থেকে ২০০ পর লিখিত ও সংকলিত। তাহলে কোরান পড়ে বোঝার উপায় টা কি ? কোরান পড়ে বুঝতে গিয়ে হাদিস বা তাফসিরের সাহায্য নিলে যদি কোন স্ববিরোধী বা উদ্ভট তথ্য বেরিয়ে আসে সাথে সাথে বর্তমানে কিছু আল্লাহর বান্দা আছে চিৎকার করে জানান দেয় সেগুলো নাকি সহি হাদিস না। তাদের যুক্তি মোহাম্মদ মারা যাওয়ার দু'শ বছর পর যে হাদিস রচিত হয়েছে তার সত্যতার কোন গ্যারান্টি নেই। যদি সে

বক্তব্য সত্য হয় তাহলে কোরানের আয়াতের প্রেক্ষাপট বোঝার রাস্তাটা কি ? সে ব্যপারে তারা একেবারে চুপ। অথচ ইসলামের পন্ডিতবর্গ একমত হয়ে রায় দিয়েছে সহি সিত্তা হলো - বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাসাই। এদের মধ্যে বুখারী ও মুসলিমের স্থান সর্বোচ্চ। এসব থেকেও যদি কোন উদাহরণ দেয়া হয় তাহলেও বলবে- সেটা সহি নয় বা সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয় নি। যেন কোনটা সহি আর কোনটা সহি না তা বিচারের দায়িত্ব তার ও প্রখ্যাত অনুবাদকারীদের চেয়ে বেশী আরবী সে বোঝে। অত:পর যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় - কোরান কিভাবে কিতাব আকারে পাওয়া গেল, মোহাম্মদ তো আর তার আয়াতগুলোকে সংকলন করে কিতাব বানিয়ে যান নি? তখন তারা একেবারে নিশ্চুপ। মিন মিন করে বলতে থাকে তখন বহু সংখ্যক কোরানে হাফিজ ছিল যাদের পুরো কোরান মুখস্থ ছিল, যদিও বাস্তব কারনে সেটা একেবারেই অসম্ভব কারন তখন পূর্ণ কোন কিতাব ছিল না যা দৈনিক পাঠ করে মুখস্ত করা যেত। এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

যাহোক এবার কোরানের কিছু আয়াতের শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সট সহ আলো চনা করা হবে। দেখা যাক তাতে আয়াতের প্রকৃত কি অর্থ বেরিয়ে আসে। প্রথমেই নিচের আয়াতগুলো নির্বাচন করা যাক-

হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল -হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রøর আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময়।৯:২৮
তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।৯:২৯
উক্ত দুটি আয়াতের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইবনে কাথিরের বর্ণনাটা একটু দেখা যাক। -

হাসান বলেন যে , যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মুসাফাহা করবে সে যেন তার হাতটি ধুয়ে নেয় , কারন ২৮ নং আয়াত বলছে মুশরিকরা হলো অপবিত্র। এ হুকুম হলে মু সলমানদের কেউ কেউ বলল- তাহলে আমাদের বাজার মন্দা হয়ে যাবে, ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, আমাদের জাকজমক নষ্ট হয়ে যাবে।(ইবনে কাথিরের তাফসির, খন্ড-৮ম,৯ম,১০ম,১১শ পৃষ্ঠা নং-৬৭৪)
উক্ত ২৮ নং আয়াত থেকে সেটা পরিস্কার বোঝাও যায়। সেখানে বলা হচ্ছে যে- সে বছরের পর থেকে কোন মুশরিক আর কাবা ঘরের আশ পাশে আসতে পারবে না। বলা বাহুল্য , ইসলাম পূর্ব যুগেও কিন্তু কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে মানুষ হজ্জ করতে আসত , সেখানে মক্কার আশ পাশের বহু মুশরিক জমায়েত হতো, ফলে সেখানে বেশ ভাল ব্যবসা বানিজ্য হতো। এটা কোন ইসলামিক হজ্জ ছিল না, কাবা ঘরটা তো ছিল আসলে একটা মন্দির যার মধ্যে ৩৬০ টা দেব-দেবতা ছিল যাদেরকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় পুতুল। বছরের নির্দিষ্ট কয়টা দিনে কাবা ঘরের সামনে বিভিন্ন যায়গা থেকে মানুষ এসে জমায়েত হতো, মেলা বসত, সেসব মেলায় পানি সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ, নানাবিধ দ্রব্য কেনার ব্যবসা বানিজ্য থেকে মক্কাবাসীদের ভাল লাভ হতো ও তারা স্বচ্ছলে দিন কাটাত। এখন আল্লাহ বলছে অত:পর সেখানে যেন কোন আর মুশরিক আসতে না পারে। এর ফলে সঙ্গত কারনেই ব্যবসা বানিজ্যে

ভাটা পড়বে। একারনেই ২৮ নং **আয়াতে বলা হচ্ছে- আর যদি তোমরা দারিদ্রেøর আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন** - তো এবার দেখা যাক কিভাবে আল্লাহ দারিদ্র মুক্ত করবেন। সেটাও পরিস্কার ২৯ নং আয়াতে। বলা হচ্ছে- আহলে কিতাবের লোক তথা ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে দারিদ্র দুর করা হবে। পরম করুনাময় আল্লাহর কি সুন্দর সমাধান। আহা আল্লাহ বড়ই মেহেরবান! অন্যের কাছ থেকে সম্পদ জোর করে আদায় করে সে মুসলমানদেরকে ধনবান করতে চায়। এ সম্পর্কে ইবনে কাথিরের তাফসির দেখা যাক-

তাদের কথার জবাবে আল্লাহ বলেন- "তোমরা এ ব্যপারে কোনই ভয় করো না , আল্লাহ তোমাদের আরও বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের থেকে তোমাদের জন্য জিজিয়া কর আদায় করে দেবেন ও তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্য কোনটা বেশী কল্যাণকর তা আল্লাহই ভাল জানেন। তার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্য যতটা না লাভজনক, তার চেয়ে অনেকবেশী লাভজনক ঐ আহলে কিতাবীদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে অস্বীকারকারী"। প্রকৃতপক্ষে তারা যখন মোহাম্মদের ওপর ঈমান আনল না তখন তারা তাদের নবীদের ওপরও ঈমান আনল না। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর পড়ে রয়েছে। যদি তারা নিজেদের নবী ও তাদের শরিয়তের ওপর বিশ্বাস রাখত তাহলে তারা আমাদের নবীর ওপরই বিশ্বাস আনত। তার শুভাগমনের খবর তো সব নবী দিয়ে গেছেন আর তার ওপর ঈমান আনার কথাও বলে গেছেন। এতদ্সত্ত্বেও তারা শ্রেষ্ট রসূলকে অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এ কারনেই তাদের মু খে ঐসব নবীদের কথা স্বীকার করার কোন মানে নাই। কেননা মোহাম্মদই হলেন সব নবীর নেতা, সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসুলদের পূর্ণকারী। অথচ তারা তাকেই অস্বীকার করছে , সুতরাং তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে হবে। (ইবনে কাথিরের তাফসির, খন্ড-৮ম,৯ম,১০ম,১১শ পৃষ্ঠা- ৬৭৪)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোরানের আল্লাহ শুধুমাত্র মোহাম্মদকে বিশ্বাস না করার কারনে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধি জারী করছে। এখানে নেই অন্য কোন কারন, যেমন চুক্তি ভঙ্গ বা অন্য কিছু, বা কোন ইহুদি ও খৃষ্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করে নি। তাদের একমাত্র অপরাধ - ইহুদি ও খৃষ্টানরা মোহাম্মদ কে শেষ নবী স্বীকার করছে না , শুধুমাত্র একারনেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, তাদেরকে আতর্কিতে আক্রমন করে, খুন জখম হত্যা করে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে ও তাদেরকে বাধ্য করতে হবে ইসলাম গ্রহণে, যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতে হবে আর সেটা তারা প্রদান করবে করজোড়ে আর এ জিজিয়া করের সম্পদ মুসলমানদেরকে স্বচ্ছল করে তুলবে। বিষয়টিকে আরও বর্ধিত করা যেতে পারে। যেহেতু মোহাম্মদের কালে আরবে ছিল পৌত্তলিক, ইহুদি ও খৃষ্টান তাই কোরানে বার বার তাদেরই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই তখনও দুনিয়াতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বিদ্যমান ছিল-যেমন- ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ। আশ্চর্যজনকভাবে কোরানের আল্লাহর এসব ধর্মের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না যদিও মোহাম্মদ এক পর্যায়ে দাবী করছেন যে তিনি সারা দুনিয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাহলে তার কোরানে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ব্যপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই কেন ? তবে সে যাহোক, তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যেতে পারে যে পৌত্তলিক বলতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়কেও বুঝায়। তার অর্থ - অত:পর উক্ত ২৯ নং আয়াত অনুযায়ী হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই জিহাদের ডাক দিয়ে আক্রমন করতে পারে মুসলমানরা আর তাদেরকে মেরে কেটে সাফ করে অত:পর

তাদের নারীগুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ করে পুরুষগুলোকে দাস হিসাবে বিক্রি করতে পারে কারন , গণিমতের মাল ভাগাভাগি করা বা দাস প্রথা রদ করার কোন বিধান কিন্তু কোরানে নেই। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহ এ সম্পর্কিত বিধান জারি করতে বোধ হয় ভুলে গেছিল বা সময় পায় নি। আর যদি তারা অশেষ দয়া বশত: তা না করে তাহলে তাদেরকে বাধ্য করতে পারে করজোড়ে জিজিয়া কর প্রদান করতে।

আর বলা বাহুল্য এসব জিহাদী আক্রমন কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। কারন ই সলামে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সংজ্ঞা ভিন্ন। এখানে এর সংজ্ঞা হলো - লুট-পাট , গণিমতের মাল বা জিজিয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে বিনা নোটিশে যে কোন জনপদ বা রাজ্যকে আক্রমন করাকেই আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ বলে ।
ইসলামী পন্ডিতরা দাবী করে, প্রতিটি মুসলমানদেরকে যাকাত দিতে হয়, যা বায়তুল মালে জমা হয়, ইসলামী খলিফা তা থেকে তার খিলাফত তথা রাজ্য বা রাষ্ট্র চালাবে। সে ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কাছ থেকেও তো এ ধরনের একটা কর আদায় দরকার যেহেতু তারা রাজ্যে সুবিধা সুযোগ ভোগ করে। যারা কোরান হাদিস পড়ে নি , জানে না কি লেখা, জানে না মোহাম্মদের সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে তারা কিন্তু এ ব্যখ্যাতে দারুন খুশী হয়ে যায়। কিন্তু জিজিয়া কর মোটেও যাকাতের মত একটা সাধারণ কর নয়। তা কিন্তু উক্ত ২৯ নং আয়াতের ভাষা থেকেই বোঝা যায় যা হলো - **যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।** এ ব্যপারে ইবনে কাথিরের তাফসির কি বলে দেখা যাক-
যে পর্যন্ত না তার অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিজিয়া কর দিতে স্বীকৃত না হয় , তাদেরকে ছেড়ে দিও না। সুতরাং মুসলিমদের ওপর জিম্মীদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। সহী মুসলিমে আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত আছে যে - নবী বলেছেন, তোমরা ইহুদি ও নাসারা(খৃষ্টান)দেরকে আগে সালাম দিবে না এবং যদি পথে দেখা হয়ে যায় , তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর। (ইবনে কাথিরের তাফসির , খন্ড-৮ম,৯ম,১০ম,১১শ পৃষ্ঠা নং- ৬৭৫)
তার অর্থ জিজিয়া কর প্রদান করার পর তাদেরকে জিম্মী হিসাবে গণ্য করা হবে। এ জিম্মিরা হলো অতি নীচু শ্রেনীর মানুষ যাদের কোন রকম স্বাধীনতা বা মর্যাদা নেই, আর তারা বেঁচে থাকবে সম্পূর্নতই মুসলমানদের করুণার ওপর ভিত্তি করে। এই জিম্মী জিনিসটা কি জিনিস তার বর্ণনা আছে ইবনে কাথিরের ২৯ ও ৩০ নং আয়াতের তাফসিরে:

আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আসআরী বলেন , আমি নিজের হাতে চুক্তি লিখে খলিফা ওমর (রা:) এর নিকটে পাঠিয়েছিলাম যে সিরিয়াবাসী অমুক অমুক শহরে বসবাসকারী খৃষ্টানদের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমেনিন হযরত ওমরের নিকট। চুক্তি পত্রের বিষয় হলো এরকম - যখন আপনারা আমাদের ওপরে এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট হতে আমাদের জান মাল সন্তান সন্ততির জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এ শহর গুলোতে ও আশে পাশের শহরগুলোতে কোন নতুন মন্দির গির্জা বা খানকা নির্মান করব না। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদেরকে বাধা দেব না। তারা রাত্রে অবস্থান করুক বা দিনে অবস্থান করুক। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলোর দরজা সব সময় খোলা রাখব। যে সব মুসলিম আগমন করবেন তাদেরকে আমরা তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারি করব। আমরা ঐ সব ঘরে বা বাসভূমি প্রভৃতিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখব না। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করব না। নিজেদের সন্তানদের কুরান শিক্ষা দেব না। নিজেরা শিরক

করব না বা অন্য কাউকে শিরক করতে দেব না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে চায় আমরা তাকে বাধা দেব না। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি তারা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দেব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলমানদের সমান মনে করব না। পোশাক পরিচ্ছদেও না , তাদের ওপর কোন কথা বলব না। আমরা তাদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে ডাকব না। জিন বিশিষ্ট ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবো না। আমরা তরবারি লটকাবো না ও আমাদের সাথে তরবারি রাখব না। অঙ্গুরির ওপর আরবী নকশা অংকন করব না ও মাথার অগ্রভাগের চুল কাটব না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন পৈতা অবশ্যই ফেলে রাখব।আমাদের গির্জার ওপর হতে ক্রুশ রাখব না, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে ও বাজারে প্রকাশিত হতে দেব না, গির্জায় উচ্চৈস্বরে শাখ বাজাবো না , মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমরা আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলো উচ্চৈস্বরে পাঠ করব না , নিজেদের রীতি নীতি ও চাল চলন প্রকাশ করব না। নিজেদের মৃতদের জন্য হায় হায় করব না , মুসলিমদের চলার পথে মৃতের সাথে আগুন নিয়ে যাব না। যেসব গোলাম মুসলিমদের ভাগে পড়বে তা আমরা গ্রহন করব না। আমরা অব শ্যই মুসলিমদের শুভাকাংখী হয়ে থাকব ও মুসলমানদের ঘরে উকি মারব না। যখন এ চুক্তি ওমরের হাতে দেয়া হলো তখন তিনি তাতে আরও একটি শর্ত বাড়িয়ে দিলেন তা হলো- আমরা কখনো কোন মুসলিমকে প্রহার করব না। অত:পর তারা বলল- আমরা এসব শর্ত মেনে নিলাম (না মেনে তো উপায় নেই)। আমাদের ধর্মাবলম্বী সকল লোক এসব শর্তের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলোর কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যপারে আপনাদের কোন দায়িত্ব থাকবে না এবং আপনি আপনাদের শত্রুদের ব্যপারে যে আচরণ করেন আমাদের সাথেও সেই আচরণের উপযুক্ত হয়ে যাব। (ইবনে কাথিরের তাফসির , খন্ড-৮ম,৯ম,১০ম,১১শ পৃষ্ঠা নং-৬৭৫-৬৭৬)

উপরের তাফসিরে জিম্মীদের উপর কি শর্তসমূহ চাপান হচ্ছে তা পড়ার পর নিশ্চয়ই আর বিশ্লেষণের কিছু নেই। বলাবাহুল্য , জিজিয়া কর প্রদানের পরেই এ সমস্ত শর্ত। জিজিয়া কর প্রদানের পরও তাদেরকে যত রকম ভাবে পারা যায় অপমান ও অমর্যাদা করার সকল শর্ত উক্ত বর্ণনাতে। এ থেকে যে কেউ বুঝতে পারে মুসলিমদের অধীনে জিম্মী কি জিনিস আর এটা বাস্তবায়ন করছে কে ? মোহাম্মদের সবচাইতে বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য সাগরেদ আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর যে নাকি জীবিত অবস্থায় বেহেস্তে যাওয়ার খবর পেয়েছে এবং যার অনুরোধে বেশ কিছু আয়াত আল্লাহ নাজিল করেছে। সুতরাং বিষয়টাকে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ এখানে নেই। এটা বলে পার পাওয়ার কোন উপায় নেই যে এসব ছিল ওমরের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যপার। ওমর যা যা করেছে , তা করেছে কোরান ও সুন্নাহ এর ভিত্তিতে, নিজ থেকে বানিয়ে কিছু করে নি। এই একই ওমর একটা হাদিসে বলছে-

জুরাইয়া বিন কাদামা আত তামিমি বর্ণিত , হে বিশ্বাসীদের নেতা! আমাদেরকে উপদেশ দান করুন। তখন ওমর বললেন-“ জিম্মীদের সাথে আমাদের ব্যবস্থা পূর্ণ কর কারন এ ব্যবস্থা তোমাদের রসুলের পক্ষ থেকে আর এ ব্যবস্থা হলো তোমাদের ওপর নির্ভরশীলদের জন্য জীবিকার উপায় (জিম্মীদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায়) । সহি বুখারী , ভলুম-৪, বই-৫৩, হাদিস-৩৮৮

তার মানে জিজিয়া কর হলো মুসলমানদের আয় উপার্জনের ব্যবস্থা যা তাদের জীবিকা , এটা মুসলমানদের প্রদত্ত যাকাতের মত কোন ট্যাক্স নয়। এ জিজিয়া করের অর্থ বা সম্পদ পাওয়ার জন্য মুসলমানরা কি পরিমান লালায়িত থাকত তার পরিচয় মিলবে নিচের হাদিসে-

আমর বিন আওফ আনসারি বর্ণিত-আল্লাহর রসুল আবু উবাইদা বিন আল জাহেরাকে বাহরাইনে পাঠালেন জিজিয়া সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, আর রসুল বাহরাইনের লোকদের সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন ও আল আলা বিন আল হাদরামি কে তাদের শাসক নিয়োগ করেছিলেন। যখন ফজরের নামাজের সময় আনসার লোকজন নবীর সাথে ছিল ঠিক সে সময়ে আবু উবাইদা বাহরাইন থেকে জিজিয়া কর নিয়ে সেখানে ফিরে আসল। নবীর সাথে নামাজ আদায় করার পরেই তারা সবাই নবীর নিকট জড় হলো , নবী তাদের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বললেন - আমি অনুভব করছি উবাইদা কিছু এনেছে আর তার গন্ধ তোমরা পেয়েছ। সবাই সমস্বরে বলে উঠল - হ্যা, রাসুলুল্লাহ। তিনি বললেন- আনন্দ কর আর আশা কর যা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের দারিদ্র নিয়ে ভীত নই,কিন্তু আমি ভীত এই ভেবে এক সময় জাক জমক তোমাদেরকে আকৃষ্ট করবে যেমন করেছিল পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে, এ নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগীতা করবে যেমন তারা করত ও নিজেদেরকে ধ্বংস করবে যেমন তারা নিজেদেরকে করেছিল। বুখারী , ভলুম-৪, বই-৫৩, হাদিস-৩৮৫

মহানবী নিজেই তার অনুসারীদেরকে গণিমতের মাল ও জিজিয়া করের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে আবার নিজেই সে বিষয়ে সতর্ক করছেন। কি আচানক কারবার! কোন ওস্তাদ যদি তার অনুসারীদেরকে অন্যের কাছ থেকে জোর করে বা লুঠ করে আনা মালামালের ওপর নির্ভর করে বাঁচার রাস্তা বাতলায়, তখন তারা কি আর কাজ কর্ম করে জীবন কাটাতে চাইবে ? তারা তো তখন অন্যের ধন সম্পদ লুট পাট করাকেই মূল পেশা হিসাবে বেছে নেবে ও এভাবে ধন উপার্জন সহজ বিধায় যে যেভাবে পারে সেভাবেই আরও বেশী ধন উপার্জনের ধান্ধাতেই ব্যস্ত থাকবে সারক্ষন। এটাই তো মানব চরিত্র। কোন ওস্তাদ যদি তার সাগরেদদেরকে চুরি ,ডাকাতি , লুট পাটের নেশা ধরিয়ে দিয়ে পরে এসব নেশার খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করে ও এ বিষয়ে সতর্ক করে , এ ধরনের ওস্তাদকে কি বলা যায় ? কিন্তু কেন এ ধরনের বাজে নেশা ধরানোর চেষ্টা করল ওস্তাদ? বলাবাহুল্য, অতি সহজেই নিজের দলকে ভারী করার জন্য, কারন দুনিয়াতে এটাই সবচাইতে স্বল্প আয়াসে উপার্জনের উপায়, আর কোন দলকে যদি একাজে লিপ্ত করা যায়, তা দেখে বাকি লোকগুলোও এদের দলে ভিড়বে স্বল্প আয়াসে আরাম আয়েশের জীবন যাপনের জন্য। ঠিক একারনেই দেখা যায়- মোহাম্মদ মদিনায় গিয়ে যখন তার ঠেঙ্গাড়ে ও ডাকাত দল গঠন করে মদিনার পাশ দিয়ে যাওয়া মক্কার বানিজ্য কাফেলা আক্রমন ও লুট করে সেসব মালামালকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে নিচ্ছিলেন, কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর মদিনার লোকজনও পরে লোভে পড়ে তার দলে যোগ দেয়। এভাবে তাঁর দল যখন সংখ্যায় ভারী হলো , তখন শুরু হলো মদিনার আশ পাশের গোষ্ঠি গুলোর প্রতি আক্রমন ও তাদের সম্পদ লুট পাট। বলাবাহুল্য, মক্কার লোকজন এসব কাজে ছিল আগে থেকেই পটু। ঠিক সেকারনেই দেখা যায় একটা পর্যায়ে যখন মোহাম্মদের দলের এ ধরনের লুট পাটের সাফল্য হয়ে উঠেছিল আকাশ চুম্বি তখন মক্কা থেকে কিছু কিছু লোকজন গণিমতের মালের লোভে ও স্বল্প আয়াশে জীবন যাপনের আশায় পালিয়ে গিয়ে মদিনায় চলে যেত আর মোহাম্মদের দলে যোগ দিত। মদিনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথে বানিজ্য করতে না পেরে মক্কার লোকজন ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল, তাতে কিছু কিছু লোকজনের জীবন ধারন বেশ কঠিন হয়ে পড়ছিল, তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কা থেকে পালিয়ে চলে যাচ্ছিল মদিনায় ও মোহাম্মদের দলে যোগ দিচ্ছিল, ও বলা বাহুল্য তারা একাজ করছিল শুধুমাত্র লুট পাট করে জীবন ধারনের আশায় , ইসলামের মোহে আকৃষ্ট হয়ে নয়। এ ধরনের একটা উজ্জ্বল উদাহরন আছে নিচের হাদিসে-

............................ইসলাম গ্রহনের পূর্বে মুগিরা একটা দলের লোক ছিল। সে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটে নিয়ে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহন ক রল।মোহাম্মদ তাকে বলল- তোমার ইসলাম গ্রহন করা হলো কিন্তু তোমার মালামাল গ্রহন করা হবে না।...............................

.........................যখন নবী মদিনাতে ফিরলেন তখন কুরাইশদের একজন আবু বশির যে ইসলাম গ্রহন করে পালিয়ে মদিনায় চলে আসল। কুরাইশরা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য দুজন লোককে মদিনায় পাঠাল ও তারা মোহাম্মদকে বলল- যে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ তা তুমি রক্ষা কর। নবী তখব আবু বশিরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে নগরীর বাইরে নিয়ে গেল ও দুল -হুলাইফা নামক একটা যায়গায় বিশ্রাম করতে লাগল ও খেজুর খেতে লাগল। আবু বশির একজনকে বলল , আল্লাহর কসম, তোমার তরবারি টা ভীষণ সুন্দর। এতে লোকটি তার তরবারি খুলে ফেলল ও বলল , আল্লাহর কসম, এটা আসলেই ভীষণ সুন্দর ও আমি এটা বহুবার ব্যবহার করেছি। আবু বশির বলল - আমাকে একটু ওটা দেখতে দেবে ? যখন সে ওটা তার হাতে দিল বশির সাথে সাথে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করল ও সে মারা গেল, অন্য সাথী দৌড়াতে দৌড়াতে মদিনায় গিয়ে মসজিদে আশ্রয় নিল।মোহাম্মদ তাকে দেখলেন ও বললেন- এ লোকটি ভয় পেয়েছে।যখন সে নবীর কাছে গেল তখন বলল- আমার সাথীকে খুন করা হয়েছে ও আমিও খুন হয়ে যেতে পারতাম। এসময়ে বশির এসে বলল- হে নবী আপনি আমাকে তাদের কাছে ফেরত দিয়ে আপনার প্রতিজ্ঞা পূরন করেছে ন কিন্তু আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছে। এটা শুনে নবী বলে উঠলেন- এখন তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। এটা শুনে বশির বুঝতে পারল মোহাম্মদ তাকে আবার মক্কাতে ফেরত পাঠাতে চান , তাই সে সাগরপারের দিকে চলে গেল।আবু জান্দাল কুরাইশদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে বশিরের সাথে যোগ দেয়।এভাবে বেশ কিছু লোক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে বশিরের দলে যোগ দেয়।এর পর তারা কুরাইশদের সিরিয়ার দিকে বা দিক থেকে আসা বানিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমন করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটপাট করে নিতে থাকে। এটা দেখে মক্কাবাসীরা প্রমাদ গুনে তারা একজন দুত মোহাম্মদের কাছে পাঠায় ও প্রস্তাব দেয় যে এর পর যদি কেউ মক্কা থেকে মদিনায় মোহাম্মদের কাছে আসে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না এবং তিনি যেন বশির ও তার দলবলকে লুট তরাজ থেকে বিরত রাখেন। বুখারী, ভলুম-৩, বই-৫০, হাদিস-৮৯১

উক্ত হাদিসে মুগীরা ও বশীর নামের লোক দুটি কেমন চরিত্রের লোক ছিল তা আশা করি ব্যখ্যা করার দরকার নেই আর কেনই বা তারা মদিনায় আগমন করেছিল তাও ব্যখ্যা করার দরকার নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মুগীরা ও বশীর ছিল নিম্ন শ্রেনীর লোক যার পেশাই ছিল ডাকাতি , লুটপাট। আর এ লোক দুটি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যে মদিনায় মোহাম্মদের কাছে এসেছিল তা কিন্তু প্রমান করে না এ হাদিস। বরং এসেছিল এ আশায় যে মোহাম্মদের দলে যোগ দিলে ডাকাতি ও লুটতরাজে তাদের সুবিধা হবে। ইসলাম গ্রহণ ছিল তাদের কাছে একটা লেবাস। ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাই চুরি ডাকাতি লুট তরাজ তাদের পেশা রয়ে যায়, আর মোহাম্মদ তাদেরকে তা থেকে নিবৃত্তও করছেন না, বরং তাদেরকে দলে নিয়ে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কারন তিনি নিজেই তো তাদের নেতা আর তারও পেশা ঐ একই- চুরি ডাকাতি, লুট তরাজ আর এসব কাজের বৈধতা দেয়ার জন্য আল্লাহ তো জিব্রাইলকে সর্বদা প্রস্তুত করে রেখেছে। উক্ত হাদিসে একটা ব্যপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো -

মোহাম্মদ মুগিরাকে বলছেন- তোমার ইসলাম গ্রহন করা হলো কিন্তু তোমার মালামাল গ্রহন করা হবে না। কেন মালামাল গ্রহণ করা হবে না ? কারন সেগুলো সে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে লুট করেছে। অত:পর ইসলাম গ্রহনের পর থেকে সে যত ডাকাতি, লুট পাট করেছে তার সবই গ্রহণ করা হয়েছে , বৈধ বলা

হয়েছে। কারন মোহাম্মদের আল্লাহ খোদ মোহাম্মদকেই তো সেটা করতে বলেছে আর তার নাম দিয়েছে গণিমতের মাল ও জিজিয়া। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে চুরি ডাকাতি লুট পাট খুন খারাবি সব কিছুই মাফ ও বৈধ, শুধু সেগুলো করার সময় মনে মনে বলতে হবে এগুলো করা হচ্ছে ইসলামের স্বার্থে, আল্লাহর রাস্তায়। আর ইসলামের স্বার্থ টা কিভাবে দেখাতে হবে ? উক্ত মাল থেকে কিছু যাকাত দিতে হবে , ছদকা দিতে হবে, কিছু মসজিদে দান করতে হবে , কোরবানি করতে হবে ব্যস আর কিছুর দরকার নেই। কেন মুসলিম দেশের লোকগুলো এত দুর্নীতিবাজ ও নৈতিকভাবে স্খলিত চরিত্রের অধিকারী তার মূল কিন্ত এটাই। তারা সব রকম দুর্নীতি ও খারাপ কাজ করে আল্লাহর নামে , অত:পর অর্জিত অর্থ থেকে তারা যাকাত দেয়, ছদকা দেয়, মসজিদ মাদ্রাসায় দান করে, কোরবানি দেয়, হজ্জ করে, ফকির মিশকিনদেরকে কিছু দান খয়রাতও করে - আর বলা বাহুল্য এভাবেই তাদের সব রকম অপকর্ম বৈধ হয়ে যায়। যে কারনে তারা যখন দুর্নীতি বা অপকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে, তা তাদের কাছে দুর্নীতি বা অপকর্ম মনে হয় না।

ইসলামের পতাকাতলে আসলে মোহাম্মদ আরবদেরকে কি উপহার দিয়েছে কেন তারা এক পর্যায়ে মোহাম্মদের কথায় জিহাদী জোশে নিরীহ জনসাধারনের উপর ঝাপিয়ে পড়ত, তার কিছু নমুনা পাওয়া যেতে পারে নিচের হাদিসে-

যুবাইর বিন হাইয়া বর্ণিত-ওমর পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বড় দেশগুলোতে মুসলিম বাহিনী পাঠান।.............যখন আমরা শত্রুর দেশে পৌছলাম, পারস্য সাম্রাজ্যের একজন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হলো, তার একজন ভাষার অনুবাদক উঠে দাড়াল ও বলল- কেউ একজন আমার সাথে কথা বলুক। আল মুগিরা উত্তর দিল- তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। সে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কারা? মুগিরা উত্তর দিল- আমরা আরব দেশের লোকজন, আমরা একটা খুব কঠিন, দুর্বিষহ ও দুর্যোগময় জীবন যাপন করতাম, শুকনা খেজুর খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারন করতাম, উট ও ছাগলের লোমের তৈরী কাপড় দিয়ে বস্ত্র বানাতাম, ও গাছ ও পাথরের পুজা করতাম। এরকম অবস্থার মধ্যে যখন আমরা ছিলাম, আসমান ও জমীনের প্রভু আমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠালেন যার পিতা মাতাকে আমরা চিনতাম। আমাদের নবী আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন তোমাদের সাথে ততক্ষন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে অথবা জিজিয়া কর প্রদান করবে। আমাদের নবী অবগত করেছেন যে, আমাদের প্রভু বলেছেন- যেই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মারা যাবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে ও জাকজমক পূর্ণ জীবন যাপন করবে যা সে কখনো দেখেনি, আর যে বেঁচে থাকবে সে তোমাদের প্রভু হবে। বুখারি , ভলুম-৪, বই-৫৩, হাদিস-৩৮৬

উপরের আয়াতে দেখা যাচ্ছে- কেন মোহাম্মদের অনুসারীরা জীবন পন করে অন্যদেরকে আক্রমন করত। যারা অনেকটা আদিম জীবন যাপন করত, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাত, তাদেরকে যদি লুট তরাজের মালামালের স্বাদ দেয়া হয়, ভাল খাবার ও পোশাকের জোগান দেয়া যায়, তারা কি আর চুপ করে বসে থাকতে পারে? একই সাথে উক্ত হাদিস এটাও বলছে যে- মুসলমানরা সর্বদাই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষন না তারা ইসলাম কবুল করে বা জিজিয়া কর প্রদান করে , যা বলাবাহুল্য মোহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহর নির্দেশ। উক্ত হাদিস হলো সূরা আত তাওবা এর ২৮ ও ৩০ নং আয়াতের বাস্তবায়ন।

এখানে আত্মরক্ষার কোন ব্যপার স্যপার নেই। অর্থাৎ অমুসলিমদের ওপর মুসলমানরা সর্বদাই আক্রমনাত্মক অবস্থায় থাকবে, এর জন্য একটা কারনই যথেষ্ট আর তা হলো তারা ইসলামকে গ্রহণ করে নি। সুতরাং মুসলিম পন্ডিতরা যে মোহাম্মদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথা বার্তা বলে , তার কোন ভিত্তি এখানে দেখা যায় না। বরং দেখা যাচ্ছে - মুসলমানরা যে কোন সময় যে কোন অমুসলিম গো্ত্র বা জাতি বা দেশকে আক্রমন করতে পারে, কোন রকম আগাম নোটিশ ছাড়াই আর এটা তাদের আল্লাহর নির্দেশ। যে বরং এটা মানবে না সে খাটি মুসলমান নয়। অথচ মোহাম্মদ নিজে স্বয়ং এ ধরনের আতর্কিতে যত আক্রমন করেছেন সব নাকি আত্মরক্ষামূলক। এভাবে তারা যে মিথ্যাচার করে চলেছে শত শত বছর ধরে তার তুলনা মেলা ভার।

এ ধরনের বাস্তবায়নের আরও উদাহরন -

আবু হুরাইরা বর্ণিত- একদা আমরা মসজিদের মধ্যে ছিলাম, তখন নবী আসলেন আর বললেন- চল আমরা ইহুদিদের বস্তিতে যাই। আমরা তখন বাইতুল মিডরাস পৌছলাম। নবী সেখানকার ইহুদিদেরকে বললেন- যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমরা নিরাপদ। তোমাদের জানা উচিত দুনিয়াটা আল্লাহ ও তার রসুলের। আমি তোমাদেরকে এ ভূ মি থেকে উৎখাত করতে চাই। এখন যদি তোমাদের কোন সম্পদ থাকে তাহলে তা বিক্রি করে দাও, অন্যথায় জেনে রাখ এ দুনিয়া আল্লাহ ও তার রসুলের। বুখারি, ভলুম-৪, হাদিস-৩৯২

শুধু মাত্র ইসলাম গ্রহন করে নি বলেই মোহাম্মদ ইহুদিদেরকে তাদের বংশ পরম্পরায় বাস করে আসা মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করে দিচ্ছেন। আদিখ্যেতা করে মোহাম্মদ বলছেন- তোমাদের কোন সম্পদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও। কিন্তু তখন ক্রেতা কারা ? অবশ্যই মুসলমানরা। অত:পর মোহাম্মদ তাদের সম্পদের যা দাম ধরে দিয়েছিলেন তাই নিয়েই ইহুদিদেরকে পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে বলাবাহুল্য। খেয়াল করতে হবে এখানে ইহুদিরা মুসলমানদেরকে আক্রমন করার কোন তালে ছিল না। তাদের একটাই অপরাধ তারা ইহুদি, অন্য কিছু নয়, আর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। নিচের আয়াতটি দেখা যাক-

আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে , তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্নীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।সূরা আনফাল, ০৮:৪১ মদিনায় অবতীর্ণ

উক্ত আয়াত বলছে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং এতীম- অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। বাকী চার পঞ্চমাংশ হলো যারা লুটপাট করেছে তাদের। এ পরিমান মালামাল তো কম নয়। ঠিক মতো একটা ধনী গোত্র বা বানিজ্য কাফেলা আক্রমন করতে পারলে অনেক মালামাল পাওয়া যায়, তার চার পঞ্চমাংশ অংশ বেশ বেশী হবে, অতএব পরে আর কোন কাজ কর্ম যেমন- কৃষিকাজ, পশুপালন বা ব্যবসা বানিজ্য করার দরকার নাই। আর বলা বাহুল্য এটাই ছিল মোহাম্মদ ও তার দলের আয় উপার্জন ও জীবিকার প্রধান উপায়। মালামালের পরিমান যদি বেশী হয় এক পঞ্চমাংশ মালও যথেষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। আর মোহাম্মদ

সেই সম্পদ থেকে নিজের বিরাট পরিবার (দুই হালির বেশী স্ত্রী সমন্বিত) প্রতিপালন তো করতেনই তারপর বাকি অংশ ফকির মিশকিনদেরকে দান খয়রাত করতেন। **যে ধন উপার্জন করতে নিজের পরিশ্রম করা লাগে না , তা থেকে দান খয়রাত করা খুব সোজা। এ ধরনের দান খয়রাত করে মোহাম্মদ নিজেকে সেসময়ের সবচেয়ে বড় দানবীর হিসাবে আখ্যায়িত হন।** মারহাবা , আল্লাহর কি মহিমা! তার নবীকে দানবীর বানাতে অন্যের ধন সম্পদ লুট পাট করতে হয়। অনেকটা রবিন হুডের মত। এখন কিভাবে মোহাম্মদ সম্পদ অর্জন করতেন তার নমূনা কোরানেও বিদ্যমান , যেমন-

কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল , তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।সুরা আহযাব, ৩৩:২৬

তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। সূরা আহযাব , ৩৩:২৭

উক্ত আয়াতে বলছে যারা কাফেরদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল , অর্থাৎ মোহাম্মদ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে সাহায্য করেছিল। সুতরাং বলাবাহুল্য এটা ছিল মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধের কারনে মোহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে পারেন সঙ্গত কারনে। কিন্তু দেখা যাক উক্ত আয়াতের কনটেক্সট তথা প্রেক্ষাপট কি। ইবনে কাথিরের তাফসিরে উক্ত আয়াতের বিষয়ে যা বলা আছে তা হলো-

যখন মুশরিক ও ইযাহুদিদের দল মদিনায় এসে অবরোধ সৃষ্টি করল , তখন মদিনার বনু কুরাইযা গোষ্ঠির ইহুদিরা যারা মদিনায় বসবাস করত ও যারা নবীর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল ও চুক্তি ভেঙ্গে দিল। তারা চোখ রাঙাতে লাগল। তাদের সরদার কা'ব ইবনে আসাদ আলাপ আলোচনার জন্য আসল। ম্লেচ্ছ হুয়াই ইবনে আখতাব ঐ সরদারকে সন্ধি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করল। প্রথমে সে সন্ধি ভঙ্গ করতে সম্মত হলো না। সে এ সন্ধির উপর দৃঢ় থাকতে চাইল। হুয়াই বললো - এটা কেমন কথা হলো? আমি তোমাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়ে তোমার মস্তকে রাজ মুকুট প রাতে চাচ্ছি ,অথচ তুমি মানছ না? কুরাশেরা ও তাদের অন্যান্য সঙ্গীসহ আমরা সবাই এক সাথে আছি । আমরা শপথ করেছি যে, যে পর্যন্ত না আমরা এক একজ মুসলমানের মাংস ছেদন করব সে পর্যন্ত এখান থেকে সরব না। কাবের দুনিয়ার অভিজ্ঞতা ভাল ছিল বলে সে উত্তর দিল-"এটা ভুল কথা, এটা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে। তোমরা আমাকে লাঞ্ছনার বেড়ী পরাতে এসেছো। তুমি একটা কুলক্ষনে লোক। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমাকে তোমার ধোকাবাজির শিকারে পরিনত করো না"। হুয়াই কিন্তু তখনো তার পিছু ছাড়ল না। সে তাকে বার বার বুঝাতে থাকল। অবশেষে সে বলল-" মনে কর যে কুরায়েশ ও গাতফান গোত্র পালিয়ে গেল , তাহলে আমরা দলবল সহ তোমার গর্তে গিয়ে পড়ব। তোমার ও তোমার গোত্রের যে দশা হবে, আমার ও আমার গোত্রেরও সেই একই দশা হবে"।

অবশেষে কা'বের উপর হুয়াই এর যাদু ক্রিয়াশীল হলো। বানু কুরাইযা সন্ধি ভঙ্গ করল। এতে রাসুলূল্লাহ ও সাহাবীগণ অত্যন্ত দু:খিত হলেন এবং এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকল। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাহাবীগন সমভিব্যহারে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সাহাবীগন অস্ত্র শস্ত্র খুলে ফেললেন এবং রাসুলুল্লাহও অস্ত্র শস্ত্র খুলে

ফেলে হযরত উম্মে সালমা এর গৃহে ধুলো ধুসরিত অবস্থায় হাজির হলেন এবং পাক সাফ হওয়ার জন্য গোসল করতে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাইল আবির্ভূত হন। তার মস্তকোপরি রেশমি পাগড়ি ছিল। তিনি খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ওর পিঠে রেশমি গদি ছিল। তিনি বলতে লাগলেন: " হে আল্লাহর রাসুল ! আপনি কি অস্ত্র শস্ত্র খুলে ফেলেছেন? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যা । হযরত জিব্রাইল বললেন: ফেরেস্তারা কিন্তু এখনো অস্ত্র শস্ত্র হতে পৃথক হয়নি। আমি কাফিরদের পশ্চদ্ধাবন হতে এই মাত্র ফিরে এলাম। জেনে রাখুন। আল্লাহর নির্দেশ , বানু কুরাইযার দিকে চলুন। তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করুন। আমার প্রতিও মহান আল্লাহর এ নির্দেশ রয়েছে যে আমি যেন তাদেরকে প্রকম্পিত করি। রাসুলুল্লাহ তৎক্ষনাৎ উঠে দাড়িয়ে যান। নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সাহাবীদেরকেও প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা সবাই বানু কুরাইযার ওখানেই আসরের নামাজ আদায় করবে। যুহরের নামাজের পর এ হুকুম দেয়া হলো। বানু কুরাইযার দুর্গ মদীনা হতে কয়েক মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। পথেই নামাজের সময় হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ নামায আদয় করে নিলেন। তারা বললেন: রাসুলুল্লাহ এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে , তারা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে আসেন। আবার কেউ কেউ বললেন: আমরা সেখানে না পৌছে নামায পড়ব না। রাসুলুল্লাহ এর এ খবর জানতে পেরে দুদলের কাউকেই তিনি কিছু বললেন না। তিনি ইবনে উম্মে মাখতুম কে মদিনার খলিফা নিযুক্ত করলেন। সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত আলী এর হাতে প্রদান করলেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেললেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী হলো। যখন ইহুদীদের দম নাকে এসে গেল তখন তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল তখন তারা হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ কে নিজেদের সালিশ বা মীমাংসাকারী নির্ধারন করল। কারন তিনি আউস গোত্রের সরদার ছিলেন। বানু কুরাইযা ও আউস গোত্রের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বন্ধুত্ব ও মিত্রতা চলে আসছিল। তারা একে অপরের সাহায্য করত। ....
হযরত সা'দ কে গাধার উপর সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসা হলো। আউস গোত্রের সমস্ত লোক তাকে জড়িয়ে ধরে বলল: দেখুন, বানু কুরাইযা গোত্র আপনারই লোক। তারা আপনার উপর ভরসা করেছে। তারা আপনার কওমের সুখ-দু:খের সঙ্গী। সুতরাং আপনি তাদের উপর দয়া করুন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করুন। হযরত সা'দ নীরব ছিলেন। তাদের কথার কোন জবাব তিনি দিচ্ছিলেন না। তারা তাকে উত্তর দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং তার পিছন ছাড়লো না। অবশেষে তিনি বললেন: ঐ সময় এসে গেছে হযরত সা'দ এটা প্রমান করতে চান যে, আল্লার পথে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের তিনি কোন পরওয়া করবেন না। - তার এ কথা শোনা মাত্রই ঐ লোকগুলো হতাশ হয়ে পড়ল যে, বানু কুরাইযা গোত্রের কোন রেহাই নেই। যখন হযরত সা 'দ এর সওয়ারী রাসুলুল্লাহ এর তাবুর নিকট আসল তখন রাসুলুল্লাহ বললেন: তোমরা তোমাদের সরদারের অভ্যর্থনার জন্যে দাড়িয়ে যাও। তখন মুসলমানরা সবাই দাড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে সওয়ারী হতে নামানো হল। এরূপ করার কারন ছিল এই যে, ঐ সময় তিনি ফয়সালাকারীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ঐ সময় তার ফয়সালাই চুড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। তিনি উপবেশন করা মাত্রই রাসুলুল্লাহ তাকে বললেন: বানু কুরাইযা গোত্র তোমার ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়েছে এবং দুর্গ আমাদের হাতে সমর্পন করেছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের ব্যপারে ফয়সালা দিয়ে দাও। হযরত সা 'দ বললেন: তাদের ব্যপারে আমি যা ফয়সালা করব তাই কি পূর্ণ করা হবে ? উত্তরে রাসুলুল্লাহ বললেন: অবশ্যই। তিনি পূনরায় প্রশ্ন করলেন: এই তাবু বাসীদের জন্যেও কি আমার ফয়সালা মেনে নেয়া জরুরী হবে ? জবাবে রাসুলুল্লাহ বললেন: হ্যা, অবশ্যই। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন: এই দিকের লোকদের জন্যেও

কি ? ঐ সময় তিনি ঐদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যেই দিকে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ছিলেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ এর ইজ্জত ও বুযর্গীয় খাতিরে তিনি তাঁর দিকে তাকালেন না। রাসুলুল্লাহ জবাবে বললেন: হ্যাঁ , এই দিকের লোকদের জন্যেও এটা মেনে নেয়া জরুরী হবে। তখন সা'দ বললেন: "তাহলে এখন আমার ফয়সালা শুনুন! বানু কুরাইযার মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মত যত লোক আছে তাদের সবাইকেই হত্যা করে দেয়া হবে। তাদের শিশু সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন- সম্পদ মুসলমানদের অধিকারভূক্ত হবে"। তার এই ফয়সালা শুনে রাসুলুল্লাহ বললেন : হে সা'দ! তুমি এ ব্যপারে ঐ ফয়সালাই করেছো যা আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তম আকশের উপর ফয়সালা করেছেন। অন্য একটি রিওয়াতে আছে যে, রাসুলুল্লাহ বললেন: হে সা'দ ! প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর যে ফয়সালা সেই ফয়সালাই তুমি শুনিয়েছো। অত:পর রাসুলুল্লাহ এর নির্দেশ ক্রমে গর্ত খনন করা হয় এবং বানু কুরাইযা গোত্রের লোকদেরকে শৃংখলিত অবস্থা য় হত্যা করে তাতে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিল সাতশ বা আটশ। তাদের নারীদেরকে ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে এবং তাদের সমস্ত মালধন হস্তগত করা হয়। (ইবনে কাথিরের তাফসির, ১৫শ খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭৬৯-৬৭১)

উক্ত তাফসিরে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, বানু কুরাইযার সাথে মোহাম্মদের যে চুক্তি ছিল তা তাদের নেতা কা'ব ইবনে আসাদ সে চুক্তি মোটেও ভঙ্গ করে নি। তাকে অন্য এক গোত্র সরদার হুয়াই ইবনে আখতাব নানাভাবে সে চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য প্ররোচিত করছিল কিন্তু তারপরেও সে চুক্তি ভঙ্গ করেনি। অত:পর বলা হলো- **কা'বের ওপর হুয়াইয়ের যাদু ক্রিয়াশীল হলো।** অর্থাৎ একটা খোড়া যুক্তি দেখিয়ে প্রমান করতে চেষ্টা করা হচ্ছে যে বানু কুরাইযা গোষ্ঠি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। না হলে মোহাম্মদের দল বলের আক্রমনকে যৌক্তিক করা যায় না। বানু কুরাইযার লোক জন চুক্তি ভঙ্গ করে যে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বা মোহাম্মদের বি রুদ্ধ শক্তিকে সাহায্য করেছে তার কোন প্রমান কিন্তু উক্ত কনটেক্সটে নেই। সে রকম কিছু থাকলে উক্ত তাফসির বা হাদিসে সে সম্পর্কে বহু জায়গাতে উল্লেখ থাকত। দু:খজনকভাবে না হাদিস না তাফসির কোথাও বনু কুরাইযারা মোহাম্মদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বা বিরুদ্ধাচরন করেছিল, আর কিভাবেই বা সেটা তারা করেছিল তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সেকারনেই উক্ত খোড়া যুক্তির অবতারণা করে বলা হচ্ছে - **কা'বের ওপর হুয়াইয়ের যাদু ক্রিয়াশীল হলো।** অথচ কোন ইসলামি পন্ডিতকে জিজ্ঞেস করলেই সে কিন্তু চোখ বুজে বলে দেবে- বানু কুরাইযা গোষ্ঠী মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বা মোহাম্মদের বিরুদ্ধ শক্তিতে সাহায্য করেছিল আর তাই মোহাম্মদ তাদেরকে অবরোধ করে নির্মমভাবে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় হত্যা করেছে তথা গণ হত্যা চালিয়েছে ও অত:পর তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করে করে পরে বিক্রি করেছে, নারীগুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ করে নিয়ে ধর্ষণ করেছে, তাদের সম্পদ লুট করেছে। অথচ এর স্বপক্ষে তারা কোন প্রমান বা দলিল দাখিল করতে পারবে না। যে প্রমান বা দলিল আছে সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করেই ইবনে কাথির কোরানের তাফসির করেছেন। বিষয়টা ছিল এরকম, গণহত্যার ঘটনাটি ঘটেছে খন্দকের যুদ্ধের ঠিক পর পরই। কুরাইশ ও তাদের সহযোগীরা মদিনা আক্রমন করতে এসে পরাজিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। মোহাম্মদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন আরবের অপরাজেয় শক্তি হিসাবে। এসময়ে মদিনার ভিতর বা আশ পাশের কোন গোত্র মোহাম্মদের সাথে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করতে সাহস পাবে যদি তার জীবনের মায়া থাকে ?

এমতাবস্থায় খোদ মদিনাতে বসবাসকারী বনু কুরাইযা গোত্র কিভাবে শক্তিশালী ও অপরাজেয় মোহম্মদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে ? প্রানের মায়া থাকলে কেউ সেটা করবে ? সুতরাং কনটেক্সট বিবেচনা করলে এটা যে একটা মিথ্যা কথা সহজেই সেটা বোঝা যায়।

তাছাড়া খেয়াল করতে হবে , খন্দকের যুদ্ধ থেকে বাসায় ফেরা মাত্রই জিব্রাইল এসে মোহাম্মদকে বনু কুরাইজা গোত্রকে আক্রমন করতে বলছে। অথচ বনু কুরাইযা গোত্র খন্দকের যুদ্ধের সময় কোন মোহাম্মদ বা কুরাইশ কোন পক্ষকেই সমর্থন করেনি। কোন পক্ষকেই যে সমর্থন করে নি তা কিন্তু ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যাচ্ছে। কুরাই শদেরকে সমর্থন করলে তো আর জিব্রাইলকে এসে চুপে চুপে বলা লাগত না - **হে মোহাম্মদ, বনু কুরাইজা কে আক্রমন কর ও তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।** তখন জিব্রাইলের উপদেশ ছাড়াই মোহাম্মদ তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আক্রমন করতে পারতেন আর তা অনৈতিকও হতো না। দেখা যাচ্ছে , বনু কুরাইজাকে আক্রমন করার জন্য তার জিব্রাইলের উপদেশ দরকার পড়ছে। কেন ? সোজা উত্তর। বনু কুরাইযার সাথে মোহাম্মদ চুক্তিবদ্ধ , এমতাবস্থায় তাদেরকে আক্রমন করা বাহ্যত অন্যায়, সে অন্যয়কে ঢাকা দিতেই তার জিব্রাইলের আগমন দরকার। বনু কুরাইজা বিশ্বাসঘাতকতা করলে বা মোহাম্ম দের শত্রুদের সাথে যোগ দিয়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তা কিন্তু কোরান , হাদিস এসবে বেশ কয়েক বার এ কথা উল্লেখ থাকত , সবিস্তারে উল্লেখ করত কোরান তাফসিরকাররা। কিন্তু কোথাও তা লেখা নেই। কারন কি ? কারন হচ্ছে বনু কুরাইযা আসলেই সেধরনের কিছু করে নি। আর তাই তাদে র বিরুদ্ধে এটুকুই শুধু বলতে হয়েছে- **অবশেষে কা'বের উপর হুয়াই এর যাদু ক্রিয়াশীল হলো।** যা বলা বাহুল্য একটা ভুয়া অভিযোগ যা পরিস্কার বোঝা যায় ঘটনার কনটেক্সট বিবেচনা করলে। মোহাম্মদ কুরাইশদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরে না আসার আগেই মদিনার প্রায় ভিতরে বসবাসকারী একটা ক্ষুদ্র ইহুদী গোষ্ঠী বনু কুরা্ইযা মোহাম্মদের সাথে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করবে? এটা কোন পাগলে বিশ্বাস করবে ? অথচ মোহাম্মদ তখন এতটাই বেপরোয়া যে সে ধরনের অভিযোগ করতেও তার বাধছে না , কারন ক্ষমতার ভারসাম্য তখন সম্পূর্ণ তার দিকে হেলে পড়েছে আর তাই তিনি যা বলবেন সেটাই সত্য। এই হলো মোহাম্মদের আসল চরিত্র। এটা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মানীর অকস্মাৎ রাশিয়া আক্রমনের ঘটনার মত। অথচ তখন রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে শান্তি চুক্তি বহাল ছিল।

প্রকৃত ব্যপার হলো- মোহাম্মদের নবুয়ত্ব অস্বীকারকারী ইহুদিরা (বনু কুরাইযা) মদিনার পাশেই চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় ছিল যাদেরকে মোহাম্মদ মনে প্রানে ঘৃণা করতেন কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না । এভাবে শান্তি চুক্তি করে মোহাম্মদ শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পান একই সাথে বহি: শত্রু যেমন কুরাইশদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধের সময় যাতে ইহুদিরা কুরাইশদেরকে সাহায্য না করে তার নিশ্চয়তা বিধান করেন। এটা ছিল মোহাম্মদের অত্যন্ত বুদ্ধি দীপ্ত রণ কৌশল যার তারিফ করতেই হবে। যাহোক , কুরাইশদের আক্রমনকে সফলভাবে মোকাবেলা করার পর মোহাম্মদ চিন্তা করলেন এখন ইহুদিদের সাথে আর কোন সন্ধিচুক্তির দরকার নেই, দরকার নেই তাদেরকে মদিনার পাশে রাখার। তাই তার দরকার ছিল একটা অজুহাতের যার মাধ্যমে তিনি মদিনার পাশের ইহুদিদেরকে আক্রমন করে হয় হত্যা, না হয় উৎখাত করতে পারেন। এর ফলশ্রুতিতেই মূলত: মোহাম্মদ জিব্রাইলের বানীর আমদানি ঘটান।একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তা সহজেই বোঝা যায়। তার দলবলকে বোঝাতে হয় যে জিব্রাইল এসে বলছে কুরাইযা গোষ্ঠি কে আক্রমন করতে যদিও তাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি আছে। অন্যথায় তার দলবল সমালোচনা করতে পারত যে যেহেতু তাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি আছে তাই তাদেরকে বিনা কারনে আক্রমন করে হত্যা করা নৈতিক নয়। তাদের সামনে বিষয়টিকে নৈতিক করার জন্যই মোহাম্মদ জিব্রাইলের আমদানি করেন সাথে সাথেই। উক্ত তফসিরে কৌশলে মোহাম্মদকে এ গণহত্যার দায় থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করলে দেখা যায় মোহাম্মদই আসলে গণহত্যার রায়

দিয়েছেন ও তার নির্দেশেই এ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। সা'দ ইবনে মুয়াজ ফয়সালার দায়িত্ব পায়।এ সা'দ এর গোষ্ঠীর সাথে কুরাইযা গোষ্ঠীর মিত্রতা ছিল। উক্ত তাফসির থেকে বোঝা যাচ্ছে এক পর্যায়ে সা'দ মোহাম্মদের দলে যোগ দেয়। মোহাম্মদের দল কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার পর কুরাইযারা তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু আউস গোত্রের সর্দার সা'দ কে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নেয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি যে , ইসলাম গ্রহণের পর সা'দ আর স্বাভাবিক মানুষ নেই, পরিণত হয়েছে পেশাদার খুনী ও উন্মাদে। ইহজগতে অন্যের সম্পদ লুট করে উপভোগ ও মরার পরে বেহেস্তে হুর পরীদের নিয়ে ফুর্তির যে লোভ মোহাম্মদ দেখিয়েছেন তাতে সা'দ পরিণত হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর এক ভয়ংকর উন্মত্ত রক্তপিপাসু খুনীতে। এর পরেও সা'দ যাতে ভুলবশত: কোন রকম দয়া না দেখায় সে জন্য মোহাম্মদ তাকে এক জমকালো অভ্যর্থনা দেন। বলাবাহুল্য, সা'দ মোহাম্মদের মনের খবর জানত আর জানত ইহুদিদেরকে কি পরিমান তিনি ঘৃণা করেন, কারন এই ইহুদিরা কোনমতেই মোহাম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করতে রাজী ছিল না যা ছিল মোহাম্মদের জন্য এক বিরাট কৌশলগত ও নৈতিক পরাজয়। ঠিক সেকারনেই তার পরিকল্পনা ছিল যে কোন ভাবেই হোক ইহুদিদেরকে নিধন করা অথবা আরব ভূমি থেকে উৎখাত করে দেয়া যা তিনি অত:পর করে গেছেন অত্যন্ত কঠিন ও প্রবল ভাবেই। স্বয়ং আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের কাছ থেকে এ ধরনের জমকালো অভ্যর্থনা পাওয়ার সা 'দের প্রধান দায়িত্ব হয়ে যায় মোহাম্মদকে খুশী করা। আর তারই ফলশ্রুতিতে সে গণহত্যার রায় প্রদান করে আর সাথে সাথেই মোহাম্মদ তার প্রশংসা করে বলেন এটাই নাকি আল্লাহর ইচ্ছা ও রায়। ইসলাম মানুষকে কি পরিমান উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত ,উন্মাদ ও ভয়ংকর নৃশংস খুনীতে পরিনত করতে পারে এটা ছিল তার এক উজ্জ্বল নমুনা। কারন এই সা'দ ছিল কুরাইযাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধু , অথচ সেই সা'দই এখন তার বন্ধুদেরকে গণহত্যায় জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ, অথচ তাদের সাথে সা'দের কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত কিছুই হয় নি, ঘটেনি বিশ্বাসঘাতকতার কোন ঘটনা, শুধুমাত্র আদর্শিক কারনে সা'দ পরিনত হয়ে গেছে তার বন্ধুদেরকে হত্যায় জল্লাদে। ঠিক হুবহু একই ঘটনা আমরা দেখি বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময়। যে সব মানুষ তখন খুন বা গণহত্যার শিকা র হয়েছিল, সেসব ঘটনার পিছনে বহুক্ষেত্রেই বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনই ছিল আসল উদ্যোক্তা। উক্ত ঘটনা প্রমান করে মোহাম্মদ কি ধরনের ঠান্ডা মাথার খুনী ছিলেন। মদিনাতে মোহাম্মদ নিজেকে এভাবেই একজন ভয়ংকর, নির্মম ও উন্মাদ ঠান্ডা মাথার খুনীতে পরিনত হন যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাকে অবিশ্বাসকারী মানুষ, দল বা গোষ্ঠিকে নির্মমভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া ও অত:পর তাদের ধন সম্পদ ও নারী গুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগাভাগি করে উপভোগ করা। আর এ ধরনের ভয়ংকর, নির্মম, নিষ্ঠুর কাজ করার আদেশ দিচ্ছে কে ? তার আল্লাহ । চিন্তা করা যায় পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তা কখনও এমন নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর হতে পারে ?

অথচ এই মোহাম্মদ যখন মক্কাতে ছিলেন তখন তার মুখ থেকে যে কোরানের বানী নির্গত হয় তা ছিল এরকম-

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।সূরা আরাফ , ৭:১৮৮ (মক্কায় অবতীর্ণ)
উনি শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কি ছুই নন।

আর সম্ভবতঃ ঐসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে? তাদের এ কথায় যে, তাঁর উপর কোন ধন-ভান্ডার কেন অবতীর্ণ হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো শুধু সতর্ককারী মাত্র; আর সব কিছুরই দায়িত্বভার তো আল্লাহই নিয়েছেন। সূরা হুদ , ১১:১২ (মক্কায় অবতীর্ণ)
তিনি শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী , বাকি দায়িত্ব সব আল্লাহর ।

তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন ? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সু স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। সূরা আল আনকাবুত , ২০:৫০ (মক্কায় অবতীর্ণ)
তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কোন মোজেজা দেখাবার জন্য, কিন্তু মোহাম্মদ বললেন ওটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন আর তিনি শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী , আর কিছু নন।

বলুনঃ হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষা য় সতর্ককারী।সূরা হাজ্জ, ২২: ৪৯
সতর্ক করা ছাড়া আর কোন কাজ নাই তার।

বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।সুরা-ছোয়াদ ৩৮:৬৫
মোহাম্মদ শুধুই মাত্র একজন সতর্ককারী।

বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।সুরা আল মুলক, ৬৭:২৬
মোহাম্মদ শুধুই মাত্র সতর্ককারী।

মক্কাতে থাকার সময় মোহাম্মদ ছিলেন শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী , মদিনাতে এসে হয়ে পড়লেন নিরীহ জনগোষ্ঠীর ওপর আতর্কিতে আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ ও নারীদেরকে জোর করে দখল করে গণিমতের মাল হিসেবে ভাগাভাগি করে নেয়া ও পুরুষদেরকে ঠান্ডা মাথায় নির্মমভাবে গণহত্যাকারী এক ভয়ংকর উম্মাদ স্বৈরাচারি একনায়ক নেতা যার কোন তুলনা সারা দুনিয়াতে তার আগে ছিল না আর ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। আর এটাই হলো তার কোরানের সকল আয়াতের কনটেক্সট। এখন এই কনটেক্সটে বিচার করলে ইসলাম কি আর শান্তির ধর্ম থাকে ? তা যদি না থাকে তাহলে মুমিন বান্দারা ও ইসলামি পন্ডিতরা কিভাবে সারাক্ষন চিৎকার চেচামেচি করে প্রচার করে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম ?

আমাদের বক্তব্য পরিস্কার। ইসলাম এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে যেরকম , সেরকমভাবেই তার প্রচারকরা প্রচার করুক, কেন তারা সারাক্ষন মিথ্যা প্রচারনা করে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ? সত্য কথা বলতে এত ভয় কিসের ?

উপরে ইবনে কাথিরের যে উদ্ধৃতি দেয়া আছে তার অনুবাদক:

ড: মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মন্তব্যসমূহ

1. অচেনা

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ৭:৪৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ভাই , আপনার লেখাটা পড়ছি খুব মন দিয়ে ।তাফসিরের কথা গুলো পড়ে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জেগে উঠছে।

> উপরের তাফসিরে জিম্মীদের উপর কি শর্তসমূহ চাপান হচ্ছে তা পড়ার পর নিশ্চয়ই আর বিশ্লেষণের কিছু নেই।

ঠিক কোন সুস্থ মানুষের জন্য বিশ্লেষণের দরকার নেই।আর সেই মহাম্মদি তরিকা কিন্তু এখনো চলছে পুরোদমে। মুসলিমরা সারা দুনিয়াতে পারলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইসলাম প্রচার করে অথচ কোন মুসলিম দেশেই খ্রিষ্টান রা ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায় না। তা আমার কথা হল , যেহেতু মুসলিম দেশের খ্রিষ্টানরা ধর্ম প্রচার করতে পারে না কাজেই, ওদেরও উচিত ওদের দেশে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়া। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা আর মানবতার দোহাই দিয়ে পশ্চিমারা সেটা করছে না। আপনি কি মনে করেন না যে পশ্চিমা দেশগুলোর এই নীতিটাও আজ ক্যানসারে মত দ্রুত ইসলামের বেড়ে ওঠা কে সমর্থন করছে?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:১৫ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

> কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা আর মানবতার দোহাই দিয়ে পশ্চিমারা সেটা করছে না। আপনি কি মনে করেন না যে পশ্চিমা দেশগুলোর এই নীতিটাও আজ ক্যানসারে মত দ্রুত ইসলামের বেড়ে ওঠা কে সমর্থন করছে?

প্রাথমিক পর্যবেক্ষনে আপনার আশংকা ঠিক, কিন্তু সার্বিক বিচারে এটা ইসলামের জন্যই ক্ষতিকর। কারন হলো- যখন পশ্চিমা দেশ সমূহে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে বা মাইগ্রেটেড মুসলমানরা তা কঠোর ভাবে পালন করবে, প্রকৃত ইসলাম প্রচার শুরু করবে , যা ইতোমধ্যে করছেও, তখন ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন পশ্চিমারা ইসলাম কি জিনিস বুঝতে পারবে , যা বুঝতে পারছেও। পশ্চিমারা তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবিকা নিয়ে এত ব্যস্ত যে ধর্ম বিষয় মাথা ঘামানোর তাদের সময় নেই, আগ্রহও নেই। যখনই তারা সেটা বুঝতে পারবে তখনই শুরু হবে সং ঘর্ষ। তখনই শুরু হবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুই ফ্রন্টেই সংঘর্ষ। যা ইতোমধ্যে শুরু হয়েও গেছে। আপনি বর্তমানে ইসলামের স্বরূপ প্রকাশের জন্য শত শত সাইট ইন্টারনেটে পাবেন আর তাদের পাঠক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ইউরোপ আমেরিকাতে এখন কিছু স্যাটেলাইট টিভিও এখন এসব প্রচার কর ছে। একাজে তারা খৃষ্টান পন্ডিত যারা ভাল আরবী জানে তাদেরকে কাজে লাগিয়েছে। এসব মিডিয়াতে মুসলমানদের সাথে সরাসরি খৃষ্টানদের বিতর্ক হচ্ছে, সেসব বিতর্ক যদি আপনি দেখতেন আর মুসলিম পন্ডিতদের লেজে গোবরে অবস্থা যদি দেখতেন খুব মজা পেতেন। http://www.abnsat.com এটা একটা টিভি সাইট, সেখানে ঢুকলে আপনি সেরকম অনেক বিতর্ক শুনতে পাবেন , আর দেখবেন ইসলামি তথাকথিত পন্ডিতদের কি নাজেহাল অবস্থা। যদিও এ সাইটটি আবার খৃষ্টান ধর্মকে সাপোর্ট করে। তবে তাদের ইসলামী জ্ঞান সত্যিই প্রশংসনীয় আর তারা সেটা প্রকাশও করছে । এতে পশ্চিমারাও আস্তে আস্তে প্রকৃত ইসলাম জানতে পারছে। একই সাথে সেদেশে বসবাসরত মুসলমানদেরও চোখ খুলছে। তারা সব কিছু জানতে পারছে। এভাবে যতই কট্টর মুসলমানরা মিডিয়াতে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়াবে ততই ইসলামের ফানুস ফেটে যাবে। যতই কিছু উগ্রবাদী মুসলিম আত্মঘাতি হামলা চালাবে ততই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ মানুষ জানতে পারবে। বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ , তথ্য প্রবাহের যুগ; চাপাবাজি ও মিথ্যাচার করে পার পাওয়ার কোন উপায় নেই। বর্তমানে আপনি খেয়াল করবেন ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের দিন দিন বাড়ছে। যতই জানতে পারবে প্রকৃত ইসলাম কি , ততই তাদের চোখ খুলে যাবে। আমি নিজেই দেখেছি যারা এক সময় কট্টর মুসলিম ছিল তারাও এখন মোহাম্মদ , কোরান হাদিস নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা শুরু করেছে।
সুতরাং আপাত: খোদ পশ্চিমা বিশ্বে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগ নিয়ে কট্টরপন্থি ইসলামিষ্টদের লম্ফ ঝম্প দেখে হতাশ হলেও প্রকারান্তরে এরাই ইসলামের বারোটা বাজাচ্ছে যা ইসলামের পতনকে ত্বরান্বিত করছে। পশ্চিমারা ভীষণ চালাক , ওরা এসব কট্টর পন্থিদেরকে কিছু বলছে না। কারন বিনা পয়সাতে ওরাই প্রকৃত ইসলাম প্রচার করছে যা উদার পন্থি পশ্চিমাদেরকেও ইসলাম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করছে। এটা পশ্চিমাদের**কাটা দিয়ে কাটা তোলার কৌশল**।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:০৬ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে, ধন্যবাদ ভাই আপনার ব্যখ্যার জন্য। হ্যাঁ আপনার কথাগুলিও খুব যুক্তি সঙ্গত মনে হচ্ছে।কিন্তু এটাতো ভাই কট্টর পন্থি আর উগ্রবাদী মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটা মনে হয় কিছু চালাক মুসলিম বুঝে ফেলেছে আর তার পরেই মডারেট মুসলিম নামক যে নতুন চিজের আবির্ভাব ঘটেছে এদের ক্ষেত্রেও কি কথাটা খাটবে?এখানেই এক ব্লগার " আল্লাহ চাইনা" তাঁর একটা লেখাতে মোডারেট ইসলাম কে বলেছিলেন**ইসলামের জারজ সন্তান।** আর আমারও মনে হয় যে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই সম্প্রদায়ের কোন জুড়ি নেই। ***আপনার কি মনে হয় যে এই সম্প্রদায়ের (মোডারেট ইসলাম বা তথাকথিত উদার পন্থি মুসলিম রা)হাত থে কেও কি একদিন নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব? আমার তো মনে হয় যে মোডারেট ইসলামই হল বর্তমানের ইসলামের সবথেকে বড় অস্ত্র। অনেকটা জীবাণু অস্ত্রের মত silent killer. সোজা কথায় ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে।***

সব মিডিয়াতে মুসলমানদের সাথে সরাসরি খৃষ্টানদের বিতর্ক হচ্ছে , সেসব বিতর্ক যদি আপনি দেখতেন আর মুসলিম পন্ডিতদের লেজে গোবরে অবস্থা যদি দেখতেন খুব মজা পেতেন। http://www.abnsat.com এটা একটা টিভি সাইট, সেখানে ঢুকলে আপনি সেরকম অনেক বিতর্ক শুনতে পাবেন , আর দেখবেন ইসলামি তথাকথিত পন্ডিতদের কি নাজেহাল অবস্থা।

ভাই এই লিঙ্কটির কি কোন টেক্সট লিঙ্ক দিতে পারেন? আমি একটা ছোট জেলা শহরে থাকি আর আমার এখানে ব্রডব্যান্ড নেই। কাজেই আমি অনলাইন ভিডিও দেখতে পারি না। টিভিতে live Telecast দেখার প্রশ্নই আসেনা কারন ইন্টারনেট খুব স্লো।

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:৫৮ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

মুসলিমরা সারা দুনিয়াতে পারলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইসলাম প্রচার করে অথচ কোন মুসলিম দেশেই খ্রিষ্টান রা ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায় না। তা আমার কথা হল , যেহেতু মুসলিম দেশের খ্রিষ্টানরা ধর্ম প্রচার করতে পারে না কাজেই, ওদেরও উচিত ওদের দেশে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়া।

ভুল বললেন,বাংলাদেশে খৃষ্টানরা ৮০ এর দশকে খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে, খৃষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলো, এবং কোটি কোটি খৃষ্ট ধর্মের বই বিনা পয়সায় বিতরণ করেছিলো।কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। মুসলমানরা অন্ধ বিশ্বাসে এত পারদর্শি যে ,পূর্ব থেকে চলে আসা বাপ দাদার ধর্ম বাদ দিয়ে , অন্য ধর্ম সম্বন্ধে জানতেই চাই নি।তাই তাদের সে মিশন ভেস্তে গেছে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:১০ পূর্বাহ্ণ

@সিরাজুল ইসলাম,

মুসলমানরা অন্ধ বিশ্বাসে এত পারদর্শি যে,পূর্ব থেকে চলে আসা বাপ দাদার ধর্ম বাদ দিয়ে , অন্য ধর্ম সম্বন্ধে জানতেই চাই নি।

হাজি সাহেব এটা আপনি নিজে তো নাকি আপনার ID কেউ হ্যাক করেছে?**আপনি স্বীকার করেন তাহলে যে মুসলিমরা অন্ধ বিশ্বাসে পারদর্শি? নাকি শুধু খোঁচা মারার জন্য কথাটা বললেন?**বুঝতে পারছি না ঠিকমতো!

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:

জুলাই ২৩, ২০১২ at ১১:১৭ অপরাহ্ণ

@অচেনা,

হাজি সাহেব এটা আপনি নিজে তো নাকি আপনার ID কেউ হ্যাক করেছে? আপনি স্বীকার করেন তাহলে যে মুসলিমরা অন্ধ বিশ্বাসে পারদর্শি? নাকি শুধু খোঁচা মারার জন্য কথাটা বললেন? বুঝতে পারছি না ঠিকমতো

!

না ! আমিই হাজি সাহেব।শুনে খুব খুশি হয়েছেন বোধ হয় ?আসল সত্য হলো।আমরা যখন অ-সুস্থতার জন্য ডাক্তারের কাছে যায় ,ডাক্তার যা বলেন ,আমরা অন্ধ বিশ্বাসে তাহা পালন করি।কেন না ডাক্তার চিকিৎসা বিষয়ে ভালো জানে, তাই রোগী সেখানে অন্ধের মতই তাহা পালন করে ।আর মুসলমানেরা তাদের ধর্মিয় নেতাদের কথা অন্ধের মত বিশ্বাস করে ।কেন না মুসলিমরা জানে ,তাদের ধর্মিয় নেতারা যাহা জানে আমরা তাহা জানি না।অতএব তার কথা পালনই সব থেকে উত্তম ।তাই তারা অন্ধ বিশ্বাসেই পালন করে।

তাই,যে , যে বিষয়ে ভালো জ্ঞান না রাখে ,তার উচিৎ, যে, ঐ বিষয়ে জ্ঞান রাখে তার কথাকে বিশ্বাস করা।আর যে, নিজে না জেনেও জাননেওয়ালার কথাকে মিথ্যা প্রমানের চেষ্টা করে।সেই সব থেকে আহাম্মুক।লোভী।আর এদের দ্বারাই সমাজের সকল ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ১:৩৮ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আমরা যখন অ-সুস্থতার জন্য ডাক্তারের কাছে যায় ,ডাক্তার যা বলেন ,আমরা অন্ধ বিশ্বাসে তাহা পালন করি।কেন না ডাক্তার চিকিৎসা বিষয়ে ভালো জানে, তাই রোগী সেখানে অন্ধের মতই তাহা পালন করে ।আর মুসলমানেরা তাদের ধর্মিয় নেতাদের কথা অন্ধের মত বিশ্বাস করে ।কেন না মুসলিমরা জানে ,তাদের ধর্মিয় নেতারা যাহা জানে আমরা তাহা জানি না।অতএব তার কথা পালনই সব থেকে উত্তম ।তাই তারা অন্ধ বিশ্বাসেই পালন করে।

ইসলাম ধমের পণ্ডিতরা কি রোগ সারায় না বাড়ায়? উঃ ডাক্তার তো মানুষের রোগ সারায় আর ইসলাম ধমের পণ্ডিতরা রোগ বাড়ায় + মারায়।(যদিও ২-টাই অন্ধের মত বিশ্বাস করতে হয়)
ভাই, দিন দিন এই ইসলাম ধমের রোগে আপনারে পাইতাছে। ।এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের মত, (দিন দিন পাগল হইবেন তাও মনে করবেন সুস্থ, , এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণ) ।

সত্য সহায়।গাভী।

এই গাভী কে কেন মানেন।

[*সিরাজুল ইসলাম*] এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৫:১০ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

ইসলাম ধমের পণ্ডিতরা কি রোগ সারায় না বাড়ায়? উঃ ডাক্তার তো মানুষের রোগ সারায় আর ইসলাম ধমের পণ্ডিতরা রোগ বাড়ায় + মারায়

রোগ সারায়।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৫:৫৮ অপরাহ্ন
@সিরাজুল ইসলাম,

রোগ সারায়।

শান্তির রোগ সারায় কিন্তু অশান্তির রোগ বাড়ায়।

সত্য সহায়।গাভী।।

এই গাভী কে কেন মানেন ?
ভাইজান কি রোজা রাখছেন?
আপনার উত্তরেই বুঝা জায়তাছে ইসলাম ধমের সিজোফ্রেনিয়া রোগে আপনি আক্রান্ত।
ভাই, দিন দিন এই ইসলাম ধমের রোগে আপনারে পাইতাছে। ।এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের মত, (দিন দিন পাগল হইবেন তাও মনে করবেন সুস্থ , , এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণ) ।

সত্য সহায়।গাভী।।

এই গাভী কে কেন মানেন ?
ভাইজান কি রোজা রাখছেন?

সিরাজুল ইসলাম এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ১২:১৬ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

আপনার উত্তরেই বুঝা জায়তাছে ইসলাম ধর্মের সিজোফ্রেনিয়া রোগে আপনি আক্রান্ত।

আপনার আলোচনাতে ও বুঝা জায়তাছে আপনি ইসলাম বিদ্বেষী সিজোফ্রেনিয়া রোগে আপনি আক্রান্ত।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

নেটওয়ার্ক এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৮:৩০ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আপনার আলোচনাতে ও বুঝা জায়তাছে আপনি ইসলাম বিদ্বেষী সিজোফ্রেনিয়া রোগে আপনি আক্রান্ত।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীরা আর একজন কে দেখলেও এক ই রকম মনে করে।
ভাই আপনে ডাক্তার দেখান (ইসলামের ডাক্তার না MBBS ডাক্তার দেখান) জোকার নায়েকে যদিও mbbs ডাক্তার,তার থেকে সাবধান (গেলে ফুল পাগল বানাইয়া দিব)
সত্য সহায়।গাভী।।

এই গাভী কে কেন মানেন ?
ভাইজান কি রোজা রাখছেন?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ২:২০ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
ধর্মকারীতে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে, ইন্দোনেশিয়াতে প্রতি বছর ২০ লাখ মানুষ ইসলাম ছাড়ছে।

সবে শুরু হয়েছে। এখন দেখা যাক কত বছর আপনারা আর ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। মুহম্মদকে তো বিষ খাইয়ে জয়নাব মেরেছেই , এখন কাল্পনিক আল্লা কত দিন বেঁচে থাকে, সেটাই দেখবো।

শাহরিয়ার এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ২:০২ অপরাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, ইউটিউবে একটা ভিডিও তে বলছে আগামী ৫০ বছরে পুরা দুনিয়া ইসলামিক হয়ে যাবে..http://www.youtube.com/watch?v=0HTSwUig2-0&feature=fvsr..এবং যে এইটা বানাইছে সে মুসলিম না..
এখন ভয় পান...

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ৭:১৩ অপরাহ্ণ
@শাহরিয়ার,
এখন মুসলমমানরা নবীর একটা সুন্নত - জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনীহা- পালন করছে। তাতেই এই অবস্থা। যদি নবীর ৪টি বিয়ের সুন্নত পালন করতো, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি পুরো দুনিয়া ইসলামিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। আর যদি ১৩টি বিয়ের সুন্নত পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে সম্ভব হতো তাহলে তো কথাই নেই। পুরো দুনিয়া রাতারাতি মুসলিম।
এই দিক থেকে ভাবলে সম্প্রতি বার্মায় বৌদ্ধরা যা করেছে তাকে সঠিক বলেই মনে হয়। রোহিঙ্গাদের উপর তাদের প্রধান একটি আক্রোশ ছিলো, সেখানকার মুসলমানরা বেশি সন্তানের জন্ম দি য়ে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই অচিরেই অন্যান্য দেশও এই নীতি পালন করবে। আর নবীর চিন্তাধারা সংখ্যায় তিনি অন্যদের পরাস্ত করবেন- এর ফলে মুসলিমরা কেনো দিনই বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। দারিদ্র , অশিক্ষা আর কোরানিক জ্ঞান তাদের সব সময় একটা মধ্যযুগীয় অন্ধাকরে রেখে দেবে , সেখান থেকে তারা কোনো দিনই বের হতে পারবে না। মুসলিম বিশ্বের এখন প্রধান শক্তি তেল। কিন্তু এই তেলও ৫০/৬০ বছর পর ফুরাবে। তখন দেখা যাবে মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৬:০৮ অপরাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
হাশিম চাকলাদার এর লেখা।

আমার এক বন্ধু যিনি দীর্ঘ বছর ধরে কোরান হাদিছের পড়া শুনা ও গবেষনা করছেন, তিনি একদিন আমাকে বল্লেন,” জানেন? সুনান আবুদাউদের অনেক হাদিছ ছিল ,আগে দেখতে পেতাম, যেখানে বিধর্মিদের স্বামীর উপস্থিতিতেই তাদের স্ত্রীদের কে ধর্শনের উৎসাহ ছিল, সেই হাদিছ গুলী বর্তমানে আন্তর্জাল থেকে কেটে দিয়েছে, কী মারাত্বক ব্যাপার !!তবে পুস্তকে দেখতে পারলে এখনো এগুলী পাওয়া যাবে। আমার কাছে সুনান আবুদাউদ পুস্তক আকারে আছে কিনা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্ত আমি বল্লাম,আমি পাব কোথায়?

*ওমর ফারুক*এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ১২:০৯ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

(দিন দিন পাগল হইবেন তাও মনে করবেন সুস্থ , , এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণ) ।

পাগল হইয়া- ই আছেন। আল্লা ও নবীর প্রেমে।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ৫:৪৯ অপরাহ্ণ
@ওমর ফারুক,

পাগল হইয়া- ই আছেন। নবীর প্রেমে।

ভাই ,নবিজির সাথে প্রেম করছে । সিরাজুল ইসলাম তো সমকামী । ছি ছি ....।

ভাই উনারে ডাক্তার দেখান (ইসলামের ডাক্তার না MBBS ডাক্তার দেখান) জোকার নায়েকে যদিও mbbs ডাক্তার,তার থাকে সাবধান (গেলে ফুল পাগল বানাইয়া দিব)

ভাই, দিন দিন এই ইসলাম ধমের রোগে উনারে পাইতাছে। ।এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের মত, (দিন দিন পাগল হবেন তাও মনে করবেন সুস্থ , , এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণ) ।

*ওমর ফারুক*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৩:০৯ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,
ভাই জান আপনারা ওনারে নিয়া যে ভাবে মস্করা করতাছেন, আল্লায় আপনাগ উপর গজব দিব। আর আপনারা দেখতাছি ডাক্তার হিসাবে বহুত পারদর্শী, কি সকল কঠিন কঠিন রোগের নাম কন। কামাসক্তি ও অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের (চুরি প্রতি আসক্তি)আসক্তি এই গুলা নাকি রোগ। আর এই গুলা যদি রোগ হয় তা হলে প্রবীরঘোষ ও ডাক্তার ফিল, সেই সময় জন্মাইলে ওনারে হেল্প করতে পাইরতেন। আর এখন আপনারে ওনারে (নবী) নিয়া অত মস্করা করার সুযোগ ই পাইতেন না। আল্লায় আপনাগরে হেদায়ত করুক। আমিন

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৪:০৮ অপরাহ্ণ
@ওমর ফারুক,
আপনার কথা শুনলে মনে হয় **মুখে হাসি মানে বিষ**
ভাই আপনে তো উপরের টা ও খান আবার নিচের টাও খান।
আর নিরপেক্ষ আচরণ করতাছেন।(সুবিধা বাদী)।

*ওমর ফারুক*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ১০:৪৪ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,
আমার মনে হইছিল ভাই জান অনেক রসিক মানুষ। আমার রসে ভাই জানকে না বিজাইয়া বিরক্তির

কারন হইছে।এর জন্য দুঃখ পরকাশ করতাছি। জাত ভাইয়ের সাথে গোরসা করলে বেজাত ভাইয়েরা হাইসব। আবার দেখা হইব। ভালা থাইকেন।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ১১:১৯ অপরাহ্ণ
@ওমর ফারুক,
মনে কিছু নিয়েন না, ১ টু বাড়ি দিয়া দেখলাম.........।

*ওমর ফারুক*এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ১:২৩ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,
রোগ নিয়া যে কিছু কইলেন না?

*অচেনা*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৩:৪৪ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

ভাই ,নবিজির সাথে প্রেম করছে । সিরাজুল ইসলাম তো সমকামী । ছি ছি ....

না ভাই সমকামী না। মনে নেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হল পুরুষ আর **মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ হল নারী?** এটাই সিরাজুল ওরফে হাজি সাহেবের বানী।

*রাগাদ*এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ১:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,
ডাক্তারের দেয়া উপোদেশ আমরা ততক্ষণই মানি যতক্ষন পর্যন্ত রোগের অগ্রগতি দেখা যায়। আর যদি

দেখি যে রোগ সারছে না, বরং বাড়ছে তখন আমরা ডাক্তার পাল্টাই। অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুর জন্য বসে থাকি না। কিন্তু আপনি বা আপ্নারা বিশ্বাসীরা হয়তো ব্যাতিক্রম। আপ্নারা চোখ বন্ধ করে বাঁচতে চান এবং অন্যের চোখও টিপে ধরতে চান। মিথ্যা আঁকড়ে ধরে রেখে কি আনন্দ বলুন তো ?

*অচেনা*এর জবাব:
আগস্ট ৫, ২০১২ at ৮:৩৩ অপরাহ্ণ
@রাগাদ,

মিথ্যা আঁকড়ে ধরে রেখে কি আনন্দ বলুন তো ?

সম্ভবত এতে এসএমএস এর মাধ্যমে বউ তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করা যায় তাই 🙂

*ওমর ফারুক*এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৩:১০ পূর্বাহ্ণ
@অচেনা,

মুসলিমরা সারা ছুনিয়াতে পারলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইসলাম প্রচার করে

যে, যা বিশ্বাস করে, সে তার বিশ্বাস ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করবে এটাই ত সাবাভিক, আর তাদের বিশ্বাস প্রচারিত না হলে, তাদের বিশ্বাসের অসারতা জানবেন কি ভাবে। আপনি ও আপনার বিশ্বাস ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছেন, আর আমি আপনার ঢাক ঢোল পিটানের সাথে এক মত।

কোন মুসলিম দেশেই খ্রিষ্টান রা ধর্ম প্রচারে র সুযোগ পায় না। তা আমার কথা হল , যেহেতু মুসলিম দেশের খ্রিষ্টানরা ধর্ম প্রচার করতে পারে না কাজেই, ওদেরও উচিত ওদের দেশে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়া।

কোন মুসলিম দেশেই খ্রিষ্টান রা ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায় না বা দেয়া হয়না সেটা অন্যায় , আর একই কাজ খ্রিষ্টানরা করলে অন্যায় হবেনা? আপনার মতানুশারে মুসলিম দেশে গুলো আপনার পক্ষেই কাজ করছে। আপনি কি সকল ধর্মের বিরুদ্ধে , না শুধু ইসলাম ধর্মের? উদাহরণ সরূপ এই মুক্তমনা ব্লগ টি

যদি কোন দেশ প্রচার বাধা বা বন্ধ করে দেয় আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আমি নিতচিৎ আপনি দুঃখ পাবেন।

কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা আর মানবতার দোহাই দিয়ে পশ্চিমারা সেটা করছে না। আপনি কি মনে করেন না যে পশ্চিমা দেশগুলোর এই নীতিটাও আজ ক্যানসারে মত দ্রুত ইসলামের বেড়ে ওঠা কে সমর্থন করছে?

ক্যানসার যত বাড়বে আমাদের ডাক্তারদের দক্ষতা তত বাড়বে, দেখুন না ভবঘুরে সাহেব কত দক্ষতার সহিত ক্যানসারের ব্যবচ্ছেদ করছেন, বাপরে বাপ!!! ক্যানসার না থাকলে তিনি কি তা করতে পারতেন?

ভাল থাকুন

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:১৬ পূর্বাহ্ণ
@ওমর ফারুক,

আপনি কি সকল ধর্মের বিরুদ্ধে , না শুধু ইসলাম ধর্মের?

আমি আসলে কোন ধর্মের পক্ষে না। তবে যেহেতু অন্য ধর্মগুলো কোনদিনই আমার মাথাব্যথার কারন হয়ে দাঁড়ায় নি কাজেই এদের নিয়ে কোন মাথা ব্যথা আমার নেই।বর্তমানে দুনিয়ার বুকে একমাত্র মাথাব্যথার নাম (ধর্মীয় ব্যাপারে) ইসলাম ।কাজেই সঙ্গত কারনেই আমার প্রধান ঘৃণা হল ইসলামের দিকে।এটা যদি Inquisition এর যুগ হত, তবে কোনই সন্দেহ নেই যে আমার প্রধান বিরোধী অবস্থান হত **রোমান ক্যাথলিক চার্চের** বিরুদ্ধে। ধন্যবাদ আপনিও ভাল থাকুন।

ওমর ফারুক এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১২:০৪ অপরাহ্ণ
@অচেনা, 👍 🌹

2. 2
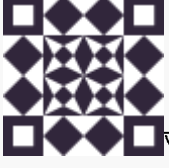
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ৭:৪৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

....

ইসলাম গ্রহনের পূর্বে মুগিরা একটা দলের লোক ছিল। সে তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুটে নিয়ে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহন করল।মোহাম্মদ তাকে বলল- তোমার ইসলাম গ্রহন করা হলো কিন্তু তোমার মালামাল গ্রহন করা হবে না।

উক্ত হাদিসে একটা ব্যপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো - মোহাম্মদ মুগিরাকে বলছেন- তোমার ইসলাম গ্রহন করা হলো কিন্তু তোমার মালামাল গ্রহন করা হবে না। কেন মালামাল গ্রহণ করা হবে না ? কারন সেগুলো সে ইসলাম গ্রহনের পূর্বে লুট করেছে। অত:পর ইসলাম গ্রহনের পর থেকে সে যত ডাকা তি, লুট পাট করেছে তার সবই গ্রহণ করা হয়েছে , বৈধ বলা হয়েছে।

ব্যাখাটা একেবারে জায়গা মতন বসিয়েছেন,ভাইজান। অন্যথায় এটাই প্রমানিত হয়ে যাচ্ছিল যে নবিজী কতবড় নীতিবান ও আদর্শবান যে, মুগীরার মালামাল ডাকাতির দ্বারা আয় হওয়ার কারনে ,মুগীরা স্বেচ্ছায় দিতে চাওয়ার পরেও তার প্রতি কোন লোভ দেখান নাই।
কত বড় নীতিবান ও উদার আমাদের নবী।
আমি ইতিহাস জানিনা। এর পরে কী ঘটেছিল তাও জানিনা।
আচ্ছা, যে নবিজী সমগ্র মানব ও জীন জাতির আন্তর্জাতিক নবী (কোরানের কোথাও আছে)
তিনি এই মানব হন্তা ও দশ্যু মুগীরার জন্য কী শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন ?
তাকে কী মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন?
এটা না করলে তো একজন নবীর পক্ষে এটা মারাত্মক অবিচার করা হল, আমি মনে করি।
আর শুধু তাই নয়, তার নীতি ও তার অনুসারীদের উপর পালন করার নির্দেষ এসে যায়।
মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য জাতি ধর্মনির্বিশেষে বন্ধুত্ব সুলভ আচরনের মাধ্যমে বসবাসের জন্য এ ধরনের আচরনের শীক্ষা, মারাত্মক প্রতিবন্ধক নয়কী?
তাহলে আমরা মুসলমনেরা বিধর্মীদের দেশেও বা কী করে বসবাসের আশা করতে পারি ?

এখনো ভাল ভাবে পড়ে পারি নাই। পরে দেখতে হবে।

3. 3

ছন্নছাড়া

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ৮:১২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাইজান অপেক্ষাতে আছি, বোম্বের হাজীরা এসে কি বলেন তা জানার জন্য। এপর্বটি চমৎকার রেফারেন্সযুক্ত হয়েছে।ইবনে কাথির মনে হয় সরল টাইপের মানুষ ছিলেন। মহাম্মাদ ও ইবনে কাথির দুজনেই বেচে থাকলে মোহাম্মাদ তাঁর প্রান্দন্ড দিতেন কারন ঐ লোকটার জন্যই থলের বিড়াল বেরিয়ে যাচ্ছে।

সাদ তাঁর পুর্বপরিচিত গোষ্ঠির সাথে যে ভয়াবহ বেইমানী করলো তাঁর জন্য কেন তাকে বানু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা মীরজাফর বলবেনা তা জানতে চেয়ে আদলতে একটা রীট দাখিল করা দরকার।

যখন মুসল্যাঙ্গন আদর করে বাচ্চার নাম সাদ/তালহা যুবায়ের রাখেন আমার আত্মা কেপে যায় , আগামী প্রজন্ম যদি এরকম যুদ্ধবাজ ডাকাত হয় তাহলে আমাদের নৈতিক শিক্ষা যে ধুলায় লুণ্ঠিত হবে।

“সত্য কথা বলতে এত ভয় কিসের”

ভয় তো আপনাদের মত ভবঘুরেদে র নিয়ে যারা সারাদুনিয়ার বইপত্রের ভিতর ঘুরে বড়াবে আর বেহুদা জিহাদি মুসলমানগো লেঙ্গুঠিয়া ধরে টান মাইরা খুইলা ফালাইবো।

(কোনক্রমেই ইমো ব্যবহার করতে পারছিনা কেন যদিও আগে পারতাম?কোটেশন করবো কিভাবে?)
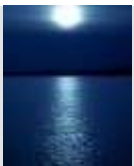
অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:২৬ পূর্বাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

সাদ তাঁর পুর্বপরিচিত গোষ্ঠির সাথে যে ভয়াবহ বেইমানী করলো তাঁর জন্য কেন তাকে বানু কুরাইযা গোত্রের লোকেরা মীরজাফর বলবেনা তা জানতে চেয়ে আদলতে একটা রীট দাখিল করা দরকার।

সত্যই ভাই। ভবঘুরে ভাইয়ের লেখাগুলো অনেক কিছু আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এমন অনেক বিষয় চিন্তাতেও আসেনি কারন ইসলামের ইতিহাসের সব বইগুলো একপেশে লেখা। আর এতে মুহাম্মদের গুনগান এতই বেশি থাকে যে বিরক্ত হয়ে পরে এসব পড়া ছে ড়ে দিয়েছিলাম।

এখন এই লেখাগুলো পড়ে চোখ আরও বেশি করে খুলে যাচ্ছে। সাদ যে বিশ্বাসঘাতক এটা মাথাতেই আসেনি এই লেখাটা পড়ার আগে।অথবা এটা চিন্তা করারও অবকাশ আসেনি, কারন মোহাম্মদের অনুচররা তার মতই ইহুদী বিদ্বেষী হবে এটা নিজের মনেই ছিল আমার। কিন্তু এখন তো জানতে পারলাম যে ইহুদীরা আসলেই কোন চুক্তি ভাঙ্গে নি। আর চুক্তি ভাঙলেই তাদের গনহত্যা করার কোন অধিকার মুহাম্মদের ছিল না। **আর সেখানে যেহেতু ইহুদীরা চুক্তিই ভাঙ্গেনি কাজেই তাদের খুন করা হল শুধুমাত্র মুহাম্মদ কে নবি বলে না মানার কারনে।** চেঙ্গিস খান খুনি ছিলেন, তবে তার মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা খুব বেশি ছিল বলেই জানি।আর হুজুরে পাক মুহাম্মদের তুলনায় আসলেই এখন চেঙ্গিস খান কে নিস্পাপ শিশু বলে মনে হচ্ছে আমার ।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১২:২৩ অপরাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

কোটেশন করবো কিভাবে?

ভাই আগে যেমন করে করতেন সেভাবেই করবেন।কপি করা জন্য যেমন পুরা লেখাকে highlight করা হয় সেভাবে মাউস দিয়ে করে নিন আর কপি না করে এই রিপ্লাই উইন্ডো এর উপরে দেখবেন **উদ্ধৃতি** বলে একটা অপশন আছে(ডান থেকে ৩ নম্বরে), ওখানে ক্লিক করুন।তারপর আপনার সিলেক্ট করা অংশটুকু “blockquote” হয়ে যাবে।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১২:২৫ অপরাহ্ণ
@অচেনা,

আর কপি না করে

মানে প্রথমেতো কপি করেছেন এবা ওটা পেস্ট করে সিলেক্ট করেন। আর তারপরেই **উদ্ধৃতি** তে ক্লিক করেন ।

ছন্নছাড়া এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:৩২ অপরাহ্ণ
@অচেনা,
অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। এইবার মনে পড়েছে।সিরাজুল ভাইয়ের মতে আমরা কম জ্ঞানী মানুষ তাই দ্রুত সব কিছু ভুলে যাই।

4. 4

আদিল মাহমুদ

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ৮:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

লেখায় চরমভাবে দ্বি-মত প্রকাশ করছি।

ব্যস, এর পর মুখে কুলুপ।

এটা ডাহা মিথ্যা কথা।

আপনার কপালে তো এবার মহা খারাবি দেখতে পাচ্ছি। গীতার সাথে কোরানের তূলনায় নেমে গেছেন??

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ৯:৫৩ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

অনেক দিন পর ভাইজানরে দেখলাম, ভা্‌ল আছেন? মনে হয় আমাদেরকে একেবারে ভুলেই গেছেন।

এটা ডাহা মিথ্যা কথা।

কোনটা ডাহা মিথ্যা ঠিক বুঝলাম না।

লেখায় চরমভাবে দ্বি-মত প্রকাশ করছি।

শুধু দ্বিমত প্রকাশ করতে হবে বলেই করছেন নাকি কোন কারন আছে ?

আপনার কপালে তো এবার মহা খারাবি দেখতে পাচ্ছি। গীতার সাথে কোরানের তুলনায় নেমে গেছেন??

খালি গীতা দেখলেন ? গসপেল দেখেন নি ? আর কোন প্রসঙ্গে তুলনা সেটা বোধ হয় নজরে পড়ে নি ?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:২৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে, 🙂

আপনি মনে হয় অতি সিরিয়াস তর্কাতর্কি করতে করতে রসবোধ ব্যাংকের লকারে জিম্মা রেখে দিয়েছেন।

ডাহা মিথ্যা হল এইটাঃ

“ব্যস, এর পর মুখে কুলুপ।”

দ্বি-মত পোষন এখানেই করেছি বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে।

আসলে দৌঁড়ের ওপর আছি, লেখাটা পুরো পড়িনি, গসপেলের অংশে যাইনি। তবে গসপেলের তুলনায় গীতাই হিট হবে বেশী চোখ বন্ধ করে বলতে পারি। অন্য এক সাইটে দারুন মজা হবে, অপেক্ষায় রইলাম 😁।

কোরানের কন্টেক্সট বুঝতে হবে এটা আসলে সব নয় , বিশেষ কিছু আয়াতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এতিমের সম্পদ মেরে খেয়ো না, কিংবা দান খয়রাত কর এ জাতীয় আয়াতের ক্ষেত্রে কন্টেক্সটের কোনই প্রয়োযন পড়ে না। তখন কোরান সহজ সরল ভাষায়ই নাজিল হয়েছে বোঝা যায় যা বুঝতে অন্য কোন সূত্র কিংবা ষষ্ঠ শতকের আরবী ব্যাকরন জানার কোনই দরকার পড়ে না।

কন্টেক্সট, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এসবের নানা সূত্রে ক্ষেত্র বিশেষে বড় ধরনের তফাত আছে। কন্টেক্সট এতই গুরুত্বপূর্ন হলে আল্লাহ পাক হয়ত চরম পরীক্ষার অংশ হিসেবেই এই ধরনের তফাত করে রেখেছেন যাতে তার নিজ খাস উম্মতরা তারই পাঠানো গ্রন্থ বুঝতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়। হয়ত আল্লাহ পাকের বিজনেশ পলিসি হল যে কোরান ঠিক ভাবে মানা না মানা প্র্যাক্টিস করা কোন ব্যাপার না, শুধু মানি বলে দাবী করে যা ইচ্ছে পালন করাটাই মূখ্য।

তবে নবীজি কেন নিজে এসব কন্টেক্সট চমতকারভাবে ব্যাখ্যা করে এই বিভ্রান্তির পথ রুদ্ধ করে গেলেন না এ প্রশ্ন আমার মনে বহুবারই এসেছে। খোদ নবীজির তাফসীর নিয়ে নিশ্চয়ই কোন রকম বিভ্রান্তি হত না।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২১, ২০১২ at ১০:৫৪ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

ভাই দু:খিত। অনেকদিন আপনার সাথে মোলাকাত নেই তো ভুলে গেছিলাম আপনার স্টাইল। না হলে এরকম ভুল করতাম না। যাহোক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি, আশা করি এখন থেকে নিয়মিত আপনাকে পাব।

5. 5
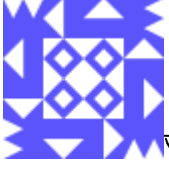
অর্নিবান

জুলাই ২১, ২০১২ সময়: ১১:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অসাধারন ।

আচ্ছা জাকির নায়েক কে কেউ কি এধরনের প্রশ্ন করেন না ? নাকি করলেও তা নিজের চ্যানেল বলে কেটে বাদ দিয়ে প্রচার করেন ?

মাঝে আপনার প্রবন্ধগুলো পড়তে পড়তে অনেক সময় কেটে যায় । এত রেফারেন্স ।

নতুন নতুন এসেছি, কমেন্ট করতেছি ভুল হলে ক্ষমা করবেন । অপেক্ষায় রইলাম কিছু ইমানদার ব্যাক্তির উপযুক্ত উত্তর এর । আসলে কমেন্টে যুক্তি ও তর্কটা মাঝে মাঝে বেশী ভাল লাগে ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:২৫ পূর্বাহ্ণ
@অর্নিবান,

আচ্ছা জাকির নায়েক কে কেউ কি এধরনের প্রশ্ন করেন না ? নাকি করলেও তা নিজের চ্যানেল বলে কেটে বাদ দিয়ে প্রচার করেন ?

জাকির নায়েককে প্রথম দিকে এসব প্রশ্ন তেমন কেউ করত না। আর করলেও ঘুরিয়ে পেচিয়ে একটা নিজের মনগড়া উত্তর দিয়ে দিত। কারন তখনও মানুষ কোরান হাদিস তেমন একটা পড়েনি। বা তখনও ইসলামের সমালোচনাকারী সাইট তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে করে। এই যেমন সেদিন দেখলাম এক লোক প্রশ্ন করেছে- একজন সর্বশ্রেষ্ট নবী কিভাবে ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে তার বয়স যখন ৯ তখন তার সাথে সেক্স করতে পারে ? তো উত্তর দিতে গিয়ে দেখলাম অনেকটা রেগে গিয়ে বলছে- এটা নিয়ে তো আয়শার কোন অভিযোগ ছিল না , তাহলে আমাদের কেন থাকবে? কি আশ্চর্য ! বিষয়টা হচ্ছে এ ধরনের কাজ নৈতিকতার মানদন্ডে কতটা ঠিক সেটা , কিন্তু জাকির মিয়া বলছে আয়শার কোন অভিযোগ ছিল না। আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন জাকির মিয়ার ফর্ম বেশ কিছুদিন পড়তির মুখে। আগের মত নেই। খোদ মুসলমানদের মধ্যেই এক বড় দল গড়ে

উঠেছে যারা জাকির মিয়ার বিরোধিতা করে কারন তারা বুঝতে পারছে জাকির মিয়া কোরান হাদিসের বিকৃত ব্যখ্যা করে। বাস্তবেও তাই , জাকির মিয়ার মত এত বড় মাপের মিথ্যাবাদি আমি আর দেখিনি। মিথ্যা কথাকে এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করে মনে হয় সত্য বলছে , তার মধ্যে মোহাম্মদের কিছুটা গুণ বিদ্যমান এই মিথ্যা বলার ব্যপারে।

পরিশেষে জাকির মিয়ার কোন বিতর্ক তো সরাসরি প্রচার করা হয় না , তাই কোন যায়গাতে সে বিপদে পড়লে সেটা নিশ্চয়ই কেটে সেটে বাদ দিয়েই প্রচার করে।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৪:৪৩ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

খোদ মুসলমানদের মধ্যেই এক বড় দল গড়ে উঠেছে যারা জাকির মিয়ার বিরোধিতা করে কারন তারা বুঝতে পারছে

তারা বুঝতে পারলেও, তারা কোরআন জন্য পারলে জান দিয়া দেয়। আমি এরকম অনেকেই চিনি ,যারা জাকির কে পছন্দ করে না,কিন্তু তারা কোরআন জন্য পারলে জান দিয়া দেয়। তাদের ভুল ধরাইয়া দিলেও , তারা মানতে চায় না। তারা বলে নাউঝুবিল্লা , এগুলা ভুল ,এগুলা বুঝতে হলে হাদিস বুঝতে আরও অনেক ব্যাপার আছে। অ থচ তারা কোন উত্তর দিতে পারেনা।
একবার আমরা সবাই ১ টা মেলায় গেলাম, মেলা থেকে বের হবার পর, ১ জন বলে উঠল মেলায় যাওয়া না কি ইসলামে নিশেধ। অথচ যাওয়া আগে এ কথা মনে ছিল না।
তারা রাস্থায় হাটে আর মেয়ে দেখে, আর বাসায় এসে বলে তারে না কি সয়তানে পাইছে।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৪:৫২ অপরাহ্ণ
এগুলা ভুল ,এগুলা বুঝতে হলে হাদিস বুঝতে আরও অনেক ব্যাপার আছে

এ লাইন টা হবে এ রকম = এগুলা ভুল ,এগুলা বুঝতে হলে হাদিস বুঝতে হবে এবং আরও অনেক ব্যাপার। :sorry:

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:১২ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

ভাইজান এত অস্থির হওয়ার কিছু নাই। কেবল তো শুরু। আর কিছু কাল অপেক্ষা করুন। ১৪০০ বছরের বিশ্বাস , এত সহজে যায় ? এ ছাড়া এর সাথে আত্ম পরিচয়ের ব্যপারও আছে। এখন এ নিয়ে যখন শুরু হয়েছে, এর শেষ হয়েই ছাড়বে। দুশ্চিন্তার কারন নেই।

6. 6

কৌস্তুভ

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ১:১৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বাহ, এইরকম 'কনটেক্সট' সহ কাফেরদের হত্যা করা, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা, এইসব আয়াতগুচ্ছও ব্যখ্যা হোক।

7. 7

আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৪:২৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তা সহজেই বোঝা যায়। তার দলবলকে বোঝাতে হয় যে জিব্রাইল এসে বলছে কুরাইযা গোষ্ঠি কে আক্রমন করতে যদিও তাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি আছে। অন্যথায় তার দলবল সমালোচনা করতে পারত যে যেহেতু তাদের সাথে একটা সন্ধি চুক্তি আছে তাই তাদেরকে বিনা কারনে আক্রমন করে হত্যা করা নৈতিক নয়। তাদের সামনে বিষয়টিকে নৈতিক করার জন্যই মোহাম্মদ জিব্রাইলের আমদানি করেন সাথে সাথেই। উক্ত তফসিরে কৌশলে মোহাম্মদকে এ

গণহত্যার দায় থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করলে দেখা যায় মোহাম্মদই আসলে গণহত্যার রায় দিয়েছেন ও তার নির্দেশেই এ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে।

না,না, জিব্রাইল কে দিয়ে গোপন নির্দেশ দেওয়ানোর ও তো প্রয়োজন হয়না, কারন ইসলাম ধর্ম স্বার্থের খাতিরে যে কোন সময়ই চুক্তি ভেঙে দিতে সক্ষম। আমার কথা বিশ্বাষ হচ্ছেনা?
তা হলে স্বয়ং দয়াল নবিজীর মুখের পরিস্কার বানীটা একটু শুনে নিন ?
MUSLIM SHARIF
Book 015, Number 4053:
Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: He who took an oath and then found another thing better than (this) should expiate for the oath (broken) by him
MUSLIM SHARIF
Book 015, Number 4057:
'Adi b. Hatim reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: He who took an oath, but he found something else better than that, should do that which is better and break his oath.
দেখুন তাহলে আমি সঠিক বলেছি কিনা ?অবশ্য সিরাজুল হক সাহেবরা বলে বসতে পারেন "হাদিছ বিশ্বাষ যোগ্য নয়।" তখন তো তাকে আমার আর কিছুই বলার থাকবেনা।আমি তখন অসহায়।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:২৯ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

না,না, জিব্রাইল কে দিয়ে গোপন নির্দেশ দেওয়ানোর ও তো প্রয়োজন হয়না, কারন ইসলাম ধর্ম স্বার্থের খাতিরে যে কোন সময়ই চুক্তি ভেঙে দিতে সক্ষম। আমার কথা বিশ্বাষ হচ্ছেনা?

ভাইজান ঠিকই বলেছেন । তবে প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সট বিবেচনা করলে দেখা যায় এসব হাদিস মোহাম্মদ বলেছেন উক্ত বনু কুরাইযা গণহত্যার পরে। সত্যি সত্যি মোহাম্মদ কোন রকম চুক্তির ধার ধারতেন না। এটা তিনি সব সময় সিদ্ধ করতেন আল্লাহর ওহী বা জিব্রাইলের মাধ্যমে। তার অনুসারীরা ততদিনে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে পুরাপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই এসব নিয়ে তারা কোন প্রশ্ন করত না। আর করবেই বা কেন ? তাদেরও তো অনেক লাভ। অন্যের ধন সম্পদ জায়গা জমি দখল করে যদি মজার জীবন যাপন করা যায়, কেন খামোখা তারা এসব নিয়ে প্রশ্ন করবে ?

8. 8
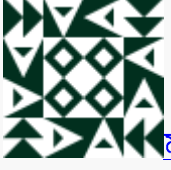
মাসুদ

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৫:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এ যেন পর্ব-১৭ নয়,১৭টা পর্বত ।যাহার তলা থেকে মোহাম্মদ ও ইসলামের উদ্ধার পাওয়ার কোনোই আশা নাই ।

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১:৩২ অপরাহ্ণ
@মাসুদ,

এ যেন পর্ব-১৭ নয়,১৭টা পর্বত ।যাহার তলা থেকে মোহাম্মদ ও ইসলামের উদ্ধার পাওয়ার কোনোই আশা নাই ।

ঠিক বলেছেন। পুরোপুরি একমত আপনার সাথে আমি।

9. 9

গোলাপ

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৭:২১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলাম এর স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে যেরকম, সেরকমভাবেই তার প্রচারকরা প্রচার করুক, কেন তারা সারাক্ষন মিথ্যা প্রচারনা করে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ? সত্য কথা বলতে এত ভয় কিসের ?

সহমত।

গত ১৪০০ বছর ধরে ইসলামী পণ্ডিতরা সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে এসেছে। আর এখন তা এমন পর্যায়ে এসেছে যে যারা সত্যই "সহি ইসলামের" পক্ষে তাদেরকে 'উগ্রবাদী/মৌলবাদী" অপবাদ দেয়া হয়। আর যারা ইসলামের দৃষ্টিতে "মোনাফেক" তাদেরকে বলা হয় 'সাচ্চা মুসলমান'। এ বিভ্রান্তির অবসান জরুরী।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

আর এখন তা এমন পর্যায়ে এসেছে যে যারা সত্যই "সহি ইসলামের" পক্ষে তাদেরকে 'উগ্রবাদী/মৌলবাদী" অপবাদ দেয়া হয়। আর যারা ইসলামের দৃষ্টিতে "মোনাফেক" তাদেরকে বলা হয় 'সাচ্চা মুসলমান'। এ বিভ্রান্তির অবসান জরুরী।

যথার্থ মন্তব্য। ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস। আজকে আমাদের মত কাফির নাস্তিকদেরকেই প্রকৃত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। ইসলামকে রক্ষা করতে হচ্ছে অপপ্রচারকারীদের হাত থেকে।

10. 10

বস্তাপচা

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ১২:০৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে, অসাধারণ বললেও সঠিক ভাবে প্রকাশ করা যায় না। 🌹 🌹 🌹 আপনার গভীর পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। গীতা এবং গসপেলের তুলনা দিয়ে দারুণ কাজ করেছেন। **এবার আপনার কাছে চাই কোরানের দর্শন নিয়ে একটি প্রবন্ধ।** বিভিন্ন সময়ে নানান ধরণের ভাঁড় এসে কোরানের দর্শন নিয়ে বহু আষাঢ়ে আজগুবি গাঁজাখুরী গুলগল্প ফাঁদে। তার একটি

বিহিত করা যাবে। এই ভাঁড়দের জন্য অনেক সময় মূল বিষয়ের খেই হারিয়ে যায়। অ বশ্য সেটাই তাদের আসল লক্ষ্য।
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

11. 11
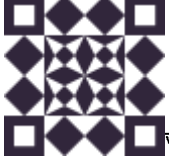
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৫:৪৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই জিহাদের ডাক দিয়ে আক্রমন করতে পারে মুসলমানরা আর তাদেরকে মেরে কেটে সাফ করে অত:পর তাদের **নারীগুলোকে গণিমতের মাল হিসাবে ভাগ করে**

কোন এক সময় মুসলিম যোদ্ধারা বন্দিনী নারীদের সংগে যৌন সংসর্গ করিতে আগ্রহী ছিলনা , তখন সংগে সংগে নবিজী কোরানের নির্দেশ এনে একাজে তাদেরকে উৎসহিত করে দেন।
অন্যের স্ত্রীদেরকে এভাবে নিজের যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহর আয়াত দেখিয়ে হালাল করার মত গর্হিত ও অনৈতিক কাজ কেন নবিজী করিলেন, বুঝা বড় কঠিন।
আমি নিজে বানিয়ে বলতেছিনা।
নীচের হাদিছটা তাহলে একটু দেখে নিতে পারেন।
Muslim Sharif
Book 008, Number 3432:
Abu Sa'id al-Khudri (Allah her pleased with him) reported that at the Battle of Hanain Allah's Messenger (may peace be upon him) sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah's Messenger (may peace te upon him) seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that:" And women already married, except those whom your right hands possess (iv. 24)" (i. e. they were lawful for them when their 'Idda period came to an end).

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:০৭ অপরাহ্ন

@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজান তো দেখি অতি দ্রুত মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন। এখন কি আমরা আপনাকে **শায়খুল হাদিস আ: হাকিম চাকলাদার** উপাধি দেব ?
উক্ত যে হাদিস আপনি উল্লেখ করলেন এটা পড়ার পর আপনার কি মনে হয় এই মোহাম্মদ সত্যি সত্যি কোন আল্লাহ প্রেরিত নবী ছিলেন? উক্ত হাদিসকে কিন্তু জাল হাদিসও বলা যাবে না কারন উক্ত হাদিস হলো ৪:২৪ আয়াতকে ব্যখ্যা করে। কোরান যদি সত্যি সত্যি আল্লাহর বানী হয়ে থাকে, এ কোন ধরনের আল্লাহ যে তার বান্দাদেরকে আদেশ দিচ্ছে যুদ্ধ বন্দী নারীদেরকে ধর্ষণ করতে ? এ ধরনের বানী আসতে পারে একমাত্র শয়তানের কাছ থেকে। আপনি কি বলেন ?

অচেনা এর জবাব:
জুলাই ২২, ২০১২ at ৬:৪৫ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার, সত্যি ভাইজান, দারুন রেফারেন্সে দিয়েছেন!!

12. 12

আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৮:০৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

এ ধরনের বানী আসতে পারে একমাত্র **শয়তানের কাছ থেকে**। আপনি কি বলেন ?
হা,হা,হা।, ইছলামকে একটু কোরান-হাদিছ সহকারে বুঝতে যেয়ে এখন তাহলে মানব জাতির শ্রেষ্ঠ দল (কোন একটি হাদিছ অনুসারে) হতে নেমে একেবারে শয়তানের বানীর অনুসারী দলে পরিণত হতে হবে নাকি? বাহবা!!

তবে একটু এই পবিত্র মাহে রমজানে বাইরের অব স্থার দিকেও তাকিয়ে দেখুন। অসংখ্য ইমানদার লোকদের ঈমানের জোশে ইফতারের কী রমরমা আয়োজন।

এখানে কোন একটি মসজিদে প্রতিদিন ইফতারীতে অন্ততঃ ৬-৭ শত লোক অংশ গ্রহন করে। এরা বাংগালী,ভারতীয়,মিসরীয়,গায়নীজ,ইয়েমেনী,পাকিস্তানী, ইত্যাদি দেশ হতে আগত ইমানদার মুছলিম।
এই খাবার পাক করার জন্য রমজান মাসে মসজিদ কমিটি উচ্চ মুল্যের বেতনে একজন বাবুর্চি ও একজন বিতরন কারী রাখে।

আর নামাজে ঘরের ভিতর জায়গার সংকুলান না হওয়ায় মসজিদের বাইরের স্ট্রীটেও নামাজীদের দাড়াতে হয়।

ভাইজান, এগুলী দেখলে মনে হয়, এরা কোন কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা মনে করেনা। এদে র ধারনা যেটা আছে তাই নিসন্দেহে সঠিক।

আর তা ছাড়া কোরান হাদিছ নিজে একটু দেখে বুঝে লওয়ার সুযোগ কয়জনের ও বা হয় ? আর এটাতো সত্যিকারে একটা সহজ কাজও নয়।

কাজেই এই ধোকাবাজীর চক্র থেকে বের হওয়াটাও সহজ নয়।

ফলে এভাবেই দিনে দিনে ইমানদারের সংখ্যা কেবল "ভাইরাছের" মতই ছড়াচ্ছে আর ছড়াচ্ছে।

কয়জনের পক্ষে এই সুযোগ টা ঘটা সম্ভব যে ঘরে কম্পিটারের সামনে বসে বসে আপনার প্রবন্ধ গুলী বুঝে বুঝে পড়বে ও কোরান হাদিছের স্বরুপ টা একটু স্বরুপটা ধরে ফেলবে ?

তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাষ সধারণ জনগণ যদি কোরান -হাদিছ একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টি লয়ে মাতৃভাষায় চর্চার সুযোগ পেত বা যদি কোনদিন পায় , তাহলে এই ধড়ীবাজ ধর্মীয় পন্ডিৎদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নাই।

13. 13
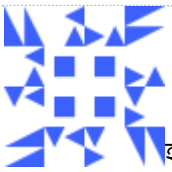
হৃদয়াকাশ

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৮:৪২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি যখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ার তখন থেকেই নাস্তিক। কিন্তু সেই সময়েই ফরিদ নামে আমার এক ধর্মগোঁড়া বন্ধু ছিলো। সে পারলে ইসলামের জন্য জান দিয়ে দেয়। আমি যেহেতু জন্মগতভাবেই কাফের। তাই সে মাঝে মাঝে আমাকে ইসলামি জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করতো । একদিন ও আমাকে বললো,

> তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয় নি।

এই কথা এর আগে আমি কখনো শুনিনি। তাই কোনো জবাব দিতে পারলাম না। পরে ওর কাছ থেকে আসতে আসতে ভাবতে লাগলাম, ইসলাম সম্পর্কে ওকে এই কথা বলতে হলো কেনো ? নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো ফ্যাক্ট আছে। সেই সময় ইসলাম নিয়ে আমার তেমন ব্যাপক পড়াশুনা ছিলো না। তাই ঐ ফ্যাক্টটা বুঝতে পারি নি। পরে যখন মুক্তমনার সান্নিধ্যে এলাম এবং দেখতে শুরু করলাম

> ইসলামের ভয়াবহ রূপ,

তখন বুঝতে পারলাম আমার ঐ বন্ধুর কথার মোজেজা। আরও বুঝতে পারলাম এভাবেই ইসলামিষ্টরা সাধারণ লোকদের ধোকা দেয় ইসলামের ভালো দিকগুলোকে সামনে এনে। তারা আসল রূপকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যা হবার তাই হয়, সত্যকে চাপা দেয়া যায় না। কারণ, সত্যের উচ্চতা অনেক বেশি। সত্যকে সবাই একদিন জানতে পারে। এখন জানছি,

> ইসলামের মোহে কোনো লোক কোনো দিনই ইসলাম গ্রহণ করে নি। ইসলাম গ্রহণ করেছে, গণিমতের মাল আর তরবারির নিচে মাথা দেয়ার ভয়ে।

14. 14

কর্মকারক

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ৮:৫৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

‘সহি সিত্তা’ হবে সিহা সিত্তা বা সেহা সেত্তা অথর্াত ছয়টি সত্য (কেতাব) নবি মোহাম্মদ এবং তঁার চ্যালাদের মৃত্যুর কয়েক শ’ বছর পরে যে গুলোর রচনা এবং ইসলামকে টিকিয়ে রাখার স্বাথের্ যে গুলোকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে।

15. 15
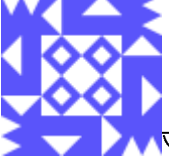
অর্নিবান

জুলাই ২২, ২০১২ সময়: ১১:০৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আজ একজনকে এই লিখাটি পড়ালাম । পড়ার পড় উনি যে মন্তব্য করলেন সেটা এই রকম>>

" আসলে এগুলো ভুল । কোরআন বা হাদিস এভাবে পড়লে হবেনা । হটাৎ করে মাঝখান থেকে পড়লে হয় না , এর জন্যে কাহানী জানতে হয় । আগে পিছে অনেক কিছু আছে যা এখানে বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। সবগুলো একসাথে পড়তে হবে। এগুলো অনেকটা তেমন যেমন > মাঝখানে গিয়ে গল্প শোনা, আর ভেবে নেওয়া । "

উনি আর কয়েকদিন পর নাকি আরও কিছু জেনে (বন্ধুদের সাথে আলাপ করে) এখানে কমেন্ট করবেন। যাই হোক আপাতত উনার এই কথার কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে ভাবতেছি। আপনি কি কিছু বলবেন ? উনার উদ্দেশ্যে ?

বিঃদ্র - অল্প জ্ঞান আমার, তাই বড় মুখে উত্তর দিতে চাই নাই । কারন এখনো এত কিছু পড়া শেষ করতে পারি নাই । আর পড়া শেষে উত্তর দিব এই অপেক্ষায় থাকা যাবেনা কারন পরে এসব ভুলে যায় মানুষ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ১২:৫৭ পূর্বাহ্ন
@অর্নিবান,

আসলে এগুলো ভুল । কোরআন বা হাদিস এভাবে পড়লে হবেনা । হটাৎ করে মাঝখান থেকে পড়লে হয় না , এর জন্যে কাহানী জানতে হয় । আগে পিছে অনেক কিছু আছে যা এখানে বাদ দিয়ে বলা হয়েছে। সবগুলো একসাথে পড়তে হবে। এগুলো অনেকটা তেমন যেমন > মাঝখানে গিয়ে গল্প শোনা, আর ভেবে নেওয়া ।

সেজন্যেই তো বিস্তৃত তাফসির উল্লেখ করা হয়েছে, কাথিরের তাফসিরের লিংক দেয়া হয়েছে। এর পরেও যদি উনি বলেন আরও জেনে শুনে তার পর কমেন্ট করতে হবে। তাহলে ওনাকে প্রশ্ন করুন, উনি কি এত কিছু জেনে শুনে ধর্ম পালন করেন ? তা যদি না করেন তাহলে এক ফুতকারে সব উড়িয়ে দেন কি করে ?

16. 16

কৌস্তুভ

জুলাই ২৩, ২০১২ সময়: ৪:৫০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আরো একটা অনুরোধ: এই টপিকটা নিয়ে আপনার কী মত , যে কোরান আসলে এক প্রাচীন আরবিক-সিরিয়াক ভাষায় লেখা, এবং ৭২ হুরী বলতে আসলে বাহাত্তরটি সাদা কিসমিস বোঝানো হয়েছে?

http://www.atheistfoundation.org.au/forums/showthread.php?t=10681

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Syro-Aramaic_Reading_of_the_Koran

Luxenberg tries to show that many obscurities of the Koran disappear if we read certain words as being Syriac and not Arabic. We cannot go into the technical details of his methodology but it allows Luxenberg, to the probable horror of all Muslim males dreaming of sexual bliss in the Muslim hereafter, to conjure away the wide-eyed houris promised to the faithful in suras XLIV.54; LII.20, LV.72, and LVI.22. Luxenberg 's new analysis, leaning on the Hymns of Ephrem the Syrian, yields "white raisins" of "crystal clarity" rather than doe-eyed, and ever willing virgins - the houris. Luxenberg claims that the context makes it clear that it is food and drink that is being offerred, and not unsullied maidens or houris.

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ৭:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@কৌস্তুভ,

কিছু ভাবনা।

সাদা কিসমিস বোঝানো হয়েছে

কার দ্বারা? ধরে নিচ্ছি কোরানের লেখকের দ্বারা। এখানে ডেটা এতো অপ্রতুল যে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বহু। এর মধ্যে সাদা কিসমিস একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু তা নিশ্চিত করার কোনো উপায় সম্ভবত নেই। সেখানে প্রতিটা ব্যাখ্যাতেই এর পাঠক গবেষকদের কৃতিত্ব অনেক। তেমনি শত শত বছরের মুসলমান পাঠকের কৃতিত্ব হলো এর থেকে বাহাত্তরটা হুরিকে বোঝা।

কোরানের উদ্দিষ্ট অর্থ উদ্ধারের যা কিছু উপযোগ , তা তো আছেই। আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় টেক্সটের অথোরিটিকে প্রমাণসহ প্রশ্নসম্মুখীন করা। টেক্সটের অর্থ হুরি নাকি সাদা কিসমিস, টেক্সটের উদ্দিষ্ট নৈতিকতাগুলো বর্তমান সভ্যতার মানদণ্ডে নৈতিক নাকি গর্হিত অপরাধ, সেই বিশ্লেষণে কিন্তু সরাসরি টেক্সটের অথোরিটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। কারণ পাঠকের চয়েজ থাকে কোরানের নৈতিকতাটাকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার, আধুনিক সভ্যতারটাকে বর্জন করার। এমন প্রমাণ দরকার, যেটাকে না মানার চয়েজ থাকে না। এমন সব প্রমাণের একটা লিস্টি খাঁড়া করা দরকার।

এই লাইনে এক নম্বর দাবি হলো - কোরান অপরিবর্তিত ও অটুট। এই মিথ আরও চৌদ্দশ বছর বেঁচে থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে খুব গোছানো গবেষণা প্রয়োজন। মুসলমানদেরও তা করা প্রয়োজন। আকাশ মালিক একটা লিংক দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা অপ্রতুল ও রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার্য নয়। সানায় আবিষ্কৃত কোরান নিয়ে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় চলছে। ওটা প্রকাশিত হলে কোরান যে বহু পরিবর্তিত টেক্সট এই দাবিটা শক্তভাবে প্রমাণ হবার খুব সম্ভাবনা আছে।

আর সেটা প্রমাণ হলে কোরানের টেক্সট পড়ে থাকার জোশ অনেকটাই কমে আসবে। কমে আসবে মুসলমানের এক বই নির্ভরশীলতা। এতে নিজস্ব বিচারবিবেচনাবোধ ও তথ্যনির্ভর যাচাইবাছাইয়ের দুয়ার মুসলমানদের জন্যে আরো অনেক উন্মুক্ত হবে।

রাজেশ তালুকদার এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ৪:০৩ অপরাহ্ণ
@রূপম (ধ্রুব),

সানায় আবিষ্কৃত কোরান নিয়ে একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় চলছে।

সানা কি কোন অঞ্চলের নাম? না দেশের? বিস্তারিত জানাবেন কি?
সেটা যদি কোন মুসলিম দেশে হয়ে থাকে তবে সেই কোরান আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা আশংখা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রীতিভাজন এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ৫:৪২ অপরাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,
এই লিঙ্কটা দেখুন |

http://en.wikipedia.org/wiki/Sana%27a_manuscript

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ১:৪৭ পূর্বাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

সানা ইয়েমেনের রাজধানী। ওখানে পাওয়া কোরানের লিংক প্রীতিভাজন দিলেন উপরে। ওই কোরানের পাতাগুলোর তোলা ছবি সম্ভবত জার্মান এক গবেষকের কাছে আছে। উপরের লিংকটায় দেখুন।

কৌস্তুভ এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৮:২৮ পূর্বাহ্ণ
@রূপম (ধ্রুব),

হ্যাঁ, সেটা দরকার তো অবশ্যই, তবে এক্ষেত্রে আমরা যারা কথা বলছি সবাই যে কোরান মহম্মদের মৃত্যুর বহু পরে গ্রন্থিত এগুলো তো জানিই , অতএব আমাদের মধ্যে এমন ইন্টারেস্টিং একটা থিয়োরি নিয়ে কথা বলতে সমস্যা নেই তো।

তবে ওই আশাটা এত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওই একই জিনিস তো বাইবেলের ক্ষেত্রে বহু বছর আগেই স্কলাররা প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাও আমেরিকার এই একবিংশ শতাব্দীতেও এহেন অবস্থা।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৪:০০ অপরাহ্ণ
@কৌস্তুভ,

অতএব আমাদের মধ্যে এমন ইন্টারেস্টিং একটা থিয়োরি নিয়ে কথা বলতে সমস্যা নেই তো।
সেটাকে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি।

ওই একই জিনিস তো বাইবেলের ক্ষেত্রে বহু বছর আগেই স্কলাররা প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাও আমেরিকার এই একবিংশ শতাব্দীতেও এহেন অবস্থা।
এই প্রমাণটার ফলাফলটাকেও আরেকটু বেশি অ্যাপ্রিশিয়েট করার আহ্বান জানাই। এনলাইটেনমেন্ট এসেছে অথোরিটিকে শুধু প্রশ্ন করেই না , প্রমাণসহ ধ্বসিয়ে দিয়ে। কোরানের টেক্সটকে প্রশ্ন করাটা একই স্পিরিট থেকে বলছি। প্রগতির কথাই যদি বলেন, স্কলারদের ওইসব প্রমাণে সভ্যতা অনেক এগিয়েছে তো বটেই। সবচেয়ে একনিষ্ঠ খ্রিস্টান যাজকটাও শনিবার কাজ করা মানুষকে খুন করার বাইবেলিয় আদেশগুলাকে সিরিয়াসলি নেওয়ার জেহাদি জোশ পায় না।

ছন্নছাড়া এর জবাব:
জুলাই ২৩, ২০১২ at ৮:৩১ অপরাহ্ণ
@কৌস্তুভ,
ভাইজান ৭২ টি হূরী বলতে কি আপনি বেহেস্তের ৭২ টি গনিকার কথা বলিতে চাইছেন যারা হঠাৎ করে কিসমিসে রুপান্তরিত হল?কোরানে কিন্তু আছে তাদের চোখ হবে আয়তকার। কিসমিসের চোখ কিভাবে আয়তকার হবে? হতেও পারে বেহেস্তের মইধ্যে সবই সম্ভব।অবশ্য সুরা আর -রহমানে আরো বলা হয়েছে যে কোন মানুষ বা জ্বীন তাহাদের স্পর্শ করে নাই। এই ইঙ্গিত ময় অশ্লীল আয়াত দ্বারা কি কিসমিস বোঝানো হলো? হইতেও পারে। আমি জানি না আপনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন কি না? ভূল বুঝলে অনর্থক নাক গলানোর জন্য দুঃখিত।

কৌস্তুভ এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৮:৩১ পূর্বাহ্ণ
@ছন্নছাড়া,

"বেহেস্তের ৭২ টি গনিকার কথা বলিতে চাইছেন যারা হঠাৎ করে কিসমিসে রুপান্তরিত হল?"

"কিসমিসে রুপান্তরিত হল" বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন নিশ্চিত নই। ওই বইটায় ওই লেখক একটা প্রস্তাবনা এবং তার পেছনে কিছু যুক্তি দিয়েছেন , সেগুলো ভুলও হতে পারে, সেটাই ভবঘুরেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। ধরেন, অন্য কেউ সেটায় হাত দেয়নি এটা তো কিসমিসের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে। ডিটেলস খতিয়ে দেখে অভিজ্ঞ লোকেরা যা বলবেন সেটাই গ্রহণ করব, আপনি বললে আপনারটাই।

17. 17
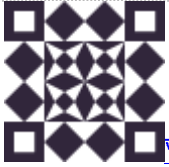
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২৩, ২০১২ সময়: ৮:০৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কি সুন্দর ভাবে যীশু উপদেশ দিচ্ছেন কোন প্রেক্ষাপট দরকার পড়ছে না , বোঝার জন্য দরকার নেই কোন ইতিহাস জানার। অথবা দরকার নেই যীশুর আরামাইক ভাষা জানার। এমন কি তার রূপক কথাগুলো বুঝতেও কোন সমস্যা নেই।

না ভাইজান, আমাদের নবিজী আরো বেশী পরিস্কার করে,এমনকি হাদিছের দ্বারাও, কোরান কী বস্তু তা পরিস্কার করে দিয়ে গিয়েছেন।

নীচের আয়াৎ টা দেখুন না, হাদিছটির বক্তব্য অনুসারে প্রথমে আয়াৎটি غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ অর্থ **"যাদের কোন সঙ্গত ওযর** নেই "আল্লাহ পাক ভূল বসতঃ প্রথম বার কথাটি বাদ দিয়ে নবিজীর উপর অবতীর্ণ করে ফেলেছিলেন। এবং ঐটাই ঠিক থেকে যেত, যদি কিনা নবিজীর পিছনে একজন অন্ধ ব্যক্তি যার

নাম "আমীর বিন উম মুকতাম" ঐ সময় বসে না থাকতেন এবং তার অন্ধত্বের জন্য আপত্তি না তুলতেন।
তার অন্ধত্বের আপত্তি তুলার কারনেই উক্ত আয়াতে **غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ অর্থ "যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই** " সংগে সংগে যুক্ত হয়ে বর্তমান আয়াতের আকার ধারন করিয়াছে।
এটা আমার মনগড়া কথা নয়। এখনেই হাদিছটি তুলে দিয়েছি। যে কেহ একটু দেখে নিতে পারেন।

এখানে আল্লাহ কে ক্রুটি পূর্ণ করে ফেলা হয়েছ। আল্লাহ কে অক্ষম ও দুর্বল প্রমান করে ফেলা হয়েছে।

কী মারাত্বক ব্যাপার স্যাপার!!!

আল্লাহর বানী কখনো ক্রুটি পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হতে পারেনা। ভূল ক্রুটি হয় মানুষের।

ভাইজান, এই হাদিছটির উপর আপনিও কী তাহলে আরো একটু বয়ান (তাবলীগীদের ভাষা অর্থ বর্ণণা) করিবেন? আমরা সবাই মিলে একটু শুনি।

BOKHARI

Volume 6, Book 61, Number 512:
Narrated Al-Bara:
There was revealed: 'Not equal are those believers who sit (at home) and those who strive and fight in the Cause of Allah.' (4.95)
The Prophet said, "Call Zaid for me and let him bring the board, the inkpot and the scapula bone (or the scapula bone and the ink pot)."' Then he said, "Write: 'Not equal are those Believers who sit..", and at that time 'Amr bin Um Maktum, the blind man was sitting behind the Prophet . He said, "O Allah's Apostle! What is your order For me (as regards the above Verse) as I am a blind man?" So, instead of the above Verse, the following Verse was revealed:
'Not equal are those believers who sit (at home) except those who are disabled (by injury or are blind or lame etc.) and those who strive and fight in the cause of Allah.' (4.95)
4;95
لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 95
গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমা ন যারা জান ও মাল দ্বারা

আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ১:৩১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

নীচের আয়াৎ টা দেখুন না, হাদিছটির বক্তব্য অনুসারে প্রথমে আয়াৎটি غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ অর্থ "যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই "আল্লাহ পাক ভূল বসতঃ প্রথম বার কথাটি বাদ দিয়ে নবিজীর উপর অবতীর্ণ করে ফেলেছিলেন।

আপনি ভাইজান কোরানের ভুল ধরছেন। আপনার কি দোজখের ভয় নাই ? হাদিস পড়লে বুঝা যায় কোরান আসলেই আল্লাহর কাছ থেকে আসছিল কিনা। এরকম বহু অসঙ্গতি আছে যা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় কোরান মোহাম্মদের নিজের বানী। আমরা তো আর এমনি এমনি এসব বিষয়ে লেখা লেখি করি না। ভাল করে পড়ে বুঝে শুনেই এসব নিয়ে কথা বলি। আপনি আগে পড়তেন না , ইদানিং পড়ছেন আর বুঝতে পারছেন। হাদিসে এধরনের বহু কথা আছে যা ইসলামকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। সেটা বুঝতে পেরে ইদানিং কিছু মানুষ বের হয়েছে যারা হাদিস মানে না ।

রূপম (ধ্রুব) এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৪:০৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হাদিসে এধরনের বহু কথা আছে যা ইসলামকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। সেটা বুঝতে পেরে ইদানিং কিছু মানুষ বের হয়েছে যারা হাদিস মানে না ।

কোরান-না-মানা মুসলমানের দেখা কবে পাবো ?

18. 18
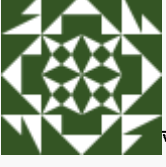
আচেনা পথিক

জুলাই ২৩, ২০১২ সময়: ২:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমার কাছে ১৪ তম পিডিএফ আকারে আছে কিন্তু বাকি গুলো নেই আমি বাকি গুলো পিডিএফ আকারে পেতে পারি বা ডাউনলোডের অপশন চাই

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ১:৩৩ অপরাহ্ণ
@আচেনা পথিক,

নিজেই পি ডি এফ তৈরী করে নিন ভাইজান। ডাউনলোডের আবার কি অপশন। কপি পেষ্ট করেন।

19. 19
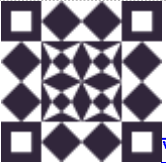
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২৪, ২০১২ সময়: ৪:০২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

হাদিসে এধরনের বহু কথা আছে যা ইসলামকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। সেটা বুঝতে পেরে ইদানিং কিছু মানুষ বের হয়েছে যারা হাদিস মানে না ।

একেবারে ঠিক কথা বলেছেন ভাইজান। কোরান-হাদিছ পরস্পর মারাত্মক সাংঘর্ষিক। এখন বুঝতে পারছি কেন এমকেফারুক,হাজী সাহেব,সিরাজুল হক সাহেবের মত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ প্র থম থেকেই হাদিছ সম্পর্কে আলোচনায় আসতে অস্বিকৃতি জানান।
বুঝা যাচ্ছে তারা হাদিছ সম্পর্কে আগেই যথেষ্ট জেনে ফেলেছেন।

এ কারনেই আপনি যদি “সুনান আবুদাউদ” আন্তর্জালে পড়তে যান তাহলে বহু জায়গায় দেখতে পাবেন বহু অসামাজিক হাদিছ নং মাঝখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কিছু কিছু নাম্বারের হাদিছ আন্তর্জাল থেকে একেবারেই মুছে ফেলা হয়েছে। দেখা যায় সেসব জায়গায় হঠাৎ করে হাদিছের ক্রম ভেঙ্গে গিয়েছে।

আমি এরকম কয়েক জায়গায় পেয়েছি।

এটা আমি জানতামনা। আমার এক বন্ধু যিনি দীর্ঘ বছর ধরে কোরান হাদিছের পড়া শুনা ও গবেষনা করছেন, তিনি একদিন আমাকে বল্লেন,” জানেন? সুনান আবুদাউদের অনেক হাদিছ ছিল ,আগে দেখতে পেতাম, যেখানে বিধর্মিদের স্বামীর উপস্থিতিতেই তাদের স্ত্রীদের কে ধর্শনের উৎসাহ ছিল, সেই হাদিছ গুলী বর্তমানে আন্তর্জাল থেকে কেটে দিয়েছে, কী মারাত্নক ব্যাপার !!তবে পুস্তকে দেখতে পারলে এখনো এগুলী পাওয়া যাবে। আমার কাছে সুনান আবুদাউদ পুস্তক আকারে আছে কিনা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি বল্লাম,আমি পাব কোথায়?

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৪, ২০১২ at ৮:৫৬ অপরাহ্ন
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

এটা আমি জানতামনা। আমার এক বন্ধু যিনি দীর্ঘ বছর ধরে কোরান হাদিছের পড়া শুনা ও গবেষনা করছেন, তিনি একদিন আমাকে বল্লেন,” জানেন? সুনান আবুদাউদের অনেক হাদিছ ছিল ,আগে দেখতে পেতাম, যেখানে বিধর্মিদের স্বামীর উপস্থিতিতেই তাদের স্ত্রীদের কে ধর্শনের উৎসাহ ছিল, সেই হাদিছ গুলী বর্তমানে আন্তর্জাল থেকে কেটে দিয়েছে, কী মারাত্নক ব্যাপার !!তবে পুস্তকে দেখতে পারলে এখনো এগুলী পাওয়া যাবে। আমার কাছে সুনান আবুদাউদ পুস্তক আকারে আছে কিনা জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি বল্লাম,আমি পাব কোথায়?

তাহলে বোঝেন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু এটা খুবই কাঁচা হাতের কাজ। হুট করে হাদিস গ্রন্থ থেকে কিছু হাদিস সরিয়ে ফেললে তো সমস্যা বরং আরও বাড়ে। তাই নয় কি ? তখন মানুষ প্রশ্ন করার সুযোগ বেশী পায়। যারা হাদিস গায়েব করে দিয়েছে তারা ভাবে হাদিস কেউ পড়ে না। যাই হোক, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে হাদিস মানে না , সেদিন আর বেশী দুর নাই যখন কোরানও মুসলমানরা অবিশ্বাস করা শুরু করবে। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। কারন হাদিস অবিশ্বাস করলে মোহাম্মদকে অবিশ্বাস করা হয়, মোহাম্মদকে অবিশ্বাস মানে হলো কোরানে অবিশ্বাস। কি বলেন ?

20. 20
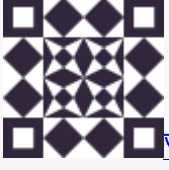
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২৪, ২০১২ সময়: ১০:৪৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কারন হাদিস অবিশ্বাস করলে মোহাম্মদকে অবিশ্বাস করা হয়, মোহাম্মদকে অবিশ্বাস মানে হলো কোরানে অবিশ্বাস। কি বলেন ?

সম্পূর্ণ একমত। যারা হাদিছকে অস্বীকার করতেছে, তারা মূলতঃ নবীকে ও কোরান কে ও অস্বীকার করতেছে।

আমি যে সমস্ত ধর্মপ্রান লোকদের দেখি এরা অশিক্ষিত হোক বা বড় বড় ডিগ্রীধারীই হোক, মূলতঃ কোরান হাদিছের অভ্যন্তরে কী আছে সে সম্পর্কে বোধ হয় ১%ও জ্ঞান নাই। আর তা ছাড়া সব কিছু আরবী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ রাখাটা কোরান হাদিছের জন্য একটা মস্তবড় রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করছে, এবং অধিকাংশ মানুষের ধরা ছোয়ার নাগালের বাইরে থাকতেছে।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ২:৪০ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

কোরান হাদিছের অভ্যন্তরে কী আছে সে সম্পর্কে বোধ হয় ১%ও জ্ঞান নাই।

জ্ঞান নেই কিন্তু কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে নিজেরা না জানা থাকা সত্ত্বেও দাবী করবে সব সমস্যার সমাধান কোরান ও হাদিসে আছে, এটা তারা বলে কেন , কোথা থেকে এটা বলার উৎসাহ পায় ?

21. 21

থম4thetruth

জুলাই ২৫, ২০১২ সময়: ১২:৩১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

Please do not add your personal opinions (regarding Muhammad PBUH) while criticizing Islam.Any comments regarding Islam or Muhammad reveals your hatred against this System.Therefore those who are believers will reject the facts that u are revealing at the very beginning.Keep it simple and comment/opinion free and let the readers decide what is best like the scientific journals.

Now please justify these basics of Islam….

1. Sex with slaves (girls).
2. Killing of Prisoners of War (lets can it that those were really war against the jews).
3. Forceful sex with the women of conquered race.
4. Women are half of Men.
5. "Miraaj" (Please with facts and theory and/even! with the hypotheses of modern astrophysics)

A tips if u travel at light speed ur time freezes but not earths time so when the prophet came back he shouldnt have returned to 1800/1900 AD. Not at his time)
Thanx and again no comments please as that questions your vary neutrality

প্রথমবার বলে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করা হল। পরবর্তীতে ইংরেজিতে করা মন্তব্য প্রকাশ করা হবে না।
মুক্তমনা মডারেটর।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ২:৪১ পূর্বাহ্ণ
@থম4thetruth,

বাংলা লেখার জন্য অভ্র কি বোর্ড solaiman lipi font ব্যবহার করুন

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ৮:১৩ পূর্বাহ্ণ
@থম4thetruth,

Sex with slaves (girls)

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন।
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন

এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল।
এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়।

আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০

ভাইজান ১ টু ভাল মত পড়বেন।

এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়।

তারপরও আপনারা চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে কেন বিয়ে করেন?

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ৮:১৪ পূর্বাহ্ণ
@থম4thetruth,
হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন।
আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য

বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দা সীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কোরান, আল আহ যাব-৩৩:৫০

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ৮:১৮ পূর্বাহ্ণ
@থম4thetruth,
এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত **দাসীদের** ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।সূরা আল মুমিনুন , ২৩: ৫-৬

22. 22
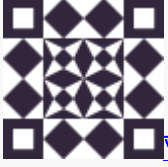
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ২৫, ২০১২ সময়: ৫:২৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

জ্ঞান নেই কিন্তু কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে নিজেরা না জানা থাকা সত্ত্বেও দাবী করবে সব সমস্যার সমাধান কোরান ও হাদিসে আছে, এটা তারা বলে কেন , কোথা থেকে এটা বলার উৎসাহ পায় ?

উৎসাহ তো পাবেই। মসজিদের ইমাম সাহেবরা তো জুমার দিন অনবরত বলতেছেন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন,গ্যালিলিও,নিউটন যা কিছু আবিস্কার করেছেন সব কিছু কোরানের অমুক অমুক আয়াত হতে করেছেন,চাই সেখানে সেই সম্পর্কিত বিষয় থাকুক আর নাই থাকুক।
আর প্রায় ৯৯% ইমান্দার বান্দা গন সেই মিথ্যা কথা শুনতে ও বিশ্বাষ করতে অতিশয় আগ্রহী।
এই কারনেই কোন একজন নামাজী (যে কোরানের অর্থ বুঝতে পারে)অসহ্য হয়ে মন্তব্য করেছে এ সমস্ত মিথ্যাবাদীদের কথা শুনলে বা এদের পিছনে নামাজ পড়লে জাহান্নামে যেতে হবে।
তবে এই হল অবস্থা ইসলাম ধর্মের।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ১০:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

উৎসাহ তো পাবেই। মসজিদের ইমাম সাহেবরা তো জুমার দিন অনবরত বলতেছেন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন,গ্যালিলিও,নিউটন যা কিছু আবিস্কার করেছেন সব কিছু কোরানের অমুক অমুক আয়াত হতে করেছেন,চাই সেখানে সেই সম্পর্কিত বিষয় থাকুক আর নাই থাকুক।আর প্রায় ৯৯% ইমান্দার বান্দা গন সেই মিথ্যা কথা শুনতে ও বিশ্বাষ করতে অতিশয় আগ্রহী।

বানরের হাতে বর্শা পড়লে ঘুমন্ত মালিকের কি অব স্থা হয় জানেন তো ? মুসলমানদের অবস্থাটা অনেকটা সেরকম। কিছু মূর্খদের হাতে পড়েছে ইসলাম আর তারাই এর প্রচারকারী ও সংরক্ষনকারী। ফলাফল তো দেখতেই পারছেন।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ৮:৫৯ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বানরের হাতে বর্শা পড়লে ঘুমন্ত মালিকের কি অবস্থা হয় জানেন তো ? মুসলমানদের অবস্থাটা অনেকটা সেরকম। কিছু মূর্খদের হাতে পড়েছে ইসলাম আর তারাই এর প্রচারকারী ও সংরক্ষনকারী। ফলাফল তো দেখতেই পারছেন।

ভাইজান, একেবারে মনের কথাটা বলেছেন।

একজন নিয়মিত নামাজী, যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হতে বিজ্ঞানে মাস্টারস, এদেশে কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাষ্টারস, বড় কোম্পানীতে উচুপদে চাকুরীরত , তাকে একদিন কিছু ধর্মীয় অসংলগ্ন কথাবার্তার কথা বতেছিলাম।

উনি তখন বল্লেন একমাত্র "হাদিছ বোখারী" নির্ভর যোগ্য। কিন্ত উনাকে আমি "হাদিছ বোখারী"র করুন দশা আর দেখাবার সুযোগ পেলামনা। উনি তাড়াতাড়ি কার্যস্থলে গমন করিলেন।

আমার মনে হল উনি বোধ হয় জীবনে "হাদিছ বোখারী"পড়েন নাই,বা কোনদিনও স্পর্ষ ও করবেননা। তা এইতো আমাদের অবস্থা।

23. 23
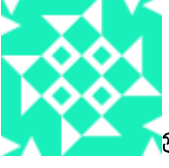
প্রত্যয়

জুলাই ২৫, ২০১২ সময়: ৬:১৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভবঘুরে ভাই, যদিও আপনি বললেন ইসলামিক প্রপাগান্ডা যত বেশি পশ্চিমা দেশ গুলো তে হবে, তত বেশি ফানুস ফেটে যাবে, আমি কিন্তু তার সাথে এক মত হতে পারলাম না, যেভাবে ইউরোপে এ বিশেষ করে ইংল্যান্ড এ ইসলাম এ কনভার্ট এর সংখা বাড়ছে তাতে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ১:২৮ অপরাহ্ণ
@প্রত্যয়,

যেভাবে ইউরোপে এ বিশেষ করে ইংল্যান্ড এ ইসলাম এ কনভার্ট এর সংখা বাড়ছে তাতে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে

খালি কনভার্টের সংখ্যা দেখলেন ? যারা ইসলাম ত্যাগ করছে তাদের সংখ্যার তো কোন পরিসংখ্যান নেই। পশ্চিমা দেশ সমূহে যারা না বুঝে ইসলাম গ্রহণ করে , কয়েক বছর যাওয়ার পরই তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। ইসলামে আসার আগে তারা ইসলামের ভাল ভাল কথা শোনে, অত:পর ইসলাম গ্রহনের পর কোরান ও হাদিসে আসল ইসলামের খোজ পায়, মসজিদে গেলে ইমামদের কাছ থেকে আসল ইসলামের কথা জানে আর তখন তাদের সম্বিত ফেরে। আপনি ইংল্যন্ডের কথা বললেন ? আমি বলে রাখলাম, ওই ইংল্যান্ড থেকেই ইসলামের পতন শুরু হবে , ইতোমধ্যে শুরু হয়েও গেছে। কিভাবে জানেন ? ওখানে ইসলামের নামে কিছু উগ্রবাদী যা করছে যা বলছে, তাতে বৃটিশরা সহ সারা বিশ্ব জেনে যাচ্ছে ইসলাম আসলে কি জিনিস। আপনি কি বৃটেনে থাকেন ? যদি থাকেন তাহলে মসজিদে গিয়ে দেখবেন ওখানে মুসল্লিরা সবাই উপমহাদেশ বা আফ্রিকা থেকে আগত লোকজন। খোদ বৃটিশ বংশোদ্ভুত কাউকে তেমন খুজে পাবেন না। এটা আমেরিকার ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। তাহলে কনভার্টের সংখ্যা বাড়ল কেমনে ? এটাও কিন্তু এক মহা মিথ্যা প্রচারনা। তবে হ্য, কিছু সিঙ্গেল নারী মুসলমানদের ফাদে পড়ে বিয়ে করে আর অনেক

সময় না জেনে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু কিছু কাল পরেই তাদেরও সম্বিত ফেরে , ও ইসলাম ত্যাগ করে। একটু খোজ খবর নিন, প্রমান পাবেন। আমি অনেক প্রমান পেয়েছি। আপনি যেটা বলেছেন সেটা হলো মোল্লাদের মিথ্যা প্রপাগান্ডা। আর একটা কথা ,. কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে বিশেষ করে সে লোক একটু নামকরা কেউ হলে, ইসলামি বিশ্বে যে ভাবে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার শুরু করে, কেউ খৃষ্টান বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে তা কি খৃষ্টান বা হিন্দুরা করে ? করে না । তেমনি যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করে চলে যায় , তারা কি পরে এসে প্রচার করে যে সে তা ত্যাগ করেছে ? করে না , ইসলামিক মিডিয়া বেমালুম তা চেপে যায়।

24. 24

মহন

জুলাই ২৫, ২০১২ সময়: ৮:৫৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এ কি শুরু করেছেন ভাই আপনার এই সিরিজটির জন্য আমার রুমমেট নিজের ইমান রক্ষার্থে সিট ছেড়ে দিল
তর্ক করার জন্য পরিমিত তথ্য তো আপনিই জোগান দিয়েছেন তাই আমার বন্ধুটিকে উচ্ছেদ করার জন্য আপনিই দায়ী
হায়রে ইমান ঘর ছাড়বে তাও ইমান ছাড়বে না

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৫, ২০১২ at ১:২৯ অপরাহ্ণ
@মহন,

আপনার বন্ধু তো ঠিক কাজই করেছে। আপনার কারনে সে ৭২ টা হুর থেকে বঞ্চিত হবে , তা তো হয় না ।

25. 25
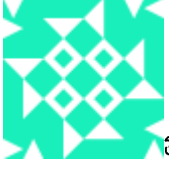
প্রত্যয়

জুলাই ২৫, ২০১২ সময়: ১১:৫৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে
ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্যে , না ভাই আমি ইংল্যান্ড এ থাকিনা, তবে ইউটুবে বেশ কিছু প্রপাগান্ডা ভিডিও দেখেছিলাম, তাই বললাম, আর বলব নাই বা কেন বলুন , ইংল্যান্ড এর কোন মন্ত্রীর শালী ইসলাম গ্রহণ করলো কি করলো না সেটা নিয়েও প্রথম আলোর মত পত্রিকা তে হেড লাইনে সংবাদ হয়, কিন্তু ওই আপনার কথাই হয়ত ঠিক, তারা তো আর অন্য কে ইসলাম তাগ করলো তা নিয়ে সংবাদ লিখে না, আর মহিলা দের কথা যা বললেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমার আরো একটা জিনিস মনে হয়, শুধু ইসলাম এর বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে তারা এ পথে পা বাড়ায় তা হয়ত নয় , ভারত এ "লাভ জিহাদ " এর কথা শুনেছেন হয়ত , সেরকম ব্রিটেন এও হয়ত কিছু মুসলিম যুবক শুধু মাত্র কনভার্ট করিয়ে বেহেস্তে যাবার টিকেট কনফার্ম করতেই হয়ত এই মেয়েদের এই কনভার্ট এর পথে নিয়ে আসে , কিন্তু ইউটুবে এর ভিডিও গুলোতে হয়ত এমন ভাবে প্রকাশ করে যে মনে হয় ইসলাম এর মধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ই তারা এ পথে এসেছে , কিন্তু পেছনের কারনটা চেপে যাওয়া হয়

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ১১:০১ পূর্বাহ্ণ
@প্রত্যয়,

ইসলামের আসল চেহারা কিভাবে প্রচার করা হচ্ছে জানতে এখানে যান http://www.abnsat.com এটা একটা টিভি সাইট। গিয়ে দেখুন ইসলামী পন্ডিতরা কিভাবে তুলো ধুনো হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান পন্ডিতদের কাছে। যদিও এটা একটা খৃষ্টিয়ানীটি প্রচারের টিভি কিন্তু তারা ইসলামটাকে ভালই তুলে ধরছে সবার সামনে। ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানতে যেতে পারেন http://www.faithfreedom.org or http://www.answering-islam.com

26. 26
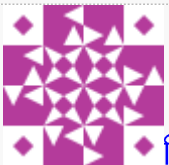
সিরাজুল ইসলাম

জুলাই ২৬, ২০১২ সময়: ১২:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আশা করি বিশ্বের সব মুসলিম উম্মাহ, আপনাদের প্রচারণায় ইসলাম পরিত্যাগ করে, খৃষ্টান হয়ে যাবে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৪:১৩ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আমার পরামর্শ বিশ্বের সমস্ত ধর্মের ও সমস্ত দর্শনবাদী গুরুদের একত্র হয়ে একটা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ হানাহানী ও সংঘর্ষ হীন ও আত্মঘাতি বোমা আক্রমন হীন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ও দর্শন সংস্থা স্থাপন করা উচিৎ। এটাই এখন বিশ্বে একমাত্র শান্তির উপায়।কী বলেন?

নেটওয়ার্ক এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ৮:৫৫ পূর্বাহ্ণ
@সিরাজুল ইসলাম,

আশা করি বিশ্বের সব মুসলিম উম্মাহ, আপনাদের প্রচারণায় ইসলাম পরিত্যাগ করে, খৃষ্টান হয়ে যাবে।

ভাই, দিন দিন এই ইসলাম ধমের রোগে আপনারে পাইতাছে। ।এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের মত, (দিন দিন পাগল হবেন তাও মনে করবেন সুস্থ , , এইটা হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণ) ।
আ-কার , ই-কার ছাড়া জ্ঞানি (সিরাজুল ইসলাম)।আমাদের খৃষ্টান বানানো উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত সত্য তুলে ধরা। তাতে কারো মন খারাপ বা ভাল হোক , আমাদের কিছু যায় আসে না। ভাই আপনে ডাক্তার দেখান (ইসলামের ডাক্তার না MBBS ডাক্তার দেখান) জোকার নায়েকে যদিও mbbs ডাক্তার,তার থেকে সাবধান (গেলে ফুল পাগল বানাইয়া দিব)

27. 27

শেরতনুজ ঈশান

জুলাই ২৬, ২০১২ সময়: ৯:১৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাই ভবঘুরে
১; ঈমানদার ভাই বোন বলতে হয়ত আপনি তাদের কথা বলছেন যারা ইসলাম সম্পর্কে সামান্য কিছু জানেন যে কারনে তারা কোন প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব দিতে পারেন না বা দিতে গিয়ে না পেরে মুখে কুলুপ এটে কেটে পরেন , কুলুপ আঁটার কাজতা কি কেবল ঈমানদার মুসলমান ভাই বোনেরাই করেন নাকি ঈমানদার হিন্দু , ক্রিশ্চিয়া্ন ,…ভাই বোনেরা এদিক থেকে মুক্ত ???! যদি তা না হয় তবে নির্দিষ্ট করে মুসলমানদের উল্লেখ করছেন কেন ???! আমার মনে হয় আপনি জায়গা মত ইসলামের সন্ধান করেন নি ।।
২; "কোরানকে বুঝতে হলে আরবী জানতে হবে " এটা সর্বাংশে সত্য যে ,যে কোন ভাষার সর্বচ্চ সাহিত্য কর্ম বুঝতে গেলে সেই ভাষা আধাআধি জানলেও চলবে না জানতে হবে সর্বাংশে । আর তা আরবি ,লাতিন,সংস্কৃত…যে ভাষাই হোক সবার জন্যই সত্য,এতেই শেষ নয়; শব্দ ও পদবিন্যাসের অভাবে অনুবাদের মুখথুবড়ে পরা স্বাভাবিক , যেমন C++ ভাষায় লেখা একটি প্রোগ্রাম java ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা কখনও নাও যেতে পারে কারন প্যারাডিম আলাদা ।তো আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আরবি পৃথিবীর সর্বাধুনিক সাহিত্যিক ভাষা একারনে কোরানের মর্ম বুঝতে ভাষাটি শেখা আবশ্যক।
৩;" আল্লাহ তো বলেছে- আমি কোরান কে সহজ ভাবে নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার " এই অতীব সত্য কথাটা বুঝতে হলে আপনাকে আরও কিছু বিষয় বুঝতে হবে , কেন ??? কারন কোরান শুধু সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত বানী নয় বরং অলৌকিকত্যের সাক্ষর স্বরুপ তার বাহকের উপর , আর অলৌকিকত্যের সাক্ষর স্বরুপ একটি কিতাব হিসাবে কোরান যথেষ্ট সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ও অলংকারে উপস্থাপিত । আর সৃষ্টিকর্তার কাছে থেকে আসা অলৌকিকত্যের সাক্ষর স্বরুপ একটি কিতাব এর চাইতে আর কতটা সহজ হবে ??? কতটা সহজভাবে আপনার মস্তিস্ক চায় ??? যদি আরও সহজ করে চ।ন তবে বলব "আপনার মস্তিস্ক অনুর্বর বা আপনি নামে মাত্র চিন্তাশীল বা নাকি চিন্তা করতে ভয় পান এই ভেবে ,"পাছে না জানি গুলিয়ে যায় সব ?!" অথচ কোরান সহজ ভাবে নাযিল হয়েছে । কোরান কে হিন্দুদের গীতা, খৃষ্টানদের গসপেল , ইহুদিদের তৌরাত বা বৌদ্ধদের ত্রিপিটক এর মত ভাবলেন কি করে ??? কোরান স্বতন্ত্র যার একটি বাক্যের মত বাক্য তৈরি করা অসম্ভব , পারলে করে দেখান ! আজিই আপনার সংগে একমত হব ।

৪; আপনি বলেছে "বলা বাহুল্য, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের কিতাব পড়ে বুঝতে ভাষা বা কনটেক্সট কোন সমস্যা হয় না। দরকার পড়ে না কোন ইতিহাস জানার" আসলেই বলা বাহুল্য যে আপনার তুলনামুলক জ্ঞানে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। তার কারন কোরান কেবল কোন ইতিহাসের পুস্ত ক নয় যে রামায়ন, মহাভারত বা গীতার মত শুধু নৈতিক ইতিহাস থাকবে বরং কোরানে ইতিহাসও আছে। কোরানের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হল তার অধিকাংশ বাক্য পরস্পর গভির ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই দয়া করে কোরানের কোন ভাঙা উদৃতি দিবেন না , মাঝখান থেকে ভুল প্রমানিত হবেন। আপনার মতে কোরান জানতে গেলে ইতিহাস জানা প্রয়োজন , একটা বইকে আনেক বেশি সহজ করে জানতে গেলে অবশ্যই বইটির বিষয় সংক্রান্ত ইতিহাস জানা উচিত কিন্তু কোরান ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল নয়
৫; একতরফা ভাবে কোরানকে নিচে নামানো যা মনস্তাতাত্তিক সমস্যার কাছাকাছি মুক্তচিন্তার পরিপন্থি।
৬; এবং নিচে যে আরও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি গুলো করেছেন দয়া করে খুজে দেখবেন তার পূর্ণ উত্তরগুলো কয়েকশত বছর আগেই দেয়া হয়ে গেছে। তাই পুরাতন প্রশ্ন নাই বা করলেন , আসুন নতুন কিছু প্রশ্ন করি নতুন উত্তরের খোজে।
ভাল থাকুন

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৬, ২০১২ at ১২:১৬ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

ঈমানদার হিন্দু , ক্রিশ্চিয়ান ,...ভাই বোনেরা এদিক থেকে মুক্ত ???! যদি তা না হয় তবে নির্দিষ্ট করে মুসলমানদের উল্লেখ করছেন কেন ???! আমার মনে হয় আপনি জায়গা মত ইসলামের সন্ধান করেন নি ।।

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমরা ক্লান্ত। যাহোক আপনি নতুন বিধায় আপনাকে বলছি - বর্তমান দুনিয়াতে একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে না, ইসলামের নামে কেউ গায়ে বোমা বেধে নিরীহ মানুষ মারছে না, ইসলাম ও শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য জান বাজী লড়াই করছে না। তাই ইসলামই বর্তমানে ফোকাসে আছে। অন্য ধর্মগুলোর মেরুদন্ড আসলে অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে, কারন সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে শত শত বছর, শুধুমাত্র ইসলামকে নিয়ে আগে তেমন কেউ মাথা ঘা মায় নি। এর কারন বহুবিধ। একটা কারন হলো- শত শত বছর ধরে ইসলামী দেশগুলো ছিল উপনিবেশের আওতায়, দখলদার দেশগুলো মুসলমানদেরকে বরং ধর্ম পালন করতে উৎসাহিত করত যাতে তারা ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থেকে উপনিবেশ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা না করে। ঠিক একারনেই ইসলাম নিয়ে চর্চা তেমন হয় নি। বর্তমানে হচ্ছে

আর সেকারনে ইসলাম আসলে কি জিনিস জানা যাচ্ছে। আর সেগুলোই এখন অন্তর্জালে প্রকাশ করা হচ্ছে। কারন আমরা জেনেছি, অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলো যে গরিব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনুন্নত তার প্রধান কারন ইসলাম, আরও কিছু কারন বিদ্যমান। তবে প্রধান কারন হলো ইস লাম।

দয়া করে যদি বলতেন, কোথা গেলে ইসলাম জানা যাবে ?

তো আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আরবি পৃথিবীর সর্বাধুনিক সাহিত্যিক ভাষা একারনে কোরানের মর্ম বুঝতে ভাষাটি শেখা আবশ্যক

আমি বিষয়টি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কথা হলো যারা আরবি ভাষা ভালমতো বুঝে তারপর ইসলামের সব কিছু যেমন কোরান হাদিস অন্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন তা পড়লে কেন ইসলাম জানা যাবে না ? কোরানের আল্লাহ তো বলছে - সব আদেশ নির্দেশ বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এধরনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আদেশ নিষেধ জানতে তো অনুবাদই যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক , তাই নয় কি ? কোরান যদি কোন উচ্চ মার্গের কাব্য গ্রন্থ হতো তাহলে কিন্তু আপনার বক্তব্য ঠিক ছিল। কিন্তু এটা তা নয়। যদিও ছন্দে লেখা। যদি বলেন কোরান একটা কাব্য গ্রন্থ তাহলে সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না। কারন কোন কাব্যে কোন বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট থাকে না। ঠিক সেকারনেই রবীন্দ্র নাথের যে কোন কাব্য গ্রন্থ পড়ে নানা জনে নানা রকম ব্যখ্যা প্রদান করে। আর তাতে কিন্তু উক্ত কাব্য গ্রন্থের মান কমে না গিয়ে বরং বাড়ে। কারন কাব্য গ্রন্থের ওটাই একটা প্রধান গুণ। আপনি কি কোরান পড়ে যে যেমন ইচ্ছা ব্যাখ্যা প্রদান করুক এটাকে যথার্থ বলছেন ? তাহলে তো কোরনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হলো না। এছাড়াও একদল কোরান পড়ে গায়ে বোমা বেধে নিরীহ মানুষ মারছে তাদেরকে কেন ইসলামের শত্রু বা ইসলামের অপব্যখ্যা করছে বলে আখ্যায়িত করেন ?

এবং নিচে যে আরও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি গুলো করেছেন দয়া করে খুজে দেখবেন তার পূর্ণ উত্তরগুলো কয়েকশত বছর আগেই দেয়া হয়ে গেছে । তাই পুরাতন প্রশ্ন নাই বা করলেন , আসুন নতুন কিছু প্রশ্ন করি নতুন উত্তরের খোজে ।

একেবারে সত্য কথা বলেছেন। আসলেই উক্ত উত্তরগুলো কয়েক শত বছর আগেই দেয়া হয়ে গেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন তা জানে না। জানে না বলেই তারা আসল ইসলাম কে না জেনে ভুল ভাল ইসলাম জানে, আর ধান্ধাবাজ কিছু মানুষের মনগড়া ব্যখ্যা জেনে সেটাকেই ইসলাম বলে ভুল করে। আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন আলোচ্য নিবন্ধে শত বছর আগের দেয়া উত্তরগুলোকেই সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি বিরাট বিরাট উদ্ধৃতি গুলোকে কষ্ট করে টাইপ ও পোষ্ট করে। যেমন, ইবনে কাথিরের ব্যখ্যা বা হাদিস থেকে উদ্ধৃতি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ইবনে কাথির কোরান হাদিসের আসল ব্যখ্যা দিয়ে গেছেন। কিন্তু কয়জন তা এখন জানে ? আমরা সেটাকেই সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করছি, এটা করে কি কোন ভুল করছি ? আপনি কি চান না মানুষ আসল ইসলাম জানুক ? যদি মনে করেন তাদের উদ্ধৃতি বা ব্যখ্যা সব ভুল ও বিকৃত , তাহলে সে বিষয়ে

আলোচনা করতে পারেন। খামোখা আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন ভাইজান ? আমি তো নিজের থেকে কোন ব্যখ্যা বিবৃতি দেই নি , তাই না ?

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ৬:২০ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
ভাই ভবঘুরে
আপনার উত্তর প্রসংগে; আপনারা নাকি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লান্ত , তার মানে একই প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে তার কারন ১; প্রশ্নটির কোন যৌক্তিক উত্তর দিতে পারছেন না । ২; আপনাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত নেতিবাচক বিশ্বাস বদ্ধমূল যেখান থেকে বের হতে পারছেন না । ৩; যে কারনে অতিরঞ্জিত প্রচারে গা ভাসাচ্ছেন । এটি একটি চেইন রিয়্যকশন এর মত মনস্তাত্তিক সমস্যা । যেমন ধরুন সমাজে কেউ যদি একবার চোর সাব্যস্থ হয় , চুরি না করেও ,বারবার তাকেই দোষী করা হয় , কেন??! কারন সেই মনস্তাত্তিক সমস্যা ! , ইসলামকেও ঠিক এভাবেই ফাসানো হয়েছে এবং হচ্ছে । তাই কুয়াশায় ঢাকা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন বিষয়ের নেতিবাচক সমালোচনা করা এক রকমের জ্ঞানপাপ । নিশ্ছিদ্র স্থানে ছিদ্র অন্বেষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যার সমস্যা স্বরুপ তথ্য গুলিয়ে ফেলার প্রবনতা দেখা যায় যা ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনারা প্রায়সই করে থাকেন , আর খামোখাই এমন কিছু দাবি করে বসেন যা শিশুদের মত শোনায় । আপনাদের দাবি , "ইসলাম শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য জান বাজী লড়াই করছে এবং ধর্ম অন্যের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে , বোমা ফাটাচ্ছে " কোথায়?! ইরাকে?, আফগানিস্তানে?, কিছু নামধারি ,সার্থান্বেশি, লঘু জ্ঞানে পথভ্রষ্টদের কথা বলছেন ? ভারতে কি নেই ? মাওবাদী ? আপনারা শুধু একদিকে ঢিল মারছেন ,কারা বেশি খারাপ যারা গায়ে বেঁধে বোমা ফাটাচ্ছে নাকি যারা বিমান থেকে মারছে? অতীতে যারা ভিয়েতনামের নিরিহ মানুষের উপর রাসায়নিক অস্ত্র পরিক্ষা চালিয়ে ছিল তারা এখন মানবতাবাদী ! কথায় আছে " টাকা আলার কুকীর্তি ঘুষে পরে চাপা " । তার চেয়ে তাকিয়ে দেখুন ইসলাম ভাল কি করেছে দে খবেন অনেক কিছু আশা করি সেই চোখ আপনাদের আছে । ইসলাম শুধু মাত্র মুহাম্মাদের ধর্ম নয় ইসলাম আদমের ধর্ম ইব্রাহিম ,মুসার ,ঈসার ধর্ম । বলতে বাধ্য হচ্ছি আরেকটু ভালকরে জানুন যে ইসলামে সামান্যতম কুসংস্কার নেই ।যদি কুসংস্ক্যরের কথা বলেন তবে বলল তা ইসলাম পুর্ব ধর্ম সম্প্রদায়দের কাছ থেকে পাওয়া যা তাদের আচারের অংশ রুপে রয়ে গেছে , বাঙ্গালি মুসলিমদের মধ্যেও এরুপ কিছু কুসংস্কার রয়ে গেছে যেগুলো তাদের পুর্বপুরুষের এবং অরিজিন হল বাংলাদেশ । ইসলামের প্রত্যেকতা বিষয় অত্যান্ত উচ্চমানের যুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত তাই অনুরোধ করি ইসলাম সম্পর্কে ধোঁয়া ধোঁয়া জ্ঞান নিয়ে অহেতু মন্তব্যে আসবেন না হাসির পাত্র হবেন ।
Q: দয়া করে যদি বলতেন, কোথা গেলে ইসলাম জানা যাবে ?

A: কোন বিষয় সম্পর্কে সচ্ছভাবে জানতে গেলে আগে তার মৌলিক ধারনা গুলো নিতে হবে, তাই আগে জানুন ইসলাম কাকে বলে ? ঈমান কাকে বলে ? ইসলামে আল্লাহর ধারনা, মুহাম্মাদ (দঃ) কে? মুহাম্মাদের(দঃ) জীবনি , বই পড়ুন ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ,যোগাযোগ করুন সউদিআরবের ইসলামিক গ্রন্থাগারে , তারপর নিজেই বুঝে যাবেন কোথায় গেলে ইসলাম জানা যায় ।

Q: কিন্তু কথা হলো যারা আরবি ভাষা ভালমতো বুঝে তারপর ইসলামের সব কিছু যেমন কোরান হাদিস অন্য ভাষায় অনুবাদ করেছেন তা পড়লে কেন ইসলাম জানা যাবে না ?

A: ভাল একটি প্রশ্ন ,তো ভাই অনুবাদ একটি তুলনামুলক বিষয় , কে আরবি ভাল জানে বুঝে তা আপনি বা আমি কেউই তার কোন মাপকাঠি স্থির করতে পারি না কেননা আমরা আরবিতে পন্ডিত নই । অনুবাদ অনুবাদক, শাব্দিক পরিভাষা , ভিন্ন ব্যাকরণ রীতি প্রত্যেকটার উপর নির্ভরশীল এমনকি অনুবাদকের সামান্যতম দৃষ্টিভঙ্গি জনিত ত্রুটি অনুবাদের অনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যা আপাত দৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হয় , তাই বলি অনুবাদ পড়ার আগে প্রয়োজনে একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন , তিনি যদি আপনাদের কাছে বিতর্কিত জোকার নায়েকও হয়ে থাকেন তবুও কেননা বর্তমানে তার ইসলামিক জ্ঞান সবচাইতে যুক্তিনির্ভর । আরেকটি বিষয় , ইসলামের প্রতি আপনাদের অশ্রদ্ধা থাকতে পারে কিন্তু আরবি ভাষা কি করল , কেন আরবি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন না । জেনে রাখুন যে আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটা ভাষাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি , ভালবাসি । কারন কোন ভাষা আমাকে আক্রমন করে না ।

মুক্তমনা হবার গ্রহনযোগ্যতা যতখানি আছে ততটুকুও হারাবেন না । যদি আপনাদের অনুবাদক ধ্রুপদি আর আধুনিক আরবির মধ্যে পার্থক্য করতে না জানেন তাহলে বলব তিনি সুক্ষজ্ঞানী নন তিনি লঘু জ্ঞানে পথভ্রষ্ট , আমার বিশ্বাস এই কারনেই আপনারা ইসলামের বিপক্ষে ক্ষ্যপা ষাঁড়ের মত চেচিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কাজে আসছে না । তাই আসুন আগে মৌলিক এবং সার্বজনিন জ্ঞানে নিজেদের পারদর্শী করে তুলি কোন বদ্ধমুল চেতনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তবেই না সঠিক দর্শনের দেখা পাব ।

আরবি ভাষা সম্পর্কে জানুন http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language এখানে অথবাhttp://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE এইখানে এবং এখানেও যান > http://en.wikipedia.org/wiki/Quran ।

Q: কোরানের আল্লাহ তো বলছে - সব আদেশ নির্দেশ বিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এধরনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আদেশ নিষেধ জানতে তো অনুবাদই যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক, তাই নয় কি ?

A: আবারো বলছি আরবি ভাষাটাকে জানুন , আগেই বলেছি ,"C++ ভাষায় লেখা একটি প্রোগ্রাম java ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা কখনও নাও যেতে পারে কারন প্যারাডিম আলাদা " । আরবির প্যারাডিম আর বাংলার প্যরাডিম একদমই আলাদা । আপনার কোরান এবং দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান যে কোন ভিতের উপর তা সবাই বুঝে যাবেন , প্রকৃতপক্ষে কোরান শুধু একটি উচ্চ মার্গের সাহিত্য গ্রন্থই নয় কোরান একটি ভাষার এবং একটি সুবিস্তৃত মতবাদের প্লাটফর্ম । যদি বলেন কোন কাব্যে কোন বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট থাকে না , বলব কোরান কাব্য নাকি গদ্য তা নিয়ে হেয়ালি আছে যা তার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য । তাই কোরান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নাকি অসস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট তা নিয়ে মন্তব্য করা

অজ্ঞানে বাহুল্য কথন ছাড়া কিছুই নয় । আপনি আমার প্রিয় কবি রবিন্দ্রনাথের কবিতার সংগে কুরানের তুলনা করেছেন এটা অপতুলনা।

Q: আপনি কি কোরান পড়ে যে যেমন ইচ্ছা ব্যাখ্যা প্রদান করুক এটাকে যথার্থ বলছেন ? তাহলে তো কোরনের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হলো না। এছাড়াও একদল কোরান পড়ে গায়ে বোমা বেধে নিরীহ মানুষ মারছে তাদেরকে কেন ইসলামের শত্রু বা ইসলামের অপব্যখ্যা করছে বলে আখ্যা য়িত করেন ?

A: এটা বাহুল্য কথন, কারন যারা তা করেন তাদের বিষয় “অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী”।

নিজ সার্থে অপব্যাখ্যা করা মানুষের প্রাচীন সভাব , অপব্যাখ্যা সব সময় দুর্বল ,সীমাবদ্ধ ও স্ববিরোধী যুক্তি বলে প্রকাশিত হয় যা মূলবিষয় থেকে দূরে অবস্থান করে দয়া করে যাচাই করবে ন । একটি চিন্তার DNA তৈরি করতে গেলে সুক্ষ পর্যবেক্ষনের সাথে মৌলিক জ্ঞানার্জন একক শর্ত , যাদের তা হয়ে উঠে না তারাই সার্থের তাগিদে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় । এরাই কুলাঙ্গার , বোমা ফাটায় , নিজেদের দৃষ্টিকোন থেকে তারা বিপ্লবি বা স্বাধীনতাকামী , আবার এদেরকে পুঁজি করে একদল লোক নিরিহকে বানাচ্ছে অপরাধী আর আপনারা চতুর্থপক্ষ নানারকম জল্পনায় কল্পনায় বিভ্রান্তিতে আছেন ।

Q:”"”আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন আলোচ্য নিবন্ধে শত বছর আগের দেয়া উত্তরগুলোকেই সুন্দর করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি বিরাট বিরাট উদ্ধৃতি গুলোকে কষ্ট করে টা ইপ ও পোষ্ট করে। যেমন, ইবনে কাথিরের ব্যখ্যা বা হাদিস থেকে উদ্ধৃতি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ইবনে কাথির কোরান হাদিসের আসল ব্যখ্যা দিয়ে গেছেন। কিন্তু কয়জন তা এখন জানে ? আমরা সেটাকেই সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করছি, এটা করে কি কোন ভুল করছি ? আপনি কি চান না মানুষ আসল ইসলাম জানুক ? যদি মনে করেন তাদের উদ্ধৃতি বা ব্যখ্যা সব ভুল ও বিকৃত , তাহলে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। খামোখা আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন ভাইজান ? আমি তো নিজের থেকে কোন ব্যখ্যা বিবৃতি দেই নি , তাই না ?”"”

A: আপনার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য দুঃখিত ! কিন্তু আবারও বাধ্য হচ্ছি কারন আপনিই যাচাই না করে অনেক কিছু লিখেছেন , ভাই বলি আপনি বিতর্কিত লেখক ইবনে কাথিরের কাছে গিয়েছেন কিন্তু আসল বস!দের কাছে জাননি , আপনার ব্যাক্তি গত বিষয় এখানে আসবেই কারন সমস্যাটা আপনার ইসলামের নয় কুরান -হাদিসেরও নয় , কোথায় আপনি বড়পির আব্দুল কাদের জিলাজি (রঃ) , ইমাম শাফি (রঃ) , ইমাম আবু হানিফা (রঃ) , ইমাম গাযযালি (রঃ) এর কাছে জাননি আপনি গিয়েছেন ইবনে কাথিরের কাছে ,সত্যি আপনি ভুল করেছেন , এটা সত্যিই বড় হাস্যকর । ক,খ শেখার আগে কাউকে কি বানান শিখতে দেখেছেন ? , আশা করি এতেই যথেষ্ট । কৌতুহল কে প্রশ্রয় দিন এবং তার পিছনে একটু খাটুন । মনে কিছু নিবেন না ভাই কারন বিতর্কের প্রার্থিরা বিতর্ক করার যোগ্যতা নিয়ে মন্তব্যের সম্মুখিন হবেন এতাই স্বাভাবিক , ধন্যবাদ নতুন লেখকের লেখাকে গুরুত্ত দেবার জন্য

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

তার মানে একই প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে তার কারন – ।
—
ইসলামকেও ঠিক এভাবেই ফাসানো হয়েছে
–
বলতে বাধ্য হচ্ছি আরেকটু ভালকরে জানুন যে ইসলামে সামান্যতম কুসংস্কার নেই ।
—-
"অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী"। -নিজ সার্থে অপব্যাখ্যা করা মানুষের প্রাচীন সভাব , অপব্যাখ্যা সব সময় দুর্বল ,সীমাবদ্ধ ও স্ববিরোধী যুক্তি – এরাই কুলাঙ্গার , বোমা ফাটায়

আপনার দীর্ঘ মন্তব্যটি ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে পড়লাম। নতুন কিছু পেলাম না। আপনার পুরো মন্তব্যের সারাংশ:

"১) আপনারা কিছুই জানেন না।
২) ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে কিছু স্বার্থান্বেষী "অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী" ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করে বুকে বোমা বেঁধে নিজে মরছে ও অন্যকে মারছে! আসল ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই ।
৩) আসল ইসলাম (আমি জানি)জানতে পড়ুন –"।

সেই পুরানো কাসুন্দি। মনে হচ্ছে আপনি মুক্তমনায় নবাগত। মন্তব্য করার আগে ভবঘুরের এই প্রবন্ধের **"সবগুলো পর্ব ও পাঠকের মন্তব্যগুলো"** সময় নিয়ে পড়াশুনা করুন। আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তরই সবিস্তারে পেয়ে যাবেন। তারপর যদি "বিতর্কের ইচ্ছা থাকে" তবে**"দলিল দস্তাবেজের (Reference)"** মাধ্যমে হাজির হবেন। আলোচনা করা যাবে। আপাতত: বিগ্যানময় কুরানের "এই পর্ব গুলোতে"একটু চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। আর ও অনেক পর্ব সামনে আছে। মাঝে মাঝে "ঢুঁ" মারবেন আপডেট দেখার জন্য। এর পরের পর্ব**"গোবর(feces)-তত্ব"** (আশা করি) সামনের সপ্তাহে প্রকাশ হবে। ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন।

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৬:১৭ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,
গোলাপ সাহেব ঘরে বসে আপনার মনে হল আমি নবাগত , এত মনে হওয়ার কিছু নাই , কে নবাগত কে প্রাচীনগত! কেউ যদি ১০টা আই ডি দিয়ে ১০টা পিসি থেকে ১০ টা চরিত্রে ১০ রকমের মন্তব্য

করে আপনার আমার ক্ষেত্রে এইতা বলা কঠিন কে নবাগত। আপনার কাছে যেটা সেই পুরানো কাসুন্দি প্রজন্মের পর প্রজন্ম তা টাটকা কাসুন্দি । খালি ভবঘুরে ক্যানে তার লাহান হাজার ডা পোষ্ট আঁই মুনোযোগ দিই পইড়ছি , আর ভবঘুরে কোন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন নাকি ?! ?পুরাতন কাসুন্দিতে নতুন আম চুবাচ্ছেন! ? মূল বিষয় থেকে সরে গেলে পার পাবেন না । "দলিল দস্তাবেজের" কথা কন ? জাল সইঁয়ে যারা দখলদার তাদেরকে দলিল দস্তাবেজ দেখানো আর তালে তালে পাগল সাজা একই কথা , আপনাদের এক দখলদার ভাই আমার সাথেই থাকেন । তার চাইতে আসেন আপনাগো আমাগো ধর্মের,দর্শনের,বিজ্ঞানের মনস্তাত্তিক সমেস্যা গুলান ওপেনে যাচাই কইরে দেহি , আগে ক,খ তারপর বানান । না হলে এর কোন সমাধান সামনের "গোবর(feces)-তত্ব" আর লাদি তত্ত্বই কন কারো কোন কাজে আসবেনা!

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৯:২১ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

"দলিল দস্তাবেজের" কথা কন ?**জাল সইঁয়ে** যারা দখলদার তাদেরকে দলিল দস্তাবেজ দেখানো আর তালে তালে পাগল সাজা একই কথা

ভাইজান,
তা "**আসল দলিল**" কবে হাজির করবেন? আমরা আপনার আসল দলিল দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১:৪৪ পূর্বাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

"গোবর (feces)-তত্ব" আর **লাদি তত্ত্বই** কন কারো কোন কাজে আসবেনা

তত্বটি আমার নয়। **মুহাম্মদের! "ঐশী-প্রাপ্ত"!** অবহেলা করলে হবেন গুনাহগার! গত ১৪০০ বছর ধরে তা সাফল্যের সাথে প্রচারিত হয়ে আসছে! এই "লাদি তত্ব' টি কী ? জানতে আগ্রহী হলে লিংকের পর্দায় চোখ রাখুন।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ১২:৪৮ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

ভাইজান কি নিবন্ধটা ভাল মতো পড়েছেন? মনে হয় পড়েন নি, না পড়েই মন্তব্য করে চলেছেন। দয়া করে ১৭ পর্ব আছে , সময় করে একটু পড়ুন, কোরান হাদিসের বিস্তর রেফারেন্স দেয়া আছে, আপনার যদি সাধ্য থাকে , যে কোন একটা বিষয় উল্লেখ করে সেটা আলোচনা করে প্রমান করুন যা লেখা হয়েছে তা ভুল। আমি তওবা করে ভুল স্বীকার করে লেখা বন্ধ করে দেব। রাজী আছেন ? আপনাদের মত যারা কোন কিছু না পড়েই মন্তব্য করে তাদেরকে উত্তর দিতে মাঝে মাঝে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা ও একই সাথে তাদের অন্ধত্ব ও জ্ঞানবিমূখতা দেখে।

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৮:৪৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
হ্যা ভাই , আপনার প্রত্যেকটা পোস্ট ভাল মতই পরেছি , আপনাদের মত ত্যনা প্যচানো কথা শুনলে মাঝে মাঝে কেন, একদমিই ধৈর্য্য হারাই না আর আমি আমার সাধ্যের মধ্যেই কিছু বিষয় উল্লেখ করে প্রশ্ন করে ছিলাম এবং দেখিওছি যে আপনারা সত্তিকারের কোন মুক্তমনা নন । বরং প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে অন্য কথা বলছেন , তবে যদি প্রশ্নগুলো একঘেঁয়েই লাগে তবে ধরে নিন না কিছুই জানিনা তাই জানতে চাইছি । যে বিবর্তনবাদকে কেন্দ্র করে নাস্তিকতার প্রমান মেলে আবার তা থেকেই আস্তিকতারও প্রমান করা যায় ,সবি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যপার । এটি একেক মানুষের ক্ষেত্রে একেক রকম , যেমন ধরুন আল্লাহ বলেছে
“তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম , যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।৯:২৯”

কেউ একজন এটা বুঝে যে ” ঠিকই তো আছে আমরা জানি যে ঐ সময়কার আহলে-কিতাবের লোকেরা অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করত , মদ খেত, নারীদের প্রতি অবিচার করত, কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দিত , ইত্যাদি তাহলে তো আল্লাহ মুসলমানদের বিশেষবাহিনী নিযুক্ত করেছেন যেন ওদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে একটা শর্ত আরোপ করে দুই পক্ষই শান্তিতে থাকুক”

আর আপনি বুঝেন ,"একারনেই ২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে- আর যদি তোমরা দারিদ্রেøর আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন - তো এবার দেখা যাক কিভাবে আল্লাহ দারিদ্র মুক্ত করবেন। সেটাও পরিস্কার ২৯ নং আয়াতে। বলা হচ্ছে- আহলে কিতাবের লোক তথা ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে দারিদ্র দুর করা হবে।"

আমি কিন্তু আগের আয়াতও পরেছি সে সম্পর্কিত আপনার ব্যাখ্যাটাও , কোনটা বেশি ইতিবাচক ।

তো ভাই ইসলাম নিয়ে বিতর্ক করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই আমি আপনাদেরকে শুধু এইটুকু বুঝাতে চেয়েছি যে আপনারা নামে মাত্র মুক্তমনা , আপনি সেটা না বুঝেই উল্টো ছালায় গিট মেরেছেন। আপনাকে তওবা করে লেখা বন্ধ করতে বলছি না তাতে একজন লেখক হারাবো , তাই বলি থুক্কুরি অনুরোধ করি যে আমাদের মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনিন সীমাবদ্ধতা এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ধর্ম ,বিজ্ঞান, দর্শন এর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে সার্বজনিন নিরপেক্ষভাবে এই নিয়ে লিখুন বা যদি লিখেও থাকেন ,বলুন, তারপর না হয় আপনার সাথে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে জমিয়ে বিতর্ক করবো । আর যদি মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনিন বিষয় গুলো স্পষ্ট করে সবার সামনে তুলে ধরতে না পারেন হয়ত আপনার দলে লোক ভিড়বে ঠিক একেক জন একেক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাদের দিয়ে কোনোই কাজে আসবেনা , কথাগুলো ইতিবাচকভাবে নিবেন আপনাকে ছোট করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই 🙂

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১:১০ পূর্বাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

ঠিকই তো আছে আমরা জানি যে ঐ সময়কার আহলে-কিতাবের লোকেরা অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করত , মদ খেত, নারীদের প্রতি অবিচার করত, কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দিত , ইত্যাদি তাহলে তো আল্লাহ মুসলমানদের বিশেষবাহিনী নিযুক্ত করেছেন যেন ওদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে একটা শর্ত আরোপ করে দুই পক্ষই শান্তিতে থাকুক "

তাই নাকি ? তো এটা কার ইতিহাসে লেখা ? আপনার নিজের বুঝি ?
অন্যায় ভাবে হত্যা করত? হা হা হা ., মোহাম্মদ নিজে যেভাবে নিরীহ মানুষ খুন করেছে আশা করি বানু কুরাইজা ও খায়বারের হত্যাকান্ড তার জন্যে যথেষ্ট প্রমান। মদ খাওয়া দুনিয়াতে হারাম আর মোহাম্মদের বেহেস্তে মদের নহর প্রবাহিত হচ্ছে, হা হা হা । নারীদের প্রতি অবিচার? দারুন বলেছেন। নারীকে দেন মোহর দিয়ে বিয়ে করে তার পর তাকে যৌনদাসী বানানো একটা স্থায়ী বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া

আর কি। আর যখন তাকে ভাল লাগবে না স্রেফ তার দেন মোহর দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে কর। আহ কি মধুর ইসলাম। কোরানের ৪:২৪ আয়াত বলছে দাসী ও বন্দি নারীদেরকে ধর্ষন করতে, অর্থ দিয়ে সাময়িক বিয়ে করে যৌন উপভোগ করতে, নারীরা হলো পুরুষের অর্ধেক মর্যাদার কারন তাদের বুদ্ধি সুদ্ধি কম, নারীরা হলো কুত্তা ও গাধা সমান , ৪:৩৪ মোতাবেক সামান্য মনোমালিন্য হলেই পাষন্ড স্বামী তার স্ত্রীকে পিটিয়ে পিঠের ছাল চামড়া বা হাড্ডি গুড্ডি ভেঙ্গে ফেলে রাখতে পারবে তা আল্লাহর হুকুম, নারীকে যেমন ইচ্ছা খুশী ভোগ করা যাবে সেখানে নারীটার কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, স্বামী যতই পাষন্ড ও বদমাশ হোক না কেন তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তা কে কোনমতেই তালাক দিতে পারবে না্ আরও বলব ? এই হলো ইসলামী মতে নারীর মর্যাদা দিয়েছে আল্লাহ । এই সব হলো আমাদের বক্তব্য তাই না ?
তারপর,

আর আপনি বুঝেন ,”একারনেই ২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে- আর যদি তোমরা দারিদ্রে্যর আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন- তো এবার দেখা যাক কিভাবে আল্লাহ দারিদ্র মুক্ত করবেন। সেটাও পরিস্কার ২৯ নং আয়াতে। বলা হচ্ছে- আহলে কিতাবের লোক তথা ইহুদি ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করে দারিদ্র দুর করা হবে। ”

এটাও আমাদের বক্তব্য তাই না ? আমি তো কোন বক্তব্য না দিয়ে স্রেফ হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসির থেকে তুলে দিয়েছি নিজে কখন বক্তব্য দিলাম ?

মিয়া, ফাতরামি করার যায়গা পান না ? যান ভাল করে কোরান হাদিস পড়ে এখানে মন্তব্য করবেন।

এডমিনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ:
যুক্তি হীন পাগলের প্রলাপকে মন্তব্যের নামে প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক তা অবলম্বনের অনুরোধ করছি।

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ১:১৬ পূর্বাহ্ণ
@ভবঘুরে,

যুক্তি হীন পাগলের প্রলাপকে মন্তব্যের নামে প্রকাশের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করছি।

তাই নাকি ? তো এটা কার ইতিহাসে লেখা ? আপনার নিজের বুঝি ?
অন্যায় ভাবে হত্যা করত? হা হা হা ., মোহাম্মদ নিজে যেভাবে নিরীহ মানুষ খুন করেছে আশা করি

বানু কুরাইজা ও খায়বারের হত্যাকান্ড তার জন্যে যথেষ্ট প্রমান। মদ খাওয়া দুনিয়াতে হারাম আর মোহাম্মদের বেহেস্তে মদের নহর প্রবাহিত হচ্ছে, হা হা হা । নারীদের প্রতি অবিচার? দারুন বলেছেন। কোরানের ৪:২৪ আয়াত বলছে দাসী ও বন্দি নারীদেরকে ধর্ষন করতে, অর্থ দিয়ে সাময়িক বিয়ে করে যৌন উপভোগ করতে, নারীরা হলো পুরুষের অর্ধেক মর্যাদার কারন তাদের বুদ্ধি সুদ্ধি কম , নারীরা হলো কুত্তা ও গাধা সমান, ৪:৩৪

এটাও আমাদের বক্তব্য তাই না ? আমি তো কোন বক্তব্য না দিয়ে স্রেফ হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসির থেকে তুলে দিয়েছি নিজে কখন বক্তব্য দিলাম ?

আরে রাখেন মিয়া , আপনার কি টাইম মেশিন আছে নাকি ? নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি করছেন ? হতেও পারে কওয়া যায় না মানুষে প্রান তৈরি করল ! ঘরে বসে কিছু লোক তা বিশ্বাসও করলো। যদি কন ” কোরানের ৪:২৪ আয়াত বলছে দাসী ও বন্দি নারীদেরকে ধর্ষন করতে, অর্থ দিয়ে সাময়িক বিয়ে করে যৌন উপভোগ করতে, নারীরা হলো পুরুষের অর্ধেক মর্যাদার কারন তাদের বুদ্ধি সুদ্ধি কম , নারীরা হলো কুত্তা ও গাধা সমান, ৪:৩৪ ” তবে বলল বাড়িতে বসে নিজে নিজে বানাচ্ছেন আর আন্যের (ইবন কাথির/কাছির) নামে চালাচ্ছেন ।

এই সব আজাইরা বানীর কোনোই অস্তিত্ব নাই থাকলে ১৪০০ শো কেন ১৪ দিনও ইসলামের অস্তিত্ব থাকত না কারন আপনার মত লেখক খালি আপনিই নন এরকম অনেক লেখক ছিল ,আছে , তাদের যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী । খালি বলেন যে যুক্তি দেন -যুক্তি দেন । আপনি যে লেবেল লাগান ভুল বই পরেন নাই তার পিছনে যুক্তি কি ? আপনি যদি সৎসাহস রাখেন তো টিভিতে আসেন সবাই আপনাকে দেখুক , শুনুক, জানুক । ঐ জোকার নায়েকের সাথেই কথা বলেন ইসলামের মত উনিও ফোকাসে আছেন । খালি যন্ত্র দিয়ে ঘরের কোনায় বসে লেখালেখি করে কয়দিন চালাবেন ?

এডমিনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ:
যাদের দৃষ্টিভঙ্গির সিমাবদ্ধতা রয়েছে তারা মুক্তমনা নন ,দয়া করে তদেরকে সদস্য পদ থেকে বাতিল করে সহজ মানুষদের বিভ্রান্তি পথ থেকে বাচান ।

প্রত্যয় এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ৬:৪৮ পূর্বাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,
“যদি কন ” কোরানের ৪:২৪ আয়াত বলছে দাসী ও বন্দি নারীদেরকে ধর্ষন করতে, অর্থ দিয়ে সাময়িক বিয়ে করে যৌন উপভোগ করতে, নারীরা হলো পুরুষের অর্ধেক মর্যাদার কারন তাদের বুদ্ধি

সুদ্ধি কম, নারীরা হলো কুত্তা ও গাধা সমান , ৪:৩৪ ” তবে বলল বাড়িতে বসে নিজে নিজে বানাচ্ছেন আর আন্যের (ইবন কাথির/কাছির) নামে চালাচ্ছেন ।”
তা ভাই কোরানের আয়াত ৪:৩৪ , ৪:২৪ আসলে কি বলেছে আমাদের সেটা না হয় আপনি ই বলুন , ভবঘুরে ভাই এর লেখা না পরে আপনার কাছ থেকেই শুনি ঐসব আয়াত সম্পর্কে. ভাই রে এখানে যারা লেখা পড়ে তারা ভাববেন না এইসব লেখা পড়ে ই খান্ত হয়, সাথে সাথে ক্রস চেক করে নিতে তারা ভোলে না, আর আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হলো আপনি হয়ত চোট বেলা থেকে যা শুনে বা বুঝে এসেছেন এখন তার বিরুদ্ধ মতের কথা শুনবার পর কিছুতেই সেটা মানতে পারছেন না , তাই যত সব অপ্রাসঙ্গিক উল্টা পাল্টা প্রশ্ন/প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন

[ভবঘুরে](#) এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

এই সব আজাইরা বানীর কোনোই অস্তিত্ব নাই থাকলে ১৪০০ শো কেন ১৪ দিনও ইসলামের অস্তিত্ব থাকত না

তার মানে বলছেন কোরানে ঐসব বানী নাই ? এসব ভূয়া বানী ? এবার নতুন কথা শোনালেন ভাই। একই সাথে ধরে নেয়া যায় আপনার কাছে আসল বানী সমৃদ্ধ কোরান আছে। তাহলে সেটা এখানে প্রকাশ করছেন না কেন ? আমরা সবাই সেটা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

আপনি যদি সৎসাহস রাখেন তো টিভিতে আসেন সবাই আপনাকে দেখুক , শুনুক, জানুক । ঐ জোকার নায়েকের সাথেই কথা বলেন ইসলামের মত উনিও ফোকাসে আছেন । খালি যন্ত্র দিয়ে ঘরের কোনায় বসে লেখালেখি করে কয়দিন চালাবেন ?

http://www.abnsat.com এখানে যান , দেখুন কি ভাবে ও কত প্রকারে টিভিতে বলছে। অপেক্ষা করুন আরও টিভি বের হবে। মানুষ সব এখন জানতে পারবে। এটা মিডিয়ার যুগ , মিথ্যা ও চাপাবাজির দিন শেষ।

অচেনা এর জবাব:

জুলাই ২৯, ২০১২ at ১১:৪২ পূর্বাহ্ণ

@শেরতনুজ ঈশান,

আপনাকে তওবা করে লেখা বন্ধ করতে বলছি না তাতে একজন লেখক হারাবো , তাই বলি থুক্কুরি অনুরোধ করি যে আমাদের মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনিন সীমাবদ্ধতা এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ধর্ম ,বিজ্ঞান, দর্শন এর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে সার্বজনিন নিরপেক্ষভাবে এই নিয়ে লিখুন বা যদি লিখেও থাকেন ,বলুন, তারপর না হয় আপনার সাথে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে জমিয়ে বিতর্ক করবো ।

আপনার যা স্ট্যান্ডার্ড, তাতে আপনি ভবঘুরে ভাইয়ের লেখা মাথায় ধুকাতে পারবেন কেন ?উনি কোন কথাটা দলিল দস্তাবেজ ছাড়া বললেন একটু দেখান তো আমা কে। দেখাবেন ? নাকি পিছলে যাবেন?

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:

জুলাই ৩০, ২০১২ at ১:৪৬ পূর্বাহ্ণ

@অচেনা,

আপনার যা স্ট্যান্ডার্ড, তাতে আপনি ভবঘুরে ভাইয়ের লেখা মাথায়(ধুকাতে)পারবেন কেন ?উনি কোন কথাটা দলিল দস্তাবেজ ছাড়া বললেন একটু দেখান তো আমাকে। দেখাবেন ? নাকি পিছলে যাবেন?

যেহেতু আপনার লেখকের ভাষা মাথায় ঢুকাতে পারছি না , বুঝতে হবে যে আপনার লেখক অসাধারন লেখক! , মানে তার লেখা সাধারনের বোধজ্ঞানের বাইরে , সেই জন্যে আগের মন্তব্য গুলোতে উনাকে সর্বসাধারনের উপযোগি হয়ে আসতে বলেছিলাম কিন্তু তা উনার ইগোতে লেগেছে ।নিরপেক্ষ হয়ে নিজের খেয়াল নিন , একজনের ইগোকে নাই বা উস্কে দিলেন ।

নেটওয়ার্ক এর জবাব:

জুলাই ৩০, ২০১২ at ৪:২৯ অপরাহ্ণ

@শেরতনুজ ঈশান,

যেহেতু আপনার লেখকের ভাষা মাথায় ঢুকাতে পারছি না

রোজা রাখলে তো মাথায় ঢুকতে পারবে না। আর এক টা কারনে হয়তো বা , মাথায় ঢুকতে পারছে না, সেটা হল মাথায় কম থকলে। আর যদি মাথায় কম থাকে তাহলে ২ মাস ভাল মত মুক্ত মনা ব্লগ টা পড়েন।তারপর মাথার টিউমার টা যদি ১টু বাড়ে।

পাবলিসিটি বাইরলো।

পাবলিসিটি ২ ধরনের -

১। ভাল পাবলিসিটি

২। ময়লা দুঃগন্ধ যুক্ত পাবলিসিটি।

মক্তমনা তে আপনার ময়লা দুঃগন্ধ যুক্ত পাবলিসিটি হচ্ছে , সেটা বুজতে পারছেন তো। অবশ্য বুজবেন কি করে বুজার ক্ষমতা ও নাই , সব বুঝ দিয়া আইছেন (গাভী)আল্লারে।

বুজতে পারছেন না কয় টাকার ক্ষতি হল। সাড়া জীবণ তো টাকা টাই চিনলেন। টাকার জন্য কিছু দিন পর (গাভী) মহান আল্লাহ কে ভুলে যাবেন।

ভাই জান রোজা রাইখেন কিন্তু ইফতারি খাইয়েন না।

এই গুলা লেখি যাতে মুক্তমনার পাবলিক রা মুক্ত মনে হাঁসতে পারে।ভাইজান আপনে তো বেরসিক মানুষ ,এত রস কষ কম হইলে কমনে হইব।

অচেনা এর জবাব:

আগস্ট ১, ২০১২ at ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

@শেরতনুজ ঈশান, আসলে কি জানেন? সোজা জিনিস আপনাদের মাথায় ঢোকে না।কাজেই আর কিবা করার আছে?কারো ইগো উস্কে দেয়া কাজ নয় আমার। আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে একটু চিন্তা করে দেখুন, যুক্তি গুলোর যদি কোন অসংলগ্নতা দেখাতে পারেন , সেটা দেখান। অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে কি প্রমাণ করতে চান বুঝি না!

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুলাই ২৬, ২০১২ at ৫:৩৯ অপরাহ্ণ

@শেরতনুজ ঈশান,

ভাই শেরতনুজ ঈশান,
কোরানের নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে, আপনি কী সত্যিই বিশ্বাষ করেন, যে এই পৃথিবী ৭টি তবক বা তাকে তাকে বিভক্ত?
একটু ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে বুঝাবেন কি ?
নীচ বিখ্যাত তাফছীর কারক জালালাইন ও এবনে কাথীরের ও অনুবাদ দেওয়া হল।

এ সমস্ত অনুবাদগুলী সঠিক আছে কিনা এটাও একটু জানাবেন , কারন আমরা তো আর আরবী ভাষা জানিনা। আমাদেরকে তো কোরান বুঝার জন্য উনাদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা।

স্বাগতম,
ধন্যবাদ আপনাকে কোরান হাদিছ আলোচনায় অংশ গ্রহনের জন। আসুন আমরা খোলা মন লয়ে আমাদের মৌলিক পবিত্র গ্রন্থ্ কোরান হাদিছ আলোচনা করি।

65:12

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا 12

আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে , এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত ।

65:12

TAFSIR JALALAIN

{ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِّتَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً }

it is Who created seven heavens, and of earth the like thereof, that is to say, seven earths. The command, the revelation, descends between them, between the heavens and the earth: Gabriel descends with it from the seventh heaven to the seventh earth, that you may know (li-taʿlamū is semantically connected to an omitted clause, that is to say, 'He apprises you of this creation and this sending God down [that you may know]'), that God has power over all things and that God encompasses all things in knowledge.

65:12

IBN KATHIR

12. It is Allah Who has created seven heavens and of the earth the like thereof. His command descends between them, that you may know that Allah has power over all things, and that Allah surrounds all things with (His) knowledge.)

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ১১:০৫ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজানে কি দেলোয়ার সাইদির মতো ওয়াজকারী হতে চান নাকি ? যেভাবে ইবনে কাথির ও জালালাইন নিয়ে টানা টানি শুরু করেছেন তাতে সেটা হতে আর দেরী নেই। তবে আমি বহু ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে দেখেছি ওয়াজকারী হতে বেশী জানার দরকার পড়ে না। কিছু আয়াত , হাদিস আর চাপাবাজি করতে জানলেই ভাল ওয়াজকারী হওয়া যায়।

নেটওয়ার্ক এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ১২:৪৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

বোখারী শরীফ বুক-৬, হাদিছ # ১৯১৭
অনুবাদ করেছেন মাওলানা আজিজুল হক।
৬.১৯১৭ আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে–যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের -
“(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সুর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।
এই হাদিস টার লিঙ্ক দেন না।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ৩:৫৯ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

পাবেন এখানে।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ১২:২৯ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

http://www.banglakitab.com/BukhariSharif/BukhariShareef-ImamBukhariRA-Vol-6-IntroAndPage-106-161.pdf
এই লিংক গেলাম কিন্তু page তো খালি দেখায়।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৩:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

http://www.banglakitab.com/BukhariSharif/BukhariShareef-ImamBukhariRA-Vol-6-IntroAndPage-106-161.pdf
আপনার এ লিংক ঠিকই আছে। আমিতো CNTRL ও ডবল ক্লিক করে সংগে সংগে প্রথম পৃষ্ঠায় পৃ - ১০৬ এ ঢুকতে পারতেছি। ওখান থেকে ১১৮ পৃষ্ঠায় গেলে উক্ত ১৯১৭ নং হাদিছ পাইবেন।

এর ইংরেজীটাও দেখতে পারেন এখানে

BOKHARI BOOK 54, NO 421

Narrated Abu Dhar: The Prophet asked me at sunset, “Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?” I replied, “Allah and His Apostle know better.” He said, “It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation

of the Statement of Allah: “And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing.” (36.38)

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২৭, ২০১২ at ৭:৪১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হাদিস আর চাপাবাজি করতে জানলেই ভাল ওয়াজকারী হওয়া যায়।

কিন্তু চাপাবাজী দিয়ে আর কতদিন চালানো যায়। এসব চাপাবাজী তো এখন জনগনের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে।
ভাইজান, আমার বড় আশা ছিল এটা দেখতে যে ঊনি (জনাব শেরতনুজ ঈশান সাহেব) কিভাবে কোরানের উক্ত আয়াত অনুসারে এটা স্বীকার করে নেন যে আমাদের এই পৃথিবী ৭টি স্তরে সাজানো।

শুধুই তাই নয় ,ডঃমুজিবুর রহমান সাহেবের বংগানুবাদ এবনে কাথিরেও দেখুন , উনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায়, বিশ্বস্ত হাদিছ এনে দেখিয়েছেন, সেই সমস্ত স্তরে স্তরে অনেক নবীরাও রয়েছেন। এটা কোন ইমানদার ব্যক্তির অস্বীকার করার ক্ষমতা নাই।

অতএব এটা অস্বীকার করার অর্থ দাড়াবে, আল্লাহর বানীকে অস্বীকার করা, তথা কাফের হয়ে যাওয়া।

কিন্তু ভাইজান বড় দুখের বিষয় উনি (জনাব শেরতনুজ ঈশান সাহেব) এ বিষয়ে আর আলোচনায় এলেন না।

কী আর করতে পারি বলুন?

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ২:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,
ভাই জানিনা আপনি চাপাবাজী বলতে কি বুঝেন বা বুঝাতে চাইছেন সেটা আপনিই ভাল জানেন , অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব সেই ফাকে আপনার মনের হাবল টেলিস্কোপের যন্ত্রাংশ গুলো

ভালকরে পরিস্কার করে নিন কারন আমি আপনাকে আকাশ দেখাব , হয়ত যন্ত্রাংশ মহাজাগতিক ধুলোয় ভরে আছে তাই মোছার নেকরা হিসাবে সম্প্রতি করা আমার মন্তব্যটি কয়েকবার বুঝে পড়ুন , কেন বলছি ? কারন সেখানে মনের টেলিস্কোপ মোছার কিছু দরকারি নিয়ম পাবেন । মনে রাখবেন অবশ্যই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে যেনে নিই কারন একটা কথা আছে “যেমন রোগী/রোগ তেমন ঔষধ ”

আমি কিছু প্রশ্ন করব দয়া করে উত্তর দেবেনঃ কোন কিছু গোপন করবেন না

১। আপনি ঈশ্বরবাদি নাকি নাস্তিকবাদি ?

২। আপনি ঈশ্বরবাদি কিংবা নাস্তিকবাদি সে যে বাদেই বিশ্বাসী হন তার পেছনে আপনার চুড়ান্ত যুক্তিগুলো কি কি ? (Note: আবারও বলছি কোন কিছু গোপন করবেন না)

৩। আপনি আগে কোন বাদে বিশ্বাস করতেন ?

৪। আপনি যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন তবে তা কয়জন ? আর যদি নাস্তিকবাদে বিশ্বাসী হন তাহলে তো কথাই নেই ।

তাহলে মহাজাগতিক ধুলো ছাফ করুন আর প্রশ্ন গুলোর উত্তর দিন , আপনার প্রশ্নের উত্তর ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন ।

কথা দিচ্ছি সংগেই থাকব। 🙂

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:

জুলাই ২৮, ২০১২ at ৩:৩৭ অপরাহ্ণ

@শেরতনুজ ঈশান,

চাপাবাজী বলতে কি বুঝেন বা বুঝাতে চাইছেন সেটা আপনিই ভাল জানেন , অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব

চাপাবাজীর কথা আমি আর কীই বা বলতে পারি। দুই একটা চাপাবাজীর নমুনা পেয়ে যাবেন এখানেই। দেখুন তো নীচে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বোখারীর হা দিছটা।

আপনি কী তাহলে মনেপ্রানে বিশ্বাষ করেন সূর্যটা প্রতিদিন শয়তান ইবলিসের মাথার দুই পার্শের ভিতর দিয়ে উদয় ও হয় এবং অস্ত ও যায়?

আপনি ইমানের সংগে একটু বলুন তো ? সূর্য প্রতিদিন শয়তান ইবলিসের মাথার দুই পার্শের ভিতর দিয়ে উদয় ও হয় এবং অস্ত ও যায় কিনা?

আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। আগে এই মৌলিক বিষয় গুলীর সমাধান দিন।

BOKHARI BOOK 54#494
494 Narrated Ibn Umar: Allah's Apostle said, "When the (upper) edge of the sun appears (in the morning), don't perform a prayer till the sun appears in full, and when the lower edge of the sun sets, don't perform a prayer till it sets completely. **And you should not seek to pray at sunrise or sunset for the sun rises between two sides of the head of the devil (or Satan)."**

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৯:০১ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আপনাকে আমি যে প্রশ্ন গুলো করেছি তার উত্তর যদি আপনি না দেন তাহলে বুঝব কি করে যে কোন উত্তরতা আপনার জন্যে উপযুক্ত তার কারন আমি বিশ্বাস করিনা যে আপনি একজন মুক্তমনা ।

সুকান্ত এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ২:২৪ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

ভাই বুঝলাম যে আপনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তো কিছু জ্ঞান দান করে আমাদের একটু বিজ্ঞ ভাবার সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করুন। উপরে আঃ হাকিম চাকলাদার ভাইয়ের প্রশ্ন গুলো হল সার্বজনীন এবং আস্তিক বা নাস্তিক বা যে কোন কারো জন্য এর উত্তর হবে কিন্তু একটাই (যে প্রযুক্তিই ব্যবহার করেন না কেন), তাই উনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি আস্তিক কি নাস্তিক বা উনার জন্য কোন উত্তর উপযুক্ত, সেটা খোঁজা কি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তাছাড়া, আপনাকে ও তো এখানে সবাই বলতে পারে, আপনি মুক্তমনা নন- যেভাবে নিজেকে জাহির করছেন, এতে কিন্তু মনে হয় না আপনি মুক্তমনা। ভবঘুরে ভাই তো আপনার সাথে তর্ক করছে না বরং আপনি বা কেন রেফারেন্স দিয়ে এটাকে বিতর্কে রুপ দিচ্ছেন না- তাতে তো আমাদের সবাই সত্য টা জানতে পারব। আশা করি ভুল বুঝবেন না এবং দয়া করে কাউকে অজ্ঞ ভেবে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন না। এতে সবার সম্মান থাকবে। বিতর্কে আসুন, উপভোগ্য করে তুলুন এবং সুযোগ দিন অন্যদের -নতুন কিছু শেখার। ভালো থাকবেন।

সেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১১:৫০ অপরাহ্ণ
@সুকান্ত,

তাই উনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি আস্তিক কি নাস্তিক বা উনার জন্য কোন উত্তর উপযুক্ত , সেটা খোঁজা কি বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

কারন রাতকানার রুগিকে চর্মরোগের ঔষধ দিতে নাই ।

তো কিছু জ্ঞ্যান দান করে আমাদের একটু বিজ্ঞ ভাবার সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করুন।

তো একটু জ্ঞান লেন কৃতার্থ হোন "যে প্রকৃত অজ্ঞ তাহাকে অজ্ঞ বলিলে সে ক্ষেপিয়া জলোবলো হইয়া পরে এবং কিছু আবোল তাবোল বাক্য চয়ন করত এমন আচরন করে যেন সে নিজের মাথা নিজেই খুটিয়া মরে তাহা দেখিয়া আমি মৃদু হাস্যে তালি বাজাই । এবং মনে মনে কই ইহাই তো চাহিয়া ছিলাম , আজিকে পরিচয় পাওয়া গেল" ।

যেমন ধরুনঃ

ভাই আপনার গলা আওয়াজ অনেক বেশী, হুদা ই উল্টা পাল্টা চিল্লা চীল্লী পাড়েন(চোরের মায়ের বড় গলা)।
লজ্জা থাকলে আর উত্তর দিয়েন না।
ভাই আপনি তো মহা জ্ঞানী দশ জন দশ টা মন্তব্য দেয়, আর আপনে একাই ১০ টা মন্তব্যের উত্তর দেন। বুজতে পারছেন আপনে কত বড় জ্ঞানী।

বুজতে পারছেন না কয় টাকার ক্ষতি হল। সাড়া জীবণ তো টাকা টাই চিনলেন। টাকার জন্য কিছু দিন পর (গাভী) মহান আল্লাহ কে ভুলে যাবেন।

ভাই জান রোজা রাইখেন কিন্তু ইফতারি খাইয়েন না।

রোজা হল সংযম। কিন্তু দেখেন ভাই, মুসলিমরা রোজার দিনেই খায় বেশি।রোজা রাখলে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে রাতে বেশি খেলে শরীরের বড় ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে যায় বহু গুনে। আর দেখেন রোজার দিনেও মানুষ ৩বার খায়।ইফতারে হরিলুট, রাতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি খাবার, আর না খেয়ে থাকবে তাই শেষ রাতে প্রায় ১ গামলা পার্থক্য একটাই যে রাতে ৩ বার খায়। মানে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়া আর শারীরিক স্থূলতা।।

অতএব মহান বিজ্ঞানী আল্লাহ ও হুজুরে পাক রোজার মাসকে করেছেন বরকতময় মাস।

একদম ঠিক। উনার মানসিক PROBLEM আছে, উনি ১ টা মন্তব্য দেন আর উনার মন্তব্যে মানে উনি নিজেই বুজেন না ।

এইটা উনার জন্ম গত সমস্যা। মাঝে মাঝে নিজের কথাই নিজেই বিভ্রান্ত হন।

তাহলে বুঝেন কার কথা শুনা উচিত ? একজন মূর্খও আপনাকে অজ্ঞান বলতেই পারে তার দৃষ্টিকোন থেকে কিন্তু আপনি রেগে গিয়ে তাকে আক্রমন করতে পারেন না ।

ধন্যবাদ আঃ হাকিম চাকলাদারের হয়ে কথা বলার জন্যে ।

সুকান্ত এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ৩:৪৯ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,
আমার কমেন্টে যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। একটা ব্যাপার এখনো বুঝছি না, আপনি কেন বিতর্ক করতে চাচ্ছেন না যখন আপনি জানেন যে সর্ব রোগের ওষুধ আপনার কাছে আছে সেটা রাতকানা বা চর্ম রোগ যাই-ই হোক। আপনার কোন কমেন্টেই কিন্তু কোন যুক্তি বা কোন প্রশ্নের উত্তর দেখছি না বরং আপনি যাদেরকে অজ্ঞ ভাবছেন, তাঁদের মতই আপনি কমেন্ট করছেন- তাহলে ওদের সাথে আপনার পার্থক্য টা রইল কোথায়? এধরনের আচরন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ আশা করে না বলেই জানি। আসুন , বিতর্কে যোগ দিয়ে আপনার যুক্তি উপস্থাপন করে দেখুন একবার- যদি মনে করেন, মুক্তমনা তে কারো আপনার জ্ঝ্যান বা যুক্তি বোঝার মত ক্ষমতা নেই-তখন না হয় বেরিয়ে যাবেন!!!

একজন মূর্খও আপনাকে অজ্ঞান বলতেই পারে তার দৃষ্টিকোন থেকে কিন্তু আপনি রেগে গিয়ে তাকে আক্রমন করতে পারেন না

মূর্খ যে কোন কাউকেই তো অজ্ঞ বলতে পারে - সেজন্য বিজ্ঞজন ঐ মূর্খের সাথে কিন্তু তর্কে জড়ায় না বা রেগে যায়না বরং বোঝানের চেষ্টা করে- এটা আমার অভিমত। আর

তো একটু জ্ঞান লেন কৃতার্থ হোন

ধন্যবাদ জানবেন আমাকে জ্ঝ্যান দানের জন্য। কৃতার্থ হলাম। অপেক্ষায় রইলাম আপনার রেফা রেন্স সহ যুক্তির ধার দেখার জন্য। আশা করি বিমুখ করবেন না আমাদের কে। যদি ধর্ম নিয়ে না চান , তবে বিজ্ঞান নিয়ে হলে ও আসুন চাকলাদারের ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। তখন আমি ও চেষ্টা করব আমার সীমিত জ্ঝ্যান দিয়ে আপনার সাথে বিতর্কে জড়ানোর।

অচেনা এর জবাব:
আগস্ট ১, ২০১২ at ১০:২০ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান, ভাইজানের কনফিডেন্স দেখি খুবই বেশি।

28. 28

কৌতুহলী ছাত্র

জুলাই ২৮, ২০১২ সময়: ১২:৫৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে শেরতনুজ ঈশান সাহেব আগের ১৬ টা পর্ব না পড়েই ১৭ নং টা পড়ে জ্ঞান প্রদানের জন্য লাফা-লাফি করতেসে।

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৪:২৮ পূর্বাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,
দুঃখিত? আপনার যে এতটা আঁতে ঘাঁ লাগবে ভাবিনি, হার্টের রোগি হলে ভাই মাফ করবেন চিকিৎসার দায় কিন্তু নিতে পারব না এধরনের ১৬ টা কেন ১০০ টা পোষ্ট=.০০০০০০০০০০০১ পোষ্ট = নতুন সুত্র প্রলাপ-৭৬ গ্রন্থ:উন্মাদদের প্রলাপ পেজ নং:৮৫। খুজে নেবেন যায়গা মত পাওয়া যায় । জ্ঞান প্রদানের কথা বলছেন তো তাহলে তাই , আপনার মত মহাজ্ঞানিকে যে জ্ঞান দেবার সৌভাগ্য হয়েছে তাতে আমি খুব খুশী , আমার গুরু সক্রেটিসের চাইতে আমি একধাপ এগিয়ে আছি ।

নেটওয়ার্ক এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৯:৩৭ পূর্বাহ্ণ
@কৌতুহলী ছাত্র,

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর

নিজের ফান্দে নিজেই পরছে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে শেরতনুজ ঈশান সাহেব আগের ১৬ টা পর্ব না পড়েই ১৭ নং টা পড়ে জ্ঞান প্রদানের জন্য লাফা-লাফি করতেসে।

ভাই মনে হয় কি ,উনি ১৭ নাম্বার ব্যতিত ১ টা পর্ব ও পড়েন নাই।

শেরতনুজ ঈশান এর জবাব:
জুলাই ২৮, ২০১২ at ৯:০৯ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

এতে আমার কোনো লাভ লস নেই তো। নাকি দু’টাকার ক্ষতি হলো । মাঝখান থাইক্কা একটা কমেন্ট পাইলাম ,পাবলিসিটি বাইরলো।

নেটওয়ার্ক এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১:৩৪ অপরাহ্ণ
@শেরতনুজ ঈশান,

তে আমার কোনো লাভ লস নেই তো

ভুল বললেন, আপনার লাভ নাই তবে লস আছে। ভাই আপনি তো মহা জ্ঞানী দশ জন দশ টা মন্তব্য দেয়, আর আপনে একাই ১০ টা মন্তব্যের উত্তর দেন। বুজতে পারছেন আপনে কত বড় জ্ঞানী।

পাবলিসিটি বাইরলো।

পাবলিসিটি ২ ধরনের -
১। ভাল পাবলিসিটি
২। ময়লা দুঃগন্ধ যুক্ত পাবলিসিটি।

মক্তমনা তে আপনার ময়লা দুঃগন্ধ যুক্ত পাবলিসিটি হচ্ছে , সেটা বুজতে পারছেন তো। অবশ্য বুজবেন কি করে বুজার ক্ষমতা ও নাই , সব বুঝ দিয়া আইছেন (গাভী)আল্লারে।

নাকি দু'টাকার ক্ষতি হলো

বুজতে পারছেন না কয় টাকার ক্ষতি হল। সাড়া জীবণ তো টাকা টাই চিনলেন। টাকার জন্য কিছু দিন পর (গাভী) মহান আল্লাহ কে ভুলে যাবেন।

ভাই আপনার গলা আওয়াজ অনেক বেশী, হুদা ই উল্টা পাল্টা চিল্লা চীল্লী পাড়েন(চোরের মায়ের বড় গলা)।

লজ্জা থাকলে আর উত্তর দিয়েন না।

ভাই জান রোজা রাইখেন কিন্তু ইফতারি খাইয়েন না।

*অচেনা*এর জবাব:

জুলাই ২৯, ২০১২ at ৮:৫৭ অপরাহ্ণ

@নেটওয়ার্ক,

ভাই জান রোজা রাইখেন কিন্তু ইফতারি খাইয়েন না।

রোজা হল সংযম। কিন্তু দেখেন ভাই, মুসলিমরা রোজার দিনেই খায় বেশি।রোজা রাখলে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে রাতে বেশি খেলে শরীরের বড় ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে যায় বহু গুনে। আর দেখেন রোজার দিনেও মানুষ ৩বার খায়।ইফতারে হরিলুট, রাতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি খাবার, আর না খেয়ে থাকবে তাই শেষ রাতে প্রায় ১ গামলা পার্থক্য একটাই যে রাতে ৩ বার খায়। মানে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়া আর শারীরিক স্থূলতা।।

অতএব মহান বিজ্ঞানী আল্লাহ ও হুজুরে পাক রোজার মাসকে করেছেন বরকতময় মাস।

*ভবঘুরে*এর জবাব:

জুলাই ২৯, ২০১২ at ১২:৪৮ অপরাহ্ণ

@নেটওয়ার্ক,

ভাই মনে হয় কি ,উনি ১৭ নাম্বার ব্যতিত ১ টা পর্ব ও পড়েন নাই।

আমার মনে হয় উনি এই ১৭ শ পর্বও ভালমতো পড়েন নি। কারন তা যদি পড়তেন দেখতেন যে এ নিবন্ধে আমার বক্তব্যের চেয়ে কোরান, হাদিস ও ইবনে কাথিরের লেখাই বেশী পোষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং এ নিবন্ধের বিপক্ষে উল্টা পাল্টা কথা বলা মানে কোরান , হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসিরের বিরুদ্ধে উল্টা পাল্টা কথা বলা। অথচ শেরতানুজ ঈশান সাহেব শুধুমাত্র আমাকে উদ্দেশ্য করে এলো মেলো কথা বলছেন। তার অর্থ উনি চাইছেন পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করতে। অথবা আবোল তাবোল কথা বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১:৫১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

উল্টা পাল্টা কথা বলা মানে কোরান , হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসিরের বিরুদ্ধে উল্টা পাল্টা কথা বলা।

একদম ঠিক। উনার মানসিক PROBLEM আছে, উনি ১ টা মন্তব্য দেন আর উনার মন্তব্যে মানে উনি নিজেই বুজেন না ।

তার অর্থ উনি চাইছেন পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করতে। অথবা আবোল তাবোল কথা বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

এইটা উনার জন্ম গত সমস্যা। মাঝে মাঝে নিজের কথাই নিজেই বিভ্রান্ত হন।

*আঃ হাকিম চাকলাদার*এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১০:৩০ অপরাহ্ণ
@নেটওয়ার্ক,

একদম ঠিক। উনার মানসিক PROBLEM আছে, উনি ১ টা মন্তব্য দেন আর উনার মন্তব্যে মানে উনি নিজেই বুজেন না ।

তার অর্থ উনি চাইছেন পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করতে। অথবা আবোল তাবোল কথা বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

এইটা উনার জন্ম গত সমস্যা। মাঝে মাঝে নিজের কথাই নিজেই বিভ্রান্ত হন।

আমার কাছেও অনুরুপ মনে হচ্ছে।

আঃ হাকিম চাকলাদার এর জবাব:
জুলাই ২৯, ২০১২ at ১১:১৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

আমার মনে হয় উনি এই ১৭ শ পর্বও ভালমতো পড়েন নি। কারন তা যদি পড়তেন দেখতেন যে এ নিবন্ধে আমার বক্তব্যের চেয়ে কোরান, হাদিস ও ইবনে কাথিরের লেখাই বেশী পোষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং এ নিবন্ধের বিপক্ষে উল্টা পাল্টা কথা বলা মানে কোরান , হাদিস ও ইবনে কাথিরের তাফসিরের বিরুদ্ধে উল্টা পাল্টা কথা বলা। অথচ শেরতানুজ ঈশান সাহেব শুধুমাত্র আমাকে উদ্দেশ্য করে এলো মেলো কথা বলছেন। তার অর্থ উনি চাইছেন পাঠকদেরকে বিভ্রান্ত করতে। অথবা আবোল তাবোল কথা বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

যার নিজের ই কোরান হাদিছ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞ্যানই নাই, আর তার কাছ থেকে আপনি এবনে কাথির এর মূল্যায়ন আশা করছেন ?!! কোরান হাদিছের জ্ঞ্যান পাওয়া টা কি আর এত সহজ? এতে দীর্ঘ বছরের সাধনার প্রয়োজন হয়।

29. 29
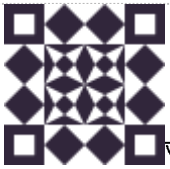
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ৩০, ২০১২ সময়: ৪:১৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

প্রীয় পাঠকবর্গ,

আপনি কী ইসলাম ধর্মের এই জঘন্যতম বর্বর প্রথাটিকে একটি সুন্দর প্রথা হিসাবে কখনো বিবেচনা করবেন?

ইসলাম ধর্মে নারীর মুসলমানী(খতনা) দেওয়ার নির্দেশ আছে। এতে নারীরা যাতে যৌনানন্দ উপভোগ না করতে পারে এটা চিরতরে বিনাস করার লক্ষে,১২-১৩ বছর বয়সে, মেয়েদের স্ত্রীঅঙ্গের (VAGINA) এর উপরি অংশে একটি যৌন উদ্দীপক মাংস খন্ড (CLITORIS) কে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এর পর সে আজীবন যৌণান্দ ভোগ হতে বঞ্চিত থাকে।
খোদ ব্রিটেনেই এ পর্যন্ত ২ লক্ষাধিক মুসলিম নারীদের খতনা করা হয়েছে।
আমার কথা বিশ্বাষ না হলে আজ সকাল ৭-৩০ এর বিবিসি বাংলা সংবাদ টা এখানে এখুনি একটু শুনে নিন।
আর মসলিম নারীদের খতনা করানো ইসলামী নির্দেশ। এটা বিস্তারিত দেখে নিন এখানে-
মুক্তমনা ই বুক
ইসলাম ও শরিয়া
পৃষ্ঠা-৬৮
লেখক
হাসান মাহমুদ

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ১০:০৭ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

আমার কথা বিশ্বাষ না হলে আজ সকাল ৭-৩০ এর বিবিসি বাংলা সংবাদ টা

ভাই আজকে আমি B.B.C প্রতিবেদন এ এই কথাই শুনছি। খুব খারাপ লা গল।

*নেটওয়ার্ক*এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ১০:০৯ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,
বি বি সি র এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, ইয়েমেন এ প্রতিদিন ১ কোটির ও বেশি মানুষ না খেয়ে গুমায়। বি বি সি র ১ সাংবাদিক এক মহিলাকে প্রশ্ন করে, আপনি কেন কাদছেন। মহিলাটি বলল

আমার ২ টো বাচ্চা না খেতে পেরে মারা গেসে। আর ১ মহিলা বলল আমার ১ মেয়ে মারা গেছে না খেতে পেরে এবং আর ১ মেয়ে ওজন ২ কেজি(বি.বি.সি র সাংবাদিক বলল মেয়েটির গায়ে শুধু চামড়া আর হাড্ডি ছাড়া কিছুই নাই)। এই রকম অনেক শিশু না খেতে পেরে মারা গেসে।
আর ডাক্তাররা কোন ভাবে সামাল দিতে পারছে না।
অথচ যারা জঙ্গিদের পেছনে লাখ লাখ টাকা নষ্ট করছে , তাদের কি চোখ নাই।
আবার ইসলাম বলে "মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি " এই কথার ভিত্তি রইল কোথায়?
"মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি " এই কথার উপর ভিত্তি করে , আমাদের দেশের অনেক মানুষ ....।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১২ at ১০:১২ অপরাহ্ণ
@আঃ হাকিম চাকলাদার,

ভাইজানে কি এখনো বুঝতে পারেন নি যে ইসলাম নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্য ও জনন যন্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করে না ?ইসলামে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই , নেই কোন স্বাধীনতা। সুতরাং তার আবার যৌন আনন্দ কিসের ? এটা কেন থাকতে হবে ? এ দুনিয়াতেও তাদের কোন আনন্দের সুযোগ নেই , বেহেস্তেও নেই কোন ব্যবস্থা , এটা কয়জন নারী জানে ? অথচ দেখা যায় , এরাই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী। কারন ইসলাম নারীকে মানুষ হিসাবে নিজেকে ভাবার ক্ষমতাই রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই তারা এসব নিয়ে ভাবতে চায় না, ভাবার দরকার মনে করে না। মনে করে স্বামীর অধীনে থেকে শৃংখলের জীবনেই তাদের পরম শান্তি। তসলিমা নাসরিনের মত যারা নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলে , এসব মুমিনা নারীরা কিন্তু তসলিমা নাসরিনের বড় শত্রু।একটা প্রবাদ আছে না - নারীরাই নারীদের বড় শত্রু।

ভাইজান আপনি তো ইসলামের সব কিছু নতুন জানছেন তাই যতই জানছেন ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। এখন বলুন, ইসলাম কি সত্যি মানব জাতির অগ্রগতির অন্তরায় নাকি সহায়ক ? যদি অন্তরায় হয় তাহলে চিন্তা করুন ইসলাম মানবজাতির জন্য কি ধরনের মারাত্মক সমস্যা।

30. 30
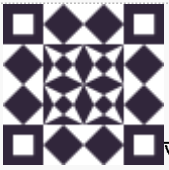
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ৩০, ২০১২ সময়: ১১:১৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাইজানে কি এখনো বুঝতে পারেন নি যে ইসলাম নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্য ও জনন যন্ত্র ছাড়া আর কিছু মনে করে না ?ইসলামে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, নেই কোন স্বাধীনতা। সুতরাং তার আবার যৌন আনন্দ কিসের ?এটা কেন থাকতে হবে ?এ দুনিয়াতেও তাদের কোন আনন্দের সুযোগ নেই , বেহেস্তেও নেই কোন ব্যবস্থা , এটা কয়জন নারী জানে ?

কিন্তু ভাইজান,

এই নারীদেরই একজন একদিন আমাকে বড় অপ্রস্তত করে ছেড়েছিল।
তখন এখানে ৯/১১ এর পরবর্তী উত্তেজনা পূর্ণ মূহুর্ত অতিবাহিত হচ্ছিল। আফগানিস্তান তখন পূর্ণমাত্রায় আমরিকানদের নিয়ন্ত্রনে। আর আমেরিকা তখন মিঃ লাদেনকে সারা বিশ্বে হন্যে হয়ে খুজছে। কিন্তু কোথাও তার টিকিটি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছেনা , এমনকি তার ধরা পড়ার ও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা।
এমন একটি সময়ে আমার কর্মস্থলে একদিন আমি একজন মহিলার সামনে বলতেছিলাম "লাদেন কত বড় জঘন্য কাজটি করল,দেশের অবস্থা এখন কত খারাপ!"

কিন্তু মহিলাটা আমার কথা শুনে কী করল জানেন?

তিনি হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন "লাদেন কোনই অপরাধ করতেছে না।তিনি (লাদেন)যা কিছুই করতেছেন ইছলাম রক্ষার জন্য করতেছেন, মুসলমানের জন্য করতেছেন ,আল্লাহর জন্য করতেছেন।
আল্লাহ যে তার সহায় এটাই তার বড় প্রমান যে সেই একটি মাত্র ব্যক্তিকে এরা সর্বশক্তি নিয়োগ করার পর ও সে সম্পূর্ণ ধরাছোয়ার অনেক দূরে থাকতেছে। এভাবেই আল্লাহ তাকে সাহায্য করতেছে। "
তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

উনি বল্লেন, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হতে "ইসলামিক স্টাজীজ" এ মাস্টারছ করেছি।

তাহলে দেখলেনতো যাদেরকে যে ইসলামই চরমভাবে পদদলিত করে রেখেছে, সেই তারাই আবার সেই ইসলামেরই জন্য কতটা উৎসর্গী কৃত।

যাদের মঙ্গল তারাই যদি না চায়, তাহলে শুধু পুরুষেরা জোর করে আর কতটুকুই বা এগুতে পারে ?

31. 31
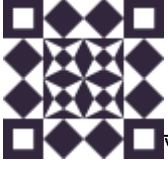
আঃ হাকিম চাকলাদার

জুলাই ৩১, ২০১২ সময়: ৭:৪৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভাইজান আপনি তো ইসলামের সব কিছু নতুন জানছেন তাই যতই জানছেন ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন।

ভাইজান,
নীচের হাদিছটা একটু দেখেন তো। আমাদের "মা"এর জাতিকে তো একটা কুকুরের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এরা নামাজীর সামনে দিয়ে হেটে গেলে নামাজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।এতবড় অপবিত্র এরা।
এতবড় অমানবিক হাদিস এখনো পর্যন্ত কী করে হাদিছ হিসাবে টিকে থাকতে পারে?

এগুলী খুব শীঘ্রই সুনান আবুদাউদের ন্যায় আন্তর্জাল হতে মুছে ফেলে দিতে পারে।

এ সত্বেও তো দাবী করা হচ্ছে , একমাত্র ইসলামই মানবজাতির জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সর্বোত্তম শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

BOKHARI BOOK 9# 490

Narrated 'Aisha: The things which annul the prayers were mentioned before me. They said, "Prayer is annulled by a dog, a donkey and a woman (if they pass in front of the praying people)." I said, "You have made us (i.e. women) dogs. I saw the Prophet praying while I used to lie in my bed between him and the Qibla. Whenever I was in need of something, I would slip away. for I disliked to face him."

32. 32

সুমন

আগস্ট ১৪, ২০১২ সময়: ১২:৪৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার পুরা সিরিজটা আসলেই চমৎকার , মন্তব্য না করে থাকতে পারলাম না। অনেক পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন। আসলে অশিক্ষিত কাঠমোল্লারা একদিকে ঝুকে গিয়ে বিবেক বুদ্ধিকে বিক্রি করে দিয়েছে তাই এরা কোরান হাদিস পড়ে কিন্তু বুঝেনা। প্রশ্ন করলে উদ্ভট জবাব দেয়। অনেক প্রশ্ন করেছি কিন্তু কোন সন্তোষজনক জবাব পাই নাই, আর মনে হয় পাবও না। এই নর পিশাচ ধর্ম ব্যবসায়িরা সবকিছু বিষিয়ে তুলেছে।

সমাপ্ত

কোরআনের অসামাঞ্জস্য বা স্ববিরোধীতা

কোরআনের অসামান্জস্য বা স্ববিরোধীতা

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=15024

কোরানঃ যেখানে অসামঞ্জস্যতা - ১

তারিখ: ৮ চৈত্র ১৪১৭ (মার্চ ২২, ২০১১)
লিখেছেন: বাদল চৌধুরী

কোরানের আয়াতের মহিমা, তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদরা যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তেমনি যৌক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করে সমালোচনাও করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদের মধ্যেও ব্যাপক মত পার্থক্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে মত পার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রীতিমত এক পক্ষ অন্য পক্ষকে মুরতাদ পর্যন্ত ঘোষণা করে বসে। কোরানের প্রতিটি আয়াতের উপর বিশেষ করে যুক্তিবাদি মানসিকতার ব্যক্তিদের নিজস্ব ব্যাখ্যা থাকতে পারে এবং সেটা বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা দেখতে বা শুনতে পাই। কোরানের উপর আমার এই পর্যন্ত যতগুলো যুক্তিবাদি মননশীল হতে প্রসুত ব্যাখ্যা পড়ার সুযোগ হয়েছে তার বাইরেও প্রায় প্রতিটি সুরার বেশ কিছু আয়া তে ব্যাক্তিগত ভাবে আমার সন্দেহাতিত বা যুক্তিসংগত মনে হয়নি। কোরানের বাংলা অনুবাদ পড়ে অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। আমি জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়া সত্তেও কোরান পর্যালোচনায় ঠিক যে কারণসমূহের জন্য আমি ধীরে ধীরে নাস্তিকে পরিনত হয়েছি মুলতঃ এটি তারই একটি ধারাবাহিক আলোচনা ।

সুরা ফাতেহার ১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা' আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

ইসলামী শরিয়াতে এই আয়াতটির একটি বিরাট তাৎপর্য আছে । কেউ যদি একবার আলহামদুলিল্লাহ কথাটি উচ্চারণ করেছেন, তখনই তাকে ৭০ রাকাত নফল নামাজের ছওয়াব প্রদান করা হয়। যার বাংলা- যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তালার। বুঝাই যাচ্ছে আল্লাহ এতে প্রচন্ড খুশি । কেন উনি এত খুশি হয়ে গেলেন? উনার প্রসংশা করেছি বলে? আমাদের মানব সভ্যতায় এমন কিছু সময় ছিল বা এখনো আছে বিশেষ করে রাজা বা সম্রাটদের যুগে তখন রাজার মন যোগানোর জন্য তাদের পাইক পেয়াদা রা প্রতিনিয়তই প্রশংসা এবং তোষামোদ করে চলতেন। বিপক্ষ কথা বললেই গর্দান যেত । রাজ দরবারে গুণকীর্তন করার জন্য রাখা হত সভাকবি। এতে রাজারা প্রচন্ডভাবে খুশি হয়ে যেতেন। দেয়া হত পুরস্কার। এখনো অনেক চাকুরীতেই উর্ধ্বতনের প্রসংশা , তোষামোদ করে চললে প্রমোশনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়। যা আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি। প্রশ্ন আসে আল্লাহ এতবড় শক্তিমান হয়ে কেন পৃথিবীর নিয়মের বাইরে যেতে পারলেন না ? প্রশংসা কি উনার খুব প্রয়োজন ? যা উনার মনোরঞ্জন করে? যদিও দাবী করা হয় আল্লাহ প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তবে কেন উনি প্রশংসা চান? আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, কোরান সম্পূর্ণই আল্লাহর ভাষ্য বলে দাবী করা হয়। কিন্তু উপরের আয়াতে কি বুঝা যাচ্ছে বাক্যটি উনি নিজে বলছেন? এরকম অনেক আয়াতই আছে স্বয়ং আল্লাহর ভাষ্য বলে আপনার মনে হবে না। এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে সৃষ্টি ততের গ্রহণযোগ্যতা বিজ্ঞান মহলে একেবারেই নেই। সেক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা দাবীটা একেবারেই অবান্তর। আসলে পালনকর্তা কে? স্থুল অর্থে মুলতঃ যে লালন পালন করে। জীবন বাচিয়ে রাখার অর্থে এই খাদ্য-খাদকের পৃথিবীতে এই মহান পালনকর্তার কি কো ন ভূমিকা আছে?

আবার উক্ত আয়াতের অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক করা হয়েছে এইভাবেঃ সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই । আমরা এখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য দেখতে পাচ্ছি। এখানে মূল গরমিলটা করা হয়েছে সৃষ্টিজগত এবং জগতসমূহ শব্দটির মধ্যে। জগতসমূহ ব লতে কি আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টিকৃত জগতসমূহকে বুঝানো হয়েছে ?

দেখুন ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।
আসলে এটা কতটুকু সত্য? এই জীব জগতে আমাদের জীবন বাচিয়ে রাখার জন্য আহার করতে হয় শত শত প্রাণীকে। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই নি য়ম বিদ্যমান। আমার জন্য তিনি দয়ালু বা মেহেরবান হলেও আমার ভোগ্য প্রাণীটির কাছে তিনি কি নিষ্ঠুর নন ? আর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং চিরবঞ্চিতদের ক্ষেত্রে এই আয়াতটি কি সমানভাবে প্রযোজ্য? আল্লাহ সত্যিই দয়ালু কিনা তা আরজ আলী মাতুববরের প্রশ্ন থেকেই আমি প্রথম অনুধাবন করতে পেরেছিলাম কোরানের বানী অখন্ডনীয় নয়। অবিশ্বাসীদের জন্য এখানে কিছুই রাখা হয়নি। তার প্রমান সুরা বাকারার প্রথম রুকূর ৭টি আয়াত।

তাছাড়া যে সুরাটি ব্যতিত (ফাতিহা) নামাজ হয়না সেই সুরাটিতে কি এমন বলা হয়েছে ? আমি ব্যক্তিগতভাবে এইটুকুই বুঝতে পেরেছিঃ মানুষ হিসাবে নিজেকে অমর্যাদা করা এবং সর্বোচ্চ তোষামোদ করা, এমন একটি তথাকথিত শক্তির কাছে যা কিনা অদৃশ্য , বোধগম্যহীন, অনুভুতির বাইরে।
সূরা বাকারাটি শুরু করা হয়েছে তিনটি বর্ণ দিয়ে আলিফ্ -লাম-মীম । যার কোন অনুবাদ করা হয়নি। সুতরাং তফসিরকারগণ ইচ্ছেমত অর্থ করে নিচ্ছেন। মুসলমানদের জন্য এই রকম তিনটি (কোরানের অন্যান্য জায়গায় আরো অনেক রয়েছে) অর্থহীন শব্দ কোন্ হেদায়েতে আসবে তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমারা বুঝি বা না বুঝি তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। কারণ ২ নং আয়াতে কি বলেছেন দেখুনঃ

ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশক ।
এই আয়াতের গোড়ামীটা একবার লক্ষ্য করুন। নিজে লিখে নিজেই ঘোষনা করে দিচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রচুর সন্দেহ আছে বলে কি আগে থেকেই মুত্তাকীদের বলে দিচ্ছেন খবর্দার সন্দেহ করবা না। যে গ্রন্থটিকে বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক হিসাবে দাবী করা হয়, সেখানে কিনা বলা হয়েছে এটা শুধূ মুত্তাকীদের জন্যই প্রযোজ্য। প্রশ্ন আসে , যেহেতু এটি অন্যান্য ধর্ম বা ধর্মহীনদের জন্য পথ নিদের্শক নয় সেহেতু মুত্তাকীদের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার উপায়টা কি ? কোরানের প্রয়োজনটুকু আসবে শুধুমাত্র কি মুত্তাকী হওয়ার পরে? অন্যান্য ধর্ম বা ধর্মহীনদের ইসলামের শান্তির ধর্মের দাওয়াত দেবেন কি দিয়ে? ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসীরাই মুলতঃ সফলকাম এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে রয়েছে। কথাটা ঠিকই, আজীবন অমিমাংশিত সেই আখিরাতকে যদি বিশ্বাস

না করি, তবে ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য কি ব্যক্তি দায়ী? মানুষ হিসাবে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ ব্যতিত কোন কিছুই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কোরানে ঈমান আনা না আনার ব্যাপার স্পষ্ট ঘোষনা থাকা সত্তেও কিভাবে মানুষ নিজের ইচ্ছেমত ঈমানদার হবে ? নিচের আয়াত দুইটি (২: ৬ এবং ৭) থেকে বুঝা যাবে ঈমানদার হওয়া না হওয়ার জন্য আসলে কে দায়ীঃ

যাহারা কুফরী করিয়াছে তুমি তাহাদেরকে সতর্ক কর বা না কর , তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়েছেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

কার সাধ্য আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত ঈমান আনে? আল্লাহর এই কাজটি বড়ই অন্যায় মনে হচ্ছে। যার হৃদয়, কান ও চোখের মধ্যে সীল-গালা করে দিয়ে, ঈমানদার হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে আবার তার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন মহাশাস্তির। দেখেন আল্লাহর ন্যায় বিচারের নমুনা। নিজের সন্তা কে জন্ম দিয়েছি বলে, ভরণ-পোষণ দিচ্ছি বলে তাকে পড়া-লেখা করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে পরীক্ষায় কৃতকার্যের দাবী করা যায় না । এবং অকৃতকার্য হলে আমরা তাকে অমানবিক নির্যাতনও করতে পারি না। একজন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। কিন্তু পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তার দ্বারা এটা সম্ভব । তিনি সত্যকে মিথ্যা, ন্যায়কে অন্যায় করতে পারেন। কারণ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ : ২০)। আমি ভেবে পাই না, এত সাংঘর্ষিক আয়াতগুলো তিনি নাযিল করলেন কি করে? ১৮ নম্বর আয়াতেও একইভাবে ইসলাম ত্যাগীদের বধির, মূক, অন্ধ বলা হয়েছে। বলুন, বধির বলে শুনতে না পাওয়া বা মূক বলে বলতে না পারা বা অন্ধ বলে দেখতে না পাওয়া কি অপরাধ ? এই সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি অন্ধ বানিয়ে দেখতে নাপাওয়ার অপরাধে শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পৃথিবী, আকাশ, বৃষ্টি এবং ফলমূল উৎপাদনের ব্যাপারে এক মহা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সুরা বাকারার ২২ নম্বর আয়াতে দেয়া হয়েছেঃ

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষন করিয়া তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া -শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

আপনি হয়ত হাসছেন এই ভেবে যে, বিছানা কি ডিমের মত গোল হয়? অথচ দেখুন শক্তি দিয়ে এই গোল পৃথিবীকে সমতল বিছানা করে ছাড়লেন। আকাশের মহাশূন্যতাকে ছাদ বানিয়ে ফেললেন। আবার সেই ছাদকে চাকনি বানিয়ে পানি বর্ষণ করান। মারহাবা-। এমন কিছু করতে না পারলে আবার বিজ্ঞান নাকি। সৃষ্টিকতার্র বিজ্ঞান বলে কথা। পানি বর্ষণ কি শুধু ফলমূ ল উৎপাদন করে? অতি পানি বর্ষণ কি কখনো ফলমূলের গাছ শুদ্ধ ধ্বংস করে না ? সুতরাং তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করাইও না। আসলে ধর্মবাদীরা যৌক্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোকে গ্রহণ করে না বলেই ঈমানদার থাকতে পেরেছে। অন্যথায়, সমকক্ষ দাঁড় করানো তো দুরের কথা আল্লাহর এই অপবিজ্ঞানের জন্য তার অস্তিত্বই কেউ স্বীকার করত না। আবার এরকম সুরা আনয়ন করা সন্দেহবাদীদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয় বলে চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে।

২: ২৩ নম্বর আয়াতঃ আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমাদের যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।

এই কোরানের মর্যাদাটা কোথায় রাখবেন? কাব্যিক গুণাবলীর দিক দিয়ে ধরতে গেলে এরচেয়ে অনেক-অনেক উচুমানের কাব্য গ্রন্থ রচনা করা মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কোথাও থেকে আনার দরকারই বা কি? মানুষই তো এসব পারে। দর্শন? এমন কিছু দিকদর্শন কি দিতে পেরেছে যা কোরানের আগে/পরে দার্শনিকরা বলেননি আলোচনা করেন নাই। বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে এমন কোন দর্শন নেই যা কিনা প্লেটোর দর্শনের প্রভাবমুক্ত। দার্শনিকদের অর্ন্তদৃষ্টির গভী রতা এবং বিষয়বস্তুর কাছে তো কোরানের দর্শন যোগ্যতা কেবল শিশু। কোরানে বিজ্ঞানের কথা কি আর বলব, হাস্যকর অপবিজ্ঞান আর বিভ্রান্তিতে ভরা। ২২ নম্বর আয়াত বাদেও পরবর্তীতে আরো অনেক পাওয়া যাবে এব্যাপারে বলার জন্য। এসব বিষয় যদি যৌক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করা হয় ত বে, কোরানে যে কত সমস্যা লুকিয়ে আছে তা দেখে রীতিমত বিভ্রান্ত হতে হয় এই ভেবে যে সৃষ্টিকর্তার মত সত্তা কেন মানুষের (কাফির) সাথে দ্বন্দ করবেন। বিশ্বাসীদের জন্য বুঝ আর যুক্তিবাদিদের জন্য বিভ্রান্তি এই জন্য যে , যদি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে কোরানের বানীগুলো নিয়ে অনেক অভিযোগ করা যাচ্ছে তার কাছে। অন্তত পক্ষে আল্লাহর কথা এরকম হওয়া উচিত নয়। আপনি বিভ্রান্ত হবেন না কেন? বিভ্রান্তকারী তো স্বয়ং আল্লাহ নিজেই। দেখুন **২: ২৬ নম্বর আয়াতের আংশিকঃ --- ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, ---। বস্তুত তিনি পথ-পরিত্যাগকারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না। মাবুদের (?)** সমীপে বলছি, আমরা তো আপনার মর্মবানী শুনেই বিভ্রান্ত হয়ে আপনার তথাকথিত সরল পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। এখানে উল্লেখ্য যে, এই পথ-পরিত্যাগকারী বলতে সম্ভবত তৎকালীন সময়ের কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। তারপরও কোরান তো কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য না, যার স্থায়ীত্ব কেয়ামত পর্যন্ত।

ঈমানদারদের জন্য পুরস্কার হিসেবে এমন একটি স্থানের ব্যবস্থা আল্লাহ করে রেখেছেন , যাকে কিনা বলা হয় জান্নাত। আল্লাহর পুরস্কার বলে কথা। কি থাকবে আল্লাহর এই জান্নাতে ? প্রবাহমান নদী, ফলমুল আর পবিত্র সঙ্গিনী (২: ২৫)। এত পুরস্কার থাকতে এ ধরনের পুরস্কার কেন ? তৎকালীন আরব মরুভূমিতে সুপাদেয় নদীর পানি, ফলমুল আবহাওয়া জনিত কারনেই দুস্প্রাপ্য ছিল। মুহাম্মদ প্রকান্তরে আল্লাহ হয়ত সে কথাটি মাথায় রেখেই কী রকম পুরস্কার দেয়া হবে তা নির্বাচন করেছেন। এই নদীর পানি, ফলমুল তৎকালীন আরববাসীদের কাছে লোভনীয় হলেও বর্তমান আরববাসী এবং অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের কাছে তেমন লোভনীয় নয়। সুতরাং বলা যায় , এটি আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট। পুরুষ ঈমানদারদের জন্য তিনি সঙ্গিনীর ব্যবস্থা রাখলেও স্ত্রী ঈমানদারদের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। লিঙ্গবৈষম্য স্বয়ং আল্লাহও করেন। স্ত্রী ঈমানদারদের জন্যও যদি নারী সঙ্গিনী রাখা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে আল্লাহ তো দেখি ল্যাসবিয়ান পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। যা হোক, সভ্যতার ক্রমোন্নয়নে পুরস্কার হিসাবে, উপঢৌকন হিসাবে, উপহার হিসাবে আর নারী সঙ্গিনী প্রদান অনেক যুগ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। শালীন পরিবেশে এসব কথা আর চিন্তাই করা যায় না। তাছাড়া একজন মানুষকে পুরস্কার-দ্রব্য হিসাবে ভাবতে আজকের মানুষ লজ্জাবোধ করে এবং এটি মানবতার চরম অবক্ষয়। সেখানে আল্লাহ কিভাবে এরকম কুরুচিপূর্ণ প্রলোভন দেখান ?

২: ২৯ নম্বর আয়াতে যা বলা হয়েছে তা নিছক কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যৌক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে অসম্ভব। বলা হয়েছেঃ

তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন , তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।
সপ্তম আকাশের বাস্তবতা বিজ্ঞান মহলে কোন প্রকার গ্রহণ যোগ্যতা নেই। আকাশ নামের যে মহাশূণ্যতাকে আমরা দেখি তা মূলতঃ আমাদের দৃষ্টিসীমা। সে শূন্যতার আবার সাতটি স্তরকে বাস্তবতার নিরিখে বিচার নিতান্তই হাস্যকর।

সূরা বাকারার ৪ নম্বর রুকু অর্থাৎ ৩০ থেকে ৩৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আদম সৃষ্টি করা, ইবলিশ কর্তৃক আদমকে সেজদা না করার কারণে শয়তানে পরিনত হওয়া এবং আদম ও হাওয়ার জান্নাত হতে পদস্খলন ইত্যাদি ব্যাপারে বলা হয়েছে। এব্যাপারে আরজ আলী মাতুব্বরের লেখা শয়তানের জবানবন্দিই উপযুক্ত প্রতিবেদন। এর বাইরে মুলতঃ আমার বেশি কিছু বলার নেই। তবে আল্লাহ আর আদম ইবলিশকে শয়তান বানানোর জন্য যে লুকুচুরিটা খেলেছেন তা দেখার মত।

২:৪৬ নম্বর আয়াতঃ তাহারাই বিনীত যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাতকার ঘটিবে এবং তাহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।
আল্লাহ হচ্ছে নিরাকার সত্তা। কোন বস্তু দেখার জন্য অবশ্যই তার অস্তিত্ব থাকতে হবে আকার থাকতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিরাকার সত্তার সাথে সাক্ষাত করার উপায়টা কি? যার কোন আকারই নেই তার সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিভাবে সম্ভব?

পাঠকদের সময়ের দিকে চিন্তা করে আজ এখানেই ইতি টানছি। সুযোগ পেলে এই লেখাটি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

মন্তব্যসমূহ

1. নীল

মার্চ ২২, ২০১১ সময়: ৩:২৪ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আল্লাতো তার খেয়াল খুশি মত সব করেছেন।তাতে কার কি হল তার দেখার প্রয়োজন নেই।তার খেয়াল খুশিকে আর বেসি মদত দিয়েছেন ইসলামের জটাধারিরা।

আজীবন অমিমাংশিত সেই আখিরাতকে যদি বিশ্বাস না করি, তবে ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। আমি একমত নই।আমি মানুস ,আমার মনুষত্ব আছে।আমার মনুষত্বএর মাঝে এ লুকিএ আছে আমার ইমান।তাই ইমানদার হওয়ার জন্য কনো ধরমের আধারের প্রয়োজন আমি অনুভব করি না।

ইসলাম নারীর অধিকার নিয়ে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে কিন্তু সবই ফাকা আওয়াজ মাত্র।আসলে পুরুষ আল্লারও পুরুষতান্ত্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে সমাজে।

এই নিরাকার সত্তার সাথে সাক্ষাত করার উপায়টা হল পরকাল কিন্তু সেই পরকালেরও কনো অস্তিত্ব নেই।সুতরাং মিথ্যে আশা।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ১:১১ অপরাহ্ণ
@নীল,

আমি মানুস ,আমার মনুষত্ব আছে।আমার মনুষত্বএর মাঝে এ লুকিএ আছে আমার ইমান।তাই ইমানদার হওয়ার জন্য কনো ধরমের আধারের প্রয়োজন আমি অনুভব করি না।

ইসলামে (ঈমানে মুফাচ্ছল) যে ৭টি বিষয়ের উপর অবশ্যই ঈমান আনতে বলা হয়েছে তার পিছনে আমার মনে হয় মানুষের মনুষত্বের কোন ভূমিকা রাখা হয়নি। বলা হয়েছে আখিরাতের উপর ঈমান আনতে হবে। এবং শুধুই বিশ্বাস করতে। সেটা মিমাংশিত বা অমিমাংশিত যাই হোক। ঈমান বলতে আসলে যা বুঝানো হয় তার সাথে আপনার চিন্তায় পার্থক্য আছে।

সুরা বাকারার ৩ নম্বর আয়াত (আংশিক)- যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে—-
এজন্য আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কেন ঈমানকে লুকিয়ে থাকতে হবে মনুষত্বের ভিতরে ? ঈমান ছাড়া কি মনুষত্ব পুর্ণাংগ নয়?

ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।

2. 2

হেলাল
মার্চ ২২, ২০১১ সময়: ৪:০০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লাগল। চালিয়ে যান।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২২, ২০১১ at ৭:৪৫ অপরাহ্ণ
@হেলাল,

ধন্যবাদ আপনাকে।

3. 3

অজ্ঞাত
মার্চ ২২, ২০১১ সময়: ৮:১৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সহজ ভাষায় কোরানের চমৎকার বিশ্লেষণ পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ৭:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@অজ্ঞাত,

পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।

মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ। আশা করছি নিয়মিত মন্তব্য করবেন। পরবর্তী পর্ব তাড়াতাড়ী দেয়ার চেষ্টা করব। সাথে থাকুন।

4. 4

তামান্না ঝুমু
মার্চ ২২, ২০১১ সময়: ৯:২৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

পরকালের যেসব পুরষ্কারের প্রলোভন দেখানো হয়েছে সেসব তৎকালীন নারী লোভী , মরুবাসীদের জন্য লোভনীয় হতে পারে। কিন্তু কোন মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ এরকম পুরষ্কারের কথা চিন্তা করতেও লজ্জা বোধ করবে। সভ্য মানুষের কাছে এগুলো তিরষ্কার ,পুরষ্কার নয়।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২২, ২০১১ at ৯:৫৪ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

সভ্য মানুষের কাছে এগুলো তিরষ্কার ,পুরষ্কার নয়।

আপনার সাথে একমত। কোরানের এ অংশটি সম্ভবত অমানবিক বর্বরদের কথা চিন্তা করেই নাযিলকৃত। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, জান্নাতবাসীরা কি সবাই এরকমই, যাদের জন্য এধরনের পুরস্কারই প্রযোজ্য?

শ্রাবণ আকাশ এর জবাব:
মার্চ ২২, ২০১১ at ৯:৫৭ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু, কী নির্মম পরিহাস! নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে একটু ভালো কাজ করবো, তারও উপায় নাই। আগে থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে - ভালো কাজ মানেই ঐ হুরপরীদের লোভ!

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ১১:২০ অপরাহ্ণ
@শ্রাবণ আকাশ,

লোভটা আসলেই কত জনে এড়াতে পারবে 🙂 ?

রুদ্র বাদল এর জবাব:
মে ১৯, ২০১১ at ৩:০৮ অপরাহ্ণ
@শ্রাবণ আকাশ,

আগে থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে - ভালো কাজ মানেই ঐ হুরপরীদের লোভ!

ভাল কাজের সঙ্গা ইসলাম ধর্মে অতি অস্পষ্ট ।ইহুদি ধর্মে মোশীর দশ আজ্ঞা বা খ্রিস্ট ধর্মে যীশুর দুই আজ্ঞার কথা বলা আছে । বৌদ্ধ ধর্মে রও মুল স্তম্ভ থাকলে ও ।

ইসলাম ধর্মে একদিকে যেমন ব্যাভিচার থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে ,তেমনি দাসী কিংবা যুদ্ধ বন্দ্বী নারী দের উপর মিলিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে । স্ত্রী ব্যাতিত অন্য কারো সাথে সঙ্গম কেই যদি ব্যাভিচার বলা হয় তাহলে এটা কেন ব্যাভিচার না?????? নাকি দাসী কিংবা যুদ্ধ বন্দ্বী নারীরা ধর্তব্যের ভিতর নয়।

Russell এর জবাব:
মার্চ ২৬, ২০১১ at ১:৪৬ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,
খুব সুন্দর এক মন্তব্য করেছেন।
ধন্যবাদ

5. 5

সৈকত চৌধুরী
মার্চ ২৩, ২০১১ সময়: ৫:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানের আয়াতে আয়াতে খুঁজলে পাবেন অসামঞ্জস্যতা। কিন্তু ঈমান্দারদের অতিরিক্ত ইমান তাদের ঘিলুকে অকেজো করে দেয় বলেই হয়তো উনারা এগুলো দেখতে পান না। আর দেখতে পেলেও হয় বালুতে মাথা গুজে বসে থাকেন অথবা এর ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা দিয়েই তবে নিদ্রা যান।

আসলে কোরান এক অপার বিনোদনের ভাণ্ডার। যতই পড়বেন শুধু বিনোদন। ধর্মকারীতে একটা সিরিজ বেশ উপভোগ করেছি- কোরানের বাণী, কেন এতো ফানি?
লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ। চালিয়ে যান।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ৭:৫০ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

কিন্তু ঈমান্দারদের অতিরিক্ত ইমান তাদের ঘিলুকে অকেজো করে দেয় বলেই হয়তো উনারা এগুলো দেখতে পান না। আর দেখতে পেলেও হয় বালুতে মাথা গুজে বসে থাকেন অথবা এর ইচ্ছেমত ব্যাখ্যা দিয়েই তবে নিদ্রা যান।

আসলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দ্বারা ধরে রাখা হারাতে চাই কে বলুন ? তার উপর আছে দোযখের মহাশাস্তি। ঈমান থাকলে তো যে কোন একদিন বেহেস্তে যাওয়ার আশা আছে। বেঈমান হলে যে সব শেষ। তারা এই কোরানকে তাদের প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করে নেয় যাতে নিজেরা সুবিধায় থাকে। সে ক্ষেত্রে যুক্তিবাদি দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার অবকাশই পান না।

লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ। চালিয়ে যান।

আপনাকেও ধন্যবাদ। আশা আছে চালিয়ে যাওয়ার।

6. 6

আবুল কাশেম
মার্চ ২৩, ২০১১ সময়: ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার এই লেখাটি খুব সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক।

আজকাল বেশ কিছু মুসলিম দেখা যায় যাঁরা কোরান ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করেন না। হাদিস , শারিয়া ওনারা অস্বীকার করেন।

আপনার এই লেখার উত্তরে তাঁরা কি বলবেন জানবার আগ্রহ থাকল।

লেখা চালিয়া যান–

যারা ইসলামের পথে শহীদ হবে তারা সরাসরি আল্লাহ`র সাথে দেখা করতে পারবে। আল্লাহ পাক এক সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর ডান পাশে (মনে হয়)নবীজি বসা। এই সব জেনে মনে হয় আল্লাহ পাক নিরাকার নন। উনারা হাত, পা, কোমর, মাথা এবং মুখও আছে। হয়ত বা যৌনাঙ্গও থাকতে পারে -তা পুংলিঙ্গই হবে। এই ব্যাপারে আলী দস্তির ২৩ বছর বইটি পড়া যেতে পারে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ১:৩৯ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

আপনার এই লেখার উত্তরে তাঁরা কি বলবেন জানবার আগ্রহ থাকল।

উত্তরগুলো আমাদের অতিত অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম হবে না। প্রথমে তাঁরা নিজস্ব কিছু অনুবাদ দাঁড় করাবেন। আমার অনুবাদের উৎস মানতে চাইবেন না। আরো বলা হবে মূল ইসলাম কি বলে দেখুন। এত ইসলামের মধ্যে মূল ইসলাম যে কোনটা সেটাই ভেবে পেলাম না।

এই ব্যাপারে আলী দস্তির ২৩ বছর বইটি পড়া যেতে পারে।

আপনার সুচিমিতত মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। বইটি পড়ব। যদি থাকে তবে লিংক পেলে সুবিধা হত।

ফারুক এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ১২:৪৭ পূর্বাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,আপনার এ পোস্টে মন্তব্য করার ইচ্ছা ছিল না , কারন মডুদের কোপানলে পড়ে যেতে পারি ধর্ম প্রচারের দাঁয়ে। আবুল কাশেম সাহেব 'কোরান ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করেন না ' এমন মুসলমানদের বক্তব্য জানতে আগ্রহী হয়েছেন ও আপনি ও তাতে সায় দিয়েছেন , যে কারনে মন্তব্য করলাম , অন্যথায় ফাকা মাঠে গোল দেয়ার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারেন।

উত্তরগুলো আমাদের অতিত অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম হবে না। প্রথমে তাঁরা নিজস্ব কিছু অনুবাদ দাঁড় করাবেন। আমার অনুবাদের উৎস মানতে চাইবেন না। আরো বলা হবে মূল ইসলাম কি বলে দেখুন।

আপনার অতিত অভিজ্ঞতার সবটুকুর থেকে আমার উত্তর হবে ব্যাতিক্রম , কারন আমি স্বীকার করে নিচ্ছি আপনার অনুবাদ ও অনুবাদের উৎস ঠিক আছে , কোন ভুল নেই। মুল ইসলাম বল্তে যদি শিয়া , সুন্নি বা অন্যদের মতো হাদীস শারিয়া মানা মুসলমান বুঝে থাকেন , তাহলে তাদের কোন কথায় আমার মন্তব্যে পাবেন না।

সুরা ফাতেহার ১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা' আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

আপনার আপত্তি হলো , আল্লাহ কেন রাজা বাদশাহ বা মানুষের মতো প্রশংসা পেয়ে প্রচন্ড খুশি হোন। আল্লাহ প্রশংসা পেয়ে প্রচন্ড খুশি হোন এটা আপনি জেনেছেন বা **এই স্বীদ্ধান্তে আপনি উপনীত হয়েছেন একটি শোনা কথার উপরে ভিত্তি করে। কথাটা হলো - "কেউ যদি একবার আলহামদুলিল্লাহ কথাটি উচ্চারণ করেছেন, তখনই তাকে ৭০ রাকাত নফল নামাজের ছওয়াব প্রদান করা হয়।"** এমন কথা কোরানের কোথাও লেখা নেই। আপনি যখন কোরানের আয়াত ১:১ অনুসারে প্রশ্ন তুলেছেন , তখন সত্য জানার খাতিরে লোকমুখের শোনা কথার উপরে নির্ভর না করে আপনার কি উচিৎ ছিলনা কোরানে খুজে দেখা ? আদৌ কি আল্লাহ প্রচন্ড খুশি হোন ? সারা কোরান খুজেও খুশি হওয়ার স্বপক্ষে কোন আয়াত পেলাম না । যেটা পেলাম -

35:15 O people, you are the ones who need GOD, **while GOD is in no need for anyone,** the Most Praiseworthy

হে মানুষ, তোমাদেরি আল্লাহকে দরকার; তার কাউকে দরকার নেই(অভাবমুক্ত) , প্রশংসিত।

29:6 Hence, whoever strives hard [in God's cause] does so only for his own good: for,

verily, **God does not stand in need of anything in all the worlds!** যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া।

আল্লাহর কাছে যদি মানুষের ও কোন কিছুর দরকার না থাকে , তাহলে তো প্রশংসার দরকার ও না থাকারি কথা। যুক্তি তো তাই বলে।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য একথাটা মুত্তাকীদের শেখানোর দরকার কেন পড়ল? এর উত্তর জানার আগে আপনার উল্লিখিত ২:২ আয়াত নিয়ে আপনার সন্দেহগুলো নিয়ে আলোচনা দরকার।

ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশক ।

আপনি ঠিকি ধরেছেন , কোরান শুধুই মুত্তাকীদের জন্য। যে সকল মোল্লা দাবী করে কোরান বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক , তাদের দাবী যে ভুল ও বানোয়াট , তার বড় প্রমান এই আয়াতটি। এখন জানা দরকার মুত্তাকী , মুমেন বা মুসলমান কারা? তাহলে আপনার অনেক
প্রশ্ন বা সন্দেহের জবাব আপনি নিজেই খুজে পাবেন।
মুত্তাকীদের পরিচয় ২:৩,৪ আয়াতে দেয়া আছে।

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদে র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

মুমেন মানে বিশ্বাসী। কিসে বিশ্বাস ? অদেখা বিষয়, সকল আসমানি কিতাব ও আখিরাতে বিশ্বাস। মুসলমান হলো তারাই , যারা আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তার (নামে কি এসে যায় , আল্লাহ , ভগবাণ ,গড , ইয়াহয়ে ইত্যাদি যে কোন নামেই ডাকা যায়) কাছে আত্মসমর্পন করে তার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে। একারনেই সকল রসুলদের অনুসারীদেরকে কোরানে মুসলমান বলা হয়েছে। শুধু কোরান/ মুহম্মদের অনুসারীরাই মুসলমান এমন দাবি কোরান অনুযায়ী ঠিক নয়। মুসলমান হওয়ার জন্য ধর্মান্তর নিষ্প্রয়োজন! ধুতি, পৈতা, প্যান্ট-সার্ট ত্যাগ করে নুনু কাটা, দাড়ি রাখা, যুব্বা-কাব্বা, স্যালোয়ার কামিজ পরা , সুরমা, মেহদি লাগানো অপ্রয়োজন। কারণ আল্লাহ বয়স, রূপ-রস চেহাড়া পিয়াসী নন! এমন কি পশু-পক্ষি, আগুন-পানি, আলো-বাতাসো মানুষের রূপ চেহাড়ায় আকৃষ্ঠ হন্না!
কোরান শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। যারা মুত্তাকী না তাদের কাছে কোরান মিথ্যা মনে হবেই , এর বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কেরো অভাব হবে না। যার বড় প্রমাণ আপনার এই পোস্ট। আপনি কি মুত্তাকী ? আপনার এই পোস্ট সাক্ষ্য দেয় , কোরান সত্য।

আপনার প্রতিটি প্রশ্নের কোরানের আলোকে গ্রহণযোগ্য উত্তর দেয়া সম্ভব। এর জন্য লিখতে হলে একটা আলাদা পোস্ট হয়ে যাবে , যা মুক্তমনা প্রকাশ করবে না। জানতে চাইলে পড়ুন , নিজেই জানবেন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৫:২১ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

আপনি ঠিকি ধরেছেন , কোরান শুধুই মুত্তাকীদের জন্য। যে সকল মোল্লা দাবী করে কোরান বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক , তাদের দাবী যে ভুল ও বানোয়াট , তার বড় প্রমান এই আয়াতটি।

গুড, অর্থ দাড়ালো কোরান শুধু মুত্তাকিদের জন্যই পথ প্রদর্শক। এখন আপনিই বা কি জন্য কোরানকে নিয়ে এসে মুক্ত-মনায় প্রচারে লাগলেন। এখানে কাকে কাকে আপনার মুত্তাকি বলে মনে হয় ? বাংলা ব্লগের তো অভাব নাই।

এরপর আপনি মুত্তাকিদের যে ব্যাখ্যা দিলেন তা দেয়ার পর আপনাকে ক্ষান্ত হওয়ার জন্য একটা বিণীত অনুরোধ করতে পারি। মুক্ত-মনা নো-মডারেসন ব্লগ না। এর একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এখানে কাউকে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, শুধু বিশ্বাসনির্ভর কিছু প্রচার করতে দেয়া হবে না।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৪:০২ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী, আমি ঠি বুঝে উঠতে পারছি না , এই মন্তব্য কি ব্যাক্তি সৈকত চৌধুরীর নাকি মডারেটর সৈকত চৌধুরীর? এতই যদি ভয় আপনার সত্যের ও যুক্তির মুখোমুখি হতে , তাহলে দাবী তুলুন বা ব্যান করুন ধর্মের সকল আলোচনা। বিশ্বাস অনির্ভর কোন ধর্ম কি আপনার জানা আছে ?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:৩৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

এতই যদি ভয় আপনার সত্যের ও যুক্তির মুখোমুখি হতে , তাহলে দাবী তুলুন বা ব্যান করুন ধর্মের সকল আলোচনা। বিশ্বাস অনির্ভর কোন ধর্ম কি আপনার জানা আছে?

আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় হচ্ছে ? জানি বিশ্বাস অনির্ভর ধর্ম নেই। আপনিও জানেন এখানে বিশ্বাস নির্ভর মতবাদকে খন্ডানো হয় বস্তুনিস্ট ও যুক্তিবাদি দৃষ্টিকোন থেকে। এবং আপনার কাছেও সেটি আশা করা হয়েছে মাত্র। উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:৫৫ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

অন্যথায় ফাকা মাঠে গোল দেয়ার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারেন।

না, কথার মারপ্যাঁচে আপনাকে কোনঠাঁসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনি লক্ষ্য করবেন আমরা যারা ইসলামের সমালোচনা করে লেখালাখি করি তার কেউই প্রশংসা অর্জনের জন্যে লিখি না। আমাদের লেখা হয়ত কোনদিনই বই আকারে বাংলাদেশে অথবা অন্য কোন ইসলামী দেশে প্রকাশ হবে না। এমতাবস্থায় ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের লেখা প্রকাশের কোন বিকল্প নাই। এখানে যে কোন ইসলামী পণ্ডিত আমাদের সাথে যুক্তিতর্কে নামতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের সাথে আলোচঅনার জন্যে। তাই ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

আপনি এরপর কোরানের কিছু আয়াতের আপন ব্যাখ্যা দিয়েছেন –অথবা অন্য কারও ব্যাখ্যাকে বর্ধিত করেছেন। আমি এই ব্যাপারে তেমন কিছু লিখবনা -কারণ এই ব্যাপারে লেখার জন্য আমার চাইতেও অনেক বিদ্দান ব্যক্তি আছেন-এই ব্লগেই।

শুধু একটি ব্যাপারে জানতে চাইছি -

মুল ইসলাম বল্তে যদি শিয়া , সুন্নি বা অন্যদের মতো হাদীস শারিয়া মানা মুসলমান বুঝে থাকেন , তাহলে তাদের কোন কথায় আমার মন্তব্যে পাবেন না।

ভাল কথা। আপনি শিয়া, সুন্নী, হানাফি, মালিকি, হানবালি–এই সব কোনকিছুই মানেন না। মনে হচ্ছে আপনি এক নতুন ইসলাম আবিষ্কার করতে চলেছেন। এই ইসলামের নাম বলবেন কী ?

এই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কাহারা? আমি যদি বলি এই ইসলাম এসেছে রাশাদ খলীফার কাছ হতে, তাতে কী আপনার আপত্তি আছে?

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৩:৫৭ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

এই ইসলামের নাম বলবেন কী? এই এই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কাহারা? আমি যদি বলি এই ইসলাম এসেছে রাশাদ খলীফার কাছ হতে, তাতে কী আপনার আপত্তি আছে?

এই ইসলামের নাম ইসলাম। এই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী মুহম্মদ। ইতিহাস খুজলে এদের খোঁজ পাওয়া যায় এবং এদের অস্তিত্ব সকল সময় ই ছিল।

ভবঘুরে এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৪:৫০ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ভাই দয়া করে বলবেন কি সেই ইতিহাসটা কোথায় কার কাছে, কে লিখেছে? আমরা যতদুর জানি মোহাম্মদের আমলে কেউ তার ইতিহাস লিখে যায় নি। বরং তৎকালীন মুসলি মরা আগের সব ইতিহাস ধ্বংস করে ফেলেছে। অত:পর মুসলমানরা যেসব দেশে গেছে , দখল করেছে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ফেলেছে। ইরাণ, ইরাক, মিশর, সিরিয়া এসব দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। এদের ইসলাম পূর্ব কোন অতীত ইতিহাস বা ঐতিহ্য নেই। মোহাম্মদ সম্পর্কে জানার সব চাই তে মোক্ষম ইতিহাস হলো হাদিস। আপনি আবার সেটাও মানেন না। তাহলে আমরা যাই কোথায়? অথচ হাদিস ছাড়া মোহাম্মদ অস্তিত্বহীন, মোহাম্মদ ছাড়া কোরান অস্তিত্বহীন, কোরান ছাড়া ইসলাম অস্তিত্বহীন। এ সরল যুক্তিটাও আপনার নিরেট মাথায় ঢোকে না ভাইজান।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:৪৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

এই ইসলামের নাম ইসলাম। এই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী মুহম্মদ। ইতিহাস খুজলে এদের খোঁজ পাওয়া যায় এবং এদের অস্তিত্ব সকল সময় ই ছিল।

ইতিহাস খুজলে হিটলারের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। কিন্ত একি রকম কীর্তির জন্য একজনকে শ্রেষ্ঠ আর একজনকে দুষ্ট বলা হয় কেন? কারন এককথায় আপনি আপনার অপছন্দের ইতিহাসকে অস্বীকার করে ফেলেন। যেমন হাদিস।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:১৭ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

এই ইসলামের নাম ইসলাম। এই ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবী মুহম্মদ। ইতিহাস খুজলে এদের খোঁজ পাওয়া যায় এবং এদের অস্তিত্ব সকল সময় ই ছিল।

ভাল কথা। তাহলে বুঝা যাচ্ছে মুহম্মদ ইসলাম আবিষ্কার করেছেন অথবা পুনঃআবিষ্কার করেছেন – আল্লা পাকের তেমন হাত এতে নাই। আমরা এই থেকে কি সিদ্ধান্তে আসতে পারিনা যে কোরানও মুহম্মদের আবিষ্কার বা সৃষ্টি?-কোরান আল্লাহ পাক লিখেন নাই?

আপনি কোন এক পোস্টে এক জার্মান গবেষকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন যে মুহম্ম দ বলে কোন ব্যক্তিই ছিলেন না। মনে হল আপনি ঐ জার্মান গবেষকের সাথে সহমত।

এখন তাহলে কি বুঝছি আমরা? কোরান কোথা থেকে এল? আল্লাহ পাক কার হাতে কোরান দিলেন?

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:২২ পূর্বাহ্ণ

@ফারুক,

আরও একটি কথা–যেহেতু আপনি লিখেছেন যে ইসলাম আবিষ্কার করেছেন মুহম্মদ তাই আমরা ধরে নিতে পারি-মুহম্মদ বলে কোন এক ব্যক্তি আরবে ছিলেন।

এখন বলুন, এই লোকের জন্ম, বিকাশ এবং ক্রিয়াকলাপ কি কোরানে লিখা আছে? তা যদি না থাকে তবে উনার জন্মবৃতান্ত আমরা কোথা থেকে জানতে পারব ?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:২৮ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

এই স্বীদ্ধান্তে আপনি উপনীত হয়েছেন একটি শোনা কথার উপরে ভিত্তি করে। কথাটা হলো - "কেউ যদি একবার আলহামদুলিল্লাহ কথাটি উচ্চারণ করেছেন, তখনই তাকে ৭০ রাকাত নফল নামাজের ছওয়াব প্রদান করা হয়।" এমন কথা কোরানের কোথাও লেখা নেই। আপনি যখন কোরানের আয়াত ১:১ অনুসারে প্রশ্ন তুলেছেন , তখন সত্য জানার খাতিরে লোকমুখের শোনা কথার উপরে নির্ভর না করে আপনার কি উচিৎ ছিলনা কোরানে খুজে দেখা ? আদৌ কি আল্লাহ প্রচন্ড খুশি হোন ? সারা কোরান খুজেও খুশি হওয়ার স্বপক্ষে কোন আয়াত পেলাম না ।

হ্যাঁ আমি জানি এটা কোরানে নেই। আপনার কথাটা আলাদা হতে পারে কারণ, আপনি শুধুমাত্র কোরান ডিফেন্ড করেন। সেক্ষেত্রে এখানে আমি এইটুকুই বলব , সুরা ফাতিহার ১নম্বর আয়াত তো আল্লাহরই উক্তি। সকল প্রশংসার দাবীদার আল্লাহ নিজেই। স্বঘোষিতভাবে সকল প্রশংসার দাবী করা হয়েছে। এই ঘোষনা অনুযায়ী যদি কেউ প্রশংসা করেন তাহলে উনি খুশি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আপনি এটাকে আল্লাহর সন্তোষ্টিই বলতে পারেন। তার অর্থ সন্তোষ্টির প্রয়োজনীয়তার অনুভব। প্রশংসায় সন্তোষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে আমি এভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

হে মানুষ, তোমাদেরি আল্লাহকে দরকার; তার কাউকে দরকার নেই(অভাবমুক্ত) , প্রশংসিত।

কাউকে দরকার না থাকতে পারে কিন্তু প্রশংসার দরকারটা যে আছে বুঝা যাচেছ। কারণ , প্রশংসিত সে, যাকে প্রশংসা করা হয়। এইটুকুতে আপত্তি থাকত না , যদি বানীটা আল্লাহর না হত।

কোরান শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। যারা মুত্তাকী না তাদের কাছে কোরান মিথ্যা মনে হবেই , এর বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কেরো অভাব হবে না। যার বড় প্রমাণ আপনার এই পোস্ট। আপনি কি মুত্তাকী ? আপনার এই পোস্ট সাক্ষ্য দেয় , কোরান সত্য।

মুত্তাকী হতে পারলে তো কথা থাকত না। এই পোষ্ট যদি কোরানের সত্যতা প্রমাণের জন্য সহায়ক হয় তাহলে মনে হচ্ছে আপনারও মাঝে মাঝে মনে হয় নাকি কোরান মিথ্যা।

আপনার প্রতিটি প্রশ্নের কোরানের আলোকে গ্রহণযোগ্য উত্তর দেয়া সম্ভব। এর জন্য লিখতে হলে একটা আলাদা পোস্ট হয়ে যাবে , যা মুক্তমনা প্রকাশ করবে না। জানতে চাইলে পড়ুন , নিজেই জানবেন।

মুক্তমনার নীতিমালার বাইরে কিছু করা মুক্তনার পক্ষে সম্ভব না। আপনিও তো কয়েকটি পোষ্ট দিয়েছেন এবং মুক্তমনা তা প্রকাশ করেছে। নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে পোষ্ট করাটা আপনার অধিকার। অযথা মুক্তমনাকে দুষছেন। আর আমি জানতে চাই এবং প্রতিনিয়ত পড়ে যাচ্ছি।

*ফারুক*এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৪:৫৬ অপরাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

সকল প্রশংসার দাবীদার আল্লাহ নিজেই। স্বঘোষিতভাবে সকল প্রশংসার দাবী করা হয়েছে। এই ঘোষনা অনুযায়ী যদি কেউ প্রশংসা করেন তাহলে উনি খুশি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আপনি এটাকে আল্লাহর সন্তোষ্টিই বলতে পারেন।

আগেই বলেছি , মানুষের দরকারই যদি আল্লাহর না থাকে তাহলে মানুষের প্রশংসার দরকার আছে বলাটা কোন যুক্তিতেই মেলেনা। সকল প্রশংসার দাবীদার আল্লাহ নিজেই , এই দাবীর মাধ্যমে মুত্তাকীদের এটাই বুঝানো হয়েছে যে , আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন কৃতিত্ব ও নেই বা অন্য কারো প্রশংসা ও করা যাবে না। মুসলমান দাবীদারদের অভ্যাস হলো অহেতুক প্রশংসার মাধ্যমে চামচামি করা বা আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করা। দেখবেন মুহম্মদের প্রশংসা করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে , মুহম্মদ না হলে কোরান আসত না , তার জন্যই সকল জগৎ সংসার সৃষ্টি , মিলাদ পড়া - এমনি কত কি!! শুধু মুহম্মদ ই বা বলি কেন - অমুক পীর বাবার অছিলায় এটা পয়েছি , তমুকের কল্যানে ইসলাম টিকে আছে এমনি কত কি। ধর্মীয় ব্যাপারে যে কোন ব্যাক্তি প্রশংসা গর্হিত কাজ , তা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুত্তাকীদের শিখিয়েছেন।

আপনিও তো কয়েকটি পোষ্ট দিয়েছেন এবং মুক্তমনা তা প্রকাশ করেছে। নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে পোষ্ট করাটা আপনার অধিকার। অযথা মুক্তমনাকে দুষছেন।

ধর্মের বিরুদ্ধে পোস্ট দিতে পারবেন তাতে আপত্তি নেই , একে রিফিউট করুন , সেটা নীতিমালা বহির্ভূত। এ কেমন মুক্তমনা? বলছে একতরফা প্রচারনা উৎসাহিত করা হয় না , এই কি তার নমুনা?

ভবঘুরে এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:০১ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ধর্মের বিরুদ্ধে পোস্ট দিতে পারবেন তাতে আপত্তি নেই , একে রিফিউট করুন , সেটা নীতিমালা বহির্ভূত। এ কেমন মুক্তমনা? বলছে একতরফা প্রচারনা উৎসাহিত করা হয় না , এই কি তার নমুনা?

ভাই জান, এখানে কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে লেখে না। যারাই লেখে তারা সত্য প্রকাশ করে। যে সত্য আপনারা এতদিন মানুষের কাছে গোপন করে গেছেন বা মনগড়া ব্যখ্যা দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। এ কাজ টা যারা করে তারা অত্যন্ত যুক্তি দিয়ে করেন , আপনার মত আবেগ বা মনগড়া বক্তব্য দিয়ে কেউ কিছু এখানে বলে না। আপনাদের সত্য গোপন ও মন গড়া বিভ্রান্তিকর ব্যখ্যাতে মুসলিম সমাজ ও জাতির বহু ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এরা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি থেকে হাজার বছর পিছিয়ে পড়েছে। আপনারা সমাজের সীমাহীন ক্ষতি সাধন করেছেন। এখানে যারা লেখা লেখি করেন তারা তাদের সীমিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে কিছুটা হলেও ক্ষতি পোষানো যায়। আর কিছু না। যে কারনে এখানে যুক্তি পূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশকে উৎসাহিত করা হয় , আবেগ তাড়িত নিবন্ধ নয়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

ফরিদ আহমেদ এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

ধর্মের বিরুদ্ধে পোস্ট দিতে পারবেন তাতে আপত্তি নেই , একে রিফিউট করুন , সেটা নীতিমালা বহির্ভূত। এ কেমন মুক্তমনা? বলছে একতরফা প্রচারনা উৎসাহিত করা হয় না , এই কি তার নমুনা?

ধর্মের বিরুদ্ধে মুক্তমনার অবস্থানটা পরিষ্কার। মানব সমাজ এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্মের মত একটা মেকি জিনিসের চরম ক্ষতিকর অবস্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই মুক্তমনার জন্ম হয়েছে। কাজেই , ধর্মকে এখানে তুলোধুনো করা হবে এটাই স্বাভাবিক। মিথ্যা এবং ক্ষতিকর একটা জিনিসের স্বপক্ষের লেখাকে অনুৎসাহিত করা হবে সেটাও স্বাভাবিক। এখানে ভারসাম্যের নীতিটা অচল।

যে যুক্তিতে মুক্তমনায় অপবিজ্ঞানমূলক লেখা প্রকাশ করা হয় না , সেই একই যুক্তিতে ধর্মের স্বপক্ষের লেখাকেও মুক্তমনায় প্রকাশ করা হয় না।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:০৮ অপরাহ্ণ

@ফরিদ আহমেদ,

ধর্মকে এখানে তুলোধুনো করা হবে এটাই স্বাভাবিক।

ধুনার মাত্রা আরেকটু বাড়িয়ে দেয়া যায়না?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:০৫ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

আগেই বলেছি , মানুষের দরকারই যদি আল্লাহর না থাকে তাহলে মানুষের প্রশংসার দরকার আছে বলাটা কোন যুক্তিতেই মেলেনা। সকল প্রশংসার দাবীদার আল্লাহ নিজেই , এই দাবীর মাধ্যমে মুত্তাকীদের এটাই বুঝানো হয়েছে যে , আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন কৃতিত্ব ও নেই বা অন্য কারো প্রশংসা ও করা যাবে না।

মানুষ না থাকলে তার প্রশংসাটা আসে কোথা থেকে ? আপনি শুধুই বলছেন আল্লাহর মানুষকে দরকার নেই। কিন্তু উনি প্রশংসিত হতে চান বা প্রশংসিত। অন্য কারো প্রশংসা করা যাবে না মানে আল্লাহর প্রশংসা করতে বাধ্য করা। ৩৫ঃ১৫ তে বলা হয়েছে, হে মানুষ তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী---অভাবমুক্ত-। আবার ২ঃ২৯ এ বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে অনুযায়ী তার কাছে মানুষের গুরুত্ব আছে। আসলে মানুষ এবং মানুষের প্রশংসাকে আলাদা করা যায় কি ? যদিও

আপনার বক্তব্য থেকেই আমরা বুঝতে পারছি , যায় না। কারণ মানুষই বাধ্য আল্লাহর প্রশংসা কর তে। সেটা অবশ্যই মুত্তাকীরাই করবেন।

মুসলমান দাবীদারদের অভ্যাস হলো অহেতুক প্রশংসার মাধ্যমে চামচামি করা বা আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করা। দেখবেন মুহম্মদের প্রশংসা করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে , মুহম্মদ না হলে কোরান আসত না, তার জন্যই সকল জগৎ সংসার সৃষ্টি , মিলাদ পড়া - এমনি কত কি!! শুধু মুহম্মদ ই বা বলি কেন - অমুক পীর বাবার অছিলায় এটা পয়েছি , তমুকের কল্যানে ইসলাম টিকে আছে এমনি কত কি।

আমাদের কাজটা কিছু আগায়ে রেখেছেন আপনি। ধন্যবাদ।

ধর্মীয় ব্যাপারে যে কোন ব্যাক্তি প্রশংসা গর্হিত কাজ , তা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুত্তাকীদের শিখিয়েছেন।

আমরাও অবশ্যই ব্যক্তির প্রশংসা কথা বলছি না। আল্লাহর প্রশংসার কথাই বলছি, যার জন্য সন্তোষ্ট হন।

ধর্মের বিরুদ্ধে পোস্ট দিতে পারবেন তাতে আপত্তি নেই , একে রিফিউট করুন , সেটা নীতিমালা বহির্ভূত। এ কেমন মুক্তমনা? বলছে একতরফা প্রচারনা উৎসাহিত করা হয় না , এই কি তার নমুনা?

মুক্তমনা মানে যা ইচ্ছা তাই করা নয়। মুক্তমনার উদ্দেশ্যকে শিথিল করা হলে এখানে অপবিশ্বাস , কুসংস্কার এবং অপবিজ্ঞানে ভরে যাবে। কারণ এসব অপকীর্তির কর্ণধার হচ্ছে কিছু লেখা পড়া জানা মানুষ। যাদের পিছনের মদতকারী সত্তাটি দিনকে রাত এবং রাত কে দিন বানাতে পারে। অপবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অপবিজ্ঞান কে জিয়ায়ে রাখার জন্য অনেক ব্লগ তো আছেই। অবাঞ্ছিত বিষয়াদির সমালোচনা কিংবা সত্যকে তুলে ধরার অর্থ অবশ্যই একতরফা প্রচারণায় উৎসাহিত করা নয়।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:১২ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

মুমেন মানে বিশ্বাসী। কিসে বিশ্বাস ? অদেখা বিষয়, সকল আসমানি কিতাব ও আখিরাতে বিশ্বাস।

- সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী মানে মুমিন ? আমার জানা মতে কোরান নাজিল হবার বড় কারন ছিল আগেকার আসমানী কিতাবগুলি মানুষ বিকৃত করে ফেলেছে বলে। এখন যারা আগেকার বিকৃত কিতাবে বিশ্বাস করে তাদের কি আর প্রকৃত মুমিন বলা যায় ?

কোরান শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। যারা মুত্তাকী না তাদের কাছে কোরান মিথ্যা মনে হবেই , এর বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কেরো অভাব হবে না।

- কিছু মনে করবেন না, এই কথাটা স্বাভাবিক যুক্তিবাদের এতই প্রকট ভাবে বিরোধীতা করে যে এই কথা শুনলে প্রথমেই দাবী কারকের কথায় সন্দেহ জাগে। ধরেন আপনি আদালতে কিছু দাবী করলেন । আপনার স্বাক্ষ্যের স্বপক্ষে প্রমান দাখিল করতে জিজ্ঞাসা করা হলে সাফ বলে দিলেন যে যে আপনাকে বিশ্বাস করে সেই কেবল আপনার স্বাক্ষ্য মানবে, আর যে বিশ্বাস করে না সে কোনদিন মানবে না।

এই ধরনের কথার মাধ্যমে কি কোরানকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়ে নিজে যাচাই করে গ্রহন বা বর্জন করার সুযোগ দেওতা হয়েছে ? পরিষ্কারই বলা হয়েছে যে আগে পূর্ন বিশ্বাস, পরে যাচাই বা প্রমান। হওয়া তো উচিত আগে যাচাই, পরে বিশ্বাস।

একই কথা পৌত্তলিকেরা বা অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের কিতাব সম্পর্কেও দাবী করলে মেনে নিতেন বা নেওয়া উচিত? সেক্ষেত্রে আপনি তাদের দাবী অস্বীকার করবেন কি করে? তারাও তো বলতে পারে তুমি আমার কিতাবে পূর্ন বিশ্বাসী না হলে আমাদের যাবতীয় কেচ্ছা কাহিনী তোমার কাছে মানুষের গড়া বা বিকৃত মনে হবে ? অন্য কিতাব গুলিকে যে বাতিল বলে দাবী করা হয় তারা তো সহজেই এই যুক্তি দিয়ে আপনাদের দাবী নাকচ করে দিতে পারে।

তাদের কিতাবে পূর্ন বিশ্বাস না আনলে কিভাবে বুঝবেন , আর পূর্ন বিশ্বাস আনা মানেই সেই কিতাবে যা যা বর্নিত আছে তা নিঃশংক চিত্তে মেনে নেওয়া। মজার না 🙂 ? আসলে তাদের কিতাব যারা বিশ্বাস করে না তারাই কেবল তাদের কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। আপনি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করলেও অন্তত কোরান বাদে বাকি কিতাবগুলি বিকৃত হয়েছে এটা মানেন বলেই জানি। আশা করি এই জানা ভুল নয়।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী মানে মুমিন ?

হ্যা , এটা আমার কথা নয় , কোরানেরি কথা। কোরানের আরেক নাম 'ফোরকান' - সত্য মিথ্যা নির্নয়কারী। কে কি বল্লো , সেটা সত্য নাকি মিথ্যা , সেটা নির্নয় করতে হবে কোরান দিয়ে।

কিছু মনে করবেন না, এই কথাটা স্বাভাবিক যুক্তিবাদের এতই প্রকট ভাবে বিরোধীতা করে যে এই কথা শুনলে প্রথমেই দাবী কারকের কথায় সন্দেহ জাগে।

মনে করার কিছু তো দেখিনা , কারন আমি তো আর কোরানের অথরিটি না বা আমার কাছে ওহী ও আসে না। আমি নিজে যেটা বুঝি , সেটাই বলি। ভুল ও হতে পারে , ঠিক ও হতে পারে। কোরানের আলোকে সত্য হলে মানবেন , নইলে না।

আমি যেটা বুঝি , কোরান মুত্তাকীদের জন্য গাইড লাইন(হুদা) , সৃস্টিকর্তার প্রুফ বা প্রমান নয়। আপনি যদি কোরানে আল্লাহর প্রমান চান , পাবেন না। এই ভুলটিই যুক্তিবাদীরা করে থাকে । ভুল জায়গায় (বইতে) , ভুল জিনিষের খোজ করলে ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়াই স্বাভাবিক।

আপনি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করলেও অন্তত কোরান বাদে বাকি কিতাবগুলি বিকৃত হয়েছে এটা মানেন বলেই জানি। আশা করি এই জানা ভুল নয়।

বর্তমানে আমার ধারনা কোরান ও বিকৃত হয়েছে। কোরান বিকৃত না হওয়াটাই কোরানের শিক্ষার পরিপন্থী।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:১৮ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

কোরানের আরেক নাম 'ফোরকান' - সত্য মিথ্যা নির্নয়কারী। কে কি বল্লো , সেটা সত্য নাকি মিথ্যা , সেটা নির্নয় করতে হবে কোরান দিয়ে

সুরা বাকারা ৫৩ নম্বর আয়াতে মুসার কিতাবের সাথেও ফুরকান দান করা হয়েছিল।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৩:০৩ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

বর্তমানে আমার ধারনা কোরান ও বিকৃত হয়েছে। কোরান বিকৃত না হওয়াটাই কোরানের শিক্ষার পরিপন্থী।

- এটা কি বললেন! কোরানও তাহলে বিকৃত হয়েছে ? তবে পরের লাইনের তাতপর্য বুঝলাম না।

যাবারো যা ঈমান আনবো আনবো করছিলাম, আপনি দিলেন তাতে বাধ সেধে। তবে আমার ব্লগের অগ্নিবেশ সহসাই ধমাধম নামের নুতন ধর্মগ্রন্থ নাজিল করবে আশ্বাস দিয়েছে , সেটা পিডিএফ আকারে সব ব্লগে পাঠানো হবে, যারা সেই ধর্ম গ্রহন করবে না বা অবিশ্বাস করবে তাদের জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যাবস্থাও করা হচ্ছে। সেই ধমাধম ধর্ম গ্রহন ছাড়া আর তো উপায় রাখলেন না।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

এটা কি বললেন! কোরানও তাহলে বিকৃত হয়েছে ? তবে পরের লাইনের তাতপর্য বুঝলাম না।

ফারুক সাহেব মনে হয় বড়ই বিপদে আছেন, অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দাড় করাতে করাতে উনি ক্লান্ত, তাই এখন তিনি যা বুঝাতে চাচ্ছেন তা কারো বোধগম্য হচ্ছেনা। ওনার কথা অনুযায়ী কোরান যদি বিকৃত হয়ে থাকে তা হলে বলতে হয় , উনি ‘বিকৃত কোরান অনলি’ মতবাদে বিশ্বাসী। কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এতদিন তিনি যে সকল মন্তব্য করে আসছিলেন তার সবই ভুয়া, বিকৃত, নকল।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৬:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

> এটা কি বললেন! কোরানও তাহলে বিকৃত হয়েছে ?

হাহ, হাঃ ঈমান ঠিকিয়ে রাখতে গিয়ে এবার কোরানকেই বিকৃত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি এমুন বিনোদন জানলে সিরিয়াস মন্তব্যগুলো করতাম না।

উনার মন্তব্য সরাসরি প্রকাশ পায় বলেই হয়ত উনি এখন মুক্ত -মনাকে বিনোদন ব্লগে পরিণত করছেন।

যখন দেখলেন কোরানের আয়াতগুলোর অভিনব ব্যাখ্যা দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না তখন কোরানকেও বিকৃতের তালিকায় নিয়ে এলেন।(নাউজুবিল্লা)

আরেকটা গ্রুপের কথা শুনেছি। উনারা নাকি শুধু মক্কি সূরাগু লোতে বিশ্বাস করে (কারণ এগুলো নাকি শান্তির) আর মাদানিগুলো অবিশ্বাস করে(অশান্তির)।

আদিল ভাই, একটা ভাল সমস্যায় পড়েছি। উনি মুক্ত-মনাকে অনেকটা নো-মডারেসন ব্লগ বলে ধরে আছেন হয়ত। উনাকে কিভাবে বুঝানো যায় যে উনার অভিনব ধর্মপ্রচারের জায়গা মুক্ত -মনা না। হ্যা, আমার কথা হল ধর্মও একজন প্রচার করতে পারে, তবে তার স্বপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ থাকতে হবে(আর উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ না থাকলেও তিনি তা পারেন তবে তা মুক্ত -মনায় না)। ধর্মগ্রন্থের অলৌকিকতার প্রমাণের কথা উঠলেই উনি বলেন তাতে বিশ্বাসের কথা(কোনো প্রমাণই হাজির করেন না) আবার কোরানের কোনো আয়াতের কেউ সমালোচনা করলে কোত্থেকে আজগুবি অনুবাদ হাজির করেন বলতে পারি না। এত এত অনুবাদ-তফসির আছে যেগুলো সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তিনি এগুলোর ধার ধরেন না। ব্যক্তিগতভাবে যে কারো যেকোনো অযৌক্তিক বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু যখন সেগুলো প্রচার করবেন তখন তো দরকার প্রমাণ(মুক্ত-মনায়)।

নিচে বেশ উপভোগ্য একটা কবিতাও লেখেছেন। উনারে নিয়ে কি করা যায়?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৭:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী, 😄

ওনার সাথে তাল দিয়ে যান, তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। উনি কিছুদিন আগে আমার ব্লগে সব নাস্তিকদের ১০০০ করে টাকা দিতে চেয়েছিলেন ইসলামের সমালোচনা করে কথাবার্তা বলার জন্য। আমি বহুবার ভেবেছিলাম নাস্তিক ঘোষনা দিয়ে টাকা কবুল করে ফেলব কিনা। প্রেষ্টিজে লাগে দেখে লোভ সংবরন করেছি।
মজার ব্যাপার হল ওনার টোপ কেউই গেলেনি।

উনি মুক্তমনার ওপর এতই ক্ষিপ্ত যে সেই অফার মুক্তমনার নাস্তিকদের দিতে চাইছেন না। আপনারা আন্দোলন করে টাকা আদায় করে নিন।

*ফারুক*এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:১৫ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী, বোঝাই যাচ্ছে আপনি আমাকে নিয়ে সমস্যায় আছেন।

একটি কথা পরিস্কার করা দরকার। আমি এখানে ধর্ম প্রচারের কোন পোস্ট দেই নি (জানি দিলেও সেটি প্রকাশিত হবে না)। তাই ধর্ম প্রচারের অভিযোগটি সত্য নয়।

আরো খেয়াল করুন , আমি সকল মন্তব্যের জবাব দেই না। শুধুমাত্র আমার নাম নিয়ে আমাকে সরাসরি উদ্দেশ্য করে যে সকল মন্তব্য করা হয় , সেগুলোর জবাব দিয়ে থাকি বা প্রতিমন্তব্য করি। আপনারা যা ইচ্ছা প্রচার করুন আমার আপত্তি নেই (আপনার মুরগি আপনি লেজে কাটবেন নাকি গলায় কাটবেন , সেটা আপনার ইচ্ছা) , কিন্তু আমাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করে কেউ নির্দিষ্ট কিছু জানতে চাইবে বা চ্যালেন্জ করবে , আর আমি সেটার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে জবাব দিলে , সেটা আপনার কোপানলে পড়বে , এটা কোন ভদ্রতার মাঝে পড়েনা বা যুক্তিগ্রাহ্য ও নয়। সবচেয়ে ভাল হয় মুক্তমনার মন্তব্যকারীদের বলুন , আমার নাম নিয়ে কোন মন্তব্য না করতে বা ধার্মিকদের কাছে কোন জবাব না চাইতে।

*ফারুক*এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:২৮ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, -

এটা কি বললেন! কোরানও তাহলে বিকৃত হয়েছে ? তবে পরের লাইনের তাতপর্য বুঝলাম না।

অনেকেই দেখলাম আপনার এই কথা পড়ে , আমি বিপদে আছি এমনটি ভেবে বেশ দুঃশ্চিন্তায় আছেন। তাদের দুঃশ্চিন্তা মুক্ত করার জন্য একটি মন্তব্য প্রতিমন্তব্য তুলে দিলাম -
ফারুক মার্চ ১৫, ২০১১ @ ১১:৪৭ অপরাহ্ন ৬.১
@মজবাসার,বাশার ভাই ছালাম।
আমার নিজের কথা যদি জানতে চান , তবে বলব মানুষ কর্তৃক কোরানের পরিবর্তন হয়েছে , তবে সেটা এজিদ বা অন্য কে করেছে , তা জানি না। জানেন তো আল্লাহর সুন্নতে (নিয়মে) কোন পরিবর্তন হয় না। পূর্বের ঐশীগ্রন্থগুলোতে পরিবর্তন হলে , কোরানে কেন হবে না? পরিবর্তন না হওয়াটাই আল্লাহর সুন্নতের বরখেলাপ। এ নিয়ে ভবিষ্যতে পোস্ট দেয়ার ইচ্ছা আছে।
মজবাসার মার্চ ১৬, ২০১১ @ ১:৩৬ অপরাহ্ন ৬.১.১
@ফারুক, ছালাম।
পরিবর্তন না হওয়াটাই আল্লাহর সুন্নতের বরখেলাপ।

হাসালেন ভাই! অসত্য বলেন্নি! ঐশী গ্রন্থের পরিবর্তনের ছুন্নতটি কি আল্লাহর ? না অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম মোনাফেক মনুষ্য জাতির!

ফারুক মার্চ ১৭, ২০১১ @ ১:২৫ পুর্বাহ্ন ৬.১.১.১
@মজবাসার,ছালাম।
১.ঐশী গ্রন্থের পরিবর্তনের দায় অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম মোনাফেক মনুষ্য জাতির , ঠিক আছে। তবে আগের সকল ঐশী গ্রন্থের পরিবর্তনে আল্লাহ হস্তক্ষেপ না করলে , কোরানের পরিবর্তনের সময় কেন হস্তক্ষেপ করবেন? মানুষ তো আগের মতোই অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম মোনাফেক। এরা তো আর ভাল হয়ে যায় নি যে , কোরানের পরিবর্তন করবে না। একমাত্র আল্লহর হস্তক্ষেপেই কোরানের পরিবর্তন ঠেকানো সম্ভব। আল্লাহ আগে কখনো ঐশী গ্রন্থের পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করেন নি , এখন যদি কোরান রক্ষার্তে হস্তক্ষেপ করেন , তাহলে এটা কি আল্লাহর সুন্নাতের বরখেলাপ নয় ?
মজবাসার মার্চ ১৭, ২০১১ @ ৬:৩৬ পুর্বাহ্ন ৬.১.১.১.১
@ফারুকভাই, ছালাম।
১ শতভাগ ঠিক বলেছেন! এ বিষয় কোরান, আপনি/আমি এবং প্রচলিত নাস্তিকগণ একমত! অন্তত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে শরিয়ত/মৌলবাদীর চেয়ে নাস্তিকগণ কোরানের আলোকে অনেক ধার্মীক বলে প্রমানিত।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ২:০২ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

বর্তমানে আমার ধারনা কোরান ও বিকৃত হয়েছে। কোরান বিকৃত না হওয়াটাই কোরানের শিক্ষার পরিপন্থী।

এই কয়েকটি বাক্য দ্বারা ফারুক ভাই প্রমাণ করলেন বাদল চৌধুরী যা লিখেছেন তা সত্যি -কোরানে অনেক অসামঞ্জস্য আছে।

ফারুক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ-

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১:২৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

বর্তমানে আমার ধারনা কোরান ও বিকৃত হয়েছে। কোরান বিকৃত না হওয়াটাই কোরানের শিক্ষার পরিপন্থী।

হায় হায়! একি মারাত্মক কথা আপনি লিখেছেন! কোন ইসলামী দেশে এইসব ন্যাক্কারজনক কথা-তাও কোরানের ব্যাপারে বললে আপনার গর্দান কাঁধে থাকবে না। আমার মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই কোন কাফেরদেশে বাস করছেন।

যাই হোক, বেশি কিছু লিখবার সময় নাই। অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানান কোরানের কোন কোন আয়াত বিকৃত করা হয়েছে-এবং কারা তা করেছে; নাকি আল্লাহ পাক নিজেই কোরান বিকৃত করেছেন।

আল্লাহ পাক আবার কোরানেই লিখেছেন কেউ কখনও কোরানকে অপদস্ত বা বিকৃত করতে পারবে না। এখন কি বলবেন এই ব্যাপারে?

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৪:৫০ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

হায় হায়! একি মারাত্মক কথা আপনি লিখেছেন!

মনে হয় আকাশ থেকে পড়লেন? গত ১৪০০ বছর ধরেই মুসলমানেরা এটা জানে , আর আপনি হাদীস কোরান নিয়ে এত গবেষনা করেন , আপনি জানেন না?

'হাফস' , 'ওয়ার্শ' , কালুন' ও 'আল-দুরি' ভার্ষান কোরানের নাম শোনেন নি? আমাদের দেশে 'হাফস' ও 'ওয়ার্শ' দুটৈ এখনো পাওয়া যায় , 'কালুন' লিবিয়ায় আর 'আল-দুরি' সুদানে প্রচলিত। এদের মাঝে কিছু পার্থক্য আছে , যা নিয়ে বিস্তারিত পোস্ট দেয়ার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে।

দেখুন সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না , এটাই আজকের মুসলমানেরা(?) বুঝতে চায় না। তারা মনে করে , আল্লাহর কাছে তাদের মতো মুসলমানের সংখ্যাধিক্যই কাম্য । এটা যে কত বড় ভুল , তার প্রমান এই আয়াতটি-

১০:৯৯ আপনার প্রভু চাইলে দুনিয়ায় যত লোক আছে প্রত্যেকেই বিশ্বাসী হতো। তুমি কি মানুষকে জবরদস্তী করে বিশ্বাসী বানাতে চাও ?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৮:০০ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

দেখুন সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না , এটাই আজকের মুসলমানেরা(?) বুঝতে চায় না। তারা মনে করে , আল্লাহর কাছে তাদের মতো মুসল মানের সংখ্যাধিক্যই কাম্য। এটা যে কত বড় ভুল , তার প্রমান এই আয়াতটি-

১০:৯৯ আপনার প্রভু চাইলে দুনিয়ায় যত লোক আছে প্রত্যেকেই বিশ্বাসী হতো। তুমি কি মানুষকে জবরদস্তী করে বিশ্বাসী বানাতে চাও ?

২:৩৯, ২:১০৪, ৬৭:৬ ইত্যাদি আয়াতে যাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে তারা কারা? আসলে দায়ী কে? মনে হচ্ছে আল্লাহ খেয়াল করতে পারেননি যে আয়াতগুলো সাংঘর্ষিক।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৯:০২ অপরাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,

মনে হচ্ছে আল্লাহ খেয়াল করতে পারেননি যে আয়াতগুলো সাংঘর্ষিক।

আমার মাথায়তো খেলছে না কেমনে আয়াতগুলো সাংঘর্ষিক? আয়াতগুলো তুলে দিলাম , একটু বুঝিয়ে দিন।

আমার দেয়া আয়াত-

১০:৯৯ আপনার প্রভু চাইলে দুনিয়ায় যত লোক আছে প্রত্যেকেই বিশ্বাসী হতো। তুমি কি মানুষকে জবরদস্তী করে বিশ্বাসী বানাতে চাও ?

আপনার দেয়া আয়াতগুলো-

২:৩৯ আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।

২:১০৪ হে মুমিন গণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না-'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

৬৭:৬ যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:২৮ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

আমার মাথায়তো খেলছে না কেমনে আয়াতগুলো সাংঘর্ষিক? আয়াতগুলো তুলে দিলাম , একটু বুঝিয়ে দিন।

মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কথা বলতে গিয়ে আপনি ১০:৯৯ নম্বর আয়াতের রেফারেন্স দিয়েছেন।

এই আয়াত অনুযায়ী ঈমান আনা বা না আনা সম্পূর্ণ মানুষের এখতি য়ার বা ক্ষমতার বাইরে। যেহেতু আল্লাহ নিজেই এই ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন সেহেতু তিনি না চাইলে মানুষ কখনো ঈমানদার হতে পারবে না। অর্থাৎ কে ঈমানদার হবে আর কে হবে না তা নির্ভর করছে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর। ২:৩৯, ২:১০৪, ৬৭:৬ ইত্যাদি আয়াতে যাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে তারা কারা? আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। যা হোক, নিশ্চয় ঈমানদারদের আওতার বহির্ভূত মানুষ। এই মানুষগুলোর অপরাধ তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করেছে ঈমান না এনে। তারা আল্লার ইচ্ছার কোপানলে পড়েছে মাত্র। আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন বলেই তারা ঈমান আনতে পারেনি। ১০:৯৯ নম্বর আয়াতে ঈমানদারিত্ব দেয়ার ক্ষমতা রেখে দিয়ে আবার সেই বেঈমানদারদের ২:৩৯, ২:১০৪, ৬৭:৬ ইত্যাদি আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে মহাশাস্তির কথা। তাহলে কি দাঁড়াল? ১০:৯৯ নম্বর আয়াতটি ২:৩৯, ২:১০৪, ৬৭:৬ আয়াতগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে না বরং সংর্ঘষ তৈরী করেছে।

ফারুক এর জবাব:

মার্চ ২৬, ২০১১ at ১২:১৩ পূর্বাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,ভাল করে আয়াতগুলো পড়েছেন তো? আমার আর বলার কিছু নেই। এখন বুঝলাম , কেন আপনার চোখেই কোরানের অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়েছে , আর কারো চোখে কেন নয়?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৬, ২০১১ at ৮:২৯ পূর্বাহ্ণ

@ফারুক,

ভাল করে আয়াতগুলো পড়েছেন তো? আমার আর বলার কিছু নেই। এখন বুঝলাম , কেন আপনার চোখেই কোরানের অসামঞ্জস্যতা ধরা পড়েছে , আর কারো চোখে কেন নয়?

রেফারেন্সগুলো পড়েই দিয়েছি এবং আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে ব্যাখ্যাও দিয়েছি। অসামঞ্জস্যতা শুধু আমার ধরা পড়েনি, আপনার চোখেও পড়বে কারণ বিকৃত কোরানে সামঞ্জস্যতা আর বেশি দিন ধরে রাখতে পারবেন না। তখন হয়ত বলবেন দেখুন বিকৃত কোরানের অসামঞ্জস্যতা।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৬, ২০১১ at ১২:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

'হাফস' , 'ওয়ার্শ' , কালুন' ও 'আল-দুরি' ভার্ষান কোরানের নাম শোনেন নি?

ও, আচ্ছা আপনি সেই কথা বলছেন? তাহলে ইবনে মাসুদের কোরান বাদ দিলেন কেন ? কেন বাদ দিলেন কাবের কোরান?

তা হলে আমরা কী বুঝছি? সত্যিকার কোরান কোনটি? আর ওসমানি কোরান করা হল কেন? কোরানের রচয়িতা কে বা কাহারা? আল্লাহ পাক কেন তাঁর কোরানকে রক্ষা করতে পারলেন না?

যাক, আপনি নিজেই প্রমান করলেন কোরান বিশ্বস্ত কোন গ্রন্থ নয়। এর পরে আপনি আর কি যুক্তি দিয়ে কোরানকে রক্ষা করবার প্রয়াশ নিবেন?

ধন্যবাদ-আপনি আমার শ্রম অনেক লাঘব করলেন।

আর আপনি যে আয়াতের (১০:৯৯) উল্লেখ করলেন তার সাথে কোরানের অপদস্তার কোন সম্পর্ক আমি দেখলাম না।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৬, ২০১১ at ১০:২২ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,দেখুনতো আপনার মন্তব্যের সাথে আমার মন্তব্যের ১০:৯৯ আয়াতের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

আপনার মন্তব্য-

হায় হায়! একি মারাত্মক কথা আপনি লিখেছেন! কোন ইসলামী দেশে এইসব ন্যাক্কারজনক কথা- তাও কোরানের ব্যাপারে বললে আপনার গর্দান কাঁধে থাকবে না। আমার মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই কোন কাফেরদেশে বাস করছেন।

আমার মন্তব্য-

দেখুন সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না , এটাই আজকের মুসলমানেরা(?) বুঝতে চায় না। তারা মনে করে , আল্লাহর কাছে তাদের মতো মুসলমানের সংখ্যাধিক্যই কাম্য। এটা যে কত বড় ভুল , তার প্রমান এই আয়াতটি-

১০:৯৯ আপনার প্রভু চাইলে দুনিয়ায় যত লোক আছে প্রত্যেকেই বিশ্বাসী হতো। তুমি কি মানুষকে জবরদস্তী করে বিশ্বাসী বানাতে চাও ?

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:৫১ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

পরিষ্কারই বলা হয়েছে যে আগে পূর্ন বিশ্বাস , পরে যাচাই বা প্রমান।

একটি বিষয়ে যখন পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তখন সেটা নিয়ে কি আর যাচাই বাছাই বা প্রমানের প্রয়োজন পরে? তাইতো বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথে কোন যুক্তি তর্ক কর চলেনা।

Russell এর জবাব:

মার্চ ২৬, ২০১১ at ২:০১ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

লেখক সাহেবও যেখানে ভুল করেছেন, আপনেও সেইখানেই ভুল করলেনঃ

ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশক ।

উক্ত আয়াতে "ইহা" বলে কোন শব্দ নেই। এইখানেই আমরা ধরা খেয়ে যাই। বলা হচ্ছেঃ "আলিফ লাম মীম; সেই কিতাব..." বাক্যটা আপনারা সবাই ভাল করে পড়ুন, আলিফ লাম মীম; সেই কেতাব- কোন কেতাব বলা হচ্ছে? আলিফ লাম মীম। আমি কি বুঝাতে পারলাম ?

এখন এই আলিফ লাম মীম কি? এইত খাইল বিশ্ব মুসলিম ধরা। আল্লায় এমন এক বই নাজেল করলেন মানুষের জন্য অথচ মানুষ নাকি তার অর্থ জানেনা , শুধুই নাকি আল্লায় জানে। এ কেমনতর কথা হইল? আমি আপনাদের উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখে দিলাম আর আপনারা এর অর্থই

বুঝলেন না, কেমন হইল? আল্লাহও দেখি মশকরা লইল আমাগো লগে? আবার যা বুঝিনা সেই বিষয়ের উপর আবার ঈমান আনতেও কইল? এইডা আবার কেমন হইল?

যাইহোক ভাল থাকবেন।

ইললু ঝিললু এর জবাব:
মার্চ ২৯, ২০১১ at ১২:৩৩ অপরাহ্ণ

@Russell,
তখন প্রায় সব আরবী কাব্যে এ ধরনের অক্ষর লেখা থাকত।আসলে এর কোন অর্থ নেই।তৎকালীন কোন আরবী কাব্যে এধরনের অক্ষরের অর্থ ছিল না।

গোলাপ এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

বইটি পড়ব। যদি থাকে তবে লিংক পেলে সুবিধা হত।

আলী দস্তির ২৩ বছর বইটির লিঙ্কঃ
http://ali-dashti-23-years.tripod.com/
লিখাটি ভাল লেগেছে। পরবর্তী পর্বের অপেক্ষায়।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:৪০ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ,

ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৩:৩০ পূর্বাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

আলী দস্তির বই এখানে পড়া যাবে-

http://ali-dashti-23-years.tripod.com/
আমার পরামর্শ হবে, সম্ভব হলে ছাপানো বইটা পড়তে পারেন-এটাই ভাল হবে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

হ্যা। আমি ছাপানো বইটি সংগ্রহ করে নেব। লিংক দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ১১:২৩ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

তারা ঠিকই সব সমস্যা কোরান দিয়েই দূর করে দিতে পারেন। যেমনঃ

যাহারা কুফরী করিয়াছে তুমি তাহাদেরকে সতর্ক কর বা না কর , তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না। আল্লাহ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়েছেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

- এর ব্যাখ্যা আমাদের ফারুক ভাই এর মতে হল যে, আল্লাহ যারা জেনে শুনে ঈমান আনছে না তাদেরকেই সীল গালা মেরে দিচ্ছেন। আগে সিল গালা মারার কারনে তারা ঈমান আনেনি বা আনতে পারেনি (যা সাধারন ভাবে পড়লে মনে হয়) এমন নয়। মানে দাঁড়ালো, আগে মানুষ ঈমান আনতে অস্বীকার করল, তারপর আল্লাহ সীল গালা মেরে দিলেন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৫:১৪ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

পুরাই বিনোদন। আগে মানুষ ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে বলে পরে এক্কেরে সীল মেরে দিছেন করুণাময় যাতে আর জীবনেও ঈমান আনতে না পারে।

আচ্ছা, কোরানের এই আয়াতের যে এ ব্যাখ্যা হবে ফারুক সাহেব তাইবা নিশ্চিত হলেন কিভাবে? মানুষ যেভাবে তাদের ঈশ্বরাল্লাকে বানাইছে তেমনি এর কাজ -কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, গতিবিধিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। কী সুন্দর! কোরানের আয়াতের অর্থ বদলে , ব্যাখ্যা বদলে দিয়ে তারা কি তাদের আল্লাকেই নিয়ে খেলছে না?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:৫০ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

কোরানের ব্যাখ্যা সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া বলে মনে হচ্ছে। তা না হলে বর্তমান অবস্থায় বেকায়দায় থাকতে হয় কিনা। সুবিধার ব্যাপারটি তো আছেই।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১০:৩৩ পূর্বাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

তাতো হতেই হবে। যতই দিন যাচ্ছে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটছে। ধর্মের ব্যাপারে আগে যেমন মানুষে বিনা প্রশ্ন সব মেনে নিত দিনে দিনে সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, এই যুগে কেউ তাঁর কাছে

অহি নিয়ে রাতের আঁধারে ঈশ্বরের দূত আসে এমন দাবী করলে বে শীরভাগ ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোকেও হজম করবে না। আগেকার দিনে করেছে। আগের যুগের তাফসীরকারকদের তাফসীর কেউ খোলা মনে পড়লে তার মনে হাজারটা প্রশ্ন জাগবে। কাজেই যুগের সাথে তাল মেলাতে হবে তাফসীরও বদলাতে হবে। যেমন ক্রীতদাসীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত সেক্সের অনুমতি কোরানে আছে , হাদীসেও একাধিক উদাহরন আছে, আগেকার দিনের তাফসিরকারকেরা সরল মনে তাই লিখে গেছেন। এখন নানান মেধাবী গবেষক বের করে ফেলছেন যে সেই আয়াত কেবল সেই সময়ই সীমাবদ্ধ ছিল, সেই আয়াতের পরের দিকে আর তেমন ঘটনা ঘটেনি। কাজেই সামনের কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যাবে এই ফাইন্ডিং নুতন তাফসীর হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ইউসুফ আলীর বাংলা অনুদিত তাফসীরেও দেখলাম সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কথা না বলে সোজা বলে দেওয়া হয়েছে যে সেই আয়াত এখন আর প্রযোজ্য নয়। এমনকি ক্রীতদাসী বা সেক্স এসব কিছুই নেই ,

এপ্রোচ বদল করতেই হবে। কোথায় কোথায় নাকি হাদীস সংস্কারের কাজ চলছে, আশা করা যায় যে যেসব হাদীস সমালোচনার সুযোগ দেয় সেগুলি আসলে সহি হাদীস নয় বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ১:০২ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

এপ্রোচ বদল করতেই হবে। কোথায় কোথায় নাকি হাদীস সংস্কারের কাজ চলছে, আশা করা যায় যে যেসব হাদীস সমালোচনার সুযোগ দেয় সেগুলি আসলে সহি হাদীস নয় বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

তাহলে তো মারাত্মক দুঃসংবাদ সবার জন্য। এসব সাধারনত যে কাজটা করে তা হল মানুষের প্রগতিশীল চিন্তায় সংমিশ্রন ঘটায়। প্রভাবটা সুদূরপ্রসারীই হয়ে থাকে। যেমন দেখুন , ইসলাম এখনো গাজ্জালীর প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। অথচ তার প্রভাবে যুক্তিবাদি মোতাজিলা সম্প্রদায় একেবারে বিলীন হয়ে গেছে।

আবুল কাশেম এর জবাব:

মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:৩৭ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

মানে দাঁড়ালো, আগে মানুষ ঈমান আনতে অস্বীকার করল , তারপর আল্লাহ সীল গালা মেরে দিলেন।

শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক আরও বলেছেন যে তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে বেইমান কাফের সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। হাদিসও বলছে আল্লাহ চান তাঁর কিছু বান্দা যেন পাপকর্ম করে যাতে করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

এ কি বিচিত্র আল্লাহ-উনার মন বুঝা যে এতই দুষ্কর; মনে হয় পাগলের মনও কিছুটা প্রকৃতস্থ–কিন্তু আল্লাহর মন যে সম্পূর্ণ বেসামাল।

7. 7

নাজমুল

মার্চ ২৩, ২০১১ সময়: ৩:১০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ বাদল চৌধুরী

আপনার লেখাটা পড়লাম। বুঝলাম আপনি অনেক জানেন , আবার এও জানলাম আপনি সব জানেন না। আমাদের মদ্ধে বরতমানে যারা কথিত মুসলমান তাদের পুরপুরি ইমান আনার জন্য কেবল আল - কুরান পাঠ করে কিছুই করা সম্ভব নয়। যা আপনি করার চেষ্টা করেছেন , যার ফলাফল আপনার এই লেখা। আপনার উচিত আল-কুরান এবং আল-হাদিস (সহি হাদিস) একসাথে পাঠ করা এবং গভির ভাবে পরজবেক্ষন করা। আসা করি প্রবরতিতে ইসলাম সম্পরকে পরিপুরন জ্ঞ্যানারজন না করে আর কন পোস্ট করবেন না।

ভবঘুরে এর জবাব:

মার্চ ২৩, ২০১১ at ৭:১৯ অপরাহ্ণ

@নাজমুল,

আসা করি প্রবরতিতে ইসলাম সম্পরকে পরিপুরন জ্ঞ্যানারজন না করে আর কন পোস্ট করবেন না।

ভাইজান, বাদল চৌধুরী তো অন্তত কোরান পড়ে মন্তব্য করেছেন , আপনার লেখা দেখে মনে হয় আপনি তাও পড়েন নি অন্তত নিজের মাতৃভাষায়।অথচ কঠিন মন্তব্য করে ফেললেন। আপনাদের সমস্যা এখানেই। কিছু জানবেন না , কিছু জানার চেষ্টা করবেন না , জানতে বললে বলবেন জানার দরকার নেই অথচ কঠিন বিশ্বাস যা আপনাদের অন্তরকে সীল গালা করে দিয়েছে। আর একটা কথা শোনেন ভাইজান, হাদিস সহকারে পড়লে কোরান যে আসলে কি জিনিস সেটা আরও বেশী করে প্রকাশ পায়। যে কারনেই বর্তমানে একদল কোরান ওনলি মতবাদী বের হয়েছে যারা হাদিস মানে না । কেন জানেন ? কারন হাদিসে এত বেশী স্ববিরোধী ও আজগুবি কথা বার্তা আছে যা পড়লে বোঝাই যায় যে মোহাম্মদ কেমন ব্যাক্তি ছিলেন। যে কারনে কোরান আরও বেশী পরিত্যজ্য ও বাতিল হয়ে যায়। তো ভাইজান, আপনি কোরান হাদিস পড়ে আসেন আর এর পরে মন্তব্য করলে খুশী হবো। পারলে লেখকের বক্তব্যকে খন্ডন করবেন যুক্তি দিয়ে , তাহলে ভাল লাগবে। আপনাদের অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসা অতি আবেগের কথা শুনতে আর ভাল লাগে না।

আকাশ মালিক এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ৮:১৬ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,

হাদিসে এত বেশী স্ববিরোধী ও আজগুবি কথা বার্তা আছে যা পড়লে বোঝাই যায় যে মোহাম্মদ কেমন ব্যাক্তি ছিলেন।

স্ববিরোধী ও আজগুবি নয়, হাদিসই আসল ইসলাম। কেন? একটু ব্যাখ্যা করি-কোরান হলো নাটকের পান্ডুলিপি, তা’ও ৭৫ভাগ অন্যান্য বই থেকে নকল করা। কোরানে যত কথা অকারণে বারবার রিপিট করা হয়েছে, আর অন্যান্য বই থেকে নকল করা বাক্যগুলো বাদ দিয়ে দিলে সম্পূর্ণ কোরান ৩০ সুরার বদলে এক সুরায় লিখা যাবে। সুরা আর-রাহমানে ‘ফাবি আয়্যি আলা-ই রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান’ কতবার বলা হয়েছে দেখেছেন? মুহাম্মদ তার পারিবারিক ঝগড়া-ঝাটি আর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যে সকল আয়াত কোরানে যে ভাবে লিখেছেন, সেখান থেকে আসল ঘটনা উদ্ধার করা কঠিন। খুব চালাকি করে তিনি ঘটনার স্থান , সময় ও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের নাম উল্লেখ করেন নি। সুরা তাহরিমে মুহাম্মদ আছেন ম্যারিয়া নাই , সুরা নুরে মুহাম্মদ আছেন আয়েশা নাই , সুরা ইউসুফে ইউসুফ আছেন জুলেখা নাই, সুরা আহজাবে যায়েদ আছেন জয়নব নাই। এখন হাদিস ছাড়া আমরা কী ভাবে বুঝবো সুরা তাহরিমে বর্ণীত ঘটনায় মুহাম্মদ হাফসার ঘরে জয়নবের মধু খেয়েছিলেন , না ম্যারিয়ার দুধু খেয়েছিলেন?

কোরান মুহাম্মদের জীবন-নাটকের পান্ডুলিপি, আর ক্যামেরায় ধারনকৃত পূর্ন দৈর্ঘ চিত্র -নাট্যের নাম হাদিস।

আবুল কাশেম এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

স্ববিরোধী ও আজগুবি নয়, হাদিসই আসল ইসলাম।

সহমত। এতদিন ইসলাম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার অভিজ্ঞতা হল—হাদিস ছাড়া ইসলাম অচল। হাদিস বাদ দিলে ইসলাম বাদ দিতে হয়।

কিছু আজগুবী হাদিস বাদ দিলে বলা যায় হাদিস হচ্ছে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ব্যাপারে ইসলামী পণ্ডিত যথা হাশিম কামালীও বলেছেন-হাদিস ছাড়া ইসলাম হয় না। হাশিম কামালী হচ্ছেন ইসলামি আইনের অধ্যাপক এবং The Principles of Islamic Jurisprudence-এর রচয়িতা। এই বইকে বিশ্বব্যাপি ইসলামি আইনের উপর সবচাইতে সম্মানিত গ্রন্থ হিসাবে ধরা হয়। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যেখানেই ইসলাম পড়ান হয় সেখানে এই বইকে অবশ্য পাঠ্য করা হয়।

ভবঘুরে এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

কোরান যদি যার যার মাতৃভাষায় মুসলমানরা পড়ত আমার ধারনা অনেকেই পড়ার পর পরই এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলত। আমার জীবনে এত বিরক্তিকর বই আর আমি পড়িনি। অথচ সেই কোরানের সুর করা তেলোয়াত কিন্তু শুনতে মোটেই খারাপ লাগে না। কারন ওই যে , আরবী ভাষা বুঝি নাে৷ এখন কোরান তেলাওয়াতের নামে আরবী ভাষায় গালি দিচ্ছে নাকি প্রশংসা করছে তা তো আর বোঝার উপায় নেই। কোরান অনুসরন করে আরবী ভাষী আরবরা যে মোটেও সভ্য হয়নি তার প্রমান তো এখন সারা দুনিয়ার মানুষ টের পাচ্ছে , লুকোছাপার কোন ব্যপার নেই। কোরান হাদিস অনুসরন করে আসলে সভ্য যে হওয়া যায় না এখন আরব দেশ গুলোর মানুষগুলো সারা দুনিয়ার সামনে সেটাই প্রকাশ্যে প্রমান করছে। ধন্যবাদ আরব দেশগুলোকে , সত্য প্রকাশের জন্য।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ১০:৪৫ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
কোরানকে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও বিজ্ঞান বলা হয়। এবং বলা হয় তা আল্লার বাণী। আল্লাহ, মোহাম্মদ ও মুসলিমদের দাবি অনুযায়ী কোরানকে যদি আল্লার রচিত ধরে নেয়া হয় তাহলে মোহাম্মদ কীভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হলেন? কোরান যদি তিনি না লিখে থাকেন তাহলে এখানে তার কৃতিত্বটা কোথায়? আরেক জনের লিখিত বইয়ের কথা মানুষকে বলে বেড়ানোর কাজটিতো যেকেউ করতে পারে। আমরা যেকোন বইয়ে লেখকের নাম দেখতে পাই, অবশ্য যদি লেখক তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হন সে অন্য কথা। ধর্মগ্রন্থগুলোর লেখকেরা (যারা নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করেছেন) তারা তো তাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নন। তাহলে গ্রন্থগুলোতে লেখকদের নাম লেখা নেই কেন? যেমন কোরান-লিখেছেন আল্লাহ, বাইবেল-লিখেছেন জিহোবা ইত্যাদি।

ভবঘুরে এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:৪১ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

১৪০০ বছর আগে সভ্যতার আলো বর্জিত কিছু আরবদের কে বোকা বানিয়ে নিজেই একটা বই রচনা করে মোহাম্মদ দাবী করলেন তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত। এর চাইতে হাস্যকর কিছু হতে পারে ? আর সে কোরানের ওহি মোহাম্মদের কাছে আসার প্রক্রিয়াটা কি ? ঘন্টাধ্বনির মত, স্বপ্ন ইত্যাদি।অনেকটা আজকের দিনের স্বপ্নে পাওয়া ওষুধের মত। কোরান সত্য হলে আজকের স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ গুলোও সব সত্য। যত সব আজগুবি কথা বার্তা। শোনেন , সাচ্চা মুসলমানদের বড় যুক্তিটা কি জানেন ? বলে- মোহাম্মদ যে আল্লা প্রেরিত নবী তার প্রমান হলো কোরানে তার কথা লেখা আছে। আমি অনেক শিক্ষিত মানুষের কাছেও এধরনের অদ্ভুত যুক্তি শুনেছি। কিন্ত কোরানে বিশ্বাস করার আগেই যে মোহাম্মদ আল্লাহর নবী এটা প্রমান করতে হবে এটা তাদের মাথাতে একেবারেই আসে না। এটা যে একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি এটা তাদের মাথাতে আসে না। এমন ভাবেই তাদের মাথায় সীল মারা হয়েছে। এ হলো আমাদের শিক্ষিত মুসলমান ভাইদের যুক্তি।

আফরোজা আলম এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৩:৩১ অপরাহ্ণ
@ভবঘুরে,
আচ্ছা এখন এমন বই কেউ লিখে কেন বলেনা যে এইটা সে গায়েবী ভাবে পেয়েছে, তাহলে তো ভালোই হত,একটু ভাবুন তো

তুহিন তালুকদার এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ৭:৩৯ অপরাহ্ণ
@নাজমুল,

কোরান নিয়ে সন্দেহ করলেই ধার্মিকদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়,

১) আপনি মনে বিশ্বাস নিয়ে কোরান পড়ুন, তখন দেখবেন আর কোন অসামঞ্জস্যতা নেই।

২) ইসলাম (বা কোরান) সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে মন্তব্য করতে আসবেন না।

৩) আপনি যা জেনেছেন তার বাইরেও অনেক কিছু আছে।

৪) এই বিষয়ে অমুক লেখকের তমুক বইটি পড়ুন।

ইত্যাদি আরও নানা অজুহাত। আপনার কথাগুলো কি এগুলোর কোন একটি বা একাধিকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে না? এর উত্তরে বলতে পারি,

১) বিশ্বাস মানে যুক্তিহীন, প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেওয়া বা আত্মসমর্পণ। মানুষের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করে বিশ্বাস।

২) ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই তা ভালোভাবে না জানা; আর প্রশ্নহীন এমনকি ইসলামী জ্ঞানহীনভাবেও কোরানের আত্মসমর্পণকারীকে এ কথা শুনতে হয় না।

৩) এধরণের কথা আসলে প্রশ্নকারীর জ্ঞানকে খাট করে পার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বলা। জানার বাইরে কিছু আছে শুধু এতাই বলা হয়, কিন্তু সেটা কি তা কিন্তু ধার্মিকেরা নিজেরাও বলতে পারে না।

৪) ধর্ম বিষয়ক বই যুক্তিমনষ্কতা নিয়ে পড়লে কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। বরং অযৌক্তিকতার আড়ম্বর দেখা যায়।

আপনার যদি মনে হয়, লেখক ভুল বা অসম্পূর্ণ কিছু বলেছেন , তাহলে যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করুন। কোরান বা হাদিসে আরও যেসব সত্য জানার বাকি আছে, তা সূত্রসহ উল্লেখ করে লেখককে এবং অন্যদেরকে সাহায্য করুন। শুধুমাত্র **“না জেনে পোস্ট করবেন না”** টাইপের ভয় দেখানো কথা বললে তা তো যুক্তি হয় না।

ভবঘুরে এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@তুহিন তালুকদার,

আপনি মনে বিশ্বাস নিয়ে কোরান পড়ুন, তখন দেখবেন আর কোন অসামঞ্জস্যতা নেই।

এটা যে একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি তা তাদের মাথাতেই আসে না। আমি যদি আগেই বিশ্বাস করে বসে থাকি যে কোরান আল্লাহর কিতাব তাহলে বাকি যুক্তি অর্থহীন। কিন্তু বিষয়টা হবে ভিন্ন। তা হ লো - কোরান বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে তার মধ্যে কোন ভুল নেই, নেই কোন স্ববিরোধীতা বা বৈজ্ঞানিক ভুল ভ্রান্তি তাহলেই একমাত্র বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারন থাকবে তা আল্লাহর কিতাব। অথচ ইসলামি পন্ডিতদের প্রথম কথাই হলো- বিশ্বাস স্থাপন করে কোরান পড়তে হবে। কি অদ্ভুত ও ভিত্তিহীন যুক্তি!

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১১ at ৯:০৬ অপরাহ্ণ
@নাজমুল,

আপনার লেখাটা পড়লাম। বুঝলাম আপনি অনেক জানেন , আবার এও জানলাম আপনি সব জানেন না। আমাদের মদ্ধে বরতমানে যারা কথিত মুসলমান তাদের পুরপুরি ইমান আনার জন্য কেবল আল - কুরান পাঠ করে কিছুই করা সম্ভব নয়। যা আপনি করার চেষ্টা করেছেন , যার ফলাফল আপনার এই লেখা।আপনার উচিত আল-কুরান এবং আল-হাদিস (সহি হাদিস) একসাথে পাঠ করা এবং গভির ভাবে পরজবেক্ষন করা।

হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক। আমরা সবাই সব কিছু জানি না। এজন্যই সক্রেটিস বলেছিলেন , কেউ পরিপুর্ন জ্ঞানী হতে পারে না, সম্ভব বিশেষভাবে জ্ঞানী হওয়া। কিন্তু দেখি, কেউ কেউ দাবী করেন সব জান্তা। এমন কি অতিত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু। নিয়শ্চয়তা দেয়া হয় , এতে কোন ভূল বা সন্দেহ নেই। সমস্যাটা দাঁড়ায় তখন। আপনি এই ব্লগেই দেখবেন অনেকেই আছেন শুধুমাত্র কোরানের উপরই ডিফেন্ড করেন এবং এর বাইরে সবকিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। আবার অনেকই আছেন আপনার মত কোরান এবং হাদিস (সহি ?) এর সমন্বয়ে ইসলামকে অনুভব করেন। আবার অনেকেই আছেন এসব কিছুকে অবশ্যই ডিফেন্ড করতে হবে এরকম মনে করেন না , সঙ্গতিপূর্ণ এবং যুক্তি নির্ভর যে কোন মতবাদকে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত। সুতরাং ব্যক্তির বিভিন্ন মতালম্বি হওয়ার অধিকার আছে। আমি যতই পর্যবেক্ষণ করে লিখিনা কেন, তবুও আপনার মনে হবে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষ ণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। তা না হলে আমি এরকম করে বুঝলাম কেন। আপনি সব চেয়ে খুশি হতেন যদি আমার বিশেণষণ আপনার বিশ্লেষনের সাথে মিলে যেত।

আসা করি প্রবরতিতে ইসলাম সম্পরকে পরিপুরন জ্ঝ্যানারজন না করে আর কন পোস্ট করবেন না।

এরকম আশা করাটা কি যুত্তিুসঙ্গগত? এখানে একটা জিহাদী গন্ধ পাচ্ছি। অবশ্যই এটা আপনি একা করেন না। সুরা তওবা ৫নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে মুশরিকদের হত্যা করতে। আপনার সংযমতাকে ধন্যবাদ আপনি এরকম কিছু বলেননি। যদি আমি আপনার কথা মানি (?) তারপরেও আপনি মনে করবেন আমি ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করতে পারিনি। কারণ , এখনো পর্যন্ত ইসলামের উপর অনেক কিতাব বের হচ্ছে। আপনি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন প্রতিনিয়ত হাদিসের নতুন নতুন ব্যাখ্যা বের হচ্ছে। বের হচ্ছে কোরানের নতুন নতুন অনুবাদ , তাফসির। ইসলামী চিন্তাবিদগণ কেউ কারোরটার সাথে একমত হতে পারছেন না। মাজহাবগুলোর অবস্থা দেখলেই কিছুটা বু ঝতে পারার কথা। আর আপনি এবং আমি। আমরা একমত নাও তো হতে পারি।

মন্তব্য করার জন্য ধন্যবাদ।

পৃথিবী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:০৫ অপরাহ্ণ
@নাজমুল,

আপনার উচিত আল-কুরান **এবং আল-হাদিস (সহি হাদিস)** একসাথে পাঠ করা এবং গভির ভাবে পরজবেক্ষন করা।

আপনি বলছেন এই কথা, অন্যদিকে ফারুক সাহেব মনে করেন কোরান ছাড়া আর কোন বই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না। কোরান-অনলি মতবাদের হার্ডকোর অনুসারীরা তো হাদিস শুনলেই নাক কুচকাবে, http://19.org/ এ গিয়ে এই প্রজাতির মুসলমান দেখতে পাবেন। বুখারী আর মুসলিমকে সবাই সহী হাদিস গ্রন্থ বলে, অথচ সেখান থেকে কয়েকটা চটি মার্কা হাদিস উদ্ধৃত করলেই মুমিনরা লাফিয়ে উঠে বলে(কোন যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই) যে সব হাদিস সহী না।
এক মুসলমানকে হাদিস দেখালে সে বলে হাদিস ভুয়া। আরেক মুসলমানকে কোরান দেখালে সে বলে হাদিস ছাড়া কোরান পড়া যাবে না। এক আল্লাহর এক বই নিয়ে যখন এত মতপার্থক্য, তখন শুধু একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়- বইটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, লেখক মহাশয় নিজেও জানেন না তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। আল্লাহর উচিত হুমায়ুন আহমেদের কাছ থেকে সাহিত্য রচনার শিক্ষা নেওয়া, তাঁর বই এত সহজবোধ্য যে লেখাপড়া জানা যেকোন ব্যক্তি সেটি পড়ে বুঝতে পারবে 🙂

8. 8

নৃপেন্দ্র সরকার
মার্চ ২৩, ২০১১ সময়: ১০:৫৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুহাম্মদ প্রকান্তরে আল্লাহ হয়ত সে কথাটি মাথায় রেখেই কী রকম পুরস্কার দেয়া হবে তা নির্বাচন করেছেন।

নিরপেক্ষভাবে কোরান পড়লে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদই আসলে আল্লাহ ছিলেন। ১) সেই জন্যই কোরানে একজন মানুষের চিন্তা-চেতনা-উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই কোরানে ভুল-ভ্রান্তি-জটিলতা থাকা স্বাভাবিক, ২) আল্লাহ নামে কোন ব্যক্তি কখনই ছিল না।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@নৃপেন্দ্র সরকার,

আল্লাহ নামে কোন ব্যক্তি কখনই ছিল না।

সম্পুর্নরূপে একমত।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ
@নৃপেন্দ্র সরকার,

আল্লাহ নামে কোন ব্যক্তি কখনই ছিল না

উনি আসলে যদি কোনো ব্যাক্তি হতেন তবে তো ভালই হত। জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা যেত।

কোরান একটু মন দিয়ে পড়লে বুঝবেন সব মানবীয় আবেগ , হুমকি-ধামকি ইত্যাদিতে ভরা। একজন আল্লা আবার এত আবেগ প্রবণ হবেন কেন?

আকাশ মালিক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৮:১৯ পূর্বাহ্ণ
@নৃপেন্দ্র সরকার,

আল্লাহ নামে কোন ব্যক্তি কখনই ছিল না।

ঠিক। কোরান এর সর্বশ্রেষ্ট প্রমাণ। মানুষ আল্লাহ বানিয়েছে ঠিক তার মত করে। কোরান সাক্ষী দেয় , আল্লাহর হাত, পা, কান, মুখ, চোখ, দিল-কলিজা, হাসি-খুশি, রাগ-গোস্বা, মান অভিমান, আবেগ-অনুভুতি সবই আছে। মানুষ ষঢ়যন্ত্র করলে আল্লাহও ষঢ়যন্ত্র করেন (মুহাম্মদের মক্কা থেকে মদীনা পালিয়ে যাবার রাত্রে) মানুষ তীর মারলে আল্লাহও তীর মারেন (বদরের যুদ্ধে) মানুষ (মুহাম্মদকে নিয়ে) হাসাহাসি করলে আল্লাহও মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি করেন। কোরান যে ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছে তাতে আমরা আল্লাহকে শুধু মানুষ নয় , এক বেয়াক্কেল বেয়াড়া হিসেবেই পাই।

আল্লাহ জ্বীন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন একথার মা ’নে কী? ওরে নিষ্ঠুর, ওরে বেয়াক্কেল, যাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে তাকে সৃষ্টি করলি কেন ? মানুষ সৃষ্টির আগে দোজখ বানালে কার বুদ্ধিতে ? মানুষের মধ্যে এমন বেয়াক্কেল বাবা কি আছে , সন্তান জন্ম দেয়ার আগে ছুরিতে শান দিয়ে রাখে ছেলেকে জবাই করার জন্যে?

শত শত হাদিস আছে বেহেস্ত ও দোজখের বর্ণনায়, তন্মদ্ধে হজরত আবু হোরায়রা বর্ণীত একটি যেমন- The Messenger of Allah (saw) said, “When Allah (swt) created Paradise and Hell, He sent Jibreel to Paradise, saying “Go and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants”. So he went and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants…. then He sent him to Hellfire saying, “Go and look at it and what I have prepared therein for its inhabitants” So he looked at it and saw that it was in layers, one above the other….”

মুহাম্মদ হাজারবার দাবী করেছেন তিনি সচক্ষে জান্নাত আর জাহান্নাম দেখেছেন - Aishah (ra) said that there was a solar eclipse in the time of the Messenger (saw) and he said, “Whilst I was standing here I saw everything that you have been promised, I even saw myself picking some of the fruits of Paradise, when you saw me stepping forward. And I saw Hellfire, parts of it consuming other parts, when you saw me stepping backward”.

al-Bukhaari and Muslim report from Ibn ‘Abbas the same incident, “I saw Paradise and I tried to take a bunch of its fruit. If I had managed to do so, you would have eaten from it until the end of time. And I saw the Fire of Hell, and I have never seen anything so horrific or terrifying. I saw that the majority of its inhabitants are women.”

কোরানেও আছে সিদরাতুল মুনতাহা নামের সেই বিরাট গাছের কথা যা মুহাম্মদ বেহেস্তের কা ছে দন্ডয়মান দেখেছেন। হায়রে মুহাম্মদী নাটক!

9. 9

স্বপন মাঝি

মার্চ ২৪, ২০১১ সময়: ১২:৪৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আল্লাহ হচ্ছে নিরাকার সত্তা। কোন বস্তু দেখার জন্য অবশ্যই তার অস্তিত্ব থাকতে হবে আকার থাকতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিরাকার সত্তার সাথে সাক্ষাত করার উপায়টা কি? যার কোন আকারই নেই তার সাক্ষাতের ব্যাপারটি কিভাবে সম্ভব?

নবীর সাথে দেখাটা হলো কি করে? আল্লা কি নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নবীর সামনে পুরুষ অথবা নারীর রূপ ধারণ করেছিলেন? আমরা এই নাটকের দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করতে চাই।

আর মুরতাদদের এসব কথাবার্তা শুনে যদি দোজখে যেতে হয় আপত্তি নেই।

প্রথম কারণঃ কিছুটা রুচি আছে বলেই ভাল কোন কাজ করে উপহার হিসাবে "হুরপরী" নে'য়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কারণঃ (এটি শুনেছি পথে-ঘাটে) দোজখে গেল সব শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, নৃত্য-শিল্পী, ও বিজ্ঞানী।

আল্লা একদিন তার ফেরসতাকে বললেন, " চল আজ দোজখ আর বেহেস্তটা ঘুরে আসি। "

ফেরসতা আল্লাকে প্রথম দোজখ দেখাতে নিয়ে গেল। আল্লা দেখল, চারদিকে ফুলের বাগান, সেখানে নাচ-গান চলছে, চারদিকে উৎসব।

আল্লা আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন, " আঃ আমার মুমিন বান্দাদের সুখ দেখে আমি যারপরনাই খুশি।

ফেরেসতা বললো, " প্রভু, ক্ষমা করো, এটা বেহেস্ত নয়, দোজখ।"

আল্লা বললেন, " তা কি করে সম্ভব?"

ফেরেস্তা আমতা আমতা করে বললো, "এখানে আগত বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলীরা মিলে তাপমাত্রার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে অতি উ্তপ্ত আগুন অথবা হিমশীতল বরফ থাকবার কথা, সেখানে দখিনা সমিরণ প্রবাহিত হচ্ছে। আর অনুকূল পরিবেশের কারণে চারদিকে নাচ , গান আর পালার উৎসব চলছে।

আল্লা রাগত স্বরে বললেন, " চল, বেহেস্তে।"

তথাস্তু!

ফেরেস্তা আল্লাকে নিয়ে এলো বেহেস্তের সামনে। আল্লা চারদিক তাকিয়ে দেখলেন, পানের পিচকিরি, নোংরা, মুমিনরা যত্রতত্র হুরপরীদের সাথে ইয়ে করছে।

আল্লা ফেরেস্তার দিকে আর ফেরেস্তা আল্লার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তাই আগেবাগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি, দোজখে যাব।

ধার্মিক ভাইদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের ধর্ম পালন করুন আর আমাদেরকে বিরোধীতা করতে দিন (কেননা এটা আমাদের ধর্ম)। তা না করে আপনারা যেভাবে একহাতে দোররা আর এক হাতে পাথর নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তাতে আমাদের দোজখে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ২:২৫ অপরাহ্ণ

@স্বপন মাঝি,

ভালই বলেছেন। মানুষের কর্মের সাধীনতা সেই পর্যন্ত থাকলে তাই ঘটার কথা। মজা লাগল।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:১৪ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

ধার্মিক ভাইদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের ধর্ম পালন করুন আর আমাদেরকে বিরোধীতা করতে দিন (কেননা এটা আমাদের ধর্ম)।

ঠিক বলেছেন, আমরা দোজখে যেতে চাই, নোংরা বেহেশতে গিয়ে আমাদের কাজ নেই। আল্লাহর দোযখ, বেহেশত পরিদর্শন ব্যাপারটিতে বেশ বিনোদন পাওয়া গেলো।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

তথাস্তু!ফেরেস্তা আল্লাকে নিয়ে এলো বেহেস্তের সামনে। আল্লা চারদিক তাকিয়ে দেখলেন, পানের পিচকিরি, নোংরা, মুমিনরা যত্রতত্র হুরপরীদের সাথে ইয়ে করছে।
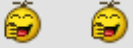
বেহেস্ত পরিদর্শনে গিয়ে আল্লাহ আরো কছু ব্যাপার দেখতে পারেন যেমন বেহেস্তবাসীরা সবাই যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এবং বেহেস্ত জারজ সন্তানে ভরে গিয়েছে শান্তির ধর্ম ইসলামে যাদের কোন স্থান নেই।

ফেরেস্তা আমতা আমতা করে বললো, "এখানে আগত বিজ্ঞানী আর প্রকৌশলীরা মিলে তাপমাত্রার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে অতি উ্তপ্ত আগুন অথবা হিমশীতল বরফ থাকবার কথা, সেখানে দখিনা সমিরণ প্রবাহিত হচ্ছে। আর অনুকূল পরিবেশের কারণে চারদিকে নাচ , গান আর পালার উৎসব চলছে।

দোযখে গিয়ে আল্লাহ আরো কিছু জিনিস দেখতে পারে ন যেমন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখছেন,শেক্সপিয়র নাটক লিখছেন, মাইকেল জ্যাকসন , লতা মঙ্গেশকর প্রমূখ শল্পীরা গান করছেন , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন ইত্যাদি।

স্বপন মাঝি এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:৫৯ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

> জারজ

কেউই জারজ নয়। এটি নারীকে অসম্মান করার জন্য ব্যবহার করা হয় বলে আমার মনে হয়।

ক্যাঙ্ক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৪:৪১ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু, স্কুল প্রতিষ্ঠা সেখানে। হাসালেন।

তুহিন তালুকদার এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৬:৪২ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,
বেহেস্তের হুরেরা গর্ভধারণমুক্ত। এছাড়া তারা পার্থিব নারীদের অনেক জৈব বিষয় থেকেও মুক্ত , যা তাদেরকে অসুস্থ সম্ভোগকামী ঈমানদারদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। বিখ্যাত মুসলমান স্কলার মুহাম্মদ আল-মুনাজিদ এর ব্যাখ্যা পড়ুন। সূত্রঃ ধর্মকারী (www.dhormockery.com)
Muhammad Al-Munajid: Allah said that the black-eyed virgins are beautiful white young women, with black pupils and very white retinas, whose skin is so delicate and bright that it causes confusion. Allah said that they are like hidden pearls. They have wide eyes, and they have not been touched by man or jinn. They are virgins, who yearn for their husbands. They are all the same age, morally and physically beautiful. They are like precious gems and pearls in their splendor, their clarity, their purity, and their whiteness. They are like hidden pearls as pure as a pearl within a shell, untouched by man. Each one of them is so beautiful that you can see the bone-marrow through the delicate flesh on their legs.

Such brilliant beauty does not exist in this world. Where can you find such beauty? Whereas the women of this world may suffer, for days and nights, from menstruation, from blood for 40 days after childbirth, from vaginal bleeding and from diseases the women of Paradise are pure, unblemished, menstruation-free, free of feces, urine, phlegm, children... Moreover, Allah cleaned them of all impure and foul things, both in appearance and character. In character, they are not jealous, hateful, or angry. They are not greedy.

They are restricted to tents, locked up for the husband. There is no such thing as going out. When he comes home they are there. There is no such thing in Paradise as a man coming home and not finding his wife there. Allah described them as women who lower their gaze, and never look at anybody but their husband.

10. 10

শাহীন

মার্চ ২৪, ২০১১ সময়: ৩:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আসলে কোরান পড়লে বুঝা যায় তাতে কত নাটকে ভরা। বাদল ভাই আপনাকে কী দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাব তা বুঝতে পারছি না।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৮:০২ অপরাহ্ণ
@শাহীন,

আলহামদুলিল্লাহ (?)

11. 11

ফরিদ আহমেদ

মার্চ ২৪, ২০১১ সময়: ৫:৪৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অনেকদিন আগে মুক্তমনায় একটা কৌতুক মন্তব্য করেছিলাম। গত কয়েকদিন ধরে এই লেখাসহ অন্য একটা লেখায় কোরান-হাদিস, মোহাম্মদ নিয়ে অন্তহীন তর্ক-বিতর্ক দেখে সেটার কথা মনে পড়ে গেল। তাই, তুলে দিলাম এখানে আবারো পাঠকদের জন্য।

আচ্ছা, কোরান যে পুত-পবিত্র খাঁটি তা কীভাবে জানি আমরা?
মহান আল্লাহ তালা বলেছেন যে।
আল্লাহ বাবাজি যে মিথ্যে বলছেন না সেটা বুঝবো কি করে ?
খুব সহজেই। শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে।

ওই মোহাম্মদ ব্যাটাই যে সত্যি কথা বলছে তারই বা নিশ্চয়তা কী?
ও মা! সেকি কথা? কোরান সাক্ষী দিয়েছে না যে মোহাম্মদ আল-আমিন। সত্য বই মিথ্যা বলেন না তিনি।

বাহ! বাহ! কোরানের সাক্ষ্যকেই বা কেন অন্ধের মত বিশ্বাস করতে হবে? কোরান যে খাঁটি, আল্লাহ-র কাছ থেকে এসেছে, তার গ্যারান্টিই বা কী শুনি?
কেন? জান না বুঝি? আল্লাহইতো বলেছেন যে কোরান সত্যি। তারপরেও এতো ত্যানা প্যাচাও ক্যান শুনি? খোদার উপরে খোদগারি? তোমাগো মতন মুক্তমনাগো নিয়া আর পারি না বাপু।

ফারুক এর জবাব:

মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ

@ফরিদ আহমেদ, apnar

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৭:৩৭ অপরাহ্ণ
@ফরিদ আহমেদ,আপনার এই জোক পড়ে আমার মাথায় জোকের একটি প্লট গজিয়ে উঠল-
আচ্ছা , ধর্ম যে মিথ্যা এবং ক্ষতিকর মেকি একটা জিনিষ তা কীভাবে জানি আমরা?
মহান মুক্তমনা বলেছেন যে।
মুক্তমনা বাবাজি যে মিথ্যে বলছেন না সেটা বুঝবো কি করে ?
খুব সহজেই। শ্রেষ্ঠ নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন যে।
ওই রিচার্ড ডকিন্স ব্যাটাই যে সত্যি কথা বলছে তারই বা নিশ্চয়তা কী?
ও মা! সেকি কথা? মুক্তমনার সকল যুক্তিবাদী সাক্ষী দিয়েছে না যে রি চার্ড ডকিন্স আল-আমিন। সত্য বই মিথ্যা বলেন না তিনি।
বাহ! বাহ! মুক্তমনার সকল যুক্তিবাদীর সাক্ষ্যকেই বা কেন অন্ধের মত বিশ্বাস করতে হবে ? মহান মুক্তমনা দাবী করেছে বলেই ধর্ম মিথ্যা এবং ক্ষতিকর মেকি একটা জিনিষ , তার গ্যারান্টিই বা কী শুনি?
কেন? জান না বুঝি? মহান মুক্তমনাইতো বলেছেন যে ধর্ম মিথ্যা। তারপরেও এতো ত্যানা প্যাচাও ক্যান শুনি? মহান মুক্তমনার উপরে মুক্তমনাগিরি ? **একারনেই তো আমরা মুক্তমনার দাবীকে রিফিউট করতে দেই না।** তোমাগো মতন ধার্মিকদের নিয়া আর পারি না বাপু।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ৯:০৩ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

> মুক্তমনা বাবাজি যে মিথ্যে বলছেন না সেটা বুঝবো কি করে ?
> খুব সহজেই। শ্রেষ্ঠ নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন যে।

রিচার্ড ডকিন্স স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠ নাস্তিক কিন্তু তিনি স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠ নবী নন। তাই তো তিনি আজগুবিতায় বিশ্বাস করার কথা না বলে বিজ্ঞানের কথা বলেন। তিনি স্বপ্নের দোহায় দিয়ে শিশু ধর্ষন করেননা। তিনি নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অস্তিত্বহীন আল্লাহকে সৃষ্টি করে ,তার দোহায় দিয়ে লুটতরাজ (গনীমতের মাল) করে জীবিকা নির্বাহ করেননা। তিনি মানবতার কথা বলেন,জীবন বিরোধী ধ্বংসাত্নক কথা বলেননা। ভালবাসার কথা বলেন ,পরোকালের লোভ দেখিয়ে লাম্পট্যে উৎসাহ দেননা।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৪, ২০১১ at ১১:২১ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

মুক্তমনা আর ধর্ম এক নয়। তপাথ অনেক। এটা যুক্তিবাদিদের যৌথ কণ্ঠস্বর হতে পারে মাত্র। আর ধর্ম একত্ববাদমুখী। আপনার মন্তব্যটি অনুকরণভিত্তিক হও য়ায় সবাই মনে করবেন আপনি যুক্তি এড়িয়ে যাচ্ছেন সস্তামী করে।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:৪১ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

আগে একবার বলেছি, কোনো একটা ধর্ম হয় সত্য না হয় মিথ্যে, মাঝখানে আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। আর ধর্মগুলো মিথ্যে ও আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই না। আল্লা যদি পরম করুণাময় হত তবে মানুষকে দীর্ঘকাল পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিত না বা মানুষের উপাসনার লোভ করত না। আর কোরানে বার বার বলছেন তিনি প্রশংসনীয়, মনে হয় তিনি নিজেই সংশয়ে ছিলেন যে তিনি আদৌ প্রশংসা পাবার যোগ্য কিনা। আবার সে একখান কিতাব নাকি পাঠাইছে যেটা আবার বেশির ভাগ মানুষ নাকি আবার ভুল বুঝে (ইমান বাচাতে গিয়ে অনেকে বলেন)। আল্লার কল্লা যদি থাকত তবে সে বুঝতে পারত মানুষকে কোন ভাষায়, কিভাবে বললে সহজেই বুঝতে পারে। আর আল্লার এত করুণা মানুষের জন্য যে সে মানুষকে সুপথে আনতে কিতাব পাঠাচ্ছে। কিন্তু মানুষ এমনকি তার ঘোষিত পবিত্র তীর্থস্থান কাবায় গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মরলেও খবর নেই।

এখন আপনি যদি কোরানকে আল্লার বাণী বলে দাবি করেন তবে তা কে প্রমাণ করবে? এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব কি আপনার না? আমি একটা বই হাতে নিয়ে বললাম এটা গোল্লা নামক এক সত্তার পাঠানো কিতাব যিনি মহাবিশ্বের পালনকর্তা, তবে সেটা কে প্রমাণ করবে? আমি কি এক্ষেত্রে পারব এটা বলতে যে আপনিই বরং প্রমাণ করেন, এটা গোল্লা আমার কাছে পাঠায় নাই?

ধর্মগুলো যে মিথ্যা, মানবতার সাথে সুদীর্ঘ কাল থেকে চলে আসা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু না তা বুঝতে হলে মহাপ্রতিভাধর হওয়ার দরকার নেই। শুধু কমন সেন্স থাকলেই চলবে।

আপনি কোরান যে আল্লার বাণি তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণই দেন নাই। এবিষয়ে কথা বললে বিশ্বাসের কথা বলেন। আপনি যদি বিশ্বাস করার কথা বলেন, কোনো প্রমাণ না দেন তবে তালগাছের সবগুলো নিজের বগলে রেখে শান্তিতে না ঘুমিয়ে মুক্ত -মনায় এসে উৎপাত করছেন কেন?

যাচাই করার সুযোগ ও পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও ধর্মে যারা বিশ্বাস করে তা প্রচার করতে চায় তাদেরকে বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী বলে আমার সন্দেহ হয়।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ২:৫২ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক,

ফরিদ ভাই এর জোকে তেমন হাসি পায়নি, আপনার জোকে আরো বেশী পেয়েছে। তবে জোকের কারনে নয়, বাংলার ধার্মিক বৃন্দ কি পরিমান মুক্তমনা আতংকে ভোগেন তা আরেকবার মনে করে হাসি পেল।

অনেকের মতে বাংলার যাবতীয় নাস্তিক = মুক্তমনা। আপনিও যে একই দলের সে ব্যাপারে সংশয়মুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। কিছুদিন পরে হয়ত শোনা যাবে যে মুক্তমনা ওয়েব সাইটের আগে মহা বিশ্বেই নাস্তিকতা বলে কিছু ছিল না। ডকিন্সের বই হল নাস্তিকতা র কোরান বাইবেল।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:১৭ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, আমার জোকটাই মাঠে মারা গেল। আপনি কিনা খুজে পেলেন ধার্মিক বৃন্দের মুক্তমনা আতংক।

দুটি জোকের মাঝে কি অপূর্ব যুক্তির মিল , সেটা আপনার চোখে পড়ল না?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৭:৩৯ অপরাহ্ণ

@ফারুক,

মাঠে মারা কেন গেল? আমি তো হেসেছিই।

যুক্তির মিল আসলেই আশ্চর্য। মুক্তমনারা ধর্মের সমালোচনা করে কারন সদালাপ বা সোনার বাংলার রেফারেন্স তুলে কিংবা ফারুক সাহেব , রায়হান সাহেব, জিয়াউদ্দিন সাহেবের মত ধর্মপন্থী লেখকের কথা কোট করে? তারা ধর্মের ষ্ট্যান্ডার্ড হিসেবে জাকির নায়েক কিংবা হারুন ইয়াহিয়াকে ধরে বসে থাকে? ফরিদ ভাই এর লেখায় তো তাইই প্রকাশ পেয়েছে, তাই না?

তেমনি আপনিও নাস্তিক সমালোচনায় এক মুক্তমনা আর ডকিন্স নিয়ে লেগেছেন। আমারই ভুল হয়েছে, দুই পক্ষেরই যুক্তির অদ্ভূত মিল।

আপনার জোকের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করে এখন হাসিটা দিলাম

স্বপন মাঝি এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:৫১ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

> মুক্তমনা বাবাজি যে মিথ্যে বলছেন না সেটা বুঝবো কি করে ?
> খুব সহজেই। শ্রেষ্ঠ নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন যে।

রিচার্ড ডকিন্সকে নাস্তিকদের নবী বানিয়ে দিলেন? নাস্তিকতার পথ চলা বুঝি ডকিন্সের পথ ধরে শুরু হয়েছে? ডকিন্সের আগমনের পূর্বে আগে সবাই বুঝি আপনার মত ধার্মিক ছিল ? জীবন চলার পথে একজন পথ প্রদর্শক লাগবেই, আপনার এরকম মনে হয় কেন?

> মহান মুক্তমনার উপরে মুক্তমনাগিরি ? একারনেই তো আমরা মুক্তমনার দাবীকে রিফিউট করতে দেই না। তোমাগো মতন ধার্মিকদের নিয়া আর পারি না বাপু।

“মুক্তমনার উপর মুক্তমনাগিরি”?
মুক্তমনাগিরি করছে কারা? আপনারা?
যদি এটা বুঝিয়ে থাকেন, তবে তো মনে হয়, আপনি আসলেই বড় মাপের নাস্তিক।

তুহিন তালুকদার এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ৭:১৬ অপরাহ্ণ
@ফারুক,

> মুক্তমনা বাবাজি যে মিথ্যে বলছেন না সেটা বুঝবো কি করে ?
> খুব সহজেই। শ্রেষ্ঠ নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন যে।

রিচার্ড ডকিন্স **শ্রেষ্ঠ নাস্তিক** কিনা এ ব্যাপারে কোন র‍্যাংকিং হয়েছে বলে জানি না। নাস্তিকতা নবীহীন মতবাদ।

> Atheism is a non-prophet organization.
> - George Carlin

রিচার্ড ডকিন্স'এর কথা/মতামতকে যারা গ্রহন করেন তা যুক্তির কারণেই করেন। ডকিন্স বলেছেন তাই সত্যি হতে হবে এমন কোন কট্টর সিদ্ধান্ত কেউ দেয় নি। কোন একজনকে শ্রেষ্ঠ মানব মনে করে তার সবকিছুকে যুক্তির উর্ধ্বে বিবেচনা করা ধর্মের/ধার্মিকের কাজ। আর ধার্মিকেরা সব সময় নাস্তিকতাকে তাদের লেভেলে নিয়ে আসতে চায়। সেজন্য ডকিন্সকে বলে নাস্তিকতার নবী।

প্রাচীন গ্রীসে প্রথমে সংশয়বাদের ধারণা আসে। তার ধারাবাহিকতায় অজ্ঞেয়বাদ, নাস্তিকতা ইত্যাদি আসে। পার্থক্যটা এখানে যে, মধ্যযুগে কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে নির্বিচারে হত্যা করা হত। কিন্তু ডকিন্স কিছুটা আধুনিক যুগের মানুষ বলে এখনও বেঁচে বর্তে আছেন। আর কিছুটা ধর্মীয় কট্টরতার দেশের মানুষ বলে হুমায়ুন আজাদকে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হতে হয়। কিন্তু নাস্তিক/সংশয়বাদী/অজ্ঞেয়বাদী সবসময় ছিল। এমনকি সৌদি আরবেও যুবকদের একটি ক্ষুদ্র নাস্তিক অংশ আছে বলে ইন্টারনেটে জেনেছি। কিন্তু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় বা মুক্তভাবে মতামতের অধিকার না থাকায় তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করতে পারেছেন না।

আল্লাচালাইনা এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:৩৯ অপরাহ্ণ
@ফারুক, ফারুকের ভুতখেদানী জোক যদি শব্দতরঙ্গ রুপে সম্প্রচারিত হতে পারতো কোন মতে, আমি নিশ্চিত সেটা শুনে আশেপাশের জলার কোন কচ্ছপ উলটা গড়ানী দিয়া আত্নহত্যা করতো, হতাশায়! 😄

মুছলমনদের সেন্স অফ হিউমার (যেটির উপস্থিতি কিনা কমনসেন্সের উপস্থিতির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করা হয়) কম থাকে জানতাম কেননা মুছলমনদের অন্যান্য আর ও বহু সেন্সই কম থাকে; কিন্তু এতোটা শোচণীয় শোচণীয় ভাবে যে কম থাকে জানতাম না।

আমার মতে ফারুক তার বোগদাদী দৃষ্টি দিয়ে কোরান পড়লে এইরকম একটি আয়াতের সন্ধান পাবে যে- ‘হে রাসুল আপনি বিশ্ববাসীকে এই শোচণীয় শোচণীয় দুঃসংবাদ পৌছে দিন যে - ভবিষ্যতে একসময় আল্লা যখন কিনা হেজিটেশনে পড়ে যাবেন যে এই মুহুর্তেই কেয়ামত সংগঠিত করবেন নাকি আরও কয়েক মিলিয়ন বছর পরে করবেন, সেই সময় হযরত ফারুক রহমতুল্ললা নামক একটা হ্যাব্বী বুজুর্গ ব্যক্তি মুক্তমনা ওয়েবসাইটে এমন এক জোক মারবে যেই জোক কোন গর্ভবতী মহিলা শুনে থাকলে শোকাঘাতে তার স্পন্টেনিয়াস মিসক্যারেইজ হয়ে যাবে!” গ

12. 12
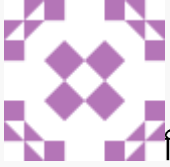
নিদ্রালু

মার্চ ২৪, ২০১১ সময়: ৭:৫৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@মডারেটর,
এই ফারুক নামক উতপাৎটিকে কী ব্যান করা যায়? অসহ্য।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১২:০৩ পূর্বাহ্ণ
@নিদ্রালু, নেন , মন ভাল করুন।
(কপিরাইট গৃহবন্দি)
ব্যান চেয়ো না, ব্যান চেয়ো না, তোমায় আমি মারব না-
সত্যি বলছি কুস্তি ক’রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মন্‌টা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই বিরক্ত হয়েছ কতই না-
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্তে এস, বাস করে যাও চারটি দিন,

আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাক্ বে না?
মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি শুন্ছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুন্ডু চেপে বুঝবে তখন কা ন্ডটা!
আমি আছি গিন্নি আছেন, আছে আমার নয় ছেলে-
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ব্যান চেলে।

হোরাস এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:০৩ পূর্বাহ্ণ
@ফারুক ভাই, ছড়াটা কি আপনি লিখেছেন? ভালো হয়েছে। অন্তত মহাগ্রন্থের যে কোন আয়াতের থেকে ভাল হয়েছে। আই লাইকড ইট।

ফারুক এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১১:৫৯ পূর্বাহ্ণ
@হোরাস,আমার অত গুন থাকলে তো হইছিল!! আমি পারি শুধু কপি পেস্ট করতে ও সামা ন্য পরিবর্তন করতে। কবিতাটি আমার ব্লগের গৃহবন্দির লেখা , আমি সামান্য পরিবর্তন করেছি মাত্র।

13. 13

আকাশ মালিক
মার্চ ২৫, ২০১১ সময়: ৯:০৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@ফারুক

কবিতাটি আমার ব্লগের গৃহবন্দির লেখা

গৃহবন্দির নয়, কবিতাটি সুকুমার রায়ের লেখা-

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না-
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মন্‌টা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না-
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্তে এস, বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?
মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি শুন্‌ছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি গিন্নি আছেন, আছে আমার নয় ছেলে-
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

যে দিন একটি বৃত্তরেখার বা গোলাকার পৃথিবীর শেষ প্রান্ত্ আবিষ্কার করা যাবে সেই দিন ফারুক সাহেবকে কনভিন্স করা যাবে, এর আগে নয়। তার সাথে বিজ্ঞান বা দর্শন বা ধর্ম, সব তর্কই সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

*ফারুক*এর জবাব:
মার্চ ২৫, ২০১১ at ১০:০৭ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,আপনি যে এত করিৎকর্মা জানা ছিল না। যাই হোক ধন্যবাদ।

একটু আগে গৃহবন্দির ব্লগে যেয়ে নিম্নের মন্তব্যটি পড়ে এখানে আসলাম জানাতে -
গৃহবন্দি মার্চ ২৫, ২০১১ @ ৮:২০ অপরাহ্ন
@ফারুক,
ভাই আপনে তো আমারে মাইরা ফালানির ব্যবস্থা করছেন। এইটা আমার আগের জন্মের দোস্ত সুকুমার রায়ের লেখা। ব্লগের আর কেউরে তো ভয় পাই না, মাগার, হে যুদি ঐপার থিকা আইসা এই ছড়াখান আমার সামনে আমারে উদ্দেশ্য কইরা আবৃত্তি করা শুরু করে , আমি গেছি...
ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না-
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মন্‌টা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না-

জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?
এস এস গর্তে এস, বাস করে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাক্‌বে না?
মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি শুন্‌ছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুন্ডু চেপে বুঝবে তখন কান্ডটা!
আমি আছি গিন্নি আছেন, আছে আমার নয় ছেলে-
সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।
নাম উল্লেখ আগে করি নাই কারণ ছড়াখানা এতই প্রচলিত যে পড়ার সাথে সাথে যে-কেউরই মনে পড়ার কথা ছিলো বইলা আমার মনে হইসিলো।

যাউক কী আর করা। আপনে অনুগ্রহ কইরা মুক্তমনাতেও বইলা দিয়েন ...

14. 14
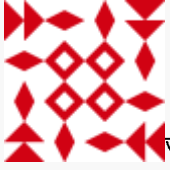
আল্লাচালাইনা

মার্চ ২৫, ২০১১ সময়: ১১:৪৩ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আপনি হয়ত হাসছেন এই ভেবে যে, বিছানা কি ডিমের মত গোল হয়?

:-D। পোস্টে ঝাঝা!!! শুভ অভিষেক, অব্যহত রাখুন তোপ দাগানো।।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৬, ২০১১ at ১২:৫৪ পূর্বাহ্ন

@আল্লাচালাইনা,

:-D। পোস্টে ঝাঝা!!! শুভ অভিষেক, অব্যহত রাখুন তোপ দাগানো।।

এই পোষ্ট দিয়ে আমার অভিষেক না। অতিথি লেখক হিসেবে আমার আরো দুইটি পোষ্ট মুক্তমনায় প্রকাশ হয়েছিল। তবে লেখালেখিতে নতুন বলতে পারেন। আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

15. 15

Russell

মার্চ ২৬, ২০১১ সময়: ১:৪৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাল লাগল পড়ে। লেখার নামটা "অসামঞ্জস্যতা" না দিয়ে বলতে পারতেন "আমার জিজ্ঞাসা" বা "আমার চিন্তা" এই ধরনের কিছু। যাইহোক এইটা তেমন কিছুনা। তবে প্রশ্নগুলো করার স্টাইলটা ভালই লেগেছে। মুক্তমনায় এসে আপনাদের লেখা পড়লে মনে হয় মোল্লাদের 'আল্লাহ' আসলেই বড় শংসয় আছে। তিনি বড্ডয়ই চিন্তা পড়ে গেছে, ভাবছে শালা কি এক বই (কোরান) পাঠাইছি -এই একবিংশে এসে কিসব মানুষ শুরু করল...বিশেষ করে এই মুক্তমনা জাতীয় মানুষগুলো ...উহ...আমার ভাণ্ডা ফাটায় না ছাড়া পর্যন্ত এরা মনে হয় ঘুমাবেনা , খাবেওনা...

তবে আমার জানা মতে কোরানে কোন অসমাঞ্জস্যতা নেই। অনেকবার দেখেছি, কোথাও পাইনি। শুধু বুঝার ভুল, আর তথাকথিত আলেমদের থেকে এর ব্যাখ্যা জানার কারনে। আর আমরা যেই ব্যাখ্যা পড়ি সেই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়ও না, কেননা ঐযে বলেছেনা যে মোত্তাকীদের জন্য- তাই । সাধারন, বিদ্যান, দাড়ি টুপি ওয়ালা এর অর্থ বের করতে অক্ষম। আপনাকে ছোট্ট একটা উদাহরন দেই , নবীর (সাঃ) এর সাহাবা হযরত ওমর (রাঃ), বকর, ওসমান (রাঃ) - এরাও এই কোরানের ব্যাখ্যা পুরোটা জানত না। বুঝত না। অবাক হয়েছেন ? হলে হতে পারেন। আমিও হয়েছি। তবে ইহাই সত্য। একমাত্র আলী ও তার খান্দান ব্যতীত ইহা বুঝবে এমন কোন মাথা আজ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে আসেনি। এরাও খুব কম। এখনও এদের পাওয়া খুব কঠিন। বড়ো কঠিন একটা বই এই কোরান।

আপনাকে কিছু হিন্টস দেই- সমগ্র কোরানে এমন কোন বানী নাই যা মানুষকে ঘিরে বলেনি। মানুষ ব্যতীত কোরানে কিছুই নেই। এমনকি কোরান নিজেই বলছে "মানুষ" হইল আসল কোরান। এই মানুষকে ভজন কর, অনুকরন কর, অনুসরন কর। তাইত দেখেন লালন শাই বলছে - "সহজ মানুষ ভোজে দেখনারে মন দিব্য জ্ঞানে"।

আমি কোন ব্যখ্যা দিব না। তবে বলতে পারি আপনে কাজী নজরুল ইসলাম, লালনের গান, কবিতা পড়েন, ইহা হুবুহু কোরানের ব্যাখ্যা। কোরানের কথাই বাংলায় লেখা হয়েছে। আমিত শিওর ১০০%। এইবার আপনার চিন্তার পালা।

ধন্যবাদ

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মার্চ ২৭, ২০১১ at ৯:৪৫ পূর্বাহ্ণ

@Russell,

ভাল লাগল পড়ে। লেখার নামটা “অসামঞ্জস্যতা” না দিয়ে বলতে পারতেন “আমার জিজ্ঞাসা” বা “আমার চিন্তা” এই ধরনের কিছু। যাইহোক এইটা তেমন কিছুনা। তবে প্রশ্নগুলো করার স্টাইলটা ভালই লেগেছে। মুক্তমনায় এসে আপনাদের লেখা পড়লে মনে হয় মোল্লাদের ‘আল্লাহ’ আসলেই বড় শংসয় আছে। তিনি বড্ডয়ই চিন্তা পড়ে গেছে, ভাবছে শালা কি এক বই (কোরান) পাঠাইছি -এই একবিংশে এসে কিসব মানুষ শুরু করল…বিশেষ করে এই মুক্তমনা জাতীয় মানুষগুলো…উহ…আমার ভাণ্ডা ফাটায় না ছাড়া পর্যন্ত এরা মনে হয় ঘুমাবেনা , খাবেওনা…

একমাত্র আলী ও তার খান্দান ব্যতীত ইহা বুঝবে এমন কোন মাথা আজ পর্যন্ত সৃষ্টি জগতে আসেনি

আমি যে নামটা ব্যবহার করেছি, পুরো লেখাটাই তার ব্যাখ্যা। আমি যেখানে যেখানে অসামঞ্জস্যতা পেয়েছি সেটাই তুলে ধরে অসামঞ্জস্যতার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছি, যদিও আমার চোখে আরো ধরা পড়েছে (আমার আলোচ্য সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার ১ হতে ৪৬ নম্বর আয়াতের মধ্যে)। আপনাদের ভাষ্য থেকে, আমরা ইতিমধ্যে অনেকধরনের আল্লাহ পেয়ে গেছি। যেমন, মোল্লাদের আল্লাহ, সাহাবাদের আল্লাহ, মুহাম্মদের আল্লাহ, মাজহাবী আল্লাহ, সুন্নিদের আল্লাহ, শিয়াদের আল্লাহ ইত্যাদি আরো অনেক। যার প্রয়োজন মত আল্লাহ তৈরী করে নিচ্ছেন। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু এই কারনে , আল্লাহ মানুষেরই সৃষ্টি। কোরানেরও অনেক প্রকারভেদ করার পর যার যার প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করছে। আপনি কখনো মেনে নেবেন না যে, কোরান আমরা বুঝতে সক্ষম। কারণ আমাদের জিজ্ঞাসা আপনার পছন্দ হওয়ার নয়। ব্যাখ্যা নেই, যুক্তি নেই দাবী- কোরান বুঝতে অক্ষম। কেউ শুধু কোরানকে ডিফেন্ড করেন আবার কেউ হাদিসসহ কোরানকে। আবার কেউ কেউ কোরানের অর্থ বোঝার জন্য নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট ধরনা দিতে বলছেন। এই লেখাটা লেখার পরে তিনধরনের আপত্তি পেলাম। (১) শুধু কোরান মতবাদ, (২) হাদিস ছাড়া কোরানকে বুঝতে অক্ষম ও (৩) কোরানের ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট একটি খান্দান

ছাড়া কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। এরা সবাই মুসলমান। আপাতত এই তিন ধরনের মতবাদিদের মন যুগিয়ে লেখা কি সম্ভব? অন্তত সে কাজটা আমাদের না।

আমি কোন ব্যখ্যা দিব না। তবে বলতে পারি আপনে কাজী নজরুল ইসলাম, লালনের গান, কবিতা পড়েন, ইহা হুবুহু কোরানের ব্যাখ্যা। কোরানের কথাই বাংলায় লেখা হয়েছে। আমিত শিওর ১০০%। এইবার আপনার চিন্তার পালা।

আপনি ব্যাখ্যা দিবেন না। আপনার মন্তব্যের প্রতিউত্তরে আমিও আর কি ব্যাখ্যা দেব। তবে আপনার সার্টিফিকেট টি ভাল হয়েছে। আমার চিন্তা ও লেখা অব্যাহত থাকবে।

Russell এর জবাব:
মার্চ ২৭, ২০১১ at ১১:২১ পূর্বাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

আমি আপনার লেখা নিয়ে কোন আপত্তি নেই, আপনে লেখুন, আরও লেখুন, প্রথমেই বলেছি আপনার লেখা ভাল লেগেছে।

আপনাদের ভাষ্য থেকে, আমরা ইতিমধ্যে অনেকধরনের আল্লাহ পেয়ে গেছি। যেমন, মোল্লাদের আল্লাহ, সাহাবাদের আল্লাহ, মুহাম্মদের আল্লাহ, মাজহাবী আল্লাহ, সুন্নিদের আল্লাহ, শিয়াদের আল্লাহ ইত্যাদি আরো অনেক।

কথাটা খারাপ না। "যত মাথা তত আল্লাহ"- এইটা একটা সূত্র। তাহলে বুঝুন আল্লাহ কি ?

কোরানেরও অনেক প্রকারভেদ করার পর যার যার প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করছে।

এইত ধরতে পারছেন। তাহলে কথা হল আপনে কোন ব্যাখ্যা নিবেন? যা আপনার কাছে সত্য মনে হবে, তাইনা? সত্যের মানদন্ড কি? কোনটা? অনেক কিছুই সত্য মনে হয় , আবার যেখানে যত মাথা তত ভগবান যদি হয়ে থাকে তাহলে কোনটা সত্য ধরবেন? শুধু এই কিছু আলেমদের , মোল্লাদের কোরানের ব্যাখ্যা পড়ে সেইটার পিছনে না লেগে থেকে আস সত্য কি সেটা জানতে চাওয়াটাই শ্রেয়। যদিও আপনারা সেইটা করবেন না, কেননা মোল্লারা যেমন জানতে নারাজ, তারা তাদের খুটি যেভাবে গেথে রেখে দাঁড়ায় আছে, আপনারাও তার বিপরীতে খুটি পেতে রেখেছেন। দুই দল দুই দলকে কাদা ছুড়েই যাচ্ছে। এদের ভিতর আপনাদের কথাই বেশি ভাল লাগে , এইটা সত্য।

আপনি কখনো মেনে নেবেন না যে, কোরান আমরা বুঝতে সক্ষম।

একদম সত্য হাসা কথা ভাই। মানতে পারলাম না আসলেই।

কারণ আমাদের জিজ্ঞাসা আপনার পছন্দ হওয়ার নয়।

না ভাই এইডা হাসা কথা না। জিজ্ঞাসা অপছন্দের কিছু নেই। ভাল লেগেছে ইহাত প্রথমেই বলেছি।

আপাতত এই তিন ধরনের মতবাদিদের মন যুগিয়ে লেখা কি সম্ভব ? অন্তত সে কাজটা আমাদের না।

আমিত ভাইজান কোথাও কইনাই এই তিন জনের মন যুগিয়ে কথা বলেন , তাহলে আমি আপনাকে সব থেকে আগে হয়ত ফালতু লিখতাম।

আর হ্যা, আপনার পরবর্তি লেখার আশায় থাকলাম।

ভালথাকবেন,
ধন্যবাদ

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মার্চ ২৭, ২০১১ at ২:৪৩ অপরাহ্ণ

@Russell,

কথাটা খারাপ না। “যত মাথা তত আল্লাহ”- এইটা একটা সূত্র। তাহলে বুঝুন আল্লাহ কি ?

এক আল্লাহর এই অবস্থা।

এইত ধরতে পারছেন। তাহলে কথা হল আপনে কোন ব্যাখ্যা নিবেন? যা আপনার কাছে সত্য মনে হবে, তাইনা? সত্যের মানদন্ড কি? কোনটা? অনেক কিছুই সত্য মনে হয় , আবার যেখানে যত মাথা তত ভগবান যদি হয়ে থাকে তাহলে কোনটা সত্য ধরবেন? শুধু এই কিছু আলেমদের , মোল্লাদের কোরানের ব্যাখ্যা পড়ে সেইটার পিছনে না লেগে থেকে আস সত্য কি সেটা জানতে চাওয়াটাই শ্রেয়। যদিও আপনারা সেইটা করবেন না, কেননা মোল্লারা যেমন জানতে নারাজ, তারা তাদের খুটি যেভাবে গেথে রেখে দাঁড়ায় আছে, আপনারাও তার বিপরীতে খুটি পেতে রেখেছেন।

আপনি ভালই বলেছেন। একটি কোরানের এতগুলো ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটা গ্রহণ করবেন। আবার বিকৃত কোরান তো আছেই। বুঝতে পারছি আপনি ভালই মুশিবতে আছেন। তবে আপনার জন্য ভালই হয়েছে, এত আল্লাহ, এত কোরান, এত ব্যাখ্যা যেখানে আছেই সেখানে যে কোন একটা দিয়ে ধরে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন। আপনি মোল্লাদের ব্যাপারে খুবই নারাজ দেখছি। আমার লেখাটা আপনার নিজস্ব বিশ্বাসের কোরানকে নিশ্চয় আঘাত করেনি তা তো ঠিক। কিন্তু মাথাব্যাথা দেখে আপনাকে মোল্লাদের থেকে আলাদা করতে পারছি না। আর মোল্লাদের দোষ দিয়ে লাভ কি? মোল্লাদের প্রয়োজনে মোল্লারা ব্যাখ্যা করেছে আর আপনার প্রয়োজনে আপনিও একটি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যার তো আর অভাব নেই। সেখানে সত্যের মানদন্ড নিয়ে প্রশ্ন আসবে না। প্রশ্ন আসবে কোরান সত্য বলে দাবী করা নিয়ে?

16. 16
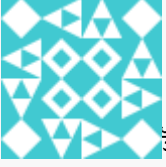
ইললু ঝিললু

মার্চ ২৯, ২০১১ সময়: ১২:৪১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

চালিয়ে যান ভাই চালিয়ে যান।

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=15405

কোরানঃ যেখানে অসামঞ্জস্যতা-২

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪১৭ (এপ্রিল ১, ২০১১)
লিখেছেন: বাদল চৌধুরী

আমরা জানি সহনশীলতা প্রদর্শন একটি মানবিয় গুণ। আল্লাহ কোন মানুষ না হলেও তার কিন্তু সহনশীলতার এই গুণটি আছে। বলেছেন সুরা বাকারার ২৩৫ নম্বর আয়াতের শেষের দিকেঃ

সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা-পরায়ণ, পরম সহনশীল।
আল্লাহর যে সহনশীলতার গুণটি আছে তা তিনি দাবী করলে কি হবে, কার্যক্ষেত্রে মোটেও সহনশীল নন বরং প্রতিশোধ পরায়ণ এবং অধৈর্য। একথাটি বলার কারণ, মূসা নবীর সময় মূসার কথা যারা বিশ্বাস করতে চাইল না তাদের উপর আল্লাহ কঠিন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন দুনিয়াতেই। তাদের অপরাধ তারা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে চাইনি। সেরকম একটি ঘটনা সুরা বাকারার ৫৫ নম্বর আয়াতে আছেঃ

যখন তোমরা বলিয়াছিলে, "হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না', তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।
তারা বলেছিল আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত মূসাকে বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ আর তথাকথিত শেষ বিচারদিন পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরতে পারলেন না। আল্লাহ এমন রাগ করলেন, কোন অপরাধীকে যে বিচারের মূখোমূখি না করে শাস্তি দেয়া যায় না তা তিনি সম্পূর্ণরুপে ভূলে গেলেন। সাথে সাথে তাদেরকে বজ্রাহত করলেন। তখন এই ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহর পরম সহনশীলতা কোথায় গিয়েছিল? তেমনি ভাবে সুরা বাকারার ৫০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ স্বীকার করেছেন যে, তিনি সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফির'আওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলেন। না হয় তারা আল্লাহর কাছে চরম অপরাধী। কিন্তু এভাবে বিচার বহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা কেন ? সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়কে বজ্রাহত করে, সাগরে ডুবিয়ে মেরে ফেলে দ্বীধাহীনভাবে স্বীকার করে বেড়ান এই পরম সহনশীল আল্লাহ । ইহুদী নিদনের জন্য হিটলারকে যদি ইতিহাসের খলনায়ক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় তাহলে, এই পরম সহনশীল আল্লাহকে কোন উপাধি দ্বারা ভূষিত করবেন?

আল্লাহ নিজে এত মানুষ হত্যা করেও আশ মেটেনি আবার যুদ্ধ করার বিধান রেখেছেন। যাতে মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তপাত লেগেই থাকে। যুদ্ধ যে মানুষের কাছে প্রিয় না সেটা আল্লাহও স্বীকার করেছেন।

সুরা বাকারাঃ ২১৬ তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যাহা অপছন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত

তাহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না। শুধু তাই নয় তিনি ১৯১ নম্বর আয়াতে বলেছেন, যেখানে তাহাদেরকে পাইবে হত্যা করিবে–-

ঈমানদার হোক আর বেঈমান হোক এই যুদ্ধের বিধানে যারা হত্যা হবে বা হয়েছে , তারা অবশ্যই কারো না কারো পরম ভরষাময় বাবা, প্রিয়তম স্বামী, কলিজার টুকরো সন্তান। যে সন্তান তার বাবাকে হারাল, যে স্ত্রী তার স্বামীকে হারাল, যে মা তার সন্তানকে হারাল ভেবে দেখুন প্রিয়জন হারানোর নিদারুন যন্ত্রনায় কতটুকু কাতর হয়েছিল তারা। তাদের স্বাবাভিক জীবন যাপনকে কতটুকু ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। স্বয়ং আল্লাহ্র নিকট হতে কোন ধর্মপ্রিয় মুসলমান যদি , "কাফির-মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে " এরকম আদেশ পায় তাহলে শান্তির ধর্ম ইসলাম কি অশান্তির মূল কারণ নয় ? আজকের আর্ন্তজাতিক ইসলামী জঙ্গীবাদ সংঘটনগুলো আল্লাহর নামে যে দেশে দেশে হামলা চালাচ্ছে তা কি ইসলামী মূল্যবোধ থেকে আলাদা করা যাচ্ছে ? বরং মনে হয়, মূল ইসলামকে তারাই সঠিকভাবে অনুসরণ করছে। যারা এই হামলাগুলো চালায় এই আয়াতের স্বপক্ষে তাদের অবস্থানটি পরিস্কার। যে সমস্ত মুসলমান এই আয়াতগুলো অনুসরণ করেন না , তারা কিন্তু নিরব সমর্থকের ভূমিকা পালন করছে। এই দেশের মুসলমানেরা যে ভাল করে কোরানের অর্থ পড়েন না বা পড়লেও মানে না, তার জন্যই বুঝি অমুসলিম সম্প্রদায় এখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

এবার আসি আল্লাহর লিঙ্গবৈশম্য নিয়ে কিছু কথায়। শারীরিক গঠনে নারী এবং পুরুষ ঠিক একই রকম নয়। খাদ্যগ্রহণ, মল-মূত্র ত্যাগ করাসহ কিছু কিছু বাধ্যগত ক্রীয়া নারী -পুরুষ উভয়ই করে থাকে। নারী বলেই তাদের কিছু বাধ্যগত ক্রীয়া পুরুষদের সাথে মেলে না। রজঃস্রাব , সন্তান প্রসব ইত্যাদি। এই বৈশিষ্টগুলোর জন্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। খাদ্যগ্রহণ, মল-মূত্র ত্যাগ, রজঃস্রাব, সন্তান প্রসব ইত্যাদি মানুষের বেচে থাকার স্বাভাবিক প্রক্রীয়াগত কারণ। এগুলোর জন্য আমরা কাউকেই নেতিবাচক বিশেষণে ভূষিত করতে পারি না, আমাদের কমনসেন্স থেকে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রীয়া প্রায় শূন্যের কোটায় হলেও আল্লাহ কিন্তু তার প্রতিক্রীয়াটা ঠিকই জানিয়েছেন সুরা বাকারার ২২২ নম্বর আয়াতেঃ

লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, "উহা অশুচি'। সুতরাং তোমারা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী-সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-সংগম করিবে না। অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরুপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।

স্বয়ং আল্লাহ্ যদি রজঃস্রাবকে অশুচি হিসাবে চিহ্নিত করেন এই নারীরা যাবে কোথায়? আপনি ভাবছেন রজঃস্রাব কালে সংগম না করতে বলে আল্লাহ তো ভাল কথাই বলেছেন। উপরের আয়াতটি একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, রজঃস্রাবকালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিন্তু সংগম নিষিদ্ধ করেননি। আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন রজঃস্রাব হলে নারীদের দেহ অপবিত্র হয়ে যায় বলে। স্ত্রী সুস্থ্য হোক বা না হোক সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে স্ত্রী উত্তমরুপে পরিশুদ্ধ হলো কিনা। তাও আবার আল্লাহর নির্দেশ মত স্ত্রীর বিছানায় যেতে হবে। কতবড় মেহেরবান স্ত্রীর সাথে সংগমের জন্য গমনের নির্দেশটাও আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে গমন করবেন? মালিকানাধীন শস্যক্ষেত্রে যেমন যেভাবে ইচ্ছা গমন করা যায়, ঠিক তেমনি ভাবে।

নারীদের রজঃস্রাবকে আল্লাহর অশুচি ঘোষনাকে তাদের অপমান করা হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছেন তাই না? কিন্তু একজন স্ত্রীকে স্বয়ং আল্লাহ্ যখন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করেন তখন নারীদের মান -মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? দেখুন নীচের ২২৩ নম্বর আয়াত (আংশিক)ঃ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার।

নারীদেরকে আল্লাহ্ সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। একটা শস্যক্ষেত্রের কি আর স্বাদ-আহ্লাদ থাকতে পারে? যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রীক সমাজের বর্বর পুরুষেরা নারীদেরকে শুধুমাত্র ভোগের উপকরণ, আনন্দের উপকরণ, যৌন-ক্ষুদা মেটানোর উপযুক্ত স্থান, সন্তান উৎপাদানের ক্ষেত্র ইত্যাদি হিসাবেই ভেবে আসছে। তুমি সৃষ্টিকর্তা সেই বর্বর প্রহসনটাকে বিধান করে অনুমোদন দিয়ে দিলা? একজন নারী কি কেবলই সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র? কেন শুধু নারীদের উপর একটার পর একটা খড়্গ চাপিয়ে দিচ্ছেন?

তেমন একটা খড়্গের নাম ইদ্দত। পুরুষের ইচ্ছা হলো বিয়ে করল আর ভাল লাগল না ছেড়ে দিল অথবা স্ত্রী মারা গেল আর একটা বিয়ে করে ফেলল, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু স্ত্রীরা? এই সুবিধা কি তাদের কপালে সয় বলুন?

সুরা বাকারা ২৩৪ নম্বর আয়াতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে। যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করিবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

অর্থাৎ স্বামীরা যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে চারমাস দশ দিন ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিধবা স্ত্রীরা অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে না। কোন নারী যদি এর ব্যতিক্রম করেন তাহলে গুনাহগার হবেন। স্ত্রীদেরকে আল্লাহ চারমাস দশদিন প্রতীক্ষায় থাকতে বলেছেন। কিসের জন্য প্রতীক্ষা? হয়ত বা আল্লাহ্ মনে করেছেন যে, আজকে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীরা কালকে বিয়ের পিড়িতে বসে গেলে মৃতের জন্য যথাযথ শোক জানানো হয় না। এতে সাধারণ কান্ডজ্ঞানবোধের প্রশ্ন আসতে পারে। এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত। এই বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ স্ত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ কি আশঙ্খা করেছেন, স্ত্রীরা এইরকম কান্ডজ্ঞানহীন হবেন? কিন্তু পুরুষরা কতদিন ইদ্দতকাল পালন করবেন তা আল্লাহ্ বিধান করে দেবার প্র য়োজন মনে করলেন না কেন? এরকম নারী বিদ্বেষী আয়াত কোরানের আরো অনেক সুরায় আছে যা , ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হবে (আমি মুলতঃ সুরা বাকারার বাইরে যেতে চাচ্ছি না)।

আল্লাহ্ মানুষকে সৎ পথে পরিচালনার জন্য আসমানি কিতাব ও নবী -রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্য মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করা। কিন্তু আল্লাহর এই উদ্দেশ্যকে ব্যাঘাত ঘটায় ইবলীস বা শয়তান। কে এই ইবলীস বা শয়তান? (সুরা বাকারার ৩০ হতে ৩৬ দ্রষ্টব্য) আল্লাহ্ যখন আদমকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছিলেন, তখন ফিরিস্তারা তেমন একটা রাজি ছিলনা। ফিরিস্তাদের এই বিনিত অনুযোগ আল্লাহ্ ভাল চোখে দেখননি। অতপরঃ আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করলেন। ফিরিস্তা এবং আদমের

মধ্যে আল্লাহ্ একটি পরীক্ষা নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পরীক্ষক হয়ে আল্লাহ্ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিলেন আদমের কাছে। ঘটনা যা হবার তাই হল, আদম পরীক্ষায় কৃতকার্য আর ফিরিস্তারা সবাই ডাববা মারলেন। আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজ্দা করার নিয়ম না থাকলেও স্বয়ং আল্লাহ্ই নির্দেশ দিলেন আদমকে সিজ্দা করতে। সব ফিরিস্তারা আদমকে সিজ্দা করল। কিন্তু ইবলীস সিজ্দা করতে অপারগতা প্রকাশ করায় আল্লাহ তাকে কাফিরদের অর্ন্তভূক্ত করে দিলেন। আদম ও তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জান্নাতে। শয়তান আল্লাহর কাজে প্রথম বাঁধা দান করতে সক্ষম হন, আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাত হতে পদস্খলন ঘটিয়ে আল্লাহ্ বাধ্য করালেন আদম-দের বহিস্কারাদেশ কার্যকরী করবার।

আমার মনে হয়, আল্লাহর চেয়ে শয়তানের ক্ষমতা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি। কেন বলছি এই কথা ? আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর কর্তৃক নির্ধারিত পথে পরিচালনা করবার জন্য কত নবী , কত রাসুল আর কত কিতাব পাঠালেন। কিন্তু আল্লাহ ১০০% সফল হতে পারলেন না। সেটা আল্লাহর ইচ্ছায় হোক আর শয়তানের ইচ্ছায় হোক। অথচ শয়তান কোন নবীও পাঠায় না কিতাবও না। শয়তান নবী, কিতাবে বিশ্বাসী না, সে কাজে বিশ্বাসী। সে নিজে কাজ করেই সফল। আর একটা ব্যাপারে শয়তানের প্রসংশা না করে পারছি না। সেটা হচ্ছে তার ধৈর্য্য। তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ এতকিছু বলেন অথচ সে টু -শব্দটি পর্যন্ত করে না। কোন প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ শয়তানের নামে কি বদনামটাই না করলেন ১৬৮ ও ১৬৯ নম্বর আয়াতেঃ

---শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা যাহা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

কেউ কি বলতে পারবেন শয়তান আপনাকে কানে কানে মন্দ ও অশ্লীল কাজের কথা বলেছে? শয়তান কি মানুষকে তার পথ অনুসরণ করবার জন্য কোন হেদায়েত গ্রন্থ বা প্রতিনিধি পাঠিয়েছে ? কিসের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্ শয়তানের নামে এসব প্রপাগান্ডা করেন? হয়ত আপনি সুরা বাকারার ২৮৪ নম্বর আয়াতের রেফারেন্স দিয়ে বলতে পারেন, আল্লাহর এইসব ভিত্তি-টিত্তি লাগে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এই আয়াতেই আল্লাহর স্বৈরতান্ত্রীক মনোভাব প্রকাশ পায়ঃ তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, অতপরঃ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (২ঃ২৮৪)।

রং মেখে ঢং সাজে। রং বিষয়ে পাঠকদের এবার একটি কুইজ জিজ্ঞাসা করছি। কিছু মনে করবেন না। বলুন তো রঙে সবচেয়ে কি সুন্দর ? যদি বলেন রং মেখে ঢং সাজলে সুন্দর লাগে অথবা রং এর তুলিতে আঁকা শিল্পীর ছবি। তাহলে উত্তর হবে সম্পূর্ণ ভূল। কে বলেছে কোরানে সব কিছুর সমাধান নেই ? রং সম্পর্কে এই জঠিল প্রশ্নটির উত্তর নীচে দেখুন সুরা বাকারার ১৩৮ নম্বর আয়াতেঃ

আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহর রং, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? এবং আমরা তাঁহারই "ইবাদতকারী।

অনেকেই বলতে পারেন আল্লাহর সাথে তামাশা? কিন্তু খেয়াল করে দেখুন তামাশাতে আল্লাহও কম যান না। কাফিররা ঠাট্রা-তামাশা করেছিলেন বলে আল্লাহ্ কি ছেড়ে দেবার পাত্র? **দেখুন সূরা বাকারার**

১৫ নম্বর আয়াত আংশিকঃ আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে তামাশা করেন–-
আপনারা দেখে থাকবেন, ছোট ছোট বাচ্চারা একজন আর একজনকে চিমটি বা খোঁচা দিলে যে খোঁচা খেল সে কিন্তু উল্টা খোঁচা না দিতে পারা পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে পারে না। যে কোন উপায়ে দিয়েই ছাড়বে। বলুন, প্রতিশোধ পরায়ণ অবুঝ বাচ্চাদের কাজের সাথে সর্বজ্ঞ , মহাজ্ঞানী আল্লাহর (২ঃ৩২) কাজে কি কোন পার্থক্য দেখতে পেলেন? বিনোদন আর বিনোদন।
আল্লাহ্ কোরানের বিভিন্ন জায়গায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন , সেটা মোটামুটি সবারই জানা। অহংকারী মনোভাব, হুমকি-ধামকি, ভয়-ভিতি, আল্লাহর নিজ গুণের জাহির ইত্যাদি কোরানে বার বার এসেছে। শুধুমাত্র সুরা বাকারার মধ্য থেকেই তেমনি কয়েটি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছিঃ

ক) আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে কমপক্ষে ১২ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৪০, ৪১, ১৫০, ১৯৪, ১৯৭, ২০৩, ২২৩, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৮২)।

খ) নিজেকে সর্বশক্তিমান দাবী করেছেন কমপক্ষে ০৬ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৫৯, ২৮৪)।

গ) শাস্তি/মহাশাস্তি প্রদানের কথা বলেছেন কমপক্ষে ১২ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৭, ৩৯, ৮৬, ৯০, ১০৪, ১১৪, ১২৬, ১৬২, ১৬৫, ১৭৮, ১৯৬, ২১১)।

ঘ) নিজেকে ক্ষমাপরায়ণ/ক্ষমাশীল দাবী করেছেন কমপক্ষে ১০ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৭৩, ১৮২, ১৯৯, ২১৮, ২২৫, ২২৬, ২৩৫)।

ঙ) নিজেকে পরম দয়ালু দাবী করেছেন কমপক্ষে ১২ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৪৩, ১৬০, ১৬৩, ১৭৩, ১৮২, ১৯৯, ২০৭, ২১৮, ২২৬)।

চ) নিজেকে সর্বজ্ঞ বা সবজান্তা দাবী করেছেন কমপক্ষে ১৪ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ২৯, ১১৫, ১২৭, ১৩৭, ১৫৮, ২৮১, ২২৪, ২২৭, ২৩১, ২৪৩, ২৬১, ২৬৮, ২৮২, ২৮৩)।

ছ) নিজেকে প্রজ্ঞাময় বলেছেন কমপক্ষে ০৮ বার (সূরা বাকারাঃ আয়াতঃ ৩২, ১২৯, ২২০, ২২৮, ২৪০, ২৪৭, ২৫৫, ২৬০)।

চলবে-

মন্তব্যসমূহ

1. শেসাদ্রি শেখর বাগচী

এপ্রিল ১, ২০১১ সময়: ১০:৪৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইসলামের একটি জিনিষ আমার পছন্দ এবং সেটি হল পাচবার নামাজ পরা। আমার মনে হয় এটাই একমাত্র আসল ইসলাম। আমার আরও মনে হয় নিয়মটা এমন হলে আরও ভাল হত মিনিমাম পাঁচবার নামাজ পরতে হবে আর যদি কেউ দশবার কিম্বা তার বেশিবার পরে তার আরও মঙ্গল হবে।

একটু অফ টপিক প্রশ্ন, মুক্ত মনা সদস্যদের কাছে আমি এটা জানতে চাই। যখন আপনার সন্তান খুব অল্প বয়সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাবা/মা আমি কোথা থেকে এসেছি? তখন আপনারা কে কি উত্তর দিয়েছিলেন?

সমীর কুমার দাস এর জবাব:
এপ্রিল ৩, ২০১১ at ১:৫০ অপরাহ্ন
@শেসাদ্রি শেখর বাগচী,

ইসলামের একটি জিনিষ আমার পছন্দ এবং সেটি হল পাচবার নামাজ পরা। আমার মনে হয় এটাই একমাত্র আসল ইসলাম।

ইসলাম সম্বন্ধে আপনার জ্ঞ্যান যে সীমিত তা এই হাস্যকর মন্তব্য থেকেই বুঝা যায়। কোনটা আসল ইসলাম আর কোনটা নকল ইসলাম তা আপনি ইচ্ছা করলেই বলে দিতে পারেন না যদি না তা কোরান সমর্থিত না হয়। সুতরাং ইসলাম নিয়ে কিছু বলার আগে ইসলাম সম্পর্কে ভাল করে জানুন।

যখন আপনার সন্তান খুব অল্প বয়সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাবা/মা আমি কোথা থেকে এসেছি? তখন আপনারা কে কি উত্তর দিয়েছিলেন?

আমি উত্তর দিবো ঘোড়ার ডিম থেকে 😬 আমি জানি আপনার উত্তর হচ্ছে স্বর্গ। আমার কাছে স্বর্গ আর ঘোড়ার ডিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই 😄

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
এপ্রিল ৩, ২০১১ at ৩:১৩ অপরাহ্ন
@শেসাদ্রি শেখর বাগচী,

ইসলামের একটি জিনিষ আমার পছন্দ এবং সেটি হল পাচবার নামাজ পরা। আমার মনে হয় এটাই একমাত্র আসল ইসলাম। আমার আরও মনে হয় নিয়মটা এমন হলে আরও ভাল হত মিনিমাম পাঁচবার নামাজ পরতে হবে আর যদি কেউ দশবার কিম্বা তার বেশিবার পরে তার আরও মঙ্গল হবে।

তাহলে তো আর কথাই নেই। শুরু করে না থাকলে, দয়া করে শুরু করে দিন না।

একটু অফ টপিক প্রশ্ন, মুক্ত মনা সদস্যদের কাছে আমি এটা জানতে চাই। যখন আপনার সন্তান খুব অল্প বয়সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাবা/মা আমি কোথা থেকে এসেছি? তখন আপনারা কে কি উত্তর দিয়েছিলেন?

আপনার এই প্রশ্নটির উত্তর মুক্তমনার সদস্যরা নাও দিতে পারে , কারন, তারা বাধ্য নয়। আমি মুক্তমনা সদস্য না হয়েও একটা পরামর্শ দিতে পারি। আমি কোথা থেকে এসেছি এটাকে যদি মানুষ কোথা থেকে এসেছে বুঝিয়ে থাকেন তবে "যে গল্পের শেষ নেই" বইটির উপর ভিত্তি করে উত্তর তৈরী করতে পারেন। সহজ হবে।

2. 2

পদ্মফুল

এপ্রিল ১, ২০১১ সময়: ১১:৪২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আল্লাহ সত্যিই মহান, কারণ তিনি নিজের নামের ঢাক নিজেই বাজাতে পারেন, তুমার যুদ্ধ, রক্তপাত ভালো লাগুক আর না লাগুক তার নির্দেশে করতেই হবে নইলে তুমি কাফির আর কাফিরদের জন্য যে কি সুন্দর সুন্দর পুরষ্কার! আছে তা তো তিনি অনেক বার বলেছেন , এমন ও বলেছেন এদের পেলেই হত্যা কর। আল্লাহ নিজেকে ক্ষমাশীল বলেন অথচ কোথায় ক্ষমা করলেন তা তো দেখিনা, নিজে হত্যা করছেন, নিজ অনুগত বান্দাদের দিয়ে হত্যা করাচ্ছেন মনে হয় আরবী তে ক্ষমা শব্দের বাংলায় অর্থ হচ্ছে হত্যা।
সবচেয়ে অবাক লাগে কেউ কোন কথা বললে কি নিজের নাম এভাবে বলে? যেমন আমার নাম "ক" আমি কি বলব তোমরা আমার জন্য যুদ্ধ কর এটাই তোমাদের জন্য ভালো নিশ্চই "ক" সব জানে? নাকি বলব নিশ্চই আমি সব জানি? আসলে নবীজি একটা প্যাচ দিয়েছেন যে কুরআনে সব আছে এর বাইরে কিছুই নেই, এর বাইরে খুজতে গেলেই মহাজ্ঞানী হয়ে যাবে বান্দারা আর জ্ঞানী হলেই তার কথার মারপ্যাচ ধরতে পারবে এতে কাফির হয়ে যাবে, তাই বুঝ আর না বুঝ বিশ্বাষ কর। কেননা বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর!!!!!!! আমিনস

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

এপ্রিল ৫, ২০১১ at ৭:৩৬ পূর্বাহ্ন

@পদ্মফুল,

আসলে নবীজি একটা প্যাচ দিয়েছেন যে কুরআনে সব আছে এর বাইরে কিছুই নেই , এর বাইরে খুজতে গেলেই মহাজ্ঞানী হয়ে যাবে বান্দারা আর জ্ঞানী হলেই তার কথার মারপ্যাচ ধরতে পারবে এতে কাফির হয়ে যাবে, তাই বুঝ আর না বুঝ বিশ্বাষ কর।

জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, যুক্তিকে সর্বগামী হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য এধরনে প্রেষনায় যথেষ্ট।

ধন্যবাদ

3. 3

আবুল কাশেম

এপ্রিল ২, ২০১১ সময়: ১২:৫৯ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

আমার মনে হয় সুরা এবং আয়াত নম্বর সংখ্যায় দিলে ভাল হয়।

যেমন, এইভাবে লিখুন সুরা বাকারা আয়াত ২১৬ (২:২১৬)। লক্ষ্য করুন ব্রাকেটে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভাবে কোরানের সুত্র দিলে অতি সহজেই কোরানের আয়াতগুলো বার করে নেওয়া যায়।

বেশীরভাগ পাঠকই প্রথম দুই তিনটি সুরার নাম ছাড়া বাকি সুরার নাম জা নেন না। একমাত্র যাঁরা গোটা কোরান মুখস্ত করেছেন তাঁরাই ১১৪টা সুরার নাম গড় গড় করে বলে দিতে পারবেন।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
এপ্রিল ৩, ২০১১ at ৩:২২ অপরাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

পরবর্তিতে আপনার পরামর্শটা অনুসরন করার করব।

4. 4

স্বপন মাঝি
এপ্রিল ৩, ২০১১ সময়: ১২:৫০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

জাগতিক ধ্যান-ধারণা বিকাশে, এ ধরণের লেখা সহায়ক ভূমিকা রাখবে, সন্দেহ নেই।
প্রয়োজন আরো প্রচার, অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছানো।
ধন্যবাদ।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
এপ্রিল ৩, ২০১১ at ৩:২৭ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারনার দাপটের সামনে জাগতিক ধ্যান-ধারণা বিকাশের মাধ্যম খুবই সীমিত। তবুও এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে। আপনাকেও ধন্যবাদ।

5. 5

Russell
এপ্রিল ৪, ২০১১ সময়: ১২:৪২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইহা হইল আস্তিক ও মুসলমানদের আল্লাহ। তাইলে আপনার বর্ননা ঠিকি আছে। যুক্তি ঠিকি আছে আপনার। কিন্তু ঐ বেকুম মুসলিমদের মাথায় এইটা ঢুকবেনা।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

এপ্রিল ৬, ২০১১ at ১২:২৩ অপরাহ্ণ

@Russell,

ইহা হইল আস্তিক ও মুসলমানদের আল্লাহ।

আপনার কথা ঠিক। আল্লাহ তো আস্তিক, মুসলমান ও অন্যান্য ধার্মিকদেরই , নাস্তিকদের তো না।

6. 6
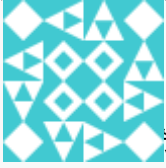
ইললু ঝিললু

এপ্রিল ৫, ২০১১ সময়: ৪:০৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

েকন যে বলে কোরনের মত আরেকটি কিতাব লেখা যাবে না।এর চেয়ে ভাল কিতাব লেখা যাবে।কোরানে যে একই প্যাচাল বারবার পেরেছেন তথাকথিত আল্লাহ তা আমি ও েদেখিছ।আপনি তা তুেল ধরায় ধন্যবাদ।আসেল ইসলাম হল ত্রুটিপূর্ন জীবন ব্যবস্থা।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

এপ্রিল ৬, ২০১১ at ১২:১৭ অপরাহ্ণ

@ইললু ঝিললু,

আপনি তা তুেল ধরায় ধন্যবাদ।আসেল ইসলাম হল ত্রুটিপূর্ন জীবন ব্যবস্থা।

শুধু ত্রুটিপুর্ণ নয় অমানবিকও বটে। ধন্যবাদ।

7. 7

বাসার

মে ২৭, ২০১১ সময়: ১১:০০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ভয়ংকর সমাজ ব্যবস্থা। পৃথিবীতে কোন মানুষ বাস কর তে পারেব না।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=16535

কোরানঃ যেখানে অসামঞ্জস্যতা-৩

তারিখ: ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ (মে ২৬, ২০১১)

লিখেছেন: বাদল চৌধুরী

ধারাবাহিক আলোচনার ৩য় পর্ব। এই ধারাবাহিক আলোচনায় একটি সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া প্রায় সম্ভব হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে একটি বিষয় বার বার এসে যাচ্ছে। কারণ, কোরানে একই বিষয় এক সূরাতে আলোচিত হওয়া সত্তেও আবার ঐ বিষয়টিকে খুব সামান্যই বিকৃত করে আলোচিত হয়েছে অন্য জায়গায়। তারপরও চেষ্টা করেছি, এখানে একই বিষয় বার বার না টানার জন্য ।

ইসলামী সংগঠনের সাথে যারা জড়িত বা যারা তীব্রভাবে ইসলামের অনুসারী বলে পরিচিতি পেয়েছে , তাদের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, তারা রক্ষণশীল বা কট্ররপন্থি বা প্রচন্ড প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে থাকে। তারা কিন্তু, কোরানের কিছু কিছু আয়াতকে সরাসরি অনুসরণ করেই এই রকম অবস্থানে যাচ্ছে। সরাসরি কোরান কাউকে বলেনি যে, তুমি রক্ষণশীল বা কট্ররপন্থি বা প্রতিক্রিয়াশীল হও। অথবা বলেনি যে, সাম্প্রাদায়িক মনোভাব সব সময় পোষন করে রাখো। তারপরও কোরান অনুসারীরা অনিবার্যভাবে সেই অসামাজিক অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। কারণ, নিচের আয়াতে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে একজন মুসলিমকে তা হতে বাধ্য করে , যদি সে এই আয়াতকে অনুসরণ করে।

(৩:২৮) মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

আমি জানি, আল্লাহর এই কথাটি কিছু কিছু মুসলমানদের কাছে পরিত্যক্ত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর এই বাণীকে অনুসরণ করতে পারছে না। কিন্তু , এই আয়াত একজন মানুষকে কি শেখায়? সরাসরি নির্দেশ কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আজকে জ্ঞান -বিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসা থেকে শুরু করে আয়েশ করার উপকরণ এমন কি একজন মুসলমান যে হজ্জ পালন করবে বা নামাজের জন্য পাক হবে বা নিজের সতর ঢাকবে সবই কাফিরদের হাতে। কাফির হত্যা করে শহীদ/গাজী হওয়ার জন্য বা জিহাদ করার জন্য যে অস্ত্রটা ব্যবহার হচ্ছে সেটাও এই কাফিরদের দ্বারা তৈরী। যে কাফির আপনাকে মু ’মিন হতে সাহায্য করছে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা। ধরুন আপনি যেখানে বাস করেন, সেখানে প্রতিবেশি হিসেবে কোন মু ’মিন নেই। সেক্ষেত্রে বিপদ আপদে কাফিরদের দ্বারস্থ হতে বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে আল্লাহর আপত্তি নেই। আল্লাহ্‌ কি এত বোকা যে, তার মু’মিনদের বিপদে রাখবেন? প্রয়োজনে তিনি ভন্ডামীকে জায়েজ করে দিয়ে মু ’মিনদের রক্ষা করছেন। উপরে উপরে বন্ধুত্ব আর অন্তরে শত্রুতার শিক্ষা। নিশ্চয় তিনি ন্যায় পরায়ণ ও পরম দয়ালু।

ন্যায় পরায়ণতা বা ন্যায় বিচার কোরানে বার বার এসেছে। গত পর্বে ন্যায়ের কয়েকটি নমুনা দেখিয়েছি। সেরকম আর একটি বিচার দেখুনঃ

(৪:১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে। যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে , যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

ন্যায় বিচারের জন্য বাদী ও বিবাদীর সমান সুযোগ থাকতে হবে স্বপক্ষে সাক্ষী বা যুক্তি তর্ক উপস্থাপনের জন্য। এই আয়াতে দেখুন ন্যায় বিচারের প্রধান এই সুযোগটি বন্ধ করা হয়েছে। যে চারজন সাক্ষী তলব করতে বলা হয়েছে সে সাক্ষীগুলো বাদী পক্ষের বা পুরুষদের। এক্ষেত্রে দেখা যা চ্ছে, একজন নারীকে ব্যভিচারী বা সমাজে হেয় করার জন্য কোন অভিযোগ আনা হলে, সেই অভিযোগকে ভুল প্রমানিত করার জন্য একজন নারী কোন সাক্ষি গ্রহণ করতে পারছেন না। পুরুষ বা অভিযোগকারী যে সাক্ষি তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে সে সাক্ষিই তাকে মানতে হবে এবং মানতে বাধ্য। স্বাভাবিকভাবে বাদীর সাক্ষির সাক্ষ্য অবশ্যই তার বক্তব্যেরই প্রতিফলন। নিশ্চিতভাবে বিচার নারীর বিপক্ষে ফল দেবে। আর তার শাস্তি কি হবে? আমৃত্যু গৃহ অন্তরীণ। মৃত্যু নিশ্চিত না করে তাকে বদ্ধ ঘর হতে বের হতে দেয়া যাবে না। যে ঘরে তাকে বন্ধী করা হবে সে ঘর হতে সে জীবিত বের হয়ে আসতে পারবে না। বের হবে তার মৃত লাশ। নারী নিধন কি কোন বিচারের নাম ?

ইসলামে স্ত্রী এবং দাসীর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হলে একজন পুরুষ মুসলমানকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে , ঐ নারীকে মাহর বা মোহরানা বা অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এখানে ভালবাসা ও পারস্পরিক বুঝাপড়া নাথাকলেও চলবে। একজন দাসীকে অধিকারভূক্ত করতে হলে পুর্বের মালিককে দাসীর বিনিময়ে অর্থ বা অন্য কিছু বিনময় করতে হবে। অথবা কেউ স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দাস-দাসী উপহার দেয়ার প্রচলনও বিদ্যমান ছিল। তবে ইসলামে স্ত্রী ও দাস-দাসী অধিকারভূক্ত করার জন্য অর্থের বিনিময়টা বেশী লক্ষ্যণীয়। ইসলামে একজন পুরুষের জন্য তার বিবাহিত স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত অন্য সকল নারীদের সাথে যৌনসর্ম্পক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেখুনঃ

(৪:২৪) এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমদের জন্য ইহা আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ (এখানে ২:২৩ এ উল্লিখিত নারীদের কথা বলা হয়েছে) ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। --(আংশিক)

কোরানে নারীর অধিকার। দাস প্রথা বর্তমান বিশ্বে নিষিদ্ধ। এটাকে মানবতা বিরুদ্ধ বলে পরিগনিত করা হয়। একজন দাসীকে যেকাজে ব্যবহার করা যাবে একজন স্ত্রীকেও সেকাজে ব্যবহার করা যাবে। কোরান নারীকে কোন পর্যায়ে নামিয়েছে? দাস প্রথার মত নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত প্রথার পর্যায়ে একজন স্ত্রীকে নামানো হয়নি? মুসলমানদের ঘরে নারী জন্ম একটি অভিশাপ। মুসলিম সমাজের ভারসাম্য যতটুকু টিকে আছে, আজকের মুসলমানেরা কোরান মানে না বলে। উপরের আয়াতটিতে বলা হয়েছে নারীদের মধ্যে অধিকারভূক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা নারী অর্থাৎ যাদের স্বামী জীবিত আছে তাদেরকে পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে সুনির্দি ষ্টভাবে সধবা শব্দটি উল্লেখ করার কারণ

কি? একজন পুরুষ একই সাথে বহু স্ত্রী গ্রহণ করা কোরান সিদ্ধ হলেও এই আয়াতে একজন নারীকে বহু স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পুরুষদেরকেও নিদের্শ দেয়া হয়েছে তারা যেন স্বামী জীবিত আছে এমন নারীকে বিয়ে না করে।

কোরান পুরুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে গিয়ে কখনো নারীকে শষ্যক্ষেত্র বানিয়েছে, কখনো দাস প্রথার মত ঘৃণীত পর্যায়ে নামিয়েছে, কখনো সরাসরি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, পুরুষ যে অধিকার ভোগ করবে নারীরা যেন সমাজে-পরিবারে বা ব্যক্তিগত জীবনে সে ধরনের অধিকার ভোগ করতে না পারে। এইভাবে নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর মনোভাব কোরানে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। এসমস্ত বিষয়ের উপর মুক্তমনাতে পুর্বে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। তারপরও সূরা নিসা এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছি। নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম ? ৪:৩৪ অনুযায়ী তিনি মনে করেন পুরুষ হচ্ছে নারীর কর্তা। নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্। একজনের উপর অন্যজনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কাউকে না কাউকে অবশ্যই অনুগত হতে হবে। কোন মুসলমান স্ত্রী যদি স্বামীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে বা পুরুষের অবাধ্য আচরণ করে তাহলে প্রহার পর্যন্ত করা যাবে। কোরানে আল্লাহ্ স্ত্রীদের প্রহার করার নির্দেশনা দিয়ে হলেও স্বামীদের প্রতি স্ত্রী দের আনুগত্য নিশ্চিত করেছেন আমাদের পুরুষ দরদী আল্লাহ্। দেখুনঃ

(৪:৩৪) পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এই জন্য, পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রী রা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্ যাহা সংরক্ষিত করিয়াছেন, তাহা হিফাযত করে। স্ত্রী দের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদের সদপুদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদেরকে প্রহার কর। যদি তাহাদের তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

স্ত্রীদের প্রহার করার জন্য তাদের অবাধ্যতার প্রমাণ পাওয়া লাগবে না, শুধুমাত্র আশংকা করলেই হবে। কোন মানুষকে প্রহার করাকে সাধারণতঃ আমরা অপমানের চরম পর্যায় বলে মনে করি। স্ত্রী জাতিটাকে আল্লাহ্ কি মনে করেন? এই জাতিটা কি কেবলই অপমানের বস্তু। আর আল্লাহ্ একটি বড় দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন নারীদের প্রতি। সেটা হচ্ছে, স্ত্রীদের গোপন অঙ্গগুলো আল্লাহ্ লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেই সংরক্ষণ করে থাকেন। আর সেটাকে হিফাজত করে সতীত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নারীকেই। সাধ্বী স্ত্রী হতে হলে যৌনাঙ্গকে অক্ষত রাখতে হবে। একগুঁয়ে ও রক্ষণশীল একজন পুরুষ মানুষের দাম্ভিকতার সাথে মহৎ সত্ত্বা আল্লাহর এই বাণীগুলো এত মিলে যায় কি ভাবে ?

মুসলমান পুরুষরা একসাথে বহুস্ত্রী গ্রহণ করলে স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে যে পারা যাবে না সেটা আল্লাহ্ ঘোষনা করে দিয়েছেন নিচের আয়াতেঃ

(৪:১২৯) আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রী দের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে স্বামীর ইচ্ছার কোন মূল্য থাকে না , যেখানে স্বয়ং আল্লাহ্ স্পষ্ট বলে দেন । বহুস্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বলছি, আল্লাহ্ যদি বলত, তোমরা যে সব স্ত্রী গ্রহণ করেছ তাদের সাথে ইচ্ছা করলেও ব্যবহারে তারতম্য করতে পারবে না। তাহলে মু 'মিন স্বামীরা একাধিক স্ত্রীদের প্রতি সমান আচরণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখত। অথচ, আল্লাহ্ নিজেই সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্ এও বলেছেন যে, একজনের প্রতি একটু-আধটু ঝুঁকা যাবে সম্পূর্ণরূপে নয়। নারীদের প্রতি এইটুকু মেহেরবান দেখিয়েই কি আল্লাহ্ আয়াতের শেষে নিজেকে পরম দয়ালু দাবী করে বসলেন ?

এবার নারী প্রসঙ্গ তবে থাক, অন্য আলোচনা হোক।

(৪:৯২, ৯৩) কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয় , তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র এবং কেহ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে । যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় । আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে সংগতিহীন সে একদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে । তওবার জন্য ইহা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন ।

দেখলেন তো, হত্যা সংক্রান্ত আল্লাহর ফয়সলা? ভুলবশতঃ কোন মু'মিনকে বা চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করা হয়, সেক্ষেত্রে হত্যার বিচার হচ্ছে- মু'মিন দাস মুক্ত করা, রক্তপণ অর্পন ইত্যাদি। ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিন হত্যা করলে তার বিচার করবেন স্বয়ং আল্লাহ। পৃথিবীতে তার বিচার হওয়া জরুরী না। আর যদি একজন মুমিন ব্যক্তি , মুমিন নয় এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে একদিক্রমে দুই মাস সিয়াম বা রোজা পালন করলে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। হত্যাকে নিরুৎসাহিত করা তো দূরের কথা, আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, আল্লাহর কাছে নন-মুমিনদের রক্তের দাম কত কম। কি সুন্দর ফয়সলা। ইচ্ছে করল হত্যা করলাম বিনিময়ে দাস মুক্ত করলাম বা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ভরনপোষন দিলাম সালিশে যা র্ধায্য হয় বা দুই মাস রোজা রাখলাম। ক্ষমা পরায়ন আল্লাহ্ বলে কথা।

কোরানে পাক-পবিত্রতার ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে না। নামাজ আদায় করতে হলে শরীর-স্থান-পোষাক ইত্যাদি পাক হতে হয়। সাধারণতঃ নারী সম্ভোগ বা মল-মূত্র-বায়ু ত্যাগ করলে শরীর নাপাক হয় বা অপবিত্র হয়। এসব কর্ম সম্পাদনের জন্য গোসল বা ওযু করতে হয় পাক হওয়ার জন্য। প্রশ্ন হলো মলদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগ করার পর ওযু করলে পবিত্র হওয়া যায় কি করে ? এখানে তো হাত-পা-মুখ এসবের কোন সম্পর্ক নেই ? আর নারী সম্ভোগ বা মল-মূত্র ত্যাগ করার পর যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলেও একজন মুসলমান গোসল বা অযু না করেও পবিত্র হতে পারবে। এই সুযোগটা পাওয়া যায় তায়াম্মুম করে। গোসলের কাজটা সেরে ফেলা যাচ্ছে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম অর্থাৎ হাত ও মুখমন্ডল মাসেহ্ করে। আয়াতটির আংশিক নিচে দেখুনঃ

(৪:৪৩)---- তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং মাসেহ্ করিবে মুখমন্ডল ও হাত , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

মন্তব্যসমূহ

1. আসরাফ

মে ২৬, ২০১১ সময়: ৮:৫৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানঃ যেখানে **অসাঞ্জস্যতা**-৩

হেডলাইনটা ঠিক করে দিলে ভাল হয়।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৬, ২০১১ at ৯:১৮ অপরাহ্ণ

@আসরাফ,

হেডলাইনটা ঠিক করে দিলে ভাল হয়।

ভুল ধরিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।

আকাশ মালিক এর জবাব:

মে ২৭, ২০১১ at ৬:১৩ পূর্বাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,

তথ্যবহুল একটি লেখা, কিন্তু লেখাটায় প্রচুর বানান ভুল আছে। এডিট করে নিলে পাঠকের পড়তে ও বুঝতে সুবিধে হবে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১০:৩১ পূর্বাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

অসতর্কতা বশতঃ বানান ভুলের জন্য দুঃখিত। আপাতত গোচরীভূত ভুলগুলো ঠিক করে দিয়েছি।
ধন্যবাদ আপনাকে।

2. 2

তামান্না ঝুমু
মে ২৬, ২০১১ সময়: ৯:১৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

(৪:১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে। যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে , যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।

যদি চারজন সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে ব্যবিচারী নারীদের কি বিচার হবে? আর যে পুরুষের সাথে ব্যবিচার করা হয়েছে তার কি বিচার হবে?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১০:৪০ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

যদি চারজন সাক্ষী না পাওয়া যায় তাহলে ব্যবিচারী নারীদের কি বিচার হবে?

আল্লাহই জানে। আমি তো ফতোয়া দিতে পারি না। এটা সম্ভবত ফতোয়া আইনে (ইজমা/কিয়াস) বিচার হবে।

আর যে পুরুষের সাথে ব্যবিচার করা হয়েছে তার কি বিচার হবে ?

পুরুষটার বিচার হবে কিনা আমার ব্যক্তিগত আভিমতে দ্বন্ধ আছে।

3. 3

গোলাপ

মে ২৬, ২০১১ সময়: ১১:১৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@বাদল চৌধুরী,

ধারাবাহিক এমন একটি প্রয়োজনীয় সিরিজ লিখার জন্য ধন্যবাদ।
খুব ভাল হয়েছে।

আর যদি একজন মুমিন ব্যক্তি , মুমিন নয় এমন কোন ব্যক্তিকে হ ত্যা করে তবে একদিক্রমে দুই মাস সিয়াম বা রোজা পালন করলে তার প্রায়চিত্ত হয়ে যাবে।

মুহাম্মাদ ও আল্লাহর (ইসলামিক) আইনে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। **মুসলীম এবং অমুসলীম।** মধ্যিখানে কিছু নাই। আইন কানুন -সহ যাবতীয় বিধি ব্যবস্হাই এই দুই গুষ্ঠির জন্য দুই রকমঃ **মুসল্মানের জন্য আইন এবং অমুস্লমানের জন্য আইন।** ইসলামে সামগ্রীকভাবে 'ন্যায় -অন্যায়' জাতীয় কোন Concept নাই। ইসলাম পরিচালিত হয় 'Permissible versus Non-permissible" আইনের ভিত্তিতে। **'মহাম্মাদ এবং কুরান' সমর্থিত কার্যাবলী হলো 'Permissible", এর বাহিরে সব কিছুই "Non-Permisible".**

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৭, ২০১১ at ১১:০৮ পূর্বাহ্ণ

@গোলাপ,

মুহাম্মাদ ও আল্লাহর (ইসলামিক) আইনে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। মুসলীম এবং অমুসলীম। মধ্যিখানে কিছু নাই।

সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তবে, মুসলিমদের মধ্যে মুমিন, মুনাফিক, মুত্তাকি, নাফরমান ইত্যাদি শব্দগুলো পাওয়া যায়। যদিও দলগত বিবেচনায় শব্দগুলোকে মুসলিম বা অমুসলিম থেকে বেশি একটা আলাদা করা যায় না।

ইসলামে সামগ্রীকভাবে 'ন্যায় -অন্যায়' জাতীয় কোন Concept নাই। ইসলাম পরিচালিত হয় 'Permissible versus Non-permissible" আইনের ভিত্তিতে। 'মহাম্মাদ এবং কুরান' সমর্থিত কার্যাবলী হলো 'Permissible", এর বাহিরে সব কিছুই "Non-Permisible".

একমত। ইসলামী ন্যায় -অন্যায়কে সার্বজনীনভাবে বা সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যায় না। তাই একে নৈতিকবিবেচনায় প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ থাকে। ধন্যবাদ আপনার সুচিন্তিত মন্তেব্যের জন্য।

4. 4

রাজেশ তালুকদার

মে ২৬, ২০১১ সময়: ১১:১৪ অপরাহ্ণলিঙ্ক

স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হলে একজন পুরুষ মুসলমানকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে , ঐ নারীকে মাহ্র বা মোহরানা বা অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

তৎকালীন আরবের রুগ্ন অর্থনীতির সাথে মৌখিক তালাকের একটা যুতসই সুবন্দোবস্ত গড়ে তুলতেই মনে হয় স্ত্রী গ্রহনের সাথে অর্থ লেনদেনের আপোষরফার বিশেষ ব্যবস্থা তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হল- ইচ্ছামত তালাক দিতে সমস্যার সমাধান করা গেল আবার অপর দিকে কিছু অর্থ দিয়ে এও বুঝানো গেল নারী জাতির মঙ্গলের কথা ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।

বহু বিবাহে বাধা না থাকলেও অর্থনৈতিক ভিন্নতার কারন ও তালাকের মত সহজে স্ত্রী ত্যাগের কোন অনুমতির বিধান না থাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্ম গুলোতে স্ত্রী গ্রহন কালে অর্থ দেনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১১:২৫ পূর্বাহ্ণ
@রাজেশ তালুকদার,

বহু বিবাহে বাধা না থাকলেও অর্থনৈতিক ভিন্নতার কারন ও তালাকের মত সহজে স্ত্রী ত্যাগের কোন অনুমতির বিধান না থাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্ম গুলোতে স্ত্রী গ্রহন কালে অর্থ দেনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

মন্দের ভাল আরকি। হিন্দুদের কথা বাদে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মগুলো মনে হয় নারীকে কিছুটা সম্মান দেখিয়েছে। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলছি, আপনার লেখা আমার বরাবরই ভাল লাগে, বিশেষ করে শয়তানের "জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাস(১ম পর্ব)" লেখাটি হেভি লেগেছে। ধন্যবাদ আপনাকে।

5. 5

কাজী রহমান
মে ২৭, ২০১১ সময়: ৮:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ছাক্কা রেফারেন্স; যথপোযুক্ত জিজ্ঞাসা আর বিশ্লেষণ। আবার আর একটা সুন্দর লেখা। চালিয়ে যান।
বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১১:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@কাজী রহমান,
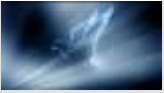
ধন্যবাদ।

আরো অনেক রম্য কবিতা চাই আপনার কাছ থেকে। লিখবেন তো?

কাজী রহমান এর জবাব:

মে ২৭, ২০১১ at ১২:০৩ অপরাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,

আপনারা মজা পেলে অবশ্য অবশ্যই লিখতে থাকব। মনচান্দিতে সাইনবোর্ড লাগান "মোল্লা হইতে সাবধান"। ভালো থাকুন।

6. 6

shahin

মে ২৭, ২০১১ সময়: ৯:০৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

স্ত্রী দের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদের সদপুদেশ দাও , তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদেরকে প্রহার কর।

আপনার লেখাটি আমার ভাল লেগেছে । আমাদের সকলেরই এই আসমানী কিতাবটি ভালভাবে জানা দরকার । কেননা এই কিতাবের নারীকে কতভাবে ভোগ বিলাসিতার বস্তু হিসাবে দেখানো হয়েছে তা হুজুর মহোদয়গনকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো দরকার ।

আমার ভয় হয় যদি এই কথিত ইসলামি চিন্তাবিদ্গন আপনার লেখাটি পড়ে তাহলে সরাসরি আপনার বিরুদ্ধে যিহাদ ঘোষনাসহ সমস্ত আলেম, উলামা ও মাশায়েক সম্প্রদায়কে নিয়ে মস্তক কতল করার উদ্দেশে যাপিয়ে পরবে । আজ ভুলক্রমে যদি কোনভাবে তাদের স্ত্রীগন এই লেখাটি পড়ে তাহলে কত হুজুরের স্ত্রী যে তালাক হবে তার কোন হিসাব পাওয়া যাবে না । লেখাটি আমাদের কত যে দরকার তা এই দুনিয়ার কানার হাট বাজারের মানুষকে বুঝানো যাবে না । বাদল চৌধুরী আপনি লেখাটি Persist করবেন এই আশাই থাকবো । Thanks for you and your striking life.

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৮, ২০১১ at ১০:৫০ পূর্বাহ্ণ

@shahin,

আমার ভয় হয় যদি এই কথিত ইসলামি চিন্তাবিদ্গন আপনার লেখাটি পড়ে তাহলে সরাসরি আপনার বিরুদ্ধে যিহাদ ঘোষনাসহ সমস্ত আলেম, উলামা ও মাশায়েক সম্প্রদায়কে নিয়ে মস্তক কতল করার উদ্দেশে যাপিয়ে পরবে ।

এজন্যেই তো মুক্তমনায়। আলেম , উ

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৮, ২০১১ at ১০:৪৫ অপরাহ্ণ

@shahin,

আমার ভয় হয় যদি এই কথিত ইসলামি চিন্তাবিদ্গন আপনার লেখাটি পড়ে তাহলে সরাসরি আপনার বিরুদ্ধে যিহাদ ঘোষনাসহ সমস্ত আলেম, উলামা ও মাশায়েক সম্প্রদায়কে নিয়ে মস্তক কতল করার উদ্দেশে যাপিয়ে পরবে ।

এজন্যেই তো মুক্তমনায়। আলেম , উলামা ও মাশায়েক সম্প্রদায়ের নাগালের বাইরে।

shahin এর জবাব:

মে ৩০, ২০১১ at ৯:১৫ অপরাহ্ণ

@বাদল চৌধুরী,

আলেম, উলামা ও মাশায়েক সম্প্রদায়ের নাগালের বাইরে।

মোটেও নয় । কারন আলেম, উলামা ও ইসলামি উগ্রপন্থীদের হাত অনেক বড়। তারা একশত দশ তলায়ও বিমান হামলা করতে পারে। আর মুক্তমনাতো ....? তবে নিরাপদ থাকা ভাল।

---

7. 7

স্বপন মাঝি

মে ২৭, ২০১১ সময়: ১০:০৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

প্রধান ধারার তথ্য-মাথ্যমগুলোতে বিজ্ঞান আর নৈতিকতার পোশাক পড়িয়ে ধর্মের যে মিথ্যে জয়জয়কার চলছে, তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকলে, একসময় টুপি-দাড়ি ছাড়া রাস্তায় হাঁটা যাবে না। ভিন্ন ধর্মের হলে হলুদ পোশাক পড়ে রাস্তায় বেরুতে হবে। এদের ভন্ডামি উম্মোচন তাই খুব খুব করেই দরকার। ধর্মীয় সংগঠনগুলো পুষ্টি পাচ্ছে সব দিক থেকে , তাদের বিরুদ্ধে যাবার, বলবার মানুষ দিন দিন কমে আসছে, এমন কি প্রগতিশীলদের কেউ কেউ-ও এ ব্যাপারে মুখে তালা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা খোমেনির কাছ থেকে কোন শিক্ষাই লাভ করেনি।
এ ধারার লেখা অব্যাহত থাকুক। মুক্তমনার সাহসী লেখকদের অভিন্দন।

কাজী রহমান এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১১:১০ পূর্বাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

তারা খোমেনির কাছ থেকে কোন শিক্ষাই লাভ করেনি।

হ্যাঁ বাঙালিরা বসে বসে আঙ্গুল চুষলে বাংলাদেশ খোমেনির দেশে রূপান্তরিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এ যেন ভানুর "দেকি না কি করে" জোক। সময় বহিয়া যায়...।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৭, ২০১১ at ১২:০৫ অপরাহ্ণ
@স্বপন মাঝি,

এমন কি প্রগতিশীলদের কেউ কেউ-ও এ ব্যাপারে মুখে তালা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওদেরকে প্রগতিশীল বলবেন না। প্রগতিশীল শব্দটায় কালি পড়বে। পত্রিকার সম্পাদকরাও মোল্লাদের চাপে টুপি মাথায় তওবা করছে। জাতির বিবেকের অবস্থা দেখুন।

অসংখ্য ধন্যবাদ।

8. 8

হৃদয়াকাশ

মে ২৭, ২০১১ সময়: ১১:০০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানঃ যেখানে অসামঞ্জস্যতা

বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের কোনো মিল নেই। শিরোনাম দেখে আমি ভেবেছিলাম, কোরান যে একমুখে দুই কথা বলে- সেই বিষয়ে আলোচনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হলাম।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৮, ২০১১ at ৯:৩৬ পূর্বাহ্ণ

@হৃদয়াকাশ,

কোরানে অসামঞ্জস্যতা বলতে সঙ্গতিহীন বা অসঙ্গতি বা যুক্তির অভাব ইত্যাদি বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। যা, যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষন করে সঙ্গতিহীন প্রমাণ করা যায়। আসলে আপনাকে হতাশ করার কোন ইচ্ছে আমার ছিলনা। কষ্ট করে পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

9. 9

ফয়সাল মাহমুদ (অভি)

মে ২৭, ২০১১ সময়: ৭:৩২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনার ব্লগার এবং সদস্যদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা অসামঞ্জস্যতা কি শুধু কোরানেই ? অন্যান্য ধর্মের বইতে কি কোন অসামঞ্জস্যতা নাই ? মুক্তমনাতে দেখতেছি শুধু কোরআন শরীফের অসামঞ্জস্যতা তথা ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা গবেষনা করতে।তার মানে আমরা কি ধরে নিব মুক্তমনা মানে শুধু ইসলাম ধর্ম বিরোধীতা ? কিন্তু ধর্মকারীতে দেখেছি ওরা সকল ধর্মের সমালোচনা করতে।তাহলে মুক্তমন ও ধর্মকারী ওয়েবের সমান আদর্শ নীতি থাকলে ,মুক্তমনা কেন একচেটিয়া বিরোধীতা করছে।

সংশয় এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@ফয়সাল মাহমুদ (অভি),
জবাব খুবই সোজা ভাই। এই ব্লগে কোরানের সমালোচনা যারা করছে তাদের বেশির ভাগই মোসলমান পরিবার থেকে উঠে এসেছে।তারা ছোটবেলা থেকেই কোরান পড়ে তা বিশ্বাস করে বড় হয়েছে। মোসলমানের ঘরে জন্ম নেয়া এদের প্রথম প্রশ্নের সম্মুখিন কোরান হবে নাতো কি বাইবেল কিংবা গিতা হবে ? কোরান নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে এর মানে অন্য ধর্মের বইগুলি ভালো বা প্রশ্নাতীত এই ধারনাটা আপনারা মোসলমানরা কোথা থেকে পেলেন?একটু নেট ঘেটে দেখুন অন্য ধর্মের গোমরগুলিও চিচিং ফাঁক হয়ে আছে।এই মুক্তমনায় খুঁজে দেখুন এখানেও অনেক নমুনা পাবেন আপনি।

ফয়সাল মাহমুদ (অভি) এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ৪:১৯ অপরাহ্ণ
@সংশয়, **কোরান নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে এর মানে অন্য ধর্মের বইগুলি ভালো বা প্রশ্নাতীত এই ধারনাটা আপনারা মোসলমানরা কোথা থেকে পেলেন?**
ভাই মুক্তনাতে এক ব্লগার মন্তব্যে বলেছেন,কল্যানের সার্থে নাকি ধর্মগুলি মানুষ তৈরী করেছে।তার প্রতিবাদে আরেক ব্লগার বলেছেন,কল্যানের সার্থে ধর্মে তৈরী হলেও অকল্যান ছাড়া ধর্মগুলি কিছুই দিতে পারেনি।

আমি ব্যাক্তি গত ভাবে সকল মত ও পথ কে সম্মান করি।আমার দৃষ্টিতে যে যেই মতই বিশ্বাস করুক না কেন তার মধ্যে হয়ত ওর যুক্তি আছে।নাস্তিকেরা কোন ধর্ম না মানলে ওদের বিয়ে সাদী ,নাম,এবং আচরন,খাওয়া দাওয়া দাওয়া নিজ নিজ পিতা মাতার ধর্মের অনুসারে করে থাকে।

আজ মুফতিরা বাল্য বিয়ে করার জন্য নারী নীতির বিরোধিত করছে।বিন লাদেন কে শহিদ বলছে।যা শুনলে শয়তানও লজ্জা পায়।আমার মুফতি বিরুধী পোস্ট গুলি দেখার আমন্ত্রন রহিল।যা বেশীর ভাগ লিখা অভিজিৎ দা থেকে আমি চুরি করে লিখি আমার ব্লগ
আজ নাস্তিক ভাইয়েরা দাড়িওয়াদের দাড়ির সমালচনা করছি,কিন্তু নাস্তিক গুরু আরজ আলী মাতুব্বর এবং চালস ডারওইনেরর দাড়ির সমালোচনা করতে দেখি না।

আজ পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের নামে বোমা মারা হচ্ছে ।অমুসলিমদের ধরে তালেবান জঙ্গীরা মুক্তিপনের নামে আল্লাহর নামে মানুষ খুন করছে।আবার নিজেদের কে শহীদ গাজী ফতুয়া (ফতোয়া) দিচ্ছে।নাস্তিকদের হত্যার জন্য দুই টাকা দামের হুজুর যারা ডিলা কুলুপ আর বিবি তালাকের ফতুয়া ছাড়া কোন জ্ঞান রাখেনা ওরা ফতুয়া দেয়।

আবার যখন পৃথীবিতে মুসলিমদের হত্যা শুরু হয় মোল্লারা তখন ফতুয়া দেয় মানব হত্যা জায়েয নয়।তখন আমার খুব হাসি পায়।এমন একটি কার্টুন ধর্মকারীতে দেখেছি।

কিছুদিন আগে এক মুফতি কে বলেছি অমুসলিম, নাস্তিকদের নামে ফতুয়া বন্ধ করে ওদের কে সম্মান করতে শিখেন।মুফতি ব্যাটা আমারে কয় নিজের টাকা দিয়ে কম্পিউটার চালাই।কে বানাল তা আমার দেখার বিষয় না।

আমি বললাম।মুফতি সাব আম্রে মেল মানেন তালগাছ আম্রের ভাগে চান।পরে মুফতি সাবরে তালগাছের ছবি উপহার দেই।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ৩০, ২০১১ at ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@ফয়সাল মাহমুদ (অভি),

আমি ব্যাক্তি গত ভাবে সকল মত ও পথ কে সম্মান করি।আমার দৃষ্টিতে যে যেই মতই বিশ্বাস করুক না কেন তার মধ্যে হয়ত ওর যুক্তি আছে।

মুফতিদের মতকে সম্মান দেখিয়েই কি মুফতিদের বিরুদ্ধে লেখেন ? আপনি যদি তা পেরে থাকেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে যারা ইসলামের সমালোচনা বা অন্য ধর্মের সমালোচনা করে লিখেন তারা যে, অসম্মান করছেন না সেটাও মেনে নেয়া উচিত। বিশ্বাসীরা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান বা এগুলো সব নির্ভুল বলে যুক্তি দেখালে এবং যদি আপনি তা যুক্তিসঙ্গত মনে না করেন তাহলে কেন সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে

পারবেন না? আপনি-আমি কখনোই নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছি না। কেবল ব্যক্তিগত চিন্তাগুলোকে তুলে ধরি বা বিশ্লে ষন করি। প্রতিনিয়ত নিজস্ব চিন্তা-ধারার মধ্যেও পরিবর্তন আসে এবং ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনায় অনেক সমৃদ্ধি ঘটে। ভেবে দেখুন বড় পার্থক্যটা এখানেই।

নাস্তিকেরা কোন ধর্ম না মানলে ওদের বিয়ে সাদী,নাম,এবং আচরন,খাওয়া দাওয়া দাওয়া নিজ নিজ পিতা মাতার ধর্মের অনুসারে করে থাকে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসংগ। জম্মের সময় কেউ নাস্তিক হিসেবে জম্ম নেয় না। প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম এসবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আফ্রিকাবাসীর ইসলাম আর মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী রীতিনীতি ঠিক একরকম নয়। আরো অনেক আঞ্চলিক প্রথা বা সংস্কৃতি আছে যেখানে ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। বিয়ের কথায় আসি, একজন নাস্তিক কখনই সমাজের বাইরে নয়। সে যাকে বিয়ে করবে বা যে সমাজে বিয়ে করবে সেখানে কনে বা বর নাস্তিক নাও হতে পারে। নিজের চেতনার প্রতিফলন না হলেও সেখানে একজন নাস্তিককে অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হয়। নামকরণ সেতো বুঝে উঠার আগেই হয়ে যায়। পরিচিতির জন্য সামাজিক প্রথায় যেকোন নামকরণে কোন নাস্তিকের আপত্তি আছে বলে মনে হয়না । সব ধার্

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ৩০, ২০১১ at ৩:০৮ অপরাহ্ণ
@ফয়সাল মাহমুদ (অভি),

আমি ব্যাক্তি গত ভাবে সকল মত ও পথ কে সম্মান করি।আমার দৃষ্টিতে যে যেই মতই বিশ্বাস করুক না কেন তার মধ্যে হয়ত ওর যুক্তি আছে।

মুফতিদের মতকে সম্মান দেখিয়েই কি মুফতিদের বিরুদ্ধে লেখেন ? আপনি যদি তা পেরে থাকেন, তাহলে সামগ্রিকভাবে যারা ইসলামের সমালোচনা বা অন্য ধর্মের সমালোচনা করে লিখেন তারা যে, অসম্মান করছেন না সেটাও মেনে নেয়া উচিত। বিশ্বাসীরা ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান বা এগুলো সব নির্ভুল বলে যুক্তি দেখালে এবং যদি আপনি তা যুক্তিসঙ্গত মনে না করেন তাহলে কেন সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবেন না? আপনি-আমি কখনোই নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করছি না। কেবল ব্যক্তিগত চিন্তাগুলোকে তুলে ধরি বা বিশ্লেষন করি। প্রতিনিয়ত নিজস্ব চিন্তা -ধারার মধ্যেও পরিবর্তন আসে এবং ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনায় অনেক সমৃদ্ধি ঘটে। ভেবে দেখুন বড় পার্থক্যটা এখানেই।

নাস্তিকেরা কোন ধর্ম না মানলে ওদের বিয়ে সাদী,নাম,এবং আচরন,খাওয়া দাওয়া দাওয়া নিজ নিজ পিতা মাতার ধর্মের অনুসারে করে থাকে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসংগ। জন্মের সময় কেউ নাস্তিক হিসেবে জন্ম নেয় না। প্রথা, সংস্কৃতি, ধর্ম এসবের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। আফ্রিকাবাসীর ইসলাম আর মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী রীতিনীতি ঠিক একরকম নয়। আরো অনেক আঞ্চলিক প্রথা বা সংস্কৃতি আছে যেখানে ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। বিয়ের কথায় আসি, একজন নাস্তিক কখনই সমাজের বাইরে নয়। সে যাকে বিয়ে করবে বা যে সমাজে বিয়ে করবে সেখানে কনে বা বর নাস্তিক নাও হতে পারে। নিজের চেতনার প্রতিফলন না হলেও সেখানে একজন নাস্তিককে অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হয়। নামকরণ সেতো বুঝে উঠার আগেই হয়ে যায়। পরিচিতির জন্য সামাজিক প্রথায় যেকোন নামকরণে কোন নাস্তিকের আপত্তি আছে বলে মনে হয়না । সব ধার্মীকেরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচরণ করে তা নয় বরং ক্ষেত্রে বিশেষ ধর্মের বিরুদ্ধেও যায়। আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবে এটি ঘটতে পারে। তাই বলে তারা ধর্মকে অস্বীকার করছে তা বলা যাবে না। আচ্ছা বাংলাদেশ বা ভারতে আমরা যা খাচ্ছি তার সব কিছু কি কোরান বা বেদের খাদ্য তালিকা অনুযায়ী খাচ্ছি? ধর্মীয় খাদ্য তালিকা এবং বিবর্তনীয় বা অভ্যাসলব্দ খাদ্য তালিকা গুলো দিয়ে আমাকে কি একটু সহযোগিতা করতে পারেন ? ইংগিত নয় সরাসরি তালিকা। তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে আসলে কোন খাদ্যটা কার ধর্মীয় সম্পত্তি। আমি জানি , মুসলমানদের অনেক অনেক আগেই গরুর অস্তিত্ব ছিল।

আজ মুফতিরা বাল্য বিয়ে করার জন্য নারী নীতির বিরোধিত করছে।বিন লাদেন কে শহিদ বলছে।যা শুনলে শয়তানও লজ্জা পায়।আমার মুফতি বিরুধী পোস্ট গুলি দেখার আমন্ত্রন রহিল।যা বেশীর ভাগ লিখা অভিজিৎ দা থেকে আমি চুরি করে লিখি

স্ব-বিরতধীতা।

আজ নাস্তিক ভাইয়েরা দাড়িওয়াদের দাড়ির সমালচনা করছি,কিন্তু নাস্তিক গুরু আরজ আলী মাতুব্বর এবং চালস ডারওইনেরর দাড়ির সমালোচনা করতে দেখি না।

কোথায় কিরকম সমালোচনা দেখেছেন জানি না। হতে পারে এটি ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা। নিজস্ব রুচিবোধকে উপেক্ষা করে দাড়ি বা এসমস্ত লেবাজ যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সত্ত্বার তাবেদারীর বা সন্তোষ্টির জন্য সামাজিকভাবে, পারিবারিকভাবে প্রয়োগের পায়তারা চলে তখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বটে।

কিছুদিন আগে এক মুফতি কে বলেছি অমুসলিম , নাস্তিকদের নামে ফতুয়া বন্ধ করে ওদের কে সম্মান করতে শিখেন।মুফতি ব্যাটা আমারে কয় নিজের টাকা দিয়ে কম্পিউটার চালাই।কে বানাল তা   আমার দেখার বিষয় না।

আমি বললাম।মুফতি সাব আম্রে মেল মানেন তালগাছ আম্রের ভাগে চান।পরে মুফতি সাবরে তালগাছের ছবি উপহার দেই।

একমত।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১:৫২ পূর্বাহ্ণ
@ফয়সাল মাহমুদ (অভি),

আমার ব্যক্তিগত মত হল, মুক্ত-মনার বেশির ভাগ লেখক ইসলাম ধর্মাবলম্বী পরিবার অথবা ইসলামী সমাজ থেকে এসেছেন। তাই তারা ইসলাম নিয়েই বেশি লেখেন। যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী ইহুদি - খ্রিস্টান অত্যন্ত নগন্য তাই এগুলোর সমালোচনা কম হয়। আর মুক্ত-মনায় প্রায় সবাই বাংলাদেশী ব্লগার। তাই হয়ত ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা বেশি হয়। আরেকটি কারণ আছে- 'ইসলামের মত এত অসহনশীল ধর্ম আর হয় না। তাই এর বিরুদ্ধে মুক্ত -মনা ব্লগ ছাড়া আর কোথাও তেমন কিছু বলা যায় না'।

ধর্মকারী আর মুক্ত-মনার উদ্দেশ্য আলাদা। ধর্মকারী মূলত বিনোদন ব্লগ। তাই এর সাথে মুক্ত -মনার এ ধরণের তুলনা অবান্তর।

এক ধর্মের সমালোচনা করলেন আর আরেক ধর্মের করলেন না- এ ধরণের আবদার অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য। মুক্ত-মনায় ব্লগ লেখবেন ব্লগাররা। এখানে মডারেটররা কাউকে কিছু লেখতে বাধ্য করেন না।

এছাড়া শুধু ধর্ম সমালোচনা মুক্ত -মনার উদ্দেশ্য না। ধর্ম নিয়ে লেখা একটু বেশি আলোচিত হয় এই যা। আপনি দেখবেন এখানে বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো লেখাকে সমাদর করা হয়।

আর আপনি খুঁজলে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগুলোর সমালোচনা করে অনেক লেখা মুক্ত -মনায় পাওয়ার কথা। আপনাকে হিন্দু ধর্মের উপর কিছু লেখার সন্ধান দিচ্ছি -

http://www.mukto-mona.com/Articles/ramendra/why_not_hindu.htm
http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/sonatan_dhorme_naree.htm

http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/Geeta_abd.pdf

http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/pouranik_vs_science_1.pdf

http://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/pouranik_vs_science_2.pdf

http://mukto-mona.com/Articles/kasem/women_hinduism.htm

http://www.mukto-mona.com/Articles/akash/Monushonghita.pdf

http://www.mukto-mona.com/Articles/akash/Nari_Shikka.pdf

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৮, ২০১১ at ৯:৪২ পূর্বাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী,

@সংশয়,

ফয়সাল মাহমুদ (অভি) এর মন্তব্যের যথাযথ জবাব দেয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

মে ২৮, ২০১১ at ১০:৪৫ পূর্বাহ্ণ

@ফয়সাল মাহমুদ (অভি),

মুক্তমনা কেন একচেটিয়া বিরোধীতা করছে।

ভুল বললেন। যেহেতু একজন সববিষয়ে লিখতে পারেনা , তাই যার যার মনোনীত সাইড আলাদা, মুক্তমনার হস্তক্ষেপ ছাড়াই। সুতরাং কেউ একজন শুরু করলে হয়। আর মুক্তমনায় যে অন্য ধর্মের সমালোচনা হয়না অবশ্যই তা নয়। ইসলাম নিয়ে সমালোচনা বেশি হওয়ার আর একটি কারন হচ্ছে, এটি প্রতারনার শেষ ভার্সন।

10. 10

আদিল মাহমুদ

মে ২৭, ২০১১ সময়: ৮:৪৮ অপরাহ্ন লিঙ্ক

কোরান হাদীশের এসব কালাকানুন প্রাচীনপন্থী সব মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব নিয়ে আলোচনাও আসলে সময় নষ্ট। এসব দিয়ে সমাজ জীবন চালাবার চিন্তা করা উন্মাদের লক্ষন। মুশকিল হল মুসলমানদের মধ্যে যারা নিজেদের ইসলামী স্কলার দাবী করেন বা ইসলাম ডিফেন্ডার হিসেবে আবির্ভূত হন তারা ইসলাম নিয়ে এতই অবসেশনে ভোগেন যে মুখে এটা কিছুতেই স্বীকার করবেন না। নিজেরা পালন করবে না, মানবে না ঠিকই; কারন ভালই জানে যে এসব আসলে অচল। কিন্তু মুখে স্বীকার করাটাকে মনে করে বড় ধরনের গুনাহ।

এসব কেন এই যুগে পালন করা যায় না , মুসলমানেরাও পালন করে না , উলটো আমিনীরা কোরানের আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সাধারন মুসলমানেরাই বিরোধীতা করে এর কারন জিজ্ঞাসা করলে নানান এড়িয়ে যাওয়া জবাব দেন। একদিকে বলেন যে কোরান আংশিক ভাবেও অস্বীকার করা মানে কোরান পুরোই অস্বীকার করা বা ইসলাম চ্যূত হওয়া আবার অন্যদিকে ফেলো ব্রাদারদের তেমন উদাহরন গন্ডায় গন্ডায় দিলে তখন বড়জোর তারা আসল ইসলাম জানে না বা মেইন স্ট্রীম ইসলামে নেই এসব দায় এড়ানো কথা বলেন। এভাবে যে নিজেদের কতটা হাসির পাত্র মনে হয় তাও বোঝেন না।

কোরান হাদীস অক্ষরে অক্ষরে সব যুগে সবাইকে মেনে চলতে হবে এই দর্শনই আসলে ইসলাম ঘটিত যাবতীয় সমস্যার মূল। না হলে কোন যুগে নবীজি কি করে গেছেন , কোরনের কোন আয়াত কোন পরিস্থিতিতে কিসের জন্য নাজিল হয়েছে তার সাথে বর্তমান যুগের বাস্তবতার কোন মিল না থাকলেও সেসব নিয়ে পড়ে থাকার কোন মানে নেই।

কোরান আবির্ভূত হবার সময় ইসলাম নুতন ধর্ম হিসেবে এসেছে , তখন আরবে পরিষ্কারভাবে মুসলমান বনাম নন মুসলমান ভাগ ছিল , যা নিয়ে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে। সেই হিসেবে হাদীস কোরানে কাফের নাছারা ইহুদী বিষয়ক হেট ভার্স এসেছে। নবীজির যুগে মুসলমান বনাম মুসলমান যুদ্ধ শুরু হয়নি, তাই সে বিষয়ক কোন নির্দেশনাও নেই। কোরান পড়লে মনে হয় যে যুদ্ধ কেবল মুসলমান বনাম অ এসবের সাথে আজকের যুগের সম্পর্ক টানার কোন মানে আছে ? নারী বিষয়ক নির্দেশনাগুলিও তেমনই। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত সেসব মানবিক ছিল , তবে আজকের যুগে সেসব কায়েম করতে কোন সূস্থ মাথার লোকে ভাবতে পারে ? তাও গুনাহর ভয়ে বা সোয়াবের আশায় সেসবকে অন্ধভাবে ডিফেন্ড করে যেতে হবে। মহা পন্ডিত জাকির নায়েক বহু বিবাহ জায়েজ করতে নানান চমকপ্রদ যুক্তি দিয়েছেন। ওনার মতে জগতে পুরুষ কম , মহিলাই বেশী। কাজেই মহিলাদের উচিত এই বায়োলজিল্যাক ফ্যাক্ট মেনে সতীনের ঘর করতে রাজী হয়ে যাওয়া। ওনার নিজের মেয়েকে উনি সতীনের ঘরে পাঠাবেন? শিশু বিবাহেও কেউ সমস্যার কিছু দেখেন না , উলটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হাজির করেন যে ১০ বছরেও মেয়েরা সাবালিকত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিজের শিশু মেয়েকে কোন ৫০

বছরের লোকের সাথে জীবিত থাকতে বিয়ে দেবেন? জিজ্ঞাসা করলে আবার দারুন কথা বলে দেবেন, করতেই হবে এমন ইসলামে বলা হয়নি। কাজেই আমি কেন করব?

দুঃখের ব্যাপার হল যে এসব প্রাচীনপন্থী কালাকানুনের স্বীকার হয় মূলত অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রেনীর লোকেরা। এর জন্য পুরো দায়ী এসব ভন্ড তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেনীর লোকেরা। নিজেদের পরকালের সোয়াবের আশায় এনারা সফলভাবে যুগ যুগ ধরে ধর্মের নামে কুসংস্কার জিইয়ে রাখছেন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১২:৩৮ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

কোরান হাদীশের এসব কালাকানুন প্রাচীনপন্থী সব মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব নিয়ে আলোচনাও আসলে সময় নষ্ট।

সময় নষ্ট নয়। এই যে অনেকের উপলব্ধি হচ্ছে কোরান-হাদিসের আইন দ্বারা বর্তমানে চলা যাবে না তা এই ধরণের আলোচনারই ফসল মূলত। 🙂

আসলে যদি প্রগতিকে, ভিন্নমতকে মেনে নিত তবে ইসলাম হয়ত এত সমস্যা হত না আর মুসলমানরাও বেশ এগিয়ে যেত। কিন্তু এটা ইসলামের শিক্ষার মধ্যে নেই।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ৮:২৫ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

এই যে অনেকের উপলব্ধি হচ্ছে কোরান-হাদিসের আইন দ্বারা বর্তমানে চলা যাবে না তা এই ধরণের আলোচনারই ফসল মূলত।

- আমার তেমন মনে হয় না। হাদীস কোরানের প্রাচীনপন্থী কালাকানুন যে এই যুগে অচল তা বুঝতে কোন তত্ত্বীয় আলাপ আলোচনার দরকার পড়েনি। সুদ নিষিদ্ধ কিনা, চোরের শাস্তি হাত কাটা যায়

কিনা, কাফের নাছারার সাথে বন্ধুত্ব করা যায় কিনা এসব বেশীরভাগ মানুষ নিজের কমন সেন্স থেকেই জানে। এসবের জন্য কোন আন্দোলন করতে হয়নি। আরো যেসব এখনো চলছে সেগুলিও সময়ের সাথে আপনিই উঠে যাবে। সভ্যতার নিয়মই এই, যুক্তিবাদের জয় হবেই। সময়ের সাথে যা টিকবে না তার আপনিই বাতিল হবে।

আলাপ আলোচনা বলতে আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি ঈমান্দারদের গম্ভীর মুখে শরা শরিয়তী বিধান নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। সেদিন আলোচনা দেখলাম "কিতাবে" সব আছে কিনা, এবং সেই কিতাব খানা শুধুই কোরান নাকি অন্য আরো জ্ঞানের বই সেই আলোচনা। যাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে তারা অবশ্য চেষ্টা করেন কোনমতে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দুই কুলই রক্ষা করা যায় এমন সমাধানে আসতে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১০:২৫ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

সুদ নিষিদ্ধ কিনা, চোরের শাস্তি হাত কাটা যায় কিনা, কাফের নাছারার সাথে বন্ধুত্ব করা যায় কিনা এসব বেশীরভাগ মানুষ নিজের কমন সেন্স থেকেই জানে।

এটা আসলে সাধারণ মানুষের কমন সেন্স না , মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের সেন্স হতে পা রে। এসব অসঙ্গতিগুলোকে অনেক বেশি পরিমান মুসলমানই সরাসরি কোরানের বাণী কীনা নিজে কখনো পড়ে দেখেন নি। অথচ কোরানকে মহাগ্রন্থ, মহাবিজ্ঞান, সমস্ত ভুলত্রুটির উর্ধে ভেবে নিচ্ছে। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বা লেখক আছে যারা কোরানকে বিজ্ঞান বা সমস্ত ভুলত্রুটির উর্ধে ইত্যাদি রীতিমত প্রমান করে ছাড়ছে। এই অসঙ্গতিগুলো নিয়ে কোথাও না কোথাও আলোচনা না হলে আমরা যারা এসব ব্যাপার ধীরে হলেও জনসমক্ষে প্রকাশ হোক এরকম চাচ্ছি, তাদের জন্য হতাশাজনক হবে।

এসবের জন্য কোন আন্দোলন করতে হয়নি। আরো যেসব এখনো চলছে সেগুলিও সময়ের সাথে আপনিই উঠে যাবে।

আমি শুধুমাত্র তাই মনে করিনা। উঠে যাবার পেছনে তত্ত্ব/তথ্য , শিক্ষা, প্রেষণা, পরিবেশ ইত্যাদির ব্যাপক ভূমিকা আছে বলে মনে করি। এ উপায়টা যদি ভুলও হয়, তবুও ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও একটি প্রয়াস বলতে পারেন। লাভ না থাকুক ক্ষতি তো নেই।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সুচিন্তিত মতামত ও দিকনির্দের্শেনার জন্য।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১:০০ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

কোরান হাদীস অক্ষরে অক্ষরে সব যুগে সবাইকে মেনে চলতে হবে এই দর্শনই আসলে ইসলাম ঘটিত যাবতীয় সমস্যার মূল।

এতটি ১০০% সত্য কথা

একটি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন :
জাকির নায়েকের ই মেইল ঠিকানাটি কেউ আমাকে জানাতে পারেন। উনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম।

softdoc এর জবাব:
জুন ৩, ২০১১ at ৪:১৪ পূর্বাহ্ণ
@হৃদয়াকাশ, এখানে দেখুন। ধন্যবাদ ।

11. 11

সিদ্ধার্থ
মে ২৮, ২০১১ সময়: ৩:০১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

চমৎকার একটা সিরিজ। চালিয়ে যান।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
মে ২৮, ২০১১ at ১০:২৬ পূর্বাহ্ণ
@সিদ্ধার্থ,

আপনার উৎসাহ সাথে থাকল। ধন্যবাদ।

12. 12
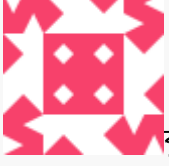
বুনো বিড়াল

মে ২৯, ২০১১ সময়: ১২:১০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

৩:২৮]আমি আমার জীবনে 'কাফিরদেরকেই' ভালো বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।
৪:১৫]শরিয়তি আইন আনুযায়ী একজন ধর্ষিতার মামলায় সাক্ষ্য প্রমানে চারজন পুরুষ প্রয়োজন যারা এর প্রত্যক্ষদর্শী।কথা হল যদি এমন কাউকে পাওয়াও যায়।তবে আদালতে সাক্ষ্য প্রমান সময় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসবে আপনাআ দেখেও কেনো তা প্রতিহত করেননি।আসলে এ এক গোজামিল।মাছ দিয়ে শাক ঢাকা।
৪:৩৪]প্রথমে বাবা এরপর স্বামী সর্বশেষে ছেলে।আসলে ইসল্ম নারীকে স্বংসম্পুর্ন হিসেবে কখনই স্বীকার করে নি।
৪:১২৯]এক সাথে চারটা বিয়ে শুনলেই তো লম্পটগিরি মনে হয়।
৪:৯২, ৯৩]নন-মুসলিমদের রক্ত বহুৎ সস্তায় এখানে বিক্রি হয়।
৪:৪৩]অরথাৎ শৌচস্থান ও নারী একই ভাবাদর্থ!বাহ এ বাহ!
ধন্যবাদ বাদল আলোচনায় আনার জন্য।

13. 13

সাইফুল ইসলাম

জুন ২, ২০১১ সময়: ৩:৩১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমার মনে হয় ইদ্দতকাল মানে আগের স্বামীর ঔরষজাত কোনো সন্তান তার তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা স্ত্রীর গেভর্ আছে কিনা তা পরখ করে নেওয়া।

14. 14

ছদ্মবেশী

জুন ৩, ২০১১ সময়: ৯:৫১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

জব্বর আইছে !!!!
পরবর্তী পর্ব কবে পামু?

15. 15

স্বাধীন

জুন ১০, ২০১১ সময়: ১২:২৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বিভিন্ন গ্রুপে কোরানের অসঙ্গতিগুলো নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে যেটা উপলব্ধি করলাম যে বিবর্তন আর্কাইভের মতো কোরানের অসঙ্গতিগুলোকে নিয়ে একটি আর্কাইভের প্রয়োজন। যারা এই বিষয় নিয়ে লিখেন, যেমন আপনি, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, ভবঘুরে, আপনারা সম্মিলিত ভাবে একটি প্রকল্প হাতে নিন। কিছু মৌলিক প্রশ্ন নির্ধারণ করুন। যেমন কোরানে কোন অসঙ্গতিপূর্ণ বাণী নেই, কিংবা মুহাম্মদের মত নিরক্ষর ব্যক্তি কিভাবে এত বৈজ্ঞানীক তথ্য জানা সম্ভব, কিংবা কোরানের মত আরেকটি গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারবে না, বা কোরান অপরিবর্ত রয়েছে ইত্যাদী। ধার্মিকেরা কি প্রশ্ন করতে পারে সেগুলো আমরা জানি, শুধু দরকার সেগুলোকে খন্ডন করে লিখে রাখা যুক্তি দিয়ে যেন রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগানো যায়। বিবর্তনের আর্কাইভটা দেখুন সেটি কিভাবে বিভিন্ন প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে সেগুলোর জবাব তৈরী করেছেন। এভাবে কোরানের বিষয়টাকেও ট্যাকল করা হলে একটি ভালো রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। এখন যেমন রেফারেন্সগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলোকে একত্র করা কেবল।

আমার পরামর্শ হবে একেকটি আয়াত ধরে বিশ্লেষণ না করে একেকটি বিষয় ভিত্তিক ভাবে আয়াতগুলোকে সংকলন করুন। অনেক ক্ষেত্রে আয়াতগুলো নিজেরাই এমন স্পষ্ট যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শুধু আয়াতগুলো একত্রে থাকলেই হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরুনঃ বিধর্মীকে হত্যা করা নিয়ে যত আয়াত এসেছে কোরানে সেগুলোওকে পর পর রেফারেন্স সহ সাজান, অথবা নারীদেরকে নিয়ে যেসব বিতর্কিত আয়াত আছে সেগুলো একত্রে রাখুন , অথবা বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্য যেসব আয়াত আছে সেগুলোকে একত্রে রাখুন। এভাবে নানান বিষয় অনুসারে আয়াতগুলো একত্র করুন। অনেক আয়াত

হয়তো একাধিক বিষয়ে স্থান পাবে, সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর যতগুলো আয়াত আছে সেগুলো হাতের কাছে থাকলে বিতর্কে রেফারেন্স হিসেবে কাজে আসে। আপনার এই সিরিজটাকেই সেভাবে সাজাতে পারেন। একেক পর্ব একেক বিষয় নিয়ে লিখলেন। কেউ মন্তব্যে নুতন আয়াত দিলে সেটিকে মূল লেখায় যুক্ত করে দিলেন , এভাবেও এগুতে পারেন। তবে আমি অনুরোধ করবো আপাতত শুধু কোরানের আয়াত নিয়েই কথা বলুন। হাদীসকে টেনে আনার দরকার নেই। আসলে ইসলামকে খন্ডন করার জন্যে হাদীস পর্যন্ত যেতে হয় না। এক কোরানকেই খন্ডন করা গেলে হাদীস এমনিতেই বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু হাদীস টেনে আনলে ফারুক সাহেবের মত কিছু মানুষকে অহেতুক সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে অন্যদের মতামত জানার অপেক্ষায় রইলাম।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুন ১১, ২০১১ at ৯:৪১ অপরাহ্ণ
@স্বাধীন,

আপনার পরামর্শটা ধরে এগুতে পারলে অসাধারণ একটা কাজ হত। আমি আগামী পর্ব থেকে শুরু করতে রাজি। তবে, অনেক বিষয় ইতোপূর্বে আলোচিত হয়ে গেছে। যার জন্য সাজানোর কাজটা জটিল হয়ে গেল। দেখি আগামী পর্বে কি করা যায়।

সম্মিলিত উদ্দোগের ব্যাপারে আবুল কাশেম , আকাশ মালিক, ভবঘুরের দৃষ্টি আকর্ষন করার জ ন্য এ্যাডমিনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব , আপনার মন্তব্যটি মুক্তমনা এ্যাডমিনের নজরে ফেলা যায় কি না। কারণ এখানে বিষয় ভাগ করে নেয়া সবচেয়ে জরুরী।

স্বাধীন এর জবাব:
জুন ১১, ২০১১ at ১১:২৫ অপরাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

এই কাজে এডমিনের প্রয়োজন হবে না। আপনি নিজেই ই-বার্তার মাধ্যমে উনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা নিজেরা সমন্বয়ের মাধ্যমে যদি কাজটুকু ক রতে পারেন খুব ভাল হয়। আমি আমার একটি পুরোনো লেখাতেও এই ধরণের একটি আর্কাইভের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে

লিখেছিলাম। সাম্প্রতি কিছু লোকের সাথে বিতর্কে আমার আবার মনে হয়েছে আসলেই প্রয়োজন এটার। আপনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এই সমন্বয়ের কাজটুকু করে ফেলুন না।

16. 16

ধার্মিক

জুলাই ২৭, ২০১১ সময়: ৭:১৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সূরা কাউসারের মত একটি সূরা আরবিতে কেউ বানাতে পারলে পোস্ট করুন।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=17317

কোরানঃ যেখানে অসামঞ্জস্যতা-৪ (প্রসংগঃ ভ্রুণের বিকাশ এবং মানুষ সৃষ্টি)

তারিখ: ১৯ আষাঢ় ১৪১৮ (জুলাই ৩, ২০১১)
লিখেছেন: বাদল চৌধুরী

মুক্তমনাতে ইতোপুর্বে কোরানিক বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক লেখা -লেখি হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে ইসলামী পন্ডিতদের মিথ্যাচার। শুধু কোরান নয় , অন্যান্য ধর্মবাদীরাও এপ্রসংগে কম যান না। কোরান নিয়ে পড়া-শোনা করে এযাবৎ কেউ ডাক্তার, প্রকৌশলী কিংবা বৈজ্ঞানিক হতে পারে নি এবং তা সম্ভবও না। বড়জোর, ফতোয়াবাজ মোল্লা হওয়া যায়। আবার কিছু ডাক্তার , ইঞ্জিনিয়ার কোরান রিসার্চ করে চলছেন কোরানে বিজ্ঞান খুঁজার জন্য। মজার বিষয় হচ্ছে, কোরান পড়ে ডাক্তার হতে না পারলে কি হবে, তারা ঠিকই কোরানে চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি খুঁজে বের করে ফেলছেন। কোরানে যদি এতই বিজ্ঞান পেয়ে থাকেন, তাহলে হাতের কাছে কোরান ফেলে শিক্ষাঙ্গনে বিজ্ঞান শিখতে যাওয়ার অর্থ কি? কোরানবাদীরা কেন সক্ষম হলেন না কোরানের সূত্র ধরে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ? মুক্তমনার লেখকদের বিভিন্ন আলোচনায় এসব প্রশ্নগুলো বার বার উঠে এসেছে। আমার এই প্রয়াশটাও নতুন কিছু না। বলতে পারেন, সংযোজন মাত্র।

বর্তমান ইসলামী দুনিয়ায় একটা নামকে রীতিমত কিম্বদন্তিতে পরিনত করা হচ্ছে। তিনি হচ্ছেন ডঃ জাকির নায়েক। কোন মুমিন বান্দার সাথে যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় প্রায় সময় একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আপনি কি জাকির নায়েকের লেকচার শুনেছেন? বুঝাই যাচ্ছে জাকির নায়েক যেন বতর্মান মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নূহ (আঃ) এর নৌকা। যেন তাদেরকে উদ্ধার করেছেন। অথচ এই ব্লগেই জাকির নায়েক এর বক্তব্যকে খন্ডন করে অনেক লেখা আছে। প্রথমে আসা যাক, মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে কোরানে কি বলা হয়েছে। কোন জায়গায় বলেছেন মানুষকে মৃত্তিকা হ তে সৃষ্টি করেছেন কখনো বা বলেছেন পানি থেকে। নিচের আয়াতগুলো দেখা যাকঃ

(৬:২) তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন (আংশিক)।
(৩৭:১১) উহাদের আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে (আংশিক)।
(৫৫:১৪) মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে ।
(২২:৫) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে (আংশিক)।
(২৩:১২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে (আংশিক)
(৩২:৭) --কর্দম হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।
(৪০:৬৭) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে (আংশিক)

আমরা সবাই খুব ভাল করে জানি যে, মানুষ নামক প্রাণিটি সরাসরি পুর্ণাঙ্গ মানুষের আকারে সৃষ্টি হয়নি। এটি জীব বিবর্তনের ফল। মাটি, পোড়া মাটি, আঠাল মাটি, শুষ্ক মাটি ইত্যাদি দ্বারা মাটির পুতুল

বানানো সম্ভব। তৎকালীন আরবে মুর্তি পূজার প্রচলন ছিল যা , তারা নিজেরাই তৈরী করত। পরে তা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়। মুহাম্মদের ধারনা আল্লাহও হয়ত মাটি দিয়ে আদমের মুর্তি তৈরী করেছেন। সৃষ্টিকর্তার বিশিষ্টতা প্রমানের জন্য বা অন্য কোন কারনে মুহাম্মদ মাটির মুর্তিতে আত্মা ঢুকিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি যুক্ত করেন। এব্যাপারে ৩২:৭-৯ আয়াতে বলা হয়েছে, উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার রূহ হইতে। বুঝাই যাচ্ছে এই আয়াতগুলো এসেছে মুহাম্মদের কমন সেন্স থেকে তিনি যতটুকু ধারনা করতে পেরেছেন তা থেকে। কোন বৈজ্ঞানিক চেতনা বা বিশ্লেষন থেকে নয়।
আবার একই বিষয়ে ভিন্ন জায়গায় আল্লাহ কি বলেছেনঃ

৭৭:২০-২২ আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই? অতঃপর আমি উহা রাখিয়াছি নিরাপদ আধারে, এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।
২৫:৫৪ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে , অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন (আংশিক)।
৫৬:৫৮-৫৯ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
২১:৩০ এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে (আংশিক)।
এব্যাপারে জাকির নায়েকের যুক্তি হচ্ছে , জীব কোষের সাইটোপ্লাজম যাতে শতকরা ৮০ ভাগ পানি থাকে। জীবের গঠনে শতকরা ৫০-৯০ ভাগ পানি এবং প্রত্যেক জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পানি অপরিহার্য। প্রত্যেক প্রাণী যে পানি থেকে সৃষ্টি তা ১৪ শতাব্দি পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে কী অনুমান করা সম্ভবপর ছিল?

একটি জীব কোষের ৮০ ভাগ সাইটোপ্লাজম থাকলেই কি আমরা বলতে পারি সাইটোপ্লাজম বা পানি থেকে জীব সৃষ্টি হয়েছে ? সাইটোপ্লাজম কি কোষ গঠনের মূল উপা দান? পানি থেকে যে জীব সৃষ্টির কথা বলেছেন আর জাকির নায়েকের দাবী ১৪ শতাব্দির পূর্বে কেউ এরকম বলেন নি। কিন্তু আল্লাহ বলার প্রায় বার শত বছর পূর্বে দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক ও আদি জনক আইওনীয় দার্শনিক থেলিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৪-৫৫০ অব্দ) বলেছিলেন, পানিই সৃষ্টির মূল উপাদান, বস্তুর উৎপত্তি, উৎস, দ্রব্যের মূল ও আদি উপাদান। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোরানে আল্লাহ পানি থেকে জীব তথা মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি নতুন বলেননি। যদিও কোরানের পানি তত্ত্বের মত এই তত্বটিরও বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। কারণ , প্রাণ উৎপত্তির জন্য সাইটোপ্লাজমই একমাত্র বা আদি কারণ নয়। পানি বা তুচ্ছ পানি বা তরল পদার্থের নির্যাস বা বীর্য যাই বলেন, মুহাম্মদ মনে করেছিলেন যেহেতু পুরুষের বীর্য যোনি পথ দিয়ে প্রবেশের মধ্যদিয়ে গর্ভধারণ ঘটে (অন্তত তাই দৃশ্যমান) সেহেতু এটিই মানুষ সৃষ্টির মূল কারণ। আর এটুকু বুঝার জন্য কাউকে বৈজ্ঞানিক হওয়া লাগে না। জীবনে বিজ্ঞান না পড়া যে কোন মানুষরাই তাই মনে করে। আর দেখুন এটা বলতে পেরে কিনা মুহাম্মদ বা আল্লাহ রীতিমত বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন। এই পানি প্রসংগে কোরানের ৩২:৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ পানির (তরল পদার্থের) নির্যাস হইতে।
এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি রকম হবে? সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যাখ্যা করলে আয়াতটির অর্থ বের করা সম্ভব। তুচ্ছ পানি বলতে ধরে নিলাম পুরুষের বীর্য যা নির্গত হবার পর দেখা যায় স্ত্রী যোনি থেকে

বেশির ভাগ পরিমানে বেরিয়ে আসে। তারপরও সন্তান ধারণ সম্ভব হয়। তাতে বুঝা যায় সন্তান ধারণে প্রয়োজনীয় অংশটুকু ঠিকই মাতৃগর্ভে থেকে যাচ্ছে। যাকে কিনা কোরানে নির্যাস বলা হয়েছে। তাছাড়া নির্যাস বলে রস বা সার বুঝায়। অর্থাৎ বীর্যের ঐ প্রয়োজনীয় অংশটুকু যা থেকে গর্ভধারণ হয়। এটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের সাধারণ জ্ঞান বা ধারণা। কোরানের এ আয়াতটিতে ঠিক তাই বুঝা যাচ্ছে। এইটুকু বুঝতে বিজ্ঞানের কখনোই প্রয়োজন ছিলনা। বিজ্ঞান প্রয়োজন মিলিয়ন শুক্রানু হতে একটি মাত্র শুক্রানু এবং হাজার হাজার ডিম্বানু থেকে একটি ডিম্বানু নিষিক্ত হবার প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট নীরিক্ষা এবং প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা। বিজ্ঞান তাই করেছে। সাথে সাথে জাকির নায়েকরা কিনা দেখতে পেলেন নির্যাস বলতে এই একটি মাত্র শুক্রানু কিংবা ডিম্বানুকে বুঝাচ্ছেন। এ আয়াতের কোথায় উল্লেখ আছে যে, পুরুষের কয়েক মিলিয়ন শুক্রানু আর নারীর দশ হাজার ডিম্বানুর কথা এবং একটি শুক্রানু ও একটি ডিম্বানু নিষিক্ত হবার ঘটনায় একটি সন্তানের ভ্রুণ জম্মের কথা? বিজ্ঞান কি তরল পদার্থের নির্যাস বলে দায় এড়াতে পেরেছে? কোরান যদি বিজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে কোরান কিভাবে তা পারল? এই আয়াতের জন্য আমার ঐ অবৈজ্ঞানিক সাধারণ ব্যাখ্যাটিই বেশি প্রযোজ্য নয় কি? আজকের এই সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভাষাটি কি সে সময় আল্লাহর জানা ছিল না? শুক্রানু বা ডিম্বানুর সংখ্যা নির্ণয় করতে তিনি অক্ষম বলেই কি নির্যাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন?

যদি প্রশ্ন করা হয় কোথা থেকে মানুষের সৃষ্টি (যদিও সৃষ্টি শব্দটি এখানে যুক্তিযুক্ত নয়) ? কারো পক্ষেই এককথায় এর উত্তর প্রদান করা সম্ভব নয়। এই প্রশ্নে যদি উপাদানকে ইঙ্গিত করা হয় তাহলেও অসম্ভব। কারন একটি মাত্র উপাদান দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত নয়। নির্দিষ্ট একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এটি ঘটে থাকে যা সংক্ষেপে বলতে গেলেও একটি বড়সড় ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মায়ের জরায়ুতে মেসিউর ওভামটি ফার্টিলাইজ্ড হবার পর থেকে তা ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে পরিনত হবার প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র একটি কারণ বা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অন্ততঃ বিজ্ঞান এধরনের দৃষ্টতা দেখায়নি। কেউ যদি বলে মানুষ জমাট রক্ত (বা জোঁক) বা মাটি বা পানি থেকে তৈরী তাহলে কি ভ্রুণতত্ব বা এম্ব্রিউলজীকে সমর্থন করা হয়? ভ্রুণতত্ত্বের কোথাও কি এই শব্দগুলোকে কারণ বা উপাদান হিসাবে দেখানো হয়েছে? না। কোরানে আল্লাহ নিচের আয়াতগুলোতে মানুষকে তিনি জমাট রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন বলে দাবী করেছেন। তাহলে দেখা যাক আয়াতগুলোঃ

(২২:৫) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি -------তাহার পর আলাক হইতে, (আংশিক)।
(২৩:১৪) অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুকে পরিনত করি আলাক-এ, অতঃপর আলাক্কে পরিনত করি পিন্ডে এবং(আংশিক)।
(৪০:৬৭) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে , পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর আলাকা হইতে, তারপর তোমাদেরকে বাহির করেন শিশুরূপে (আংশিক)।
(৯৬:২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত (আলাক) থেকে।
লক্ষ্যণীয় কোরান স্পষ্টভাবে মানুষ সৃষ্টির জন্য মাটি , পানি এবং জমাট রক্তের কথা বলেছে। আল্লাহ এধরনের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? মুহাম্মদের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে এ্যারিস্টটল মানব প্রজনন সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন যে মহিলাদের রজঃস্রাবের রক্তের উপর পুরুষের বীর্যের ক্রিয়ার ফলে মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়। তখন দুনিয়া জুড়ে এ্যারিস্টটলের মতবাদ সাহিত্য , দর্শন ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করত। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় কোরানের জমাট রক্তের উপাখ্যানটি এ্যারিস্টটলের

কাছ থেকে ধার করা, যা পরে ভ্রান্ত ধারনা হিসাবে বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া অনেক সময় গর্ভধারণের কয়েকমাস পরে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হয়ে ভ্রুণ নষ্ট হতে দেখা যায়। তা থেকেও মুহাম্মদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আসলে মাতৃগর্ভে জমাট বেধে থাকা রক্ত থেকে বুঝি মানুষ সৃষ্টি । মাতৃগর্ভে সব যদি রক্তই না হত তাহলে এত রক্ত আসে কোথা থেকে? বাস কোরানে ওহী হিসাবে যুক্ত হয়ে গেল। তর্কের খাতিরেও যদি বলতে হয় তাহলেও, প্রাণ রাসায়নিক ব্যাখ্যায় রক্তের জমাট বাধার যে প্রক্রিয়া বা কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ভ্রুণ বৃদ্ধির কোন পর্যায়ের সাথেই এর মি ল নেই। ভ্রুণ কি? জমাট রক্ত কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় গঠন, প্রক্রিয়া বা উপাদানগত দিক দিয়ে ভ্রুণ কখনোই জমাট রক্ত নয়।

সে জন্যই বোধয় জাকির নায়েক আলাক্ব শব্দের অর্থ করতে গিয়ে জমাট রক্ত দিয়ে বিজ্ঞান প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি। আয়াতের অনুবাদে আলাক্ব শব্দের অর্থ জমাট রক্ত বললেও তিনি কৌশলে আলাক্ব শব্দের অর্থ করেছেন এই ভাবেঃ

আরবী শব্দ আলাক্ব এর অর্থ জমাট রক্ত ছাড়াও আরেকটি অর্থ রয়েছে, তা হল, জোঁকের মত এক প্রকার বস্তু যা দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে।

উনার কথা হচ্ছে, বস্তুটা জোঁক না কিন্তু জোঁকের মত। যা আল্লাহও নাম জানেন না হয়ত। আলাক্ব শব্দের অর্থ কখনোই সরাসরি ভ্রুণ করা যাচ্ছে না বলেই এত অপকৌশলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রায় সব কোরানের বাংলা অনুবাদেই আলাক্ব শব্দটিকে আলাক্ব বা জমাট রক্তই লেখা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে অভিধানগুলোতে আলাক্ব শব্দের অর্থ পেয়েছি জমাট রক্ত এবং জোঁক। সুতরাং আল্লাহর এই আয়াতটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কারন, জোঁক বা জমাট রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তা নিতান্তই হাস্যকর। অথচ জাকির নায়েকরা বিজ্ঞান প্রমানের জন্য কোরানের অর্থ পরিবর্তন করতে সক্ষম হচ্ছেন। জোঁককে বানিয়েছেন জোঁকের মত বস্তু। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান তো আর পরিবর্তন করা যায় না। তাছাড়া কেবলমাত্র জোঁকের মত বা আটকে থাকলেই ভ্রুণ হয় না। ভ্রুণে সুনির্দিষ্ট গঠন , বৈশিষ্ট, উপাদান ইত্যাদি রয়েছে। রয়েছে এর বিকাশজনিত প্রক্রিয়া এবং স্তর। ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন খড় - খুঠো ধরে বাচতে চাই, সে রকমই ইসলামী চিন্তাবিধরা কোরানের বাণীকে টিকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন অসহায় ভাবে। জোঁক বা আটকে থাকার মাঝে বিজ্ঞান খুঁজার ব্যপারটি আল্লাহর বাণীকে (!) আরো সস্তা এবং ঠুনকো করেছে। যা ইসলামী চিন্তাবিধগনের অবদান।

একটি ভ্রুণ কিভাবে তার অংপ্রত্যঙ্গগুলো বিকশিত করে? কোরানের নিচের আয়াতটি দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারি দেখা যাকঃ

২৩:১৪ পিন্ডকে পরিনত করি অস্থি-পঞ্জরে, অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্ত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে (আংশিক)।

মোট কথা হলো, মানুষের কঙ্কালটি তৈরী হবার পর কিনা সেই কঙ্কালকে মাংস দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। এই সোজা হিসাবটাকে বিজ্ঞান মেনে নেয় না। একটি মিলিত সেল তার বিভাজন প্রক্রিয়ায় এত বেশি

কোষে ভাগ হয় যে তা একটি বিরাট সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় মরুলা (Morula)। এ সেল ফার্টিলাইজেশন থেকে সব প্রক্রিয়া হয়ে মরুলা পর্যন্ত ঘটনা ঘটে মাত্র ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে। তখন কিন্তু এ অস্থি-পঞ্জরের কোন অস্তিত্বই থাকে না। এটা মোটেও হাড়ের উপর মাংসের প্রলেপ দেয়ার মতো কোন ঘটনা নয়। কারণ, সারা দেহের গঠনের মূলে তিনটি প্রধান অংশ কাজ করে , যাকে কিনা বলা হয়, এক্টোর্ডাম, এন্টোর্ডাম ও মেজোর্ডাম। মূলতঃ এই তিনটি টিস্যুর মধ্যে নিহিত থাকে মসিতষ্ক, মেরুদন্ড, হাড়, হৃদপিন্ড, পেশী, রক্তের কোষ পরবর্তীতে এ টিস্যুগুলো থেকে বিভিন্ন টিস্যুর রূপান্তর ঘটে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এক্টোর্ডাম থেকে বিকশিত হয় বিভিন্ন তন্ত্র যার মধ্যে মস্তিষ্ক, মেরুদন্ড, স্নায়ু, চামড়া, নখ এবং চুল ইত্যাদি। এন্টোডার্ম থেকে বিকশিত হয় শ্বসনতন্ত্র ও পাচনতন্ত্রের আস্তরণ, যকৃত ও অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি। আর মেজোডার্ম থেকে বিকশিত হয় হৃদপিন্ড , মূত্রগ্রন্থি, হাড়, কোমল অস্থি, পেশী, রক্তের কোষ ইত্যাদি। অংগ-প্রত্যঙ্গ বিকাশের জন্য ভ্রূণ কখনো মরুলা কখনো ব্লাস্টোসিস্ট কখনো বডিটিউব ইত্যাদি স্তরগুলো পার করে। হাত-পা বিকাশের ক্ষেত্রে যা ঘটে, প্রথমে বডিটিউব থেকে দুজোড়া লিম্ব বাড় সৃষ্টি হয়। সামনের দুটি হচ্ছে , এন্টিরিয়ার লিম্ব বাড যা পরে হাতের বহিপ্রকাশ ঘটায় এবং পিছনের দুটি হচ্ছে পোষ্টিরিয়ার লিম্ব বাড যা পায়ের বিকাশ ঘটায়। হাত বা পায়ে একটি ধমনী ও একটি শিরা থাকে। তা ক্রমে মুল প্রবাহ বা আর্টারী ও ভেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তা থেকে ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখার বিকাশ ঘটে থাকে। এটি হচ্ছে অত্যন্ত সংক্ষেপে হাত-পা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়। এরকম বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ, তন্ত্র ইত্যাদির বিকাশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তারপর গঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ। কখনো এপ্রক্রিয়াকে হাড়ের উপর মাংসের প্রলেপের অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা যায় না, কেবল মাত্র অবৈজ্ঞানিকভাবে এটি সম্ভব। ধর্মগ্রন্থগুলোকে বিজ্ঞান প্রমানের প্রচলন অনেক বেশি মাত্রায় শুরু হয়েছে। কারণ কি? ধর্মগ্রন্থগুলোকে সার্টিফাই করার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি থেকে এর প্রয়াশ। এক সময় এই ধর্মগ্রন্থগুলোই বিজ্ঞানের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। হাইশেপিয়া, ব্রুণো, গ্যালিলিও এরা সবাই ধর্মানুসারীদের স্বীকার। অথচ আজকে তাদের প্রয়োজনেই বিজ্ঞানকে ঐশীবাণীর সাথে সমাঞ্জস্যতা সৃ ষ্টির চেষ্টা করছে। যদিও বৈজ্ঞানিক থিওরীর পাশে এসমস্ত ঐশীবাণীগুলোকে খুবই অসহায় দেখায়।

সূত্রঃ

টেক্সট বুক অফ এ্যানাটমি (ডাঃ এস. এন. পান্ডে)
http://www.ehd.org/resources_bpd_illustrated.php
গ্রীক দর্শনঃ প্রজ্ঞা ও প্রসার (মোহাম্মাদ আবদুল হালিম)
জাকির নায়েকের লেকচার (আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান)
স্বতন্ত্র ভাবনা

মন্তব্যসমূহ

1. আস্তরিন

জুলাই ৩, ২০১১ সময়: ৮:১০ অপরাহ্ণলিঙ্ক

সবজান্তা জাকির নায়েকের মুখোস কি কোন মুখোমুখি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের দারা খুলে দেয়া যায় না ??? কেননা সাধারণ নিরমল মানুষগুলোকে যা খুশি তাই বুঝাচ্চে আর মানুষ বাহবা দিচ্ছে।ইস্লাম কি মানুষকে হিংসা শিখাচ্ছে না? শান্তির তো কিছুই দেখি না ইস্লামে এই সত্যটাকি মুসলমানরা বুঝতে পারে না? মাঝে মাঝে মনে হয় ধর্মগুলোকে যদি নিষিধ্য করা যেত পৃথিবীতে!!!

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ১২:০৫ পূর্বাহ্ণ
@আস্তরিন,

জাকির নায়েককে সরাসরি সম্প্রচারিত বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রবীর ঘোষ নাকি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলেন। এব্যাপারে মুক্তমনাতে ঈশ্বরহীন**ফলোআপঃ জাকির নায়েক বনাম প্রবীর ঘোষ** নামে একটি পোষ্ট করেছিলেন মুক্তমনার পাঠকসহ সকলের পরামর্শ চেয়ে। তখন অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। আপনি লিংকটি পড়ে দেখতে পারেন।
ধন্যবাদ আপনাকে।

2. 2

বিনায়ক হালদার
জুলাই ৩, ২০১১ সময়: ৮:৫৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনার লেখায় ফিটাসের লিঙ্গ নির্ধারনের বিষয়টি বাদ গেছে। লিঙ্গ নির্ধারন হয় নিষেকের সাথে সাথে কিন্তু কোরানে তার অনেক পর হয় বলা আছে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ১১:২২ পূর্বাহ্ণ
@বিনায়ক হালদার,

হ্যা, বিষয়টি বাদ দিয়েছি। এবিষয়ে আরো অনেক কিছুই বাদ দিয়েছি। বড় পোষ্ট পাঠকের বিরক্তির কারন হতে পারে ভেবে এ অবস্থা আরকি। মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভাল থাকুন।

3. 3

নিটোল

জুলাই ৩, ২০১১ সময়: ৯:১৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সিরিজটা ধীরে ধীরে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। লিখতে থাকুন।

একটি বিষয়ে বলব। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের জন্য রেফারেন্স উল্লেখ করলে কি আরো ভালো হতো না? আমি মনে করি এই ধরনের লেখা রেফারেন্স সহকারে লেখা হলে তা বেশ সলিড হয়।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ১০:০৪ পূর্বাহ্ণ
@নিটোল,

হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক আছে। লেখাটিতে সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য দেয়া হয়েছে বিধায় রেফারেন্স দিয়েছিলাম না। রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি। আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

4. 4

নাজমুল

জুলাই ৩, ২০১১ সময়: ৯:২৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কদিন আগেই এ নিয়া একজনের সাথে তর্ক হয়েছিল। আকে অনেক কষ্টে বুঝাইছিলাম , জমাট রক্তপিন্ড এক জিনিস, মাংসপিন্ড এক জিনিস আর ভ্রূণ আরেক জিনিস। সবগুলাই আলাদা আলাদা টিস্যু। তাছাড়া মায়ের পেটে একটা বাচ্চা ছোট থেকে বড় হচ্ছে এটা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছি। আগের যুগের মানুসরাও এটা জেনে আসছে। এজন্য "জমাট রক্তপিন্ড থেকে মানুস হচ্ছে" একে নতুন কোন তথ্য ভাবার কারণ দেখি না। এছাড়া এবরশন হলে জমাট রক্তপিন্ড বের হয় এটা গ্রামের নারীরাও জানে। তারাও সেটাকে নষ্ট বাচ্চা হিসেবেই দেখে।
এই পোস্টে সমস্ত ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ১০:১২ পূর্বাহ্ণ
@নাজমুল,

এই পোস্টে সমস্ত ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।

বিষয়োক্ত ব্যাপারে কোরানে আরো অনেক আয়াত আছে যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করিনি। অনেকটা লেখার সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার জন্য বলতে পারেন। লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

5.

জাহাঙ্গীর আলাম
জুলাই ৪, ২০১১ সময়: ১২:৫৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনারা আজে বাজে পোস্ট দিচ্ছেন। আপনারা কখনো কোরআন পড়েছেন? নাকি অন্যকে ছোট করার জন্য যা ইচ্ছে তাই লিখছেন। আপনার যুক্তির রেফারেন্স দিন। আজে বাজে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ৩:৩০ পূর্বাহ্ণ
@জাহাঙ্গীর আলাম,

আপনারা কখনো কোরআন পড়েছেন?

আপনি নিজের মাতৃভাষায় কোরান পড়েছেন কখনো ? মনে হয় না পড়েছেন। পড়লে এরকম ফালতু মন্তব্য করতেন না।

আপনার যুক্তির রেফারেন্স দিন। আজে বাজে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।

কোরান থেকেই তো বহু রেফারেন্স দেয়া আছে, আপনি অন্ধ নাকি ?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৪, ২০১১ at ১০:২৯ পূর্বাহ্ণ
@জাহাঙ্গীর আলাম,

আপনারা কখনো কোরআন পড়েছেন? নাকি অন্যকে ছোট করার জন্য যা ইচ্ছে তাই লিখছেন। আপনার যুক্তির রেফারেন্স দিন। আজে বাজে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।

আয়াতগুলো কোরানের ভেতর থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। দয়া করে যাচাই করে নিন। আমি বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, আমি কাউকে ছোট বা বিভ্রান্ত করার জন্য লিখছিনা। আমার উপস্থাপিত যুক্তি বেঠি ক মনে হলে সুনির্দিষ্টভাবে খন্ডন করুন। ধন্যবাদ আপনাকে।

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৭:৩৪ অপরাহ্ণ
@জাহাঙ্গীর আলাম,
দয়া করে আপনিই আগে গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদ করা কোরান পড়েন , তারপর মন্তব্য করেন। অধিকাংশ ইসলামীদেরই এই এক প্রব্লেম, নিজে কোরান না পড়ে অন্যকে তা পড়ার উপদেশ দেয়। গিরিশ চন্দ্র সেনেরটা পড়তে বললাম এই কারণে যে, পরে যারাই কোরান অনুবাদ করেছে তারাই আল্লা ও ইসলামকে সেফ করার জন্য কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটিয়েছে।

6. 6

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৪, ২০১১ সময়: ১২:৫৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরান, মুহাম্মদ ও মুসলানদের নিয়ে আলোচনা কথিত মুক্তমনা দাবীদারদের একটি জনপ্রিয় বিষয় । একজন ধর্মান্ধ বা ধর্মপ্রান মানুষকে কোরাণ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে মুক্তমনায় লেখার প্রয়োজন পড়ে না , অন্য কোথায়ও তাদের কোন মন্তব্য শুনলেই কথিত মুক্তমনারা ইসলাম ব্যাশিং করে মুক্তমনায় প্রবন্ধ পোষ্ট করে দেন । কথিত মুক্তমনারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত , তাদের জানা উচিত কোরাণ চৌদ্দশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ, এতে অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক । তাই তা নিয়ে কটক্ষ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

৯৮% সাধারণ মানুষ মুক্তমনাদের মত শিক্ষিত নয় । তারা কোরাণ পড়েনি এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানে না । তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দ্বারা তারা বার বার প্রতারিত হচ্ছে । তাই আল্লাহ/ঈশ্বর/ভগবান এর উপর বিচারের ভার অর্পন করে মনের ভার লাঘব করছে এবং একই সাথে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভাগ্যের চাকা ঘুরাবার চেষ্টা করছে । তাই বিষয়টি বিশ্লেষন করা উচিত আর্থ -সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে নয় । কারণ সমাজ তার নিজস্ব বিধি-বিধান মত পরিচালিত হয় । বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় না ।

ভবঘুরে এর জবাব:

জুলাই ৪, ২০১১ at ৩:২৮ পূর্বাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

কথিত মুক্তমনারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, তাদের জানা উচিত কোরাণ চৌদ্দশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ, এতে অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক । তাই তা নিয়ে কটক্ষ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

তাই নাকি ? কিন্তু ইসলামিষ্টরা কি মানবে কোরানে অসংগতি আছে? কোরান নিয়ে এত আলোচনার উদ্দেশ্যই তো হলো যে এতে প্রচুর অসংগতি আছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্বাসী মানুষই তো তা মানতে চায় না।তাহলে এসব নিয়ে লেখা লেখি না করে উপায় কি ?

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৪, ২০১১ at ১১:১৩ পূর্বাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

কোরান, মুহাম্মদ ও মুসলানদের নিয়ে আলোচনা ক থিত মুক্তমনা দাবীদারদের একটি জনপ্রিয় বিষয় ।

ভুল বললেন মশাই। মুক্তমনারা কোরান, মুহাম্মদ ও মুসলানদের নিয়েই শুধু আলোচনা করেনা সেটা বদ্ধমনা দাবীদারদেরও জানা থাকা ভাল। আর জনপ্রিয়/অপ্রিয় বিষয়টি জনে জনে জনমত নেয়া ছাড়া নির্ধারণ করা তেমন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

কথিত মুক্তমনারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, তাদের জানা উচিত কোরাণ চৌদ্দশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ, এতে অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক । তাই তা নিয়ে কটক্ষ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

আপনি পুরানো গ্রন্থটাকে সরাসরি অসংগতি আছে বললেন আর আমি ব্যাখ্যা করে বললাম। অথচ , আপনি বুদ্ধিমান থেকে গেলেন আর আমারটা কিনা বুদ্ধিমানের কাজ হলো না।

তাই আল্লাহ/ঈশ্বর/ভগবান এর উপর বিচারের ভার অর্পন করে মনের ভার লাঘব করছে

ধর্মের আফিম খাওয়ায়ে সাধারণ মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে কারো না কারো সুবিধা তো আছেই। যুগ যুগ ধরে এটাই তো অব্যাহত রাখার পায়াতারা হ চ্ছে।

তাই বিষয়টি বিশ্লেষন করা উচিত আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি কোন থেকে নয় ।

কেউ যদি মনে করে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকেও বিশ্লেষন করা উচিত তাহলে তো ক্ষতি নেই। কারণ , বিশ্লেষনটা আমার মনে হয় আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে।

ধন্যবাদ আপনাকে।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৭:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

কোরাণ চৌদ্দশত বছর পূর্বে লিখিত একটি গ্রন্থ, এতে অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক

- আপনি তো নিজেই মনে হয় স্বীকার করছেন যে কোরানে অসংগতি আছে। অসংগতি থেকে থাকলে তা নিয়ে কথা বলা যাবে না? না থাকলে না হয় বলা যেত যে বলাটা প্রতারনার পর্যায়ে। কি বলেন?

আর কোরানে বিজ্ঞানে দাবীদারদার গলাবাজি আপনার চোখে পড়ে না তেমন? যে গ্রন্থে অসংগতি থাকা স্বাভাবিক বলে মনে করেন তা নিয়ে যে একদল উচ্চশিক্ষিত লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার পেয়ে যাচ্ছে বলে দাবী করছে তাদের কি বলবেন? তাদের অপরাধ বড় নাকি যারা সেই অসংগতি ধরাচ্ছে তাদের অপরাধ বড়? কোন পক্ষ গলাবাজিতে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে?

*সীমান্ত ঈগল*এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ২:০০ অপরাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

কারণ সমাজ তার নিজস্ব বিধি-বিধান মত পরিচালিত হয় । বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয় না ।

আমাদের (মানুষবা প্রানী) জগৎ সংসারে এমন কিছু কি অছে যা বিজ্ঞান ছা ড়া পরিচালিত হয়। ভাই যাতে সাধারন মানুষ প্রতারিত না হয় সেটাই মুক্তমনার লক্ষ্য , আমাদের কাজই আসল সত্য কে অনুসন্ধান করা যাতে মানুষ জানতে পারে কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্য , সিদ্ধান্ত নেয়া তাদের দায়িত্ব।

7. 7

আদিল মাহমুদ

জুলাই ৫, ২০১১ সময়: ৭:৫০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

প্রফেসর কীথ মুরের কাহিনী ব্যাখ্যা না করলে মনে হয় কোরানে ভ্রুনতত্ত্ব আবিষ্কার পুরো বলা হল না।

তাহলে হাতের কাছে কোরান ফেলে শিক্ষাঙ্গনে বিজ্ঞান শিখতে যাওয়ার অর্থ কি? কোরানবাদীরা কেন সক্ষম হলেন না কোরানের সূত্র ধরে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ?

- এর মোক্ষম জবাব কিন্তু জাকির নায়েক দিয়ে রেখেছেন আগেই। আপনারা চলেন ডালে ডালে, উনি চলেন শিরায় শিরায়। উনি সর্বদাই বলেন যে কোরান বুক অফ সাইন্স , বুক অফ সায়েন্স নয়; কাজেই এতে সম্পূর্ন বিজ্ঞান পাওয়া যাবে না। তবে মোক্ষম ইংগিত পাওয়া যাবে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৫, ২০১১ at ৩:২৫ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

প্রফেসর কীথ মুরের কাহিনী ব্যাখ্যা না করলে মনে হয় কোরানে ভ্রুনতত্ত্ব আবিষ্কার পুরো বলা হল না।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জন্য এই পর্বে অনেক প্রাসংগিক অপুর্ণতা রয়ে গেছে।

উনি সর্বদাই বলেন যে কোরান বুক অফ সাইন্স , বুক অফ সায়েন্স নয়; কাজেই এতে সম্পূর্ন বিজ্ঞান পাওয়া যাবে না। তবে মোক্ষম ইংগিত পাওয়া যাবে।

জাকির নায়েক বললেও অনেকেই কোরানকে সরাসরি বিজ্ঞান বা কোরান থেকে গবেষনা করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা হয়েছে বলে দাবী করছে। তাছাড়া, উনি এই ইংগিত মেলানোর জন্য অনেক চাতুরির আশ্রয় নেন। যা সরাসরি বিজ্ঞানকে সার্পোট করে না।

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ৩:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

প্রফেসর কীথ মুরের কাহিনী ব্যাখ্যা না করলে মনে হয় কোরানে ভ্রুনতত্ত্ব আবিষ্কার পুরো বলা হল না।

আমার জানা মতে "কুরানে বিজ্ঞান" প্রজেক্টের পথিকৃত হচ্ছেন ডাঃ মরিস বুকাইলী। তার "বাইবেল, কুরাণ ও বিজ্ঞান' কিতাবটি মুসলীম জাহানের সর্বাধিক পাঠ্য তালিকার একটি । ভদ্রলোক তার সে বইয়ে এতই চাপা মেরেছেন যে তার 'সমালোচনা ও যুক্তি-খন্ডনে' ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্বেল পুরো আর একটি বই লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

উৎসাহী পাঠকরা সে বইটির বাংলা অনুবাদও বিনামূল্যে 'ডাউনলোড' করতে পারেন।
http://www.answering-islam.org/Campbell/contents.html
http://www.answering-islam.org/Bangla/index.html

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
জুলাই ৬, ২০১১ at ৬:০৭ অপরাহ্ণ
@গোলাপ,

আমার জানা মতে বুকাইলি কোরানে পূর্নাংগ বিজ্ঞানের সন্ধান বিষয়ে বই লিখেছেন।

আর কিথ মুর স্পেসিফিক্যালী কোরানে ভ্রুনতত্ত্ব বিষয়ে গবেষনা করে বই লিখেছেন যার আবার আশ্চর্যজনক ভাবে মুসলিম ভার্ষন এবং নন-মুসলিম ভার্ষন আছে। উনি নিজে এই বিষয়ে একজন বিশ্ব নন্দিত বিশেষজ্ঞ, ওনার মতের দাম স্বাভাবিক ভাবেই আছে। যে কোন ইসলাম পসন্দ সাইটে কোরানে বিজ্ঞান বিষয়ে দেখবেন ওনার রেফারেন্স থাকতেই হবে। জাকির নায়েকও ওনাকে রেফার করেন।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৬, ২০১১ at ৮:৩৭ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,
হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।আর কিথ মুর শুধু 'Embryology, টেনেছেন।
আমি 'কোরাণে বিজ্ঞান' বুঝাতে চেয়েছি।

আল্লাচালাইনা এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ১:৩৫ পূর্বাহ্ণ
@গোলাপ, আমার এক বাংলাদেশ নিবাসী ব্লগবন্ধু (অবশ্যই নাস্তিক) একবার আমাকে কিথমুরের বইটি লাইব্রেরী থেকে ইস্যু করে এর কয়েকোটা পাতা স্ক্যান করে তাকে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলো। বইটির আইএসবিএন যখন আমার বন্ধু আমাকে দিলো, সাথেসাথেই ইন্টার্নেটে লাইব্রেরী ক্যাটালগে সার্চ করে আমি বইটি খুঁজে পেলাম না। আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম , যেই লাইব্রেরীতে আমি সার্চ দিয়েছিলাম তাদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসে লাইফ সায়েন্সের উপর লেখা মোর অর লেস সকল বই -ই থাকার কথা, এর আগে কোন বই খুঁজে পাইনি এমন হয়নি। ত খনই জানতে পারি যে- এই মহামুল্য

অসমানী কিতাবখানির দুইটি ভার্সন রয়েছে, একটা শিক্ষাভিলাসীদের জন্য অন্যটা মুছল্মানদের জন্য , আমার বন্ধুটি চাচ্ছিলো সেই মুছল্মানদের জন্য লেখা ভার্সনটা। অমুছল্মানদের জন্য লেখা ভার্সনটার এইএসবিএন দিয়ে সেটা ততক্ষণাতই খুঁজে পেয়েছিলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে- শিক্ষাভিলাসীদের জন্য যেই ভার্সনটা সেইটাতে নাকি কোন হোকাস-পোকাস কথাবার্তা নেই, রয়েছে শুধু মুছল্মানদের জন্য যেই ভার্সন সেইটাতে। হযরত কিথমুর চালাক মানুষ , তিনি স্পষ্টতই এটা অনুধাবন করেছিলেন যে - 'শিক্ষাভিলাসীদের জন্য লেখা ভার্সনে কোরান চালান যাবে না, বোগদাদী গদাম খেয়ে মানুষ হয়ে যেতে হবে তাহলে'!

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ৮:৩২ পূর্বাহ্ণ
@আল্লাচালাইনা,
আপনার সাথে একমত। বুঝতে পারি উনারা ভা ল 'বানিজ্যে' নেমেছেন। তাদের হোকাস-পোকাস ভার্সন অন্ধ-বিশ্বাসীদের মনের খোরাক এবং অমুসলীম ভার্সনে "ইজ্জত" রক্ষা - সবই চালিয়ে যাচ্ছেন একই সাথে। শুনেছি ডাঃ বুকাইলী নাকি তার সেই একটি বইয়ের স্বত্বাধিকারেই 'মিলিওনিয়ারী'।

alokeshi এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১১ at ১১:১১ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,
আপনি ঠিকই বলেছেন ।
বাদল চৌধুরী...
আপনি এখানে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন।তাই জাকির নায়েক চাতুরীর আশ্রয় নেন একথা বলার মাধ্যমে আপনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন

8. 8

আ হা মহিউদ্দীন
জুলাই ৫, ২০১১ সময়: ৮:২২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@ভবঘুরে ও বাদল চৌধুরী

ভবঘুরের মন্তব্যের একটি যুক্তি পূর্ণ উত্তর দিয়ে ছিলাম। কিন্তু মডু সাহেবদের সেন্সারশীপ অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। আলোচ্য এই উত্তরটি প্রকাশিত হবে কিনা বলতে পারছি না।
আপনারা উভয়ই আমার পূর্ণ বক্তব্যের একটি বা দুইটি বাক্যে কোড করে যে মন্তব্য করেন তা আমার বক্তব্যের বিকৃতি ঘটায়। কারণ কোন বিষয় বা বস্তুর অংশ পূর্ণ বিষয় বা বস্তুকে প্রতি নিধিত্ব করে না।
গত দুই বছরে এমন কোন মাস আমি খুঁজে পাই নাই যেখানে ইসলাম , মুহাম্মদ, কোরাণ বা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে কোন পোষ্ট হয়নি। তাই বলা হয়েছে বিষয়টি আপনাদের প্রিয়। বিষয়টির পক্ষ অবলম্বন করে আজ পর্যন্ত মুক্তমনায় কেউ কোন পোষ্ট দেয়নি। কিন্তু অযাচিত ভাবে বিষয়টির উপর প্রতি মাসে ২/১টি নেতিবাচক প্লোষ্ট আপনারা দিয়ে চলছেন, যা আমার বক্তব্যের প্রথম প্যারায় বলা হয়েছে।
আমার মত বদ্ধমনেরা প্রত্যেকটি বিষয় দেখে স্থান, কাল পাত্রের এবং ৯৮% অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ, যারা কোরান পড়েনি এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানে না, তাদের দৃষ্টি কোন থেকে। আমার বক্তব্যটা ছিল বর্তমান কালের প্রেক্ষাপটে চৌদ্দশত বছর পুর্বের গ্রন্থে “অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক”। কিন্তু একে বিকৃত করে আপনি বললেন “সরাসরি অসংগতি” আছে বলে আমি উল্লেখ করেছি।
ধর্মকে আফিমের সাথে মার্ক্স তুলনা করেছেন। কিন্তু কোন প্রেক্ষাপটে তুলনা করেছেন, সেটা জানা থাকলে উপমাটা দিতেন না। তাই বলছি কোন বিষয় অর্ধ জ্ঞান থাকার চেয়ে জ্ঞান না থাকাটাই উত্তম। প্রকৌশলী দিয়ে ডাক্তারী করাতে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে , একই অবস্থার সৃষ্টি হবে বিজ্ঞান দিয়ে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে গেলে।

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৯:৫৮ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

ভবঘুরের মন্তব্যের একটি যুক্তি পূর্ণ উত্তর দিয়ে ছিলাম। কিন্তু মডু সাহেবদের সেন্সারশীপ অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। আলোচ্য এই উত্তরটি প্রকাশিত হবে কিনা বলতে পারছি না।

আপনার কো্নো মন্তব্যকে আটকে দেওয়া হয় নি। কোনো টেকনিক্যাল কারণে হয়তো পোস্ট হয় নি আপনার দিক থেকে। নীতিমালা ভঙ্গ না করলে মুক্তমনায় কখনই কোনো মন্তব্যকে আটকে দেওয়া হয় না।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ১১:১৮ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আপনার বক্তব্য থেকে কিছু অংশ কোড করলে আপনার বক্তব্য বিকৃতির অভিযোগ থাকায় কোড করা থেকে বিরত থকলাম।

আপনি স্বীকার করছেন যে ইসলাম, মুহাম্মদ, কোরাণ বা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতিমাসে ২/১টি নেতিবাচক পোষ্ট থাকে মুক্তমনায়। তাহলে আপনি মনে করেন বাকি পোষ্টগুলো ইসলামের বিপক্ষে না। আপনার কথাও যদি মেনে নেয়, এই ২/১টি পোষ্ট কি মাসে প্রকাশিত পোষ্টের সংখ্যাগরিষ্টতা পায়? তাহলে আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বিষয়টি জনপ্রিয়? তাছাড়া, অন্যান্য পোষ্টগুলোও তো ব্যাপক আলোচিত হয়। আপনার আপত্তিটা দেখছি ইসলাম বিপক্ষ পোষ্ট নিয়ে পোষ্টে প্রদত্ত যুক্তিতে না। আসলে মুক্তমনার অবস্থান কারো পক্ষে বা বিপক্ষে না। ব্লগারেরা প্রয়োজনানুভূতি এবং নিজস্ব সাচ্ছন্দবোধ থেকে লেখেন। এটি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব বা নির্দেশ ছাড়াই ঘটে। কেউ ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকলে অবশ্যই সংশোধন করা যাবে। তার জন্য প্রয়োজন ভুলের যথাযথ বস্তুনিষ্ট যুক্তি বা ব্যাখ্যার।

আপনার বক্তব্য বিকৃত করা হয়নি। আপনার বক্তব্য হুবহু কোড করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনি বলেছেন চৌদ্দশত বছর পুর্বের গ্রন্থে "অসংগতি থাকাটা স্বাভাবিক"। তাহলে সংগতি থাকাটা অস্বাভাবিক বা কাকতালীয় ব্যাপার। এখানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে চৌদ্দশত বছর পুর্বের গ্রন্থে অসংগ তির স্বাভাবিকত্ব কি সংগতি বিরুদ্ধ অবস্থান প্রকাশ করেনা? অসংগতি দেখেন কেউ মনে মনে আর কেউ প্রকাশ্যে, পার্থক্য এই যা আরকি।

কোন বিষয়ে স্বয়ংসম্পুর্ণ বা পরিপুর্ণ জ্ঞানী কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। তবে দাবীদার থাকতে পারে। সম্পুরক পরিক্রমা থেকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, স্বয়ংসম্পুর্ণতাকে ভিত্তি করে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা যায় না। তাছাড়া আমার লেখায় আমি কোরানিক বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করেছি। ধন্যবাদ।

ভবঘুরে এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ২:৪৬ অপরাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

গত দুই বছরে এমন কোন মাস আমি খুঁজে পাই নাই যেখানে ইসলাম , মুহাম্মদ, কোরাণ বা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করে কোন পোষ্ট হয়নি

অথচ এর তুলনায় কোরান একটা সম্পুর্ন পারফেক্ট বিজ্ঞানময় কিতাব , ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ট মানুষ এসব প্রমান করার জন্য দুনিয়া ব্যপী কয়েক ডজন ইসলামী টিভি দৈনিক কত ঘন্টা সময় ও কত টাকা ব্যয় করে হিসাব করেছেন ? অথচ সেই আপনিই কিন্তু বললেন যে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কোরানে অসঙ্গতি থাকাটা স্বাভাবিক। আমাদেরও তো একই বক্তব্য যে সেই ১৪০০ বছর আগের প্রেক্ষিতে কোরান বা ইসলাম ঠিক ছিল, কিন্তু বর্তমানের প্রেক্ষিতে তার প্রয়োজনীয়তা শূন্যের কোঠায়। কিন্তু যদি কেউ সেটা নিয়ে লেখালেখি না করে , মানুষ তো ওইসব টেলিভিশনের গাজাখুরী প্রচারই তো বিশ্বাস করবে যা আপনি নিজেও ভালমতো টের পাচ্ছেন। আর এর ফলাফল কি ? ফলাফল হলো- মুসলমান জাতি এমনিতেই সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে , এখন তারা ফিরে যাবে সেই ১৪০০ বছর আগেকার আরব যুগে। আপনি কি তাই চান ? যদি না চান তাহলে এখন এ বিষয়টি ব্যখ্যা করে একটা পোষ্ট দিয়ে ফেলুন না এ ব্লগে , আমরাও উপকৃত হই সেই সাথে সাধারন পাঠকরাও।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৬:১৫ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

বিষয়টির পক্ষ অবলম্বন করে আজ পর্যন্ত মুক্তমনায় কেউ কোন পোষ্ট দেয়নি ।

কিভাবে দিবে বলেন, বিষয়টির পক্ষ অবলম্বন করলে যে সব যুক্তি তর্কের অবতারনা করতে হবে তা পুরোটাই হবে হাস্যকর এবং কুযুক্তি। তা কেউ কি আর জেনে শুনে সে পথে পা বা ড়িয়ে নিজকে খেলো করতে চায়?

হৃদয়াকাশ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৮:২২ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,
আপনাকে একটা ব্যাপারে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। সেটা হচ্ছে আপনার কু যুক্তির অবতারণ। কারণ ,

আপনার কু যুক্তি আছে বলেই মুক্তমনারা মন্তব্য করার মতো যথেষ্ট রসদ পায়। নইলে তারা মন্তব্য করতো নিয়ে ?
আপনি এক মন্তব্যে বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। হিসেবটা কি ঠিক হলো ? বর্তমান পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬৮০ কোটি। এর এক তৃতীয়াংশ হলে হয় ২২৬ কোটি। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কত ? ১৩৫ কোটি, বড়জোর ১৫০ কোটি।

শেষে আপনাকে আর একটা ধন্যবাদ এই কারণে যে, আপনি স্বীকার করেছেন কোরানে অসঙ্গতি আছে। সেই অসঙ্গতিকে স্বীকার না করে কোরান নিয়ে এত ফালাফালির কারণটা কী ? কোরান নিয়ে মুসলমানদের এত লাফালাফি, এটাই কিন্তু ইসলাম নিয়ে এত সমালোচনার মূল কারণ।

9. 9

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৫, ২০১১ সময়: ৯:১৭ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

@আদিল মাহমুদ,

কোরানে অসংগতি আছে বলেই তার সমালোচনা করতে হবে বলে কোন পরিপক্ক মানুষ মনে করে না । কারন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বিশ্বাস এর সাথে জড়িত । এই মানুষদেরকে সম্মান দেখানো যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য । কে গলাবাজি করলো আর কে করলো না , তাতে আমার আপনার কি আসে যায় ।
আটলান্টার ইমোরি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি মার্কিন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশটির একটি । উক্ত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেসিডেন্সি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । যে আধ্যাপকের অধীনে ডাক্তারেরা রেসিডেন্সি করেছেন, তিনি মেডিক্যাল সাইন্সের নামকরা একজন অধ্যাপক । অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইহুদী , হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের লোক দ্বারা নিজ ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করালেন । এখন বলুন এই কাজটি তিনি কেন করলেন ?

*সাধারন পাঠক*এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ১২:৩২ অপরাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন, এর উত্তর তো সোজা। মার্কেটিং এবং ফাইনান্স! আর কোন তথ্য বা ইনফর্মেশন পেয়ে কেউ “অপমানিত” হলে তার দায়ভার তথ্যসুত্রের নয়।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৩:৫৫ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

কোরানে অসংগতি আছে বলেই তার সমালোচনা করতে হবে বলে কোন পরিপক্ক মানুষ মনে করে না । কারন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বিশ্বাস এর সাথে জড়িত । এই মানুষদেরকে সম্মান দেখানো যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য । কে গলাবাজি করলো আর কে করলো না, তাতে আমার আপনার কি আসে যায় ।

সংগতিহীন কোরানকে মহাগ্রন্থ, মহাবিজ্ঞান ইত্যাদি দাবী করা কি খুব পরিপক্কতা? আর সেই অবান্তর দাবীর বিপরীতে সমালোচনা করলে হয় অপরিপক্কতা। আর বিশ্বাসের সংখ্যাগরিষ্টতা থাকলেই কি তাকে সমালোচনারা উর্দ্ধে রাখতে হবে? কিভাবে বুঝব গলাবাজি ব্যাপারটি নিয়ে আপনার মাথাব্যাথাও কম না? ধর্মান্ধতার অপপ্রচারের সমালোচনা করলে কারো কারো মাথাব্যাথা হবে বা হচ্ছে তা প্রতিনিয়তই দেখছি।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইহুদী, হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের লোক দ্বারা নিজ ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করালেন । এখন বলুন এই কাজটি তিনি কেন করলেন ?

হলফ করে বলতে পারবনা। তবে অনুমান করতে পারি। আপনি কি চান একই রকম কাজ সবাই করে ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাক? চাইবেন তো আপনার অপছন্দের সমালোচনা কেউ না করুক।

ব্রাইট স্মাইল্ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৬:৩১ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইহুদী, হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের লোক দ্বারা নিজ ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করালেন । এখন বলুন এই কাজটি তিনি কেন করলেন ?

এই কাজটি তিনি করেছেন নিজের স্বার্থে, সব ধর্মের লোকজনকে খুশী করে বেশী সংখ্যক লোকের কাছে তিনি তাঁর গ্রহনযোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের কল্যানের বিষয়টি তিনি অগ্রাধিকার দেননি।

*যাযাবর*এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৮:০২ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

"ইমোরি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি মার্কিন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশটির একটি" তথ্যটি কোথায় পেলেন? আসলে এর স্থান ২১ নম্বরে।
(http://.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-medical-schools/emory-university-04023)
আপনি সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বলেই কি ২১ থেকে এক লাফে ১০ এর মধ্যে চলে গেল? নাকি ১০ এর মধ্যে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হতে পেরে আপনি নিজের মাহাত্ম্য যাহির করতে চাচ্ছেন? এরকম অবান্তর কথা ভেনে মাইলেজ পেতে চেষ্টা করাতো ইস্লমিস্টদের কাজ। প্রথম দশ (বা ২১, ২১ ও মন্দ) এর মধ্যে আছে বলেই তাদের সব কিছুই যুক্তিসঙ্গত বা সদুদ্দেশ্যমূলক হয়ে যাবে?

> যে আধ্যাপকের অধীনে ডাক্তারেরা রেসিডেন্সি করেছেন, তিনি মেডিক্যাল সাইন্সের নামকরা একজন অধ্যাপক

এই ধরণের চিন্তা মুক্তমনের পরিপন্থী সেটা আপনার জানা নেই হয়ত। "অমুকে বলেছেন অতয়েব এটা সঠিক…" ইত্যাদি। তাছাড়া এই অধ্যাপকের কি ভূমিকা এই ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রোটকল অনুসরণ করার ব্যাপারে? প্রোটকল অনুসরণ করা একটা গতাণুগতিক কাজ। হাসিনা খালেদা ও একে অপরকে ঈদে শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। তাদের মধ্যে কতটা শুভেচ্ছা আছে আমরা তো জানি ও দেখি।

আপনি বারবার একই কথা আওড়াচ্ছেন যে অনেক দরিদ্র, নিরীহ, ধর্মভীরু মুসলীম আছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করা শিক্ষিত/মুক্তমনাদের উচিত নয় এই হতদরিদ্র মুসলীমরা আপনার আমার মত ইন্টার্নেটে কীবোর্ড নিয়ে দিন রাত কাটানোর মত বিলাসিতা পোষাতে পারে না। যারা এই ব্লগে বা ইন্টারনেট ফোরামে সময় কাটান তাদের ওরকম নিরীহ গোবেচারা ভেবে তাদের বিশ্বাসে আঘাত লেগে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে এমনটি ভাবাই হাস্যকর। যারা পড়তে পারে, বা নিজের বিশ্বাস নিয়ে বড়

বড় কথা বলে তদেরকে উদ্দেশ্য করেই এই সমালোচনামূলক লেখা। তার যদি সমালোচনায় খুবই মর্মাহত হন সেটার দায়দায়িত্ব তাদেরই। দরকার হলে মনোস্তাত্ত্বিকের শরণাপন্ন হতে পারে তারা।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৫, ২০১১ at ৯:১০ অপরাহ্ণ

@যাযাবর,

ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সুন্দর প্রতিমন্তব্যের জন্য।

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ২:১৫ পূর্বাহ্ণ

যারা পড়তে পারে, বা নিজের বিশ্বাস নিয়ে বড় বড় কথা বলে তদেরকে উদ্দেশ্য করেই এই সমালোচনামূলক লেখা। তার যদি সমালোচনায় খুবই মর্মাহত হন সেটার দায়দায়িত্ব তাদেরই।

যতার্থ মন্তব্য। বাংলাদেশের সাধারন মানুষ ধর্মভীরু , ধর্মান্ধ নয়। ধর্মে 'অসংগতির' ব্যাপারটা তাদেরকে বুঝানো অনেক সহজ, কিন্তু তাদেরকে তা জানানোর সূযোগ দেয়া হয় না । মসজিদ , মক্তব, মাদ্রাসা, ওয়াজ-মাহফিল, **এবং 'যারা পড়তে পারে, বা নিজের বিশ্বাস নিয়ে বড় বড় কথা বলে' এবং ইন্টারনেট চালান'** তারাই "অসংগতিটা" পাকাপোক্তভাবে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। তাদের দেহ আছে একুবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার যোগান নিয়ে কিন্তু মাথা পরে আছে সেই ৭ম সতাব্দীর মতাদর্শে। মুলতঃ তিনটি কারনে তারা তা করেনঃ

১) আসামর্থতা - তারা সত্যই তা ধরতে পারেন না। কারন, নিজের ভাষায় একবারও এ 'মহাগ্রন্থটা" পড়েন নাই, বা পড়েছেন কিন্তু 'সিলেক্টিভ' জায়গা গুলোতে, কিংবা পড়েও ধরতে পারেন নাই।

২) অন্ধবিশ্বাস - কুরানে কোন "অসংগতি' নেই, কারন তা কুরানেই লিখা আছে (সুরা নিসা 4:82) । কুরান আল্লাহর বানী, আর আল্লাহর বানী কখনো ভুল হতে পারে না - 'তিনি সকল ভুলের উর্দ্ধে'।

৩) সত্য প্রকাশে বিমুখতা /অপারগতা - কুরান পড়েছেন, বুঝেছেন 'অসংগতি' কিন্তু তা বলা যাবে না। কারন, তারা জনাব আ হা মহিউদদ্দিন সাহেবের মতাদর্শের অনুসারী। তারা তা প্রকাশ না করেই শুধু ক্ষান্ত নন, সাধারন মানুষের "বিশ্বাসে আঘাত" হানার অভিযোগ তুলে তারা উল্টো 'সত্য'

প্রকাশকারীদেরকেই সক্রিয় সমালোচনা করতে ও বাধা দিতে পিছপা হন না। তারা কেন যে সাধারন মানুষদের ‘সাধারন জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিকে’ এত দূর্বল ভাবেন তা আমার বোধগম্য নয়!

মূলতঃ এ তিন শ্রেনীর লোকরাই সাধারন মানুষের ‘ধর্মান্ধ’ দূরীকরনের প্রধান অন্তরায়।ফলাফল, ‘ধর্মন্ধের জয়’। সাধারনের লোকেরা কখনোই ‘আসল সত্য’ জানতে পারেন না।

লেখক বাদল চৌধুরীকে অনেক ধন্যবাদ এমন একটি প্রয়োজনীয় ‘সিরিজ’ পাঠকদের উপহার দেয়ার জন্য।

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ৮:০২ পূর্বাহ্ণ

correction:

জনাব আ হা মহিউদদ্দিন সাহেবের মত মতাদর্শের অনুসারী।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ১০:১০ পূর্বাহ্ণ

@গোলাপ,

সুচিন্তিত মন্তব্যের জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। উৎসাহিত হলাম।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ৬:০০ অপরাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

আপনার যুক্তি এবং কন্টেক্সট খুবই অদ্ভূত।

বহু বিজ্ঞানী ব্যাক্তিগত জীবনে ধার্মিক। তারা বাড়িতে বা নিজের মত কি ধর্ম চর্চা করেন বা গ্রন্থ পাঠ করেন তা দিয়ে কারো কিছু যায় আসে না।

প্রতিটা ধার্মিক লোকই যে কোন কাজ আল্লাহ বা তারা যে গডে বিশ্বাসী তার নামে শুরু করে। কেউ প্রকাশ্যে বা কেউ মনে মনে। এই ভদ্রলোক হয়ত সব ধর্মের লোকের প্রতি সম্মান দেখাতেই সবার গ্রন্থ পাঠ করিয়েছিলেন। ধর্মগ্রন্থে আরো বহু কথা আছে যেগুলিতে বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্টতা নেই। বহু কথাই আছে শান্তিময়, সে সব কথা কেউ পাঠ করলে সমস্যা কোথায়?

তার সাথে কোরান ও বিজ্ঞান বা কোরান ও ভ্রুনত্ত্বের সম্পর্ক কি বোঝা গেল না। উনি কি সেই সভায় ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক বয়ান দিয়েছিলেন?

এখানে কি এই লেখক বা আর কেউ দাবী করছে যে সকল বিজ্ঞানীকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে হবে বা ধর্ম পালন বা আস্তিক হলে বিজ্ঞানী হওয়া যাবে না?

কোরানে অসংগতি আছে বলেই তার সমালোচনা করতে হবে বলে কোন পরিপক্ক মানুষ মনে করে না । কারন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বিশ্বাস এর সাথে জড়িত । এই মানুষদেরকে সম্মান দেখানো যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য । কে গলাবাজি করলো আর কে করলো না , তাতে আমার আপনার কি আসে যায় ।

- যারা ধর্মগ্রন্থে অসংগতি আছে জেনেও তাতে বিজ্ঞান আবিষ্কারের দাবী করে তাদের বিশ্বাসের ছত্রছায়ায় ছাড় দিতে হবে? এর পরিনতি জানেন? আরব দেশে শুনেছি এখনো জ্বীনে ধরা, তাবিজ তুমার এই জাতীয় ব্যাপারে আদালতে মামলা করা যায়। মানে আপনি মামলা দায়ের করতে পারেন যে কেউ আপনাকে তাবিজ করেছে তাই আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন। এসব কিন্তু তাদের ধর্ম সূত্রে প্রাপ্ত। এখন আমরা বিশ্বাসে আঘাত লাগার ছুতায় এসব মেনে নেই , কি বলেন?

Lawyer wants jinn to testify in court
এ জাতীয় আরো খবর দেখুনঃ (লিঙ্ক আর দিচ্ছি না কষ্ট করে , সার্চ দিলেই পাবেন)
Saudi family takes ‘jinn’ to court
Sorcery Charges On The Rise In Saudi Arabia
আমাদের দেশেও আসুন আমরা এসব ভাবধারা চালু করি। আদালতে জ্বীন পরীর স্বাক্ষ্য তলব করা হোক। আমাদের দাবীর বিরোধীতা করা যাবে না কারন ৮৫% লোকের ধর্মানুভূতির প্রশ্ন। আমরা গলাবাজি করে তাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করি কিভা বে!

জিয়াউল হক আমলে পাকিস্তানে যে সরকারী উদ্যোগে বিপুল অর্থ ব্যায় করে জ্বীনের রাসায়নিক উপাদান, দোজখের তাপমাত্রা নির্নয় এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপক গবেষনা হয়েছিল তা জানেন? যদিও ফলাফল জানা যায়নি।

ধর্মগ্রন্থের ব্যাপ্তি যা, অর্থাত মানসিক শান্তি সেখানে সীমাবদ্ধ রাখলেই অন্তত তাতে বিজ্ঞান আছে কি নেই তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাবো না।

10. 10

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৫, ২০১১ সময়: ৭:০৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@এডমিন, @বাদল চৌধুরী, @ভবঘুরে, @সাধারণ পাঠক,

এডমিন
আপনাদের সাথে আমার অতীত সম্পর্কটা সুখকর নয় । তাই সন্দেহ থাকে ।
বাদল চৌধুরী
কোরাণে অসংগতি থাকুক বা না থাকুক সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় , বিবেচ্য বিষয় হলো সমালোচনা করাটা । যে কোন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সমালোচনার উর্ধে । ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় । ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রচিত কাজ নয় । অন্যেরা আলোচনা করছে বলে আমাকেও তার উত্তর দিতে হবে, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না ।
সমাজ ও সভ্যতার সাথে ধর্ম অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত । একে বিছিন্ন ভাবে দেখার কোন সুযোগ নাই । সমাজে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে । তার এই অনিশ্চয়তা যখন আমি আপনি দূর করতে পারবোনা তখন তার বিশ্বাসের সমালোচনা করাটাও উচিত হবে না । ইমোরির আধ্যাপক সাহেব তাই সামাজিক জটিলতার মধ্যে যান নাই ।
ভবঘুরে
আপনার প্রথম ভুল হলো মুসলমানকে জাতি হিসাবে উল্লেখ করা । ইসলাম ধর্মের অনুসারিদেরকে মুসলমান বলে । তাই জাতি ও ইসলাম ধর্মের অনুসারিদের মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করুন । ইসলামের বয়েস চৌদ্দশত বছর । আর ইসলামি টিভির বয়স ১০/১৫ বছর । তাই দেখা যাচ্ছে যে ইসলামি টিভি ছাড়া মানুষ ইসলাম বিশ্বাস করে আসছে । মধ্য প্রাচ্য ও উপমহাদেশের সাধারন মুসলমানেরা ইসলামি টিভির চেয়ে বোম্বের টিভি দেখতে বেশি পছন্দ করে । তাই দেখা যাচ্ছে আপনি ইসলাম বিদ্বেষে আসক্ত । ফলে সুষ্ঠু চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ন ।
সাধারণ পাঠক
আপনার পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যের আগা - মাথা কিছু বুঝি নাই । তাই উত্তর দিতে পারলাম না বলে এই অজ্ঞ অধমকে ক্ষমা করবেন ।

সৌরভ এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৯:১৯ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় । ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রচিত কাজ নয় ।

সমাজ ও সভ্যতার সাথে ধর্ম অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত । একে বিছিন্ন ভাবে দেখার কোন সুযোগ নাই ।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ৯:৩৬ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আপনি ধর্মকে যতই ব্যক্তিগত বিষয় বলুন না কেন এটি কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। আপনি নিজেই বলেছেন সমাজ ও সভ্যতার সাথে ধর্ম অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি সব জায়গায় যার শিকড় বিস্তৃত। সংঘবদ্ধভাবেও পালিত হয় বিভিন্ন কার্যক্রম। সেটা ধ্বংসাত্বক বা আর যাই হোক কোন যুক্তি ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম বলেই এটি পালিত হচ্ছে। আর এসব কিছুর বৈধতার সনদ হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ। নিজস্ব বিশ্বাস বা অবস্থানের মুল অবলম্বনকে সমালোচনার উর্ধ্বে বলে দাবী করা ঠিক হবে না।

আ হা মহিউদ্দীন এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০১১ at ১১:৪২ অপরাহ্ণ
@বাদল চৌধুরী,

ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় আধুনিক যে কোন রাষ্ট্র বলে । সমাজ পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট সমাজের মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্র দ্বারা এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রনোদিত সংবিধান দ্বারা , কোন ধর্মগ্রন্থ দ্বারা নয় ।
ধর্ম হলো বিশ্বাস । বিশ্বাসের মধ্যে যুক্তি খুঁজা বোকামি । ধর্ম হলো উৎসব । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের লোকেরা একাত্রিত্ব ভাবে উৎসব পালন করে । এব্যাপারে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নৃ -বিজ্ঞান পড়ুন । মানব জীবিনের অনিশ্চয়তা দূর করার ক্ষমতা আমাদের নাই বিধায় আমি ও আপনি চাই বা না চাই বিশ্বাস বিরাজ করবে এবং মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে মনের দুঃখ লাঘব করবে ।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৬, ২০১১ at ১০:০৬ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আপনি আমার মন্তব্য বুঝতে পারেননি। সব সংঘবদ্ধ ধর্মীয় কর্মকান্ডকে উৎসব হিসাবে চালিয়ে দেবার কৌশল্টা মানা যায় না। ইসলামী জংগী সংগঠনগুলোর ধ্বংসাত্বক ও অমানবিক কার্যক্রমকে কি উৎসব বলবেন? আর এসব কৃতকর্মের অনুমোদন দেয় ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বাসে যুক্তি খুঁজা অবান্তর। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস নিয়ে থাকুক, ইচ্ছেমত ফরিয়াদ করুক, তার সপক্ষে যুক্তি না দিলেই হয়। সে জন্য বোধয় কোরানের সাথে তাল মিলিয়ে বার বার বলছেন ধর্মগ্রন্থে কোন সন্দেহ বা সমালোচনা করা যাবে না। বিশ্বাসীদের তো আবার কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৬, ২০১১ at ১২:০৩ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

‘ইসলামের’ কুশিক্ষা, অসংগতি এবং অন্ধ-বিশ্বাস দুরীকরনে আপানার অবস্থান ‘ইতিবাচক’ নয়। একদিকে আপনি দাবী করছেন এ ব্যপারে আপনি সজাগ, কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাসীদের মতই আপনি মনে করেন তা চালু থাকা শ্রেয়। আপনার ভাষায় ,

> “সমাজে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে । তার এই অনিশ্চয়তা যখন আমি আপনি দূর করতে পারবোনা তখন তার বিশ্বাসের সমালোচনা করাটাও উচিত হবে না।”

দুঃখিত। আমি আপনার সাথে একমত নয়। আপনার অবস্থানের সাথে একজন অন্ধ-বিশ্বাসীর পার্থক্য শুধু বাক্যের মারপ্যাচ, উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য নাই। সেটা হলো "টিকে থাক সনাতন বিশ্বাস"।

যে আধ্যাপকের অধীনে ডাক্তারেরা রেসিডেন্সি করেছেন, তিনি মেডিক্যাল সাইন্সের নামকরা একজন অধ্যাপক ।

আমেরিকায় ডাক্তারী রেসিডেন্সি প্রগামের সাথে আমি প্রত্যক্ষ জরিত ছিলাম
বেশ কিছু বছর। এখানে রেসিডেন্টরা বিভিন্ন 'এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান /প্রফেসারের অধীনে পালাক্রমে' তা সম্পন্ন করে। জেনারেল মেডিসিনের প্রগাম ৩ বছর মেয়াদী। আপনি কি 'আধ্যাপকের অধীনে' বুঝাতে প্রগাম ডাইরেক্টর বা প্রগাম চেয়ারম্যান বুঝাতে চাচ্ছেন ? আমেরিকায় কোন প্রতিষ্ঠানের 'উর্ধতন' কর্মকর্তার' কোন বিশেষ ধর্মকে প্রবর্ধক করাকে কেউ সহজভাবে নেই না, নিরুৎসাহিত করা হয়।
আপনার ভাষায়,
অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার পূর্বে **ইহুদী, হিন্দু, খৃষ্টান** ও **ইসলাম** ধর্মের লোক দ্বারা নিজ ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করালেন । এখন বলু ন এই কাজটি তিনি কেন করলেন ?

আপনার কি মনে হয় কাজটা তিনি ঠিক করেছেন? কিসের ভিত্তিতে তিনি শুধু "ইহুদী , হিন্দু, খৃষ্টান ও ইসলাম" বিশ্বাসীদের তিনি তার প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য দিয়েছিলেন? সংখ্যভিত্তিক ইহুদীরা বিশ্ব জনগুষ্টি মাত্র 0.22%। অন্যদিকে non-Religious 16%, বৌদ্ধরা ৬%, চাইনিজ ট্রাডিশান ৬% এবং আফ্রিকান Indigenous ৬%।
এটা যদি পক্ষপাতিত্ব না হয় তবে পক্ষপাতিত্বের সংগ্যা কি?
কারন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের বিশ্বাস এর সাথে জড়িত । **এই মানুষদেরকে সম্মান দেখানো যে কোন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য ।**

মহিউদ্দিন সাহেব, আমি জানি না আপনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে কি পরিমান পড়াশুনা /রিচার্স করেছেন। আমি এখানে "ইসলামের শিক্ষা"র কথা বলছি। মুসলামানেরা কি পালন করেন বা না করেন সে কথা নয়। কারন আমরা সবাই জানি অধিকাংশ মুস্লমানই ভাল-মানুষ, সৎ-কর্মশীল। আমার বাবা-মা ও তাদের দলে। অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বীদের মতই সাধারন মানুষ তারা। We must separate "Islam" and "Muslims" during the discussion of Islam as a Religion. "ইসলামের" **প্রধান শিক্ষা** হলো অমুসলীমদের প্রতি ঘৃনা, তা আমি আগে এক মন্তব্যে লিখেছিলাম।
ইস্লামের প্রধান শিক্ষা হলো, "যে ব্যক্তি আল্লাহ (মুহাম্মদের বর্নিত বিশ্ব-স্রষ্টা)
এবং তার রসুল মহাম্মাদকে বিশ্বাস করে না " সে হলো পথভ্রষ্ঠ /কাফের /এবং সে ব্যক্তিই (মুহাম্মাদ বর্নিত) আল্লাহর 'অভিশপ্ত'। প্রতিটি সুন্নী মুস্লমান বাধ্যতা মুলকভাবেদিনে ৫ ওয়াক্ত নামাজে কমপক্ষে ৩৬ বার (শিয়ারা ২০ বার- তারা শুধু নামাজে ফরজ ও ওয়াজেবকে মানেন , সুন্নতে মুয়াক্কাদাকে নয়) উচ্চারন করছেন যেন তাদেরকে সে সকল "পথভ্রষ্ঠ -গজব প্রাপ্ত" লোকদের পথে পরিচালিত না করা না হয় (১ঃ৭)

আমি শুধু সুরা বাকারার উদাহরন দিচ্ছি (২য় সুরা)। দেখুন মুহাম্মাদ (তার আল্লাহর রেফারেন্স দিয়ে কুরানে) সেই "কাফেরদের (অমুস্লিমদের)" সম্মন্ধে কি বলছেনঃ

(Quranঃ Messages of Muhammad which he said, 'Received from his Allah', For all mankind at all time (Teaching of Islam)]

1. **Allah's threat of punishment** and fear to non-beleivers (non-Muslims):

2:20, 2:24, 2:39, 2:41, 2:48, 2:54, 2:55, 2:59, 2:61, 2: 65 (Transgressed of the sabah> "be you monkeys), 3:81, 3:85, 2:98, 2:104, 2:109, 2:11, 2:114, 2:120 (to Muhammad), 2:123, 2:126, 2:145 (To Muhammad), 2:159, 2:161, 2:162, 2:165, 2:167, 2:174-175 (At least = 27)

2| **Command Muslims to fight /kill/not take friend or helpers from non-belivers:**

2:216-217, 2:190 (abrogated by harsher verse 9:36), 2:191-194

3. **Insulting words /accusation to non-believers:**

2:204, 2: 208, 2:14, 2: 96, 2:170, 2:171, 2:204, 2: 208, 2:254

4. **Allah curses, misleads, set in astray, put a seal to non-believers:**

2:7, 2:10, 2:15, 2:17, 2:26, 2:88, 2:161

5. **Guidance only from Allah whom He likes, punishes whom he likes:**

2:105, 2:119, 2:142, 2: 213, 2:258, , 2:272, 2: 284

অমুস্লীলমদের প্রতি মুহাম্মদের (এবং তার বর্নিত আল্লাহ্র) কেন এত আক্রোশ! ? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কুরাইশরা "তাদের ধর্ম-রক্ষার" খাতিরেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল **যখন** মুহাম্মাদ তাদের "পুজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য' এবং তাদের পূব-পুরুষদের অসন্মান করা শুরু করেছিল। দেখুন এখানে।

ভাল থাকুন।

পাপিয়া চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৬, ২০১১ at ২:০৫ অপরাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

যে কোন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সমালোচনার উর্ধে ।

কোন গ্রন্থ পড়ে এই রকম সিদ্ধান্তে আসলেন আপনি? কোনো ধর্মগ্রন্থে তো এই কথা লেখা নেই?! উল্টো একে অপরের প্রতি বিরোধিতামূলক মন্তব্যে ভরা। একটি অন্যটিকে ভুল বলে , সমালোচনা করে নিজের মতবাদকে সত্য দাবী করে। কোনো একজন মানুষের পক্ষে একই সময়ে সকল ধর্মগ্রন্থকে সত্য ধরা সম্ভব নয়। কুরানকে সত্যি ধরে নিলে , বাইবেলকে সমালোচনা না করে উপায় নেই। একইভাবে বাইবেল পড়ে দেখলে দেখা যাবে তোরাহর সমালোচনায় ভর্তি। কোনো এক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন(!) মানুষের পক্ষে এর সবকটিকে ঠিক ধরে নিয়ে সমালোচনাহীন থাকা কি সম্ভব? কেবল দুইভাবেই তা সম্ভব- হয় তাঁর সবকটি ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধেই পূর্ণ ধারণার অভাব আছে অথবা/এবং তিনি কোনো একটি মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও সচেতন সমাজের সামনে **আমার মতে সব ধর্ম সমান** টাইপ একটা ফর্ম নিতে চাচ্ছেন।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় । ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রচিত কাজ নয়

ধর্ম যুগে যুগে হস্তক্ষেপ করে গেছে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সিদ্ধান্তে , কি করে তা ব্যক্তিগত হয় আমার অপরিপক্ক মগজে তা ঢুকছেনা। এতই যদি ব্যক্তিগত হবে তো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান 'ধর্মনিরপেক্ষ' হওয়া নিয়ে ধার্মিকদের এত টেনশন কেন? আপনারই বা এত টেনশন কেন মুক্তমনায় ধর্ম বা ইসলামের সমালোচনামূলক যুক্তিযুক্ত লেখা আসলে ? ধর্মের জয়গান গেয়ে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান হয় , সেটা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, তার সমালোচনা করা উচিত না বলে আপনার দাবী। তেমনি মুক্তমনা ব্লগারেরা ব্যক্তিগতভাবে ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় গারবেজ মনে করেন - আপনার তো তাতে সমস্যা থাকার কথা না। আফটার অল, **ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা ভদ্রচিত কাজ নয়।** তাই না?
আবার একই মন্তব্যে বলেছেন-

সমাজ ও সভ্যতার সাথে ধর্ম অঙ্গা অঙ্গি ভাবে জড়িত । একে বিছিন্ন ভাবে দেখার কোন সুযোগ নাই ।

পরস্পরবিরোধিতারও একটা সীমা থাকা উচিত!!

সমাজে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে । তার এই অনিশ্চয়তা যখন আমি আপনি দূর করতে পারবোনা তখন তার বিশ্বাসের সমালোচনা করাটাও উচিত হবে না । ইমোরির আধ্যাপক সাহেব তাই সামাজিক জটিলতার মধ্যে যান নাই ।

আদিম সমাজে অনিশ্চয়তা ছিল শিকার খুঁজে পাওয়ায় , দূর্যোগের সাথে টিকে থাকায়। যত দিন গেছে মানুষ নিজেকে ও পারিপার্শ্বিককে উন্নত করেছে নিজের বুদ্ধি দিয়ে , ততই কমেছে অনিশ্চয়তার হার। ধর্মের আবির্ভাব সমাজে একটা ব্যাপারকে খুব ভালো নিশ্চিত করেছে , সেটা হল হিংসা আর বিদ্বেষ। বনের পশুও ক্ষুধার্ত হয়ে, সন্তান বা সঙ্গি রক্ষার জন্যই আক্রমণ করে নয়তো করে না, আধুনিক মানুষ করে। এ বিশুদ্ধভাবে ধর্মের অবদান।

তাছাড়া দারিদ্র্য, দুঃখের বিমোচনে ধর্মের শরনাপন্ন হওয়া নিরেট নির্বুদ্ধিতা। পড়ে দেখতে পারেন , অভিজিৎ রায়ের বিশ্বাসের ভাইরাস -২ (বিশ্বাস ও দারিদ্র্য) ,বুঝতে পারা যাবে ধর্মবিশ্বাসী দেশগুলোর কি নাজেহাল অবস্থা ধর্ম করে রেখেছে। সেই লেখাতেই এই ব্যাখ্যাও পাওয়া সম্ভব ইমোরি'র অধ্যাপকের ধর্মভীরুতা, বা নীতিমান্যতা'র কারণটি কি।

ইসলামের বয়েস চৌদ্দশত বছর । আর ইসলামি টিভির বয়স ১০/১৫ বছর । তাই দেখা যাচ্ছে যে ইসলামি টিভি ছাড়া মানুষ ইসলাম বিশ্বাস করে আসছে ।

১০/১৫ বছরে এই চ্যানেলগুলো যে পরিমাণ অপজ্ঞান পরিবেশন করে ফেলেছে তাতেই সমস্যা। নিজের বিশ্বাস নিজে নিয়ে ঘরে বসে থাকলেও অত সমস্যা হত না। হাতে দা, ছুরি, চাপাতি নিয়ে জেহাদ করতে বেরিয়ে পড়াতেই আপত্তি। যারা নিজের বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে না রেখে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করে চলেছে তাদের সমালোচনা করলে পরেই আপনার নৈতিকতাবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাই না?এই লিঙ্কে দেখুন ইসলামের অনুসারীরা গত দশ বছরে ধর্মবিশ্বাসকে কতটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখেছে।

মনের ভার লাঘবের জন্য ভুয়া গল্পের আশ্রয় না নিয়ে আসল্ সত্যিটা জানানোই কি উচিত না? আর কতদিন এইসব ধাপ্পাবাজি চলতে দেয়া যায়?

11. 11

হৃদয়াকাশ

জুলাই ৫, ২০১১ সময়: ৮:০৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আচ্ছা, জাকির নায়েকের পিএইচডি কোন বিষয়ে কেউ বলতে পারেন ? শ্রদ্ধেয় আবুল কাশেমের এক লেখায় পড়েছিলাম মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের পিএইচডির বিষয় হচ্ছে **ইসলাম আবির্ভাবের পর আরবের মুরতাদগণের তত্ত্ব তালাশ।** জাকিরের বিষয়টাও সেরকম নাকি ?

12. 12

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৬, ২০১১ সময়: ৯:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@পাপিয়া চৌধুরী, @গোলাপ, @রাইট স্মাইল, @রৌরব, @যাযাবর, @হৃদয়াকাশ, @বাদল চৌধুরী

পাপিয়া চৌধুরী
আমাদের সকলেরই একটা শিশুকাল ছিল। সেই কালে যেখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করেছি। তারপর কৈশোর কালে যা করেছি, তা আজ হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু ঐ কালগুলোকে আমরা সমলোচনা করি না। কারণ কালগুলি সমালোচনার উর্ধে। সমাজ ও সভ্যতার উষা লগ্নের বিভিন্ন কালে ধর্মগুলির আবির্ভাব ঘটেছে, অর্থ্যাৎ সভ্যতার শিশু-কৈশোর কালে, তাই ধর্ম সমালোচনার উর্ধে। ইতিহাস থেকে জানি রোমের দাস প্রথা ভেঙ্গে ভ্যাটকানের যাজকতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই যাজকতন্ত্র থেকেই সামন্তবাদের জন্ম। ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল সামন্তবাদ। যাজকতন্ত্র তার নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সামন্তবাদ তাদের নিজ নিজ আধিপাত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কোন কোন সামন্তবাদ যাজকতন্ত্রের পক্ষে এবং অন্যেরা বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে ষষ্ঠদশ শতাব্দির শেষার্ধ থেকে ইউরোপে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যানদের মধ্যে একশত বছর ধরে ধর্ম যুদ্ধ চলে। ফলে সামন্তবাদ থে কে এক উদরপন্থী মধ্যবিত্তের জন্ম নেয়, যারা আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং ঘোষণা দেয় রাষ্ট্র ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবে না ও ধর্ম রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থ্যাৎ রাষ্ট্র হবে ধর্ম নিরাপেক্ষ। ইতিহাসের অগ্রগতি হয়েছে, দাসপ্রথা, যাজকতন্ত্র, সামন্তবাদ হয়ে সমাজ আধুনিক পুজিবাদ সমাজে এসে পৌছিছে। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের রকম ভেদ ঘটেছে , কিন্তু শোষণের অবসান ঘটেনি। পুজিবাদের শোষণের কারণে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে। ইতিহাসের আলোচ্য প্রেক্ষাপটে আপনি ধর্মকে দেখেন বিচ্ছিন্ন ভাবে, আর আমি দেখি সামগ্রিক ভাবে। আমার মন্তব্যগুলিকে আপনার পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছে, কারন আপনি ইতিহাস সচেতন নয়।
গোলাপ
রেসিডেন্সি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে আমি যা দেখেছি এবং ফেকাল্টির সাথে আলোচনায় যা বুঝেছি , তাই আমার লেখায় ব্যক্ত করেছি। বর্ণিত ফেকাল্টির ব্যক্তিরা বলেছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি যুক্তরাষ্ট্রে র দশটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি।
একজন প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরও ছিলেন, যিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। বর্ণিত ডাইরেক্টর মহিলা আধ্যাপক সাহেবকে পরিচিত করে বলেন, তিনি আলোচ্য প্রোগ্রামের মূল ব্যক্তি। ফেকাল্টি মেম্বারদের নাম থেকে প্রতিয়মান হয় যে তারা কেউই হিন্দু বা মুসলমান নন। গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ২/১ হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। আমার কাছে ইহুদী , হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ ছিল সামাজিক প্রথা। উপস্থিত সকলেই উক্ত ধর্ম বিশ্বাস থেকে আগত।
আপনার প্রদর্শিত পরিসংখ্যান দিয়ে পুজিবাদ পরিচালিত হয় না। পুজিবাদের জন্য প্রয়োজন পুজির , যা খৃষ্টান ও ইহুদীদের আছে, মেধা, যা হিন্দু(ভারত)এর আছে এবং সম্পদ ও শ্রম, যা মুসলমান প্রধান দেশগুলিতে আছে। তাই আমার কাছে ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।
কান টানলে মাথা আসে। তাই ইতিহাস পড়লে ধর্ম আসে। আবার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পড়লে ইতিহাস ও ধর্মকে বিশ্লেষণ করা যায়।
আপনার মন্তব্যের শেষ প্যারা থেকে উদ্ধৃত পরে বলছি, কোরাণে বর্ণিত অমুসলমানেরা ছিলেন

কুরাইশেরা। তাই কোরাণকে সপ্তম শতাব্দিতে রেখে দিয়ে , বর্তমান ঘটনাগুলি, বিশ্লেষণের আধুনিক টুলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করু ন।
বাদল চৌধুরী
আমেরিকা এটোম বোম মেরে হিরোসিমা ও নাগাসাকিকে ধ্বংসলীলায় পরিণত করেছিল। এই ধ্বংসলীলা কে করলো, বিজ্ঞান, এটম বোম বা মার্কিন সাধারণ মানুষ অথবা পুজিবাদী রাজনীতি ? বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা জীবনের অনিশ্চয়তা বুঝার আগে আমেরিকা কত লক্ষ শিশুকে ইরাকে হত্যা করেছে, তার পরিসংখ্যান বেড় করুন। তারপর বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করুন।
রৌরব, রাইট স্মাইল, যাযাবর, সীমন্ত ঈগল ও হৃদয়াকাশ
আশা করি উপরের বর্ণিত আমার মন্তব্যগুলি থেকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

রৌরব এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ৩:১২ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

সমাজ ও সভ্যতার উষা লগ্নের বিভিন্ন কালে ধর্মগুলির আবির্ভাব ঘটেছে, অর্থ্যাৎ সভ্যতার শিশু-কৈশোর কালে, তাই ধর্ম সমালোচনার উর্ধে।

অতএব দাসপ্রথা, সতীদাহ, বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষ, পুরুষতন্ত্র এবং এরিস্টোটলের এথিকস সমালোচনার ঊর্দ্ধে। চমৎকার।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ৮:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

পুজিবাদের জন্য প্রয়োজন পুজির , যা খৃষ্টান ও ইহুদীদের আছে, মেধা, যা হিন্দু(ভারত)এর আছে এবং সম্পদ ও শ্রম, যা মুসলমান প্রধান দেশগুলিতে আছে

আশা করি আপনি আপনার প্রশ্ন, “**এখন বলুন এই কাজটি তিনি কেন করলেন ?**” উত্তর পেয়ে গেছেন। পুজিবাদের প্রয়োজনের তাগিদ!

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ৯:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

কোরাণে বর্ণিত অমুসলমানেরা ছিলেন কুরাইশেরা

এটা আপনার ব্যক্তিমত, আমি তার সম্মান করি। কিন্তু ইসলাম তা স্বীকার করে না (3:19, 3:85, 4:14, 5:72, 5:73, 4:48, 4:56,)

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ১১:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

পাপিয়া চৌধুরী
আমাদের সকলেরই একটা শিশুকাল ছিল। সেই কালে যেখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করেছি। তারপর কৈশোর কালে যা করেছি, তা আজ হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু ঐ কালগুলোকে আমরা সমলোচনা করি না। কারণ কালগুলি সমালোচনার উর্ধে। সমাজ ও সভ্যতার উষা লগ্নের বিভিন্ন কালে ধর্মগুলির আবির্ভাব ঘটেছে, অর্থ্যাৎ সভ্যতার শিশু-কৈশোর কালে, তাই ধর্ম সমালোচনার উর্ধে।

কিসে কি উপমা দিলেন? শিশু বা কৈশোর কালের কার্যক্রমকে কেউ বয়সকালে অবশ্যই পালনিয় বলে দাবী করি না। আমরা ভাবি সেটা ঘটে চিন্তার অপরিপক্কতার জন্য। সেই কালে যেখানে সেখানে মল মুত্র ত্যাগকে কেউ যদি সবাইকে বয়সকালেও করতে বলে তাহলে হাসবেন না? ধর্ম যদি সভ্যতার "যেখানে সেখানের মল মূত্র" হয় তা হলে এসব অবশ্যই পরিত্যাজ্য। খামোকা গায়ে পিটে মল মূত্র মেখে থাকার বাধ্যবাধকতাকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখলেন?

বাদল চৌধুরী
আমেরিকা এটোম বোম মেরে হিরোসিমা ও নাগাসাকিকে ধ্বংসলীলায় পরিণত করেছিল। এই ধ্বংসলীলা কে করলো, বিজ্ঞান, এটম বোম বা মার্কিন সাধারণ মানুষ অথবা পুজিবাদী রাজনীতি ? বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা জীবনের অনিশ্চয়তা বুঝার আগে আমেরিকা কত লক্ষ শিশুকে ইরাকে হত্যা করেছে, তার পরিসংখ্যান বেড় করুন। তারপর বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করুন।

এসব কর্মকান্ড কি সমালোচনার উর্ধ্বে দাবী করবেন? এসব বিষয়ের সমালোচনাও মুক্তমনার করে। সবি সন্ত্রাস, নামটা শুধু ভিন্ন। ধর্মীয় সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সন্ত্রাস ইত্যাদি।

পাপিয়া চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১১ at ১০:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আমাদের সকলেরই একটা শিশুকাল ছিল। সেই কালে যেখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করেছি। তারপর কৈশোর কালে যা করেছি, তা আজ হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু ঐ কালগুলোকে আমরা সমলোচনা করি না। কারণ কালগুলি সমালোচনার উর্ধে। সমাজ ও সভ্যতার উষা লগ্নের বিভিন্ন কালে ধর্মগুলির আবির্ভাব ঘটেছে, অর্থ্যাৎ সভ্যতার শিশু-কৈশোর কালে, তাই ধর্ম সমালোচনার উর্ধে।

মানুষ একবার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শিশুকালের নির্বুদ্ধিতার কাজগুলো আর করে না। একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করলে আপনি তাকে সমালোচনা না করে ক্ষমা করে দেবেন ?
আরো ভেবে দেখুন সে যদি এই কাজ আপনার বাড়ির দরজায় এসে করে যায় ?
বর্তমান সভ্যতার যথেষ্ঠ বয়েস হয়েছে, আজকেও ধর্মের নামে অনাচার, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা তাকে মানায় না। এখন সময় হয়েছে ধর্মের মত অপচর্চা বন্ধ করা, সেটা সমালোচনা ছাড়া সম্ভব না। ধর্ম সভ্যতার একটি বদস্বভাব, সেটা ছাড়াতেই হবে। কোনো কিছুই সমালোচনার উর্ধে নয় , তবে সমালোচনা অবশ্যই যুক্তিসাপেক্ষ হতে হবে।
ইতিহাসের আলোচ্য প্রেক্ষাপটে আপনি ধর্মকে দেখেন বিচ্ছিন্ন ভাবে, আর আমি দেখি সামগ্রিক ভাবে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমিও ধর্মকে সার্বিক জানি, তবে তা হল সার্বিকভাবে ক্ষতিকর। মানব ইতিহাসে ধর্ম কখনো মঙ্গলময় ছিল না, ধর্মের সাথে সম্পর্ক শুধু ক্ষমতা আর অর্থের (আমার এক বন্ধুবরের উক্তি, আমার মতে ধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা)।

আমার মন্তব্যগুলিকে আপনার পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছে, কারন আপনি ইতিহাস সচেতন নয়।

আমি কতটুকু ইতিহাস সচেতন তার মূল্যায়ন আমি নিজে করছি না। তবে এটুকু শিওর আপনার মন্তব্যের প্রত্যুত্তর করার জন্য ইতিহাস বোঝার কোনো দরকার নেই। শত ইতিহাসের রেফারেন্স দিলেও আপনি কুযুক্তিরই অবতারণা করবেন। এই মন্তব্যটিতেই দেখুন না , ইতিহাস রেফার করার কোনো দরকার হয়েছে? আপনি সভ্যতার শৈশব বোঝানোর জন্য কোথা থেকে একটা
মল-মূত্র বিষয়ক সভ্য-ভব্য উদাহরণ নিয়ে এলেন। ইচ্ছা না থাকলেও ওটা নিয়েই আপনাকে পাল্টা উত্তরটা দিতে হল। এই রুচিজ্ঞানে ইতিহাস সচেতনতার কি দরকার বলেন?

বাকি যে উদাহরণ দিলেন তা মনে হল না আপনার ইতিহাস সচেতনতার ফসল। মনে হল **সভ্যতা, সমাজ** ও **ধর্ম** নামের ভাবসম্প্রসারণ, যেখানে ধর্মের আবশ্যকতার কোনো নির্ভরশীল যৌক্তিকতা নেই।

13. 13

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৭, ২০১১ সময়: ১:৪৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@আদিল মাহমুদ

দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী আস্তিক ও নাস্তিক হলো বিশ্বাস নামক দন্ডের দুই প্রান্ত । অর্থ্যাৎ আস্তিক হলো কম নাস্তিক এবং নাস্তিক হলো কম আস্তিক । উভয়ই বিশ্বাসীই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে তদপর । আমি আস্তিক বা নাস্তিক কোনটাই না । আমি ইসলাম, মুহাম্মদ ও কোরাণকে দেখি দ্বান্দিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোন থেকে, যা স্থান কাল ও পাত্র নির্ভর । ফলে আপনাদের সাথে আমার দ্বিমত হয়ে যায় ।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
জুলাই ৭, ২০১১ at ৭:০৬ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

এখানে যে প্রসংগের অবতারনা করা হয়েছে তার সাথে আপনার বিশ্বাস কি বা আস্তিক নাস্তিকের দর্শনের সরাসরি সম্পর্ক নেই। আপনাকে প্রায়ই দেখি প্রসংগ থেকে চট করে অনেক দূরে চলে যান , নানান তত্ত্ব কথা নিয়ে আসেন।

কোরানে বিজ্ঞান আবিষ্কার রোগের বিরুদ্ধে প্রফেসর আবদুস সালাম যে সতর্কবানী দিয়েছিলেন তা জানেন তো?

আস্তিক হলেই যে সবাইকে আবেগের বশে একেবারে অন্ধ হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

14. 14
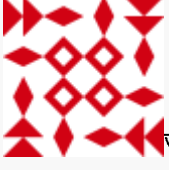
আল্লাচালাইনা

জুলাই ৭, ২০১১ সময়: ১:৫২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

মুছল্মানেরা একটি প্রস্তরযুগীয় মৃগীরোগী পিডোফাইলের ফাঁদা ভুতখেদানো দৈত্যিদানোর গল্পে ভ্রুনতত্ব খুঁজে পায় বলেই বোধহয় বিগত শত শত বছরে বিজ্ঞানে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান তারা রাখতে পারেনাই এবং পারবেও না আগামী হাজার হাজার বছরে।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:

জুলাই ৭, ২০১১ at ১:০৭ অপরাহ্ণ

@আল্লাচালাইনা,

একমত আপনার সাথে। আবিষ্কার করতে তো মগজ লাগে, গলাবাজি করে কি আর বিজ্ঞানে অবদান রাখা সম্ভব? আর তারা মিল যতটুকু খুঁজে পায় তাও গোজামিল।

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ৭, ২০১১ at ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

> বিগত শত শত বছরে বিজ্ঞানে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান তারা রাখতে পারেনাই

প্রাসঙ্গিক একটি ভিডিও 'ক্লিপ'ঃ

15. 15

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ৮, ২০১১ সময়: ১:০৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@আদিল মাহমুদ, @গোলাপ, @বাদল চৌধুরী ও @রৌরব

আদিল মাহমুদ
আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আস্তিক হলেই আবেগের বসে অন্ধ হতে হবে যেমন কোন কথা নাই , তেমনি নাস্তিক হলেই অন্ধ হয়ে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য নিয়ে আসতে হবে এমনও কোন কথা নাই । প্রফেসর সালাম তার ব্যক্তিগত মত দিয়েছেন । কারো ব্যক্তিগত মত শিরধার্য নয় । আস্তিক, নাস্তিক ও আবেগ প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় নয়, এগুলো দর্শনশাস্ত্রভুক্ত বিষয় । তাই প্রসঙ্গিক ভাবেই আপনাকে আস্তিক ও নাস্তিকের সংজ্ঞা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল । দুঃখের বিষয় নিজেকে মুক্তমনা ভাবলেও মনটা মুক্ত নয় বলে মনে হয় ।
গোলাপ
কোন ঘটনা বা বিষয় অথবা বস্তু এর অংশ, পূর্ণ ঘটনা, বিষয় ও বস্তুকে প্রতিনিধিত্ব করে না । আমার বক্তব্যের ২/১ বাক্য উদ্ধৃত করে আপনি যে মন্তব্য করেন, তা আমার পূর্ণ বক্তব্যকে বিকৃত করে । তাছাড়া রেফারেন্স সহ আপনার শেষ বক্তব্য ছিল "ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কুরাইশরা 'তাদের ধর্ম-রক্ষার' খাতিরে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যখন মুহাম্মদ তাদের 'পুজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য' এবং তাদের পুর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করে"। আপনার উক্ত বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলাম, কিন্তু এখন বলছেন এটা আমার ব্যক্তিগত মত । এমতাবস্থায় আপনাদের সাথে বেহুদা আলোচনা করে লাভ নাই ।
বাদল চৌধুরী
আপনি কচি খোকা নয় যে আপনাকে বলে দিতে হবে কোনটা সমালোচনার উর্ধে, আর কোনটা উর্ধে নয় । গত দুই বছরের প্রতিমাসে ইসলাম, মুহাম্মদ, কোরাণ ও মুসলমানদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ২/১টা লেখা মুক্তমনায় প্রকাশ হয়েছে । এমন কি সি আই এ কর্তৃক সৃষ্ট আল-কায়দা কর্তৃক টুইন টাওয়ার ধ্বংস এবং ৩-৪ হাজার মানুষ হত্যার দায়ও ইসলাম, কোরাণ, মুহাম্মদের শিক্ষা ও মুসলমানদের উপর চাপিয়ে প্রবন্ধ মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু ইরাকের ৪০ লক্ষ শিশু হত্যা ও সাধারণ পাঠানদের দুঃখ-কষ্ট এর কারণ, কেন প্যালেষ্টাইনীরা ৬০-৭০ বছর ধরে নিজ দেশে পরবাসী, তিউনেশিয়া, মিসর ও ইয়ামেনের সাধারন মানুষ যদি সংশ্লিষ্ট সরকারকে উৎখাত করতে পারে , তা হলে যুক্তরাষ্ট্র কেন গাদ্দাফিকে অপসরনের জন্য সাধারন মানুষের উপর বোমা হামলা করছে , এ ব্যাপারে মুক্তমনায় আজ পর্যিন্ত একটা প্রবন্ধও আমার চোখে পড়েনি । তাই দেখা যাচ্ছে যে মুক্তমনা দাবীদারদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইসলাম, মুহাম্মদ, কোরাণ ও মুসলমানদেরকে ব্যাশিং করা । আমি যে দেশগুলোর নাম উল্লেখ করলামসে সকল দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান । মুক্তমনা দাবীদারদের কাছে এই মুসলমানেরা হলো সন্ত্রাসী । তাই এই সন্ত্রাসী রা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি ।
রৌরব
ইসলাম, মুহাম্মদ, কোরাণ ও মুসলমান ব্যাশিং না করতে পারলে আপনার পেটের ভাত হজম হয় না ।

ইসলাম ও মুহাম্মদ সম্পর্কে ইতিহাসের বিশ্লেষণ শুনলে আপনার কাছে হাস্যকর মনে হয় । অতএব নিজেকে মুক্তমনা দাবী করে চোখ বন্ধ করে থাকুন ।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ৮, ২০১১ at ৯:১৬ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আপনি কচি খোকা নয় যে আপনাকে বলে দিতে হবে কোনটা সমালোচনার উর্ধে, আর কোনটা উর্ধে নয় ।

কচি খোকা মনে করে কি বড় খোকা সেজে ধর্মগ্রন্থ সমালোচনার উর্ধ্বে বলে গেলানোর চেষ্টা করেছিলেন?

আমি আগেও বলেছি, আপনার দাবী অনুযায়ীও ২/১টি লেখা ব্যতিত আর বাকি সব লেখা ভিবিন্ন প্রসংগের উপর। আমার দাবী ছিল কোন কিছু সমালোচনার উর্ধ্বে নয় , তার উপর আবার সংগতিহীন একটি বিষয়। আপনার পছন্দ মত সমালোচনা মুক্তমনায় আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। নীতিমালা মেনে আপনিও লিখতে পারেন আপনার পছন্দের বিষয় নিয়ে। তাছাড়া আপনার উল্লেখিত ব্যাপারে মুক্তমনায় যে লেখা হয় নি তা নয়। ব্লগের খুঁজ করুন অপশনে অনুসন্দধান করলে দেখবেন প্রবন্ধে, মন্তব্যে কতভাবে প্রতিবাদ/আলোচনা/সমালোচনা স্বরুপ ঘুরে -ফিরে কথাগুলো এসেছে। আপনার আবদার আর অভিমানগুলো বড় অদ্ভুত। লেখা পছন্দ হলে তো হল নয়তো যা তা বলছেন। হযরতরা মুক্তমনায় যেভাবে বলে আরকি। আরেকটা কথা বলি , আপনি ব্যক্তিগতভাবে মুক্তমনায় যে যে বিষয়ে লেখা আসা উচিত বলে মনে করেন সে সে বিষয়ে মুক্তমনে লিখে ফেলুন। তাহলে মুক্তমনাও সমৃদ্ধ হবে আর আপনার দেয়া অপবাদও গুছবো। কি বলেন , ভাল হবে না? খামোকা, এসব দাবী-দওয়া, আবদার (সমালোচনার উর্ধ্বে, এটা লিখছেন, ওটা লিখছেন না) করে কিছু একটা হতে হতে নিজেই করে ফেলা ভাল না?

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ৯, ২০১১ at ৮:২৪ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

আমি লিখেছিলামঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কুরাইশরা "তাদের ধর্ম-রক্ষার" খাতিরেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যখন মুহাম্মাদ তাদের "পুজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য' এবং তাদের পূব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেছিল। দেখুন এখানে।

আপনার জবাব ছিলঃ

আপনার মন্তব্যের শেষ প্যারা থেকে উদ্ধৃত পরে বলছি, **কোরাণে বর্ণিত** অমুসলমানেরা ছিলেন কুরাইশেরা

প্রত্যুত্তরে আমার জবাবঃ

এটা আপনার ব্যক্তিমত, আমি তার সম্মান করি। কিন্তু ইসলাম তা স্বীকার করে না (3:19, 3:85, 4:14, 5:72, 5:73, 4:48, 4:56,)

তার জবাবে আপনি লিখেছেন (পুরো বক্তব্য)ঃ

তাছাড়া রেফারেন্স সহ আপনার শেষ বক্তব্য ছিল "ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কুরাইশরা 'তাদের ধর্ম-রক্ষার' খাতিরে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যখন মুহাম্মদ তাদের 'পুজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য' এবং তাদের পুর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করে"। আপনার উক্ত বক্তব্যের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলাম, কিন্তু এখন বলছেন এটা আমার ব্যক্তিগত মত । এমতাবস্থায় আপনাদের সাথে বেহুদা আলোচনা করে লাভ নাই ।

তার মানে আপনি আমার রেফারেন্স দেয়া 'লিঙ্কটি ('দেখুন এখানে') ' পড়েনই নাই, না পড়েই জবাব লিখেছেন। ওখানে কোন কুরা নের আলোচনা ছিল না। ছিল "সীরাত (মুহাম্মাদের জীবন)" আলোচনা।

এমতাবস্থায় আপনাদের সাথে বেহুদা আলোচনা করে লাভ নাই

আপনি ঠিকই বলেছেন। মহি উদ্দিন সাহেব, আমারা মানুষের "ধর্ম অনুভুতি সম্পুর্ন" স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। উপযুক্ত রেফারেন্স (কুরান -হাদিস/সীরাত) ছাড়া ব্যক্তিগত মতামত 'ব্যক্তি পর্যায়ে' রাখাই শ্রেয়। আপনার রেফারেন্সহীন মন্তব্য **কুরানে বর্নিত অমুসলমানেরা ছিলেন কুরাইশেরা** ' যে সত্য নয় তা কুরানের রেফারেন্স দিয়েই জানিয়েছি। আরো স্পষ্ঠ রেফারেন্স দেখুন ভার্স ৭:১৫৮
বহু পাঠক আমাদের মন্তব্য পড়ছেন। তারাই আমাদের এ আলোচনার উত্তম 'বিচারক'।

ভাল থাকুন।

16. 16

আ হা মহিউদ্দীন

জুলাই ১০, ২০১১ সময়: ২:২০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@পাপিয়া চৌধুরী, @গোলাপ ও @বাদল চৌধুরী

পাপিয়া চৌধুরী
শিশুর মলমুত্র ত্যাগের উদহারণ আপনার কাছে অসম্মানজনক মনে হয়েছে। কিন্তু শিশু হলো পবিত্র, অন্যের দরজায় মলমুত্র ত্যাগের ক্ষমতা সে রাখে না। তাছাড়া তার কোন বুদ্ধিও থাকে না। ধর্ম এরকমই একটি বুদ্ধিহীন পবিত্র শিশু, যে অন্যের দরজায় মলমুত্র ত্যাগের, অর্থ্যাৎ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তবে অন্যে যদি ঐ শিশু, অর্থ্যাৎ ধর্মের নাম নিয়ে কারও ক্ষতি করে, তার জন্য ত শিশু, অর্থ্যাৎ ধর্ম দায়ী হতে পারে না। তাই বলছিলাম ধর্ম সমালোচনার উর্ধে।
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ধর্মকে আপনার সার্বিকভাবে ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে। তাহলে World History, Civilization from Its Beginning, page 100 এর নিম্নে উদ্ধৃত অংশটুকু পড়ুন।
So Arabia's two halves lacked unity. And in each half the people were divided, in the North as separate and often warring nomad tribes, in the South as the scattered inhabitants of an ancient kingdom.
Into this divided land burst a new force: a religious message destined to reshape the lives of Arabs everywhere. The man who brought this message was a preacher called Mohammed.
এই ইতিহাসের কথাই আমি আপনাকে বলেছি, যা আপনার কাছে সভ্যতা, সমাজ ও ধর্মের ভাবসম্প্রসারন বলে মনে হয়েছে। যাক আপনার ইতিহাসের জ্ঞান নিয়ে আপনি থাকুন।
গোলাপ
আধুনিক মানুষ হিসাবে আমি সাধারনত কোরান ও তার আয়ত নিয়ে আলোচনা করি না। কারন এর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট হলো সপ্তম শতাব্দি। ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম হলো একেশ্বরবাদী ধর্ম। কিন্তু কুরাইশেরা ছিল বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আপনার উল্লেখিত আয়াত , যথা; ৩-১৯, ৩-৮৫, ৪-১৪, ৪-৪৮, ৪-৫৬ তে আছে একেশ্বরবাদের গুণকির্তন এবং বিশ্বাস না করলে তার শাস্তি। বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী কোরাইশেরা ছিল মুহাম্মদের শত্রু। শত্রুকে দোজকের ভয় দেখিয়ে একেশ্বরবাদে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বর্ণিত আয়াতের আবির্ভাব। আয়াত ৫-৭২, ৫-৭৩ এবং ৭-১৫৮ তে একেশ্বরবাদী ইসরাইলের বংশধরদেরকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তোমাদের কাছে মরিয়মের পুত্রকে রসুল করে প্রেরন করা হয়েছিল, কিন্তু ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তাকে হত্যা করেছ এবং খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যারা তাকে

আল্লাহর পুত্র হিসাবে গণ্য করছে তারা আল্লাহর শাস্তি ভোগ করবে ।তাই দেখা যাচ্ছে ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামের মধ্যে মুহাম্মদ কোন পার্থক্য নিরূপন করেন নাই । এদের মধ্যে কারও কারও আল্লাহর ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে । তাই কুরাইশেরা হলো মুহাম্মদের কাছে একমাত্র অমুসলমান , যা আমি উল্লেখ করেছি ।

আপনার দেয় রেফারেন্সে বর্ণিত মুহাম্মদে র জীবন আমি পড়ে ছিলাম । কিন্ত আমি মুহাম্মদের জীবনীর চেয়ে তার কর্মকান্ড, যা ইতিহাসে বর্ণিত, তে উৎসাহিত বেশি । তাই বারবার ইতিহাসের কাছে যাই ।

বাদল চৌধুরী

মুক্তমনায় প্রকাশিত ইসলাম, মুহাম্মদ, কোরান ও মুসলমান ব্যাশিং সংক্রান্ত লেখা , যার অনেকগুলিতে আমি প্রতিবাদ করেছি, এর সংখ্যা আর আপনার দেখা সংখ্যার পার্থক্য অনেক । ধর্ম কেন সমালোচনার উর্ধ্বে তার ব্যাখ্যা আমি পাপিয়া চৌধুরীর মন্তব্যের প্রতি উত্তরে দিয়েছি । গ্রহন করা বা না করা আপনার দায়ীত্ব ।

মুক্তমনা আমার কথায় চলে না । আমাকে মুক্তমনার ইচ্ছা মত চলতে হয় । অন্যথায় আমা র মন্তব্য প্রকাশিত হয় না । মুক্ত মনায় আমি বহু গালাগালি শুনেছি । কিন্ত মুক্তমনার সেন্সারশীপ বাধা হয়ে দাড়ায়নি । তবে আমার প্রত্যেকটি লেখাকে সেন্সারশীপ অতিক্রম করতে হয় ।

*গোলাপ*এর জবাব:

জুলাই ১০, ২০১১ at ৯:২৩ পূর্বাহ্ণ

@আ হা মহিউদ্দীন,

তাই কুরাইশেরা হলো মুহাম্মদের কাছে **একমাত্র অমুসলমান**

অন্য কথায় আপনার মতে '**শুধু কুরাইশরা ছাড়া**' বাকি সবাই মুসলমান। আপনার এ মন্তব্যের সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স দিতে পারেন কি?

ইসলামিক পরিভাষায় 'ইহুদী, খৃষ্টানদেরকে বলা হয় "আহলে কিতাব"।

তারা তখুনি মুসলমান মর্যাদা পাবে যদি তারা সবজান্তা মুহাম্মাদকে (**মুহাম্মাদের দাবী** তারা তাদের গ্রন্থ বিকৃত করেছে -মুহাম্মদের আল্লাহ তাকে তা জানিয়েছে) নবী হিসাবে মেনে নিয়ে তার কথামত চলবে। "বিচার মানি তবে তাল গাছ আমার" জাতীয় স্ট্যাটেজী (দেখুন এখানে)। মক্কা বিজয়ের পর এই "আহলে কিতাবরা" পেয়েছিল "ধিমিণী" প্রতীক।

*গোলাপ*এর জবাব:

জুলাই ১০, ২০১১ at ৯:৩৫ পূর্বাহ্ণ

(দেখুন এখানে) লিঙ্কটা কাজ করছে কিনা নিশ্চিত নই। আবার যোগ করছি।

বাদল চৌধুরী এর জবাব:
জুলাই ১০, ২০১১ at ১০:৪২ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

তবে অন্যে যদি ঐ শিশু, অর্থ্যাৎ ধর্মের নাম নিয়ে কারও ক্ষতি করে, তার জন্য ত শিশু, অর্থ্যাৎ ধর্ম দায়ী হতে পারে না । তাই বলছিলাম ধর্ম সমালোচনার উর্ধে ।

ধর্ম কেন সমালোচনার উর্ধ্বে তার ব্যাখ্যা আমি পাপিয়া চৌধুরীর মন্তব্যের প্রতি উত্তরে দিয়েছি । গ্রহন করা বা না করা আপনার দায়ীত্ব ।

শিশুসুভ/সংগতিহীন কাজকে যারা সর্বযুগে প্রজোয্য বলছে, তাদের দাবীর বিপরিতে ধর্মগ্রন্থকে রেফার করে আলোচনায় আনতে হচ্ছে। সেটাকে আলোচনা সমালোচনা যাই বলেন সেটাও আপনার বিষয়।

মন্তব্যে বাকি অংশের জন্য বলছি, আপাতত মুল বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতার বাইরে যেতে চাচ্ছি না ।

17. 17

আ হা মহিউদ্দীন
জুলাই ১২, ২০১১ সময়: ১:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@গোলাপ ও @বাদল চৌধুরী

গোলাপ
আমি আগেই উল্লেখ করেছি আধুনিক মানুষ হিসাবে সপ্তম শতাব্দির কোরাণ ও তার আয়ত নিয়ে আলোচনা করতে পুস্তত নই । তারপরেও আমাকে বাধ্য করেছেন আয়তগুলি পড়তে । কোরান স্বীকার করে তোরাহ ও বাইবেল আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত । কারন তোরাহ , বাইবেল ও কোরাণ অনুসারিরা একেশ্বরবাদী । এরা পৌত্তলিক নয় । তাই আধুনিক ইতিহাস এদেরকে সমগোত্রে ফেলে । একমাত্র কুরাইশেরাই বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী পৌত্তলিক । যেহেতু তারা ইহুদী , খৃষ্টান নয় এবং মুসলমানও নয় । ঐ আয়তগুলিতে এই বক্তব্যই উচ্চারিত হয়েছে ।

আমি আধুনিক ইতিহাসে আস্থাবান, ইসলামিক পরিভাষায় নয়। এই বিষয় এটাই আমার শেষ পোষ্টিং।
বাদল চৌধুরী
আমি বলেছিলাম যা সাধারন মানুষের অনুভুতিকে আঘাত করে তার সমালোচনা করা উচিত নয়। এখন যদি আপনার উচিত মনে হয়, তা হলে সমালোচনা করেন। তবে এবিষয় এটাই আমার শেষ পোষ্টিং। এইখানেই আলোচ্য আলোচনার ইতি টানলাম।

গোলাপ এর জবাব:
জুলাই ১২, ২০১১ at ৮:২২ পূর্বাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,
আমি আপনার মন্তব্য, "তাই কুরাইশেরা হলো মুহাম্মদের কাছে **একমাত্র অমুসলমান**" এর সপক্ষে রেফারেন্স চেয়েছিলাম। তা না দিয়ে আবারো উল্টো-পাল্টা মন্তব্য করেছেন।
ইসলামের মুল শিক্ষা হলো পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দুই ভাগে বিভক্তঃ

১) মুসলমান = যে মুহাম্মদের (ও তার কল্পিত আল্লাহর) বশ্যতা স্বীকার করে তার কথামত চলে। তা সে পৌত্তলিক, ইহুদী-খৃষ্টান যেখান থেকেই আসুক না কেন। এরাই **একামাত্র "সৎ পথ প্রাপ্ত এবং আল্লাহর আশীর্বাদ পুষ্ঠ।**
২) অ-মুসলমান = যে মুহাম্মদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। **বিপথগামী, অভিশপ্ত, আল্লাহর লানত প্রাপ্ত -ঘৃনিত।।** এরা ছিলেন,
ক) একেশ্বরবাদী - হানিফ সম্প্রদায়, ইহুদী -খৃষ্টান (আহলে কিতাব), । জরাষ্ট্রুয়ান (Zoroaster)
খ) বহু-ইশ্ব্ররবাদী - মক্কার পৌত্তলিকরা, ভারতের হিন্দু।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জুলাই ১২, ২০১১ at ৬:৩৪ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,
ধর্মগ্রন্থগুলো কি অমানবিক নয়, অবৈজ্ঞানিক নয়,অসত্য নয়? তবে কেন ধর্মের সমালোচনা করা যাবেনা? ধর্ম থেকে যারা বেরিয়ে এসেছেন আমার জানা মতে তাদের প্রায় সকলেই ধর্মগ্রন্থ পড়েই ধর্মের বর্বরতা ও আজগবিতা দেখেই আর ধর্মে থাকা সমীচীন মনে করেননি। বেশির ভগ ধার্মিক মানুষই ধর্মগ্রন্থ তাদের নিজ ভাষায় পড়ে দেখেননি , তাই যারা পড়েছেন তাদের কি উচিত নয় ধর্মের বর্বরতাগুলো সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া? মুক্তমনাতে ধর্ম নিয়ে যখন কোন লেখা আসে তাতে ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স থাকে, নিজের বানানো কোন কিছুতো থাকেনা। যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা -সমালোচনা,

তর্ক-বিতর্ক হতে পারে সুষ্ঠুভাবে। কোন কিছুই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। আপনি ধর্মকে সমর্থন করতে চাইলে এর পক্ষের অথবা ভাল দিকগুলো ধর্মগ্রন্থের আলোকে আলোচনায় উপস্থাপন করতে পারেন।

আ হা মহিউদ্দীন এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১১ at ৮:০০ পূর্বাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,
"ধর্মগ্রন্থ পড়েই ধর্মের বর্বরতা ও আজগবিতা দেখেই আর ধর্মে থাকা সমীচীন মনে করেননি"।আপনি শিক্ষিত মহিলা তাই হয়ত সমীচীন মনে করেন নাই । কিন্তু যারা আপনার মত শিক্ষিত নয় এবং কোন দিন কোরাণও পড়ে নাই তারা কিন্তু ধর্মে থাকতে চায় এবং তারা ধর্মের সমালোচনাও পছন্দ করে না । আপনি একজন প্রগতিশীল মানুষ রাজনীতি করেন না এবং সাধারন অশিক্ষিত মানুষের , এমন কি শিক্ষিত মানুষের সাথে কোন যোগাযোগ নাই , অর্থ্যাৎ মাঠের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন । বাস করেন ইন্টারনেটে, তাই ধর্মের উলঙ্গ সমালোচনা করতে চান । যেমন মাঠে বসবাসরত তসলিমা নাসরিন ও হুমায়ন আজাদ করিতে গিয়া, তাদের পরিনতির কথা চিন্তা করুন ।
যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠানে , যেখানে হাজারের উপর বাঙালি নর-নারীর সমাগম হয়, তসলিমা নাসরিন আসলে সকল ধর্মের মহিলারা উসখুস করেন ।
আপনি যে বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করলেন, তা নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে এসে পাবলিকলি বলুন, দেখবেন কিল একটাও মাটিতে পড়বেনা । যারা আপনাকে কিলাবে, তারা কেউই মৌলবাদী নয়, সকলেই আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ ।
এই জ্যাকশন হাইটেই আমরা প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি । নারীর স্বাধীনতা, পিতৃ সম্পত্তির সম অধীকার, মৌলবাদের সমালোচনা, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণ এর কথা বলি , মানুষ সমর্থন করে । তারপরও ধর্ম রাষ্ট্রএর ঘাড়ে চেপে বসে । আর আপনি কিনা চাচ্ছেন ইন্টারনেটে ধর্ম ব্যাশিং করে মানুষের মন থেকে ধর্ম মুছে দিবেন । যাক আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন দিতে থাকেন ।

তামান্না ঝুমু এর জবাব:
জুলাই ১৩, ২০১১ at ১১:৩১ অপরাহ্ণ
@আ হা মহিউদ্দীন,

কিন্তু যারা আপনার মত শিক্ষিত নয় এবং কোন দিন কোরাণও পড়ে নাই তারা কিন্তু ধর্মে থাকতে চায় এবং তারা ধর্মের সমালোচনাও পছন্দ করেনা

আমার পরিচিত বেশ কয়েকজনকে আমি বছরের পর বছর ধ'রে ক্রমাগত অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি কোরানের অনুবাদ পড়ার জন্য। কিন্তু তারা কেউ আজ পর্যন্ত তা করেনি। কোরানের কোন কোন সুরায় , কোন কোন আয়াতে অমানবিকতা আছে, নৃশংসতা আছে, বিজ্ঞানের সাথে সংঘাত আছে, আজগবিতা আছে তা তো কারো পক্ষে জনে জনে ব'লে বেড়ানো সম্ভব নয়। যতোটা লিখে সম্ভব। তাই লেখাতে আয়াত ও সুরা নাম্বার দেয়া থাকলে পাঠক অন্তত তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে হলেও কমপক্ষে কোরানের সেই অংশটুকু পড়ে দেখবে। ধর্মগ্রন্থ না পরলে ধর্মে কী আছে তা কখনো জানা সম্ভব না তাই তারা ধর্মের সমালোচনা পছন্দ করেনা। যারা ধর্মের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তাদের কী উচিত নয় যারা ধর্মে আছে তাদেরকে ধর্মের অন্ধকারগুলো দেখিয়ে দেয়া?

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মৌলবাদীরা হত্যা করে চলেছে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল মুক্তমনের মানুষকে। তাই বলে প্রগতিশীলতা থেমে থাকেনি, মানুষের কলম থেমে যায়নি।

আপনি যে বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করলেন, তা নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে এসে পাবলিকলি বলুন, দেখবেন কিল একটাও মাটিতে পড়বেনা । যারা আপনাকে কিলাবে, তারা কেউই মৌলবাদী নয়, সকলেই আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ ।

সত্য বলার অপরাধে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের যত বড় ডিগ্রীই থাকুকনা কেন তারা অবশ্যই মৌলবাদী। কারো মতামত বা বক্তব্যের বিপরীতে যদি অন্য কারো কিছু বলার থাকে তাহলে সে বিষয়ে তাদের পাল্টা যুক্তি ও মতামত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা উচিত , মারামারি ক'রে নয়।

এই জ্যাকশন হাইটেই আমরা প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি । নারীর স্বাধীনতা, পিতৃ সম্পত্তির সম অধীকার, মৌলবাদের সমালোচনা, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণ এর কথা বলি , মানুষ সমর্থন করে । তারপরও ধর্ম রাষ্ট্রএর ঘাড়ে চেপে বসে ।

নারীর স্বাধীনতা, পিতৃসম্পত্তিতে নারীর সম অধিকার, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণ এগুলো কী ইসলাম বিরোধীতা নয়? একদিকে ধর্মের পক্ষে বলা অন্যদিকে ধর্মের বিপক্ষে বলা স্ববিরোধীতা নয় কী?

গোলাপ এর জবাব:

জুলাই ১৪, ২০১১ at ৯:১১ পূর্বাহ্ণ

সেই প্রাচীনকাল থেকেই মৌলবাদীরা হত্যা করে চলেছে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল মুক্তমনের মানুষকে। তাই বলে প্রগতিশীলতা থেমে থাকেনি , মানুষের কলম থেমে যায়নি

যতার্থ মন্তব্য। খুব অল্প লোকই দেখাতে পারে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও 'সত্য' প্রকাশের সৎসাহস।

সত্য বলার অপরাধে যারা মানূষকে আঘাত করে তাদের যত বড় ডিগ্রীই থাকুকনা কেন তারা অবশ্যই মৌলবাদী।

“**মডারেট ইসলাম**” বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ইসলামে নাই। মুহাম্মাদের ইসলামই একমাত্র ইসলাম।তথাকথিত ‘মডারেট মুসলমানেরাও” ইসলামের শিক্ষায় কতটা ভয়াবহ ও “বর্বর” হতে পারে তার প্রানবন্ত উদাহরন মহিউদ্দিন সাহেবের যতার্থ মন্তব্যঃ

আপনি যে বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করলেন, তা নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটে এসে পাবলিকলি বলুন, দেখবেন কিল একটাও মাটিতে পড়বেনা । যারা আপনাকে কিলাবে, তারা কেউই মৌলবাদী নয়, সকলেই আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ।

আজ ১৪০০ বছর পরেও মানুষ ইসলামী শিক্ষার বিপরীত যে কোন মন্তব্য প্রাকাশ্যে করলে “মৃত্যু ভয়ে” ভীত হতে হয়। সহজেই অনুমান করা যায় , মুহাম্মাদের জীবদ্দশায় ‘তার এবং তার ইসলামের সমালোচনাকারীর’ কি পরিনতি হয়েছিল। অল্প কিছু উদাহরনঃ

Quran (3:151) - “Soon shall We cast terror into the hearts of the Unbelievers-
Quran (8:12) - “I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them -
Quran (9:5) - “So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then **if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them.”**
Quran (9:29) - “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jzya with willing submission, and feel themselves subdued.”
Bukhari (vol 4, bk 52, no 220) – Allah’s Apostle said... ‘I have been made victorious with terror’
মক্কা বিজয়ের পর পৌত্তলিকদের “মৃত্যু” এবং “মুসলামনিত্ত বরন” এদুটির একটি বেছে নিতে বলেছিলেন (৯:৫)। আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টান) এর জন্য “”মৃত্যু”, “মুসলামনিত্ত বরন” অথবা “বশীভুত-অপমানিত অবস্হায় জিযিয়া প্রদান” (৯:29) - এ তিনটির যে কোন একটি বেছে নেয়ার সূযোগ দিয়েছিলেন আমাদের “দয়াল নবী”।
ইসলামে বর্বরতা আজকের ‘জংগী বাদী বা তথাকথিত মডারেট” মুসলমানদের আবিষ্কার নয়। এটা মুহাম্মাদের শিক্ষা। এটাই ছিল তার দশ বছেরের মদীনা জীবনে হাজার হাজার মানুষকে “ইসলামের

পদতলে” দিক্ষিত করার “মূল চাবি-কাঠী”। সীরাতে (মুহাম্মাদের জীবনী-গ্রন্থ) তার vivid বর্ননা দেয়া আছে।

আ হা মহিউদ্দীন এর জবাব:
জুলাই ১৪, ২০১১ at ৭:৫৮ অপরাহ্ণ
@তামান্না ঝুমু,

বাম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোসহ বাংলাদেশের মহিলা সমিতি মাঠের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্ম-কৌশল গ্রহন করে । উক্ত কর্ম কৌশল মাঠের অভিজ্ঞতাহীন আপনার মত মানুষের কাছে স্ববিরোধীতা মনে হওয়াটাই স্বাবাভিক । কারন আপনার জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞান প্রয়োগ কৌশল জানা নাই । আপনার আরও জানা নাই যে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষসহ শিক্ষিত মানুষের ইসলামে বিশ্বাস কোরান পড়ে হয়নি এবং বিশ্বাস স্থাপনের জন্য ধর্মগ্রন্থ পড়তে হয় না ।
ধর্মগ্রন্থগুলো হলো বিভিন্ন কালের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানব জ্ঞানের সমাহার, ফলে সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের অঙ্গ । তাই নৃ-বিজ্ঞান অনুযায়ী ধর্ম হলো বংশপরাম্পরায় অর্জিত মানব সাফল্যের গর্বিত উৎসব । কিন্তু আপনার কাছে ধর্ম হলো অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক ও অসত্য । কারন বিষয়টি আপনি দেখেন বিচ্ছিন্নভাবে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে । কিন্তু আমার মতো বাম প্রগতিশীলেরা ধর্মকে দেখে সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের ভিত হিসাবে এবং প্রেক্ষাপটে । ফলে আমাদের কাছে ধর্ম হয়ে যায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস ।
আপনারা মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে মৌলবাদীদের মত করেন আক্রমন , আমরা মানুষের ব্যতিগত বিশ্বাসকে করি শ্রদ্ধা । এইখানেই মৌলবাদ ও আপনাদের মধ্যে আমাদের পার্থক্য ।
যাক, আপনি আপনার জ্ঞান নিয়ে ধর্মকে আক্রমন করতে থাকুন । কারন আপনারা শিশু নয় যে জ্ঞান দেয়া যাবে । তা ছাড়া আমি বিতর্কে বিশ্বাস করি না । তাই আলোচনার ইতি টানলাম ।

18. 18

shahin
জুলাই ১২, ২০১১ সময়: ২:২২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

চমৎকার

19. 19

বাদল চৌধুরী

জুলাই ১২, ২০১১ সময়: ৩:০৫ অপরাহ্ণলিঙ্ক

@আ হা মহিউদ্দীন,

মানুষের অনুভূতির সীমা অনেকটা বিস্তর। ধর্মানুভূতি , প্রেমানুভুতি, সুখানুভূতি ইত্যাদি অনুভূতি যেমন মানুষ ধারণ করে তেমনি এসবের বিপরীত অনুভূতিও অনুভূত হয়। ধর্মানুভুতির প্রচার করতে গেলে অধর্মানুভুতিতে আক্ষরিক অর্থে আঘাত আসতে পারে। তাহলে কি আমরা কারো অনুভুতির নিরাপত্তা দিতে পারি? আলোচনা-সমালোচনা নিষিদ্ধ করে অনুভুতি নিরাপদ রাখার দোহাই দেয়া কতটুকু উচিত ? কথা হচ্ছে যেটা আলোচনার অধিকার রাখে সেটাকে সমালোচনার পথও খোলা রাখা উচিত। যুগ যুগ ধরে লালিত অনুভূতি কয়েকটি সমালোচনায় আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে সত্যি সেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে এই আর কি।

আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=4041

কোরআনের যত কন্ট্রাডিকশনসমূহের সংকলন (সকলের অংশগ্রহণ কাম্য)

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪১৬ (ডিসেম্বর ২১, ২০০৯)

লিখেছেন: নাস্তিকের ধর্মকথা

ভূমিকা:

এই পোস্ট আসলে সামুরুগে সাহোশি৬ এর পরামর্শে ও অনুরোধে লেখা। তবে আমি মনে করি, কোরআনের মত একটি বিশাল সাইজের গ্রন্থের যাবতীয় কন্ট্রাডিকশন আমার একার পক্ষে একটি পোস্টে নিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব। তাই আমি কাজটি শুরু করে দিচ্ছি, আশা করবো- সকলে মিলে এই কাজটিকে এগিয়ে নিবেন।

কন্ট্রাডিকশন সমূহ:

এই সংকলনটিকে ফলপ্রসু ও কার্যকর করার জন্য কোরআনের কন্ট্রাডিকশন সমূহকে বেশ কিছু ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। প্রতি ক্যাটাগরিতেই আমি কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি , আশা করবো- আপনারা একে আরো অধিক সমৃদ্ধ করবেন। প্রত্যেকেই কোরআনের আয়াত দেয়ার সাথে সাথে (অবশ্যই বাংলায় দিবেন) সুরা ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করবেন এবং সেটা কোন ক্যাটাগরি/ সাব ক্যাটাগরিতে পড়ে- সেটাও উল্লেখ করবেন। আমার উল্লেখিত ক্যাটাগরির বাইরেও নতুন ক্যাটাগরি/সাব ক্যাটাগরি পেলে - সেটাও উল্লেখ করবেন। অংশগ্রহণের জন্য সকলকে অগ্রিম ধন্যবাদ। এবারে একে একে ক্যাটাগরি ওয়াইজ কন্ট্রাডিকশনগুলো তুলে ধরছি:

কন্ট্রাডিকশন ১: কোন এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের বৈপরীত্য।

১। সুরা ৪১:৯, ১০, ১১, ১২

"বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু 'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন , তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ , অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"

==>> এই আয়াতসমূহ অনুযায়ী দেখা যায়- দুদিনে আকাশ সৃষ্টির আগে পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি হয়েছে চারদিনে।

সুরা ৭৯: ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩
"তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন , পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। "
==>> এখানে আবার দেখা যায়- পৃথবীকে আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে ও পর্বতাদি সৃষ্টি করা হয়েছে।
২। ...

কন্ট্রাডিকশন ২: কোন এক আয়াতের নির্দেশনা, উপদেশ .. প্রভৃতির প্রতিফলন কোরআনের অন্যত্র না মেলা

১। সুরা ১০৯:৬
"লাকুম দিনুকুম ওয়ালিইয়াদিন"- "যার যার ধর্ম তার তার কাছে"
এর সাথে-
২:১৯১
"আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে৷ বস্তুত: ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ৷ আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে৷ অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে৷ তাহলে তাদেরকে হত্যা কর৷ এই হল কাফেরদের শাস্তি।" এবং এমন অসংখ্যা আয়াত।
২। ...

কন্ট্রাডিকশন ৩: ভাষা/ব্যকরণগত ভুল

১। সুরা ৫:৬৯-
"নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না"।
এটা বুঝতে হলে- সুরা ৫:৬৯, সুরা ২:৬৭ এবং ২২:১৭ এর প্রথম লাইন পাশাপাশি দেখা দরকার:
৫:৬৯
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ
২:৬৭
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
২২:১৭
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
৫:৬৯ এর الصَّابِؤُونَ আসলে Nominative case এবং ২:৬৭ ও ২২:১৭ এর الصَّابِئِي হচ্ছে Accusative case (উদাহরণ: Whom, him, her, me, them, us are the accusative forms of who, he, she, I, they, and we respectively)। যারা ইহুদী, ছাবেয়ী, খৃস্টান- এখানে যারা বা who (إِنَّ) হচ্ছে Nominative case, এর পরে বসবে Accusative case, অর্থাৎ সাবেঈন বসবে (যা সুরা ২:৬৭ ও

২২:৬৭ এ বসেছে), Nominative case অর্থাৎ সাবেঊন (যা ৫:৬৯ এ বসেছে) বসালে সেটা হবে ব্যকরণগত ভুল।
২। ....

কন্ট্রাডিকশন ৪: বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণিত
(এটার ভুরি ভুরি নজির আছে)
১। ৫১:৪৯
"আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি , যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।"
==>> ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, এ্যামিবা সব কিছু কি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে ?
২। সুরা আল-কাহফঃ
আয়াত ৮৬: পরে যখন তিনি সূর্য অস্ত যাবার স্থানে পৌঁছলেন , তিনি এটিকে দেখতে পেলেন কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে, আর তার কাছে পেলেন এক অধিবাসী। আমরা বললাম- "হে যুলক্বারনাইন, তোমরা শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার"।
আয়াত ৯০: পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার জায়গায় পৌঁছলে ন তখন তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোন আবরণ বানাই নি
==>>> সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের স্থান নাকি যথাক্রমে সর্ব পশ্চিম ও সর্ব পূর্বে!!
৩। সুরা ইয়াসীনঃ
৩৮: আর সূর্য তার গন্তব্য পথে (resting place) বিচরণ করে। এটিই মহাশক্তিশালী সর্বাজ্ঞতার বিধান।
৩৯: আর চন্দ্রের বেলা- আমরা এর জন্য বিধান করেছি বিভিন্ন অবস্থান, শেষ পর্যন্ত তা পুরনো শুকনো খেজুরবৃন্তের ন্যায় হয়ে যাবে।
৪০: সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার , রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবকটিই কক্ষপথে ভাসছে।
৪। সুরা আম্বিয়াঃ
আয়াত ৩১: আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি , পাছে তাদের সঙ্গে এটি আন্দোলিত হয়; আর ওতে আমরা বানিয়েছি চওড়া পথঘাট যেন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।
আয়াত ৩২: আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ থাকে।
৫। সুরা আল হিজরঃ
আয়াত ১৯: আর পৃথিবী- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে।
৬। সুরা আন নাবাঃ
আয়াত ৬: আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো বিছানো রূপে বানাইনি ?
আয়াত ৭: আর পাহাড় পর্বতকে খুঁটি রূপে?
৭। সুরা আল বাক্বারাহঃ
আয়াত ২২: যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ফরাশ (couch) বানিয়েছেন, আর আকাশকে চাঁদোয়া (canopy).....

৮। সুরা লুকমানঃ
আয়াত ১০: তিনি মহাকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন কোন খুঁটি ছাড়াই ,- তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ; আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা পাছে এটি তোমাদে র নিয়ে ঢলে পড়ে....
==>> সূর্য কিন্তু রাতের সময় বিশ্রাম নিতে যায়!! সূর্য ও চাঁদ উভয়েই কক্ষপথে গতিশীল , কিন্তু পৃথিবী এতটুকু যাতে নড়চড় করতে না পারে - তার জন্য পেরেক রূপী পাহাড়-পর্বত।
৯। সুরা ২৩:১৩,১৪
"তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে। তারপর শুক্রকীটকে বানাই একটি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে বানাই একতাল মাংসের তাল, তারপরে মাংসের তালে আমরা সৃষ্টি করি হাড়গোড়, তারপর হাড়গোড়কে ঢেকে দেই মাংসপেশী দিয়ে, তারপরে আমরা তাকে সৃষ্টি করি অন্য এক সৃষ্টিতে। সেইজন্য আল্লাহরই অপার মহিমা , কত শ্রেষ্ঠ এই স্রষ্টা।"
==>> সম্পূর্ণ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী- এখানে ডিম্বাণুর কোন অস্তিত্ব নেই। শুক্রকীটই রক্তপিন্ড , একতাল মাংস, হাড়গোড় ... ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। ভ্রূণ থেকে নয়!! মাংসের তাল থেকে তৈরী হয় হাড়গোড়, তারপর সেটাকে ঢেকে দেয়া হয় মাংসপেশী দিয়ে!!!
কন্ট্রাডিকশন ৫: মুহম্মদ সা: একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে তাৎক্ষণিক আয়াত
১। সুরা তাহরীমঃ
আয়াত ১: হে নবী, কেন তুমি নিষিদ্ধ করেছ, যা আল্লাহ তোমার জন্য বৈধ করেছেন? তুমি চাইছ তোমার স্ত্রীদের খুশী করতে? আর আল্লাহ পরিত্রাণকারী ও অফুরন্ত ফলদাতা।
আয়াত ২: আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়ে রেখেছেন তোমাদের শপথগুলো থেকে মুক্তির উপায় ; আর আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকারী বন্ধু, আর তিনিই সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।
আয়াত ৩: আর স্মরণ করো! নবী তাঁর স্ত্রীদের কোন একজনের কাছে গোপনে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন, - কিন্তু তিনি যখন তা বলে দিলেন, এবং আল্লাহ তার কাছে এটি জানিয়ে দিয়েছিলেন; তখন তিনি তাকে কতকটা জানিয়েছিলেন এবং চেপে গিয়েছিলেন অন্য কতকটা। তিনি যখন তাকে তা জানিয়েছিলেন তখন তিনি বললনে, - "কে আপনাকে এ কথা বললেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমাকে সংবাদ দিয়েছেন সেই সর্বজ্ঞাতা ও চির- ওয়াকিফহাল"।
আয়াত ৪: যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর দিকে ফেরো, কেননা তোমাদের হৃদয় ইতোপূর্বেই ঝোঁকে গিয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা উভয়ে তার বিরুদ্ধে পৃষ্ঠপোষকতা করো , তাহলে আল্লাহ,- তিনিই তাঁর রক্ষাকারী বন্ধু, আর জিব্রীল ও পুণ্যবান মুমিনগণ উপরন্তু ফেরেস্তারাও তাঁর পৃষ্ঠপোষক।
আয়াত ৫: হতে পারে তাঁর প্রভু, যদি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তবে তিনি তাঁকে বদলে দিবেন তোমাদের চাইতেও উৎকৃষ্ট স্ত্রীদের - আত্মসমর্পিতা, বিশ্বাসিনী, বিনয়াবনতা, অনুতাপকারিনী, উপাসনাকারিনী, রোযাপালনকারিনী, স্বামিঘরকারিনী ও কুমারী।
==>> মুহম্মদ সা: এর বিবিদের অন্তর্কলহ মেটাতে (অনেকের মতে উপপত্নীর সাথে নবীজীর সম্পর্কে কোন কোন নবীপত্নী বাঁধা দেয়ায়) আল্লাহ মারফত নবীজীর হুংকার!!
২। সুরা ৩৩:২৮
"হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় নেই।"
৩। সুরা ৩৩:৫১
"হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন।

আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

===>> খাওলা বিনতে হাকিম নামে এক মহিলা নবীজীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল- তখন আয়েশা আপত্তি তুলে ঐ মহিলাকে 'বেহায়া' বললে- এই আয়াত নাযিল হয়। অবশ্য বুদ্ধিমান নবীপত্নী আয়েশার শেষ পর্যন্ত মন্তব্য: "বাহ! আপানার আল্লাহ আপনার জন্য তো ফটাফট কি সুন্দর আয়াত বানিয়ে দিচ্ছেন!! "

৪। ....

কন্ট্রাডিকশন ৬: মুহম্মদ সা: একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানকল্পে অহেতুক সময়ক্ষেপন করে আয়াত

১। সুরা ২৪:৩, ৪

"ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফারমান।"

==>> নবীপত্নী আয়েশা'কে কেলেংকারি থেকে মুক্ত করা হয় এই আয়াতের মাধ্যমে। আর সমস্ত আয়াত ফটাফট নাযিল হলেও- এই আয়াত নাযিল হতে প্রায় এক মাসের অধিক সময় লাগে। এই এক মাস- নবীজী যথেস্ট কনফিউজড ছিলেন (আয়েশা যখন জিজ্ঞেস করে যে তিনি তাকে সন্দেহ করছেন কি না- তখনো নবীজী সরাসরি কিছু জবাব দেননি)। শেষে ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের পরামর্শ চাইলে একমাত্র আলী রা: জানান- এই অসতী মহিলাকে তালাক দিয়ে দেন, কিন্তু বাকি সবাই পরামর্শ দেন- নবীপত্নীকে তালাক দেয়াটা ভালো কাজ হবে না। এর পরদিনই এই আয়াত নাযিল হয়।

২। ...

কন্ট্রাডিকশন ৭: আজকের নীতি-নৈতিকতার বিচারে বর্বর ও চরম অনৈতিক আয়াত (এটারও ভুরি ভুরি নজির আছে)

[su]ক) ঘৃণা, হত্যা, জোর-জবরদস্তি[/su]

১। সুরা ২:১৯১, ১৯২, ১৯৩

আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে| বস্তত: ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ| আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে| অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে| তাহলে

তাদেরকে হত্যা কর| এই হল কাফেরদের শাস্তি।
আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু|
আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়| অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই , কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।
২। সুরা ২:২১৬
"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়| পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর| আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর| বস্তুত: আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জান না।"
৩। সুরা ৩:৫৬
"অতএব যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো দুনিয়াতে এবং আখেরাতে-তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।"
[su]খ) নারীর অবমূল্যায়ন[/su]
১। সুরা ২:২২৩
"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র| তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর| আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক| আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে| আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"
২। সুরা ২:২২৮
"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত| আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়| আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে| আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী | আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে| আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।"
৩। সুরা ২:২৩০
"তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয় , তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়| অত:পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই | যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে| আর এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়|"
৪। সুরা ৪:৩৪
"পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে , আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে| সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে| আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর| যদি

তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না | নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।"

কন্ট্রাডিকশন ৮: একই কথার অহেতুক পুনরাবৃত্তি

[su]ক) একই সুরায়[/su]

১।সুরা ১০৯:৩

"এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি"

সুরা ১০৯:৫

"তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি"।

২। ....

[su]খ) ভিন্ন ভিন্ন সুরায়:[/su]

১। সুরা ২:১, ২৯:১, ৩০:১

"আলিফ-লাম-মীম"

২। ....

কন্ট্রাডিকশন ৯ : অর্থহীন অক্ষরসমষ্টি

১। সুরা ২:১

"আলিফ-লাম-মীম"

২। সুরা ২৭:১

"ত্বা-সীন"

৩। ......

কন্ট্রাডিকশন ১০ : কোরআনের ঐ সব আদেশ, নিষেধ, উপদেশ- যা মুহম্মদ সা: নিজেই মানেন নি

১। সুরা ৪:৩

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না , তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।"

২। ....

বিঃদ্রঃ

১। এই পোস্ট নিয়মিত আপডেট করা হবে।

২। বেশীরভাগ পয়েন্টই আসলে দুর্বলতা বা ভুল বা ... (কেবল ১ আর ২ নং পয়েন্ট ছাড়া)। আমি "কন্ট্রাডিকশন" শব্দটির মধ্যে সমস্ত দুর্বলতা, ভুল, নেগেটিভ সব কিছুকেই ইনক্লুডেড ধরেছি কারণ - এগুলোই আসলে কোরআনের ঐশীত্বের দাবীর সাথে কন্ট্রাডিক্ট করে।

মন্তব্যসমূহ

1. ফুয়াদ

ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ সময়: ৭:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

http://www.answering-christianity.com/quran/quranerr.htm
এই লিংকে 1 (textual errors) + 12 (Incoherence) + 80 + 1 + 11 + 1 + 1 + 1 + 26 + 24 + 1 = 159 কন্ট্রিডিকসন আছে। দেখে নিন সবাই।
http://www.answering-christianity.com/faithfreedom_rebuttals.htm এই লিংকে ফেইথফ্রিডমদের সকল কষ্টের কাজ আছে আল কোরানের কন্ট্রীডিকসনের ব্যাপারে। দেখে নিন .
http://www.answering-christianity.com/yahya_ahmed/point-to-point_response.htm মহাগুরু আলি সিনা এর কাজ আর কন্ট্রিডিকসন।
তবে দুঃখের বিষয় , ঐ লিংক গুলিতে জবাব ও দেওয়া হয়েছে
।

ভাল থাকবেন।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ at ৭:৫০ অপরাহ্ণ
@ফুয়াদ,

কেউ মনে হয় দাবী করছে না যা এইসব চিহ্নিত কন্ট্রাডিকশনগুলির কোন জবাব ভু-বিশ্বে কেউ দিতে পারেনি বা কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

আমার জানামতে কোরানসহ যত ধর্মগ্রন্থের যত কন্ট্রাডিকশন ধরা হয়েছে তার সবগুলির অসংখ্য জনের জবাবও পাওয়া যায়। এ কথা মনে হয় কেউ এমনকি এই লেখার মূল লেখকও অস্বীকার করবেন না।

এর মাঝে এত দীর্ঘ হাসি দেবার কি পেলেন?

এভাবে কি চিন্তা করেছেন যে বাইবেল গীতা যেগুলি ভূয়া বা বাতিল ধর্ম বলে বাতিল করেন; আপনি সেগুলির যে ভুলগুলি জানেন বা বের করতে পারবেন সেগুলিরও অনেক ব্যাখা পাওয়া যাবে? ওনারাও আপনার ভুল ধরা নিয়ে অবিকল আপনার মতই বা আরো জোরে অট্টহাসি দিতে পারে। নিশ্চয়ই দেবে

আর নাহলে তাদের ধর্মেরও গাদা গাদা ভুল ধরার পরেও কেন তারা সেসব ধর্ম ছাড়তে পারছে না? নিশ্চয়ই আপনার কাছে যা ভুল তাদের কাছে তা ভুল নয়।

তার চেয়ে ওয়েব সাইট রেফার না করে নিজে ব্যাখা লিখুন। আপনি প্রায়ই এ কাজটা করেন ; নিজ কোন কথা না বলে অমুক সাইট, এর ওর বই এর লিঙ্ক দিয়ে দায় সেরে ফেলেন আর বিজয়ীয় হাসি দেন। এভাবে কোন বিতর্ক হয় না। রেফারেন্স আসে রেফারেন্স হিসেবে, কিন্তু মূল কথা বলতে হয় নিজেরই।

এই লেখক কিন্তু ফেইথ ফ্রীডম বা কোন সাইটে কি আছে বলে দেননি, ওনার মত লিখেছেন।

মিঠুন এর জবাব:
ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ at ১০:১৯ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

দারুন বলেছেন।

আনাস এর জবাব:
ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ at ১০:৪৯ অপরাহ্ণ
@ফুয়াদ,

আমার কাছে যে বিষয়টি অপরিস্কার মনে হয়েছে সেটি হল মানুষের ভাষা , আমি বিবর্তন নিয়ে বেশী একটা পড়িনি, যতটুকু জানি মানুষ যোগাযোগের জন্য ভাষা অনেক পরে আবিস্কার করেছে, বিবর্তনের অনেক ধাপ অতিক্রম করে ভাষা আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌছেছে, আজকে আমরা ভাষার তিনটি রুপ দেখতে পাই, কথ্য, লিখিত, ইশারা।

কুরানে সুরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৮ সুরা মায়েদার ২৭ থেকে ৩০ পর্যন্ত কিছু আয়াতে আদম ও তার সন্তানদের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু কাউ কে বলতে শুনেছি যে মিছিং লিঙ্ক এ বিস্বাস করেন না, তাদের কথা অনুযায়ী আদম আল্লাহর প্রথম সৃস্ট মানব, কুরানেও আমরা দেখতে পাই আদমকে সব কিছুর নাম শেখানো হয়েছে, এবং আদমকে জান্নাত থেকে বের করে দেবার পর আদম ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা শিখেছেন, আর সবচেয়ে বড় কথা প্রথম সৃস্ট মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানে যত অজ্ঞানই হোক, ভাষার মাদ্ধমে

যোগাজোগ করতে পারত একে অপরের সাথে তা হাবিল কাবিল এর ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি। তাছারা আল্লাহ আদমের সাথে, আদম তার বিবির সাথে, এবং শয়তানের সাথে কথা বলার বর্ণনা পাওয়া যায়। যাও একটা মিসিং লিঙ্ক হবার সুযোগ ছিল নুহ এর সময়, তাও আল্লাহর বান্দারাই বেচে গিয়েছিল। তাহলে মুল যে পয়েন্টটা দাড়াল যে প্রথম মানব আদম কথা বলতে পারত , জান্নাতের কথা বলা যদি রুহানীও ধরা হয় তবুও হাবিল কাবিল যে মৌখিকভাবে কথা বলতে পারত এটা কুরান থেকে আমরা জানি, আর সে ভাষা আর যাই হোক, আফ্রিকার গুহাবাসী দের মত কাকু মাকু ভাষা থেকে উন্নত ছিল এমনি বর্ণনা পাওয়া যায়।

এখন ফুয়াদ ভাই, আপনার কাছে আকুল আবেদন , কুরানে যেমন বাইবেল থেকে চোথা মারা আছে , অনেক বড় বড় মুস্লিম স্কলার তাদের ভাষায় কাফের মুশরিকদের আবিস্কার কুরানে আছে বলে যে টাইপের চোথা মারেন, সে পথে না হেটে গবেষনা করে আবিস্কার করেন যে পৃথিবীতে প্রথম মানব -ই কথা বলতে পারত, কিভাবে করা যায় কিছু ধারনা দেই , এমন একটা মানব ফসিল আবিস্কার করতে হবে যেটা বিবর্তনবাদীদের পাওয়া ফসিল থেকে পুরাতন , সেটিকে নিয়ে গবেষনা করে দেখা যেতে পারে সেটির এ খমতা ছিল কিনা, অথবা তাদের পাওয়া পুরাতন ফসিলটার ই এ ধরনের উন্নত ভাষা ছিল কিনা। আরো কিছু হাবিজাবি টাইপের ধারনা আছে কল্পবিজ্ঞানের মত মনে হতে পারে , যেমন আমাদের কথাগুল বায়ুমন্ডলের কোন এক স্তরে জমা পরে, সেগুলকে ধরার একটা যন্ত্র আবিস্কার করেন অথবা মুসলমান বিজ্ঞানী যারা কুরানে বিজ্ঞান আবিস্কার কর ছেন, তাদেরকে প্রস্তাব দেন, মানব জাতির বড়ই উপকার হইবে।

এখন দেখেন কুরনের প্রবর্তক মানব জন্ম রহস্য সম্মন্ধে কি বলেছেন , যার বর্ণনা থেকে এ হাদিস, তিনি ইস্লামী ইতিহাসে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদিস এবং শরিয়া এর দিক থেকে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, বাংলাটা পেলাম না বলে দুঃখিত

Volume:4 Book :54 (Beginning of Creation) Number :430

Top

Narrated Abdullah bin Mus'ud:

Allah's Apostle, the true and truly inspired said, "(The matter of the Creation of) a human being is put together in the womb of the mother in "forty" days, and then he becomes a clot of thick blood for a "similar period", and then a piece of flesh for a "similar period". Then Allah sends an angel who is ordered to write four things. He is ordered to write down his (i.e. the new creature's) deeds, his livelihood, his (date of) death, and whether he will be blessed or wretched (in religion). Then the soul is breathed into him. So, a man amongst you may do (good deeds till there is only a cubit between him and Paradise and then what has been written for him decides his

behavior and he starts doing (evil) deeds characteristic of the people of the (Hell) Fire. And similarly a man amongst you may do (evil) deeds till there is only a cubit between him and the (Hell) Fire, and then what has been written for him decides his behavior, and he starts doing deeds characteristic of the people of Paradise."

এখানে দেখেন ১২০ দিন পর মানব সন্তানের দেহে মানব রুহ দেওয়া হয়! তার আগ পর্যন্ত এটা একটা জড় পদার্থ থাকে! এছাড়াও হাদিসের বর্ণনা অনুসারে কোন কিছু মিলে কিনে দেখেন , ১২০ দিন পর্যন্ত মাংস পিন্ড।

http://www.slideshare.net/KarthikD/how-a-baby-grows-in-the-mothers-womb
দেখুন, ৮ সপ্তাহের মাংস পিন্ড যাতে এখন রুহ দেওয়া হয় নাই!

কুরান মুসলমানদের কাছে যতই পবিত্র হো ক, জুলেখা আর ইউসুফের পাজামা ছিড়াছিড়ির কাহিনী দিয়ে ইবাদত করা কতটা পবিত্র তা আমার বধগম্য না। এরকম একটি গ্রন্থ থেকে নৈতিকতার শিক্ষা নিয়ে কেউ যদি তার বৈধ দ্বিতীয় স্ত্রীর ব্যাপারে প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি না পান , তাহলে রাসুলকে শিখিয়ে দেয়া হুংকার তালাক তো দি তেই পারেন, হাজার হোক আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা তো আমি হারাম করতে পারিনা।

ফুয়াদ ভাই, একজন আস্তিক হবার কারনে আমার-ই ইস্লামের পক্ষে কথা বলা উচিত (যেহেতু আমার আস্তিকতা ইসলাম থেকে আগত), আমি পারিনি একারনে যে আমি দেখেছি যে কোন বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষকে পিতা, মাতা, ভাই বোন, সবশেষে পুরো মানব জাতীকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে কচুকাটা করতে নিয়ে আসে , শান্তির ধর্ম ইসলাম ও এর বাইরে যেতে পারেনি। এক আস্তিকের সাথে কথা বলেছিলাম, শেষ পর্যন্ত আমাকে বলল, ঠিক আছে, ইসলাম ভুল, তাতে কি, এটা একটা মতবাদ, প্রত্যেকে চায় তার মতবাদ প্রতিষ্ঠা পাক, আমি আমার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করব, বাকীরা গোল্লায় যাক তাতে কিছু আসে যায় না!

http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_narratives_and_the_Qur%27an#Adam_and_Eve_.28.D8.A2.D8.AF.D9.85_Adam_and_.D8.AD.D9.88.D8.A7.D8.A1_Hawwaa.29
আপ্পারেও একটা লিংক দিলাম 😂

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ at ১১:১৪ অপরাহ্ণ

@আনাস,

“একজন আস্তিক হবার কারনে আমার-ই ইস্লামের পক্ষে কথা বলা উচিত (যেহেতু আমার আস্তিকতা ইসলাম থেকে আগত), আমি পারিনি একারনে যে আমি দেখেছি যে কোন বিস্বাসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষকে পিতা, মাতা, ভাই বোন, সবশেষে পুরো মানব জাতীকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে কচুকাটা করতে নিয়ে আসে ”

আমার মনের কথাটা বলেছেন, এজন্যই নিজে আস্তিক হয়েও নাস্তিকদের সাইটেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পাই।

শাফায়েত এর জবাব:

ডিসেম্বর ২১, ২০০৯ at ১১:৩৮ অপরাহ্ণ

আস্তিকতা এবং ধর্মবিশ্বাস দুটি খুবই ভিন্ন জিনিস। আমি নাস্তিক হলেও স্রষ্টায় বিশ্বাস করাকে মোটেও খারাপ মনে করিনা কিন্তু ধর্মকে আমি ঘৃণা করি। ধার্মিকদের প্রতি আমি সহানুভূতি অনুভব করি , তাদের দোষ দিতে পারিনা কারণ তারা পরিস্থিতির শিকার। তবে যখন দেখি শিক্ষিত মানুষেরা সহজ জিনিষ বুঝতে পারছেনা তখন মাঝে মাঝে খুব রাগ লাগে।

সাগর এর জবাব:

মে ২৫, ২০১২ at ১১:৩৯ অপরাহ্ণ

@শাফায়েত, ভাই

খুব ভাল বলেছেন

সুষুপ্ত পাঠক এর জবাব:

মে ২৮, ২০১৩ at ৪:৪৯ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ, একদম ব্যক্তিগত কৌতুহল থেকে খুব জানতে ইচ্ছে করছে আপনি কেমন করে আস্তিক। আপনার লেখা ও মন্তব্য পড়ে আমি আশ্চর্য হই আপনি আস্তিক। একটু খুলে বললে ভাল লাগতো। অযাচিত কৌতূহলের জন্য ক্ষমা চাইছি।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মে ২৮, ২০১৩ at ৫:৫৭ অপরাহ্ণ
@সুষুপ্ত পাঠক,

কিছুটা আশ্চর্যকর শোনালেও ব্যাপারটা তেমন কঠিন কিছু নয়।

আস্তিকতা এবং প্রচলিত কোন ধর্মে পূর্ন বিশ্বাস এক নয়। সরল ভাবে একজন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী আস্তিক কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী, এবং বাদবাকি ধর্মগুলিতে অবিশ্বাসী। প্রচলিত সব ধর্মেই কিছু না কিছু সমস্যা আমার কাছে লাগে, তার মানে পূর্ন বিশ্বাস বলতে যা দাবী করা হয় অন্তত তেমন কিছু দাবী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা বড় ধরনের ভন্ডামি বলেই আমার মনে হয়।

এর মানে এইই না যে প্রচলিত সব ধর্মে সমস্যা আছে, পূর্নভাবে মানা যায় না মানেই ঈশ্বর বিশ্বাস ভুল হয়ে গেল। ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল সম্ভবত সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে জড়িত আছে। বিজ্ঞান মনে হয় না কখনোই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ন ব্যাখ্যা দিতে পারবে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞানতাই সম্ভবত আমার আস্তিকতার কারন।

সুষুপ্ত পাঠক এর জবাব:
মে ২৯, ২০১৩ at ৯:২৬ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

আস্তিকতা এবং প্রচলিত কোন ধর্মে পূর্ন বিশ্বাস এক নয়।

একশভাগ একমত আপনার সঙ্গে।

ঈশ্বর বিশ্বাসের মূল সম্ভবত সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে জড়িত আছে। বিজ্ঞান মনে হয় না কখনোই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ন ব্যাখ্যা দিতে পারবে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞানতাই সম্ভবত আমার আস্তিকতার কারন।

বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যা দিয়েছে তার বিপরীতে ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব থিউরি ছেলেমানুষীপূর্ণ। তার চেয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অনেক গ্রহণযোগ্য নয় কি?
আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম, মানব শিশুর জন্ম ও বেড়ে উঠা দেখে মনে হয় আদিম মানুষ আজকের মানুষের মত হলে তাকে রক্ষা করাই সম্ভব হতো না । এটা ডারউইনের জন্মের হাজার বছর আগের এক দার্শনিকের মন্তব্য। আমি খুব দুঃখিত আপনাকে তার সম্বন্ধে কোন তথ্য দিতে পারছি না। আমার সংগ্রহে নেই। কিন্তু বিষয়টা চিন্তার বই কি, আজকের মানব শিশুর নাজুক অসহায় অবস্থা

আদিম মানুষের শিশুর একই অবস্থা হলে তাকে বাঁচানোই সম্ভব হতো না। পরিস্কার বির্বতন তত্ত্বর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তার বিপরীতে আদম-হাওয়ার গল্প আমার কাছে ঠাকুর মার ঝুলির কল্প -কাহিনীর চেয়ে বেশী কিছু মনে হয় না।
কষ্ট করে আমার মন্তব্যের জবাব দেয়ায় আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মে ২৯, ২০১৩ at ৬:৪৪ অপরাহ্ণ
@সুষুপ্ত পাঠক,

সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে আমি আসলে কোন ধর্মগ্রন্থে বর্নিত কেচ্ছাকাহিনী বুঝাইনি। সেসব নিতান্তই বিশ্বাসের ব্যাপার, তর্ক করা অর্থহীন। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বলতে সাধারন ভাবে জীবনের উতপত্তির কথা বুঝিয়েছি।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা প্রানের উতপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞান বেশ কিছুটা এগুলেও আমার জানামতে এখনো খুব কাছাকাছি যায়নি। একদিন হয়ত যাবে? আমি জানি না, হয়ত......তবে সাথে সাথে এটাও ঠিক যে মানুষের অনেক জিজ্ঞাসারই জবাব পূর্ণভাবে কোনদিন জানা যাবে না যদি আমরা ধরে নেই যে মহাবিশ্বের একটি শেষ আসবে। মানুষের সীমাবদ্ধতা সব সময়ই কিছু না কিছু মাত্রায় থাকবে।

স্বীকার করা ভাল যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বিজ্ঞান কতটা এগুলো সেসব নিয়ে আমার একেবারেই পড়াশুনা নেই। মূল কারন আমার কাছে গুরুত্বপূর্ন মনে হয় না। আস্তিকতা নাস্তিকতা নিয়ে তর্ক বেহুদা সময় নষ্ট মনে হয়। আল্লাহ গড এ জাতীয় কোন সত্ত্বা থেকে থাকলে তার ব্যাপ্তি এতই বড় যে তাকে তোয়াজ তোষামদে তার কিছু যাবে আসবে না। পরকালের বি চারের প্রশ্ন আসলে একই কারত্বে কে তার অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস করে আর কে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এই বিচার করে চরম সাজা বা পুরষ্কার নির্ধারন করার মত অবিবেচক প্রসূত কাজ নিশ্চয়ই এত বড় সত্ত্বার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সত্ত্বা এত বড় হয়ে থাকলে সে প্রত্যককে তার কর্ম অনুযায়ীই সাজা/পুরষ্কার দেবে। কাজেই তার অস্তিত্ব নিয়ে বেহুদা তর্ক করে কিংবা কোন তরিকা অনুযায়ী তাকে সহি মতে হাঁকডাকের সাথে ডাকলে উনি সাড়া দিতে পারেন দুইই অর্থহীন মনে হয়।

এর চাইতে জগতের মংগল করার জন্য চিন্তা ভাবনার আরো কোটি বিষয় আছে। মহান সত্ত্বা আসলেই থেকে থাকলে তার তাতেই বেশী খুশী হবার কথা, অফিসের একজন এফিশিয়েন্ট বড় সাহেব নিশ্চয়ই মিষ্টি কথা বলা চাটুকার মোসাহেবদের চেয়ে কম কথা বলা ভাল কর্মী বেশী পছন্দ করে। আর না থাকলে তো কথাই থাকে না।

সুষুপ্ত পাঠক এর জবাব:
মে ৩০, ২০১৩ at ৫:১৯ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, এবার আপনার ধর্ম বিশ্বাসটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। আমারও এই ব্যাপারটা ভালো লাগে। কিন্তু সে অর্থে আমি একদমই ঈশ্বর ধারনার সঙ্গে যেতে পারি না। কিন্তু আপনার বা আপনার মত যারা এইরকম আস্তিক আছেন আমার দারুণ লাগে। যাক এসব কথা। আর একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছা করতাছে। জানি না বিরক্ত হবেন কিনা। এই যে আমরা (আমি নিজেও) নানা ব্লগে ধর্মের সমালোচনা, তার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি, অমানবিকতা দেখিয়ে লেখালেখি করি এটা আপনি কিভাবে দেখেন। আমি নিজেরটা বলি আগে, আমি এসব করি এ জন্য না যে, আমার লেখা পড়ে কেউ নাস্তিক হয়ে যাবে। আর আমিও নাস্তিকতা প্রচার করি না। কারণ নাস্তিকতা কোন ধর্ম না। ওসব ধর্মবাদীদের কাজ। আমি বিশ্বাসও করি না সবাই নাস্তিক হবে। কিন্তু ধর্মের গোমরগুলো, ছলচাতুরিগুলো দেখিয়ে দিলে, ধর্ম অবতারদের চরিত্র মেলে ধরলে মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে যে সাধারণ একটা আবেগ আছে সেটা ভোঁতা হয়ে আসবে। যার ফলশ্রুতিতে নাফিসের মত কোন তরুণ বারুদ ভর্তি প্রিকাপ ভ্যান নিয়ে কোন ইহুদী-নাসারাদের ভবণ উড়িয়ে দেবার কথা মনেও আনবে না। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক আস্তিককে দেখেছি আমার নাস্তিকতা প্রচারণায় নাস্তিক সে হতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু আগের সেই কে মুসলমান- কে বিধর্মী এই বিচারে এখন আর তারা যায় না। আল্লার আইন বা তার শাসন নিয়েও উচ্চকিত নয়...।
আপনার মতামত জানলে ভাল লাগবে।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
মে ৩০, ২০১৩ at ৬:১৩ অপরাহ্ণ
@সুষুপ্ত পাঠক,

ধর্ম বিষয়ে লেখালেখি করার আমার কারনও হুবহু আপনারই মত। নাস্তিকতা নিয়ে লেখালেখি করার কোন মানে কেন দেখি না আগেই বলেছি। মানুষ ভাল নাকি খারাপ তা আস্তিকতা নাস্তিকতা দিয়ে কিছু এসে যায় না।

ধর্ম নিয়ে লেখালেখির অবশ্যই প্রয়োযন আছে। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাধার লোক তো কাউকে না কাউকে হতেই হবে। যে কোন ধর্মকেই ব্যাক্তিগত গন্ডির বাইরে টেনে এনে সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রনের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে গোলমাল বাধবেই। তখন সে নিয়ন্ত্রন যারা মানতে চাইবে না তাদের বাধ্য হয়ে হলেও ধর্ম সমালোচনা করতেই হবে, মহাপুরুষদের কেউ নিজের মত শ্রেষ্ঠ বা অবতার এসব বিশেষনে ভূষিত করে ভক্তি শ্রদ্ধা করে গেলে কোন অসুবিধে নেই , কিন্তু সেই মহাপুরুষের সব উদাহরন আদর্শ মানব জীবনের জন্য সর্বকালের পাথেয় এমন প্রচারনা চালিয়ে গেলে সেই মহাপুরুষের সীমাবদ্ধতাও বাধ্য হয়ে আলোচনা করতেই হবে, উপায় নেই।

সুপ্ত পাঠক এর জবাব:
মে ৩১, ২০১৩ at ৭:১৫ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ, অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে অন্য কোন বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ ও ইচ্ছা রইল। আপনার নতুন কোন লেখার প্রত্যাশায় । আপনার পুরোনো লেখাগুলো পড়ছি।

আকাশ মালিক এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ১২:৩৪ পূর্বাহ্ণ
@আনাস,

সত্যের সন্ধানী, এই সুন্দর প্রভাতে
আলোকিত হউক আপনার যাত্রাপথ জ্ঞানের আলোয়।
ক্ষতি কি যদি প্রশ্নের আঘাতে
ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় বিশ্বাসের হিমালয়।

ফুয়াদ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৬:০৩ পূর্বাহ্ণ
@আনাস,

একজন আস্তিক হবার কারনে আমার-ই ইস্লামের পক্ষে কথা বলা উচিত *******।
এক আস্তিকের সাথে কথা বলেছিলাম,ইসলাম ভুল, তাতে কি, এটা একটা মতবাদ, প্রত্যেকে চায় তার মতবাদ প্রতিষ্ঠা পাক

জানি না বিষয়টি কি । আপনি আমার উপর রাগ করবেন না ।

যাইহোক,
১২০ দিন পর মানব সন্তানের দেহে মানব রুহ দেওয়া হয়! তার আগ পর্যন্ত এটা একটা জড় পদার্থ থাকে! এছাড়াও হাদিসের বর্ণনা অনুসারে কোন কিছু মিলে কিনে দেখেন , ১২০ দিন পর্যন্ত মাংস পিন্ড
আমি এতকিছু বলতে যাইবো না, কারো সাথে প্রতিযোগিতায় যাওয়ার ইচ্ছা নাই , আপনার প্রতিযোগি মনভাব আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে । তাই আপনাকে আগেই বলে নেই , বাস্তব জ্ঞানের মানদন্ডে

আপনি আমার থেকে অনেক অনেক জ্ঞানি কারন আপনি ইটিই এর স্টুডেন্ট তাও নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির, আমার জ্ঞান ক্লাস ১২ , তার পর ডিপ্লমাতে ঘুরাঘুরি । অতএব, আমার মত ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় যাওয়া আপনার জন্য বোকামি , আমি আপনার অনেক নিচুতে । যাইহোক, আপনি আমাকে বলে রুহ বলতে আপনি কি বোঝেন ? আর দুই নম্বর মানুষ কি সব বিষয় জেনে ফেলেছে ।

আমার ধারনা আপনি এই বিষয়টি দেখেছেন

http://www.islamicvoice.com/january.97/scie.htm#MAN

আনাস এর জবাব:

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৪:০০ অপরাহ্ণ

@ফুয়াদ,

ফুয়াদ ভাই, আমি আপনার সাথে প্রতিযোগীতায় মোটেও যেতে চাই নাই, আর এর কোন কারনও নেই, আমি যে বিষয়টি আপনার নজরে আনতে চেয়েছি যে আপনি আরেকটি ব্লগ ওয়েবে আস্তিক দের উত্তর গুল দেখেছেন, বেশীরভাগ ব্যক্তিগত আক্রমন, কেউ ই তথ্য ও যুক্তি দিয়ে কথা বলেনি, এর দুটো কারন আমার কাছে মনে হয়েছে, এরা ইস্লামের রাজনৈতিক দিকের সাথে অপরিচিত, এবং বিস্বাসের প্রতি অন্ধ।

আমি স্বীকার করি যে আমার লিখার ধরনটা কিছুটা আক্রমনাত্মক ছিল , এটা এ জন্য না যে আপনার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ আছে, যতটুকু মনে হয়েছে একটা হতাশা থেকে, জীবনের মুল্যবান তিনটা বছর ৩০ পারা কুরান মুখস্তে অনেকের ব্যয় হয় , তারপর দাওরা হাদীস ও ফিকাহ পড়ার নামে কারো কারো ছাত্র জীবন চলে যায়, চিল্লার নামে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ এমন একটা আহবানের প্রতি সাড়া দিতে পিঠে বোঝা নিয়ে বের হয়, যে আহবানের ভিত্তি মজবুত করতে এসবের কোন গবেষনাধর্মী কাজ তো দূরে থাক, যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় ও অক্ষম।

আপনি ইস্লামের রাজনৈতিক দিকের সাথে পরিচিত হলে জানবেন যে এ আয়াত গুল তারা কত ভয়াবহ ভাবে ব্যাখ্যা করে, আয়াতের নানা রকম ইন্টারপ্রিটেশন করে ফরজ না এমন একটা বিষয়কে ফরজ বানিয়ে মানুষের উপর চাপিয়ে দিবে এবং নিজের মত প্রাধান্য দিতে গিয়ে আরেকজনের মত কে কিভাবে ছুড়ে ফেলে। একজনকে ব্যংকিং ব্যাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে এটি কি ইস্লামে স্বীকৃত ? মুস্লিম্রা আবিস্কার করেছে? সে আমাকে বলল যে না, তবে ইস্লামে যুগের প্রয়োজনে ভাল কিছুকে গ্রহন করার অনুমতি আছে, জিজ্ঞেস করলাম ভাল মন্দের মানদন্ড কে নির্ধারন করবে, সে বল্ল ইজমা, তাহলে তো সেই একি কথা দাড়াল, মানুষ তার প্রয়োজনে নতুন ব্যবস্থা তৈরী করছে।

আমার জ্ঞানের স্তর অনেক নিচুতে, তাই এত প্রশ্ন জাগে, বিজ্ঞান নিয়ে আলচনায় আমি কোন মন্তব্য করিনা, কারন আমার জ্ঞান নাই, তাই প্রশ্ন করার ক্ষমতাও নাই।

আরেকটা প্রশ্ন না করে পারছিনা, ঠাকু মার ঝুলিতে তো গল্পের অভাব নাই , আল্লাহর ঝুলিতে কি গল্পের এতই অভাব ছিল যে বাইবেল থেকে গল্প ধার করতে হল, আসুন আমরা গবেষনা করি যে কুরানে এমন কোন ইতিহাস আছে কিনা যা ভারতের কোন পৌরণিক কাহিনী থেকে নেয়া হয়েছে, তাহলে অন্তত বুঝা যাবে যে এটি আরব ভুখন্ড অতিক্রম করতে পেড়েছে।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৬:৩১ অপরাহ্ণ
@আনাস,

ধর্ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে গেলে আত্মপ্রতারনা ছাড়া কোন গতি নেই।

১০০% ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ চালাবার স্বপ্ন যারা দেখেন এবং মনে প্রানে বিশ্বাস করেন তাদের আমি একটা কথা সবসময় জিজ্ঞাসা করি যার কোন যুক্তিসংগত উত্তর কখনোই পাওয়া যায় না।

প্রশ্নটাঃ কোরান সব যুগে সব দেশের মানুষদের পক্ষে কি ১০০% মেনে চলা সম্ভব?

উত্তর অত অবধারিতভাবেই হ্যা সম্ভব। কিভাবে? এখানেই মজা। কারন যারা উত্তর দেন তাদের শতকরা ৯০% পুরো কোরান নিজ ভাষাতেই পড়েননি। আরবীতে কোরান খতম করেছেন , কিছু সূরার বাংলা পড়েছেন।

এরপর যদি কিছু আয়াত কোট করে বলি যে এগুলি কিভাবে এই যুগে খাটে তখনই ঘটে বিপত্তি। আপনার ধর্ম বিশ্বাস কি? কাদের দালালী করেন হেনতেন।

আর যারা অপেক্ষাকৃত নরম মেজাজের তারা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির বই রেফার করে দায় সেরে ফেলেন।

"তবে ইস্লামে যুগের প্রয়োজনে ভাল কিছুকে গ্রহন করার অনুমতি আছে , জিজ্ঞেস করলাম ভাল মন্দের মানদন্ড কে নির্ধারন করবে, সে বল্ল ইজমা, তাহলে তো সেই একি কথা দাড়াল, মানুষ তার প্রয়োজনে নতুন ব্যবস্থা তৈরী করছে। "

- এই সোজা কথাটা নিজেরাও তারা ভাল করেই জানেন, বোঝেন ও পালন করেন কিন্তু সরাসরি স্বীকার করবেন না। এখানেই মেজাজ খারাপ লাগে।

*আকাশ মালিক*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৭:৪৭ অপরাহ্ণ
@আনাস,

মন্তব্য তো অনেক হলো, এবার একটি পূর্ণাংগ লেখা আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি।

অফ টপিক কিছু কথা-
আমার কী-বৌর্ড থেকে মুসলিম বানান লিখি এরকম-
মুসলিম musolim মুসলিমরা musolimora মুসলিমদের musolimoder
ভাল থাকুন।

*আনাস*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৯:১৬ অপরাহ্ণ
@আকাশ মালিক,

আমার লিখাতো ভাল না, কখনো তেমন একটা লিখিনি, যা কথা লিখি সেগুল মুলত বন্ধুবান্ধবদের সাথে অথবা পূর্বেকার রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাথে আলোচনায় আমার চিন্তার প্রতিফলন ও প্রশ্ন মাত্র। অন্য কেউ যদি কোন বিষয় উল্লেখ করে দেয়, তাহলে মাঝে মাঝে কিছু চেস্টা করেছি। মুক্তমনায় লিখার মতন যোগ্যতাও আমার নাই।

আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, “আপনি” করে সম্বোধন না করলেই ভাল লাগবে, বয়সে আমি সাইফুল ভাই এর থেকেও ছোট। (সবার প্রতি এ অনুরোধ রইল)

আপনারও ভাল কামনা করছি।

*রায়হান আবীর*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৩, ২০০৯ at ৮:৩২ অপরাহ্ণ

@প্রিয় আনাস,

আপনার মন্তব্য খুবই ভালো লাগলো। আচ্ছা নর্থ সাউথ , ইটিইতে পড়েন আপনি। আমি কী আপনাকে চিনি?

2. 2

একজন নির্ধর্মী

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ১:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

দু'-এক ফোঁটা শিশির দেয়ার চেষ্টা করি

ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে মোল্লারা গলাবাজি করলেও কোরানে রীতিমতো আপত্তিকর ও অমানবিক জঙ্গিবাণী নেহাত অপ্রতুল নয়। এ-ব্যাপারে তাদের বক্তব্য বালখিল্য ও হাস্যোদ্রেককারী: কোরানে শান্তির বাণীর সংখ্যা অনেক বেশি

কিছু কন্ট্রাডিকশন পেলাম নেট ঘেঁটে: মক্কায় শান্তির নবী মদিনায় গিয়ে কেমন ভয়াবহ জঙ্গি! যেন আলাদা দুই ব্যক্তি। মক্কায় নাজেল হওয়া আয়াতগুলোর সাথে মদিনাবাসের সময় নাজেল হওয়া আয়াতগুলোর বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত না হওয়াটাই অসম্ভব।

বাংলায় দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এবং বলে রাখি, সমায়াভাবে সবগুলো পড়া ও চেক করে নেয়া হয়নি

১.
73:10 And bear with patience what they utter, and part from them with a fair leave-taking. [3, Mecca]
2:191 And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. And fight not with them at the Inviolable Place of Worship until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers. [87, Medina]

২.

50:45 We are Best Aware of what they say, and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur’an him who feareth My threat. [34, Mecca]
9:123 Make ready for them all thou canst of (armed) force and of horses tethered, that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom ye know not. Allah knoweth them. Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged. [113, Medina]

৩.

10:109 And (O Muhammad) follow that which is inspired in thee, and forbear until Allah give judgment. And He is the Best of Judges. [51, Mecca]
9:5 Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful. [113, Medina]

৪.

16:125 Call unto the way of thy Lord with wisdom and fair exhortation, and reason with them in the better way. Lo! thy Lord is Best Aware of him who strayeth from His way, and He is Best Aware of those who go aright. [70, Mecca]
9:29 Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day, and forbid not that which Allah hath forbidden by His messenger, and follow not the Religion of Truth, until they pay the tribute readily, being brought low. [113, Medina]

৫.

109:6 Unto you your religion, and unto me my religion. [18, Mecca]
3:85 And whoso seeketh as religion other than the Surrender (to Allah) it will not be accepted from him, and he will be a loser in the Hereafter. [89, Medina]

৬.

10:94 And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers. [51, Mecca]

9:30 And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they! [113, Medina]

৭.

10:99: And if thy Lord willed, all who are in the earth would have believed together. Wouldst thou (Muhammad) compel men until they are believers? [51, Mecca]
5:33 The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom; [112, Medina]

৮.

7:199 Keep to forgiveness (O Muhammad), and enjoin kindness, and turn away from the ignorant. [39, Mecca]
9:28 O ye who believe! The idolaters only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship after this their year. If ye fear poverty (from the loss of their merchandise) Allah shall preserve you of His bounty if He will. Lo! Allah is Knower, Wise. [113, Medina]

৯.

15:85 We created not the heavens and the earth and all that is between them save with truth, and lo! the Hour is surely coming. So forgive, (O Muhammad), with a gracious forgiveness. [54, Mecca]
9:73 O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites! Be harsh with them. Their ultimate abode is hell, a hapless journey's end. [113, Medina]

১০.

6:108 Revile not those unto whom they pray beside Allah lest they wrongfully revile Allah through ignorance. Thus unto every nation have We made their deed seem fair. Then unto their Lord is their return, and He will tell them what they used to do. [55, Mecca]

22:19 These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads [103, Medina]
22:20 Whereby that which is in their bellies, and their skins too, will be melted; [103, Medina]
22:21 And for them are hooked rods of iron. [103, Medina]
22:22 Whenever, in their anguish, they would go forth from thence they are driven back therein and (it is said unto them): Taste the doom of burning. [103, Medina]
১১.
29:46 And argue not with the People of the Scripture unless it be in (a way) that is better, save with such of them as do wrong; and say: We believe in that which hath been revealed unto us and revealed unto you; our Allah and your Allah is One, and unto Him we surrender. [85, Mecca]
2:137 And if they believe in the like of that which ye believe, then are they rightly guided. But if they turn away, then are they in schism, and Allah will suffice thee (for defence) against them. He is the Hearer, the Knower. [103, Medina]

১২.
17:53 Tell My bondmen to speak that which is kindlier. Lo! the devil soweth discord among them. Lo! the devil is for man an open foe. [50, Mecca]
66:9 O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless journey's end. [107, Medina]

১৩.
43:89 Then bear with them (O Muhammad) and say: Peace. But they will come to know. [63, Mecca]
47:4 Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks until, when ye have routed them, then making fast of bonds; and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens. That (is the ordinance). And if Allah willed He could have punished them (without you) but (thus it is ordained) that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah, He rendereth not their actions vain. [95, Medina]

১৪.

50:45 We are Best Aware of what they say, and thou (O Muhammad) art in no wise a compeller over them. But warn by the Qur'an him who feareth My threat. [34, Mecca]
8:65 O Prophet! Exhort the believers to fight. If there be of you twenty steadfast they shall overcome two hundred, and if there be of you a hundred (steadfast) they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they (the disbelievers) are a folk without intelligence. [88, Medina]

১৫.

41:34 The good deed and the evil deed are not alike. Repel the evil deed with one which is better, then lo! he, between whom and thee there was enmity (will become) as though he was a bosom friend. [62, Mecca]
3:28 Let not the believers take disbelievers for their friends in preference to believers. Whoso doeth that hath no connection with Allah unless (it be) that ye but guard yourselves against them, taking (as it were) security. Allah biddeth you beware (only) of Himself. Unto Allah is the journeying. [89, Medina]

১৬.

46:10 Bethink you: If it is from Allah and ye disbelieve therein, and a witness of the Children of Israel hath already testified to the like thereof and hath believed, and ye are too proud (what plight is yours)? Lo! Allah guideth not wrong-doing folk. [66, Mecca]
8:12 When thy Lord inspired the angels, (saying): I am with you. So make those who believe stand firm. I will throw fear into the hearts of those who disbelieve. Then smite the necks and smite of them each finger. [88, Medina]

১৭.

45:14 Tell those who believe to forgive those who hope not for the days of Allah; in order that He may requite folk what they used to earn. [65, Mecca]
8:60 Make ready for them all thou canst of (armed) force and of horses tethered, that thereby ye may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom ye know not. Allah knoweth them. Whatsoever ye spend in the way of Allah it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged. [88, Medina]

3. 3

অভিজিৎ

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ২:২১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@নাস্তিকের ধর্মকথা,

কোরানের কন্ট্রাডিকশনগুলো নিয়ে আগে মুক্তমনায় বিভিন্ন লেখক লিখেছিলেন। যেমন সৈয়দ কামরান মির্জার এ প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে -

Quranic Erroneous Science and Contradictions!
প্রবন্ধটিতে লেখক কোরানের সব চাইতে প্রচলিত কন্ট্রাডিকশনগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া স্কেপ্টিক'স এনোটেটেড কুরান সাইটেও কন্ট্রাডিকশনগুলোর তালিকা দেয়া আছে -
Contradictions in the Quran
দেখতে পারেন।

কোরানের কন্ট্রাডিকশনগুলোর সবচেয়ে বড় আর্কাইভ করেছেন **আবুল কাশেম** ই। তার মোট দশ পর্বে করা সঙ্কলনটি রাখা আছে এখানে -
A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-1, Part-2, Part-3, Part-4, Part-5, Part - 6, Part-7, Part-8, Part-9, Part-10)
আমি আমার বিজ্ঞানময় কিতাব প্রবন্ধটিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কন্ট্রাডিকশনের উল্লেখ করেছিলাম। সেই প্রবন্ধটিও পড়া যেতে পারে।
তবে আস্তিকেরা দাবী করেন এগুলো কন্ট্রাডিকশন নয়। ওগুলোর ব্যখ্যা বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে নাকি দেয়া সম্ভব। যেমন, আমি যখন প্রথম মুক্তমনা সাইটকে ব্লগে রূপান্তরের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম - তখন দেখলাম কোত্থেকে এক নালা-খ্যাপা ভদ্রলোক হাজির নাম মুফাসিল ইসলাম (Mufassil Islam) - সবাইকে আগ বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। কিন্তু কি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছেন, কাকে চ্যালেঞ্জ করছেন- কিছুই পরিস্কার না। শুধু তাই নয় , বাংগালীদের মধ্যে মৌলিকত্ব এতই কম - যে নিজের সাইটের নামও ঠিক করেছিলেন মুক্তমনার আদলে - যুক্তিমনা। আমি জানিনা বাংলাভাষায় 'যুক্তিমনা' বলে কোন শব্দ আছে কিনা, কিন্তু মুক্তমনার আদলে যে তিনি 'যুক্তিমনা' বলতে পেরেছেন, তাতেই তিনি খুশি। তিনি মুক্তমনায় এসে কমেন্ট করেছিলেন এক সময়। আমরাও কিছু নির্দোষ বিনোদন উপভোগ করেছিলেম। দেখুন সেই বিনোদনের চিহ্ন এখানে।

যাহোক 'যুক্তিমনা'র আর খোঁজ না পাওয়া গেলেও, মুক্তমনায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মুফাসিল ইসলাম সাহেব ভিডিও দিয়ে ইউটিউবে আবুল কাশেমের পয়েন্টগুলোর একটা উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন তখন। তবে তিনি আবুল কাশেম কে নিয়ে যত না বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছিলেন আমাদের সাইট নিয়ে। তার মতে বাংলাদেশের লোকজন নাকি খুব ধর্মসহিষ্ণু , আমরা নাকি ধর্মকে আক্রমণ করে বিভক্তি ছড়াচ্ছি - ইতাদি ইত্যাদি। আমি বলেছিলাম, মুফাসিল ইসলাম যদি সত্যই মনে করেন আমাদের একটু টোকাতেই ইসলামের বারোটা বেজে যাবে , তা হলে সত্যই চিন্তার কথা। :). যাহোক মুফাসিল সাহেব দাবী করেছিলেন - তিনি "তর্কাতীত" ভাবে "প্রমাণ" করেছেন যে কোরাণে কোন কন্ট্রাডিকশন নাই (যদিও অন্যপক্ষ বলেন- তার পয়েন্টগুলো সবগুলোই জাকির নায়েক থেকে ধার করা, এবং প্রবলভাবেই ভ্রান্তিময়)।

আবুল কাশেম সাহেব তাকে মুক্তমনায় এসে তার সাথে বিতর্ক করার আহবান জানিয়েছিলেন এখানে। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।
(আপনার কন্ট্রাডিকশনের পোস্ট দেখে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে এগুলো দিলাম, কোন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে নয়)।

@ আদিল, আনাস... আপনাদের মত সদস্যরাই আসলে মুক্তমনার গৌরব। আস্তিক হয়েও যেভাবে আপনারা চোখ কান খোলা রেখে ফুয়াদ সাহেবদের যুক্তির দুর্বলতা গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন - এটা নিঃসন্দেহে দুর্লভ একটি গুণ। ভাল লাগলো আপনাদের মন্তব্য পড়ে।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৩, ২০০৯ at ১২:৪৩ পূর্বাহ্ণ
@অভিজিৎ দা,
আপনি যেসব প্রবন্ধের লিংক দিলেন এগুলোর অনুবাদ ও তার সাথে সাথে একটা পর্যালোচনা হওয়ার প্রয়োজন। নেটে সার্চ দিলে আরো তথ্য পাওয়া যাবে।
কাজটি আস্তিক-নাস্তিক সকলেরই বিশেষ উপকারে আসবে বলে মনে করি।

4. 4

বিপ্লব পাল

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ২:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এই একটা মধ্যযুগীয় হুজপজের পেছনে মুসলমানরা যা সময় নষ্ট করে , তার ১০% ও যদি বিজ্ঞান ঠিক ঠাক শেখার পেছনে দিত-তাহলে ইসলামের ইতিহাসটাই বদলে যেত।

খুবঃ দুঃখের হলেও সত্য ৮০০-১৩০০ সালের যেসব বিখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদকে গোটা বিশ্ব চেনে, তারা পন্ডিত ছিলেন গ্রীক আর ভারতীয় দর্শনে। কোরানের বুৎপত্তি নিয়ে সেকালে ইসলামিক পন্ডিত হওয়া যেত না- কারন মুসলমানরা তখন জ্ঞানের দুনিয়া শাসন করছে -এবং গ্রীক দর্শনের চর্চা তাদের কাছে ইসলামিক দর্শনের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ন ছিল।
মুক্তমোনা যখনই খুলি তখনই দেখি ইসলাম নিয়ে কোন না কোন বিতর্ক চলছে। এটা অবশ্যই দরকার। কিন্ত লেবু বেশী কচলালে তিঁত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।
মানুষের ধার্মিক্ হওয়ার মূল কারন বিজ্ঞান এবং দর্শন ঠিক ঠাক না বোঝা। আমার ধারনা সেখানে ফোকাস করতে পারলে, সাধারন মানুষ আস্তে আস্তে সব ধর্মের অসারতা এমনিতেই বুঝতে পারবে। আপনি কোরানে স্ববিরোধ দেখালে ওরা পোষ্ট মডার্ন কোন ব্যাখ্যা হাজির করে দেখাবে এখানে বিরোধ নেই। এই ডিকনস্ট্রাকশন বা ব্যাখ্যার খেলা চলতেই থাকবে।
আসুন এর থেকে আমরা বিজ্ঞান এবং দর্শন চর্চায় বেশী মনোনিবেশ করি।

মিজানুর রহমান এর জবাব:
নভেম্বর ২৭, ২০১১ at ১২:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@বিপ্লব পাল, মানুষের ধার্মিক্ হওয়ার মূল কারন বিজ্ঞান এবং দর্শন ঠিক ঠাক না বোঝা। ১০০% হক কথা।

5. 5

সৈকত চৌধুরী

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এ উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

6. 6

ফরিদ আহমেদ

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ৬:৪৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানের মত একটা তৃতীয় শ্রেনীর গ্রন্থ নিয়ে এত রাজ্যের আলোচনাকে পুরোপুরি অর্থহীন মনে হয়। কোন আনন্দ পাই না, চরম বিরক্তিকর লাগে। ছোট্ট একটা জীবনে কত আকর্ষনীয় জিনিষ রয়েছে চারপাশে ছড়ানো ছিটানো। সেগুলোতে মনযোগ দেয়াতে বেশি আনন্দ আমার।

*ফরহাদ*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ at ৩:৫৭ অপরাহ্ণ
@ফরিদ আহমেদ,
সহমত।

*শাফায়েত*এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৩, ২০০৯ at ২:৪২ পূর্বাহ্ণ
Atheist Bangladesh (facebook group) এ একসময় কুরান নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছি। ১৪০০ বছর পূর্বের এ গ্রন্থটি এত অস্পষ্ট, ধোয়াচ্ছন্ন যে তর্ক কখনোই শেষ হয়না। এখন আর এসব তর্কে জড়াতে ভাল লাগেনা, যখন দেখি সহজ জিনিষকে মুসলিমরা অযথা পেচাচ্ছে তখন খুব রাগ লাগে।

তবে এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই কারন মুক্তমনে আলোচনাই শুধু পারে অন্ধকারকে দূর করতে।

7. 7

রঞ্জন

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ১১:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

নৈতিকতা নিরলম্ব কিছু নয়। এর অবশ্যই মাপকাঠি আছে। তবে সবকিছু মাপার জন্য আলাদা আলাদা মাপকাঠি আছে। নৈতিকতা মাপার মাপকাঠি হচ্ছে সমাজ বিকাশের ধারা বাহিকতা। সমাজ কিভাবে অতীতে বিকশিত হয়েছে বা আগামীতে কিভাবে হবে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনাচরনই নৈতিকতা। আর তা না হলে হয় তা পশ্চাৎপদতা না হয় উচ্ছৃঙ্খলতা। এর কোনটাই উন্নত রুচি সংস্কৃতির ধারক হতে পারে না। আর নাস্তিক বা আস্তিক মানেই যে উন্নত রুচির হবে তা নয়। এটা নির্ভর করে কোন ব্যক্তি সমাজের প্রচলিত আন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে কি পরিমানে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করতে পেরেছে। যার সংগ্রাম যত তীব্র তার নৈতিকতার ভিত তত শক্ত। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন।

8. 8

রঞ্জন

ডিসেম্বর ২২, ২০০৯ সময়: ১১:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

নৈতিকতা নিরলম্ব কিছু নয়। এর অবশ্যই মাপকাঠি আছে। তবে সবকিছু মাপার জন্য আলাদা আলাদা মাপকাঠি আছে। নৈতিকতা মাপার মাপকাঠি হচ্ছে সমাজ বিকাশের ধারা বাহিকতা। সমাজ কিভাবে অতীতে বিকশিত হয়েছে বা আগামীতে কিভাবে হবে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনাচরনই নৈতিকতা। আর তা না হলে হয় তা পশ্চাৎপদতা না হয় উচ্ছৃঙ্খলতা। এর কোনটাই উন্নত রুচি সংস্কৃতির ধারক হতে পারে না। আর নাস্তিক বা আস্তিক মানেই যে উন্নত রুচির হবে তা নয়। এটা নির্ভর করে কোন ব্যক্তি সমাজের প্রচলিত আন্যায়ের সঙ্গে নিজেকে কি পরিমানে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করতে পেরেছে। যার সংগ্রাম যত তীব্র তার নৈতিকতার ভিত তত শক্ত।

9. 9

আবুল কাশেম

ডিসেম্বর ২৪, ২০০৯ সময়: ২:০৪ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কোরানে inheritance আইনে ভুল দেখান হলে এক মোল্লা লিখলঃ
http://mukto-mona.com/wordpress/?p=54&cpage=2#comment-11602
আমার উত্তরটা এখানে পোস্ট করলাম

In response to Saj's equation on inheritance shares:

Let us solve the equation. I shall use the variable as letter Y, instead of X, to remove the confusion that might arise with the multiplication symbol X.

(2/3)Y + (1/3)Y + (1/8)Y = 5000

This can be reduced to (27/24)Y = 5000

We get Y = (24X5000)/27 = 4444.40

This is less than the total value of the inheritance, which, accordingly, was $5000.

The individual shares will now be as follows:

2X4444.4/3 = 2963

1X4444.4/3 = 1481

1X4444.4/8 = 551.6

This means, even though the distribution does up add up approximately 5000, individual shares are not precise to conform to the Qur'an.

Just think, if the total inheritance is merely $1.

In this case 2/3 of $1 = $0.67

1/3 of $1 = $0.33

Add them, it is already $1.00

So, how do we get 1/8, that is $0.125?

Obviously, by juggling, we can always fit an equation.

For example, we could even have an inheritance equation in this manner

(1-1/3)Y + (2/3)Y + (2-1/2)Y = 5000.
The solution gives us Y = 1111.3 which is the manipulated value of the fund to conform to the mathematical law, because the original asset of $5000 cannot be precisely distributed according to the stipulated desire.
This means we are forced to reduce each person's share.

But this is just a manipulation, it does not satisfy the fundamental of fractional addition: that is: (1-1/3)X5000+(2/3)X5000+(2-1/2)X 5000.

If you add, you get 22499.5 and not 5000. So, how does the balance that is 22499.5 - 5000 = 17499.5 come from?

I have cited this extreme example, when the fractions add up to more than unity. If, as per Saj, Allah's law is correct, then we should be able to distribute $5000 as per the above example. But we cannot, because there is a shortfall in the fund.

O.K. here is how this mulla corrects Allah's Qur'an to conform to human laws on arithmetic.

Please recall that in the example cited by the mulla, we found Y = 4444.40

Also note how the distribution is not precise to conform the Qur'an

Qur'an says
2/3 = 0.6666
1/3 = 0.3333
1/8 = 0.1250
Add = 1.125
Human corrects the Qur'an
(2963/5000) = 0.5926
(1481/5000) = 0.2962
(555.6/5000) = 0.1112
Add = 1.0000

Precisely, we may note that the Qur'anic arithmetic gives an excess of 1/8 = 0.125. So human mulla has applied a correction factor to all the fractional numbers set by Allah. This correction factor, in this case, is approximately 7/8. Here is how:

(2/3)X(7/8) = 0.5834

(1/3)X(7/8) = 0.2920

(1/8)X(7/8) = 0.1094

Add them; it is approximately 1.00 (precisely 0.9844).

The reason, why there is a very small difference is that the correction factor will be slightly different for each case, depending on their original fraction. But a common value of 7/8 yields a very satisfactory result for the purpose of demonstration.

To a gullible reader, bereft of precise knowledge of mathematics, this Islamic deception might seem to be very smart.

But I can say that this mulla has dug his own grave, he has conclusively proven that Allah is wrong in the Qur'an and human has to correct Him.

It needs a precise eye to discover this Islamic deception.

Readers, please double-check my calculations, and, if found incorrect, then inform me and I shall apologise for misleading you.

If the readers find my arithmetic correct, then they must acknowledge that the Qur'an is absolutely wrong in the precise fractional distribution of inheritance.

AK

*নৃপেন্দ্র সরকার*এর জবাব:

ডিসেম্বর ২৪, ২০০৯ at ৮:৪০ অপরাহ্ণ

@আবুল কাশেম,

সম্পত্তি বন্টন নিয়ে আরজ আলী মাতুব্বর 'ফরায়েজ নীতি'র ঘাপলা নিয়ে একটি চমতকার (খন্ড'ত' হচ্ছেনা) উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ এবং মুহম্মদকে তিনি এক ব্যক্তি বলতে চেয়েছেন সাবধানে। পৃষ্ঠাটি scan করেছি। কিন্তু post করতে পারলাম না। তাই দু একটি বাক্য তুলে ধরছি -

" উদাহরণস্বরুপ দেখানো যায় যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকে, তবে মা ১/৬, বাবা ১/৬, দু মেয়ে ২/৩, এবং স্ত্রী ১/৮ অংশ পাইবে।" ...

"এ ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি '১'-এর স্থলে ওয়ারিশগণের অংশের সম্পত্তি হয় ১ ১/৮। অর্থাৎ (এবারে খন্ড'ত' এমনি এসে গেল) ষোল আনার স্থলে আঠার আনা। সমস্যাটি গুরুতর বটে।

মুসলিম জগতে উক্ত সমস্যাটি বহুদিন যাবত অমীমাংসিত ছিল। অতঃপর সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা)(৪০)। তিনি যে নিয়মের দ্বারা উহার সমাধান করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'আউল'।" ...

"পবিত্র কোরানে বর্ণিত আলোচ্য ফরায়েজ বিধানের সমস্যাটি সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা) তাঁহার গাণিতিক জ্ঞানের দ্বারা এবং মুসলিম জগতে আজও উহাই প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে উদয় হয় যে, তবে কি আল্লাহ গণিতজ্ঞ নহেন? হইলে, পবিত্র কোরানের উক্ত বিধানটি ত্রুটিপূর্ণ কেন?" ......

পবিত্র কোরানে বর্নিত ফরায়েজ বিধানের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কতগুলি (হজরত আলীর প্রবর্তিত) 'আউল' নীতির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাতে কোরান মানিয়া বন্টন চলে না, আবার 'আউল' মানিলে হইতে হয় দোজখী। উপায় কি?" ...

"... কিন্তু অধুনা রাষ্ট্রীয় বিচারপতিগণ পুত্র থাকিলেও পৌত্রকে অংশ দিতে শুরু করিয়াছেন। যে বিচারপতিগণ উহা করিতেছেন, তাঁহারা পরকালে যাইবেন কোথায়?"

উতসঃ আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র ১। পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২

(নোট - প্রিভিউতে ফন্ট ছোট দেখাচ্ছে। ঠিক করতে পারছি না। দুঃখিত।)

আবুল কাশেম এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৫, ২০০৯ at ১২:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@নৃপেন্দ্র সরকার,

দেখা যাচ্ছে আরোজ আলি কোরানের ভুল ঠিক ধরতে পেরেছেন।

হযরত ওমর কোরান কে সংসোধন করে প্রমান কোরলেন আল্লাহ অংক জানেন না।

এখন আধুনিক মোল্লারা সাধারন পাঠক কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য eqaution ব্যবহার করছে। কিন্ত তাদের এই প্রতারনা শুধুই প্রমান করে যে কোরান সম্পুর্ন ভুল। কোরানে contradiction -এর ছড়াছড়ি।

আবুল কাশেন

ফুয়াদ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৫, ২০০৯ at ৮:১৭ পূর্বাহ্ণ
@আবুল কাশেম,

দেখাই লেন ।

Saj নামে এখানে কেউ নাই আপনার কথার উত্তর দেওয়ার জন্য ।😄😄😄

10. 10

ashraf
জানুয়ারি ১, ২০১০ সময়: ১০:০৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ফুয়াদ

আপনার জাকির নায়েক নিয়ে কিছু বলতে পারতেন। একটা প্যাচালের জায়গা আপনার খালি রয়ে গেল।

11. 11

nincNalgage

ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১২ সময়: ১০:০৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

noticed that the best way to set up a precise canvas and so plastic creating, one particular Cheap Jimmy Choo founder expert ventured just a few procedures were complex, angrily placed to qualify for the spice while in the cloth and as a consequence plastic have a tendency practice, as well as say the warmth includes allowed plastic vulcanized and as well as cloth bonding, Here jimmy choo nuptial runners certain Martha Jane red-colored built the actual miraculous by utilizing the prior 1.most important couple of fabric shoe over the model and make related jimmy choo pair of shoes discounts company,post Jimmy Choo Shoes Discount regarding on top of that strap on,in addition to thrown towards the scrubbing doll typical precise,appreciated introduction closer to 09 internationally item sales revenue more over Nine hundred thousand sets, placing an important community http://www.jcshoesaleau.com/ crucial running shoes shape of products return log.
mnbvcxz0030

সমাপ্ত

A Guide To The Quranic Contradictions

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-1)

By: Abul Kasem|Posted in: Philosophy, Religion, Science

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-1)

Abul Kasem

Introduction

This guide is a compilation of contradictory verses in the Qur'an, the holiest book of Islam. Muslims consider the Qur'an as the infallible words of Allah, free of any ambiguities, contradictions, errors and irrationalities. This guide will demonstrate that far from being perfect, free of ambiguities and errors, the Qur'an is replete with hundreds of contradictory statements that will surprise the critical readers of the Qur'an. It is unbelievable that an omnipotent, omniscient, all-knowing, and all-powerful Allah will have such a demented intellect to construct so many contradictory passages.

For easy understanding, the Qur'anic verses are provided in summarized, plain English. For the complete translation please refer to the translations of Yusuf Ali, Picthal, and Shakir: (http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/reference.html) or the translation of Hilali and Khan (http://www.mlivo.com/translations/Hilali%20Khan.htm).

Many contradictory verses are repeated; it is because of the repetitive nature of the Qur'an. One amazing aspect of the Qur'an is that there may be several contradictions in a single verse.

Please note that this guide does not address Qur'an's errors, absurdities, and irrationalities on various subjects such as science, mathematics, astronomy, history, embryology, geology, and cosmology. This is a vast topic and a separate guide is necessary to understand Allah's expertise on these issues.

This guide may not be complete. There might be many other contradictory verses which the author might have missed. The author will appreciate if any reader finds other contradictory verses not included in this guide, and brings them to my attention. I shall include them in the list to make this guide as comprehensive as possible.

Sura 2: al-Baqara (The Cow)

2:21
Allah created the mankind; they should worship Him.
Contradiction: 3:97, 35:15 say Allah does not need mankind and the jinns; He is free of all want.

2:29
Allah created the earth (first) then He perfected the seven firmaments (heavens); He has the perfect knowledge of all things. (This verse indicates that Allah started creation by creating earth, and then He made heaven into seven heavens. This is how building usually starts, with the lower floors first and then the top floors—ibn Kathir).
Contradiction: 79:27-30 says Allah created the heavens first.

2:34
All the angels bowed to Adam, except Iblis. He was haughty and a disbeliever.
Contradiction: 16:49 says every creature in the heavens and in earth prostrates to Allah.

2:35
Allah forbade Adam and his wife to approach the tree of knowledge. (Allah spoke directly to Adam—ibn Kathir.)
Contradiction: 42:51 says Allah never speaks directly to a human; He speaks either from behind a veil or through a messenger.

2:37
Adam learned the words of inspiration from Allah. Adam was the first Muslim.
Contradiction: 2:131 says Abraham was the first Muslim.
Contradiction: 6:14 says Muhammad was the first Muslim.
Contradiction: 7:143 says Moses was the first Muslim.
Contradiction: 26:51 says some Egyptians were the first Muslims.

2:38
Allah ordered Adam and his wife to descend on earth, and to preach on people whatever message they received from Allah.
Contradiction: In verse 20:123, before sending Adam on earth, Allah told him humans on earth would be enemies of one another. This means there were already people on earth when Adam descended on it. So Adam was not the first human created by Allah.

2:47
Allah blesses the Children of Israel more than other believers; He has preferred them above all beings.
Contradiction: 3:33-34 says Allah preferred Adam, Noah, the house of Abraham, and the house of Imran above all beings.

2:50
Allah parted the sea (Red sea); saved the Children of Israel (i.e., Moses' people), and drowned Pharaoh in front of the eyes of the Children of Israel.
Contradiction: 10:90 says Pharaoh submitted to Islam.
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

2:51
When Moses went to keep his appointment with Allah for forty days, his people reverted to worshipping a cow during his absence.
Contradiction: 7:142 says Moses' appointment with Allah was for forty nights.

2:52
Despite their sins of idolatry, Allah forgave the people of Moses.
Contradiction: 2:63 says Allah raised the Mount Sinai above the Children of Israel and threatened them to submit to Him.
Contradiction: 7:152 says Allah punished them.

2:58
Then Allah asked the people of Moses to humbly enter a city (Jerusalem or Jericho—ibn Kathir) through its gate so that they could find all the provisions they needed for their sustenance.
Contradiction: Allah says in 7:137 He let Moses' people inherit the land east and west, that is, the land of greater Syria.

2:62
Muslims/Jews/Christians/Sabians—anyone who believes in Allah and the last Day and does a righteous deed will get rewards.
Contradiction: 9:17 says unbelievers will go to hell.
Contradiction: In 3:85 Allah says He only accepts Islam.
Contradiction: 4:150-151 says Allah will severely punish those who deny Allah and Muhammad and those who separate Allah from His messengers.

Contradiction: in 5:33 Allah commands Muslims to Crucify or behead those who criticize Islam and Muhammad or do not convert to Islam.

2:79
Those Jews wrote their Book with their own hands, and faked that as the Book from Allah, Allah curses them.
Contradiction: 6:34, 6:115 say **none** has the power to change the words of Allah.

2:106
Whatever verses Allah abrogates or causes Muhammad to forget, He replaces them with similar or better verses (Muhammad did forget some Qur'anic verses—Walker, p. 166).
Contradiction: 6:34, 6:115 say **none** can change the words in the Qur'an.

2:107
The dominion of the heavens and the earth belongs to Allah; there is no protector besides Him.
Contradiction: In 13:11, 41:31, 50:17–18, and 82:10 Allah says angels are our protectors and guards.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are our protectors.

2:116
The Christians belief that Allah had begotten a son is untrue; Allah possesses everything in heavens and on earth, everything worships Him.
Contradiction: 3:180, 15:23, 19:40, 19:79–80, 21:89, 28:58 say Allah inherits from infidels/other creatures.

2:117
Allah creates instantly, by decree; He says 'be' and it is.
Contradiction: 7:54, 10:3, 11:7 and 25:59 say six days of creation.
Contradiction: 41:9–12 say eight days of creation.
Contradiction: 6:101 says Allah could not create a son for himself because He does not have a consort (a wife or a concubine).

2:131
Allah asked, and Abraham cheerfully submitted himself to Allah (Abraham was the first Muslim—ibn Kathir.)
Contradiction: 2:37 says Adam was the first Muslim.
Contradiction: 6:14 says Muhammad was the first Muslim.
Contradiction: 7:143 says Moses was the first Muslim.
Contradiction: 26:51 says some Egyptians were the first Muslims.

2:139
The Islamic, the Jewish and the Christian Allah is the same Allah, do not argue on this. Allah will reward each group according to their deeds.
Contradiction: 9:30 says Jews and Christians are idolaters.
Contradiction: 3:118, 5:51, 5:57, 58:14 and 60:13 say not to be friendly with unbelievers, including Jews and the Christians.

2:148
Every nation has a qibla; Allah has given each group of people a law and a way of life.
Contradiction: 25:51 says if willed, Allah could have sent messengers to every nation to instill fear; but He didn't.

2:167
Those who plead for another chance, Allah will disown them and send them to hell to dwell there forever.
Contradiction: 6:128 says as long as Allah wishes, not forever.

2:185
As a guide to mankind, Allah sent the Qur'an in the month of Ramadan (the ENTIRE Qur'an).
Contradiction: 17:106, 25:32 say Allah sent the Qur'an in stages.

2:219
Wines and gambling are Satan's handiwork—there are some good but great sins.
Contradiction: 47:15 and 83:25 say Allah will serve Satan's handiwork, wine, in Islamic Paradise.

2:221
Do not marry idolatresses until they believe. A believing slave woman is better than a non-believing free woman; do not get your girls married to unbelievers until they (the unbelievers) convert to Islam.
Contradiction: 9:30 says the Jews and the Christians are idolaters, but Allah allows Muslim men to marry their women without converting to Islam. According to ibn Abbas, 'I do not know of a bigger Shirk than her saying that Jesus is her Lord!' This means that the Christian women are idolaters.

2:253
Some apostles (messengers) are above others; to some of them Allah spoke (i.e., Allah has graded His messengers, He had spoken directly to a few of them); to Jesus, Allah gave clear signs and the Holy Spirit.
Contradiction: Allah says in 4:152 He makes no distinctions among prophets.

2:254
Unbelievers (non-Muslims) are the real wrong-doers; they will have no intercession on the last day.
Contradiction: 2:255 says Allah might appoint intercessor for anyone He wishes, including some unbelievers.

2:255
Allah sustains and protects all that exists. His throne extends over the heavens; no one can intercede without His permission.
Contradiction: see 2:254.

2:259
Allah caused a man to sleep for a century, then raised him up, and questioned the man how long he thought had been in sleep (in this verse Allah is directly speaking with an ordinary person).
Contradiction: 42:51 says Allah speaks only through a veil or through a messenger.

End of Part 1

To be continued in part 2.

Abul Kasem is an Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside.* He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books including: *A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran? and Women in Islam.* Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia. His latest contribution is in the book *Why We left Islam*, edited by Susan Crimp et al. He can be contacted at abul88@hotmail.com and nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-2)

By: Abul Kasem|Posted in: Culture, Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-2)

Abul Kasem

After 1st Part...

A note to the readers:
In part one I wrote that verses 2:51 and 7:142 contradicted. However, the Qur'an says in both the verses that Moses appointment with Allah was for forty nights. Verse 2:51 clearly says forty nights. Yusuf Ali translates 7:142 in this manner (to be fair, please ignore Yusuf Ali's insertions inside the parentheses):

7:142 YUSUFALI: We appointed for Moses thirty nights, and completed (the period) with ten (more): thus was completed the term (of communion) with his Lord, forty nights. And Moses had charged his brother Aaron (before he went up): "Act for me amongst my people: Do right, and follow not the way of those who do mischief."

Ibn Kathir explains the ambiguity in this manner:

> 'Allah reminds the Children of Israel of the guidance that He sent to them by speaking directly to Musa and revealing the Tawrah to him. In it, was their law and the details of their legislation. Allah stated here that He appointed thirty nights for Musa. The scholars of Tafsir said that Musa fasted this period, and when they ended, Musa cleaned his teeth with a twig. Allah commanded him to complete the term adding ten more days, making the total forty. When the appointed term finished, Musa was about to return to Mount Tur.'

This explanation is confusing. To say the least—could it that Allah's instruction to Moses was to fast during night (forty nights in total) and seek audience with Allah during the day (forty days in total). It could be either. I chose the first option: that is Moses fasted during nights and met Allah during day.

Nevertheless, it appears ibn Kathir might be incorrect if we are to accept the original Arabic version of this verse.

I apologize to the readers for creating misunderstanding because of ibn Kathir's *tafsir*.

Sura 3: al-Imran (The Family of Imran)

3:2
Worship none but Allah; He is the ever-living, and the sustainer of all things.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brethren and his parents to worship Joseph.

3:3
Allah sent the Qur'an to Muhammad (the ENTIRE Qur'an).
Contradiction: 17:106, 25:32 say Allah sent the Qur'an in stages.

3:7
Allah has sent down the Book. Only men of understanding will grasp the messages of the Qur'an; some verses are basic some are allegorical; perverse hearts follow allegorical verses to find hidden meanings to make discord; only Allah knows the hidden meanings of the Qur'an.
Contradiction: 16:103 says the Qur'an is in clear Arabic.

3:18
Allah, His angels, and the knowledgeable people bear witness that none is to be worshipped except Him. Maintaining His creation is justice.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brethren and his parents to prostrate before (worship) Joseph.

3:20
Muhammad's duty is only to convey the messages of Allah. (Allah has sent Muhammad to the illiterate Arabs—ibn Kathir)
Contradiction: Allah says in 8:39 if the unbelievers do not convert to Islam fight them.

3:33-34
Allah chose the families of Adam, Noah, Abraham, and Imran above all people.
Contradiction: 2:47, 45:16-17 say Allah favored the Children of Israel above all beings.
Contradiction: 3:42 says Allah preferred Mary above all women.

3:41: The angel (Gabriel) instructed Zachariya to remain silent for three days, communicating only through signs, and offering two prayers—in the evening and in the morning.
Contradiction: in 19:10 Allah commanded Zachariya to remain silent for three nights.

3:42
Angels told Mary that she is chosen above women of nations.
Contradiction: 19:17 says one angel, as a man, spoke to Mary.
Contradiction: 2:47, 45:16-17 say Allah preferred the children of Israel above all beings.

3:45
The angels told Maryam (Mary) that she would give birth to Jesus, a Word (manifestation) of Allah and Jesus will be held in great honor, and he will be nearest to Allah.
Contradiction: 19:17 says an angel, in the shape of a man, visited Mary.
Contradiction: in 21:98 Allah says all objects worshipped by men besides Allah will be in hell, i.e., Jesus will burn in hell.

3:59
Allah created Adam from dust, Allah said 'be' and Adam was there; Jesus looked like Adam (as Allah made Jesus without a father He made him look like Adam, and because Adam had no father or mother, Allah created Adam from dust—ibn Kathir).
Contradiction: 38:71 says Allah created Adam out of wet clay..
Contradiction: 15:26 says Allah created Adam out of sounding (black burnt) clay and mud.
Contradiction: 38:75 says Allah created Adam with His two hands.

3:67
Abraham was not a Jew, nor a Christian, but a Muslim (Hanif), and Muhammad is the nearest to Abraham.
Contradiction: Allah says in 6:14 that Muhammad was the first Muslim.
Contradiction: 7:143 says Moses was the first to believe in Islam.
Contradiction: 2:37 says Adam was the first Muslim.
Contradiction: 26:51 says some Egyptians were the first Muslims.

3:78
Some Jews and Christians twisted Allah's scriptures and passed them as Allah's messages.
Contradiction: 6:34, 6:115 say none can alter the words of Allah.

3:85
Allah will not accept any religion other than Islam.
Contradiction: 2:62 says Allah will reward Christians, Jews and the Sabians.

3:97
Mecca is the station of Abraham: if you can afford then perform pilgrimage (hajj) in Mecca; Allah does not need *'Alamin'*(any of His creatures).
Contradiction: in 2:21 Allah says He needs mankind to worship Him.
Contradiction: 51:56 says Allah needs humans and jinns to worship Him.

3:125
In Badr, Allah made a terrific onslaught with five thousand angels. (The angels wore white wool and had special markings distinguishing their horses—ibn Kathir)
Contradiction: 8:9 says in Badr, Allah helped the Muslims with one thousand angels.

3:144
Muhammad is no more than an apostle; apostles before him had died.
Contradiction: 4:157 says Allah raised Jesus up; Jesus did not die.

3:169-171
Those slain in Allah's way (in Jihad) do not die; they live in the presence of Allah (in Islamic Paradise), and enjoy His provisions.
Contradiction: 19:70-71 say every soul, including that of a Muslim, at least for some time, will be in hell.

3:180
Allah does not like stingy people; Allah will tie the covetous articles like twisted collars in the necks of

unbelievers. Allah is the inheritor of the heavens and the earth.
Contradiction: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 say Allah is the owner of all things in the heavens and in earth.

3:189
Sovereignty of the heavens and the earth belongs to Allah.
Contradiction: Allah says in 3:180, 15:23, 19:40, 19:80, 21:89, 28:58 He inherits from other infidels and other creatures.

Sura 4: an-Nisa (Women)

4:5
Take care of the minor orphans' property and do not handover their property to them while they remain minor (until they are marriageable).
Contradiction: 65:4-5 says prepubescent girls (minor girls) can be married.

4:6
Test the orphans for their maturity; release properties to orphans when they are capable of sound judgment (i.e., have attained maturity or puberty, usually taken as fifteen years of age. It is the marriageable age—Jalalyn. The age of puberty is the marriageable age—ibn Abbas).
Contradiction: 65:4-5 says prepubescent girls can be married.

4:15
If a woman is lewd confine her in house till death (basis of honor killing in Islam); four believing male witnesses are required to prove a woman's innocence.
Contradiction: in 24:2 Allah prescribes one hundred lashes for both men and women who perform lewdness.

4:16
Allah prescribes unspecified punishment for lewdness by men; (homosexuality, gays—ibn Kathir); if the perpetrators repent then leave them alone.
Contradiction: in 24:2 Allah prescribes one hundred lashes for both men and women who do acts of homosexuality.
Contradiction: 4:15 says permanent house arrest, until they die, for women.

4:18
Inflict the most grievous punishment for dying rejecting faith (i.e., those apostates who die as apostates.)
Contradiction: 10:90 says Pharaoh submitted to Islam when flood engulfed him.

4:46
Majority of the Jews distort the meaning of words by a twist of their tongues; Allah condemns them.
Contradiction: 6:34, 6:115 say **none** can alter the words of Allah.

4:48
Allah forgives every sin except idolatry (shrik).
Contradiction: in 4:153 Allah forgave the idolatry of Moses' people.

4:75
Fight against oppression; Allah raises a protector from among the believers.
Contradiction: 9:116, 17:111, 32:4 and 42:28 say Allah is the only protector and helper.
Contradiction: 41:31, 32 say angels are our protectors in this life and the life hereafter.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are our protectors.

4:78
Death will find you even if you are in towers built up strong and high. All things are from Allah.
Contradiction: in 4:120, 38:41 Allah says evil things are from Satan.
Contradiction: 4:79 says evil things are from us.

4:79
Good things are from Allah; evil things are from one's own soul. Allah is the witness that Muhammad had been sent as a Messenger to people.
Contradiction: 4:120 and 38:41 say evil things are from Satan.
Contradiction: 4:78 says all things; including evil things, are from Allah.

4:93
A dreadful penalty (hell, unspecified) is for a Muslim for intentionally killing another Muslim.
Contradiction: 2:178 says whoever kills deliberately must be killed, or if he is pardoned he must pay the blood money.

4:107
Allah does not like disloyalty.
Contradiction: 63:5 says Allah might forgive the hypocrites if Muhammad sought Allah's forgiveness for them.

4:116
Except the idolaters (shrik), Allah forgives whomever He pleases.
Contradiction: 4:153 says Allah forgave the calf-worshippers of Moses' people.

4:120
Satan creates false desires; Satan deceives people.
Contradiction: 16:93 says Allah misleads who He wishes.
Contradiction: 4:78 says all things are from Allah.

4:150-151
Allah will severely punish those who deny Allah and Muhammad and those who separate Allah from His messengers.
Contradiction: 2:62 says Muslims/Jews/Christians/Sabians—anyone who believes in Allah and the last Day and does a righteous deed will get rewards.

4:152
The believers should not make distinctions among the messengers; in the hereafter; Allah will reward such believers.
Contradiction: 2:253, 17:55 say Allah preferred some prophets over others.

4:153
For asking Moses to show them Allah in public, Allah dazed people with thunder and lightning. Allah forgave Moses people who worshipped the golden calf.
Contradiction: 4:48 says Allah does not forgive idolatry, that is, shrik.
Contradiction: 2:63 says Allah terrorized Moses' people by raising the Mount Sinai above them.

4:157
Jesus was not crucified; he did not die.
Contradiction: 3:144 says all prophets before Muhammad had died.
Contradiction: 23:15, 39:30 say everyone will die.

4:158
Allah raised Jesus up alive.
Contradiction: 21:98 says all objects worshipped by men besides Allah will be in Islamic hell; i.e., Jesus will burn in hell because the Christians worship him.

4:171
People of the Book are not to commit excesses in their religion; Jesus was only another apostle of Allah, he was the Word (manifestation) of Allah; Jesus is also a spirit from Allah; so, no Trinity.
Contradiction: 4:172 says Allah made Jesus His servant.

4:172
Christ (Messiah, Jesus) was a servant of Allah.
Contradiction: 4:171 says Jesus is a spirit and Word of Allah.

End of Part 2

To be continued in part 3.

Abul Kasem is a Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside*. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books including: *A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran? and Women in Islam*. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia. His latest contribution is in the book *Why We left Islam*, edited by Susan Crimp et al. He can be contacted at abul88@hotmail.com and nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-3)

By: Abul Kasem|Posted in: Culture, Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-3)

Abul Kasem

After 2nd Part

Sura 5: al-Maeda (The Table Spread)

5:5
Foods of the people of the Book are lawful for Muslims and vice versa. Lawful in marriage (for Muslim men) are: chaste believing women; chaste women of the Book (i.e., Jewish and Christian women).
Contradiction: 2:221 says do not marry idolatresses.
Contradiction: 9:30 says Christians and the Jews are idolaters.

5:13
The Children of Israel (Jews) tampered with their scriptures and broke their covenant with Allah; Allah made their hearts hard, but Muhammad is to forgive them.
Contradiction: 6:34, 6:115 say none can tamper with Allah's words.
Contradiction: 9:29 says kill the Jews and Christians unless they pay jizya tax or convert to Islam.
Contradiction: 5:54 says the Muslims must be very harsh and stern towards infidels.

5:21
Moses said his people should occupy the holy land (of Palestine, Jerusalem or Jericho).
Contradiction: 7:137 says Allah let the Moses' people inherit the land east and west, that is, the land of greater Syria.

5:26
Allah made the wicked people (a faction of children of Israel; they numbered 600,000—Jalalyn) to roam aimlessly for forty years.
Contradiction: 7:129 says Allah let the children of Israel inherit Egypt.
Contradiction: 7:137 says Allah let the Moses' people inherit the land east and west, that is, the land of greater Syria.

5:32
Killing one person except for a just cause is like slaying the whole people; saving a life is like saving the whole people (killing here refers to a Muslim killing another Muslim and not humanity in general—ibn Kathir).
Contradiction: in 5:33 Allah commands Muslims to crucify or behead those who criticize Islam and Muhammad, or do not convert to Islam.

5:41
Allah will not purify the hearts of those Jews who distort the meanings of the Book.
Contradiction: 6:34, 6:115 say none can alter the words of Allah.

5:51
Muslims are not to take the Jews and Christians as friends and protectors.
Contradiction: 5:82 says Christians are Muslims' closest friends.

5:54
If one turns to be an unbeliever, Allah may bestow His blessings to others who will become Muslims. These Muslims will be humble and friendly to other Muslims but very harsh and stern towards the infidels (unbelievers, the apostates; i.e., these pious Muslims must kill the unbelievers and the apostates).
Contradiction: 5:13 says Muhammad is to forgive and overlook the faults of Jews and Christians.

5:55
Real friends are: Allah, His apostle (Muhammad), and the fellowship of pious and charitable believers.
Contradiction: 9:116, 17:111, 32:4, 42:28 and 42:31 say Allah is the only protector and helper.
Contradiction: 41:30-32 say angels are our protectors in this life and in the life hereafter.

5:57
Do not take as friends the people of the Book (Jews and Christians), the pagans, and those who mock at Islam.
Contradiction: 5:82 says Christians are Muslims' closest friends.

5:69
The believers of the Qur'an, the followers of the Jewish scriptures, the Sabians, the Christians, and those who believe in Allah and the last day shall have no fear.
Contradiction: 3:85 says Allah accepts only Islam.
Contradiction: in 5:33 Allah commands Muslims to crucify or behead those who criticize Islam and Muhammad, or do not convert to Islam.

5:82
Strongest enemies are the Jews and the pagans; the nearest in love (or friendly) are the Christians.
Contradiction: 3:118 says not to be friendly with unbelievers, including Jews and Christians.
Contradiction: 5:51 forbids Muslims to be friendly with Jews and Christians.
Contradiction: 5:54 says pious Muslims must be harsh and stern towards Jews and Christians, these Muslims must kill Jews and Christians and other infidels.

5:90
Intoxicants (wine and spirits), stones (i.e., stone/idol worshipping), and gambling (playing chess is a form of gambling—ibn Kathir) are Satan's handiwork.
Contradiction: 47:15, 83:25 say Satan's handiwork, wine, will flow freely in Islamic Paradise.

Sura 6: al-Anam (Cattle)

6:12
Allah has prescribed mercy on Himself. Undoubtedly, on the Resurrection day, Allah will gather together mankind. They are responsible for their belief.
Contradiction: 14:4, 6:35 say Allah purposely does not guide some people.
Contradiction: 10:100 says no soul can believe without Allah's will.

6:14
Allah feeds others, but He does not need any food. Allah commanded Muhammad to be the first person to embrace Islam.
Contradiction: 2:37 says Adam was the first Muslim.
Contradiction: 2:131, 3:67 say Abraham was the first to accept Islam.
Contradiction: 7:143 says Moses was the first Muslim.
Contradiction: 26:51 says some Egyptians were the first Muslim.

6:34
Apostles before Muhammad were rejected too; but through patience, constancy, and Allah's help the apostles won. **None** can alter the words of Allah (Qur'an).
Contradiction: 2:79, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41, 6:112, 41:43 say the Jews and the Christians tampered with Allah's Books.
Contradiction: Allah says in 2:106, 16:101 He changes the Qur'an through abrogation and substitution.

6:38
All creatures, including birds with wings, form communities like human beings; they too will be resurrected (that is, these creatures also have souls).The Qur'an did not omit anything (i.e., the Qur'an is complete).
Contradiction: 18:109, 31:27 say all the seven oceans (ink) and all trees (pen) are not enough to write the Qur'an.

6:101-102
Allah has no consort (wife), so He could not have children (sons) (the polytheists thought that the angels were daughters of Allah; Allah does not have any wives—ibn Kathir).
Contradiction: Allah says in 19:21 Mary could have a son without a man (consort), because Allah decreed it so.
Contradiction: 39:4 says if willed, Allah could have a son out of His creation, but He didn't.
Contradiction: 2:117 says Allah says 'Be and it is'.

6:103
Allah is beyond our vision and comprehension; but He sees and comprehends all things. Allah is not visible.
Contradiction: 53:11 says Muhammad, with his own eyes, saw Allah (Muhammad saw with his eyes his Lord—ibn Abbas).

6:112
It is Allah's wish that every messenger will have men and Jinni devils as his enemies, inspiring each other with flowery words.
Contradiction: 6:34, 6:115 say none can alter the words of Allah.

6:115
The Qur'an is complete in truth and justice; **none** can change the Qur'an.
Contradiction: 2:106, 16:101 say Allah abrogates and substitutes verses, changing the Qur'an.

6:128
At the approach of death, Jinni misleads many humans; these misguided men will implore Allah for mercy, but Allah will send them to Islamic Hell to dwell there permanently, except if Allah decides otherwise.
Contradiction: 2:167 says eternally.

6:130
Allah sends humans and Jinni respectively as messengers to them.
Contradiction: 12:109 says Allah sends only men as messengers.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger to mankind.
Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.

6:131
Allah will not destroy a city for their sins when their inhabitants are there (that is, a messenger—ibn Kathir).
Contradiction: 17:16 says Allah destroys a city by giving its inhabitants warning.

Sura 7: al-Araf (The Heights)

7:20
Satan lured Adam and his wife (Eve) to transgress Allah's prohibition.
Contradiction: 20:120 says Satan lured only Adam to the tree of eternity.

7:54
Allah created the heavens (first) and (then) the earth in six days, and then he rose over His throne.
Contradiction: 41:9-12 says Allah created the earth (two days), the mountains (four days), and the heavens (two days) in total of eight days.
Contradiction: 79:27-30 says Allah created the heavens first.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.

7:77
So they killed the she-camel and challenged Salih to bring Allah's torment on them.
Contradiction: 54:29 says one person took a sword in his hand and killed the she-camel.

7:82
Lot's people wanted to drive him and his companions (i.e., Lot and his two daughters: Za'ura and Raytha—ibn Abbas) out of their city. (Lot's people were sarcastic to Lot's followers that they are a people who want to be pure from men's anuses and women's anuses—ibn Kathir.)
Contradiction: 7:77 and 29:29 say when Lot admonished his people for their sins they challenged Lot to bring upon them Allah's wrath.

7:83
Allah saved Lot (including his daughters—ibn Abbas) but not his wife; she received the torment of Allah.
Contradiction: 26:170-171 says Allah saved Lot and all his followers except an old woman.

7:127
The chiefs of Pharaoh wanted to know if Pharaoh would allow Moses to spread mischief and let the people abandon their gods. Pharaoh then decreed to kill sons of Moses' people, but reprieved their daughters.
Contradiction: 28:38 says Pharaoh was the God of his people. They worshipped only Pharaoh and not many gods.

7:136
Allah avenged the betrayal of covenant of Moses' people by drowning Pharaoh and his people in the sea.
Contradiction: 10:92 says Allah forgave and saved Pharaoh, and made his dead body a symbol for Pharaoh's progeny.
Contradiction: 10:90 says Pharaoh submitted to Islam.

7:137
Allah let the oppressed people (the Children of Israel) inherit (Egypt) the land east and west (this refers to the area of greater Syria—ibn Kathir.)
Contradiction: 2:58, 5:21 say Allah let the Moses' people inherit the land of Palestine and Jerusalem.

7:143
Allah spoke directly to Moses, but did not show His face; when Moses looked at the mountain where Allah was hiding, the mountain crumbled and Moses fainted; Moses was the first to believe in Islam.
Contradiction: 2:37 says Adam was the first Muslim.
Contradiction: 2:131, 3:67 say Abraham was the first Muslim.
Contradiction: 6:14 says Muhammad was the first Muslim.
Contradiction: 26:51 says some Egyptians were the first Muslims.

7:152
Those who idolized the calf for worshipping incurred the wrath of Allah.
Contradiction: 2:52 says Allah forgave them.
Contradiction: 2:63 says Allah terrorized the Children of Israel by raising the Mount Sinai above them.

7:179
Allah has made many men and Jinni for hell, they are worse than cattle.
Contradictions: in 51:56 Allah says He created men and jinns only to serve (worship) Him.
Contradiction: in 35:15 Allah says he does not need human; He is free of all want.

End of Part 3

To be continued in part 4.

Abul Kasem is a Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside*. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-4)

By: Abul Kasem|Posted in: Culture, Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-4)

Abul Kasem

After 3rd Part

Sura 8: al-Anfal (The Spoils of War)

8:9
Allah helped Muhammad with one thousand angels in succession (following one another: Gabriel led five hundred of them, and Michael led five hundred of them—ibn Kathir).
Contradiction: 3:125 says Allah helped Muhammad in Badr with five thousand angel soldiers.
Contradiction: 3:124 says Muhammad requested Allah to send three thousand angel fighters.

8:38
Allah will forgive unbelievers' past if they accept Islam; if not, they will face the fate of their forefathers (i.e., exemplary punishment from Allah).
Contradiction: Allah says in 3:20 if the unbelievers do not convert to Islam leave them alone, Muhammad's duty is only to convey the message.

Sura 9: al-Baraat (Immunity) or al-Tauba (Repentance)

9:23
Unbelieving father, brothers are not protectors of converts of Islam; Muslims should not take them as guardians.
Contradiction: 17:23, 31:15 say respect parents even if they are unbelievers.

9:30
The Jewish claim of Ezra (Uzair) as the Son of Allah, or the Christian claim of Jesus as the son of Allah is blasphemous; Allah punishes them.
Contradiction: 2:221, 60:10 forbid Muslims to marry idolaters.
Contradiction: 2:62 says Christians will get rewards.
Contradiction: 5:82 says the closest in friendship are Christians.

9:71
Pious and charitable believers are protectors of one another; they obey Allah and Muhammad.
Contradiction: 9:116, 17:111, 32:4 and 42:28 say Allah is the only protector and helper.
Contradiction: 41:31, 32 say angels are our protectors in this life and the life hereafter.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are our protectors.

9:116
Sovereignty (dominion) of the heavens and the earth belongs to Allah; He controls life and death; Allah is the only protector and helper.
Contradiction: 3:180, 15:23, 19:40, 19:79–80, 21:89, 28:58 say Allah inherits from infidels and other creatures.
Contradiction: 9:71 says Allah's messengers and the believers are the protectors and helpers.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are our protectors.
Contradiction: 9:71 says pious Muslims are the protectors.

Sura 10: Yunus (Prophet Yunus)

10:3
Allah created the heavens (first) and (then) the earth in six days (our worldly days—ibn Kathir. In the same measure of time as worldly days since there was no sun or moon at that time—Jalalyn.), and then He ascended on His throne; He regulates all His affairs from His firmly established throne; there is no intercessor except Allah.
Contradiction: 2:29 says at first Allah created the earth.
Contradiction: 41:9–12 says eight days of creation.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.

10:35
Allah, not the idols, guides to the truth.
Contradiction: in 4:78 Allah says all things are from Him.
Contradiction: in 16:93 Allah says He misleads who He wishes.

10:47
Allah has given each group of people, a messenger, a law, and a way of life.
Contradiction: 25:51 says if Allah willed, He could have sent apostles to every nation to instill fear in them, but He didn't.
Contradiction: 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 say before Muhammad, Allah did not send any messengers or Books to the Arabs.

10:64
None can change the words of Allah.
Contradiction: 5:41, 3:78, 2:79, 4:46, 5:13 say the Jews and the Christians tampered with Allah's Book.
Contradiction: 2:106, 16:101 say Allah changes the Qur'an through substitution and abrogation of verses.

10:90
When flood engulfed Pharaoh, he submitted to Islam (i.e., Pharaoh became a Muslim).
Contradiction: 4:18 says Allah does not accept submission to Islam at the point of death, if one does not accept Islam before death.
Contradiction: 2:50, 7:136 say Allah drowned Pharaoh.
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

Sura 11: Hud (Prophet Hud)

11:2
Qur'an teaches to worship none but Allah, and Muhammad is a warner, who brought glad tidings.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brethren and his parents to worship Joseph by prostrating before him.

11:7
Allah created the Heavens (first) and the earth (second) in six days; (then) Allah conducts justice from His throne which is above water; you will be raised after death (before Allah created the heavens and the earth His throne was above water—ibn Kathir).
Contradiction: 2:29 says Allah created the earth first.
Contradiction: 41:9–12 talks about eight days of creation.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.

11:38
Noah's people ridiculed him for constructing an ark.
Contradiction: 54:9 says Noah's people expelled him from their town.

11:42–43
Noah's son (Noah's fourth son Yam, he had refused to embrace Islam and join Noah in his ark—ibn Kathir) was drowned in the flood because he was a disbeliever.
Contradiction: 21:76 says Allah saved Noah's family that included his son.

11:69
Abraham entertained the two angel-guests (the term 'two messengers' in this verse means two angels—ibn Kathir) with a roasted lamb, but the messengers refused to eat.
Contradiction: 25:7 says all Allah's messengers roamed markets and ate ordinary human food.

11:77
Angels, as Allah's messengers, came to Prophet Lot.
Contradiction: 12:109, 21:7 say Allah sends only men as His messengers.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger to mankind.
Contradiction: 6:130, 22:75 say Allah sends jinns and angels as His messengers to their respective species.

End of Part 4.

To be continued in part 5

Abul Kasem is a Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside*. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books including: *A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran? and Women in Islam*. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia. His latest contribution is in the book *Why We left Islam*, edited by Susan Crimp et al. He can be contacted at abul88@hotmail.com and nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-5)

By: Abul Kasem|Posted in: Culture, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part-5)

Abul Kasem

After 4th Part

Sura 12: Yusuf (Prophet Joseph)

12:19
A passing caravan's water-drawer rescued Joseph.
Contradiction: 12:20 says Joseph's brothers sold him as a slave for a miserly price.

12:100
Joseph thought Satan had created enmity between him and his brethren; Joseph's parents and his brothers prostrated before Joseph.
Contradiction: 2:255, 3:2, 3:18, 11:2, 20:98, 40:62, 40:65 say humans must prostrate (worship) only to Allah, and no one else.

12:109
Allah sends revelations to men only.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger.
Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.
Contradiction: 6:130, 11:69, 11:77, 22:75 say Allah also sends jinns and angels as messengers.

12:111
Qur'an is in detail, and confirms what went before; it is a guide and mercy to the believers; Joseph's story is not an invented tale but a confirmation of Allah's guide and mercy.
Contradiction: 17:106, 25:32 say Allah sent the Qur'an in stages.

Sura 13: ar-Rad (Thunder)

13:11
There are guards (angels) in front and behind each person.
Contradiction: 2:107, 29:22 say Allah is the only protector.

13:38
Previous messengers also had wives and children; no messenger can produce a miracle without Allah's authorization. Allah decrees every matter.
Contradiction: Jesus had no wife or children.

13:39
Allah removes (abrogates) what He wills, and fixes (replaces) what He wills; Allah has kept the Mother of the Book.
Contradiction: 6:34, 6:115 say **none** can change the words of the Qur'an.

Sura 14: Ibrahim (Prophet Abraham)

14:4
Allah sends His messages only in the language of His apostle's people in order to make the message clear to them. Allah misguides whom He pleases.
Contradiction: 10:35 says Allah Himself guides mankind to the truth.
Contradiction: 37:147-148 says Allah sent Yunus to hundred thousand people of Nineveh, in the region of Mosul.

Sura 15: al-Hijr (The Rocky Tract)

15:23
Allah controls life and death; He will inherit all things on earth.
Contradiction: 3:189, 57:2 say Allah is the owner of all things in the heavens and in the earth.

15:26
Allah created the man from sounding (i.e., burnt) clay from mud, and shaped him like a potter's clay.
Contradiction: 3:59 says Allah created Adam from dust.
Contradiction: 38:71 says Allah created Adam out of wet clay.

15:29
Allah completely fashioned the first man (Adam), then breathed the soul which Allah had created for him (Adam); then Allah asked the angels to bow down to a live man created by Him.
Contradiction: 32:9 says Allah breathed His own (not a soul specially created) soul into Adam.

Sura 16: an-Nahl (The Bee)

16:36
Allah sent apostles to every people or community or nation.
Contradiction: 29:27 says Allah gave prophet hood only to Abraham's progeny.
Contradiction: Allah says in 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 before Muhammad, He did not send any messengers to the Arabs.

16:43
Allah chooses only men (human beings) to be His messengers.
Contradiction: in 11:69 Allah says he sent to Abraham angels as messengers.
Contradiction: 27:82 says Allah sends a beast as a messenger.

16:49
Every creature in the heavens and in earth, including the angels, prostrates to Allah and obeys Him.

Contradiction: 2:34 says Iblis, the Satan, did not prostrate before Adam; he disobeyed Allah.
Contradiction: 17:61 says all angels, except Iblis prostrated before Adam.

16:89
On the resurrection day, Allah will appoint Muhammad as the witness of all other prophets, who were the witnesses for their respective people; Qur'an explains all things.
Contradiction: 17:106, 25:32 say Allah sent the Qur'an in stages.

16:101
Allah substitutes one revelation with another; Allah has the mother of the Book (the original Qur'an).
Contradiction: 6:34, 6:115 says **none** can change the words in the Qur'an.

16:103
Some people accused Muhammad of learning the Qur'an from a foreigner, but Qur'an is in pure and clear Arabic.
Contradiction: 3:7 says only Allah knows the hidden meanings, and only the men of understanding will grasp the Qur'an.

Sura 17: Bani Israel (The sons of Israel) or al-Isra (The Night Journey)

17:15
Whoever does good deeds will be guided, whoever goes astray is due to his detriment; no one can bear another person's burden. Allah does not punish a population until He sends a messenger to them.
Contradiction: 11:110 says Allah intentionally created dispute about Moses' Book.
Contradiction: 16:25 says Allah will doubly punish the arrogant infidels for their unbelief and for misleading others.
Contradiction: 20:129 says Allah could destroy the unbelievers instantly.
Contradiction: 29:13 says unbelievers are to bear the burden of their own sins, as well as the burden of deluding others.

17:16
When Allah decides to destroy a population, He warns its leaders, they indulge in insolence for a brief period, and then Allah inflicts on them an utter destruction.
Contradiction: 6:131 says Allah does not destroy a city when its inhabitants are in it.

17:23
Worship only Allah, and be kind to aging parents in your care; respect them and do not shout at them.
Contradiction: 9:23, 29:8, 58:22 say show no love of friendship to the parents if they criticize Islam or Muhammad.

17:55
Allah is discriminatory; he prefers some prophets to others.
Contradiction: 4:152 says Allah makes no distinctions among prophets.

17:61
Allah created Adam from clay. Commanded by Allah, all the angels prostrated to Adam except Iblis. Iblis, the Satan, was upset that Allah placed Adam superior to him.
Contradiction: 16:48 says even the shadows of all objects (unbelievers included) prostrate to Allah.
Contradiction: 16:49 says every creature in the heavens and in earth, including angels, prostrate only to Allah.

17:86
If willed, Allah could withdraw (cancel) His revelations (Qur'an) to Muhammad. In that case, Muhammad would have no protection from Allah.
Contradiction: 6:34, 6:115 say **none** can change the words in the Qur'an.

17:103
Because Pharaoh evicted the Children of Israel (from Egypt), Allah drowned him and all his men.
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

17:106
For easy recital, the Qur'an is divided into parts; it is revealed in stages.
Contradiction: 2:185, 3:3, 12:111, 16:89, 43:4, 97:1 indicate Allah sent the ENTIRE Qur'an in one night.

17:111
Allah has no children; He does not share His authority and power with anyone else; He is the only protector and helper.
Contradiction: 41:31, 32 say angels are our protectors in this life and the life hereafter.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are our protectors.

Sura 18: al-Kahf (The Cave)

18:31
Muslims will be in Gardens of eternity (Eden), beneath which rivers flow. Allah adorns the residents of the Gardens with bracelets (bangles) of gold, green garments, fine silk and comfortable furnishing.
Contradiction: 39:73 says one garden in Islamic Paradise.
Contradiction: 22:23, 35:33 say Muslims will wear bracelets/bangles of gold and pearls.

18:109
An ocean of ink is not enough to write all of Allah's words. (This means the Qur'an is not complete—Walker, p. 165.)
Contradiction: 6:38 says the Qur'an is complete, nothing has been left out.

End of Part 5

To be continued in part 6.

Abul Kasem is a Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside*. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books including: *A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran? and Women in Islam*. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia. His latest contribution is in the book *Why We left Islam*, edited by Susan Crimp et al. He can be contacted at abul88@hotmail.com and nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part -6)

By: Abul Kasem|Posted in: Culture, Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions (Part -6)

Abul Kasem

After 5th Part

Sura 19: Maryam (Mary)

19:10
When Zachariah requested for the appropriate sign, Allah told him not to speak to people for three consecutive nights.
Contradiction: 3:41 says three days.

19:17
An angel, as a man, appeared before Mary. (It was Gabriel; he appeared to her complete and perfect in the shape of a man. Gabriel is Allah's Ruh—ibn Kathir.)
Contradiction: 3:42, 45 say several angels visited Mary.

19:40
Ultimately, Allah will inherit the earth and all things in it; and everyone will have to return to Allah.
Contradiction: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 say Allah is the owner of all things in the heavens and on earth and under the soil.

19:53
Allah made Moses' brother, Aaron (Harun), a prophet.
Contradiction: 20:29-32 says Aaron was a partner of Moses.
Contradiction: 25:35 says Allah appointed Aron a minister
Contradiction: 28:33-34 say Allah made Aaron Moses' assistant/helper.

19:67
Allah created a man out of nothing.
Contradiction: 52:35 says humans were not created out of nothing.

19:71
Every soul (this includes all Muslim) must pass through hell at least for some time; this is a decree from Allah.

Contradiction: 3:169-171 says those Muslims who die in jihad will go to Islamic Paradise immediately.
Contradiction: 66:8 says if you repent and embrace Islam Allah will send you to Islamic Paradise straight away.

19:80
Allah confiscates (inherits) all the property (wealth and children) of the unbelievers; they will be alone on the day of resurrection.
Contradiction: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 say Allah owns all things in heavens and in earth and under the soil.

Sura 20: Ta Ha

20:6
Everything in heavens and in earth, and in between them, and everything under the soil belongs to Allah.
Contradiction: In 3:180, 15:23, 19:40, 19:80, 21:89, 28:58 Allah says He will inherit from the infidels/other creatures.

20:29-32
Moses requested Allah to make his brother Aaron to be a partner of him to speak with Pharaoh.
Contradiction: 19:53 says Allah made Aaron a prophet.

20:36
Allah granted Moses' request (i.e., Allah made Aaron a partner of Moses), and reminded Moses of His previous favor to him.
Contradiction: 19:53 says Allah made Aaron a prophet.

20:37-39
Allah's previous favor to Moses was the instruction to Moses' mother to put him inside a wooden chest, and to let it float in river. Allah did this to save Moses' life from his enemy.
Contradiction: 40:25 says Pharaoh ordered the killing of infants after Moses became an adult.

20:78
When Pharaoh and his troops pursued Moses and his followers, Allah closed the sea (Red sea) and he was drowned.
Contradiction: 10:90 says Pharaoh submitted to Islam.
Contradiction: 10:91 says it was too late for Pharaoh to submit to Islam.
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

20:98
Worship none but Allah; He has the full knowledge of all affairs.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brethren and his parents to worship Joseph by prostrating before Joseph.

20:129
Because of a previous promise of temporary respite, Allah would have destroyed the unbelievers in an instant.
Contradiction: 17:15 says Allah does not punish a population until He sends a messenger.

Sura 21: al-Anbiyaa (TheProphets)

21:7
Allah sends only men as apostles; Muhammad can confirm this by asking those who follow the Torah and the Gospel.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger to mankind.

Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.
Contradiction: 6:130, 11:69, 11:77, and 22:75 say Allah also sends jinns and angels as messengers.

21:8
All apostles were flesh-and-blood men, who ate food and were subject to death.
Contradiction: 11:69-70 says messengers sent to Abraham did not eat human food.

21:19
All that exists in the heavens and in earth belongs to Allah.
Contradiction: In 3:180, 15:23, 19:40, 19:80, 21:89, 28:58 Allah says He will inherit from the infidels/other creatures.

21:30
Heavens and earth were joined together as one solid mass then Allah rent them asunder. Allah made every living being from water.
Contradiction: 41:11 says Heavens and the earth were separate; Allah joined the heavens and the earth.
Contradiction: 52:35 says Allah created humans out of nothing.
Contradiction: 38:71 says Allah created Adam out of wet clay.

21:76
Allah listened to Noah's cry, and saved Noah and his family from the flood.
Contradiction: 11:42-43 says Allah drowned Noah's son.

21:81
Allah gave Solomon the capability to control and direct violent and unruly wind.
Contradiction: 38:36 says softly-blown wind.

21:89
Zakaria implored Allah for a son; Allah is the best of inheritors.
Contradiction: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 say Allah owns all things in the heavens and in earth and under the soil.

21:98
Unbelievers and their idols are fuel for hell; they will go to hell.
Contradiction: 6:108 says Muhammad must not disparage the idols of the pagans, lest they disparage Allah.

Contradiction: 3:45, 4:158 say Jesus will be close to Allah, even though the Christians worship Jesus.

Sura 22: al-Hajj (The Pilgrimage)

22:23
Allah will admit the believers in the gardens (many gardens in paradise) beneath which rivers flow; they will be adorned with bracelets (bangles) of gold and pearls and their garments will be silk.
Contradiction: 76:21 says they will wear bracelets of silver.

22:47
The unbelievers challenged Muhammad to hasten on to them Allah's punishment; a day for Allah is like a thousand human years; Allah will hasten His punishment.
Contradiction: 70:4 says one day of Allah equals 50,000 human years.

22:75
Allah chooses messengers from men and angels.
Contradiction: 12:109, 21:7 say Allah sends only men as messengers.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger to mankind.
Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.

End Part 6

To be continued in part 7.

Abul Kasem is a Bengali freethinker and is a teacher by profession. He has contributed in *Leaving Islam – Apostates Speak Out* and *Beyond Jihad – Critical Voices from Inside*. He has also written extensively on Islam in various websites and is the author of several e-Books including: *A Complete Guide to Allah, Root of Terrorism ala Islamic Style, Sex and Sexuality in Islam, Who Authored the Quran?* and *Women in Islam*. Mr. Kasem leaves in Sydney, Australia. His latest contribution is in the book *Why We left Islam*, edited by Susan Crimp et al. He can be contacted at abul88@hotmail.com and nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions-7

By: Abul Kasem|Posted in: Philosophy, Religion, Science

A Guide to the Qur'anic Contradictions-7

Abul Kasem

After 6th Part

Sura 23: al-Muminun (The Believers)

23:14
Sperm is transformed into a clot of congealed blood, then the fetus becomes a lump, then bones, then Allah clothes bones with flesh, then into another creature; Allah is the best of creators.
Contradiction: 39:62 says Allah is the only creator.

23:15
Every human must die.
Contradiction: 4:157 says Jesus did not die, Allah took him up.

23:101-102
There will be no more relationship when the trumpet is sounded; no question. Allah will use a balance to judge people. Those with heavy balance (good deeds) will be successful (they will be in Islamic Paradise).
Contradiction: 52:25 says the believers will chit-chat with one another.
Contradiction: 37:27 say the unbelievers will question one another.

Sura 24: al-Nur (Light)

24:2
Punishment for adultery or fornication (both men and women) is one hundred lashes in front of the believers; show no mercy to them.
Contradiction: 4:15 says life-term house confinement for women.

24:5
False accusers can give evidence, if they repent, and if they are forgiven.
Contradiction: 24:4, 24:23 say no forgiveness towards the slanderers of chaste women.

24:23
Grievous penalty and curse are for those who slander a chaste woman (i.e., no forgiveness for slanderer of chaste women).
Contradiction: 24:5 says Allah allows forgiveness towards the slanderers of chaste women if the slanderers repent.

Sura 25: al-Furqan (The Criterion)

25:20
All the apostles sent by Allah before Muhammad were ordinary men too; they ate food and roamed markets; Allah tests some apostles, so Muhammad must bear with patience.
Contradiction: 27:82 says Allah also sends a beast as a messenger.
Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.
Contradiction: 6:130, 11:69, 11:77, 22:75 say Allah sends jinns and angels as messengers.
Contradiction: 11:69-70, 51:24-28 say the angel-messengers sent to Abraham did not eat food.

25:32
The disbelievers question why Allah did not send the ENTIRE Qur'an. The Qur'an is revealed slowly, in parts, in well-arranged stages, so that Muhammad could memorize. Contradiction: 2:185, 3:3, 12:111, 16:89, 43:4, 97:1 indicate Allah sent the ENTIRE Qur'an in one night.

25:35
Allah sent Moses the Book (Torah—Jalalyn) and made his brother Aaron, his assistant (minister).
Contradiction: 19:53 says Allah made Aaron a prophet.
Contradiction: 26:13 says Moses requested Allah that Aaron be made his helper.

25:51
If Allah willed, He could have sent apostles to every nation, but He didn't.
Contradiction: 10:47, 16:36 say Allah sent separate messengers to each nation.

25:59
Allah created the heavens (first) and (then) the earth and (then) all things in between in six days; then He rose on His Throne.
Contradiction: 41:9-12 says Allah created the heavens and the earth in eight days.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.

Sura 26: al-Shuaraa (The Poets)

26:13
In the presence of Pharaoh, Moses was scared to speak alone; he requested Allah that Aaron (his brother) be with him (appoint Aaron as a prophet, instead of Moses—Maududi translation.)
Contradiction: 20:29-32, 25:35 say Allah made Aaron a Minister/partner of Moses.

26:51
Pharaoh's magicians declared their faith in Allah (i.e., they became Muslims) and sought His forgiveness. (They were the first among the Egyptians to believe in Islam; so Pharaoh killed them all—ibn Kathir)
Contradiction: 2:131 says Abraham was the first Muslim.
Contradiction: 2:37 says Adam was the first Muslim.
Contradiction: 6:14 says Muhammad was the first Muslim.
Contradiction: 7:143 says Moses was the first Muslim.

26:66
Allah drowned the Pharaoh and his army.
Contradiction: 10:92 says Allah forgave and saved Pharaoh.

26:157
Salih's people killed the she-camel, they became repentant.
Contradiction: 54:29 says one person killed the she-camel.

26:167
Unless he stopped preaching, Lot's people threatened to banish him.
Contradiction: 29:29 says Lot's people wanted Lot to bring upon them the wrath of Allah.

26:170-171
Allah saved Lot, and all his followers, except an old woman.
Contradiction: 7:83 says Allah saved Lot's people except Lot's wife.

Sura 27: al-Naml (The Ants)

27:56
Lot's people wanted to banish him from their town (Lot and his two daughters: Za'ura and Raytha—ibn Abbas.)
Contradiction: 29:29 says Lot's people wanted Lot to bring upon them the wrath of Allah.

27:82
Allah will create a beast from earth to talk to the unbelievers after they have been punished (Allah might consider sending a beast as a messenger to humans. The beast will come with the mast of Moses—ibn Abbas. The beast will preach in Arabic—Jalalyn)
Contradiction: 12:109, 21:7-8, 25:20-21 say Allah sends only men as messengers.
Contradiction: 35:1 says Allah sends angels with wings as messengers.
Contradiction: 6:130; 11:69, 11:77, 22:75 say Allah sends jinns and angels as messengers.

Sura 28: al-Qasas (The Narration)

28:33-34
Moses was afraid of being punished by Pharaoh for killing an Egyptian; he was reluctant to face Pharaoh, and sought Allah's permission to bring along with him his brother Aaron.
Contradiction: 26:13 says Moses requested Allah to make Aaron a prophet instead of him.

28:35
Allah agreed to appoint Aaron, Moses' brother, to be his assistant, and assured Moses' victory against the Pharaoh.
Contradiction: 19:53, 26:13 says say Allah made Aaron a prophet.

28:38
Pharaoh said he was the God, and ordered his Minister, Haman, to build a lofty tower to have a look at Moses' Allah.
Contradiction: 7:127 says Pharaoh's people worshipped many gods

28:40
Allah flung Pharaoh and his soldiers into the sea (Allah drowned them in the sea in a single morning, and not one of them was left—ibn Kathir).
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

28:46
Before Muhammad, Allah did not send any messengers to the Arabs.
Contradiction: 10:47, 16:35-36, 35:24 say Allah sent messengers to every people.

28:49
Allah challenged if the unbelievers could produce a book better than the two other books (Moses and Aaron as well as the Torah and the Qur'an—ibn Kathir) then Muhammad would have followed that book.
Contradiction: 2:23, 10:38 say Allah challenged the unbelievers to produce one Sura similar to the Qur'an.
Contradiction: 11:13 says Allah challenged the unbelievers to compose ten Suras similar to the Qur'an.
Contradiction: in 17:88 Allah challenged the entire mankind and the jinni to produce the entire Qur'an.
Contradiction: 52:34 says Allah challenged the unbelievers to compose a book similar to the entire Qur'an.

28:58
Allah destroyed many populations; rendered many lands into deserts, and then Allah became the heir (inherited) of those lands.
Contradiction: 2:116, 3:189, 20:6, 21:19, 57:2 say Allah is the owner of all things in heavens and on earth, under soil and the things in space between them.

End of Part 7

To be continued in part 8.

Abul Kasem writes from Sydney, Australia. Send your comments to nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions-8

By: Abul Kasem|Posted in: Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions-8

Abul Kasem

After Part-7

(A few readers wanted to know why I am repeating some contradictions. The answer is: I am not repeating; Allah is repeating many verses; I am just following what Allah had done in the Qur'an—Abul Kasem)

Sura 29: al–Ankabut (The Spider)

29:8
Parents and children are not to obey each other if either party worships other than Allah.
Contradiction: in 17:23, 31:15 Allah asks the new converts to respect their biological parents and siblings even if they remain idolaters/unbelievers.

29:13
Unbelievers are to bear the burden of their own sins, as well as the burdens of deluding others.
Contradiction: 11:110 says Allah intentionally creates controversy.
Contra diction: 17:15 says whoever goes astray is due to his detriment; no one can bear another person's burden.
Contradiction: 20:129 says Allah would have destroyed the unbelievers instantly, but He didn't.

29:27
Allah gave Prophethood to Isaac (younger son of Abraham), Jacob (Isaac's son, i.e., the grandson of Abraham) and Abraham's progeny (Ismail, the eldest son of Abraham).
Contradiction: 16:36 says Allah gave prophethood from among every community.

29:29
When Lot admonished his people for their sinful acts of sodomy and highway robbery; they challenged Lot to bring to them the wrath of Allah.
Contradiction: 7:82, 26:167, 27:56 say Lot's people wanted to banish Lot from their town.

Sura 30: al–Rum (The Roman Empire, The Greeks)

30:9
Allah had destroyed many powerful and resourceful nations of the past; Allah did not wrong the unbelievers, but they wronged their

souls themselves.
Contradiction: 35:8 says Allah guides who He wishes to guide.

Sura 32: as-Sajdah (Adoration)

32:3
The Qur'an is not forged; it is a warning to people who had no apostle before Muhammad (that is, Qur'an is for the people of Arabian Peninsula. The Qur'an is for the Quraysh to whom no messenger came before—ibn Abbas.)
Contradiction: 10:47, 16:36, 35:24 say Allah sent messengers to every people.

32:4
Allah created the heavens (first) and (then) earth and (then) all between them in six days; (then). He is firmly established on His throne; He is the only protector and helper.
Contradiction: 41:9-12 says Allah created the heavens and the earth in eight days.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.
Contradiction: 5:55 says Allah's messengers are the protectors and helpers.
Contradiction: in 13:11, 41:31, 50:17-18, and 82:10 Allah says angels are our protectors.

32:5
Allah rules all affairs from heaven to earth; it takes one day (one thousand years) for any affair to reach Allah's attention; so, a day is one thousand human years to Allah's reckoning.
Contradiction: 50:16 says Allah is closer than the jugular vein.
Contradiction: 57:4 says Allah is on His Throne.
Contradiction: 70:4 says one day of Allah is 50,000 human years.

32:9
Allah fashioned the first man (Adam) in due proportion, breathed His soul into him and gave him faculties of hearing, sight, and feeling.
Contradiction: 15:29 says Allah breathed into Adam a soul especially created for Adam.

Sura 34: Saba (The City of Saba)

34:44
Before the Qur'an, Allah did not send any religious books to the Arab pagans, nor did Allah send any prophets to them before Muhammad.
Contradiction: 10:47, 16:36, 35:24 say Allah sent messengers to every people.

Sura 35: Fatir (The Creator) or Malaika (The Angels)

35:1
Allah created the heavens and the earth (out of nothing—Yusuf Ali), and added to His creation as He pleased. He appointed angels with up to four wings of two or three or four as messengers.
Contradiction: verses 12:109, 21:7, 2520-21 say Allah sends only men as messengers.
Contradiction: 27:82 says Allah sends a beast as a messenger.

35:8
Whoever wants to go astray Allah will lead him there, and whoever wants to be guided, He will guide him (whatever he admires and

sees as good in his own desires becomes his religion—ibn Kathir).
Contradiction: 30:9 says an individual wrongs his own soul, not Allah.

35:24
There is no community on whom Allah did not send a messenger.
Contradiction: 28:46, 32:3, 34:44, 36:6 say before Muhammad Allah did not send any messengers to the Arabs.

35:33
The believers will be in Gardens of Eternity; they will be adorned with bracelets (bangles) of gold and pearls.
Contradiction: 39:73 says there is one garden in Islamic Paradise.
Contradiction: 76:21 says bracelets/bangles of silver, and their garments will be of silk.

Sura 36: Ya-Sin

36:6
The Quraysh received no apostle before Muhammad.
Contradiction: 10:47, 16:36, 35:24 say Allah sent messengers to every people.

Sura 37: as-Saffat (Those ranged in Ranks)

37:62-66
In Islamic hell unbelievers will eat the bitter Zaqqum fruit.
Contradiction: 88:6 says the unbelievers will eat only Dari tree.
Contradiction: 69:36 says the unbelievers will eat only pus and filth.

37:125
Elias admonished his people for worshipping Baal (a sun god) instead of Allah, the best of creators.
Contradiction: 39:62 says Allah is the only creator.

37:145
Allah made the fish throw an emaciated Jonah into a desert.
Contradiction: 68:49 says, to show mercy, Allah kept Jonah inside the fish's belly; He did not throw Jonah into a desert.

37:147-148
Allah sent Jonah (Yunus) to more than a hundred thousand people to believe in him. (After his rescue from the fish's belly Allah sent him to the people of Nineveh, in the region of Mosul—ibn Kathir).
Contradiction: 14:4 and 30:47 say Allah sends His messengers only to their own people.

Sura 38: Sad

38:71
Allah informed the angels that He was about to create a man from wet clay.
Contradiction: 3:59 says Allah created Adam out of dust.
Contradiction: 15:26 says Allah created Adam out of black burnt clay.

Contradiction: 19:67 says Allah created human out of nothing.
Contradiction: 21:30 says Allah created all living beings from water.

38:75
Allah has two hands; He created Adam with His two hands; so why did Iblis refrain from worshipping Adam?
Contradiction: 3:59 says Allah says 'be' and it is.

Sura 39: Az-Zumar (The Crowds, The Throngs)

39:4
If willed, Allah could have chosen for Himself a son out of His creation.
Contradiction: 6:101-102 says Allah could not have children because He has no consort.

39:30
Just like any other men, Muhammad will surely die.
Contradiction: 4:157 says Jesus did not die; Allah raised him up.

39:43
The idols have no power or intelligence (i.e., the idols are dumb); so they cannot intercede; only Allah can intercede.
Contradiction: 6:108 says Muhammad must not disparage the idols of the pagans, lest they disparage Allah.

39:62
Allah is the creator of all things; He is the guardian and the disposer of all affairs.
Contradiction: 23:14, 37:125 say besides Allah, there are other creators.

End of Part 8

To be continued in part 9.

Abul Kasem writes from Sydney, Australia. Send your comments to nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions-9

By: Abul Kasem|Posted in: Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions-9

Abul Kasem

After Part-8

(A few readers wanted to know why I am repeating some contradictions. The answer is: I am not repeating; Allah is repeating many verses; I am just following what Allah had done in the Qur'an—Abul Kasem)

Sura 40: al-Mumin (The Believer) or Gafir (He who Forgives)

40:25
Pharaoh ordered that all the newborn sons of the believers of Moses killed, but to spare their daughters.
Contradiction: 20:37-39 says Pharaoh ordered the killing of infants when Moses was born, and not when Moses turned into an adult.

40:62
He is Allah, the creator and the sustainer of everything, worship none but Allah.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brothers and his parents to worship Joseph by prostrating before him.

Contradiction: 23:14, 37:125 say there are other creators besides Allah, but Allah is the best creator.

40:65
Allah is eternal; worship none except Him; all praise belongs to Allah.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brothers and his parents to worship Joseph by prostrating before him.

Sura 41: Ha-Mim or Ha-Mim-Sajda or Fussilat (Revelation well-expounded)

41:9
Allah created the earth (first) in two days (means Sunday and Monday—ibn Kathir) and He is the Lord of all worlds
Contradiction: 79:27-30 says Allah created the heavens first.
Contradiction: 7:54, 10:3, 11:7, 25:59 say six days of creation.
Contradiction: 41:12 says Allah created the seven heavens in two days.

41:11
Allah designed the sky as a smoke; He rose towards the smoke, asked the smoke and the earth (i.e. earth was already created) whether they would come together willingly or unwillingly (the smoke is the steam of water—ibn Abbas).
Contradiction: 21:30 says heavens and the earth were joined together as one solid mass, then Allah separated them.

41:12
Allah completed in two days (Thursday and Friday—ibn Kathir) the creation of heavens in seven firmaments (first) and (then) earth (that is; the total creation time for the earth and the seven heavens were two days); assigned duties and commands to each heaven, and adorned the lower heaven with lights.
Contradiction: 7:54, 10:3, 11:7, 25:59 say Allah created the heavens and earth in six days.
Contradiction: 2:117 says Allah creates instantly.

41:16

Ad people were unappreciative of Allah's revelations, so Allah destroyed them through a violent wind for several days and warned that penalty for them in the hereafter would be more humiliating.
Contradiction: 54:19 says Allah destroyed Ad people in one day.
Contradiction: 69:6-7 says Allah destroyed Ad people in seven nights and eight days.

41:31
The angels are our protectors in this life and in the life hereafter.
Contradiction: 2:107, 29:22, and 42:28 say Allah is our only protector.
Contradiction: 5:55 and 9:71 say messengers and the believers are our protectors and helpers.

41:37
The sun and the moon are the signs of Allah, but do not worship them; prostrate only to Allah who has created them.
Contradiction: 12:100 says Allah allowed Joseph's brethren and his parents to prostrate before Joseph.

Sura 42: as-Shura (Consultation, Counsel)

42:51
Allah speaks from behind a veil, or through sending a messenger; Allah never speaks directly.
Contradiction: 53:11 says Muhammad saw Allah with his own eyes.
Contradiction: 2:259 says Allah spoke directly to an ordinary person.
Contradiction: 2:36 says Allah spoke directly to Adam.
Contradiction: 4:164 says Allah spoke directly to Moses.

Sura 43: az-Zukhruf (Gold Adornments)

43:55
Pharaoh's insolence greatly annoyed Allah, so He drowned Pharaoh.
Contradiction: 10:92 says Allah saved Pharaoh.

Sura 44: ad-Dukhan (Smoke or Mist)

44:4
On this night (that is, on the night of Laylatul Qadr), Allah decides on all matters.
Contradiction: 20:52 and 57:22 says Allah has predetermined our fate even before He created us; everything is predetermined in the preserved tablet.

Sura 45: Jathiya (Bowing the Knees, Kneeling)

45:14
The believers are to forgive the unbelievers; Allah will decide on their punishment and/or reward.
Contradiction: 9:5, 9:29 say kill the unbelievers if they do not accept Islam or pay jizya tax.

Sura 47: Muhammad (Prophet Muhammad)

47:15
Believers will be in gardens with rivers of incorruptible water, rivers of milk, rivers of wine, rivers of honey, all kinds of fruits, and grace from Allah. Unbelievers will dwell in fire; they will drink boiling water which will tear their intestines.
Contradiction: 5:90, 2:219 say wine is Satan's handiwork.

Sura 51: az-Zariyaat (Winds that Scatter)

51:56
Allah created the Jinni and human only to worship Him.
Contradictions: 3:97, 35:15 say Allah does not need humans and jinns; He is free of all wants.
Contradiction: 7:179 says Allah created many men and jinns destined for hell.

Sura 52: at-Tur (The Mount, The Mountain)

52:34
Allah challenged the unbelievers to compose a book similar to the entire Qur'an.
Contradiction: 2:23, 10:38 say Allah challenged the unbelievers to produce one Sura similar to the Qur'an.
Contradiction: 11:13 says Allah challenged the unbelievers to compose ten Suras similar to the Qur'an.
Contradiction: in 17:88 Allah challenged the entire mankind and the jinni to produce the entire Qur'an.
Contradiction: in 28:49 Allah challenged if the unbelievers could produce a book better than the two other books (Moses and Aaron as well as the Torah and the Qur'an—ibn Kathir) then Muhammad would have followed that book.

52:35
Humans were not created out of nothing.
Contradiction: 19:9, 19:67 say Allah created a man out of nothing.

End of Part 9.

part 10

Abul Kasem writes from Sydney, Australia. Send your comments to nirribilli@gmail.com

A Guide to the Qur'anic Contradictions-10 (last part)

By: Abul Kasem|Posted in: Philosophy, Religion

A Guide to the Qur'anic Contradictions-10 (last part)

Abul Kasem

After Part-9

(A few readers wanted to know why I am repeating some contradictions. The answer is: I am not repeating; Allah is repeating many verses; I am just following what Allah had done in the Qur'an—Abul Kasem)

Sura 54: al-Qamar (The Moon)

54:18-21
Allah tells the story of the Ad people; how Allah destroyed them in a day.
Contradiction: 41:16 says Allah destroyed the Ad people in several days.
Contradiction: 69:6-7 says Allah destroyed the Ad people in seven nights and eight days with a violent storm.

54:23-31
Allah narrates the history of the Thamud people. One (54:29) person killed the she camel of Salih. Three days after they killed the she-camel, Allah destroyed them with a mighty blast.
Contradiction: 7:77, 26:157, 91:14 say several people killed the she-camel.

Sura 56: al-Waqia (The Inevitable Event)

56:7
Allah will sort out people in three classes.
Contradiction: 90:17-19 says Allah will sort out people in two distinct groups.

Sura 57: al-Hadid (Iron)

57:22
Even before Allah created the heavens and the earth, He had predetermined the fate of everything.
Contradiction: 44:3-4 says every year, on the night of Laylatul Qadr, angels write down our fate, as decreed by Allah, for the coming year.

Sura 58: Mujadila (The Woman who Pleads)

58:22
If they resist Allah and Muhammad, then Muslims cannot take even their fathers, brothers, or sons as friends. These Muslims are the party of Allah; that is, Muslims cannot be friendly with the unbelievers even though they are their blood relations.
Contradiction: 17:23, 31:15 say respect parents even when they are unbelievers, and attempt to bring back the converts of Islam to idolatry.

Sura 60: al-Mumtahan (The Woman to be Examined)

60:10
Test the believing women refugees; believing women are not lawful wives of the unbelievers; believing men are not lawful husbands of unbelieving women (i.e., Muslim, male cannot marry non-Muslim women.)
Contradiction: 5:5 says Muslim men can marry women of the people of the Book, i.e., Christian and Jewish women.

60:13
Do not be friendly with the disbelievers; they are Allah's enemies.
Contradiction: 5:82 says closest in friendship are Christians.

Sura 63: al-Munafiqun (Hypocrites)

63:5
The hypocrites turn back even when Muhammad tells them he will seek Allah's forgiveness for them.
Contradiction: 4:107 says Allah does not like disloyalty; He will not forgive the hypocrites.

Sura 65: at-Talaq (Divorce)

65:4-5
For menopause women, the waiting time for divorce is three months, same for women who are yet to menstruate. A child-girl who is yet to menstruate, her waiting period is three months, same as for a menopause woman; for the pregnant women, the waiting time is until she delivers the child.

Contradiction: 4:5-6 says orphan girls must reach marriageable age, which is taken as fifteen years, before they could be married.

Sura 66: at-Tahrim (Prohibition)

66:8
If you repent then Allah will remove ills and will send you to Islamic Paradise under which rivers flow; the believers' light will radiate in front of them and on to their right side.
Contradiction: 19:71 says every soul has to pass through Islamic Hell.

Sura 69: al-Haqqa (The Sure Reality, Catastrophe)

69:6-7
Allah destroyed the Ad people with a furious wind, which lasted seven nights and eight days; they were left as headless bodies.
Contradiction: 41:16 says the furious wind lasted several days.
Contradiction: 54:19 says the furious wind lasted one day.

69:25-32
Those who receive the records on their left hands will regret their past actions; their wealth was of no use. They will be in hell; they will be seized, bound, and marched in a chain of seventy cubits (each cubit will be the forearm's length of an angel—ibn Kathir) long; then burnt in a blazing fire. (It will be entered into his buttocks and pulled out of his mouth. Then they will be arranged on this chain just like locusts are arranged on a stick that is being roasted—ibn Kathir. Insert the chain in his anus and extract it from his mouth—ibn Abbas.)
Contradiction: 84:10 says they will receive their records behind their backs.

69:35-37
For the unbelievers their only food in hell will be bitter ones: filth and pus.
Contradiction: 37:62-66 says unbelievers in Islamic hell will only eat fruits of Zaqqum trees.
Contradiction: 88:6 says they will eat only bitter Dari.

Sura 70: al-Maarij (The Ways of Accent, the Ladders)

70:4
The angels and the spirits ascend to Allah in a day; one day equals fifty thousand human years in Allah's reckoning.
Contradiction: 22:47, 32:5 say one day of Allah equals 1,000 human years.
Contradiction: 50:16 says Allah is closer than the jugular vein.

Sura 76: ad-Dahr (Time) or Insan (Man)

76:21-22
The serving boys (Ghilmans) will wear green garments of fine silk and heavy brocade, adorned with bracelets/ bangles of silver; Allah will give everyone to drink a pure holy wine (Sharaban Tahura); these will be the rewards for the dwellers of Islamic Paradise
Contradiction: 5:90 says wine is the handiwork of Satan.

Sura 78: an-Nabaa (The Great News, the Tidings)

78:23
The unbelievers will remain in Islamic Hell for ages (Huqb is seventy or eighty years, and every day of it is like one thousand years according to your reckoning in this life—ibn Kathir.).
Contradiction: 2:167, 20:101, 32:14, 98:6 say the dwellers of Islamic Hell will stay there for eternity.

Sura 83: al-Tatfif or Mutaffiffin (Dealing in Fraud, Unjust)

83:25
In Islamic Paradise, Allah will quench the thirst of its dwellers with pure, sealed (expensive), exclusive wine.
Contradiction: 5:90 says wine is Satan's handiwork.

Sura 88: al-Gashiya (The Overwhelming Event)

88:6
For the dwellers of Islamic Hell the only food will be a bitter, thorny, smelly plant, Dari.
Contradiction: 37:62-66 says the inmates of Islamic Hell will eat only the fruits of Zaqqum tree.
Contradiction: 69:36 says they will eat only pus and filth.

88:12
In Islamic Paradise, there is one bubbling spring.
Contradiction: 18:31 says multiple gardens with rivers flowing underneath.

Sura 90: al-Balad (The City)

90:17-19
The believers are the companions of the right hand (paradise); the unbelievers are the companions of the left hand (hell), (two distinct groups of people).
Contradiction: 56:7 says three distinct groups.

Sura 91: al-Shams (The Sun)

91:14
Allah obliterated the Thamud people for rejecting their prophet, and for hamstringing Allah's she-camel.
Contradiction: 54:29 says one person killed the she-camel.

Sura 99: al-Zilzal (The Convulsion, the Earthquake)

99:6-8

Allah will sort out people according to their deeds—good or evil deeds (two distinct groups of people—the people of paradise and the people of hell).
Contradiction: 56:7 says three distinct groups.

Sura 109: al-Kafirun (those who disbelieve)

109:6
To you be your way (means disbelief—ibn Kathir), to me is mine (means Islam—ibn Kathir).
Contradiction: In 3:85 Allah says He only accepts Islam.
Contradiction: 9:5 says kill the non-Muslims wherever they are found.

Conclusion:

It appears that Allah is not sure and confident of Himself. He often hesitates, stumbles and errs of what He wants Muslims to emulate and follow. Just like a human being, Allah is prone to inconsistencies, mistakes and blunders. This demonstrates that the Qur'an cannot be the words of Allah, the all-knowing, perfect, and precise creator of all things in the heavens and on earth. We might wonder how the creator and the sustainer of all things in the Heavens and on earth could construct such a platitude and slovenly written document.

We cannot imagine what might happen to the universe if this demented, imbecile, imbroglio, hesitant, and imprudent Allah is to rule and run it according to His words and laws in the Qur'an.

How could this unsure, uncertain, and self-doubting Allah send the Qur'an to guide the mankind?

Interestingly, Many Islamists consider these contradictions as Allah's miracles.

PS: A few Muslim readers have sent this link to refute any contradictions in the Qur'an. I shall recommend the readers to visit these sites. According to the narrator of this document there is not a single contradictory verse in the Qur'an:

http://www.youtube.com/watch?v=zsIlge0QhQE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=LqU4suOQkQc&feature=channel

References:

Ibn Musa al-Yahsubi, Qadi 'Iyad. *Ash-Shifa.* Tr. Aisha Abdarrahman Bewley. Medina Press, P.O. Box 5531, Inverness IV5 7YA, Scotland, UK, fifth print 2004.

Walker, Benjamin. 2004. Foundations of Islam. Rupa & Co. New Delhi. First published in Great Britain by Peter Owen Publishers, 1998.

Tafsir ibn Abbas and Jalalyn: http://www.altafsir.com/

The three translations of the Qur'an: http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/reference.html

www.qtafsir.com

Maududi: http://www.tafheem.net/main.html

Ibn Kathir's Tafsir (exegesis) of the Qur'an: www.qtafsir.com

THE END

Abul Kasem writes from Sydney, Australia. Send your comments to nirribilli@gmail.com

Quranic Erronous Science And Contradictions

Quranic Erroneous Science and Contradictions!

By: Syed Kamran Mirza|Posted in: Philosophy, Religion, Science

Syed Kamran Mirza

Quranic Erroneous Science and Contradictions!

Syed Kamran Mirza

This essay with some samples of Quranic contradictions and erroneous science has been prepared to rebut wishful Islamists who are claiming science in Quran. Qur'an has numerous scientific flaws, historical, ethical, and logical contradictions, though Mullahs and many western educated Islamists always claim that Quran is infallible and immutable words of God. To disprove their dishonest and deceitful claim—I have compiled some Quranic contradictions and serious scientific flaws in this essay by using authentic Quranic verses and Sahi hadiths, hence categorically proved that Qur'an was man made book.

Making up Science

All wishful apologists usually take selective (pick & choose) verses, taking part of the verse, sometimes by changing the actual words, adding non-existing words etc, they intentionally twist or manipulate the commonly accepted meanings of verses—to prove science in Quran. As usual, these wishful Mullahs do search for the different meanings of the Arabic words and take the meaning which comes close to their justification, even though, actual sentence construction did not relate that chosen meaning/word at all. Maurice Bucailee and Prof. Keith Moore did exactly what I have just described above.

Translation and interpretation Problems

Mullahs and most blind defenders of Quran usually blame the translation of Quran from original Arabic. They will say, translator distorted the verse/verses which was correct in it's original Arabic etc. And they will insist that, certain verse or verses are only understood by Allah Himself, and human being have limited knowledge, so they should not understand Allah's mystery (Qudroot). And they will insist that Quran should be read with the help of Tafsirs (interpretations) by famous Islamic scholars. But, interestingly Allah told the different things in Quran. Allah asked Muslims to believe Quran's literal meaning and clearly forbade any interpretations of Allah's eternal divine words. Quranic verse: 3:7—clearly prohibited to accept anybody's interpretation of Allah's eternal words. Please read this verse below:

> [Quran-3:7] "He it is Who has revealed the Book to you; some of its verses are clear and decisive, they are the basis of the Book, and others are allegorical; then as for those in whose hearts there is perversity they follow the part of it which is allegorical, seeking to mislead and seeking to give it (their own) interpretation. but none knows its interpretation except Allah, and those who are firmly rooted in knowledge say: We believe in it, it is all from our Lord; and none do mind except those having understanding."

Allah says in Quran that, "I made Qur'an very clear, simple and easy and written in Arabic (44:58, 54:22, 54:32, 54:40) so that Muslims (Arabs of course) can understand very easily?" Please listen what Merciful Allah says in Qur'an: " But We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember: then is there any that will receive admonition? (54:22); and "We have made it a Qur'an in Arabic, that ye may be able to understand and learn wisdom (43:3)". Allah emphatically declared that He made Quran very easy so that Muslims can understand very easily.

No where in the Quran Allah says that my words must be read with the help of Quranic interpretations and commentaries! Quranic Interpretations and Tafsirs have been invented by some wishful educated Mullahs only to hide Quranic absurdities and contradictions. In fact, Quranic verses are mostly simple to

understand and any elementary student can understand very easily. Therefore, claiming that Quran is difficult to understand is ludicrous and lame excuse only to hide Allah's myriads of inanities and flaws.

Below, I have produced some actual and internationally accepted translated Quranic verses (without any change by me) to prove that, Quran do not have any scientific theory as some apologists claim. Rather, Qur'an contains many historical, ethical, logical contradictions and myriads of scientific flaws.

[**Special note:** Quranic ayats were taken from Maulana A. Yousuf Ali's English translations of Holy Quran. Maulan Yousuf Ali's translations are internationally accepted as authentic & unbiased. Some of the recent Quranic translation has biased interpretations and word changing (pick & choose) to match with the utopia of science in Quran. Readers may be informed that, the Quranic translation by Maulana A. Yousuf Ali is considered most reliable & Authentic by most Islamic Scholars throughout the world. Hadiths were taken from Bukhari Sharif (Sahih).]

A. Some Cosmological Flaws: (Scientific contradictions)

(1) *God created the Heaven first or, the Earth first (?)*

Which one was created first? As you will see in the verses below, Allah at one time says that Earth was created first and another time He says that the Heaven was created first.

> [Quran-2:29]: It is He who hath created for you all things that are on Earth; THEN He turned to the Heaven and made them into seven firmaments (Skies)....
>
> [Quran- 79:27-30]: Are you the harder to create, or is the heaven that He built ? He raised the height thereof and ordered it; and He has made dark the night thereof, and He brought forth the morning thereof. And after that, He spread (flattened) the earth.

Now, does it match modern science? Do you believe that, Earth was created first, and after that, God created Heaven? Does modern science tell us that?

(2) *Numerical contradictions*

There are many numerical contradictions in the Quran. God cannot make an error in doing simple calculations.
How many days did it take to create Heavens and Earth?

1. Your guardian-Lord is Allah who created the heavens and earth in Six Days [Quran 7:54]
2. Verily your Lord is Allah, who created the heavens and earth in Six Days [Quran 10:3]
3. He it is Who created the heavens and earth in Six Days [Quran 11:7]
4. He Who created the heavens and earth and all that is between, in Six Days [Quran 25:59]

The above verses clearly state that God (Allah) created the heaven and the Earth in 6 days. But the verses below stated:

1. Is it that ye deny Him who created the earth in Two Days ? [Quran-41:9]
2. He set on the (earth) Mountains standing firm high above it, and bestowed blessing on the earth, and measured therein all things to give them nourishment in due proportion, in FOUR DAYS... [(Quran- 41:10]
3. So He completed them (heavens) as seven firmaments in Two days and... [Quran-41:12]

Now do the math: 2 (for earth) + 4 (for nourishment) + 2 (for heavens) = 8 days; and not 6 days.

Inheritance laws of Allah [verses: 4:11-12 and 4:176]

Quran 4:11-12 and 4:176 state the Qur'anic inheritance law. When a man dies, and is leaving behind three daughters, his two parents and his wife, they will receive the respective shares of 2/3 for the 3 daughters together, 1/3 for the parents together [both according to verse 4:11] and 1/8 for the wife [4:12] which adds up to more than the available estate. A second example: A man leaves only his

mother, his wife and two sisters, then they receive 1/3 [mother, 4:11], 1/4 [wife, 4:12] and 2/3 [the two sisters, 4:176], which again adds up to 15/12 of the available property.

In these verses above one can see the total property after adding all distributed parties adds up more than the available property, i.e., totals become more than 1 which are: 1.125 and 1.25. How come? A gross mathematical errors, is not it?

Let us examine Allah's mathematical genius once more in different fashion:

Man dies leaving behind
Wife is1/8 = 3/24 (4:12)
Daughters 2/3 = 16/24 (4:176)
Father 1/6 = 4/24 (4:11)
Mother1/6 = 4/24(4:11)
Total = 27/24=1.125

Woman dies leaving no descendants or ascendants
Husband, (1/2) = 1/2 (4:12)
Brother (everything) = 2/2(4:176)
Total = 3/2 =1.5

Woman dies leaving no ascendants or descendants and no brother
Husband, (1/2) = 3/6 (4:12, 4:176)
Sister (1/2) = 3/6 (4:11)
Mother (1/3) = 2/6 (4:11)
Total = 8/6 =1.33

Man dies leaving behind:
Wife1/4 = 3/12 (4:12)
Mother 1/3 = 4/12 (4:11)
Sisters 2/3 = 8/12 ((4:176)
Total = 15/12 =1.25

Adding all distributed properties add up more than the available property, i.e., total becomes more than 1 which are: 1.125, 1.5, 1.33, and 1.25 respectively. Surely, Allah's mathematics was really divine!!!

Allah's Days Equal to 1000 Years or 50,000 Years (?)

- Verily a day in the sight of the Lord is like a thousand years of your reckoning. [Quran 22:47]
- To Him, on a Day, the space whereof will be a thousands years of your reckoning [Quran 32:5]
- The angels and the spirit ascend unto him in a day the measure whereof is Fifty thousands years. So, which one is it ? Is the day of Allah equal to 1,000 earth years or 50,000 earth years? [Quran-70:4]

(3) Fallacies on Sun-set and Sun-rise (?)

The Koran teaches us that the Sun sets in a muddy spring

> "Till, when he (the traveller Zul-qarnain) reached the setting-place of the Sun, he found it going down into a muddy spring..." [Quran-18:86]
>
> "Till, when he reached the rising-place of the Sun, he found it rising on a people for whom We had appointed no shelter from it." [Quran- 18:90]

There are serious scientific errors here. Firstly, it is scientifically accepted fact that, the Sun never goes down in a muddy spring or clear spring. Secondly, this seems to presuppose a FLAT Earth, otherwise how can there be an extreme point in the West or in the East? A sunrise there would be basically just the same as at any other place on this earth, at land or sea. It would still look as if it is setting "far away". It does say, that he reached THE PLACE where the Sun sets and in his second Journey the place where it rises. Does any body need to go near rising or setting places to observe—sun-set or sun-rising?

(4) A resting place for Sun: (?)

Interestingly, wishful Mullahs claim that this resting place means the ultimate destruction of the Sun. Sorry, brothers you are dead wrong. Look what Quran says in the following Ayats:

1. And the sun runneth on his course for a period determined for him; that is the decree of (Him). That is the measuring of the Mighty, the Wise. [Quran-36:38]
2. And for the moon We have appointed mansions till she return like an old shriveled palm leaf. [Quran -36:39]
3. "It is not for Sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit." (This they clearly meant for the Sun and Moon only). [Quran-36:40]

Maulana Yousuf Ali's Tafsir:

> "The Arabic word "Mustaqarr" may mean (1) a limit of time, a period determined or (2) a resting place or quiescence; (3) a dwelling place. I think, the first meaning (a time period determined) is best applicable here. But some commentators take the second (a resting place). In that case, the simile would be that of the SUN running a race while he is visible to us, and taking a rest during the night to prepare himself to renew his race the following day. His (SUN) stay with the antipodes appears to us as his period of rest.(page:1178, Sura-36,by Yousuf Ali)"

In the Ayat above (36:39), Quran tells us that, moon gradually changes its shape and eventually (till she return like an old shriveled palm leaf) becomes very thin (wear off Moon) like dried date leaf (crescent-shaped). Only Mullahs can tell us how much sciences are in this Ayat!

(5) A resting place for sun WAS CONFIRMED BY SAHI HADITHS

Sahih Bukhari Hadiths:

> Abzur Ghifari (ra) narrated: one day Prophet Mohammad (pbuh) asked me, "Abzar do you know after setting where Sun goes?" I replied, I do not know, only Allah's apostle can say better. Then Prophet (SA) replied, "After setting, the sun remains prostrated under Allah's Aro'sh (Allah's throne) and waits for Allah's command for rising again in the East. Day will come when sun will not get any more permission from Allah to rise again and Qeyamot (dooms day) will fall upon earth."

Please see page # 1133 of Bengali Translated Quran by Maulana Muhiuddin Khan to see this Hadiths for yourself. You can find this Hadith in Sahih Bukhari Sharif. The Saudi King selected Maulana Muhiuddin to Translate Quran and millions of translated Quran have been distributed throughout the whole world. And 100% of all Bangladeshi Mullahs/Karis/Hafezes believe them by their heart.

Can anybody tell me what is it? Can any Islam loving Brother tell us what is it? Does it tell us about the destroyed Sun after 15 Billions years later? Answer is a big NO! Fact is, it was the superstitious belief of ancient people reflected in the Quran and Hadiths by Allah. A 10 year old boy would not tell such fairy tale story today.

(6) Quran wonders why/how Sun and Moon do not collide/catch each other (?)

Above Quranic Ayat (36:40) is telling us that—Sun can not catch/overtake/collide with Moon; Or, Night can not oustrip the day, Or, darkness of Night is covered by Day light; and Day light is covered by Darkness of Night. By any means, Allah did not try to tell us about the SHAPE OF THE EARTH as some apologists want us to believe. This will be a ridiculous thinking. Allah actually wanted to tell us that, Night's darkness is covered by Day-light and vice-versa. This observation does not take a divinity to determine. Any human being can see it clearly, even cave people observed it millions of years ago.

Quran told us lots of sciences here. Where is the sun and where is the moon situated? Can anybody tell me how they could collide/meet/overtake each other? Are the sun and moon neighbors to each other? If I walk in the streets of Dhaka, Bangladesh and my brother walks in the streets of Los Angeles, USA, shall we overtake/collide/catch each other?

Allah is indeed a great scientist. I have the answer for this error: Ancient people saw (bare eye observations) Sun and Moon traveling from east to west (and west to east) seemingly in the same Sky area or same path, yet they do not collide or catch each other and causing day and night etc. People in the 7th century hardly could imagine that all of these phenomena are simply due to Earth's rotation and NOT by Sun's rotation. Sun is stationary for Earth, because earth is stuck in the sun's Gravity, like we are stuck in earth' gravity. Quran never say any where in the whole Quran that, THE EARTH ROTATES. Quran maintained Geo-centric theory in every respect. Earth was considered center of the Universe. Perhaps Allah could not feel Earth's rotation, because like humans Allah was also stuck with earth's gravity. This Quranic verse below once more confirms that the EARTH is fixed and never moves.

> Verily! Allâh grasps the heavens and the earth lest they move away from their places, and if they were to move away from their places, there is not one that could grasp them after Him. Truly, He is Ever Most Forbearing, Oft¬Forgiving. [Q 35:41]

Allah thought earth is fixed at the center of the universe and never moves. Allah never could feel that this tiny earth is rotating (moving) constantly around the sun! He also thought that there is something calls sky (like roof over the earth) which also never moves because Mighty Allah is holding it fixed with His Mighty hand! What a ludicrous thinking by Allah!

(7) Why Allah created Stars (?)

Quran gives us more scientific knowledge by telling us that the stars were created by Allah as missiles to throw at the devils:

> Quran-67:5: And We have (from of old) adorned the lowest heaven (sky) with lamps, and We have made such (Lamps as) missiles to drive away Satans (Evils)...

> Quran-37:6-8: We have indeed decorated the lower heaven (sky) with (in) the stars, (for beauty) and for guard against all obstinate rebellious Satans. So they should not strain their ears in the direction of the Exalted Assembly but be cast away from every side.

Thus, the stars are nothing but missiles to throw at devils so that they may not eavesdrop on the heavenly council. Heavenly council? Here Quran is actually talking/describing about falling (shooting) stars (Ulka, Dhumkathoo). Superstitious minds of Quran believed that the sky is the roof (seven firmaments) over the earth where kingdom of Allah situated and there in Allah's kingdom daily assembly (Allah and His Angels) sits to discuss how to run Allah's business on earth. So, Allah does not want Satan to listen Allah's secret conversation with His Angels (readers please see page-1191of Maulan Yousuf ali's Shanrnazul#. 4037-4038 for more interesting story about this). DOES THIS AGREE WITH MODERN SCIENCE?

(8) Seven heavens (seven firmaments (?)

- He who created the seven heavens, one above the other....And We have adorned the lowest heaven with lamps... [Quran-67:3-5]
- Do you not see how Allah has created the seven heavens one above the other, and made the moon a light in their midst, and made the Sun as a lamp. [Quran-71: 15-16]
- And He completed the seven firmaments (heavens) in two days and assigned to each heaven its command; and We adorned the lower heaven with lamps (Sun), and rendered it guarded... [Quran-41:12]

Quran teaches us that there are seven heavens one above the other (in layered; there are many sahi hadiths in support of this superstitious belief) and that the stars are in the lower heaven, but the moon is in the midst of the seven heavens. How come moon is furthest object than stars? How come SEVEN firmaments (layers)? Modern science tells us that, actually there is no such thing Sky or any roof over us, it is only a space with no known boundary at all. These verses simply reinforce the ancient idea of ROOF over us which is called SKY, is not it? We know very well the word CANOPY stands for a tent in the desert, and Canopy always must have a roof over it to protect from Sun's heat.

My humble questions to the readers, please tell me how come Allah is telling us that He decorated lower heaven (Sky) by stars? Are stars situated at the lower sky? Modern science tells us that, stars are (most) furthest object from our solar system. Sun is the nearest star for us. Does Quran tell us that the SUN is also a star? Answer is a BIG NO. Allah says Sun is a lamp/torch for the earth. Am I right? Do you see how much science here?

(9) Sky/Heaven is hanging without pillars and Mountains are placed to prevent shaking (?)

The Quran says [31:10]:

> He hath created the heavens (Skies) without supports (pillars) that ye can see, and hath cast into the earth firm Mountains/Hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed.....

Modern science tells us- whole thing around the earth is space and there is no boundary even we go Billions of Trillions of miles in all direction. Questions are: When there is no sky above us then how in the world, question of pillars comes? What was the need of pillars? Do we really have a roof above us? Is there anything called above or bellow in true sense? Are mountains there to prevent earth from shaking? Readers can read a Sahi Bukhari Hadiths about Ascension of Prophet Muhammad (pbuh) to heaven (Miraz story) where these seven skies (seven firmaments) have been well recognized and described.

(10) Why Mountains were created (?)

In the following verses, Quran claims that mountains were set on the earth so that the earth never can shake when human being dwelt in it.

1. And We have set on earth firm mountains, lest it should shake with them. [Quran- 21:31]
2. And he has cast the earth firm mountains lest it shake with you... [Quran-16:15]
3. He created the heavens without supports that you can see, and has cast onto the earth firm mountains lest it shake with you... [Quran-31:10]

It is clearly understood that Quranic author was completely ignorant about the geological reasoning for existence of mountains. He saw that mountains are huge and heavy. So, He (Allah) thought mountains actually prevent Shaking (Earthquake) of the earth. Fact is, this particular reason for existence of mountains is a direct contradiction with modern geological knowledge. Geology proves to us that movement of tectonic plates, or earthquake itself causes mountains to be formed. Besides, we know very well that, every year several dozens of earthquakes happen on earth. Then what is the result of Allah's promise? Can we believe that, Mountains are there to prevent earthquake?

(11) Sun and moon rotates/travels (?)

Quran never said everything in the universe does move/rotates, but Quran always said SUN and MOON moves/travels. Quran never ever said that, the earth moves or travels. And this is an open challenge to all Mullahs to disprove my assertion. Like all other religious books, Holy Quran believed Geo-centric theory and earth was considered center of the Universe. Only recently, no more than two decades ago, scientists learned that Sun also moves through the galaxy taking all the Planets with it. Fact is Allah was not stating real Sun's movement, (which is, just one circle of Solar galaxy by 226 millions of years) but He (God) was stating Sun's daily movement which was believed for millions of years until Copernicans time. Allah's assertion of "settled place" or "an appointed time" was about the daily Sun rise and Sun setting. Following verses will prove that very clearly:

- "He created the heavens and the earth (in true proportions) ; He makes the Night overlap the Day, and the Day overlap the Night; He has subjected The Sun and Moon (to his law); each one follows a course for a time appointed." Here each one clearly refers to Sun & Moon (in the previous sentence), and not everything in the Universe as wishful apologists claim. [Quran-39:5]
- "Seest thou not that Allah merges Night into Day and He merges Day into Night; That He has subjected the sun and moon (to His law), each running its course for a term (time) appointed." [Quran-31:29]

- "It is He who created The Night and Day, And the Sun and Moon; each of them Swim (float) along in its own course." [Quran-21: 33]

Ayats mentioned above could be found over and over, again and again almost in every other pages of Quran. Because, Quranic author, standing in the open Arab desert saw very well that, every morning SUN is rising from the East and gradually (appointed time or fixed time) setting to the West, and as a result, day and night follows. Allah truly mentioned this wrong knowledge (sun moving) of pre-historic people. Every time Allah mentioned sun & moon, He mentioned day & night, as if, it is due to sun's movement day and night follows. Allah also saw, both the sun and moon are traveling seemingly at the same sky area and He was amazed how come they do not collide or how come sun can not catch moon(?) That was the sun's movement Allah was talking about, which cave people could have said millions of years ago or a boy of five can say that very accurately. Is not it? Who does not see Sun's movement from east to west?

Truth about Sun's movement

Although, modern science believes that Sun also moves, Sun is considered stationary for earth in real/practical sense, because earth is stuck to the giant gravitation of the sun and continuously moves along with the sun wherever it goes, just the way we are stuck to earth's gravity and do not feel earth's movement at all. Yet science (people, not Allah) discovered that sun also moves, but what is the sun's course? In real world, Sun takes about 226 million years to make just one complete circle through the Solar galaxy. And this movement of sun has nothing to do with DAY & NIGHT of the earth. Then, why Allah was telling almost in every pages of Quran: " I compelled sun and moon to travel for fixed/appointed times (supposedly 12 hours daily) and day and night follows" Why? There was no valid reason why Allah would say again and again about the Sun's final stage destruction (?) of "white dwarf", as some unscrupulous Mullahs claimed. Could any body tell me exactly what relation does it (sun's movement) have with day and night?

In Quran, Allah always tells about Day & Night whenever He says about sun & moon? What is the relation of movements of sun and moon with day and night? Is day and night follows because of sun's movement? One certainly needs to wonder, why Allah has to mention hundreds of times, about sun's 226 millions year journey (as some wishful apologists claim that) to tell about day and night? What relation sun's movement has with the day and night? It is obvious that, Allah was telling sun's daily movement from east to west which people believed for millions of years. But surprisingly, all the wishful apologists giving false credit to Allah by saying: look Quran told about sun's movement 1400 years ago which modern science only found out now. These apologists asking us to believe that Allah actually mentioned Sun's orbit of the Solar Universe. What a wishful distortion of the truth. In fact, Quran repeatedly mentioned about the following only: Sun, Moon, Stars, heavens (Sky) and earth. That's all. Quran never mentioned even about other planets (Jupiter, Mars, Pluto etc.) Quran portrayed all those Planets as nearest stars.

Readers Please consider the following: (a) Sahi hadiths I gave about Sun's rest under Allah's Aroosh? (b) What relation day and night might have with the Sun's single movement by 226 millions of years? (c) If Quran already has established Helio-centric cosmology (as some wishful Islamists claim) then why Arabic Mullahs did not come forward to save Copernicas, Leonardo Bruno, Galileo etc. from those Christian Mullahs?

(12) Sky/Heaven is nothing but A ROOF or Canopy over the Earth (?)

The Quran says:

- And We have made the sky a roof withheld (from them). Yet they turn away from its portents. [Quran-21:32
- He hath created the heavens (Skies) without supports (pillars) that ye can see, and hath cast into the earth firm Mountains/Hills, so that it quake not with you; and He hath dispersed...[Quran-31:10]
- And We have made the sky (heavens) as roof (canopy) well guarded... [Quran-21: 32]
- Who has made the earth your couch, And the heavens (Sky) your canopy; [Quran-2: 22]

Modern science tells us- whole thing around the earth is space and there is no boundary even we go Billions of Trillions of miles in all direction. Questions are: When there is no sky above us then how in the

world, question of pillars comes? Do we really have a roof above us? Is there a canopy (Shamiaa'na) above the earth? In most Bengali translated Quran all Maulanas writes: Allah *akashke samiaana bannei-ese*. Is there anything called above or below in true sense? This verse below even confirming the idea of 'Canopy' which has no holes/windows and it is like a sealed cap over the earth which is a "couch" for mankind.

(13) Allah foretold in the Quran that mankind will conquer space!

Source of this Islamic science is the verse below:

> O ye assembly of Jinns and men! If it be Ye can pass beyond the zones of the heavens and the earth, pass ye! Not without authority shall ye be able to pass! [Q 55:33]

On several previous Ayats (preceding to this verse above) were full of cautions & threats to the unbelievers. Allah was cautioning that soon judgment day will come and nobody will be able to flee from the accountability of their misdeeds. Therefore, by this particular Ayat Allah actually challenging all unbelieving "Jins & Men" that nobody can escape death or judgment of Allah and nobody can escape from the boundary of Sky (heaven) and earth, the CANOPY OF ALLAH (readers please see page#1320 of Bengali translated Qur'an by Saudi King. You will be amazed how apologists have distorted/manipulated the actual notion of this Ayat). Here Allah is challenging Jins and Men that they can never go out of this boundary of earth & Sky ("beyond the zones of the heavens and the earth") without a special authority/power from god, which Jins and men do not possess. Literally, Allah proclaimed that Jins & men can not pierce the wall of this Allah's Canopy. But, apologists are claiming that Allah actually told that, men can (?) conquer the space. Apologists virtually reversed the actual notion of this Ayat to claim that Quran foretold mankind's conquest of space. What a wishful distortion of the Quranic verse by Islamists to gain science in Quran?

(14) Once again Allah considered sky as roof over the earth which will break/shatter on the dooms day (?)

- And the heavens (sky) Shall be broken (opened) as if there were doors opens... [Quran 78:19]
- When the Sky is cleft asunder [Quran-82:01]
- And the sky will be Rent asunder, for it will That day be flimsy (soft) [Quran-69:16]
- When the stars fall, losing their luster. [Quran-81:2]

Yousuf Ali comments in his Tafsir: beautiful blue sky overhead (which we take for granted in sunshine) will be shattered to pieces. Modern science tells us that there is no such thing as roof/sky or any canopy over the earth, rather all around earth is a limitless space. Only Allah knows what will break/shattered or will get soft/flimsy or how doors will open , there is no walls, where from doors will come? In some Ayats (Quranic verses) Allah threatened kafirs by saying: "I (Allah) will throw broken pieces of sky over your head."

(15) Quran foretold about cosmic expansion of Big-bang theory!

Allah says:

> And We have spread out the (spacious) earth: How excellently We do spread out! [Quran-51:48]
>
> "With the power and skill did we construct the Firmament; for it is We Who create the vastness of space." [Quran-51:47]
>
> Have We not made the earth as a wide expanse, And the mountains as pegs (anchor)? [Quran-78: 6-7]
>
> And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon Mountains firm and immovable; [Quran-15:19]

Shune-nozul (*Tafsir*) by Maulana Yousuf Ali:

> "The space in heavens above, Who can comprehend it but He Who made it sustains it. The globe of the earth under your feet, how great its expanse seems over sea and land, and spread out for you like a wonderful carpet or bed of rest."

Now, does this match with space expansion of our universe according to the Big-bang theory? Certainly not. Quran never told that "Universe" is expanding; rather Allah talked about the unlimited open space between the Earth and the imaginary sky. And Allah also bragged that He made the earth wide and spacious. Allah was sure that earth is flat like a carpet and mountains are there to anchor the earth so that earth does not shake with us. Is there any modern science here? APOLOGISTS TRIED TO EXPLAIN THESE WORDS "EXPANSE" OR "SPEAD OUT" AS THE COSMIC EXPANSION OF THE UNIVERSE. This is a pure distortion of the actual intention of the Ayat.

(16) Big-Bang theory foretold in Quran!

Islamists by their ultra-wishful interpretations of the Quranic verse: 21:30 shamelessly and foolishly try to fool the gullible poor Muslims and some westerners that Holy Quran already told about Big-bang theory 1400 hundred years ago! Source of their weird claim is the verse below:

> "Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe?" [Quran-21:30, Yousuf Ali]

What Koran said was very simple. Earth and sky (heaven-a roof over head?) was separated by Allah and Allah is trying to take this credit! That means, Earth and Sky was already there and Allah by his mighty hands separated them? Which idiotic scientist has ever told this nonsense about Big-bang? Does the Big-bang theory really tells that, that earth and sky were already here and these two were just separated and some mad guys call it Big bang theory? This Bedouin Allah thought the so called Sky is a roof or canopy over the flat earth. Who does not know in the 21st century that the so called sky is nothing but space which has no boundary or limit? Actually, there is no such thing called sky; although, people still call it sky by sheer habit developed out of ignorance since ancient time. Question is, do we have any sky over our head? Answer is a Big No!

Folklores of separating Sky (a solid roof) from the flat earth existed in Arabia! Let us examine this verse below:

> "Allah is He Who raised the heavens without any pillars that ye can see; is firmly established on the throne (of authority); He has subjected the sun and the moon (to his Law)! Each one runs (its course) for a term appointed. He doth regulate all affairs, explaining the signs in detail, that ye may believe with certainty in the meeting with your Lord." [Quran-13:2, Yousuf Ali]

This verse above clearly depicted the existence of superstitious belief about Earth and sky in ancient Egypt. And very clearly (wrong perceptions of course) described how Allah appointed Sun and Moon to rotate over the fixed earth to cause day and night. In fact, the idea of this above Quranic verses was originated from superstitions commonly believed by Pagans in the Middle East. Such childish or simplistic idea that the heavens and earth were once joined and then separated by the activity of Gods and Goddesses was actually derived from the ancient belief that sky they saw above their heads is a solid roof (Quran repeatedly called it roof or canopy) which mighty Allah separated by His mighty hands and hanged above without any pillars. Among the Egyptians for example, it was the involuntary separation of Geb (the Earth god) from his wife and sister Nut (the sky goddess) that was responsible for the division of the earth from the sky. The Sumerian Epic of Gilgamesh likewise describes the moment "when the heavens had been separated from the earth, when the earth had been delimited from the heavens" as a result of the separation of a sky God (An) from an earth Goddess (Ki) [THHuxley]. We can easily find the root of this above verse (13:2) made up by Allah of the Quran. Question is do we get any science in this superstitious rubbish?

What is Big-bang theory?

The Big Bang is the cosmological model of the universe that is best supported by all lines of scientific evidence and observation. The essential idea is that the universe has expanded from a primordial hot and dense initial condition at some finite time in the past and continues to expand to this day [Wikepedia]. Moreover, Big Bang in Physics refers to the explosion of SPACE-TIME SINGULARITY (not matter). Matter was not even created when Big Bang happened approximately 15 Billion years ago. Earth was formed billions of years after the Big Bang by sheer cosmic evolutionary process.

By any means, Big bang theory has been just speculated by the scientists and is accepted by the majority of the scientists, and it is yet to be proven. What happens if in the future scientists come up with different theory of creation and discard this Big-bang theory altogether? What the hell these poor Islamists will do then? Truth is Quran never spoken anything that at all fits with the hypothetical discovery of Big-Bang theory discovered by modern science. Quranic perception of parting sky from the earth was purely based on ancient superstitious belief about our mysterious universe.

(17) The Universe is only 4,137 years old!

If we believe Quranic creation theory, or Biblical genealogy then, the age of this whole universe is less than five thousands year old. Islamic scriptures say that Allah has created this heaven and earth, from nothingness, within six days and after that He created Adam, the first human being; and Prophet Muhammad was the 90th descendant of Adam. According to calculation, considering 30 years to be the age difference between two successive generations, Allah created this heaven and earth only 4,137 years ago. On the contrary, geological experts say that the earth is more than 4.5 billion years old. Question is who is right about it? Allah was right or the modern scientists are right?

B. Some Embryological contradictions/errors

Man is Created From Clotted blood(?)

> Then fashioned We the drop (semen) a CLOT OF CONGEALED BLOOD then fashioned We the clot a little lump (fetus), fashioned We the little lump into bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it another creation. So blessed be Allah, the Best of Creators. [Quran-23:14]

(Bengali translations of the Quran read: "*Zamaa't Raokto theeke Manoosh banieesi*" And this Ayat has been repeated again and again throughout the Quran)

- Then he becomes a CLOT; then (Allah) shaped and fashioned... [Quran-75:38]
- Created man, out of a mere clot of congealed blood [Quran-96:2]

There are serious scientific problems here.

A blood clot can not grow into anything. This idea came from the Greeks. Aristotle erroneously believed that humans are originated from the action of male semen upon female menstrual blood, which is absolutely an incorrect assumption. The Quran's assertion on the clot (*alaqa*) is completely wrong about human development, since there is absolutely no stage during which the embryo consists of a clot. The only situation in which an embryo might appear like a clot is during a miscarriage, in which case the clotted blood which is seen to emerge (much of which comes from the mother) is solidified and by definition no longer alive. Therefore, if ever an embryo appeared to look like a clot it would never develop any further into a human; it would be a dead mass of bloody miscarriage. Since Prophet Muhammad had some thirteen wives it is entirely possible that he would be very familiar with miscarriages.

Modern science tells us that the formation of human embryo is a seamless continuation from conception to the birth; hence there are no hard-and-fast boundaries of stages as the Quran described. The Quran described 4 stages which match exactly with Galenic description of the development of the human embryo (which was proved wrong by modern science).

Creation of bones and clothing of bones with flesh: According to modern embryologists including Prof. Moore of Canada, the tissue from which bone originates, known as mesoderm, is the same tissue as that from which muscle (flesh) develops. Thus bone and muscles begin to develop simultaneously, rather than sequentially (as the Quran tells us). Moreover, most of the muscle tissue that we human have is laid down before birth, but bones continue to develop and calcify (strengthen with calcium) right into one's

teenage years. So it would be more accurate if the Quran had said that muscles started to develop at the same time as bones, but completed their development earlier. The idea that bones are clothed with flesh is not only scientifically completely wrong/false, but was directly copied from the ancient Greek doctor Galen's hypothesis.

Also, the idea of saying: "made into bones and clothed the bones with muscle" came from the technique of making animal statues (*Moorthy*) out of rod and cement or mud. People usually make the skeleton (out of rod or stick) first and, then cover it up with cement or mud. This is scarcely a scientific description of embryonic development. It is rather a description of a layman.

Actually, what is very interesting about Quranic so called science are: Qur'anic scientific verses matches with Aristotle and Galenic theories of Embryology and Ptolemic Geo-centric theory of Astronomy which were prevailing almost thousand years before the arrival of qur'an. HOWEVER, ALL THESE THEORIES WERE PROVEN MOSTLY WRONG BY MODERN SCIENCE.

Quran foretold life from WATER

Let us find out from what Quran predicted origin of life from water. The Hindu scripture *Veda* (8000 B.C.) described origin of Earth and life from WATER of the SEA. The Great Greek Philosopher and Scientist THALES (640-546 B.C.) was the first Human to theorize that, Everything in this Universe was created from WATER OF THE SEA. Problem was, Thales could not provide any scientific proof. After that, ARISTOTLE (384-322 B.C.), the pupil of Plato and Tutor of Alexander the Great, concluded: "Because of the fact that, Plants & Animal body contains plenty of WATER and life needs WATER that was why THALES thought WATER WAS THE ORIGIN OF LIFE". Therefore, Mankind did not have to wait until 7th century for Allah to say importance of WATER for life.

HONEY as the medicine

Wish full Islamists demand that Quran predicted Honey as the good medicine. Honey although it is not a great medicine by today's context, was used by Ancient people as medicine and food for tens of thousands of years. Physicians of Pharaohs, the Kings pf Egypt, used to prescribe Honey for diseases. In pre-Islamic Arab, PAGANS widely used HONEY as medicine. In India, Ayurbedic medicine widely used HONEY as the ingredients of medicine thousands of years before the arrival of Qur'an. Honey was known as *'Grandma's Medicine'* throughout the Ancient World for thousands of years.

EVOLUTION VS. RELIGIOUS CREATION THEORY

Some Islamists often try to ridicule the theory of evolution in order to protect the obvious fallacies of the creation theory of religion. Most Islamists and orthodox religionists of other religions try to discard evolution theory. Interestingly, however, some of them also make futile attempts to explain the compatibility of religious creation theory with the theory of evolution! This is, of course, a hypocrisy; and a totally impossible and weird dream by those Islamists.

EVOLUTION is the greatest triumphs of human discovery. Evolution is not a peripheral subject but the central organizing principle of all biological sciences today. So no one ignorant of evolution can understand science. Secondly, evolution is as well documented as any phenomenon in science, as strongly as the Earth's revolution around the sun rather than vice versa. Therefore, we can call evolution a "Fact". Today's biological sciences are directly propagating on the basis of evolution theory of Darwin.

For the last 100 years or so, the galloping advancement of science, particularly the life science, is purely on the basis of Darwin THEORY OF EVOLUTION and definitely not on the basis of CREATION THEORY. Science does not believe in CREATION theory and Religion does not believe in EVOLUTION theory. Truth is, if Religion wants to mix-up with evolution then, we shall have to consider Adam as Ape-like Neanderthal or Homo-erectus early human, and not a perfect human having all the intelligential qualities, as the Bible or Quran described.

Here in this Verse, Allah Challenges People: Who Can Tell Whether the Conceived is Male or Female (?)

- Verily the knowledge of the Hour is With God (alone). It is He Who sends down rain, and He who knows what is in the wombs of mothers.... [Quran-31:34]

Who does not believe the fact that, actually mankind can predict very accurately (99.5%) when rain will fall and can predict (99.8%) the sex of the child inside a mother's womb? Scientists also predict that, in the next five years weather predictions will be successfully correct almost 100%. Perhaps Allah could not imagine this.

C. Historical blunders in Quran

In several Suras the Qur'an confuses Mary the mother of Jesus [Miriam in Hebrew] with Miriam the sister of Aaron and Moses, and daughter of Amram which is about 1400 years off.

> "At length she brought (the babe) to her people, carrying him (in her arms), They said: "O Mary! Truly a strange thing has thou brought! "O sister of Aaron, thy father was not a man of evil, nor your mother a woman unchaste!" [Sura:19:27-28]

> And Mary, the Daughter of Imran, who guarded her chastity, and We breathed into (her body) of our spirit; and she testified to the truth of the words of her Lord, and of His revelations, and was one of the devout (servants). [Sura:66:12]

Allah copied draconian code of law from the ancient king Hammurabi!

Hammurabi, the King of Babylonia, Mesopotamia (2900 B.C.) gave the low: Killing for revenge, i. e., "life for life, hand for hand, eye for eye, ears for ears, tooth for tooth and wounds equal for equal."

And the Allah's law in Qur'an [5:45] says: "life for life, hand for hand, eye for eye, ear for ear, tooth for tooth and wounds equal for equal."

What is the difference between the code? Don't we see any similarities between the judgment of King Hammurabi (a human), and Omnipotent Allah? Here in this decree of judgment, who probably copied from whom? Was not the Allah (which was Muhammad himself) copied from that Kaffir Hammurabi and sold it in the name of his imaginary Allah?

D. Some samples of utterly unethical verses in Quran

(1) Sex with slave girls

> "Not so the worshippers, who are steadfast in prayer, who set aside a due portion of their wealth for the beggar and for the deprived, who truly believe in the Day of Reckoning and dread the punishment of their Lord (for none is secure from the punishment of their Lord); who restrain their carnal desire (save with their wives and their slave girls, for these are lawful to them: he that lusts after other than these is a transgressor..." [QURAN - 70:22-30]

This verse shows that Muslim men were allowed to have sex with their wives (of course) and their slave girls.

QURAN 23:5-6:

> "...who restrain their carnal desires (except with their wives and slave girls, for these are lawful to them..."

Again, Muslim men were allowed to have sexual relations with their wives and slave girls.

QURAN – 4:24:

> "And all married women are forbidden unto you save those captives whom your right hand possess. It is a decree of Allah for you. (Muhammad Pickthall's English translation of the Quran).

QURAN – 33:50:

> "Prophet, We have made lawful to you the wives whom you have granted dowries and the slave girls whom God has given you as booty;..."

This verse is for Muhammad. Supposedly, God allows Muhammad to have sex with his slave girls.

The above verses are only a few I have mentioned out of numerous such verses scattered throughout the Quran. What could be more unethical matter than having sex with slave girls? Allah (SBT) graciously allowed Muslims to have sex with slave girls. Prophet Muhammad himself and his disciples routinely used to have sex with their slave girls. Islamic apologists try to make the truth foggy by their wishful excuse that, actually Allah meant to say, "Muslims can have sex with slave girls after marrying them". Problem is after the slave girl is married by a Muslim man, how in the world Allah or any sane person can still call that wife (slave-wife) as the slave girl? Does a slave girl never change her title even after she is married?

Many erudite Islamic pundits emphatically claim that Allah sent Quran as the super guidance for not only Muslims, but for all mankind. My questions to them are as follows:

a) Could you tell us in which country on earth this super guidance is followed?

b) Could you tell us if you find some man in any civilized country having sex with his slave girl, what will be your conclusion about that guy?

c) Should all human kind follow this unethical Quranic guidance to day?

(2) *Hilla Marriage-A curse, shame, and humiliation for women*

So if a husband Divorces his wife (irrevocably), he can not, after that, re-marry her until after she has married another husband and he has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite; provided they feel that they can keep the limits ordained by God [Quran-2:230, Yousuf Ali].

Sahi Bukhari: #564:

> Syed ibne ukair..Aisha (ra) narrated that wife of Rifakurzi told to the apostle of God that (because) my husband Rifa has divorced me I married another man named Abdur rahman ibne kurzi but I want to go back to my former husband. Then Prophet Muhammad (pbuh) told—if you want to go back to your former husband you must have sex with Abdur Rahman and then if he divorce you then you can go to your former husband, otherwise it can not happen.

My dear honorable readers how do you like these above Quranic verse and sahi hadith? Are they sounding ethical to at all? After reading the above holy verse#2:230—any elementary student will agree with me that, Qur'an and Hadith strongly and clearly commands for Hilla marriage to purify the divorced wife to be taken back by the former husband. The irony is, how can this Hilla marriage do the purification of an innocent divorced wife? Who is at fault, in the first place, in this scenario of a hasty divorce? Quite obviously it was the husband who had made the mistake. Then, why in the world poor wife has to be punished (sleep with another strange man) for the crime she did not commit? Because, of all merciful Allah said so in the Holy Qur'an, Period. What a compassionate judgment from our Merciful Allah!

(3) *Adoption in Islam was prohibited by Allah*

Islam prohibits adopting children, Period. Adoption in the technical sense is not allowed in Muslim Shriah law. This is because Allah does not like this gesture of adopting orphan children. So Allah commanded his prophet to marry Zainab Bint Jahsh in order to abolish pagan custom (*Fatawa al-Imam*)." Al-sabuni states,

> "As to Zainab Bint Jahsh, the Messenger of Allah married for no higher wisdom than to abolish the heresy of adoption (A-sabuni)."

It follows from this revelation that the adopter may marry the ex-wife of his adopted son and vice-versa.

> "Muhammad is not the father of any of your men, but [he is] God's Messenger and the Seal of the Prophets. God is Aware of everything!" [Sura al-Ahzab 33:40]

"We married her off to you so that there would be no objection for believers in respect to their adopted sons' wives once they have accomplished their purpose with them. God's command must be done!" [Sura al-Ahzab 33:37]

Thus Prophet Muhammad married Zainab in order to provide a good example of what the All-wise legislator was seeking to establish by way of rights and privileges for adoption.

In the verse (33:37) there is stated a particular purpose for this revelation and action of Muhammad. It is not for himself, but it is for the future of the Muslim community. It is so that in future there may not be a problem if anybody (father-in-law) wants to marry the divorced wife of an adopted son. "We permitted you to marry her so that it may hence be legitimate and morally blameless for a believer to marry the wife of his adopted son." It is a mystery why in the world any father-in law will need to marry his adopted son's wife which is extremely unethical.

Pre-Islamic Arab Custom: Adoption of orphan/helpless child was a very popular and moral practice amongst pre-Islamic Arabs. By adopting orphan/helpless child, they used to consider adopted child as their own. And they used to pass onto them the adopter's genealogy and name, his investment of them with all the rights of the legitimate son including that of inheritance and the prohibition of marriage on grounds of consanguinity. I don't know, how in the world Allah could dislike such noble deeds. I am not sure what percentage of Muslims actually knows this divine law. I do admit that I never knew this and, I was stunned when I first learnt this from a real Mullah. How and why was this noble custom among human being prohibited? Only Merciful Allah knows it!

E. **Self-contradictory Quranic verses**

Which one is correct:

- There is no Compulsion in religion.... [Quran-2:256]

OR

- Fight those who do not profess the true faith (Islam) till they pay the polltax (jiziya) with the hand of humility. [Quran-9:29]
- Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them and take them captive, and besiege them and prepare for them each ambush.... [Quran-9:5]
- When you meet the unbelievers in the Jihad strike off their heads.... [Quran-47:4]
- And slay (kill) them wherever ye catch them, and turn them out from where they have turned you out such is the reward of those who suppress faith. [Quran-2:191]
- O Apostle! Rouse the believers to the fight...(against) unbelievers. [Quran-8: 65]

Very often apologetics claim that, Islam is a religion of peace and there is no compulsion. Yet, punishment of an apostate in Islam is, of course, death penalty.

F. **Meaningless Recitation of Quranic verses**

Millions of devoutly fanatical and gullible Muslims (Arabs and non-Arabs) recite (parroting) Quranic verses at least 5 times daily. Strange thing is non-Arab Muslims do not understand the meaning of a single word at all. Yet, unlike any others, Muslims recite their Quran like '*Tantor Montor*' or '*Abra-ka-dabra*' of a magician, or like "Mantro" of a witch hunter. From the very childhood brainwashing, these Muslims were taught that reciting Holy Quran even without understanding any meaning is the best practice of worshipping Allah and can earn unlimited blessings from Allah. Therefore, these Islamic Zombies recite Quranic verses with sweet melodious voice daily, and they will also recite Quranic verses during their daily five time prayers. Even western educated highly qualified devout Muslims have no qualm or shame that they do not really understand what they are reciting from the Qur'an.

Among the Muslim majority nations—there is a special and very prestigious degree awarded by Madrasshas called "*Hafez*" to religious student who has memorize entire Qur'an, of course, without understanding the meaning of anything. These so called genius '*Hafezes*' regarded as the best and highly pious Muslims, even though, these Islamic robots hardly understand anything of Quran! Annually, all

Muslim nations will stage '*Hafez*-competition' in which many *Hafezes* will compete to perform their better recitation (like a well trained and tamed parrot) and best award will be given to the winners of this hilarious competition.

Their superstitious belief in Quran is so strong that some unscrupulous Mullahs even sell Quranic verses as disease-curing medicine in the form of 'bullets' they call it 'Tabiz'. And this practice of Quranic medicine is very much flourishing business in most Muslim majority nations. Because of these erroneous and superstitious belief systems among the Muslims, quack medical practices and bogus Sufi saints (*Pir*, *Fakir*, dervish and Allah's agents or religious ascetic or mendicant wonder workers) are prolific & flourishing who by their cunning tactics of deception randomly plunders the hard-earned wealth from those millions of gullible poor and rich Muslims.

Funny thing is, they will recite Quranic verses (while praying) which actually dictate prohibition of some deeds; but they never follow the scriptural dictum and practice the same prohibited deeds anyway. Because they did not get the actual message, since they simply did not understand the meaning of the verse. On the other hand, say, they will recite the verses (with melodious songs) that dictate to kill or cut the neck of non-Muslims but (fortunately) they will not cut the neck of non-Muslims since they did not understand a word of it. Or, the Imam in the Mosque will recite verses that actually describe menstruation (women's monthly physiological period) is illness (?) and prohibition of sexual act during that period. Interestingly, the Imam will do this strange recitation for the Muslim congregation comprised of men and women—and they all will utter "Ameen" in a chorus like some tamed parrots. Such is their blind belief in Islamic Qur'an.

Great source of this utopia of Quranic science!!!

The primary source of the sudden utopia of these crazy Islamic science discoveries in Quran was the EUREKA by Maurice Bucaille.

MAURICE BUCAILLE

Who was Maurice Bucaille? Was he a world famous scientist? Or, Was he a Nobel laureate? Or, was he an authority in theology, Embryology, or Astronomical science?

ANSWER IS NONE OF THE ABOVE.

Maurice Bucaille was an ordinary French Physician and lived in Saudi Arabia as an expatriate doctor to Saudi Royal family. He was not a better doctor than any of those hundreds of Bangladeshi or Indian expatriate Physician working in Saudi Arabia. But because, he was the Physician for Saudi King family he developed a special relation with Saudi King. To keep religious trade (*Dharma Bebosha*) booming, Saudi king asked him to write a book highlighting Qur'anic sciences for which the King offered him $6 million dollars. Clever French Doctor wrote the book "The Bible, The Quran and Science", got $ 6 millions and got another $ 2 millions by selling his book (according to Dr. Campbell). This book was sold in Islamic World like a hot cake. It was told that, this doctor distorted the actual translation of Holy Qur'an by intentional/selective choosing of various meanings of Arabic words in order to match his theory of scientific explanation.

DR. WILLIAM F CAMPBELL

Who is Dr. William F. Campbell?

William Campbell is an American Physician who was an expatriate doctor for the family of the King of Tunisia for 20 years. After learning about the book of Dr. Bucaille, he wrote a book of 300 pages categorically rebutting Dr. Bucaille's book. I urge readers to read Dr. Campbell's book and see for themselves.

Conclusion

The contradictions I have illustrated in this article are only some samples, and of course, not exhaustive of the list. Quran is replete with them. As I mentioned earlier, all most all Quranic verse are self-explanatory. That is, when a verse is read, it gives a certain picture of the situation in which or, a particular circumstance due to which a particular verse was written down. It's language of expression (no matter in which language) is very plain and simple. By reading a Quranic verse—one can easily see the

inner-point/meanings, as to why and what actually Islamic Allah wanted to tell. As far I know, earlier translated Qurans (e.g. Maulana Yousuf Ali, Maulana Mahiuddin Khan, Maulana Fazlur Rahman Munshi and many others) were fairly sincere in their work of translation of original Arabic Quran. In those translated Quran, nobody claimed any trace of modern science. Since the "*Urekha*" created by Maurice Bucaille, our educated mullahs (not real mullahs) started discovering lots of science in Quran. Recently, some real educated Mullahs translated Quran with pick & choose word meanings from original Arabic Quran. They find alternate word meanings and choose the word which matches their intended purpose of explaining modern science. But they forgot that, actual scenario/circumstances of the Ayats do not at all match their wishful explanation.

In Bengali society there is a proverb: *"Ka baalte Kalikatta buz'en"* (you understand Calcutta when 'C' is uttered). But in this subject of Quranic interpretation, wishful Mullahs make "Ka" not just (only) Kalikatta, they can make Bombay, Madras, Delhi, Karachi, London, New York and what not by 'Ka'. They can make almost anything to make a good match to Allah's saying. And they do not even care whether people can swallow it or not.

Finally, I maintain my assertion that Qur'an possesses many contradictions/scientific flaws, ethical, historical and logical blunders and of course ample inconsistencies and redundancies. Yet, wishful apologists will never see what we can see, because of this great saying mentioned below:

> "The mind of a bigot is like the pupil of the eye; the more light you pour upon it, the more it will contract." -Oliver Wendell Holmes.

References:

1. Holy Qur'an (English translation and Commentary) by: Maulana Abdullah Yousuf Ali; Published by: Amana Corporation-1983, First Edition, 4411 41st st. Brentwood, Maryland, USA.
2. Holy Qur'an, Bengali translation by Maulana Muhiuddin khan, Khademu Harmain Sharifain, Saudi Arabia, Madina Mannwara, 1413 Hijri.
3. Holy Qur,an, Benagli Translation by maulana A.K.M. Fajlur Rahman Munshi,Bangladesh Taj Company, Dhaka, 1976
4. Buchari Sharif, Bengali Translation by Maulana Muhammad Mustafizur Rahman, Sulemani Printers and Publishers, Dhaka, Second edition-1999
5. William F. Campbell: The Quran and the Bible in the light of history & Science.
6. The World Book Encyclopedia: Volume 19, world book, inc., Chicago, London,
   Sydney, Toronto
7. Time Magazine: Evolution Vs. Creationism: Up From the Apes.; August 23, 1999
8. Bible, Koran and Science, Dr. Morice Buchaile, translated by Akhterul Alam,
   Published by the Rangpur Publications, Bangladesh, 1986.
9. Avijit Roy: Does the Qur'an Have any scientific Miracles?
10. THHuxley, *Islam and the "Big Bang": A Refutation*, Mukto-Mona
11. Big-Bang Theory : http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
12. The World Book Encyclopedia: Volume 19, world book, inc., Chicago,
    London, Sydney, Toronto.
13. A History of the Arab peoples, by Albert Hourani, the Belknap press of Harvard
    University press, Cambridge, Massachusetts, 1991.
14. Roots of the Western Tradition, (a short history of ancient world) by C.Warren
    Hollister, Library of congress cataloging-in-publication data, 6th edition, 1996.

(Updated and added by September, 2008)

Syed Kamran Mirza was born in a Muslim family of Bangladesh. After having Ph.D. in Biological science he worked as a teacher in the University in Bangladesh for a period of 12 years, now lives in USA. He is the author of the book, "Roots of Islamic Terrorism" published in 2004. And also authored more than 200 articles scrutinizing in various aspects of Islam, some of which have been published in the reputed journals. He can be reached at Mirza.syed@gmail.com

http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=1701

আল্লাহ, মুহম্মদ সা এবং আল-কোরআন বিষয়ক কিছু আলোচনার জবাবে..

তারিখ: ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ মে ২১, ২০০৯
লিখেছেন: নাস্তিকের ধর্মকথা

আমরা না দেখেই বিশ্বাস করি তিনি আছেন। আমার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে যখন আমরা সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন দেখি। তার নিদর্শনের মাঝে তার বক্তব্যের/ অস্তিত্বের প্রমাণ পাই নানা ভাবে।

এটা মোটামুটি সব বিশ্বাসী/আস্তিকদের ক্ষেত্রেই কমন , আমি নিজে যখন আস্তিক ছিলাম- আমার ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। মুসলমান বাপ-মা'র কারণে জন্মের পরেই মুসলমান হয়ে তারপরে - এমন যুক্তি- নিদর্শন খুজেছি- খুজে পেয়েছি। ক্লাস থ্রি/ফোরের ক্লাসের ধর্মের বই এ পরিষ্কার যুক্তি ছিল - "আল্লাহ যে আছেন এটার নিদর্শন আমাদের চারপাশে অসংখ্য আছে"। সবকিছু এত নিয়মমাফিক চলে- এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, একজন নিশ্চয়ই আছেন যিনি সবকিছু সুচারু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন - আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা যে একজনই কারণ একাধিক হলে তো তাদের মধ্যে মতবিরোধ হতো- বিশ্বজগৎ সুচারুরূপে চলতে পারতো না...... ইত্যাদি। আমি নিশ্চিত- অন্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। আগে বিশ্বাস করে নেয়া- তারপরে যুক্তি খোজা- নিদর্শন খুজে পাওয়া.....।

যাহোক- এটা নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই , যে বিষয়টি নিয়ে বলতে চাই- আপনি যেসব নিদর্শন বা যুক্তি দেখে আপনার বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করেছেন - সেগুলো নিয়ে আমার যথেষ্ট কথা আছে। সেগুলোকে যদি, আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়- তবে আমার আগের বিশ্বাসের ভিত্তিটি কি একটু দুর্বল হতে পারে না????

"কখনো দেখি , ১৪০০ বছর আগে আদর্শ, নীতি বা ন্যায় পরায়নতা ভিত্তিক যে সমাজ গঠন করেছিলেন অস্বাভাবিক সামাজিক পংকিলতার মধ্য থেকে যা বিশ্ব ইতিহাসের যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে বিরল।
মনে পড়ে ওমর (আঃ) আর তার ভৃত্য একটা উঠে বিশাল মরুভুমির ৫০% -৫০% পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। কখন মনে পড়ে হযরত ওমর (আঃ) এর দুর্ভিক্ষ কালিন বক্তব্য "আজ যদি ফোরাতের তীরে একটা কুকুর যদি না খেয়ে মারা যায় , তবে তার জন্য আমি দায়ী।" মানব ইতিহাসে এর তুলনা কোথায়?"
১৪০০ বছর আগে মুহম্মদ সা আরব সমাজে যে অবদান রেখেছেন - তা আমি স্বীকার করি- এবং একজন মানুষ হিসাবে তার প্রতি আমার প্রচণ্ড শ্রদ্ধাও আছে। কিন্তু যুগে যুগে আরো অসংখ্য মানুষকেই তো আমরা পাই। তাদেরো প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু যখন বলা হয় ১৪০০ বছর আগে আরবভূমিতে মুহম্মদ সা এর এই ভূমিকা বিশ্ব ইতিহাসে যেকোন স্থানে বিরল - তখন বুঝতে পারি -

এমন দাবিদারের বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানা-বুঝা নিতান্তই কম। বুঝতে পারি এ হলো চোখ বন্ধ করে ভক্তিতে গদগদ হওয়া, এ এমনই ভক্তি যে- একজন রক্তমানুষের মানুষকে ঐশ্বরিক পর্যায়ে কল্পনা করে নেয়া, সেই মানুষটি যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে- একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় এসেছিলেন- তা ভুলে তার সমস্ত ক্রিয়া-কর্মকেই সমস্ত যুগের জন্য সমস্ত অঞ্চলের জন্যই সমস্ত সমাজব্যবস্থার জন্যই চুড়ান্ত বলে ঘোষণা দেয়া। তখন বিনীতভাবে প্রশ্ন না করে পারি না যে, এই মানুষটি বিদায় হজ্জে দাসদের প্রতি সুব্যবহার করার আহবান জানাতে পারলেন কিন্তু কৃতদাস প্রথা উচ্ছেদের ডাক দিলেন না কেন? পুরুষের জন্য চার বিবাহের বিধান কেন রাখলেন ? হিল্লা বিয়ে প্রথা কেন রাখলেন? দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভুত যৌন সম্পর্ক কেন জায়েজ রাখলেন?..... ইত্যাদি।

বিশ্ব ইতিহাসের কথা টেনে যখন এই মানুষটিকে মহামানব হিসাবে দেখানো হয় , সরাসরি আল্লাহর বন্ধু বা রাসুল হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়- তখন বিনীত ভাবে প্রশ্ন করি- ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরে কেন তার একের পর এক নারীর প্রতি ঝুঁকতে হয় ? কেন একের পর এক যুদ্ধ/জেহাদে লিপ্ত হতে হয় ? কেন বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে হয়? কেন অন্য ধর্মাবলম্বী প্যাগানদের ধর্মী উপাসকদের মূর্তি গুলো ধ্বংস করে দিতে হয়?.... ইত্যাদি।

এসবের জন্য একজন মানুষ মুহম্মদ সা এর প্রতি কোন অশ্রদ্ধা নেই - কারণ আমি জানি একজন মানুষের যুগগত, সমাজ ব্যবস্থাগত সীমাবদ্ধতা কি হতে পারে। কিন্তু অবশ্যই একজন রাসুলুল্লাহ মুহম্মদ সা এর প্রতি আমার হাজারো প্রশ্ন আছে। তাই কেউ য দি- যুগের কথা বলে নবীজী হিসাবে তার নারী লিপ্সাকে অনুমোদন দিতে চান- সোলায়মান........ সহ বহুত রাজা বাদশার আরো চরম নারী লিপ্সার সাথে তুলনা দেখিয়ে রাসুল মুহম্মদ সা এর চরিত্রকে অনুকরণীয় দেখাতে চান - তাদের আমি বিনীতভাবে যীশু-গৌতম বুদ্ধ- সক্রেটিস থেকে শুরু করে মুহম্ম দ সা এর আরো অনেক আগের অসংখ্য মানুষের তুলনা আনি, এনে জানাই এ ব্যাপারে অনুকরণ- অনুসরণ করতে চাইলে তাদেরই তো করা উচিৎ।

ওমরেরও অনেক কাহিনী, অনেক গল্প আমাদের এখনো উদ্দিপ্ত করে- ইতিহাসে এমন অসংখ্য চরিত্রই আমাদের মাঝে এমন করেই বেচে থাকেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু সেই সব রক্ত মাংসের মানুষের অনবদ্য গল্পগুলোকে কেন্দ্র করে যখন অন্য সব যোগসূত্র বের করে , মানুষের মহিমার চেয়ে কিচ্ছাকাহিনী/গালগল্পের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা হয়- তখন বিনীতভাবে প্রশ্ন করি- ইসলামের চার খলীফার কয় খলীফা খুন হয়েছেন? কাদের হাতে খুন হয়েছেন? কি কারণে খুন হয়েছেন?

মুহম্মদ সা এর শবদেহ দাফনে কেনই বা দেরী হলো ?ওনার কাছের মানুষেরা কি নিসন্দেহ ছিলেন না - যে তিনি আল্লাহর রাসুল? নিসন্দেহ কি ছিলেন না যে- আল্লাহর রাসুলের শবদেহ অবহেলায় ফেলে রেখে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন?

"যখন দেখি, আল-কুরআনের বাণী গুলো এত বেশি অলংকৃত, শব্দের যে অপরুপ বিন্যাস যার তুলনীয় কাব্যগ্রন্থ আজও সম্ভব হয় নি, (অবশ্য এটা আপনাকে ভালভাবে বুঝতে হলে আপনাকে আরবি সাহিত্য বা আরবি ভাষা অনেক ভাল জানতে হবে বা আপ্নকে সাহিত্য বিশারদ হতে হবে; আমরা আপাতত যারা সাহিত্য বিশারদ আছেন তাদের কথায় বিশ্বাস করে নিচ্ছি)।"

আল-কুরআনের বাণীগুলো এত বেশী অলংকৃত , শব্দের যে অপরূপ বিন্যাস- তা একজন বিশ্বাসী মাত্রই আরবী ভাষা না জেনে- না বুঝেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। আর এমন অন্ধভক্তিজনিত অবস্থান থেকেই এরকম ঘোষণা: "কোরআনের সমতুল্য কাব্যগ্রন্থ আজও সম্ভব হয়নি"!!!!!!!!
সুতরাং- খুব সহজেই এক বাক্যে জবাব দেয়া যায়: এমন ঘোষণাকারীর কাব্য সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।
সেই সাথে এরকম বিশ্বাসীদের অবগতির জন্য জানিয়ে দেই: বিশ্ব সাহিত্যে আল-কোরআনের অবস্থান বলতে গেলে শূণ্যের কোঠায়। ইতিহাস গ্রন্থ - দর্শন গ্রন্থ হিসাবে এই গ্রন্থের যথেষ্ট ভূমিকা অবশ্যই আছে- একটা পুরো যুগকে বুঝতে গেলে- কোরআন-হাদীসের শরণাপন্ন অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে কোরআন না থাকলেও চলবে। এমনকি আমাদের এই অঞ্চলের মহাভারত-রামায়নকেও মহাকাব্য আখ্যা দেয়া যায়, প্রাচীণ সাহিত্যের কোঠায় আমরা চর্যাচর্যবিনশ্চয় বা চর্যাপদকে বুকে পিঠে ধরে রাখি- বিশ্বসাহিত্যকে হোমারের দুই প্রাচীণ মহাকাব্য অনেক ধনী করে- সেগুলোর তুলনায় আল-কোরআন নিতান্তই শিশু। সাহিত্য বিশারদদের কথা আপনি এনেছেন- কিন্তু দুনিয়ার সাহিত্য বিশারদরাই কিন্তু প্রাচীণ কোন গ্রন্থের মধ্যে কোনটির সাহিত্যমান কেমন- কোনটিকে মহাকাব্য বলা যাবে- কোনটিকে বলা যাবে না- তা নির্ধারণ করেছেন।

এবারে সরাসরি আল-কোরআনের কাব্যগুন কেমন তা একটু বিচার করি। কাব্যের বিভিন্ন অঙ্গগুলো হচ্ছে: রূপক-উপমা- ছন্দ ইত্যাদি। একটা ভাবকে রূপক-উপমা দিয়ে তুলে ধরতে পারাটা কাব্যের বিশেষত্ব- এটা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আছে, এটা স্বীকার করছি। কিন্তু এর পরিমাণ খুব কম ও এগুলো আমার মতে ততখানি বুদ্ধিদীপ্ত নয় - মানে অনেকটা ফ্লাট টাইপের। উপরন্তু আমাদের এখানকার প্রাচীণ গাঁথা-কবিতায় সাধারণ মানুষ যেসমস্ত উপমা-রূপক দিয়ে মানুষের মনের ভাবকে প্রকাশ করে গিয়েছে- অনেক আগে থেকেই দেহবাদী গানগুলোতে যে উপমার ছড়াছড়ি- তা থেকেই বুঝা যায়- এগুলো মানুষের দ্বারাই খুব সম্ভব।

আর, ছন্দের কথা বললে- কোরআনকে অনেক পেছনে রাখতে হবে। রামায়ন-মহাভারতের শ্লোক- আমাদের চর্যাপদের পদগুলোর ছন্দ অনেক সুললিত , পরিমিত। কোরআনের বেশীরভাগ কবিতা তথা সুরাই আসলে ছন্দ মেইনটেইন করেনি। তবে কিছু কিছু সুরা - অনেক সুরার মাঝের বিভিন্ন ধারাবাহিক আয়াতে আমরা ছন্দের খেলা দেখতে পাই। কিন্তু সাথে এটাও বলতে হবে যে- যেকোন প্রাচীণ ছন্দের মত এগুলো একঘেয়ে অনুপ্রাসের সমাহার।

যেমন:
আলাম তারা কাইফা ফায়ালা রাব্বুকা বি আসহাবিল ফিল
আলাম ইয়াজয়াল কাইদাহুম ফি তাদলিল
ওয়া আরসালা আলাইহিম তয়রান আবাবিল
তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জিল
ফাজায়ালাহু কা'য়াসফিমমাকুল.....
এটা ১০৫ নং সুরা ফিল। সব বাক্যের শেষেই আছে ইল (যদিও পঞ্চম বাক্যে আছে উল)। তেমনি সুরা

ফাতেহায় সব বাক্যের শেষে আছে- ইন/ইম। সুরা নাসে সব বাক্যের শেষে পাওয়া যাবে নাস ..... ইত্যাদি।
এধরণের ছন্দ প্রাচীণ কবিতাগুলোতে পাওয়া যায়। সে সময়ে আসলে ছন্দগুলো তৈরি হতো মুখে মুখে - প্রচারিত হতো মুখে মুখে, ফলে এরকম অন্তমিল রেখে তৈরি করাটা ছিল সহজ, এরকম অন্তমিল দেয়া ছন্দ মনে রাখাটাও ছিল সহজ। দেখুন চেষ্টা করলে আপনি এরকম ছন্দ তৈরি করতে পারবেন - যেমন:
আলো আমার আলো
আমি আছি ভালো
যতই তুমি কালো
প্রেমের সুধা ঢালো
..... বা
কলকল
ছলছল
ঢলঢল
ঝলমল
হলহল
কোলাহল....... ইত্যাদি।
চেষ্টা করে দেখুন, আমার মত কেউ পারলে আপনিও পারবেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছড়াগুলো পড়ে দেখতে পারেন- তাহলে বুঝবেন এরকম ছন্দ মানুষ কি দারুন তৈরি করতে পারে।
আর প্রাচীণকালের দোহাই পাড়লে বলবো- চর্যাপদ, রামায়ন-মহাভারত এসবের দিকে চোখ রাখুন। চর্যাপদের ছন্দগুলো- রামায়ন মহাভারতের শ্লোকগুলোও এরকম অন্তমিল ছন্দ দিয়ে তৈরি। এবং পড়লেই বুঝতে পারবেন ওগুলোর চেয়ে কত নিম্নমানের ছন্দ আল-কোরআনে। নিম্নমানের বলছি এই কারণে যে, কোরআনেরটা অনেক বেশী একঘেয়ে, এবং কোরআনে এইরকম মিল দেখাতে গিয়ে একই শব্দ, একই বাক্য বারবার ব্যবহার করা হয়েছে।

আর, আপনার ঐ বাক্যটিতে তো মনে হলো- বর্তমানের কাব্যগুলোকেও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে!!!! বর্তমানের কাব্যগুলোর দিকে তাকানো আসলে ঠিক হবে না, তাহলে কোরআনকে আরো ন্যাংটো হতে হবে। আজকে ছন্দের যত বৈচিত্র, যত শক্তি তা ঐ আমলের কোন গ্রন্থের কাছ থেকে আশা করি না- তুলনাটাও ঠিক নয়; তবে আপনারা যদি সেই রকম চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেন তবে বিনীতভাবে জানাতেই হয় যে- বিশ্ব সাহিত্যে আল-কোরআনকে কেউ কোনদিন মহাকাব্য/কাব্য বলেনি বলেই আমি জানি।

কাব্যগুণকে সময় এবং প্রেক্ষিতে আলোচনা করাই ভালো। এবং কাব্যগুণে রবীন্দ্রনাথ আর কোরআনের তুলনা চলে না-এও ঠিক। কিন্তু কাব্যগুণ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মুহাম্মদ ভেবেছেন -এও অনেক-তিনি যে দৃশ্যকল্প তৈরি করেছেন-তা কম কিসে-আমার কাছে বেশ রোমাঞ্চকর মনে হয় কিছু কিছু অংশ।

আমিও মনে করি- কাব্যগুণ তথা যেকোন সাহিত্য বিচার সময় ও প্রেক্ষিতেই করা উচিৎ।

আমি চর্যাপদ- রামায়ন-মহাভারত-ওডিসি-ইলিয়ড প্রভৃতিতে অবশ্যই আজকের যুগের ছন্দের বৈচিত্র্য ও শক্তি খুঁজতে যাই না- এটাই স্বাভাবিক যে- ঐ আমলের কাব্যে পয়ার-চতুর্দ্দশপদী বা অমিত্রাক্ষর পাবো না। কিন্তু সমস্যা হয় যে- যখন কেউ কোন এক আমলের এক কাব্যকে সমস্ত যুগের জন্য সেরার রায় দিয়ে দেয় তখন। সে জায়গা থেকেই উপরের আলোচনাটি টানা- রবীন্দ্রনাথ, ... প্রমুখের নাম আনা। আরেকটি উদ্দেশ্য আছে- সেটা হলো দেখানো যে- মানুষের পক্ষেই কি অসাধারণ সব সৃষ্টি সম্ভব।

উপরন্তু আমার কাছে কোরআনের কাব্যমান সে আমলের এবং তারও আগের আমলের কাব্যের সাথে তুলনাতেও খুব নিম্নমানের মনে হয়। কেননা - বাস্তবে কোরআন তো কোন কাব্যগ্রন্থ নয়- মুহম্মদ সা এর কোন উদ্দেশ্যও ছিল না- কোরআনের মাধ্যমে কাব্যচর্চা করার। তারপরেও একদল ধর্মান্ধ লোক এর কিছু কবিতার উদাহরণ টেনে একে সমস্ত যুগের সেরা কাব্য বলে দাবি করে - এতে আসলে কোরআনকেই তারা তামাশার বস্তু হিসাবে উপস্থাপন করেন। এবং এটা মনে করি জন্যই আমি- চর্যাপদ-রামায়ন-মহাভারত প্রভৃতি যেগুলো আসলেই কাব্য এবং অসংখ্য কবির কাব্য প্রচেষ্টারই ফল- সেগুলোর সাথে কোরআনের তুলনাটাও আমার কাছে সঠিক মনে হয় না (এ যেন মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্যময়তার সাথে বিষাদ সিন্ধুর কাব্যময়তার তুলনামূলক আলোচনা!!)। তারপরেও সেরকম তুলনামূলক আলোচনা টানা- কারণ, বিশেষ সেই দাবি।

আপনি দৃশ্যকল্প সৃষ্টির কথা বলেছেন। হুম , সেটা আমিও স্বীকার করি, এবং কোরআন যতই পড়ি- ততই মুহম্মদ সা এর প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে যাই। তার কল্পনাশক্তি খুবই অসাধারণ। মেরাজের কাহিনীটিও ধরুন। বা বেহেশত-দোযখের ডিটেইলিং গুলো দেখুন। সে সময়ের বিধর্মী - স্বধর্মী সকলের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তিনি যেভাবে দিয়েছেন- খুব উচ্চমাপের কল্পনাশক্তির লোক না হলে তা সম্ভব নয়। একবার সাহাবীরা জিজ্ঞেস করছেন- সন্ধা নামলে সূর্য কোথায় যায়? সাথে সাথে জবাব- সূর্য গিয়ে আল্লাহর আরশের নীচে অবস্থান করে- ঠিক সুবেসাদিকের সময় সূর্য আবার চলে আসে ... ইত্যাদি। এই যে- জবাবটি দিলেন, এখানেও কিন্তু দারুন কল্পনাশক্তির মিশেল আছে। এরকম- অসংখ্য বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন- কোরআনে ও হাদীসে পাওয়া যায়- এবং এত অসাধারণ ভঙ্গীতে, সবই অনবদ্য। ধরেন, আল্লাহর যে ৯৯ টি নাম, মানুষেরই বিভিন্ন ভালো গুন সব আল্লাহর নাম হিসাবে দিয়েছেন - কিন্তু এমন খুটে খুটে মানুষের ৯৯ টি গুন বের করাও কিন্তু কম না।

এটা ঠিক যে- ইসলাম হিসাবে মুহম্মদ সা যা প্রচার করেছেন তার বড় অংশই তার নিজের আবিষ্কার নয়। সেখানকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা অলরেডিই এগুলোর বড় অংশ বিশ্বাস করতো ও মানতো , নানা মিথ আগে থেকেই আরব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল- কিন্তু সেগুলোকে নিজের মত রিমেক করা, সংকলন করাও আমার মনে হয় অসাধারণ ধীশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এবং মাঝে মধ্যেই কোরআনে নানারকম দৃশ্যকল্প তৈরী হয়েছে। কিন্তু এসবকেই কি কাব্য বলা যায় ? একটা রূপকথা গল্পে- ঠাকুরমার ঝুলি টাইপের বই এও চমৎকার সব দৃশ্যকল্প পাবেন- সেটাতে কি শুধু এটুকুই বলতে পারি না যে - এসবের রচয়িতার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর ছিল (উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী পশুপাখির মুখে ভাষা দিয়ে গল্পগুলো পড়লে তো আমি এখনো মুগ্ধ হই - বা ঈশপের গল্প গুলোও লেখকের কল্নাশক্তির বহিপ্রকাশ ঘটায়)- কিন্তু কাব্য বা কবিতা হতে গেলে তো আরো কিছু লাগে!!

বাকারা- নিসা...... এসব সুরাকে কিকরে আপনি কবিতা বলবেন? কোনদিক থেকে এগুলোর কাব্যগুণ খুঁজে পাবেন?

আবার নাস-ফাতেহা-ফিল এরকম কিছু কবিতার ব্যাপারেও আগেই বলেছি - এগুলোর ছন্দ সেই প্রাচীণ আমলের কবিতাগুলোর সাথে তুলনা করেও নিম্নমানের মনে হয়েছে। কেননা - এগুলো একটু বেশী মাত্রায় একঘেয়ে- যেমন দেখুন:

রহিমের কলম আছে,
জব্বারের মলম আছে,
আবুলের বই আছে,
মিহিরের মই আছে,
কাদিরের কলস আছে,
নাদের খুব অলস আছে.....
সবগুলোর শেষে আছে..... এমনটি চললে- সেটি কি খুব ভালো লাগে? সুরা নাসে সব বাক্যের শেষেই নাস। অধিকাংশ কবিতার বেলাতেই ফর্মটা এই একই রকম। অথচ অন্তমিল রেখেই যদি কবিতার ছন্দ এমন হয়-

রহিমের কলম আছে,
জব্বারের মলম কাছে,
আবুলের আছে বই,
মিহিরের মই,
কাদিরের কলস,
নাদের খুব অলস.....
অন্তমিল থাকলেও কিন্তু ততোটা একঘেয়ে নয়। চর্যাপদ- রামায়ন-মহাভারতের ছন্দগুলো তাই আমার কাছে বেশী ভালো লাগে।

“বা যখন দেখি কুরআন ১৪০০ বছরের মাঝে বিন্দুমাত্র চেঞ্জ হয়নি যেখানে বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মগুলি শত শত বার চেঞ্জ হয়েছে*। রাজা বা পাদ্রিরা নিজেদের মনের মত পরিবর্তন করেছেন। এর মধ্যে আমরা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পাই। .....
...... অন্যান্য অনেক ধর্ম প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসলেও তা সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তন/বিকৃত হয়ে গেছে এবং সময়ের পরিবর্তনের জন্য ধর্ম গ্রন্থ গুলির লেটেস্ট বা ফাইনাল ভারসন প্রয়োজন। এটাই যে ফাইনাল ভারসন এর প্রমাণ হচ্ছে, দেড় হাজার বছরেও এটার বিন্দুমাত্র অবিকৃতি। (আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নিজেই কুরআনের সংরক্ষন করবেন বলেছেন বা অবশ্যই তা অবিকৃত আছে।)”
কোরআন অবিকৃত হয়নি মানে কি বুঝাতে চেয়েছেন ? এবং তার দ্বারা কি প্রমাণ হয়?

আজকে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পরে - লাখ লাখ কোটি কোটি বই আপনি যুগ যুগ অবিকৃত পাবেন। শেক্সপীয়রের নাটক, সনেটগুলো সব একই ফর্মে আপনি পাবেন- সামান্য দাড়ি-কমারও কমবেশ পাবেন না। চর্যাপদের পদগুলোও তো আপনি ঠিক আগের ফর্মেই পাচ্ছেন। এখনতো আমরা দুই/ আড়াই হাজার বছর আগের শিলালিপিও পাই- সেগুলোও তো অবিকৃত। এতে কি প্রমানিত হয় ?

হুম, একটা সময়ে মুখে মুখে যখন জ্ঞান , সাহিত্য... প্রভৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বা যুগ থেকে যুগে বিচরণ করতো - তখন সেগুলোর ক্ষেত্রে বিকৃতির সম্ভাবনা থেকেই যেত। এবং আমরা জানি আল - কোরআন পুরোটা এক সাথে লিপিবদ্ধ অবস্থায় মুহম্মদ সা মানুষের সামনে হাজির করেননি। প্রাথমিক অবস্থায় এটা খণ্ড খণ্ড ভাবে মুখে মুখে প্রচারিত ও বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত অবস্থায় ছিল। ফলে- এটার বিশুদ্ধতা নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল, এবং সেকারণেই সে ব্যাপারে সকলকে নিশ্চিন্ত করার দায় কোরআনের ছিল। সেকারণেই আমরা কোরআনে আল্লাহকে বলতে দেখি- তিনিই এর সংরক্ষণকারী!!! নিশ্চিৎভাবেই মেঘনাদবদকাব্য বা কিং লীয়র বা ওয়ার এণ্ড পীস এর ক্ষেত্রে এরকম অবিকৃতির ঘোষণা দেয়ার কোন প্রয়োজনই কেউ বোধ করেননি।
এবারে আসি- অন্যান্য প্রাচীণ গ্রন্থ সমূহের সাথে তুলনার বিষয়টিতে। অন্য ধর্মগ্রন্থসমূহ বিকৃত হয়েছে , কোরআন হয়নি!! এ কথাটির ফাঁক একটু দেখলেই বুঝা যাবে।

যেসমস্ত গ্রন্থ সমূহ লেখকের (আপনাদের ভাষায় যার উপর না জিল হয়েছে তার) জীবদ্দশাতেই প্রামান্যরুপে উপস্থিত হয়েছে- সেগুলো নিয়ে বিকৃতির অভিযোগ আনাটা কি সম্ভব ? এটা আনা হয়, লেখকের বা নাযেল হওয়া ব্যক্তির মৃত্যুর পরে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে। যেমন ধরেন - সক্রেটিস কোন কিছু লিখে যাননি। লিখেছেন , তার দুই শিষ্য। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে- শিষ্য দুজন যা লিখেছেন- তার হুবাহু কি সক্রটিসের চিন্তা-দর্শনকে রিপ্রেজেন্ট করে? কিন্তু এটাও ঠিক যে- প্লেটো যখন প্রামান্যরূপে বা লিখিতরূপে প্লেটোর সংলাপ বা সক্রেটিসের জবানবন্দী লিখলেন- সেটা কিন্তু অবিকৃত হিসাবেই এবং অবশ্যই প্লেটোর লেখা হিসাবেই আমরা পাই।

একইভাবে, যেশাস ও মুহম্মদ সা দুজনের কেউই নিজে বাইবেল -কোরআনের এরকম প্রামান্য রূপে হাজির করতে পারেন নি। পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরা এগুলো সংকলিত করেন। এখন প্রশ্ন উঠাটাই স্বাভাবিক যে, এখানে যা আছে তা আসলে ওনাদের প্রচারিত ধর্মমতকে হুবাহু ধারণ করে কি না? যেশাসের মৃত্যুর বেশ পরে যেহেতু এগুলো সংকলনের উদ্যোগ নেয়া হয় - সেহেতু বিচ্যুতির সম্ভাবনা একটু বেশি- সে তুলনায় কোরআনে একটু কম। কিন্তু একবার সংকলিত বা প্রামান্য রূপে পাওয়া গেলে- সেটা ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে অবিকৃতরূপেই রাখা সম্ভব। আমরা তো এই উপমহাদেশেরই খৃস্টপপুর্ব আমলের বেশ কিছু গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি - এবং যেহেতু সেটা ঐ আমলের লিপিবদ্ধ- এবং সহজেই দাবি করা যায়- সেগুলো লেখক যেমন লিখেছেন- তেমনই আছে।

এরপরে আসে, একটি ধর্মগ্রন্থ প্রামান্য অবস্থায় পাবার পরেও সেটার ব্যাখ্যা নিয়ে নানামত। মূলত এটাকে কেন্দ্র করেই বাইবেলের পরবর্তি সংষ্করণ বের হয়েছে। পরবর্তীগুলোকে যেকেউ বিকৃত বলতে পারে- কিন্তু পুরানটাকে তো সেই অর্থে বিকৃত বলা যাবে কি ? আর- এমন তো কোরআনের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। কোরআন সংকলনের সময়ই সাহাবীদের মধ্যে মতভেদের কথা বিভিন্ন হাদীসেই আছে।

আলী রা এর আপত্তির কথা আমরা জানি। বিভিন্ন ভাষারীতি নিয়ে ঝামেলার কথাও আমরা জানি। ওসমান কর্তৃক কোরআনের অন্য সব কপি ধ্বংস করার কথা আমরা জানি। হাফস ও ওয়ালস এর কোরআনের ভিন্নতার কথা আমরা জানি। শিয়াদের আলাদা কোরআনের কথা আমরা জানি। সর্বশেষ রাশাদ খলীফার সংশোধিত কোরআনের কথাও আমরা জানি। এসমস্তই নির্দেশ করে যে- কোরআনও বিভিন্ন সময়ে বিকৃত হয়েছে এবং এক গ্রুপের কাছে আরেক গ্রুপের কোরআন অবশ্যই বিকৃত কোরআন।

সুতরাং কোরআন অবিকৃত হলেই যে সেটা আল্লাহর লেখা এমনটা যেমন বলা যাবে না তেমনি - কোরআনও বিভিন্ন সময়ে বিকৃত হয়েছে , কোরআনকে বিকৃত করা হয়েছে এটা যখন পরিষ্কা র দেখা যাচ্ছে- তখন কি আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ তৈরী হওয়া উচিৎ নয়?

“বা যখন দেখি কূরআনে এক টা আয়াত নেই যা প্রতিষ্টিত বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণ করা যায়। তার বিপরিতে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ গুলিতে অসংখ্য ভুল তথ্য, বা অসামনজন্য তথ্যে ভরপুর।
বা যখন দেখি কুরআনে বিজ্ঞানে অধুনা প্রমানিত অনেক বিষয় নির্ভুল ভাবে বর্নণা দেয়া হয়েছে। ”
কোরআনের একটা আয়াত নেই যা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমান করা যায়- এটা যে বলে তার সম্পর্কে দুটো কথা অনায়াসেই বলা যায়: এক- হয় তিনি কোরআনের সব আয়াত পড়েননি, পড়ে বুঝেননি, নয় দুই- তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।
প্রাচীণ গ্রন্থসমূহের, তা সে ধর্মগ্রন্থই হোক- আর জ্ঞান-দর্শনের গ্রন্থই হোক, সেগুলোর মধ্যে অসংখ্য অসামঞ্জস্যতা আজকের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান যেমন খুজে পায় - একইভাবে কোরআনের আয়াতে আয়াতে বিজ্ঞান বিরোধী অসত্য অসামঞ্জস্য উদ্ভট কথাবার্তা পাওয়া যায়। আবার সেই সমস্ত প্রাচীণ গ্রন্থ সমূহে অনেক কিছুই পাবেন যেগুলো এখনও বিজ্ঞান গ্রহণ করে (এর দ্বারা এতটুকুই প্রমানিত হয় যে - ঐ বিষয়গুলোতে সে সময়েই মানুষ সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিল!!) - তেমনি হয়তো কোরআনেরও কিছি কিছু বিষয় আজকের দিনের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান দ্বা রা সঠিক বলা যাবে। কিন্তু তারমানে এই নয় যে- কোরআনের সমস্ত কিছুই আজকের বিজ্ঞান অনুমোদন করে!!! আদমের গল্প - ফেরেশতা-জ্বিন এর গালগল্প, যাদুবিদ্যা-তুকতাকের গল্প, নবীদের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প.... এগুলো সবই আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেহায়েত গালগল্পই। আসমান -যমিন নিয়ে যেসব কথাবার্তা আছে, প্রাণীর-মানুষের সৃষ্টি, মানুষের জন্ম-ভ্রূণের বিকাশ এসব নিয়ে কথাবার্তা আজকের বিজ্ঞানের চোখে ভ্রান্ত। এমন অনেক কিছুই আছে। আপনি নিজে আরেকটু পড়াশুনা করুন , চোখ কান খোলা রাখুন- মনের জানালা খুলে দিন- নিজেও বুঝতে পারবেন।
আর, অধুনা প্রমানিত অনেক বিষয় কোরআনে নির্ভুলভাবে বর্ণনা দেয়া আছে - এমন দাবী আসলে একরকমের মিথ্যাচারের ফসল। বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগে - সব ধর্মই নিজেদের একটু জাতে তোলার জন্য এ কাজটি করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমার একটি পোস্ট ছিল- তাই নতুন করে কিছু বলছি না - সেটিই আবার পড়ার আহবান জানাই।
“যখন মনে হয় যে, মহানবী (সাঃ), যিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, তিনি কিভাবে মনগড়া ভাবে ২৩ বছর ধরে অসামঞ্জস্যহীন গ্রন্থ রচনা করলেন যা একইসাথে ১) মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক, ২) যা তথ্যের অসামঞ্জস্যতা নেই, ৩) যাতে প্রদত্ত কোন তথ্যের বৈজ্ঞানিক ভুল নেই, ৪) অধুনা বিজ্ঞান প্রমান করছে/ খুজে বের করছে এমন তথ্য ও দেয়া আছে , ৬) যা অস্বাধারণ কাব্যে ভরপুর ৫)

যা দেড় হাজার বছরেও চেঞ্জ হয়নি। ৬) এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা অধিকাংশ মানুষ পুরোপুরি মুখস্ত রাখতে পারে, ৭) এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্বের হাজার হাজার লোক মুখস্ত রেখেছে। ফলে কুরআনের সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেললেও কুরআনকে ধ্বংশ করা সম্ভব না। ”

০) মুহম্মদ সা আদৌ নিরক্ষর ছিলেন কি না - তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তার প্রতি প্রথম ওহী- পড়ো। প্রাথমিক জীবনে তিনি সফল বনিক ছিলেন- সেগুলোর হিসাবাদি তাঁকেই করতে হতো। তিনি বিভিন্ন শাসকদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন এরকম হাদীসও মিলে। যাহোক তারপরে ধরে নিচ্ছি যে- তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু লেখতে - পড়তে না জানা মানেই কি বুদ্ধিহীন? বা মুহম্মদ সা নিরক্ষর মানে কি কেউ বলবেন যে তিনি অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন না?

প্রাচীণ আমলের অসংখ্য গুনী মানুষের কথা আমরা জানি যারা ক -অক্ষর গোমাংস ছিলেন, শুধু মাথার মধ্যেই মুখে মুখেই তারা তাদের অনবদ্য সব সৃষ্টি করে গেছেন। ফলে - মুহম্মদ সা লেখতে পড়তে না জানলেই যে- তার নেতৃত্ব ক্ষমতা, দারুন অনুসন্ধিৎসু মন, গভীরে চিন্তা করার ক্ষমতা, দূর দৃষ্টি থাকবে না- এমনটি কেউ নিশ্চিৎভাবে বলতে পারবে না। আর এসমস্ত গুনের অধিকারী হলে, এবং সাথে আরো কিছু চৌকশ মানুষ থাকলে কোরআনের মত গ্রন্থটি রচনা করা অসম্ভব মনে হয় না।

আরেকটি বিষয় এখানে বলতে হবে- আজকের কোরআনটি আমরা পাই- ওসমানের হাত ধরে- তারও আগে আবু বকরের আমলে কোরআন সংকলন কমিটি প্রথম উদ্যোগটি নেয়। এই কমিটিতে যারা ছিলেন- তাদের মধ্যেও চৌকশ সাহাবী, কবি প্রতিভার সাহাবিরা ছিলেন। ফলে- আজকের কোরআনকে আমরা যে ফর্মে দেখি- সেটি একা মুহম্মদ সা এর অবদান এমনটি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যে কারণে আলী রা কে প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে দেখা যায়।

১) মানব জাতির পথ প্রদর্শক- একথাটি ভুল। আজকের দুনিয়ার অমুসলি ম অংশ কোরআনকে ছাড়াই ভালো চলতে পারছে, ফলে তাদের জন্য এটা কোনমতেই পথ প্রদর্শক নয়; উপরন্তু মুসলিম বিশ্বও আজ যতই তাদের বিশ্বাসে আল্লাহকে রাসুলকে - কোরআনকে উচ্চে স্থান দেক না কেন- কোরআনের সবকিছুই তারা নিজেরাও পালন করে না বা পালন করা সম্ভব না জন্যেই পালন করে না।

নিজে পুরো কোরআন অর্থসহ এবং শানে নুযুল সহ নিজে একটু খুটিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন কোরআন টা পুরো মানব জাতির পথ প্রদর্শক নয়। দেখতে পারবেন এখানে কিভাবে নবীজীর বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে একেকটা আয়াত/সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যখন মনোমালিন্য তৈরী হয়েছিল- সেটাকে সামাল দিতে গিয়েও আয়াত নাযেল হয়েছে- বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবীরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে নবীজীর কাছে আসলে আয়াত নাযেল হয়েছে, বিধর্মীরা প্রশ্ন করতে আসলে আয়াত নাযেল হয়েছে- সাহাবীদের উদ্দীপ্ত করার জন্য আয়াত নাযেল হয়েছে... এসবের মধ্যে সহজেই বুঝতে পারবেন একটা বড় অংশই একদম স্পেসিফিক কিছু ঘটনা , কিছু মানুষকে নিয়ে সুরা আছে- সেগুলো কোনভাবেই সমগ্র মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক বলতে পারবেন না। একজন ব্যক্তির নামে (বিধর্মী) পর্যন্ত একটা সুরা আছে- এবং সেখানে এমন ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে - দেখলে বুঝতে পারবেন - এটা মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক কিনা!!!!!

২) অনেক তথ্যেরই অসামঞ্জস্যতা আছে। আগের কমেন্টে কিছু বলেছি। এছাড়া বিভিন্ন অসামঞ্জস্যের জন্যই মুসলিমদের মধ্যে এত ভাগ- এতগুলো মাযহাবের সৃষ্টি।

৩) বৈজ্ঞানিক তথ্যের হাজারো ভুল আছে- তা আগেই বলেছি, আমার উপরের দেয়া পোস্টের লিংক দ্রষ্টব্য।

৪) অধুনা বিজ্ঞান বের করেছে এমন অসংখ্য কিছু কোরআনে নেই - এবং এমন অসংখ্য কিছু কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। আর, কোরআনেই এমন জিনিস পত্র আছে- এরকম দাবি নির্ভেজাল মিথ্যাচার ও ধাপ্পাবাজি সেটাও আগে বলেছি।

৫) দেড় হাজার বছরে চেঞ্জ হয়েছে- সেটা তো বলেইছি। আর- আরো এমন অনেক গ্রন্থ পাবেন যা আরো অধিক সময় ধরে অবিকৃত অবস্থায় আছে।

৬) এটার কাব্যগুন নিয়েও উপরে বলেছি। যতখানি আছে- সেটার ব্যাপারে মুহম্মদ সা এর কিছু কবি সাহাবীর নাম শোনা যায়। ধরলাম- সেগুলো সাহাবীদের কাজ নয়, তারপরেও এ সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে- মুহম্মদ সা এর কাব্য প্রতিভাও ছিল। কিন্তু সেটাকে যদি আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে মানতেই হয় তবে আজকের যুগে এসে বলতেই হবে - আল্লাহর কাব্য প্রতিভা ইয়েটস- ইলিয়ট- জীবনানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, মধুসুদন প্রমুখের তুলনায় অতি নিম্নমানের।

৭) এটা ঠিক যে- কোরআন মুখস্থকারীর সংখ্যা অনেক। এককালে হয়তো অন্য অনেক গ্রন্থই মানুষ মুখস্থ করে রাখতো- কিন্তু বর্তমানে এই অপ্রয়োজনীয় কাজটি কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তিই করে রাখে। ভগবৎগীতা, এমনকি বাইবেল মুখস্থ করা লোকও দুনিয়ায় আছে। সেই গ্রন্থগুলো আরো প্রাচীণ - এতে কিছু প্রমাণ হয় না। আর এটাও ঠিক যে - কোন গ্রন্থের সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলা হলে - তার মুখস্থকারী একজনও জীবিত থাকলে সে গ্রন্থকে পুনরিজ্জীবিত করা যাবে। সেটা কোরআন কেন - যেকোন গ্রন্থের জন্য সত্য।

তবে- আমাকে যদি বলা হয়- দুনিয়ার সমস্ত কিছু ধ্বংস করা হবে - শুধু একটা বই রক্ষা করা যাবে- এমন শর্তের মুখে আমি কোরআন নয় - একটা সায়েন্স এনসাইকোপিডিয়া নিতাম। সেরকম সুযোগ না পাওয়া গেলে- আমি বিজ্ঞানের লেটেস্ট সমস্ত সূত্রগুলো লিপিবদ্ধ করে একটা বই বানিয়ে সেটি রক্ষা করতাম। কেননা একমাত্র সেটা হাতে নিয়েই মানুষ সবচেয়ে অল্প সময়ে সভ্যতাকে আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে। কোরআনকে নিয়ে যেটা কখনো সম্ভব নয়।

মন্তব্যসমূহ

1. মুক্তমনা এডমিন

মে ২২, ২০০৯ সময়: ১১:৩২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লেখাটি পুরোটা আসেনি। দয়া করে এডিট করুন।

নাস্তিকের ধর্মকথা এর জবাব:
মে ২৩, ২০০৯ at ২:২৮ অপরাহ্ণ
দুঃখিত।
এডিট করে দিলাম।

নাজিফা এর জবাব:
এপ্রিল ১৩, ২০১২ at ৪:৩৭ অপরাহ্ণ
@নাস্তিকের ধর্মকথা,

আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা - এসব নিয়ে তর্কাতর্কি করে কেহ কখনো উন্নয়নমূলক কিছু করতে পারেনি। আপনারাও পারবেন না, তাই বলছিলাম কি এসব পাগলের প্রলাপ বকে মাথাটা নষ্ট করছেন কেন? মস্তিষ্ককে উন্নয়মূলক বা সমাজ গঠনমূলক কোন কাজে লা গান তাতে দেশের এবং দশের উপকার হবে।
কে কবে কোথায় কি করলো না করলো তা নিয়ে তর্ক না করে আপনারা নিজে আমাদের দেশের এই ধ্বংসপ্রায় সমাজের 'উন্নয়নমূলক কাজে' কতটুকু অবদান রাখতে পারছেন তা নিয়ে মেতে উঠুন। কার থেকে কে কত বেশী উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন তা নিয়ে তর্কে মেতে উঠুন। দেখবেন তাতে মানসিক প্রশান্তি পাবেন। সেই সাথে আমাদের এই অভাগা দেশেরও কিছু উপকার হবে।
"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"

সত্য এর জবাব:
জুন ১৮, ২০১২ at ৪:২৯ অপরাহ্ণ
@নাজিফা, সবাইকে দিয়া সব কাজ হয় না। নিউটন, আইন্সটাইন বা স্টিফেন হকিং এদের জন্ম সমাজসেবা করার জন্য হয় নাই। দেশের সেবা করার জন্য হয় নাই। বুঝছ ? এদের জন্ম হইছে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরা পরোক্ষভাবে জগতের সেবা করে। যুক্তিবাদী মানুষদের (

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক) জন্ম দেশ দশের সেবা করার জন্য হয় না। ননসেন্স। আস্তিকতা নাস্তিকতা নিয়ে তর্ক করে আগে কেউ কখনো উন্নয়নমূলক কিছু করতে পারেনি , তাই বলে যে কেউ কখনোই পারবে না তা তো না। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, তার্কিক মনোভাব এগুলোই মানুষের মনসিক উন্নতির প্রধান হাতিয়ার। তর্কেই মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে কিছুই মিলায় না।

*সাগর*এর জবাব:

জুন ২১, ২০১২ at ১১:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@সত্য,অসাধারন বলেছেন...নাজিফা আপু যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হল সব ঠিক আছে শুধু ধর্ম কে নিয়ে তর্ক টা বাদ দিলেই হবে...উন্নয়ন মুলক তর্ক হল একটা ভান...ধর্ম তর্ক দিয়ে উন্নয়ন হয় কিনা জানিনা তবে ধর্ম সমাজে আছে বলে দাঙ্গা হয় গুজরাটে মানুষ পোড়ে ...হিন্দু দের বাড়ি জালানো হয় ,অত্যাচার করা হয়,ক্রুশেড হয়, এখন তো মিয়ান্মার পুড়ছে...সবি এই ধর্ম আছে বলে...মুস্লিম রা বোমা মেরে জিহাদ করে...হিন্দু রা বলি দেয় ...ক্রুশেদের নামে মানুষ মরে...এই ধর্মকে প্রিথিবি থেকে বিদাই করে দিলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে কিনা জানিনা তবে মানুষ সেদিন শুধু মানুষ হবে ...আর তার জন্য আমাদের অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে...তাই নাযিফারা যদি নাও চান তবু আমরা বলব মানুষ শুধু মানুষ ই তাকে নাম(হিন্দু,মুস্লিম) দিও না...

2. 2

Biplab Pal

মে ২৩, ২০০৯ সময়: ১২:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

তখন বিনীতভাবে প্রশ্ন না করে পারি না যে, এই মানুষটি বিদায় হজ্জে দাসদের প্রতি সুব্যবহার করার আহবান জানাতে পারলেন কিন্তু কৃতদাস প্রথা উচ্ছেদের ডাক দিলেন না কেন ? পুরুষের জন্য চার বিবাহের বিধান কেন রাখলেন? হিল্লা বিয়ে প্রথা কেন রাখলেন? দাসীদের সাথে বিবাহ বহির্ভুত যৌন সম্পর্ক কেন জায়েজ রাখলেন?..... ইত্যাদি।

বিশ্ব ইতিহাসের কথা টেনে যখন এই মানুষটিকে মহামানব হিসাবে দেখানো হয় , সরাসরি আল্লাহর বন্ধু বা রাসুল হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয় - তখন বিনীত ভাবে প্রশ্ন করি- ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরে কেন তার একের পর এক নারীর প্রতি ঝুঁকতে হয় ? কেন একের পর এক যুদ্ধ/জেহাদে লিপ্ত হতে হয়? কেন

বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে হয়? কেন অন্য ধর্মাবলম্বী প্যাগানদের ধর্মী উপাসকদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করে দিতে হয়?.... ইত্যাদি।

-

Good points. Actually, it reminds of Bakunin-who said if you depose the empire of Russia and replace him by the most radical revolutionary, I can ssure you within 1 year, he will be more tyranical than the present empire.

One somebody acceeds the power, he is bound to be corrupt because he has to keep it. Ways to keep it? Well you may come to power by revolutionary means but to keep the power, you have no choice but to use force, build marriage relationship with warring tribes and keep your generals happy. Muhamnad is no exception. How can he make his general happy without apporving slavery and sex with the slaves?

*সেবা*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ at ৮:৩৯ অপরাহ্ণ

@Biplab Pal, ভাই আপনি কি কখনো দেখাতে পারবেন যে, নবীজী দাসিদের সাথে অবৈধ সম্পক্র জায়েজ করেছেন*?????????????*

শুধু শুধু মিথে কথা বলে লাভ কি *???????*

*আকাশ মালিক*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ at ৯:২৫ অপরাহ্ণ

@সেবা,

ভাই আপনি কি কখনো দেখাতে পারবেন যে, নবীজী দাসিদের সাথে অবৈধ সম্পক্র জায়েজ করেছেন?

সময় করে এই সিরিজটা পড়ুন, ভাল লাগতে পারে।

*সেবা*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ at ৯:৪৫ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক, ভাই কাল্পনিক কাহিনি নিজে বানিয়ে লিখলে তো হবে না, দয়া করে reference টা দিবেন!!!!!
আমি যদি লিখি আপনি চোর, গুন্ডা, বেশ্যা, এবং আর ও অনেক কিছু তাহলে কি আপনি তাই হয়ে যাবেন!!!!!!!! এইসব বক্তব্য লিখলে মানুষ পাগল ছাড়া কিছুই বলবে না!!!!!

ইললু ঝিললু এর জবাব:
এপ্রিল ৫, ২০১১ at ৯:০০ অপরাহ্ণ
@সেবা,যুক্তি দিনেয় কথা বলুন রেগে যান কেন ?

সাগর এর জবাব:
জুন ২১, ২০১২ at ১১:৫১ পূর্বাহ্ণ
@ইললু ঝিললু, ধার্মিক রা কিরকম সেটা কি আপনি জানেন না ভাই…যুক্তি না থাকলে রেগে তো তারা যাবেন ই…হাজার হোক ধর্মকে তো বাচাতে হবে…

অভিজিৎ এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ at ১০:০৭ অপরাহ্ণ
@সেবা,

আমি সাধারণতঃ এই সমস্ত ধর্মকেন্দ্রিক বিতর্কে যোগ দেই না। কিন্তু আপনার মন্তব্যটি দেখার পর কিছু মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম।

কাউকে মিথ্যেবাদী বলার আগে বোধ হয় ধর্মগ্রন্থগুলো ঠিকমত পড়া দরকার। দাসীদের সাথে সম্পর্ক জায়েজ করার ব্যাপারটা তো কোরানেই আছে -

০০৪.০২৪ (সুরা নিসার কিছুটা দিলাম …) :
এবং তোমাদের জন্যে অবৈধ করা হয়েছে নারীদের মধ্যে সধবাগণকে (অন্যের বিবাহিত স্ত্রীগণকেও);

কিন্তু তোমাদের **দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন**, এ ছাড়া তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে …।, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময়।

উল্লেখ্য, - 'তোমাদের দক্ষিনহস্ত যাদের অধিকারী' (your right hand possess') -এই ব্যাপারটি আরবী একটি প্রবচন - *মালাকুল ইয়ামিন।*এর অর্থ ক্রীতদাসী/যুদ্ধবন্দিনী।

মুহম্মদ নিজেও ক্রীত দাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। সে সময় মুহম্মদ হাফসাকে মিথ্যে কথা বলে ওমরের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে (আপনি এ প্রসঙ্গে Sir William Muir এর 'Life of Mahomet' গ্রন্থে (pp. 160-163) দেখতে পারেন)। মারিয়া কিন্তু তার কোন 'বৈধ' স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন একজন স্লেভগার্ল। এখানে আলোচনা দেখুন। আর যুদ্ধবন্দীনীও ছিলো তার। বানু কুরাইজার যুদ্ধের পর তিনি রায়হানা নামে এক সুন্দরী ইহুদী নারীকে গ্রহণ করেন। এছাড়া শুধু রায়হানা নয়, জাওয়াহিরা এবং সাফিয়া নামেও দুই রক্ষিতা ছিল নবীর। এগুলো ইতিহাসেই পাওয়া যায়। জওয়াহিরা তার হাতে আসে বানু আল -মুস্তালিক অভিযান থেকে, সাফিয়া আসে খায়বারের বানু নাজিরদের উপর আগ্রাসন থেকে। কাজেই দাসী এবং যুদ্ধবন্দী নারীকে বৈধ করা হয়েছে তা অনেক দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণ করা যাবে, যদিও মডার্ণ ইস্লামিস্টরা আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে জল ঘোলা করবেন। কি আর করা।

*সেবা*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ at ১০:৫৪ অপরাহ্ণ

@অভিজিৎ, হা আপনি বিয়ে করলে সেটা দাসি কেনো বেশ্যা হলে সেটা জায়েজ হবে। নবীজী তো এর এখনকার মতো দশটা গার্লফ্রেন্ড ছিল না!!!!

যাদের যখন ইচ্ছা নিয়ে মাতবো এবং যখন ইচ্ছা ছেড়ে দিব!!!

তিনি পবিত্র বিয়ে করেছিলেন। সেটা আপনাদের মতো বোকাদের বোঝা উচিত।

*অভিজিৎ*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১০ at ১২:০৭ পূর্বাহ্ণ

@সেবা,

> হা আপনি বিয়ে করলে সেটা দাসি কেনো বেশ্যা হলে সেটা জায়েজ হবে। নবীজী তো এর এখনকার মতো দশটা গার্লফ্রেন্ড ছিল না!!!!

আমার সাথে তুলনা করলে হবে নাকি ? আমি ত নবুয়তপ্রাপ্ত বলেও দাবী করিনি , দাবী করিনি আল্লাহর পয়গম্বর বলেও। আপনার নবীকে আমার সাথে তুলনা করে আপনি তাঁকেই অপমান করছেন। আর আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, নবীজী এর এখনকার মতো দশটা গার্লফ্রেন্ড না থাকলেও Ali Dashti তার 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' বইয়ে মুহম্মদের জীবনে ২২ জন রমনীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তার ১৬ জন স্ত্রী, ২ জন দাসী, এবং অন্য ৪ জন বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের উল্লেখ আছে। একটু পড়াশুনা করে এসে মন্তব্য করলে কৃতার্থ হই।

তিনি পবিত্র বিয়ে করেছিলেন। সেটা আপনাদের মতো বোকাদের বোঝা উচিত।

আপনি হয় আমার কথা শুনতে পারছেন না অথবা শুনেও না শোনার ভান করছেন। না মুহম্মদ 'পবিত্র বিয়ে' না করেও দৈহিক সম্পর্ক করেছিলেন বহুক্ষেত্রেই। আপনার জন্য Sir William Muir এর 'Life of Mahomet' গ্রন্থে (pp. 160-163) থেকে উদ্ধৃতি দিলাম -

**Volume iv. Ch.26: Narrated by Muhammad ibn Sad-al Tabkat [illegible] day Prophet (PBUH) asked Hafsa to visit her father Hazrat Umar who had requested a visit of his daughter Hafsa. Hafsa went to pay a visit to her father, Umar, but Umar was not at home. When he (Umar) returns, he asked Hafsa why she had come. Hafsa said it was him (Umar) who asked her to come! Then Umar replied that he never asked for her visit.

At that time, Muhammad was staying at her quarter. Hafsa returned unexpectedly and found Muhmmad sleeping with Mary in her own private room. She was furious and threatened to disclose the secret. Afraid of scandal and to appease her, Muhammad begged her to keep the matter quiet and promised to desert Mary altogether. Hafsa, however, did not bother to keep the promise. She told this secret to Aisha who was equally indignant over the affair. The scandal soon spread over the entire harem. Muhammad developed displeasure for his wives. At this time he received a message from heaven not to separate himself from Mary. Then he chided Hafsa and other wives. He threatened to divorce all them for their insubordination and disloyalty. He then withdrew himself and went into seclusion for a whole month and lived alone with Mary. Umar and Abu Bakr were greatly disturbed at the desertion of their daughters for a menial concubine. They went to Muhammad and pleaded him to come out of his recluse. Gabriel came and told Muhammad about the good qualities of Hafsa and recommended him to take her back. So, Muhammad pardoned them all and returned to their apartments as before.

মারিয়া যে মুহম্মদের বৈধ স্ত্রী ছিলেন না , তা বিভিন্ন স্কলারের ইন্টারপ্রিটেশনেও পাবেন। যেমন,

In her case **THERE IS NO PROOF that the Holy Prophet set her free and married her.** (Maududi, The Meaning of the Qur'an, English rendered by the Late Ch. Muhammad Akbar, edited by A.A. Kamal, M.A. [Islamic Publications (Pvt.) Ltd., Lahore Pakistan, 4th edition, August 2003], Volume IV, fn. 88, p. 124)
মারিয়া ছাড়াও রায়হানা নামে তার দাসী ছিলো, এবং বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক ছিলো উম্মে শরিক, ময়মুনা, উম হানি প্রমুখের সাথেও।

আরেকটা ব্যাপার। মন্তব্য করতে এসে কাউকে 'বোকা', 'মিথ্যেবাদী' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করা সহজ। আপনার মত 'চালাক' মানুষেরা হয়তো বুঝবেন না যে, এইভাবে তর্কে জেতা যায় না। এটা Argumentum ad hominem ফ্যালাসি। আপনার মতো চালাক মানুষের সাথে আমার মতো বোকা মানুষ কখনোই তর্কে যেত না যদি না চালাক মানুষটি ধর্মগ্রন্থ না পড়েই একে তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলে মন্তব্য শুরু করতো।

আলী এর জবাব:
এপ্রিল ১১, ২০১১ at ৪:৫৩ অপরাহ্ণ
@অভিজিৎ,

আপনি কোরান থেকে দেখান কোথায় নবীজি দাসিদের সঙ্গে অবৈধ সম্পক্য রেখেছিলেন। সুরা নিসার ৪;২৪ নম্বর আয়াতের আপনি উল্লেখ করেছেন। আসলে ৪;২৪ নম্বর আয়াত বিয়ের ব্যাপারেই বলছে, অন্য কিছু না।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০১০ at ১২:১৪ পূর্বাহ্ণ
@সেবা,

অপবিত্র বিয়ে কি রকম হতে পারে?

নাজ়মুল হুসাইন এর জবাব:

মার্চ ৭, ২০১১ at ৭:৫৩ অপরাহ্ণ

@সেবা, চমতকার! পবিত্রো বিয়ে, তাই না? তাই ব'লে নিজ়ের পালক-ছেলের বউকেও? [জয়নাব] কিংবা ৬ বছ্রের বিবি আয়শা কে !

প্লিজ, একটু ইতিহাস জেনে মন্তব্য করবেন।

প্রবাহ এর জবাব:

জুন ২২, ২০১১ at ১২:১৮ পূর্বাহ্ণ

@নাজ়মুল হুসাইন,

পালক ছেলের বউকে বিয়ে কোন যুক্তিতে অনৈতিক ? আর আপনাদের মত মুক্তমনারা যে সুযোগ পেলে তিন বছরের শিশুকেও অপবিত্র করতে ছাড়েন না, সেটারই বা যুক্তি কী ?

ইললু ঝিললু এর জবাব:

এপ্রিল ৫, ২০১১ at ৯:০১ অপরাহ্ণ

@সেবা, মানুষকে বোকা না বলে নিজেকে দেখুন যুক্তির যুলিতে টান পড়লে ব্যাক্তিগত করা হতে বিরত থাকুন।

ইললু ঝিললু এর জবাব:

এপ্রিল ৫, ২০১১ at ৯:০৩ অপরাহ্ণ

@সেবা, ব্যাক্তিগতর পর আক্রমন হবে।টাইপিং মিসটেক।

sami23 এর জবাব:

জুলাই ১৭, ২০১২ at ৯:৪৪ অপরাহ্ণ

@অভিজিৎ,
ভাইজান সুরা নিসা ৪.২৪ আয়েতটি পুরাপুরি দিলেন না যে তাই কষ্ট করে দিয়ে দিলাম ......।

Forbidden to you (for marriage) are: your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your foster mother who gave you suck, your foster milk suckling sisters, your wives' mothers, your step daughters under your guardianship, born of your wives to whom you have gone in – but there is no sin on you if you have not gone in them (to marry their daughters), – the wives of your sons who (spring) from your own loins, and two sisters in wedlock at the same time, except for what has already passed; verily, Allâh is OftForgiving, Most Merciful.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
24)

এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ , রহস্যবিদ

Muzib এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ৩, ২০১১ at ৪:১৮ অপরাহ্ন
@সেবা,
কি বলব সব নাস্তিকের দল। না আউযুবিল্লাহ।

নাজমুল হুসাইন এর জবাব:
মার্চ ৭, ২০১১ at ৭:৪৫ অপরাহ্ন
@সেবা, এই এক বদ-স্বভাব বা প্রাকটিসঃ ওমুক টা করে দেখান , তোমুক টার প্রমান দিন। কেন , আপনি নিজে প্রমান করুন না, মুহাম্মাদ ওটা করেন নি, সেটা করেন নি–-ইত্যাদি। বাংলার শেষ নবাব ছিলেন কে? সিরাজ? আপনি দেখেছেন?

3. 3

ivy

মে ২৩, ২০০৯ সময়: ১০:১৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

হাদীস বইগুলোতে হিলা বিয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক হাদীস আছে এবং শারিয়া-সমর্থকদের মধ্যেও এ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কিনতু , এটা যতনা লজ্জার বিষয় তার চেয়ে বিপদজনক নারীদের জন্য, সমাজের জন্য। আমরা যারা কোরানকে আল্লাহর দেয়া সমাজ-ব্যবস্হা হিসেবে বিশ্বাস করি তারা কখনো ভাবতে পারিনা যে, আস্বস্হ্যকর একটা বিষয়কে আল্লাহ কোরানে উল্লেখ করেছেন এবং একজন নবী সেটাকে পুঁজি করে আনন্দের লীলা -খেলায় মেতেছিলেন। হিলা বিয়ের ব্যবস্হা ইসলামে ঢুকানো হয়েছে নবীর মৃত্যুর অনেক পরে। হয়তো হাদীস থেকে অনেক উদাহরণ এনে আমার বক্তব্যটাকে উলটে দেবার চেষ্টা করতে পারেন। আপনারা নবীর মৃত্যু র দেড়শ-দুইশ বছর পর কিছু দুর্বৃত্ত, স্বার্থান্বেষী আলেম নামী পরিচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সংগৃহীত ঘটনার বর্ণনা কিভাবে , কোন প্রমান, সূত্র ছাড়াই সত্য ঘটনা হিসেবে গ্রহন করছেন সেটাই এখন সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। যাই বহুল প্রচলিত, তাই কি সত্য হয়ে যায়? আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস মাত্র ৩৬ বছরের পুরনো, কিনতু এখনো স্বাধীনতার ঘোষক কে, ৩ লাখ না ৩০ লাখ শহীদ- প্রশ্নগুলো বিতর্কিত। কেন?? আমরা তো মিডিয়ার যুগে বসবাস করছি এবং এখনো অনেক জীবন্ত ইতিহাস আমদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে , তারপরেও আমরা কেন সঠিক, সত্য সংবাদটির খোঁজ পাচ্ছি না। এত বিভিন্ন রকম উত্তরের ভিড়ে আসল ইতিহাস কোনটা? আর সেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখে -মুখে প্রচলিত হাদীসগুলোকে ইতিহাসের সঠিক সংরক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে জীবন পথের পাথেয় করে তুলেছে , এবং কিছু সংখ্যক কোরানের অসংগতি আর তার উদাহরণ স্বরুপ হাদীসগুলোকে টেনে এনে দারুন এক খেলায় মেতে উঠেছেন। সমস্যার আসল জায়গায় আঘাত না করে, শুধু ডালপালাগুলো ধরে টানাটানিই সার হচ্ছে। কোরানে যদি ‘হিলা’ বিয়ের কথা, এবং নারীদের নিয়ে যেসব অস্মানিত আয়াতগুলো এবং আরো যে সব বিতর্কিত আয়াত আছে সেগুলোর ব্যখ্যা যে ভুল, তা প্রমানিত করতে পারলে কি নাস্তিক ভাইদের বিশ্বাস ফিরে আসবে?

Robert Briffault (1876 - 11 December 1948) ছিলেন একজন ফরাসী সাহিত্যক, historian, social anthropologist and surgeon. তিনি বলেছেনঃ

> The ideas that inspired the French Revolution and the Declaration of Rights that guided the framing of the American Constitution and inflamed the struggle for independence in

the Latin American countries [and elsewhere] were not inventions of the West. They find their ultimate inspiration and source in the Holy Koran.

এখন প্রশ্ন জাগছে মনে, এ কথাটি তিনি কিভাবে বললেন? মুহম্মদ নামের এত বর্বর লোকের প্রচারিত কোরান কিভাবে তাদের প্রেরনার উৎস হয়ে উঠেছিল? নাকি এই ভদ্রলোককে কোন ঘুষ (বেহেশ্তের হুর, বা অন্য কোন আশা)প্রদান করার ফলে এমন একটা বক্তব্য দিয়ে ফেলেছিলেন।

ধন্যবাদ।
আইভি

সনেট এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১১ at ৮:৫৫ অপরাহ্ণ
@ivy,

একটা বেপার কি না জেনে আণেক কিছুই বলা যায়।
হিল্লা বিয়ে আমাদের দেশের কিছু আল্লো জানা মোল্লাদের কাজ।
ইসলামের নিয়ম হল কেও যদি তার বৌ কে তালাক প্রদান করে তাহলে তার সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকেনা।

তালাক দেয়ার পর তাকে গ্রহণ করতে চাইলে তাকে আবার বিয়ে করে ঘরে আনতে হবে। এমনি এমনি আনতে পারবেনা।কিন্তু বিয়ে করার আগে মেয়েকে স্বাভাবিক ভাবে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং স্বাভাবিক ভাবে তাদের মাঝে তালাক হতে হবে। তা না হলে একে অপর সংসার কড়তে পারবেনা।

আগে থেকে চিন্তা করে কিছু হলে তা হবে বাভিচার এর শামিল।
ইসলাম আমাদের দেশের হিল্লা বিয়ে সাপোর্ট করেনা।
ধন্যবাদ--

সনেট

*সপ্তডক*এর জবাব:
জুলাই ৩০, ২০১১ at ১১:৩২ অপরাহ্ণ
@সনেট,

ইসলাম আমাদের দেশের হিল্লা বিয়ে সাপোর্ট করেনা।

আসলে কথাটা হবে, আমাদের দেশ (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ , ১৯৬১) ইসলামের হিল্লা বিয়ে সাপোর্ট করে না।

একটা বেপার কি না জেনে আণেক কিছুই বলা যায়।

ঠিকই বলেছেন, একটা ব্যাপার ভালভাবে না জেনে অনেক কিছুই বলা যায় , যেমন আপনি বলছেন!

ধন্যবাদ।

*সনেট*এর জবাব:
আগস্ট ১, ২০১১ at ১২:২৪ অপরাহ্ণ
@সপ্তডক,

ভাই/বোন আপনি মনে হয় ইসলাম সম্পরকে না জেনে কথা বলছেন । ইসলাম হল হাদিস এবং কুরআন । কোন দাড়ি ওয়ালা কি করল বা কোন আরব কি করল তা ইসলাম না। আমি আপনার সাথে একমত বাংলাদেস আইন এর মতে হিল্লা বিয়ে সমর্থন করে না।
ভাই আপনি কি জানেন বাংলাদেশ ইসলামিক পারিবারিক আইন হাদিস এবং কুরআন এর কিছু আংশ ।
নিজের তালাক দেয়া বউ আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে একটি প্রসেস এর ভিতর দিয়ে আনতে হয় আমি তা ই আপনাদের জানাতে ছেয়েছি।

ভাই/ বোন আপনাদের একটা অনুরধ করব কারো কথা না শুনে বা কারো বই না পড়ে হাদিস এ বং কুরআন নিজে পড়ে ইসলামের বিরুধী কথা লিখেন।

ধন্যবাদ

সনেট 😄

সক্টডক এর জবাব:

আগস্ট ২, ২০১১ at ৯:৩৫ অপরাহ্ণ

@সনেট,

আপনি মনে হয় ইসলাম সম্পরকে না জেনে কথা বলছেন

প্রথমে আরবীতে না বুঝে কোরান হাদীস পড়েছি এবং আপনার মতো পরম ভক্তি-শ্রদ্ধায় গদগদ থেকেছি। বুঝে পড়ার সাথে সাথেই ভক্তি-শ্রদ্ধা কমতে শুরু করে। সুরা লাহাবের কথাই ধরুন না। কত চমৎকার সুর-কত মাধুরী মিশানো লয়-তান। অর্থ করুন বাংলা ইংরেজী, ফারসি বা উর্দু ভাষায় অথবা আরবী শিখে নিন। আবিষ্কার করবেন সুরা লাহাব আর কিছু নয় 'অভিশাপ আর বকাবকিপূর্ণ কতিপয় বাক্যমাত্র'। একজন সভ্য-শিক্ষিত সুজন মানুষ সারা জীবনে পরম শত্রুকেও এমন কুৎসিত ভাষায় অভিসম্পাৎ করবেন না। অপরিচিত কাউকে তো নয়ই। ভাল করে আরবি শিখে কোরান হাদিস পড়ে, মক্কা-মদীনা বার বার করে ভ্রমণ করে এখন এ ধর্মটির প্রতি শুধু ভক্তি -শ্রদ্ধাই কমেনি বরং ঘৃণা জন্মেছে। এখনও যখনই কোরান এবং সহিহ হাদীস পড়ি ততই ঘৃণা বাড়ে বই কমে না।
প্রিয় সনেট, আমি নিশ্চিত আপনিই বরং ইসলাম সম্পর্কে না জেনে কথা বলছেন।

কোন দাড়ি ওয়ালা কি করল বা কোন আরব কি করল তা ইসলাম না।

আসলে চোদ্দশ' বছর আগের দাড়িওয়ালা আরব বর্বর মুহাম্মদ কী করলো, বললো, দাবী করলো - সেটাই তো ইসলাম - সভ্য দুনিয়ার এটা এতদিনে বুঝতে বাকী নেই।
ধন্যবাদ, সনেট।

4. 4

অভিষেক

মে ২৩, ২০০৯ সময়: ১১:০৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লেখাটি আগেই পড়েছিলাম এই লিংক থেকেhttp://www.somewhereinblog.net/blog/nastikerdharmakathablog/28912534। নিঃসন্দেহে চমতকার হয়েছে লেখাটি।

5. 5

adnan lermontov

মে ২৪, ২০০৯ সময়: ৫:৪৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

All his life Mohammed probably wanted to be someone like Hugh Hefner.

6. 6

adilmahmood

মে ২৪, ২০০৯ সময়: ১০:২৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

Religion and science are of 2 entirely different dimensions. One is based on belief or emotion and other is based on logic. They can't overlap each other.

So, when the religious pundits start ratiolizing their belief based on science or logic then most of the time it becomes funny, at least to me.

They have to make up bunches of phony logics…interpretations by their choice…and worse of all have to distort or hide the history. In my opinion instead of doing so they better just tell that it is my belief and I don't need any logic.

শুভ্রএর জবাব:

মে ১০, ২০১১ at ১০:৫৯ অপরাহ্ণ

@adilmahmood,

চমৎকার বলেছেন।

7. 7

Abul Kasem

মে ২৭, ২০০৯ সময়: ৬:২১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

The Qur'an says hila marriage is Allah's law:

The Qur'an 2:230

YUSUFALI: So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-marry her until after she has married another husband and He has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. Such are the limits ordained by Allah, which He makes plain to those who understand.

Hila has rarely been discussed in any of the sahih sitta (the six authentic ahadith). In fact, I am yet to find a hadis where the provision of hila marriage has been clearly mentioned/discussed.

That means, this type of bizarre marriage system was not practiced in the Arab society in which Muhammad lived. Muhammad (= Allah) invented the hila system to subjugate women's freedom.

Please cite one hadis that narrates the system of hila marriage.

Hila marriage is Allah's law, there should be no confusion on this. Allah (the Qur'an) is absolutely clear on this. Thus, it is obligatory on all Muslims to implement this provision.

AK

8. 8
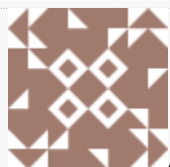
Abul Kasem

মে ২৭, ২০০৯ সময়: ৬:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

Further comments on hila marriage.

Perhaps, one may cite the following hadis from Bukhari to demonstrate the system of hila marriage.

Sahih Bukhari volume 8, book 73, number 107:

Volume 8, Book 73, Number 107:
Narrated 'Aisha:
Rifa'a Al-Qurazi divorced his wife irrevocably (i.e. that divorce was the final). Later on 'Abdur-Rahman bin Az-Zubair married her after him. She came to the Prophet and said, "O Allah's Apostle! I was Rifa'a's wife and he divorced me thrice, and then I was married to 'Abdur-Rahman bin AzZubair, who, by Allah has nothing with him except something like this fringe, O Allah's Apostle," showing a fringe she had taken from her covering sheet. Abu Bakr was sitting with the Prophet while Khalid Ibn Said bin Al-As was sitting at the gate of the room waiting for admission. Khalid started calling Abu Bakr, "O Abu Bakr! Why don't you reprove this lady from what she is openly saying before Allah's Apostle?" Allah's Apostle did nothing except smiling, and then said (to the lady), "Perhaps you want to go back to Rifa'a? No, (it is not possible), unless and until you enjoy the sexual relation with him ('Abdur Rahman), and he enjoys the sexual relation with you."
Please note that the woman, having been divorced by her husband, married another man. This meant she was free to marry on her own accord, before Muhammad interfered in her conjugal life. Muhammad, forced her that she must have sex with her new husband before she could return to her former husband.

It means, hila system of marriage was not in vogue in the then Arab society; women were free to return to their husbands, if they wished.

Although, this hadis does not clearly mention the system of hila, many scholars deem this hadis to be accordance with the Qur'an.

AK

M. Harun uz Zaman এর জবাব:
মে ২৮, ২০০৯ at ৭:৪৭ পূর্বাহ্ণ
I have a question for Mr. Abul Kasem. From his citations, it appears that the Quran clearly sanctions the Hila marriage but does not require that such marriage be sexually consummated. The requirement comes from one hadith cited by Mr Kasem. Mr. Kasem also says that he found no other hadith that says anything about either Hila marriage or its mandatory consummation.

What can we conclude from the above findings? Can we question the authenticity of the hadith, although it is Sahih Bukhari, regarding the consummation part because it does not have support in the Quran or any other hadith?
What does Mr. Kasem think?

9. 9

Abul Kasem
মে ২৯, ২০০৯ সময়: ৩:২৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

Responding to Mr M. Harun uz Zaman

You are quite correct, if you are following the literal meaning of verse 2:230.

Let us read these two verses:

2:236

YUSUFALI: There is no blame on you if ye divorce women before consummation or the fixation of their dower; but bestow on them (A suitable gift), the wealthy according to his means, and the poor according to his means;- A gift of a reasonable amount is due from those who wish to do the right thing.

2:237

YUSUFALI: And if ye divorce them before consummation, but after the fixation of a dower for them, then the half of the dower (Is due to them), unless they remit it or (the man's half) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission (of the man's half) is the nearest to righteousness. And do not forget Liberality between yourselves. For Allah sees well all that ye do.

These verses say that, if, for any reason, the man decides not to have sexual intercourse with his new wife/s he should divorce her/them by handing her/them a suitable gift, in case no dower was fixed. But if the dower (that is, the money promised to her for providing sex) has been fixed then the man must return half the dower promised to her, and divorce her, in case he decides not to consummate the marriage.

But, I think, these verses (2:236, 2:237) do not apply to hila marriages; these verses are meant for maidens or widows. Because, as per ibn Abbas, the context of verse 2:230 (hila marriage) is: Allah revealed this verse about Abd l Rahman al Zubayr, the hila husband of the divorced wife of R'ifaa al-Qurazi. Clearly, Allah (= Muhammad) has double or triple standard. In the hadis I quoted from Sahih Bukhari, Muhammad stipulated that in a hila marriage the hila husband must have sex with the hila wife; so no sex, no divorce applies for a hila husband.

What can we conclude?

It is a fish market, when it is a hila marriage. The woman is completely upon the mercy of the hila husband. After all, who is going to examine whether or not the hila husband did indeed copulate with the hila wife? For a sum of money (Islamic bribery) the hilla husband may easily agree to tell lies that he had sex with the hila wife. And, truly, this is what happens in majority cases of hila in Bangladesh, Pakistan...

Can we question the related hadis?

Certainly, we can. But why not question the Qur'an as well?

What do I think?

The Qur'an stinks. So are the ahadith. In the system of hila marriage Allah (= Muhammad) grossly insults women. Please note that the hila woman has no say in the consummation of the hila marriage. Her consent or not, a man (or her procurer) holds the absolute right on her private parts, as long as the dower has been paid or has been deferred for a future date.

10. 10

Mad man

মে ৩১, ২০০৯ সময়: ১১:৪১ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

আইভি বলেছেন যে কোরানে হিল্লা বিয়ে নাই, আর আবুল কাসেম বলছেন যে কোরানে হিল্লা বিয়ে আছে। এ তো মহাবিপদ। আপনারা একটু আলোচনা করে জানাবেন যে আসলে কোরানে কি আছে আর কি নাই, নাকি কোরানটাই নাই, সবই বোগাস...

jahir এর জবাব:

জুলাই ২২, ২০০৯ at ১:৫৪ পূর্বাহ্ন

কুরআন আছে থাকবে এবং তা আল্লাহই হেফাজত করবেন আপনার আর আমার মত কাউকে তার জন্য চিন্তা করতে হবেনা

যে বলেছে কুরআন নেই একটা বোগাস আসলে সেই হয়তো কিছুই জানেনা না জেনে কিছু বলা উচিত নয় ।

Akash Malik এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৯ at ৮:৫৯ অপরাহ্ন

@jahir,

কুরআন আছে থাকবে এবং তা আল্লাহই হেফাজত করবেন

আল্লাহ হেফাজত করতে পারেণ নাই। মুহাম্মদের সময়ের কোরান আর এখনকার কোরান সমান নয়। (মুক্তমনায় *যে সত্য বলা হয়নি*ই-বুক দ্রষ্টব্য)।

*মাসুদ মুরশেদ*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০১১ at ৭:০৪ অপরাহ্ণ

@jahir,

চিন্তার কথাই। আল্লা তার অনেক কিতাব-ই হেফাজত করতে পারেননি। আমরাই বলছি আগের সব কিতাব পরিবরতিত হয়েছে বা হারিয়ে গিয়েছে।নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট সব নাকি ভুল। গিতা ত্রিপ্টিক বাদ-ই দিলাম।

আল্লা কুরানের হেফাজতকারি। ভাল কথা। আগের গ্রন্থগুলোর হেফাজতের দায় কার ?

আমরা মানুষেরা হোমার, আরিস্ততল, প্লেতো কিম্বা সফোক্লিসের যথাযথ হেফাজত করেছি।

মানুষ ভাল হেফাজতকারি।

মানুষে আস্থা রাখতে পারেন।

*প্রবাহ*এর জবাব:

জুন ২২, ২০১১ at ১২:২২ পূর্বাহ্ণ

@Mad man,

আপনার যদি ইচ্ছে থাকে, করে ফেলেন না হিল্লা বিয়ে ! কোরানে আছে কী নাই এই নিয়া চিন্তা করা দরকার কি ?

11. 11

Imam Khan

জুন ৩, ২০০৯ সময়: ৩:১৩ অপরাহ্ণলিঙ্ক

Hilla is not Islamic. Somehow, it penetrated into Indian subcontinents society. There is no problem in Islamic shari'ah. All problems are gathered into their heads and hearts. May Almighty give us true knowledge of Islam, Rasools and the Holy Qur'an (Amin).

12. 12
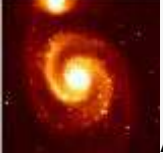
Al Murshed

জুন ২৮, ২০০৯ সময়: ৩:১৫ অপরাহ্ণলিঙ্ক

জনাব,নাস্তিকের ধর্মকথা(যেহেতু নাম ব্যবহার করেন নি ,তাই এ নামে-ই সম্বোধন করলাম) আপনার লেখাটি পড়লাম এবং বুঝলাম যে আপনি একদা আস্তিক ছিলেন। এটা ও বুঝতে পারলাম যে আরজ আলী মাতব্বরের লেখা পড়ে এবং সম্ভবতঃ নারী বিষয়ক ইসলামের কিছু বহু বিতর্কিত নীতি নিয়ে আপনার মনে জাগ্রত প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার কারণেই আপনি ধর্মচ্যুত হয়েছেন।ধর্মের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞান বেছে নিয়েছেন।এবং পুনরায় ধর্মে প্রত্যাবর্তনের যথেষ্ঠ কারণ বা প্রেরণা খুঁজে পান নি।আমার ব্যাপারটি -ই প্রায় এক-ই রকমের।শৈশব এবং কৈশোরে নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে ধর্ম পালনের চেষ্টা থাকলেও কলেজ ইউনিভার্সিটিতে এসে,চলচ্চিত্র,শিল্প ইত্যাদির সাথে জড়িত হয়ে এবং আরজ আলী মাতব্বরের বই পড়ে একেবারেই ধর্ম থেকে সরে গেলাম।আরজ মাতব্বর নাস্তিক বানানোর মোক্ষম কিতাব লিখেছেন।এই বইটি বারো বছর আগে লন্ডনে আসার সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম।ছোটো বেলা থেকে-ই বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয় ছিল।বিজ্ঞান ক্লাব করেছি,বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়েছি,সায়েন্স ফিকশান বই ও পড়েছি প্রচুর।প্রবাসের জীবনে প্রচুর বাধা-বিপত্তি এবং ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে গেলেও ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিনি।বিজ্ঞানকেই সাথী করেছি,বিজ্ঞান বিষয়ক পেশাতেই নিয়োজিত আছি।বিদেশে এসে প্রচুর বিজ্ঞানের বই পড়েছি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত ম্যাগাজিন/জার্ণালগুলো নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করি।এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন,চলে গেছে বারটি বছর।একে বারে মুক্ত মনা হয়েই জীবন অতিবাহিত করেছি ,বাধা-বন্ধনহীন,মুক্ত-স্বাধীন।তবে পুরোপুরি নাস্তিক হতে পেরেছিলাম কি না জানি না।কারণ, একটি প্রশ্নের উত্তর কখনো-ই খুঁজে পাই নি-তা হলো এই বিশ্ব-জগতের পেছনে এক অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা এবং সচেতন এক সত্বার অস্তিত্ব অস্বীকার করার মতো যুক্তি বা প্রমাণ।মুক্ত মনা হয়ে জীবন যাপন করলে ও সব সময় মনে হতো এক সচেতন শক্তির অস্তিত্ব ।এভাবেই কেটে গেছে এক যুগ,জীবন হতে ঝরে গেছে অনেক গুলো বছর।আজো পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোনো তথ্য বা তত্ত্ব,সক্রেটিস/প্লেটো থেকে আধুনিক দার্শনিকদের কোনো তত্ত্বেই স্রষ্টা নেই -এর পক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে পাই নি।আপনি পেয়েছেন কি ?বরঞ্চ, তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের সর্ব সাম্প্রতিক তত্বগুলো(বিশেষতঃ পার্টিকেল ফিজিক্স এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স) পড়ে মনে হতো বিজ্ঞানী

নয় কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কথা বলছেন এবং তা নাস্তি নয় অস্তির দিকে-ই যাচ্ছে।বিজ্ঞানীরা কি সব ধার্মিক হয়ে যাচ্ছেন?এসব তত্ব,লেখা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে অমুসলিম বিদেশীদের লেখা বই পড়ে এবং সর্ব শেষ এক ব্যক্তিগত অতিন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা(যা অনেকের বেলাতেই ঘটে) আমাকে আবার ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।যেহেতু ইসলাম ধর্মের চেয়ে উন্নততর কোনো জীবন বিধান এবং আল কুরানের চেয়ে ভালো কোনো ধর্ম গ্রন্থ(কাব্য গ্রন্থ নয়) খুঁজে পাই নি তাই এই ধর্ম ,ধর্ম গ্রন্থকে বেছে নিয়েছি।আর পাশ্চাত্য জগতের তথাকথিত উন্নত সভ্যতা,সমাজ ব্যবস্থা এবং মুক্ত জীবনের আড়ালে যে পূঁতি গন্ধ ময়তা,বিভ্রম,স্বার্থপরতা,অন্তসার শূন্যতা লক্ষ্য করেছি এবং তার বিপরীতে ইসলামকে দাঁড় করিয়ে তুলনা করেছি, তখন এই ধর্মের শ্বাশত মর্ম উপলব্ধি করেছি।জ়নাব, এর কোনো বিকল্প আমাকে দিতে পারবেন কি?মার্ক্স,লেনিন আর মাও সেতুংয়ের সমা জ তন্ত্র তো সত্তোর পেরোনোর আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

ivy এর জবাব:
জুলাই ৫, ২০০৯ at ১২:৪৭ পূর্বাহ্ণ

@Al Murshed,

আপনি কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর কথা উল্লেখ করেছেন বলেই প্রসংগটা নিয়ে এলাম, আমি এ সমন্ধে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম যার লেখক আব্দুন নূর। তিনি electromagnetic field কি এবং কেন বিষয়ে বলেছেন? এবং তারপরেই উল্লেখ করেছেন,

"Most of the conventional physics is false, **Einstein was a fraud**, he perverted understanding, **Nikola Tesla was the true genius** and father of this knowledge, take the universe it is not based in matter, gravity does not drive the universe as Einstein claims, it is an electromagnetic universe, **the sun for example is a plasma ball**, emitting electro-luminescence, not a nuclear powered gas ball, if it is why is it only a few thousand Celsius on the surface but millions in the atmosphere, this would be expected if it was a ball of plasma, fuelled by the energy from the ocean we exist within.
They need 96% more matter to create an Einsteinian universe, so **they imagine insane ideas, black holes, dark matter, utter non-sense**, you have all the matter you require, that is seen, in an electromagnetic universe."

বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু জ্ঞান আহরন করতে যেয়ে কি গ্যাঁড়াকলেই না পড়লাম। এ বিষয়ে য দি একটু আলোকপাত করেন তো ভাল হয়।

13. 13

আগন্তুক

জুলাই ৩১, ২০০৯ সময়: ১০:২৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি অসাধারণ যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ লেখার জন্য।
id ওয়ালারা মাথা বিগড়েছেন ভালই।একজন তথাকথিত পূর্বতন 'মুক্তমনা'কেও দেখতে পাচ্ছি ,যিনি ইসলামকেই চূড়ান্ত ও উন্নততম জীবনদর্শন বলে মানেন।বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক কখনই খোলা মনের হতে পারেন নি এবং বিজ্ঞান বলতে তিনি বোধহয় ID -কেই ইঙ্গিত করছেন।এ প্রসঙ্গে অভিজিত দা এত সুন্দর কিছু লেখা লিখেছেন যে খামোখা তর্কের কোন দরকার নেই।তবু লেখককে আরেকবার অনুরোধ করব...এদের রিফিউট করতে।কারণ এই ছদ্ম-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু!

Al Murshed এর জবাব:

আগস্ট ৩, ২০০৯ at ১:৪৬ পূর্বাহ্ণ

@আগন্তুক(টেক্সাসের?), 'মাথা বিগড়েছেন"তথাকথিত মুক্তমনা' ইত্যাদি আবেগপ্রসূত কথা না বলে বস্তুনিষ্ঠভাবে Logic,Reason এবং Science ব্যবহার করে আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করুন।তথাকথিত মুক্তমনা বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলবেন কী?মুক্তমনার সংজ্ঞা কি? মুক্তমনা হতে হলে কী করতে হয় জনাব? ছদ্ম বিজ্ঞানী বলতে-ই বা কি বোঝাচ্ছেন ? বিজ্ঞানী আবার ছদ্ম হয় এই প্রথম শুনলাম।আপনার মতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি জনাব?ইসলামের চেয়ে উন্নততর কোনো জীবন বিধান থাকলে তা Logic,Reason এবং Science দিয়ে প্রমাণ করুন এবং হজরত মুহম্মদ(সঃ) এর চেয়ে সার্বিকভাবে সফলতর কোনো Homo sapiens sapiens -এর সন্ধান পেলে আমাকে জানান আমি তার মত এবং পথ অনুসরণ করবো-কারণ আমি আবদ্ধমনা নই।ধন্যবাদ।

আগন্তুক এর জবাব:

আগস্ট ৮, ২০০৯ at ১০:৫৭ পূর্বাহ্ণ

@Al Murshed,

আমার কথাগুলো যে আবেগপ্রসূত নয় ,তা এ বিষয়ে যাঁরা মোটামুটি পড়াশোনা করেছেন তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন।

বিজ্ঞানী আবার ছদ্ম হয় এই প্রথম শুনলাম

আপনার কথা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ,আপনি 'আই ডি' তত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েই বিভ্রান্ত হয়েছেন।মুক্তমনা ই-বুক 'বিজ্ঞান ও ধর্মঃ সংঘাত না সমন্বয়' -এ আপনি এ বিষয়ে চমৎকার সব জবাব পাবেন।

ইসলামের মত একটি নিতান্ত মধ্যযুগীয় ধর্মের চেয়ে উন্নততর কোন জীবনধারা আপনি সত্যিই খুঁজে পান না।রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' পড়ুন,হেরমান হেসের 'সিদ্ধার্থ' পড়ুন।মুক্তমনা হলে বুঝতে পারবেন।হযরত মুহাম্মদকে আপনি কিসের ভিত্তিতে সবচেয়ে সফল মানুষ বলেছেন তার মানদন্ডটি বলেন নি।হ্যাঁ তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সফল কূটনীতিবিদ।কিন্তু রসুল বলে যে আদৌ কিছু নেই তার অজস্র প্রমাণ আছে - 'যুক্তি-তথ্য সাপেক্ষে প্রমাণ'।কুরান যে আসলে কিভাবে তৈরি তার রহস্য নিচের লেখাতে পাবেন।

http://www.mukto-mona.com/Articles/kasem/quran_origin.htm
ভালো থাকবেন।

*আল মোর্শেদ*এর জবাব:
অক্টোবর ৫, ২০০৯ at ৭:৪৩ অপরাহ্ণ
@আগন্তক,পরমাণুজগত,জড়জগত,জীবজগত,মানবদেহ,গ্যালাক্সি,ইউনিভার্স এর সৃষ্টি,গঠন,বিকাশ এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনার মধ্যে যদি আপনি কোনো intelligence দেখতে না পান তাহলে আমার কিছু বলার নেই।কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা দেখতে পেয়েছেন এবং appreciate করতে পেরেছেন বলেই এর পেছনের সূত্রগুলো খুঁজে বের করতে পেরেছেন।
ইউরোপে খ্রিষ্ট ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মের মধ্যযুগ বলে কিছু ছিল না। বরঞ্চ ,ইসলামের মধ্যযুগ ছিল প্রাতস্মরণীয় মুসলিম বিজ্ঞানী,জ্যোতির্বিদ,গণিতবিদ এবং দার্শনিকদের স্বর্ণযুগ।
আপনারা কেনো বার বার রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনেন বুঁঝি না।রবীন্দ্রনাথ কী ধর্ম প্রচারক ছিলেন না নূতন কোনো ধর্মের দিক নিশানা দিয়ে গেছেন।যতটুকু জানি ঠাকুর পরিবার একেশ্বরবাদী ব্রাক্ষণ ছিলেন।এবং এ ব্রক্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় প্রেরণা পেয়েছিলেন কুরান হতে।রবীন্দ্রনাথ কি নাস্তিক ছিলেন?বুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য তার ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে এবং তা কিনে আমার লাইব্রেরিতে রেখে দিয়েছি যা মাঝে মাঝে পড়ি,হেরমান হেসের উপন্যাস পড়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম ধর্মকে কেনো উন্নততর জীবন বিধান মনে করি তা মিঠুনের লেখার জবাবের মধ্যে পেয়েছেন

আশা করি।পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা শুরু হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত মানব জাতির এ টিকে থাকা এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যতো ধর্ম ,দর্শন এবং ভাবধারার সূচনা হয়েছে তার সকল ভালো দিকগুলো ইসলাম ধর্মের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে।আর হজরত মুহম্মদ(সঃ) এর সমগ্র জীবন এর মধ্যে তার-ই প্রতিফলন ঘটেছে।অন্য কথায় এই পৃথিবীতে একজন মানুষের যতো রকমের Dimension -হতে পারে তার সবগুলোর-ই
Realisation ঘটেছে এই মহামানবের জীবনে।তিনি সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেই
বাবা,স্বামী,ভ্রাতা,প্রতিবেশি,রাষ্ট্রনায়ক এবং সর্বপোরি ধর্ম প্রচারক হিসেবে ১০০ ভাগ সাফল্যের সাথে দ্বায়িত্ব পালন করে দেখিয়েছেন।তিনি রেখে গেছেন এমন একটী ধর্ম যা জাতি-গোত্র,বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে United করতে পারে আক্ষরিক অর্থেই-যাঁর কাছাকাছি সাফল্যের অধিকারি দ্বিতীয় Homo sapiens এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি তাঁকে স্রষ্টার প্রেরিত পুরুষ মেনে নি তে আমার কোনো-ই দ্বিধা নেই।হ্যাঁ,তিনি অন্যতম সফল কূটনীতিক ছিলেন তা-ও তাঁর অনেক Dimension এর একটি মাত্র।

কল্যাণ এর জবাব:
জুন ৬, ২০১১ at ৪:৩০ অপরাহ্ন
@আগন্তক, লিঙ্কটা কাজ করছে না। দয়া করে একটু দেখবেন ?

মিঠুন এর জবাব:
আগস্ট ৮, ২০০৯ at ১০:৫৬ অপরাহ্ন
@Al Murshed,

@আগন্তক, ভাই, আল মুর্শেদ সাহেব রে কিছু বুঝাইয়া লাভ নাই। সে মনে মনে মন কলা খায় , আর ভাবে যে তার বক্তব্য খুবই যুক্তি যুক্ত।

'ইসলামের চেয়ে উন্নততর কোনো জীবন বিধান থাকলে তা Logic,Reason এবং Science দিয়ে প্রমাণ করুন।'

ভাই আল মুর্শেদ,

আপনি Logic আর Faith এর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন? বিপরীত মেরুর দুটি জিনিসকে আপনি কিসের ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছেন? আপনার মত এই রকম দাবী হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ রাও করে। কিন্তু আপনাদের মত বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারেন না যে , দাবী টা আসলে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে আছে। উন্নততর জীবন বিধান বলতে কি বোঝাচ্ছেন খোলাসা করে বলবেন কি?? আপনার কি মনে হয় না, যে আমেরিকার কাফেররা বাংলাদেশের মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী উন্নত জীবন যাপন করে? ওদের কথা বাদ দেন, শ্রীলংকার বৌদ্ধদের কথা ধরুন, 'অহিংস পরম ধর্ম'- এই নীতিতে বিশ্বাসী বৌদ্ধরা অন্য সকল ধর্মকেই নিজ ধর্মের সমান মর্যাদা দেয়। এত বড় উদার ধর্ম আপনি আর একটা দেখান তো পারলে। সেখানে চরম ভাবে পরমত অসহিষ্ণু ইসলামের থেকে বৌদ্ধদের জীবন দর্শন বহুলাংশে উদার এবং শ্রেয়। ভারতের হিন্দুরা যদি আজ দাবী করে যে, তাদের জীবন বিধান সবথেকে ভাল, তবে আপনি কি বলবেন? হয়ত বলবেন যে, ওদের ধর্মে অনেক গাজাখুরী গল্প আছে। আশ্চর্য নিজের ধর্মের গাজাখুরী গল্পগুলো বিশ্বাসের বলে Logical হয়ে যায়- তাই না! Logic, Reason এবং Science দিয়ে ব্যাখ্যা করলে কোরান এই যুগে খাপ খায়না। আপনার কি মনে হয় যে , পৃথিবীর ১০০ কোটি মুসলমানের জীবন বিধান বাকি ৫০০ কোটি ভিন্নমতাবলম্বীদের জীবন বিধান থেকে উন্নত? ১০০ কোটি মুসলমানের দুরাবস্থার দিকে চোখ মেলে তাকান -বাস্তবকে পর্যবেক্ষন করুন-reality মেনে নিন, দেখুন আপনার তথাকথিত উন্নত জীবন বিধান তাদের কি হাল করেছে।

'হজরত মুহম্মদ(সঃ) এর চেয়ে সার্বিকভাবে সফলতর কোনো Homo sapiens -এর সন্ধান পেলে আমাকে জানান আমি তার মত এবং পথ অনুসরণ করবো -কারণ আমি আবদ্ধমনা নই।ধন্যবাদ।'

ভাই, হিন্দুরাও যদি একই দাবী করে -শ্রীরামকৃষ্ণ এর চেয়ে সার্বিকভাবে সফলতর কোনো Homo sapiens -এর সন্ধান পেলে আমাকে জানান আমি তার মত এবং পথ অনুসরণ করবো। -তখন আপনি কি বলবেন? তাদের অন্ধ বলে ভাববেন। ঠিক একই ভাবে আমিও আপনাকে অন্ধ বলে ভাবি। কেউ যদি আপনাকে হজরত মুহম্মদ(সঃ) এর চেয়ে সার্বিকভা বে সফলতর কোনো Homo sapiens -এর সন্ধান দেয় আপনি কি তাকে মেনে নিবেন? মনে হয় না-কারন আপনার বিশ্বাস তো আপনার মনে প্রথম থেকেই তালা মেরে দিয়েছে। আর সার্বিকভাবে সফলতর কিনা তা কে নির্ণয় করবে? ১০০ কোটি মুসলমান করলে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা ১০০%, আর বাকি ৫০০ কোটি ভিন্ন মতাবলম্বী করলে এবং রায় মুহাম্মদের বিপক্ষে গেলে ১০০ কোটি মুসলমানের আপত্তি অনিবার্য। এখন বুঝতে পারছেন তো - আপনার এই challenge এর কোন আগামাথা নাই। আপনার এই মুক্তমনা সাজার প্রয়াস টুকু হাস্যকর ।

ভাই, বিশ্বাস মানুষকে কতটা অন্ধ করে দেয়, তা আপনাকে দেখলে বোঝা যায়। নইলে নিজের ধর্মের গাজাখুরী গল্পগুলো কি আর আপনার চোখে logical, scientific হয়ে দাড়ায়? এই মুক্তমনা তেই আপনার তথাকথিত logical, scientific আর্গুমেন্ট কে বহুবার রিফিউট করা হয়েছে। আপনি logic এ না পেরে নি:শব্দে পলায়ন করেছেন। কিন্তু নিজে অন্ধ বলে তা বুঝতে পারেননি। ভাই, অন্যান্য সকল

ধর্মই আপনার মত করে দাবী করে, আপনার মত করেই হাস্যকর logical explanation সাজায়। কিন্তু ওগুলো আপনার দেয়া explanation মতই হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি নিজের ধর্ম বিশ্বাসটাকেই সবার শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেন। অথচ এই আপনি ই যদি নিজের বিশ্বাস নিয়ে গর্বে মোহে অন্ধ না হয়ে অন্যের বিশ্বাস টাকেও সমান শ্রদ্ধা করতে শিখতেন, তবে আরও উদার জীবন দর্শনের অধীকারী হতে পারতেন। উন্নত বিধানের পরীক্ষায় আপনার ধর্মবিশ্বাসের এখানেই পরাজয়।

আপনার logical sense নিয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বানু যায়ী scientifically সভ্যতার বিকাশকে পর্যলোচনা করলে আপনি বুঝতে পারতেন যে , কোন বিধানই আরেকটি বিধান থেকে উন্নত না অবনত তা নির্নয় করা যায়না। ব্যপারটা আসলে আপেক্ষিক, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে। তাই আপনার করা দাবীটির মাথা মুন্ড আসলে কিছুই নেই। এখন আবার বলে বসবেন না যে, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ভুল।

বিশ্বাসের আবর্তে বাস করে নিজেকে আবদ্ধমনা মনে না করা-কুয়োর ব্যঙের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তথাকথিত মুক্তমনা বলতে কি বোঝানো হয় তা আপনি জানতে চেয়েছেন। শুনুন আমি বলছি - আগে নিজের অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করুন, নিজের বিশ্বাসটাই কেবল logical, আর বাকিদেরটা illogical- এই ধরনের মানসিকতা পরিত্যাগ করুন, logic দিয়ে faith কে defend করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন আর অন্য মতকে নিজেরটা থেকে ভাল ভাবতে না পারেন , অন্তত সম্মান করতে শিখুন। এতে আপনার জীবন দর্শনের মান নি:সন্দেহে অনেক উন্নত আর উদার হবে ।তা না হলে মুক্তমনা জিনিসটি চিরকালই আপনার বোধের অগম্য হয়ে থাকবে।

ধন্যবাদ।

*আল মোর্শেদ*এর জবাব:
অক্টোবর ৪, ২০০৯ at ৪:০৬ অপরাহ্ণ
@মিঠুন,আপনার দীর্ঘ বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।আপনি শুরুতেই আমার সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে,আমাকে বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই ,কারণ আমি মন কলা খাই,যদি ও আমি কীভাবে মন কলা খাই তা ব্যাখ্যা করেন নি।জ্বী,জনাব,Logic and Faith-এর পার্থক্য বুঝি।তবে বিশ্বাসের পক্ষে যদি লজিক খুঁজে পাওয়া যায় বা ব্যবহার করা যায় এবং এভাবে এ দুটোর সমন্বয় সাধন করা যায় সেক্ষেত্রে আপনার কোন লজিক এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?এবং আপনি নিজেই স্বীকার করছেন যে শুধু আমি একাই এ সমন্বয়ের চেষ্টা করছি না অন্যান্য ধর্ম -বিশ্বাসীরা-ও তা করছেন আর এই ভালো বিষয়টিকে আপনি খারাপভাবে নিচ্ছেন কেন আমি বুঝছি না।মানুষে মানুষে মিলন -ই তো আমাদের কাম্য হওয়া উচিত, নয় কি?ইসলামকে কেন উন্নততর জীবন বিধান বলে মনে করি তা

বোঝার জন্য উন্নততর জীবন যাপন বলতে আপনি কী বোঝেন তা তলিয়ে দেখা দরকার।আপনি লিখেছেন, আমেরিকার কাফেররা বাংলাদেশের মুসলমানদের চেয়ে উন্নত জীবন যাপন করে।ভাই , আমেরিকার কাফের বলতে কী বোঝাচ্ছেন?ইসলাম ধর্মে কাফের বলতে ধর্ম-বিশ্বাসহীন বা pagan দের বোঝানো হয়েছে।এবং আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ -ই খ্রীষ্টান,হিন্দু,ইহুদী,ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী।তাই আমেরিকার কাফেররা উন্নত জীবন যাপন করে এ কথাটি কতোটুকু যথার্থ তা বিবেচনার অবকাশ রাখে।আর উন্নত জীবন যাপন বলতে যদি আপনি শুধুই পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাসত্ব করার মাধ্যমে ষড় রিপুর উপাসনার কথা বলেন তাহলে উন্নত জীবন এর ধারণার সাথে আমি একমত নই এবং একমত হবে না
সক্রেটিস,এরিষ্টটল,প্লেটো,গান্ধী,লেনিন,মার্ক্স,চেগুয়েভারা,মাও,যীশু,বুদ্ধ,কবীর,গুরুনানক এবং বেদের মহান ঋষিবৃন্দ।আর ইসলাম উন্নততর জীবন বিধান এ কারণে যে উপোরক্ত মহামানবদের দর্শনের মূল বা নির্যাস ইসলাম ধর্ম তার বক্ষে ধারণ করে আছে।ভাবুন ,অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করুন।আলোকের দেখা পেতেও পারেন।ধন্যবাদ।

আল মোর্শেদ এর জবাব:

অক্টোবর ৪, ২০০৯ at ১০:২৪ অপরাহ্ণ

@মিঠুন,আপনার লেখার একটি সংক্ষিপ্ত জবাব আজ লিখেছিলাম,কিন্তু,আপনাদের সম্পাদক মহাশয় তা বেমালুম গায়েব করে দিলেন।এবং এ ওয়েব সাইটে আমার এ অভিজ্ঞতা নুতন নয়।অথচ আমি কাউকে গালি দিয়ে বা আক্রমণ করে লিখি না।বুঝতেই পারছেন ,আপনার নিঃশব্দে পলায়নের অভিযোগ সত্য নয়।আগের দিনে আস্তিকরা নাস্তিকদের যুক্তি-তর্ককে ভয় পেত।আর এখন দেখতে পাচ্ছি উলটো ব্যাপার ঘটছে।

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:

অক্টোবর ৫, ২০০৯ at ২:৪২ পূর্বাহ্ণ

> আপনার লেখার একটি সংক্ষিপ্ত জবাব আজ লিখেছিলাম,কিন্তু,আপনাদের সম্পাদক মহাশয় তা বেমালুম গায়েব করে দিলেন।

জনাব আল মোর্শেদ, আপনি যদি একটু চোখ খোলা রাখতেন , তবে দেখতেন যে, আপনার মন্তব্য (অক্টোবর 4th, 2009 at 4:06 অপরাহ্ণ) প্রকাশিত হয়েছে। আপনার কথামত **'বেমালুম গায়েব করা'** লেখা প্রকাশিত হল কি করে মোর্শেদ সাহেব? কারো প্রতি অভিযোগ করার আগে দয়া করে নিজের অবস্থান ও বুদ্ধিমত্তা নিশ্চিত করুন।

একটি কথা এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি - কারো মন্তব্য অপ্রকাশিত অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকতেই পারে। মডারেটর এসে সেটি অনুমোদন করার পরই অতিথিদের মন্তব্য প্রকাশিত হয়। আমাদের অতি থি সদস্যদের অনেক মন্তব্য কয়েক ঘণ্টা তো বটেই এমনকি দিন ধরেও অননুমোদিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এটা মেনে নিয়েই সবাই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। সাইটের মডারেটররা আপনাদের জন্য সব সময় লগ ইন করে বসে থাকেন না। তাদেরও ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু আছে। কাজেই অযাচিত মন্তব্য ঢালাওভাবে উদগীরণ করার আগে ধৈর্য্য ধরতে একটু শিখুন। এতে লাভ বই ক্ষতি হবে না - এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারি। ধন্যবাদ।

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ at ৭:৩৬ অপরাহ্ণ
@মিঠুন, চমৎকার জবাব।

shamim এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৪, ২০০৯ at ১:৩৭ পূর্বাহ্ণ
@মিঠুন, "আপনি Logic আর Faith এর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন?"
–> logic আর faith এর পার্থক্য কি সবসময় স্পষ্ট ? যেমন ধরুন বিজ্ঞানের রানী অংক শাস্ত্রকে যার মধ্যে জ্যামিতি হলো সবচেয়ে যুক্তি নির্ভর। জ্যামিতির শুরু হয় কতগুলি স্বতসিদ্ধ দিয়ে যেমন বিন্দু সংঙাঃ বিন্দু হোল এমন একটি জিনিশ যার দৈর্ঘ ,প্রস্থ কিছুই নেই কেবল অবস্থান আছে। কিন্তু বাস্তবে এমন কোন জিনিশ খুজে পাওয়া যাবেনা যার কেবল অবস্থানা আছে কিন্তু দৈর্ঘ ও প্রস্থ নেই। রেখা এমন এক বস্তু যার কেবল দৈর্ঘ আছে প্রস্থ নেই কিন্তু বাস্তবে এমন কোন রেখা নেই যার প্রস্থ নেই। কিন্তু জ্যামিতি পড়তে হলে আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হয় বিন্দু আর রেখার সংঙাকে কারন জ্যামিতের সমস্ত logic বিন্দু, রেখা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে logic এর শুরু হয় বিশ্বাস থেকে। একই ভাবে গনিতে শুন্য ও অসিমের ধারনা কল্পনাপ্রসুত অথচ বিজ্ঞানের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে এই কল্পনার উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে।
——————-
"আপনার কি মনে হয় না, যে আমেরিকার কাফেররা বাংলাদেশের মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী উন্নত জীবন যাপন করে?"
–> আপনার কি মনে হয়না আমেরিকার মুসলমানরা বাং লাদেশের নাস্তিকদের চেয়ে উন্নত জীবন জাপন করে? এই প্রশ্নটি আসলে শিশুসুলভ। প্রকৃত পক্ষে আমেরিকার কাঠামোর মধ্যে সকল শ্রেনীই

বাংলাদেশের একই বা ভিন্ন শ্রেনীর চেয়ে ভালো জীবন যাপন করেন। এতে কুফর বা ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে সাম্রাজ্যবাদি শোষন আর তার বন্টন ব্যাবস্থাই দায়ী।

———————-

"শ্রীলংকার বৌদ্ধদের কথা ধরুন, 'অহিংস পরম ধর্ম'- এই নীতিতে বিশ্বাসী বৌদ্ধরা অন্য সকল ধর্মকেই নিজ ধর্মের সমান মর্যাদা দেয়। এত বড় উদার ধর্ম আপনি আর একটা দেখান তো পারলে।"
–> এই মন্তব্যটিও খোড়া যুক্তি। 'অহিংসা পরম ধর্ম'-এর লোকেদের সাথে তাদের তামিল সম্প্রদায়ের সমস্যার কারন কি? যার অন্যধর্মের লোকদের আপন করে নিতে পারে তারা কেন উক্ত মূলমন্ত্রে উজ্জিবিত হয়ে নিজ দেশীয় ভিন্ন জাতির লোকদের আপন করে নিতে পারেনা?

—————————-

"আপনার কি মনে হয় যে, পৃথিবীর ১০০ কোটি মুসলমানের জীবন বিধান বাকি ৫০০ কোটি ভিন্নমতাবলম্বীদের জীবন বিধান থেকে উন্নত?"
-> প্রথমত আপনার পরিসংখানটি ভূল। পৃথীবিতে মুসলিম জনসংখা পরিসংখানের হিসাবে প্রায় ২০০ কোটি। দ্বিতীয়ত logically সংখাগরিষ্ঠতা সত্যের নিশ্চয়তা দেয় না। সত্য সব সময়ই সত্য। এক সময় বেশীর ভাগ মানুষ মনে করত পৃথীবি সমতল তাই বলে পৃথীবি সমতল হয়ে যায়নি। একসময় কোপার্নিকাস ছাড়া পুরা খৃষ্টজগত পৃথীবিকে সৌরজগতের কেন্দ্র ভেবেছিল তাই বলে পৃথীবি সৌরজগতের কেন্দ্র হয়নি। তাই যদি আপনার logic অনুসরন করি তবে সংখাতত্ত্বের অনুযায়ী নাস্তিকদের অনুসরন করা বোকামী কারন সম্ভবত নাস্তিকেরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি।

———————-

"এখন আবার বলে বসবেন না যে, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ভুল"
–> বললে সমস্যা কোথায়। আপনি একজন logical লোক আপনি হয়ত জানেন বিজ্ঞান সর্বাদাই skepticism কে স্বাগত জানিয়েছে। কোন বিশেষ রায়কে চুড়ান্ত সত্য হিসাবে মেনে নেয়া অ-বৈজ্ঞানিক। পৃথীবিতে অনেক বিজ্ঞানীই ডারউ ইনের তত্ত্ব চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং করতেই পারেন তবে তা প্রমানের দায় তাদের উপরই বর্তায়। তাই ভূল বলা যাবেনা একথা আমি মানতে নারাজ।

—————-

"নিজের বিশ্বাসটাই কেবল logical, আর বাকিদেরটা illogical- এই ধরনের মানসিকতা পরিত্যাগ করুন"
–> একই সাথে পরস্পর বিরোধী বিষয় সত্য হতে পারেনা। তাই নিজের যুক্তিকে logical হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে স্বভাবতই বিপরিতটাকে illogical হিসাবে মনে করতে হবে। এটাই logical। সুতরাং আপনার মানসিকতাটা বুঝাগেলনা।

——————-

"logic দিয়ে faith কে defend করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন"
–> সম্ভব হলে সমস্যা কোথায়?

———————————

"অন্য মতকে নিজেরটা থেকে ভাল ভাবতে না পারেন, অন্তত সম্মান করতে শিখুন"
–> সবার জন্য প্রযোজ্য।

14. 14

আদিল মাহমুদ
আগস্ট ২, ২০০৯ সময়: ১:১১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ধর্মকে নিখুত যুক্তি বা বিজ্ঞানের চোখে প্রমানের চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যকর ও বিভ্রান্তিকর। যমি বলছি না যে তার মানেই ধর্মে বিশ্বাস করা যাবে না। শুধু বলছি এ ধরনের বলপূর্বক আরোপিত হাস্যকর যুক্তির বিপদ সম্পর্কে।

আরো অনেক আধুনিক ধার্মিক কে অকাট্য প্রমান আহবান করতে শুনিঃ বিজ্ঞান দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই প্রমান করেন, বা কোন বিজ্ঞানী কি তা এখনো প্রমান করতে পেরেছেন???

এ যুক্তিতে ত বলা যায় যে হিমালয়ের ইয়েতী থেকে শুরু করে রাক্ষস ক্ষোক্কস ।।পদ্ম পুকুরের ১২ হাত পানির নীচে ভ্রোমরার ভেতর বক রাক্ষসের প্রান এ জাতীয় অনেক কিছুকেই বিশ্বাস করতে হয়।

Al Murshed এর জবাব:
আগস্ট ৩, ২০০৯ at ৩:১০ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,নিখুঁত যুক্তি বা বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে ধর্মের সত্যকে যদি প্রমাণ করা যায় তা আপনার কাছে হাস্যকর/বিভ্রান্তিকর মনে হয় কেনো দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন ?যুক্তি এবং বিজ্ঞান তো নাস্তিক ভাইদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।আর মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা আপনার কাছে কম হাস্যকর মনে নয়?ধর্মে বিশ্বাস করা বা না করা যার যার নিজস্ব ব্যাপার।ইচ্ছে করলেই যে কেউ ধার্মিক হতে পারে না।তবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে ধর্মের বিষয় প্রমাণ করা যে ধর্মের জন্য বিপদজনক হতে পারে আপনার এ সতর্ক বাণীর সাথে আমি একমত।কারণ,বিজ্ঞান হচ্ছে ছোটো শিশুর মতো মানব জাতির তার চারপাশের পৃথিবীকে নেড়ে চেড়ে,পরখ করে জানার ক্রমাগত প্রচেষ্টা যা ক্রমাগত বর্জন,সংশোধন, পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে।তবে আপনি ধর্মকে Myth, Legend chldren's bed time story ইত্যাদির সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন।ইয়েতির অস্তিত্ব এখনো প্রমাণিত হয় নি।কোনোদিন তা প্রমাণিত হতে ও পারে আবার নাও

হতে পারে।গরিলাকে আফ্রিকার দূর্গম অরণ্য হতে ধরে আনার আগ পর্যন্ত অনেক খ্যাতিমান প্রাণি বিজ্ঞানী-ই এদের অস্তিত্ত্ব বিশ্বাস করতে চান নি।আর রাক্ষস শব্দটী যতদূর জানি রামায়ণ হতে এসেছে।রামায়ণে পাক-ভারত উপমহাদেশের কোনো জাতি গোষ্ঠিকে বোঝানোর জন্য রাক্সস শব্দটি ব্যবহার করা হতো তা একজন বেদ বিশেষজ্ঞের কাছ হতে জেনে নিন।আর বারো হাত পানির নীচে ভোমরার ভেতর বক রাক্ষসের প্রাণ -এতো রুপক-নির্ভেজাল সাহিত্য-এটা কি আমাকে বলে দিতে হবে?Sorry for being patronising.

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
আগস্ট ৩, ২০০৯ at ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ
@Al Murshed,

নাস্তিকদের এপ্রোচ্চ আমি যতটুকু জানি আপনার কথামত "মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা" এ লাইনে নয়। তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমান চান, তারা দাবী করেন না যে বিজ্ঞান দিয়ে তারা স্রষ্টা নেই তা প্রমান করছেন। দুটো এপ্রোচের আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে।

ধর্মের মূল বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন তাহলে আমি আরেকটু ভাল বলতে পারি কেন বি জ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে ধর্মের মূল প্রমান হাস্যকর। আমি যেহেতু মোসলমান তাই জানি যে ইসলাম ধর্মের মূল হল এক আল্লাহতে পূর্ন বিশ্বাস। এই "বিশ্বাসের" স্বপক্ষে কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি প্রমান আছে কি ? কেউ যদি অংক কষে বা ল্যাবরেটরিতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানে সারা জীবন কাটিয়ে দেন তাহলে তার সেই প্রচেষ্টাকে হাস্যকর বলে মনে হবে না? কিংবা আরেকটু এগিয়ে চিন্তা করি যে কেউ আল্লাহর খোজে মহাকাশযানে করে মহাকাশে যাত্রা করে বছরের পর বছর মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ পার করল, আল্লাহর দেখা পাওয়া গেল না। এই সব প্রচেষটা ব্যার্থ হলেও কিন্তু "নিশ্চিতভাবে" বলা যাবে না যে আল্লাহ নেই, কারন আরো তো পরীক্ষা নিরীক্ষা বা মহাকাশভ্রমন করা যায়। উক্ত বিজ্ঞানীরা আপাততঃ ব্যার্থ হচ্ছেন বলেই প্রমান হয়ে যাচ্ছে না যে আল্লাহ নেই, তাই না?

বিজ্ঞানের চোখে কিছু আছে বলে প্রমান করতে চাইলে দাবীকারকে প্রমান করতে হয় , দাবীকার কিন্তু বলতে পারে না যে বিজ্ঞান প্রমান করতে পারেনি যে আল্লাহ নেই তাই আল্লাহর অস্তিত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক, আশা করি বুঝতে পেরেছেন কি বলতে চাচ্ছি।

তাই আমি ইয়েতী, রাক্ষস ক্ষোক্কসের উদাহরন দিয়েছিলাম। সেই শব্দগুলো কোন ভাষার বা পুরানের তা মুল বিবেচ্য না। মুল বিবেচ্য হল যে কেউ যদি দাবী করেন যে রামায়নে বর্ণিত রাক্ষস রাজ রাবনের

অস্তিত্ব তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক বলে মনে করেন কারন "কোন বিজ্ঞান রাবনের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে নি" তাহলে তার সম্পর্কে আপনি কি মুল্যায়ন করবেন ? ভুত প্রেতের কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? যদিও হাজার হাজার বিখ্যাত ব্যাক্তি ভুত আছে বলে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন, অনেকের মতে তাদের জেনুইন ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন কি বলা যায় যে ভতপ্রেত সত্য বা বিজ্ঞানভিত্তিক? যুক্তির বিচারে কিন্তু ভুত প্রেতের অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বের চেয়ে শক্তিশালী শোনা তে পারে কারন বহু ব্যাক্তি ভুতে মোলাকাতের জীবন বাজি রেখে স্বাক্ষী দিতে পারেন, আল্লাহ মোলাকাতের তেমন স্বাক্ষী কিন্তু পাওয়া যাবে না।

তাই এসব ইয়েতী, ভুত প্রেত, রাক্ষস আপনার কাছে মিথ বলে মনে হলেও একই কারনে অনেকের কাছেই ইশ্বর ও মিথ। এটা বুঝতে চেষ্টা করেন। একইভা বে আপনার কাছে যে কারনে আল্লাহ সত্য, অনেকের কাছে একই কারনে বক রাক্ষস, মা কালী, অসূর, দুর্গা সবই শ্বাসত সত্য।

বহু বছর আগে প্রবীর ঘোষের জ্যোতিষবিজ্ঞানের বিপক্ষে লেখা একটি বই পড়েছিলাম যেখানে তিনি জ্যোতিষবিজ্ঞান যে আসলে কোন বিজ্ঞান না, বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অপবিজ্ঞান তা প্রমান করেছিলেন। হস্তরেখাবিদ বা জ্যোতিষিরা সবসময় দাবী করেন যে তাদের বিজ্ঞান ১০০ ভাগ খাটি বিজ্ঞান। তাদের একটা বড় দাবী কোন বিজ্ঞান তাদের জ্যোতিষশাস্ত্রকে ডিসপ্রুফ করে না। এটা আসলে কোন যুক্তিই না। প্রবীর ঘোষ এ যুক্তির অসারতা এভাবে বুঝিয়েছেন।

মনে করুন, আমি দাবী করলাম যে মাঝে মাঝে রাত ১২ টার পর আমার পিঠে দুটো ডানা গজায়, আমি তখন আকাশে উড়ে বেড়াতে পারি। তবে ঠিক কবে ডানা গজায় তা আমি বলতে পারি না, এই ইভেন্টটা র‍্যান্ডম। কোনদিন সপ্তাহে দুদিন হয়, আবার কখনো মাসের পর মাস হয় না। এখন আপনাকে তার দাবী মিথ্যা প্রমান করতে হলে তার সাথে বাকী জীবন কাটাতে হবে, দেখাতে হবে যে তার আসলে কোনদিন ই ডানা গজায় না। তাও কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রমান করা গেল না, কারন ইভেন্টটা তো র‍্যান্ডম, এমন ও তো হতে পারে যে আগে গজাতো, এখন আর গজায় না? এখন কি কোনভাবেই আমরা অই দাবীকে কোনদিন ১০০ % নিশ্চয়তা দিয়ে অস্বীকার করতে পারি? বিজ্ঞানের ভাষায় পারি, কিন্তু তর্কের ভাষায় পারি না।

আপনি নিজেই ভাল ভাল উদাহরন দিয়েছেন। গরিলাকে যেমন সর্বসমক্ষে ধরে আনার পরই তার অস্তিত্ব প্রমান হয়েছে তেমনিই ইশ্বর বা আল্লাহকে বিজ্ঞান দিয়ে প্রমান করতে চাইলে সেটাই বা তেমন কিছুই করতে হবে। তার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞান দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানের দাবী অবশ্যই হাস্যকর। "কোনদিন হয়ত প্রমান হবে" বিজ্ঞানের চোখে এর কোন দাম নেই যতদিন না সেই দিন্টা আসে।

আশা করি বুঝেছেন কি বলতে চাচ্ছি।

আল মোর্শেদ এর জবাব:

অক্টোবর ৫, ২০০৯ at ১১:৩১ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,আমি বিজ্ঞানের প্রমাণিত তত্ত্বগুলোর significance অনুধাবন করে এবং logic ব্যবহার করে মানুষের বোধের জগতে ,চেতনার কাছে,নিজের মনের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমানের কথা বলা হয়েছে,হাইস্কুল বা কলেজের ল্যাবরেটরিতে কাঁচজারে রাসায়নিক ঢেলে বা স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে মেপে বা নিক্তিতে ওজন করে বা ক্যালকুলেশন করে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের কথা বলা হয় নি।বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় তত্ত্বের আবিস্কার এবং প্রমাণে ল্যাবরেটরির ভুমিকা ছিল নিতান্ত-ই গৌণ।আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলোর জন্ম হয়েছিল তার মস্তিষ্কের ল্যাব্রেটরিতে তা বিজ্ঞান সমাজ কর্তৃক গৃহীত হবার জন্য ব্যবহারিক ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে নি,সাদা কাগজে সমীকরণের মাধ্যমে গাণিতিক প্রমাণ-ই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে।তাঁর তত্ত্বগুলোর কিছু কিছু পরবর্তিসময়ে অন্য পদার্থ বিদরা ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ করেছেন।যেমন, fission ঘটিয়ে এবং আণবিক বোমার বিস্ফোরণ-এর মাধ্যমে E=mc2 তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।আবার দেখুন অসীমতার ধারণাকে আপনি কীভাবে ল্যাব্রেটরিতে প্রমাণ করবেন?অথচ অসীমতার ধারণা একটি বিশুদ্ধ গাণিতিক ধারণা এবং এর প্রমাণ ও কঠিন নয়,যেমন,Infinity=1/0.আবার 0 (শূন্যতার) কথাই ধরুন,absolute শূন্যতা আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন ?অথচ শূন্য বাদ দিলে বিজ্ঞান অচল হয়ে পড়বে এবং যে কম্পিউটারে টাইপ করছি তা অচল হয়ে যাবে।আবার Imaginary Number -বা কাল্পনিক সংখ্যার কথা-ই ধরা যাক।সংখ্যা আবার কাল্পনিক হয় কী করে?অথচ এটা গাণিতিক সত্য।ধন্যবাদ।

সজল এর জবাব:

এপ্রিল ১৬, ২০১১ at ৭:৪৫ পূর্বাহ্ণ

@আল মোর্শেদ, ১/০ = অসীম না। ১/০ হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত। সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে ধরা যাক ১/০ = ক, কিন্তু এমন কোন ক পাওয়া যাবে না যাকে ০ দিয়ে গুণ করলে ১ পাওয়া যাবে।

15. 15

Arif Mahmud

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০০৯ সময়: ৯:৪৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

It's altogether a boring write up, I must say. I don't find any brain in it. Religious 'belief' is a deep sense of 'respect' somebody has in some brain cells of his head. You must not try to nullify or validate a 'belief' with science; it doesn't make sense. If u argue against religion by showing logics, u r the most stupid person on earth. Because, the person believing in a religion DID NOT start believing after being sure about its genuity through any sceintific experiment. He did it, because s/he loves to do it. You do not do it, because u do not want to. It is solely up to u.
As a muslim, I can say that, u r not the 1st or only one trying to justify logics agains this religion, the holy Prophet and Allah SWT. It couldn't harm the religion or muslims to a slightest extent ever. I know, in the contemporary world, it is a fashion to blemish the religion Islam. I whole heartedly support open-discussions about it, or any religion. However, as a Muslim, I feel proud that Islam is a great philosophy that is really a "complete code of life". Starting from dawn to dask, dask to dawn, it gives u ways of leading a peacful life. There are some teachings, which u may to comprehend properly if u r half-hearted are double-minded, that I've seen throughout ur write-up. You were guided by prejudice and preconceived ideas against Islam and the holy Prophet.
There was a time, when people had no idea that Oxygen is needed to remain alive. Until it was discovered that Oxygen is so imperative, Oxygen was still doing its job of giving life to mankind. You are not wise enough yet to see everything with your naked eyes.

*ব্রাইট স্মাইল*এর জবাব:
ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ at ৮:০৫ অপরাহ্ণ
@Arif Mahmud,

one argument….

You must not try to nullify or validate a 'belief' with science; it doesn't make sense.

contradicts another argument…

There was a time, when people had no idea that Oxygen is needed to remain alive. Until it was discovered that Oxygen is so imperative, Oxygen was still doing its job of giving life to mankind. You are not wise enough yet to see everything with your naked eyes.

16. 16
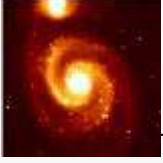
আল মোর্শেদ

অক্টোবর ৫, ২০০৯ সময়: ৪:০৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

জ়নাব সম্পাদক ,আমার ভুল টুকু বুঝতে পেরেছি অভিযোগ নামা সাবমিট করার পর পর -ই যখন অপ্রকাশিত লেখাটি বহাল তবিয়তেই আছে দেখতে পেলাম।কিন্তু ততক্ষণে তা সংশোধনের কোনো উপায় ছিল না।এটি ঘটেছে মূলত Technical misunderstanding -এর কারণে।আগে সাবমিট করার পরে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লেখাটি নিজের কম্পিউ দেখতে পেতাম,এবার তা দেখতে না পাওয়াতে এবং আমার অতীত অভিজ্ঞতার কারণে অভিযোগ করতে বসে গেলাম,যদিও মন বলছিল অপেক্ষা করে দেখার জন্য।যাহোক,অভিযোগের প্রেক্ষাপট যেহেতু এবার সত্যি প্রমাণিত হয়নি , তাই Accept my apology ,sir.

17. 17

লিয়ন

নভেম্বর ২, ২০০৯ সময়: ১০:৪০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

AWESOME! GO AHEAD.

18. 18

MUHAMMAD TALUT

ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ সময়: ১১:৫২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

বহু-বিবাহ প্রথা বন্ধ করলেও ওদের কেউ বহু-গামিতা বন্ধ করতে পারেনি....Bill Clinton এবং Moshe Katsav দুজনেই বুঝেছেন যে বহু-বিবাহ প্রথাটা বন্ধ করায় তারা কি ক্ষতির শিকার হয়েছেন...দুনিয়াটা অন্ধ লোকেদের দিয়ে ভরে গেছে...এরা দেখেও দেখে না...

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ at ২:৫৬ অপরাহ্ণ

@MUHAMMAD TALUT,কেনেডী,ফ্রান্সের প্রাক্তন পেসিডেন্ট মিতেরা,ইতালির বর্তমান প্রধান মন্ত্রী বারলুসকনি ইত্যাদির কথা আবার বাদ দিলেন কেন ?আর বহুগামিতা পাশ্চাত্যের একটি অলিখিত নর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।একজন পুরুষ বা নারী তার সংগিনী বা সংগী অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক করবে না(বিবাহের আগে বা পরে বা লিভ টুগেদার কালে) এটা ভাবতে পারে না।অনেক প্রতিষ্ঠানে তো প্রোমোশন বা বেতন বৃদ্ধির জন্য বসকে শারীরিকভাবে সুখী করা একটি অলিখিত প্রথা।

19. 19

MUHAMMAD TALUT

ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ সময়: ৭:২১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আসলে ইসলাম শুধু এই ক্ষনিকের জীবনের ওপর ভিইটি করে রচিত নয় ....মাত্র ষাট-সত্তর বছরের এই সামান্য জীবনের সফলতা ইসলামের মূল target নয়....মুক্ত-মনার যুক্তিবাদী লেখকগণ ভুলে যাচ্ছেন যে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই তারা পরপারে চলে যাবেন...তখন তাদের এইসব যুক্তিবাদ হয়ত কোনো কাজেই আসবে না....আমরা এখন einstein আর chandrashekhar নিয়ে কত মাতামাতি করছি কিন্তু আমরা কি জানি তাদের এখন কি অবস্থা?? তাদের কথা স্মরণ করলেই তারা কি খুব ভালো থাকবেন?...আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেই কি রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের সুবাতাস আস্বাদন করছেন?....আমরা জানিনা...মৃত্যুই যদি হয় আমাদের নিশ্চিত গন্তব্য আর আসলেই তার পর যদি

সত্যি শুরু হয় অনন্ত জীবন তাহলে সেই জীবনকে গুরুত্ব দেবার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ আর কি হতে পারে?...ইসলাম এর অজস্র নিয়ম-কানুন অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু এটা সত্যি যে তার আসল লক্ষ্য পৃথিবীর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নয় বরং অসীম কালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ....আরজ আলী মাতুব্বর এর অনেক লেখাই আমরা পড়ছি , মজাও লুটছি কিন্তু তিনি যদি নাস্তিকতার দায়ে এখন সত্যি নরকের আগুনে জলতে থাকেন তাহলে আসলেই তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ ! ...তার এত চিন্তা সাহিত্য কোনো কাজেই আসলো না....হয়ত তিনি নরক থেকে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে আমাদের সাবধান করতে চাইছেন...আমাদের কাছে তার জন্য একটু মাগফিরাত কামনা করছেন কিন্তু সে ডাক এসে পৌছুবে না আর !! ...ইসলাম এর সব চেয়ে বড় সার্থকতা এটাই যে সে মানুষকে একটা লক্ষ্য বাতলে দিচ্ছে আর তা হলো নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করার জন্যই...কিন্তু নাস্তিকদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্যই নাই!...সুকান্ত মাত্র ২১ বছর বয়সে মারা গেছেন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে, আমরা তার কবিতা পড়েই কি তার জ্বালা উপশম করে ফেলেছি?...তার জীবনের সার্থকতা কোথায়?সেই সার্থকতার স্বাদ তিনি নিজে কতটুকু আস্বাদন করতে পারলেন?...একটা ছোট্ট শিশু যে মাত্র ৬ বছর বয়সেই দুরারোগ্য রোগে ভুগে মারা যাচ্ছে তার জীবনের সার্থকতা কোথায় যদি মৃত্যুর পর আর কো নো জীবনই না থাকে...লাখ লাখ নিষ্পাপ মানুষের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত কিন্তু কোনো শাস্তি ছাড়াই পরপারে চলে যাচ্ছে তাদের বিচার কি তাহলে আর হবেই না?...কিন্তু অন্তত ধর্ম তো তাদের শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর....আমি এই লেখায় অনেক “হয়ত ” ব্যবহার করেছি যা যুক্তিবাদীদের পছন্দ হবে না, কিন্তু আমার হৃদয়ের অলিন্দে নিলয়ে যে বিশ্বাসের সুর বয়ে যাচ্ছে তাও আমি অবলীলায় ঝেড়ে ফেলতে পারি না!

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ১১:৫১ পূর্বাহ্ণ

@MUHAMMAD TALUT,

ভাই এই থ্রেটটার মানে কি বুঝলাম না। যদি ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেন সব অন্ধবিশ্বাসীকে অনন্তকাল নরকবাসে পাটাবেন আর মুক্তচিন্তকদের অনন্ত স্বর্গে পাটাবেন তাহলে কি হবে ?

যারা যুক্তিবাদি, নিজেদের বিবেচনা ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছে তাদের সিদ্ধান্ত যদি ভুলও হয় তবে তাদের শাস্তি দেয়ার নৈতিক অধিকার ঈশ্বরের থাকার কথা নয়।

আচ্ছা আরেকটি সমস্যা, আপনি হয়ত ভাবছেন ইসলাম ধর্ম সটিক, কোরানের কোথাও সমস্যা হলে তাকে রূপক বানিয়ে ফেললেন, এমন কি হতে পারে না যে অন্য কোন ধর্ম শুধুমাত্র সটিক ? সব

ধর্মেরই কিন্তু নিজের মতো করে ব্যাখ্যা আছে। আপনি কি বেদ, বাইবেল, গীতা এগুলো পড়েছেন ও তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। আপনি কি হিন্দুদের অথবা ক্রিষ্টানদের নরকে যেতে প্রস্তুত?

আবার এরকম হতেও কি পারে না ঈশ্বর আসলে কোন ধর্ম পাটান নাই এবং ভিন্ন কোনো কারনে সৃষ্টি করেছেন?

তবে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি কোন ধরণেরই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিন্দুমাত্র কোন প্রমাণ আমরা পাই নি।

বিপ্লব পাল এর জবাব:

ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৮:২১ অপরাহ্ণ

@MUHAMMAD TALUT,

আমরা জানিনা...মৃত্যুই যদি হয় আমাদের নিশ্চিত গন্তব্য আর আসলেই তার পর যদি সত্যি শুরু হয় অনন্ত জীবন তাহলে সেই জীবনকে গুরুত্ব দেবার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ আর কি হতে পারে?...ইসলাম এর অজস্র নিয়ম-কানুন অনেক কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু এটা সত্যি যে তার আসল লক্ষ্য পৃথিবীর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নয় বরং অসীম কালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত

আপনি যা বললেন তা ঠিক। তার আগে 'আমি' কি সেই ব্যাপারটার ফয়সালা করেছেন কি? এত আমি আমি করছেন, আগে এটা ত ঠিক করে জানুন, 'আমি' ব্যাপারটা কি?

আমাদের তিনটি অস্তিত্ব-দেহ, মন আর ইনর্ফমেটিভ। এর মধ্যে ইনফর্মেটিভ অস্তিত্বটা হচ্ছে আমাদের জেনেটিক কোড। দেহ এবং মন মারা যায়। ইনফর্মেটিভ এই অস্তিত্ব মরছে না। তা আমাদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। আমার এবং আমার ছেলের মধ্যে জেনেটিক ইনফর্মেটিক্সের পার্থক্য মোটে দশ লক্ষে এক ভাগ। মানে প্রায় এক। সেটাই বংশগতিতে টিকে থাকে। দেহ আর মন-থাকে না। আর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনি যাদের মধ্যে কিছু চেতনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে আমার ভিডিওটা আবার উপহার দিলামঃ বুঝবেন আপনাদের ধর্মের এই পয়েন্ট নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এবং অস্তিত্বহীন অলীক স্বর্গের অনন্ত জীবনের পেছনে না দৌঁড়িয়ে, যে অস্তিত্বকে বিজ্ঞান বলছে অমর-সেটাকে ঠিক করা অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধি মানের কাজ। অলীক স্বর্গের পেছনে ছুটলে শুধু কিছু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদি বা হিন্দু সন্ত্রাসবাদি তৈরী হয়।

shamim এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৪, ২০০৯ at ১:৫৬ পূর্বাহ্ণ
@বিপ্লব পাল,” আমাদের তিনটি অস্তিত্ব-দেহ, মন আর ইনর্ফমেটিভ”

আমি মনে করি আপনি একজন বিজ্ঞান মনস্ক ব্যাক্তি। আমাকে বলবেন কি এই ‘মন’ সম্পর্কে সর্বজন গাহ্য কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা? আমাকে দয়া করে বলবেন কি এই যে আমাদের তিনটি অস্তিত্ব এই সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কিনা। না এটা আপনার বিশ্বাস?

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৮:৫৭ অপরাহ্ণ
@MUHAMMAD TALUT,

আসলেই তার পর যদি সত্যি শুরু হয় অনন্ত জীবন তাহলে সেই জীবনকে গুরুত্ব দেবার চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ আর কি হতে পারে

মানে আপনি এখোনো **যদি**-র মধ্যে ঘুরছেন, এখোনো নিশ্চিত না।
আমার হৃদয়ের অলিন্দে নিলয়ে যে বিশ্বাসের সুর বয়ে যাচ্ছে তাও আমি অবলীলায় ঝেড়ে ফেলতে পারি না

সবার হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়ে-তো আর এক রকমের সুর বাজেনা, কি বলেন?

আকাশ মালিক এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৯:০৬ অপরাহ্ণ
@MUHAMMAD TALUT,

আরজ আলী মাতুব্বর এর অনেক লেখাই আমরা পড়ছি , মজাও লুটছি

সেই মজাটা কি, আমদেরকে জানতে দিন। না জানালে মনে করবো আরজ আলী মাতুব্বর এর লেখা পড়েছেন সত্য কিন্তু একটি বাক্যও বুঝেন নাই।

আমার হৃদয়ের অলিন্দে নিলয়ে যে বিশ্বাসের সুর বয়ে যাচ্ছে তাও আমি অবলীলায় ঝেড়ে ফেলতে পারি না!

এটা একটা ভাইরাস, একপ্রকার রোগ। মুক্তমনায় থাকুন, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৯, ২০০৯ at ১২:১৯ পূর্বাহ্ণ

@MUHAMMAD TALUT, আপনার বক্তব্য আপনার অন্তঃস্থল হতে উতসারিত।খুবই সহজ বোধ্য এবং হৃদয়স্পর্শী।আপনার হৃদয়ের অলিন্দ এবং নিলয়ে যে বিশ্বাসের সুর যা আপনাকে শান্তি দেয় , আপনার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তাকে আপনি কেনো ঝেড়ে ফেলবেন?মৃত্যুর পরে কী আছে তা কি নাস্তিকরা জানে?অথচ এমন ভাব করে যেন সবই জেনে বসে আছে।বস্তুবাদী/নাস্তিকগণ গুরুমস্তিষ্কের বাম দিকের ভেতরেই বন্দী হয়ে আছে,ডান দিকের গুরুমস্তিষ্কের খবর রাখে না।

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:

মার্চ ১৯, ২০১৩ at ১:৩৯ অপরাহ্ণ

@al murshed, আচ্ছা যেখানে নাস্তিকরা পরকাল বলে কিছু বিশ্বাস করে না সেখানে আপাত্র এই মন্তব্য কি অজ্ঞতার প্রমান করে না ?

20. 20

ব্রাইট স্মাইল

ডিসেম্বর ৩, ২০০৯ সময়: ৭:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

হ্যা, বহু-বিবাহের আড়ালে নিজেদের নোংড়া সেক্স জায়েয করা যায়।

al murshed এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৪:২০ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল,আমি বহু বিবাহের পক্ষে বলি নি।এক স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ(অফুরন্ত) মিটানো এক জীবনে(অনেক পুরুষের-ই মতো) সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।আবার একাধিক স্ত্রী ?একসাথে কথা শুরু করলে কানের পর্দাতো ফাটবেই,মাথা খারাপ হয়ে সংসার ছেড়ে দৌড়ে পালাতে হবে।আমি সুপারম্যান নই।

al murshed এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৪:৩৮ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল, বিবাহ একটি সমাজ স্বীকৃত প্রথা।এতে একটি পুরুষ একটি নারীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয় এবং তার পারিবারিক এবং সামাজিক মর্যাদাও সংরক্ষিত।মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন নোংরা একটি পুরুষকে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর দখল দিতে হয় এর চেয়ে একটি মেয়ের জন্য অপমানের আর কী হতে পারে?আর বয় ফ্রেন্ড যখন একটি মেয়ের শরীর ভোগ করে তাকে বাদ দিয়ে আবার নূতন ফুলের সন্ধানে যায় তাও কি অপমানজনক নয়?অথচ পাশ্চাত্যে এটা সাধারণ ঘটনা হলেও এটা মেনে নিতে মেয়েদের মানসিক কষ্ট পেতে হয়।আর সন্তান চলে আসলে কী অবস্থা বুঝতেই পারছেন -মেয়েটিকে হয়তো গর্ভপাতের মাধ্যমে নিষ্পাপ শিশুটিকে জন্মের আগেই হত্যা করতে হবে অথবা এই অপ্রত্যাশিত সন্তানের দায়-দায়িত্ব নিতে হবে এবং মেয়েটিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের মধ্যে পড়তে হবে।অর্থাত মেয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।এর চে বিবাহ কি ভালো নয়?আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নোংরামির কী দেখলেন?

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৯:৪২ অপরাহ্ণ
@al murshed,

পুরুষ মানুষের শুধু বহু বিবাহের দরকার। ও ভুলেই গিয়েছিলাম যে ইসলামতো শুধু পুরুষ মানুষ্ কেই খুশি রাখতে চায়।

al murshed এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮, ২০০৯ at ১১:৩৮ অপরাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল,ইসলাম একাধিক বিবাহকে বাধ্যতামূলক করে নি।কারণ ,এটা সকলের জন্য সম্ভব নয়।এটা ও ইসলামের একটি সৌন্দর্য (Beauty of Islam) যে,এটা অসম্ভব কোনো কিছু এ ধর্মানুসারীদের উপর চাপিয়ে দেয় নি।প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে(কোনো কোনো অনুন্নত উপজা তি সমাজের মধ্যে এখনো) মেয়েদের বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল।মহাভারতের দ্রৌপদীর ও তো পঞ্চ স্বামী(পাঁচ ভাই) ছিল।দ্রৌপদী কি বেশি সুখী ছিলেন ?মেয়েরা যদি চায় তো তারা এ প্রথা চালু করে দেখতে পারে এটা তাদের জন্য অধিকতর সুখ বয়ে আনে কি না।পাশ্চাত্য সমাজে একটি মেয়ে অনেক পুরুষের দেহ ভোগ করতে পারে(বিবাহ নয়)।কিন্তু তারা কী শেষ পর্যন্ত সুখী হয় ,শান্তি পায়?আর এ ক্ষেত্রে মেয়েটি ভোগ করে না পুরুষের ভোগে লাগে তা ও ভেবে দেখার বিষয়।

al murshed এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮, ২০০৯ at ১১:৪৯ অপরাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল, ইসলাম শুধু পুরুষ মানুষকে খুশি রাখতে চায় তা ঠিক নয়।খুশি রাখতে চাইলে কি আর পুরুষদের উপর সংসার ,সমাজ এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতো?

al murshed এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৪:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল, এটা কি অত্যন্ত লজ্জাজনক নয় যে একবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করেও বিশ্ব জুড়ে পৃথিবীর আদিমতম পেশা পতিতাবৃত্তি এখনও চালু রয়েছে?বহু বিবাহ প্রথা এর একটি সমাধান হতে পারে না কি?

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ১২:০৭ অপরাহ্ণ
@al murshed,

আপনাকে জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে প্রীত হইলাম। বহু বিবাহ প্রথা কিভাবে পতিতাবৃত্তি নিবারণ করবে তা একটু বুঝিয়ে বলেন। আর পতিতাবৃত্তি সমস্যা দূর করতে গিয়ে বহুবিবাহ সমস্যা বাধাতে হবে? এর আর কোন সমাধান নেই?

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৩:০৬ অপরাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া বিষয়ে আপনার সার্টিফিকেটের জন্য ধন্যবাদ।আমি বুঝিয়ে বলার আগে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তির মতো একটি চরম অপমান জনক পেশায় কেনো আসে তা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা জানালে আমার বোঝাতে সহজ হবে।উপরে আমার মন্তব্যগুলো আবার পড়ুন।এযুগে বহু বিবাহ করা খুব কম পুরুষ মানুষের পক্ষেই সম্ভব ,নানাবিধ কারণে।আর ইসলাম ধর্মমতে সকল স্ত্রীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে যা আরেক টি দুরহ ব্যাপার।

জিয়াউল হক এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১২ at ১২:৪৮ পূর্বাহ্ণ

@al murshed, ইসলাম ধর্মমতে সকল স্ত্রীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে যা আরেক টি দুরহ ব্যাপার।

আপনার নবী পেরেছিল কি?

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৭:২২ অপরাহ্ণ

@al murshed,

পতিতাবৃত্তিকে বলা হয় আদিমতম পেশা, তার নিশ্চয়ই কারন আছে। কোনরকম প্রথাগত ধর্ম আসার আগে থেকেই এটা ছিল, আমার মনে হয় না যে কোনদিন পুরোপুরি বন্ধ হবে বলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে হয় এটা পুরো বন্ধ হোক তাও চাইবেন না।

তবে মাত্রা অবশ্যই কমানো যায়। আমার ব্যক্তিগত ধারনা সমাজে নারী পুরুষে বৈষম্য একটা বড় কারন। মেয়েদের সম অধিকার আর স্মমানজঙ্ক উপায়ে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে অনেকটা কমানো যাবে।

বহুবিবাহের মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি কমানো যায় বা বহুগামিতা কমানো যায় এহেন ধারনা অত্যন্ত ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। তা হলে মধ্যপ্রাচ্যের শেখ সাহেবরা হেরেমে বহু পত্নী উপপত্নী রেখে মুম্বাই ব্যাংকক আমেরিকায় দৌড়াতেন না। যার আলু রোগ হয় তার বাড়ির ৪ স্ত্রীতে কিছু হয় না। সে ঠিকই ওসব যায়গায় যাবে। যৌণ তাড়নার থেকেও মনে হয় নিষিদ্ধ কোন জিনিস প্রাপ্তির আনন্দ ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে বেশী কাজ করে। এই একই পতিতাদের নিজের বাড়িতে স্ত্রী করে নিয়ে আসলে তার প্রতি আকর্ষন মনে হয় অনেকটাই চলে যাবে।

আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন বহু বিবাহ এ যুগে নানান বাস্তব কারনেই সম্ভব নয়। খুবই সত্য কথা। কাজেই সব যুগের জন্য এটা কোন প্রেস্ক্রিপশন হতে পারে না। তবে ইসলাম ধর্মমতে সব স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত করার সাথে আরেকটি নোট আছে যেটা অত্যন্ত কনফিউজিং। এও বলা আছে যে আল্লাহ জানেন যে মানুষ তা কোনদিনই নিশ্চিত করতে পারবে না। এই নোট মতে মানুষের বহুবিবাহের পথেই যাওয়া উচিত নয় কারন আল্লাহ নিজেই জানেন যে মানুষ সম-অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে না, ওদিকে আবার বহুবিবাহের পূর্বশর্ত হল সম -অধিকার নিশ্চিত করা।

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ১০:০৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

আল্লাহ নিজেই জানেন যে মানুষ সম -অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে না

আল্লাহ কি জানেন জানিনা, কিন্তু আমরা জানি যে সম-অধিকার ব্যাপারটা আপেক্ষিক, কারও কাছে যেটা সম-অধিকার অন্যের কাছে সেটা নাও হতে পারে।

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
ডিসেম্বর ৪, ২০০৯ at ৯:৫০ অপরাহ্ণ
@al murshed,

পৃথিবীর আদিমতম পেশা পতিতাবৃত্তি তখনি যাবে যখন প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের চারটি বিয়ে বাধ্যতামুলক করা হবে!!! এবার খুশীতো ?

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৮, ২০০৯ at ১১:৫৭ অপরাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল,মনে হয় আপনি গোস্বা করেছেন।সকলের জন্য একাধিক বিবাহ করা সম্ভব নয় এটা আগেই উল্লেখ করেছি।তাই কোরানে তা বাধ্যতামূলক করা হয় নি।আর আমার মনোভাব আমার আগের বক্তব্যগুলোতেই প্রকাশিত।তবুও বলছি ,এক বিবি নিয়ে-ই হিমসিম খাচ্ছি।

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৯, ২০০৯ at ১২:০২ পূর্বাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল, পতিতাবৃত্তি নিরসনে নাস্তিকদের কোনো থিওরি আছে কি ?প্রাক্তন ইসলামিক রাষ্ট্র(বা রাজ্যগুলোতে) এ ঘৃণিত পেশা চালু ছিলো বলে শুনি নি।

Niloy এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ২০, ২০১২ at ৩:৫০ অপরাহ্ণ

@al murshed, কিছু দিন আগে COX BAZAR গিয়েছিলাম বেড়াতে ।সেখানে আমার বন্ধু বিনোদনের জন্যে একজন যৌনকর্মী জোগাড় করলো। শুনে শুরুতে ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছিলো , কিন্তু পরে আমার মন বাধা দিলো।আমি বন্ধুকে বললাম আমি যাবো না । শেষে আমি যাচ্ছি না দেখে আমার বন্ধু ও গেলো না। একজন মানুষ হিসেবে আমি বলবো যে ,একটা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে মুসলমান হওয়া লাগে না, মানুষ হওয়া ই যথেষ্ট। পৃথিবীর সব মানুষ কাল্পনিক ধর্মের পিছনে না ছুটে যেদিন মনুষ্যত্বের পেছনে ছুটবে, সেদিন পৃথিবীটা ই হবে মানুষের কাল্পনিক স্বর্গের চেয়ে সুন্দর ।

21. 21

ব্রাইট স্মাইল

ডিসেম্বর ৯, ২০০৯ সময়: ১০:১৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@al murshed,

মনে হয় আছে, নিজের বিবেক/বুদ্বি/বিবেচানা কাজে লাগানো।

al murshed এর জবাব:

ডিসেম্বর ৯, ২০০৯ at ১১:৩৩ অপরাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল, বিবেক/বুদ্ধি/বিবেচনা কাজে লাগিয়ে কীভাবে পতিতাবৃত্তি দূর করবেন , একটু আলোকপাত করবেন,প্লিজ?

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:

ডিসেম্বর ৩১, ২০০৯ at ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

@al murshed,

আলোকপাতের জন্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রয়োজন নাই (অবশ্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আমার পারদর্শীতা নাই), আমি সহজ মানুষ, সহজ হিশাব, কেউ পতিতাবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে যদি সে তার বিবেক/বুদ্ধি/বিবেচনা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় , যদি না হয় তবে পুরোন যুগের এবং এই যুগে অচল ধর্মের শরনাপন্ন না হয়ে রাষ্ট্রের কিছু যুগপোযুগী অনুশাসনই তাকে পতিতাবৃত্তি থেকে দূরে থাকার জন্য সহায়ক হবে। আমি মনে করি ধর্মের অনুশাসন মানুষকে অন্যায় থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনা, বিবেক-বুদ্ধিই মানুষকে সেটা করায়। নিজকে প্রশ্ন করুন , উত্তর পাবেন।

পরিশেষে একই দার্শনিক টাইপের কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয় , এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই একশ ভাগ সমাধান আশা করা যায়না।

22. 22

manir

ডিসেম্বর ৩১, ২০০৯ সময়: ৪:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মহানবী (স:)আমার প্রিয় মানুষ্।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

জানুয়ারি ৩, ২০১০ at ১২:৩০ পূর্বাহ্ণ

@manir,

আমার এক বন্ধু বলতো, ”আল্যাই আমার প্রিয় মানুষ”

23. 23

Hasibul Hasan

জানুয়ারি ২, ২০১০ সময়: ৩:১৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

First of all I want to say that you are in deep trouble.I know you r laughing but its true. On the other hand I want to say u that why u r always up to find and prove that Islam is wrong? U said that u r an atheist then say about the features of atheist. What is that and what can a person achieve being an atheist. Welcome people to u ,ur belief(If u have any). Is atheist based on making laugh or criticism to other belief?If so then it will not bring peace.So why people will follow You? I must say that all other religion, all other offers people Peace. No religion let us to make laugh with other religion.And In Islam we are not up to prove other wrong. We only say our Religions benefit and features, If u think its right u can come with us but we don't force u,.We don't try to make other wrong.

Since u think that all religion is wrong then tell us what is right. All in ur article I see that u r up to prove that Hazrat Muhammed (SM) is wrong (Naujubillah) and Allah is not present(Naujubillah).

The time u r wasting to create this logic try to use those for the benefit of humanity. And Islam is not afraid or worried for people like u.Cause People like u will always live and we call u Munafeque.
May Allah show u the right path My friend.

মিঠুন এর জবাব:
জানুয়ারি ২, ২০১০ at ৮:৩৫ অপরাহ্ণ
@Hasibul Hasan,

মুক্তমনায় স্বাগতম।

কষ্ট করে একটু বাংলা লেখাটা শিখে নিলে ভাল , কেননা বাংলা ব্লগে ইংরেজি তে কমেন্ট করা এখানে অনুৎসাহিত করা হয়।

'I want to say u that why u r always up to find and prove that Islam is wrong?'

মুক্তমনা শুধু যে ইসলামের সমালোচনা করে এই ধারনাটা ভুল। বরং মুক্তমনা মনে করে পৃথিবীর কোন ধর্মই, এমন কি কোন কিছুই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। কারন মানুষের আছে যুক্তবাদী মন যার মাধ্যমে আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এই যুক্তবাদী মনের সমালোচনা করার ক্ষমতার কারনেই কিন্তু মানব সভ্যতার এই অগ্রগতি। তাই প্রশ্নহীন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যুক্তিবাদী মন সায় দিবে কেন?

'Welcome people to u ,ur belief(If u have any). Is atheist based on making laugh or criticism to other belief?'

এখানেও একটা ভুল ধারনা পোষন করা হয়েছে। আস্তিকতার মত নাস্তিকতা কোন বিশ্বাস নয়। বরং উল্টো । উপযুক্ত প্রমান ছাড়া সব কি ছুতে অবিশ্বাসই হল নাস্তিকদের ধর্ম। তাই যেখানেই ধর্মের ধুয়ো

তুলে গাজাখুরী গল্প মানুষকে গেলানোর চেস্টা করা হয় সেখানেই নাস্তিকরা ধর্মগুরুদের ঐ আজগুবী দাবী যুক্তবাদের ভিত্তিতে খন্ডানোর প্রয়াস পায়। এটা মধ্যযুগ নয়। একবিংশ শতাব্দী। গাজাখুরী গল্প সভ্যতার এই লগ্নে এসে প্রমান ছাড়া বিশ্বাস করতে যুক্তিবাদী মানুয়ের বিবেক বাধা দেয়।

'Since u think that all religion is wrong then tell us what is right. All in ur article I see that u r up to prove that Hazrat Muhammed (SM) is wrong (Naujubillah) and Allah is not present(Naujubillah).'

নাস্তিকরা মনে করে অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে যুক্তবাদের আলোকে যেকোন কিছুর সমালোচনা করাই জায়েজ, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের ধর্মীয় সত্তার উপরে মানবিক সত্তাকে স্থান দেয়া সোয়াব। এটাই সঠিক পথ কারন এই পথে মানুষে মানুষে কোন ধর্মীয় ভেদাভেদ থাকবেনা। পৃথিবী হবে কলুষ মুক্ত।

হজরত মুহাম্মদ ভুল- এখানে যে দাবী করা হয়েছে তার বিপক্ষে যদি কোন প্রমান থাকে তা যুক্ত তর্কের মাধ্যমে এখানে পেশ করাটাই কি বুদ্ধমানের কাজ নয় ? মুক্তমনারা প্রমানের সাপেক্ষে যে কোন কিছুতে বিশ্বাস করতে রাজি। এ কারনেই তারা মুক্তমনা। কিন্তু আস্তিকরা সেখানে বিশ্বাসের গোলাম- হাজার যুক্তি প্রমান দিলেও তারা তাদের বিশ্বাস থেকে সরে আসতে ভয় পায়। এ কারনেই তারা বদ্ধমনা।

তাই আমি মনে করি লেখকের আর্টিকেলটি যে ভুল তার সপক্ষে উপযুক্ত যুক্তিবাদী আলোচনা উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। তার বদলে যদি - কেন শুধু ইসলামের সমালোচনা করা হয়, ধর্ম কখনও অশান্তি চায়না, নাস্তিকরা বহুদ বিপদে আছে, নাস্তিকদের মত মুনাফেক সবসময়ই ছিল এবং থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি- এই টাইপের আলোচনা করা হয় তবে তা অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধন্যবাদ

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:

জানুয়ারি ২, ২০১০ at ৯:১৩ অপরাহ্ণ

@Hasibul Hasan,

দয়া করে মন্তব্য বাংলায় লিখুন। বাংলায় না লিখলে পরবর্তীতে আপনার মন্তব্য প্রকাশিত হবার নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না।

*ব্রাইট স্মাইল*এর জবাব:

জানুয়ারি ২, ২০১০ at ৯:১৮ অপরাহ্ণ

@Hasibul Hasan,

No religion let us to make laugh with other religion.And In Islam we are not up to prove other wrong. We only say our Religions benefit and features, If u think its right u can come with us but we don't force u,.We don't try to make other wrong.

এবং অবশেষে

Cause People like u will always live and **we call u Munafeque.**

ইসলামে যদি অন্যদেরকে wrong ধরার চেষ্টা করা না হয়, তবে নাস্তিকদের মোনাফেক ডাকার কারন কি? মোনাফেকের অর্থ কি?

*মিঠুন*এর জবাব:

জানুয়ারি ৩, ২০১০ at ৬:০৩ অপরাহ্ণ

@ব্রাইট স্মাইল,

আমারও একই প্রশ্ন...

*আকাশ মালিক*এর জবাব:

জানুয়ারি ২, ২০১০ at ১০:৪৯ অপরাহ্ণ

@Hasibul Hasan,

Islam is not afraid or worried for people like u

নাস্তিকদের কারনে ইসলাম যে ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তিত, আপনার এই কথাটাই তার শ্রেষ্ট প্রমাণ।

Since u think that all religion is wrong then tell us what is right

সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই।

24. 24

বিপ্লব পাল

জানুয়ারি ২, ২০১০ সময়: ৯:০২ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

।কিন্তু তারা কী শেষ পর্যন্ত সুখী হয় ,শান্তি পায়?আর এ ক্ষেত্রে মেয়েটি ভোগ করে না পুরুষের ভোগে লাগে তা ও ভেবে দেখার বিষয়।

মেয়েরা কি করবে সেই ঠিকাদারিটা কে নিয়েছে-আল্লা না মুসলমান পুরুষ ?

25. 25

মাহ্মুদ

জানুয়ারি ৩, ২০১০ সময়: ২:২৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

মুক্তমনা দের কাছে আমার প্রশ্ন, **"কখনো গহীন বিপদে পড়ে নিস্তার পাবার আশায় কি কখনও ভুলক্রমে কোনও শক্তির কাছে নিজের অজান্তে প্রার্থণা করেছিলেন?"**
যদি শতভাগ সততার সাথে সত্যি কথাটা বলেন, তবে দেখবেন সেটাই আপনার ঈশবর, এবং আপনি কোন ক্রমেই একজন নাস্তিক নন।

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
জানুয়ারি ৩, ২০১০ at ১১:১৪ অপরাহ্ণ
@মাহ্মুদ,

মুক্তমনা দের কাছে আমার প্রশ্ন, "কখনো গহীন বিপদে পড়ে নিস্তার পাবার আশায় কি কখনও ভুলক্রমে কোনও শক্তির কাছে নিজের অজান্তে প্রার্থণা করেছিলেন?"
যদি শতভাগ সততার সাথে সত্যি কথাটা বলেন, তবে দেখবেন সেটাই আপনার ঈশবর, এবং আপনি কোন ক্রমেই একজন নাস্তিক নন।

ভুলক্রমে কোনও শক্তির কাছে প্রার্থণা করলে সেটাতো ভুলক্রমের ঈশ্বরই হবার কথা। আর ভুলের ঈশ্বরের কি কোনো অস্তিত্ব আছে? বিপদে পড়লে মানুষের সাধারন বিচার বুদ্বি লোপ পায় এটাতো জানা কথা, আর আপনার কথায় গহীন বিপদে পড়লেতো কথাই নেই।

মাহ্মুদ এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ১০:০৩ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল,
একজন যুক্তিবাদি মানুষের যেকোনো অবস্থায় বুদ্ধি লোপ পাওয়া অযোক্তিক , আর বিপদে মানুষ যা করে তা তার natural instinct,
আপনি আমি ইশব্রের বিনাশ করতে পারবোনা, তিনিই সময়মতো আপনাকে আমাকে বিনাশ করে দেবেন। 🙂

ব্রাইট স্মাইল এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ১১:০৭ অপরাহ্ণ
@মাহ্মুদ,

একজন যুক্তিবাদি মানুষের যেকোনো অবস্থায় বুদ্ধি লোপ পাওয়া অযোক্তিক

একজন যুক্তিবাদি মানুষও মানুষের সমস্ত দোষ-গুনাবলী নিয়ে মানুষ, সে অতি-মানব নয়।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
জানুয়ারি ৫, ২০১০ at ১:২৭ পূর্বাহ্ণ
@মাহ্মুদ,
একজন যুক্তিবাদি মানুষের যেকোনো অবস্থায় বুদ্ধি লোপ পাওয়া অযোক্তিক , আর বিপদে মানুষ যা করে তা তার natural instinct
লোকনাথের শিষ্যরা বিপদে তাকে ডাকে। বিপদে পড়লে মানুষ অন্যের সাহায্য চাইবে সে মানুষ হোক আর ঈশ্বর হোক। বিপদে পড়লে এবং বৃদ্ধ হলে মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তাই তখন তার পূর্বের বিশ্বাস বিশেষ করে ছোটবেলার বিশ্বাস জেগে উটতেই পারে।আর যুক্তিবাদিরা তো মানুষ তাই না? ভালো থাকবেন।

ফয়সাল এর জবাব:
মে ১১, ২০১২ at ১১:৫৭ পূর্বাহ্ণ
@ব্রাইট স্মাইল, হাসি পেলো

বিপ্লব পাল এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ১০:৩৬ পূর্বাহ্ণ
@মাহ্মুদ,

মুক্তমনা দের কাছে আমার প্রশ্ন , "কখনো গহীন বিপদে পড়ে নিস্তার পাবার আশায় কি কখনও ভুলক্রমে কোনও শক্তির কাছে নিজের অজান্তে প্রার্থণা করেছিলেন?"
যদি শতভাগ সততার সাথে সত্যি কথাটা বলেন, তবে দেখবেন সেটাই আপনার ঈশবর, এবং আপনি কোন ক্রমেই একজন নাস্তিক নন।

এই অভ্যেসটা আমার ছিল। কাটিয়ে উঠছি যুক্তি দিয়েই। কারন এতে আরো ক্ষতি হয় নিজের।

পৃথিবী এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ২:১২ অপরাহ্ণ
@মাহ্মুদ,

মুক্তমনা দের কাছে আমার প্রশ্ন, "কখনো গহীন বিপদে পড়ে নিস্তার পাবার আশায় কি কখনও ভুলক্রমে কোনও শক্তির কাছে নিজের অজান্তে প্রার্থণা করেছিলেন?"
যদি শতভাগ সততার সাথে সত্যি কথাটা বলেন, তবে দেখবেন সেটাই আপনার ঈশবর, এবং আপনি কোন ক্রমেই একজন নাস্তিক নন।

আমার সবসময়ই মনে হয় পৃথিবীর এমন কিছু নাই যা আমি বুঝি না , কিন্তু যখনই কোন তথ্য-সমৃদ্ধ লেখা পড়ি তখনই নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি। বিপদে পড়লে "শেষ রক্ষা" হিসেবে আল্লাহকে ডাকি কিন্তু এরপরও যখন বিপদ থেকে নিস্তার পাই না, তখন হয়ে যাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খোদাদোহী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এমন একটা বিষয় যার একটা নৈব্যক্তিক অস্তিত্ব থাকবে। আপনার-আমার ভয়-আশা-সুখ-সাফল্যের মত ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক নেই।

আকাশ মালিক এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ৮:১২ অপরাহ্ণ
@পৃথিবী,

বিপদে পড়লে "শেষ রক্ষা" হিসেবে আল্লাহকে ডাকি কিন্তু এরপরও যখন বিপদ থেকে নিস্তার পাই না, তখন হয়ে যাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খোদাদোহী।

বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকি, কিন্তু সে কোনদিনই সাড়া দেয়না তবুও ডাকি, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করেনা তবুও ডাকি। তার মানে এই নয় যে সে আছে , কিংবা তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এর মুল কারণ হলো, এমন পরিস্থিতিতে তার নাম উচ্চারণ বা তাকে ডাকার প্রথা, সংস্কৃতি বাল্যকালে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে , আমরা সেটাই রিপিট করি মাত্র। যে কোন দেশের, যে কোন ভাষার কোন শিশু যদি আল্লাহর নাম না শুনে বড় হয়, সে বিপদে পড়ে বা অন্য কোন অবস্থায়ই আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করবে না। ভিন্ন ধর্মের পরিবারে বড় হওয়া চার শিশু একই সাথে বিপদে পড়লে চার প্রকার গড, রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান এর নাম উচ্চারণ করবে। বংশপরম্পরায় পরবর্তি প্রজন্মে এ তথ্য সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই বিপদে আল্লাহর নাম নিজের অজান্তে

অনিচ্ছাকৃতভাবে উচচারিত হয়। এভাবেই আমরা পিপড়া দেখলে ভয় পাই , উড়োজাহাজ দেখে ভয় পাইনা।

ডঃফয়েজ এর জবাব:

এপ্রিল ২৮, ২০১২ at ৫:০৭ অপরাহ্ণ

@আকাশ মালিক, কথা গুলো কি মন থেকে বলছেন ? “নিজের অজান্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে” আপনি এভাবে দেখছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। বিপদে পড়ে আল্লাহ কে ডাকলে তিনি অবশ্যই সাড়া দেন, তবে তা, তাকে ডাকার মতো ডাকতে হবে। ধরুন, আপনি সাঁতার জানেন না, পানিতে পড়ে গেছেন। আপনি বাঁচার জন্য সামান্য খড়কুটা পেলে তাই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইবেন। কোনও সন্দেহ আছে কি , আপনি বাঁচতে চাইবেন না? তখন আপনার বাঁচার যে আকুতি , সেই আকুতি নিয়ে বিপদের সময় আল্লাহ কে একবার ডেকেই দেখুন না , তিনি সাড়া দেন কি না !!!

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:

মার্চ ১৯, ২০১৩ at ১:৫২ অপরাহ্ণ

@ডঃফয়েজ, আপনার কি মনে হয় তখন আল্লাহ জাহাজ পাঠায় দে ? তাহলে তো বলতে হয় আমাদের ভাগ্যের ওপর আল্লাহ অনেক প্রভাব রাখে । তাহলে আজকে পৃথিবীর নৈতিকতা নিয়ে যত সমস্যা সব কিছুর জন্য আমরা তাকে দায়ী করতে পারি

ডঃফয়েজ এর জবাব:

মার্চ ২১, ২০১৩ at ৮:১০ অপরাহ্ণ

@তরুন প্রজন্ম, আল্লাহ জাহাজ পাঠিয়ে আপনাকে উদ্ধার করবেন নাকি অন্য কোনো উপায়ে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আর একজন মুসলমান হিসেবে আমি একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে , তকদীর তথা ভাগ্যের নিয়ন্তা আল্লাহতায়ালা। একজনকে মুসলমান হতে হলেও এ কথার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয় যে মানুষের ভালো মন্দ আল্লাহতায়ালাই নিয়ন্ত্রণ করেন। “পৃথিবীর নৈতিকতা” বলতে কি বুঝিয়েছেন, পরিস্কার করে বলুন। আল্লাহ আপনাকে বিবেক দিয়েছেন , আপনি তাই বোঝেন কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আপনি জেনে বুঝে মন্দ কাজ করলে আল্লাহ দোষী হতে যাবে কোন দুঃখে ?

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:
মার্চ ২৩, ২০১৩ at ৬:২৫ অপরাহ্ণ
@ডঃফয়েজ, ঠিক আছে। যুদ্ধের সময় যে সৈনিকরা প্রতিপক্ষকে হত্যা করে তার জন্য আমরা কাকে দায়ী করব বলুন ? প্রতিটা সৈনিককে ? নাকি যারা তাকে প্রভাবিত করছে তাকে ?

ডঃফয়েজ এর জবাব:
এপ্রিল ২, ২০১৩ at ৩:৪৬ পূর্বাহ্ণ
@তরুন প্রজন্ম, আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথমত দেখতে হবে যুদ্ধটা হচ্ছে কাদের বিরুদ্ধে। যদি মিথ্যা, বাতিল এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয় তবে সৈনিক বা যারা তাকে প্রভাবিত করছে তারা কেউই দায়ী হবে না; আর মিথ্যা, বাতিল এবং অপশক্তির পক্ষে হলে, প্রতিপক্ষকে হত্যা করার জন্য সৈনিকরা এবং যারা তাকে প্রভাবিত করছে তারা উভয়েই দায়ী হবে। ধরুন আপনি আমার নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। আমি আপনাকে বললাম যে আপনি অমুক ব্যাক্তিকে মেরে ফেলুন। আপনি জানেন যে , আমি যা বলছি তা ঠিক হচ্ছে না, এটা অন্যায় তারপরও আপনি তা করলেন তবে তো আমার পাশাপাশি আপনিও অবশ্যই দোষী হবেন। আপনি "যারা তাকে প্রভাবিত করছে" বলতে সৃষ্টিকর্তাকে বুঝিয়েছেন, এক্ষেত্রে আপনার জেনে রাখা উচিত সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ আপনাকে কখনই খারাপ কাজে প্ররোচিত করেন না, করবেন না; মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে ইবলিশ শয়তান।

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:
এপ্রিল ১৩, ২০১৩ at ৮:১২ অপরাহ্ণ
@ডঃফয়েজ, তার মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের মধ্যে শয়তানের ও একটা প্রভাব আছে ? আর হ্যা যুদ্ধটা যদি ধরুন অপশক্তির বিরুদ্ধে হয় কিন্তু আপনি কাজ করছেন এমন একজনের হয়ে যার প্রভাব আপনার জীবনে রয়েছে। তার জীবন বাচানো আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ওই অবস্থায় কি করবেন আপনি ?

মিঠুন এর জবাব:
জানুয়ারি ৪, ২০১০ at ৮:১৫ অপরাহ্ণ
@পৃথিবী,

'ঈশ্বরের অস্তিত্ব এমন একটা বিষয় যার একটা নৈব্যক্তিক অস্তিত্ব থাকবে। আপনার-আমার ভয়-আশা-সুখ-সাফল্যের মত ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক নেই।'

সহমত

26. 26

ফরহাদ (অতিথি)
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ সময়: ১২:৩৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আপনাদের যুক্তি আছে, আপনারা অনেক বুঝেন যা আমাদের মত আস্তিকরা কখনো বুঝে উঠতে পারি না। আমরা মেনে নিয়েছি যে শেষ বিচারের দিন আমাদেরকে নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে যার ভিত্তিতে আল্লাহপাক আমাদের হয় শাস্তি দিবেন না হয় পুরস্কার দিবেন। এটা শুধুমাত্র আমাদের ধারনা , আমাদের ধারনা সত্য হবে কি না তা আমরা সেই দিনটিতে না গিয়ে এখন বলতে পারব না। যদি আমরা সঠিক হই তবে আমরা অনন্ত জীবনের পুরস্কার পাব , আর যদি কিছু না পাই তবেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনারা যে ভাবে চিন্তা করছেন তা যদি সত্যি না হয় (মানে আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি একজন থাকেন এবং আপনাদের বিচার করেন) তখন আপনারা খুব বিপদে পরবেন।চিন্তা করে দেখেন তো...........

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ at ২:২৮ পূর্বাহ্ণ
@ফরহাদ (অতিথি),

তখন আপনারা খুব বিপদে পরবেন।চিন্তা করে দেখেন তো ....

হ্যা, খুব ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলাম। আপনার আল্যা আপনাকে দোযখে দিবেন না তা বুঝলেন কিভাবে? একজন ন্যায়বিচারক কোন সত্য-সন্ধানীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তিনি শাস্তি দিলে তাদেরকেই দিবেন যারা অন্ধবিশ্বাসী, যারা অন্য ধর্ম এমনকি নিজের ধর্ম সম্পর্কে না জেনেও বিশ্বাস করেছে। আচ্ছা যদি অন্য কোন ধর্ম সটিক হয় তবে কি আপনি নরকে যাচ্ছেন না?
MUHAMMAD TALUT কে আমার দেয়া একটি জবাব উপরে আছে, পড়ে নিন।

অভিজিৎ এর জবাব:
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ at ৩:২৭ পূর্বাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

ঠিক কথা। ভদ্রলোক জন্মসূত্রে মুসলিম তাই ধরেই নিয়েছেন - তার আল্লাহই সঠিক, আর তিনি বেহেস্তে যাবেন, আর বাকিরা নরকে। একই জিনিস একজন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করলেও তাই পাওয়া যাবে - তার যীশু ছাড়া সবই মিথ্যা। ফরহাদ সাহেব বুঝতেই পারছেন না যে , তার বক্তব্য হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট। তার গডকেই "ট্রু গড" ধরে নিয়ে ভেবেছেন - আল্লাহপাক আমাদের হয় শাস্তি দিবেন না হয় পুরস্কার দিবেন। তিনি বুধতেও পারছেন না যে , হিন্দুদের **মা কালী** কিংবা **ব্রহ্মা** যদি ট্রু গড হয়ে থাকে, তবে এত বিশ্বাস আর নামাজ রোজা করার পরেও তিনিই সবার আগে নরকে যাবেন, কি আর করা
ফরহাদ সাহেবের বক্তব্য আসলে কোন যুক্তি নয় , স্রেফ হুমকি মাত্র। আল্লাহ যদি সত্যি সত্যি একজন থাকেন তিনি আপনাদের বিচার করবেন! এই হুমকিকে বলে **প্যাস্কেলের ওয়েজার**। আমার দর্শন সিরিজের (১|২) পরেরটা এই প্যাস্কালের ওয়েজার নিয়া লিখতে হবে!

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:
মার্চ ১৯, ২০১৩ at ২:১০ অপরাহ্ণ
@ফরহাদ (অতিথি), আমরা সবাই গ্যালিলিও কথা জানি । তার ভাগ্যে সত্য প্রকাশ করার পরিণতি কি হয়েছিল আমাদের অজানা নই । তাও সে শাসকটা বর্তমান ছিল আর এইখানে শাসকের কোন অস্তিত্ব নেই ।তাই এই সব নিয়ে কোন নাস্তিকের ভয় পাবার কথা না । আর নাস্তিকরা ভীতু স্বভাবের হলে এই সব সত্য প্রকাশ করত না ।

27. 27
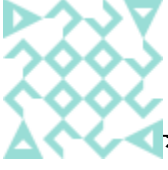
ফরহাদ

জানুয়ারি ২৯, ২০১০ সময়: ৫:২৮ অপরাহ্ণলিঙ্ক

@ সৈকত চৌধুরী ও অভিজিৎ

তাহলে কি আপনাদের মত নাস্তিক কিংবা যুক্তিবাদী হলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে ?
অভিজিত সাহেব কি গারান্টি দিতে পারেন মুক্তমনা/যুক্তিবাদী/নাস্তিক/সত্য অনুসন্ধানী হলে দুনিয়া এবং পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। যদি পারেন তাহলে একটু দিয়েন।

*অভিজিৎ*এর জবাব:
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ at ৭:৩০ অপরাহ্ণ
@ফরহাদ,

ভাই আমাদের "বিপদে পড়ার" মানে অনন্ত দোজখবাসের গ্যারান্টি তো আপনিই দিয়ে দিয়েছেন। গ্যারান্টি শুধু না - একেবারে ছিল ছাপ্পর মেরে দিছেন! আপনি নিশ্চিত ভাবে ধরে নিয়েছেন পরকাল বলে সত্যই কিছু আছে, আর আল্লাহকে আপনি যেভাবে অনুসরন করছেন - তার ফলশ্রুতিতে আপনি পুরস্কার পাবেন। তো আমার আর কি বলার আছে ? আমি শুধু দেখালাম ব্রক্ষা বা মাকালী যদি ট্রু গড হয়ে থাকে তাহলে আপনি যতই আল্লাহ বিল্লাহ করেন - আপনিও শাস্তি ঠেকাতে পারছেন না।

এখন কথা হচ্ছে - আপনি যেমন ব্রক্ষা বা কালি ট্রু গড হওয়ার সম্ভাবনাকে অবাস্তব মনে করেন, ঠিক একইভাবে আমরাও পরকাল থাকা আর আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি পাওয়াকে অবাস্তব মনে করি। আর সৈকত তো বলেই দিয়েছে - একজন ন্যায়বিচারক কোন সত্য-সন্ধানীকে শাস্তি দিতে পারেন না। তিনি শাস্তি দিলে তাদেরকেই দিবেন যারা অন্ধবিশ্বাসী, যারা অন্য ধর্ম এমনকি নিজের ধর্ম সম্পর্কে না জেনেও বিশ্বাস করেছে। 🙂 এর চেয়েও বেশি গ্যারান্টি চাইলে আমার এই লেখাটা পড়েন। ভবিষ্যতে এ নিয়ে বাংলায় লেখার ইচ্ছে রইলো

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ at ৭:৪৯ অপরাহ্ণ
@ফরহাদ,

গ্যারান্টির কথা এখানে হচ্ছে না। হচ্ছে সাধারন যুক্তির কথা।

তবে আমার মনে হয় কেউ সতভাবে জীবন যাপন করলে তার চিন্তিত হবার কোন কারন নেই। আল্লাহ ঈশ্বরের সংজ্ঞা, এমনকি আস্তিকতার সংজ্ঞাও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে বিশ্বাসের পার্থক্যের কারনে, তবে নৈতিক সততার প্রশ্ন ভিন্ন হতে পারে না।

কার ধর্ম আসল, কোন গ্রন্থের কি ব্যাখ্যা এসব নিয়ে মাতামাতি করার থেকে সেটা রক্ষা করাই আসল কথা।

28. 28
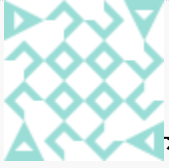
ফরহাদ
জানুয়ারি ২৯, ২০১০ সময়: ১১:১১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ধন্যবাদ অভিজিৎ, আদিল মাহমুদ, সৈকত চৌধুরীকে। আমি আপনাদের মন্তব্য পড়ে মুগ্ধ। আপনাদের বিভিন্ন বিষয়ে খুব পরিস্কার ধারনা রয়েছে। যার ফলে আপনাদের মতবাদ সত্যি হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। হতে পারে আপনারা যা ভাবেন তাই ঠিক। চালিয়ে যান, শুভ কামনা রইল। একদিন আপনাদের মতো আরো অনেক যুক্তিবাদী মুক্তমনারা সারা দুনিয়াকে ত থাকথিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে বের করে আনবে। এগিয়ে যান। তবে এ কাজের বিনিময়ে আপনারা কি পাবেন আমি তা জানি না।

Mukto-mona
thank you again.

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১০ at ৭:৩৪ অপরাহ্ণ
@ফরহাদ,

নিউটনের তৃতীয় সূত্র তো ভাই সব যায়গায় আশা করা যায় না, প্রতিদান পেতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আপনি যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে আপনার আশে পাশের মানুষ অনেক ভুল করে যাচ্ছে তবে আপনার উপর নৈতিক দায় পড়ে সে ভুল সংশোধনের।

আমি কিন্তু নাস্তিক বা ধর্মবিরোধী নেই। তবে ধর্মের নামে যা তা চোখ বুজে বিশ্বা স ও প্র্যাক্টিস করাতে আমার তীব্র আপত্তি আছে। ধর্ম বলতে আমি বুঝি শুধুমাত্র চোখে বুজে অদেখা অপ্রমানিত কোন সত্ত্বার গুনগান গেয়ে চোখের পানি ফেলা নয়। সতভাবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করাই ধর্মের বড় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি।

আপনার মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

*সত্য*এর জবাব:

মে ২৬, ২০১২ at ২:০৪ অপরাহ্ণ

@ফরহাদ, সব জায়গায় পাওয়ার আশা করা উচিত না । নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত ।

29. 29
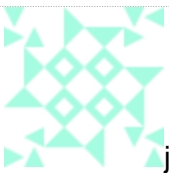
joynal abedin

ফেব্রুয়ারি ১, ২০১০ সময়: ৩:৩৩ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

Quran is nothing.

as like anther book

*আমি একা*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১০ at ৫:৩৫ অপরাহ্ণ

@joynal abedin, আমি আপনার জন্য দুয়া করি আল্লাহ জেন আপনাকে হেদায়েদ করে।

আল্লাহ কুরাআনে বলেছেন, গালি দিয়না,বিদ্রুব করনা,তাহাদিক কে, যারা ইবাদদ করে আল্লাহ ছারা অন্য কাওকে ,কেননা তারাই হইত অজ্ঞান বসত গালি দিবে তুমার আল্লাহ তাআলা কে।

কুরআন সম্পররকে ভাল ভাবে জানার অনুরুধ জানাইতেছি।

http://www.youtube.com/watch?v=-v1TT_ExR2k&feature=PlayList&p=6AF783757C87EE26&playnext=1&playnext_from=PL&index=3 একটু দেখেন লিঙ্ক টা।

30. 30

MD. ASLAM HOSSAIN

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১০ সময়: ২:৪৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাই, এ রকম একটা মুক্তমনা গোষ্ঠির সন্ধান যে আম িপাব, তা স্বপ্নেও ভাবনি।ি যা হোক আপনারা এগ্িয়ে থাকনে আমরা আছ িআপনাদরে সাথ।েআপনাদরে ভাবনার সফলতার ফল খুব সিঘ্রই পয়ে েযাবনে।

31. 31

অনিশ্চিত

মে ১২, ২০১০ সময়: ১০:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ধর্মের পক্ষে তো অনেকেই কথা বললেন। ধর্মগ্রন্থকে আপনারা ‘জীবনবিধান’ বলে মনে করেন। আচ্ছা, বলুন তো, এমন কি কোনো ধর্মগ্রন্থ আছে যেটা সব যুগের সব মানুষের জীবনবিধান -ব্যবস্থার দিকনির্দেশনা দিতে পারে?

এই উত্তরটা আমি খুঁজেছি বহুদিন যাবত। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় চারটি ধর্মগ্রন্থ থেকে এর উত্তর খুঁজে পাই নি। সবচেয়ে পরে আসা ইসলামেও এমন জীবনব্যবস্থা খুঁজে পাই নি যা দিয়ে এ কালের জীবনবিধান চালানো সম্ভব। তাহলে এসব ধর্মগ্রন্থ কী করে মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে ? কী কারণে এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা হয় ? এটা তখনই সম্ভব, যখন জীবনবিধান বিষয়টা কী সেটা সম্পর্কে গ্রন্থপ্রণেতা বা তাঁর অনুসারীরা অজ্ঞ থাকেন।

*ডঃফয়েজ*এর জবাব:

মার্চ ২১, ২০১৩ at ৮:২৩ অপরাহ্ণ

@অনিশ্চিত, "সবচেয়ে পরে আসা ইসলামেও এমন জীবনব্যবস্থা খুঁজে পাই নি " এই তথ্যটি কোথায় পেলেন ভাই। লিঙ্ক দেন।

32. 32

স্বপ্নীল

আগস্ট ৬, ২০১০ সময়: ৪:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

অসম্ভব সুন্দর লিখেছেন বস। প্রব্লেমটা হচ্ছে এই যুক্তিযুক্ত কথাগুলো শুধু আমরাই লিখি আর আমরাই পড়ি। কারণ কোনো আস্তিক যদি স্বজ্ঞানে এই বিষয়গুলো অনু ধাবন করতো তাহলে সে আর এতদিন আস্তিক থাকত না। তার চেয়ে বড় বেপার হচ্ছে আস্তিকদের কমন বৈশিষ্ট হল জানার আগ্রহ থাকা যাবেনা। সুতরাং তারা এইসব বিষয় পড়ার ধৈর্য পাবে কথা থেকে ?..

সুন্দর লেখার জন্য ধন্যবাদ।

33. 33
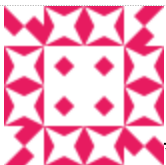
ভাঙ্গা কলম

সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১০ সময়: ১১:২৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভাই আপনি ত অনেক বর মাপের লেখক,। আপ্নের লেখা কন বই কি বের হয়েছে। এক কাজ করেন নিজে একটা বই লিখেন কোরান এর মত করে।।জে বই তে আপনি একটা মানব জাতি এর জন্য দিক নিদেশনা দিয়েন।। আর আপনি যেহেতু কোরান লাইক করেন না তাহলে এর থেকে ভাল একটা বই বের করেন আপ্নের মাথা থেকে copy paste korben na, jekhane otit niye takhbe ar 5000 years er porer kotha thakbe ar kobiter moto o hobe। ar nijer family or apner koyek jon manosh diye sheta onoshoron koran ???

ar apni ki bolte paren koren er moddhe ki change hoyese, apni amake tar proman ta den, apner dada er pober manosh er kache ki kono copy ache bhai ektu share koren??

manosh kokhon eaishob kotha bole janen jokhon nije khub popular hote chay , abu jehen name ek lok chilen she o eai dhuren kotha bole kinto ki kono luv hoyese.. hobe na ,

eai prithibi shristi koresen eai allah mohammad er jonno ar je din allah er nam mone rakher moto ekta manosh thakbe na shedin eai prithibi ta destroy kore dibe ....

Kivabe apner shristi sheta likhben next montobbe...

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:
মার্চ ১৯, ২০১৩ at ২:২৬ অপরাহ্ণ
@ভাঙ্গা কলম, ভাই বাংলিশ পড়তে এমনিতে কষ্ট হয় তারপরেও কমেন্ট করি । হিন্দু ধর্মে বাল্মীকি মুনি রাম জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে যুদ্ধ নিয়ে রামায়ন নিয়া মহাকাব্য রচনা করে যা পরে সত্য প্রমাণ হয় একে আপনি কি বলবেন ? কিংবা হোমারের কথা বলুন ট্রয় যুদ্ধের অনেক আগে সে ইলিয়ট ওডিসি রচনা করে যাতে সে বলে স্বয়ং জিউস ওই যু দ্ধে অংশ নিয়েছিল । কই তারপরে ও ত সে বলে নাই এটা ধর্মগ্রন্থ । সেখানে কোরান কিছুই না । যুক্তি দিয়া কিছু বুঝাতে না পারলে তবে বৃথা কথা না বলাই ভাল । আল্লাহ যদি সব জানেন । তাহলে তিনি কি জানতেন না ঈসা আর মুহাম্মদের ধর্ম এক সময় পরস্পর বিরোধী ধর্ম হবে । ভাই রা নিজেদের শত্রু মনে করবে । তাহলে তিনি জেনে শুনে এটা করলেন কেন ?

34. 34
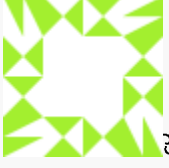
শ্রাবন মনজুর

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ২:৫৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কথা যেন সপ্নীল ভাই পুরোটাই বলে দিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে। মানুষ যাই বিশ্বাস করে, এর বাইরে কিছু দেখে না, তার ক্ষেত্রে ঘটেও না।
তবে হা, এটা স্বীকার করতে হবে যে কুরআন ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আপডেট এবং এমন অনেক তথ্য আছে যা সত্যিই অবাক না করে দিয়ে পারে না। এখন তা দীর্ঘ ১৫-২০ বছর হেরার গুহায় সাধনা করে যজ্ঞ লাভে হোক আর এতে ভিনগ্রহীয় কোন হাত থাকুক , কিছু একটা তো আছেই; তবে এর পিছনে সৃষ্টিকর্তা টাইপ কিছু খুজে পেলেও উনি যে পক্ষপাতদুষ্ট , তা উনার বানীচিরন্তনেই বুঝা যায়। আর মুহাম্মদ স অত্যন্ত চালাক ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন , কুরআন সমস্ত মানবজাতির পথপ্রদর্শক কখনও হতে পারে না, কিন্তু ইজমা, কায়েস, ফতোয়া ইত্যাদি জাতীয় জিনিস চালু করে একটা ফতোয়া দিলেই হলো, আর ওটাই শরীয়াহ, ওটাই কোরআন হাদীস সুন্নহ...সমস্যাই থাকল না বিশ্বাসীদের।
আর এখানে যারা রিঅ্যাক্ট করছে, দেখতে পেলাম বিভিন্নজন বিভিন্ন বড় বড় বানী বিসর্জন করেছে। আরে, নিজেরা কতটুকু জানেন আর কতটুকু অনুসরন করেন। ভন্ডামী আর কাকে বলে। আমি বিশাল ব্যাকগ্রাউন্ডের এর গোড়া ধর্মীয় পরিবার থেকে আসা, আর অনেক পীর পয়গম্বর আউল ফাউল কাছ থেকে দেখে আসছি। যাবতীয় ভন্ডামী দেখে দেখে অতিষ্ট। এরা হাদীস কোরআন মুখস্ত করে হাটে , তবে যা নিজেদের কাজে লাগবে। নিজেদের বিরুদ্ধে যাবে, এরকম জিনিস এরা ভুলেও মুখে আনবে না। দুই মতের দুই পন্ডিতকে সামনে আনলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, যে যার মতের স্বপক্ষে শরীয়াহ দাড়া করিয়ে দিবে। আর আপনি যদি কিছু বলেন , আপনি কাফির হয়ে যাবেন। পৃথিবীর কোন মুসলিম জাতি এখন পর্যন্ত সভ্য ও উন্নত হতে পারে নাই, কোনদিন পারবেও না। হা পারবে, যদি আবার ওই অসভ্য বর্বর যুগ ফিরে আসে, ওটাত তাদের সাথে কেউ পেরে উঠবে না বলাই বাহুল্য। সভ্য সমাজে কোরআনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা জাতীয় আউল-ফাউল মুখেই মানায়। বর্তমানে শরীয়াহ আইন প্রতিপালনকারী রাষ্ট্র কয়টি, তাদের অবস্থা কী, আর তেল ফুরিয়ে গেলে তারা কী করবে এটা নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে তাদের মত জালিম, বর্বর আর ইতর যে দুনিয়ার ইতিহাসে কেউ নেই, একথা যেকোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবেন।
সবশেষে ওই কথাই বলবো, চোখ থাকিতে অন্ধ যেজন কী'বা তারে বলি.....আর যারা তর্ক করতে চান, মাথা দিয়ে পাহাড় না ঠেলে যুক্তি তর্কে আসেন। যুক্তি দিয়ে জবাব দিয়ে লেখককে গালগাল

করেন, কিছু আসবে যাবে না। আর না বুঝে , না জেনে ফাজলামো টাইপ কথা বলবেন....ওহ, এটা সাচ্চা মুসলমানেরই লক্ষন, ধর্মীয় ৬ষ্ঠ স্তম্ভ (like 6th sense) ওটাও বুঝতে হবে।

35. 35

শেশাদ্রি

মার্চ ২৫, ২০১১ সময়: ৫:৪৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি একজন হিন্দু । কিন্তু আমি সবাইকে বলতে চাই যে ইসলাম হল , ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। এই পাঁচটি মুল কথা সাধারন মানুষে র জীবনে কিছুটা শান্তি দিতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাদী হওয়াটা একান্তই দরকার। আমার ইছা আছে এখানে বেদান্ত দর্শন নিএ এক্তা লেখার। সকলে ভাল থাকুন।

36. 36
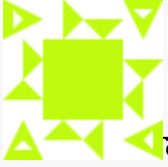
মানিক

মে ২৯, ২০১১ সময়: ৪:৪৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আপনারা অনেকে অনেক লেখকের বই-এর লেখা রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারাও তো তোমাদের মত লেখক। হয়ত তোমরা ব্লগ-এ লেখো। তারা বই লিখেছে। কিন্তু তারাও তো তোমাদের মত ভুল লিখতে পারে।
আসলে আমাদের উচিত ধর্ম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বেশি লেখা উচিত

37. 37

anwar

সেপ্টেম্বর ২০, ২০১১ সময়: ১২:৫১ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

কি বলব,জানি না।তবে এতটুকু বলতে পারি যে ,হিন্দু,মুসলিম যারাই পরকালে বিশ্বাস করে ,আপনারাই স্বীকার করলেন তাদের কেউ না কেউ স্বর্গে যাবে।আপনারা কোথায় যাবেন?আপনাদের জন্য শুভ কামনা।বিশ্বাস করলে করেন,না করলে নাই।আমরাও অপেক্ষা করি,আপনারাও করেন।যদি কেউ থাকেন তাহলে তো ফয়সালা হবেই।না থাকলে আমরা লুসার।আর এ লুসার হওয়াতে আমাদের আফসোহ নেই।

38. 38
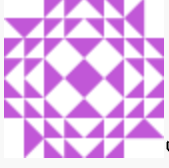
এলিজা

এপ্রিল ১৩, ২০১২ সময়: ৪:০৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

“পাগলে কি-না বলে”

39. 39

সৌর কলঙ্কে পর্যবসিত

মে ১২, ২০১২ সময়: ৩:০৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি মূর্খ মানুষ । কেউ কি BIG BANG এর পেছনে কারনটা বলতে পারবেন ?

40. 40
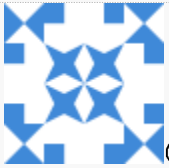
সৌর কলঙ্কে পর্যবসিত

মে ১২, ২০১২ সময়: ৩:৩৯ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@শ্রাবন মনজুর

আপনি ইসলাম সম্পর্কে ভালোই জানেন । আরো জানিয়ে রাখি , মুসলিমরা আপনাদের দৃষ্টিতে উন্নত হয়নি আর হবেও না । কেননা তা আল্লাহর ওয়াদা । এদের ভালোর পুরস্কার পরকালে দেয়া হবে ।তবে এ নিয়া টেনশন না করলেও চলবে ।
যাইহোক , আপনারা যে ধর্মের বাধন থেকে মুক্ত করে সমাজকে অতিস্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করাতে চাচ্ছেন , ঐ সময় মানুষ , যারা নীতির ধার ধারে না , কেবলই আপনস্বার্থ খোঁজে , যাই একটু ধর্মের ভয়েই চুপচাপ থাকে , তাদের কি করে সামলাবেন ? আজ দেশে ৯০% এর বেশি মুসলিম । এদের মাঝে প্রকৃত মুসলিমের সংখ্যা ০.৫% এরও কম । বেশিরভাগ মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না । এরা প্রায় ৭৫% এরও বেশি । তাতে দেশের কি কন্ডিশন ? দেশে তো মিনি নাস্তিকতা চলতেসেই । গত ৪০ মাসে ১৩০০০এর বেশি খুন । এ দায় কি খালি ক্ষমতাশীন দলেরই ? কারা করতেসে এগুলা ? মোল্লারা ?
আর জীবনবিধান বা উন্নতির কথা বলবেন ? আহা ! আপনাদের ঐ সাধের দেশগুলাতে আমাদের ছাত্রগুলাকে পাঠিয়েই বুঝছি । খালি শুকনা মুড়িজাতীয় খাবার খেয়েও বাঁচতে পারে না । অ থচ মক্কায় আর মদীনায় আপনি ভিক্ষা ছাড়াই বিনা খরচে এক বছর থাকতে পারবেন । মধ্যপ্রাচ্যের মানুষগুলার পেছনে কোন মোল্লায় এটাক করসে ? আমাদের বেশি উন্নতি হইলে তেনাদের উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয় । তাই আমরা উন্নত না । পড়াশুনা করেই বলতেসি । হয়তো গুছিয়ে বলতে পারলাম না , হয়তো আর বলবও না ।

41. 41

সুমন

জুলাই ১৪, ২০১২ সময়: ৪:১৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

@লেখক...
দয়া করে সঠিক ইতিহাস না জেনে এমন কিছু লিখবেন না যেটা অন্যকে আঘাত করে। আপনি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে কতটুকু জানেন ? আপনি যে প্রচলিত ইতিহাস পড়েছেন তা পুরোটাই বিকৃত। রসুল এবং কুরআন সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জানুন তারপর লিখুন। ৪০ বছর আগের স্বাধীনতার ইতিহাস যেখানে বিকৃত হয়ে আছে সেখানে ১৪০০ বছর আগের ইতিহাস কতটুকু সঠিক আছে একবার চিন্তা করে দেখুন। তারপর যা খুশি আপনি লিখুন। আপনাকে একটা লিঙ্ক দিচ্ছি। নিচের এই লিঙ্কটাতে কুরআন সম্পর্কে কিছু সঠিক বিষয় জানতে পারবেন।
ঠিকানাটি হলঃ http://www.peaceentrance.com। বিস্তারিত জানতে লেখকের অন্য বইগুলো পড়ুন।

তরুন প্রজন্ম এর জবাব:
মার্চ ১৯, ২০১৩ at ২:২৯ অপরাহ্ণ
@সুমন, লিঙ্ক দিবার সময় চেক করে দেখবেন সেটা কাজ করে কিনা

সুমন এর জবাব:
এপ্রিল ১১, ২০১৩ at ৫:১৩ পূর্বাহ্ণ
@তরুন প্রজন্ম, দুঃখিত। দয়া করে এই লিংকটিতে যানঃ http://www.peaceentrance.com

42. 42

Agnostic
আগস্ট ১২, ২০১২ সময়: ৫:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

A question I'd like to ask every theists of all religion from Mukto-Mona . Please answer .
I'm mainly born in A very religion Muslim family and I'm losing faith on it slowly. so anyway my question to people of all religion.
We all know GOD sent us into this earth to see whom we follow He or The Satan? And we also know that GOD knows future,past,present everything , so summarizing he'll probably know that who will follow him and who won;t ? So why would he still sent us to this earth ?

There is also a big answer to the question why doesn't God anything when there is a tsunami,earthquake,cyclones and other natural disasters where hundreds of innocent people's lives are killed. So I kind of googled this , and found the great idiot so called scholar Zakir Naik's answer, he also some other people in yahoo answer said that he is testing our faith ?

So are you trying to say he is testing our faith by killing infants in recent Japan ? By taking away all the naive children's lives?

What kind of Kind God does that??

বাংলা ভাষায় মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। মন্তব্যটি বিশেষ বিবেচনায় প্রকাশ করা হল - মডারেটর।

43. 43
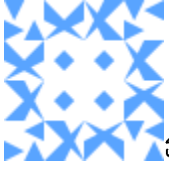
প্রদীপ্ত

অক্টোবর ১৯, ২০১২ সময়: ১২:৩৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের জন্য দুঃখিত । প্রশ্নটি মুক্তমনার কোথায় করবো সেটা বুঝতে না পারায় এখানে করলাম।

কেউ কি আমাকে ইসলামে গান বাজনা নিষিদ্ধ এটার উপরে লেখা বা ব্লগের খোজ দিতে পারেন?

ধন্যবাদ।

44. 44
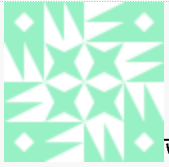
তরুন প্রজন্ম

মার্চ ১৯, ২০১৩ সময়: ২:৩০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি প্রাচীন কিছু আরবী কাব্যের লিঙ্ক চাচ্ছি

45. 45

মুহম্মদ ফজলুল করিম

অক্টোবর ১৯, ২০১৩ সময়: ৫:৪৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ভগবৎগীতা, এমনকি বাইবেল মুখস্থ করা লোকও দুনিয়ায় আছে।

সেটা সম্ভব নয়।যদি থাকে তাহলে কোটিতে একজন!!! কারণ , বাইবেল হচ্ছে বিবলস শব্দ থেকে এসেছে - যার অর্থ বইমালা।বাইবেল অনেক অনেক বৃহৎ।উইকিতে যান -
বাইবেল হলো ৬৬টি পুস্তকের একটি সংকলন, যা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত– ৩৯টি পুস্তক সম্বলিত পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্ট, এবং ২৭টি পুস্তক সম্বলিত নতুন নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট।
এইবার চিন্তা করে দেখুন , এইটা মুখস্ত করা সম্ভব নাকি!!!!
গস্পেল অফ জনের ১৬ নং অধ্যায়ের ১২০১৪ অনুচ্ছেদে আছে (**দেখতেই পাচ্ছেন বাইবেল কতোটা বড় - যেখানে পুরো কুরআনই ৬৬৬৬ আয়াত সেখানে এখানেই এক অনুচ্ছেদে ১২০০০ - যেটা মানব ব্রেইনের পক্ষে মুখস্ত করা অসম্ভব**)
যিশু বা ঈসা আঃ বলেছেন -
তোমাদের আমি অনেক কিছুই বলতে চাই , কিন্তু তোমরা এখন সেগুলো বুঝবে না।কারণ , সত্য আত্মা তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে।সে তাঁর নিজের কথাগুলি বলবে না , যে কথাগুলি শুনবে সেই গুলিই বলবে।সে আমাকে মহিমান্বিত করবে।সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথাগুলিই বলবে।

দেখেন , এক অনুচ্ছেদেই কত বড়!!!কুরআনের দ্বিগুণ।আর পুরো গস্পেলের মধ্যে এটা ছোট , সবচেয়ে বড় গস্পেল অফ লুক!!!!

আর আপনি বললেন , মুখস্তের কথা...

কুরআন ছিল - পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

আরবি ভাষায় এর মাধুর্য এতোটাই ছিল যে - হজরত উমর (রা:) খাপছাড়া তলোয়ার নিয়ে মহানবীকে হত্যা করতে গিয়ে - বোন ভগ্নীপতির মুখে কুরআনের আয়াত শুনে , এতটাই চমৎকৃত হয়েছিলেন যে - সেই খাপছাড়া তলোয়ার মহানবীর পায়ের সামনে রেখে - ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন।আরবের হাতে গোনা শিক্ষিত তরুণদের একজন ছিলেন তিনি।একজন পৌত্তলিক যুবক যার সারাজীবন পৌত্তলিকতায় কেটেছে - সে সেই কুরআন শুনে সব এক নিমেষেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলো।
মহানবী (সা:) জীবনে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি।এমনকি কুরানের অবতীর্ণের আগে লিখতেও জানতেন না - তিনি কিভাবে এই ভুবন-মোহন সাহিত্য মুখে মুখে রচনা করতে পারলেন।

আমরা সে কুরআনের সাহিত্য মাধুর্য কিছুই - অনুভব করতে পারিনা।ঐ-তো , সেদিন হোর্হে বোর্হেস এর সেরা ছোট গল্পগুলি পড়লাম।স্প্যানিশ ভাষায় নাকি , উনার শব্দচয়ন , এবং সাহিত্য মান অসাধারণ।কিন্তু , আমি স্প্যানিশ জানিনা।তাই , কবির চৌধুরীর অনুবাদ পড়লাম।কিন্তু , এতটাই ফালতু লাগলো যে - পড়তে গিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।রবার্ট ফ্রস্টের অনুবাদগুলোর অবস্থাও আরো নিম্নমানের।আসলে - সেই আসল সাহিত্য-মান কখনোই অনুবাদে পাবো না।পাওয়া সম্ভবও নয়। সেরকমই , অনুবাদ পড়ে কুরআনের সেই সাহিত্য -মান আমরা কখনই খুঁজে পাবো না। যে সাহিত্য শুনে , চরম শত্রুর জন্য উত্থিত তলওয়ার হাত থেকে পড়ে যাবে।

আপনি , আমি আন্তন চেখবের সাহিত্য মান নিয়ে আলোচনা করলে - সেটা হবে বোকামি...

আমার সোনার বাংলা বললে - বুকের মাঝে যে কাঁপুনি শুরু হয় - সেতাকি ইংরেজি ভার্শনে হয় ... হয় না...

এরকম - দুর্গম গিরি , কান্তার মরু , দুস্তর পারাবার !!!

এই শব্দটার মিনিং করেনতো...পারাবারের জায়গায় sea বা ocean বসাবেন...গিরির জায়গায় mountain বসাবেন - তারপর কি হবে!!!যেটা দাঁড়াবে , সেটা শুনলে - আসলটার মতো অনভুতি হবে না।

আমি ক্লাস ফাইভ থেকে নিয়মিত - বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাহিত্য - সদস্য হয়ে - নিয়মিত বই পড়ছি...অনুবাদ আমার সবচেয়ে প্রিয় ...শত শত অনুবাদ পড়ার পরের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি ...ভাষা না জানলে সাহিত্য মান বিবেচনা করা সম্ভব নয়!!!

আপনি বারে বারে সেই বোকামীই করেছেন...

আর মতামত খুঁজছেন -

Goethe, quoted in T.P. Hughes' DICTIONARY OF ISLAM, p. 526.

"The Koran admittedly occupies an important position among the great religious books of the world. Though the youngest of the epoch-making works belonging to this class of literature, it yields to hardly any in the wonderful effect which it has produced on large masses of men. It has created an all but new phase of human thought and a fresh type of character. It first transformed a number of heterogeneous desert tribes of the Arabian peninsula into a nation of heroes, and then proceeded to create the vast politico-religious organizations of the Muhammadan world which are one of the great forces with which Europe and the East have to reckon today."

G. Margoliouth, Introduction to J.M. Rodwell's, THE KORAN, New York: Everyman's Library, 1977, p. vii.

“A work, then, which calls forth so powerful and seemingly incompatible emotions even in the distant reader - distant as to time, and still more so as a mental development - a work which not only conquers the repugnance which he may begin its perusal, but changes this adverse feeling into astonishment and admiration, such a work must be a wonderful production of the human mind indeed and a problem of the highest interest to every thoughtful observer of the destinies of mankind.”
Dr. Steingass, quoted in T.P. Hughes’ DICTIONARY OF ISLAM, pp. 526-527.
“The above observation makes the hypothesis advanced by those who see Muhammad as the author of the Qur’an untenable. How could a man, from being illiterate, become the most important author, in terms of literary merits, in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human being could possibly have developed at that time, and all this without once making the slightest error in his pronouncement on the subject?”

Dr. Steingass, quoted in T.P. Hughes’ DICTIONARY OF ISLAM, p.528.

“In making the present attempt to improve on the performance of my predecessors, and to produce something which might be accepted as echoing however faintly the sublime rhetoric of the Arabic Koran, I have been at pains to study the intricate and richly varied rhythms which - apart from the message itself - constitute the Koran’s undeniable claim to rank amongst the greatest literary masterpieces of mankind... This very characteristic feature - ‘that inimitable symphony,’ as the believing Pickthall described his Holy Book, ‘the very sounds of which move men to tears and ecstasy’ - has been almost totally ignored by previous translators; it is therefore not surprising that what they have wrought sounds dull and flat indeed in comparison with the splendidly decorated original.”
Arthur J. Arberry, THE KORAN INTERPRETED, London: Oxford University Press, 1964, p. x.
“A totally objective examination of it [the Qur'an] in the light of modern knowledge, leads us to recognize the agreement between the two, as has been already noted on repeated occasions. It makes us deem it quite unthinkable for a man of Muhammad’s time to have been the author of such statements on account of the state of knowledge in his day. Such considerations are part of what gives the Qur’anic Revelation its unique place, and forces the impartial scientist to admit his inability to provide an explanation

which calls solely upon materialistic reasoning.”

Maurice Bucaille, THE QUR’AN AND MODERN SCIENCE, 1981, p. 18.

আরো মতামত দেখুন - http://www.miraclesofthequran.com/perfection_02.html

আর কুরানের সাহিত্য মাধুর্য জানতে দেখতে পারেন - http://www.islamic-awareness.org/Quran/Q_Studies/Mirliter.html

আপনি ছন্দ ভালো বুঝলে দেখতে পাবেন - http://www.hamzatzortzis.com/essays-articles/exploring-the-quran/the-inimitable-quran/ - স্পষ্টই কুরআনের বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে...

আর , কেন বলেন অন্যান্যগুলি অবিক্রীত রয়েছে , কুরআন থাকলে সমস্যা কি!!!

- এইটা রিলিজিয়াস বুক...দেড়শ কোটী মানুষের দৈনন্দিন জীবনবিধান!!!কিসের সাথে কিসের তুলনা?????ওইসব , বই আমাদের আনন্দদানের মাধ্যম বৈকি আর কিছুই নয়।

*অর্ফিউস*এর জবাব:

অক্টোবর ২০, ২০১৩ at ৬:৫৫ পূর্বাহ্ণ

@মুহম্মদ ফজলুল করিম,

কুরআন ছিল - পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

ফজলু ভাই এইটাই মনে হয় আমার পড়া প্রথম মুক্ত মনার লেখা ছিল , কাজেই শেষ করতে গিয়েও আরেকটা মন্তব্য করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখেন লেখক ইতি মধ্যেই সুরা নাস লিখে দিসেন

রহিমের কলম আছে,
জব্বারের মলম আছে,
আবুলের বই আছে,
মিহিরের মই আছে,
কাদিরের কলস আছে,
নাদের খুব অলস আছে.....

দারুন মিল না সুরা নাসের সাথে ? শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোরান? আসেন আমিও একটা সুরা নাস লেখার চেষ্টা করি। এইটা যে কেউ পারবে।

অর্ফিউস গরু ভুনা দিয়ে ভাত খায়
ফজলু ভাই শর্ষে ইলিশ খায়
নাস্তিকের ধর্ম কথা মাছ ভাত খায়

আদিল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি খায়
সংশপ্তক ভাই মজা করে টিকিয়া খায়
সৌর কলঙ্কে পর্যবসিত ভাইজান বিয়ের দাওয়াত খায়
বিপ্লব পাল দাদা খালি নিরামিষ খায়.....
ভাইজান বিদায় আর না মেলা হইসে। দেখেন চেষ্টা করলে আপনিও অতি সহজে সুরা নাস এর মত ছন্দ লিখতে পারবেন।

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2011/03/blog-post_3248.html

মিথ্যাচারের কবলে কোরান, মুসলিমদের জবাব কী?

বৃহস্পতিবার, ১০ মার্চ, ২০১১

লিখেছেন হৃদয়াকাশ

অধিকাংশ মুসলমানই বলে থাকেন যে, কোরান গবেষণা করেই নাকি বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন, ভবিষ্যতেও নাকি করবেন। কারণ কোরানের মধ্যে নাকি সবই দেওয়া আছে, এখন শুধু গবেষণা করে বের করা! নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে আড়াল করার কী হাস্যকর অপপ্রয়াস ? যেসব মুসলমান এসব কথা বলে, তারাও বড়দের কাছে শুনে শুনে এসব কথা মুখস্থ করে বলে, যুক্তি দিয়ে বিচার করে বলে না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তারা প্রথমে যে জিনিসটি উপলব্ধি করতে পারতো, তা হলো কোরান রিসার্চ করেই যদি বিজ্ঞানীরা সব আবিষ্কার করতো, তাহলে পৃথিবীর সব না হলেও অধিকাংশ বিজ্ঞানীই জাতিতে বা ধর্মে মুসলমান হতো।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা কী? জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবস্থান কোথায় ? মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য কিছু করলে পত্রিকার পাতায় এরকম শিরোনাম হয়-'পৃথিবীর প্রথম মুসলিম মহিলা' বা 'প্রথম মুসলমান' ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এটা নিয়ে মুসলমানদের গর্বেরও সীমা থাকে না ; যেন মুসলমানরা বিশাল কিছু করে ফেলেছে! কিন্তু তারা এটা ভেবে দেখে না যে, যে ক্ষেত্রে তারা হয়তো প্রথম পদক্ষেপ ফেলছে, সেই একই সেক্টরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির লোকজন হয়তো পা ফেলেছে সেই দুই , তিনশ বা হাজার বছর আগেই। কিন্তু তাতে তাদের কোনো আত্মতৃপ্তি নেই। কারণ , তারা জানে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক দূর। তাদেরকে উদ্ভাবন করতে হবে আরো বিস্ময়কর জিনিস ; যেগুলো তৃতীয় বিশ্বের অজ্ঞ ধর্মান্ধ মানুষগুলো কিনবে, ব্যবহার করবে; আবার উল্টো তাদের গালিও দেবে নাসারা, ইহুদি, কাফের, বিধর্মী ব'লে ! এসব তারা জানে, শোনে, কিন্তু কিছু মনে করে না। কারণ, বৃহৎ যারা, তারা জানে যে ক্ষুদ্রদের আত্মতৃপ্তির ধরনটাই এরকম। ওরা যার পরিশ্রমের ফল ভোগ করে , উল্টো তাকেই গালি দেয়। নিজেরা যে কিছু করতে পারে না , তাতে ওদের আত্মগ্লানি নেই ! কী আজব ব্যাপার !

'পৃথিবীর প্রথম মুসলিম মহিলা'র একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে ব'লে রাখি। কয়েক বছর আগে ইরানের 'শিরিন এবাদি' শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। এই বিষয়টি নিয়ে মুসলিম দেশগুলোর পত্র - পত্রিকা বাড়াবাড়ি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঘটনা এমন যে, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার এর আগে আর কেউ পায় নি। নারী হিসেবে একমাত্র শিরিন এবাদিই পেয়েছে। তাই পুরস্কার পাওয়ার পর প্রথমে প্রায় প্রতিদিন এবং পরে মাঝে-মাঝেই পত্রিকার তার নামে নানা রকমের বাণী আসতে লাগলো, যার প্রায় অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য। খালি কলসি যেমন জোরে জোরে বেশি দিন বাজানো যায় না , তেমনি শিরিন এবাদিকেও বেশিদিন বাজানো গেলো না। তাই বছরখানেক পর থেকেই শিরিন এবাদির আর কোনো বাণী চোখেই পড়ছে না।

কী অবাক ব্যাপার, পৃথিবীর প্রথম মুসলিম মহিলা নোবেল পুরস্কার পেয়ে ছে, তাও আবার শান্তিতে (!), রসায়নে নয়, পদার্থবিজ্ঞানে নয়, চিকিৎসায় নয়, এমন কি অর্থনীতিতেও নয়, পেয়েছে শান্তিতে। আমার বিচারে এটা নোবেলের মধ্যে সবচেয়ে নিচুমানের পুরস্কার। কারণ এটা পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন গবেষণাগারে পড়ে থাকতে হয় না। মাসের পর মাস গোসল না করায় গায়ে দুর্গন্ধ ও চুলে জট পাকিয়ে যায় না। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটাতে হয় না। কাটাতে হয় না বছরের পর বছর ক্ষুধা - কামবিহীন জীবন। এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য মানবাধিকার নিয়ে কিছু কথা বললেই হয় , অথবা দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্তপাতহীন সংগ্রাম না করে পঁচিশ তিরিশ বছর জেলে থাকলেও হয়, বা গণতন্ত্রের জন্য দশ-পনেরো বছর জেলে কাটালেও হয় বা পরিবেশ রক্ষার জন্য দুই তিন লাখ গাছ লাগালেও হয়। সেই শান্তির নোবেল পাওয়া নিয়ে কী মাতামাতি ! অবশ্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যে কাজটি অবশ্যই করতে হয়, তা হলো দাতাগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষা। এই শর্ত পূরণ না হলে আপনি যা-ই করেন না কেন, শান্তিতে নোবেল আপনি কখনোই পাবেন না।

মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ না হোক , অর্ধেকেরও কিছু কম লোক যদি যুক্তিবাদী থাকতো , তাহলে কোরানকে নিয়ে যে মিথ্যাচার তার অবসান হয়তো হতে পারতো। কিন্তু মুসলমানদে র মধ্যে যুক্তিবাদী লোকের সংখ্যা এতই কম যে, তাদের সন্ধান পেতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার। তাও সবখানে পাওয়া যাবে, এ কথা বলা মুশকিল। মুসলমানদের মধ্যে যে যুক্তিবাদী মানুষের অভাব , এর মুল কারণও কোরান। কারণ, ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ; এখানে কোনো প্রশ্ন চলে না। তো যেখানে প্রশ্ন চলে না, সেখানে যুক্তিবাদীর জন্ম হবে কোত্থেকে ? আবার, মনে সংশয় দেখা দিলেই তবে প্রশ্নের জন্ম হয়। কিন্তু ইসলামের, বিশেষতঃ কোরানের কোনো বিষয় নিয়ে মনে সংশয় দেখা দেওয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে ঘোরতর অন্যায় কাজ। এমন হলে সে নাকি কাফেরে পরিণত হবে। আর ইসলামে কাফের মানেই ভয়াবহ একটা ব্যাপার। যারা কোনো দিন বেহেশ্ত পাবে না, ভোগ করতে পারবে না বেহেশতের হুর, গেলমানদের। এই অমূলক ভয় এবং লোভই মুসলমানদের যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা। এই গ্যাঁড়াকলে যেখানে যুক্তিবাদীর জন্মই হচ্ছে না , সেখানে বিজ্ঞানীর জন্ম হবে কীভাবে? কারণ মানুষ প্রথমে যুক্তিবাদী হয়, তারপর বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে।

কোরান রিসার্চ করেই বিজ্ঞানীরা সব আবিষ্কার করেছেন- এমন দাবির জবাবে আমি একজনকে বলেছিলাম, তাহলে তো পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীই মুসলমান হতো ; কারণ, মুসলমানরাই তো কোরান

পড়ে সবচেয়ে বেশি। তখন সে বলেছিলো, গবেষণার একটা ব্যাপার আছে না? আমি তখন বললাম, তাহলে তোরা গবেষণা করিস না, শুধু শুধু আরবি মুখস্থ করিস? আর ওরাই যদি গবেষণা করে তো ভালো কথা, গবেষণা করে যা বলে সেটাও তো বিশ্বাস করিস না। যেমন ওরা, মানে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বললো, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তোরা অস্বীকার করলি, কারণ কোরানে লেখা আছে 'সুর্যই পৃথিবীর চারেদিকে ঘোরে'। এর পক্ষে 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' নামে অবৈজ্ঞানিক বই লিখে বিজ্ঞানের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলি, তাতে কী হয়েছে? কোন মত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে? পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, না সুর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে? যদিও বর্তমানে কোনো কোনো মৌলবাদী কোরানের এই ভুলকে আড়াল করার জন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে ধার করে সূর্যও যে ঘোরে - এ কথা বলছে। সূর্যও ঘোরে, এটা সত্য। কিন্তু যারা কোরানের ভাষ্যমতে ' 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' মতবাদে বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে কোরানের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে সূর্য কীভাবে ঘোরে, এটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এটা বোঝার জন্য টলেমীর মতবাদে বিশ্বাসী মন নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়লে চলবে না। কোপার্নিকাসের মতবাদে বিশ্বাসীদের বইগুলো যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এখানে বলে রাখি, যারা এখনও বিশ্বাস করে যে, 'পৃথিবী নয় সূর্যই ঘোরে', তাদের কাছে ধর্মীয় মতবাদের সাপোর্ট হিসেবে টলেমীর মতবাদ একটি বড় অস্ত্র। এরা এতটাই মূর্খ ও অজ্ঞ যে, টলেমী যা বলে গেছে সেটাকেই মনে করে ধ্রুব সত্য। টলেমীর পরে আরও কত বিজ্ঞানী যে এ ব্যাপারে কত কী বলে গেলো, সেদিকে কোনো নজর নেই; যেমন তাদের কাছে কোরানই সবকিছু, কোরানের বাইরে কোনো কথা নেই!

এখানে বলে রাখি, খ্রিষ্টজন্মের কয়েকশ বছর পূর্বে - পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে যাকে বলা হয় সেই - 'থেলিস' এর জন্ম। সঙ্গত কারণেই আমরা ধরে নিতে পারি, তারও অনেক আগে থেকেই পৃথিবীতে অগণিত বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিলো। যাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদান গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে আজকের এই সভ্যতাকে। যেমন- আগুন কে আবিষ্কার করেছে, তা আমরা জানি না। কত বছর আগে আগুন আবিষ্কার হয়েছে, তাও মানুষের জ্ঞানাতীত। কিন্তু সভ্যতা নির্মাণে ঐ নাম না জানা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে কি খাটো করে দেখার অবকাশ আছে? আমরা সবাই জানি এবং মানি যে, তাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তাহলে তিনি কি কোরান পড়ে আগুন আবিষ্কার করেছেন? পৃথিবীতে কোরানের বয়স কত আর আগুনের বয়স কত ? কোরান নিয়ে বাড়াবাড়ি আর মিথ্যাচারের কারণেই বোধহয় হরহামেশাই আগুনে কোরান পুড়ছে।

তেমনি আদিম পৃথিবীর কোনো এক মহান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলো লোহা, এবং তাকে কাজে লাগিয়ে প্রভূত উন্নত করেছিলো তার সেই সময়কার সমাজের এবং উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গিয়েছে আজকের সভ্যতার। কিন্তু কোরানের সুরা হাদীদে বলা হচ্ছে: 'আমি অবতীর্ণ করেছি প্রচুর লৌহ যাতে রয়েছে প্রচুর শক্তি ও মানুষের কল্যান'। (মুফতী মতিউর রহমান, অনলাইনে ইসলাম প্রচার, দৈনিক যুগান্তর, ২৫/৬/২০০৫।)। তাই যদি হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি তো সর্বজ্ঞ, লৌহ যদি তুমি অবতীর্ণ করে থাকো, তাহলে তো অন্য শ'খানেক মৌলিক পদার্থও অবতীর্ণ করেছো। কোরানে তাদের কথা বললে না কেন? আর তাদের ব্যবহার ও ধর্ম যদি একটু বলে দিতে, তাহলে তো বিজ্ঞানীদের এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সেসব বিষয়ে জানতে হতো না। নাকি হযরত মুহম্মদের সময় লৌহ সম্বন্ধেই লোকজন বেশি জানতো এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে

জানতো না? তাই বোধহয় হযরত মুহম্মদ এই সূরার মাধ্যমে লৌহের কথাই বলেছেন , অন্য মৌলিক পদার্থের কথা বলতে পারেন নি।

এটাই সত্য ও স্বাভাবিক যে, মানুষ যা জানে তার পক্ষে তা-ই বলা সম্ভব। যা জানে না, তা সে বলবে কীভাবে ? অন্য মৌলিক পদার্থগুলোর কথা সেই সময়ের আরবের লোকজন যেমন জানতো না, তেমনি জানতো না হযরত মুহম্মদও, সেই সাথে আল্লাহও! আবার আল্লাহ নাকি সর্বজ্ঞ!

- **Joy_1484**
  maaarhaaaba...........
-
  দাঁড়িপাল্লা (গুমর ফাঁক)
  • 3 years ago
  ভালোই লিখেছেন। চলতে থাকুক...
-
  লাইট ম্যান
  • 3 years ago
  লিখতে থাকুন।
-
  আরিফুর রহমান
  হাহাহ.. দিসেন তো ফাটাইয়া
  ঠোঁট কাটা বন্ধু
  চমৎকার লিখেছেন। আপনার কাছ থেকে নিয়মিত এমন শানিত বক্তব্য চাই।
  হৃদয়াকাশ ঠোঁট কাটা বন্ধু
  নিয়মিত লেখার আশা করছি। ধন্যবাদ
-
  বাঙ্গালী
  • 3 years ago

ভালো লাগলো খুবই... চলুক...

বক ধার্মিক

• 3 years ago

খুবই চমৎকার লেখা ।
কোরান গবেষণা করেই নাকি বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন -আমি অনেককেই এরকম কথা বলতে শুনেছি । অবাক হয়ে যাই তাদের মূর্খতা দেখে । একজন জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি ভাবে এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে তা চিন্তাতীত। তাদের মগজগুলো পেট এ আর পায়খানাগুলো মাথায় জমা থাকে মনে হয়।

হৃদয়াকাশ বক ধার্মিক

• 3 years ago
আমার লেখাগুলো একটু বড় হয়, এটা পচারক খুব একটা পছন্দ করেন না । এ নিয়ে একটু শংকায় আছি ।

-
-
ধর্মপচারক Mod হৃদয়াকাশ

পচাইলেন তো পচারকরে :(

- ArundhatiZilee

• 2 years ago

লেখা বড় হলেও বেশ সুখপাঠ্য ।

সমাপ্ত

https://www.amarblog.com/susupto-pathok/posts/174591

অনলি কোরআন থিউরি: সুবিধাবাদী ইসলামিস্ট

তারিখঃ মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৭:৪১

লিখেছেনঃ সুষুপ্ত পাঠক

কোরআন শরীফে এমন অনেক কিছু বলা নাই যা মুসলমানরা পালন করে আসছে। এখন কি বলা আছে আর কি বলা নাই সে লিস্ট বা তর্কে আমি যাবো না। কারণ সেটা চরম এক বিতর্ক সৃষ্টি করবে। এমনিতে কোরআনে রূপক, মূর্ত বিমূর্তর ঠেলায় লেজেগোবরে অবস্থা। তার উপর আছে নয়া নয়া - ধর্ষণকে বলছে এতিম মেয়েদের নিকাহ !অনুবাদের হেপা। হত্যাকে বলছে বকুনি ’র ব্যবস্থাতাদের ! ভারণ পোষনের আয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেইআলোচনাকে আমি ওদিকে নিয়ে যেতে চাই না।

মুসলিম বিশ্বে একটা বাচ্চাও জানে ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ। এখানে গানবাজনা , নাচসিনেমা -নাটক- সব হারাম। সংস্কৃতির এমন কোন শাখা নেই যেটা মুসলিমরা হারাম মনে না করেন। ছবি আঁকা , ভাস্কর্য বানানোর মত মানুষের ক্রিয়েটিভ সব ক্ষমতাকেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। এই যে হা রাম বা নিষিদ্ধ এসব কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম জানে এবং এগুলো তাদের মজ্জাগত। বিধর্মীরাও জানে মুসলিমরা এসব বিষয়ে খুব রক্ষণশীল। যদিও মুসলিমদের মধ্যে এসবের চর্চার কোন কমতি নেই। যেমন মদ খাওয়া। পাকিস্তানী ক্রিকেটাররা ইংলেন্ডের ম্যাচ সেরা হওয়ার পর ঐতিহ্য হিসেবে শ্যামপেন গিফট দেয়ার রেওয়াজ আছে, তারা কখনো সেটা প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে গ্রহণ করবে না। আরবে কেউ প্রকাশ্যে মদ গিলতে পারবে না। কিন্তু এই পাগলা পানির দেখলে তাদেরই বেশি লালা ঝরেযাক ! সেসব কথা।

মেয়েদের কঠর পর্দার ব্যাপারে, নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ে দুনিয়ার সব মুসলমানই অবগত আছে। ইসলাম কখনোই নারীপুরুষে সাম্যের কথা বলে নাই। অন্তত মুসলিম বিশ্বর সাধারণ - বুটেড-শার্ট আর স্যুটেড-বিশ্বাস তা। মুশকিল হচ্ছে প্যান্ট, ক্লিন সেভড ইসলামিস্টদের নিয়ে। যারা আজকাল হাদিসও মানেন না। যারা কথা উঠলে হেফাজতীদের অশিক্ষিত মোল্লা মুসল্লি বলে হেয় করেন। জামাতকে ইসলাম বিক্রেতা বলে অভিহিত করেন। তারা হাদিসে উটের মুতে মহাঔষধ আর সূর্য আল্লার আরশের নিচে গিয়ে ঘুমায় শুনলে লজ্জা পান। তারা কোরআনের মধ্যে ব্লক হোলের থিউরী পান যেটা ১৪০০ বছর আগেই কোরআনে দেয়া ছিল। একটাও বড়ই আফসোসের কথা ইসলামের) যাই হোক (!বুজর্গ লোক ধরতে পারলো না এতকাল থিউরিটা , ইসলামের শত্র”রা যখন এইসব নিয়ে হাসি তামাশা করে তখন তাদের বুক কলিজা জ্বলে যায়। নবীর কমনসেন্স নিয়া যার পর নাই হতাশ হন। হাদিসে পাতার পর পাতা যে নবীরে দেখা যায় তা আজকের যুগের আধুনিক শিক্ষিত ইসলামিস্টদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। তাই অনলি কোরআনকোরআন ব্যতিত আর কিছু নয়। !

সত্যি সত্যি যদি তাদের ধর্মের আধুনিক ব্যাখ্যার প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্য হত বলার কিছু ছিল না। সেটা একদিক থেকে ধর্মের যুগোপযুগী সংস্কার বলেই ধরে নিতাম। ধর্ম অনড় স্-থীর। তাই নতুন যুগের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত অনিবার্য। সেই হিসেবে কেউ যদি ধর্মের সংস্কারে নামেন সেটা কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ধর্মের পীড়ন থেকে বাঁচার পথ খুলে দিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের উদ্দেশ্য মোটেই সেরকম নয়। মানুষের জন্য ধর্ম নয় , ধর্মের জন্য মানুষ, ধর্মকে ডিফেন্স করার সময়ই কেবল সুবিধা

মত এই অনলি কোরআন প্রয়োগ করে থাকেন। আপনি কখনোই শুনবেন না ইসলামের সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাব, নবীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রতিভা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিয়ে তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলেছে। যখনই কোথাও কোন ইসলাম সমালোচনাকারী এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছে তখনই কেবল তারা অনলি কোরআন নিয়ে হাজির হয়েছেন। ডিফেন্স করেছেন যে এইসব কোরআনে নেই, পারলে কোরআনে আছে তার প্রমাণ দেখান। কিন্তু সারা মুসলিম বিশ্ব কিন্তু এসব জানছে এবং মানছে। তাতে তাদের কোন চিত্ত বিকার নেই। গ্রামগঞ্জে নারী যখন ফতোয়ার শিকার হয়েছে তখন তারা একবারও বলেছে এসব ইসলামে নেই? এদেশে যারা ফতোয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলেন তারা কেউ সে অর্থে "ইসলামিস্ট" নন। যারা ফতোয়া বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন তাদের কাফের মুরতাদ আখ্যায়িত করা হয়েছিলেন ইসলামিস্টদের পক্ষ হতে। এই ইসলামিস্টরা কিন্তু কখনোই আগ বাড়িয়ে বলতে আসেনি যে ইসলামে এসব নেই। ফতোয়াবাজী বন্ধ কর এই দাবীও তারা কখনো করেনি। কারণ তারাও ফতোয়াবাজীর পক্ষে। কোরআনের জিহাদী আয়াতের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। এই আধুনিক মুসলিমরা যখন শয়ে শয়ে জঙ্গি দলে ভরে গেলো দেশ তখন একবারও এসবের প্রতিকারে এগিয়ে আসেননি। যখন ইসলাম সমালোচনাকারীরা কোরআন থেকে আয়াত তুলে ধরে দেখাতে লাগলো যে এগুলোর মূল উৎস হলো এখানেই তখনই তারা জিহাদ মানে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। যখন জাকির নায়েক নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য প্রচার করে কখনো কেউ শুনেছেন কোন ইসলামিস্ট জাকিরের সমালোচনা করেছেন? যখন তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষীরা জাকিরকে কোট করে ইসলামকে সমালোচনা শুরু করে তখনই কেবল জাকির নায়েক ইসলামের ভুল ব্যাখা দিচ্ছেন বলে তারা দাবী করেন। প্রখ্যাত তেঁতুল তত্ত্বের জনক আলেম শিরোমনি আল্লামা শফি হুজুর জীবনের এতগুলো বছর ওয়াজ নছিয়ত করে গেলেন , কোনদিন কোন ইসলামিস্ট নিজ উদ্যোগে তার সামান্য সমালোচনা করলেন না, অথচ যখন ব্লগে ইসলাম সমালোচনাকারীরা শফিকে তুলোধুনো করলো , দেখালো যে শফির কথার প্রতিধ্বনি কোরআন হাদিসে পাওয়া যায় তখনই তারা বিনা দাওয়াতে আগ বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, এগুলো শফির ব্যক্তিগত মতামত, এর সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই। অথচ বছরের পর বছর এই ওয়াজ চলেছে কিন্তু কোন ইসলামিস্ট শফিকে থামাতে আসেননি। ধর্ম রক্ষার কথা তখন তাদের মনে আসেনি। কিন্তু যখনি ইসলামের সমালোচনায় এগুলোকে টেনে আনা হয়েছে তখনই কোরআন থেকে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে ইসলামের সঙ্গে শফি বা তালেবানের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের মতলব কিন্তু খুব পরিস্কা র। কি তারা চায় বুঝতে কষ্ট হয় না।

আবহমানকাল ধরে মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসের মধ্যে সমস্ত রকম সৃষ্টিশীল কাজকে গুনাহ চোখে দেখে আসছে। শিল্পী সত্তাকে তারা শয়তানের দাসত্ব বলে বিশ্বাস করে আসছে। নারীর সব রকম নেতৃত্বকে হারাম বলে জোর প্রচার চলল শত শত বছর ধরে তখন তারা দীর্ঘ শীতঘুমে পরে রইলেন । এখন যখন এসবকে সমালোচনা করা হচ্ছে তখন ইসলামকে ডিফেন্স করার জন্য গলাবাজী করে বলছে এসব কোরআনে নেই। নবীর মৃত্যুর ২০০বছর পর লিখিত হাদিসের কোন বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। কিন্তু ২৫০- নিজেরা কখনো মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে খন্ডন করতে এগিয়ে আসেননি। হাদিস নিষিদ্ধের দাবী করেননি। তালেবানী শাসন দেখেও কোন ইসলামিস্ট ক্ষুব্ধ হননি। বরং আমেরিকা তালেবান হটানোর যুদ্ধে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' তকমায় তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এদের আসলে শফি, বাংলা ভাই, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, হিজবুর তাহরিরসহ আন্তর্জাতিক যত জঙ্গি সংগঠন আছে

তাদের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার মত কোন নৈতিক কারণ নাই। এরা এই জঙ্গি দলগুলোর কাঁধে বন্দুক রেখে ইসলামি বিপ্লবের খোয়াব দেখে। একই কারণে হেফাজতের জামায়েত দেখে এরা খুশি হয়েছিল। আবার এই জঙ্গি সংগঠনগুলোর কর্মকান্ডে জনসাধারণ যদি প্রশ্ন তোলে তো খুব সহজেই বলা যাবে, এসব কোরাআনে নেইকোরআনে কেউ স্পষ্ট করে এসব কিছু দেখাতে পারবে না। এক টিকিটে দুই ছবির ! প্রয়োজনে ইসলামকেও বিতর্কিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো গেলো !মত মজা, আবার এইসব ধ্যানধারনা প্রয়োগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের এসিড টেস্টও হয়ে গেলো। বিরুপ প্রচারণায় বলা যাবে, কোরআনে পরিস্কার কেউ এসব দেখাতে পারবে না।...

অনেক কিছুই যে কোরআনে স্পষ্ট করে দেখাতে পারবে না তাতে কোন সন্দেহ নাই। ইসলামে এত যে ফ্যাকড়া সে তো কোরআনের জন্যই। কোরআনকে কে সঠিকভাবে আর সর্বজনীনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে? কার ব্যাখ্যায় সর্বজনীন স্বীকৃতি মিলবে ? হাদিস না হয় মানলেন না, শুধু কোরআন রেখে, তাতেও রফা হবে? না হবে না। পারবেন শুধু সুবিধাবাদী গেইম খেলতে। কিন্তু কতদিন ? গত দশ বছরে যা হয়েছে ইসলামকে নিয়ে, ইসলামের ১৪০০ বছর গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। মাথা তো খারাপ হবেই!

মন্তব্যসমূহ

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৮:০১ তারিখে ভূত নগরের পেত্নী বলেছেন

আবারো এটম বোমা ফাটালেন ভাইয়া! হা হা হা

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৮:৪৭ তারিখে হাসিব হায়াত বলেছেন

emne dat kelay hasar ki ache? se boma fataite jane ? shobdo kore bayu charse r ki !

setuscorpion@gmail.com

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:১৯ তারিখে হাসমত বলেছেন

ভূত নগরের পেত্নী

এটম বোমা না আমার বালের বোমা ফাটাইছে তর মার হাওয়ার উপর।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২০:৪৯ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

হাসমত, ভাল মত বাংলাটাও লিখতে পারিস না। তোদের বুকে জ্বালা ধরছে বুঝতে পারি। এভাবেই জ্বলবে। কিন্তু পাল্টা কিছু বলার তোদের কিছু নাই। আমার কথাগুলো যে সত্য এটাই এ থেকে প্রমাণ হয়।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:১০ তারিখে ভূত নগরের পেত্নী বলেছেন

মুসলিমরা আর কিছু পারুক না পারু ক চোরের মতো ফেইক নিক দিয়ে স্ল্যাং দিতে পারে। তর মার মতো সবরে পাইলি নাকি?

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২০:৪৭ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ভুত নগরের পেত্নী, পড়েছেন যেন ভাল লাগছে। আপনাদের কথা ভেবে মনে আশা জাগে। সুদিন আসবেই।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৮:৪৫ তারিখে হাসিব হায়াত বলেছেন

susupto chagol,quraner ebong hadiser kothay gan niseddho kora hoyeche tar ekta reference dao. ami kintu refarence dekhate parbo.. borong ekta na 4 - 5 tao sohi hadis diye. soyong nobijir samnei gan kora hoyeche ebong tini manao koren nai. bokhari, muslim, tirmiji, abu daud, ghete deikho kobita, golpo gan bajna ei sob kichu islame jayej. just oshlilota birodhi hoite hobe. creative kaj islam mana korena borong utsahito kore.... r apni apnar ma , bon, bou der nengta hoye cholte dite interested thakleo amra kintu interested na... cz amra nijerao ta kori na ..

setuscorpion@gmail.com

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২০:৫২ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

হাসিব হায়াত, ছাগুর বাচ্চা, কিতাবে কি লেখা আছে তারচেয়ে বড় কথা ইসলামিক বিশ্ব কি বিশ্বাস ও ধারন করে। এটাই পোস্টের বিষয়বস্তু। পোস্ট পড়ছ নাই ...পোলা!

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৮:৪৫ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

যেহেতু কোরানই বলেছে কোরান ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ (হাদিস) না মানতে , তাই হাদিস যারা মানে না-তারাই রাসুলের মূল আদর্শের সাথ আছে।

মূলতঃ আপিন কোরানের কাছে কি চান?সটা একটু খোলসা করুন।

কাঁঠালের গায়ের কাঁটা ও আঠা দেখে যারা ধারনা করে কাঠাল খাওয়ার যোগ্য ফল নয় ও মাকাল ফলের সুন্দর চেহারা দেখে যারা তাকে খাওয়ার যোগ্য সুস্বাদু ফল মনে করে, এবং কোনদিন তাহা না খেয়েই দেখা ধারণা মতোই বিশ্বাস, মত প্রকাশ ও মন্তব্যকারীকে আপনি কেমন মনে করেন?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৮:৫৩ তারিখে হাসিব হায়াত বলেছেন

সত্য সহায়।গরুজী।। ami kisui mone kori na. cz apnader moto eto big size er pondit ami na... ami sudhu bujhi pecha diner alo te chokhe dekhe na tai tar kache ondhokar e alo. r gorur samne mangsho dile lav tai ba ki ? se khaite pare....? faltu joto sob...

setuscorpion@gmail.com

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:০৭ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

হাসিব হায়াত সাহেব-

আমি কিন্তু আপনাকে বলিনি। আমি বলেছি লেখককে।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২০:৫৪ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ইজ্জত আলী সাহেব, বুঝায় যাচ্ছে পোস্ট ঠিক মত পড়েন নাই। পড়লে আমাকে বোকার মত এই পশ্ন করতেন না।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:০১ তারিখে সত্য সন্ধানী বলেছেন

আমি কি আপনাকে একটা ওয়েব সাইটে আমন্ত্রন জানাতে পারি? যদি এই সাইটের সবগুলি অধ্যায় শেষ পর্যন্ত পড়তে পারেন (অনেকেই প্রথম অধ্যায়ের পর আর অগ্রসর হতে পারে না!) তাহলে হয়ত একটা ভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে ইসলামকে দেখার ও বোঝার সুযোগ পাবেন। সেখানে সব ধারার ইসলামপন্থীদের ঐক্যের একটা ভিত্তিও দেখান হয়েছে। আপনার কি এই লেখাগুলি পড়ার সময় হবে? এখানে দেখুন: মহাসত্যের পরিচয়

ধন্যবাদ

****

আসুন জানি মহাসত্যের পরিচয়, মুক্ত হই ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষ থেকে

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২০:৫৭ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

সত্য সন্ধানী, আমি আপনার সাইটে গিয়েছি, কিন্তু ওখানে রেজিস্টেশন করা লাগে। সে জন্য ঢোকা হয়নি।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৫:৩৭ তারিখে সত্য সন্ধানী বলেছেন

হ্যা আরো অনেকেই রেজিস্ট্রেশনের ভয়ে ঐ সাইটের প্রথম পাতা থেকেই বিদায় নিয়েছে! ব্যাপারটা হতাশাজনক হলেও একেবারে খারাপ না। অনাগ্রহী ব্যাক্তিকে জোর করে কিছু জানানো সম্ভব নয় - তাই না?

তবে রেজিস্ট্রেশনকে ভয় পাওয়ার কারণ যদি হয় ব্যাক্তিগত তথ্য প্রকাশ হওয়া, সে ভয় কিন্তু একেবারেই অমুলক। রেজিস্ট্রেশনে কোন ব্যাক্তিগত তথ্যই চাওয়া হয় নাই। শুধুমাত্র ইমেইল এ্যাড্রেস চাওয়া হয়েছে নিক ও পাসওয়ার্ড পাঠানো র জন্য - কারণ আমরা এগুলো খুব দ্রুত ভুলে যাই। তবে আপনি চাইলে ভুল ইমেইলও দিতে পারেন - ইমেইল এ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের ঝামেলা নাই। সেক্ষেত্রে নিক ও পাসওয়ার্ড মনে রাখার দ্বায়িত্ব আপনার।
****
আসুন জানি মহাসত্যের পরিচয়, মুক্ত হই ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষ থেকে

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:০১ তারিখে হাসমত বলেছেন

আপনার কথায় এতদিনে আমি যা বুঝলাম, তা হলো পৃথীবি কোন ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থই ভালো না। এবং সব সময় আপনার আলোচনাই হলো ধর্মের ভালো না বিষয়ে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখলাম না কি ভালো সে বিষয়ে একটা পোষ্ট করতে।

একটা প্রবাদ আছে- মৌমাছি গু এর উপরে বসলেও মধু সঞ্চয় করে ও মাকড়সা মধুর উপরে বসলেও বিষ সঞ্চয় করে।

আমি কিন্তু আপনার বিষয়ে অনেক কথা বলতে পারি, যাহাতে প্রমাণ হবে আপনি, নোংরা মনের, জারজ, রাস্তায় বেওয়ারিশ জন্ম, ওখনও কোনই চাল চুলো নাই, পরের উপর নির্ভর করে জীবণ চালাতে যা বলতে হয় তাই বলছেন। আর আপনার বাবার ও সাধ্য থাকবে না যে, আমার একটা কথাকে আপনি ব্লগে বসে মিথ্যা প্রমান করা। তাতে কি আমি অনেক বড় জ্ঞানী ও ভালো কিছু দিতে চাই বলে ব্লগাররা মনে করবে?

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:০৭ তারিখে হাসিব হায়াত বলেছেন

era kotha bujhte jaiyen na..waste of time . borong parle ere kichu bujhan..
setuscorpion@gmail.com

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:০৩ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

হাসিব হায়াত, ...পোলা বুঝতে চায় না যখন তখন ব্যা ব্যা করতাছত ক্যান ?
পোস্টের কোথায় মিথ্যা আছে লাইন বাই লাইন দেখা। বেহুদা প্যাচাল পারবি না!

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:০১ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

হাসমত,

আমি কিন্তু আপনার বিষয়ে অনেক কথা বলতে পারি, যাহাতে প্রমাণ হবে আপনি, নোংরা মনের, জারজ, রাস্তায় বেওয়ারিশ জন্ম, ওখনও কোনই চাল চুলো নাই, পরের উপর নির্ভর করে জীবণ চালাতে যা বলতে হয় তাই বলছেন। আর

আপনার বাবার ও সাধ্য থাকবে না যে, আমার একটা কথাকে আপনি ব্লগে বসে মিথ্যা প্রমান করা।

আপনার মাথা কি ঠিক আছে? কম্পিউটারের সামনে না বসে ভেসিনের নিচে গিয়ে মাথা দেন গিয়া! কাকে কি বলছে আবল-তাবল? আমার পোস্টের কোথায় আপনার আপত্তি বলেন। আপনার যুক্তি দেখান। আমাকে মিথ্যা প্রমাণ করুন।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:৪৬ তারিখে রানা বলেছেন

গ্রামগঞ্জে নারী যখন ফতোয়ার শিকার হয়েছে তখন তারা একবারও বলেছে এসব ইসলামে নেই?

বলেনি।আন্তর্জাতিক,স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য অপেক্ষায় ছিলো।

বছরের পর বছর এই ওয়াজ চলেছে কিন্তু কোন ইসলামিস্ট শফিকে থামাতে আসেননি। ধর্ম রক্ষার কথা তখন তাদের মনে আসেনি।

তখন তাঁরা অনলাইনে মুরতাদ,নাস্তিক খুঁজছিলেন।শান্তির বাণী দিচ্ছিলেন ঘরে বসে।

তার উপর আছে নয়া নয়া অনুবাদের হেপা। হত্যাকে ব লছে বকুনি! ধর্ষণকে বলছে এতিম মেয়েদের নিকাহ'র ব্যবস্থা! তাদের ভারণ পোষনের আয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা একটু দেখতে চাই।লিঙ্ক দিয়েন তো ,পাঠক ভাই-যদি থাকে।

লেখা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই ,অন্য একটা বিষয় বলি।ভণ্ডবাবা, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ধর্মত্যাগ করতে চাওয়া স্টান্টবাজ বা কপিপেস্ট করে বেড়ানো পাগল-ছাগলের সাথে আলোচনায় লাভ হবে না,উল্টো আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে।তাদের উদ্দেশ্যও তাই থাকে।

যাদের ভালোভাবে আলোচনার ক্ষমতা আছে যেমন-ফারুক ভাইয়ের,তাঁর সাথে আলোচনা করেন।

ধান্দাবাজদের পোস্টে আর সময় নষ্ট করতে যাবই না,ঠিক করেছি।

....

মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:১০ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

রানা,

এটা একটু দেখতে চাই।লিঙ্ক দিয়েন তো ,পাঠক ভাই-যদি থাকে।

এই ব্লগেই অনেক ইসলামিস্ট কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের ঘটনাকে এভাবে তাদের লেখায় উপস্থাপন করেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে খুঁজে খুঁজে রেফারেন্স দিতে পারছি না ভাই।

ভণ্ডবাবা, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ধর্মত্যাগ করতে চাওয়া স্টান্টবাজ বা কপিপেস্ট করে বেড়ানো পাগল-ছাগলের সাথে আলোচনায় লাভ হবে না,উল্টো আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে।তাদের উদ্দেশ্যও তাই থাকে ।

ভাল কথা বলেছেন। মনে থাকবে।

যাদের ভালোভাবে আলোচনার ক্ষমতা আছে যেমন-ফারুক ভাইয়ের,তাঁর সাথে আলোচনা করেন

মনে ধরেছে। হ্যাঁ, তাঁদের সঙ্গে অনেক কিছু জানা যায়।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৭:৩১ তারিখে আকাশ মালিক বলেছেন

@ সুষুপ্ত পাঠক,

এ কী করলে সুষপ্ত? যাকে বলে একদম hit the bull's-eye মাথা খারাপ করে দিলে অন্ধ ভন্ডদের। ওরা প্রমাণ চায়, হাদিস দেখতে চায়? দেখাও-

এখানে-

এবং

এখানে-

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৮:০২ তারিখে আকাশ মালিক বলেছেন

@ সুষপ্ত,

মিউজিক নিয়ে সহিহ বোখারি শরিফ দেখো-

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০০ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

মালিক ভাই, ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই না। আর ফরমালিটি সম্পর্কও বোধ করি আমাদের মধ্যে না। কেমন আছেন? যে লিঙ্কগুলো দিয়েছেন আশা করি কৌতূহলীরা তাদের কৌতূহল মেটাতে পারবে। আসলে যারা লিঙ্ক চায় তারা আসলে অকারণ ত্যানা প্যাচায়। সবই জানে, তবু সময় ক্ষেপন।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ১৯:৫২ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

দয়া করে বলবেন-হাদিসের কোথায় আছে যে গান হারাম ও কোরানের কোথায় আছে যে গান হারাম?

সত্য সহায়।গুরুজী।।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:১৪ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ইজ্জত আলী সাহেব, কি আশ্চর্য, পোস্ট পড়েন নাই? আমি তো সে কথাই বলছি। কোরআনে কি লেখা আছে তার চেয়ে বড় কথা তামাম মসলিম বিশ্ব এসব তাদের ধর্মের নির্দেশ বলে মানে। কই কখনো তো এসবকে খন্ড করার জন্য চেষ্টা চালান নাই? ভাস্কর্য তৈরি বা ছবি আঁকা কোরআনে নিষেধ থাক বা না থাক কেন মুসলিমরা বিশ্বাস করে এসব হারাম ? আপনি কি মনে করেন? হারাম মনে না এসবেরর বিরুদ্ধে প্রচার কোথায়?

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২২:০৬ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

সুষুপ্ত পাঠক সাহেব-

যদি তাই হয়, তাহলে কোন কোন ইসলামি রাষ্ট্রে রেডিও ও টেলিভিশনে গান বাজনা হয়না?

যারা বলে গান বাজনা হারাম তোরান না সানা দল ও সংখ্যা লঘু ধর্ম ব্যবসায়ী। এই রকম তথ্য দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারবেন

বলে,আমি বাশ্বাস করি না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২২:২৯ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ইজ্জত আলী সাহেব, পাকিস্তানী ক্রিকেট খেলোয়ারদের উদাহরণ এজন্যই দিয়েছি। আমি একবারও বলি নাই ইসলামী দেশে এসব নিষিদ্ধ। বলেছি, মুসলিমরা বিশ্বাস করে এসব তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। এরপর নিশ্চয় বুঝতে পারবেন কি বলতে চেয়েছি পোস্টে।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২২:৪৩ তারিখে ইজ্জত আলি বলেছেন

সুষুপ্ত পাঠক সাহেব-

যদি তাই হয়, তাহলে কোন কোন ইসলামি রাষ্ট্রে রেডিও ও টেলিভিশনে গান বাজনা হয়না?

যারা বলে গান বাজনা হারাম তারা কোরান না মানা দল ও সংখ্যা লঘু ধর্ম ব্যবসায়ী।সাধারণ মুসলিমরা যদি তাদের কথাকে সত্য মনে করতো বা তাদের কথা মত চলতো- তাহলে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে রেডিও, টেলিভিশনে নাচ, গান ও বাজনা হতো না।

এই রকম ভূয়া তথ্য দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রন্ত করতে পারবেন বলে,আমি বাশ্বাস করি না।

সত্য সহায়।গুরুজী।।
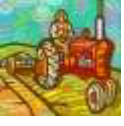
মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:০৫ তারিখে ফারমার বলেছেন

মুসলিম বিশ্বে একটা বাচ্চাও জানে ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ। এখানে গানবাজনা , নাচ-নাটক-সিনেমা সব হারাম। সংস্কৃতির এমন কোন শাখা নেই যেটা মুসলিমরা হারাম মনে না করেন। ছবি আঁকা, ভাস্কর্য বানানোর মত মানুষের ক্রিয়েটিভ সব ক্ষমতাকেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামে। এই যে হারাম বা নিষিদ্ধ এসব কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম জানে এবং এগুলো তাদের মজ্জাগত।

মনে হচ্ছে, এই স্টেইটমেন্টগুলো সঠিক নয়: আরব বিশ্বে গান, বাজনা, নাচ, শিল্প সবই চালু আছে।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২২:৩৪ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ফারমার, আমি এটা বলতে চাই নাই যে এগুলো আরব বিশ্বে নিষিদ্ধ। বলেছি মুসলিমরা বিশ্বাস করে এগুলো তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ মনে করেও তারা এসব করে। যেমন যে কোন মুসলিম অভিনেতা বা অভিনেত্রী অভিনয় করাকে পাপ মনে করেও তো করছে! আর সৌদি আরবে সিনেমা হল আছে কিনা আমি জানি না। ভাস্কর্য গড়া হয় কিনা সেখানে জানি না।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:৩০ তারিখে আমি-বাঙালী বলেছেন

মহান স্রষ্টার বাণী সম্পর্কে তো আপনি বিশেষ অজ্ঞের মত অনেক ফলতু কথাই বললেন।
আচ্ছা ভাই, আপনি কি আদৌ নিজে বুঝে কখনো এই মহাগ্রন্থ পড়ার চেষ্টা করেছেন? নাকি অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনেই চিতপাটাং দিয়েছেন? একটু নিজে চেষ্টা করলে ভাল হয় না?

পরে সময় মত আলাপ হবে- কেমন

হুম- আরব বিশ্বে গান, বাজনা, নাচ, শিল্প সবই চালু আছে।

এই গানগুলো শুনেছেন কি?

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২৩:০২ তারিখে হেলেনা পাশা বলেছেন

@ আমি বাঙালি.....................................

মানুষ এখন বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের " Theory Expanding Universe" এর উপর গবেষণা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আপনি বলছেন কোরানের মত চটি পুস্তক পড়ে তা বুঝতে কষ্ট হবে!! তো , আপনার মত এই মুসলমানরা প্রতিদিন ভনভন করে এই মহাগ্রন্থ!! বুঝে পাঠ করে কি অর্জন করেছেন ? বোমাবাজি, নারীর পর্দা ইঞ্চি ইঞ্চি করে মাপা, লাদেন স্টাইল সুন্নতি দাড়ি এই তো অর্জন? নয় কি??

গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভলগার রুপ দেখেছি,

আর অটোয়া থেকে অষ্ট্রিয়া হয়ে প্যারিশের ধুলো মেখেছি...............

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২৩:১৪ তারিখে আমি-বাঙালী বলেছেন

@Helena Passa

একটু জেনে বুঝে তারপর বড় বড় কথা কইলে ভাল হয়-

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২৩:৫০ তারিখে হেলেনা পাশা বলেছেন

@ আমি বাঙালি..

ভাইজান, আল্যাপাক আল কোরানে কইসে- "আমি কোরানকে সহজ কইরা দিসি যাতে তোমরা বুঝতে পারো" , তো পাককোরান বুঝার জন্য আপনার ঐসব কুফরি ইংলিশ লেখা পড়তে হবে ক্যান ?
গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভলগার রুপ দেখেছি,
আর অটোয়া থেকে অষ্ট্রিয়া হয়ে প্যারিশের ধুলো মেখেছি...............

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০২ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন
হেলেনা, ভাল বলেছেন।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২১:৪১ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন
আমি বাঙালি, বলছি মুসলিম বিশ্বে এইরকম বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কিন্তু আপনার মত ইসলামিস্টরা কখনো এগুলো নিয়ে কথা বলেন না। এই পোস্টে আমি কোথায় বলি নাই কোরআন-হাদিসে এগুলো আছে বা নাই। ইচ্ছা করেই দেই নাই। কারণ আমি লিখতে চেয়েছি মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসগুলো যা আপনার মত ইসলামিস্টরা কোরআনে না থাকলেও সমাজে চালু থাকলে আপত্তি নাই। একারণেই বোধহয় আঁতে ঘা লাগলো। হ্যাঁ, সময় হলে অবশ্য আপনার লিঙ্কগুলোতে গিয়ে দেখে আসবো।

মঙ্গলবার, ২২/১০/২০১৩ - ২৩:৫২ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন
সমগ্র ইসলামী বিশ্ব ও আমাদের দেশের দিকে ভাল ভাবে দেখলেই েই পোস্টের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে । শুধু মাত্র রাজাকারের বিচার চাওয়ার কারনেই যে

ধর্ম ও ধর্মীয় নেতারা বিচার প্রার্থীদেরকে নাস্তিক বানাতে পারে সাথে সাথে সেই নাস্তিক হওয়ার ভয়ে সবাই বেশ তটস্থ থাকে তাদের ধর্ম ও ধর্মিয় চেতনাকে করুনা করা ছাড়া আর কিইই বা করার আছে ।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০৩ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

মূর্খ চাষা, দারুণ! আপনার সব কমেন্টগুলোর জন্য।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০০:০৬ তারিখে অকুল পাথার বলেছেন

এই নিবন্ধে দেখলাম বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে খালি গান বাজনা নিয়ে ফালতু প্যাচাল পাড়ল কতিপয় ইসলাম প্রচারকারী। তার কারনও সহজ বোধ্য। গান বাজনার বিষয় নিয়ে কোরান বা হাদিসে সরাসরি বক্তব্য নেই্। যে বক্তব্য আছে তা ভাসা ভাসা এবং স্ববিরোধী। একটা হাদিসে হয়ত আছে মোহাম্মদ কোন এক জায়গাতে গান হচ্ছিল তা থামায় নি , অন্য যায়গাতে আছে গান গাইতে অনুসাহিত করেছে। যাহোক , নানা বিষয় অবলোকন করে ইসলামী মোল্লারা অবশেষে ফতোয়া দিয়েছে শুধু মাত্র ইসলামী গান করা যাবে যাদেরকে আমরা বলি - হাম ও নাদ আর সেটা গাইতে হবে বাদ্য যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া। দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশে সেটাই সবাই জানে , মানে ও বিশ্বাস করে। এর বাইরে বাদ্য যন্ত্র সহকারে যে গান বাজনা চলে তাকে বেদাতী কারবার হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ইসলামী দলগুলো একে হারাম কারবার হিসাবে ঘোষনা করে তা যাতে হতে না পারে তার জন্যে আন্দোলন সংগ্রাম করে। যেমন বাংলাদেশে যে ব্যান্ড বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সিনেমার গান সবগুলোই সেই হারাম কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুনাফিক বাঙ্গালীরা এসবের ধার ধারে না , তারা সে সব গান উপভোগ করে। তার অর্থ এটা না যে ইসলাম সেটাকে বৈধ করেছে। যাহোক এই বিষয়ে একটু ফাক ফোকর থাকাতে ইসলাম প্রচারকারীরা বাঘের মত হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ে শুধু এই একটি বিষয় নিয়ে ধানাই পানাই কথা বার্তা বলে যাচ্ছে।

তাদেরকে জানান যাচ্ছে যে - সৌদি আরবে কোন সিনেমা হল নেই আর প্রকাশ্যে সেখানে কোন চলচ্চিত্র দেখান হয় না। কেন হয় না ?

এ পোষ্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বর্তমানে বহু মুসলমান ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে যারা হাদিস মানে না। মনে করে তারা না মানলেও সব কিছু ঠিক হয়ে গেল। হারামজাদাগুলোর পাছায় আচ্ছামত দোররা মারা দরকার। শুয়োরের বাচ্চারা এতদিন কোথায় ছিল ? গত প্রায় বার তের শ বছর ধরে ইসলামের অধিকাংশ নিয়ম কানুন এই হাদিসের ভিত্তিতেই মুসলমানরা পালন করে এসেচে। আর হঠাৎ করে যখন কিছু মানুষ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে হাদিস হলো আজগুবি কিচ্ছার গল্প ছাড়া আর কিছু নয় অমনি খানকির পোলারা জারজের বাচ্চারা বলে তারা হাদিস মানে না। শুয়োরের বাচ্চারা , এখানে বলে যা , হাদিস ছাড়া মোহাম্মদ বলে যে দুনিয়াতে একজন ছিল , তা কিভাবে প্রমান করবি? জারজের বাচ্চারা বলে যা , হাদিস না মানলে ইসলাম পালন করবি কিভাবে? আল্লাহ কি একটা কোরানের কপি সুন্দর ভাবে প্রিন্ট ও বাধাই করে লাওহে মাহফুজ থেকে জিব্রাইল ফিরিস্তার মাধ্যমে মোহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ? বানচোতরা বলে যা , কোরান কোথা থেকে পাইলি আর কেই বা সংকলন করল , কবে করল কিভাবে করল - এসব তথ্য তোরা কোথা থেকে পাইলি ?

কুত্তার বাচ্চারা , তোরা ব্লগে এসে পন্ডিতি চোদাস ? হাজার বছর ধরে তোদের পন্ডিতরা কই ছিল? তারা কেন হাদিসের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে নি ? সদুত্তর দিতে না পারলে তোদের মা বইনরে চুইদা গাঙ বানাইয়া ফালামু কইলাম।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০৪ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

অকুল পাথার,

সৌদি আরবে কোন সিনেমা হল নেই আর প্রকাশ্যে সেখানে কোন চলচ্চিত্র দেখান হয় না।

ধন্যবাদ তথ্যটা দেয়ার জন্য।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০০:৩৬ তারিখে ফারুক বলেছেন

কোরান অনলি নামটি অনেকের মুখে প্রায় গালির মতো শোনায়। অনেক নেক বান্দা তো এদেরকে যিন্দিক (মানে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারি নি) বলেই ঘোষনা দেন । আবার অনেকে তাদের ব্লগে কোরান অনলিদের মন্তব্য গ্রহনযোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন। যেন তারা অস্পৃষ্য। এখন দেখা যাক , কারা এই কোরান অনলি?

কোরান অনলি - এরা কোন দল বা গ্রুপ নয়। এদের কোন গুরু , পির বা ইমাম নেই। এরা যার যার বিচার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী এরা স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী। এরা ভেড়ার পালের মতো দলের নেতৃত্বকে অন্ধ অনুসরন করে না। তাইতো দেখা যায় একি বিষয়ে একেকজনের একেক মত। যেমন 'সালা'র (নামাজ) ব্যাপারে দেখুন। যে যার মতো বুঝে নিয়েছে। নির্দিষ্ট কোন ব্যাক্তির মতকে শিরোধার্য করার মানসিকতা এদের নেই। এরা একমাত্র কোরানকেই , যার যার বুঝ অনুযায়ী , সকল আদেশ নির্দেশের মূল হিসাবে মানে। এরা কি মুসলমান ? অবশ্যই। কারন এরা এক আল্লাহ'য় বিশ্বাসী ও আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করতে নারাজ। এরা মনে করে কোরান আল্লাহর বানী এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও পরকালে মুক্তির জন্য শুধু কোরান -ই যথেষ্ঠ।

ব্লগে লেখার উদ্দেশ্য , অন্যের সাথে নিজের চিন্তা ভাবনাকে ভাগাভাগি করা। আমরা একেকজন স্বতন্ত্র ব্যাক্তি। প্রতিটি ব্যাপারেই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র মত থাকে। এটাই স্বাভাবিক। একারনেই কোরানের আয়াত পড়েও একেকজন একেকরকম মত পোষন করে। এখানেই প্রয়োজন পড়ে অন্যের সাথে চিন্তা শেয়ার করার। ১০ মাথা নিশ্চয় এক মাথার থেকে উত্তম। সাধারন জ্ঞান তাই বলে। যে বিষয়গুলো আমার কাছে অস্পষ্ট , তার উত্তর খুজি অন্যের চিন্তায় , বিভিন্ন বই পুস্তকে। কখনো সফলকাম হই , কখনো না।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। দলবেধে থাকতে পছন্দ করে। বৃহত্তর অংশের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করে স্বাচ্ছন্দবোধ করে , নিরাপদ ভাবে। সে কারনে কেউ পারতপক্ষে সংখ্যালঘু হতে চায় না। কিন্তু ইসলামে বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে পরিস্থীতি উল্টো। আল্লাহর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর আদেশের বিপক্ষে রায় দিলেও গ্রহনযোগ্য নয়। যারা দলগত সংখ্যাগুরু নিয়ে গর্বিত উল্লসিত , তাদের জন্য নিম্নের দুটো আয়াত -

১২:১০৩ আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়।

১২:১০৬ অনেক (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ বেশিরভাগ মানুষ যারা আল্লাহ'য় বিশ্বাসী) মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে , কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।

এখন চিন্তা করুন। আপনি বেশিরভাগ বিশ্বাসীদের দলে অন্তর্ভূক্ত কিনা? মুসলিম হিসাবে আমি সংখ্যালঘু থাকতেই স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদ বোধ করি।

৫৪:১৭ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০৬ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ফারুক,

কোরান অনলি - এরা কোন দল বা গ্রুপ নয়। এদের কোন গুরু , পির বা ইমাম নেই। এরা যার যার বিচার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী এরা স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী। এরা ভেড়ার পালের মতো দলের নেতৃত্বকে অন্ধ অনুসরন করে না। তাইতো দেখা যায় একি বিষয়ে একেকজনের একেক মত। যেমন 'সালা'র (নামাজ) ব্যাপারে দেখুন। যে যার মতো বুঝে নিয়েছে। নির্দিষ্ট কোন ব্যাক্তির মতকে শিরোধার্য করার মানসিকতা এদের নেই। এরা

একমাত্র কোরানকেই , যার যার বুঝ অনুযায়ী , সকল আদেশ নির্দেশের মূল হিসাবে মানে।

একেক জন একেক ভাবে বুঝে নিয়েছে! হায় হায় 😲

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০১:২৭ তারিখে মূর্খ চাষা বলেছেন

ফারুক ভাই,

ছালাম , আপনি অনেক জ্ঞানী । আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন , আশা করি আপনি আমার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিবেন ।

যেহেতু আল্লাহর রাগ, অনুরাগ, ক্রোধ, আক্রোশ, ভালবাসা ও ঘৃনা আছে তাহলে কি আল্লাহ রূপধারী প্রানী ? যদি রূপধারী প্রানীই হয় তাহলে আল্লাহ নিরাকার কিভাবে ?

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৬:০৮ তারিখে ফারুক বলেছেন

মূর্খ চাষা ভাই,

ছালাম। "আপনি অনেক জ্ঞানী" বলে ভবিষ্যতে আমাকে বিব্রত না করলেই খুশি হব। আমি জ্ঞানী নই , শিখছি। বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর , সবার আমি ছাত্র।

দেখুন আল্লাহ তো অনেক দুর , আমরা নিজেরাই কি জানি আমরা কী? আপনি কি জানেন আপনি কে? আমি এখনো জানি না আমি কে , কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় চলেছি?

কোরান থেকে আল্লাহর যে পরিচয় পাই , সেটাই বলতে পারি -

১১২:১-৪ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

৫৪:১৭ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:০৭ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ফারুক,

দেখুন আল্লাহ তো অনেক দুর , আমরা নিজেরাই কি জানি আমরা কী? আপনি কি জানেন আপনি কে? আমি এখনো জানি না আমি কে , কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় চলেছি?

আপনার ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস আছে তো?

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০২:১৭ তারিখে ফেল্টু স্টুডেন্ট বলেছেন

ভাই, ভাল লিখেছেন। কোরান অনলিদের চালাকি ব্লগে সবাই এতদিনে বুঝে যাওয়ার কথা।
অফটপিক: মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী'র "টেলিভিশন" মুভিটি দেইখেন, সেই মুভিটিতে খুব সুন্দরভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের গানবাজনা , নাচ, নাটক, সিনেমা এসব ব্যাপারে মানসিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

বুধবার, ২৩/১০/২০১৩ - ০৯:১০ তারিখে সুষুপ্ত পাঠক বলেছেন

ফেল্টু স্টুডেন্ট, ছবিটা খানিকটা দেখেছি। পড়ার জন্য ধন্যবাদ।

<u>সমাপ্ত</u>

https://www.amarblog.com/valomanus/posts/167796

আ: হাকিম চাকলাদারের কুরান বিষয়ক বিস্ময়কর গবেষণা সূত্র

তারিখঃ রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ১৯:৩৯

লিখেছেনঃ সত্যের সন্ধানী

একটা ব্লগে (নবযুগ) আমাদের স্বনাম ধন্য আ: হাকিম চাকলাদার সাহেব বহুদিন ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাতে কুরান গবেষণা করত : নিচের বিস্ময়কর একটি সূত্র আবিস্কার করেছেন। আমার ধারনা আমার ব্লগে অনেক উচ্চ জ্ঞানী আলেম বিদ্যমান যারা তার এ সূত্রটি খন্ডন করতে সক্ষম। তাই সেটা এখানে সবার সামনে তুলে ধরলাম দেখি কে খন্ডন করতে পারেন।

সূত্রের বর্ণনা --

৮১:১৯إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের বাণী। সূরা তাকবির , ৮১:১৯

৬৯:৪০ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের বানী। সূরা হাক্কা , ৬৯:৪০

৫১:৫০فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সূরা আয যারিয়াত, ৫১:৫০

উপরের ২টি আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোরান নবীর বানী।

৩ য় আয়াতে" **আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"**

এর বক্তা নবী নিজেই। এটা তো আর আল্লাহর বক্তব্য হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এর পরেও কী কোরান আল্লাহর বানী? যেখানে কোরান নিজেই আল্লাহর বানী হওয়াকে খন্ডন করে দিচ্ছে।

(সূত্রটি আ: হাকিম চাকলাদার সাহেবের বিনা অনুমতিতে তবে নিজ দায়িত্বে এখানে প্রকাশ করা হলো)

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ১৯:৫১ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন

৮১ সূরাত বলতে,সূরাত তাকভীর এর উনিশ আয়াত ও ৬৯ সূরাত বলতে, সূরাত হাক্কাত এর ৪০ নম্বর আয়াতের তথ্য, আমাদের গুরুজী সেরু পাগলাই মুক্ত মনা ব্লগে ভব ঘু রের পোষ্টে উপস্থাপন করেছিলেন।সেখান থেকেই হাকিম চাকলাদার তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন।

আয়াত দুটির অর্থ- নিশ্চয় এই কথা সম্মানিত রাসুলের। এই কোরআন নয়।

তাই এই তথ্য হাকিম চাকলাদারের নয়,আমাদের গুরুজী, সিরাজুল ইসলাম (সেরু পাগলার)

আমি মৌলবাদী বলছি।।

মন্তব্যসমূহ

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ১৯:৫০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
তার মানে আপনি বলতে চাইছেন সেরু পাগলা ওরফে সিরাজুল ইসলাম ওরফে বর্তমানকার ইজ্জত আলী এ সূত্রের আবিস্কারক ?

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ১৯:৫৪ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন
জ্বী-আমি তাই বলছি।আর বিশ্বাস না হলে আমি তার লিংক দিতে পারি।

আমি মৌলবাদী বলছি।।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ১৯:৫৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
দেন লিংকটা দেখি। কোথায় সেটা ? আমাদের উচিত কেউ কোন মহা সূত্র আবিস্কার করলে সেটা যেন তার নামেই থাকে। আর বিষয়টা তো আসলেই মহা একটা ব্যপার। না কি ?

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২০:০৬ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন
এজন্য আমাকে কয়েক ঘন্টা সময় দিতে হবে।যেহেতু গুরুজী প্রায় ৮-১০ মাস আগে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।অপেক্ষা করুন।আমি দেখছি।

আমি মৌলবাদী বলছি।।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২০:৫৯ তারিখে জাকির মাহদিন বলেছেন
হাহাহাহা------ শুধু হাসলাম ভাই, কিছু মনে করবেন না।

আজকালকার ছেলেরা বই-পুস্তক পড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ৩ নম্বর পয়েন্টটা আল্লাহরই বাণী। কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে বুঝাই বলুন। এটা আরবী সাহিত্যের বাকশৈলীর সঙ্গে কোরআনের বর্ণনাপদ্ধতির বিশেষ স্টাইল। উত্তরটা যেকোন আরবী সাহিত্যে পারদর্শী কোরআন গবেষকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন।

অথবা এ সম্পর্কে সামান্য পড়েও আপনি কোরআনের বর্ণনাপদ্ধতি খেয়াল করলে নিজেই পাবেন।

এ ধরনের প্রশ্ন আরবীভাষী কোন অবিশ্বাসী করবেন না।

____

"শক্তির অনুভূতি দুর্বলতার প্রমাণ, দুর্বলতার অনুভূতি শক্তির প্রমাণ"।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২২:০০ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
সূরা আয যারিয়াত

35) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।
So We brought out from therein the believers.

36) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি।
But We found not there any household of the Muslims except one [i.e. Lout (Lot) and his two daughters].

37) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি।
And We have left there a sign (i.e. the place of the Dead Sea , well-known in Palestine) for those who fear the painful torment.

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (38
এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।
And in Mûsa (Moses) (too, there is a sign). When We sent him to Fir'aun (Pharaoh) with a manifest authority.

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39
অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ সে হয় যাদুকর , না হয় পাগল।
But [Fir'aun (Pharaoh)] turned away (from Belief in might) along with his hosts, and said: "A sorcerer, or a madman."

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40
অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত।
So We took him and his hosts, and dumped them into the sea, while he was to be blamed.

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41
এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু।
And in 'Ad (there is also a sign) when We sent against them the barren wind;

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46
আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।
(So were) the people of Nûh (Noah) before them. Verily, they were a people who were Fâsiqûn (rebellious, disobedient to Allâh).

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47
আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী।
With power did We construct the heaven. Verily, We are Able to extend the vastness of space thereof.

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48
আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম।
And We have spread out the earth, how Excellent Spreader (thereof) are We!

49) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।
And of everything We have created pairs, that you may remember (the Grace of Allâh).

50) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

আমার এত বেশী আরবী জানার দরকার নেই। উপরের আয়াতগুলো পড়ুন সূরা আয যারিয়াত থেকে। দেখুন ৩৫ থেকে ৪৯ নং আয়াত পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ নিজেকে **আমি** এ সর্বনামে বর্ণনা করছে। কুরানের বানীকে আল্লাহর বানী ধরলে আর সে বানী যদি আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করে তাহলে আল্লাহ নিজেকে **আমি** সর্বনাম হিসাবেই তুলে ধরবে কর্তা হিসাবে, এটাই হলো বিশুদ্ধ ব্যকরণ রীতি। এর পরেই আলোচ্য ৫০ নং আয়াতটা এবার খেয়াল করি --

50) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

পূর্বোক্ত সব বাক্যগুলোতে আল্লাহ নিজেকে **আমি** বলে উল্লেখ করার পর ৫০ নং আয়াতের **আমি** টাও তো আল্লাহ হওয়ার কথা। তাই নয় ? কিন্তু বস্তুত: উক্ত **আমি** হলো মুহাম্মদ যা বাক্যটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব যে এখানে আল্লাহ নিজেই মুহাম্মদকে **আমি** বলে উল্লেখ করবে শুদ্ধ ব্যকরন নীতি অনুযায়ী?

যদি উক্ত ৫০ আয়াতের প্রথম অংশ ধরা হয় যেমন - **আল্লাহর দিকে ধাবিত হও** তাহলে পরবর্তী **আমি** মুহাম্মদই হবে। কিন্তু কথা হলো ৩৫ থেকে ৪৯ নং বাক্য পর্যন্ত আল্লাহ নিজে বর্ণনাকারী হিসাবে নিজেকে **আমি** বলে উল্লেখ করে হঠাৎ করে কিভাবে সে নিজেকে third person singular number হিসাবে **আল্লাহর** বলে উল্লেখ করতে পারে ? এটা ব্যকরণের কোন বিশুদ্ধ ধারা অনুসরন করে হলো ? এখানে বাক্যটি যদি নিম্নরূপ হতো তাহলে কোনই সমস্যা হতো না --

অতএব, আমার দিকে ধাবিত হও। তুমি আমার তরফ থেকে তাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

গোটা কুরানে এরকমই ব্যকরনগত সমস্যা বিদ্যমান। আল্লাহ কখনো নিজেকে **আমি , কখন তুমি , কখন সে** এভাবেই উল্লেখ করেছে অথচ কুরানের বক্তা কিন্তু আল্লাহ নিজেই স্বয়ং , তাই শুদ্ধ ব্যকরন রীতি অনুযায়ী আল্লাহ প্রতিবারই নিজেকে **আমি বা আমার বা আমাদের** এভাবেই উল্লেখ করবে।

আপনার বক্তব্য এখন আরবী ব্যকরনে এ ধরনেরই রীতি চালু। তাই এটা কোন সমস্যা নয়। তাহলে বলতে হবে আরবী ব্যকরণ খুবই অশুদ্ধ। তখন প্রশ্ন উঠবে - আল্লাহ কেন এ ধরনের একটা অশুদ্ধ ব্যকরণ রীতির ভাষায় কুরানের মত একটা চির শ্বাশ্বত কিতাব নাজিল করল যখন সে সময়েই

ব্যকরনের দিক দিয়ে আরও বিশুদ্ধ ভাষা যেমন - ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা ছিল ? আসলে বিষয়টা সেটা নয়। মুহাম্মদ মারা যাওয়ার পর খলিফা ওসমান যখন কুরান সংকলন করে তখনই কুরানের এই ব্যকরণগত সমস্যাটা বোঝা গেছিল। তখন কুরানের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যে ফরমান জারি করা হয় অত:পর আরবী ভাষা কু রানের ব্যকরণ শৈলী অনুসরন করে চলবে। বিগত ১৩০০/১৪০০ বছর সেটাই অনুসরন করা হচ্ছে। সেকারনে আজকে আপনাদের কাছে বর্তমান কুরানের ব্যকরনকে আরবী ভাষার আসল ব্যকরনের রূপ হিসাবে মনে হচ্ছে।

আপনি নিজে একটু বই পড়ুন ,তাহলেই আপনার এসব বিভ্রান্তি কেটে যাবে। আমরা যারা এখানে এসব নিয়ে লেখা লেখি করি, বই পত্র পড়াশুনা করেই লেখি।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২১:০১ তারিখে জাকির মাহদিন বলেছেন
ওহ সরি! সূত্রটি খণ্ডন করছি-

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

____

"শক্তির অনুভূতি দুর্বলতার প্রমাণ, দুর্বলতার অনুভূতি শক্তির প্রমাণ"।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২১:২৯ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন
উক্ত তথ্য যে আমাদের গুরুজীর দেওয়া তা নিশ্চিৎ হতে,দয়া করে এই লিংক টি ঘুরে আসুন।

এখানে গুরুজী হাজি সাহেব নামে লিখতেন।

আর এক মন্তব্যে হাকিম চাকলাদার আপনাকে বলেছিল যে-আমাদের হাজি সাহেবকে আপনি এখনও চিনেন নি।

উক্ত পোষ্টের মাঝামাঝি স্থানে গেলেই এ তথ্য পেয়ে যাবেন।

আমি মৌলবাদী বলছি

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২২:৩৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন

ভাই আপনার ঐ সাইট থেকে আসল তথ্য আবিস্কার তো সেই কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের মতই কঠিন। ভবঘুরের লেখা তো দেখি দারুন হিট , হাজার হাজার হিট আর শত শত মন্তব্য। ঐ ভবঘুরে এখন লেখে না ? সাম্প্রতিক কালের তার কোন লেখা তো দেখলাম না। যাহোক পরে এক সময় খুজতে হবে , কে আসলে এ মহান সূত্রের আবিস্কর্তা।

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২২:৫১ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন
হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর যদি এতই বিয়ে করার শখ ছিল, তাহলে যখন তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান সহ সব নেতারা তাকে আরবের সব সুন্দরীদের দেওয়ার জন্য প্রলোভন দেখিয়েছিল, তাতে নবী রাজী হলেন না কেন? এত ঝামেলার কি দরকার ছিল?

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২৩:০৯ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
আপনার জানা থাকা দরকার , আমাদের নবিজী বিবি খাদিজার বাড়ীতে থাকতেন ও তার সম্পদের ওপরই বেচে থাকতেন। কারন নিজে ছিলেন নি:স্ব , এতিম। ধরুন আপনি বিয়ে করে ঘরজামাই থাকেন। এমতাবস্থায় আপনি যে ধর্ম পালন করুন আর তাতে যতই বহু বিবাহের বিধান থাকুক , আপনি কি একটা নতুন বউ বিয়ে করে আপনার প্রথম স্ত্রীর বাড়ীতে উঠতে পারবেন ? কেন ঠিক এভাবে নবিজীর জীবনকে চিন্তা করেন না ? অথচ খেয়াল করুন , যখন খাদিজা মারা গেল , তিনি মদিনাতে হিজরত করলেন। হিজরতের আগেই তিনি সাওদা ও ৬ বছরের আয়শাকে খুব দ্রুত বিয়ে করে ফেলেন। মদিনাতে গিয়ে যখন তিনি সেখানকার শাসক হয়ে গেলেন এর পরই শুরু হলো তার বিয়ে। সেখানে ছিলেন দশ বছর , সেই দশ বছরে আরও ১০টা বিয়ে করেন। প্রতি বছর গড়ে একটা। বলা হয় বহু কারনে ও প্রয়োজনে বিয়ে করেছিলেন। খালি এসব শুনে এসেছেন। কোনদিন কি হাদিস বা সিরাতে খুজে দেখেছেন কেন আমাদের নবী ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করলেন, বা তার পালিত পূত্র বধু জয়নাবকে বিয়ে করলেন , বা খায়বারের সর্দারের স্ত্রী সাফিয়াকে বিয়ে করলেন , বা ওমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করলেন ? এভাবে আরও অনেককে বিয়ে করেছিলেন। কেন করেছিলেন সেটা কি কখনও কিতাব থেকে পরোখ করে দেখেছেন মোল্লাহ মৌলভীদের কথা বার্তা ছাড়া ?

সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ০০:৪৫ তারিখে সালমান হাসান সর্দার বলেছেন
তার মানে কি কোরআন শুধু নবীর বিয়ে করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ? তাহলে কেন প্রথম আয়াত ‘পড় তোমার প্রভুর নামে’ নাজিল হল? ‘বিয়ে কর তোমার প্রভুর নামে হল না’?

সোমবার, ২০/০৫/২০১৩ - ০০:৫৮ তারিখে সত্যের সন্ধানী বলেছেন
কিসের মধ্যে কি , পান্তা ভাতে ঘি।

নবির বিয়ের কথা বার্তা তো আছে কুরানে যেমন -

হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে , নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। সূরা আহযাব- ৩৩:৫০

আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। সূরা আহযাব- ৩৩:৫১

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। সূরা আহযাব ৩৩: ৩৭

নবি তার পালিত পুত্র জায়েদের স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু লোকলজ্জায় সেটা কাউকে বলতে পারছিলেন না বা বিয়েও করতে পারছিলেন না। উক্ত ৩৩: ৩৭ আয়াত নাজিল করার পর অত:পর তিনি জয়নাবকে বিয়ে করেন। তাই আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে বলছে- **আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন।** দেখলেন পরম করুনাময় আল্লাহ নবীর দু:খ কষ্ট কিভাবে দুর করে দিতেন ? নবী লোকলজ্জার ভয়ে তার পূত্রবধূকে বিয়ে করতে পারছিলেন না , আল্লাহই তখন এগিয়ে এসে তার দু:খ দুর করে দেয়। পরে জয়নাব এটা নিয়ে খুব গর্ব করত এ বলে যে তার বিয়ের ঘটক ছিল স্বয়ং আল্লাহ। ভেবেছেন কখনো এটা কি পরিমান সৌভাগ্যের ব্যাপার ?

মঙ্গলবার, ২১/০৫/২০১৩ - ১৩:৩৪ তারিখে দস্যু বনহুর বলেছেন
ছেলের বউকে বিয়ে করা, তার কাজি হওয়া স্বয়ং আল্লাহ্। এই সিন অস্কার জিতবই জিতব।
দস্যু বনহুর

রবিবার, ১৯/০৫/২০১৩ - ২৩:১৮ তারিখে সহি মৌলবাদী বলেছেন
সত্যের সন্ধানী

আমি তো বলেই দিলাম,উক্ত পো্স্টের মাঝামাঝি স্থানে গেলেই দেখতে পাবেন।

হাজি সাহেব নামের মন্তব্য দেখবেন।

আমি মৌলবাদী বলছি।।

সমাপ্ত

http://www.chutrapata.com/guest/145

মুসলমানের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরানের সারমর্ম

জুলাই 14, 2013 - 10:13পূর্বাহ্ন

লিখেছেন: Anwar Hossain

পুরা কোরান অর্থসহ বেশ কয়েকবার পড়ে আমার যা ধারণা হল:

১. আল্লাহ নিজের প্রসংশা নিজে করতে মহা ওস্তাদ এই যেমন: মহা দয়ালু , ক্ষমাসীল, করুনাময় ব্লা, ব্লা . . .

২. ১/৩ অংশ মুহাম্মদের ব্যক্তিগত সুবিধার্থে রচিত যেমন: তার দাসী মরিয়মের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে যখন তার সব স্ত্রীরা এর প্রতিবাদ করল তখন আল্লাহর নামে ওহী নাজিল করে দাসীর সাথে সেক্স জায়েজ করা (ভাবতেই এই বেটার উপর ঘৃনা চলে আসে) , পুত্রবধু জয়নাবের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলো এবং আরবের লোকজন যখন এর প্রতিবাদ করলো তখন আয়াত নাজিল করে দত্তকপ্রথা বাজেয়াপ্ত করা, মুহাম্মদের যারে খুশি তারে বিয়ে করা বা যার তার সাথে সেক্স করার পার্মিশন দেওয়া এমনকি বিবাহিত কোনো নারীও যদি তার সাথে সেক্স করতে চায় এবং মুহাম্মদ যদি রাজি থাকে তবে তারও বৈধতা দেওয়া (বিশ্বাস না হলে সুরা ৩৩ আয়াত ৫০ পড়ে দেখুন)। হজ্বের সময় যখন মুহাম্মদের লোকজন মক্কার লোকদের উপর আক্রমন করলো তখন আয়াত নাজিল করে তার বৈধতা প্রদান, আরো এই রকম শত শত আয়াত নাজিল করেছে শুধু তার ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার জন্য।

৩. কয়েক লাইন পর পর কাফের আর ইহুদী নাসারাদের গালি গালাজ আর তাদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক না রাখার আদেশ।

৪. বাইবেল আর তৌরাতের সেই পুরাতন গল্প গুজব। ছয় দিনে পৃথিবী বানাইয়া সাত দিনে বিশ্রাম করার কাহিনী, কে কার পুত্র, কে কার বাপ, কার গরুর কি হইছে, মুসা আর ফেরাওনের কিচ্ছা কাহিনী, লাঠী দিয়া সাপ বানানোর যাদু, লাঠি দিয়া পানিতে বাড়ি মাইরা রাস্তা বানানোর আজগুবি গল্প গুজব, নূহের বন্যার কাহিনী সকল প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় তুলার কাহিনী , মানুষেরে একবার বলে আদম হাওয়া থেকে বানাইছে, একবার বলে মাটি থেকে, একবার বলে নাপাক পানি থেকে বানাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫. মানুষরে একটু পরপর বেহেস্তের লোভ দেখানো যার তলদেশ দিয়া ঝর্ণাধারা প্রবাহিত , অনেক ফলমূল, উন্নত বক্ষের হুর, আর কচি পোলাপাইনে (ছি ছি ছি !) ভরপুর। আবার দোজখের আগুনের ভয় দেখানো। একবার পুড়বে আবার নতুন চামড়া লাগবে আবার পু ড়বে আবার নতুন চামড়া লাগবে আবার পুড়বে . . . ইত্যাদি ইত্যাদি ।

৬. মুসলমানদের যুদ্ধে যাবার জন্য নানা প্রকার লোভ দেখানো , ভয় দেখানো

৭. আর নারী নির্যাতনের জন্য তো পুরা একটা সুরাই আছে। নারীরা যদি এই সুরটা একবার বুইজা পড়ত তাহলে সাথে সাথে ইসলাম ত্যাগ করত।

এই হল মুসলমানের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ কোরানের সারমর্ম।

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/12/blog-post_9266.html

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান

সোমবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১২

লিখেছেন সাদিয়া সুমি

আল কোরআন ৬৯:১৭

ফেরেশতাগণ আসমানের কিনারায় কিনারায় থাকবে এবং সেদিন (কিয়ামত) আটজন ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধরে রাখবে।

যেহেতু আসমান জমিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লার আরশ যা ৭ আসমানের ওপর থাকে, সেটা নিচে পড়ে যেতে পারে। এজন্য আটজন ফেরেশতা সেটাকে আটকে ধরে রাখবে যাতে নিচে পড়ে না যায়।

এমন হাস্যকর চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৬৯:৩০,৩১,৩২

ফেরেশতাদের বলা হবে একে ধর, এর গলায় বেড়ী পরাও, তারপর তাকে দোজখে প্রবেশ করাও। অত:পর তাকে এমন এক শিকলে আটকাও যা ৭০ গজ দীর্ঘ।

এমন হাস্যকর চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৭৮:৬,৭

আমি কি জমিনকে করিনি বিছানা সদৃশ?এবং পাহাড় সমূহকে পেরেকস্বরূপ?

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৬:৬৬

নিশ্চয় তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে গৃহপালিত পশুর মধ্যে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে খাঁটি দুধ যা পানকারীদের জন্য সুপেয়।

এই হলো দুধ তৈরির আল-কুরানীয় বিজ্ঞান!

এমন মজাদার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান!

আল কোরআন ৪১:১১,১২

অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল ধোঁয়ার মত। তারপর তিনি আসমান ও পৃথিবীকে বললেন 'তোমরা উভয়ে আসো স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।' তারা উভয়ে বললো 'আমরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে এলাম।' তারপর তিনি আকাশ মণ্ডলকে দুই দিনে সাত আসমানে পরিনত করলেন।

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন ?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

http://www.dhormockery.com/2013/01/blog-post_2071.html

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান - ০২

মঙ্গলবার, ১ জানুয়ারী, ২০১৩

লিখেছেন সাদিয়া সুমি

আল কোরআন ১৬:৬৬

নিশ্চয় তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে গৃহপালিত পশুর মধ্যে।
আমি তোমাদের পান করাই তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে খাঁটি দুধ যা পানকারীদের জন্য সুপেয়।

এই হলো দুধ তৈরির আল-কুরানীয় বিজ্ঞান!

এমন মজাদার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান!

আল কোরআন ৪১:১১,১২

অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল ধোঁয়ার মত। তারপর তিনি আসমান ও পৃথিবীকে বললেন 'তোমরা উভয়ে আসো স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।'

তারা উভয়ে বললো 'আমরা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে এলাম।'

তারপর তিনি আকাশ মণ্ডলকে দুইদিনে সাত আসমানে পরিনত করলেন।

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৬:৬৯

তারা কি পাখীদের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, তারা শুন্যমণ্ডলে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কেউ এদেরকে ধরে রাখে না।

তার মানে আল্লাপাক আকাশে পাখিদের ধরে রাখেন বলেই পাখিরা পড়ে যায় না! পাখির পাখায় যে বায়ুচাপ বিভেদকারী পদ্ধতি যুক্ত আছে , আল্লাহ সেটা মোটেও জানেন না!

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৫৯:২১

আমি যদি এ কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে সেটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

বোঝা গেল আল-কুরান পাহাড়ের উপরও নাযিল হইতে পারে!

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৬:৬৮,৬৯

আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে,মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহে; তারপর খেয়ে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চল স্বীয় রবের সহজ সরল পথে।

তার পেট থেকে বের হয় নানা রঙের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার।

মৌমাছি যে ফল খায় না, মধু খায় - এটা আল্লা বোধ করি জানতেন না। আর মধু বাস্তবেই কি কোন রোগের প্রতিকার বা ওষুধ?মোটেও না। এটা শক্তিদায়ক একটা পানীয় ছাড়া কিছুই নয়।
মধু নানা রঙের পানীয় হবে কেন?মধুর তো একটাই রং।
এমন উজবুক কথা আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৬:৪২,৪৩

আমি তো আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছেও রাসুল পাঠিয়েছি, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দিয়ে যেন তারা কাকুতি-মিনতি করে।
তারপর যখন তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হল তখন তারা কেন কাকুতি-মিনতি করল না?

আল্লার দুঃখ তার বান্দারা তার কাছে কেন কাকুতি-মিনতি করল না?সে জন্যই তো তিনি তাদের শাস্তি দিলেন!
আল্লা কত্তো ফানি তাই দেখুন!
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৫৪:১

কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ কত্তো বড় চাপাবাজ, দেখুন! ১৪০০ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, কেয়ামত আসন্ন, অথচ এখন পর্যন্ত তার কোনো খবরই নেই। আর চন্দ্র তো কোনদিনই দ্বিখণ্ডিত হয়নি।

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২:৭৪

কিছু পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কিছু এমন আছে যে, তা বিদীর্ণ হয় ও পরে তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন আছে যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে।

অতএব আমরা জানতে পারলাম পাথর মোট ৩ প্রকার এবং এক প্রকার পাথর আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে! এই হচ্ছে আল-কুরানের ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান!!

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিছে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৫৪:১১

অতঃপর আমি খুলে দিলাম আসমানের দরজাসমূহ মূষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে।

আসমানের দরজা খুলে গেলে মূষলধারে বৃষ্টি পড়ে। প্রিয় পাগলেরা শুনেছেন কখনো?

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৮:৫০

আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে, তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেলে আঘাত করে এবং বলে 'আস্বাদন কর দহণ যন্ত্রনা'।

কোনো অমুসলিমের মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখ ও পিঠে আঘাত করে- কেউ কি শুনেছেন এ আজগুবি হাস্যকর কাহিনী? না শুনে থাকলে অপেক্ষায় থাকুন।

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৫:৬

তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আস কিংবা স্ত্রী সহবাস কর, তারপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে- ঐ মাটি দিয়ে মুখমণ্ডল পরিস্কার করে নেবে।

হাত-মুখ ধুতে পানির কুরানিক বিকল্প মাটি। আল্লাহ নিশ্চয় জানতেন না যে, প্রতি ১ গ্রাম মাটিতে ১০ লক্ষ জীবাণু বসবাস করে!! সবজান্তা আল্লাহ একথাটা কেন জানতেন না??

এমন মজার চুটকি আলকুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আলকুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২২:৬৫

তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন যাতে তার আদেশ ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পড়ে না যায়।

আসমান বলেই তো বাস্তবে কিছু নেই। সেটা আবার কেউ ধরে রাখার প্রশ্ন আসবে কেন?

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

<u>আল কোরআন ৮:৬৫,৬৬</u>
যদি তোমাদের মধ্যে ২০ জন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা ২০০ জনের উপর জয়লাভ করবে।... যদি তোমাদের মধ্যে ১০০ জন দৃঢ়পদ লোক থাকে, তবে তারা ২০০ জনের উপর জয়লাভ করবে।

এক আল্লার এক মুখে দুই কথা! বোঝা গেল, অংকে তিনি খুব খারাপ ছাত্র ছিলেন।
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

<u>আল কোরআন ২৪:৪৫</u>
আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ এক জায়গায় বলেন, তিনি মাটি দিয়ে প্রাণী তৈরী করেছেন; আবার আরেক জায়গায় বলেন,পানি দিয়ে - তাঁর কথা কয়টা? মুহাম্মদ মরুভূমিতে কেবল বুকে ভর করে চলা সরীসৃপ অথবা ২ বা ৪ পা বিশিষ্ট প্রাণী দেখেছেন। ভেবেছেন, এর বাইরে আর কোনো প্রাণী নেই। এজন্যই এই সীমাবদ্ধতা। আল্লাহ ভাইরাস- ব্যাকটেরিয়া কী দিয়ে বানিয়েছেন, তা বলেননি। আসলে ওগুলোর নামই তিনি শোনেন নি। আল-কুরানেও এদের কথা কোথাও নেই।
এমন মজাদার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

<u>আল কোরআন ২:২৪৩</u>

তুমি কি তাদের দেখনি যারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদের বললেনঃ মরে যাও। পরে তাদের তিনি জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি আনুগ্রহশীল।

এই আয়াতটা পড়ে আল্লাহ নামের চরিত্রটিকে খুব ফানি মনে হচ্ছে, তাই না? দেখুন না, তাঁর কত দুঃখ, অধিকাংশ মানুষ তার শুকরিয়া আদায় করে না! আহহারে!
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

<u>*আল কোরআন ৩:১২৫*</u>
তবে কাফের বাহিনী অতর্কিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ ৫ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।

মুসলমানরা আবাবিন বহর আর ৫ হাজার ফেরেশতার আশায় দিনে ৫ বার আল্লার দরবারে কান্দে। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। মনে হয়, আল্লা জন্ম থেকেই বেশ কানে খাটো।
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আলকুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

<u>*আল কোরআন ৩৯:৬*</u>
এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ৮ প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষে ৫৪১৬ প্রকারের চতুষ্পদী প্রাণী রয়েছে। অথচ আল্লা বলছেন মাত্র ৮টি। অতএব পাঠককুল সহজেই আন্দাজ করতে পারছেন আল্লার জ্ঞানের গভীর স্বল্পতা।
এমন মজার চুটকি আল কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২৯:১৪

আর আমি তো নূহকে তার কওমের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।

মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু রেকর্ড করা আছে প্রায় ১২৩ বছর। আগেকার দিনে মানুষের গড় আয়ু এখনকার চেয়ে বেশ কম ছিল। সেখানে নূহ নবী ৯৫০ বছর বেঁচেছিলেন - এ তথ্য কি স্থুল আহাম্মকি নয়?
এমন মজার চুটকি আল কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আলকুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২১:৩০,৩১,৩২

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমান ও জমিন একসাথে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম; এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? আর আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে জমিন ঝুঁকে না পড়ে; এবং আমি সেখানে প্রশস্ত রাস্তা সৃষ্টি করেছি যেন তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারে। আর আমি আসমানকে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত ছাদরূপে, কিন্তু তারা তার নির্দেশনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

লক্ষ্য করুন আলকুরানীয় বিজ্ঞানের হাস্যকর সব তত্ত্ব ও তথ্য। আসমান বলে তো কিছুই নেই, যেটা আছে সেটা মহাশূন্য। পর্বত কি কখনো পৃথিবীর ঝুঁকে পড়া ঠেকাতে পারে? আর রাস্তা তো চলার তাগিদে মানুষ নিজেই তৈরি করে, কখনই অন্য কেউ নয়।
এমন মজার চুটকি আল কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২৫:৪৫

তুমি কি তোমার প্রভূর প্রতি লক্ষ্য কর না যে, তিনি কেমন করে ছায়াকে বহুদূর বিস্তৃত করেন? আর যদি তিনি ইচ্ছে করতেন তবে তাকে একই অবস্থায় রাখতে পারতেন।

অতএব জেনে রাখুন, আপনারও যে একটি ছায়া আছে, যা কিনা আলোর প্রাবল্য এবং দুরত্বের বর্গানুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি পায়, তা সরাসরি আল্লাপাক নিয়ন্ত্রন করেন!
এমন মজার চুটকি আল কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৭:৭৮

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর এবং ফজরের নামাজও কায়েম কর।

সারারাত যদি একটা মানুষ নামাজ পড়ে, তবে সে ঘুমাবে কখন, নাকি তার ঘুমানোর প্রয়োজন নেই? তার খাবারদাবার কি আসমান থেকে আসবে?
এমন মজার চুটকি আল কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ২২:১৮
তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আসমানে, যা কিছু আছে জমিনে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে...
বুঝলাম, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়াও আল্লাহকে সিজদা করে। তবে কেউ দেখেছেন কি?
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ৪:৫৬

যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অবশ্যই আমি তাদের আগুনে জ্বালাব, যখন তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে।

বর্বর আল্লাপাকের নিষ্ঠুর শাস্তির নমুনা দেখুন।
সৃষ্টিকর্তার এমন নৃশংস হুমকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজ হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৮:৩১

জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তাদেরকে সেখানে পরানো হবে স্বর্ণের কঙ্কন এবং মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোষাক ও তারা সেথায় হেলান দিয়ে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট থাকবে।

আল্লাপাক মানুষকে বেহেশতের জলসাঘররূপী লোভনীয় বর্ণনা দিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে: বেহেশতে এসি, টিভি, ওভেন, ফ্রীজ, ল্যাপটপ এবং ফেসবুক - এগুলো কি থাকবে না? আল-কুরানে এসবের কথা নেই কেন? নাকি আল্লাপাক ওগুলোর নামই শোনেননি জীবনে?
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

আল কোরআন ১৯:৮৬

আমি পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

আল্লা আসলেই খুব রসিক লোক। তিনি নিজেই পাপীদেরকে জাহান্নামে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন!
এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?
আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরকেও হাসান।

আল কোরআন ১৭:৮৬

যদি আমি ইচ্ছে করতাম তবে যে ওহী আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি তা অবশ্যই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, তখন আমাকে মোকাবিলা করার জন্য আপনি কোন সাহায্যকারীও পেতেন না।

এইবার বুঝুন আল্লা কত হীনমন্যতায় ভোগেন! এই ফানি কথাগুলো তার না বললে কি চলত না?

এমন মজার চুটকি আল-কুরান ছাড়া আর কৈ পাইবেন?

আল-কুরান পড়ুন, নিজে হাসুন, অন্যদেরও হাসান।

সমাপ্ত

http://www.nabojug.com/posts/ma-khan/427

কোরআন নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা

সোম, 09/30/2013 - 09:24 তারিখে

লিখেছেন : এম এ খান

(ভাষান্তরঃ অনুবাদক)

বিদ্বেষ, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের উস্কানি দানের দায়ে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান নিষিদ্ধ হতে পারে, এমন ধারণা আজ অবিশ্বাস্য। তবে সাম্প্রতিক গতিধারা ইঙ্গিত দেয় যে, অন্তত অমুসলিম বিশ্বে অদূর ভবিষ্যতে কোরান নিষিদ্ধ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

কোলকাতা কোরান পিটিশন, ১৯৮৫

বলা যেতে পারে যে, কোরানকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধকরণের জন্য আধুনিক আন্দোলনের সূচণা ঘটে ১৯৮৫ সালের ২৯ মার্চ-এ ভারতের কোলকাতা হাই কোর্টে এক পিটিশন দাখিল করার মাধ্যমে, যাতে সরকার কর্তৃক কোরান বাজেয়াপ্তকরণের দাবী তোলা হয়। কোলকাতা হাই কোর্ট উকিল চাঁদমল চোপড়া, হিমাংশু কুমার চক্রবর্তী ও সিতল সিং দায়েরকৃত পিটিশনটি নিম্নোক্ত কারণে অনুরোধ করে যে, কোর্ট যেন ভারত সংবিধানের ২২৬ ধারায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোরান বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়ঃ

‘ক্রিমিনাল ধারা ৯৫ এবং ইন্ডিয়ান পিনল কোডের ধারা ১৫৩A ও ২৯৫A অনুসারে, কোন বইয়ের প্রতিটি কপি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হবে যদি বইটিতে এমন শব্দ বা বাক্য থাকে, যা ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাঝে অসম্প্রীতি, শত্রুতা, বিদ্বেষ বা হিংসাভাব জাগিয়ে তোলে, বা যদি কোন ভারতীয় গোত্রের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে , অথবা কোন গোষ্ঠীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে বেইজ্জতি করে। বইটি হোক ক্লাসিক কিংবা মহাকাব্য, ধর্মীয় কিংবা বৈশ্বিক, পুরাতন কিংবা নতুন।’

‘দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোরান এ মর্মে সহিংসতার উস্কানি দেয় যে, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আশেপাশে যেসব কাফের আছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারা তোমাদের মাঝে নিষ্ঠুরতা খুঁজে পাক ’ (কোরান ৯:১২৩); কিংবা ‘তোমরা (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ না করলে আল্লাহর তোমাদেরকে চরম শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্যদের অভিষিক্ত করবেন’ (কোরান ৯:৩৯); কিংবা ‘পবিত্র মাস অতিক্রান্ত হলেই মূর্তিপূজকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। তাদেরকে গ্রেফতার করো , ঘেরাও করো এবং সর্বত্র ওৎ পেতে থাক তাদের জন্য’ (কোরান ৯:৫)।

কেইসটির নিষ্পত্তির ভার দেওয়া প্রথমে কোলকাতা হাই কোর্ট জাস্টিস খাস্তগীর-এর উপর, যিনি কেইসটি গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সমন পাঠানোর নির্দেশ দেন। তারপর রহস্যজনকভাবে কেইসটির দায়িত্ব জাস্টিস বিমল চন্দ্র বসাক-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যিনি ১৭ মে ১৯৮৫ তারিখে কেইসটিকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেন এ-মর্মে যে, “*কোন আদালত একটা পবিত্র গ্রন্থের বিচারে বসতে পারে না*”। এরপর চাঁদমল চোপড়া কেইসটির অগ্রহণযোগ্যতার রায়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপীল করেন। আপীলটিও কার্স্টিস বিমল চন্দ্র বসাক খারিজ করে দেন।

কোরান বাজেয়াপ্ত করণের এই আইনি লড়াইকে কেন্দ্র করে "দ্যা কোলকাতা কোরান পিটিশন" শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে, যা পুনঃমুদ্রিত হয় ১৯৮৭ ও ১৯৯৯ সালে।

কোরান সহিংসতা উদ্রেক করে এ-দাবী সঠিকঃ দিল্লী কোর্ট, ১৯৮৬

ব্যর্থ কোলকাতা কোরান পিটিশন-এর মৌলিক দাবী তার পরের বছরই এক দিল্লী কোর্টে স্বীকৃত হয় এক ভিন্ন কেইসে। ১৯৮৬-র জুলাই মাসে এক হিন্দু দলের নেতা ইন্দ্র সাইন শর্মা এবং রাজকুমার আর্যকে পুলিশ ইন্ডিয়ান পিনল কোডের ১৫৩A ও ২৯৫A নং ধারার অধীনে গ্রেফতার করে, কেননা তারা কোরানের ২৪টি আয়াত সম্বলিত এক পোস্টার বিলি করে, যার শিরোনাম ছিল, "*দেশে সাম্প্রতিক দাঙ্গা কেন ঘটে*"? তারা দাবী করেছিল যে, "*এই আয়াতগুলো মুসলিমদের নির্দেশ দেয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে*" এবং "*যতদিন-না এই আয়াতগুলো কোরান থেকে অপসারিত হচ্ছে ততদিন দেশে দাঙ্গা বন্ধ করা সম্ভব হবে না*"।

১৯৮৬ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে এক সুদূর-প্রসারী রায়ে দিল্লী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাস্টিস জেড. এস. লোহাত অভিযুক্তদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। রায়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

"দেখা গেছে যে, অভিযুক্তরা আয়াতগুলোকে ঠিক সেইভাবে উদ্ধৃত করেছে, যেভাবে তা 'কোরান মজিদ'-এ অনুদিত হয়েছে। আমার মতে, আয়াতগুলো সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের লিখিত মতামত বা পরামর্শ কেবলই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ধারণকৃত বক্তব্যের ন্যা য্য সমালোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।" ... "পবিত্র গ্রন্থ কোরান মজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বকই বলছি, আয়াতগুলোর সুক্ষ অধ্যয়ন প্রতীয়মান করে যে, সেগুলো ক্ষতিকর ও হিংসা-বিদ্বেষ শিক্ষাদানকারী এবং মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। "

জার্মান কোর্টে কোরান নিষিদ্ধকরণে অনুরোধ প্রত্যাখান

প্রায় দুই দশক পর ২০০৩ বা ২০০৪ সালে এক জার্মান কোর্টে কোরান নিষিদ্ধকরণের দাবী তোলা হয় এ-মর্মে যে, তা সহিংসতা উদ্রেককারী। কেইসটি খারিজ ঘোষিত হয় এ মর্মে যে, "*কোরান কেবলই ঐতিহাসিক মূল্যের একটি কিতাব মাত্র।*"

জার্মান পুলিশে কোরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০০৬

জার্মানীতে কোরানকে অবৈধ ঘোষণা করার আরেক প্রয়াস চালানো হয় ২০০৬ সালে, যখন জার্মানীর বেশ কয়েকটি প্রদেশে মাঠ-পর্যায়ের কর্মীরা পুলিশের কাছে কোরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে। অভিযোগপত্রে তারা জার্মানীতে কোরান বিতরণ নিষিদ্ধকরণের দাবী তোলেন, কেননা "*কোরান কেবল একটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থই নয়, একটা রাজনৈতিক গ্রন্থও, যা সংবিধানের পরিপন্থী*"। অভিযোগটি একই সংগে হ্যামবার্গ, নীডারসাকসেন, নর্ডরীন-ওয়েস্টফলেন, বেইয়ার্ন ও সম্ভবত আরও প্রদেশে দাখিল করা হয়।

সে সময়ে জার্মান টিভি টক'শো গুলোতে রক্ষণশীল রাজনীতিকরা কোরানকে জার্মান সংবিধানের পরিপন্থী বলে ইঙ্গিত করে আসছিল এবং তুর্কী-মুসলিম বংশোদ্ভুত লেখিকা ও নারী অধিকার কর্মী সেরাপ সিলেলি ২৯ জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে বলেছিল, "*কোরানকে অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক পুঁথিমাত্র হিসেবে গণ্য করতে হবে। গ্রন্থটি আমাদের সংবিধান ও মানবাধিকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।*"

অভিযোগটিতে কোরান থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, যার মধ্যে ছিল কোরানের বিদ্বেষ ও সহিংসতা উদ্রেককারী আয়াতগুলো। মনে হচ্ছে, অভিযোগটি থেকে কোন ফলাফলই বের হয়ে আসে নি।

স্প্যানিশ সংসদে কোরান নিষিদ্ধের পিটিশন গ্রহণ, ২০১২

২০১২ সালে স্প্যানিশ সংসদ পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত সাবেক মুসলিম এবং লেখক ও ছবি নির্মাতা ইমরান ফিরাসাত কর্তৃক দাখিলকৃত এক পিটিশন গ্রহণ করে , যাতে স্পেনে কোরানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী তোলা হয়। কোরান কেন নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য সে-মর্মে ইমরান ফিরাসাত পিটিশনটিতে দশটি কারণ উল্লেখ করে এবং উপসংহার টানে এ-মর্মে যেঃ

কোরান স্পেনের স্বাধীন সমাজের জন্য বড় এক হুমকি। বইটি সুস্পষ্টভাবে জিহাদ , হত্যা, বিদ্বেষ, বৈষম্য ও প্রতিহিংসার বাণী প্রচার করে। সে কারণে গ্রন্থটি স্প্যানিশ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে কোনক্রমেই সংগতিপূর্ণ নয়। গ্রন্থটি স্প্যানিশ আইন ও সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এবং দেশে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়াচ্ছে।

এক সংসদীয় কমিটি ইমরান ফিরাসাতের পিটিশনটি পরখ করে দেখার কথা, কিন্তু তার ফলাফল এখন জানানো হয় নি।

রাশিয়ান কোর্টে কোরান চরমপন্থী গ্রন্থ হিসেবে ঘোষিত, ২০১৩

কোরানকে অবৈধ ঘোষণার আন্দোলনে সবচেয়ে বড় সুখবরটি এসেছে সম্প্রতি এক রাশিয়ান কোর্টের রায়ে। রুশ বার্তা সংস্থা এন আর নিউজ এক প্রতিবেদনে জানায়, নোভোরোসীক জেলা আদালত নোভোরোসীক যোগাযোগ প্রসিকিইটর কর্তৃক দাখিলকৃত এক পিটিশন সমর্থন করেছে, যাতে কোরানকে এক চরমপন্থী গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করার ও রুশ ভাষায় বইটির বিতরণ নিষিদ্ধ করার দাবী তোলা হয়। আদালতের রায়টির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনটি লিখেছেঃ

ক্রাসনোডার অঞ্চলের ফরেন্সিক সেন্টার অব দ্যা রাশিয়ান মিনিস্ট্রি অব দ্যা ইন্টেরিয়র কর্তৃক গবেষণা মতে, বইটিতে এমন বক্তব্য রয়েছে যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে ধর্মের ভিত্তিতে (বিশেষত অমুসলিমদেরকে) নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করে এবং ধর্মের কা রণে কোন ব্যক্তি বা দলকে অপর ব্যক্তি বা দলের চেয়ে উচ্চতর ঘোষণা করেছে, যেমন মুসলিমদের অমুসলিমদের উপর স্থান দিয়েছে ; পুস্তকটিতে এমন বক্তব্য রয়েছে, যা ধর্মের ভিত্তিতে এক গোত্রের মাঝে আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে শত্রুভাব জন্ম দেয়, যেমন মুসলিমদের মাঝে অমুসলিমদের বি রুদ্ধে; এবং এমন বাক্য রয়েছে, যা এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাঝে আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও সহিংসতার উস্কানি দেয়, যেমন মুসলিমদের মাঝে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে।

এমন চরমপন্থী গ্রন্থের বিতরণ দেশে চরমপন্থী অপরাধ বৃদ্ধি করবে এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে।

আদালতটি নির্দেশ দিয়েছে যে, কোরানকে রাশিয়ার আইনের অধীনে চরমপন্থী পুস্তক হিসেবে গণ্য করা হোক এবং রুশ ভাষায় বইটির বিতরণ নিষিদ্ধ করা হোক ও রুশ ভাষায় বিদ্যমান কপিগুলো ধ্বংশ করা হোক।

এদিকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মস্কো টাইমস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে, রাশিয়ার মুসলিম ইমামগণ রায়টির চরম নিন্দা করেছে এবং রায়টি বানচাল না-করা হলে দেশব্যাপী অস্থিরতা ও সহিংসতার হুমকি দিয়েছে।

কোরানকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধকরণের বেশ কয়েক দশক-ব্যাপী লড়াইয়ে রাশিয়ার আদালত কর্তৃক কোরানকে চরমপন্থী সাহিত্য হসেবে ঘোষণা এবং রুশ ভাষায় ইহার বিতরণ নিষিদ্ধকরণ সবচেয়ে বড় অর্জন। মনে রাখতে হবে যে, কোরানকে বিদ্বেষ ও সহিংসতা উদ্রেককারী গ্রন্থ হিসেবে মনে করে আজ বিশ্বব্যাপীএমন মানুষের সংখ্যা ১৯৮০-র দশকের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। এবং কোরানে ধারণকৃত আল্লাহর নির্দেশের দোহাই দিয়ে সম্প্রতি নাইরোবী মল-এ এবং পাকিস্তানের এক চার্চে সংঘটিত জিহাদী হত্যাযজ্ঞ যতই চলতে থাকবে, কোরানকে বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক ও সহিংস গ্রন্থ হিসেবে সণাক্তকরণ ততই ত্বরান্বিত হবে আগামী দিনগুলোতে। কাজেই কোরান যে প্রায় সার্বজনীনভাবে এক বিপজ্জনক চরমপন্থী গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হবে, সেটা এখন কেবলই সময়ের ব্যাপার। এবং সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে , বিশ্বের অনেক দেশই কোরানকে হিটলারের ‘মেইন কাম্ফ’ গ্রন্থের পাশাপাশি চরমপন্থী গ্রন্থ হিসেবে শ্রেণীকরণ করবে এবং অন্যান্য দেশ কোরানের বিতরণ নিষিদ্ধ হবে, যেমন রায় দিয়েছে রাশিয়ার আদালতটি।

--

রচণাটি লেখকের "Will a Ban of the Quran Become a Reality?" শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। ভাষান্তরে অনুবাদক!

- **Anik Samiur Rahman** · শীর্ষ মন্তব্যকারী · Nationnal Forensic DNA Profiling Laboratory এ MS thesis student · 153 জন অনুসারী

Won't this make muslims more fanatic and farther removed from secularism?

প্রত্যুত্তর ·

???**?** ? ?**?**

· গতকাল 2:08am-এ

-

Submit

Abdel Mannan · Editor এ Executive Director, THE LALON WORLD SOCIETY নির্বাহী পরিচালক, লালন বিশ্বসংঘ · 474 জন অনুসারী

কোরানের প্রফেটিক ভবাবধারাকে লঙ্ঘন করে খলিফা ওমর প্রথম এর উপর অস্ত্রোপাচার চালিয়ে ৫০০র মত বাক্য বা অয়াতসহ অনেক কিছু বাদ দিয়ে , যোগ করে গোজামিলের যে কাজটি করেছিল ১৪০০ বছর আগে তা কোরানকে শুরুতে বাতিল করে দেয়ার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ। কোরানের ভাষা রূপক। অথচ এর শাব্দিক অনুবাদ করতে গিয়ে প্রায় সব পণ্ডিত গোজামিল অরও বাড়িয়েছে। লালনের ভাষায়, দেল কোরান না জেনে যারা কাগজের কোরান নিয়ে টানাটানি-হানাহানি করছে তাদের জায়গা হবে হাকালের আস্তাকুড়ে। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: সদর উদ্দিন আগমদ চিশতীর 'কোরান দরশন' / ',াওলার অভিষেক ও ইসলাম ধরমে মতভেদের কারণ' বই দুটি। শেষোক্ত গ্রন্ঞটি সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। হাইকোর্টে মাশরা জিতে বইটি এখন বাংলাদেশে আইনসিদ্ধ গ্রন্থ।

প্রত্যুত্তর · 16 ·

???? ? ??

· অক্টোবর 4 এতে 12:50pm

○

Submit

Kaushik Dutta · Eastern Railway-এ কর্মরত

আপনার লালন সমগ্র নালন্দা কিনলাম

প্রত্যুত্তর ·

???? ? ??

· অক্টোবর 5 এতে 4:06am

○

Submit

Abdel Mannan · Editor এ Executive Director, THE LALON WORLD SOCIETY নির্বাহী পরিচালক, লালন বিশ্বসংঘ · 474 জন অনুসারী

ota onek purono songskoron. Erpor 3ta edition hoye geche. Kolkatar Dhyanbindu theke latest edition prokashito hocche asonno boi melay.

প্রত্যুত্তর ·

???? ? ??

· অক্টোবর 5 এতে 4:41am

-

Submit

Naquib Mahmood

apnar kase ki proman ase bastob shommoto je khalifa omor quaran theke 500 er moto bakko bad disen @Abdel Mannan? jodi source mosulmander theke hoi tahole tara ki dhoroner mosulman ta amar jante ichcha korse? onek kisu to lekha jai, manusher mukhe shona jai kintu ta koro khani shotto?

প্রত্যুত্তর ·

???? ? ??

· অক্টোবর 15 এতে 11:10pm

আরো 1 টি দেখুন

-

Submit

Krishok Mahbub Rakib Bongobashi · Hazi Korop Ali Memorial Degree College

lekhati pore valo laglo besh tothyo purno

প্রত্যুত্তর · 2 ·

???**?** ? ?**?**

· অক্টোবর 4 এতে 11:48pm

-

Submit

Naquib Mahmood

tora shob ekta chagol....jihad chilo ase o thakbe...miththa kotha bole ar kotodin cholbi. toder secular bossra Quaraner kisu korte parse. kaferra mosulmander akromon korbe, marbe, dhorshon korbe ar mosulmanra angul chushbe ta to hote pare na.

প্রত্যুত্তর ·

???**?** ? ?**?**

· অক্টোবর 15 এতে 8:41pm

ইসলামিক দল গুলী পাশ্চাত্য

মন্তব্য করেছেন আব্দুল হাকিম চা... (তারিখ: সোম, 09/30/2013 - 23:02).

ইসলামিক দল গুলী পাশ্চাত্য শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে কী মানব জাতিকে বর্বর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়?
শুধু কোরান হাদিছের জ্ঞান দিয়ে কী জগৎ টা চলবে?
বিবিসি বাংলা সন্ধা-৭:৩০

9/29/2013<o ></o >

নাইজেরিয়ার বোকো হারাম (পাশ্চাত্য শিক্ষা হারাম) নামক ইসলামিক রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার দল ৫০ জন কৃষিবিভাগের ছাত্রকে তাদের ছাত্রাবাসে গতকাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলী করে মেরে ফেলেছে। নীচের লিংকে দেখুন

<o></o >

ulletin-3">http://www.bbc.co.uk/bengali/audio_console.shtml?programme ulletin-3

রাশিয়ার আদালতের রায় বোকো

মন্তব্য করেছেন আলমগীর হুসেন (তারিখ: বুধ, 10/02/2013 - 11:22).

রাশিয়ার আদালতের রায় বোকো হারাম ও অন্যান্য ইসলামপন্থীদের পালটা জবাব কি?

ইসলামপন্থীরা চায় অনৈসলামিক সবকিছু মুসলিম বিশ্ব থেকে এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্ব থেকে উৎখাত করতে।

রাশিয়ার এ প্রয়াসকে পৃথিবীতে অনৈসলামিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যায়।

বিশ্বাসে মিলে কৃষ্ণ তর্কে...

লেখাটি পড়ে ভাল লাগলো।

মন্তব্য করেছেন মহসিনা খাতুন (তারিখ: শুক্র, 10/04/2013 - 12:12).

লেখাটি পড়ে ভাল লাগলো। ক্যালকাটা কোরআন পিটিশনের ডিটেল নিয়ে একখানা বই ও পাওয়া যায় অনলাইনে

http://voiceofdharma.com/books/tcqp/

লিঙ্ক দিলাম। তবে বইটি পি ডি এফ করে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু এটা কিভাবে করতে হয় জানান নেই। যদি কারো জানা থাকে তিনি এটার পিদিএফ করে দিতে পারেন... যাতে সকল্র অফলাইনে পড়ে উপকৃত হয়!

সমাপ্ত

https://www.facebook.com/notes/joyanta-k-saha/মুসলিমদের-দাবীঃ-সূরা-ফুস্-সিলাত-এ-মহাবিশ্বের-প্রারম্ভিক-অবস্থার-ইঙ্গিত-এবং-প্রকৃ/64204737192

মুসলিমদের দাবীঃ সূরা ফুস্-সিলাত এ মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার ইঙ্গিত এবং প্রকৃত সত্য।

21 August 2012 at 15:23

Joyanta K Saha

আধুনিক যুগে ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত এবং মিরাকলে পরিপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতে ধার্মিকদের চেষ্টার অন্ত নেই। একসময় বাইবেলকে বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে জাহির করতে চার্চ এবং ইভানজেলিকান খ্রিষ্টানদের নানা অপচেষ্টার কথা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামের এক শ্রেণীর ডিজিটাল মুমিনের জন্ম হয়েছে যারা বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের মিল খুঁ জে কোরআনকে আল্লাহ্র বানী হিসেবে প্রমাণের জন্য সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের মূল কাজ বিভিন্নভাবে অর্থের কারসাজি এবং তিল কে তাল করে কোরআনকে একটি আশ্চর্য গ্রন্থ হিসেবে জাহির করা যেটি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া ১৪০০ বছর আগে আর কারও পক্ষে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়।

কোরআনের বানীকে মহাবিশ্বের শুরুর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তুলে ধরতে মুমিনরা একটা আয়াত দেখায়। সেটি হচ্ছে সূরা ফুস্-সিলাত এর (সূরা নং ৪১) ১১ নম্বর আয়াত।

Then He directed Himself to the heaven while it was smoke and said to it and to the earth, "Come [into being], willingly or by compulsion." They said, "We have come willingly." (Quran 41:11) -Sahih international

এই আয়াতটির দ্বারা মুসলিমরা দাবী করে কোরআন বিগ ব্যাং এর পরে মহাবিশ্বের গঠনের প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে। বিজ্ঞানের দ্বারা কোন গ্রন্থকে আল্লাহ্র বানী প্রমাণ করার একটা সমস্যা হল বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়, বিজ্ঞান যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে আল্লাহ্র বানী ভূল প্রমাণিত হয়, কারণ কোরআন আল্লাহ্র বানী হিসেবে অপরিবর্তনীয়। অথবা বলা যেতে পারে কোরআন তাহলে আল্লাহ্র বানী নয়।
ইন্টারেনেটে মুসলিম প্রপাগান্ডিস্টরা এই আয়াত নিয়ে কতগুলা কমন যুক্তি দেখায় এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সেগুলা সংক্ষেপে এরকম।

১। মহাবিশ্ব শুরুর দিকে ছিল ধোঁয়াটে।
২। আরবি শব্দ “ধুকান” (دخان) মানে গ্যাসকে বুঝানো হয়েছে।
৩। যেহেতু মহাবিশ্বের শুরুর দিকে পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল তাই ওই অবস্থাকে বর্ণনার জন্য ধোঁয়া শব্দটির ব্যাবহার বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক।

সাদা চোখে এই যুক্তিগুলাকে খুবই সঠিক মনে হয় এবং বিশ্বাসী মুমিনের দল আবেগে কুতকুত হয়ে ধুরন্ধর মুসলিম অ্যাপোলজেটিকদের এইসব জারিজুরি নিয়ে লাফায়। মরিস বুকাইলি নামক এক

পেডিয়াট্রিসিয়ান (সৌদি বাদশাহের ব্যাক্তিগত চিকিৎসক) প্রথম তার বইয়ে এই ব্যাপারটা উপস্থাপন করে এবং বলা বাহুল্য মুসলিম বিশ্ব তারপর থেকে তোতাপাখির মত সবখানে এই এক যুক্তি ব্যাবহার করে আসছে।
বুকাইলি সাহেবের ভাষ্যমতে এইখানে ধোঁয়া হচ্ছে গ্যাসের নিম্নস্থ্ স্তর , উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রায় তরল অথবা কঠিন যেকোনো পদার্থের সূক্ষ্ম কণা দিয়ে গঠিত কম -বেশি স্থায়ী দ্রবণ বা মিক্সচার যেটা নাকি মহাবিশ্বের শুরুর অবস্থায় ছিল। এখন দেখা যাক বুকাইলি সাহেবের এই ধরণের দাবী কতখানি সঠিক।

উত্তর হচ্ছে- মরিস বুকাইলির এই দাবীতে বিরাট সমস্যা আছে এবং এটা বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ। গ্যাস আর ধোঁয়া প্রায় এক জিনিস নয়। ধোঁয়াতে গ্যাসীয় অবস্থায় ছাড়াও কঠিন বা তরল অবস্থায় কণা থাকতে পারে। এখানে ধোঁয়ার একটা সংজ্ঞা দেখে নেওয়া যাক।

Smoke: **Smoke** is a collection of airborne solid and liquid particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis, together with the quantity of air that is entrained or otherwise mixed into the mass.

ধোঁয়া যেহেতু **combustion** বা pyrolysis এর ফলে সৃষ্টি হয় এতে **organic particle** থাকে যেমন কার্বন। মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থায় কোন **organic compound** এর অস্তিত্বই ছিল না। প্রথমে অণুসমূহের সৃষ্টিই হয়নি। তাপমাত্রা অনেক কমে এলে মৌলিক কণিকা সমূহ একত্রিত হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। যে গ্যাসীয় বস্তুর কথা বলা হচ্ছে সেই গ্যাস আসলে হাইড্রোজেনের এবং হিলিয়ামের(হাইড্রোজেন বার্ন করে হিলিয়াম তৈরি হয়)। এরপর যেই গ্যাসের নেবুলার কথা দাবী করা হয় এর ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। বর্তমানে আমরা যেই নেবুলাগুলা আমরা দেখতে পাই সেগুলা অনেক কম ঘন। তারপরও গড়পড়তা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০০০ টা কণা। যেখানে মহাবিশ্বের আদিম সেই নেবুলা ছিল অসীম ঘনত্ব সম্পন্ন(প্রতি ঘণ সেন্টিমিটারে কয়েক ট্রিলিয়ন কণা)। ধোঁয়ার ঘনত্ব অনেক কম- প্রতি মিলিমিটারে কয়েকটা কণা।

এখন আসেন এক মুহূর্তের জন্য আমি মেনে নিলাম ধোঁয়ার কথা বলে আল্লাহ্ বা মুহাম্মদ সঠিক কাজটা করেছেন।

এখন সূরা ফুসসিলাত এর ৯, ১০, ১১ এবং ১২ এই চারটা আয়াতের দিকে তাকাই। কোন আয়াত নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে মুসলিম অ্যাপোলজেটিকরা দাবী করে থাকেন কোরআনে একটা আয়াতের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে তার আশে পাশের আয়াতগুলোও দেখতে হয়। আমি সূরা ফুঁসসিলাতের ৯ থেকে ১২ নম্বর আয়াত তুলে ধরছি–

Say, "Do you indeed disbelieve in He who created the earth in two days and attribute to Him equals? That is the Lord of the worlds."--- (41:9)

And He placed on the earth firmly set mountains over its surface, and He blessed it and determined therein its [creatures'] sustenance in four days without distinction - for [the information] of those who ask. ---- (41:10)

Then He directed Himself to the heaven while it was smoke and said to it and to the earth, "Come [into being], willingly or by compulsion." They said, "We have come willingly."-- (41:11)

And He completed them as seven heavens within two days and inspired in each heaven its command. And We adorned the nearest heaven with lamps and as protection. That is the determination of the Exalted in Might, the Knowing. --- (41:12)

উপরের চারটা আয়াতে বলা আছে গোটা পৃথিবীর সব সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ছয় দিনে যার মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করতে সময় লেগেছে দুই দিন এবং এর ভিতরে পাহাড় বসাতে এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যাবস্থা করতে লেগেছে চারদিন। এটাকি আধুনিক বিজ্ঞানকে সমর্থন করে ? পৃথিবীকি ছয়দিনে সৃষ্টি হয়েছে ??
এই চারটা আয়াত থেকে আরও দেখা যায় আল্লাহ্ আগে পৃথিবী সৃষ্টি করে তারপরে স্বর্গ বা তথাকথিত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করছেন?? তারমানে আল্লাহ্ আগে পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এরপরে এর ভিতরে প্রাণী , গাছাপাল সহ সব সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির পরে তিনি স্বর্গের দিকে তাকিয়েছেন এবং সাতটা স্বর্গ দুইদিনে তৈরি করেছেন এবং সর্বনিম্ন স্বর্গকে তিনি তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন! আজকের দিনে স্কুলের বাচ্চারাও এই গাঁজাখুরি গল্প শুনলে হাসবে।

আমরা জানি মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন বছর। প্রথম এককোষী অণুজীবের আবির্ভাব ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে। প্রায় তিন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাণের ধরণ বলতে এই মাইক্রোস্কুপিক অণুজীবেরাই। সবচেয়ে আদিম যে প্রাণীর(স্পঞ্জ) ফসিলটি আবিষ্কার হয়েছে আফ্রিকার নামিবিয়ায় এর বয়স ৭৬ থেকে ৫৫ কোটি বছর।
১৩ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্ব যখন গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল তখন পৃথিবীতো দূরের কথা কোন গ্রহ নক্ষত্রেরই অস্তিত্ব ছিল না।
কোরআনে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে যা বলা আছে প্রায় একই ধরণের কাহিনী আছে বাইবেলে এবং প্রাচীন সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় কিংবা কানাইটদের মাঝে প্রচলিত ধারণাও একই কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। তারা ভাবত আকাশ সাতটা স্তর নিয়ে গঠিত এবং এর আকার গম্বুজের মত। কোরআনে ১৩.২ এবং ৩১.১০ আয়াতে লক্ষ্য করা যায় বলা আছে sky is raised “**without any pillars** that ye can see”. মুহাম্মদ যে আকাশকে গম্বুজের মত ভাবত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধোঁয়া ব্যাপারটার সূত্র অবশ্য প্রাচীন মেসোপটিমিয়ান কিংবদন্তীগুলো। মেসোপটিমিয়ান কিংবদ ন্তীতে প্রচলিত আছে মহান দেবতা মারদুক সমুদ্রের দানবীকে হত্যা করে তার শরীরের অর্ধাংশ উপরে তুলে ধরে যেটা আকাশ হিসেবে পরিচিত। মারদুক এরপর সাতটা স্বর্গ সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক স্তরের দেবতাদের স্থাপন করেন(আসলে সাতটা জ্যোতিষ্ক)। এর আগে সবকিছু ছিল আকৃতিহীন এবং বিশৃঙ্খল। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ড্রাগন দেবী তিয়ামাত সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছিলেন। তার চারপাশ জুড়ে ছিল ধোঁয়া এবং মেঘ। মুহাম্মদের বহু সাহাবী ছিল পারস্যের। ধোঁয়ার কাহিনী তিনি কুত্থেকে আমদানী করেছেন বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়!!

মন্তব্যসমূহ

- Joyanta K Saha বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। ---৪১:৯

  তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন , তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন- পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। ----৪১:১০

  অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ , অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন , তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।----- ৪১:১১

  অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।--- ৪১:১২

  যেইসব বিশ্বাসী মুমিনদের ইংরেজি বুঝতে বিভিন্ন সমস্যা বা কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে এলার্জি আছে তাদের জন্য সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় আয়াত চারটা দেওয়া হল। কোনরকম ত্যানা প্যাচানির আগে একটু বুঝে শুনে আয়াতগুলো পরে নাইমেন।

  21 August 2012 at 15:37 · Like · 2

-

  Joyanta K Saha ধন্যবাদ চিন্তিত ভাই, আমি আসলে আগে নোটাকারে দিয়ে আপনাদের মতামত জানতে চাইছিলাম। আর মুক্তমনায় এ ধরণের লেখার অভাব নেই, তাই দিলে কেউ তেমন গাঁ করবে বলে মনে হয় না। আর লেখাটা একদম মৌলিক নয় এটা বিভিন্ন পরিচিত সোর্স থেকে কালেকশান এবং অনুবাদ তাই ব্লগে দিলে কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা নিয়ে শঙ্কা আছে। এখানেই অল্প বিস্তর আলোচনা করেন না। তারপর দেখি। চিন্তিত সৈকত

  21 August 2012 at 15:56 · Like

-
পিয়াস চৌধুরী লেখাটা হয়ত মৌলিক নয়, তবে প্রয়োজনীয়। শেয়ার করলাম।
21 August 2012 at 16:21 · Like · 1
-
Jbyanta K Saha পিয়াস চৌধুরীঃ লেখাটার গঠন, আলোচনার ভঙ্গি এগুলা আমার তবে তথ্যগুলো আমার গবেষণা লব্ধ নয়। তথ্যগুলো পরিচিত কিছু সাইট থেকে নিয়েছি। আপনারা এটার কোন খুঁত থাকলে বলুন। সংশোধন করে নিব। যেমন শিরোনামটা ঠিক আছে কিনা সেটা জানান। আপনারা অভয় দিলে ব্লগে দিব। মুমিনদের পিছলামি আর আলতু ফালতু দাবী দেখতে দেখতে হয়রান। এগুলাকে জায়গায় আমরা যুক্তি দিয়ে পরাস্ত করি কিন্তু পরক্ষনেই একই যুক্তি অন্য জায়গায়। তাই এরকম কিছু লেখার দরকার যাতে আমরা নাস্তিকরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যাবহার করতে পারি এবং এধরণের দাবীকে একবারে চাপা দিতে পারি। ধন্যবাদ আপনাকে।
21 August 2012 at 16:26 · Like · 2
-
পিয়াস চৌধুরী একটা ছোট্ট বিষয়: সূরাটার নাম সম্ভবত ফুস্‌ -সিলাত, ফুসিলাত না।
21 August 2012 at 16:31 · Like · 1
-
Jbyanta K Saha হ্যাঁ ধন্যবাদ। দাঁড়ান ঠিক করে দিচ্ছি। একটা বাংলা কোরআন সাইটে ভূলের ফলে আমার মাথায় রয়ে গেছিল।
21 August 2012 at 16:32 · Like
-
পিয়াস চৌধুরী আপনি দয়া করে একটু চেক করে নিন। আমার ভুলও হতে পারে।
21 August 2012 at 16:33 · Like · 1
- Jbyanta K Saha বাংলায় অনেক জায়গায় এই সূরার নাম দেওয়া হয়েছে হা-মীম আস সেজদাহ? কারনটাকি বুঝলাম না!

21 August 2012 at 16:37 · Like

-

Jbyanta K Saha সূরাটার নাম কি ফুসিলাত হবে নাকি ফুসসিলাত হবে এটা কেউ কনফার্ম করতে পারবেন? আরেকটা নাম দেখতে পাচ্ছি বাংলা সাইটগুলায় হামীম আস সেজদা। কোন নামটা সহী??

21 August 2012 at 16:47 · Like

-

দুরন্ত সেতু লেখার তথ্য নেট থেকে নেওয়া হলেও আপনার লেখনি এবং বিশ্লেষণ তো মৌলিক। আমার ভালো লেগেছে

21 August 2012 at 16:54 via mobile · Like · 2

-

Jbyanta K Saha ধন্যবাদ আরমান ভাই, একটু সময় নিয়েছি বটে কিন্তু মুমিনদের পিছলে বের হওয়ার পথ রুখে দিয়েছি। এখন সূরার অর্থে পাল্টে এটা সেটা বলা ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না। কেউ যদি বলে ধোঁয়া আর গ্যাস এক জিনিস তাহলে সে চারটা সূরা একসঙ্গে পড়লে আটকে যাবে। ওখানে পিছলানোর জায়গা সামান্য। তবে আরও চমৎকার কিছু লজিক এড করতে পারি নি লেখার কলেবর বৃদ্ধি হবে বলে। Arman Khandaker

21 August 2012 at 16:56 · Like

-

দুরন্ত সেতু ফুসিলাত না এটা ফুস্-সিলাত।

21 August 2012 at 16:59 via mobile · Like

-

Jbyanta K Saha আমি ফুসিলাত পাল্টে ফুসসিলাত করে দিয়েছি অলরেডি। তবে একটা হসন্ত যোগ করতে হবে মনে হচ্ছে।

21 August 2012 at 17:01 · Like · 1

-

Abdullah Al Hasan ভালো লাগসে

21 August 2012 at 17:56 · Like · 1

-

রবি বাঙ্গালী আমার যতদুর মনে পড়ছে সাতটা স্বর্গ না ঐটা সাত আকাশ হবে। আপনি heaven শব্দের অর্থ স্বর্গ করে ফেলছেন। এখানে এটা আকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাছাড়া ইসলামে স্বর্গ সাতটা না আটটা। পরিশেষে ধন্যবাদ সুন্দর একটি নোটের জন্য।

21 August 2012 at 18:49 via mobile · Like · 1

-

Jyanta K Saha আপনি ঠিক বলেছেন তবে আংশিক। আরবি samaa শব্দের অর্থ আকাশ (sky), স্বর্গ (heaven or firmament) দুটাই হয়। আমি নিজে থেকে কোন অনুবাদ করি নি, সবচেয়ে গ্রহযোগ্য অনুবাদ নিয়েছি। শুধু আকাশ বললে মুমিনসমাজ মাইন্ড করে। শুনে আশ্চর্য হবেন যে মুমিনরা আজকাল এই samaa বা samwaat এর অনুবাদ করে মহাবিশ্ব, বিশ্বমণ্ডলী ইত্যাদি। আমি ওদের অনুবাদ নিয়েই ভুল প্রমাণ করে দেখালাম। জান্নাতের দরজা আটটি। কোরআনে কয়টা জান্নাতের নাম আছে এটা নিয়ে বিতর্ক আছে। সাধারণত ধরা হয় জান্নাত আটটা। তবে জান্নাতের স্তর সাতটা এটা নিয়ে কোন কনফিউশন নেই। এই আয়াত ৪১:১২ তে সাতটা জান্নাতের কথাই বলা আছে পড়ে দেখুন। সাত আসমান ইহুদী , ইসলাম, হিন্দু সহ প্রাচীন ধর্মগুলোতে একটা কমন কনসেপ্ট। Rabi Bangali

21 August 2012 at 19:18 · Like

-

রাইট হার্ট মুক্ত মনায় সেন্ড করে দিন ! ~~

21 August 2012 at 19:43 · Like · 1

-

Jyanta K Saha দেখি বিবলিওগ্রাফি ঠিক করে নেই। মুক্তমনায় এই ধরণের পোষ্ট আরও থাকতে পারে। আগে নিশ্চিত হতে হবে নেই। দিলে আগেরটা আর এটা ধারাবাহিকভাবে দিব। Right Heart

21 August 2012 at 19:46 · Like

-

রবি বাঙ্গালী ৪১:১২ অতপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দুদিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরন করলেন। আমি নিকটবর্তী

আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।
এখানে যে আকাশ বোঝানো হয়েছে তা প্রায় সব তাফসিরকার উল্লেখ করেছেন।

21 August 2012 at 19:49 via mobile · Like

- **Imran Hasan** Jpds Jayanta দাদা কিছু যুক্তি একটু খটকা লাগল ।

উপরের চারটা আয়াতে বলা আছে গোটা পৃথিবীর সব সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ছয় দিনে যার মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করতে সময় লেগেছে দুই দিন এবং এর ভিতরে পাহাড় বসাতে এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যাবস্থা করতে লেগেছে চারদিন। এটাকি আধুনিক বিজ্ঞানকে সমর্থন করে? পৃথিবীকি ছয়দিনে সৃষ্টি হয়েছে?

এখানে তো আইয়াম বা যুগ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ধরেন আইয়াম ে জাহেলিয়া, আইয়াম এ রাশেদিন, ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখানে মুলত ধাপ কেই বোঝানোর কথা। আর আপনি সুমেরিয়ান দের বিশ্বাস এর কথা বললেন কিন্ত তারা তো মহাবিশ্বে বিশ্বাসই রাখত না। তাদের মতে পৃথিবী ছিল অনন্ত সাগরে ভাসমান একটা ফাঁপা পর্বত। তাদের সৃষ্টির কাহিনী আপনাকে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল ।

21 August 2012 at 19:58 · Like

- **Jayanta K Saha** Quran 41:12---

And He [it is who] decreed that they become seven heavens in two aeons, and imparted unto each heaven its function. And We adorned the skies nearest to the earth with lights, and made them secure: such is the ordaining of the Almighty, the All-Knowing.--- Muhammad Asad

Then He ordained them seven heavens in two Days and inspired in each heaven its mandate; and We decked the nether heaven with lamps, and rendered it inviolable. That is the measuring of the Mighty, the Knower.---- Pickthal

So He ordained them seven heavens in two periods, and revealed in every heaven its affair; and We adorned the lower heaven with brilliant stars and (made it) to guard; that is the decree of the Mighty, the Knowing.---- Shakir

So He completed them as seven firmaments in two Days, and He assigned to each heaven its duty and command. And We adorned the lower heaven with lights, and (provided it) with guard. Such is the Decree of (Him) the Exalted in Might, Full of Knowledge.--- Yosuf ali

ভাই চারটা বিখ্যাত অনুবাদ দিলাম। সবকয়টায় স্বর্গের কথা বলা আছে। আবার আকাশও সঠিক। তাফসিরে ইবনে কাথিরে স্বর্গের কথাই মনে হয় বলা হয়েছে। কাথির সাতটা জান্নাত বলতে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, শনি এবং ব্রিশস্পতির কথা উল্লেখ্য করেছেন। আকাশ আর জন্নাত যাই হোক আমাদের কোন ক্ষতি নেই। এতে তেমন একটা হেরফের হয় না। তবে আরবি samma মানে আকাশ এটাই বেশি প্রচলিত। Rabi Bangali

21 August 2012 at 20:00 · Like · 2

-

Imran Hasan Then He directed Himself to the heaven while it was smoke and said to it and to the earth, "Come [into being], willingly or by compulsion." They said, "We have come willingly." (Quran 41:11) -Sahih internationa

এইখানে তো পৃথিবী সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে , আর আমাদেরমতে বিগব্যাং তো এই আয়াত টা থেকে নেয়া হয়েছে অবিশ্বাসী রা কি দেখে না যে পৃথিবী আর আকাশ মণ্ডলী একসঙ্গে যুক্ত ছিল এবং আমি খুলে দিলাম এদের মুখকে এবং প্রান বান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। আমরা সাধারণত ৪১ঃ১১ কে ধরে নিই পৃথিবীর প্রারম্ভিক অবস্থা হিসেবে।

21 August 2012 at 20:01 · Like

-

Jyanta K Saha Imran Hasan: সবকয়টা অনুবাদে ব্যবহার করা হয়েছে " day" বা দিন। কোরআনে ক্লিয়ারলি দিনের কথাই বলা হয়েছে। একমাত্র আসাদ বোধহয় eon ইউজ করেছে। আপনি এখন এটাকে যুগ ধরে নিতে চাইলে সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। কোরআনে মূল আরবীতে কি শব্দ ইউজ করেছে

সেটাই কাউণ্ট হবে। আমি আজকে উঠে যাচ্ছি আপনি আপনার যুক্তিগুলা লিখে রাখুন। আমি কালকে খন্ডাতে চেষ্টা করব। মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।
21 August 2012 at 20:05 · Like

-
Joyanta K Saha বিগ ব্যাং এর টা নিয়ে একটা নোট আছে আমার সেটা দেখুন। আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে পৃথিবী যে বিগ ব্যাং এর পড়ে হয়েছে সেটাই দেখাতে চেয়েছি, কিন্তু কোরআনে আছে উল্টো। আমি এই নোটে মহাবিশ্বের বিবর্তন নিয়ে কোরআনের যে chronology আছে ভূল বলতে চেয়েছি। কোরআন আল্লাহ্র বানী হলে এই ভূল হত না। Imran Hasan
21 August 2012 at 20:09 · Like

-
Imran Hasan দাদা আইয়াম মানে তো দিন না এটা সবাই জানে। ইংরেজিতে অনেক সময় অনেক এরকম Phrase or rhteroic পাওয়া যায় যেমন the days of summer or the days of drought. তো এটা তো ভুল বলছে না।
21 August 2012 at 20:09 · Like

-
Imran Hasan আচ্ছা দাদা ঠিক আছে। তবে আপনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখতে পারেন যে কুরআনে এক ক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সুচনা এর কথা বলা হয়েছে আর আরেক জায়গাতে আমাদের পৃথিবী তৈরি আর সেটাতে প্রাণ এর সৃষ্টি এর ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে।তো পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে তো চারিদিক ধোঁয়াটেই ছিল দাদা। চারিদিক গ্যাস ,পানিবাস্প, হাইড্রোজেন ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি দিয়ে পূর্ণ ছিল ।তো এইখানে ভুলটা কোথায় বুঝতে পারলাম না।
21 August 2012 at 20:12 · Like

-
Joyanta K Saha আইয়াম দিয়ে পিরিয়ড বা যুগ বা দিন একেকজন একেক মানে করেছে। এখন কোন যুগের কথা বলা হয়েছে সেটা দিয়ে আপনি কি বুঝবেন ?? দুই যুগ, চার যুগ? সেটা কি? এর কোন গ্রহণযোগ্য সায়েনটিফিক এক্সপ্লানেশান আছে??
21 August 2012 at 20:14 · Like

-

  Jbyanta K Saha ইমরান ভাই পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে না , হেভেন সৃষ্টির আগে, পৃথিবী সৃষ্টির পরে। ৪১:১১ আয়াতের এই লাইনটা পরেন। Then He directed Himself to the heaven while it was smoke। এখানে smoke না ইউজ করে gas ইউজ করলেই একটা সিদ্ধান্তে আসা যেত।

  21 August 2012 at 20:17 · Like
-

  Jbyanta K Saha অথবা আরও অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বললে cosmic gas, cloud or dust.

  21 August 2012 at 20:19 · Like
-

  Imran Hasan এটা তো রিজিড সায়েন্স না দাদা জাস্ট Signs of science or hintsএটাতে তো আর এক্সপেরিমেন্ট ওয়েব এর মত সায়েন্টিফিক থিওরেম আর প্রসেস ইউজ করা হবে না। আর দাদা ওইখানে তিনটাই হতে পারে আকাশ, মহাকাশ বা আমাদের জান্নাত।

  21 August 2012 at 20:19 · Like · 1
-

  Jbyanta K Saha ইমরান ভাই আমি ধরে নিলাম আলোচনার খাতিরে নিদর্শন দেখেই আমাদের বুঝা উচিত যে কোরআন আল্লাহ্ র প্রদত্ত বই। কিন্তু chronology তো ঠিক থাকবে নাকি? এখানে chronology তে কি মারাত্মক ভুল এটা আপনার চোখে পড়ছে না? আর রিজিড সাইন্স কই পেলেন? আমরা তো গাণিতিক সূত্র বা পঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি যে হিন্ট যেন সঠিক হয়, এটা যেন মিসলিডিং না হয়। কিন্তু কোরআনের হিন্ট কি ক্লিয়ার? এর চেয়ে বিষ্ণু পুরানে একটা ভারস আছে অনেক ক্লিয়ারলি হিন্ট দেয়। তাহলে কি আমি এখন ধরে নিব বিষ্ণু পুরাণ আল্লাহ্ প্রদত্ত বানী? একটা ধর্ম গ্রন্থকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মেনে নিতে হলে এতে কোন ভূল থাকা চলবে না। কারণ একজন সৃষ্টিকর্তা কোন ভূল করতে পারে না। Imran Hasan

  21 August 2012 at 20:24 · Like
-

Emrul Chowdhury আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (Al-Qamar: 32)

তাই ধোঁয়া আর গ্যাস নিয়ে জটিলতা করে এর মুল বার্তা কেই ভিন্ন দিকে নেবার চেষ্টা করা অনুচিত। স্বাভাবিক ভাবে মানুষ ধোঁয়া কে যেভাবে বোঝে গ্যাস নামক মৌল বা যৌগ অনেকটা তাই দেখতে। তাই বোঝার জন্য সেটাই সহজ।

21 August 2012 at 20:26 · Like

-

Imran Hasan দাদা আপনার তিন নাম্বার যুক্তিটা একটু ভুল আসলে ওইটা হবে পৃথিবী তৈরি হবার সময় এর অবস্থা।

21 August 2012 at 20:27 · Like

-

Jyanta K Saha জ্বী কোরআনে ধোঁয়ার কথা বলছে তাই আমাকে এখন ধোঁয়া আর গ্যাস একই জিনিস ধরে বসে থাকতে হবে তাই না? ধোঁয়াতে যেই অরগানিক পারটিক্যাল আছে সেগুলা আমি ১৩-১১ বিলিয়ন বছর পূর্বে কুত্থেকে আনব?? এখানে মানে গ্যাস হচ্ছে মহাবিশ্বের শুরুর দিকে অসীম ঘন হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসের কথা। আর কোরআনে "ধুকান" ধব্দের মানে হচ্ছে আগুন থেকে সৃষ্ট উতপ্ত ধোঁয়া (fume)। দুইটার পার্থক্য আকাশ পাতাল। আর ধোঁয়া আর গ্যাসকে এক ধরে নিলেও পরে কি প্রবলেম হয় সেটা আমি নোটে অলরেডি দেখিয়েছি। Emrul Chowdhury

21 August 2012 at 20:30 · Like · 1

-

Jyanta K Saha Imran HasanI: ভাই এখন উঠছি। কাল আপনার মন্তব্যের জবাব দিব। একটু ধৈর্য ধরেন।

21 August 2012 at 20:32 · Like

-

Imran Hasan আরে ভাই ৪১ঃ১১ তে গ্যসিয় নীহারিকা থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হবার কথা বলা হয়েছে। আর Quran 21.30] Do not those who disbelieve see that

the heavens and the Earth were meshed together then We ripped them apart? And then We made of water everything living? Would they still not believe? এখানে মহাবিশ্ব সৃষ্টি এর কথা বলা আছে।

21 August 2012 at 20:33 · Like

-

Jyanta K Saha ইমরান ভাই ত্যানা না পেচিয়ে আপনি চারটা আয়াত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরেন তো?? পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে দুটা আয়াত দেবার পর then শব্দটা ব্যাবহার করে জন্নাতের দিকে তাকনোর বা দৃষ্টি দেবার কথা বলা হয়েছে। আপনি এই সহজ বিষয়টা নিয়ে কেন অযথা ত্যানা পেচাচ্ছেন?? আপনি তাফসির ইবনে কাথির পরে দেখেন। আমি আপনাকে কালকে রেফারেন্স দিব দরকার হলে।

21 August 2012 at 20:37 · Like

-

Imran Hasan আচ্ছা কাথির পড়ে দেখছি

21 August 2012 at 20:38 · Like

-

Imran Hasan আমার ডাটাবেজ ধংস হবার পর থেকে বিপদে আছি কি যে করি ???

21 August 2012 at 20:39 · Like

-

Emrul Chowdhury আমি আপনাকে এক ধরে নিতে বলিনি, কিন্তু আপনাকে যদি আমি এক চোখে ধোঁয়া বা গ্যাস দেখাই একি সময়ে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন না, আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন মানুষকে ধারনা দেবার জন্য সহজভাবে, সেটা সেই সময়ে মানুষের কাছে কতটা বোধগম্য হবে তাও লক্ষণীয়। এটাই আপনি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছেন , নিদর্শনকে scientific fact হিসেবে নিয়ে unscientific প্রমাণের সুযোগ খুঁজছেন যেটা স্পষ্ট।

21 August 2012 at 20:39 · Like · 1

-

Dhormopran Peleboi চমৎকার লেখা হয়েছে।

21 August 2012 at 20:43 · Like

-

Imran Hasan দাদা এটা নিয়ে তো আমি মোবারক হোসেন রুবেল এর সাথে ডিবেট করেছি। এখানে Then ব্যবহার করে Chronological Order নিয়ে আসলেই সমস্যা দেখা দেয় এর থেকে Yusuf Ali এর যে অনুবাদ টা আছে সেটা দেখা যাক

[041:010] He set on the (earth), mountains standing firm, high above it, and bestowed blessings on the earth, and measure therein all things to give them nourishment in due proportion, in four Days, in accordance with (the needs of) those who seek (Sustenance).

[041:011] \\Moreover\\ He comprehended in His design the sky, and it had been (as) smoke: He said to it and to the earth: "Come ye together, willingly or unwillingly." They said: "We do come (together), in willing obedience."
[041:012] So He completed them as seven firmaments in two Days, and He assigned to each heaven its duty and command. And We adorned the lower heaven with lights, and (provided it) with guard. Such is the Decree of (Him) the Exalted in Might, Full of Knowledge.

এখানে ক্রনলজিক্যাল কোন অর্ডার না আনলেও অর্থ আর ব্যাকরণ এর কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং একটা Contradiction সম্ভ হয়, এখানে then না Moreover হবে। আর এখানে সময়গত ব্যবধান এর বাধা নেই।

22 August 2012 at 04:01 · Like

-

Imran Hasan এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর এর ব্যবধানে সংঘটিত কিছু কথা কে সরলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ক্রনলজিক্যাল কোন অর্ডার নাই দাদা বরং assertive অ্যাপ্রচ ইউজ করা হয়েছে।

22 August 2012 at 04:30 · Like · 1

-

রাইট হার্ট http://corpus.quran.com/wordmorphology.jsp...

The Quranic Arabic Corpus - Word by Word Grammar, Syntax and Morphology of the Holy Quran

corpus.quran.com

Sahih International: Then He directed Himself to the heaven while it was smoke a...See more

22 August 2012 at 06:28 · Like · 2

-

রাইট হার্ট সেটা সেই সময়ে মানুষের কাছে কতটা বোধগম্য হবে তাও লক্ষণীয় ///

অর্থাৎ কুরান সেই সময়ের জন্যে ! সর্বকালের জণ্যে বলা যায় না !

22 August 2012 at 06:30 · Like · 2

-

Imran Hasan এটা তো আগেই বুকমার্ক করা আছে মামার বাড়ির খবর আমাদের কে জানালে চলবে ? আল্যানি দেখেন।

22 August 2012 at 06:30 · Like

-

রাইট হার্ট যত সময়ে কমেন্ট করলেন ততক্ষনে লিংকে ক্লিক করলে ভালো হত না ?

22 August 2012 at 06:31 · Like · 1

-

Imran Hasan আমি দেখেছি কিন্ত সেখানে ইনডেক্স এ ইউসুফ আলির অনুবাদ কেও সহিহ বলাই আছে ভুলা বলা নাই।

22 August 2012 at 06:32 · Like

-

Jayanta K Saha Imran Hasan: ইমরান হাসান আরবী Thumma (ثُمَّ) মানে যে then এটা বোধহয় মানেন না, না? আমি কোন ডিকশনারিতে সার্চ দিয়েও পেলাম না থুম্মা মানে moreover. আপনাদের কোরআনকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচানির জন্য আর কত কিছু লাগবে ?? Moreover দিলেও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা হয় না। ইউসুফ আলীর অনুবাদ নিলেন এখন কি উনি যে day ইউজ

করেছে period না ইউজ করে এইটা মানবেন?? ১২ নাম্বার আয়াতে দেখেন আল্লাহ্ বলছে সর্বনিম্ন স্বর্গকে তারকা দ্বারা শোভিত করছে? এই সর্বনিম্ন স্বর্গ জিনিসটা কি? আচ্ছা ধরে নিলাম উনি আকাশের সর্বোনিম্ন স্তর বুঝিয়েছেন। তারকারা কি আকাশের সর্বোনিম্ন স্তরে থাকে? এইটা কোন বিজ্ঞান বলে?
22 August 2012 at 07:48 · Unlike · 2

-

Jbyanta K Saha আচ্ছা ইমরান ভাই আপনি ইবনে কাথিরের তাফসির মানেন তো? তিনি কিন্তু তার সারাজীবন ব্যয় করেছিলেন কোরআনের পিছনে। মুসলিম বিশ্বের উনার তাফসিরই সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি এই যুগের হারুন ইয়াহিয়া, বুকাইলি, আসাদ এদের অনেক আগেই কোরআনে চমৎকার ইন্টারপ্রেটেশান দিয়ে গেছেন যেটা কয়েকশতবৎসর ধরে প্রচলিত। এবং তিনি ওদের মত কোন ভাওতাবাজির রাস্তায় জাননি।

Ibne qathir's tafsir on Quran 41:9-12
(Say: "Do you verily disbelieve in Him Who created the earth in two Days And you set up rivals with Him") meaning, `false gods whom you worship alongside Him'

(That is the Lord of the that exists.) the Creator of all things is the Lord of all the creatures. Here the Ayah;

(Who created the heavens and the earth in Six Days) (7:54). is explained in more detail; the creation of the earth and the creation of the heaven are discussed separately. Allah says that He created the earth first, because it is the foundation, and the foundation should be built first, then the roof. Allah says elsewhere

(He it is Who created for you all that is on the earth. Then He rose over (Istawa ila) the heaven and made them seven heavens) (2:29).
22 August 2012 at 07:54 · Unlike · 3

-

Jbyanta K Saha (those who disbelieved will wish) (4:42). Allah created the earth in two days, then He created the heavens, then He (Istawa ila) the heaven and gave it its shape in two more days. Then He spread the earth, which means that He brought forth therefrom its water and its pasture. And He created the mountains,

sands, inanimate things, rocks and hills and everything in between, in two more days. This is what Allah says:

(Then He rose over (Istawa ila) towards the heaven when it was smoke,) i.e., steam which arose from it when the earth was created.
(Then He completed and finished their creation (as) seven heavens in two Days) means, He finished forming them as seven heavens in two more days, which were Thursday and Friday.

(And We adorned the nearest (lowest) heaven with lamps) means, the stars and planets which shine on the people of the earth.
(as well as to guard.) means, as protection against the Shayatin, lest they listen to the angels on high.
22 August 2012 at 07:54 · Like · 2

-

Imran Hasan summa এর ২৩ টা অর্থ আছে Jyds Jyanta আর সাতটা হেভেন তাইতো ?? আচ্ছা হেভেন গুলো কি আমাদের আকাশ এর মত কিছু নাকি এর উর্ধ্বে ?? আর day মানে কি ২৪ ঘনটার দিন টিন মনে করেছেন নাকি ?
22 August 2012 at 07:54 · Like

-

Jyanta K Saha আরেক বিখ্যাত তাফসিরকারক ইবনে আব্বাসের ৪১:১১ নং আয়াতের ইন্টারপ্রিটেশানটা তুলে দিলাম আমি।

Tafsir Ibne abbas 41:11...See More
22 August 2012 at 07:55 · Like · 1

-

Imran Hasan আচ্ছা আল্লাহ এর জ্ঞান বেশি না কাথির এর জ্ঞান বেশি ? যদি কুরআন এ কোন রকম এর নিয়ম না ভেঙ্গে কোন আরবি গ্রামার এর চেঞ্জ না করে কোন প্রকৃতির বে আইনি কাজ না করে কেউ যদি science এর signs বের করতে পারেন তবে প্রবলেম কই ??
22 August 2012 at 07:56 · Like

-

Jbyanta K Saha day মানে যে ২৪ ঘন্টার দিন না এটা বোধহয় বিখ্যাত তাফসিরকারক কাথিরও বুঝেন নাই। হাদিসেও মুহাম্মদ বলে যান নাই। খালি বুঝ্ছেন ইমরান হসান!
22 August 2012 at 07:57 · Like · 1

-
Imran Hasan আগে কণ আইয়াম এর অর্থ কি ?? আর দিন তাই না ??? যদি পৃথিবীই না থাকে সেই সময়ে তাহলে দিন এর গণনা আসে কোথায় থেকে ?
22 August 2012 at 07:59 · Like

-
Jbyanta K Saha জ্বি ধরা খাইলেই ত্যানা পেচানি। বাইন মাছের চেয়েও পিচ্ছিল আপনি। আল্লাহ্ কোরআনে কোথায় বলছে "Day" মানে মিলিয়ন বছর? আর এই জিনিস খালি আশির দশকের পরের এপোলজিস্টরাই খালি বুঝল ? তার আগে একজনও বুঝে নাই! আফসুস! আপনাদের ডি জিটাল মুমিনরা আর কত কষ্ট করবেন মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে??
22 August 2012 at 07:59 · Like · 2

-
Imran Hasan নাহ বুঝবে না এর আগের এপ্লজিস্ত রা কেননা তখন পরযবেক্ষন ততটা উন্নত হয়নি যদি কুরআন আল্লহর বানী হয়ে থাকে তবে এর বিভিন্ন শক্তিশালি রহস্য কেয়ামত এর আগ পর্যন্ত উন্মচিত হতে থাকবে। খারান আরও ১০০০ উপরে আইতাছে তখন দেখমু আপ্নেরা কি করেন।
22 August 2012 at 08:02 · Like

-
Jbyanta K Saha এতগুলা তাফসিরকারক আইয়ম মানে কিন্তু দিন অনুবাদ করছে? বুঝ্ছেন?? আপনি তাদের চেয়ে ২১ শতকে ইন্টারনেটে বসে গোগল সার্চ দিয়ে বেশী জেনে ফেলছেন?? ভবিষ্যতে যদি বিগ ব্যাং এর মহাবিশ্বের বিবর্তনের বর্তমান তত্ত্বে কোন ভুল পাওয়া যায় বা অন্য কোন ব্যাখ্যা হাজির হয় তখন কি হবে? আল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হবে? কোরআন ভুল পরমানিত হবে? নাকি তখন পিছলামির নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করবেন ?
22 August 2012 at 08:03 · Like · 2

- **Imran Hasan** তাইলে আইয়ামে জাহেলিয়াত কি একদিন আছিল নাকি একটা যুগ আছিল ? সব সময়ে তাফসির কারক দের ১২ টা বিদ্যার মধ্যে একটা ছিল সমকালীন সৃষ্টি তত্ত্বের জ্ঞান অর্থাৎ সেই সময়ে সৃষ্টি তত্ত্ব কি কয় সেটা কেননা তাইলে ব্যাখা দান করাতে সুবিধা হয়। আপ্নে তাফসির ক্যামনে করতে হয় সেইটা ঠিক মত জানেন যে বক বক করতাছেন ?? আর এগুলান তো আমার কতা না স্কলার দেরই কথা পারেন তো তাদের কে ভুল প্রমান করেন। আমি আরকি কইলাম। আর আরেকটা কথা স্কলাররা একটাও নিয়ম ভাঙ্গেন নাই কুরআন এর তাফসির এর এইটা করণ এর সময়ে তাইলে কি আর করা হাত কামড়ান ।

  22 August 2012 at 08:07 · Like

- **Jayanta K Saha** ভাইয়েরা ইমরানের হাসানের পিছলামি একটু দেখে যান। উনি থুম্মা মানে then মানেন না, তাফসির মানেন না, কোরআনের আয়াত পর পর দেখিয়ে দিলাম তাও মানেন না, সাধারণ আগুন থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া আর আদিম মহাবিশ্বের অসীম ঘনত্ব সম্পন্ন হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাসকে এক মনে করেন। এতকিছুর পড়ে যখন ১২ নাম্বার আয়াতে অসংগতি দেখালাম উনি এটাও মানেন না। উনি বিজ্ঞান মানেন না (ধোঁয়া আর গ্যাসের মেঘ এক মনে করেন) আবার সাত আসমান মানে বিজ্ঞানের অপ্রমাণিত তত্ত্ব দিয়ে বিশেষ কিছু মনে করতে চান এনারে নিয়ে কই যাইতাম!!!

  22 August 2012 at 08:09 · Like · 2

- **Jayanta K Saha** Right Heart, Alex Ander, Arman Khandaker, Prasen Gope, Gordon Freemanne

  22 August 2012 at 08:10 · Like · 1

- **Jayanta K Saha** আল্লাহ্‌র বানী নামক কোরআন যত গারবেজ হোক সেখানে "ক" বলা থাকলে সেটাকে "কলিকাতা" ধরে অনুবাদ করতে হবে। তাতেও যদি না মিলে তাহলে বাকি যতসব অসংগতি আছে সব অস্বীকার করতে

হবে। তারপর ইসলামিক অ্যাপলজিস্টরা যেইসব গারবেজ খাওয়ায় সেটায় গো ধরে বসে থাকতে হবে।

22 August 2012 at 08:13 · Like · 1

-

Imran Hasan http://www.understanding-islam.com/…/the-meaning-of… তাইলে ইনারে ভুল প্রমান কর ।

The Meaning of "Thumma" & "Yawm" [65] - Sources of Islam - Understanding Islam

www.understanding-islam.com

Here at Understanding Islam we provide you with all information regarding Islam….See more

22 August 2012 at 08:14 · Like

-

Jbyanta K Saha তাফসির কেমনে করতে হয়? যুগ পালটে গেলে আকাশ বলা থাকলে সেটাকে মহাবিশ্ব ধইরা?? তাহলে কোরআনের চেয়ে প্রাচীন জরজিস অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ওটাই আল্লাহ্‌র বানী।

22 August 2012 at 08:15 · Like · 2

-

Imran Hasan http://www.youtube.com/watch?v=XH312AiETOM

Arabic grammar series: Thumma and its meanings Part 5

www.youtube.com

http://www.sibawayinstitute.com/membership Become a member and experience the Quran like never before.

22 August 2012 at 08:15 · Like

-

Imran Hasan http://www.youtube.com/watch?v=bIiVlO88D5o...
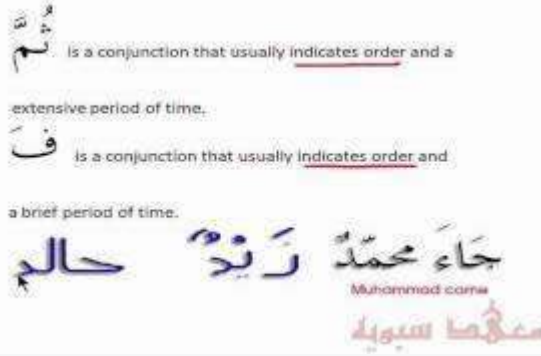
Arabic grammar series: Thumma and its meanings Part 1

www.youtube.com

http://www.sibawayinstitute.com/membership Become a member and experience the Quran like never before.

22 August 2012 at 08:16 · Like

-

Imran Hasan http://www.onislam.net/.../455292-do-we-need-modern...

Suhaib Webb: Do We Need a Modern Tafsir?

www.onislam.net

Tafsir is to understand. Living in this country, unfortunately, we become addict...See more

22 August 2012 at 08:21 · Like

-

Imran Hasan তাইলে জিওরজিক্স মানেন না ভারজিল রে নবী মানেন আমার কি ? আমরা জাস্ট ডিফেনড করি প্রচার করি না আপনে নাস্তিক থাকলে আমাদের কোন প্রবলেম নাই কিন্ত অন্যরে বিভ্রান্ত করবেন সেটা হয় না।

22 August 2012 at 08:22 · Like · 1

-

Jyanta K Saha জ্বী ডিজিটাল মুমিনদের এইসব এপলজি কিরকম হতে পারে জানা আছে। থুম্মা মানে moreover মেনে নিলেও শেষ রক্ষা হয় না। ওই চারটা

আয়াতে এত ভুল আছে যে আলটিমেটলি সেগুলা ভীষণভাবে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত হয়। আপনার দৌড় দেখা হয়ে গেছে ইমরান হাসান। গোগল সার্চ দিয়ে নাকে মুখে বাঁচার চেষ্টা করে আর লাভ নেই। আকাশকে যারা মহাবিশ্ব বানাতে পারে তাদের কাছে সবই সম্ভব। এইসব লিংক দেওয়া বন্ধ করে। ইন্টারনেটে শ''খানেক সাইট আছে এগুলা নিয়া। আপনার মত এখন আমিও একটার পর একটা লিংক কপি পেস্ট করতে পারি।

22 August 2012 at 08:23 · Like · 1

-

Imran Hasan তাইলে এরকম হেই হেই কেন করতাছেন ? আপনার যেমন রেফারেন্স আছে আমাদেরও আছে তাইলে এত পিনিক ক্যান ??

22 August 2012 at 08:25 · Like

-

Jbyanta K Saha আমি অন্যরে বিভ্রান্ত করতেছি না? আপনি বিভ্রান্ত হয়েই আছেন। এটা আপনি টের না পেলে কিছু করার নেই। এই ডিবেটে এরই মধ্যে কুথেকে কি বলছেন তারই ঠিক নেই। কোরআন কে বাঁচাতে আপনার মত হাজার পিস আছে। এরা আরও কয়েক যুগ এই গারবেজ নিয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু যারাই একটু কমন্সেন্স এপ্লাই করবে তারাই এই অন্ধ বিশ্বাস ছেড়ে বের হয়ে আস্তে পারবে। এই নোট তাদের উদ্দেশ্যেই লেখা।

22 August 2012 at 08:26 · Like · 1

-

Imran Hasan ইলমে লাদুন্নি মানে জানা আছে ?

22 August 2012 at 08:26 · Like

-

Jbyanta K Saha অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আলাপ করার একটুও ইচ্ছা নাই। আপনে অফ যান দয়া করে।

22 August 2012 at 08:27 · Like · 1

-

Imran Hasan মিয়া এটা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা ব্যাপার ।

22 August 2012 at 08:46 · Like

-

  Joyanta K Saha Imran Hasan ভাই আমি বুঝতে পারছি আপনের মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমার এত কিছু দেখার দরকার ছিল না। আমার জন্য এই চারটা আয়াত খুব যথেষ্ট। এতগুলা নাস্তিক কেউ একটা প্রশ্ন তুলে নি , নোট টা নিয়ে। কেন জানেন, তারা অন্ধ বিশ্বাসকে ধারণ করে নি। তারা সুজাসুজি আয়াত চারটার দিকে তাকিয়েছে। ব্যাস খেল খতম। আমি নিচে ব্যাখা করেছি এই ধোঁয়া, এই কাহিনী মুহাম্মদ কুথেকে আমাদানি করেছে। এটা আপনি বিশ্বাস গেলেন না। আপানকে ট্যাগ করার উদ্দেশ্য ছিল আপনার বক্তব্য শোনা। আমি কিন্তু জানতাম আপনি এইরকমই করবেন। তবুও শুনতে চাইলাম কারণ এগুলা কাজে লাগবে।

  22 August 2012 at 08:52 · Like · 1

-

  রাইট হার্ট আমাকে দেখলাম মেনশন করা হয়েছে । তাই আমার লাইফের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি !

  আমাদের মেডিকেল কলেজে আমারই এক ব্যাচমেট আছে, কলেজ মসজিদের ইমাম, হাফেজ ! তার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব ! যদিও তার সাথে আমার কখনই ধর্ম নিয়ে বিতর্ক হয় নি ! কারন টা নিচের ঘটনা পড়লেই বোঝা যাবে !

  কয়েক মাস আগে, বাসে করে দুজনে যাচ্ছিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে । স্বাভাবিক ভাবেই আমি তার সাথে এক দু কথায় ধর্ম প্রসঙ্গে চলে গেলাম ! সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, শোন বন্ধু, ধর্ম নিয়ে আমি আছি খুবই ছোট থেকে, আমার ফ্যামিলি খুবি রেলিজিয়াস, এবং আমার এক খালু ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ... (কি জানি ভুলে গেছি), ছোট বেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল ইসলাম নিয়ে পড়বো, তাই মাদ্রাসাতে পড়লাম, ইসলাম নিয়ে পড়ার পাশাপাশি আমি অন্যান্য বইটইও পড়তাম অনেক, যতই বাড়তে লাগলাম ততই অনেক প্রশ্ন উকি দিত মনে কিন্তু করার সাহস পেতাম না । পরবর্তিতে নানান ঈমাম, হাফেজ তাদের সংস্পর্শে প্রশ্ন করেছি, উত্তর পেয়েছি, হয়তো তা আমার মন

মতন হয়নি কিন্তু কখনো তা নিয়ে আর প্রশ্ন তুলিনি ! পরে কলেজে আসার পর মুক্তমনা তে পড়তাম, তাদের যুক্তি আমার ভালো লাগতো, বুঝতাম। কারন তুমি দেখেছো আমি অন্যান্য হুজুরদের মতন নই। কিন্তু একটা জিনিস কি, তুমি বা তোমরা যত যুক্তিই দাও, আমি বুঝেছি, মেনেছি কিন্তু কখনোই ইসলাম ছেড়ে তোমার মতন হয়ে যাইনি ! কেন জানো ? কারন আমি যদি এখন জেনে যাই যে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যার ওপর তবে আমার ছোট থেকে এ পর্যন্ত ২২ টা বছরের ধ্যান জ্ঞান অর্জন সব নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি হয়তো বুঝবে, তুমি যাকে এতো দিন বাবা মেনে এসেছো, আমি যদি প্রমান নিয়ে হাজির করি সে তোমার বাবা না, পালক, তবে তুমি এতো সহজে মেনে নিতে পারবে না। তুমি মিথ্যা আকড়ে নানান ভাবে আমাকে ভুল বলে দাবি করে তা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে, মনে সন্দেহ আস্লেই অন্য কিছু ভেবে তা দাবিয়ে রাখবে তবু সত্য মেনে নেবে না, কারন তাহলে তোমার এত দিনের জানা টা ধুলোয় মিশে যাবে ! সত্য কে মেনে নিতে হিম্মত লাগে বন্ধু ! তাই আমি যাই জানি বা বুঝি সেটা একই রকম ভুল বলে বা বুঝতে পারছি না বলে উড়িয়ে দেই বা বলতে পারো মনকে বোঝাই !

ওর কাছ থেকে এমন একটা জবাব পাওয়ার পর আমি আসলে এসব ডীবেট করা বলতে গেলে ছেড়ে দেই ! যদি দেখি কারো মনে কনফিউশন আছে ধর্ম নিয়ে তবেই আগাই, কিন্তু কখনোই কোন তাল গাছ ধরে রাখা পার্টীর সাথে নয়। কারনটা মনে হয় আমার ফ্রেন্ডই খোলসা করে দিয়েছে !

ধন্যবাদ ! Jpds Jbyanta

22 August 2012 at 09:18 · Like · 4

- **Imran Hasan** Jpds Jbyanta আপনি ইসলাম কে নিয়ে পড়লে পড়েন যদি তার সমালোচনা করার ইচ্ছে থাকে। কিন্ত না জেনে যারা সমালোচনা করে তাদের কে দেখতে পারি না আমি। আচ্ছা আমি আপনার নোট এর কাউনটার দিব কালকে। সেখানে এসে আলোচনা করার ইচ্ছে হলে করবেন শুধু আপনাকেই ট্যাগ করব আমি। আর আরকেটা কথা ধর্ম এর বিষয়ে আপ্নারা সবসময়

কমন সেন্স কমন সেন্স করেন আর আজকেও এই ধুয়ো ধরে আমার কোন কথাই শুনেননি তবে আমি এতদিন ধর্ম পড়ে এটা বুঝেছি যে ধর্ম আর যাই হোক কমন সেন্স দিয়ে বোঝা এক কথায় অসম্ভব। এটাও জ্ঞান আর দর্শন এর একটা শাখা আর আপনাকে যদি আমি বলি Whitehead cosmology বা কামুস এর বিশ্লেষণ একটা ফালতু জিনিস কেননা আমি সেটা আমার কমন সেন্স এ বুঝিনা, তাহলে সেটা যেমন হাস্যকর হবে, ঠিক তেমনি হাস্যকর এই কথাটা যে আমি কমন সেন্স দিয়ে ভুল বুঝে যাই ধর্মের।

22 August 2012 at 13:45 · Like

-

রাইট হার্ট আমি এতদিন ধর্ম পড়ে এটা বুঝেছি যে ধর্ম আর যাই হোক কমন সেন্স দিয়ে বোঝা এক কথায় অসম্ভব ///

হুম কথা টা সত্য ! কারন যখন ধর্ম গ্রন্থে লেখা থাকে "পুরুষের বীর্য নির্গত হয় মেরুদন্ড আর বুকের হাড়ের মাঝ থেকে " আর ধার্মিকেরা যুক্তি দেয় (১) যেহেতু শুক্রাশয় ভ্রূণাবস্থায় ওই খানে থাকে এখানে তাই বোঝাচ্ছে (২) এখানে মেরুদন্ড না হয়ে অনুবাদ হবে loin বা কোমড় অর্থাৎ পুরুষের কোমড় আর বুকের হাড় স্ত্রী লিংগ অর্থাৎ তা দ্বারা মেয়েদের যৌনাঙ্গ বোঝাচ্ছে ... তখন আসলে ওই একই কথা মনে হয় ... সাধারন কমন সেন্স দিয়ে আর যাই হোক ধর্ম বোঝা যাবে না, তাহলে আমার গত ৪ বছর যাবত পড়া এম্ব্রাইয়োলজি নর্দমায় ফেলতে হবে !

তাই কমন সেন্স দিয়ে বুঝতেও যাই না ! যাদের এ জিনিসের ঘাটতি আছে তাদের তো নয়ই ...

22 August 2012 at 16:26 · Like · 1

-

Imran Hasan আচ্ছা দাদা প্রস্টেট কোথায় থাকে ? আর লিংগ এর শুক্রের যে রস সেটা কোথায় থেকে আসে ? প্রস্টেট নাকি অন্য কোথাও থেকে ? কিট তো আসে অণ্ড কোষ থেকে কিন্ত তরল তো আপনি ভালো করেই জানেন এরপরেও এমন কথা কেন বলেন ?

22 August 2012 at 16:30 · Like

-
  রাইট হার্ট হা হা ! এসেছে এম্ব্রাইয়োলজিস্ট !!
  22 August 2012 at 16:42 · Like · 1
-
  Imran Hasan আব্দুল্লাহ সাইদ খান কে এটা আমি দিয়েছি। আর তিনি আপনার থেকেও বড় ফিজিশিয়ান হিসেবে আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই জবাব পেয়ে যাবেন।
  22 August 2012 at 16:44 · Like
-
  রাইট হার্ট ফিজিশিয়ান নিয়ে আসুন সমস্যা নেই ! চাইলে আরো দুই একটা বেকুব ধরে এনে আল্লাহর ফাজলামি মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুন ! সমস্যা নেই ! আমিও দেখবো সে কত বড়ো এনাটমিস্ট হয়েছেন ! গত দুই বছরের চেষ্টায় নিজের একটা এনাটোমির বই পাব্লিশ করেছি ! কে কত খানি জানে দেখবো !
  22 August 2012 at 16:47 · Like · 1
-
  রাইট হার্ট কোন বেকুব এটা বোঝে না যে আল্লাহ ব্যাটা যদি জানত তবে বলেই দিত 'বীর্য আসে শুক্রাশয় থেকে" এতো ত্যানা প্যাচাতো না ! হা হা
  22 August 2012 at 16:48 · Like · 1
-
  রাইট হার্ট আমি যাস্ট একটা জিনিস দেখতে চাই ! এরা আল্লাহ কে বাচাতে কত খানি প্যাচাতে পারে ! জিনিস টা দেখতে আসলে ভালোই লাগে ! যেমন আগে কোন আলোচনায় এই prostate gland এর উল্লেখ কেউ করেনি ! এখন শুনছি ! দেখা যাক আর কি কি আসে !
  22 August 2012 at 17:10 · Like · 1
-
  Imran Hasan আচ্ছা ভাই আপনার বইটা এর নাম বলবেন একটু। একটু পড়ে দেখতাম। আপনাকে তো অনেক অল্প বয়সীই মনে হয় এত অল্প সময়ে কি

ভাবে এত ভালো বই লিখলেন সেটা একটু পড়ে দেখতাম(আবার ভেবেন না যে আপনাকে পচাচ্ছি)

22 August 2012 at 17:14 · Like

-

Imran Hasan পিডি এফ আছে কোথায় ? ধন্যবাদ দাদা তা কোথায় পাওয়া যায় ? আমি তো ঢাকার বাইরে থাকি ।

22 August 2012 at 17:22 · Like

-

রাইট হার্ট আপনার কি জানতে হবে বলুন না !! ঢাকার বাইরে পাবেন না ! ভালো কথা আপনার আব্দুল্লাহ সাইদ খান কে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয় ! এম্ব্রাইয়োলজি বুঝিয়ে দেবে !

22 August 2012 at 17:24 · Like

-

Imran Hasan seta to korboi

22 August 2012 at 17:24 · Like

-

Rakibul Hassan Pappo গ্যাস আর ধোঁয়া প্রায় এক জিনিস নয়। ধোঁয়াতে গ্যাসীয় অবস্থায় ছাড়াও কঠিন বা তরল অবস্থায় কণা থাকতে পারে। এখানে ধোঁয়ার একটা সংজ্ঞা দেখে নেওয়া যাক।

Smoke: Smoke is a collection of airborne solid and liquid particulates and gases emitted when a material undergoes combustion or pyrolysis, together with the quantity of air that is entrained or otherwise mixed into the mass.

ধোঁয়া যেহেতু combustion বা pyrolysis এর ফলে সৃষ্টি হয় এতে organic particle থাকে যেমন কার্বন। মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থায় কোন organic compound এর অস্তিত্বই ছিল না। প্রথমে অণুসমূহের সৃষ্টিই হয়নি। তাপমাত্রা অনেক কমে এলে মৌলিক কণিকা সমূহ একত্রিত হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। যে গ্যাসীয় বস্তুর কথা বলা হচ্ছে সেই গ্যাস আসলে হাইড্রোজেনের এবং হিলিয়ামের(হাইড্রোজেন বার্ন করে হিলিয়াম তৈরি হয়)। এরপর যেই গ্যাসের

নেবুলার কথা দাবী করা হয় এর ঘনত্ব ছিল অনেক বেশি। বর্তমানে আমরা যেই নেবুলাগুলা আমরা দেখতে পাই সেগুলা অনেক কম ঘন। তারপরও গড়পড়তা প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০০০ টা কণা। যেখানে মহাবিশ্বের আদিম সেই নেবুলা ছিল অসীম ঘনত্ব সম্পন্ন(প্র তি ঘণ সেন্টিমিটারে কয়েক ট্রিলিয়ন কণা)। ধোঁয়ার ঘনত্ব অনেক কম-প্রতি মিলিমিটারে কয়েকটা কণা। ।।// ধোঁয়াতে গ্যাসীয় অবস্থায় ছাড়াও কঠিন বা তরল অবস্থায় কণা থাকতে পারে ।আপনি স্মোকের সংজ্ঞা দিয়েছেন বটে আপনি কোথায় পেয়েছেন কঠিন আর তরল এর একসাথে এমন একটা উদাহরন দেন ত আমাকে ???অনেক গ্যাস আছে যেগুলো দৃশ্যমান নয় আবার অনেক গ্যাস আছে যেগুলো দৃশ্যমান এই গুলো দেখতেই লাগে ধোয়ার মত।সাধারন ভাবে চিন্তা করুন নরমাল তাপমাত্রায় আমরা কিন্তু বাতাসে জলীয় বাস্পের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি না কিন্তু যখন তাপমাত্রা নরমাল থেকে কমতে থাকে তখন কিন্তু বায়ুর জলীয় বাস্প সম্পৃক্ত হতে থাকে এবং কুয়াশা সৃষ্টি করে যখন এই কুয়াশা আর সাথে অনেক কণা মিশে তখন তা ধোয়ার মত আচরণ করে শুধু কমন সেন্স এর হিসেবে তোলে ধরলাম , হাইড্রোজেনের একীভবন ঘটিয়ে হেলিয়ামে পরিণত হবার মাধ্যমে এনার্জি বা শক্তি উৎপাদন করে। এই হেলিয়াম আরও একীভূত হয়ে কার্বন ও অঙ্িজেনে রূপানত্মরিত হয় এবং সেগুলোরও অধিকতর ঘনীভবনের মাধ্যমে ভারী পদার্থ সৃষ্টি হচ্ছে ।এখন প্রশ্ন হল আপনি বললেন মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থায় কোন organic compound এর অস্তিত্বই ছিল না হা তা মানছি তারপর তাপমাত্রা অনেক কমে এলে মৌলিক কণিকা সমূহ একত্রিত হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। যে গ্যাসীয় বস্তুর কথা বলা হচ্ছে সেই গ্যাস আসলে হাইড্রোজেনের এবং হিলিয়ামের(হাইড্রোজেন বার্ন করে হিলিয়াম তৈরি হয়) ওকে এখন কথা হল পৃথিবীর সৃষ্টি মুহূর্তে কি খালি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছিল নাকি আরও অনেক কিছু ছিল ।তাহলে ত পৃথিবীর যে মাটি সৃষ্টি হল তা সরাসরি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম থেকে কনভার্ট হতে পারে না ।

22 August 2012 at 17:37 · Like

-

Rakibul Hassan Pappo অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টির সময়ে শুধু হাইড্রোজেন আর হেলিয়াম ই ছিল না বিভিন্ন বস্তকনা, অক্সিজেন, কার্বন ইত্যাদির ও মিশ্রণ ছিল ।

22 August 2012 at 18:00 · Like

-

Jayanta K Saha আপনি আমার দেয়া smoke এর সংজ্ঞাটা ভালমত পড়েননি। ধোঁয়াতে কঠিন, তরল এবং গ্যসীয় তিন অবস্থায় কণিকা থাকতে পারে। যদিও ধোঁয়ায় শতশত রকমের কণিকা থাকতে পারে, এইটা ডিপেন্ড করে কি বার্ন করল তার উপর। ধোঁয়া তৈরি হয় ইনকমপ্লিট combustion এর ফলে। ইনকমপ্লিট combustion হয় যখন জ্বালানিকে বার্ন করার জন্য যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে না। কমপ্লিট combustion হলে শুধুমাত্র পানি এবং কার্বনডাই অক্সাইড থাকবে। ধোয়া আসলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকার সমষ্টি যেগুলা আনবার্নড থাকে। কণিকাগুলো খুব ছোট হওয়ায় খালি চোখে দেখা যায় , তবে একসঙ্গে অনেক কণিকা থাকলে আপনি এঁকে ধোঁয়া হিসেবে দেখেন। যেমন ধরেন কাগজ পোড়ালেন বা কাঠ পোড়ালেন বা বনভূমিতে আগুন ধরল।

ধোঁয়ায় যেই অরগানিক কম্পাউণ্ড থাকে সেগুলা volatile থাকে যার কারণে এগুলা উড়তে পারে। যেইটুকু বার্ন হয় না সেটা ছাই হয়ে যায়। আরেকটা উদাহরণ সিগারেটের ধোঁয়ায় কঠিন অবস্থায় সাবমাইক্রন সাইজের নিকোটিন, ফেনল ইত্যাদি কণিকা থাকে। Rakibul Hassan Pappo

23 August 2012 at 13:51 · Like

-

Jayanta K Saha //ওকে এখন কথা হল পৃথিবীর সৃষ্টি মুহূর্তে কি খালি হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম ছিল নাকি আরও অনেক কিছু ছিল ।//

এখানে পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে কথা হচ্ছে না। আয়াত ১০ এবং ১১ ভালমত দেখেন

And He placed on the earth firmly set mountains over its surface, and He blessed it and determined therein its [creatures'] sustenance in four days without distinction -

for [the information] of those who ask. ---- (41:10)
Then He directed Himself to the heaven while it was smoke and said to it and to the earth, "Come [into being], willingly or by compulsion." They said, "We have come willingly."-- (41:11)

আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়ে তারপর নাকি জান্নাত (আপনাদের দাবী অনুজায়ী মহাবিশ্ব)সৃষ্টি করছে। এইটা একটা অ্যাবসার্ড। এই আয়াত দিয়ে মুসলিম অ্যাপলোজেটিকরা দাবী করেন মহাবিশ্বের বিবর্তন বা গঠন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত নাকি এটায় দেয়া আছে। তো বিগ ব্যাং এর পরে অনেকগুলা স্টেজ পার হয়ে মোটামুটি ৮০০ মিলিয়ন বছর পরে ডার্ক এইজে পৌঁছে মহাবিশ্ব, যেই কন্ডিশনে বেরিয়োজেনিক পার্টিক্যাল গুলা আয়নিত প্লাজমা রূপে ছিল। এরপরে আসে রিআয়োনাইজেশন স্টেজ। তখন প্রথম ম্যাটার আমরা যে রূপে দেখি সেইরূপ লাভ করে। ওটা কিন্তু প্রচলিত যেই গ্যাস সেরকম ছিল না। ওই কন্ডিশনকে বুঝানোর জন্য সহজ ভাষায় বিজ্ঞানীরা গ্যাসের মেঘ উল্লেখ্য করে থাকে। এই গ্যাসের মেঘের ঘনত্ব এবং গ্র্যাভিটেশনাল পুল এত বেশি ছিল যে এগুলা সংকুচিত হয়ে শ ক্তি নিঃসরণ করে আদিম তারকার (পপুলেশন থ্রি স্টার)সৃষ্টি হয়। এরপরে বিরাট ভলিউমের ম্যাটার কলাপ্স করে গ্যালক্সির এবং পপুলেশন টু স্টার সৃষ্টি হয়।

আরবিতে “ধুকান” মানে hot gas, বা fume. ওখানে সিগারেটের ধোঁয়াকেও "ধুকান" বলে। এই ধোঁয়া যেটার কথা কোরআনে ইন্ডিকেট করা হয়েছে সেটার সোর্স কি আমি সেটা নোটে দেখিয়েছি। ওই ধোঁয়া পৃথিবী সৃষ্টির পরে আর স্বর্গ সৃষ্টির আগে ছিল। কোরআন বিশ্বাস করলে আপনাকে মানতে হবে আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে পরে স্বর্গ মানে মহাবিশ্বেরর বাকি সবকিছু। তাহলে ধোঁয়া আর গ্যাস নিয়ে এত ঝামেলার দরকার পরে না। Rakibul Hassan Pappo
23 August 2012 at 13:55 · Like

-

Jbyanta K Saha //অনেক গ্যাস আছে যেগুলো দৃশ্যমান নয় আবার অনেক গ্যাস আছে যেগুলো দৃশ্যমান এই গুলো দেখতেই লাগে ধোয়ার মত।সাধারন ভাবে চিন্তা করুন নরমাল তাপমাত্রায় আমরা কিন্তু বাতাসে জলীয় বাস্পের

উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি না কিন্তু যখন তাপমাত্রা নরমাল থেকে কমতে থাকে তখন কিন্তু বায়ুর জলীয় বাস্প সম্পৃক্ত হতে থাকে এবং কুয়াশা সৃষ্টি করে যখন এই কুয়াশা আর সাথে অনেক কণা মিশে তখন তা ধোয়ার মত আচরণ করে শুধু কমন সেন্স এর হিসেবে তোলে ধরলাম//

বেশ ভাল যুক্তি দিসেন। আমি যদি ধরে নেই আল্লাহ্‌ ধোঁয়া দিয়ে মহাবিশ্বের ওই বিশেষ কন্ডিশানকে বুঝিয়ে থাকে তাহলেও যে সমস্যা কাটে না সেটা নোটেই দেখিয়েছি। এখন আপনি বলবেন থুম্মা মানে then না moreover. এই কোরানেই অনেক আয়াতে thumma মানে then ব্যাবহার করা হয়েছে। আরবি ডিকাশনারী ঘেঁটে দেখুন আরবীতে then বুঝাতে thumma, fa এই শব্দ দুটা সচরাচর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আপনারা পিছলামি করে মানতে চান না। কারণ এতে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।

23 August 2012 at 14:02 · Like

-

Mohammad Mînhaz Nadîm Jene rakhun Mohan ALLAH Rabbul aalamin e apnk sristi korechen..ebong tini e ei bissho vukhonder malik.. Apni r koto tukui ba geyan rakhen j re pobitro Quran shorif er shothik tatporjo bujte parben.. Apnr ei sholpo moshtishker thunko juktite pobitro Quran er kicchu jay ase na.. Shoyong ALLAH TAYALA er hefajotkari.. Vul poth chere islamer shushitol chayatole ashun..
ALLAH apnk hedayat dan koruk..
Aameen...@ joyanta k saha.
11 December 2012 at 09:33 via mobile · Like

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/08/blog-post_9527.html

কুরানে বিগ্যান (দশম পর্ব): জ্ঞান তত্ত্ব

সোমবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ পাকের রেফারেন্স দিয়ে পাক কালামে ইরশাদ ফরমাইয়েছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো জ্ঞান নাই, যা আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমে মানব জাতিকে অবহিত করান নাই। মুহাম্মদ দাবী করেছেন:

১) আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান কুরানে বিদ্যমান

২৭:৭৫ - আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে।

২) কুরানে আছে সব রকম বিষয়বস্তুর জ্ঞান

১৭:৮৯ - আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

৩) আছে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তের বর্ণনা

ক) **৩০:৫৮-৫৯** - আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।

খ) **৩৯:২৭-২৮** - আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে...

পাঠক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ইসলাম বিশ্বাসীরা কেন কুরানে বিজ্ঞান খোঁজে? কেন তারা বিজ্ঞানের নামে "তামাসার" আশ্রয় নেয়? কেন তারা কুরানে রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, সমাজনীতি সহ জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজবে না, যখন তাদের ঐশী কিতাব দাবী করছে: আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয়

জ্ঞান ইহাতে বিদ্যমান? কুরানের এই জ্ঞানের "আছরে" ইসলাম বিশ্বাসীরা বুকে বোমা বেঁধে নিজে মরে। অপরকে মারে। হাত-পা কেটে সুস্থ-সবল মানুষকে বিকলাঙ্গ করে। মাটিতে অর্ধেক পুঁতে পাথর মেরে অমানুষিক পৈশাচিকতায় খুন করে সেই একই জ্ঞানের মাতমে! পৃথিবীর মানুষ আজ তটস্থ। এ সত্ত্বেও "জ্ঞানটি" যদি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহার হতো (Only for personal use)! কাউকে বাধ্য করতো না তাদের সে জ্ঞানের বলি (victim) হতে। মাইকের আজানের প্রচণ্ড গর্জনে শব্দদূষণ ও অবিশ্বাসীদের সকালের ঘুম হারাম করা থেকে হতো বিরত। অপরের বিশ্বাসের প্রতি দেখাতো সম্মান। অনুন্নত জন্মভূমি থেকে হাজারে হাজারে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে প্রবাসী হয়ে সে দেশ সহ বিশ্বব্যাপী মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাক্ষী "শরিয়া আইন চালু করার" ব্রতে ব্রতী হয়ে সে দেশের জনগণকে করতো না আতংকগ্রস্ত। তাহলে এ লেখার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আমরা হতাম আশ্বস্ত। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তা কখনোই হবার নয়। কারণ, ইসলামের জন্মের ইতিহাস হলো ষড়যন্ত্রের ইতিহাস! যে মদিনাবাসী দয়াপরবশ হয়ে মুহাম্মদ ও তার সহচরদের বিপদে "ঠাঁই" দিয়েছিলেন, প্রবাসী হয়ে সে দেশে বংশ-বংশানুক্রমে বসবাসরত মানুষদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। ছলে-বলে-কৌশলে হত্যা-খুন- সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত করে তাদের "সমস্ত কিছু" গ্রাস করার ইতিহাস। সমস্ত কিছু! শুধু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিই নয়, তাদের ছেলে-মেয়ে-বউ-বাচ্চা কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি। ইসলামের ভাষায় পরাজিত সেই মানুষগুলো হলো "মাল"; গণিমতের মাল। সম্পূর্ণ হালাল। ১০০% ইসলাম সম্মত! ইসলামের "প্রতিষ্ঠাতা" হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাতে কলমে তার অনুসারীদের তা শিক্ষা দিয়েছেন! এই যখন অবস্থা, সেখানে কুরান ও বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা তো খুবই সামান্য ব্যাপার! "কুরান যাবতীয় জ্ঞানের উৎস"- এ দাবী মুহাম্মদের। মুহাম্মদ অনুসারীরা তাইই করছে, যা মুহাম্মদ তাদেরকে শিখিয়েছেন! ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী তা বাধ্যতামূলক।মগজের ব্যবহার "সম্পূর্ণ" নিষিদ্ধ! Absolutely "NO, NO." মুহাম্মদকে বিশ্বাস করলে এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই! মুহাম্মদ তার অনুসারীদের "স্বাধীন চিন্তার দরজা" চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছেন। আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ঘোষণা:

অমান্য কারীদের জন্য কঠোর হুমকি ও শাসানী

২৪:৬৩ - যারা তাঁর (মুহাম্মদ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।

৩৩:৩৬ - আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

৩৩:৫৭ - যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন

২৪:৫৪ - আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী।

অনুরূপ বাণী: **৪:১৪, ৪:১৫০-১৫১, ৯:২৪, ৯:৬১, ৯:৬৩, ২৪:৬৩, ৪৮:১৩**... এরূপ আরও অনেক।

মান্যকারীদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

৩৩:৭১ - যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

২৪:৫৬ - রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

অনুরূপ বাণী: **৩:৩১, ৩:১৩২, ৪:৬৯, ৪:৮০ ৭:১৫৮, ৪:১৫২, ৫:৫৬, ২৪:৫৬, ৪৮:১০, ৪৯:১৪, ৫৭:৭, ৫৭:১৯, ৫৭:২১, ৫৭:২৮, ৬১:১০-১১** - এরূপ আরও অনেক।

ইসলাম মূলত: "ক্রীতদাসের" ধর্ম

যেখানে মুহাম্মদ হলো মালিক আর বিশ্বাসীরা হলো দাস। পৃথিবীর সমস্ত ইসলাম বিশ্বাসীই 'আবদ-মুহাম্মদ (মুহাম্মাদের দাস)'; দাসের একান্ত (Absolutely mandatory) কর্তব্য হলো মালিককে সে তার কর্ম- ও মনোজগতের "সর্বোচ্চ আসনে" স্থান দেবে। এর অন্যথা দণ্ডণীয় অপরাধ। ইসলাম ১০০% সমগ্রতাবাদী (Totalitarian)। ইসলামী পরিভাষায় যার নাম আল-ওয়ালা-আল বারা (Love and hate for the sake of Muhammad)। ইসলামী "একনায়কত্ববাদের" এই পক্ষাঘাতে তার অনুসারীরা (দাসরা) সম্পূর্ণ পঙ্গু। মুহাম্মদের বিষয়ে বিরূপ 'চিন্তা বা ধারনা' করার ক্ষমতা বিশ্বাসী মগজে অসম্ভব। তাই বিশ্বাসী তফসিরকারীরা সম্পূর্ণ অসহায়। এই অসহায়ত্ব থেকে "মুহাম্মাদ" যে অভ্রান্ত, এটা প্রমাণ করতে তফসিরকারীদের যুক্তির কোনো অভাব হয় না। সে যুক্তিগুলো যতই "উদ্ভট" হোক না কেন, বিশ্বাসীরা বাধ্য তাকেই অকাট্য জ্ঞান করতে। বর্তমানের "জ্ঞান ও বাস্তবতার" সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে তাদের সামনে মাত্র "দুটি" পথ খোলা। তা হলো:

১) বিশ্বাসে অটল থাকা - অত্যন্ত সহজ, নির্ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকি-হীন

মুহাম্মদ সত্য নবী। কুরান সৃষ্টিকর্তার বাণী। এ বিশ্বাসে অটল থেকে আধুনিক জ্ঞান ও বাস্তবতাকে "বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা" সহ যাবতীয় কসরতের সাহায্যে কুরানের বাণীর সাথে মেলানোর চেষ্টা করা। মুক্তবুদ্ধির মানুষের কাছে এ কসরত/কার্যকলাপ যতই উদ্ভট ও হাস্যকর হোক না কেন! মুহাম্মদ ৭ম শতাব্দীর এক নিরক্ষর আরব বেদুইন। উদ্দেশ্যমূলক বা মতি-বিভ্রমের (Delusion) বশবর্তী হয়ে তিনি বলতেই পারেন, "আল্লাহ (সৃষ্টিকর্তা) ও তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। আল্লাহ 'কসম কাটেন। মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। আরশ থেকে ফেরেশতা পাঠায়ে তার 'অস্বীকারকারীকে' খুন করেন।" তার প্রত্যক্ষ অনুসারীরা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতে পারে। এতে আশ্চর্য হবার তেমন কোনো কারণ নেই। কারণ তারাও 'সে যুগেরই' বাসিন্দা। একইভাবে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কোনো সাধারণ মানুষ, যারা এই 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের' বিশালতার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই রাখেন না, জন্মসুত্রে প্রাপ্ত এরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু যখন কোন "পণ্ডিত/তফসির-কার/ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ' ইন্টারনেটসহ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে "অবৈজ্ঞানিক উদ্ভট বিশ্বাস"-এর সপক্ষে কু-যুক্তি ও মিথ্যাচার করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত

করে, তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না! প্রমাণ হয়, বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অবশ করে দেয়।

২) দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে "সত্যকে" আলিঙ্গন

মুহাম্মদের যাবতীয় প্রলোভন ও ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে "সত্যকে" আলিঙ্গন করার সৎ সাহস অর্জন। এ পথের প্রাথমিক (Initial) স্তরটি অত্যন্ত দুরূহ ও বেদনাদায়ক! বিশেষ করে যারা আমার মত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। "Freedom is not Free!" এই প্রাথমিক স্তরটিকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করার পরের প্রাপ্তি - "মুক্তির" অনাবিল আনন্দ! দাসত্বের মেকী আনন্দের সাথে স্বাধীনতার সত্যিকারের আনন্দের তুলনা অর্থহীন!

দুটি বিশেষ সতর্ক সংকেত!!

যে কোন অজানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও সিদ্ধান্ত নিতে হলে চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন করা অবশ্য অত্যাবশ্যক। তা না হলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। ইসলামী যে কোন আলোচনায় বিভ্রান্ত হতে না চাইলে দুটি বিশেষ "সতর্ক সংকেত" সর্বদা সর্বান্তকরণে মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী:

১) **"বিভ্রান্তি হইতে সাবধান!"**

কুরানের বক্তা মুহাম্মদ, সৃষ্টিকর্তা নয়!

ইসলামের যে কোনো বিষয়ে আন্তরিক আলোচনা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পক্ষের বক্তা যে-মিথ্যা বাক্যটি দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন তা হলো, "আল্লাহ পাক কুরানে ইরশাদ ফরমাইয়েছেন--।" নি:সন্দেহে বক্তা মশায় এ বাক্যটির মাধ্যমে "আল্লাহ ওরফে মুহাম্মদ (একই ব্যক্তি)" বুঝাতে চান না? তিনি "আল্লাহ" অর্থে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্তাকে বুঝাতে চান! সত্য হচ্ছে, "বক্তা এখানে মুহাম্মদ(আল্লাহ), সৃষ্টিকর্তা নয়!" সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই কুরানে ইরশাদ করেন নাই। ইরশাদ ফরমাইয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।মুহাম্মদের দাবী, তাঁর বাণীগুলো 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার"; মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাসে তার "আল্লাহর" কোন অস্তিত্ব

নাই। মুহাম্মদের বর্ণিত আল্লাহ যে ভুলে ভরা "এক মনুষ্য" প্রতিকৃতির বাস্তব রূপ, সে আলোচনা গত নয়টি পর্বে করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতেও তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং মুহাম্মদের বর্ণিত আল্লাহকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভাবার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। আলোচনা শুরুর আগেই পক্ষের বক্তা মশায় বিসমিল্লাতেই "মিথ্যা বাক্যটি" দিয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন তা যে কোনো সুস্থ চিন্তাশীল মানুষই বুঝতে পারেন।

এই চমকপ্রদ (Magnificent) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আদৌ আছে কি নেই, সে প্রশ্ন এ বিতর্কে অপ্রাসঙ্গিক। সেই সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন কি করেন না, সেটাও এ বিতর্কের বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে প্রশ্ন ও তার কার্যকলাপের সমালোচনা করতে পারি কি না, সে প্রশ্ন এখানে বাতুলতা। আমাদের প্রাত্যহিক অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার বিপরীতে "স্রষ্টা" নামক প্রতিরক্ষা বর্মটি (Defensive) আমাদের উর্বর-মস্তিষ্কেরই (Superior Intelligence) "সৃষ্টি" কি না, তাও এ আলোচনার বিষয় নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উচিত নাকি অনুচিত, প্রয়োজন নাকি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক নাকি লাভজনক, সে বিষয়ের অবতারণা এ আলোচনায় অর্থহীন। এ আলোচনার "একমাত্র বিষয়" স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বক্তব্য ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার দাবীর যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণ! তাঁর কার্যকলাপ কি "ঐশ্বরিক (Divine)" নাকি "দানবীয় (Demonic)"? তারই নির্ধারণ। মুহাম্মদের দাবীকৃত "আল্লাহ" কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকেন) গুনে গুণান্বিত হবার যোগ্যতা রাখেন? এ আলোচনার উদ্দেশ্য তারই নির্ধারণ। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যে "সত্যে" আমরা একমত, তা হলো - সৃষ্টিকর্তার বাণীতে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য-ভুল-মিথ্যা থাকতে পারে না। ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, মুহাম্মদের প্রচারিত বাণী আধুনিক জ্ঞানের আলোকে বিকার-গ্রস্থ মানুষের প্রলাপের সামিল। সুতরাং, আলোচনা শুরু হওয়ার মুহূর্তেই মুহাম্মদের বাণীকে "সৃষ্টিকর্তার বাণী" বলে চালানোর চেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক, অসৎ ও মিথ্যাচার।

২) "**প্রতারণা হইতে সাবধান**"!

ইসলামী পণ্ডিতরা যুগে যুগে সাধারণ মুসলমানদের আবেগ, ধর্ম-বিশ্বাস এবং কুরান ও বিজ্ঞানের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে মিথ্যাচার করে আসছেন। কীভাবে? কিছু উদাহরণ:

ক) "বিজ্ঞান বিজ্ঞ" আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বক্তা ও শ্রোতা

এ সব পণ্ডিতরা আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টরেট, বিজ্ঞানী, শিক্ষক, প্রভাষক, প্রফেসার, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক - এ জাতীয় ব্যক্তিত্ব। এ সব পণ্ডিতরা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে সচরাচর যে প্রতারণার আশ্রয় নেন তা হলো বিজ্ঞানের মোটামুটি "সঠিক তথ্যের" সাথে "কুরানের অপব্যাখ্যা" জুড়ে দেন। অপব্যাখ্যার সাথে যোগ হয় মিথ্যাচার। প্রায় সময়ই কুরানে যার আদৌ কোনো উল্লেখই নেই তাও প্রয়োজনমত যোগ করেন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে। সব ক্ষেত্রেই যে তিনি তা জ্ঞাতসারে করেন তা নয়। তাদের অধিকাংশেরই "ইসলামী জ্ঞান" মসজিদ-তাবলীগ-ওয়াজ মাহফিলে মৌলোভী সাহেবের বয়ান, টিভি আলোচনা অনুষ্ঠান অথবা ডাঃ জাকির নায়েকের মিথ্যাচার থেকে অর্জিত। Critical দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে "বুঝে" সম্পূর্ণ কুরান জীবনে একবারও জানার চেষ্টা ও হয়তো করেন নাই। সেই জ্ঞানের আলোকে তারা যখন বক্তৃতা করেন, আর্টিকেল লিখেন, 'ব্লগে' বিতর্কে নামেন তখন তারা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। আলোচনার সময় প্রায়ই দ্রুত গতিতে এ শ্রেনীর বক্তা গরগর করে কম করে "হাফ-ডজন লিস্ট" উল্লেখ করেন। কিসের? নামের। কিছু উদাহরণ,

১) বিখ্যাত/অখ্যাত "ব্যক্তিবর্গের নাম ও তাদের উদ্ধৃতি"! সেই উদ্ধৃতির সাহায্যে আলবার্ট আইনস্টাইন কিংবা স্টিফেন হকিংদের "আস্তিক" বানিয়ে ছাড়েন!

২) বিখ্যাত/অখ্যাত "বইয়ের নাম ও উদ্ধৃতি"। সে বইগুলো পুরোটা বুঝে তারা জীবনে কখনো পড়েছেন এমন প্রমাণ পাবেন না। অল্প কিছুদিন আগে মুক্তমনায় এক বিতর্কে "Grand Design" বইটির উদ্ধৃতি দিয়ে এক লেখক/বক্তা আমাকে প্রফেসার স্টিফেন হকিং এর "আস্তিকতার" প্রমাণ হাজির করলেন!

৩) "সুরা ও আয়াতের নাম"। উদ্ধৃত সে আয়াতগুলো যদি পরখ না করতে যান, তবে "আসল চমক" থেকে বঞ্চিত হবেন। অধিকাংশ সময়েই বক্তার দাবী আর কুরানের বক্তব্যের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাবেন না!

কুরান-অজ্ঞ শ্রোতামণ্ডলী 'অপব্যাখ্যা ও মিথ্যাচারক' ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হন এই ভেবে যে, কুরান সৃষ্টিকর্তার বাণী না হলে এই 'সঠিক তথ্যটি' মুহাম্মদ কীভাবে জেনেছেন? সমাজের অল্প-শিক্ষিত বিশ্বাসী মানুষ এরূপ বক্তা ও উচ্চশিক্ষিত বিশ্বাসী শ্রোতা মণ্ডলীদেরকে "উদাহরণ" হিসাবে বিবেচনা করে কুরানের যথার্থতার বিষয়ে হন নিঃসন্দেহ!

খ) "**বিজ্ঞান অজ্ঞ" বক্তা ও শ্রোতা**

এ শ্রেণীর বক্তা অধিকাংশই মোল্লা-মৌলভী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তারা আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো ধারনাই রাখেন না। তারা "বিজ্ঞানের অপব্যখ্যা" করে কুরানের সাথে জুড়ে দেন। ওয়াজ-মাহফিলে তারা তাদের অজ্ঞাতেই এসব "অপবিজ্ঞান" প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেন। বিজ্ঞান-অজ্ঞ ব্যক্তিরা, কুরানে সঠিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও 'বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যাটি' ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হন।

গ) **কুরান ও বিজ্ঞান দুটোতেই অজ্ঞ বক্তা ও শ্রোতা**

বলা বাহুল্য, সিংহভাগ বক্তা ও শ্রোতা এই দলের। যে কোনো মানের ইসলামী পণ্ডিত বক্তা ইচ্ছেমত "যেমন খুশি তেমন' করে কুরান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা /অপ ব্যাখ্যা করে শ্রোতা মণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করেন। ধরা পড়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই! শ্রোতামণ্ডলী 'সোবহানাল্লাহ, সোবহানাল্লাহ' জপতে জপতে আসর গরম করেন।

ঘ) Any combination of above three

ওপরে উল্লেখিত যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, ইসলামী পণ্ডিতদের আলোচনা/নিবন্ধের "শেষের বাক্য গুলো প্রায় সব ক্ষেত্রে একই"। তা হলো,

"১৪০০ বছর আগে নবী করিম (সাঃ) জিবরাইল মারফত যে ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার সাথে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের "হুবহু মিল"! কুরানের এই "নিখুঁত বর্ণনাই" প্রমাণ করে নবী করিম (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রসুল। কুরান আল্লাহর কালাম না হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কীভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের এ তথ্যগুলো জেনেছিলেন! --' সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ!"

জ্ঞানই সকল পরিবর্তনের উৎস (Knowledge changes everything)) I আজকের এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে যে কোনো মুক্তচিন্তার মানুষ, বিশেষ করে যারা ইন্টারনেটের সুবিধাপ্রাপ্ত, সঠিক তথ্য অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারেন। কুরানে "কী লিখা আছে" তা কুরানের যে কোনো অনুবাদ থেকে এবং "আধুনিক বিজ্ঞান" কী বলছে তা যে কোনো বিজ্ঞান বই ও প্রবন্ধ থেকে নিমিষেই যাচাই করে নিতে পারেন। ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তির বক্তৃতায় বিভ্রান্ত হতে না চাইলে এর কোন বিকল্প নেই।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/09/blog-post_9083.html

কুরানে বিগ্যান (একাদশ পর্ব): অভিশাপ তত্ত্ব

শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

করুণাময় আল্লাহ!

স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) দাবী করেছেন যে, আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে অভিশাপ দেন। কিছু উদাহরণ:

স্বয়ং আল্লাহর অভিসম্পাত

২:৮৮ - তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।

৪:৪৬- কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম্ আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।

৪:৪৭ - হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! যা কিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অত:পর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আছহাবে-সাবতের উপর। আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে।

৪:৫১-৫২ - তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। বস্তুত: আল্লাহ্ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

৫:১৩ - অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। ----

৫:৬০ -বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে।

৫:৬৪ -আর ইহুদীরা বলে: আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উম্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পলনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবর্তীণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। ---

৩৩:৬৪ - নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।

১১:১৮ - আর তাদের চেয়ে বড় যালেম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্মুখীন করা হবে আর সাক্ষিগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।

২৮:৪১-৪২ - আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। আমি এই পৃথিবীতে

অভিশাপকে তাদের (ফেরাউন ও তার বাহিনী) পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত।

প্রতীয়মান হয় যে, প্রবক্তা মুহাম্মদ "স্বয়ং আল্লাহর" অভিশাপকে যথেষ্ট মনে করেন নাই!
ফেরেশতাবৃন্দ ও সমগ্র মানুষকুলকেও আল্লাহর অভিশাপের সাথে সামিল করেছেন। যেমন:

আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত

২:১৬১ - নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগনের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত

৩:৮৭ - এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।

এখানেই শেষ নয়! আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবী হুযুরে পাক (সা:) ঘোষণা দিয়েছেন যে, **সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কার্যকারী পন্থা হলো 'অভিশাপ আসর'**। তিনি দাবী করেছেন যে, আল্লাহ সকল বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী এবং তাদের পরিবারবর্গকে অভিশাপের আসর বসানোর আহ্বান জানান। যেন সে আসরে অংশগ্রহণকারী সদস্য-সদস্যারা একে অপরকে অভিশাপে জর্জরিত করে সঠিক সত্য উদঘাটন করতে পারে! মুহাম্মদের ভাষায়:

সকল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মিলে অভিশাপের আসর

৩:৬১ - অত:পর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল-এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।

মুহাম্মদের দাবীর সারসংক্ষেপ:

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে অভিশাপ দেন। তিনি তার ফেরেশতা বাহিনী ও সমগ্র মানুষকুলকে ও সেই অভিশাপে সামিল করেন। মহা জ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে শিখিয়েছেন **সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কার্যকারী পন্থা হলো "অভিশাপ আসর"**। যেন তারা সে আসরে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অভিশাপে জর্জরিত করে কোন পক্ষ সত্যবাদী আর কোন পক্ষ মিথ্যেবাদী তা বের করতে পারে। আসল সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। আল্লাহ পাক সমগ্র মানুষ জাতিকে (বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী সবাই মিলে প্রার্থনা-কুরানের বিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের মানুষের জন্য প্রযোজ্য) সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের এই প্রতিযোগিতামূলক অভিশাপ আসরে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন!"

Wow! পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, মুহাম্মদ (আল্লাহ) শুধু কসমেই 'চ্যাম্পিয়ন' নন (অষ্টম পর্ব), অভিশাপেও তিনি 'চ্যাম্পিয়ন'। জগতের কোনো মানুষ কি কল্পনা করতে পারেন যে, একে অপরকে "অভিশাপ প্রদান"-এর মাধ্যমে আসল সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় (৩:৬১)? **মুহাম্মদের কথিত আল্লাহ যে মহাজ্ঞানী, এতে কি এখনও সন্দেহ পোষণ করছেন? আর এই মহাজ্ঞানী সত্ত্বাই যে সৃষ্টিকর্তা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলে জানবেন, "এই সেই কিতাব যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই (২:২)"**। এর পরেও যদি ঈমানে দুর্বলতার কারণে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে সন্দেহকারীদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কী পরিমাণ ভয়াবহ শাস্তি যে অপেক্ষা করছে, তা বারংবার স্মরণ করুন! মুহাম্মদ (আল্লাহ) "অত্যন্ত স্পষ্ট" ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন কুরানের অসংখ্য বাণীতে। তত্ত্ব কথার মত অস্পষ্টতার ছিটে ফোটাও সে বাণীগুলোতে খুঁজে পাবেন না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানবেন "হুমকি-শাসানী-ভীতি' পর্বে। সমগ্র কুরানে মোটামুটি ৬২৩৬ টি বাণী আছে। এর ৫০০ টিরও বেশী শুধু-মাত্র হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ সম্পর্কিত! মহানবী মুহাম্মদ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে এসকল বাণী বর্ষণ করেছেন সুদীর্ঘ ২৩ বছর (৬১০-৬৩২)! তার ইন্তেকালের পর মুমিন বান্দারা দিনে কমপক্ষে বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে সুললিত কণ্ঠে এসকল অভিশাপ-হুমকি-শাসানী-ভীতি-অসম্মান ও দোষারোপের বাণী তেলাওয়াত করে

অশেষ সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকেন! যতদিন "ইসলাম" বেঁচে থাকবে, মুহাম্মদের আদর্শের লোকেরা বুঝে বা না বুঝে (আরবি না জানার কারণে) পরম একাগ্রতা ও পবিত্র জ্ঞানে পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদেরকে অভিসম্পাত ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই যাবেন! এ থেকে তাদের কোনই পরিত্রাণ নেই! "কেন নেই" তার আলোচনা দশম পর্বে করা হয়েছে!

দুটি অতি সাধারণ প্রশ্ন:

১. "অভিশাপ" বিষয়টি আসলে কী?

সহজ উত্তর: "মনে-প্রাণে অপরের অনিষ্ট কামনা (প্রার্থনা) করা"। আল্লাহর শক্তিমত্তার ধারা বিবরণীতে অন্যত্র মুহাম্মদ দাবী করেছেন, 'তিনি (আল্লাহ) যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায় (৩৬:৮২)।' কুরানের এই বাণীটি বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত, "কুন ফা ইয়া কুন"। ৩৬:৮২ সত্য হলে সৃষ্টিকর্তা কোনোভাবেই 'অভিশাপকারী' হতে পারেন না। কারণ, ইচ্ছা (Wish) করার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ঘটনাটি ঘটে যায়, তখন তা হয় 'কর্ম' (Physical Act)। "ইচ্ছাশক্তি" সেখানে হাত-পা-মুখ-জিহ্বা ইত্যাদি শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনের বাহন হিসাবে কাজ করে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইচ্ছা" করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইচ্ছাটি 'কর্মে' পরিণত হবার কারণে "অনিষ্ট (অভিশাপ) কামনা নিয়ে অপেক্ষা" অসম্ভব, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়! কারণ 'ইচ্ছা = কর্ম'।

তাহলে? প্রয়োজনটি কার? নিঃসন্দেহে মুহাম্মদের। মুহাম্মদ কি "কুন ফা ইয়া কুন (৩৬:৮২)" ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? অবশ্যই না। প্রয়োজন আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই এমন ব্যক্তি কি রুষ্ট হয়ে তার প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনা (অভিশাপ) করতে পারেন? অবশ্যই হ্যাঁ। সুতরাং নিঃসন্দেহে কুরানের যাবতীয় "বিষোদগার" মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর। সৃষ্টিকর্তার সাথে এর কোনোই সংস্রব নেই।

২. মানুষ কি কারণে অভিশাপ দেয়?

ক) ব্যর্থ হলে

প্রতিপক্ষের কথায় ও কাজে কোনো রুষ্ট ব্যক্তি যখন বিষয়টির প্রতিকার করতে "ব্যর্থ হন" তখনই সে ব্যক্তি 'অভিশাপের আশ্রয়' নেন। প্রতিকারের ক্ষমতা থাকলে বিষয়টির নিষ্পত্তি তিনি করবেন তার সেই ক্ষমতাবলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই "অক্ষম নন"। তাই তার "অভিশাপের আশ্রয়" নেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই।

খ) লাভ-ক্ষতির প্রয়োজনে

নিজের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ না হলে কোনো সাধারণ মানুষও অন্যের "অনিষ্ট কামনা" করে না।" একমাত্র নিম্ন-প্রকৃতির লোকেরাই নিজের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ ছাড়াই অপরের অনিষ্ট কামনা করে। সৃষ্টিকর্তার ক্ষতি-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কি মানুষের আছে? অবশ্যই "না"। তাহলে? সৃষ্টিকর্তা কেন মানুষকে অভিশাপ দেবেন? একজন সাধারণ মানুষও যা করেন না, সেই কাজটি "সৃষ্টিকর্তা" করেন, তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? কোনো সুস্থচিন্তার মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে কখনোই "নিম্ন-প্রকৃতির লোকের চরিত্রে" কল্পনাও করতে পারেন না। কিন্তু মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে যে অসংখ্যবার অভিশাপ দিয়েছেন, তার সাক্ষ্য হয়ে আছে উপরের বাণীগুলো।

মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন?

সুতরাং কসম-তত্ত্বের মত আবারও যে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো মুহাম্মদ কী চরিত্রের লোক ছিলেন? বিশ্বের প্রতিটি ইসলামবিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদের চরিত্রে কোনো কালিমা নেই। দাবী করেন, মুহাম্মদ ছিলেন নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, মহানুভব--ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় গুনের অধিকারী। তাদের এ সকল দাবীর পেছনে সত্যতা কোথায়?

কুরানের যাবতীয় অভিশাপ মুহাম্মদের। সৃষ্টিকর্তার সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ ব্যক্তি কি অন্যের অনিষ্ট কামনা করেন? নিজের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ না হলে কোনো সাধারণ মানুষও যেখানে অন্যের অনিষ্ট কামনা করেন না, সেখানে মুহাম্মদ কী কারণে অসংখ্যবার তার প্রতিপক্ষের অনিষ্ট কামনা করেছিলেন? নিজের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট

কামনা করে, সে ব্যক্তিটি যে একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও "নিম্ন-প্রকৃতির", এ সত্যকে কি অস্বীকার করা যায়?

যারা আঘাতকারীকে ক্ষমা করেন, তাঁরা সৎ লোক। যারা আঘাতকারীর সুফল কামনা করেন, তারা মহামানব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরাই ছিলেন আগ্রাসী (অষ্টম পর্ব)। আক্রান্ত জনগোষ্ঠী করেছেন তাদের জান-মাল হেফাজতের চেষ্টা। আঘাতকারী ছিলেন মুহাম্মদ! অভিশাপকারীও তিনিই! হুমকি, অসম্মান, ভীতি প্রদর্শন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারীও সেই একই ব্যক্তি! মুহাম্মদের নিজের জবানবন্দীই (কুরান) এ সাক্ষ্য ধারণ করে আছে। যুগে যুগে যাঁরাই এ সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরকেই প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় দমন করা হয়েছে। যে শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ! বিশ্বাসীরা তার "অনুসারী" মাত্র। আজ ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে যে কোন সত্য উন্মোচনের পথ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নিরাপদ। ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে মুহাম্মদকে সঠিকভাবে জানতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই! তাকে জানার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম তিনি নিজেই রচনা করে রেখেছেন। আসুন, আমরা নির্মোহ মানসিকতা নিয়ে "মুহাম্মদের জবানবন্দী" পাঠের মাধ্যমে তাকে ও ইসলামকে জানার চেষ্টা করি।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/09/blog-post_20.html

বৃহস্পতিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২

কুরানে বিগ্যান (দ্বাদশ পর্ব): আবু-লাহাব তত্ত্ব

লিখেছেন গোলাপ

বিসমিল্লাহতেই "অভিশাপ"!

এই সেই বিখ্যাত সুরা লাহাব! সুরা নম্বর ১১১, আয়াত সংখ্যা পাঁচ।

১১১: ১-৩ - আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

১১১: ৪-৫ - এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত সুরা! দৈনন্দিন নামাজে সাধারণ মুসলমানেরা সুরা ফাতিহার পরেই যে সুরাগুলো সচরাচর পাঠ করেন, এই সুরাটি তাদেরই একটি। একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, এই সুরার পাঁচটি বাক্যের কোথাও বক্তার উল্লেখ নেই। কুরানের বহু বহু আয়াতের মত "বলুন" শব্দটি দিয়েও এর শুরু নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীকে এই বাক্যগুলো দিয়েই অভিশাপ বর্ষণ করছেন! সবচেয়ে প্রাচীন বিশিষ্ট মুসলিম ঐতিহাসিকদের (ইবনে ইশাক, আল-তাবারী, ইমাম বুখারী) বর্ণনা মতে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছে সেই সময়ে, যখন মুহাম্মদ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তার বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি)।

কে এই আবু লাহাব?

আবু লাহাবের আসল নাম আবেদ-উজ্জাহ। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতা আবেদ-আল্লাহর (আবদুল্লাহ) নিজের ভাই। মুহাম্মদের দাদা ছিলেন আবেদ-আল মুত্তালেব। আবেদ-আল মুত্তালেব নামটি তার পরিবার প্রাপ্ত কিংবা বংশানুপ্রাপ্ত

নাম নয়। এটি একটি উপাধি। আবেদ-আল মুত্তালেব এর আসল নাম ছিল সেইবাহ ইবনে হাশিম।সেইবাহ (Shaybah) শব্দের অর্থ - সাদা চুল। আবেদ আল-মুত্তালিব ('সেইবাহ) এর পিতার (হাশিম) চার ভাই: আবেদ-সামস, নওফল, হাশিম ও আল-মুত্তালিব। তাদের বাবার নাম ছিল আবেদ-মানাফ (মুহাম্মদের দাদার দাদা); হাশিম ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রায়ই মদিনার ওপর দিয়ে সিরিয়া যেতেন। মদিনায় তিনি **সালমা বিনতে আমর** নামের এক মহিলাকে (খাজরাজ বংশ) বিয়ে করেন। সালমার গর্ভে হাশিমের ঔরসজাত পুত্রটিই হলেন সেইবাহ। সেইবাহ তার মায়ের সাথে মদিনাতেই থাকতেন। সেইবাহর শিশুকালে পিতা হাশিমের মৃত্যু হয়। হাশিমের ভাই আল-মুত্তালিবও ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যেতেন অহরহ। একবার সিরিযা থেকে ফেরার পথে আল-মুত্তালিব সেইবাহকে উঠের পিঠে করে মক্কায় তার নিজের পরিবারে (সেইবাহর পিতৃ-পরিবার) নিয়ে আসেন। মক্কার অধিবাসীরা সেইবাহকে চিনত না। তারা আল-মুত্তালিবের সাথে তারই উঠের পিছনে উপবিষ্ট সেইবাহকে দেখে বলাবলি শুরু করলো, 'এ যে দেখি আল-মুত্তালিবের দাস (আবেদ-আল মুত্তালিব)! সে তাকে কিনে নিয়ে এসেছে।" আল-মুত্তালিব বললেন, "বাজে কথা! এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। একে আমি মদিনা থেকে নিয়ে এসেছি।" সেই থেকে লোকে সেইবাহ কে 'আবেদ-আল মুত্তালিব' নামেই সম্বোধন করতো (১). আবদ-আল মুত্তালিব (আবদুল মুত্তালিব)-এর বৃহৎ সংসার। তার ছিল পাঁচ স্ত্রী, দশ ছেলে ও সাত কন্যা (২). ছেলেরা হলেন,

১) স্ত্রী ফাতিমার গর্ভে: আবেদ-আল্লাহ (মুহাম্মদের পিতা), আবু-তালিব (আসল নাম আবেদ-মানাফ) এবং আল-যুবায়ের
২) স্ত্রী হালার গর্ভে: হামজা (মুহাম্মদের প্রায় সমবয়স্ক), হাজল ও আল-মুকায়িম
৩) স্ত্রী নাতায়েলার গর্ভে: আল-আব্বাস ও দিরার
৪) স্ত্রী লুবনার গর্ভে: আবু-লাহাব
৫) স্ত্রী সামরার গর্ভে: আল-হারিথ

কন্যারা হলেন: সাফিয়া, উম্মে হাকিম, আল-বেইদা, আতিকা, উমাইয়ামা, আরওয়া এবং বারাহ। মুহাম্মদের আট বছর বয়সে ইয়ামেনে আবদ-আল মুত্তালেবের মৃত্যু ঘটে।

কী অপরাধ ছিল আবু লাহাবের?

তার একমাত্র অপরাধ - তিনি তাঁর নিজের ধর্মকে রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন মুহাম্মদ কুরাইশদের পূজনীয় দেব-দেবীদের তাচ্ছিল্য এবং পূর্ব-পুরুষদের অসম্মান করা শুরু করেছিলেন, তখনই কেবল কুরাইশরা তাদের ধর্ম-রক্ষা ও পূর্ব-পুরুষদের অবমাননার প্রতিবাদেই মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তার আগে কুরাইশরা কখনোই মুহাম্মদের প্রচারণায় বাধা দেন নেই (৩)।

"When the apostle openly displayed Islam as God ordered him his people did not withdraw or turn against him, so far I (Ibne Humayd) have heard, until he spoke disparagingly of their gods. When he did that they took great offence and resolve unanimously to treat him as an enemy.------".

মুহাম্মদের এহেন আগ্রাসী প্রচারণার বিরুদ্ধে আবু লাহাব সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি নির্বোধ ছিলেন না। ছিলেন জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর (হিজরতের প্রায় তিন বছর আগে) এই আবু লাহাবই হয়েছিলেন মুহাম্মদের বংশ (হাশেমী) প্রধান। সেই অপরাধে কি আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া বিন খালফ, আবু জেহেল সহ অন্যান্য কুরাইশদের অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়? যদি এর জবাব হয় "না", তবে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদের যাবতীয় বিষোদগার, শাপ-অভিশাপ, তাচ্ছিল্য, শত্রুতা কোনো মহানুভব-বিবেকবান-সৎ মানুষের পরিচয় নয়। সত্য যে তার ঠিক বিপরীত, তা বোঝা যায় অতি সহজেই! যদি এ প্রশ্নের উত্তর হয় "হ্যাঁ", তাহলে সে অপরাধের জন্য মুহাম্মদ ও তার সহকারীরা আরও অনেক অনেক বেশি দায়ী। ক্ষমতা হাতে আসার পরে কুরাইশদের তুলনায় মুহাম্মদ ও তার সহকারীরা আরও অনেক অনেক বেশি উগ্রতা দেখিয়েছিলেন। তার জের চলছে আজও! যে ক্বাবা শরীফে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ৩৬০ টি মূর্তি ছিল, যার সামনে বিভিন্ন গোত্র ও ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ দেব-দেবীদের প্রার্থনা পাশাপাশি বসে করতেন, সেই মক্কা শরীফে আজ অমুসলিমদের প্রবেশ পর্যন্ত নিষেধ! মক্কা শরিফ তো অনেক দূরের কথা, যে কোনো মসজিদ বা মুসলিম সামাজিক অনুষ্ঠানে ইসলাম, কুরান অথবা মুহাম্মদের সমালোচনাকারীর কী পরিণাম হতে পারে তা আমরা সবাই জানি।

সমালোচনাকারী যে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না, তা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। টেরি জোন্স কুরান পোড়ালো আমেরিকায়, আর আফগানিস্তানে তথাকথিত মডারেট মুসলমানদের হাতে খুন হলো নিরীহ ২০ জন মানুষ (ইউ এন কর্মী)।

এটা মুহাম্মদের শিক্ষা। তাঁর জীবনী পড়লেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন। কুরাইশরা মুহাম্মদ এবং তার সাহাবিদেরকে ঠিক কী অত্যাচার করতেন, তার সুনির্দিষ্ট (Specific) উল্লেখ কুরানের কোথাও নাই। কুরাইশরা কোনো মুসলমানকে খুন করেছেন, মরুভূমির মধ্যে বালিতে শুইয়ে রেখে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন (বেলালের গল্প), কিংবা কোনো শারীরিক আঘাত করেছেন - সমগ্র কুরানে এমন একটি উদাহরণও নেই। Not a single one! কিন্তু মুহাম্মদ (আল্লাহ) কুরাইশ ও অমুসলিমদের কীভাবে অভিশাপ দিয়েছেন, হুমকি দিয়েছেন, তাদেরকে বাড়ি ঘর থেকে উৎখাত করেছেন, তাদের জান-মাল লুট করে ভাগাভাগি করেছেন (১/৫ মুহাম্মদ এবং ৪/৫ অন্যান্যরা) তার বিষদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী পর্বগুলোতে পাঠকরা তা পর্যায়ক্রমে জনাতে পারবেন।

ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন মুহাম্মদ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। যখন তাঁর কোনো বাহুবলই ছিল না। সে সময়েও মুহাম্মদ তার প্রতিপক্ষকে "অভিশাপ" দিতে দ্বিধান্বিত হননি। এমনকি তাঁর নিকটাত্মীয়ও বাদ পড়েননি। শুধু কি অভিশাপ! হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান, দোষারোপ কোনোকিছুই তিনি বাদ রাখেননি। সে সময় তাঁর শক্তি ছিল না প্রতিবাদকারী ঐ সব কাফেরদেরকে শারীরিক বা বৈষয়িকভাবে শায়েস্তা করার! থাকলে তিনি তাদের যে কি হাল করতেন, তার নমুনা ইতিহাস হয়ে আছে শক্তিমান মুহাম্মদের মদিনার বাণী ও কর্মকাণ্ডে! অল্প কিছু উদাহরণ (৪),

১. **প্রতারণার (Taqya) মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে পেশাদার খুনি/সন্ত্রাসী কায়দায় ক্বাব বিন আশরাফ-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড,**

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৬৯

(অংশ বিশেষ) "Narrated Jabir bin 'Abdullah: Allah's Apostle said, "Who is willing to kill Ka'b bin Al-Ashraf who has hurt Allah and His Apostle?" Thereupon Muhammad bin Maslama got up saying, "O Allah's Apostle! Would you like that I kill him?" The Prophet

said, "Yes," Muhammad bin Maslama said, "Then allow me to say a (false) thing (i.e. to deceive Kab). "The Prophet said, "You may say it.

... Muhammad bin Maslama requested Ka'b "Will you allow me to smell your head?" Ka'b said, "Yes." Muhammad smelt it and made his companions smell it as well. Then he requested Ka'b again, "Will you let me (smell your head)?" Ka'b said, "Yes." When Muhammad got a strong hold of him, he said (to his companions), "Get at him!" So they killed him and went to the Prophet and informed him. (Abu Rafi) was killed after Ka'b bin Al-Ashraf."

২. রাতের অন্ধকারে পেশাদার খুনি/সন্ত্রাসী কায়দায় আবু আফাককে নৃশংস ভাবে খুন,

সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১

(অংশ বিশেষ) " Narrated Al-Bara bin Azib: Allah's Apostle sent some men from the Ansar to ((kill) Abu Rafi, the Jew, and appointed 'Abdullah bin Atik as their leader. Abu Rafi used to hurt Allah's Apostle and help his enemies against him. ------ ' So I reached him and found him sleeping in a dark house amidst his family, I could not recognize his location in the house. So I shouted, 'O Abu Rafi!' Abu Rafi said, 'Who is it? I proceeded towards the source of the voice and hit him with the sword, and because of my perplexity, I could not kill him. He cried loudly, and I came out of the house and waited for a while, and then went to him again --- I again hit him severely but I did not kill him. Then I drove the point of the sword into his belly (and pressed it through) till it touched his back, and I realized that I have killed him. ----- Thereupon --- I (along with my companions proceeded and) went to the Prophet and described the whole story to him..."

৩. পাঁচ সন্তানের মা আসমা-বিনতে মারিয়া কে খুন,

কী তাঁর অপরাধ? মুহাম্মদের নৃশংস কাজের প্রতিবাদ করে তিনি "কবিতা" লিখেছিলেন। হ্যাঁ, কবিতা।

(ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৬৭৫-৬৭৬)

(অংশ বিশেষ) " ---When the apostle heard what she had said he said, "Who will rid me of Marwan's daughter?" `Umayr b. `Adiy al-Khatmi who was with him heard him, and that very night he went to her house and killed her. In the morning he came to the apostle and told him what he had done and he [Muhammad] said, "You have helped God and His apostle, O `Umayr!" When he asked if he would have to bear any evil

consequences the apostle said, "Two goats won't butt their heads about her", so `Umayr went back to his people."

৪. বানু কুরাইজার গণহত্যাযজ্ঞ,

ক) ইবনে ইশাক: পৃষ্ঠা ৪৬১-৪৬৯

*(অংশ বিশেষ) "-----The apostle of Allah imprisoned the Qurayza in Medina while trenches were dug in the market place. Then he sent for the men and had their heads struck off so that they fell in the trenches. They were brought out in groups, and among them was Kab, the chief of the tribe. In number, they amounted to six or seven hundred, although some state it to have been **eight or nine hundred.** All were executed..."*

খ) সহি বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৪৭-৪৪৯। সুন্নাহ আবু দাউদ, বুক ৩৮, নং ৪৩৯০

গ) মুহাম্মদের (আল্লাহ) বর্ণনা:

৩৩:২৬ *- কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।*

৩৩:২৭ *- তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খন্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি।*

ইবনে ইশাক, সহি বুখারী ও আবু দাউদের সার সংক্ষেপ:

কেন এই রক্তের হোলী-খেলা?

"আপাদ মস্তক ধুলা-ভর্তি শরীরে অস্ত্রসজ্জিত অশরীরী জিবরাইল তার মাথার চুলের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে খন্দক যুদ্ধ প্রত্যাবর্তনকারী সদ্য স্নান-সম্পন্ন মুহাম্মদকে আক্রমণের আহ্বান জানালেন। **জিবরাইলের প্রশ্ন,** "কেন তুমি অস্ত্র বিরতি দিয়েছ? আল্লাহর কসম, আমি তো তা করি নাই। যাও তাদের আক্রমণ কর।" **মুহাম্মদ জানতে চাইলেন,** "কোথায়"? জিবরাইল তখন বনি কুরাইজার দিকে নির্দেশ করলো। জিবরাইলের নির্দেশে আল্লাহর নবী তার দল বল নিয়ে বনি কুরাইজা আক্রমণ ও ঘেরাও করলেন। নবী তার সহচর হাসান বিন তাবিতকে

বললেন, "তাদেরকে গালি-গালাজ করো। স্বয়ং জিবরাইল এই গালি-গালাজে তোমার সাহায্যে আছে।"

তারপর বনি কুরাইজার গোষ্ঠী আত্ম সমর্পণ করলে, আত্ম-সমর্পিত অবস্থাতেই বনি কুরাইজার সমস্ত "প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের" (৭০০-৯০০ জন) প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাজারের নিকট পূর্ব থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তের কিনারায় একের পর এক সারিবদ্ধ ভাবে নিয়ে এসে **একটা একটা করে 'গলা কেটে খুন** করে লাশগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। কে প্রাপ্তবয়স্ক আর কে তা নয়, তা পুরুষাঙ্গের লোম (pubic hair) দেখে হয়েছিল নির্ধারণ। তাদের সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মদ হস্তগত করেন। তাদের যুবতী স্ত্রী-কন্যাদের করেন তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের যৌন দাসী। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের করেন দাসে রূপান্তরিত। মুহাম্মদের দাবি, এই নৃশংস অমানবিক হত্যাকাণ্ড, সম্পত্তি দখল, উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে দখল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক (যারা কোনো অন্যায় করেনি) মুক্ত মানুষদের চিরদিনের জন্য দুঃসহ দাসত্বের শৃঙ্খলে রূপান্তরিত করা "**আল্লাহর" পছন্দ**!"

পাঠক, অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত জনতার সামনে সৌদি আরবে একজন বাংলাদেশীর শিরশ্ছেদের 'বীভৎস' ভিডিও দৃশ্যটি ইন্টারনেটে দেখে অনেক দর্শকই অসুস্থ বোধ করেছিলেন। সে তুলনায় বনি কুরাইজার ঘটনা লক্ষ গুণ বেশি বীভৎস ও জঘন্য (খুন-ধর্ষণ-লুট-দাসত্ব)! বনি-কুরাইজা ঘটনার উল্লিখিত বর্ণনার লেখকগণবিশিষ্ট আদি মুসলিম চিন্তাবিদ। তাদের এ বর্ণনার "উৎসে" যাঁরা ছিলেন (যাঁদের কাছ থেকে গল্প গুলো সংগৃহীত), তাঁদের সকলেই প্রচণ্ড বিশ্বাসী বিশিষ্ট মুসলিম। ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী, তাঁরা তাঁদের বর্ণনায় এমন কিছু উল্লেখ করার ক্ষমতা রাখেন না, যা "মুহাম্মদকে হেয় প্রতিপন্ন' করতে পারে। সে ক্ষমতা তাঁদের নেই। কেন নেই, তার বিস্তারিত আলোচনা জ্ঞান পর্বে (দশম) করা হয়েছে। এ সকল বর্ণনা লেখা হয়েছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১২০-২২০ বছরের ও বেশি পরে। লেখক ও বর্ণনাকারীরা সেই সময়েরই বাসিন্দা, যখন মানুষের "মানসিক বিভ্রম (Psychosis)" সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। তাদের বিশ্বাস ছিল "এ বিভ্রমগুলো এক বিশেষ ক্ষমতা!" তাই এ উদ্ভট বর্ণনাগুলো এই ভয়াবহ গণহত্যাকাণ্ডের ন্যায্যতার সপক্ষে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা জানতেন না যে, শত-সহস্র

বছর পরে তাঁদের লিখিত এই ঘটনাগুলো মুহাম্মদ ও তার সহচরদের অমানবিক কর্মকাণ্ডের "উল্লেখযোগ্য" দলিল হিসাবে চিহ্নিত হবে।

বলা হচ্ছে, "জিবরাইল তার চুলের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে" মুহাম্মদকে খবর দিয়েছেন। আর কেউ কি জিবরাইলকে দেখেছে? না, কেউ না! দেখেছে একমাত্র মুহাম্মদ! আর কেউ কি তার হুংকার শুনেছে? না, কেউ না! একমাত্র মুহাম্মদই তা শুনেছেন! বিজ্ঞানের অবদানে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, এই উপসর্গগুলো আদর্শ (Typical) দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির বিভ্রম (hallucination) ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সকল উপসর্গ ভয়ংকর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রুগীদের (উন্মাদ)। বিশেষ করে যারা এ রূপ 'Command hallucination" এ আক্রান্ত। এ উপসর্গের সাথে প্রায়ই যোগ হয় সন্দেহ-বাতিক (Paranoid delusion) এবং তখন তা হয় আরও বিপজ্জনক ও মারাত্মক (deadly)। রুগী ও তার পরিপার্শ্বের মানুষদের নিরাপত্তার খাতিরে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তৎক্ষণাৎ (Psychiatric emergency) এ সকল উন্মাদ রোগীকে মানসিক হাসপাতালের "তালাবদ্ধ (Locked unit) কক্ষে" ভর্তি করা হয়। বিষয়টি এতই জরুরী যে, এ সমস্ত রোগী যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে তাকে আইন শৃঙ্খলা/নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় জবরদস্তিরূপে (Involuntary commitment) হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মদ কি আদৌ উন্মাদ ছিলেন? কোনো উন্মাদ ব্যক্তি কি নিখুঁত ও সময়োচিত পরিকল্পনা করে জগৎ বিখ্যাত সমরনায়ক হতে পারেন? খুবই যুক্তিসম্মত প্রশ্ন! মুহাম্মদ যে মানব ইতিহাসের একজন সফল সমরনায়ক (Warrior), এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। তাই এ প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের "অধিকাংশ সময়ে" মানসিক বিভ্রমে আক্রান্ত কোনো মানুষের পক্ষে এহেন হিসেবী পদক্ষেপ অসম্ভব! সুতরাং, "ক্বচিৎ কদাচিৎ" মতিভ্রম অথবা মৃগী (Epilepsy) উপসর্গে আক্রান্ত হলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ই মুহাম্মদ যে শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন না, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তিনি যা কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেছেন। ওহী প্রাপ্তির উপসর্গ থেকে শুরু করে জিবরাইল ও জ্বিনের দর্শন/শ্রবণসহ তাঁর জীবনের সমস্ত কার্যকলাপই করেছেন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে! All are goal directed activities. বনি কুরাইজার ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়! কুরান-সিরাত হাদিসের আলোকে সে সত্যটি আজ স্পষ্ট। উদ্দেশ্য সাধনের

প্রয়োজনে তিনি যে "মিথ্যা ও প্রতারণার" আশ্রয় নিতেন, তার প্রমাণ ভুরিভুরি (ওপরের দৃষ্টান্ত)!

মানবতার মাপকাঠিতে মুহাম্মদ কখনোই "শ্রেষ্ঠ মানব" ছিলেন না। তাঁর নিজেরই জবানবন্দী (কুরান)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী। কিন্তু মুহাম্মদ মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ "সফলকাম" ব্যক্তিদের একজন। তিনি আরবের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গোত্রকে ইসলাম নামের 'পতাকাতলে' সমবেত করে এক শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহচররা সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে "আরব সাম্রাজ্যবাদ" কায়েম করেন। মুহাম্মদের সাংগঠনিক দক্ষতা, কারিশমা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, চতুরতা, লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি নৃশংস সন্ত্রাসী (terror) কর্মকাণ্ডই (**বুখারী: ৪:৫২:২২০**) ছিল তার সাফল্যের চাবি কাঠি। তিনি ছিলেন চতুর পলিটিশিয়ান। তার নীতি ছিল, "The end justifies the means". লক্ষ্য অর্জনে যা কিছু প্রয়োজন, সবই তিনি করেছেন তাঁর কল্পিত আল্লাহর নামে। অমুসলিমদের প্রতি যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, খুন, সন্ত্রাস, প্রহসন, ঘৃণা, লুট, ধর্ষণ, ভীতি ও প্রলোভন (দুনিয়া ও আখিরাত) সবই বৈধতা পেয়েছে তাঁর সে নীতিতে। সাধারণ মুসলমানেরা ইসলামের আদি উৎসে বর্ণিত এ সব অমানবিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! পরিকল্পিতভাবে তা গোপন রাখা হয়েছে, অথবা বৈধতা দেয়া হয়েছে বিভিন্ন কসরতের মাধ্যমে! যুগে যুগে যরাই এ সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তাদেরকেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যাঁতাকলে পিষ্ট করা হয়েছে।

ইসলাম বিশ্বাসীদের বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বনি কুরাইজা খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করেছিলেন বলেই মুহাম্মদ তাদের কে আক্রমণ ও খুন করেছিলেন। তাদের এই বিশ্বাস যে কী পরিমাণ "নির্লজ্জ ও মিথ্যা অপ-প্রচারণার ফসল" তার সাক্ষী কুরান হাদিসের বর্ণনা। যে মুহাম্মদ শক্তি না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাঁর সাথে ভিন্নমতের কারণে নিজের নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ দেন, ক্বাব, আবু-রাফি এবং সামান্য কবিতা লেখার অপরাধে "জননীকে" করেন খুন। মক্কা বিজয়ের পর দশ জন পুরুষ ও নারীকে (অপরাধ: দশ বছরেরও বেশি আগে তাঁরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন) যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই (এমনকি তা যদি ক্বাবার মধ্যেও হয়) খুন করার রায় দেন; সেই একই মুহাম্মদ তাঁর শত্রুপক্ষকে

সাহায্যকারী বনি কুরাইজার "দুশমনি" বেমালুম ভুলে গিয়ে বাসায় এসে "গোসল করতেছেন!" এমনকি জিবরাইল এসে তাঁকে তা মনে করিয়ে দেয়ার পরও বুঝতে না পেরে জিবরাইলকেই জিজ্ঞাসা করছেন, "কোথায় তাকে আক্রমণ করতে হবে!" এ সব উদ্ভট বর্ণনার মাধ্যমে বনি কুরাইজাকে "দোষী সাব্যস্ত করার কসরত" আরব্য উপন্যাসের গল্পকেও হার মানায়। বানু-কুরাইজার অত্যন্ত করুণ এই ঘটনা মুহাম্মদের বহু বহু নিষ্ঠুরতার একটি। বনি কুরাইজার কোনো সদস্য মুহাম্মদ কিংবা মুসলমানদের কোনোরূপ আক্রমণ করেননি। They never attacked Muslims! সত্য হচ্ছে, বনি কুরাইজা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ 'সম্পত্তি-নারী-দাস' দখল(৩৩:২৭)!

Let us forget about everything! পাঠক, আসুন, আমরা যুক্তির খাতিরে ধরে নিই যে, এ সব "উদ্ভট আরব্য-উপন্যাসীয় বর্ণনা" সবই সত্য! বনি কুরাইজা তাদের দুর্গের মধ্য থেকে কুরাইশদেরকে সাহায্য করেছিলেন, যা মুহাম্মদ ভুলে গিয়েছিলেন এবং জিবরাইলের মারফত তা জ্ঞাত হয়েছেন। সে অপরাধে তাদের প্রত্যেকেটি প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষকে আত্ম সমর্পিত ও বন্দী অবস্থায় খুন, ভূমি দখল, শিশু (নিষ্পাপ) ও আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের দাসে রূপান্তরকারীকে কি কোনোভাবে "অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (৬৮:৪)", কিংবা "বিশ্ববাসীর রহমত (২১:১০৭)", কিংবা, "মানব জাতির ত্রাণকর্তা (৩৪:২৮)" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করা যায়? যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এমন দাবি করেন, তাঁদেরও কি আদৌ সুস্থচিন্তার অধিকারী ও বিবেকবান বলা যায়?

"নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ" এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রার শুরু

পাঠক, আসুন, আমরা আবু লাহাব কে কী কারণে "অভিশাপ" দেয়া হয়েছিল তা নির্মোহ মানসিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করে "সত্য" অনুধাবনের চেষ্টা করি। ইবনে ইশাক (৭০৪-৭৬৮ খৃষ্টাব্দ), ইমাম বুখারী (৮১০-৮৭০ খৃষ্টাব্দ) ও আল-তাবারীর (৮৩৯-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) বর্ণনা মতে "সুরা লাহাব" নাজিল হয় মুহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির বছর তিনেক পরে। মুহাম্মদ তার নবুয়ত প্রাপ্তি ঘোষণার প্রথম তিন বছর (৬১০-৬১৩ সাল) তার বাণী প্রচার করেন গোপনে। এই সুরার শানে নজুলে বলা হয়েছে যে মুহাম্মদ "সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে" তার বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন "আপনি

নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪)” ওহী প্রাপ্তির পর পরই। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ (৫):

সহি বুখারী: ভলিউম-৬, বই-৬০, নং-২৯৩

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত,

'আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪)' আয়তটি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী সাফা পাহাড়ের উপর উঠে "হে বনি ফিহির! হে বনি আদি" এভাবে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে সেখানে সমবেত হওয়ার আগ পর্যন্ত ডাকতেই থাকলেন। যারা সমাবেশে আসতে পারলেন না, তারা তাদের নিজস্ব সংবাদদাতা পাঠালেন সেখানে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য। আবু লাহাব ও অন্যান্য কুরাইশরা সেখানে সমবেত হলে নবী বললেন, "যদি আমি বলি যে, একদল শত্রুসেনা তোমাদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান নিয়েছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে?" উপস্থিত কুরাইশরা বললেন, "হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদাই সত্যবাদী বলে জানি।" তারপর নবী বললেন, "আমি তোমাদেরকে চরম শাস্তির (terrific punishment) সতর্কতাকারী।" আবু লাহাব (নবীকে) বললেন, "ধ্বংস হোক তোমার হাত! এ কারণেই কি তুমি আমাদেরকে ডাকাডাকি করে একত্রিত করেছ?" তখন নাজিল হলো:" আবু লাহাবের (নবীর চাচা) হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে---(১১১: ১-৫)”।-

(অনুবাদ: লেখক)

মুহাম্মদের চরিত্র বোঝার জন্য এ সুরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ কেমন লোক ছিলেন, তার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় এই সুরা লাহাব ও তার শানে-নজুলের বর্ণনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ঘটনার বিশ্লেষণে আমরা জানছি:

১) মুহাম্মদ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তার মতবাদ প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, “আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন” ধারনাটি পাওয়ার পর। সেই অনুষ্ঠানেই মুহাম্মদ তার একান্ত নিকট আত্মীয়কে অভিশাপ বর্ষণ করেন। অর্থাৎ, ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রার প্রারম্ভই হয়েছে "অভিশাপ বর্ষণ"-এর মাধ্যমে!

২) মুহাম্মদ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তার আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিনা নোটিশে বিভিন্ন গোত্রের কুরাইশদেরকে সেখানে সমবেত না হওয়া পর্যন্ত ডাকাডাকিকরেছিলেন।

৩) তারপর লোকজন 'কী ব্যাপার', তা জানার জন্য সমবেত হলে প্রথমে তিনি তাদেরকে শত্রুপক্ষ আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করেন। এহেন ঘোষণায় কুরাইশদের ভীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমত ঘোষণাকারীকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তা সে চরম সত্যবাদী বা সাধারন সত্যবাদী যে-ই হোক না কেন। কারণ শত্রুপক্ষের আক্রমণ সে আমলে কোনো অবাস্তব বিষয় ছিল না। যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি এমত ঘোষণাকারী হলেও তাকে অবিশ্বাস করে 'আক্রান্ত হবার" ঝুঁকি কোনো জনপদই নেবে না। তবে ব্যক্তিটি যদি সে জনপদের সর্বজনবিদিত "মিথ্যুক" হোন, সেক্ষেত্রে হয়তো এর ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। নতুবা নয়। তাই সহি বুখারীর এই হাদিসটির বর্ণনায় উপস্থিত কুরাইশদের "হ্যাঁ" জবাবটির জন্য "**কারণ আমারা আপনাকে সর্বদাই সত্যবাদী বলে জানি**" একান্তই অনাবশ্যক।

৪) তারপর তিনি কুরাইশদের তাঁর কল্পিত আল্লাহর "চরম শাস্তির হুমকি" প্রদর্শন করে তাঁর মতবাদ মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

৫) মুহাম্মদের এহেন শঠতায় (আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে বিনা নোটিশে বিভিন্ন গোত্রের কুরাইশদেরকে ডাকাডাকি করে লোক সমাগম, ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে নিজের দলে টানার চেষ্টা) আবু লাহাব ক্রোধান্বিত হয়ে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন।

৬) মুহাম্মদ তার ব্যবহারে কোনোরূপ অস্বাভাবিকতা শুধু যে দেখতে পাননি, তাইই নয়, উল্টা আবু লাহাবকে তাঁরই উচ্চারিত বাক্য দিয়ে "অভিসম্পাত" করেন। একই সাথে আবু লাহাবের স্ত্রীকেও করেন অভিসম্পাত।

এই পুরো ঘটনাটির জন্য দায়ী মুহাম্মদ। তিনিই কুরাইশদের ডাকাডাকি করে প্রথমে "শত্রু আক্রমণের ভয়" এবং পরে তাঁর দলে শরীক না হলে "চরম শাস্তির ভয়" দেখান। এমত পরিস্থিতিতে কেউ যদি "আহ্বানকারীর" ওপর বিরক্ত হন, তবে

সেটার দায় কার? আহ্বানকারীর? নাকি প্রতিবাদকারীর? নিঃসন্দেহে আহ্বানকারীর। এই সহজ সত্যটিযারা বুঝতে অক্ষম, তাদেরকে অনুরোধ করি কল্পনা করতে যে, তার এলাকায় একইভাবে কোনো আহ্বানকারী এসে বিনা নোটিশে তাকে এবং তার এলাকাবাসী বিভিন্ন গণ্যমান্য মুসলমানদের হাঁকাহাঁকি করে ময়দানে ডেকে নিয়ে "ইসলাম একটি ভুয়া বিশ্বাস এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নামের অনন্ত আগুন" ঘোষণা দিয়ে আহ্বানকারীর আবিষ্কৃত কোনো এক 'নতুন ধর্ম' গ্রহণের ক্যানভাস শুরু করলেন। তারপর সমাগমে আগত কোনো একজন বিরক্তি প্রকাশ করে তার কাজের প্রতিবাদ করলে তিনি উল্টা সেই প্রতিবাদকারীকে অভিশাপ দিলেন। প্রতিবাদকারীর স্ত্রীকে অভিশাপ দিলেন। তারপর, তার সমর্থকরাও যেন সেই প্রতিবাদকারী ও তার স্ত্রীকে অনন্তকাল ধরে অভিশাপ দেন, তার ব্যবস্থাও করলেন! জারী করলেন যে, এ অভিশাপ মিশ্রিত বাণী 'তেলাওয়াত' করলেও অশেষ পুণ্য মিলবে! এমন মানসিকতা ও চরিত্রের অধিকারীআহ্বানকারীকে কি সৎ, সহিষ্ণু, বিবেকবান, নীতিবান ইত্যাদি যাবতীয় গুনে গুণান্বিত ব্যক্তি হিসাবে "ভূষিত" করা যায়? "বিবেচনা" ও কি করা যায়? কিংবা "কল্পনা"?

যতদিন 'ইসলাম' টিকে থাকবে, বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান মুহাম্মদের চাচা ও চাচীকে অভিসম্পাত করতেই থাকবেন পরম একাগ্রতায়। 'ঐশী বাণী' বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানসে সকল ঐশী বাণীই পবিত্র। পালিত হয় তা একাগ্রচিত্তে! হোক না তা ঘৃণা বা অভিশাপ! কিংবা হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান বা দোষারোপ! অথবা ত্রাস, হত্যা, হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ। মানবমস্তিষ্কে "বিশ্বাস" এমন একটি অবস্থান (Condition), যা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ বৃত্তিকে অবশ করে দেয়। আমি নিজে খুব ভাল বিশ্বাসী ছিলাম জীবনের অনেকগুলো বছর (৬). জানতাম কম, মানতাম বেশি। যেটুকু জানতাম তার কোথাও "অসামঞ্জস্য"-এর কোনোকিছুই ধরতে পারতাম না। যাঁরা তা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন, তাদের সাথে তর্কে মেতে উঠতাম। ইসলাম সত্য, কুরান সত্য, মুহাম্মদ সত্য। এর বাহিরে সবকিছুকেই "মিথ্যা" বলে মনে হতো। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে সত্যকে আবিষ্কার করতে ভাবনার নিরপেক্ষতা (unbiased thinking) অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বাস ও ভাবাবেগ (Emotion) সহজাত বিচার বুদ্ধির অন্তরায়।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

References:

(১) Al Tabari (839-923 CE) - "Tarikh Rasul Wal Muluq". Translated and Annoted by W Montgomery Watt and M. V. McDonald – Volume VI- page 1083-84

Ibne Ishaq page- 59

(২) Ibne Hisham (d 833 CE) 'Sirat Rasul Allah -by Ibne Ishaq (704-768) ed M al Saqqa et al, Cairo, 1936. Translated by A. Guillaume- page 46

(৩) Ibne Ishaq as above, Page (Leiden) 166-168) -

Al- Tabari as above, page (Leiden) 1175 -1177

(৪) অল্প কিছু উদাহরণ ,

১) ক্বাব বিন আশরাফ নৃশংস হত্যাকাণ্ড - বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৩৬৯

২) আবু আফাক নৃশংস হত্যাকাণ্ড - বুখারী: ভলিউম ৫, বই ৫৯, নম্বর ৩৭১

৩) পাঁচ সন্তানের মা আসমা-বিনতে মারিয়াকে খুন

৪) বানু কুরাইজার গণহত্যাযজ্ঞ:

সহি বুখারী, ভলিউম ৫, বই ৫৯, নং ৪৪৭ - ৪৪৯,

সুন্নাহ আবু দাউদ, বুক ৩৮, নং ৪৩৯০

Ibne Ishaq as above- Page number (Leiden) 685-699

Involuntary commitment:

(৫) সহি বুখারী: ভলিউম ৬, বই ৬০, নম্বর ২৯৩

Ibne Ishaq as above- Page number (Leiden) 166

Al- Tabari as above, page (Leiden) 1170 -1171

(৬) ভিডিও: ৫ মিনিট

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/10/blog-post.html

কুরানে বিগ্যান (ত্রয়োদশ পর্ব): উদ্ভট তত্ত্ব

রবিবার, ৭ অক্টোবর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে মানব জাতির জ্ঞানার্জনের সহায়তায় অন্যান্য আর যে সমস্ত বাণী বর্ষণ করেছেন, তার আরও কিছু নমুনা:

১) ৩০৯ বছর নিদ্রামগ্ন!

১৮:১১-১২ - তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরত্থিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

>>> কত দিন ঘুমিয়ে ছিলেন? এক লক্ষ বারো হাজার সাত শত পঁচাশি দিন! কোনো খাদ্য ও পানীয় ছাড়া একজন মানুষ সর্বোচ্চ কত দিন বাঁচতে পারে?

২) একশ বছর মৃত অবস্থায় থেকে ফের উঠে বসা!

২:২৫৯ - তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অত:পর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে।...

>>> মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!

৩) সুর্যের অস্তাচল ও উদয়াচলের স্থান।

১৮:৮৬ - অবশেষে তিনি (জুলকার নাইন) যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

১৮:৯০ - অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

>>> এই নিরেট উদ্ভট (utterly nonsense) বর্ণনাটিকে বৈধতা দিতে চরম বিশ্বাসীরা মরিয়া হয়ে যে-প্রতারণাটির আশ্রয় নেন, তা মোটামুটি এ রকম: "এটা জুলকারনাইনের বর্ণনা! জুলাকারনাইনের কাছে যা মনে হয়েছিল, তা-ই তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ তো বলে নাই যে সূর্যের উদায়চল/অস্তাচলের স্থান আছে।" Really! ১৮:৮৬ এবং ১৮:৯০ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে:

(১) "অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে/উদয়াচলে পৌছলেন"; অত:পর,

(২) "তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে /... উদয় হতে দেখলেন"

সূর্যকে সমুদ্রে অস্ত যেতে কিংবা কোনো সম্প্রদায়ের ওপর উদয় হতে জগতের সকল মানুষই অনন্তকাল ধরেই দেখে আসছে। এটা কি কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়? এখানে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, "অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে/উদয়াচলে পৌঁছলেন।" এর পরও যদি কোনো পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে তিনি সহি বুখারীর**৪:৫৪:৪২১** অথবা **৬:৬০:৩২৬** হাদিসটির সহায়তা নিতে পারেন। মুহাম্মদ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার বিশিষ্ট সাহাবী আবুজর গেফারী (রাঃ) কে জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন:

বুখারী: ভলিউম ৪, বই ৫৪, নম্বর ৪২১

মাওলানা আজিজুল হকের অনুবাদ (৬.১৯১৭)

আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন:
একদা আমি সূর্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংগে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)।
*অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে-যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই আয়াতের, 'সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ -(**৩৬:৩৮**)।*

৪) দুই সমুদ্রের মাঝখানে অদৃশ্য অন্তরায়!

২৫:৫৩ - তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।

৫৫:১৯-২০ - তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।

>>> আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে উভয়ের মাঝখানে কোনই অন্তরায়/অন্তরাল নেই। নদীর মিষ্ট পানি সমুদ্রের লোনা পানির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প ঘনত্বের। যখন নদীর পানির ধারা সমুদ্রে মিলিত হয় তখন লোনা পানিটি থাকে নীচের স্তরে (বেশী ঘনত্ব) আর নদীর পানিটি উপরের স্তরে। আরবরা বহু যুগ ধরেই সমুদ্র পথে ব্যবসা করে আসছেন। তাদের কাছে এ বিষয়টি কখনোই অজানা ছিল না, মুহাম্মদের কাছেও তা অজানা থাকার কথা নয়। এই প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞানের সাথে মুহাম্মদ জুড়ে দিয়েছেন "উভয়ের মাঝখানে অন্তরায়' যা নি:সন্দেহে অসত্য। ভিন্ন

ধারার এ স্রোত দুটি একে অপরের সাথে শুরু থেকেই অনবরত: মিশ্রিত হতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ হতে লাগে সময়। দূরে গিয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে হয় একই ঘনত্ব-প্রাপ্ত, একই ধারা। তাই, **২৫:৫৩** এর "দুর্ভেদ্য আড়াল" আর **৫৫:২০** এর "যা তারা অতিক্রম করে না" একেবারেই আজগুবি।

৫) ঝুলাও রশি আকাশ পর্যন্ত!

২২:১৫ - সে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনই ইহকালে ও পরকালে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা।

>>> **আকাশ কি কোন কঠিন বস্তু যে তাতে রশি ঝুলানো যায়?** নি:সন্দেহে মুহাম্মদ আকাশকে কঠিন ছাদ মনে করেছিলেন! খালি চোখে মেঘমুক্ত আকাশকে শক্ত ছাদ ছাড়া আর কিছু কী মনে হয়? অন্যত্র মুহাম্মদ(আল্লাহ) ঘোষনা দিয়েছেন, "-নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর **মজবুত** সপ্ত-আকাশ (৭৮:১২)!

৬) রাত্রি যদি হয় কেয়ামত পর্যন্ত!

২৮:৭১ - বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না?

>>> নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর (আল্লাহ) দিন ও রাত্রির কারণ অথবা জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে সামান্যতম ধারনাও ছিল না। থাকলে কিয়ামত দিন পর্যন্ত রাত্রিকে বিলম্বিতের উদ্ভট সম্ভাবনার উল্লেখ করতেন না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীকে হতে হবে হয় "সূর্যহীন অথবা সূর্যালোক বঞ্চিত।" সেই সূর্যহীন বা সূর্যালোক বঞ্চিত পৃথিবীতে "প্রাণের উদ্ভব" হবে কোত্থেকে? চূড়ান্তভাবে সূর্যই যে পৃথিবীর সকল প্রাণ-শক্তির উৎস (Ultimate source of Energy), এ ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? রাত্রিকে যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করানো হয়, তবে আর আমাদের কারোরই আলোর প্রয়োজন হতো না। কারণ সে অবস্থায়

পৃথিবীতে কোনো প্রাণেরই অস্তিত্ব থাকতো না। যেখানে কোনো প্রাণই নেই সেখানে, "কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে" বাণীটি যে অর্থহীন উদ্ভট প্যাচাল, সে ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে? মানুষের বেঁচে থাকার সবচেয়ে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো অক্সিজেন। যা না থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষ সহ যাবতীয় অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীর ভবলীলা সাঙ্গ হবে। এই অক্সিজেনের তৈরি হয় দিনের আলোতে। সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই দিনের আলো না থাকলে অক্সিজেনের অভাবে মানুষসহ যাবতীয় অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

সুতরাং, নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, অক্সিজেন, তার অত্যাবশ্যকীয়তা এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে প্রবক্তা মুহাম্মদ স্বাভাবিক ভাবেই সামান্যতম ধারণারও অধিকারী ছিলেন না। থাকলে তিনি আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে "রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করার" উদাহরণ মনুষ্যকুলকে শোনাতেন না!

৭) আদি মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল ৯৫০ বছর!

২৯:১৪ - আমি নূহ (আঃ) কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবণ গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী।

>>> ৯৫০ বছর বয়সের জীবিত মানুষ! কবে? কখন? কোথায়? বিজ্ঞানের বদৌলতে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, এ তথ্য একেবারেই উদ্ভট! বিজ্ঞান এর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্যবাহী। খোলা আকাশের নিচে বন-জংগল-গুহায় অবস্থান, প্রকৃতির প্রতিকূলতা ও বন্য পশুর আক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রতিরক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞতা এবং জীবাণুনাশক ঔষধ (Antibiotic) বঞ্চিত পরিবেশে শিশু ও মা মৃত্যু (Infant and Maternal mortality rate) সহ অন্যান্য যাবতীয় মৃত্যুর হার আদি যুগে ছিল এখনকার তুলনায় অনেক অনেক বেশী। বিজ্ঞান জানাচ্ছে, সে রকম পরিবেশে আমাদের পূর্ব পুরুষদের গড় আয়ু ছিল মোটামুটি ১৫-২৫ বছর। ৩০,০০০ বছরের বেশী আগের পৃথিবীর মনুষ্য পরিবারে জীবিত দাদা-দাদী/নানা-নানীদের (Grand parents) সংখ্যা ছিল স্বল্পই। অল্প বয়সে বেশির ভাগ

মানুষেরই মৃত্যু হবার কারণে কোনো পরিবারে একই সাথে জীবিত তিন-পুরুষের (Three generation) অবস্থান ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তাই নুহ (আঃ) এর ৯৫০ বছর জীবিত থাকার বয়ান মুহাম্মদের বহু "প্রলাপ"-এরই একটি!

৮) জ্যান্ত মাছের পেটের ভিতরে বসে তসবীহ পাঠ!

৩৭:১৪২-১৪৪ - অতঃপর একটি মাছ তাঁকে (ইউনুস আঃ) গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।

>>> জীবন্ত মাছের পেটের মধ্যে বসে বসে মানুষের তসবিহ পাঠ! কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে জীবন্ত মানুষ! বর্ণান্ধ (Color Blind) ও ধর্মান্ধ (Religious Blind) ব্যক্তির মধ্যে মিল এই যে, প্রথম জন শারীরিক প্রতিবন্ধী, আর দ্বিতীয়জন মানসিক প্রতিবন্ধী। বর্ণান্ধ ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট "রং" দেখতে পান না। সেই নির্দিষ্ট রংটি ছাড়া অন্যান্য রং চিনতে তার কোনই অসুবিধা হয় না। তার "অন্ধত্ব" শুধু একটি নির্দিষ্ট রংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তেমনি একজন ধর্মান্ধ ব্যক্তি তাঁর নিজ ধর্মগ্রন্থে "উদ্ভট" কোন কিছুই খুঁজে পান না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের ধর্মটি ছাড়া অন্য ধর্মগ্রন্থের যাবতীয় উদ্ভট গল্প তিনি অবলীলায় শনাক্ত করতে পারেন। একজন ধর্মান্ধ মুসলমান বেদ ও বাইবেলের যাবতীয় অসংগতি, অবাস্তবতা ও অবৈজ্ঞানিক বিষয় অতি সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি 'কোরানের' অসংগতি, অবাস্তবতা ও অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুই বুঝতে পারেন না। একইভাবে কোনো ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান পারেন না তাঁর বাইবেলের অসংগতি ও অবাস্তবতা বুঝতে। তিনি পারেন কোরান ও বেদের বাণীর অসারতা বুঝতে। জ্যান্ত মানুষকে কোনো মাছ গিলে ফেললে অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষটির ভবলীলা সাঙ্গ হবে, তা যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন। তা সে তসবিহ পাঠ করুন আর না-ই করুন! কী উদ্ভট বর্ণনা, "**যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত**"! পৃথিবীতে এমন কোনো মাছ আছে কি, যার আয়ু হতে পারে "কিয়ামত তক"?

উদ্ভট! উদ্ভট! উদ্ভট! এহেন বহু উদ্ভট ও অবাস্তব গল্পে ভরপুর মুহাম্মদের (আল্লাহ) বাণী সমষ্টির সঙ্কলনকে যারা "অভ্রান্ত বিজ্ঞানময় কেতাব" রূপে আখ্যায়িত করেন, সে জনগোষ্ঠী যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও প্রগতিতে পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানটি অধিকার করবেই সে ব্যাপারে আদৌ কি কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে?

পুনশ্চ: "একটিই যথেষ্ট, দুইটি অতিরিক্ত"

শুধু "একটি মাত্র" ভুল-অবাস্তব অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যাবে যে কুরান 'বিশ্ব-স্রষ্টার' বাণী হতে পারে না। সেক্ষেত্রে, মুহাম্মদের দাবি মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অথবা মানসিক বিভ্রম।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/10/blog-post_4077.html

কুরানে বিগ্যান (পঞ্চদশ পর্ব): কুরানের ফজিলত!

মঙ্গলবার, ৩০ অক্টোবর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে বিশ্বাস ও মান্য করে তাঁর বাণীকে (কুরান) অনুসরণের ফজিলত (উপকারিতা) বহুবিধ! অল্প কিছু উদাহরণ:

২:২ - এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য

১৬:৬৪ - আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে।

১৮:২ - একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে-তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে।

>>> অর্থাৎ, যারা মুহাম্মদকে (আল্লাহ) বিশ্বাস করে তার হুকুম তামিল করবে, শুধু তারাই হবে, "(সত্য) পথ-প্রাপ্ত, ক্ষমা-প্রাপ্ত, উত্তম প্রতিদান-প্রাপ্ত এবং রহমত-প্রাপ্ত (১৭:৮২)"; কিন্তু যারা মুহাম্মদ ও তার কথাকে বিশ্বাস করবে না, তার কথামত চলবে না, তাদের কী হবে? তাদের জন্য শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি! তাদের ক্ষতি বাড়তেই থাকবে! মুহাম্মদের ভাষায়:

১৭:৮২ - আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

১৭:৮২ এর "গোনাহগার" শব্দটি দেখে বিভ্রান্ত হবার কোনো অবকাশ নেই। ইসলামের প্রাথমিক শর্ত হলো "ইমান"; মুহাম্মদের (আল্লাহর) প্রতি বিশ্বাস। এই শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদকে (আল্লাহ) অবিশ্বাসকারী প্রতিটি মানুষই গোনাহগার। একই ভাবে ইসলামে বর্ণিত "সৎকাজ" শব্দটি নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এখানেও ইসলামের প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী মুহাম্মদ (আল্লাহ) যে কাজের আদেশ করেছেন, সেই কাজটিই হলো "সৎকাজ।" হোক না সেটা মানুষ খুন, লুটের মাল ভোগ (গনিমত), দাস-দাসীকরণ বা দাসী সম্ভোগ। যে কাজটি তিনি নিষেধ করেছেন তা "অসৎ-কাজ"। Straight and Simple!

২০১০ সালের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যা ৬৯০ কোটি। মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ আনুমানিক ১৬০ কোটি। আর অমুসলিমদের পরিমাণ আনুমানিক ৫৩০ কোটি। অর্থাৎ, বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার সিংহভাগই (৭৬ শতাংশ) অমুসলিম। ২০১০ সালের সমীক্ষায় আরও দেখানো হয়েছে যে, অমুসলিমদের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অতীতে আরও অনেক বেশী ছিল। ১৯৯০ সালে তা ছিল ৮০ শতাংশ। অমুসলিমরা কুরানকে সৃষ্টিকর্তার বাণী এবং মুহাম্মদকে সেই স্রষ্টার প্রেরিত বিশেষ মহামানব (নবী) হিসাবে কখনোই স্বীকার করেন না। তাই প্রবক্তা মুহাম্মদের ওপরোক্ত ১৭:৮২ দাবি মুতাবেক কুরানের বাণী এবং তার শিক্ষা সর্বদায় পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে এসেছে, সেই শুরু থেকে!

দাবি করা হয় যে, সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা জীব হলো মানব জাতি! "আশরাফুল মখলুকাত"! যে সৃষ্টির আগমনের জন্য স্রষ্টা ১৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষায় ছিলেন! এই অত্যন্ত সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর সেই বিশেষ সৃষ্টির মধ্য থেকে স্রষ্টা আরবের মরু-প্রান্তরে একেশ্বরবাদী নবীদের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে সৃষ্টি করেন! তাঁর মারফত স্রষ্টা সর্বকালের সকল মানুষের পথ প্রদর্শনকারী (হেদায়েত) যে একমাত্র জীবন বিধানটি পাঠালেন, তা নাযিলের শুরু থেকে গত ১৪০০ বছর ব্যাপী পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে চলেছে! কী উদ্ভট দাবী! বিশ্বাসী পাঠকদের আমি বিভ্রান্ত না হবার অনুরোধ করছি। ওপরোক্ত দাবি স্বঘোষিত নবী মুহাম্মদের (আল্লাহ)! সৃষ্টিকর্তার সাথে মুহাম্মদের এ দাবির যে কোনই সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না, তা যে কোনো স্বল্প

বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সহজেই অনুধাবন করতে পারেন! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাকে (যদি থাকে) এতটা অবিবেচক ভাবার কোনোই কারণ নেই। মুহাম্মদ তার দলকে ভারী করার জন্য সৃষ্টিকর্তার নামে কত যে প্রলাপ বকেছেন তার নমুনা ইতিহাস হয়ে আছে কুরানের পাতায় পাতায়! পৃথিবীর কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তা সে মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ যে-ই হোন না কেন। সুতরাং যুক্তি-তথ্য-বাস্তবতা ও জ্ঞানের কষ্টি-পাথরে অনুত্তীর্ণ তাদের যে কোনো একজন বা সবার দাবিকে নির্দ্বিধায় বাতিল করেও মানুষ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হতে পারেন। বিশ্বাস কোনো প্রমাণ নয়। এটা বিশ্বাসীর একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি। তার সেই অপ্রমাণিত বিশ্বাসকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তার নেই।

প্রবক্তা মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন:

১৬:১০২- বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাযিল করেছেন, যাতে মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথ নির্দেশ ও সু-সংবাদ স্বরূপ।

>>> মুহাম্মদের এই দাবিটির মধ্যে আদৌ কি কোনো সত্যতা আছে? বাস্তবতা কী বলে? অমুসলিমরাই আজ বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুমিনরা নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অমুসলিমরাই আজ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আজকের বিশ্বে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা-মর্যাদায় ইসলাম অনুসারীরাই পৃথিবীর সর্বনিম্ন, যা মুহাম্মদের ওপরোক্ত ১৬:১০২ দাবীর পরিপন্থী। মুসলমানেরা যত তাড়াতাড়ি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তত দ্রুত তাদের মুক্তি মিলবে! কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মুসলমানই এই সত্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, স্বীকার করতেও রাজি নয়! অনেকে এটাও বলেন যে, মুসলমানদের আসল সাফল্য হলো মৃত্যুর পর বেহেশতে প্রবেশ। তাই তারা সর্বদাই সাফল্যমণ্ডিত। আর অমুসলিম কাফেররা সর্বদাই অসফল! কারণ তারা কখনই বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। মৃত্যুর ওপার থেকে কেউ সংবাদও পাঠাতে পারে না। তার পরেও এ সকল মুসলমান নিশ্চিত! ক্যামনে? কারণ তা কুরানেই লেখা

আছে। কুরানের কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কী? কারণ মুহাম্মদ বলেছেন কুরান বিশ্বস্রষ্টার (আল্লাহ) বাণী। মুহাম্মদ যে মিথ্যা বলেননি, তার কী প্রমাণ? প্রমাণ, মুহাম্মদ বলেছেন(কুরানে), "মুহাম্মদ সত্যবাদী।" বক্তা নিজেই নিজের প্রশংসাপত্র বিলিয়েছেন! কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তির নিজের দেয়া সনদপত্র তার সত্যবাদিতার মাপকাঠি হতে পারে না। এই সহজ সত্যটি ধর্মান্ধরা যখন বুঝতে পারেন না, তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না!

আমি আমার চারপাশের বহু উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের সাথে প্রাসঙ্গিক আলোচনা কালে যখন জানতে চাই যে, হাজার বছরেরও বেশি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও কেন মুসলমানরা আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিমদের তুলনায় পশ্চাৎপদ। প্রায় সবাই যে জবাবটি দেন, তা হলো, "মুসলিম শাসকরা তাদের ক্ষমতার জন্য সবকিছু করেছেন। ইসলামের জন্য কিছুই করেননি। তাই আজকের এই দুরবস্থা!" দাবি করেন, "যদি তাঁরা সঠিক ইসলাম পালন করতেন, তবে মুসলমানেরাই হতো বিশ্বে সর্ব উন্নত জাতি!" তাঁরা ইসলামের শিক্ষার কোনোই দোষ দেখতে পান না! যখন তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই, মুসলিম শাসক ও তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ-লক্ষ মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা তৈরি করেছেন। সেই আদিকাল থেকে ইদানীং কালের সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলমান শাসক এখনও তা করে চলেছেন আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যত্র পরম একাগ্রতায়। কিন্তু তারা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন বা অনুদান দিয়ে সাহায্য বা উৎসাহিত করেছেন, এমন নজির আমার জানা নেই। থাকলেও তাকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। শত শত বছর যাবত আমাদের পূর্বপুরুষরা সে সব মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসা থেকে ইসলামিক জ্ঞান আহরণ করেছেন। পালন করেছেন তা নিষ্ঠা ভরে। আজকের মুসলমানেরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই কুরান! সেই হাদিস! সেই সিরাতের (মুহাম্মদের জীবনী) শিক্ষা!

'বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'- এ দুর্বল (Da'if) হাদিসটি বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের মুখে মুখে! 'নবীর চলার পথে যে ইহুদি বুড়ি কাঁটা দিতো / আবর্জনা ফেলতো, সে পথ একদিন কাঁটা-হীন /আবর্জনা-মুক্ত দেখে নবী সেই বুড়ীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে যখন জানলেন যে সে অসুস্থ; তখন নবী সেই

বুড়ির সেবা-যত্ন করে তাকে সুস্থ করে তুললেন' - এ সকল মহান গল্প শোনেননি, এমন মুসলমান পৃথিবীতে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ! কিন্তু ক'জন মুসলমান জানেন যে, এ মহান গল্পের আদৌ কোনো আদি ভিত্তি নেই! ক'জন মুসলমান জানেন যে, এই কিচ্ছা ইসলামী সহি মিথ্যাচারের ফসল, জাল হাদিস! এমনতর ভিত্তিহীন ও জাল গল্পের উদ্ভাবক ও প্রচারক কারা? নিশ্চয়ই ইহুদী-নাসারারা নয়! নিবেদিতপ্রাণ ইসলামী সৈনিকরাই যুগে যুগে পরিকল্পিতভাবে সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ মিথ্যাচার করে আসছেন! মিথ্যার বেসাতী এ নির্লজ্জ প্রচার ও প্রসারে তারা এতটাই সিদ্ধহস্ত যে, এ সমস্ত দুর্বল/জাল হাদিস (Fabricated Hadits) এখন বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের মুখে মুখে।

কিন্তু সাধারণ মুসলমানেরা জানেন না, মুহাম্মদের আদেশে বনি-কুরাইজা, আবু-রাফি, ক্বাব বিন আশরাফ কিংবা আসমা বিনতে মারওয়ান সহ অসংখ্য অমানবিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা সম্বলিত সিরাত (নবী জীবনী) ও সহি হাদিসের সামান্যতম আভাস! আদি উৎসে এ ঘটনাগুলোর বর্ণনা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত! সাধারণ মুসলমানেরা আরও জানেন না, অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে কুরানে বর্ণিত মুহাম্মদের অসংখ্য অমানবিক আদেশ ও নিষেধ। তাদের জানানো হয় না! পরিকল্পিত ভাবে তা গোপন করা হয়! কিংবা বৈধতা দেয়া হয় বিভিন্ন উদ্ভট কসরতের মাধ্যমে। সেই আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিম শাসক-যাজক চক্র সাধারণ মানুষের জ্ঞান অর্জনের জন্য যা কিছু করেছেন এবং করছেন তার উদ্দেশ্য ইসলামের প্রচার ও প্রসার। সুতরাং তারা ইসলামের জন্য কিছুই করেননি, এ তথ্য ডাহা মিথ্যা।

যখন আমি উচ্চ শিক্ষিত বন্ধুদের একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন করি, "শুধু কুরান-হাদিসের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং পুরোপুরি সহি ইসলামের আদেশ ও অনুশাসন (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, বছরে ৩০ টি রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি) একান্ত একাগ্রতায় পালন করে কীভাবে একজন মুসলমান ডাক্তার-প্রকৌশলী-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হতে পারেন?" জবাব আসে, "ইসলাম তো আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ নিষেধ করে নাই।" উৎসাহিত কি করেছে? সমগ্র কুরানে অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ, অসম্মান, হুমকি, শাসানী, ভীতি প্রদর্শন ও হত্যার উৎসাহ দিয়ে শত শত স্পষ্ট আয়াত আছে। কিন্তু আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার আবেদন কিংবা উৎসাহ দিয়ে সমগ্র কুরানে স্পষ্ট একটি বাক্যও নাই। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার আদর্শের অনুসারী একজন

নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় কেন আগ্রহী হবেন? তারা আগ্রহী এবং উদ্বুদ্ধ হবেন কুরান-হাদিস যে বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে, তার প্রতি। বাস্তবে হয়েছেও তাই। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার কোনো দোষ নেই, সব দোষ মানুষের; এ দাবিটি যাঁরা করেন, তাঁরা মূলত: মসজিদ-মৌলভী-হিপোক্রাইট চক্রের প্রোপাগান্ডার শিকার। গত ১৪০০ বছর ধরে ইসলাম বিশ্বাসীদেরকে এটাই বারংবার বোঝানো হয়েছে যে, দোষ ইসলামের নয়। দোষ "শুধু ইসলাম" ছাড়া আর সবখানেই! ইসলাম সর্বদাই শুদ্ধ! Islam is always right. ইসলামকে সর্বদাই আড়াল করে রাখা হয়েছে মিথ্যার বেড়াজালে।

এর পরেও যদি ধরে নিই বাস্তবতার নিরিখে (ইসলামের কোনো কৃতিত্ব নয়) নিবেদিতপ্রাণ কোনো মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় উৎসাহিত হয়ে কোনো আবিষ্কারে (উদাহরণ) ব্রতী হলেন। তিনি তাঁর সমস্ত ধ্যান-মন-প্রাণ সেই আবিষ্কারের পিছনে নিয়োগ করলেন। সময় সর্বদাই সবার জন্য ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত্রি। একজন মানুষের দেহ-মন সুস্থির রাখার জন্য প্রতিদিনে কমপক্ষে ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম আবশ্যক। আর প্রতিদিনে আরও কমপক্ষে দুই ঘণ্টা দরকার জীবনের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কাজে (প্রাতঃক্রিয়াদি, খাওয়া, গোসল, ব্রাশ ইত্যাদি) অর্থাৎ নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাই প্রতি দিন সর্বোচ্চ ১৬ ঘণ্টা সময় পাবেন তাদের ব্যবহারিক কাজে (উদাহরণ-এ ক্ষেত্রে আবিষ্কার)।

নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীকে তার সবচেয়ে প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, প্রতি বছরে এক মাস রোজা এবং তার সাথে আরও আনুষঙ্গিক অনুশাসন (তারাবী নামাজ, ইফতার, ইত্যাদি) পালন করতে হবে। তবেই না তাঁকে বলা যাবে সত্যিকারের ইসলাম অনুসারী! প্রতি ওয়াক্ত নামাজে গড়ে কমপক্ষে যদি সে ৩০ মিনিট সময়ও ব্যয় করেন, তবে প্রতিদিনে শুধুমাত্র নামাজের জন্যই তাঁকে আরও অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হবে। ভুললে চলবে না যে, তাঁকে তাঁর সফলতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য অনুরূপ নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি বর্গের সাথে। যাঁদের ৭৬ শতাংশই অমুসলিম। যাঁরা তাদের ১৬ ঘণ্টা লভ্য সময়ের আরও অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা 'নামাজে' ব্যয় করেন না। এ পরিস্থিতিতে অমুসলিম নিবেদিতপ্রাণ কোনো ব্যক্তির মেধা-মনন-একাগ্রতা-নিষ্ঠা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় (Variable) যদি বিশ্বাসী

নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিটির সমানও হয়, তথাপি ঐ অমুসলিম ব্যক্তিটি তার ব্যবহারিক কাজে মুসলিম ব্যক্তিটির চেয়ে 'শুধু নামাজের জন্যই' প্রতি দিন অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টা বেশি সময়-সুবিধা পাবেন। অর্থাৎ, অমুসলিমরা মুসলিমদের চেয়ে ১৬ শতাংশ অতিরিক্ত সময় সুবিধা তাঁর কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এমতাবস্থায় ফলাফলে কে বিজয়ী হবেন, তা যে কোনো চিন্তাশীল মানুষ অতি সহজেই বুঝতে পারেন। সুতরাং যাঁরা দাবি করেন যে, মুসলিমদের আজকের দুর্গতির কারণ ইসলামের অনুশাসন ঠিক মত পালন না করা, তাঁরা মতিবিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। বাস্তবতাবিবর্জিত 'কল্পনার' জগতে তাদের বাস। সত্য হলো মুসলমানদের আজকের এ দুরবস্থার জন্য দায়ী কারণগুলোর অন্যতম হলো ইসলামের শিক্ষা। যাকে সর্বদাই বাতিল করা হয় আদি কারণ (Primary reason) থেকে। ইসলামের বাধ্যতামূলক প্রাত্যহিক ধর্মীয় অনুশাসন পূর্ণভাবে পালন করে একজন মুসলমানের পক্ষে একজন অমুসলিমের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ।

২০০৬ সালে ডাঃ ফারুক সেলিম এক নিবন্ধে মুসলিম ও অমুসলিম দেশের এক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন। নিবন্ধটি একটু পুরানো হলেও গত ছয় বছরে মুসলিম জাহানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ডাঃ ফারুক তাঁর সেই নিবন্ধে দেখিয়েছেন যে, ৫৭ টি মুসলিম দেশের মিলিত সর্বমোট জিডিপি দুই ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। যেখানে আমেরিকা একাই ১২ ট্রিলিয়ন, চায়না ৮ ট্রিলিয়ন, জাপান ৩.৮ ট্রিলিয়ন, জার্মানি ২.৪ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার (purchasing power parity basis)। প্রায় অর্ধেক আরব মহিলা অক্ষরজ্ঞানহীন। ৫৭ টি মুসলিম দেশের ১৬০ কোটি জনগণের জন্য ৬০০ টির ও কম বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে ভারতে আছে ৮৪০৭ টি এবং আমেরিকায় ৫৭৫৮ টি। ১৬০ কোটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে গত ১১০ বছরে মাত্র ১০ জন মুসলমান নোবেল বিজয়ীর তালিকায় (২০১১ সাল পর্যন্ত) স্থান পেয়েছেন। এই দশ জনের ৬ জনই পেয়েছেন নোবেল পুরষ্কারের সবচেয়ে বেশী বিতর্কিত বিষয় - শান্তিতে। মাত্র দু'জন বিজ্ঞানে। ১৯৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রফেসার আবদুস সালাম (যাকে তাঁর দেশ পাকিস্তানে মুসলমান বলেই স্বীকার করা হয় না) এবং ১৯৯৯ সালে রসায়নে আহমেদ জেওয়াল। তাদের দুজনই

গবেষণা চালিয়েছেন অমুসলিম দেশে। অন্যদিকে, এক কোটি ৪০ লাখ ইহুদী জনগোষ্ঠীর ১৮৫ জন নোবেল বিজয়ী। অর্থাৎ বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীর (মুসলমান) আহরণ মোট নোবেলের মাত্র এক শতাংশ। আর ইহুদীরা বিশ্বজনগোষ্ঠীর মাত্র ০.২৩ শতাংশ; কিন্তু তারা মোট নোবেলের ২২ শতাংশের অধিকারী। মুসলমান জনগোষ্ঠীর গড়ে প্রতি ১০ লাখে ২৩০ জন বিজ্ঞানী। যেখানে আমেরিকায় প্রতি ১০ লাখে ৪,০০০, জাপানে প্রতি ১০ লাখে ৫,০০০ জন। মুসলমান জনগোষ্ঠীর গড় শিক্ষিতের হার ৪০ শতাংশ। যেখানে খ্রিষ্টান জন গুষ্টির গড় শিক্ষিতের হার ৯০ শতাংশ। সংক্ষেপে, মুসলিম জনগোষ্ঠী আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বে সর্বনিম্ন।

আজকে বিজ্ঞানের অবদানের কাছে আমরা প্রতি মুহূর্তে নির্ভরশীল। অথচ বর্তমান বিশ্বে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় এমন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও নেই, যার মুখ্য আবিষ্কর্তা একজন মুসলমান। পাঠক, আপনার চারপাশে একটু মনোযোগের সাথে খেয়াল করুন! বেডরুম-রান্নাঘর থকে শুরু করে স্থলে, জলে ও আকাশে! বিদ্যুৎ, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, ভিসিপি, ভিসিআর, কম্পিউটার- প্রিন্টার-স্ক্যানার, ইন্টারনেট, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, রাইস-কুকার, মটর সাইকেল, গাড়ী, রেলগাড়ি, ট্রাক-বাস-মিনিবাস, লঞ্চ-স্টিমার, উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট যন্ত্র, GPS, চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় সামগ্রী (স্টেথোস্কোপ, এক্স-রে মেশিন, CT Scan, MRI ইত্যাদি), জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, ক্যামেরা, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি - এমন কিছু কি আপনি দেখতে পান, যার মূল আবিষ্কর্তা হলেন একজন মুসলমান? এটি যে একটি অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থান, এ বোধও অধিকাংশ ইসলাম বিশ্বাসীর আছে বলে পরিলক্ষিত হয় না! অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের এ বোধ না থাকলে আশ্চর্য হবার কোনো হেতু নেই। কিন্তু, যখন উচ্চশিক্ষিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ইসলাম-বিশ্বাসীরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, আকারে-ইঙ্গিতে, বক্তৃতা-বিবৃতিতে, খবরের কাগজের আর্টিকেলে ও ব্লগ-জগতে বিতর্ক-বিতণ্ডায় দাবী করেন যে, তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তারা মানসিক বিভ্রমের (Delusion) স্বীকার। এই মানসিক বৈকল্যের কারণে তাঁরা বুঝতেও পারেন না যে, তাদের কার্যকলাপ ও

বাস্তবতাবিবর্জিত অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলিকে অমুসলিমরা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন!

এমন কি হতে পারে যে, সৃষ্টিকর্তা পরিকল্পিতভাবে ইসলাম-বিশ্বাসীদের মেধা-মনন ও উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? অসম্ভব প্রস্তাবনা! অবশ্যই না! একজন ইসলাম বিশ্বাসীর গড় মেধা অমুসলিমদের সমতুল্য। একই পৃথিবীর পানি-হাওয়া-বাতাস ও অন্ন-বস্ত্রে মুসলিম এবং অমুসলিমরা বেড়ে উঠছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। অমুসলিমরা কোনো ভিনগ্রহ থেকে আবির্ভূত হয়নি! যে সমস্ত মুসলমান ভাই তাদের অনুন্নত জন্ম-ভূমি ছেড়ে ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-জাপান-নিউজিল্যান্ড সহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত (Developed) কাফেরের দেশে ভাগ্য উন্নয়নে পাড়ি দিয়েছেন, তাদের পরিমান মোট বিশ্ব-মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় তিন শতাংশ (৫ কোটি); এ ছাড়াও মোট মুসলিম জনসংখ্যার ২৩.৩ শতাংশেরও বেশী মুসলমানদের নিবাস উন্নয়নশীল (Developing) অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে। অর্থাৎ মোট মুসলিম জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি বসবাস করছেন এবং বেড়ে উঠছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম দেশগুলোর নাগরিকদের সাথে। একই কাতারে। একই পানি-হাওয়া-বাতাস ও সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়ে। তথাপি, বিশ্ব জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ প্রতিনিধিত্বকারীর পক্ষ থেকে যখন একটি আবিষ্কারও বর্তমান বিশ্বের আপামর জনসাধারণের উপকারার্থে দেখা যায় না, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা-ভাবাদর্শে একটি মৌলিক গলদ আছে! কী সে গলদ?

মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের একটি মৌলিক ও সাধারণ পার্থক্য হলো - ধর্ম। আর সকল ধর্মেরই এক বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, একান্ত শিশু-অবস্থার কোমল মস্তিষ্কে "ধর্ম-বীজ" রোপণ করা! ধর্মের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, শাসন-অনুশাসন, ভাল-মন্দ ইত্যাদি যাবতীয় বোধ শিশু মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেয়া! এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। জীবনের পরবর্তী সময়ে চিন্তা-ভাবনা-মন-মানসিকতায় এর প্রভাব নিশ্চিতরূপেই পরিলক্ষিত হয়। তাই একজন মুসলমানের মেধার সাথে একজন অমুসলমানের মেধার তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও তাদের চিন্তা-ভাবনা-চেতনা-মন-মানসিকতার পার্থক্য অনেক! মুসলমানদের অবক্ষয়ের পেছনে **ধর্মশিক্ষার** কোনো যোগ নেই, এ ধারনা

নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত! সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মুহাম্মদের বাণী (কুরান-হাদিস) ও শিক্ষা গত ১৪০০ বছর ধরে শুধু অবিশ্বাসীদেরই নয় (১৭:৮২); বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষেরই শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি করে চলেছে! পরিসংখনে এ সত্যও স্পষ্ট যে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা মুহাম্মদের বাণী ও শিক্ষায় আস্থাবান।

কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী-মনীষীর অবদান তাঁর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়! শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য এ সকল বিজ্ঞানী-মনীষী-বুদ্ধিজীবীদের অর্জন তাঁদের জন্ম-সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। ধর্মের কোনো কৃতিত্বই এখানে নেই। উদাহরণ, আলবার্ট আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে ইহুদী ধর্মের কোনো কৃতিত্ব নেই। কোপারনিকাস, ব্রুনো, গালিলিও, নিউটন অথবা চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজীর আবিষ্কারের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। এ সকল বিজ্ঞানী/মনীষীদের অনেকেই বিশ্বাসীদের দ্বারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন, যখন তাদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বা বিবৃতি ছিল প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীতে। আজও তা অব্যাহত আছে বহাল তবিয়তে! তথাপি বিশ্বাসীরা এ সকল বরেণ্য মনীষীদের নাম ব্যবহার করে তাদের ধর্মের মহাত্ব প্রচারে পিছপা হন না। ইসলাম বিশ্বাসীরা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার! তাঁরা কারণে-অকারণে মধ্যযুগের আরব-পারস্যের মুসলিম বিজ্ঞানী/মনীষীদের উদাহরণ টেনে ইসলামের স্বর্ণযুগ-এর মহাত্ব বয়ান করেন। এ সকল মুসলিম মনীষীদের আবিষ্কারের পিছনে "ইসলামের" কোনোই ভূমিকা নেই।

পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের সাধারণ ধর্মাম্বলীরা ইসলামের মত এত বেশি সময়সাপেক্ষ অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট নয়। একজন নিবেদিত প্রাণ সাধারণ মুসলমান তা২র প্রাত্যহিক ১৬ ঘণ্টা লভ্য সময়ের ২-৩ ঘন্টা ব্যয় করেন শুধুমাত্র নামাজেই। এ ছাড়াও আছে অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় আরও অন্যান্য অনুশাসন। প্রত্যুষে ঘুম ঠেকে ওঠার সময় থেকে (ফজর নামাজ) শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত (এশার নামাজ) প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে ৫ বার ইসলাম বিশ্বাসীর মস্তিষ্কে মুহাম্মদের গুণকীর্তন-আদেশ নিষেধের

বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় উচ্চকণ্ঠ আজানের মাধ্যমে। পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে। পরিপার্শ্বের অন্যান্য মুসলমানদের মাধ্যমে। ১৬ ঘণ্টায় ৫ বার! অর্থাৎ, গড়ে প্রতি ৩ ঘণ্টায় একবার! জন্ম থকে মৃত্যু পর্যন্ত! সুস্থ চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার সময় কোথায়? ফলশ্রুতিতে ইসলাম বিশ্বাসীদের ধ্যান-মন-প্রাণের সবটা জুড়েই থাকে মুহাম্মদের বাণী (কুরান-হাদিসের) ও অনুশাসন চিন্তা! মুহাম্মদ (আল্লাহ), মুহাম্মদ আর মুহাম্মদ! ফলে তাঁদের মগজ ধোলাই অন্যান্য ধর্মের মানুষের তুলনায় হয় অধিকতর নিশ্চিত (Guaranteed), তীব্রতর ও সুদূরপ্রসারী! মুক্তচিন্তার পথ চিরতরে হয় রুদ্ধ! মুহাম্মদের জালে তাঁরা হয়ে পড়েন আষ্টেপৃষ্টে বন্দী! তাঁদের চেতন-অবচেতন মস্তিষ্কের সবটা জুড়েই বাসা বাঁধে বেহেস্তের প্রলোভন ও দোযখের অসীম শাস্তির ভয় এবং কবর আযাবের বিভীষিকাময় চিত্র! তিনি মুক্ত মানুষ থেকে পরিণত হন দাসে! পরম তৃপ্তিতে! একান্ত আজ্ঞাবহ মুহাম্মদের দাস! আবদ-মুহাম্মদ!

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/11/blog-post_4.html

কুরানে বিগ্যান (ষষ্ঠদশ পর্ব): কুরানের অ্যানাটমি

শুক্রবার, ৯ নভেম্বর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

কুরান কী?

কুরান হচ্ছে মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী (Psycho-Biography) I কুরানের বহু ঘটনা বিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের জীবনেরই অংশ বিশেষ। তাঁর নবী-জীবনের সংঘাতময় ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে পরিপার্শ্বিক মানুষের সাথে তাঁর আচরণের বর্ণনা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। চারণ-কবির মত তা তিনি প্রচার করেছিলেন 'আল্লাহর বাণী' বলে। যেহেতু কুরানের বহু ঘটনাবিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের জীবনেরই অংশ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন; সেহেতু মুহাম্মদের কর্মজীবন ও তাঁর পারিপার্শ্বিকতার সঠিক ইতিহাস জানতে এ বইটি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মদের জীবন-ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের (Psycho-Biography) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যায় কুরান থেকেই। বলা হয়, যে মুহাম্মদকে জানে সে ইসলাম জানে। যে মুহাম্মদকে জানে না সে ইসলাম জানে না। ইসলামকে সহি উপায়ে বুঝতে হলে মুহাম্মদকে জানতেই হবে! এর কোনোই বিকল্প নেই।

মুহাম্মদের সেই বাণীগুলো ছিল বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন অনুসারীদের কাছে। কেউ কেউ তা লিখে রেখেছিলেন, কেউ কেউ করেছিলেন মুখস্থ। বিচ্ছিন্ন সেই বাণীগুলো মুহাম্মদের মৃত্যুর (জুন, ৬৩২) উনিশ বছর পর খলিফা উসমানের সময় একটি কমিটি কর্তৃক অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়ে সম্পূর্ণ বই আকারে লিপিবদ্ধ হয়। সম্পাদিত সেই কিতাবটিই হলো কুরান। যে আলী ইবনে আবু তালেব মুহম্মদের নিজস্ব পরিবারের সদস্য, যে আলী নয় বছরে বয়সে হন মুসলমান, যে আলী মুহাম্মদকে তার কবরে শোয়ানো পর্যন্ত (৫ জন লোকের একজন যারা মুহাম্মদকে কবরে শুইয়েছিলেন) সর্বদাই ছিলেন তাঁর সঙ্গী। সেই আলীকে ঐ কমিটিতে রাখা হয়নি। সম্পাদনের সময় মুহাম্মদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতাকে (Chronology) কোনোরূপ আমলেই নেয়া হয় নাই। বাতিল (Abrogated) আয়াতগুলোকেও এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কোনোরূপ টিকা-মন্তব্য (foot-note) ব্যতিরেকেই। তাই এ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করা বেশ দুরূহ। এতদসত্ত্বেও এ গ্রন্থে অনেক অনেক তথ্য আছে, যা থেকে মুহাম্মদের মনস্তত্ত্ব

ও তাঁর পরিপার্শ্বিক সমাজের কিছুটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। প্রয়োজন নির্মোহ পক্ষপাতহীন অনুসন্ধান।

কুরানের অ্যানাটমি

কুরানের মোট সুরা সংখ্যা ১১৪ টি। সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত কুরানের উৎস মোতাবেক - এর ৮৭ টি সুরা মক্কায় অবতীর্ণ। বাঁকি ২৭ টি মদিনায়। কুরানের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ টি। এর ৪৭০৪ টি মক্কায় এবং ১৫৩২ টি মদিনায়। মোট সময় কাল মক্কার ১২-১৩ বছর (৬১০-৬২২ খৃষ্টাব্দ) এবং মদিনায় ১০ বছর (৬২২-৬৩২ খৃষ্টাব্দ) । আয়াতের সংখ্যা ও বর্ণনায় সূত্রভেদে কিছুটা বিভিন্নতা আছে। অনেক সুরার অবতীর্ণের স্থান নিয়েও বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নতা আছে। বিশেষ করে কুরানের শেষের অংশের কিছু সুরার ক্ষেত্রে। কুরানের সমস্ত আয়াত দুই ভাগে বিভক্ত:
১) মক্কায় অবতীর্ণ
২) মদীনায় অবতীর্ণ

মদিনায় অবতীর্ণ ২৭ টি সুরাকে ছড়ার আকারে সহজে মনে রাখার উপায়:

দুই থেকে নয়,
বাদ সাত ছয়।
বাইশ-চব্বিশ ও তেত্রিশ,
উনপঞ্চাশ-আটচল্লিশ আর সাতচল্লিশ।
সাতান্ন হইতে ছেষট্টি আর পাঁচ-পঞ্চাশ,
যিলযাল-নছর-ফালাক-আর নাসে মদিনায় সাতাশ।

মক্কা ও মদিনার সুরাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

১) মক্কায় অবতীর্ণ সুরা

যাবতীয় কসম ও শপথ, পুরাকালের নবীদের গল্প-গাঁথা ও মোজেজার বর্ণনা, দোযখের বীভৎস বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষ হুমকি ও ভীতি-প্রদর্শন, মাঝে মধ্যে সহনশীলতারউপদেশ ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা- এ সমস্ত আয়াতের জন্মস্থান হলো মক্কা। তা সে কুরানের যে

অংশেই থাকুক না কেন। এ বাণীগুলো মুহাম্মদ প্রচার করেছেন মক্কায় (৬১০-৬২২) । যখন তাঁর বাহুবল ও জনবলের কোনোটাই ছিল না তাঁর নিজেরই আত্মীয়, পরিবার, পরিজন ও মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার।

২) মদীনায় অবতীর্ণ সুরা

অমুসলিমদের প্রতি যত কঠিন থেকে কঠিনতর আয়াত, প্রত্যক্ষ হুমকি ও হত্যার নির্দেশ, অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছেদের নির্দেশ, আইন ও বাধ্যবাধকতা (Rules and obligations) - এ সমস্ত আয়াতের জন্মস্থান হলো মদীনা - তা কুরানের যে অংশেই থাকুক না কেন। এ আয়াতগুলো মুহাম্মদের শক্তি-বৃদ্ধি 'মাপকাঠির' ধারাবাহিক বর্ণনা। মুহাম্মদের (আল্লাহর) সর্বশেষ বাণী সুরা তওবাহ (৯ নম্বর সুরা)।

যদি দুই বা ততোধিক আয়াত বিপরীতধর্মী বা পরস্পরবিরোধী হয়, তবে যে আয়াতটি "পরে" নাজিল হয়েছে সেটাকেই বলবত ধরতে হবে।

যার সরল অর্থ হল, সেরূপ ক্ষেত্রে মদীনার আয়াত (পরে নাজিলকৃত) মক্কার আয়াতগুলোকে বাতিল (Abrogate) করে। তাই বিপরীতধর্মী কোনো বিশেষ আয়াতের কোনটি গ্রহণযোগ্য, তা জানতে সে "আয়াতের জন্মস্থান" জানা অত্যন্ত জরুরী। তা না জানলে সুবিধাবাদী ইসলামিষ্ট ও পণ্ডিতদের (তথাকথিত মডারেট) 'সুবিধাজনক কুরান-উদ্ধৃতিতে' বিভ্রান্ত হওয়া প্রায় সুনিশ্চিত।

যে সমস্ত মৌলবাদী জেহাদি ভাইয়েরা আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল সর্বস্ব বাজী রেখে অপরকে মারছেন এবং নিজেও মরে তাদের বিশ্বাসের গভীরতার (Extreme devotion by ultimate sacrifice) প্রমাণ দিচ্ছেন, তাঁরা কুরানের সেই আয়াতগুলোকেই মান্য করেন, যেগুলোর জন্মস্থান হচ্ছে মদীনা। বিশেষ করে 'সুরা তওবাহর' বাণী। মুহাম্মদের (আল্লাহর) সর্বশেষ বাণী হল সুরা তওবাহ (৯ নম্বর সুরা) । মৌলবাদী জিহাদিরা 'একান্ত সহি ভাবে' জানে যে, তারা সত্য পথের উপর আছে। তারা খুব ভালভাবে জানে যে, পরবর্তী সময়ে নাযিলকৃত আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতকে নাকচ করে দিয়েছে। অত্যন্ত সহজ তাদের যুক্তি: পৃথিবীর অন্য সব আইনের মতই পরবর্তীতে জারিকৃত আইন ও নীতিমালা পূর্বের জারিকৃত আইন ও নীতিমালাকে নাকচ করে দেয়। এই সহজ বিষয়টা তথাকথিত মডারেট মুসলমানেরা বুঝতে পারে না। কারণ তারা হয় ধর্ম বিষয়ে অতিশয় অজ্ঞ অথবা বুঝতে চায় না কারণ তারা হিপোক্রাইট।

বক্তব্যের সারাংশ অনুযায়ী কুরানের আয়াতগুলোকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেনীতে ভাগ করা যায়:

সার বক্তব্য	আয়াত সংখ্যা (কম পক্ষে)
১) পূর্ববর্তী নবীদের গল্পগাথার উপাখ্যান	১২৪০
২) অবিশ্বাসীদেরকে হুমকি,শাসানী, ভীতি প্রদর্শন, অসম্মান ও দোষারোপ	৫২১
৩) অবিশ্বাসীদেরকে হামলা, খুন ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ	১৫১
৪) অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ, ও বিপথগামী করে হেদায়েত বঞ্চিতকরণ	৬৬
৫) আল্লাহ যাকে খুশী হেদায়েত দেন, যাকে খুশী শাস্তি দেন	৫০
৬) যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিতে যার কোনো অর্থ নেই	২০৪
৭) পূর্ববর্তী নবীদের অলৌকিক মোজেজার বর্ণনা	৬৫

৮) পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ 'মোজেজা' -প্রমাণ" দেখতে চায় কুরাইশরা:

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মক্কায় মোট ৪৭০৪ টি আয়াতের কমপক্ষে ১২৪০টি পুরাকালের উপকথা (২৬.৩ শতাংশ) । অর্থাৎ মক্কায় প্রবক্তা মুহাম্মদের প্রতি চারটি বাক্যের একটি হলো পুরাকালের নবীদের উপকথা। তার সাথে হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন-অসম্মান এবং হামলা-খুন-সম্পর্কচ্ছেদ ও অভিশাপ আদেশ সমন্বয়ে মোট আয়াত সংখ্যা (১২৪০+৫২১+১৫১+৬৬) = ১৯৫৮ টি, যা সমগ্র কুরানের ৩১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ সমগ্র কুরানের প্রতি তিনটি বাক্যের একটি হুমকি-শাসানি-ত্রাস অথবা পুরাকালের নবীদের গল্প সম্বলিত। আশা করি চিন্তাশীল পাঠকদের এই তথ্যটি বিশেষ চিন্তার খোরাক যোগাবে!

কুরানের অলৌকিকত্বের দাবীদাররা তাঁদের দাবীর সপক্ষে যে "প্রমাণ" প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেন, তা হলো একজন অক্ষরজ্ঞানহীন লোকের পক্ষে কীভাবে এতসব লেখা সম্ভব? সত্য হচ্ছে, মুহাম্মদ কিছুই লেখেননি। তিনি বলেছেন। অন্যেরা তার "বচন" মুখস্থ করেছেন, কেউ কেউ তা লিখে রেখেছেন। এখানে যে সত্যটা প্রমাণিত, তা হলো, মুহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। সর্বমোট ৬২৩৬ টি বাক্য চারণ (রচনা) করা হয়েছে সুদীর্ঘ ২২- ২৩ বছরে (৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দ), অর্থাৎ, ৮০৩০ দিনে ৬২৩৬টি বাক্য রচনা। প্রতি দিন গড়ে "একটির ও কম" বাক্য। আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করলে:

মক্কায় ৪৩৮০ দিনে ৪৭০৪ টি বাক্য। অর্থাৎ, গড়ে "প্রতিদিনে একটি" বাক্য"।

মদিনায় ৩৬৫০ দিনে ১৫৩২টি বাক্য। অর্থাৎ, গড়ে "প্রতিদিনে অর্ধেক বাক্য"।

যে কোনো নিবেদিতপ্রাণ মানুষই দিনে "একটি" বাক্য অনায়াসেই রচনা করতে পারেন। মুহাম্মদ ও তাই করেছিলেন। কুরানের বহু ঘটনা বিন্যাসের বর্ণনা মুহাম্মদের

জীবনেরই অংশবিশেষ। তাঁর নবী-জীবনের ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিপার্শ্বিক মানুষদের সাথে তাঁর আচরণ, পৌরাণিক নবীদের গল্প ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির বর্ণনা। এসব রচনা কোনো অলৌকিকত্বের প্রমাণ নয়।

প্রবক্তা মুহাম্মদ জানিয়েছেন:

২০:১১৩ - এমনিভাবে আমি নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।

খুবই সুন্দর বাণী! নির্মোহ ও মনোযোগী হয়ে বুঝে কুরান পড়ুন! চিন্তা করুন! সত্যকে জানুন!

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/12/blog-post_7913.html

কুরানে বিগ্যান (পর্ব- ২০): অবিশ্বাসী পরহেযগার ও স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচার তত্ত্ব

বৃহস্পতিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০১২

লিখেছেন গোলাপ

সংকলিত কুরানের বোধগম্য সর্বপ্রথম বাণী 'এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই' দাবীটির যে আদৌ কোনো ভিত্তি নেই, তার বিশদ আলোচনা আগের তিনটি পর্বে করা হয়েছে। সেই একই বাক্যের পরবর্তী অংশ এবং তার পরের তিনটি বাক্যে স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরও দাবী করেছেন:
"এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম ***(২:২-৫)"***

অর্থাৎ, যারা মুহাম্মদ ও তার বাণীকে বিশ্বাস করে তার আদেশ -নিষেধ পালন করবে, তারাই হলেন পরহেযগার। আর, শুধু পরহেযগারদের জন্যই এই কিতাবটি 'পথ প্রদর্শনকারী'। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের জন্য কীকীভাবেই বা তাঁরা ? অবিশ্বাসীরা ?তাদের অবিশ্বাসের পেছনে প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে ?অবিশ্বাসী হলেন বিশ্বাসী ' আর কারাই বা এই ?এই কিতাবটি থেকে কী আশা করতে পারেন কীভাবেই বা তারা বিশ্বা ?'পরহেজগারসী হলেন? এ সকল নানা প্রশ্নের জবাব আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার কল্পিত সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ) উদ্ধৃতি দিয়ে সমগ্র মানুষকুলকে অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে তার দাবীর সার সংক্ষেপ :

১) শয়তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনের মদদদাতা "স্বয়ং আল্লাহ"!২) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তানের "কিচ্ছু" করার ক্ষমতা নেই!
৩) "স্বয়ং আল্লাহই" অবিশ্বাসীদেরকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করেন!
৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না!৫) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা" সরল পথে চালান।
৬) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা" পথভ্রষ্ট করেন!৭) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন!৮) বিপথগামী করেন "যিনি", শাস্তিও দেবেন "তিনিই"!৯) আল্লাহর "ইচ্ছা নয়" যে, সবাই সুপথ প্রাপ্ত হোক! কারণ?
১০) কারণ, "তিনি" জিন ও মানবকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

মুহাম্মদ তাঁর জবানবন্দীতে বার বার ঘোষণা করেছেন যে , মানুষের অবিশ্বাসের পেছনে আল্লাহরই ইচ্ছা জড়িত। অর্থাৎ, মানুষকে বিভ্রান্ত করার পেছনে প্রকৃতপক্ষে যে সত্ত্বাটি দায়ী , তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ! শয়তানের কোনোই শক্তি নেই মানুষকে বিভ্রান্ত করার!

এখন প্রতিটি পয়েন্ট বিশ্লেষণ করা যাক।

১) শয়তানের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পেছনের মদদদাতা "স্বয়ং আল্লাহ"!

মুহাম্মদের ভাষায়:
১৯:৮৩- *আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি! তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে।*
৪১:২৫- *আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।*
৪৩:৩৬- *যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।*

২) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তানের "কিচ্ছু" করার ক্ষমতা নেই!

৫৮:১০ - এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা

>>> শয়তানের যাবতীয় অপকর্মের পেছনে যে সৃষ্টিকর্তাই দায়ী, তা কি জগতের কোনো সুস্থ চিন্তার মানুষ কখনো কল্পনা করতে পারেন ? এমত দাবীদার ও তার দাবীকে বিশ্বাস করে জগতের কোনো বিবেকবান মানুষই কি হুকুম পালনকারী শয়তানকে ঘৃণিত-অভিশপ্ত এবং তার গডফাদার আল্লাহকে নিষ্পাপ-পুত-পবিত্র জ্ঞান করতে পারেন? এহেন উদ্ভট দাবীকে বৈধতা দিতে নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম বিশ্বাসীরা যখন এর চেয়েও বেশী উদ্ভট কু -যুক্তির অবতারণা করেন, তখন আবারও প্রমাণ হয় যে, বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ ক্ষমতা অবশ করে দেয়।

৩) "স্বয়ং আল্লাহই" অবিশ্বাসীদেরকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করেন!

মুহাম্মদ আরও ঘোষণা দিয়েছেন:

৪:৮৮ *- অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না।*

৭:১৮৬ *- আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই! আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্তায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন!*

১৬:৩৭ *- আপনি তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারী ও নেই।*

৩০:২৯ *- বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।*

অনুরূপ বাণী: ২:২৬, ৪:১১৫, ১৪:২৭, ৩০:২৯, ৪০:৩৩, ৪২:৪৪, ৪২:৪৬, ইত্যাদি।

৪) "নিশ্চয়ই আল্লাহ" অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না!

প্রবক্তা মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছেন:

৫:৬৭ -

হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হ য়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদের কে পথ প্রদর্শন করেন না।

৬:১৪৪ ---

অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পো ষন করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যা চারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

৬১:৭ -

যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অ ধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

অনুরূপ বাণী: ২:২৫৮, ২:২৬৪, ৭:১৪৬, ২৮:৫০, ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষা

ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ইসলামী পরিভাষা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতেই হবে। তা না হলে সুবিধাবাদী ইসলামীস্টদের কুরান -হাদিসের উদ্ধৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার গ্যারান্টি শতভাগ! "অত্যাচারী, জালেম, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী, অসৎ, অভিশপ্ত, অনাচারী, অন্যায়কারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, নির্বোধ, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, মূক ও বধির" ইত্যাদি যাবতীয় বিশেষণের অর্থ (Meaning) সাধারণ জ্ঞান ও সর্বসম্মত পরিভাষায় যা সর্বজনবিদিত, ইসলামী পরিভাষায় তার অর্থ সম্পূর্ন ভিন্ন! শুধু অমুসলিমরাই নয়, কুরান-সীরাত-হাদিসে অনভিজ্ঞ সাধারণ মুসলিমরা ও এ সকল ইসলামী পরিভাষার কারসাজী খুব সামান্যই অবগত। তারা পদে পদে বিভ্রান্ত হন ইসলামী পরিভাষার এ সকল মারপ্যাঁচে! ইসলামী পণ্ডিতরা সাফল্যের সঙ্গে এ সকল প্রচলিত শব্দ-মালার 'যেখানে যেমন - সেখানে তেমন' ব্যাখ্যা

হাজির করে অমুসলিম ও সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মুহাম্মদের দাবী, 'তিনি বিশ্ব-স্রষ্টার মনোনীত শেষ নবী। তাঁর দাবী, তিনি যা বলেন, তা বিশ্বস্রষ্টারই বাণী। ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী - পৃথিবীর সকল মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য হলো মুহাম্মদের (আল্লাহ) বশ্যতা স্বীকার করে শুধু তারই হুকুম-আদেশ-নিষেধ তামিল করা। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুহাম্মদের জবানবন্দীর (কুরান) যে কোনো "একটি" দাবী-আদেশ-নিষেধকে অস্বীকার করবেন, অবাধ্য হবেন, প্রশ্ন তুলবেন, প্রতিরোধ করবেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাদেরকেই ওপরোক্ত বিশেষণে আখ্যায়িত করা ইসলামী বিধান। তাঁরাই হলেন "সেই" কাফের, অবিশ্বাসী, অত্যাচারী, জালেম, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী, অসৎ, অভিশপ্ত, অনাচারী, অন্যায়কারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, নির্বোধ, মূর্খ, মিথ্যাবাদী, মূক ও বধির সম্প্রদায়। বিভ্রান্ত হতে না চাইলে ইসলামের যে কোনো আলোচনায় ইসলামী পরিভাষার এই "প্রাথমিক পাঠ" পাঠকদের সর্বদাই সর্বান্তকরণে মনে রাখার অনুরোধ করছি। পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীদের "শায়েস্তা" করার পূর্ণ ইসলামী তরিকা ('হুমকি-শাসানী, ভীতি-অসম্মান, দোষারোপ, ত্রাস-হত্যা-হামলা ও সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ) মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস-জবানী গ্রন্থের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে।

৫) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা" সরল পথে চালান।

সংকলিত কুরানের সর্বপ্রথম বোধগম্য বাক্যের দ্বিতীয় অংশে মুহাম্মদ (আল্লাহ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এই কিতাব "শুধু" পরহেযগারদের জন্যই পথ-প্রদর্শক। কারা এই পরহেযগার? কী যোগ্যতায় তারা 'পরহেযগার' হলেন? মহানবী মুহাম্মদের ঘোষণা, এই পরহেযগারদের "নিযুক্ত করেছেন" স্বয়ং আল্লাহ। কিসের ভিত্তিতে? "ইচ্ছার" ভিত্তিতে। আল্লাহর ইচ্ছা।

২:১৪২-

এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। ***৪:৪৯*** *- তুমি কি তাদেকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-*

পবিত্র বলে থাকে অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুত: তাদের উপর সুতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। ***২২:১৬*** *-*
এমনিভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াত রূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।

৬) আল্লাহ "যাকে ইচ্ছা" পথভ্রষ্ট করেন!

৬:৩৯-
যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।
১৪:৪ *-*
আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্টকরেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। ***৩৫:৮*** *-*
যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনেকরে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।

অনুরূপ বাণী: **২:১০৫, ২: ২১৩, ২:২৭২, ৬:৮৮, ৬:১২৫, ৭:১৭৮, ১০:১০০, ১৬:৯৩, ১৭:৯৭ , ১৮:১৭, ২৮:৫৬, ৩৯:২৩, ৩৯:৩৬-৩৭**, ইত্যাদি।

৭) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন!

শুধু কি তাই? মুহাম্মদ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন।
৫:৪০ *- তুমি কি জান না যে আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।*
১৭:৫৪ *- তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদের আযাব*

দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি।
২৯:২১ - *তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।*

অনুরূপ বাণী: ২:২৮৪, ৩:১২৮-১২৯, ৫:১৮, ইত্যাদি।

৮) আল্লাহর "ইচ্ছা নয়" যে সবাই সুপথ প্রাপ্ত হোক!
৬:১০৭ - *যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন।* **৬:১১২** - *এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।*
১০:৯৯ - *আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতে সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য?*
৭৪:৫৫-৫৬ - *অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।*

অনুরূপ বানী: ৬:৩৫, ৬:১৩৭, ১৬:৯ ইত্যাদি।

>>> পাঠক, মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল করুন! এ সমস্ত বাণী মক্কায় মুহাম্মদের। "**আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি**" (৬:১০৭), "**তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তী করবে ঈমান আনার জন্য?**" (১০:৯৯), "**যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক**" (৭৪:৫৫) - ইত্যাদি আপাত সহনশীল বাণীগুলো "মক্কায়" মুহাম্মদের। যখন তার কোনো শক্তিই ছিল না অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। "মদিনায়" শক্তিমান মুহাম্মদের বাণী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অবিশ্বাসীদের ওপর তাঁর কল্পিত আল্লাহর 'গজব' তিনি দুনিয়াতেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন!

৯) বিপথগামী করেন "যিনি", শাস্তিও দেবেন "তিনিই"!

মুহাম্মদ ঘোষণা করছেন যে, তাঁর আল্লাহ ইচ্ছা করলেই সবাইকে বিশ্বাসী বানাতে পারতেন! সবাই হত সরল পথপ্রাপ্ত। কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি করেন না। কেন? কারণ, তিনি অবিশ্বাসীদের 'শাস্তি' দিতে চান। তিনি জ্বিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন!

৫:৪৯-

আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণকরবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-

যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদিতার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তা দেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফ রমান।

২২:১৮- --

আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

১০) আল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-"তিনি" জিন ও মানবকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন

৩২:১৩-১৪- আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। ---

>>> সুতরাং, সংকলিত কুরানের প্রথম বোধগম্য বাক্যটির পরবর্তী অংশের পর্যালোচনায় আমরা জানছি, এই পরহেজগাররা হলেন আল্লাহর "বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত"! আর অবিশ্বাসীরা হলেন আল্লাহর "বিশেষ অভিশপ্ত।" আল্লাহ এই অভিশপ্ত অবিশ্বাসীদের শুধু যে পথ প্রদর্শন করেন না, তা-ই শুধু নয়; তিনি বিরোধীপক্ষকে শায়েস্তা করার মানসে কুচক্রী মানুষের মত তাদের পেছনে "শয়তান" নিযুক্ত করেন! একনায়ক স্বেচ্ছাচারী মানুষের মত যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন, যাকে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহবঞ্চিত/অভিশপ্ত! যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান,

যাকে ইচ্ছা বানান অবিশ্বাসী। যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা চালান বিপথে! যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা দেন শাস্তি। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন।

অর্থাৎ মুহাম্মদের কল্পিত স্রষ্টা এক নীতিহীন, কুচক্রী, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্বের আদর্শ রূপ। স্রষ্টার (যদি থাকে) সাথে মুহাম্মদের এহেন উদ্ভট দাবীর যে আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা থাকতে পারে না, তা যে কোনো সুস্থচিন্তার মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। ওপরোক্ত দাবী একান্তই মুহাম্মদের। তারই মনস্তত্ত্বের প্রকৃত চিত্র! কোনো বিবেকবান সভ্য মানুষই জ্ঞাতসারে এহেন স্বেচ্ছাচারীর সমর্থক হতে পারেন না।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

সমাপ্ত

http://www.dhormockery.com/2012/12/blog-post_25.html
শনিবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১২

কুরানে বিগ্যান (পর্ব-২১): কানে-চোখে-মনে সিলমোহর তত্ত্ব

লিখেছেন গোলাপ

সংকলিত কুরানের সর্বপ্রথম বোধগম্য প্রথম চারটি (২:২-৫) বাক্যের পরের দু'টি বাক্যেই মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন যে, বিশ্বস্রষ্টা অবিশ্বাসীদের কানে, চোখে ও মনে "সিল-মোহর" মেরে বিশ্বাসী হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেন! বশ্যতা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসাপরায়ণ পৈশাচিক কর্মকাণ্ডকে মুহাম্মদ স্রষ্টার বাণী বলে প্রচার করেছিলেন! মুহাম্মদের ভাষায়:

২:৬-৭ – "নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

>>> মুহাম্মদ তার নবী জীবনের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দাবি করেছেন বহুবার। অল্প কিছু উদাহরণ:

ক) স্বয়ং আল্লাহ অবিশ্বাসীদের "অন্তরে" মারেন মোহর - যেন তারা বুঝতে না পারে!

৪:১৫৫ -
অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তিরদরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তুঅতি অল্পসংখ্যক।

৯:৮৭ -
তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারাবোঝে না।

৩০:৫৯ - এমনিভাবে আল্লাহ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।

৯:৯৩ -
অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেথাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

৪৭:১৬-

তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলেঃ এইমাত্র তিনি কিবললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করে।

৭:১০০ -

তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তারাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবেতাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুত: আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না।

খ) আল্লাহ "অন্তর ও কানে" ভরেন বোঝা - যেন তারা বুঝতে ও শুনতে না পারে!

৬:২৫-

তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝাভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররাবলে: এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী বৈ তো নয়।

১৭:৪৫-৪৬-

যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যায়।

১৮:৫৭ -

তার চাইতে অধিক জালেম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তীকৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকেসৎ পথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎপথে আসবে না।

গ) আল্লাহ "অন্তর- কর্ণ- চক্ষুর" ওপর মোহর মেরে করেন সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ!

১৬:১০৮-

এরাই তারা, আল্লাহ তা'য়ালা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ড জ্ঞানহীন।

>>> প্রবক্তা মুহাম্মদ আমাদের আরও জানিয়েছেন যে তাঁর কল্পিত স্রষ্টা অবিশ্বাসীদের অন্তরের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। তার ভাষায়,

১) আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন

২:১০ -
তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারেরদরুন।

৬:১১০ - আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন- তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।

২) আল্লাহ প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য সর্দার নিয়োগ করেন!

৬:১২৩ - আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি- যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদেরনিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।

৩) আল্লাহ শয়তানকে অবিশ্বাসীদের বন্ধু করে দেন!

৭:২৭- হে বনী- আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদেরপোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছি- যাতে তাদেরকে লজ্জা স্থান দেখিয়ে দেয়| সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখনা। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি , যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

৪) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ থেকে বাধা দান করেন!

১৩:৩৩-
ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দন্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলুন; নাম বল অথবা খবর দাওপৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছ? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবংতাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

৫) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পাপাচারে উদ্ধুদ্ধ করেন!

১৭:১৬-
যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্ধুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সেজনগোষ্টীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।

২৭:৪-
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

৬) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্ত করেন!

৪০:৬৩- এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।

৭) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সাথে কৌশল করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যান!

৬৮:৪৫-৪৫-

অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারাজানতে পারবে না। আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চ য় আমার কৌশল মজবুত।

৮) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের গোমরাহ করেন

৪:১৪৩-

এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত: যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ করে দে ন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও।

৯) আল্লাহ স্বয়ং ও তার ফেরেশতাকুল অবিশ্বাসীদের অভিসম্পাত করেন!

- বিস্তারিত একাদশ পর্ব অভিশাপ তত্ত্বে।

১০) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ধ্বংস কামনা করেন!

৬৩:১-৪-

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লা হ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবংআল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মি থ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারাযা করছে তা খুবই মন্দ।এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তা দের কথা শুনেন। তারাপ্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ম নে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহতাদেরকে। তারা কো থায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?

>>> মুহাম্মদ মানব ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের একজন। আজকের পৃথিবীর ১৪০ কোটি মানুষ জন্মসূত্রে (ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য) তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ/ধর্মের অনুসারী। অথচ এ মানুষটি সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই। কেন ? কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী "বাধ্যতামূলক গুণকীর্তনের" মাধ্যমে তাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে! মুহাম্মদের যাবতীয় বাণী ও কর্মকাণ্ডকে ঐশী ও পুত-পবিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে নিবেদিতপ্রাণ শত-সহস্র ইসলামী পণ্ডিত গত ১৪০০ বছর যাবত হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা করেছেন , ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে। বোধগম্য কারণেই তাদের লেখাগুলো পক্ষপাতদুষ্ট, একপেশে, অতিরঞ্জিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসত্য। কারণ ইসলামের প্রাথমিক সংজ্ঞা অনুযায়ী , কোনো ইসলামবিশ্বাসীই মুহাম্মদের বাণী ও কর্মের কোনোরূপ সমালোচনা করার "কোনো" অধিকারই রাখেন না। পরোক্ষভাবেও নয়। সমালোচনার শাস্তি ভয়াবহ, ইসলামী বিধানেই!

অমুসলিম লেখক/বুদ্ধিজীবীরাও একইভাবে পঙ্গু। শাসক, ক্ষমতাসীন ও নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম অনুসারীর পেশীশক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যাঁতাকলকে অবজ্ঞা করার পরিণতি ভয়াবহ ! মুহাম্মদ সময়কালের আবু লাহাব-ক্বাব বিন আশরাফ-আবু রাফি-আসমা বিনতে মারোয়ান (দ্বাদশ পর্ব) থেকে শুরু করে বর্তমানের হুমায়ুন আজাদ-তসলিমা নাসরিন-সালমান রুশদী-আয়ান হারসি আলি ও সাবমিশান (Submission) চলচ্চিত্র নির্মাতা থিও ভ্যান গোগ সহ অসংখ্য উদাহরণকে কি অবজ্ঞা করা যায়? ইসলামী মতবাদের সামান্যতম প্রতিবাদ করে চরম মূল্যের জন্য সদা সন্ত্রস্ত থাকার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? পলিটিকাল কারেক্টনেস (Political correctness) নামের চতুরতার আশ্রয়ে সুবিধাজনক লেখা-বক্তৃতা-বিবৃতি-মন্তব্য-টক শো-এর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে কে যেতে চায়? এ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল "সত্যের সমাধি"! এমত পরিস্থিতিতে সত্যকে আবিষ্কার করতে হলে খুঁড়তে হবে ইতিহাসের "কবর"। গত ১৪০০ বছরের হাজার হাজার পৃষ্ঠার পক্ষপাতদুষ্ট লেখা থেকে সত্যকে উদ্ধার অত্যন্ত দুরূহ, গবেষণাধর্মী ও সময়সাপেক্ষ কার্যক্রম। কিন্তু তা কক্ষনোই অর্থহীন নয়। বিশেষ করে যে মানুষের অনুসারীর সংখ্যা ১৪০ কোটি!

তথাকথিত ঈসা অথবা মুসা কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। এ নামে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে আদৌ ছিলেন কি না, সে ব্যাপারেও পণ্ডিতরা একমত নন। তথাকথিত ঈসার মৃত্যুর প্রায় অর্ধ -শতাব্দী পরে তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে বাইবেল। তথাকথিত মুসার মৃত্যুর কয়েক শত বছর পর তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে রচিত হয়েছে তৌরাত। অন্যদিকে মুহাম্মদ নিজেই নিজেকে নবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। স্রষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে রচনা করেছেন কুরান। মানব ইতিহাসের হাজারও নৃশংস ঘটনার নায়কের উত্থান-পতন হয়েছে। তারা মৃত। মুহাম্মদও মৃত। আমার জানা মতে, মুহাম্মদই একমাত্র সফলকাম মানুষ, যিনি নিজে তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে ঐশী, নির্ভুল ও কাল উত্তীর্ণ বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তাঁর মতবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার ও প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাই মুহাম্মদের যাবতীয়অমনাবিক শিক্ষা আজও পালিত হচ্ছে পরম একাগ্রতায়! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে।

সে কারণেই ঘুরে ফিরে এই মৃত মানুষটিকে নিয়ে এতো আলোচনা -সমালোচনা। তার উপর আক্রোশবশতঃ নয়। আমি মনে করি, মৃত মানুষের উপর জীবিতের কোনোরূপ আক্রোশ থাকা উচিত নয়। কারণ তা অর্থহীন! মৃত মানুষের কোনো কর্মক্ষমতা নেই। সে জাগতিক যাবতীয় ভাল-মন্দ ও আলোচনা-সমালোচনার অতীত। মুহাম্মদ-পরবর্তী ইসলামবিশ্বাসী রাষ্ট্রনায়ক ও অনুসারীদের যাবতীয় অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং মুহাম্মদের যাবতীয় কাজের বৈধতা দানকারী পণ্ডিতদের কর্মকাণ্ডের জন্য মুহাম্মদকে কি দায়ী করা যায় ? দায়ী সেই ব্যক্তিরা, যারা সেই কর্মের সাথে জড়িত। কোনো মৃত ব্যক্তি নয় !

মুহাম্মদ ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এক আরব বেদুইন । তাঁর চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ের সাথে আধুনিক মানুষের চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হবেই। এ সহজ সত্যকে অস্বীকার কারে যারা "মুহাম্মদী মতবাদ" সর্বকালের মানুষের জন্য একমাত্র পূর্নাঙ্গ জীবনবিধান রূপে প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী হয়ে "মুহাম্মদী কায়দায়" পৃথিবীবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছেন, তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব সকল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের! এই দায়িত্ব জ্ঞানেই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করার মানসে অগণিত মুক্তমনা আজ কলম ধরেছেন।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে যে "সত্যে" আমরা একমত, তা হলো সৃষ্টিকর্তার (যদি থাকে) বাণীতে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য, ভুল বা মিথ্যা থাকতে পারে না। শুধু "একটি মাত্র"ভুল, অবাস্তবতা অথবা অসামঞ্জস্য থাকলেই একশত ভাগ সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যাবে যে , কুরান 'বিশ্বস্রষ্টার' বাণী হতে পারে না। গত বিশটি পর্বের আলোচনায় আমরা নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে, মুহাম্মদের প্রচারিত বাণী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাস্তবতার আলোকে অসংখ্য অসত্য, মিথ্যা ও অসামঞ্জস্যতায় ভরপুর। সুতরাং কুরান কোনো অবস্থাতেই স্রষ্টার বাণী হতে পারে না।

প্রতিটি মানুষেরই বচন ও কর্ম সে মানুষটিরই মন-মানসিকতার একান্ত বৈশিষ্ট্য। তা সেই বচন ও কর্ম তিনি ভুত-প্রেত-আত্মা অথবা জীনের উদ্ধৃতি দিয়েই করুন কিংবা করুন সৃষ্টিকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে! সব ক্ষেত্রেই তা তারই নিজস্ব মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। উদ্ধৃত জিন-ভুত-আত্মা বা স্রষ্টার নয়! কুরানের যাবতীয় বাণী "একান্তই" মুহাম্মদের। তাই কুরানের বক্তব্যকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণই হলো মুহাম্মদ ও তাঁর মানসিকতাকে আবিষ্কারের সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে কম শ্রমসাধ্য পদ্ধতি। গত দু'টি পর্বের আলোচনায় আমরা যে সত্যটি আবিষ্কার করলাম, তা হলো কুরানের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে রূপায়িত করেছেন এক পক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী, প্রতিহিংসা পরায়ণ, নীতিহীন, স্বেচ্ছাচারী রূপে! মুহাম্মদ তাঁর জবান-বন্দীতে (কুরানে) অসংখ্যবার ঘোষণা দিয়েছেন যে তার আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা অবিশ্বাসী বানান! যাকে ইচ্ছা করেন সুপথগামী, যাকে ইচ্ছা করেন বিপথগামী। যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা, প্রবেশ করান জান্নাতে! যাকে ইচ্ছা দেন শাস্তি, টেনে-হেঁচড়ে নিক্ষেপ করেন জাহান্নামের অনন্ত আগুন ও রক্ত-পুঁজের সমুদ্রে! তিনি অবিশ্বাসীদের পেছনে লেলিয়ে দেন শয়তানকে, যেন শয়তান তাদেরকে করে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট! এহেন কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানবতার যে কোন মানদণ্ডে কুৎসিত, অনৈতিক ও গর্হিত!

এই অনন্ত মহাবিশ্বের আদৌ কোন স্রষ্টা আছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। এর পরেও যাঁরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা কি তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে কখনোই পক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী,নীতিহীন, স্বেচ্ছাচারী রূপে কল্পনা করতে পারেন? কক্ষনোই নয়! উপরি উক্ত দাবি একান্তই মুহাম্মদের। কোনো সুস্থ বিবেকবান মুক্ত বুদ্ধির সভ্য মানুষ কখনোই কোনোপক্ষপাতদুষ্ট, কুচক্রী, নীতিহীনের সমর্থক হতে পারেন না।

পাঠক, আগেই বলেছি; আমার এ লেখা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে নয়। স্রষ্টায় বিশ্বাস উচিত নাকি অনুচিত , প্রয়োজন নাকি অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকারক নাকি লাভজনক, সে প্রসঙ্গেও নয়। সমগ্র আলোচনার উদ্দেশ্য - স্বঘোষিত আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিজেরই জবানবন্দী ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর দাবীর যথার্থতা/অসাড়তা নিরূপণ! তাঁর সত্যিকারের জীবনী ও মানসিকতা নিরূপণ! মনোযোগী হয়ে কুরান পড়ুন এবং সত্যকে জানুন।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতিরদায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

http://www.dhormockery.com/2013/01/blog-post_857.html

কুরানে বিগ্যান (পর্ব-২২): নো সেন্স ও ননসেন্স (অর্থহীন আগড়ম বাগড়ম) তত্ত্ব

মঙ্গলবার, ৮ জানুয়ারী, ২০১৩

লিখেছেন গোলাপ

কুরানের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর কল্পিত আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান কোনো মন্দ কাজ করতে পারে না। তিনি দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদেরকে বিপথগামী করার জন্য আল্লাহ শয়তান নিযুক্ত করেন। তাঁর দাবি, 'আল্লাহ' অবিশ্বাসীদের অন্তরের পাপ বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের মন, কান ও চোখে পর্দা ঢেলে দেন, যাতে তাঁরা পথ-প্রাপ্ত বিশ্বাসী হতে না পারেন। প্রবক্তা আরও ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর ফেরেশতা অবিশ্বাসীদের অভিশাপ দেন। এ বিষয়ে বিষদ আলোচনা আগের দু'টি পর্বে করা হয়েছে। এমত পরিস্থিতিতে অবিশ্বাসীরা যে কোনোভাবেই 'পথ-প্রাপ্ত' হতে পারেন, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তাহলে? অবিশ্বাসীরা কীভাবে পরহেজগার হবেন?

যেখানে 'আল্লাহ' স্বয়ং এবং তাঁর সমস্ত বাহিনী (শয়তান এবং ফেরেস্তাগন) অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী হবার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, সেখানে 'অবিশ্বাসীরা' ঠিক কী অপরাধে অপরাধী তা সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির অতীত (নো সেন্স)! এহেন পরিস্থিতিতে অবিশ্বাসীরা কোনো অপরাধেই অপরাধী হতে পারেন না। এই সহজ সত্যটি বিশ্বাসীরা কখনোই বুঝতে পারেন না। যতই তাঁরা "স্বাধীন-ইচ্ছা (Free Will)"-এর দোহায় দিয়ে ত্যানা-প্যাঁচানো যুক্তির অবতারণা করেন, ততই তাঁরা নিজেকে হাস্যকর প্রতিপাদ্য করেন। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর বাহিনীর বাধার মুখেও যদি কোনো মানুষ তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগে বিশ্বাসী হতে পারেন, তবে কুরানে মুহাম্মদ বর্ণিত আল্লাহর যাবতীয় শক্তিমত্তার জয়গান ও জারিজুরি স্রেফ তামাশা! আর যদি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার অপব্যবহারে (বান্দাকে বিপথে

পরিচালনা) অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীই থেকে যান, তবে তার সমস্ত দায়ভার স্বয়ং আল্লাহর! মানুষের নয়!

যদি সৃষ্টিকর্তা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করেন। আর সেই স্বাধীন ইচ্ছাটি প্রয়োগ করে কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর তথাকথিত আদেশ নিষেধের কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে না পেয়ে অবিশ্বাসী হন, আর সেই অবাধ্যতার কারণে সৃষ্টিকর্তা যদি সেই মানুষটিকে আগুনে পোড়ানোর ঘোষণা দেন, তবে সে "ইচ্ছা" কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অসহায় কোনো মানুষের মাথায় বন্দুকের নল দাগিয়ে কেউ যদি তাকে সর্বশক্তিমান দয়ালু বলে মানার হুংকার দেন, আর তা না করলে উক্ত বন্দুকধারী যদি সেই অসহায় মানুষটিকে গুলি করে খুন করার হুমকি দিয়ে বলেন, "সিদ্ধান্তটা তোর স্বাধীন ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দিলাম। আমাকে মানবি কি মানবি না, তা তোর ইচ্ছা!", তাহলে তা হবে যেমন অতীব হাস্যকর, তার চেয়েও বেশি হাস্যকর অবিশ্বাসীদেরকে অভিশাপ বর্ষণ ও বিপথে পরিচালনা করে তাদেরকেই আবার বশ্যতা স্বীকারের আদেশ, অন্যথায় অনন্তকাল আগুনে পোড়ানোর হুমকি! বেশি হাস্যকর এ কারণে যে, বন্দুকধারীটি সন্ত্রাসী হতে পারেন কিন্তু 'ভণ্ড' নন। আল্লাহর মত সে সেই অসহায় ব্যক্তিটিকে 'বিপথে' পরিচালনা করেননি।

অন্য দিকে মুহাম্মদের ঘোষণা, পরহেজগারদের পরহেজগারির পিছনে আল্লাহরই অনুগ্রহ জড়িত। আল্লাহই তাঁদেরকে বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে করেছেন হেদায়েত প্রাপ্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসী হবার পেছনে পরহেজগারির আদৌ কোনো কৃতিত্ব নাই। সম্পূর্ণ কৃতিত্বই আল্লাহর! এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পরহেজগারদের পুরস্কৃত করবেন। বিনা কৃতিত্বেই অনন্ত পুরষ্কার! কারণ? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা অবিশ্বাসী বানান, যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। সুতরাং, মুহাম্মদের দাবির পর্যালোচনায় আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হলো: তাঁর কল্পিত আল্লাহ, অবিশ্বাসীদের বিনা দোষেই অনন্ত শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের বিনা কৃতিত্বেই অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি দেন। Any sense? No sense!

প্রবক্তা মুহাম্মদ নিজেকে অভ্রান্ত দাবি করে তার আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে সুরা প্রতিযোগিতার আহ্বান (পর্ব-১৯) ছাড়াও আর যে সকল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন, তা মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুহাম্মদেরই ভাষায় তারই অল্প কিছু উদাহরণ:

১) "তবে" মৃত্যু কামনা/বরণ করে প্রমাণ কর যে তুমি সত্যবাদী!

২:৯৪ - বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে - অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

>>> অদ্ভুত প্রস্তাবনা! মৃত মানুষ কথা বলতে পারে না। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, মরণোত্তর জীবন বলে আদৌ কিছু আছে, তথাপি কোনো মৃত ব্যক্তি মরণের ওপার থেকে জীবিতদের সাথে যোগাযোগ করে "রাজসাক্ষী" হতে পারে না। তাই মৃত্যুকামনা বা মৃত্যুবরণের মাধ্যমে সত্যতার যাচাইয়ের কোনো প্রশ্নই আসে না! এই একই "প্রস্তাবনা" যদি প্রবক্তা মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীদের দেওয়া হয়, তাহলে কি তাঁরা মৃত্যুকামনা/মৃত্যুবরণ করে অবিশ্বাসীদের প্রমাণ দেবেন যে, তাঁরা সত্যবাদী? এমনতর দাবি একেবারেই ননসেন্স (অর্থহীন আগড়ম বাগড়ম)!

২) "তারা" তোমাদের কষ্ট দুর করতে অক্ষম!

১৭:৫৬ - বলুনঃ আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না।

>>> মুহাম্মদের "আল্লাহ" যে ইসলাম বিশ্বাসীর কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? ইসলাম বিশ্বাসীরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-অর্থনীতিসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বনিম্ন!

৩) "তারা" কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে না!

২২:৭৩ - হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি

যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।

>>> মুহাম্মদের "আল্লাহ" যদি অবিশ্বাসীদের সামনে এসে একটি মাছি সৃষ্টি করে তার অস্তিত্বের প্রমাণ হাজির করে দেখাতেন, আর সেই মাছিটি যদি কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে "আল্লাহ" যদি তা নিজেই উদ্ধার করে অবিশ্বাসীদের দেখাতেন, তাহলেই শুধু এ বাণীর "সেন্স" থাকতো! নতুবা এমনতর দাবি "ননসেন্স"!

৪) "তোমাদের" দেব-দেবীকে "আমার" সামনে হাজির কর!

৩৪:২৭ - বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। বরং তিনিই আল্লাহ, পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

৬৮:৪১ - না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

>>> মুহাম্মদ কখনোই তার আল্লাহকে অবিশ্বাসীদের সামনে হাজির করে তার দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেননি! তাই অবিশ্বাসীদের প্রতি তার এ চ্যালেঞ্জ একেবারেই ননসেন্স!

৫) “দেখাও” তোমাদের দেব-দেবী পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে?

৪৬:৪ - বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমন্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

>>> একেবারেই ননসেন্স!

৬) "তারা" তাদেরকে সাহায্য করল না কেন?

৪৬:২৮ - অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়।

>>> সেই সনাতন প্যাচাল! এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীকে বলে, "আমি সত্য, তুমি মিথ্যা।" একে অপরকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে, 'দেখাও প্রমাণ'। পাঠক, বুঝতেই পারছেন আল্লাহর "লেবাসে" মুহাম্মদও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিজ নিজ বিশ্বাসের স্রষ্টা/উপাস্যকে অভ্রান্ত প্রমাণ করার প্রয়োজনে যুগে যুগে মানুষ 'নো সেন্স (অর্থহীন)' কুযুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদের যুক্তিগুলো 'নো সেন্স' পর্যায়ের ছিল না। ছিল "ননসেন্স" পর্যায়ের। কারণ যে কর্ম তিনি নিজে করে দেখাতে পারেননি, তাইই তিনি দাবি করেছেন তার প্রতিপক্ষের কাছে!

অবিশ্বাসীরাও মুহাম্মদের কাছে তার নবুয়তের সত্যতার প্রমান দাবি করেছিলেন। হাজির করতে বলেছিলেন মুহাম্মদেরই দাবিকৃত পূর্ববর্তী নবীদের অনুরূপ একটি প্রমাণ। প্রত্যুত্তরে মুহাম্মদ তাদের কী জবাব দিয়েছিলেন, তার বিশদ বিবরণ কুরানে লিপিবদ্ধ আছে। বিস্তারিত আলোচনা করবো 'মুহাম্মদের মোজেজা' তত্ত্বে।

এ ছাড়াও মুহাম্মদের (আল্লাহ) বর্ণিত আরও কিছু "নো সেন্স ও ননসেন্স" এর উদাহরণ:

৭) তোমাদের জন্যে পুত্র-সন্তান আর "আল্লাহর" জন্য কন্যা-সন্তান - কী সাংঘাতিক?

১৭:৪০ - তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছ।

১৯:৮৮-৯১ - তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে।

>>> অবিশ্বাসীদের ধারনা আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহর) কাছে এটা এতটাই গর্হিত অপরাধ যে, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, "এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।" মুহাম্মদ (আল্লাহ) তার অংশীদার অথবা সন্তান ধারণ সংক্রান্ত মন্তব্যকে এত বেশি অপছন্দ করেন যে, তার অপরাধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চান! কেন? একমাত্র নপুংসক ছাড়া এমন মন্তব্যে আর কি কেউ এতটা উত্তেজিত হয়? মানুষের জন্যে পুত্রসন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান এটা কি খুবই গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা?

৯) "আশঙ্কা হেতু" শিশুহত্যায় কোনোই অপরাধ নাই!

১৮:৭৪ - অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি (খিজির আঃ) তাকে হত্যা করলেন। মূসা বললেন? আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

>>> কেন শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছিল? কারণ,

১৮:৮০ - বালকটির ব্যাপার তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।

>>> হ্যাঁ, তাই! খিজির (আ:) "আশঙ্কা" করেছিলেন যে শিশুটি বড় হয়ে তার ইমানদার পিতা-মাতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই তিনি শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন সুস্থ মস্তিষ্কে! তিনি কি কোনো গর্হিত অপরাধ করেছিলেন? প্রবক্তা মুহাম্মদের (আল্লাহর) দৃষ্টিতে, "অবশ্যই নয়।" কী মহান শিক্ষা!

১০) অবিশ্বাসীদের জীবিকা হয় সংকীর্ণ!

২০:১২৪ - যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।

>>> বাস্তবতা ঠিক তার বিপরীত! অবিশ্বাসীরাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থপ্রাচুর্য, ক্ষমতা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে মুসলিমদের তুলনায় অনেক অনেক ওপরে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পঞ্চদশ পর্বে করা হয়েছে।

১১) সুদের (লাভ) প্রলোভন দেখিয়ে আল্লাহর "ধার ভিক্ষা"!

২:২৪৫ - এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অত:পর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহ্ই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

৫৭:১১ - কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

৫৭:১৮ - নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

>>> এমন কোনো পরমোৎকৃষ্ট (Superlative) বিশেষণ নেই, যা মুহাম্মদ তাঁর কল্পিত আল্লাহর ওপর প্রয়োগ করেননি। সেই সত্ত্বাটিকেই যখন দেখি সামান্য মানুষের কাছে সুদের প্রলোভন দেখিয়ে ধার ভিক্ষা করছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অভাবটা আসলে কার! কোন অভাব হীন স্বত্বা মানুষকে সুদের প্রলোভন দেখিয়ে ধার ভিক্ষা কেন চাইবে? আর কেউ যদি সে ধার ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি কিংবা গড়িমসি করে তবে কেনই বা সেই স্বত্বা মানুষকে শাস্তির হুমকি দেখাবে? ধার-চাঁদা-সাহায্য বিষয়গুলি ঐচ্ছিক।দাতা তা দিবেন কি দিবেন না তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। চাহিদাকারী যদি 'ধার' দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে 'হুমকি' দিয়ে ধার দিতে বাধ্য করান তবে তা আর 'ধার' থাকে না। হয় জবরদস্তি! যদি কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের কাছে 'চাঁদা বা সাহায্য' চাইবার পর তা না দেওয়া হলে তিনি দাতাটিকে হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন করেন তবে তার নাম হয় চাঁদাবাজি বা মাস্তানি। আর সেই চাহিদাকারীকে বলা হয় মাস্তান বা সন্ত্রাসী।সত্য হলো স্রষ্টার (যদি থাকে) কোন ধার-কর্জের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রবক্তা মুহাম্মদ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সাহায্যের প্রয়োজন তারই। ক্ষমতার প্রয়োজন তারই। তোষামোদের প্রয়োজন তারই। তার অবাধ্যতা কারীকে হুমকি-শাসানী-ভীতি প্রদর্শন-প্রলোভন ইত্যাদি কৌশলে অনুগত করার প্রয়োজন তারই।

১২) মৃতরাও জীবিত!

২:১৫৪ - আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

>>> মৃত মানুষকে "মৃত" না বলে কীভাবে জীবিত বলা যাবে?

১৩) অঙ্গীকারাবদ্ধ! কবে? কিসের?

৭:১৭২-১৭৩ - আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কেয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।অথবা বলতে শুরু কর যে, অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল আমাদের পূর্বেই। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে?

>>> "এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না" - কথাটি কি মিথ্যা? তথাকথিত অঙ্গীকারের বিষয় কি কেউ স্মরণ করতে পারেন? আর "অংশীদারিত্বের প্রথা তো আমাদের বাপ-দাদারা উদ্ভাবন করেছিল" বাণীটি কি অসত্য? পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মকেই অকাট্য জ্ঞানে অনুসরণ করে। ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

১৪) শাস্তি না পরীক্ষা?

২:১৫৫ - অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।

১১:১১৭ - আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও।

>>> অত্যন্ত অসার বক্তব্য। ভাল কিছু ঘটলে বলা যাবে, 'আল্লাহ পুরস্কৃত করছে।' খারাপ কিছু ঘটলে বলা যাবে, 'আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছে।' এ দুইয়ের যে কোনো একটি নিয়েই জীবন। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনাদিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে ও

থাকবে। যদি বিপর্যয়ের কবলে পড়েন, তবে বলা যাবে, সেখানকার লোকেরা সৎ কর্মশীল ছিলেন না। যদি দুর্ঘটনার কবলে না পড়েন, তবে বলা যাবে, সেখানকার লেকেরা সৎ কর্মশীল ছিলেন, তাই দুর্ঘটনাটি হয়নি। যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই যে, কোনো জনপদের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা বিপথগামী (অসম্ভব প্রস্তাবনা) হবার কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হয়েছে, সে কারণেই কি সম্পূর্ণ জনবসতি ধ্বংস করা ন্যায়সঙ্গত? শাস্তি হতে হবে শুধু যে অপরাধী, শুধু তারই। কী অপরাধ সে জনপদের শিশুদের? তারা তো কোনো অপরাধ করেনি। কী অপরাধে তাদেরকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে? ২০০৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভয়াবহ সুনামিতে ২২৫,০০০ মানুষের নৃশংস মৃত্যু হয়েছিল। হাজার হাজার শিশু ও গর্ভবতী মহিলারাও ছিলেন সে নিষ্ঠুরতার শিকার। সমষ্টিগত শাস্তি (Collective Punishment) যে কোনো সভ্য সমাজে গুরুতর অপরাধ। একমাত্র বিবেকহীন সাইকোপ্যাথের পক্ষেই এমন নিষ্ঠুরতা সম্ভব। (একটি ভিডিও - ৪ মিনিট দীর্ঘ)

১৫) যদি সমুদ্রের পানি হয় কালি আর পৃথিবীতে সমস্ত বৃক্ষ হয় কলম!

১৮:১০৯ - বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

৩১:১২৭ - পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

>>> "কুরানের অ্যানাটমি" পর্বে আমরা জেনেছি যে, সমগ্র কুরানের এক-তৃতীয়াংশ হুমকি-শাসানি-ত্রাস অথবা পুরাকালের নবীদের গল্প। এ ছাড়াও কুরানের বিশেষত্বের একটি হলো 'পুনরাবৃত্তি।" কুরানে মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের গল্প ২১ বার, নূহের (আঃ) গল্প ১২ বার, ইবরাহিম (আঃ) এর গল্প ১২ বার, লূত (আঃ) এর গল্প ৯ বার, আ'দের গল্প ৮ বার, সালেহ ও সামুদের গল্প ৭ বার, আদম হাওয়া ও ইবলিস ও দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) - এদের প্রত্যেকের গল্প ৫ বার বলা হয়েছে। এমন একটি বইয়ে যখন ওপরিউক্ত বাণী লেখা থাকে, তখন সহজেই বোঝা যায় যে, বক্তা হয় বিকারগ্রস্ত অথবা অতীব ধুরন্ধর ও চাপাবাজ! কারণ, "পালন কর্তার"

বিষয়ে এত কিছু লিখা অবশিষ্ট রেখে কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক লেখকই পুরাকালের উপকথা, ঘৃণা, হুমকি, শাসানী, অভিশাপ, কসম, আর অসংখ্য পুনরাবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে তার গ্রন্থের সিংহভাগ ভরাট করতেন না। সাত সমুদ্রের পানি কালি এবং সমস্ত বৃক্ষ কলম হলে সে গ্রন্থে লেখক/কথক মশাই মুসা-ফেরাউন-নূহ-ইবরাহিম-লূত-আ'দ-সালেহ-সামুদ-দাউদ-সোলায়মান-আদম-হাওয়া-ইবলিসের গল্প যে কতবার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং কি বিশাল পরিমান হুমকি-শাসানী-হত্যা-হামলা-ঘৃণা বর্ষণ করতেন তা পাঠকের কল্পনার উপরই ছেড়ে দিলাম!

১৬) সাফা ও মারওয়ার বৈশিষ্ট্য!

২:১৫৮ - নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মুল্য দেবেন।

>>> কিসের মাপকাঠিতে সাফা ও মারওয়া 'নিদর্শন গুলোর অন্যতম'? সাফা ও মারওয়ার কী এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য পাহাড়ে নেই? লেখক/কথক সাহেব সে "নিদর্শনের" সামান্যতম আভাসও দেননি!

১৭) ইচ্ছা আছে সাধ্য নাই নাকি সাধ্য আছে ইচ্ছা নাই?

১১:১১৮ - আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিনত করতে পারতেন আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না।

৩২:১৩ - আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

>>> মুহাম্মদের দাবি, তাঁর আল্লাহ প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি জিন ও মানবকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ কিছু মানুষ ও জিনকে তৈরিই করা হয়েছে জাহান্নাম পূর্ণ করানোর জন্যে! কী সাংঘাতিক দাবি!

অনেকেই এ বাণীটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলতে চান, “যেহেতু আল্লাহ সবজান্তা, তাই তিনি আগে থেকেই কে বেহেশতে যাবেন, আর কে জাহান্নামে যাবেন তা জানেন। আর জানেন বলেই তা আগে থেকেই লিখে রেখেছেন। তাঁরা দাবি করেন, আল্লাহ কখনোই কোনো মানুষেরই 'স্বাধীন ইচ্ছায়' বাধা দেন না…।” তাঁদের এ ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রবক্তা মুহাম্মদ অসংখ্যবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন,যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং তিনি অবিশ্বাসীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

মুহাম্মদ আরও দাবি করেছেন যে, তাঁর আল্লাহ অবিশ্বাসীদের করেন অভিশাপ এবং মন-কান-চোখে সিল মেরে করেন সরল পথ-প্রাপ্তিতে সক্রিয় বাধা প্রধান। শুধু তাইই নয়, পরবর্তীতে আমরা আরও জানবো যে, তাঁর আল্লাহ স্বর্গ থেকে তার ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে অবিশ্বাসীদের "খুন"ও করেন। তাই, ঐ সব সুবিধাবাদী ব্যাখ্যাকারীর এহেন ব্যাখ্যার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।

১৮) মৃতদের "জিজ্ঞেস করুন"!

৪৩:৪৫ - আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে?

>>> মুহাম্মদের পূর্বে যেসব রসূলের আগমন হয়েছিল, তাঁরা সবাই তার সময়ের অনেক অনেক বছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত মানুষদের কি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা যায়? আর জিজ্ঞেস করলেই কি মৃতরা কোনো জবাব দিতে পারেন? অবশ্য ভয়ংকর (Psychotic) মানসিক রুগীরা মৃতদের কথা শোনেন, তাঁদের সাথে কথাও বলেন! আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় তাদের স্থান মানসিক হাসপাতালের তালাবন্ধ কক্ষে, চিকিৎসার প্রয়োজনে!

১৯) নুহের নৌকা!

১১:৪০ - অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম: সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণ কে

নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।

>>> সঙ্গত কারণেই (বিস্তারিত নিচে) তৌরাত ও বাইবেলের অন্যান্য গল্পের মত নুহের নৌকার এ গল্পটিরও পূর্ণ বিবরণ কুরানে অনুপস্থিত। পূর্ণ বিবরণ আছে বাইবেলের জেনেসিস: চ্যপ্টার ৬-৯-এ। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১৭ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আছে। এদের কয়টিকে নৌকায় ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল? বলা হচ্ছে 'সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি' করে।অর্থাৎ তিন তলা ডেক ও নিচের কুঠরী বিশিষ্ট ৩০০ কিউবিট (হাত) দীর্ঘ, ৫০ হাত প্রশস্ত এবং ৩০ হাত উচ্চতার নৌকায় লক্ষাধিক প্রজাতির প্রাণীর জোড়ায় জোড়ায় স্থান সংকুলান যে কী পরিমাণ অবাস্তব, তা যে কোনো সুস্থ চিন্তার পাঠক অনায়াসেই বুঝতে পারেন। এ বিষয়ে ধর্মকারীতে বিভিন্ন সময়ে অনেক শিক্ষণীয় ভিডিও (সাকুল্যে ৮ মিনিট) প্রকাশিত হয়েছে।
[কনুই থেকে মধ্যমাঙ্গুলির অর্গভাগ পর্যন্ত এক কিউবিট (হাত) =প্রায় ১৮ ইঞ্চি]।

২০) এ সত্যগ্রন্থ পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী!

৫:৪৮ - আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি-যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অত:পর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

২১) অন্যান্য

এ ছাড়াও মুহাম্মদের ব্যক্তি-মানস জীবনীগ্রন্থের পাতায় পাতায় যে অসংখ্য 'নো সেন্স ও ননসেন্স' বাণী আছে, তার অল্প কিছু উদাহরণ প্রথম (আকাশ তত্ত্ব), দ্বিতীয় (আকাশ ও পৃথিবী তত্ত্ব), তৃতীয় (ভূ-তত্ত্ব), চতুর্থ (মানব-তত্ত্ব), পঞ্চম (দেহ-তত্ত্ব),

ষষ্ঠ (ভ্রূণ-তত্ত্ব), সপ্তম (গোবর-তত্ত্ব) ও ত্রয়োদশ (উদ্ভট তত্ত্ব) পর্বে আলোচিত হয়েছে।

>>> পাঠক, আসুন আমরা ৫:৪৮ বাণীটিকে মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করি। এ বাণীটির প্রথম অংশে বলা হচ্ছে, "(কুরান) সত্য গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" মুহাম্মদের এই উদ্ধৃতিটি তাঁর সময়ের মত আজকেও সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে কোনো ইহুদী/ খ্রিষ্টানদের সাথে আলাপ ও বিতণ্ডার সময়। এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে ইসলাম বিশ্বাসীরা প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম এবং তার প্রবর্তক মুসা ও ঈসাকে সমর্থন করেন। আসলেই কি ব্যাপারটা তাই? কুরান সাক্ষ্য দেয় যে, অবিশ্বাসীরা মুহাম্মদকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে রচিত গল্প-কাহিনীর প্রচারকে 'জালিয়াতি' (Forgery) আখ্যা" দিয়েছিলেন। বারবারই তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, মুহাম্মদের এ গল্পগুলোর আদি উৎস তাঁদের ধর্মগ্রন্থে রচিত গল্প-কাহিনী ও পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ আর কিছুই নয়। আমরা এও জানি যে, মুহাম্মদের সময় মক্কায় 'ওকাজ মেলায়' বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা এসে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর করতো, তাদের ধর্মের গুণগান জনগণকে অভিহিত করাতো। মুহাম্মদ বেশ কয়েকবার তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও অন্যত্র ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানকার অধিবাসীদের অধিকিংশই ছিলেন খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাম্বলী। সেখান থেকে মুহাম্মদ তাদের ধর্মের গল্প-গাঁথা শোনেননি, এমনটি ভাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে তাঁর ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু অন্ধ-বধির কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মতই শিশু, শৈশব, কৈশোর ও যৌবনসহ সুদীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি ধর্মজ্ঞান আহরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত বিদুষী ধনাঢ্য খাদিজাকে বিয়ে করার পর নিজ স্ত্রী খাদিজা, খাদিজার চাচাতো ভাই ওয়রাকা বিন নওফল (বাইবেলে বিশেষজ্ঞ ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান) ও অন্যান্যের কাছ থেকেও তিনি বিবিধ ধর্মবিষয়ে জ্ঞানার্জনের সময় পেয়েছেন নিরবচ্ছিন্ন ১৫ টি বছর (৬৯৫-৭১০ সাল) । তাই মুহাম্মদের প্রচারযন্ত্রে সেই সব ধর্মের গল্প-গাঁথার বর্ণনা থাকবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হলো, মুহাম্মদ যখন এই

সত্যটিকে অস্বীকার করে প্রচার করতে শুরু করলেন যে, তার বাণীর উৎস ঐশ্বরিক। বাণী ঐশ্বরিক হলে কেন তিনি পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থগুলোরই বাণী এবং পুরাকালের উপকথাগুলোই ইনিয়ে-বিনিয়ে "ঐশী প্রাপ্ত" আখ্যা দিয়ে নিজের নামে প্রচার করছেন? এমনতর অভিযোগের জবাবেই আত্মপক্ষ সমর্থনে মুহাম্মদকে বলতে হয়েছিল, "যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী।" এর পরেও সমস্যার শেষ হয়নি। মুহাম্মদের প্রচার ও আদি গ্রন্থের গল্প ও শিক্ষার মধ্যে যখনই কোনো 'ব্যতিক্রম/গরমিল' হয়েছে, তখন অবিশ্বাসীরা আবার প্রতিবাদ করেছে, "পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হলে তোমার প্রচার ও আমাদের গ্রন্থের বর্ণনা ও শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কেন? সত্যায়নকারী গ্রন্থে (কুরান) কী কারণে এত গরমিল?' এমনতর গুরুতর অভিযোগের জবাবে মুহাম্মদ (আল্লাহ) আত্মপক্ষ সমর্থনে জবাব দিয়েছিলেন যে, "তারা তাদের কিতাব বিকৃত করেছে।"

বিচার মানি, তবে তাল গাছ আমার - প্রবাদটির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো প্রবক্তা মুহাম্মদের এই ঘোষণাটি। মুহাম্মদ দাবি করেছিলেন, তিনি শুধু সঠিকই নন, তাদের সে বিকৃত বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারীও।

পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সাথে মুহাম্মদের বাণীর (কুরান) পার্থক্য হওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত মুহাম্মদ বিভিন্ন উৎস থেকে যে-ধর্মজ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা ছিল মুখে-মুখে ও শুনে শুনে। লিখতে-পড়তে না জানার কারণে তৌরাত-বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের অধিকাংশই ছিল তাঁর অজানা। তাছাড়া স্মৃতি যত প্রখরই হোক না কেন, তা কখনোই শতভাগ শুদ্ধ নয়। বিচার তাঁকে মানতেই হবে। কারণ তাঁর প্রচারের বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোরই অনুকরণ। আর তাল গাছ তাকে পেতেই হবে। কারণ তা না হলে "এতো আয়োজন" কিসের জন্য! তাই প্রবক্তার এই বাণীটি দিয়ে যারা প্রমাণ করতে চান যে, ইসলাম ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো ধর্ম বা ধর্মপ্রচারককে বৈধতা দিয়েছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র সত্য হলো "মুহাম্মদ এবং তার বাণী (কুরান)।" বাকি সমস্তই "ইসলামী রাজনীতি।"

দ্বিতীয় অংশে বলা হচ্ছে, "...কিন্তু এরূপ করেননি - যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন।" কিসের পরীক্ষা? পাঠক, আপনি পৃথিবীর

যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার পরিপার্শ্বে তাকিয়ে দেখুন তো, ক'জন লোক স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন? আপনি যে বয়সেরই হন না কেন, মনে করে দেখুন তো, এমন 'ধর্মান্তরিত' ক'জন লোককে আপনি চাক্ষুষ দেখেছেন? আপনার জবাবের সাথেই উক্ত বাণীর অসারতা জড়িত। জোর জবরদস্তিহীন স্বার্থবহির্ভূত স্বাভাবিক পরিবেশে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এটাই যদি বাস্তবতা হয়, তবে মুসলমানদেরকে মনোনীত ধর্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়ে অত্যন্ত সহজ পরীক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের অমনোনীত ধর্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়ে অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষার গল্প অবাস্তব ও অযৌক্তিক। এই বাণীটি অমুসলিমদের বিশ্বাস নিয়ে রসিকতা বৈ আর কিছুই নয়।

একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে আজ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে, ৯৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ পরিবৃত দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের (ভিডিও - ২০ মিনিট দীর্ঘ) আদৌ কিনা সৃষ্টিকর্তা আছেন, এমন প্রমাণ কখনোই ছিল না, আজও নেই। মুহাম্মদ তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে যে স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁরই নিজস্ব মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ! প্রকৃতির কাছে অসহায় এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি 'কল্পনার' ঈশ্বরকে নিয়ে অনেক বাণিজ্য স্বঘোষিত নবী, অবতার এবং তাঁর সংঘবদ্ধ চেলারা যুগে যুগে করে এসেছেন। এখনো করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কারণ এ বাণিজ্যে শুধুই লাভ। কোনোই লোকসান নেই। এ ব্যবসার পুঁজি হচ্ছে মানুষের অসহায়ত্ব ও অজ্ঞানতা। যা চিরকাল আছে এবং থাকবে। স্বঘোষিত নবী ও অবতাররা অসহায় মানুষের সেই কল্পিত ঈশ্বরকে তাদের নিজেদেরই মনের মাধুরী মিশায়ে শ্লোক রচনা করে নাম দিয়েছেন ধর্মগ্রন্থ। তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা-ধারাকে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়েছেন অসহায় বোকা সাধারণ জনগণকে নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে। শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায়। তাই ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরপক্ষপাতদুষ্ট সেই সব মানুষেরই প্রতিনিধিত্বকারী "মানুষ-ঈশ্বর।" তাঁদের সে ভুয়া ঈশ্বর এতটাই হাস্যকর যে, সেই ঈশ্বরকে ১৩৫০ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে 'সেই স্পেশাল নবী/অবতারকে পৃথিবী নামক অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (ভিডিও - ৯.৫ মিনিট দীর্ঘ) স্থানে জন্মানোর অপেক্ষায়, ধর্মপ্রচার ও ধর্মগ্রন্থ লেখার অপেক্ষায়! সে রকম এক বা একাধিক মানুষের রচিত কেতাবই হলো মুসলমানের কুরান, খ্রিষ্টানের বাইবেল, ইহুদীদের

তৌরাত, হিন্দুদের বেদ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, ধর্মগ্রন্থের এই ঈশ্বরের সাথে এই ম্যাগনিফিসেন্ট বিশ্বস্রষ্টার (যদি থাকে) কোনোই সম্পর্ক নেই।

প্রচলিত ধর্মগুলির ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরের জন্মকাল, বোধ করি, সাত হাজার বছরের বেশি নয়। কিন্তু প্রকৃতির কাছে অসহায় এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী আমাদের পূর্বপুরুষরা এর বহু হাজার বছর পূর্বেই (আনুমানিক ৩৫-৪০ হাজার বছরের বেশি) ঈশ্বরকে কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের সেই কল্পনার মূলে ছিল অজ্ঞানতা, অসহায়ত্ব ও বেঁচে থাকার আকুতি। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের সেই কল্পিত ঈশ্বরের ওপর ভরসা করেছেন অনিশ্চিত দৈনন্দিন জীবনের দুরবস্থা থেকে বাঁচার সহায়ক শক্তি জ্ঞানে। এ ছাড়া তাঁরা আর কীই বা করতে পারতেন! প্রকৃতির বিরূপ রুদ্র রোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কিছুই যখন তাদের জানা ছিল না, জানা ছিল না প্রকৃতির বিরূপতাকে অতিক্রম করার কোনো কৌশল, সে মুহূর্তে সেই কল্পনার ঈশ্বরই ছিল তাদের যাবতীয় আশা ভরসার স্থল। বেঁচে থাকার অবলম্বন! সেই পূর্বপুরুষদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা চিরকালই থাকবে। প্রকৃতির বৈরী প্রতিকূলতাকে তারা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই আমরা আজ এখানে! কিন্তু যারা একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও বিজ্ঞানের অপব্যাখা করে ধর্মবাণিজ্য যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখার ব্রতে ব্রতী, তাদের জন্য দুঃখই হয়।

[কুরানের উদ্ধৃতিগুলো সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ (হেরেম শরীফের খাদেম) কর্তৃক বিতরণকৃত বাংলা তরজমা থেকে নেয়া; অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অনুবাদকারীর। কুরানের ছয়জন বিশিষ্ট অনুবাদকারীর পাশাপাশি অনুবাদ এখানে।]

(চলবে)

সমাপ্ত

কোরআন এবং উনিশ

তত্ত্ব

কোরআন এবং উনিশ তত্ত্ব

http://mukto-mona.net/Articles/ananta/miracle19.htm

নাইনটিন

সৈকত ও অনন্ত

'মিরাকল' (miracle) বা অলৌকিকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রত্যেকেই কম-
বেশি অবগত আছেন।মিরাকল বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে, যেমন স্রষ্টা
র অস্তিত্ব, স্রষ্টারকুদরতি শক্তি, স্রষ্টার যা ইচ্ছে তাই করার মতা, স্বর্গ-
নরকের ধারণা, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর পরেরপারলৌকিক জীবন, পুরুষ্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ধ
র্মের বাইরে খুব সামান্য পরিসরে আরওকিছু মিরাকল প্রচলিত আছে, যেমন ভিনগ্রহের প্রাণী, ইউএফও,
টেলিপ্যাথি, রেইকি, অতিন্দ্রীয় দৃষ্টিইত্যাদি। তবে এ ধরনের মিরাকল পশ্চিমা বিশ্বে যে মাত্রায় প্রচলিত আ
ছে আমাদের দেশে এখনো সেইরেশ পৌঁছায়নি। এর কারণ হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের
এখানে প্রযুক্তির বিকাশঘটেনি। ভিনগ্রহের প্রাণী বা ইউএফও সম্পর্কে তথ্য প্রচারের সাথে জ্যোতিবি©জ্ঞান
ও উন্নত প্রযুক্তিরসম্পর্কে আছে।

প্রতিটি ধর্মই মিরাকলে ভর্তি। কোনো ধর্মই তাদের নিজেদের লৌকিক দাবি করে না। আজকের এইপ্রবন্ধের
বিষয়বস্তু মুসলমানদের মধ্যে
বহুল প্রচারিত একটি মিরাকলের ওপর আলোকপাত করা। তবেআলোচনাটিকে সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যাসদৃশ
করার জন্য আমরা কোরান এবং ইসলাম ধর্মের বাইরেরআরো কিছু বিষয়কে ছুঁয়ে যাব।

বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নিম্নমুখী হওয়ায় এ দেশ মিরাকল বিকাশেরএকটি উ
বর ভূমি। এ দেশে ধর্ম এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এতো বেশি অন্ধ-আনুগত্য-
বিশ্বাসের বিষয় যে,ধর্ম ছাড়া তাদের পক্ষে এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক
হীন অথচধর্মের নাম ভাঙিয়ে বা জড়িয়ে কোনো কিছু শোনানো হলে, সেটা তারা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে
বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। জ্যোতিষী, পীরবাবার ব্যবসা এ কারণেই টিকে আছে। শহরাঞ্চলে কমথাক
লেও গ্রামে-গঞ্জে ভূত-পেত্নী-পরী-বাণ মারা-জাদু করা-মারণ-উচাটন-
পানি পড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাসকরার লোকের অভাব নেই। নব্বইয়ের দশকে ইরাকের কুয়েত দখলের পর য
খন আমেরিকার সাথেইরাকের যুদ্ধ চলছিল, ঐ সময় একদিন খবর ছড়ালো আকাশে সাদ্দামকে দেখা যা
চ্ছে! কিছুক্ষণেরমধ্যেই মানুষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকাশে সাদ্দামকে দেখার জন্য; রাস্তাঘাটে
জ্যাম লেগে গেল,বাড়ির ছাদে লোকেলোকারণ্য। ইরাক-

আমেরিকার ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান যাই হোক,বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রায় সবাই ই রাকের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। সাদ্দাম হোসেনেরজনপ্রিয়তা তখন বাংলাদেশীদের কাছে তুঙ্গে। মানুষের ঐ দুব©ল অনুভূতিকে পুঁজি করে যে বা যারাই এইগুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল সাথে সাথেই এই খবর গণহি স্টিরিয়ায় আক্রান্ত করে। মানুষের প্রতিদিনকারসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এক নিমিষেই রহিত হয়ে যায়। শুরু হয় উন্মাদনা। পরবর্তীতে (ইরাকের পরাজয়যখন আসন্ন) এমন গুজবও ছড়িয়েছিল ফেরেশতারা সাদ্দাম বাহি নীকে সহায়তা করা জন্য দলে দলেআকাশ থেকে ইরাকের দিকে ছুটে যাচ্ছেন!

প্রতিটি মিরাকলই গুজবের সমষ্টি। কাল্পনিক। রহস্যমণ্ডিত অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। মূল তথ্য বাঘটনার বিকৃতি হয়ে থাকে নানা ভাবে। মিরাকলের প্রতি সাধারণ মানুষের পপাত থাকলেও বাস্তবতারকোনো ভিত্তি নেই। যুগে যুগে কিছু মিরাকলের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন একটা সময় ছিল সূর্য ও চন্দ্রকে'জীবন্ত অলৌকি ক সত্ত্বা' ভেবে পূজা করা হতো। কিন্তু চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণের পরঅলৌকিকত্বে বিশ্বাসী কতিপয় মানুষের এই 'অলৌকিক চন্দ্র-সূর্য' বিশ্বাসে হোঁচট লেগেছে; বাধ্যহয়েছেন গ্রহ-
নত্র সম্পর্কিত পূর্বের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের উrসই হচ্ছেমিরাকল মেনে নেও য়া। বাংলা ভাষার একটি সাধারণ বাগধারা হচ্ছে 'তিলকে তাল করা'। কিন্তুমিরাকল বাস্তবতাকে শুধু 'তাল' করে না, কুমড়ো বানিয়ে ছাড়ে! বিখ্যাত স্কটিস দার্শনিক ডেভিড হিউম(১৭১১-১৭৭৬) তাঁর '*An Inquiry Concerning Human Understanding*' গ্রন্থে মিরাকল বাঅলৌকিকতা বলতে বুঝিয়েছেন[1] : "A miracle is a transgression of a law of nature by a particular volition of the Deity, or by the interposition of some invisible
agent." মানুষ কেনমিরাকল বিশ্বাস করে, তার কারণ বহুমাত্রিক। একটি কারণ হতে পারে, যতদিন মানু ষ ঈশ্বরের অস্তিত্বেএবং ধর্মগ্রন্থের বাণীকে অপৌরষেয় বলে বিশ্বাস করবেন, ততদিন 'মিরাকল' ভাবনা মু লোর মতমানুষের মনে ঝুলে থাকবে।

বিজ্ঞান কি 'মিরাকল' বা অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে?কিংবা বিজ্ঞান কিকোনো কিছুকে 'মিরাকল' বলে ঘোষণা করতে পারে? মোটেই না। সহজ কথায় যা লৌকিক নয়, তাইঅলৌকিক। ' মিরাকল' বলতে স্পষ্টই বোঝায় প্রাকৃতিক নিয়মের (Laws
of Nature) পরিপন্থী কোনোকিছু। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ লৌকিক, বস্তুবাদী। বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় গবেষণা র প্রথম ধাপ হচ্ছে ঘটনাবা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে 'লৌকিক' বিষয়টি বৈজ্ঞা নিক পদ্ধতি বামেথডের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান মানে কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে (পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূ রত্ব, সূর্যেরদূরত্ব, পৃথিবীর বয়স, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য, ইত্যাদি) জানা বা চিহ্নিত করা বোঝায়না; বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Nature of
Science) সাথে সম্পর্কিত; যথা বৈধ প্রমাণেরবৈশিষ্ট্য (the criteria of valid
evidence), অর্থবোধক গবেষণার নক্সা (the design of meaningful
experiments), সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় (the weighing of
possibilities), গবেষণার জন্যগৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ (the testing of
hypothesis), উপযোগী তত্ত্ব গঠন (the establishment of useful

theories) ইত্যাদি যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা সম্পর্কে যথার্থ,নির্ভরযোগ্য এবং অ র্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানই আমাদের সামনে উন্মোচনকরেছে প্রাকৃতিক আই ন বা নিয়মের রাশি। বিজ্ঞান ছাড়া এই প্রাকৃতিক আইন বোঝার চেষ্টা অবান্তরএবং ভ্রান্তও বটে। বৈজ্ঞানিক দের গবেষণা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি (Method) রয়েছে, যেমন : অবরোহ (Deductive) পদ্ধতি, আরোহ (Inductive) পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফলে অভিন্নতা(Replicability), মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ (Falsifi ability) ইত্যাদি। বিজ্ঞানের এই প্রতিটি পদ্ধতিরই আবারকিছু মৌলিক নীতি (Principle) রয়েছে, যেমন : সংজ্ঞা নির্ধারণ, কার্য- কারণ সম্পর্ক (Cause and Effect
relationship), গবেষণার জন্য সংগৃহীত ডেটা (Data) বা উপাত্তের মধ্যে স্ববিরোধিতা-
আত্মবিরোধিতা না থাকা (Law of non self-
contradiction), একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে(Law of uniformity of
nature), কারণগুলো অবশ্যই বোঝা যাবে ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ধর্মগ্রন্থের বাণীরক্ষেত্রে দেখা যায় একটি মাত্র আয়াত বা শব্দগুচ্ছকে নিয়ে ডজন- ডজন ব্যাখ্যাকার ডজন-
ডজন ব্যাখ্যাপ্রদান করে থাকেন, নিজস্ব ভিন্নমত ব্যক্ত করেন, ফলে একই আয়াতে বা শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র ক রে বিভিন্নধরনের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পরস্পর-
বিরোধী ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে 'গড ইন দ্যাগ্যাপ্স' পূরণ করে কেউ কেউ উত্তর দেন,
'এর আসল অর্থ একমাত্র স্রষ্টাই জানেন, স্রষ্টাই সর্বজ্ঞ।'

কোনো একটি গবেষণার জন্য সংগৃহীত হাজার হাজার উপাত্তের মধ্যে যদি একটি উপাত্তের সাথেঅন্যগু লোর আত্মবিরোধিতা থাকে, কোন একটি উপাত্ত যদি বিশ্লেষণের সময় ভুল প্রমাণিত হয়, কিংবাউপাত্তগু লো এমন যে 'মিথ্যাপ্রতিপন্নকরণ' করার সুযোগ নেই তখন গোটা গবেষণাটাই খারিজ হয়েযায়। 'রিসার্চ প্র বলেম' পরিবর্তন করতে হয়। আবার গবেষণার জন্য যে প্রবলেম (গবেষণার বিষয়) বেছেনেওয়া হল, সেই প্রবলেমের টার্মগুলো যদি এমন হয় 'কার্যকরী সংজ্ঞা' (Operational definition)নির্ধারণ-
ই করা যাচ্ছে না বা ভাসাভাসা- অস্পষ্ট থাকে তবে 'গবেষণা' প্রথম ধাপেই বাতিল হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'লৌকিক' বলতে বুঝায় যে বিষয় বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বা পদ্ধতির মৌলিকনীতিমা লাকে অতিক্রম করে না এবং বিজ্ঞান তার পদ্ধতির মাধ্যমেই ঐ বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ- ব্যাখ্যা- উদ্ঘাটন করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশিওয়াকিবহাল নন, তা ই তাদের কাছে যে বিষয় বা ঘটনা সাধারণের অসাধ্য,
(কাল্পনিক বক্তব্য) পূর্বেরচেনা জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই 'অলৌকিক' বলে বিশ্বাস করেন। যেম ন নবী মুহাম্মদেরমিরাজে গমন।

ইদানীং কিছু কৌশলী ধর্মবাদী তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজ্ঞানেরসা থে ধর্মগ্রন্থের বাণী মেলানোর জন্য যত চালাকির দরকার হয়, সেগুলোর কোনোটাই বাদ রাখছেন না।কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনে এই আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে যে,

‘মানুষেরকল্যাণেই বিজ্ঞান, অজানাকে জানার জন্য বিজ্ঞান ছাড়া কোনো উপায় নেই, বিজ্ঞান মানবীয় আবেগনিরপেক্ষ, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-
বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিকহওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।’ তাই ধর্মকে ভবিষ্যতের বাজারে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের কোলে আশ্রয়নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বাণী বা অলৌকিকতা আর বিজ্ঞানের কর্মপ্রক্রিয়াপরস্পর বিপরীতমুখী। একটার সাথে আরেকটার সমন্বয়ের কোনো সুযোগই নেই; সংঘাতের ইতিহাসতো খুবই পুরানো। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্তহীন জাড়িজুড়ি করে যাচ্ছেন কতিপয় অসাধুধর্মবাদী। উদাহরণ, রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত কোরানের মিরাকল উনিশ।

আমাদের এই প্রবন্ধে আল-
কোরানের কথিত ‘উনিশ’ মিরাকল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে,যথাস্থানে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা আছে। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধটির বক্তব্য, তথ্য, যুক্তি গ্রহণবা বর্জনের আগে অবশ্যই নিজে যথাসম্ভব যাচাই করে নিবেন। খোলা মনে বিচার করবেন। শুধুমাত্র‘পূর্ববিশ্বাস বা আবেগের বশবর্তী হয়ে’ বর্জন করা কিংবা ‘বিরুদ্ধ মত’ হিসেবে আমাদের বক্তব্যে আস্থাস্থাপন করা এই প্রবন্ধের
কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য নয়। জনমানসে যৌক্তিক চেতনা-বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশইউদ্দেশ্য।

(১) ইংরেজিতে ‘Pareidolia’ বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, অর্থ হল : এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়যা অস্পষ্ট (vague) ও এলোমেলো উদ্দীপনার (random stimulus) কারণে ভ্রান্ত অনুভূতি বা Illusion-
এর সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরযে কোনো একটির জন্য ইলিউশন হতে পারে। তবে এই ইলিউশনের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় দায়ী নয়,স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানব মনের একটি লক্ষণীয়বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা যা দেখি বা উপলব্ধি করি, তা (অনেক সময় অজান্তেই) আমাদের চেনা জগতেরসাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি-
তুলনা করি। হঠাৎ করে নতুন কিছু দেখলে পূর্বের দেখা কোনো বিষয়েরসঙ্গে এর সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করি; যেমন দুটি বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে যদি এর নীচে অর্ধ-
চন্দ্রাকৃতিএকটি ছোট রেখা টানা হয়, অনেকের কাছেই একে ‘মানুষের মুখমণ্ডলের অবয়ব’ বলে মনে হবে। অথচএই চিত্রে মানুষের মুখমণ্ডলের সাথে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রায়শই মানুষচিন্তায় বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা কোনো কিছুদেখলে অনেক সময় পরিচিত কোন জিনিস বা বিষয়ের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন মেঘমুক্তআকাশের দিকে তাকালে মনে হয় তুলোর মত টুকরো টুকরো ভেসে বেড়ানো মেঘমালায় বুঝি কারোমুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। কখনোবা চাঁদের গায়ে দেখা যায় কারও ছবি। আকাশে ইউএফও কিংবামঙ্গল গ্রহে মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে, এরকম প্রচুর বানোয়াট ছবি বাজারে রয়েছে।২০০২ সালের ১৮ জুলাই ব্রাজিলের এক নাগরিক দাবি করলেন তার বাড়ির জানালার কাঁচে ‘কুমারীমাতা’ মেরির ছবি ফুটে ওঠেছে। বছর খানেক আগে কোন এক রাত্রিবেলা শুনা গেল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাদাবি করছেন চাঁদের গায়ে ‘শিবের অবতার’ লোকনাথের ছবি দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কীহৈচৈ! ২০০৬ সালের পহেলা জুন রব নাভাস নামের এক পাকিস্তানি মৎসজীবী এক ধরনের সামুদ্রিকমাছের (rabbit

fish) পেটের মধ্যে আরবি অক্ষরে 'আল্লাহ' লেখা খুঁজে পেলেন।[2] দুবাইয়ের বিখ্যাতমাছের বাজার Shind agha-
এ পরবর্তীতে ঐ মাছটি প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসা হয়। এর আগে ২০০৪সালের ২৪ মার্চ ফিলিস্তিনের প শ্চিম তীরের হেবরন শহরে সহস্রাধিক মানুষ জটলা পাকিয়েছেন একটিসদ্য-
ভূমিষ্ট মেষ শাবক দেখার জন্য। শাবকটির মালিক ইয়াহিয়া আতরাস দাবি করছেন,
'সদ্য ভূমিষ্টমেষ শাবকটির গায়ের একদিকে আরবি হরফে 'আল্লাহ' লেখা এবং অন্যপাশে 'মুহাম্মদ' লেখা। '[3]২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর এ্যালেন স্টোন নামের এক ব্যক্তি তার বাড়ির পিছনের আঙিনাতে একটি পাথর কুড়িয়ে পেলেন, পাথরের অস্পষ্ট খাজের মধ্যে আঁকাবাঁকা রেখা রয়েছে।[4] ভদ্রলোক দাবিকরতে লা গলেন, এটা যীশুর প্রতিকৃতি! একই বছরের ১৫ অক্টোবর তারিখে ভ্যাটিকেন টিভি চ্যানেল দুটিছবি পাশ পাশি দেখিয়ে গুজব ছড়ালো :
'কবরের পাশে আগুন জ্বলছে; সেই আগুনের লেলিহান শিখাবাতাসের কারণে এঁকেবেঁকে গেছে। আগুনের শিখাটি পোপ দ্বিতীয় জন পলের আবছায়া প্রতিকৃতি বলেমনে হচ্ছে।'[5] উপরের এই সবগুলো ঘটনাই Par eidolia উদাহরণ। মানুষের দুর্বল অনুভূতির স্থান বলেধর্মীয় বিষয় নিয়ে গুজব ছড়ায় বেশি, আর ধর্মীয় অ নুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে বেশিরভাগ সময়এই সব গুজবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয় না। জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়েকৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি বা আল্লাহ-ভগবান-
ঈশ্বরের কথা শুনতে শুনতে নিজেরঅজান্তেই এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভ ক্তি-
ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার ওপররয়েছে ধর্মীয় উপাসনার রীতিকে অবুঝ মনের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া র চেষ্টা। ফলে শৈশবেইমানুষের মনে বা চিন্তায় ঈশ্বর-ভগবান-
আল্লাহ সম্পর্কে এক ধরনের 'প্যারাডাইম' গড়ে ওঠে। অলৌকিককোনো কিছুর অস্তিত্ব কস্মিনকালে না থা কলেও 'পরিস্থিতির শিকার' মানুষ বাধ্য হয় অলৌকিকতাদেখতে!

(২) Ernest Vincent Wright (১৮৭৩?-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক 'Gadsby: Champion of Youth' (Wetzel Publishing
Co., ১৯৩৯) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্যহচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার একশত দশটি শ ব্দ দিয়ে গোটা উপন্যাস লেখা হলেও লেখক কোথাও একটিবারের জন্য ইংরেজি 'E' স্বরবর্ণটি ব্যবহার করে ননি। অর্থাৎ ইংরেজিতে 'E' অর ব্যবহার করে যত শব্দ(he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate,
etc.) আছেসেগুলো বাদ দিয়ে বাকি ২৫টি অর দিয়ে তৈরি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বাক্য তৈরি করেছেন; অ থচ এরফলে ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতা বা ঘাটতি কোথাও পরিল ক্ষিতহয়নি। নীচে 'Gadsby' উপন্যাসটির প্রথম প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হল[6] :

> "If youth, throughout all history, had a champion to stand up for it; to show a doubting world that a child can think; and, possibly, do it

> practically; you wouldn't constantly run across folks today who claim that "a child don't know anything." A child's brain starts functioning at birth; and has, amongst its many infant convolutions, thousands of dormant atoms, into which God has put a mystic possibility for noticing an adult's act, and figuring out its purport."

লেখকের এই কৃতিত্ব আর দতার জন্য তিনি কিন্তু এর জন্য কোনো 'মিরাকল পাওয়ার'-এর বহিঃপ্রকাশবলে দাবি করেননি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অনেক'অসম্ভবকে'ই 'সম্ভবের গণ্ডি'তে আবদ্ধ করা সম্ভব।

(৩) গণিত নিয়ে যাদের অল্প-বিস্তর লেখাপড়া আছে তারা অবশ্যই 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা' সম্পর্কেঅবগত আছেন। এই রাশিমালা আমাদের সামনে প্রকৃতি মাতার অপার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেদিচ্ছে ধীরে ধীরে। 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা'র জন্মদাতা ইতালির নাগরিক Leonardo Pisano (১১৭৫-১২৫০) মৃত্যুর আগে একদা তাঁর তৈরি রাশিমালা নিয়ে জিজ্ঞাস্য হলে রহস্য করে বলেছিলেন, 'প্রকৃতির মূল রহস্য এই রাশিমালাতে আছে।'[7] কি সেই রহস্য? সেটা জানার আগে এক ঝলক রাশিমালাটা দেখে নিই : আমাদের প্রচলিত ডেসিমেল পদ্ধতির রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭,৮, ৯। এভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক রাশিমালা হচ্ছে ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ইত্যাদি।আর ফিবোনাক্কি রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭,৬১০, ৯৮৭ ... ইত্যাদি। অর্থাৎ ফিবোনাক্কির রাশিমালাটা তৈরি হয়েছে প্রথম দুইটি রাশির যোগফলসমান পরবর্তী রাশি; ০ + ১ = ১, ১ + ১ = ২, ২ + ১ = ৩, ৩ + ২ = ৫, ৫ + ৩ = ৮, ৮ + ৫ = ১৩, ৮ +১৩ = ২১ ইত্যাদি। এভাবে অদ্ভুত নিয়মে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে এই রাশিমালার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষকরা যায়, যথা : এ রাশিমালার যে কোন চারটি সংখ্যা নেওয়া হলে প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফলেরসাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করা হলে ফলাফল অবশ্যই সবসময় ঐ চারটি সংখ্যারপ্রথমটি হবে। ধরা যাক চারটি ফিবোনাক্কি রাশি ২, ৩ , ৫, ৮। প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফল (২ +৮) ১০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল (৩ + ৫) ৮ বিয়োগ করলে বিয়োগফল হচ্ছে ২, যা কিনাআমাদের ধরে নেওয়া চারটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যা। আমরা সাধারণত ডেসিমেল পদ্ধতিতে হিসেব করেএতো অভ্যস্ত যে, কোন কিছুর গণনায় ডেসিমেল সংখ্যা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) দ্বারাই কোনকিছুর হিসেব করে থাকি; যেমন ঘড়ি দ্বারা সময় নির্ণয়, টাকা-পয়সার লেনদেন, বাজার-সদাই ইত্যাদি।কিন্তু বিস্ময়করভাবে প্রকৃতির নানা স্তরে ফিবোনাক্কি রাশিমালার ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে, যেমন : সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি বিন্যাসে, ক্যকটাস গাছের পুরুত্বে, পাইন গাছের মোচায় ফিবোনাক্কি রাশিমালারসংখ্যা পাওয়া যায়। শামুকের যে স্পাইরাল দেখা যায় সেখানেও ফিবোনাক্কির রাশিমালার উপস্থিতির য়েছে। শীতের সময় আমাদের দেশে সুদূর সাইবেরিয়া হতে 'অতিথি পাখি' ঝাকে ঝাকে আসে।পাখিদের নিজেদের অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দিলে স্থান পরিবর্তন করে তারা অন্য শৈত্য এলাকায়গমন করে। এই অতিথি পাখির ঝাক গণনা করে দেখা গেছে তাদের একেকটি ঝাকে ২১টি পাখি থাকে,২২ বা ২৩টি পাখি

থাকে না। মজার ব্যাপার ফিবোনাক্কি সিরিজে ২১ সংখ্যাটি রয়েছে, ২২ বা ২৩সংখ্যা নেই। মৌমাছিদের জীবনযাত্রায়ও রয়েছে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি। মৌমাছিরা সাধারণতকলোনি করে থাকে। প্রতিটি কলোনিতে একটি পুরুষ মৌমাছির পিতা-মাতা ১ জন, দাদা-দাদী ২ জন,প্রপিতা-মাতা ৩ জন, প্রপিতা-মাতার পিতা-মাতা ৫ জন এবং এদের পিতা-
মাতা ৮ জন। এভাবে ক্রমেইমৌমাছির বংশতালিকায় ফিবোনাক্কি রাশিমালার সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়।

সুখের সংবাদ প্রকৃতির এতো বৈচিত্রময় স্থানে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি দেখা গেলেও এখনপর্যন্ত এই রাশিমালাকে এর জন্মদাতা ফিবোনাক্কি বা অন্য কেউ 'অলৌকিক রাশিমালা' বলে দাবিকরেননি।

(৪) ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার পর সেখানকারজনসাধারণের মধ্যে '১১' সংখ্যাটি নিয়ে একটি অতিলৌকিক-
আধোভৌতিক পটভূমি তৈরির চেষ্টাহয়েছিল। এ পটভূমির উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন ইজরাইলের সাবেক গুপ্তচর, সাবেক জাদুকর এবংবর্তমানে অতীন্দ্রিয় মতার সম্রাট হিসেবে (কু)খ্যাত ইউরি গ্যালার[8] ; তিনি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরপরইসবাইকে (বিশেষ করে আমেরিকানদের) উপদেশ দান করেন প্রত্যেকেই যেন প্রতিদিন ১১ সেকেন্ড করেপ্রয়োজন মত প্রার্থনা করেন।[9] কারণ তাঁর মতে :
'১১ হচ্ছে একটি রহস্যময় সংখ্যা, এর মধ্যেঅপ্রাকৃত গোপন নানা তথ্য লুকানো রয়েছে এবং এ সংখ্যা দুনিয়ার পার্থিবতা এবং অপার্থিবতারসংযোগ সেতু।' ইউরি গ্যালার শুধু বক্তব্য দান করেই ক্ষান্ত হননি, ৯/১১-
এ ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলারসাথে '১১' সংখ্যাটির একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। নীচে তাঁর আবিষ্কৃত সম্পর্কটির উল্লেখযোগ্য অংশতুলে ধরা হল[10] :

- সন্ত্রাসী হামলার তারিখ ৯/১১ : ৯+১+১=১১।
- ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিন : ২+৫+৪=১১।
- ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে।
- ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১+১+৯=১১। রাষ্ট্রীয় কোডটি উল্টো করে গণনাকরলে হামলার তারিখটি আবার সামনে চলে আসে। [উপরোক্ত তথ্য মিথ্যা। ইরানের রাষ্ট্রীয়কোড ৯৮ অর্থাৎ ৯+৮=১৭ এবং ইরাকের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৪ অর্থাৎ ৯+৬+৪=১৯, সৌদিআরবের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৬ অর্থাৎ ৯+৬+৬=২১]
- আক্রমণস্থল টুইন টাওয়ার দেখতে ইংরেজি ১১-এর মত।

- প্রথম আক্রমণকারী বিমান : 'ফাইট-১১।' আমেরিকার এয়ারলাইন্সকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে'AA' বলা হয়। এই 'AA' ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, পাশাপাশি সাজালে ১১।

- ইংরেজি 'Afghanistan' শব্দটিতে ১১ অর রয়েছে।

- ইংরেজি 'New York City' শব্দটিতে ১১ অর রয়েছে। আমেরিকাতে 'New York' ১১তমরাজ্য। [নিউইয়র্কের সাথে 'City' শব্দ জুড়ে দিয়ে ১১টি অর গণনা করা হয়েছে, কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে 'Country' শব্দ ধরা হয়নি।]

- ইংরেজি 'The Pentagon' শব্দটিতে ১১ অর রয়েছে।

- এছাড়া ইংরেজি 'George W. Bush', 'Bill Clinton', 'Saudi Arabia', 'Colin Powell'শব্দগুলিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।

(৫) সংখ্যা দিয়ে বিন্যাস-সমাবেশ করে ধর্মগ্রন্থকে অলৌকিক দাবি করার অভ্যাস বেশ পুরানো। রুশ বংশোদ্ভূত গণিতবিদ এবং খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক ড. ইভান পেনিন (১৮৫৫-১৯৪২) একদা দাবিতুলেছিলেন বাইবেল 'ধর্মগ্রন্থটি ৭ সংখ্যা দ্বারা চমৎকারভাবে আবদ্ধ।'[11] বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট)প্রথম আয়াত : 'In the beginning God created the heavens and the earth.' (সৃষ্টির শুরুতেইঈশ্বর আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করলেন)। (জেনেসিস, ১:১)। উক্ত আয়াতে হিব্রু ভাষায় ৭টি শব্দ আছেএবং ২৮টি অর আছে (৭×৪)। তিনটি বিশেষ্য (noun) রয়েছে যথা ঈশ্বর (God), আসমান (heavens),জমিন (earth)। হিব্রু ভাষায় যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই, বর্ণগুলোর যোগফলই হচ্ছে সংখ্যা মান(numeric value)। তাই এই আয়াতের তিনটি বিশেষ্যের সংখ্যামান হচ্ছে ৭৭৭ (৭×১১১)। আয়াতটিরক্রিয়াপদ 'created'-এর সংখ্যা মান হচ্ছে ২০৩ (৭×২৯)। আয়াতটির Object হচ্ছে প্রথম তিনটি শব্দ'In the beginning'; ১৪টি বর্ণ দিয়ে গঠিত (৭×২) এবং বাকি চারটি শব্দও (Subject) ১৪টি বর্ণেগঠিত। হিব্রু ভাষায় আয়াতটির চতুর্থ ও পঞ্চম শব্দদ্বটিও ৭টি বর্ণে গঠিত। ক্রিয়াপদ 'created'-এরপ্রথম, মধ্যম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৩ (৭×১৯)। আয়াতের সব কটি শব্দের প্রথম এবং শেষবর্ণের সংখ্যা মান ১৩৯৩ (৭×১৯৯)। বাইবেলের মধ্যে লেখক হিসেবে ২১ জন ব্যক্তির নাম রয়েছে(৭×৩)। হিব্রু ভাষায় তাঁদের নামের সংখ্যা মান ৭ দ্বারা বিভাজ্য। এই ২১ জনের মধ্যে ৭ জনের নামরয়েছে নিউ টেস্টামেন্টে, যথা : Moses, David, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea and Joel। এই৭টি নামের সংখ্যা মান হল ১৫৫৪ (২২২×৭)। ডেভিড নামটি পাওয়া যায় ১১৩৪ বার (১৬২×৭) ।বাইবেলে 'seven-fold' শব্দগুচ্ছটি (phrase) ৭ বার রয়েছে, '৭০' এসেছে ৫৬ বার (৭×৮), ঈশ্বর সৃষ্টিরজন্য ৭ দিন সময় নিয়েছেন, ইজরায়েলিরা ৭ দিনে ৭ বার মার্চ করেছে জেরিকোর দিকে। শেষ গ্রন্থ'প্রকাশিত কালাম' (Revelation)-এ রয়েছে ৭ জন পবিত্র আত্মা ৭টি তূর্য (trumpet) নিয়ে ঈশ্বরেরসামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাছাড়া রয়েছে ৭টি স্বর্গের বাতির স্ট্যান্ড, ৭টি চার্চ, ৭টি তারা, ৭জন রাজা, ৭টিপাহাড়।[12] আবার Psalm

118 অধ্যায় সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে, এটি বাইবেলের মাঝের অধ্যায়।Psalm
117 অধ্যায়টি সর্বকণিষ্ট এবং Psalm 119 অধ্যায়টি সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়। Psalm
118অধ্যায়ের আগে ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে এবং Psalm
118 অধ্যায় পরে আরো ৫৯৪টি অধ্যায়রয়েছে।[13]

এক নজরে রাশেদ খলিফা

জন্ম : নভেম্বর ১৯, ১৯৩৫ (মিশর)

মৃত্যু : জানুয়ারি ৩১, ১৯৯০ (বয়স ৫৪)

জাতীয়তা : মিশরীয়- আমেরিকান

পেশা : জৈব- রসায়নবিদ

ধর্মীয় বিশ্বাস : ইসলাম, United Submitters International (USI)

জীবন- বৃত্তান্ত : রাশেদ খলিফা (Rashad Khalifa) কায়রোর এইন শামস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেস্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উচ্চশিা লাভের জন্য ১৯৫৯ সালে আমেরিকাতে আসেন এবং ১৯৬৪ সালেক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন জৈব- রসায়নবিদ্যায়।১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি প্রায় বছর খানেক লিবিয়া সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। পরবর্তীতে রসায়নবিদ হিসেবে জাতিসংঘের অধীনে ভিয়েনাতে শিল্প উন্নয়ন সংস্থায়যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯৮০ সালের দিকে সিনিয়র রসায়নবিদ হিসেবে আমেরিকারএরিজোনা রাজ্যের সরকারি রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশটির মতবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, নিজে কোরান অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে এবং ধর্মবিষয়কবিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থের নাম : 'The Computer Speaks: God's Message to the World' রাশেদ খলিফার লেখা গ্রন্থ, আর্টিকেল বা গবেষণাসম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ঠিকানায় : International Community of Submitters (ICS), P.O. Box 43476, Tucson, AZ 85733 এবং ওয়েব সাইট http://www.submission.orgI

রাশেদ খলিফা ইসলাম ধর্মে 'United Submitters International' নামে নতুন একটি ধর্মীয় গ্রুপপ্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অনুসারীরা নিজেদের 'মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দেবার পরিবর্তে'Submitter' এবং ইসলাম শব্দের পরিবর্তে 'Submission' শব্দ ব্যবহার করেন। রাশেদ খলিফা ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস : (১) আল-কোরান'ই একমাত্র গ্রহণীয় ধর্মগ্রন্থ। তবে এটিওবিকৃতির হাত থেকে রা পায়নি। (২) নবী মুহাম্মদের সুন্নাহ পুরোপুরি বাতিল; ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথাহিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) যে হাদিসগুলো সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ সেগুলোও বাতিল। (৪) রাশেদ খলিফা নবী মুহাম্মদের পরে ইসলাম ধর্মের একজন রসুল। (৫) তাঁরা নবী ইব্রাহিমের রীতিঅনুসরণ করে প্রার্থনা করে থাকেন (দ্রষ্টব্য : http://www.submission.org/salat-how.html); যদিও তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস নেই যে নবী ইব্রাহিম কিভাবে প্রার্থনা করতেন।

রাশেদ নিজের ইংরেজি অনুবাদকৃত কোরানের 'সুরা ফুরকান', 'সুরা ইয়াসিন',
'সুরা শুরা' এবং'সুরা তাক্ভির'-
এর আয়াতে নিজের নাম ঢুকিয়ে তাঁর বক্তব্যের 'ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা' আদায়েরচেষ্টা করেছেন। কোরা নের আয়াতগুলি হচ্ছে: We have sent you (Rashad) as a deliverer of good news, as well as a warner. [25:56] (দ্রষ্টব্য: http://www.submission.org/suras/sura25.html); Most assuredly, you (Rashad) are one of the messengers. [36:3]
(দ্রষ্টব্য: http://www.submission.org/suras/sura36.html); Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts. [42:24]
(দ্রষ্টব্য:http://www.submission.org/suras/sura42.html); Ges Your friend (Rashad) is not crazy. [81:22]
(দ্রষ্টব্য: http://www.submission.org/suras/sura81.html)। অথচ ইউসুফ আলী,পিকথাল, শা কির-
এর মত বিশ্বখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ও আমাদের দেশের বাংলা অনুবাদকেরকেউই এই আয়াতগুলি তে 'Rashad' শব্দটি ব্যবহার করেননি। (দ্রষ্টব্য: http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/)। তিনি দাবি করেন :
"ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ 'শেষ নবী' (last Prophet) হলেও শেষ রসুল(last messenger) ছিলেন না। কোরানের ৩৩ নং সুরা আহজাবের ৪০ নম্বর আয়াতে মুহাম্মদকে(সাঃ) শেষ নবী বলা হলেও শেষ রসুল বলা হয়নি। আল্লাহ্ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্যে থেকেরসুল মনোনীত ক রেন। (সুরা ২২, হজ, আয়াত ৭৫)।" এরপর নিজেকে 'রসুল' বলে দাবি করেকোরানের সুরা আল-ই-ইমরান-
এর ৮১ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করেন, যেখানে আল্লাহ্ ভবিষ্যতেএকজন রসুল পাঠানোর ঘোষণা দি য়ে রেখেছেন। আর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াতকে (১২৮ও ১২৯)
'মিথ্যে দাবি' করে তাঁর নিজের অনুবাদের কোরান থেকে বাদ দিয়ে দেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, রাশেদ খলিফার এসব দাবি-
বক্তব্য সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করেকট্টরপন্থীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের প্র থম দিকে রাশেদ প্রথাগতমুসলমানদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছান।

১৯৬৯ সালের দিকে রাশেদ খলিফা কোরান শরিফের শব্দমালা, অক্ষর-
বর্ণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্যএকটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে ঘোষ ণা করেন : তিনিকোরানের ৭৪ নং সুরা মুদ্দাচ্ছির-
এর ৩০ নং আয়াতে উল্লেখিত '১৯' থেকে এমন একটি গাণিতিকথিওরি আবিষ্কার করেছেন যা কোরান কে একদম 'অলৌকিক' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে; যেমন তাঁরদাবি হচ্ছে :
'কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, কোরানের আয়াত সংখ্যা৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। কোরানে উল্লেখ করা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শব্দের মধ্যে১৯টি অর রয়েছে। কোরানের প্রথম ওহি ৯৬ নং সুরা আলাক-

এ ১৯টি শব্দ রয়েছে, ঐ সুরাআলাকটি শেষের দিক থেকে গণনা করলে ১৯তম অবস্থানে রয়েছে; এ
বং সর্বশেষ ওহি (১১০) সুরানাসর-
এর প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।' ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য: http://www.submission.org/quran/ap
p1.html) l

রাশেদ খলিফার এই দাবি প্রথম দিকে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি।১৯৮০
সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'Scientific American'-
তে 'কোরানেরকৌশলী পাঠ' বলে প্রথম মন্তব্য প্রদান করেন আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ-
বিজ্ঞানী মার্টিনগার্ডনার (Martin Gardner) l (দ্রষ্টব্য: Martin Gardner, The numerology of
Dr. Rashad Khalifa-Scientist, Skeptical Inquirer, Sept-Oct,
1997) l মার্টিন গার্ডনার পরে আরওবিস্তারিতভাবে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ণ ক
রেন। তিন বছর পর ১৯৮৩সালের এপ্রিল মাসে কানাডার 'Council on the Study of
Religion' তাদের 'Quarterly Review' পত্রিকায় রাশেদ খলিফা আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করে : "
an authenticating proof of the divine origin of the Quran."

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রথম মিশরের ÔAkher
Sa'aÕ ম্যাগাজিনে রাশেদ খলিফার গবেষণারখবর প্রথম প্রকাশ করে। একই পত্রিকায় নভেম্বর ২৮, ১
৯৭৩ এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ঐগবেষণার আপডেট প্রকাশ করা হয়। এরপর সারা বিশ্বেই বি
ভিন্ন ভাষার পত্র-
পত্রিকা, ম্যাগাজিন,বইয়ে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়
।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে 'ইসলাম ধর্মের রসুল' দাবিকারী রাশেদ খলিফার বিরুদ্ধে ১৬ বছরেরএ
ক মেয়েকে 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ-
উত্যক্ত' করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিণীর দাবি,জাতিসংঘের একটি গবেষণা প্রজেক্টে কাজ ক
রার সময় রাশেদ খলিফা তাঁর উপর 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ' চালিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে রাশেদ খলিফা আমেরিকার ÔNational Academy of ScienceÕ-
এর বিরুদ্ধে ৩৮মিলিয়ন ডলারের মামলা করেন ÔScience and
CreationismÕ নামক বিবর্তনবাদের ওপর গ্রন্থপ্রকাশের জন্য, যে গ্রন্থে বলা হয়েছে, ÒEvolution is
a Godless process." পরবর্তীতে অবশ্যরাশেদ খলিফার এ মামলা কোর্টে টেকেনি।

১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারি আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের টুকসন মসজিদের ভিতর ৫৪ বছরবয়সী
রাশেদ খলিফার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর সারা শরীরে ছুরি দিয়ে ২৯ বার জখম করাহয়েছিল এবং
চেহারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে মুখমণ্ডল দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। রাশেদেরহত্যাকারী হিসেবে
আমেরিকার 'জামাতুল ফুরকা' নামের একটি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনেরদিকে অভিযোগের আঙুল
ওঠে।

স্বীকার করছি, আমরা এই প্রবন্ধের লেখক দুজনের কেউই হিব্রু ভাষা জানি না। তাই উপরোক্ত হিব্রুভাষার দাবিগুলো যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পে সম্ভব নয়। খ্রিস্টানদের দাবিকৃত 'মিরাকল ৭'ভাষ্য তুলে দেওয়ার কারণ হল পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটানো, তাদের চিন্তার খোরাকযোগানো।

কোরান সম্পর্কে রাশেদ খলিফার অভিমত হচ্ছে :
"কোরান হলো আল্লাহর 'ফাইনাল টেস্টামেন্ট'। নবীমুহাম্মদের মৃত্যুর পর কোরানে মিথ্যা আয়াত ঢুকিয়ে বিকৃত করা হয়েছে, সময়ানুসারে কোরানের সুরাসাজানো হয়নি। খলিফা ওসমান কোরান সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন সাহাবিদেরদিয়ে, তাঁরা ভুল করেছেন। হজরত আলী কোরান সংকলন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন।কিন্তু কোরানকে বিকৃতির হাত থেকে রা করা যায়নি। তারপর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মারওয়ান ইবনে আলহাকাম (মৃত্যু ৬৫ হিজরি/৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) হজরত ওমরের কন্যা হাফসার কাছে রতি নবী মুহাম্মদের নিজহাতে লেখা 'প্রকৃত কোরান' ধ্বংস করে ফেলেন। আজকে সারা বিশ্বে মোটামুটি একই স্টান্ডার্ডেরকোরান অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা তৈরি হয়েছিল মিশরের কায়রোতে ১৯২৪ সালে। হজরতওসমানের সময়কার সংকলিত কোরানের দুটি কপি পাওয়া গেছে উজবেকিস্তান (তাশখন্দ শহর) এবংতুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর থেকে; এগুলি থেকে দেখা গেছে এখানেও মনুষ্যকৃত ভুল রয়েছে। ১৯২৪ সালেরমিশরীয় সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হয়। এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ কোরানের আরেকটি সংস্করণ বেরকরেন। আজকে কোরানের সকল মাসহাফকে যে একই রকম বলে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। বিভিন্নপার্থক্য নিয়ে পৃথক রকমের কোরানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল।"[14] তাই বিকৃত হয়ে যাওয়াকোরানকে উদ্ধার করে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর জন্য নিজ উদ্যোগে রাশেদকোরানের নতুন একটি অনুবাদ তৈরি করেন।

রাশেদ খলিফার কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য, নতুন ধর্মমত তৈরি, নিজেকে রসুল বানানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্টই ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও উনিশ মিরাকল সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপনভঙ্গি চমৎকার। কোরানে মিরাকল রয়েছে বলে যে 'হিসাব' তিনি দেখিয়েছেন তা প্রথম দেখাতেমুসলমান-অমুসলমান অনেককেই বিভ্রান্ত করতে পারে। হুট করে এই মিরাকলের পিছনের কারিগরিবোঝা কারো কারো কাছে অসম্ভব। রাশেদ খলিফার কোরানের ১৯ মিরাকল নিয়ে বাংলা ভাষায়কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যেমন

: মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত 'আল-
কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ' নামক দুইখণ্ডের বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল।[15]
 লেখকের উচ্চ প্রশংসা করেবইটির প্রথমেই একটি অভিমত দিয়েছেন মাসিক মদীনা'র সম্পাদক, বাংলা
দেশের বিশিষ্ট আলেমমাওলানা মুহিউদ্দীন। ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত 'কমপিউটার ও আল কুর
আন' নামকবইটিতে স্থান পেয়েছে ১৯-এর ম্যাজিক।[16] আল-
কোরআন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজমুনির উদ্দীন আহমদ কোরানের একটি বাংলা অনুবাদ
করেছেন।[17] কোরানের বাংলা অনুবাদেরপ্রথমে তিনি রাশেদ খলিফার ১৯ ম্যাজিক হাজির করেছেন ভক্তি
তে আপ্লুত হয়ে। এছাড়া বিভিন্ন মফস্বলশহরের স্থানীয় পত্র-
পত্রিকা, চটি বইয়ে এই ১৯ ম্যাজিকের গল্প বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের একটিমফস্বল শহরে বিজ্ঞান
আন্দোলন করতে গিয়ে কতশত বার এই '১৯ ম্যাজিক' প্রশ্নের মুখোমুখি হতেহয়েছে তা আর বলার অপো
রাখে না। আজকের এই প্রবন্ধটিতে 'আল-
কোরানের উনিশ ভোঁজাভাজি'নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করা হবে, যুক্তিবাদী মন নিয়ে উদ্ঘাটন করা হবে রাশে
দ খলিফা ঘোষিত'কোরানের গ্রেট মিরাকল' ৭৪:৩০ নং আয়াতের যথার্থতা।

রহস্যের চাবিকাঠি : কোরানের ৭৪:৩০ নং আয়াত

দাবি : "সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল-
কোরানে উনিশ সংখ্যার ফর্মুলার কথাবলা হয়েছে।"

৭৪:৩০ নম্বর আয়াত : "আ'লাইহা তিসআ'তা আ'শারা"–
অর্থাৎ ইহার উপর উনিশ। এ বাক্যাংশে'ইহার' বা 'তাহার' কথাটি রয়েছে। এখন 'ইহার' বা 'তাহার' দ্বারা
কি বা কাকে বোঝানো হচ্ছেজানতে হলে অবশ্যই এর আগের-
পরের বাক্যগুলোতে ফিরে যেতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। মনেরাখতে হবে এ আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে
নাযিল হয়নি। আর বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটা আয়াতকে এভাবেউপস্থাপন করলে কি দাড়ায়, দেখা যাক :
'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।'
(১০৩:২)। এইআয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে এর অর্থ যা দাঁড়ায় তা অর্থহীন এবং ঐ সুরার মূল
ভাবের সাথেসাংঘর্ষিক। এবার এর আগের ও পরের আয়াত দেখি :
'শপথ যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে,তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে।' অর্থাৎ এখানে
বোঝানো হচ্ছে সকল মানুষ নয় বরং যারাআল্লাহতে ঈমান আনেনি তারাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে কোরানে
র আয়াতগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবেউপস্থাপন করলে তা অনেক ক্ষেত্রে কোরানের মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক,
অবাস্তব, অর্থহীন, হাস্যকরহয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা যদি সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতটির অর্থ বুঝ
তে চাই তবে অবশ্যই এইআয়াতের আগের ও পরের আয়াত আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে বিস্তারিতভাবে এখানে সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-
৩১নং আয়াত বিভিন্ন প্রসিদ্ধঅনুবাদকের অনুবাদ ও সেই সাথে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসিরকারকদের তফসির তুলে ধরা হলো :

(১) আল-কোরানের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকীর সুরা মুদ্দাচ্ছিরের২৭-
৩১নং আয়াত অনুবাদ করেছেন এভাবে :

074.027
YUSUFALI: And what will explain to thee what Hell-Fire is?

PICKTHAL: - Ah, what will convey unto thee what that burning is! -

SHAKIR: And what will make you realize what hell is?

074.028
YUSUFALI: Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!-

PICKTHAL: It leaveth naught; it spareth naught

SHAKIR: It leaves naught nor does it spare aught.

074.029
YUSUFALI: Darkening and changing the colour of man!

PICKTHAL: It shrivelleth the man.

SHAKIR: It scorches the mortal.

074.030
YUSUFALI: Over it are Nineteen.

PICKTHAL: Above it are nineteen.

SHAKIR: Over it are nineteen.

074.031
YUSUFALI: And We have set none but angels as Guardians of the Fire; and We have fixed their number only as a trial for Unbelievers,- in order that the People of the Book

may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith,- and that no doubts may be left for the People of the Book and the Believers, and that those in whose hearts is a disease and the Unbelievers may say, "What symbol doth Allah intend by this?' Thus doth Allah leave to stray whom He pleaseth, and guide whom He pleaseth: and none can know the forces of thy Lord, except He and this is no other than a warning to mankind.

PICKTHAL: We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number have We made to be a stumbling-block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.

SHAKIR: And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the book may be certain and those who believe may increase in faith, and those who have been given the book and the believers may not doubt, and that those in whose hearts is a disease and the unbelievers may say: What does Allah mean by this parable? Thus does Allah make err whom He pleases, and He guides whom He pleases, and none knows the hosts of your Lord but He Himself; and this is naught but a reminder to the mortals.

ইংরেজি অনুবাদকগণ স্পষ্টই বলেছেন সুরা মুদ্দাচ্ছিরে ৩০নং আয়াতটিতে শুধুমাত্র দোজখের উনিশজনফেরেশতার সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

(২) উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আশরাফ আলি থানভী কর্তৃক রচিত 'বয়ানুল কোরআন'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে রয়েছে[18] :

"আপনি জানেন কি দোজখ কি বস্তু?
(২৭) উহা (কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করার পর অদগ্ধ) থাকিতেদিবে না—এবং (অনাগত কোনও কাফের কে বাহিরে) ছাড়িবে না। (২৮) উহা (পোড়াইয়া) দেহেরসৌষ্ঠব বিকৃত করিয়া দিবে। (২৯) উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন। (৩০) আর আমিদোজখের কর্মচারী কেবল ফেরেশ্তাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর আমি তাহাদের সংখ্যা এইরূপেরাখিয়াছি যাহা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, (আর এই জন্য) যেন বিশ্বাস করে—কিতাবীগণ এবংঈমানদারদের ঈমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। (৩১)।"
(সুরা ৭৪, মুদ্দাচ্ছির, আয়াত ২৭-৩১)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নং আয়াতের অনুবাদে উল্লেখ করাই আছে:
'উহার উপরউনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন।' অর্থাৎ দোজখের বর্ণনার মধ্যে যে 'উনিশ' রয়েছে তা কোনোকোরানের অলৌকিক ফর্মুলা বা কোনো কোড নয় বরং দোজখের শাস্তি প্রদানকারী উনিশজনফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যা ৩১নং আয়াত পড়লেই বুঝা সম্ভব।

এবার এই আয়াতগুলির শানে নুজুল লক্ষ্য করি :

"৩০নং আয়াতটি শ্রবণ করিয়া আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফের বলিয়া উঠিল, হেকোরাইশ জাতি! তোমরা ইহাতে ভীত হইও না। আমি দশজন ফেরেশ্তাকে ডান বাহু দ্বারা এবংনয়জনকে বাম বাহু দ্বারা পরাজিত করিয়া দিব। অন্য রেওয়াতে আছে, এই আয়াতটি শুনিয়া আবু জাহালবলিল, ভয় কিসের? ফেরেশ্তারা মাত্র উনিশজন। তোমরা সংখ্যায় অনেক রহিয়াছ। প্রতি দশজন মানুষওকি একজন ফেরেশ্তাকে হঠাইয়া দিতে পারিবে না? এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়। (দ্রষ্টব্য : ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ (বয়ানুল কোরআনের সংপ্তি অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৯৪২)।

শানে-
নুজুল থেকে এটা পরিষ্কার যে রাশেদ খলিফা প্রদত্ত 'মিরাকল উনিশ' আয়াতটিতে দোজখের শাস্তিপ্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথাই বলা হয়েছে এবং এটা বলার জন্যই এ আয়াতগুলো রচিতহয়েছে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কোরানে যদি কোনও সংখ্যার ফর্মুলা (মিরাকল বা ম্যাজিক ইত্যাদি)থাকে তবে তা দোজখের মধ্যে বর্ণিত হবে কেন? এটা তো একটি সুসংবাদ, যা বেহেশতের বর্ণনাতেথাকাই স্বাভাবিক ছিল।

(৩) আলহাজ্জ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী 'বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে[19] :

"(২৭) তুমি কি বুঝ?—এই ছাকার কি?
(২৮) এমন আগুন—যা কিছুই বাকী রাখবে না, এবং ছাড়বেওনা। (২৯) মানুষকে ঝলসে দেবে। (৩০) সে খানে উনিশ জন রয়েছে। (৩১) ফিরেশতাদের ছাড়া কাউকেজাহান্নামে মোতায়েন করিনি। আমি তাদের সংখ্যা স্থির করেছি-শুধু কাফিরদের পরীক্ষার জন্য!"

(৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও বহু গ্রন্থ-
প্রণেতা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনূদিত 'তফসীরমাআরেফুল ক্বোরআন'-
এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে[20] :

"(২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি?
(২৮) এটা অত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে দগ্ধকরবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছেন উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি।"

এখানেও দেখা যাচ্ছে অনুবাদক স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, এখানে 'উনিশ' দ্বারা কোনো ফর্মুলা নয় বরংউনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে।

তফসীরকারক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,
"তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহ্লের উক্তিরজওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশজন ফেরেশতা,তখন কোরায়শ যুবকদের সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশজন। অতএব, তারসম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পরজনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনেরজন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়েউনিশের কিস্সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় :আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যযথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা।তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা

নিয়োজিত আছেন, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।”
(দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুলক্কোরআন, পৃষ্ঠা ১৪২১)।

অর্থাৎ ‘উনিশ’ সংখ্যাটা যে ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

(৫) নাসিম উদ্দিন আহমদ কর্তৃক অনূদিত কোরান শরিফের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে ‘উনিশ’-এরব্যাখ্যায় (পাদটীকায়) বলা হয়েছে[21]: ‘জাহান্নামের উনিশ জন রক্ষক।’–‘Nineteen guardians of the Fire.’

(৬) সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী-এর ‘তাফহীমুল কুরআন’-এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াতঅনুবাদ করা হয়েছে[22]: “(২৭) আর তুমি কি জান, সেই দোযখটি কি?
(২৮) উহা কাহাকে জীবিতরাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছাড়িয়া দেয় না। (২৯) চামড়া ঝলসাইয়া দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারীসেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা উহা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদিগকে বানাইয়াছি। আরতাহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরী া- মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছি।”

তফসীরে বলা হয়েছে : “লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর মুখে শুনিতে পাইয়াছিল যে, দোযখেরকর্মচারীর সংখ্যা হইবে মাত্র উনিশ জন। এই কথা শোনা মাত্রই তাহারা এই কথার উপর ঠাট্টা-বিদ্রুপকরিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, এই কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, একদিকে আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আদম (আ) হইতেকিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ কুফরী ও নাফরমানী করিয়াছে তাহারা সকলেই দোযখে নিপ্তি হইবে।আবার সেই সঙ্গেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, এতবড় একটা বিশাল-বিরাট দোযখে এত অসংখ্যমানুষকে আযাব দেওয়ার কাজে মাত্র ১৯ জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে! এই কথায় কুরাইশ সরদাররাপ্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভাঙিয়া পড়িল। আবূ জেহেল বলিল :
‘ভাই সব! তোমরা কি এতই দুর্বল ও অর্থবহইয়াছ যে, তোমরা দশ-দশ জন লোক মিলিয়াও দোযখের এক একজন কর্মচারী ও সিপাহীর মুকাবিলাকরিতে পারিবে না?’ বনু জুমাহ গোত্রের একজন পাহলোয়ান বলিয়াই ফেলিল :
‘১৭ জনের সহিত তোআমি একাকীই মুকাবিলা করিব, অবশিষ্ট দুই জনকে তোমরা কাবু করিয়া লইবে।’ এই ধরনের অত্যন্তহাস্যকর কথাবার্তার জওয়াবে এই বাক্যটি একটি মধ্যবর্তী কথা হিসাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।” (দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, ১৮-শ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)।

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোরান শরিফের অনুবাদে সুরা মুদ্দাচ্ছির এর ২৭-
৩১ নম্বর পর্যন্তআয়াত অনুবাদ করা হয়েছে এ রকম[23]: "(২৭) তুমি কি জান সাকার কী?
(২৮) উহা উহাদিগকেজীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। (২৯) ইহা তো গাত্রচর্ম দ
গ্ধ করিবে। (৩০) সাকার-
এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশ জন প্রহরী। (৩১) আমি ফিরিশ্তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামেরপ্রহরী; কাফি
রদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি।"

(৮) সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-
এ এইআয়াতগুলো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[24] :
"দোযখের প্রহরী থাকে 'উনিশ জন'। এই ফেরেশতারা ব্যক্তি নাগোষ্ঠী, তা আমরা জানি না।"
(পৃষ্ঠা ২৩৩)। "মোশরেকরা যে উনিশ জনকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরুকরেছিল তার রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে,
'আমি দোযখের দায়িত্বশীল হিসেবেফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিযুক্ত করিনি।" (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখলাম সকল ইসলামি চিন্তাবিদ, তফসীরকারকের মতানুসারে সুরামুদ্দা
চ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'উনিশ' কোনো ফর্মুলা বা কোড নয়। বরং তা দ্ব্যার্থহীনভাবেদোজখের (সা
কার) প্রহরী উনিশজন ফেরেশতার কথা বোঝাচ্ছে।

কোরানের সুরা সংখ্যা

দাবি : "কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।"

বর্তমানে বহুল প্রচলিত কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ হলেও অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ খলিফা উসমানের'
কোরান সংকলন কমিটি' কর্তৃক প্রণীত কোরানের সুরা সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে আসছেন।তাঁরা সু
রা ফালাক ও নাস কোরানের অংশ বলে মনে করেন না। তারা বলেন :
"একটা কেশে কয়েকটিগ্রন্থি দিয়ে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) ন্যায় মহারাসুলের দিব্য জ্ঞানের বিকা
র ঘটানো যদিলাবীদের ন্যায় একজন নগণ্য ইহুদির পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহলে জগতের অভিধান হতে 'অ
সম্ভব'কথাটা চিরকালের জন্য মুছে যাওয়া উচিৎ। কোরানের একটি আয়াতে এই মতের সমর্থন হচ্ছে-
সুরাফোরকানে বর্ণিত হয়েছে 'এবং অত্যাচারী (কাফের) গণ (মুসলমানদিগকে সম্বোধন করে) বলে, তোম
রাতো একজন জাদু ও মায়াবিষ্ট লোকের অনুসরণ করছ মাত্র। দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ উপমার
সৃষ্টি করেছে, এর ফলে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং তারা আর পথ পেতে সমর্থ হবে না।'

(১ম রুকু) এই আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে,
'হজরতকে কেউ যে জাদু করেছে', আরবের কাফেরগণই এরূপকথা বলত। এই আয়াতে ঐ প্রকার উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করে ঐ মিথ্যাপ্রচারকদিগকে অত্যাচারী ওভ্রষ্ট বলা হচ্ছে। কোরানে 'তা-হা' সুরায় হজরত মুসা এবং ফেরআওনের জাদুকরদিগের ঘটনা বর্ণনারপর বলা হয়েছে-
জাদুকরগণ কুত্রাপি সফলতা লাভ করতে পারে না।"[25]

অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদকে জাদু করা হয়েছিল এবং এ জাদু থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে সুরাফালাক ও সুরা নাস নাজিল হয়েছে, এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। মাওলানা আকরাম খাঁ হজরতমোহাম্মদ (দ.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব হওয়া সম্পর্কে বলছেন :
"এই সুরা দুটিকে (ফালাক ও নাস) অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গেছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ এবন-
মাছউদ এ সুরাদুটিকে কোরানের অংশ বলে স্বীকার করেননি। নিজের মুসাবিদায় সুরা দুটি লিপিবদ্ধ করেন নি এবংসমস্ত সাহাবীর মতের ও স্পষ্ট হাদিসগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন দৃঢ়ভাবে নিজের মত কায়েম রেখেছেন।"
(দ্রষ্টব্য : ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক, পৃষ্ঠা ১৯৪)। তাহলে সুরা ফালাক ও নাসকে সঙ্গত কারণেই বর্জনকরে আমরা কোরানের সুরা সংখ্যা ১১২টি বলতে পারি।

সুরা 'ফাতিহা' কি কোরানের অংশ, এ নিয়ে অনেক মুসলমানের মধ্যে সংশয়-
দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। এপ্রসঙ্গে যুক্তি হচ্ছে, সুরা ফাতিহা পাঠে বুঝা যায় এটা আল্লাহর কথা নয়, এটা মানুষের কথা; আল্লাহকখনো বলবেন না,
'আমাকে সরল পথ দেখাও' অথবা 'আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি এবংতোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

নবম সুরা 'তওবা' সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত বয়ানুল কোরানে রয়েছে :
"এইসুরাটি ইহার পূর্ববর্তী সুরা সুরায়ে আনফালের অংশ হওয়ার এবং স্বতন্ত্র সুরা না হওয়ার সম্ভাবনারহিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার দরুন ইহার প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা হয় নাই।"
(দ্রষ্টব্য : ছহীহ রহমানীবঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ (বয়ানুল কোরআনের সংপ্তি অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৩০৩)। এ প্রসঙ্গে তফসীরমাআরেফুল ক্বোরআন-এ উল্লেখ আছে :
"একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হত, অতঃপরঅপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষনাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাযিল হয়, নারসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্যে ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-
এরইন্তেকাল হয়। কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থেররূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সুরার বরখেলাফ সুরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাইসন্দে

হ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সুরা নয় বরং অন্য কোন সুরার অংশ। এতে এ প্রশ্নেরউদ্ভবও হ য় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সুরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সুরাআনফালের অংশ ব লাই সংগত।" (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ৫৫২)।

"সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ নালেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সুরারমাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা।" (দ্রষ্টব্য : তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পৃষ্ঠা ৫৫৩)।

তাহলে সুরা তওবা ও সুরা আনফাল একই সুরার অংশ না-কী দুটি ভিন্ন সুরা তা অমীমাংসিত।

সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ নিয়েও রয়েছে এরকম বির্তক। তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন-
এর ১৪৭৬পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে :
"এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা(কোরাইশ) সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একইসূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করানএবং সাহাবায়ে-
কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপেসন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-
এরতৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।" অর্থাৎ সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ একই সুরা না-
কী দুটি ভিন্ন সুরাতা নিয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, কোরানের সুরা সংখ্যা যেমন হতেপারে ১ ১৪টি, তেমনি তা হতে পারে ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২ বা ১১৩টি এবং সবগুলোর পক্ষেই দৃঢ় প্রমাণরয়েছে; এ বং এগুলো কোনোটাই (১১৪ ব্যতীত) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। তাই যারা কোরানেরসুরা সংখ্যা ১১ ৪টি বলেন এবং একে স্থির ধরে শুধুমাত্র ১৯ দিয়ে বিভাজ্যতার কারণে এর পিছনেঅলৌকিকত্ব খুঁজেন তা দের এ ধরনের অপচেষ্টার অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে কারও আর বাকি থাকে না।

কোরানের আয়াত সংখ্যা

দাবি :
“কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৩৩৪= ৬৩৪৬) এবং এসংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬+ ৩+ ৪+ ৬= ১৯)।”

মিশরীয় বংশোদ্ভূত রাশেদ খলিফার আবিষ্কৃত ‘উনিশ সংখ্যার মোজেযা’র অনেক একনিষ্ঠ অনুরাগীবাংলা দেশে আছেন। তাঁরা কেউবা ‘কোরানিক ১৯ সংখ্যার’ মিরাকলে আপ্লুত হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেনকোরানিক মিরাকল প্রচারের জন্য, কেউবা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কোরানকে ‘অলৌকিক’দাবি করে। বাং লাদেশে এরকম একজন অনুরাগী হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও কোরানবাংলাতে অনুবাদ করেছেন। আমরা হিসেব করে দেখেছি তাঁর অনূদিত কোরানে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭;যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনূদিত কোরানের সরল বঙ্গানুবাদেওএকই সংখ্যক আয়াত র য়েছে। ইউসুফ আলীর অনূদিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৯। মুনির উদ্দীনকি জানতেন রাশেদ খলিফা কোরানের নিজস্ব অনুবাদের নবম সুরা তওবা’তে শেষের দুটি আয়াত (১২৮ও ১২৯) কেটে বাদ দিয়েছেন ? কারণ (তাঁর মতে):
“উক্ত আয়াত দুটি মিথ্যা। সুরা তওবা মদিনাতেনাযিল হয়েছিল আর ঐ শেষের আয়াত দুটি অনেক আগে মক্কায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে এইআয়াত দুটি সুরা তওবার শেষে গেল কিভাবে? আবার এই আয়া তের সাী হিসেবে দুজনের কথা জানাযায়, যারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নন।”[26] ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকীরসহ স্বনামধন্য কোরানেরইংরেজি অনুবাদক সুরার তওবা’র আয়াত সংখ্যা ১২৯ দিয়েছেন। তাদের অনূদিত আয়াত দুটি নীচেতুলে দেওয়া হলো[27] :

009.128

YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.

PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.

SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129

YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"

PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

রাশেদ খলিফার অনূদিত কোরানে নবম সুরা তওবা'র আয়াত সংখ্যা ১২৭টি।[28] হাফেজ মুনিরউদ্দীনের কোরানেও সুরা তওবার শেষের আয়াত দুটি আছে : "(১২৮)
(হে মানুষ,) তোমাদের কাছেতোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সেতোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে øেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। (১২৯) এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি(তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহতায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদনেই;
(সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্রঅধিপতি।"

রাশেদ খলিফা যে কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে দাবি করলেন এবং সেই কোরানই তাঁর মতেমানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিকৃতি থেকে উদ্ধারের জন্য দুটি আয়াত কেটেকমিয়ে নিজেই নতুন করে ইচ্ছে মত কোরান অনুবাদ করছেন। পনেরশত বছর পর এই ধরনেরঅভিযানের শুদ্ধতা-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে। তবে মূলে যে রহস্য লুকিয়েরয়েছে তা হল এ রকম না হলে কোরানের অলৌকিকতা, '১৯ মিরাকল' দেখানো যাচ্ছে না।

হাফেজ মুনির উদ্দীন কোরানে আয়াত সংখ্যার যে হিসাব দিয়েছেন, তা হলো : "হজরত আয়েশা (রা.)-
এর মতে ৬৬৬৬, হজরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হজরত আলী (রা.)-
এর মতে ৬২৩৬, হজরতইবনে মাসউদ (রা.)-
এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকেরগণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হজরত আয়েশার (রা.) গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।"
(দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)।

দেখা যাচ্ছে কোথাও (রাশেদ খলিফা প্রদত্ত) কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলা হয় নাই।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম কোরানের আয়াত সংখ্যার বিষয়ে যেঅভিমত দিয়েছেন তা এরকম[29] : "কোরানের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের মত। শায়খ আদ-দানী(রা.) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একমত যে কোরানের আয়াত সংখ্যা মোটামুটি ছয় হাজারের মত। তবেতাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এই ছয় হাজারের পরে কত সংখ্যা বেশি আছে তা নিয়ে। এ বিষয়ে ছয়টিমত পাওয়া যায় :

১. পূর্ণ ছয় হাজার; না বেশি, না কম।

২. ৬ হাজার ২শত ৪টি।

৩. ৬ হাজার ২শত ১৪টি।

৪. ৬ হাজার ২শত ১৯টি।

৫. ৬ হাজার ২শত ২৫টি।

৬. ৬ হাজার ২শত ৩৬টি।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা—

৭. মুসনাদ দায়লামীর এক বর্ণনায় আছে কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২শত ১৬টি।

৮. ইবনুদ দুরীস (রা.)-এর এক বর্ণনায় জানা যায় কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত।

৯. আমাদের দেশে ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত৬৬টি।

কোরানের আয়াত সংখ্যা নির্ণয়ে এ মতবিরোধ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি উদাহরণের মধ্য দিয়েবিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাধারণভাবে গণ্য করা হয় ৭টি। কিন্তুইমাম হাসান (রা.)-এর মতে আয়াত সংখ্যা ৮টি। তিনি 'বিসমিল্লাহ'-কেও একটি আয়াত গণ্য করেছেন।আবার কারও কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৬টি। এ মতানুযায়ী ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয় মিলেএক আয়াত এবং বিসমিল্লাহ আয়াত নয়। আবার কার কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৯টি।

তবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কোরানের প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে প্রতিটি সুরার যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখিতআছে তা এক সঙ্গে যোগ করা হলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬টি আর 'বিসমিল্লাহ'-কে প্রতিটিসুরার এক একটি আয়াত গণ্য করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬+ ১১৩ = ৬৩৪৯টি।"

পৃথিবীর এতো জ্ঞানী-গুণী ইসলামি পণ্ডিত থেকে শুরু করে আলেম- ওলামা-মাওলানা কেউই কোরানেরআয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলেননি। যা রাশেদ খলিফা 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের জন্য উপস্থাপনকরেছেন। আমরা কি বলতে পারি রাশেদ খলিফা সম্পূর্ণ স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অযৌক্তিকভাবেকোরানের আয়াত সংখ্যার মনগড়া হিসাব দাখিল করেছেন; যেমন করে তিনি নিজের অনূদিত কোরানের সুরা ফুরকানের ৫৬ নম্বর আয়াত, সুরা ইয়াসিনের ৩ নম্বর আয়াত, সুরা শুরা'র ২৪ নম্বরআয়াতে এবং সুরা তাক্বিভর'র ২২ নম্বর আয়াতে ব্রাকেটে নিজের নাম 'রাশেদ' ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে'রসুল' হিসেবে প্রমাণের জন্য। দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, বাংলাদেশে মেজর জাহান মিয়া, হাফেজ মুনিরউদ্দীন আহমদের মত ইসলামি পণ্ডিতরা কি বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যার সাথে রাশেদখলিফা কৃত কোরানের আয়াত সংখ্যার গরমিল বা আয়াত কেটে কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেননা? অবগত থাকলে, তবে কেন এই ধরনের গরমিল নিয়ে 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের অপচেষ্টায়সামিল হলেন? আবার জানা না থাকলে, কোনো ব্যক্তির 'মিরাকল থিওরি' নিয়ে নিজেই পূর্ণ তথ্য নাজেনে কি কারণে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন? অর্থাৎ 'মিরাকল- ফেরিওয়ালা'র মত তাঁরাও এরদায়ভার এড়াতে পারেন না।

কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ও তার বর্ণ সংখ্যা

দাবি : "কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।"

বর্তমানে কোরানে যুক্ত জের-জবর-পেশ-তাশদীদ-মদ ইত্যাদি মুহাম্মদের কোরানে অস্তিত্ব ছিল না।হজরত ওসমান কর্তৃক সংকলিত-সম্পাদিত কোরানেও সমরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে পাঠ করাপ্রায় অসম্ভব ছিল। স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল না। সকলেই জানেন, আরবি বর্ণমালায় ২৯টি বর্ণ রয়েছে; এরমধ্যে ২৬টি বর্ণ বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে গণনা করা হয় এবং বাকি তিনটি বর্ণ (আলিফ, ওয়াও, ইয়া) স্বরবর্ণ হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণ তিনটি প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণরূপেই ধরা হত; পরে 'আলিফ, ওয়াও, ইয়া' তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের (মৃত৭০৫) সময় গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কোরানের পঠন-লিখনের এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রথমইরাকের বসরা নগরীর সুফি পণ্ডিত হাসানকে অনুরোধ করেন। হাসান জনৈক বসরাবাসী ইয়াহিয়া ইবনেইয়ামারকে নিয়োগ করেন। ইয়াহিয়াই প্রথমে সিরিয়ান ভাষায় ব্যব

হৃত স্বরচিহ্ন এবং নেস্টোরিয়ানখ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ডট পদ্ধতির ব্যবহার আরবি বর্ণলিপিতে শুরু করেন; হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণেরপার্থক্য, যুক্ত-
ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সমরূপতা ছিল তার পার্থক্য ও শব্দ নির্ধারণকরেন। এরপর ধীরে ধীরে একটি বাক্যে শব্দের মধ্যে বিভক্তি, কমা, পূর্ণ ছেদ, সেমিকোলন, কোলনইত্যাদি বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আরবি বর্ণলিপি বা লিখন পদ্ধতিতে এই নতুন জিনিশআমদানি সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কট্টরপন্থীদের আপত্তি ছিল ঐসব ডট ও স্বরচিহ্ন পবিত্র কোরানেরওহি নয়, এগুলো বিধর্মীদের তৈরি। বিখ্যাত সুন্নি নেতা মালিক ইবনে আনাস (মৃত ৭৯৫) মসজিদে এই'সংশোধিত কোরান' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্থানীয় আলেম-
ওলামা, বাদশাহ একমত হয়ে বললেন,পূর্বের 'চিহ্নহীন' কোরানই থাকুক যেমন সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনালয়) তোরাহ রয়েছে। ইহুদিথেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান মনীষী হারুন ইবনে মুসা (মৃত ৮১৩) সর্বপ্রথম আরবি শব্দ ভাণ্ডার প্রস্তুতকরেন। এরপর পুনরায় আব্বাসীয় খলিফা ইবনে মুজাহিদ (মৃত ৯৩৬) কোরানের পঠন পদ্ধতি, উচ্চারণ,বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই গোলমেলে পরিস্থিতিরএখনো পূর্ণ সমাধান হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও মিশরের কায়রো থেকেপ্রকাশিত কোরানের আবৃত্তি পদ্ধতি মোটামুটি সর্বজনসম্মত হলেও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পঠন পার্থক্যআগের মতোই রয়ে গেছে।[30]

এবার মূল আলোচনায় যাই। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অর্থ 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালুআল্লাহর নামে শুরু করছি।' স্পষ্টই এ কথাটি একজন মানুষ বলবে, আল্লাহ নয়; কারণ মুসলমানরাকোরানকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করেন। তাই 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ হতে পারে না। অনেকেমনে করেন, 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ না হলেও হজরত মুহাম্মদ কোরান পাঠের আগে বা নির্দিষ্টঅংশ শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন, যা সাহাবিরা অনুসরণ করতেন। ফলে এই 'বিসমিল্লাহ'শব্দটি কোরানের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর 'বিসমিল্লাহ'-
এর অর্থ যেহেতু 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালুআল্লাহর নামে শুরু করছি', তাই এর দ্বারা বোঝা যায় কোরান পাঠ এখনো শুরু হয় নাই, 'বিসমিল্লাহ'এর পরই তা শুরু হতে যাচ্ছে।

তফসীর 'মাআরেফুল ক্বোরআন'-এ বলা হয়েছে :
"'বিসমিল্লাহ' কোরান শরিফের সূরা নামলের একটিআয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। 'বিসমিল্লাহ' সূরাআল-
ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করেছেন।ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' সুরা নামল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়।" (পৃষ্ঠা ২)।

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে দেখেছি সুরার সংখ্যা ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩ বা ১১৪ এর মধ্যে যে কোনোটিকেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সুরা 'তওবা' বাদে বাকি সুরার প্রারম্ভের 'বিসমিল্লাহ' বিবেচনায়আনলে এবং এর সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে সুরা নমলের ৩০ তম আয়াতে উল্লেখকৃত 'বিসমিল্লাহ'-

কেযোগ করলে আমরা মোট 'বিসমিল্লাহ'র সংখ্যা যেমন পেতে পারি ১১৪টি, তেমনি ১১০, ১১১, ১১২ ও১ ১৩টিও পেতে পারি, যাদের কোনোটিই (১১৪ বাদে) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

তাই কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার আছে এবং একে স্থির বলে ধরে নিয়ে তার মাঝে 'মোজেযা' খোঁজাশুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে।

ইসলামি ভাষ্য মতে,
'কোরান আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত অথবা অন্য কোনো উপায়েমৌখিকভাবে নাজিল হয়েছে, কোনো লিখিত দলিল আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি।' তাই কোরানেরকোনো একটি বাক্যে কতটি বর্ণ আছে তা হিসেব করতে হলে মৌখিকভাবে উচ্চারিত বর্ণগুলো হিসেবেআনতে হবে, উহ্য যেসব বর্ণ লেখার সময় আসে, সেগুলো হিসেবে আনা ঠিক হবে না। যাহোক, এভাবেহিসেব করলে 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যা দাঁড়া য় ১৩টি। যেসব বর্ণ (যেমন) দুবার উচ্চারিত হয়েছে(তাশদীদযুক্ত হরফ) সেগুলোকে দুবার গণনা করলে দাঁড়ায় ১৬টি। খাড়া জবর যা আলিফের প্রতিনিধিত্বকরে তা হিসেবে আনলে মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি।

এবার 'বিসমিল্লাহ'র লিখিত রূপটিও যদি বিবেচনায় আনা যায় তবে তাশদীদযুক্ত হরফ যেহেতু দুবারউচ্চা রিত হয় তাই এগুলোকে দুইবার উল্লেখিত ধরলে 'বিসমিল্লাহ'র মোট বর্ণ সংখ্যা হয় ২২টি। সেইখাড়া জবর দ্বয় যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেব করলে মোট বর্ণের সংখ্যা হয় ২৪টি (যেহেতুবিসমিল্লায় তাশ দীদযুক্ত লামের পূর্বে একটি উহ্য লাম রয়েছে তাই তাশদীদযুক্ত লামকে একবার গণনাকরলে হিসাবটি দাঁ ড়ায় যথাক্রমে ২১ ও ২৩); আর এক্ষেত্রে তাশদীদযুক্ত হরফগুলো একবার গণনা করলেদাঁড়ায় ২১টি। আর যদি আমরা তাশদীদযুক্ত হরফগুলোকে একবার গণনা করি আর খাড়া জবরকেবিবেচনায় না আনি এবং উ চ্চারণে উহ্য বর্ণগুলোকেও হিসেবে আনি তবেই কেবল 'বিসমিল্লাহ'র মোটবর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। তাই এ হিসেবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কিছুই নেই।

এখানে আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ, আরবি ভাষার বর্ণসংখ্যা গণনা পদ্ধতি ও লেখার পদ্ধতি নিয়ে অনেকমত ভেদ রয়েছে যার ফলে কোরানের বর্ণ সংখ্যার হিসাব সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না।কোরান বি শেষজ্ঞরা কোরানের বর্ণ সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে খুবই দ্বিধাবিভক্ত।

রাশেদ খলিফা শুধু 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যার মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজার চেষ্টা করেননি,
'বিসমিল্লাহ'র অন্তর্ভূক্ত শব্দগুলোর মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন :
"কোরানে'ইসম' শব্দটি ১৯ বার, 'আল্লাহ' শব্দ ২৬৯৮ বার,
'আর রাহমান' শব্দ ৫৭ বার এবং 'আর রাহিম' ১১৪বার রয়েছে যাদের সবগুলোই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।"

১৯৮৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ‘The Muslim Digest’ (জুলাই-
অক্টোবর সংখ্যা) পত্রিকা রাশেদখলিফার ‘গাণিতিক চালাকি’কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ‘অনিষ্টকর উৎ পথগামী’ (sinister heretic)বলে মন্তব্য করেছে। তারা বলছেন :
“রাশেদ খলিফার দাবি মতো কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দের সংখ্যা২৬৯৮ নয়, এটি ২,৮১১ বার; আর-
রাহমান ৫৭ বার নয় বরং এটি ১৬৯ বার এসেছে।” পূর্বেও ঐ পত্রিকা(জুলাই/আগস্ট, ১৯৮১ এবং মার্চ/এ প্রিল, ১৯৮২ সংখ্যা) রাশেদ খলিফার কোরান নিয়ে ভুলভাবে‘মিরাকল’ উপস্থাপনের জন্য সমালোচনা ক রেছে।

কোরানে ‘বিসম’ শব্দটি ৩ বার, আলাদাভাবে ‘ইসম’ শব্দটি ১৯ বার এবং ‘ইসমুহু’ শব্দটি এসেছে ৫বার। তাই ‘ইসম’ মোট ২৭ বার। বহুবচনরূপে ‘ইসম’ শব্দটি এসেছে ১২ বার; অর্থাৎ মোট ৩৯ বার‘ইসম’ শব্দটি কোরানে এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। ‘বিসম’ ও ‘ইসমুহু’-
এর সাথের‘ইসম’ শব্দটি রাশেদ খলিফা তাঁর ‘১৯ মিরাকল’-এ হিসেব করেননি অথচ ‘লিল্লাহ’-
তে অন্তর্ভূক্ত‘আল্লাহ’ শব্দটি হিসেব করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ এটি না করলে তাঁর ‘১৯ মিরাকল’-
এর মিরাকলআর থাকছে না। আবার ‘আর রাহিম’ শব্দটি কোরানে ১১৪ বার রয়েছে, সেটি সত্য নয়। ‘আর রাহিম’কোরানে এসেছে মোট ১১৬ বার (একবার বহুবচনে) যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[31]

কোরানের বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা

দাবি : কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য(১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬)।

“সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুদাল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-
ও কোরআনের অর গণনা করেছেনবলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে কোরআনের অর হচ্ছে ৩,২ ২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝেমোজাহেদ (র.)-
এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭সংখ্যাটিই বেশী প্র সিদ্ধি লাভ করেছে।”
(দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা১১)। উল্লেখিত কোরানের তিনটি বর্ণ সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আরসাহাবায়ে কেরামরা কেউই রাশেদ খলিফা প্রদত্ত কোরানে র বর্ণসংখ্যার হিসেব দেননি। এখন কোরানেরবর্ণসংখ্যা নিয়ে কোন দাবিটি (রাশেদ খলিফার হিসেবকৃত ব র্ণসংখ্যা ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদেরউল্লেখিত সাহাবায়ে কেরামের বর্ণ সংখ্যা) সঠিক? বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আবার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত বয়ানুল কুরআন-এর সংপ্তি অনুবাদ-
এ কোরানেরসর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২১২৫০ উল্লেখ করা হয়েছে। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। (দ্রষ্টব্য : ছহীহ্রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, পৃষ্ঠা ২১)।

আমাদের জানা মতে রাশেদ খলিফা যদিও কোরানের সর্বমোট শব্দ সংখ্যার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্বদাবি করেননি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিধায় কোরানের শব্দ সংখ্যা ও বিভিন্ন অর সংখ্যা নিয়ে প্রখ্যাত ইসলামিবুজুর্গদের মতামত তুলে দেওয়া হল :

কোরানের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামরা তাদের যুগে কোরানের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সরাসরিতাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন রেওয়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দাআযরাজের গণনা অনুযায়ী কোরানের শব্দ সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনামোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০। (দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)।এখানের কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

বয়ানুল কুরআন-এর সংপ্তি অনুবাদ-
এ কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যা ৮৬,৪৩০ উল্লেখ করা হয়েছে।(দ্রষ্টব্য : ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, পৃষ্ঠা ২১)। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম বলেন : কুরআনের শব্দ সংখ্যা কত সেবিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. ৭৭৯৩৪ (সাত্তাতর হাজার নয়শত চৌত্রিশটি)

২. ৭৭৪৩৭ (সাত্তাতর হাজার চারশত সাঁইত্রিশটি)

৩. ৭৭২৭৭ (সাত্তাতর হাজার দু'শত সাত্তাতরটি)

কুরআনের হরফ সংখ্যাও এক কথায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে শায়খ ইবনুদ দুরীস (র)-
এর একবর্ণনায় জানা যায়, কুরআনের সর্বমোট হরফ সংখ্যা হচ্ছে ৩২৩৬৭১ (তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছ য়শতএকাত্তরটি)। (দ্রষ্টব্য : উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, দ্বিতীয় পত্র, পৃষ্ঠা ১৯)। উল্লেখিত সংখ্যারকো নোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আরবি ভাষার ২৯টি বর্ণ দিয়ে কোরান রচিত। কোরানে উল্লেখিত এই ২৯টি অরের পরিসংখ্যান হাফেজমু নির উদ্দীনের অনূদিত কোরান থেকে তুলে ধরা হল : আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন৫৯৯১, শীন ২১ ১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলাঅনুবাদ, পৃষ্ঠা ১১)। এখানে উল্লেখিত ২৯টি অক্ষরের মধ্যে কাফ ও লাম-
এর সংখ্যা বাদে আর কোনটিই১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হযরত আশরাফ আলী থানভী’র বয়ানুল কুরআন-
এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে কোরানের ২৯টি অক্ষরের যেপরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নীচে তুলে ধরা হল :

আলিফ ৪৮৮৭১, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭২, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬৪২,যাল ৪১৯৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৮৫১, শীন ৩২৫৩, সোয়াদ ২০১৩, দ্বোয়াদ ১৬০৭, ত্বোয়া১২৭৪, যোয়া ৮৪২, আইন ১৪১০০, গাইন ২২০৮, ফা ৪৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫২৩, লাম ৩৪১২,মীম ২৬ ৫৩৫, নূন ২৬৫৬০, ওয়াও ২৬৫৩৬, হা ১৯০৭০, লাম-
আলিফ ৩৭২০, ইয়া ৩৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য :ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ, পৃষ্ঠা ২১)। এখানের কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যনয়।

কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দটির সংখ্যা

দাবি : কোরানে ‘আল্লাহ’ শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য(১৯×১৪২= ২৬৯৮)। এছাড়া ‘আল্লাহ’ উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলেযোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৬২১৭= ১১৮১২৩)।

আমরা জানি, রাশেদ খলিফা ৯ নম্বর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) ‘মিথ্যা’ দাবি করেবাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ সুরা তওবার শেষ আয়াতে ‘আল্লাহ’ শব্দটি রয়েছে। সুতরাং হিসাবটির কিঅবস্থা দাঁড়ালো তা সহজেই অনুমেয়।

সুরা আলাক

দাবি : প্রথম নাযিলকৃত সুরা আলাককের আয়াত সংখ্যা ১৯। কোরানের পেছন দিক থেকে গণনাকরলে তার ক্রমিক নম্বর হয় ১৯। এছাড়া সুরাটির সর্বমোট আরবি বর্ণসংখ্যা ৩০৪ (১৯×১৬)। সুরাটিরপ্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণসংখ্যা ৭৬ (১৯×৪) এবং শব্দ সংখ্যা ১৯টি।

সুরা নাস ও সুরা ফালাক নিয়ে মতানৈক্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ইসলামি পণ্ডিতদের গ্রন্থথেকে, সে হিসেবে ৯৬ নম্বর সুরা আলাক কোরানের পেছনের দিক থেকে ১৯ নং সুরা নাও হতে পারে।আবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পেছনের দিক থেকে গণনা করতে হবে? কেন সামনের দিক থেকে নয়? মিলেযায় বলে? পেছনের দিকটি কি কোনো বিশেষ কারণে আল্লাহর (কিংবা রাশেদ খলিফার) কাছে বেশিপ্রিয়? সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা এবং প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণ সংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা রাশেদ খলিফাঠিক কিভাবে-কোন পদ্ধতিতে গণনা করেছেন, তা খুব পরিষ্কার নয়। রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে সুরাটিরসর্বমোট বর্ণসংখ্যা, প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণসংখ্যা ও শব্দ সংখ্যাকে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য দাবিকরলেও সবগুলো আয়াতের সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ১৯ মিরাকলের বিবেচনায় আনেননি। কারণ এখানে১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার দাবি করা যাচ্ছে না। আবার সুরা আলাকের আয়াত সংখ্যা ১৯টিধরেছেন; অথচ রাশেদ খলিফার সাধের ‘বিসমিল্লাহ’কে আয়াত হিসেবে ধরলে আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায়২০টি।

সুরা নাসর

দাবি : সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ নাযিলকৃত ওহি। সুরাটির প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।

এ বিষয়ে বেশ কিছু ভিন্নমত রয়েছে, যেমন :

1) সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ ওহি বলে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

2) সুরাটি প্রথম আয়াতে আলিফের প্রতিনিধিত্বকারী খাড়া, যবর ও তাশদীদ রয়েছে যা বর্ণগণনার সময় 'বিসমিল্লাহ'র মতো একই সমস্যার সৃষ্টি করে।

3) সুরা নাসর যদি সর্বশেষ ওহি হয় তবে নিয়ম অনুযায়ী এই সুরার সর্বশেষ আয়াতটির বর্ণসংখ্যা বিবেচনায় নেওয়ার কথা। এছাড়া রাশেদ সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যাও বিবেচনায় আনতেপারতেন । কিন্তু কেন তা করেননি, তা বুঝতে বুদ্ধিমান পাঠকের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

4) কোরানের সর্বশেষ সংযুক্ত সুরা 'সুরা নাস'-এ ধরনের বিভাজ্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

হরুফে মুকাত্তাত

রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত বা কিছু সুরার প্রারম্ভে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে নিয়ে পূর্বের মতইঅ লৌকিকতার জাল বুনেছেন। এক্ষেত্রেও ১৯ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার প্রমাণের জন্যরীতিমতো নি জের মনগড়া হিসাবের আশ্রয় নিয়েছেন। অহেতুক লেখাটির কলেবর না বাড়িয়ে উৎসাহীপাঠকদের অনুরো ধ করবো রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাতগুলো সম্পর্কিত যে হিসেব দিয়েছেন, তানিজেরাই একটু যাচাই করে দেখুন, এর অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়ে পড়বে। প্রথমেই একটিমজার বিষয় ল্য করবেন রাশেদ খলিফা ২৯টি সুরার প্রারম্ভে হরুফে মুকাত্তাত রয়েছে বলে উল্লেখকরেছেন, অথচ ২৯ সংখ্যাটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হরুফে মুকাত্তাতযুক্ত ২৯টি সুরার বেশিরভাগই মাদানি সুরা, যাকে (হরুফে মুকাত্তাত) সুরার মূল অংশবলে ধরা হয় না। বলা হয়ে থাকে এগুলো যুক্ত হয়েছে সম্পাদনার সময়। অর্থহীন হরুফেমুকাত্তাতগুলোর মাহা ত্ম্য অজানা, অর্থ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং 'অতীন্দ্রিয় ও অবাস্তব'দাবি করে অযথাই রহস্যে র জাল তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম মনীষীরা হরুফে মুকাত্তাতের ব্যাখ্যা নিয়েদ্বিধাবিভক্ত। ইবনে সিনা, সুয়ু তি, ইবনে খালেদুন, আল-জামাখশারি, আল-বাদাবী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণীব্যক্তিত্বরা এ ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি বলেন : আল-কোরানের১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সা'দ' অক্ষরগুলো আল্লাহর পাঁচটিগুণাবলীকে প্রকাশ করছে; যেমন কাফ্ (ك) অক্ষরটি করিম (সদয়), হা (ه) অক্ষরটি হাদী (পথপ্রদর্শক),ইয়া (ى) অক্ষরটি হাকিম (বিজ্ঞ), আইন (ع) অক্ষরটি আলিম (জ্ঞানী), এবং সোয়াদ (ص) অক্ষরটিসাদিক (ন্যায়নিষ্ঠ) বোঝাচ্ছে। তদ্রুপ ৭ নম্বর সুরা আল-আ'রাফ-

এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত ‘আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ’ দ্বারা বোঝায় ‘আনাল্লাহু রাহমানুস্ সামাদ’ (আমি আল্লাহ, দয়ালু ও চিরঞ্জীব)। আল-বাদাবীএকই ধরনের মত পোষণ করে বলেন : “১৩ নম্বর সুরা আর রা’দ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত ‘আলিফ-লাম-মীম-রা’ অর দ্বারা ‘আনাল্লাহু আলিমু ওয়ারা’ (আমি আল্লাহ সবজান্তা, সর্বদ্রষ্টা) বুঝিয়েছে। পাশাপাশিইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষক যেমন এলয়স স্প্রেঙ্গার, থিওডোর নলডেক, হার্সফিল্ড, ওটো লথ, হ্যাঙ্গবুয়ের প্রমুখ ব্যক্তিরাও কোরানের হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষকদের মধ্যে হার্সফিল্ড (Hartwig Hirschfeld) হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বলেন[32]: “সোয়াদ(ص) অক্ষরটি নবী মুহাম্মদ পত্নী হাফসার জন্য, নূন (ن) অক্ষরটি হজরত ওসমানের জন্য, মীম (م) অরটিআল মুগিরা, ত্বোয়া (ط) অক্ষরটি (হজরত আয়েশার ছোট বোনের স্বামী) তালহা ইত্যাদি। এরা সকলেইনিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কোরান সংকলনের সাথে।” অর্থাৎ হার্সফিল্ডের মতানুসারে কোরানসংকলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথমে নিজেদের নামকে সাংকেতিক চিহ্নরূপেঢুকিয়ে দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, page 155-156)।

আমরা রাশেদ খলিফার ‘১৯ মিরাকল’-এর কয়েকটি মূল দাবি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এ ধরনেরআরও বেশ কিছু দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন যা শুধুই তাঁর কৌশলী ধূর্ততা উন্মোচন করে। রাশেদখলিফার এ ধরনের দাবি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত যেসব সংখ্যা কৌশলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য বলেচালিয়ে দেওয়া যায় সেগুলোকেই শুধু বিবেচনায় এনেছেন। কিন্তু কোরানের সাথে সম্পর্কিত এমনঅনেক কিছু আছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় অথচ হতে পারতো। নীচে এরকম কয়েকটি বিষয়তুলে ধরা হলো :

1) কোরানের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যার কোনোটিই ১৯ দিয়েনিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

2) কোরানের প্রতিটি সুরার আয়াত (যথা সুরা বাকারার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, সুরা আল-ই-ইমরানের আয়াত সংখ্যা ২০০ ইত্যাদি), শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতেপারত।

3) বলা হয় কোরান ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যনয়।

4) হজরত মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। এই ৪০ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষেবিভাজ্য নয়।

5) কোরানের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতে পারত।

6) কোরানের যে আয়াতে ১৯ ম্যাজিকের কথা বলা হচ্ছে, তা হল ৭৪ নম্বর সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০নম্বর আয়াত। এই ৭৪ এবং ৩০ সংখ্যাদ্বয় ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

7) কোরানের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়েনিঃশেষে বিভাজ্য।

8) কোরানের সুনির্দিষ্ট সুরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, শব্দ-বর্ণ সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়েনিঃশেষে বিভাজ্য।

এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা কোরান বা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯ দিয়েনিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[33] ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যতা যদি কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ হতেপারে তবে ১৯ দ্বারা অবিভাজ্যতা লৌকিকতার প্রমাণ হবে না কেন?

নিঃশেষে বিভাজ্যতা

আমাদের প্রয়োজনের কারণেই কখনো কখনো নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি; ধরা যাক, আমাদের কাছে ১০টি আম আছে এবং আমরা সংখ্যায় মোট পাঁচ জন। তাহলে সহজেইআমাদের সবার মধ্যে সমান ভাগে আম ভাগ করে দেওয়া সম্ভব৷ কিন্তু আম যদি ১১টি হয়, তবে আমাদেরপাঁচ জনের কাছে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে৷ অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্যতারকারণে যে সুবিধা পেয়ে থাকি প্রয়োজন পূরণের জন্য তা আমাদের দুর্বলতার কারণে৷ অনেক ক্ষেত্রেআবার নিঃশেষে বিভাজ্যতার কোনো প্রয়োজন হয় না, যেমন পানীয়ের ক্ষেত্রে৷ পানীয়কে আমরাইচ্ছেমত সমানভাগে ভাগ করতে পারি৷ আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্রমিক যে কোনো১৯টি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে৷ তাই নিঃশেষে বিভাজ্যতার সাথেঅলৌকিকতার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

আবার নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে যদি কেউ অলৌকিক বলে দাবি করেন তবে অবিভাজ্যতাকে কেনঅলৌকিক বলা যাবে না? যেমন কেউ বললো, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের (অধ্যায় সংখ্যা, পৃষ্ঠাসংখ্যা, বা

ক্য সংখ্যা, বর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি) কোনো কিছুই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাই গীতাঞ্জলিকাব্যগ্রন্থ এ কটি 'অলৌকিক কাব্যগ্রন্থ'। তখন অলৌকিক- অন্বেষণকারীরা কি জবাব দিবেন?

কেন ১৯?

কোরানে ৭ আসমানের কথা আছে, ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু রাশেদ খলিফাকোরা নে এত সংখ্যা থাকতে কেন ১৯ সংখ্যাটিকে বেছে নিলেন তার একটি জবাব তিনি নিজেইদিয়েছেন, যদিও তা মোটেও সন্তুষজনক নয়। যেসব কারণ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তারবেশ কতকগুলো পূর্বে ই আলোচনা করা হয়েছে। রাশেদ খলিফা প্রদত্ত আরো কয়েকটি কারণ নিয়েআলোচনা করা যাক[34]:

১। ১৯ একটি মৌলিক সংখ্যা।

▯ তাতে কি? মৌলিক সংখ্যা তো প্রচুর আছে, যেমন ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ২৩ ... ইত্যাদি। আরকোরানেও তো ১৯ ছাড়া আরো কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন ৭।

২। ১ ও ৯ অঙ্কদ্বয় পৃথিবীর সব ভাষায় একই রকম। অর্থাৎ ১ ও ৯-
এর লিখিতরূপ পৃথিবীর সব ভাষায়একই।

▯ অলৌকিকতা অন্বেষণের এ ধরনের উছিলা একমাত্র মূর্খতা আর নির্বুদ্ধিতার মহামিলনের ফলেইসম্ভব।

৩। ১০ + ৯ = ১৯

১০^{২} - ৯^{২} = ১৯

▯ এটি যে কোনো পর্যায়ক্রমিক দুটি সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য। যেমন :

৩ + ২ = ৫

৩^{২} - ২^{২} = ৫

৫ + ৪ = ৯

$৫^২ - ৪^২ = ৯$

১৩ + ১২ = ২৫

$১৩^২ - ১২^২ = ২৫$

এটিকে কারণ হিসেবে ধরলে, রাশেদ খলিফার ভণ্ডামীটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

৪। আমরা যেসব অঙ্ক গাণিতিক কাজে ব্যবহার করি, তার প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষটি ৯।

 গাণিতিক হিসাব-
নিকাশ আমরা সাধারণত দশমিক পদ্ধতি বা দশভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করি। মানবইতিহাসে সংখ্যার ব্যব হার শুরু হওয়ার পর থেকে দশভিত্তিক সংখ্যা গণনা সুবিধাজনক হওয়ায় (কেউকেউ বলেন আমাদের হা তে দশটি আঙুল থাকায়) এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন অনুসরণ করে আসছি; যেমনআমরা গণনার সময় ৯ এর প রই ১০ চলে যাই কিন্তু এর মধ্যে আরো কিছু সংখ্যা থাকতে পারতো অথবাকিছু সংখ্যা কম হতে পারতো। তাই দশমিক পদ্ধতির গণনায় (০ বাদ দেওয়ায়) প্রথম সংখ্যা ১ এবংশেষ সংখ্যা ৯ হওয়ার সুবাদে এখানে কি অলৌকিকত্ব পাওয়া গেল তা বোধগম্য নয়?

বর্তমানে শুধু দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাও নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে আরো কিছু সংখ্যা পদ্ধতিব্যবহা র করা হয়। যেমন :

বাইনারি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সংখ্যা হচ্ছে দুটি ০ ও ১। কম্পিউটারের যাবতীয় সব প্রোগাম এইবাইনারি মেথডে লেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ১৯ লেখা হয় ১০০১১।

অকটেট পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রথমটি ০ ও শেষটি ৭। আর এপদ্ধতি তে ১৯ লেখা হয় ২৩।

হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয় তার প্রথমটি ০ ও শেষটি F। এ পদ্ধতিতে১৯ কে লেখা হয় ১৩।

তাই শুধুমাত্র ডেসিমেল বা দশমিক পদ্ধতিকে বিবেচনায় এনে ১৯-
এর মধ্যে অলৌকিকত্ব খোঁজাকেঅজ্ঞতার পরিচায়ক বলে ধরে নিতে হবে।

১৯ একটি ছোট সংখ্যা ভালো করে খোঁজলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য অনেক কিছুরই (যেমন কারোজন্ম সাল, মৃত্যু সাল, জীবনের স্মরণীয় ঘটনার তারিখ, মাসিক আয়-
ব্যয়, কিংবা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা, অধ্যায় সংখ্যা, শব্দ ইত্যাদি) সংখ্যা পাওয়া যাবে। শুধু ১৯ কেন, এরকম যে কোনো ছোটসংখ্যা দ্বারা একই ধরনের অলৌকিকতার দাবি উত্থাপন করা সম্ভব।

সম্ভাবনা ও অলৌকিকতা

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত কিছু সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বলে দাবি করে একেই কোরানের অলৌকিকতার পে প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করাযায়। '১৯ মিরাকল' বিষয়টি যদি সত্যি সত্যি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধইত্যাদি যে কোনোটির বেলায় ঘটত তবে কেউ কি ঐ গ্রন্থকে অলৌকিক বলে মেনে নেবেন? যদিওঅনেক গ্রন্থে এই ধরনে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তবে কেউ তা গণনা করার চেষ্টা করবেন না; কারণএর মধ্যে অলৌকিকতা (মূলত সংখ্যা তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার) খুঁজে বের করলেও তা বাজারে চলবেনা, ধর্ম ব্যবসাও হবে না।

সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন। একজন লেখকের লেখা কোনো একটি গ্রন্থ (নকল করাছাড়া) হুবুহু আরেকজন লেখকের পক্ষে কাকতালীয়ভাবে লিখে ফেলা একদম অসম্ভব। শরৎ চন্দ্রের'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-
বাইরে' বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখবেন না, এটাই স্বাভাবিকএবং এর অন্যথা অসম্ভব। এ জন্য এই গ্রন্থগুলি অলৌকিক হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি,কোনো কিছুর অসম্ভাব্যতা এর অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে না।

রাশেদ খলিফার দাবি যদি সত্যি হত

রাশেদ খলিফার দাবি মতো যদি কোরান সত্যিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা আবদ্ধ
থাকতো তবে এ সম্পর্কে দুটিকথা বলার অবকাশ থাকতো :

১। এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় (Coincidence)। এ রকম অনেক ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকে, যেমনফিবোনাক্কি রাশিমালা। এ ধরনের ঘটনা যদি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ বা অন্য বিষয়ে পাওয়া যায়তবে তা অলৌকিক বলে দাবি করা হয় না। তাছাড়া মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করা যায় : কোনোগ্রন্থের বা কোনো বিষয়ের রচনাশৈলী (Style) কি ঐ বিষয়বস্তুর বৈধতা দিতে পারে? স্টাইল হচ্ছে কেমনকরে-
কিভাবে একটি বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে, আর বিষয়বস্তু হচ্ছে কী উপস্থাপন করা হবে।উত্তরটা হচ্ছে না, স্টাইল বিষয়বস্তুর বৈধতা বা Validity দিতে পারে না; কারণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্নস্টাইলে উপস্থাপন করা সম্ভব আর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু একই স্টাইলে বা রচনাশৈলী দ্বারা উপস্থাপন করাসম্ভব। স্টাইল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তসম্পর্ক নেই। স্টাইল বা রচনাশৈলী বলতে বুঝি : কোন ভাষায়এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, গদ্যে না পদ্যে, এটি মৌখিক না লিখিত, হস্তলিখিত না প্রিন্ট করা, লেখারঅর কত বড়, বাক্য কত বড়, অরের সংখ্যা কতটি, শব্দ-প্যারাগ্রাফ-লাইন কতটি, বিষয়টি কিশ্রুতিমধুর, সুন্দর, শব্দগুলো-
বাক্যগুলোর মধ্যে অন্তমিল কিরকম, বাচনভঙ্গি কিরকম ইত্যাদি।[35]রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, কোরানসহ যে কোনো ধর্মগ্রন্থকেই তাররচনাশৈলী দ্বারা অলৌকিক দাবি করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২। এটি পূর্বপরিকল্পিত; যেমন আমেরিকান লেখক Ernest Vincent Wright-এর লেখা Gadsby: Champion of
Youth উপন্যাসটি বা ইভান পেনিনের আবিষ্কার ওল্ডটেস্টামেন্টের অলৌকিক ৭ সংখ্যা।যেহেতু বাইবেলে বলা হয়েছে অনেক লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ৭সংখ্যাটি সময়ে সময়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোরান সম্পর্কে যুক্তিবাদীরা বলেন :
"হজরত মুহাম্মদউম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন না। বোখারির প্রচুর সহি হাদিস রয়েছে যা নবী মুহাম্মদকে লেখাপড়া জানামানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করে; যেমন সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮; সহিবোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ৬৫; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ১১৪। ঐসময়ে (ষষ্ঠ শতাব্দী) আরবের কাব্য-
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। মুহাম্মদ তাঁর সাথীদের নিয়ে কোরানরচনা করেছেন যা কোনো কঠিন কাজ নয়। কোরানকে অতুলনীয় গ্রন্থ বলা যায় না; বিষয়বস্তুর দিকদিয়েও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। যদিও তাতে (কোরানে) প্রায়শই জোরপূর্বক অলৌকিকতা আরোপের প্রচেষ্টাচালানো হয়।বর্ণসংখ্যা ও বাক্যসংখ্যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে অগণিত সাহিত্য রচিত হয়েছে।উদাহরণস্বরূপ 'চতুর্দশপদী কবিতা'
(সনেট)।" অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯সংখ্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই কোরান রচনা করেছিলেন।

কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্যের জবাব রাশেদ খলিফার '১৯ মিরাকল' থেকে দেওয়া যায় না।কোরান কে অলৌকিক প্রমাণের রাশেদ খলিফার সংখ্যাভিত্তিক কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম :

1) উনিশ নিয়ে কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণের রাশেদ খলিফার দাবি অন্তঃসারশূন্য।

2) কোরানের সুরা আল-
মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে শুধুমাত্র দোজখেরফেরেশতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে; কোনো অলৌকিক সংখ্যা (যেমনটা রাশেদ খলিফা দাবিকরেছেন) বা অন্য কিছু বলা হয়নি।

3) রাশেদ খলিফা কোরান শরিফে 'অলৌকিকত্বের উপস্থিতি' প্রমাণের জন্য কোরানেরআয়াতে যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি আয়াত কেটে কমিয়ে দিয়েছেন, ভুল ব্যাখ্যাদিয়েছেন।

4) এই ধরনের কথিত 'মিরাকল' ধর্মগ্রন্থ কোরান ছাড়াও আরো অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।

5) (ইসলামি ভাষ্য মতেই) সম্পূর্ণ কোরান যেহেতু লিখিতরূপে নাযিল হয়নি, তাই এরলিখিতরূপের মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে।একটি ভাষার লিখিতরূপ ভাষা বিশেষজ্ঞরা সময়ে-সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনে নির্ধারণ করেথাকেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটান। অর্থাৎ ভাষার লিখিতরূপ সম্পূর্ণলৌকিক।

'মিরাকল' টাইটেল জুড়ে দিয়ে কোটি মানুষের দুর্বল আবেগ-
অনুভূতির কেন্দ্র 'ধর্মগ্রন্থ' নিয়ে কত অসাধুব্যবসা করা যায় তারই সামান্য উদাহরণ রাশেদ খলিফার এই '১৯ মিরাকল'।যুগে যুগে ধর্ম আরধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী-
প্রতারকচক্র এ ধরনের হুজুগ সৃষ্টি করে এসেছেন নিজেদের কায়েমীস্বার্থ রার তাগিদ থেকে।এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।কিন্তু অবাক লাগে যখন উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সনদপ্রাপ্তব্যক্তিরা পর্যন্ত নিজেদের এতোদিনের অর্জিত কাণ্ডজ্ঞান- যুক্তিবোধ-শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু রহিত করে গাভাসিয়ে দেন হুজুগের তালে।

লেখক পরিচিতি : সৈকত চৌধুরী, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল-
এর সাথে যুক্ত।অনন্ত বিজয় দাশ,শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।সাধারণ স
ম্পাদক, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদীকাউন্সিল।সম্পাদনা : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ '*যুক্তি*'।

তথ্যসূত্র:

১ Hume, David. *An Inquiry Concerning Human Understanding,* Section X "Of Miracles," (1748), Bobbs-Merrill, Library of Liberal Arts edition. http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html#10

২ http://www.newstatesman.com/Life/200606050009

৩ আরো দেখুন : Ali Sina, *The Miracles of Allah*,
http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/miracles_of_allah.htm

৪ The Skeptic's Dictionary, *pareidolia*, http://www.skepdic.com/pareidol.html

৫ http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=487764&in_page_id=1811

৬ আগ্রহীরা এই ওয়েব সাইট থেকে পুরো উপন্যাস পাঠ করতে পারবেন
: http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html

৭ অনন্ত বিজয়, '*ফিবোনাক্কির গণিত রহস্য*', *সাপ্তাহিক দিবালোক*, ঈদসংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর(রোববার), ২০০৮, বিয়ানী বাজার, সিলেট, পৃষ্ঠা ৩।

৮ প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৯১।

৯ Uri geller, *The 11:11 phenomenon*, http://www.uri-geller.com/articles/11.htm

১০ The Skeptic's Dictionary, *law of truly large numbers (coincidence)*, http://skepdic.com/lawofnumbers.html

১১ Keith Newman, *Is God A Mathematician?*, http://www.wordworx.co.nz/panin.html

১২ G. Nehls, *The Mysterious 19 in the Quran: A Critical Evaluation*, http://www.answering-islam.org/Nehls/Ask/number19.html

১৩ http://www.greaterthings.com/Word-Number/CenterofBible/Psalm118.htm

[14] Submission.org, *Tampering With the Word of God*, Appendix 24, http://www.submission.org/tampering.html. And *Preserving and protecting the Quran*, http://www.submission.org/quran/protect.html.

[15] কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১), প্রকাশক: নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯।

[16] ডা. খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কম্পিউটার ও আল কুরআন*, প্রকাশনায়: ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মীরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৩।

[17] হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২।

[18] হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ:) (মূল উর্দু) , *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), হামিদিয়া লাইব্রেরী লি:, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৪২।

[19] এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, *বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ*, প্রকাশক: এ, কে, এম, শহিদুল হক, কুমিল্লা, অনুবাদ কাল ১৯৬২-৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮০।

[20] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহ:), তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান , খাদেমুল-হারমাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প , পৃষ্ঠা ১৪১৯, ১৪২১।

[21] অধ্যক্ষ নাসিম উদ্দিন আহমদ, *পবিত্র কোরআন* (পাদটীকাসহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ) , রংপুর পাবলিকেশন্স লি: ঢাকা, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩০০।

[22] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন* (অনুবাদ: মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম) , ১৮শ খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৯।

[23] *আল-কুরআনুল করীম*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল: অক্টোবর, ১৯৯৪ (অষ্টম মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ৯৬৮।

[24] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ২১তম খণ্ড, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪।

[25] সা'দ উল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ১৯৪।

[26] http://www.submission.org/false-verses.html

[27] *http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/*

[28] http://www.submission.org/suras/sura9.html

[29] এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম, *উচ্চমাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, দ্বিতীয় পত্র, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, চতুথ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

[30] Benjamin Walker, *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, Rupa & Co, New Delhi, 2004, Page 158-159.

[31] William Campbell, *A Numeric Miracle of the Number 19?*, http://answering-islam.org.uk/Campbell/s6c1.html

[32] Aurthur Jeffery, *The Mystic Letters of the Koran*, http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/mystic_letters.htm.

[33] Mumin Salih, *New Amazing Numerical Findings in the Quran*, http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1836.

[34] http://www.submission.org/quran/app1-part2.html

[35] Hekmat, *The Miracle of 19*, http://www.faithfreedom.org/Articles/Hikmat10101.htm

মন্তব্যসমূহ

1. রায়হান আবীর

আগস্ট ১৮, ২০০৯ সময়: ৭:০৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

তিন চারবার চেষ্টা করলাম। ফাইল ওপেন হচ্ছে না। বলছে ড্যামেজ আছে।

মুক্তমনা এডমিন এর জবাব:
আগস্ট ১৮, ২০০৯ at ৮:০৫ অপরাহ্ণ
@রায়হান আবীর,

আপনি এডোবীর ওয়েব সাইট থেকে এডোবী রিডারের সর্বশেষ ভার্শনটি দয়া করে ডাউন লোড করে নিন। নীচের লিঙ্ক থেকে এডোবী রীডার ডাউনলোড করা যাবে।
http://get.adobe.com/reader/
এটি ডাউনলোড করে নিলে লেখাটি পড়তে অসুবিধা হবার কথা নয়। তারপরেও পুরো লেখাটি ইউনিকোডে কনভার্টের চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রবন্ধটির দীর্ঘায়তনের জন্য পিডিএফ-ই সুবাধাজনক উপায় হবার কথা।

রায়হান ` আবীর এর জবাব:
আগস্ট ১৮, ২০০৯ at ৯:০৯ অপরাহ্ণ
@মুক্তমনা এডমিন,

আমি পিডিএফ এর জন্য foxit reader ব্যবহার করি। এটা পড়তে এডোব লাগবে বুঝি নাই। ইন্সটল করছি।

2. 2

আদিল মাহমুদ
আগস্ট ১৮, ২০০৯ সময়: ৭:৪৫ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আমি পেরেছি কোন সমস্যা ছাড়াই, প্রিন্ট করেও ফেলেছি।

3. 3

অনন্ত বিজয় দাশ

আগস্ট ২০, ২০০৯ সময়: ৮:১৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

আদিল ভাই,

লেখাটা কেমন লাগল? মতামত জানাবেন। সঙেগ কোনো প্রশ্ন থাকলে পাঠাবেন?

ইতি
অনন্ত ও সৈকত

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
আগস্ট ২০, ২০০৯ at ৮:৩৮ অপরাহ্ণ
@অনন্ত বিজয় দাশ,

অনেক ধণ্যবাদ কথা রাখার জন্য। ভেবেছিলাম ভুলেই গেছেন এটার কথা, কয়েক মাস আগে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এ লেখা আসছে। তারপর বহুদিন আপনি লাপাত্তা।

লেখাটা ধীরে ধীরে পড়ব বলে প্রিন্ট করে নিয়েছি। এখন পর্যন্ত আধাআধি গেছি, অত্যন্ত চমতকার লাগছে। মুল বিষয়ে বলা যায় মোটে প্রবেশ করছি। পুরোটা শেষ করার পর আবার জানাবো।

আবীর যথেষ্ট ভাল আরেকটা লেখা ছোট কলেবরে লিখেছিল, ওটা ছোট হওয়ায় বেশ কিছু জিনিস বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে হয় সম্ভব হয়নি, আপনাদেরটা পড়ে আরো পরিষ্কার হচ্ছে।

4. 4

মুক্তমনা এডমিন

আগস্ট ২১, ২০০৯ সময়: ৮:০১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

প্রবন্ধটিকে মুক্তমনা ইবুক - 'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়? এর সপ্তম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

5. 5

Atiqur Rahman

আগস্ট ২২, ২০০৯ সময়: ১২:৩৫ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

Whatever, when you write article please do it in Unicode or at least check out if the file is opened successfully in foxit reader. Adobe is a mess!

6. 6

রায়হান আবীর

আগস্ট ২৪, ২০০৯ সময়: ৩:১৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

একমত @ Atiqur Rahman

7. 7

মুক্তমনা এডমিন

অক্টোবর ২৪, ২০০৯ সময়: ১১:২৩ পূর্বাহ্ন লিঙ্ক

যারা পিডিএফ ফাইলটি খুলতে পারছেন না, তাদের জন্য লেখাটি ইউনিকোডে রাখা হয়েছে এখানে -

কোরানের 'মিরাকল ১৯'-এর উনিশ-বিশ! : সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ
ধন্যবাদ।

8. 8
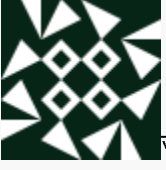
ভাস্কর

মে ১৩, ২০১০ সময়: ১১:০৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

খুব সুন্দর ।

9. 9

arnovi

জুলাই ৩১, ২০১০ সময়: ৫:০১ অপরাহ্ন লিঙ্ক

আমি এতদিন অনেক খুজেছি এমনই এক articleI অনেকেই আমকে এই মিরাকেলের গল্প Proudly শুনায়। At-least I have some knowledge through this article to shut their mouth. thank you author!!!

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

আগস্ট ১, ২০১০ at ১:২৫ পূর্বাহ্ন

@arnovi,
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরাও একরকম বাধ্য হয়েই এটি লেখেছি। আশার কথা, এটি লেখার পর লক্ষ্য করছি বাংলা ব্লগগুলো সহ বিভিন্ন জায়গায় ১৯ এর মিরাকল নিয়ে আর আগের মত তেমন একটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে না।

10. 10

শ্রাবন মনজুর
সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১০ সময়: ২:৪০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

সৈকত ভাই

এমন একটা বিষয় নিয়ে লিখেছেন, যেটা অনেকদিন যাবৎ খুঁজছি। আমার চারপাশে সব অন্ধ বিশ্বাসীরা ভরা, আমার প্রায়ই তর্ক হয় তাদের সাথে। আর মিরাকেল ১৯ নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম, শুধু গাবেষনার সুযোগ পাইনি বলে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে একটু এগিয়ে নেয়ার জন্যে। আমি জানি ঐসব মহাগ্রন্থের বাকি ভোজ-বাজী ও ঠিকই উদ্ধার হবে। সৃষ্টিকর্তা কেউ থাকলে এত মহাগ্রন্থ নাযিল কারে ছল-ছাতুরির আশ্রয় নিত না।

সুরা মুদ্দাচ্ছিরে এই আয়াতটিতে "আর আমি দোজখের কর্মচারী কেবল ফেরেশ্তাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর আমি তাহাদের সংখ্যা এইরূপে রাখিয়াছি যাহা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, (আর এই জন্য) যেন বিশ্বাস করে—কিতাবীগণ এবং ঈমানদারদের ঈমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। (৩১)।" এখানে এই 'বিভ্রান্তিটা' কী কারনে উল্লেখ করা হয়েছে একটু ব্যাখা করবেন ? আমি এ ব্যাপরটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাকী কোন কিছুতে সাহায্য চাইলে যথাসম্ভব করবেন আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে
শ্রাবন মনজুর

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১০ at ৩:৫০ পূর্বাহ্ণ

@শ্রাবন মনজুর,

খুশি হলাম। রাশেদ খলিফা সারাটা জীবন ব্যয় করে ফেলেছে এই অপকর্মে। অথচ দেখ কত ভিত্তিহীন বিষয়টা। আমি ছোটবেলায় মনে করতাম হয়ত কিছু কাকতালীয় সত্যতা আছে তার দাবীতে , কিন্তু যখন এটা নিয়ে কিছু দিন পড়াশোনা করলাম তখন দেখলাম - এমনকি কোনো কাকতালীয় মিল বা সত্যতাও নেই তার দাবীতে। একদম ভিত্তিহীন এরকম একটা বিষয়কে কিভাবে এতটা প্রতিষ্টিত করল রাশেদ খলিফা তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার; ধর্মবাদীরা এখন পড়েছে মারাত্মক সমস্যায় তাদের ঈমান বজায় রাখতে তাই যেখানে যে খড়কুটো -আবর্জনা পাচ্ছে তাতেই জড়িয়ে ধরছে- হয়ত এটাই এর মূল কারণ।

এটা নিয়ে এত আগ থেকে প্রচারণা চলা সত্ত্বেও বাংলা বা অন্য কোনো ভাষায় বিস্তৃত পরিসরে কোনো জবাব দেয়া হয়েছে বলে চোখে পড়ে নি, তাই নিজেরাই বাধ্য হয়ে একেবারে.................। বেশি লম্বা হওয়ায় বিরক্ত লাগতে পারে তাই একটু সময় নিয়ে পড়তে হবে। মজার বিষয় এই যে , এটা লেখার পর মাথা ধরিয়ে দেয়া এই হাস্যকর ভিত্তিহীন দাবীটি কিন্তু অল্প দিনেই বাজার হারিয়ে ফেলেছে 🙂 ।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১০ at ৪:০৬ পূর্বাহ্ণ
@শ্রাবন মনজুর,

এখানে এই ‘বিভ্রান্তিটা’ কী কারনে উল্লেখ করা হয়েছে একটু ব্যাখা করবেন ? আমি এ ব্যাপরটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাকী কোন কিছুতে সাহায্য চাইলে যথাসম্ভব করবেন আশা রাখি।

এটা বুঝতে হলে আপনাকে এর শানে নজুল জানতে হবে। এটা মূল লেখায় দেয়া আছে। দোজখে ১৯ জন ফেরেশতা আছে বলে কোরানের আয়াত এসেছে বলে যখন ঘোষণা করলেন মুহাম্মদ তখন সবাই হাসাহাসি শুরু করল যে মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা দিয়ে কিভাবে দোজখে এত লোককে শাস্তি দেয়া হবে। তখন এর প্রতি উত্তরে মুহাম্মদ আয়াত নাজিল করালেন যে এই সংখ্যা কাফেরদের এভাবে বিভ্রান্ত করার জন্যই স্থির করা হয়েছে। আর অন্ধ বিশ্বাসীরা যা শুনে তাতেই বিশ্বাস করে মানে তাদের ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে।

কী মজা তাই না? কাফেরদের বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা আল্যাই করছেন আবার তিনিই নাকি তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন।

আচ্ছা, শ্রাবন, এখান থেকে "যে সত্য বলা হয় নি" বইটি পড়ে দেখতে পার। অন্য বই গুলোও দেখতে পার। আর কোনো সমস্যা হলে বলবা, কেমন?

11. 11

শ্রাবন মনজুর

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১০ সময়: ২:৪১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ধন্যবাদ সৈকত ভাই আপনার জবাব এর জন্য। সমস্যাটা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যপারটা স্পর্শকাতর, অধিকাংশ মানুষ যতই যুক্তি দেই, অনেকটা 'বিচার মানি, শালিশ মানি, তালগাছটা আমার' জাতীয় অবস্থা।
আমার মনে আছে আরজ আলী মাতুব্বরের বই পড়ে আমার জনৈক উচ্চশিক্ষিত আলট্রা -মডার্ন বন্ধুও পাগলের প্রলাপ মন্তব্য করেছিল।
থাক সেসব কথা। আমরা সবাই আমাদের মস্তিষ্কের যথোপযুক্ত ব্যবহার ক রতে শিখি, এই কামনাই রইল।
আপনাকে আবারও ধন্যবাদ সৈকত ভাই এরকম বিষয়ধর্মী একটা ব্লগ আমাদের উপহার দেবার জন্য।

12. 12

জামি

সেপ্টেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৪:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

জটিল লিখেছেন...দাদা।

13. 13

sksamsherali

ডিসেম্বর ৩, ২০১০ সময়: ৫:৩৪ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

ইংরেজি অনুবাদকগণ স্পষ্টই বলেছেন সুরা মুদ্দাচ্ছিরে ৩০নং আয়াতটিতে শুধুমাত্র দোজখের উনিশজন ফেরেশতার সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

———————-

ভুল কথা। উনিশ সংখার আরও অনেক কাজ আছে যেমন॥

(1) to disturb the disbelievers, (2) to convince the Christians and Jews (that this is a divine scripture), (3) to strengthen the faith of the faithful, (4) to remove all traces of doubt from the hearts of Christians, Jews, as well as the believers, and (5) to expose those who harbor doubt in their hearts, and the disbelievers; they will say, "What did GOD mean by this allegory?"

কি ভাবে উনিশজন ফেরেশতা উপরিউক্ত কাজগুলি করবে তা একটু বিশদভাবে জানাবেন কি ?

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

ডিসেম্বর ৩, ২০১০ at ৮:২১ অপরাহ্ণ

@sksamsherali,

এই আয়াতটির এৎগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার পরও যদি না বুঝেন তবে কি করব ?

কি ভাবে উনিশজন ফেরেশতা উপরিউক্ত কাজগুলি করবে তা বিশদভাবে জেনে নেন তাদের কাছ থেকে যারা এইসব কথা বিশ্বাস করে ও প্রচার করে। ধন্যবাদ।

sksamsherali এর জবাব:

ডিসেম্বর ৬, ২০১০ at ৩:১৬ অপরাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী,

আপনি নিজে না বুঝে অন্যের দেওয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর বড্ড বেশি নির্ভর করে ফেলেছেন বলেই যত ঝামেলা। আলোচিত আয়াত কি বলছে তা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, অন্যের দেওয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর না নির্ভর করে।

The complete verse says :

we assigned their number (19) to do the following:

(1) to disturb the disbelievers, (2) to convince the Christians and Jews (that this is a divine scripture), (3) to strengthen the faith of the faithful, (4) to remove all traces of doubt from the hearts of Christians, Jews, as well as the believers, and (5) to expose those who harbor doubt in their hearts, and the disbelievers; they will say, "What did GOD mean by this allegory?"

it is clear that all the 5 functions will be the done by **"their number" 19 and not by the angels.**
"We assigned their number to do ……"
..***it is their number that will do all the things mentioned***
salaam

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ৬, ২০১০ at ৬:৩৭ অপরাহ্ণ
@sksamsherali,

এই পাঁচটি বিষয় কোথায় পেয়েছেন? আয়াতটির ঠিক কোথায় এই পাঁচটি বিষয় আছে?

এখন সমস্যার বিষয় হল- আমরা যদি আমাদের নিজের ব্যাখ্যা দিতে চাই তবে অনেকেই গ্রহণ করতে চাইবেন না। তাই মুসলমানরা যাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে নির্ভুল বলে গ্রহণ করেন তাদের ব্যাখ্যাই

দিলাম। আর তাদের ব্যাখ্যার সাথে আমাদের দ্বিমতও নেই। কোথাও আপনার দ্বিমত হলে নির্দিষ্ট করে বলুন। কোত্থেকে পাঁচটি আজগুবী কি এনে ঢেলে দিয়ে ব্যাখ্যা চাইলেন - এর তো কোনো মানে হয় না।

সম্পূর্ণটা একটু সময় নিয়ে যদি পড়তেন।

sksamsherali এর জবাব:
ডিসেম্বর ৭, ২০১০ at ৪:৪৩ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

আপনি এই প্রসঙ্গে মূলত যে দুটি আয়তের ব্যাখ্যা , নানা মুনির কাছ থেকে সংগ্রহ করে , আপনার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন সেই দুটির একটিতেই উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা আছে। কাজেই আপনি যদি ভালো করে কোরানের উক্ত আয়াতটি বুঝে পড়তেন ......

SHAKIR's translation:

74:30 - Over it are nineteen.

74:31 - And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as **(1)** a trial for those who disbelieve, **(2)** that those who have been given the book may be certain **(3)** and those who believe may increase in faith, **(4)** and those who have been given the book and the believers may not doubt, **(5)** and that those in whose hearts is a disease and the unbelievers may say: What does Allah mean by this parable? Thus does Allah make err whom He pleases, and He guides whom He pleases, and none knows the hosts of your Lord but He Himself; and this is naught but a reminder to the mortals.

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ৭, ২০১০ at ৮:১০ অপরাহ্ণ
@sksamsherali,

ও আচ্ছা, আমি ৩০ নং আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করেছিলাম।

সাকিরের অনুবাদ তো আমরা মূল লেখায় দিয়েছি। আপনি নিজে ও তো এর সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন নি। তাহলে "নানা মুনি" কথাটার দ্বারা তাদের প্রতি আপনার অবজ্ঞা প্রকাশের কারণটা কি? আর আপনার যদি অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকে তবে তো বলবেন।

বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এই এই ঊনিশ জনকে দোজখের কাজের জন্যই বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। এখন এই ঊনিশ জনকে দিয়ে আরো কিছু কাজ যেমন কাফেরদের বিভ্রান্ত করা(সংখ্যা এত কম শুনে বিভ্রান্ত হবে), মুমিনদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু মূল কাজ তো তাদের দোজখেই। আর আয়াতটির শানে নূযুলটা একটু দেখেন।

আচ্ছা যা বুঝলাম, আপনার মূল প্রশ্ন হল - *কি ভাবে ঊনিশজন ফেরেশতা উপরিউক্ত কাজগুলি করবে?*(আপনার প্রথম মন্তব্য অনুসরণ করে)
এখন ঊনিশ জন ফেরেশতা কিভাবে এই কাজগুলো করবে তা তো আপনার আল্লাকে অথবা যারা তা আল্লার বাণী বলে প্রচার করেন তাদেরকেই জিজ্ঞেস করবেন, আমাদের কে কেন?

14. 14

sksamsherali

ডিসেম্বর ৮, ২০১০ সময়: ৪:০১ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

😄 অবশেষে তাহলে আপনি খুজে পেলেন আয়াতটির ঠিক কোথায় এই পাঁচটি বিষয় আছে। Thank GOD.

আপনি আবারও ভূল করছেন। আমি সাকির কৃত আয়াতের অনুবাদের উল্লেখ করেছি মাত্র, কোন ব্যাখ্যার কথা আমি বলি নি।

আপনি আবারও ব্যাখ্যাতেই বেশী জোর দিলেন অথচ এই অতি সাধারণ বাক্যটির "We asigned THEIR NUMBER……." OR 'We have not made THEIR NUMBER….." (74:31) অর্থ আপনি বুঝতে পারছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। The verse in concerned clearly says us that "..it is THEIR NUMBER that will do all the things mentioned, not by the Angel"।

আপনি আমাকে concerned আয়াতটির শানে নুযুল দেখতে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রয়োজন নেই।

74:31 আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা আছে তা করবে "NUMBER of the angels" not the Angels. কাজেই শানে নুযুলের গল্প এখানে সঠিক নয়।

আপনাকেই তো প্রশ্ন করব কেননা আপনিই মতামত দিয়েছেন এই বলে যে

"অর্থাৎ 'উনিশ' সংখ্যাটা যে ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

Salam

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ৮, ২০১০ at ৭:১০ অপরাহ্ণ
@sksamsherali,

আপনার সমস্যাটা অবশেষে বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। আপনি প্রথম মন্তব্যে যে অনুবাদ ব্যবহার করেছেন তা রাশেদ খলিফার করা অনুবাদ। রাশেদ খলিফার সাইটে পেলাম। এখন বলেন আপনি এ অনুবাদকে সবার আগে কি কারণে গ্রহণ করলেন ? যিনি নিজে কোরানে ১৯ সংখ্যার অলৌকিকতা রয়েছে বলে দাবি করে নিজের ইচ্ছেমত কোরানকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন তার অনুবাদ কতটা গ্রহণ যোগ্য সেটা বোঝার জন্য খুব একটা ঘিলুর প্রয়োজন নেই। আর আপনি যদি উনার অনুবাদ এখানে দিয়েছেন তো লিংক বা উনার নামটা এখানে দিলে সহজেই বুঝা যেত অথচ আপনি তা করেন নি।
তারপর যেটা করলেন- সাকিরের অনুবাদটা নিয়ে আসলেন। সাকিরের অনুবাদটা দেখি - (৭৪:৩১)

SHAKIR: And We have not made the wardens of the fire **others than angels,** and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, ...
বোল্ড করা অংশ দেখেন।
এখন ইংরেজী অনুবাদ বাদ দেন। সোজা আরবিতে চলে যাই।(৭৪:৩১) আরবি বাক্যটা লক্ষ্য করি-

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً

ওয়ামা জাআ'লনা আসহাবান্নারি ইল্লা মালা-ইকাহ...
জাআ'লনা মানে "আমরা করলাম বা বানালাম", আসহাব মানে সাথী, সাহাবি বা বন্ধু(এখানে প্রহরী বা কর্মচারী অর্থে ব্যবহৃত হবে), ইল্লা মানে কেবলমাত্র আর মালাইকাহ মানে ফেরেশতা। সোজা অর্থ এই দাঁড়ায়- আর আমি দোজখের কর্মচারী **কেবল ফেরেশতাদিগকেই** নিযুক্ত করিয়াছি।
আরো বেশ কিছু অনুবাদ দেখেন এই লিংকে গিয়ে।
আমি আশা করব এই আয়াতে যে মালা-ইকাহ বা ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না।

sksamsherali এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১০ at ২:৪৪ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

আপনি আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে এদিক ওদিক গিয়ে পুরো ব্যাপারটিকে তালগোল পাকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন যে আমি R.K.'র অনুবাদকে সবার আগে কি কারণে গ্রহণ করলাম ? উত্তরে বলি 'ওনার English অনুবাদ বুঝা খুব সহজ অন্যান্যদের তুলনায়। আপনিই বলুন R.K.'র অনুবাদ 74:30-31 আয়াতের যে অর্ন্তনিহত অর্থ এবং Shakir-এর অনুবাদ 74:30-31 আয়াতের যে অর্ন্তনিহত অর্থ এই দুটোর মধ্যে কি কোন পাথর্ক্য পেয়েছেন আপনি? তাহলে কেন অপ্রাসঙ্গিক কথা বার্তা বলছেন? আপনি দেখছি কিছু অবুঝ দাড়িওয়ালা মোল্লাদের মতো কথা বার্তা বলছেন। **আপনিই বলুন না কি ভাবে ১৯ সংখ্যাটি 74:31 আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা আছে তা সম্পন্ন করবে?**
আমার মন্তব্যে আমি কি কোন জায়গায় এই বলে দাবি করেছি যে দোজখের কর্মচারীরা কেবলমাত্র ফেরেশতারাই হবে না, আরও অনেকে যেমন X,Y,Z অথবা সৈকত চৌধুরীর মতো লোকজনও থাকবেন? এই জন্যই আমি বলেছি যে আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে এদিক ওদিক গিয়ে পুরো ব্যাপারটিকে তালগোল পাকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। **প্রশ্নটি আবারও করছি, দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।** "*কি ভাবে ১৯ সংখ্যাটি 74:31 আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা আছে তা সম্পন্ন করবে?*" উত্তর দিতে যদি না পারেন দেবেন না। কিন্তু দয়া করে এদিক ওদিক যাবেন না, এটা আমার অনুরোধ।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

ডিসেম্বর ১০, ২০১০ at ৯:০৪ অপরাহ্ণ

@sksamsherali,

রাশেদ খলিফার অনুবাদ আপনার জন্য সহজ আর এজন্যই আপনি তার অনুবাদ নিয়েছেন আর কারো অনুবাদ নেন নি- আমিও বেশ বুঝলাম। আর এতগুলো বাংলা অনুবাদও আপনার জন্য সহজ মনে হল না।

রাশেদ খলিফা আর সাকিরের অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য কি আছে তা নিয়ে ত্যানা প্যাচানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই। কারো ইচ্ছে হলেই এই লিংক আর এই লিংকে গিয়ে বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদ ও এর মধ্যকার পার্থক্য কি তা নিরুপণ করতে পারে।
এবার আসি আপনার প্রশ্নে। আপনার প্রশ্নটি হল, " কিভাবে ১৯ সংখ্যাটি 74:31 আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা বলা আছে তা সম্পন্ন করবে?"

১৯ সংখ্যাটি কিভাবে এই পাঁচটি বিষয় সম্পন্ন করবে তা বুঝতে হলে আমরা আয়াতটির দিকে লক্ষ্য করি। আগে আমাদের বুঝতে হবে এই উনিশ কিসের সংখ্যা - এটা কি শুধু একটি সংখ্যা নাকি কোনো কিছুর সংখ্যা? এই আয়াতটি পাঠে, উহার শানে নযুল অনুসারে, ২৭ নম্বর আয়াত থেকে তা পাঠ করে আসলে এবং বিভিন্ন তাফসিরকারকের ব্যাখ্যায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তা শুধু দোজখে নিযুক্ত ১৯ জন ফেরেশতার সংখ্যা এবং দোজখে ১৯ জন ফেরেশতা নিযুক্ত করার মাধ্যমেই আপনার ঐ ৫ টি কার্য সম্পাদিত হবে এবং কিভাবে সম্পাদিত হবে তা মূল লেখায় বলা হয়েছে। যেমন **কাফেরদের বিভ্রান্ত করা-** ফেরেশতার সংখ্যা এত কম শুনে তারা বিভ্রান্ত হবে, **মুমিনদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করা** - এত কম শুনলেও তারা তা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবে না ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রাশেদ খলিফা তার ১৯ সংখ্যার মিরাকল রচনার জন্য আয়াতটির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে এই আয়াতে বলা ১৯ দ্বারা কোরানের মিরাকলের কথা বলা হয়েছে অথচ এখানে মিরাকলের কথা কিছুই বলা হয় নি।
আমি যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি আপনাকে বুঝানোর যদিও এটা আমার দায়িত্ব না। **এখন আপনি যদি না বুঝেন তবে অন্য কারো কাছ থেকে বুঝে নেন আর বুঝে থা কলে কি বুঝলেন তা এখানে একটু বলেন।**

sksamsherali এর জবাব:

ডিসেম্বর ১৪, ২০১০ at ৪:৪৫ অপরাহ্ণ

@সৈকত চৌধুরী,

উদ্ধিতি - আর এতগুলো বাংলা অনুবাদও আপনার জন্য সহজ মনে হল না।

উত্তর - সেটা প্রশ্ন নয়। আমি কেন ওনার অনুবাদকে সবার আগে গ্রহণ করলাম, সেটাই ছিল আপনার প্রশ্ন এবং তার উত্তর দিয়িছি মাত্র? দয়া করে আপনার করা প্রশ্নটা একবার দেখুন আর এখানে কোন বাংলা অনুবাদের কথা বলাও হচ্ছে না।

উদ্ধিতি - রাশেদ খলিফা আর সাকিরের অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য কি আছে তা নিয়ে ত্যানা প্যাচানোর কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

উত্তর - ত্যানা প্যাচানোর অবকাশ থাকলে কি আর করতেন না? :-* ত্যানা প্যাচানোর করার কারুর কোন অবকাশ এখানে নেই। The discussion part of the verse 74:31 clearly says us that "..IT is THEIR NUMBER that will do all the things mentioned, not by THEMI"। আপনি উপরোক্ত আয়াতের আলোচিত অংশের যে কোন অনুবাদ দেখুন। পার্থর্ক্য থাকলে তবেই বলবেন।

উদ্ধিতি - যেমন কাফেরদের বিভ্রান্ত করা- ফেরেশতার সংখ্যা এত কম শুনে তারা বিভ্রান্ত হবে, মুমিনদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করা - এত কম শুনলেও তারা তা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবে না ইত্যাদি।

উত্তর - আচ্ছা। :clap2: তাহলে বলুন কি ভাবে খ্রীষ্টান এবং জীউশ ব্যক্তিগণ দোজখে শুধুমাত্র ১৯ জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে এই কথা শুনেই Convince হয়ে যাবে বা তাদের মন থেকে সমস্তরকম সন্ধেহ দুরীভূত হয়ে যাবে?

একটি অতি সাধারণ বাক্যের "We asigned THEIR NUMBER......." OR 'We have not made THEIR NUMBER....." (74:31)অর্থ আপনি বুঝতে পারছেন না এর থেকে দুভার্গ্য কি আর হতে পারে? আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে All the 5 functions will be done by 'THEIR NUMBER", which is 19 and not by the ANGELS"

" We assigned THEIR NUMBER to do ...."

"..IT is THEIR NUMBER that will do all the things mentioned, not by THEMI"

Salam

অভিজিৎ এর জবাব:
ডিসেম্বর ১০, ২০১০ at ১০:০৭ অপরাহ্ণ
@sksamsherali,

ভাই, এতো কথার তো দরকার নাই। রাশাদ খলিফা কিভাবে কোরান টেম্পারিং করে '১৯' তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন, সেটা তো এখন সবাই জানে। এক কাজ করুন। রাশাদ খলিফার কোরান থেকে *আল তওবা* পড়ুন। রাশাদ খলিফার কোরানের অনুবাদে (সাবমিশন ডট অরগ সাইটে রাশাদের যে অনুবাদ রাখা আছে তা দেখুন) দেখবেন , উনি ১৯ তত্ত্বকে সার্থকতা দিতে গিয়ে ৯:১২৮ এবং ৯:১২৯ - এই আয়াতগুলো গায়েব করে দিয়েছেন। খালিফার কোরানে ওই দুটো আয়াত নেই। এবার ইন্টারনেটের যে কোন ইসলামিক সাইট থেকে কোরানের অন্য অনুবাদগুলোতে (যেমন , এটি) চোখ বুলিয়ে নিন। আপনি রাশাদ খলিফার কোরান টেম্পারিং এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। আবার কোন কোন সুরাতে খালিফা নিজের নাম পর্যন্ত বসিয়ে দি য়েছেন অনুবাদে (যেমন, ৮১:২২)। এগুলো রাশাদ খলিফার কোরান টেম্পারিং এর ছোট্ট কিছু উদাহরণ। রাশাদ খলিফা তো নিজেকে আল্লাহর রসুল হিসেবেও ঘোষণা দিয়েছিলেন (তার মতে কোরাণের ৩৬:৩ এ নাকি সেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন) । আপনার এগুলোতে অবাক লাগে না, অবাক লাগে এই ভুজুং-ভাজুংগুলো কেউ ধরিয়ে দিলে।
যা হোক, অনন্ত আর সৈকত কোরাণের ১৯ তত্ত্বের বুজরুকির আগা গোড়া মেথোডিকাল রিবিউটাল দিয়েছে। পুরোটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন। অবশ্য বুঝতে চাইবেন কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন।

sksamsherali এর জবাব:
ডিসেম্বর ১৪, ২০১০ at ৫:২৫ অপরাহ্ণ
@অভিজিৎ,

দাদা আমাকে উপদেশ দেওয়ার আগে আপনি ভালো করে মুক্ত মনে পড়ুন আর বুঝুন। মুখে শুধু নিজেদেরকে মুক্তমনা বল্লেই হবে না। যথোপযুক্ত পরিচয়ও দিতে হবে। আপনার বন্ধু সৈকত চৌধুরী তো একটি অতি সাধারণ বাক্যের অর্থ বুঝতে পারলেন না , দেখুন আপনি চেষ্টা করে বোঝেন কি না। মনে হয় বুঝবেন না। যারা কোরানের একটি আয়াতের একটি অতি সাধারণ বাক্যের অর্থ বুঝতে পারছেন না তারা আবার কোরাণের ১৯ ততকে বুজরুকি বলে আখ্যা দিচ্ছে।

অভিজিৎ এর জবাব:

ডিসেম্বর ১৪, ২০১০ at ১০:৪০ অপরাহ্ণ

@sksamsherali,

মনে হয়না আমার প্রশ্নের উত্তরে আপানার আর কিছু বলার আছে। আমি আপনাকে তো দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালামই ১৯ তত্ত্বকে সার্থকতা দিতে গিয়ে ৯:১২৮ এবং ৯:১২৯ - এই আয়াতগুলো খলিফা গায়েব করে দিয়েছেন, ৮১:২২ তে নিজের নাম পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছেন। এ ভাবে কোরান ম্যানিপুলেশন করে '১৯' তত্ত্বকে অলৌকিক বানিয়েছেন তিনি - আর এই অভিযোগের উত্তরে "আপনি ভালো করে মুক্ত মনে পড়ুন আর বুঝুন" জাতীয় উপদেশ আর -এ ধরনের স্মাইলিতে গুঁতা দেয়া ছাড়া আর কিছু করলেন না। হাসতে থাকুন যত ইচ্ছে আপন মনে। আপনিও হাসুন , আমাদেরও হাসান। হাসি স্বাস্থ্যের জন্য ভালই।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

ডিসেম্বর ১৪, ২০১০ at ১০:৫১ অপরাহ্ণ

@sksamsherali,

বাদ দেন ভাই এইগুলার কথা। সব গুলার দিলে তালা মারা আছে। আমরা যতই বুঝাই না কেন এগুলি কিছুতেই বুঝবে না।

আরে পাগল, অলৌকিক তত্ত্ব বোঝার জন্য এত গনিত কষাকষি, আয়াত কাটা ছেঁড়া এসব ঝামেলায় যাবার কি দরকার? খলিফা সাহেবে আবিষ্কার করেছেন, মেনে নিলেই তো হয়। ধর্ম হল বিশ্বাসের ব্যাপার, এইভাবেই না বিশ্বাস টিকে থাকে। এত কুটিল কাটাছেড়ায় গেলে আর বিশ্বাস থাকবে নাকি!

এই সোজা কথাটাই আমি এদের এতদিনে বোঝাতে পারি না।

15. 15

মাহফুজ

ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ সময়: ৩:২০ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

@অনন্ত ও সৈকত ভাই,
যুক্তি পত্রিকায় এই লেখাটি পড়েছিলাম। সংখ্যা নিয়ে এমন মজার খেলা ভালোই লাগে।
অলৌকিকভাবে আপনাদের দুজনার লেখক আইডি ৩৫ এবং ৫৩। সুতরাং মাজেজা টাজেজা বলে কিছু একটা আছে বিশ্বাস করুন। আখেরাতে কাম দিব। অনন্ত-এর ঠিক অপজিট সংখ্যা সৈকত-এর। ব্যাপারটা বড়ই ভাবনার। বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদশর্রন।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ at ৬:৫৮ অপরাহ্ণ
@মাহফুজ,

সৈকত http://mukto-mona.com/bangla_blog/?author=53
অনন্ত http://mukto-mona.com/bangla_blog/?author=35
ওহ, এর মাজেজা এখনো ধরতে পারেন নাই? দেখেন-

৩৫ ও ৫৩ পাশাপাশি লেখলে দাঁড়ায় ৩৫৫৩
এবার দুই পাশের দুটি ৩ গুণ করলে দাঁড়ায় ৩ × ৩=৯
মাঝখানের দুটি ৫ যোগ করলে দাঁড়ায় ৫ + ৫ = ১০
এখন ১০ + ৯ = ১৯
আবার মাঝখানের দুটি ৫ গুণ করলে দাঁড়ায় ৫ × ৫ = ২৫
আর দুই পাশের দুটি ৩ যোগ করলে দাঁড়ায় ৩ + ৩ = ৬
এবার ২৫ - ৬ = ১৯
আরো দেখেন-
৩৫ × ৫৩ = ১৮৫৫
এবার ১৮৫৫ এর সবগুলো ডিজিট যোগ করি ১ + ৮+ ৫+ ৫ = ১৯
আরো মাজেজা দেখুন,
৩৫ + ৫৩ = ৮৮, ৮ × ৮ = ৬৪
৫৩ + ৩৫ = ৮৮, ৮ × ৮ = ৬৪
এবার ৮৮ + ৮৮ + ৬৪ + ৬৪ = ৩০৪
এবার ৩০৪ ÷ ১৯ = ১৬ অর্থাৎ উহা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

(আবার এই ৩০৪ কে ১৯ দিয়ে ভাগ করলে যে ১৬ পাওয়া যায় উহা ৮৮ এর দুই ডিজিটের যোগফল ৮+৮ =১৬ আবার এই ১৬ দিয়ে ৬৪ নিঃশেষে বিভাজ্য, ৬৪ ÷ ১৬ = ৪, আবার ৪+ ৪ =৮ আর দুটি ৮ মিলেই তো ৮৮ । মানে মারাত্মক মাজেজা)

নিশ্চয়ই বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন!!
এবার ক্লিয়ার??

মাহফুজ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ at ৭:৫৪ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,
হুম, এখন ফ্রেস কিম্বা মাম পানির মত ক্লিয়ার। নিশ্চয়ই এতে কোনই সন্দেহ নাই। মারাত্মক মাজেজা সবার উপর নাজিল হয় না। আপনি বড়ই ভাগ্যবান।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ at ১১:৪১ অপরাহ্ণ
@মাহফুজ,

মারাত্মক মাজেজা সবার উপর নাজিল হয় না। আপনি বড়ই ভাগ্যবান।

দাঁড়ান, আপনার উপর নাজিল করাচ্ছি 🙂

আপনি http://mukto-mona.com/bangla_blog/?author=159
আপনি তো দেখছি মিরাকলের মধ্যে একেরে নিমজ্জিত!!

আপনার লেখক আইডি 159 এর দুই পাশের দুটি ডিজিট নিলেই তো ১৯!!!
আবার ১৫৯ থেকে বামের এক বাদ দিয়ে পাই ৫৯, এবার ৫ আর ৯ গুণ করলে ৪৫, এখন ৪+৫= ৯, এখন এই ৯ এর আগে ঐ বাদ রাখা ১ কে নিয়ে আসলে ১৯!!
আর সবচেয়ে বড় মিরাকল হল, আপনার ১৫৯ আমার ৫৩ আর অনন্ত দার ৩৫, এই তিনিটি যোগ করলে দাঁড়ায় ১৫৯+৫৩+৩৫= ২৪৭, আর ২৪৭ কিন্তু ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (২৪৭÷ ১৯ =

১৩)!!!!!
[মিরাকল কাউরে ছাড়ে না রে ভাই]
আপনার ১৫ নম্বর মন্তব্য করার সময় হচ্ছে- ডিসেম্বর 29, 2010 at 3:20 অপরাহ্ণ

সব গুলো ডিজিট যোগ করেন ২+৯+২+০+১+০+৩+২+০ = ১৯ !!

উপরের যে জবাব দিয়েছেন ওটার সময়ের মধ্যকার মিরাকল একটু ডানদিকে চলে গেছে মানে ডিসেম্বর 29th, 2010 at 7:54 অপরাহ্ণ এখান থেকে ডিসেম্বর 29th বাদ দিয়ে সবগুলো ডিজিট যোগ করেন তো দেখি
২+০+১+০+৭+৫+৪= ১৯!!!!
দেখছেন, ঈমান থাকলে সবারই ভাগ্যবান হওয়ার চান্স আছে। সুতরাং নিরাশ হবেন না।

মাহফুজ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ at ১১:৫৬ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

[মিরাকল কাউরে ছাড়ে না রে ভাই]

তাই তো দেখছি। কয়েকদিন আগে এক খ্রীস্টান প্রচারক এসে বলল- কোরানের ১৯ নং সুরার ১৯ নং আয়াত দেখুন, দেখবেন সেখানে আল্লাহর পবিত্র পুত্র ঈসার বিষয়ে উল্লেখ আছে।

অভিজিৎ এর জবাব:
ডিসেম্বর ২৯, ২০১০ at ৯:০৬ অপরাহ্ণ
@সৈকত চৌধুরী,

আপনেরা পারেনও!

16. 16

ফাহাদ জ্যাকসন

জানুয়ারি ৪, ২০১১ সময়: ৩:৫৭ অপরাহ্ন লিঙ্ক

বেশ কয়েক বছর আগে 'মাসিক মদীনা' নামক একটি ইসলামী ম্যাগাজিনে '১৯ এর মিরাকল' বিষয়ে একটি বিস্তৃত লেখা পড়েছিলাম। সেখনে দাবি করা হয়েছিলো যে "এরকম একটি ঘটনা কাকতালীয়ভাবে ঘটার সম্ভাবনা এতই কম যে তা প্রায় কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! সুতরাং এটা নিশ্চয় মানবরচিত হতে পারেনা।" তখন আমি বেশ 'ঈমানদার' ছিলাম এবং এরকম একটি লেখা পড়ার পর আমার 'ঈমান' আরো বেড়ে গিয়েছিলো বৈকি! কিন্তু পরবর্তিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বইপুস্তক পড়ে এবং বিজ্ঞানের সাথে কোরানের ব্যপক বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে সঘোষিত 'মহাবিজ্ঞানময়' কোরানের বিজ্ঞানময়তা নিয়ে আমার সন্দেহ বেঁধে যায়, কিন্তু 'মিরাকল ১৯' বিষয়টা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। আমি কিছুতেই 'দুইয়ে দুইয়ে চার' মেলাতে পারছিলাম না। অবশেষে সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশের লেখা 'কোরানের মিরাকল ১৯ -এর উনিশ-বিশ!' পড়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকেনা যে 'মিরাকল ১৯' এর পুরো বিষয়টা একটা জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই না!! এরকম একটা গবেষণা মূলক লেখার মাধ্যমে আমাদের সন্দেহ দূর করে দেওয়ার জন্য এবং ধর্মব্যবসায়ীদের একটি অন্যতম প্রধান অস্ত্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য লেখকদ্বয়কে অনেক ধন্যবাদ।

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:

জানুয়ারি ৫, ২০১১ at ৬:২৬ অপরাহ্ন

@ফাহাদ জ্যাকসন,

অনেক ধন্যবাদ ফাহাদ। আমি নিজেই ছোটবেলায় এই ১৯ মিরাকল নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছিলাম।

যখনই কারো সাথে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কথা বলতাম তখন দেখতাম ঘুরে ফিরে এই ১৯ মিরাকল উপস্থিত। তাই এর একটা বিহিত করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন আগ থেকেই। আশার কথা, এটা লেখার পর অন্তত ব্লগ গুলোতে এ নিয়ে প্রচারণাটা বন্ধ হয়েছে।

মুক্ত-মনায় নিয়মিত আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

17. 17

টেকি সওদাগর

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১১ সময়: ১২:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

ওহ গড! এসব কি হচ্ছে?
আমার প্রোগ্রামিং এর মধ্যেও কি মিরাক্কেল ঢুকে পড়লো নাকি ?
The webpage at http://127.0.0.1/chat/chat.php?room_id=0 might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address
চ্যাট এর একটা সাইট ডেভলপ করছি, এখন ক্রোম দেখি ১৯ শব্দের ওয়ার্নিং দিচ্ছে, গুনে দেখুন! পুরো এড্রেসটাকে এক শব্দ বলেই ধরছি।

১২.০৭ বাজছে এখন, দাড়ান মিরাক্কেল বানায়। ১২ আর ৭ যোগ করুনতো!

ইউটিউব থেকে ভিডিও সংযোগের জন্য ভিডিওর URL কপি করুন এবং লিঙ্কটি পোস্ট করার সময় http:// র বদলে httpv:// লিখুন

লাইনটার শব্দগুলো গুনতে গিয়ে আবারো টাসকি খাইলাম!

আমি আস্তিক! আমি আস্তিক! আমি আস্তিক!
ব্যাটারা অনেক টাসকি খাওয়াইসে, ইসসস একবার এভাবে ভাবিনি কেন? On spot এ টাসকি খাইয়েদিতাম বুজরুক গুলোকে

সৈকত চৌধুরী এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১১ at ৪:২৮ পূর্বাহ্ণ
@টেকি সওদাগর,

১২.০৭ বাজছে এখন, দাড়ান মিরাক্কেল বানায়। ১২ আর ৭ যোগ করুনতো!

একটুর জন্য মিরাকল মিস করে ফেললেন। ৩ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে মানে আপনার মন্তব্যের সময় ১২:১০

যাই হোক, আপনার নিরাশ করার কিছু নাই। ঈমান থাকলে সবখানেই ১৯ মিরাকল পাওয়া সম্ভব (চুভানাল্যা)।

একটা সরল মিরাকল আপনারে দেই -

মন্তব্যের তারিখ ও সময়কাল- ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১১ at ১২:১০ পূর্বাহ্ণ আর আপনার মন্তব্য নম্বর হল ১৭ (মন্তব্যের উপরে ডানে দেখুন)

সবগুলো ডিজিট যোগ করি, ২+৪+২+০+১+১+১+২+১+০+১+৭= ২২(মনে রাইখেন ২২ পাইছি)

সংখ্যাগুলো যোগ করি, ২৪+২০১১+১২+১০+১৭= ২০৭৪ আর ২০৭৪ থেকে আগের ২২ বাদ দিলে পাই ,
২০৭৪ - ২২= ২০৫২ , এখন দেখেন মিরাকল, ২০৫২÷ ১৯= ১০৮
২০৫২ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য! একদম তরতাজা মিরাকল!!

18. 18

শ্রাবণ আকাশ
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১১ সময়: ৬:৫৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

দেখেন ঈমান কাকে বলে!
আমার নামে আছে ১২টা অক্ষর (Shravan Akash) + আল্লার নামে আছে ৫টা (Allah) = ১৭
এবার ১৭-এর সাথে আমি আর আল্লাহ, এই ২ টা বিশেষ্য যোগ করলে হয় ১৯ (এক্কেরে মিরাকল)!

মাহফুজ এর জবাব:
ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১১ at ৯:৩৬ পূর্বাহ্ণ

@শ্রাবণ আকাশ,
এদিক ওদিক থেকে সবাই মিরাকেল খুঁজে বের করছে। দেখেন তো নিচের ছবি থেকে মিরাক্কেল বের করতে পারেন কিনা!

*শ্রাবণ আকাশ*এর জবাব:

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১১ at ১০:৩৭ অপরাহ্ণ

@মাহফুজ, এতদিন শুনে এসেছি- কোরবানির পশুর চামড়ায় মিরাকল। আর এখন তো দেখি একেবারে জীবন্ত মিরাকল! তবে পিছে না হয়ে সামনে হলে মিরাকলটা আরো জীবন্ত হতে পারত। আহ্ মিরাকলের মাজেজাই আলাদা!

19. 19

হৃদয়

এপ্রিল ২৯, ২০১১ সময়: ১০:৫৭ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

খুব সুন্দর আলোচনা। মুক্ত মনায় আমার প্রথম কমেন্ট , যদিও লেখা পড়ি অনেক দিন থেকেই। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান সাহসিক। আশা করছি শিগগিরই আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারব।

20. 20

Piron Tagore

সেপ্টেম্বর ১০, ২০১১ সময়: ২:০৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

Prothomei Khoma Cheye Nicchi Englishe Cmmnt Korar Jonno.

Ami Onek Din Thekei Mukto-Mona Blog Pori, Majhe Majhe Cmmnt O Kori, Bt Ekhon Mbl Theke Porchi Bole Eng Use Krte Hocche.

Lekhata Ami Porte Parini Bt Cmmnt Pore Etoi Moja Paisi J Vashar Upor Dokhol Daritto Kom Thakay Ta Vashay Prokash Korte Parchina.

Mr. Shoikot & Skshamsher (na ki jeno) Er Commentwar Dekhe Besh Pulok Onuvob Korlam.

R 19 Niye Cmmnt A Kora Rongoroshta Ami Mone Kori Jar Ondhobisshash Theke Beriye Ashche Taderke Onek Shahos Jugabe.

Tnx Soikot Da,

Avijit Da’r Cmmnt Ta Khub Joralo Chilo, Besh Valo Legeche.

21. 21

সৈকত চৌধুরী

অক্টোবর ১৬, ২০১১ সময়: ১২:৫২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

‘মিরাকল ১৯’ এর ভ্রান্ত দাবিকে নিয়ে তুলকালাম কান্ড। এখানে দেখেন -

কুরআনের অবিশ্বাস্য গানিতিক বিস্ময় । নোটটি পড়ার পর আপনার মাথা আল্লাহ সুবহানওয়াতায়ালার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসবে ।
এ পর্যন্ত ১৩৮৪ টি like ও ৭১৭ টি share.

খুবই দুঃখজনক।

22. 22

রুদ্র

অক্টোবর ১৮, ২০১১ সময়: ১১:২৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

চমৎকার লিখেছেন সৈকত এবং অনন্ত ভাই... , অসংখ্য ধন্যবাদ.....হাসতে হাসতে পেতে খিল....সত্যি অনেক মজা পেলাম. বিশেষত Rashad এর কাহিনী পড়ে.....এবং মন্তব্যগুলো ও হয়েছে এক্কেরে দারুন !!!

সমাপ্ত

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=2002

কুরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্যঃ- "ভিন্নমত"

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪১৬ (আগস্ট ৪, ২০০৯)

লিখেছেন: রায়হান আবীর

আমি ধর্ম পালন না করলেও ধর্ম নিয়ে আমার আগ্রহ রয়েছে। তাই টিভিতে যখন আব্বু-আম্মু নিবিষ্ট মনে ডঃ জাকির নায়েকের বক্তৃতা শুনে তখন কাজ না থাকলে আমিও সোফায় যেয়ে বসি। বোঝার চেষ্টা করি তিনি কী বলতে চান। তেমনি ধর্ম নিয়ে লেখা বইও পড়ি। কয়েকবছর আগে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আহমদ দিদাদ এর লেখা "কুরআন ও বিজ্ঞান" নামে একটা বই দেখলাম কাটাবনের মসজিদের নীচে মার্কেটটায়। কিনে নিয়ে আসলাম। সেই বইয়ে নানা ভাবে কুরআনকে স্বর্গীয় কিংবা আলৌকিক প্রমানের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিল, উনিশ সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ যে কুরআনকে বেঁধে দিয়েছিলেন তার প্রমান। আল্লাহতায়ালা বাঁধলেও সর্বসমক্ষে এই মিরাকলের ব্যাপারটি প্রথম তুলে ধরেন ডক্টর রাশাদ খালিফা।

পুরো ব্যাপারটি যে কোন মানুষকে আকৃষ্ট করবে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তিনি প্রমানটি দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন- জিনিসটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন, ক্ষেত্র বিশেষে কোন সংশয়বাদীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন। আর যিনি অবিশ্বাসী তিনিও সামান্য দ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন।

আপনারা যারা এই মিরাকল সম্পর্কে জানেন না- তারা উইকিতে আমার লেখা এই নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন। পড়ে দেখতে পারেন ব্লগার মাহমুদুল আলমের এই লেখার শেষ অংশটুকু।

২

আসলেই কী কুরআনে সাংখ্যিক মাহাত্ম্য (মিরাকল অফ ১৯) বিদ্যমানঃ-

স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে- না। ডক্টর খলিফা বেশকিছু ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই লেখায় বেশকিছু উদাহরণ এবং গঠনমূলক আলোচনায় তা দেখানো হবে।

মূলত পৃথিবীর যেকোন বিষয়েই একটি গানিতিক মিরাকল বের করা সম্ভব (প্রবন্ধের নীচের অংশে উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। সেটি গণিতবিদদের দ্বারা সমর্থিত না হলেও মানুষকে আনন্দ কিংবা ধাঁধায় ফেলার জন্য যথেষ্ট।

ধরুন একটি সমুদ্র সৈকত। আপনি একটি নিক্তি নিলেন - এবং সমুদ্র সৈকতের একটি একটি করে বালুর ওজন মাপা শুরু করলেন। যেসব বালুর ওজন হচ্ছে এক গ্রাম সেটিকে আপনি থলেতে ভরে রাখলেন। যেগুলো না সেগুলো ফেলে দিলেন। আরও ধরি আপনার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে এবং এই অফুরত্ন সময় আপনি শুধু বালুর ওজন মাপবেন এবং এক গ্রামের ওজনের বালু আলাদা করবেন।

তাহলে দীর্ঘসময় পর আপনি বেশ বড় একটি বালুর স্যাম্পল জোগাড় করতে পারবেন যাদের প্রত্যেকের ওজন এক গ্রাম করে। এখন যদি আপনি ঘোষণা দেন যে, এই সমুদ্র সৈকতটি একটি মিরাকল এবং এর প্রত্যেকটি বালু কণার ওজন এক গ্রাম তাহলে কী তা যুক্তি সংগত হবে ? হবে না।

কারণ গণিত আমাদের বলে, এই সৈকতে প্রতিটি বালুকণার ওজন এক গ্রাম - এই শর্ত আরোপ করার আগে আপনাকে শতকরা কতভাগ বালুর ওজন এক গ্রাম তা নির্ণয় করতে হবে। যদি শতকরা মান ৯০- ৯৯% হয় তাহলে আমরা সেই শর্ত সঠিক বলে ধরে নিতে পারি।

শতকরা= এক গ্রাম ওজন এমন বালুর সংখ্যা/ পরীক্ষণীয় মোট বালুর সংখ্যা (যে বালু আপনি ফেলে দিয়েছেন+ যে বালু আপনি রেখেছেন) * ১০০

আপনার পরীক্ষায় একবস্তা বালুর বিপরীতে কমপক্ষে এক হাজার বস্তা বালু আপনি বাদ দিয়েছেন (কারণ তাদের ওজন এক গ্রাম নয়)। সুতরাং আপনার শতকরা মান হবে খুব কম। অর্থাৎ মিরাকলটি সত্যি নয়।

ডক্টর খালিফা ঠিক এই কাজটি করেছেন। কিভাবে?

তিনি বলেছেন কুরআনকে আল্লাহ ঊনিশ দ্বারা আটকে দিয়েছেন। তিনি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন,

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’-এ মোট বর্ণ ১৯।
সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ৫টি আয়াতে (সূরা আলাক) মোট শব্দ সংখ্যা ১৯, তাতে মোট বর্ণ ৭৬ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাংগ সুরার (সুরা আলাক) আয়াত সংখ্যা ১৯।
সর্বশেষ নাযিলকৃত সুরায় (সুরা নসর) শব্দ সংখ্যা ১৯।
সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতে (সুরা নসর -১) অক্ষর সংখ্যা ১৯।
পুরো কুরআনে ‘কুরআন’ শব্দটি এসেছে ৫৭ বার (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
কুরআনের সর্বমোট সুরার সংখ্যা ১১৪ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
কুরআনের সর্বমোট আয়াত সখ্যা ৬৩৪৬ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
তাহলে ডক্টর খালিফার চালাকিটা কোথায় হল? বের করা খুব সহজ।

যেকোন বই থেকেই আপনি “বিশেষ কিছু অংশ”/অপশন বাছাই করতে পারেন। তারপর যেই যেই অপশন আপনার মিরাকল প্রমানে কাজে লাগবে তা রেখে (ধরুন সাত দ্বারা বিভাজ্য) বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন। কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন , একটি শব্দের অক্ষর সংখ্যা, চ্যাপ্টারের সংখ্যা, নির্দিষ্ট একটি শব্দ সর্বোমোট কতবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংখ্যা ইত্যাদি- ইত্যাদি গ্রহন করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি চাইলে অন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, বিজোড় সুরার সংখ্যা, জোড় চ্যাপ্টারের সংখ্যা, বিজোড় চ্যাপ্টারে অতটি অক্ষর রয়েছে- জোড়টিতে কতটি রয়েছে ইত্যাদি নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনি

মাথা খাটিয়ে অসীম সংখ্যক অপশন/"বিশেষ অংশ" বাছাই করতে পারেন। ডক্টর খালিফা তাই করেছেন। অসংখ্য অপশন থেকে তিনি উনিশ দ্বারা বিভাজ্য প্রমান করা যায় এমন অপশনগুলো গ্রহণ করেছেন- বাকিগুলো ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে যদি আসলেই ঊনিশের মিরাকল থেকে থাকে তাহলে তা সব কিছুতেই থাকবে- শুধু মাত্র কয়েকটি জিনিসে নয়।

তারপরও কথা থেকে যায়। উনি তো অনেক কিছুই মেলাতে সক্ষম হয়েছেন। সেগুলো কী আসলেই মিলেছে? সেগুলো কি আসলেই ঊনিশ দ্বারা বিভাজ্য? চলুন দেখি পরবর্তী আলোচনায়।

৩

এই অংশে, প্রমানিত শর্তগুলোও অনেক ক্ষেত্রে সঠিক নয় তা দেখানো হবে। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি নিয়েই আলোচনা করবো।

ডক্টর রাশেদ খলিফা বলেন,

"The key to Muhammad's perpetual miracle is found in the very first verse of the Qur'an, `IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM'...

মুহাম্মদের বলে যাওয়া- কুরআন যে একটি মিরাকল তার সন্ধান লাভ করা যায় , কুরআনের সর্ব প্রথম আয়াতেই। IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM'...

এই প্রথম আয়াতের অক্ষর গণনা করে (ইংরেজীতে শুধু মাত্র বড় হাতের অক্ষর) আমরা দেখতে পাই যে, এখানে ঊনিশটি অক্ষর রয়েছে। এবং এতে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি ঊনিশের গুনিতক। যেমন প্রথম অক্ষর, `ISM' ঊনিশ বার; দ্বিতীয় শব্দ, `ALLaH' ২৬৯৮ বার, যা ১৯ এর গুনিতক (১৯X১৪২) ; তৃতীয় শব্দ , `AL-RaHMaN ' আছে ৫৭ বার, (১৯ X ৩); সর্বশেষ শব্দ , ` AL-RaHIM' আছে ১১৪ বার (১৯ X ৬)"

ডঃ খালিফা দাবী করেছেন, কুরআনের এই অলৌকিকত্বে মানুষের কোন হাত নেই। অথচ , "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বাক্যে যে ১৯টি বর্ণ আছে, এই মৌলিক দাবীতেই মানুষের হাত আছে। আরবি বাক্যটিকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করার সময় আমরা যদি স্বরবর্ণ বাদ দেই, তাহলে বাক্যটি এরকম দাঁড়ায়: "BSM ALLH ALRHMN ALRHIM", উল্লেখ্য আরবীতে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, পড়ার সময় ধরে নেয়া হয়। এই প্রতিবর্ণীকৃত বাক্যে বর্ণের সংখ্যা ১৯। কিন্তু, আরবিতে "তাশদিদ" বলে একটি প্রতীক আছে, কোন বর্ণের উপর সে প্রতীক থাকলে তা দুই বার উচ্চারণ করতে হয়। "ALLAH" শব্দের দ্বিতীয় "L" এর উপর একটি তাশদিদ আছে। সেক্ষেত্রে এই লাম দুইবার উচ্চারণ করে এভাবে লেখা যেত (বা এভাবে লেখা উচিত): "ALLLAH"; আর বর্ণ সংখ্যা হয়ে যেত ২০টি।

তাশদিদ যুক্ত বর্ণ দুইবার ধরা হয়েছে নাকি একবার ধরা হয়েছে , সে বিষয়টি ডঃ খালিফা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি। এছাড়া যে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, কিন্তু পড়ার সময় ধরা হয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেয়ার ব্যাপারটাও তিনি স্পষ্ট করেননি।

পরবর্তী সমস্যা “BISM” শব্দ নিয়ে। এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শব্দের সমন্বয়: “Bi” (এক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ “মধ্যে”) এবং “ISM” (অর্থ “নাম”)।

ডঃ খালিফা সবসময় আরবি বর্ণক্রম ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই আরবি বর্ণক্রম ব্যবহার করে “ISM” শব্দটির অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবদুল বাকি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআনের একটি নির্ঘণ্ট ঘেটে এই আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গেছে:

“BiSM” শব্দটি কুরআনের প্রথম আয়াতেই আছে। এই শব্দটি কুরআনের মাত্র তিনটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে: ১:১১, ১১:৪১ এবং ২৭:৩০।

কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কেবল “ISM” শব্দটি কুরআনে মোট ১৯ বার উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় আরেকটি তালিকা আছে। “ISMuHu” শব্দের অর্থ “তার নাম”। এটি আরবিতে একটি অখণ্ড শব্দ হিসেবে লেখা হয়। কুরআনে এটি ৫ বার এসেছে।

সবগুলো ফলাফল যোগ করলে পাওয়া যায়: ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭, স্পষ্টতই এখানে ১৯ এর সাংখ্যিক তাৎপর্য আর থাকছে না।

আমাদের সামনে আরও অনেকগুলো অনুমানের ব্যাপার আছে , যেগুলো সম্বন্ধে ডঃ খালিফা কোন ব্যাখ্যা দেননি। কোন বিবেচনায় তিনি তিনবার উল্লেখিত “BiSM” শব্দটি গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন? যে শব্দ নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই শব্দটিই বাদ দেয়ার পিছনে কোন যুক্তিই দেখাননি। আর কেবল বিচ্ছিন্ন “ISM” শব্দ গণনার ব্যাপারেই বা তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? সর্বনামযুক্ত বিশেষ্য “ISMuHu” কেই বা কেন বাদ দিলেন?

তাহলে কি এই তিন ধরণের শব্দের অর্থের মধ্যে কোন ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে ? হয়ত বা, যেসব স্থানে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে কেবল আল্লাহ্‌র নাম বোঝানো হয়েছে সেগুলোকেই ডঃ খালিফা গণনা করেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এই ধারণাও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। সূরা মায়িদার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,
“...but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it...”
এবং সূরা বাক্বারার ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,
“And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?”

মূল আরবি বা ইংরেজি অনুবাদ কোনটিতেই এই শব্দগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই , একটি ছাড়া: এখানে “God’s name” সরাসরি বিধেয় এবং “His name” উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বর্ণক্রমেএই শব্দ দুটির লেখ্য রূপের ভিত্তিতেই কেবল দুটিকে ভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আরও কথা আছে, কিসের ভিত্তিতেই বা ডঃ খালিফা এই শব্দগুলোর বহুবচন রূপগুলো বাদ দিলেন? এগুলোর বহুবচন কুরআনে আরও ১২ বার এসেছে। বিশেষত সূরা আ’রাফের ১৮০ নম্বর আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়, “The most beautiful names belong to God...”

বহুবচন বাদ দেয়ার কেবল একটি কারণই থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, বহুবচনগুলো গণনা করলে মোট সংখ্যাটি ১৯ না হয়ে ৩৯ হয়ে যায়।

উপরন্তু ALLAH শব্দটির ব্যবহারের ধরণের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। এই শব্দের সাথে যখন “Li” প্রসর্গ যুক্ত হয় তখন দুইয়ে মিলে “LiLaH”বা “LiLLah” শব্দের জন্ম দেয়। এখানে প্রসর্গটির অর্থ “প্রতি”। এই লিল্লাহ শব্দেও একটি লাম এর উপর তাশদিদ আছে। (উদাহরণ হিসেবে ২:২২ আয়াতটি দেখা যেতে পারে।) ব্যকরণ অনুসারে এই প্রসর্গযুক্ত শব্দটি ঠিক “BiSM” এর মত করেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি ডঃ খালিফা এবার প্রসর্গযুক্ত শব্দগুলো বাদ দিয়ে কেবল মূল শব্দটিই গণনা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এবার ঠিকই “LiLaH” গুলো গণনা করেছেন, কারণ এগুলো গণনা না করলে মোট সংখ্যাটা ২৬৯৮ হত না এবং তা ১৯ দিয়েও বিভাজ্য হত না। এ ধরণের যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের পেছনে কি আদৌ কোন যুক্তি আছে?

“ISM” এর সাথে “Bi” যুক্ত হয়ে যখন “BiSM” হয়েছে তখন ডঃ খালিফা সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু “ALLAH”-র সাথে “Li” যুক্ত হয়ে যখন “LiLaH” হয়েছে তখন তিনি সেগুলো ঠিকই গণনা করেছেন; কেবল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য একটি সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য।

AL-RaHMaN শব্দের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা নেই। এটি কুরআনে ৫৭ (১৯ X ৩) বারই উল্লেখিত হয়েছে। লেখকও এমনটিই বলেছেন।

এবার AL-RaHIM শব্দের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ডঃ খালিফা বলেছেন , এই শব্দ মোট ১১৪ (৬ X ১৯) বার এসেছে। কিন্তু আবদুল-বাকির নির্ঘণ্ট অনুসারে কুরআনে এই শব্দটি হুবহু এই রূপে মাত্র ৩৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ৩৪ স্থানেই শব্দের আগে “AL” নামক ডেফিনিট আর্টিক্‌লটি আছে। কিন্তু বাকি ৮১ স্থানে শব্দের আগে কোন ডেফিনিট আর্টিক্‌ল নেই। এখন আর্টিক্‌ল সহ এবং ছাড়া সবগুলোই যদি আমরা গণনা করি, তাহলে মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৫। এক বার এর বহুবচনও উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে মোট ১১৬ হয়ে যাচ্ছে। ১১৫ এবং ১১৬, কোনটিই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

ডঃ খালিফার এই আবিষ্কারকে অনেকেই সম্পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছেন। ডঃ Bèchir Torki এ নিয়ে রীতিমত ৪ পৃষ্ঠার এক বিশাল সারাংশ রচনা করেছেন। এই সবগুলো অনুমোদন পত্র বা সারাংশতেও উপরে উল্লেখিত চারটি মৌলিক অনুমিতির ব্যাপার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডঃ খালিফা “ALLAH” শব্দে তাশদিদের কারণে দ্বিত্ব হয়ে যাওয়া লামগুলো গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন, আবার অলিখিত স্বরবর্ণগুলোও বাদ দিয়েছেন।

তিনি “ISM” এর মোট সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে “BiSM” শব্দটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ওদিকে আবার “ALLaH” শব্দ গণনা করতে গিয়ে “LiLaH” অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়াও তিনি তার গণনা থেকে “ISMuHu” বাদ দিয়েছেন, যদিও ব্যকরণগত দিক দিয়ে এটি হুবহু “ISM” এর মতোই অর্থ বহন করে।

এছাড়া তিনি “ISM” এবং “AL-RaHIM” শব্দের বহুবচন রূপগুলো বাদ দিয়েছেন।

উপরন্তু তার “AL-RaHIM” শব্দের গণনা ভুল হয়েছে।

সুতরাং মিরাকল প্রমানের জন্য খলিফা নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন - মিল করার জন্য। কিন্তু সে ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। তার অন্যান্য সিদ্বান্তগুলোও ভুলে ভরা। সেগুলোও আলাদা করে প্রমান করা সম্ভব।

৪

এ ধরণের সংখ্যাতাত্ত্বিক খেলা বিজ্ঞানবহির্ভূতঃ-

সংখ্যা নিয়ে এ ধরণের ধাঁধাময় খেলা অনেক প্রাচীন। সেই পিথাগোরাসের আমল থেকেই মানুষ এসব করে আসছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হওয়ার পর অনেক কিছুর মত এটাকেও বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। এই অপবিজ্ঞানের নাম দেয়া হয়েছে Numerology তথা সংখ্যাতত্ত্ব। গণিত থেকে সংখ্যাতত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে; যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলাদা হয়েছে এবং রসায়ন থেকে আলকেমি আলাদা হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব তাই একটি পরিপূর্ণ অপগণিত বা অপবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপব্যবহারকেই অপবিজ্ঞান বলা হয়।

গাণিতিক মিরাকলের আরও উদাহরণঃ-

মূলত চাইলে কুরআনে সাত কিংবা অন্য যেকোন সংখ্যার মিরাকল বের করা সম্ভব। সম্ভব পৃথিবীর যেকোন কিছুতেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে এমন একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা বেশ জনপ্রিয়। বলা হয়ে থাকে- এই ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে আমেরিকার ভবিষ্যতের সকল ঘটনা আগে থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব। খুব রিসেন্টলি টুলের (Tool) একটা গানে (Lateralus) ফিবোনাক্কি সিরিজের সুন্দর প্রয়োগ আছে। সব রকম কবিতাতে ই গণিতের খেলা দেখা যায়, সেই ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে। পিকাসোর ছবিতে পাওয়া যায় ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির খেলা। গস বা অয়লারের মত গণিতবিদের জীবনী পড়লে মানুষের গাণিতিক ক্ষমতায় আপনার আরো আস্থা বাড়বে।

আরেকটি উদাহরণ হতে পারে ইহুদিদের বিখ্যাত শেমহামেফোরাস। ইহুদি ধর্মবেত্তার সেই মধ্যযুগ থেকেই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে মত্ত। সে সময়ই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ-র দ্বিতীয় গ্রন্থ এক্সোডাস থেকে স্রষ্টার রহস্যময় নাম বের করেছিল। এক্সোডাসের ১৪:১৯-২১, এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে তারা

স্রষ্টার ৭২টি নাম উদ্ভাবন করেছে। এই প্রতিটি আয়াতে ৭২টি করে বর্ণ আছে।
- প্রথমে প্রথম আয়াতটি ডান থেকে বামে লিখেছে
- তারপর দ্বিতীয় আয়াত বাম থেকে ডানে লিখেছে
- সবশেষে তৃতীয় আয়াত আবার ডান থেকে বামে লিখেছে
- এই লেখার কাজটি ১৮ কলাম ও ১২ সারিতে করা হয়েছে। ১৮ গুন ১২ = ৭২ গুন ৩
- এবার ১২ টি সারিকে ৩ সারি ৩ সারি করে ভাগ করেছে। মোট চারটি ভাগ হয়েছে যার প্রতিটিতে ১৮ কলাম ও ৩ সারি।
- প্রতি ভাগের একটি কলাম দ্বারা স্রষ্টার একটি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে। এভাবে মোট ১৮ গুন ৪ = ৭২ টি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে।
- চার ভাগের প্রতিটিতে আবার একটি বর্ণের সাথে মিলিয়েছে। এতে স্রষ্টার একটি চার অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে।
- এই যে চার অক্ষরের নাম তার সঠিক উচ্চারণ জানার চেষ্টা করছে তারা। এ নিয়েই তারা সংখ্যাতত্ত্বের খেলা খেলছে, এখনও। এই শব্দকে ডিজিটে নিলে নাকি ২১৬ ডিজিটের একটা নাম পাওয়া আছে। ড্যারেন আরনফ্‌স্কির "পাই" সিনেমায় এই ২১৬ ডিজিটের সাথে পাই এর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

রাশাদ খলিফাকে দরকারী সাইজ মুমিন মোসলমানরা পরে ঠিকই করেছেন। তিনি যে ভন্ড হেন তেন অনেক অনেক কিছুই পরবর্তীতে তারা চিৎকা র করে বলেছেন। আবার তারাই "কুরআনকে অন্যরকম কিছু একটা" প্রমাণের জন্য রাশাদ খলিফার এই মিরাকল নাইন্টিন ব্যবহার করছেন আজ অবদি। তা করুক। আমার মতো কেউ যেন এই মিরাকল নাইন্টিন দেখে কুরআনের গ্রন্থকে অলৌকিক না ভেবে বসেন- সে জন্যই এই লেখা।

তথ্যসূত্রঃ অনেক কিছুই হুবুহু অনুবাদ করা হয়েছে। সাইটের লিংকটা পেয়েছিলাম অভিজিৎদার কাছ থেকে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এখন খুঁজে পাচ্ছিনা। আমার কৃতজ্ঞতা থাকলো।
পূর্বপ্রকাশঃ ক্যাডেট কলেজ ব্লগ

মন্তব্যসমূহ

1. আদিল মাহমুদ

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ১২:১০ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

সুন্দর বিশ্লেষন, বছর তিনেক আগে রাশাদ খলিফার নিউমেরিক্যাল মিরাকল পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম , পরে ঘটনা জানতে পেরে ততোধিক দূঃখ পেয়েছি। তবে এই লেখার আগে এভাবে পূর্নাংগ বিশ্লেষন বাংলায় আগে দেখিনি।

ধর্মবাদীরা ধর্মের সমালোচনাকারীদের খুব কঠোর চোখে দেখেন। তাদের একটা সাধারন অভিযোগ (বিশেহ করে সরব ইসলাম ডিফেন্ডার যারা) হল যে নাস্তিক বা বিধর্মীরা ইসলামে কালিমা লাগাতে

ইচ্ছে করে বিকৃত করে প্রকাশ করে। এতে আমারো সন্দেহ নেই, কেউ কেউ বা অনেকেই এটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করে থাকতে পারেন।

কথা হল, একই যুক্তিতে যারা ধর্মকে অতিমহিমান্বিত করতে একই কাজ করেন তাদের বেলায় কি হবে? নাকি ধর্মের নামে মিথ্যা, ছালচাতুরীপূর্ণ ব্যাখা, গাজাখুরী গল্প চালানো জায়েয আছে?

2. 2

রফিক

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ১:৫৯ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

সাবাস রায়হান আবীর। দুর্দান্ত বিশ্লেষণ।

3. 3

অভিজিৎ

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ৭:১২ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আমার মনে আছে, আমি যখন আমাদের মুক্তমনা সাইটটিকে ব্লগ আকারে দাঁড় করাচ্ছিলাম, তখন রানা ফারুকের একটি পোস্টে সম্ভবতঃ আদিল মাহমুদ রাশাদ খলিফা প্রসঙ্গের অবতারনা করেন। আমি তাকে সেসময় বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ডক্টর রাশাদ খলিফা কোরান ডক্টরিং - এর মাধ্যমে ‘মিরাকেল ১৯’ তত্ত্ব সাজিয়েছেন। আদিল মাহমুদ সে সময় কনভিন্সড হলেও একটি পূর্ণাংগ প্রবন্ধের দাবী করেছিলেন। রাশাদ খলিফাকে নিয়ে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে একটি লেখার চাহিদা ছিল তখন থেকেই। রায়হান আবীরের সুলিখিত প্রবন্ধটি সে অভাব অনেকাংশেই পূরণ করবে। এ প্রবন্ধটি দেখেই বুঝেছিলাম প্রথম কমেন্টটি আদিল মাহমুদের কা ছ থেকেই আসবে সম্ভবতঃ 😀

যা হোক, একটি জিনিস আবারো উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ অনেকেই ব্যাপারটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। রাশাদ খলিফার কোরানে (সাবমিশন ডট অরগ সাইটে রাশাদের অনুবাদ করা কোরান রাখা আছে) যদি চোখ রাখা যায় তা হলে দেখা যাবে, উনি ১৯ তত্ত্বকে সার্থকতা দিতে গিয়ে ৯:১২৮ এবং৯:১২৯ - এই আয়াতগুলো গায়েব করে দিয়েছেন। খালিফার কোরানে ওই দুটো

আয়াত নেই। এবার ইন্টারনেটের যে কোন ইসলামিক সাইট থেকে কোরানের অন্য অনুবাদগুলোতে (যেমন, এটি) চোখ বুলিয়ে নিন। আপনি রাশাদ খলিফার কোরান টেম্পারিং এর জলজ্যান্ত উদাহরণ হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। আবার কোন কোন সুরাতে খালিফা নিজের নাম পর্যন্ত বসিয়ে দি য়েছেন অনুবাদে (যেমন, ৮১:২২)। এগুলো রাশাদ খলিফার কোরান টেম্পারিং এর ছোট্ট কিছু উদাহরণ। রায়হান আরো বিস্তৃত দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন।

রায়হান আবীরের এ লেখাটি ছাড়াও আরো দুটো প্রাসঙ্গিক লেখা আছে আমাদের সংকলন গ্রন্থ - 'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়?' এ। লেখক ছিলেন ব্লগার **নাস্তিকের ধর্মকথার।** লেখাগুলোর লিঙ্ক নীচে দিলাম -

* ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল
* অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব

তবে রায়হানের এ লেখাটি তথ্যে গুনে নিঃসন্দেহে তুলনাহী ন। আরো একটি কারণে এ লেখাটি আমার ভাল লেগেছে - লেখাটিতে লেখকের তরফ থেকে প্রতিপক্ষের প্রতি কোন ধরণের উষ্মা প্রকাশ পায় নি, যা ধর্ম সংক্রান্ত স্পর্শকাতর লেখালিখিতে খুবই বিরল। লেখাটির স্টাইল এবং শব্দচয়ন মুক্তমনা লেখকদের জন্য আদর্শ হতে পারে।

নীচে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক ইংরেজী লেখার লিঙ্ক দেওয়া গেল -

* Numerical Miracles of the Quran
* The Miracle of 19
* The Mysterious 19 in the Quran : A Critical Evaluation
* A Numeric Miracle of the Number 19?
* The Myth of Scientific Miracles in The Quran: A Logical Analysis

লিঙ্কগুলো ইচ্ছে করেই দিলাম। থাকুক এই পোস্টটির সাথে। ভবিষ্যতে কেউ খোঁজ করলে পেতে সুবিধা হবে।

4. 4

আদিল মাহমুদ

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ৮:১৭ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আমাদের মডারেটর সাহেব দেখি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও বেশ মনে রাখেন।

হ্যা, আমি অনেকদিন থেকে এই লেখাটির অপেক্ষায় ছিলাম। ইংরেজী কিছু পড়েছি অভিজিতের দেওয়া লিংকগুলি থেকে, কিন্তু বাংলায় না পাওয়া গেলে কি আর মনের সাধ মেটে? তবে এ বিষয়টি বোঝা খুব সরল নয়, একটু ধৈর্য্য ধরে ধীরে ধীরে পড়ে বুঝতে হবে। লেখক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এটাকে সরল করে লিখতে।

অভিজিতের উল্লেখ করা আলোচনায় সম্ভবত অনন্ত বিজয় বলেছিলেন একটু ধৈর্য্য ধরতে , যুক্তির পরের সংখ্যায় এ বিষয়ে পূর্নাংগ লেখা আসছে। জানি না সে লেখা এসেছিল কিনা।

তবে সংখ্যাতত্ত্বের কিছু আজব খেলা কিন্তু আসলেই দেখা যায়। যেমন ; আমাদের সবার জানা আব্রাহাম লিঙ্কন ও জন এফ কেনেডির সংখ্যাতাত্ত্বিক মিল খুবই আজব কো -ইন্সিডেন্স। রাষ্ট্রপতি জিয়া যখন মারা যান, আমরা তখন নিতান্তই শিশু, তখন ও মনে পড়ে একজন বিচিত্রায় জিয়ার জীবনে ৭ নাকি ৯ কোন সংখ্যার বিরাট প্রভাব দেখিয়েছিলেন।

লেখককে আবারো ধণ্যবাদ।

অভিজিৎ এর জবাব:

আগস্ট ৫, ২০০৯ at ৮:৫৩ পূর্বাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

তবে সংখ্যাতত্ত্বের কিছু আজব খেলা কিন্তু আসলেই দেখা যায়। যেমন ; আমাদের সবার জানা আব্রাহাম লিঙ্কন ও জন এফ কেনেডির সংখ্যাতাত্ত্বিক মিল খুবই আজব কো-ইন্সিডেন্স।

আসলে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে মুক্তমনে যদি বিশ্লেষণ করেন , তাহলে দেখবেন, লিঙ্কন-কেনেডীর কোইন্সিডেন্সগুলো আসলে মিরাকেল কিছু নয় , বরং অনেকগুলোই অতিরঞ্জিত। আমি অনেক আগে এ নিয়ে লিখেছিলাম এখানে। অপার্থিবেরও একটা উত্তর ছিলো, সেটা পাওয়া যাবে এখানে। দেখতে পারেন।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

আগস্ট ৫, ২০০৯ at ৫:২২ অপরাহ্ণ

@অভিজিৎ,

বলেন কি! অবশ্যই পড়ে দেখব। লিংকন কেনেডীর সংখ্যাতাত্ত্বিক মারম্যাচেও তাহলে ফাক আছে? আমার ধারনা ছিল এটা বিতর্কের উপর।

ফুয়াদ এর জবাব:

আগস্ট ৫, ২০০৯ at ৮:২৪ অপরাহ্ণ

@আদিল মাহমুদ,

লিংকন কেনেডীর সংখ্যাতাত্ত্বিক মারম্যাচেও তাহলে ফাক আছে? আমার ধারনা ছিল এটা বিতর্কের উপর।

আদিল ভাই, এটাই কি আপনার মুক্তমনার ধরন। আপনি যুক্তির কথা বলেন , কিন্তু আপনি ই আবার "এটা বিতর্কের উপর" বলেন । আশ্চর্য ।

* * আরবি ভাষা না জেনে কুরানে সংখ্যাত্বত্ত আছে , কি না , তা নিয়ে চিন্তা করা, পাগলামি ছাড়া, আর কিছুই নয় । **

কুরানে সংখ্যাত্বত্ত থাকলেই বা কি , আর না থাকলেই কি । এতে তো কিছু যায় আসার কথা না ।

শেখ আহমেদ দিদাত তো Scientist ছিলেন না, Science এর বইয়ের চেয়ে, উনার খ্রিষ্ঠান ধর্ম সম্পর্কিত বই গুলি পড়েন । ভাল বুঝতে পারবেন । তাছাড়া , উনি উনার সময় অনুষারে লিখেছেন । জিবিত থাকলে হয়তো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর উনি দিতে পারতেন ।

আর একটি বিষয়, ধরেন একজন একটি বিষয় বলল, আরেক জন বিরোধিতা করল , ঐ বিষয়ে প্রথম ব্যাক্তির কি পরবর্তি মতামত, তাও জানা উচিত। আমি মনে করি ।

Sincerely

Fuad

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

আগস্ট ৭, ২০০৯ at ৭:৫১ পূর্বাহ্ণ

@ফুয়াদ,

আমি তো ভাই নিজেকে মুক্তমনা বা বদ্ধমনা কোন কিছুই দাবী করি না। নেহায়েত কৌতূহল থেকে এই সাইটে আসি, অনেক কিছু শিখতে পারি, জানতে পারি যার সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না , যেমন ধরেন না এই কেনেডি-লিংকনের ব্যাপারটাও। আমার ধারনা ছিল এটা খুবই শক্ত ভিত্তির একটা জবর কো-ইন্সিডেন্স, এখন দেখছি আসলে তত শক্ত ভিত্তির না।

বিতর্কের উপর বলেছি যে এই বিষয় ছোটবেলা থেকে এতবার শুনেছি যে এটাও যে অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা ধারনাতেই আসেনি।

"কুরানে সংখ্যাত্বত্ত থাকলেই বা কি , আর না থাকলেই কি । এতে তো কিছু যায় আসার কথা না "

আমি এখানে সম্পুর্ণ একমত। কাজেই এ ধরনের কাজ বলপূর্বক করা নিশ্চয়ই অন্যায় , কি বলেন? কোরান মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য বা একমাত্র জীবন বিধান বলে প্রতীয়মান হলে মানুষ এমনিতেই কোরান গ্রহন করবে। তার মধ্যে মিরাকল আছে, বিজ্ঞানের সব থিয়োরী লিখা আছে এমনধারা কথাবার্তা প্রমানের চেষ্টার কি কোন কারন আছে?

"আর একটি বিষয়, ধরেন একজন একটি বিষয় বলল, আরেক জন বিরোধিতা করল , ঐ বিষয়ে প্রথম ব্যাক্তির কি পরবর্তি মতামত, তাও জানা উচিত। আমি মনে করি "

ঠিক। আমিও একমত। রাশাদ খলিফা তার জীবিতকালেই অনেক মোসলমানের দ্বারাই তীব্রবাহবে সমালোচিত হয়েছিলেন। আইভির কথাতেই দেখুন দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার খূশীমত কোরানের কিছু আইয়াত গড়ের নয় বলে রায় দিয়ে বাদ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। আপনি কি বলেন? ওনার কি বক্তব্য থাকতে পারে?

*ফুয়াদ*এর জবাব:
আগস্ট ৮, ২০০৯ at ১০:৫৪ পূর্বাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

এ ধরনের কাজ বলপূর্বক করা নিশ্চয়ই অন্যায় , কি বলেন? কোরান মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য বা একমাত্র জীবন বিধান বলে প্রতীয়মান হলে মানুষ এমনিতেই কোরান গ্রহন করবে

হা একমত । তবে কেউ ঐ বইয়ের বৈশিষ্ঠ হিসাবে নিজের মতামত বললে দোষ হওয়ার কথা নয় । সবকিছুই নির্ভর করে ধারনার উপর ।

ধরুন আমি একটি বইলিখলাম সংখ্যা মিলিয়ে, এজন্য তো আল্লাহর বানী হয়ে যাবে না। তাই বলে কি আল্লাহর বানী, সংখ্যা ত্ব সাথে মিলে গেলে মানুষের বানী হয়ে যাবে। তাও না।

আবার সব কিছু বিশ্বাস বলাটাও বুকামি, এমন ও তো হতে পারে মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই আল্লাহ বুঝতে পারে।

আমি নিজের দিকে তাকাই, নিজেকে বাটপার, ধ্বাপ্পাবাজ মনে করতে পারি না। অথবা, নিজেকে, ভালর জন্য, বিরাট মিথ্যার আশ্রয় কারীও মানুষ হিসাবে ভাবতে পারি না। তাই আমি নবী সঃ বিশ্বাস করতে পারি। বিশ্বাস করতে পারি তার প্রতিটি কথা ও কাজ কে।

যুক্তি তো সব জায়গায় ই আছে, তার কি কোন শেষ আছে। যেমন, আমি আমার নিজের যুক্তি অনুযায়ী চলি। আপনি আপনার। তাই অন্য মানুষ গুলো যুক্তিহীন { ধার্মিকরা} , এটাও ভুল ধারনা।

এখন, যদি আপনি যুক্তির সংজ্ঞা দার করিয়ে বললেন , এর ভিতরে পরলে যুক্তি, না হইলে না, তাহলে ও ভুল হবে, যুক্তির সংজ্ঞা সবার কাছে একরকমন হবে না।

যুক্তি দিয়ে ধর্ম হয়না, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক মানুষ যুক্তি দিয়ে ইসলাম পেয়েছে।

আবার বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম আনা কারো মতে বিদাত, মানে ইবাদতের নামে নুতুন কিছু সংযোগ করা। যেমন : মওলানা মওদদী রঃ তফসির আল কুরান { বিদাত} অথবা ডঃ জাকিরের রঃ বিজ্ঞানিক ব্যাক্ষা{ বিদাত} । ঐ বিষয় গুলো, তারই বিষয় যে ঐ গুলো বুঝতে পারে, Only তার জন্য Reference , কিন্তু সর্বসাধারনের জন্য নয়।

যদি বলেন, আমিযে এখানে লেখতেছি ঐটাও বিদাত, আমার যুক্তিতে না। আগে মানুষ পাথরে লিখত , এখন web site Internet এ।

ডাঃ খলিফা বিদাত করতে করতে নিজেই ডুবে গেছেন। ডাঃ খলিফা আসার আগেও ইসলাম ছিল , এখন ও আছে। কি লাভ সংখ্যাত্বত দিয়ে ? তবে নিজের মতামত হইলে, আমি কিছু বলবো না। ধরমের আসংশ বললেই, সমস্যা।

5. 5

Abul Kasem

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ১২:৪৮ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

কুরআনের সর্বমোট আয়াত সখ্যা ৬৩৪৬ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।

Rashad Khalifa has divided the Qur'an according to his own convenience.

Please take a Qur'an (Yusuf Ali do) and Count the number of verses.

I did that, and found that number to be 6, 239. This number is not divisible by 19. Some other person did the counting and he came up with the number of Qur'anic verses to be 6, 236. This number is also not divisible by 19.

Some Mullahs say the number of verses in the Qur'an to be 6, 666. How nice-there are four sixes. This counting is certainly wrong. Again, this number is also not divisible by 19.

So it appears only Rashad Khalif'a's number of verses, 6, 346, is divisble by 19. How cunning.

Please do the counting and verify for yourself.

AK

আদিল মাহমুদ এর জবাব:

আগস্ট ৫, ২০০৯ at ৭:৫৭ অপরাহ্ণ

@Abul Kasem,

কোরানের আয়াত সংখ্যা কত এই নিয়েও দেখা যাচ্ছে যে মতভেদ আছে। যা বুঝলাম তাতে মনে হয় এটা আয়াত কাকে বলা যায় তার উপর নির্ভর করে।

কারো কারো মতে নম্বরবিহীন ১১২ টি বিসমিল্লাহ সহ কোরানের মোট আয়াত ৬,৩৪৬ যা রাশাদ খলিফা ব্যাবহার করেছেন। এর মধ্যে আবার প্রথম সূরাতে নম্বরওয়ালা বিসমিল্লাহ আছে।

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20071115164548AANYsOC

6. 6

রায়হান আবীর

আগস্ট ৫, ২০০৯ সময়: ১:২৬ অপরাহ্ন লিঙ্ক

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন ধরেই মুক্তমনায় ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু কখনও লেখার সাহস পাই নাই। কারণ বেশির ভাগ বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ অতন্ত্য বড় কলবরে, অসংখ্য তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। আমি হালকা ফাইজালামি টাইপ লেখক। তাই এখানে শুধু পড়ে যাই।

মিরাকল নাইন্টিন নিয়ে “বিজ্ঞানময় কুরআন” লেখাটায় অভিজিৎদার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উনি লিংকগুলো দেন, সেদিন রাতে পড়ে দেখেই আমি বিশাল টাশকি। এইরকম জালিয়াতি। তখনই ভেবেছিলাম বাংলায় একটা পূর্ণাংগ প্রবন্ধ লিখবো। কিন্তু লেখা হয় নি।

কয়েকদিন আগে কুরআনকে মহিমান্বিত করতে যেয়ে একজন মিরাকল নাইন্টিন পেড়ে বসলেন। আমি ভাবলাম আর না। সেই কারণে লিখে ফেলা। লেখাটির অনেক কিছুতে মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস) আ মাকে সহায়তা করেছে।

মাথার মধ্যে মুক্তমনার দেয়ার জন্য বেশ কিছু লেখার প্ল্যান আছে। যদি কখনও লিখতে পারি , দিয়ে দেবো। আমার মতো একজন মানুষও যদি মুক্তমনার কারণে ধর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে পারেন , তাহলেও তো অনেক।

*আদিল মাহমুদ*এর জবাব:
আগস্ট ৫, ২০০৯ at ৭:৪৬ অপরাহ্ন
@রায়হান আবীর,

ভাই এবার তো সাহস পেলেন, আরো বেশী করে সময় দেন, এই জাতীয় লেখা দেন। অপেক্ষায় থাকব।

আগন্তুক এর জবাব:
আগস্ট ৬, ২০০৯ at ২:৪৫ পূর্বাহ্ণ
@রায়হান আবীর,
বেড়ে হয়েছে ভাই!আরও একটু রস দিলে আমার মত হালকা ফাজিল টাইপের পাঠকের কাছে আরও ভালো লাগতো 🙂 ।আর সত্যিই আপনার লেখার দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকার।আরো আরো লেখা লিখুন এবং চূড়ান্ত ফাজলামো করে অপ্রিয় সত্যগুলো উদঘাটন করুন। 😄

7. 7

আইভি
আগস্ট ৬, ২০০৯ সময়: ৯:৪৬ অপরাহ্ণ লিঙ্ক

রাশাদ খলীফার কিছু আয়াতের নিজস্ব ব্যাখ্যা , ভক্তদের আনুগত্য, তাকে নিজের সম্বন্ধে reformer হিসেবে না ভেবে, মেসেঞ্জার হিসেবে আখ্যায়িত করতে অনুপ্রানিত করেছে। কারন মানুষ মাত্রই নিজেকে গুরুত্ব দেয়ার প্রবনতা আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোরানের সত্য বানী উৎঘাটনের জন্যই তাকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই ভাবনা শুরু হয় তার হাদীসগুলো বাদ দেবার পর থেকেই। যখন সে কোরানের প্যাটার্ন আবিস্কার শুরু করলেন, তিনি প্রতিটি শব্দ খুব ভালভাবে বিশ্লেষন করতেন এবং বিশ্বাস করতে শুরু করেন এটা অবশ্যই খোদার বানী এবং এর প্রমান এর ভিতরেই আছে। তিনি এই প্যাটার্নের ভিতর যে আয়াতটি পড়বে না সেটিকেই বাদ করতে চেয়েছেন এবং সেটি আল্লাহর বানী নয় বলতে চেয়েছেন এবং এই ধারনা থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন হাদীসগুলো এই টেষ্টে ধোপে টিকবে না। যারা তার সাথে কাজ করেছেন তাদের কেউ কেউ এখনো বিশ্বাস করেন কোরানে ১৯ প্যাটার্ন বিদ্যমান এবং এর জন্য আরো গবেষনা প্রয়োজন।

তার হাদীস অস্বীকারের পর থেকেই তার আবিস্কার ইসলামিক বিশ্বে ছড়িয়ে পরে। এইবভাবে ধর্মের উপর আঘাত মোল্লাশ্রেণী এবং হাদীস-সুন্নাহ বিশ্বাসী লোকদের জন্য খুবই মর্মান্তিক হলো এবং অনেক লেখা বের করা হলো এর বিরুদ্ধে যে, ১৯ প্যাটার্ন একটা hoax. এই বইগুল লেখা হলো তাদের দারাই যারা একদিন তাকে এই কোড আবিস্কারের জন্য প্রশংসা করেছিলেন। খলীফার কোরানের প্রতি

মনোভাব দ্বারা সুন্নীরা এখনো প্রভাবিত। তিনি কোরানের ব্যখায় একে ধর্মীয় বই এবং ritual বিষয়গুলোকে অনেক বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তারই একজন প্রাক্তন অনুসারী বলেছেন ,

> "Al-Sa'ah means many things, and refers to a revolutionary change in society, but he still approached it from the Sunni point of view as the end of the world."

তার বক্তব্য অনুসারে, খলীফা নিজেকে মেসেঞ্জার হিসেবে ঘোষনা দেবার পর থেকেই তার অনুসারীরা তাকে ছেড়ে যেতে শুরু করে, কিন্তু আবিস্কারকের হঠকারিতার জন্য তার আবিস্কারকে অবহেলা না করতে অনুরোধ করেছেন। খলীফা মনে করতেন monotheistic Christian or Hindu বেহেশ্তে যাবে শুধুমাত্র একজন গডের উপর বিশ্বাস রাখে। কিন্তু খলীফা সম্পুর্ণ কোরানের পলিটিকাল অংশটি উপেক্ষা করেছেন। তার প্রাক্তন এই অনুসারীর মতে , তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে তার কোডিং ধারনার সত্যি সঠিক রুপটি উন্নয়ন করতে পারতেন। তাই তিনি শুধু মাত্র তার ভুলগুলোকে বিচার না করে তার সাফল্যগুলোকে মূল্যায়ন করতে অনুরোধ করেছেন।

এখানে একটে ১৯ কোডের উদাহরন দেয়া হলো। আমরা যদি সুরা **আল-ফাতিহা** recite করি তবে দেখব

বা ও মিম উচ্চারনের সময় আমরা ঠোঁট ১৯ বার একসাথে করছি। বাকী অংশটি add দেলাম।

Lets count them:

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi = 4

Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīna = 3

Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi =2

Māliki Yawmi Ad-Dīni = 2

'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu = 1

Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma = 2

Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim = 2

Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna = 3

4+3+2+2+1+2+2+3= 19

The missing Bismilleh of Surah 9 can be found in the letter of Queen Sheba in Surah 27, exactly 19 surahs later.

In surah 2 verse 55, it is told that the Jews demanded to see God, this is the 19th time the word God is mentioned in the Quran starting from Al-Fatiha.

সবাইকে ধন্যবাদ।
আইভি

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
আগস্ট ৭, ২০০৯ at ১২:৪৮ পূর্বাহ্ণ
@আইভি,

"তিনি এই প্যাটার্নের ভিতর যে আয়াতটি পড়বে না সেটিকেই বাদ করতে চেয়েছেন এবং সেটি আল্লাহর বানী নয় বলতে চেয়েছেন"

মানে ১৯ প্যাটার্নে পড়ে না এমন কোরানিক আয়াতকেও তিনি বাদ দিতে চেয়েছেন? তাই না? তার মানে তো দাড়ায় যে আবীর রায়হান যা বলে শুরু করেছেন তার স্বীকৃতি। আবীর বলেছেনঃ "যেকোন বই থেকেই আপনি "বিশেষ কিছু অংশ"/অপশন বাছাই করতে পারেন। তারপর যেই যেই অপশন আপনার মিরাকল প্রমানে কাজে লাগবে তা রেখে (ধরুন সাত দ্বারা বিভাজ্য) বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন।"

বুঝতে পারছেন তো কি বলছি? এখন যদি নিরপেক্ষ কেউ বলেন যে আসলে গডের বানী ফানী ভূয়া কথা, খলিফা সাহেব যা তার ১৯ তত্ত্বকে প্রমান করে তাই তার হিসেবে রেখেছেন, যা ১৯ তত্ত্বে পড়ে না তাকে বাদ দিয়েছেন, বললে কি খুব অযৌকিক্ত শুনাবে?

*আইভি*এর জবাব:
আগস্ট ৭, ২০০৯ at ৯:০১ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

১৯ প্যাটার্নের মাধ্যমে আয়াত বাদ দিতে চেয়েছেন -এর মানে হচ্ছে **তার (খলীফা) মতে**, সেই আয়াতটি পড়ে ঢোকানো হয়েছে। আমি এই বিষয়ে নিজস্ব কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে একটা ব্যাপার আমাকে খুব আগ্রহী করে তোলে। কোরান তো একটা লিখিত বই ; এই রকম আর কোন বইয়ের খোঁজ কি পেয়েছেন যার structure, form, ricitation নিয়ে সংখ্যার খেলা খুঁজে পাওয়া যায়?
ধন্যবাদ।
আইভি

*অভিজিৎ*এর জবাব:
আগস্ট ৭, ২০০৯ at ৯:৪৫ অপরাহ্ণ
@আইভি,

কোরান তো একটা লিখিত বই; এই রকম আর কোন বইয়ের খোঁজ কি পেয়েছেন যার structure, form, ricitation নিয়ে সংখ্যার খেলা খুঁজে পাওয়া যায় ?

হ্যা যায়। ইহুদিদের বিখ্যাত শেমহামেফোরাস-এর উদাহরণ রায়হান আবীর তার লেখাতেই দিয়েছেন। বাইবেলের অনেক কিছুই ৭ সংখ্যাটি দিয়ে বিভাজ্য তা দাবী করা যায়। যেমন,

"In the beginning God created the heavens and the earth."

The verse consists of 7 Hebrew words and 28 letters (7 x 4). There are three nouns: 'God, heavens, earth.' Their total numeric value (Hebrew has no numbers but these are represented by letters: the sum of the number letters being the numeric value) is 777 (7 x 111). The verb 'created' has the value 203 (7 x 29). The object is contained in the first three words - with 14 letters (7 x 2) The other four words contain the subject - also with 14 letters (7 x 2). The Hebrew words for the two objects - "the heavens and the earth" - each have seven letters.

The fourth and fifth words have 7 letters. The value of the first, middle and last letters in the verb 'created' is 133 (7 x 19) the numeric value of the first and last letters of all the words is 1393 (7 x 199) and the value of the first and last letters of the verse is 497

(7 x 71). The Hebrew particle 'eth' with the article 'the', used twice, has the value 407 (7 x 58) and the last letters of the first and last words equal 490 (7 x 70).

In all, there are over 30 different numeric features related to 7 in this verse. The odds against the above features occurring by chance are 33 Trillions:1.

But the number seven is also interwoven throughout the Bible. Creation took 7 days; Naaman had to wash 7 times in the Jordan to be cleansed from leprosy; the Israelites had to march around Jericho 7 days and 7 times on the 7th day; they had to set aside one day in 7 for rest and worship. There was a 7-armed lampstand in the temple, etc. In the last book, Revelation, we find mentioned 7 spirits, 7 lampstands, 7 churches, 7 stars, 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, 7 thunders, 7 plagues, 7 mountains and 7 kings. The tribulation period is to be 7 years being the last "week of years" of Daniel's 70 weeks (Dan 9:24 ff).

Beyond this we know that the incubation period of the human embryo is 280 days (7 x 40). In Genesis we are told that man was formed from the dust of the ground. The "dust of the ground" contains 14 (7 x 2) elements, and so does the human body. Every cell in the human body is renewed every 7 years and every 7th day the pulse beats slower. In certain diseases the critical days are the 7th, 14th, 21st, etc. and the female cycle is 28 (7 x 4) days. Light is made up of 7 colours, the moon completes its orbit around the earth in 28 days (7 x 4) and the earth is 49 (7 x 7) times larger than the moon. ...... ইত্যাদি।

কিন্তু এগুলো সবই সিলেকশন বায়াস -এর উদাহরণ । ইচ্ছে করলেই যে কেউ এ ধরনের মিল যে কোন বই খুলেই দেখিয়ে দিতে পারে। হিন্দু রা আবার দাবী করেন তাদের ঋকবেদ -এ নাকি ২ এর মাহাত্ম্য আছে। কারণ আমাদের সব কিছুই দুই - দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, নারী -পুরুষ দুই সত্ত্বা। চাঁদ আর সূর্য -আবারো দুই !

মধুসূদনের সনেটেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় চোদ্দ শব্দ আর লাইনের সনেট। বড় বড় কবিদের অনেকে কবিতাতেই আশ্চর্যজনক ছন্দ খুঁজে পাও য়া যাবে। যেমন আমি পাই আমার প্রিয় কবি সুকুমার রায়ের সব কবিতাতেই।

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
আগস্ট ৭, ২০০৯ at ১১:১০ অপরাহ্ণ
@আইভি,

আবীর কিন্তু প্রথমেই দেখিয়েছেন যে একটু চাতুরীর আশ্রয় নিলেই যেকোন বই থেকে সংখ্যার খেলা খেলা যায়। রাশাদ খলিফা বেশ বিতর্কিত উপায় বেছেছিলেন বলেই তো প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই "আর কোন" বই বলাটা মনে হয় উচিত নয়। "আর কোন" বলা মানে হচ্ছে যে কোরান ছাড়া। যেখানে কোরানেই সংখ্যার মিল পাওয়াটা বেশ বিতর্কিত। আবীর দেখিয়েছেন।

আমি অভিজিতদের মত এসব নিয়ে অত গবেষনা তো করিনি, তবে এই জাতীয় কিছু উদাহরন মাঝে মাঝেই চোখে পড়েছে। যেমনঃ লিঙ্কন কেনেডীর ব্যাপারটাই ধরুন না। এই জাতীয় আরো কিছু উদাহরন আছে।

সেবা প্রকাশনীর "বিশ্বের বিস্ময়" নামে একটা সিরিজ ছিল। তাতে একটা বিস্ময়কর জিনিস ছিল এই রকম; যেকোন একটা বই খুলুন, তারপর কিছু ষ্টেপ ছিল আজ আর তা মনে নেই। বিস্ময়কর ব্যাপারটা হল যে, আপনি যেকোন বই খুলে যেকোন পেজ থেকে শুরু করতে পারেন , শেষ পর্যন্ত একই সংখ্যা উত্তর পাবেন, অনেকটা এমন। দূঃখিত, আজ আর পুরোটা মনে নেই। তবে সেসময় অনেক বই নিয়ে পরীক্ষাটা করে দেখেছি, উত্তরে কখোন ভুল পাইনি।

ক্যালিফোর্ণিয়ার একজনের কথা বেশ কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম, তিনি নাকি বাইবেলের পুরনো সংস্করন ব্যাবহার করে যেকোন মানুষের জন্ম , মৃত্যু বলে দিতে পারেন। ওনাকে নাকি একবার ওপ্রাহ ইউনফ্রেও তার অনুষ্ঠানে এনেছিলেন যদিও নিজের মৃত্যু কবে জানাতে চাইলেও জানতে চাননি। এই ভদ্রলোক নাকি বাইবেল দেখে কিসব গণনা করে বলে দিতে পারেন। আরো কত কি।

মিঠুন এর জবাব:
আগস্ট ৭, ২০০৯ at ১১:৪৬ অপরাহ্ণ
@অভিজিত দা,

আচ্ছা অভিজিত দা, কোরানে কি পরবর্তী সময়ে মেসেঞ্জার এর আবির্ভাবের বিষয়ে কিছু বলা আছে ? যদি না থাকে, তবে এই রাশাদ খলিফার আয়াত বাদ দিয়ে নতুন কোরানের উদ্ভাবন কে কিছু

বিশ্বাসীদের আজও বিশ্বাস করে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা দেখে, তাদের বিশ্বাসের প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে প্রবল কৌতুহলের উদ্রেক হয়। কারন যদিও কোরান আল্লার কাছ থেকে মুহাম্মদের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে বলে বিশ্বাসীদের নি:সংশয় দাবী, তথাপি রাশাদ খলিফার কোরানে বিশ্বাস করলে, মুহাম্মদের কোরান কে আল্লাহ প্রদত্ত নয় বলে বিশ্বাস করতেই হয়। বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যই বোধ হয় এরকম স্ববিরোধীতা। এই জগতে বোধ হয় একমাত্র লজিক্যাল অ্যানালাইসিসেই স্ববিরোধের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এছাড়া যেকোন বিষয়েই স্ববিরোধ থাকার সম্ভবনা থেকেই যাচ্ছে। সুতরাং লজিকের বিপরীত বিশ্বাসের ভিত্তিতে চালানো গবেষনায় স্ববিরোধের অস্তিত্ব থাকার সম্ভবনা সবথেকে বেশী কারন বিশ্বাস জিনিসটাই যে স্‌বিরোধকে সসম্মানে গ্রহন করে। স্বয়ং বিশ্বাসীরাই যে এর প্রমান উৎফুল্ল চিত্তে , লজ্জাহীন ভাবে অহরহ তাদের বিশ্বাসের ধরনের মধ্য দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

অবাক এই জগত।

8. 8
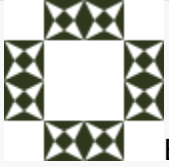
Biplab

আগস্ট ৮, ২০০৯ সময়: ২:৩৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

এই থ্রেড পড়ে মনে হল, কি করে মানুষ এইসব ধাপ্পাবাজিতে এখনো বিশ্বাস করে। জীবনের উদ্দেশ্যত পরবর্তী প্রজন্মকে আরো ভাল ভাবে বাঁচিয়ে রাখা। একটা সময়ে সেই রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেসের পেছনে ধর্মগ্রন্থগুলির ভূমিকা নিশ্চয় ছিল। কিন্ত বর্তমানে এই ধর্মগুলির ভূমিকা ঠিক কি? গরুর গায়ের পোকার মতন মানব সভ্যতার গায়ে লেগে আছে। যারা ছেলে মেয়েদের জোর করে ধর্ম বিশ্বাসী বানাতে চাইবে, সেই সব ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত সেখানেই শেষ করে দেবে। এবং জানবেও না তাদের অন্ধ বিশ্বাসে তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জীবন সংগ্রামে ুর্বল করে দিল।

একজন নাস্তিককে যতটা মানসিক শক্তি দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়-আস্তিক সেখানে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বেঁচে থাকে। ফলে সে ঈশ্বরের হাগুমুতু (এই সব ধাপ্পাবাজি , জিহাদ ইত্যাদি) ও চরনামৃত বলে হজম করে। আসলে সে ভীষন ভাবে মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল। ফলে এই সব ধাপ্পাবাজি তাকে যা বোঝাবে সে সেটাই বিশ্বাস করবে।

9. 9
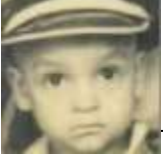
নুরুজ্জামান মানিক

আগস্ট ৯, ২০০৯ সময়: ২:৪০ অপরাহ্ণলিঙ্ক

রায়হানকে এবার মুক্তমনায় লেখক হিসেবে দেখে ভাল লাগল ।

মুক্তমনার নিয়মিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের অন্যতম রায়হান । রায়হানের সাথে আমার যতবার আলাপ হয়েছে বিষয় হিসেবে মুক্তমনা ছিল সব সময় ।

10. 10

শিক্ষানবিস

আগস্ট ১০, ২০০৯ সময়: ৭:২৯ অপরাহ্ণলিঙ্ক

ব্রাভো রায়হান।
এইরকম লেখা দিয়েই কুসংস্কার, কন্সপাইরেসি আর অন্ধত্ব দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

11. 11

রায়হান আবীর

আগস্ট ১৮, ২০০৯ সময়: ৭:১০ অপরাহ্ণলিঙ্ক

সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। বিবর্তন সম্পর্কিত একটা নতুন লেখা প্রস্তুত হয়েছে। অখন্ড করে মুক্তমনায় ছেড়ে দিবো অতিশীঘ্রই।

মানিক ভাই, ধন্যবাদ।

12. 12

মুক্তমনা এডমিন

আগস্ট ২৫, ২০০৯ সময়: ১১:০৬ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

লেখাটিকে মুক্তমনা ই-বুক 'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়?' এর সপ্তম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

*রায়হান আবীর*এর জবাব:

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৯ at ৩:৫২ অপরাহ্ণ

@মুক্তমনা এডমিন,

আরে এটা তো খেয়াল করি নাই। ধন্যবাদ।

13. 13

আদিল মাহমুদ

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৯ সময়: ৭:২৩ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

রায়হান আবীর,

সদালাপে আরেকজন রায়হান সাহেব এ বিষয়ে একটি লেখা সম্প্রতি লিখেছেন, জানি না সেটাকে আপনাদের লেখার রিবুটাল বলা যায় কিনা। তবে পড়ে দেখতে পারে ন।

http://www.shodalap.com/R_19.htm

রায়হান আবীর এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৯ at ৩:৪৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

ধন্যবাদ লিংকের জন্য। লেখাটি পড়লাম। যুক্তিখন্ডন তো কিছু করেন নাই উনি। রায়হান সাহেবের এই ধরণের লেখার সাথে আমি পরিচিত।

একটা কথাই খালি পেলাম, উনি বলেছেন এই ধরণের লেখা যারা লেখে তারা আরবী সম্পর্কে কিছু জানে না। আমি একটু মজা পেলাম। আমি খুবি ভালো আরবী জানি। কুরআন শরীফের বিশাল বিশাল অনেক সুরা আমার মুখস্থ আছে। পাঁচ ছয় বারের মতো কুরয়ান খতমও দিয়েছি আমি 😀

আদিল মাহমুদ এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৯ at ৫:১৫ অপরাহ্ণ
@রায়হান আবীর,

আমি নিজেও লেখাটি দেখে যতটা উতসাহিত হয়েছিলাম পড়ে ততোধিক হতাশ হয়েছি। উনি কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টে যাননি, ঢালাওভাবে কিছু গত বাধা কথা বলে গেছেন। কি কি পয়েন্টে সমালোচনা ভ্যালিড না তার কোনরকম ব্যাখ্যাই দেননি, তাই বলেছিলাম যে ওই লেখাকে রিবুটাল বলা যায় না।

কোরান খতম করা আর আরবী ভাষা জানা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। হতে পারে আপনি আরবী ভাষাও জানেন। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে কোরান খতম ছেলেবেলাতেই দেয়, তারা কেবলমাত্র আরবী পড়তে পারে।

রায়হান আবীর এর জবাব:
সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৯ at ১১:১৮ অপরাহ্ণ
@আদিল মাহমুদ,

আমিও সেই ছেলেদের মতৈ। মানে ব্যাকরণ শিখে জাস্ট পড়া শিখেছি। তবে অল্প বিস্তর জানি বৈকি। আমাদের ইউনিতে দুই ক্রেডিট এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ (স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং) কোর্স করতে হয়েছে। 😀

14. 14

আমি কোন অভ্যাগত নই

মে ২, ২০১২ সময়: ১:১৮ পূর্বাহ্ণ লিঙ্ক

আসলেই... এই সব হাস্যকর জিনিস নিয়েই ধর্মান্ধরা আজীবন পরে থাকবে

সমাপ্ত